PUSTAKAKUAN LIBRARY
P.G. Kodrin, 24 Pulau

BHOWANIPUR LIBRARY
P.C. Kot ... 24 Pgs.

সোমপ্রকাশ।

১৮ ভাগ। "প্রবন্ধাদি অকুতোভয়ে পাঠিয়ে: সবরসা ভূমিমরমী কাঁঠালী" ২২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মফঃস্বলে ১৲ টাকা। ডাকমাশুল মূল্য ১ টাকা।

১২৯১ সাল। ৩রা বৈশাখ। ১৮০৪ শক। ১৪ই এপ্রেল।

বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি পংক্তি ৴৩, অগ্রিম দেয় মাসুল সমেত বার্ষিক ২ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

(ডাকার অনুকূল।)

গোদ-জ্বলদোষ ও ধুবরুরে গের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু-শোষক—ইহাতে গোদ ও তদ্দারায় নিষ্ফলরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং স্থানে স্থানে চর্ম্ম আসাড় হইলে এ ঔষধে তাদৃশ ফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২।০।

আরোগ্যন—ইহাতে ধবলরোগ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বা চৌদ্দ হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক পাকেই ২।০।

এই দুটী ঔষধে পারা হরিতাল প্রভৃতি কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা ৯৮ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার ঘোষের বিদ্যালয়ের কিম্বা আমার নিকট বিক্রীত হয়।

আশ্চর্য্য চুল হইবার মহৌষধ।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

চুল না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

শ্রীহরকেশী ঔষধালয়।

বিজ্ঞাপনদাতা একটী মহাপীড়াদায়ক রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার নিমিত্ত, লোকের উপকার করিবার জন্য, বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। (ডাকটিকিট ১ টাকা) পাঠাইলে ঔষধ পাঠান যায়। ঠিকানা—শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল সেন, ৩৬ নং অপর চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বেদান্ত রত্নাবলী।

"বিদ্যারত্নবিদ্যাবিনোদ" শঙ্করাচার্য্যের "নির্ব্বাণষট্‌ক" "মনীষাপঞ্চক" "ভবানীভুজঙ্গস্তোত্র" সংস্কৃতিনী ও বিষয় অনোহারিণী টীকা সহিত "বেদান্তসার" এই চারিখানি গ্রন্থ একত্র মূল ও বঙ্গানুবাদ সহিত মূল্য ১৷৵০ আনা, ডাকমাশুল ৵০ এক আনা। "ডিসিপ্লিন্ ও গজপতী" প্রকাশক শ্রীযুক্তচন্দ্র পাল, বেড়াচাঁপাকো, ১৭১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কল্পদ্রুমের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন চাঙ্গড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন, তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৯০ সাল } শ্রীকালীনাথ দত্ত।
২ রা চৈত্র } চাঙ্গড়িপোতা।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

	উপাদেয়পাঠ্য	মূল্য	ডাকমাশুল
	১ ম ভাগ	৵০	১০
	২ য় ভাগ	৵০	১০
	নীতিসার।		
	১ ম ভাগ	৵০	১০
	২ য় ভাগ	৵০	১০
	৩ য় ভাগ	৵০	১০
	ক্রিয়েশন্ বিদ্যালয়	৷০	৩০

কলগুলি একত্র লইলে অনুদ্দেশে ডাকমাশুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

প্রেরিতপত্র।

বিবাহ বিভ্রাট।

[illegible] আপনার সম্পাদিত [illegible] পত্রের [illegible] পত্রে [illegible] না থাকায় [illegible] নিবারণ করা কি [illegible] ব্যক্তিচার [illegible] প্রবন্ধে [illegible] বার্ষিক [illegible]

যে কারণের উৎপত্তি, সেই কারণের উচ্ছেদ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, নতুবা কিছুতেই কার্য্যোদ্ধার হইবে না। বিধবাবিবাহকে যদি কাহারও দোষের কারণ বলেন, তবে বাল্য-বিবাহ, বহু বিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, কন্যাপণ গ্রহণ প্রভৃতি প্রথার অপ্রচলনকেও কারণস্বরূপ বলিতে হইবে। বিধবা বিবাহ প্রচলন যদি সমাজের অভিপ্রেত হয় তবে উহার অনুকূলে বাল্য বিবাহ প্রভৃতির ধ্বংস এবং স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। অধিক বয়সে অর্থাৎ স্বয়ং পতি গ্রহণ প্রথা অগ্রে প্রচলন না করিয়া সমাজ যদি বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে মহাভ্রমে পতিত হইবেন। যে কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করুন কখনই সফল হইবেন না। বিবাহ প্রণালী যাহা পতি হইয়া কখনই পূর্ণিত হইবে না, তাহাতে পতি হওয়া পাপজ্ঞানে সমাজ মধ্যে নিন্দিত প্রবাহে প্রবাহিত হইবে। আমরা দেখিতে পাই [illegible] বিবাহ [illegible] স্ত্রীবিক্রয়, স্ত্রী [illegible] সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর আছে, যে জাতির মধ্যে [illegible] প্রথা প্রচলিত আছে, [illegible] বিবাহ [illegible] শত, কিন্তু [illegible] নহে। ইহাতে আমাদের [illegible] বুঝিতে কাহার প্রবৃত্তি হয় না, স্বয়ম্বর ও বিধবা বিবাহ প্রথার অপ্রচলন প্রকৃতির [illegible] কারণ নহে, একমাত্র সামাজিক উন্নতির অভাব (২) সমস্ত সকল দোষের মূলীভূত কারণ। যত দিন পৃথিবীতে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের আদর থাকে, ততদিন [illegible] প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন পাপ স্রোত অবলম্বনপূর্ব্বক প্রবাহিত হইবে, কিছুতেই শান্তি স্থাপিত হইবে না। কারণাভাবে কখনই কার্য্য [illegible]

নহে, পরন্তু কারণ থাকিলে কিছুতেই ব্যক্তি চারারি অসৎকার্য্য ত্যাগ হইবে না।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, যদিও বিধবা বিবাহ লইয়া পূর্ব্বে তর্ক বিতর্ক হয়, কিন্তু সে সময়ে এই প্রথাটি কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই এবং সুচারুরূপ মীমাংসিত হয় নাই, অতএব কোন একটী নূতন প্রথা প্রচলন হইবার সময় তদ্বিষয় লইয়া আন্দোলন করা অপ্রাসঙ্গিক, যা অনাবশ্যক মতে, প্রত্যুত তাহাতে সেই বিষয় বিচার হইয়া, তাহার দোষ গুণ আলোচিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের বিনীত প্রার্থনা পূর্ব্ব প্রেরিত সমাজ সংশোধিত প্রস্তাবের কথা প্রকাশে আপনি কিম্বা আপনার অনুরাগী যেসকলেই পাঠক মহাশয় এতদ্বিষয়ে আমাদের ভ্রমনিরসনপূর্ব্বক উপকৃত করিবেন।

সাতঘাটী
২৩ চৈত্র

শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়।

সতীর চিত্তানল।

হেরিলায় অপরূপ নয়নরঞ্জন।
প্রকৃতি ললাটে এক উজল রতন॥
ধীরে ধীরে ধীরে চলে, রক্ত রাগ নভস্তলে,
মাতাসহীরণ ভরে সুনীল গগনে।
রঞ্জিত অম্বুদমালা বিবিধ বরণে।
ছুটে দাঁতরের অংশু মৃদুল কিরণে॥
আরক্ত রবির কর করে ঝলমল॥
ঘুমাতে বিহঙ্গকুল চলে, শ্রম চিন্তা কুতূহলে,
বালকা হেরিতে শোভা প্রাণ চাহে সবাকার।
হেরিলায় অপরূপ অনল অনলে॥
ভাবিলাম ঘুমরাজ চলে অস্তাচলে।
মংসর ঘোচায় দিয়া অবিরত দোলে॥
আছাড়ি পড়িয়া জলে, আগুনের মত জ্বলে,
বাড়িল চিন্তার বেগ কুআশা সলিলে।
ভয়ঙ্কর প্রবল আবেগ মন প্রাণ ঘেরিলে॥
নহে দিনমণি তুই পশ্চিম গগনে।
সতী চিত্তানল হেরি ভারত-ভুবনে॥
চাহিলাম একবার, বিস্ময়ে পূরিল মন,
কুতূহল হল পূর্ণ পুলকিত অন্তরে।
ভিতিল বিস্ময় রস অন্তর আগারে॥
কোথা বীরাঙ্গনাকুল বীর প্রসবিনী।
আর্য্যকুলবধূ, [illegible]
এত বীর্য্য পরিচয়, তুলা নহে কোন কাল,
তোমাদের ইতিবৃত্ত অবনী মণ্ডলে।
এখনো রহিয়া অংশে চিন্তায় অনলে॥
কে আসি আঁধিয়ে দিল এমন কমল।
সমস্ত বিস্ময় অংশে হইয়া অর্পণ॥

আমরা দুইয়ে পশ্য, [illegible]
আমাদের [illegible]
[illegible] দেখিতে [illegible]
হাতে সঙ্গে ছাই ছেলে [illegible]
প্রবেশ করেছে সুখে তবি অন্তরে সে॥
উঠ উঠ উঠ বলে, সুকীর্ত্তি রহিবে ভবে,
সতীত্বের গৌরবের বাহি এযোজন।
যেখানে যে আছ সতী। আর্য্য বালাদল॥
শুভক্ষণে যাত্রা করি দুর্গা করি আয় রে।
হবে না এমন দিন সুসময় যায় রে॥
মূর্ত্তিমতী দেবতা, সতী সাধ্বী পতিব্রতা,
অঙ্গ ভূষণ্যা, আর মনস্বিনী যত।
ওই চিত্রানলে সবি থাকিবে নিয়ত॥
শুভক্ষণে যাত্রা করি দুর্গা করি আয় রে।
হবে না এমন দিন সুসময় যায় রে॥
উঠ উঠ উঠ বলে, সুকীর্ত্তি রহিবে ভবে,
ধাসত্ব ঘুচিবে ভবে মরণ মঙ্গল রে।
হবে না এমন দিন সুসময় যায় রে॥
কেন কি লাগিয়া তাহে বসি অকারণ।
কি সুখে স্বদেশে কর জীবন যাপন॥
আর মন্দ দিন বলে, সতীত্বের মরমে মরে,
কোথায় রহিল বল সে পূর্ব্ব গৌরব।
পুণ্য ভূমি ভারতের বিপুল বিভব॥
আজি হে কি লাগি তোরে কোথা সেই খ্যাতি।
এবে অধীনতা কের ঘোর অন্ধ মতি॥
মন মনকোলাহলে, ঘের ঘোর সতী বলে,
উঠরে উঠরে বলে ডাকিছে তোমায়।
বিলম্ব সহে না আর উঠ এ সময়॥
শুভক্ষণে যাত্রা করি দুর্গা করি আয় রে
হবে না এমন দিন সুসময় যায় রে॥
উঠ উঠ উঠ বলে, সুকীর্ত্তি রহিবে ভবে,
ধাসত্ব ঘুচিবে ভবে মরণ মঙ্গল রে।
হবে না এমন দিন সুসময় যায় রে॥
ও ভারতভূমে কত আর্য্য কুলবালা।
ছিল ধন্যা সীতা আর সাবিত্রী সুশীলা॥
বীরেন্দ্র প্রসবী কত, ছিল দেখা শত শত,
ধরিয়া কৃপাণ যথা অরির সমরে।
মুণ্ড মালিনী কালী অসুর সংহারে॥
পতি পদসেবা কিবা পবিত্র অন্তরে।
নচিকেত অন্তকালয়ে যাইল সময়ে॥
পুত্রেষ্টি কারণী যজ্ঞে, কন্যা পুত্র বধূ সঙ্গে,
এখনো করিয়াছিল যজ্ঞ আহরণে।
সর্ব্ব কাল সমরে পুত্র হত হল রণে॥
অবরোধ জ্বালি চিতা প্রবেশে অনলে।
সব পুত্র কন্যা বধূ পরাহিত ফলে॥
সেই যজ্ঞ ছিল এক, [illegible]

---

(২) যাহা বিবাহাদি বহির হওয়া উচিত নয়। এ কথা [illegible] যায় না। যখন [illegible] হইলেই [illegible] শান্তি বিনষ্ট হইল, এ কথার আমরা [illegible]। [illegible] এখন তাহাদের চিত্তবিকারের [illegible] পুরুষেরা [illegible] তাহার সমাধান হয় না। যোগ্য যোগ্যে বিলম্বই ব্যভিচার দোষের একটী প্রধান কারণ। যদি সেই বিলম্বের কারণ না হইল, তাহা সমাজের সুখময় অবস্থা হওয়া কঠিন। [illegible] অল্প বয়সে কোনও [illegible] হইবে বলিয়াই বিধবা [illegible] করিয়া [illegible] এই কারণেই সম্পাদক মহাশয় [illegible] করিয়া বিধবা বিবাহের [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিয়াছেন "সমাজনিয়ন্ত্রকেরা বিবাহসম্বন্ধে [illegible] যোগ্যে যোগ্যে [illegible] হইলে এরূপ যে নৈতিক [illegible] সমাজের অবস্থা [illegible], আমরা আশা যোগ [illegible]

...পড়ুয়া ...ছেলের ...ইলাই বিষ ...উপরে ...সময় ...হইয়া গিয়াছে। ...আইন, আসের ...স্থানে ...প্রকার প্রমাণের ...সময়ে ...হয়। এমন ...আসামী ...প্রমাণ ...প্রমাণ ...প্রমাণ ...হইবে, তাহা ...হইয়া বিবেচ্য। এ ...বিষয়ে ...ন্যায় ...হইবারই সম্ভাবনা।

আইন।

নিম্নলিখিত তিনটী আইনের প্রসিদ্ধ গত বৎসরের আইন সংক্রান্ত প্রধান ঘটনা। ১। এদেশীয় বিচারপতির হস্তে ইউরোপীয় অপরাধির বিচারভার অর্পণরূপ ফৌজদারী আইনের সংশোধন। এ বিষয় লইয়া যে কেলেঙ্কার হইয়াছে, তাহা সেদিনকার কোন পাঠকেরই অবিদিত নাই। অতএব সে সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্ফল। পাঠু সেখাটী বিধিবদ্ধ হওয়াতে ভারতের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই; প্রত্যুত, অপকারই হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইয়াছে, ইউরোপীয়দিগের অহঙ্কার বাড়িয়াছে এবং যে ন্যায়পরতার মর্য্যাদা রক্ষার্থ উহার উদ্যোগ হয়, তাহার রক্ষা হয় নাই। ন্যায়পরতার যতটুকু মান রক্ষা হইয়াছে,তাহা ইউরোপীয়দিগের নিকটে বিড়ম্বনা বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছে। এ নিমিত্ত অল্পের ব্যবসায়ী লোকে অসন্তুষ্ট, ইংলণ্ডের কাল কাল [illegible] হইয়াছেন। তাঁহারা ঐ আইনের সংশোধন চেষ্টায় আছেন। ফলতঃ ঐ আইনটী হওয়াতে ভারতের আপাততঃ বিশেষ কোন ইষ্ট সাধন হয় নাই বটে; কিন্তু অন্বিষ্যে করিয়া বিষয়ে দৃষ্টি দিয়া করিয়া দেখা যায়, এটী ভারতের একটী ভারী শুভদীজ হইল সন্দেহ নাই। যদি অতঃপর সদ্বিবেচনা দ্বারা ছয়ের ন্যায় সম্ভাবনা গবর্ণর জেনেরল কৌন্সেলে আপন মত করেন, ঐ বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ফল প্রসূন প্রসোদিত হইবে। এখন যে কিছু ত্রুটি রহিল, তাহা দূরীকৃত হইবে,সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়, আত্মশাসন আইন। ইলবর্টবিল যে বিষয় প্রস্তাব হইতে আহরিত হয়, আত্মশাসনবিষয়ক প্রস্তাব সেই স্থান হইতেই আহরিত হইয়াছে। ভারতের কল্যাণসাধন ইহারও উদ্দেশ্য। ভারতে বিদ্যাবিস্তার করা যেমন ইংরেজদিগের উদ্দেশ্য, ভারতবাসিদিগকে স্বাধীনতায় শিক্ষা দিয়া তাহার দোষ ক্ষালিয়া ফেলা তেমনি ইহার উদ্দেশ্য। ইলবর্টবিলের ন্যায় এপ্রস্তাবও সদ্বিবেচনা সাপেক্ষ হইয়াছে। [illegible] এ সময়ে কিন্তু [illegible] প্রকাশ [illegible] পক্ষের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এতদ্বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, তাহার পর পঞ্জাবে ঐ আইনটী হয়। অল্প দিন হইল, বঙ্গদেশেও হইয়াছে। আইনটী হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহার ভারী ভার স্থানীয় কর্ত্তাদিগের হস্তগত। পল্লীবাসীদিগকে কাজের লোক করিয়া তুলা যদি তাঁহাদিগের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা উৎসাহ দিয়া স্বাধীনভাবে ইহার প্রচার চেষ্টা পাইবেন। যদি বিশুদ্ধচরিত্র উৎসাহসম্পন্ন লোক দেখিয়া এ বিষয়ের ভার অর্পণ করা হয়, তাহা হইলেই লর্ডরিপন মহাশয়ের অভিপ্রেত সিদ্ধি হইবে। অন্যথা কেবল দেশের লোককে দোষ দেওয়া হইবে এই মাত্র। তৃতীয়, খাজনা সংক্রান্ত আইন। এ আইনটী এখনও বিধিবদ্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু এতদ্বারা একটী বিষয় বিশেষ উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। স্বতন্ত্র প্রস্তাবে ইহার বিষয় আলোচিত হইবে। অতএব এস্থলে তাহার বিস্তারিত বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। তবে একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। ইলবার্ট বিলের উপলক্ষে যে সকল ইউরোপীয় এ দেশীয়দিগকে সর্ব্বসাধারণে গালি দিয়াছেন, আমাদিগের দেশের জমীদারেরা তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া খাজনা সংক্রান্ত আইনের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এটী বড় সহজ ও সুলভ বিষয়। যাঁহারা আমাদের দেশের প্রধান লোক, যাঁহাদিগের মুখাপেক্ষা দেখিয়া লোকে ধানবহিয়া শিখা করিবে, তাঁহারাই এক স্বার্থের অনুরোধে তাহাতে জলাঞ্জলি দিলেন। উল্লিখিত তিনটী বিষয় ভিন্ন অন্য প্রদেশের উন্নতিসাধন, প্রজার স্বত্ব নির্ণয়, কৃষকদিগকে ঋণদান ও বিদেশে কুলি প্রেরণ বিষয়ক আইনও হইয়াছে।

মৃত ও অমৃত ঘটনা।

ভারতেশ্বরীর অন্যতর পুত্র কনাটের ডিউক ভারতবর্ষীয় নৌবলের অধীনে সৈনিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। এতদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে ভারতবর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখা ভারতেশ্বরীর অভিপ্রেত। তাঁহার আর দুই পুত্র পূর্ব্বে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার এই স্নেহ দেখিয়া ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে বিমুখ হন নাই। তাঁহার প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়াই এদেশীয়েরা অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়াছেন। কনাটের ডিউক কলিকাতার দুর্গ প্রধান মেলার সময়ে সন্নীক হইয়া এদেশে আগমন করেন। কলিকাতার মেলা গত বৎসরের একটী প্রধান ঘটনা। পৃথিবীতে যত কার্য্যের যে কতদূর উন্নতি হইয়াছে এই মেলা [illegible] উহাই দিয়া পাওয়া [illegible] সম্পূর্ণীভূত হইতেছিল। শিল্পিদিগের [illegible] হইতে অনেক উৎসাহ লাভ করিয়াছেন।

বৎসরের অপর প্রধান ঘটনা, এই, গত ডিসেম্বর মাসে মহারাজ্ঞীর অবশিষ্ট রাজনীতি লইয়া [illegible] বিষয়ের সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। কতকগুলি বিদূষক লোক ভিন্ন অধিকাংশ লোকেই অল্প বিস্তর মহারাজ্ঞীর রাজনীতির প্রশংসা করিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর যে উদারভাবে ভারত শাসন অভিপ্রেত, তাহা হইতে তাঁহার সুন্দর পরিচয় হইয়াছে। তিনি একজন যথার্থ উপযুক্ত প্রতিনিধি।

অন্যান্য ঘটনাগুলি এই—(১) কলিকাতার হাইকোর্ট আদালতের অবজ্ঞাকারী বলিয়া বাঙ্গালি সংবাদপত্রের সম্পাদক বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কারারুদ্ধ করেন। হাইকোর্ট মনে করিয়াছিলেন, তাহাতে বিচারপতিদিগের সম্মানবৃদ্ধি হইবে; কিন্তু বিপরীত ফল ফলিয়াছে। সর রাবর্ট সাবের প্রকৃতির প্রতি লোকের যে প্রকার ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। (২) ভারতেশ্বরীর অন্যতম পুত্র আলবার্টের ডিউক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত প্রজামাত্রেই দুঃখিত হইয়াছেন। (৩) মহীশূরের দেওয়ান রঙ্গাচারলু ও হাইদ্রাবাদের মন্ত্রী সর সালার জঙ্গের মৃত্যু। এই দুই মহৎ ব্যক্তি [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছিল। (৪) ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ ও [illegible] রাজার মৃত্যু। আমরা দুঃখিত চিত্তে ইঁহাদের সঙ্গে দুইজন বিদ্বান ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। গ্রন্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যু ও দ্বিতীয় কলিকাতার বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু। দয়ানন্দ সরস্বতী সেকালের অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ছিলেন। পাশ্চাত্য বিদ্যার তাঁহার অধিকার ছিল না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় অনেক অংশে কুসংস্কার হইতে মুক্ত ছিল। বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র একজন সামাজিক লোক ও সুলেখক ছিলেন। তাঁহার "টেকচাঁদ ঠাকুর" বাঙ্গালিদিগের নিকটে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরদিগের মফস্বল ভ্রমণে উপকার বা অপকার?

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরদিগের মফস্বল ভ্রমণে দেশের যে কি উপকার হয়, এস্থলে তাহারই বিচার করা আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। [illegible] সংস্কার এই, দেশ ভ্রমণে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরদিগের নিজের লাভ বিনা দেশের লোকের বিশেষ উপকার হয় না; প্রত্যুত, অপকার হয়। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরদিগের

পত্রপ্রেরকের প্রতি।
রাজপুর জমিদার সভা বলিয়া একখানি প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু এখানে কলমাতাতে আমরা কোন কমিটি বা সভা দেখিতে পাইলাম না; আপনি যাবে থাকাশ করিবেন।

সোমপ্রকাশ।

৬ষ্ঠ বৈশাখ সোমবার।

১২৯০ সাল।

যে খানে দেখিতে জগতের এক বৎসর আয়ুঃ শেষ হইল। এ দেশের প্রথা থাকা এই, পূর্ব্ব বৎসর মঙ্গলদায়ক নয়। আমরা গত বৎসর এই বাকাটী অর্থে পরিবর্ত্তন দেখিলাম। সময়োচিত বর্ষা না হওয়াতে শস্য জন্মে নাই। যারা দেশের জীবনস্বরূপ, সেই কৃষকদিগের মহাকষ্ট উপস্থিত। যে পর্য্যন্ত না পুনরায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মিবে, তাবৎ তাহাদিগের জমীদারের খাজনা ও মহাজনের দেনা পরিশোধ করিয়া গৃহিবার প্রতিপালন করা ভার হইয়া উঠিবে। দেশ আস্থাতথও অনুভব করিতে পারে নাই। দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতি বহুস্থানে বসন্তের নিতান্ত অপ্রতুল হইয়াছিল। বঙ্গদেশের অনেক স্থলে ওলাউঠার বিশেষ প্রকোপ হয়; সম কথা কি, কলিকাতার উহার হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে পারে নাই। সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থারও বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। বরং বিষয়বিশেষে অবস্থার শোচনীয়তাই প্রকাশ পাইয়াছে। এক ইলবার্ট বিল উপলক্ষে ভারতবাসীর প্রতি ভারতস্থ ইউরোপীয় সমাজের যে ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মঙ্গলদায়ক নহে। উভয় সমাজের এ বিকৃত মনের ভাবের যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীর উন্নতি লাভ দূরে থাকুক, ক্রমে অবনতি উপস্থিত হইবে। আমরা যে এই আশঙ্কা করিতেছি, তাহা অমূলক নহে। গবর্ণমেণ্ট নিজেই শঙ্কিতপ্রায় হইয়া ইউরোপীয়দিগের মনোরঞ্জন করিয়া ইলবার্ট বিল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এ অবস্থায় যদি ইউরোপীয়দিগের মনের অধিকতর বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়েরা যখন অজ্ঞতা গবর্ণমেণ্টকে অভিভূত জ্ঞান করিয়াছেন, তখন তাহারা এ দেশীয়দিগের নাবিক্ষুব্ধ কালে আইন পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। এখনই ও অনেকে বলেন আইন গ্রহণ করিয়া [illegible]

[illegible] প্রধান উপায়। কিন্তু [illegible] সে বিষয়ে সংশয় কি? [illegible] প্রজাকর্ষণের কি কথা নাই? গবর্ণমেণ্ট নানা ব্যবহারে উভয় [illegible] আমাদের মনে হইবার কি? [illegible] হুর্জনের বল। কিন্তু ভারতবাসিগণ [illegible] যেন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। [illegible] দিগের অন্তরে উন্নতির [illegible] আশা পাওয়া যায় নাই। এ দেশের যে [illegible] আছেন, তাঁহারা আমাদের [illegible] যেন সেরেস্তার [illegible] কিন্তু কিছুদিনের মিমিত্তে সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থি-দিগের বয়োবৃদ্ধির প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। বয়োবৃদ্ধির বিষয় না হইলে এ দেশীয়দিগের পক্ষে সিবিল সার্বিস প্রায় দুষ্প্রাপ্য বলা যাইতে পারে। উচ্চতর পদবাচ্য বিষয়ে এদেশীয়েরা এক প্রকার ভগ্নাশ হইয়া আছেন, সে বিষয়ের গত বৎসরে কোন প্রকার উন্নতিলক্ষণ লক্ষিত হয় নাই।

যুদ্ধ।

এ সম্বন্ধে গত বৎসর আমরা যেরূপ আশাদিকে কিঞ্চিৎ পুলকিত হইয়াছি, কিন্তু ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রুষ, কাহারা শান্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। ইহাঁদের অনেক অর্থ ও মনুষ্য [illegible] অবলম্বন করিয়াছে। ইংলণ্ড এক বিষম লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। [illegible] বিচ্ছেদ হইবার উপক্রম হয়, এবং গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্ব লোপ হইবারও সম্ভাবনা হয়। হুঃখের বিষয় বলিয়া আমাদের অর্থ গ্রহণরূপ অন্যায় কার্য্যেরও অনুষ্ঠান হইয়াছে। এখনও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। ইংলণ্ডেশ্বরীর [illegible] গ্লাডষ্টোন সাহেবের বিরুদ্ধপক্ষ ইহাঁকে অপদস্থ করি-বার চেষ্টা পাইতেছেন। [illegible] টাকা অতিরিক্ত [illegible] উপস্থিত। ইহাতেও যুদ্ধ অনাবশ্যক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। [illegible] মন্ত্রিত্বের ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ড-বাসিগণ বলিয়া থাকেন যে, [illegible] যুদ্ধ না। যুদ্ধের আয়োজন ও উপকরণ [illegible] তাহার মধ্যে বিলক্ষণ প্রকাশ। [illegible] আফিগানিস্থানের [illegible] দেশে প্রবাহিত হইতেছে। সম্প্রতি [illegible] অধিকার করিয়া লইয়াছেন। [illegible] দেশের একটী প্রধান [illegible] করিয়া [illegible]

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বসিরহাট—যাদবগাছী।

ইংরেজের নাম এই, নিত্য নূতন স্থান দর্শনজনিত আনন্দ অনুভব ও জ্ঞানবৃদ্ধি করিব। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরী পদে স্থানান্তর হিতা ও হাস্যজনক পরিশ্রম আছে। সুতরাং মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। সেই সময় সেই বিশ্রামের উত্তম অবসর। দেশের যে অবস্থার হউক, তাহা একবিধ নহে—নানাবিধ। গবর্ণর জেনেরল, কিম্বা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, কিম্বা চীফ কমিশনর, যিনি যে দেশে শ্রবণ করিয়া প্রজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহারা সেই দেশের খরচের তালিকা দেখিয়া জানিতে পারেন লোকেরা বেশ আছে, স্বাস্থ্যকারীর মঙ্গল চিহ্নই দেখিতে পান ও জানেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা ইহা বা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অন্য প্রণালী দেখেন, উচ্চ রাজপুরুষদিগের মানস ভাবের বুঝেন, তাই অনুকূল বাতাস দেখিয়া অতিলাবে তরিতে পাল লাগাইয়া কর্তৃপক্ষের মানস সমুদ্রে প্রবেশ করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কয় জনকে কেহ কি তাঁহার পরনা করিয়া দেখিয়াছেন? এই অবস্থাজ্ঞানের দ্বারা অপরিমিত ব্যয়ে অধিকতর অবনত হইয়া পড়িতেছে। ভারতের রাজকোষ হইতে কেবল যে এই অর্থ ব্যয় হয় এরূপ নহে, স্থানীয় লোকেরাও এতদুপলক্ষে নানা প্রকার উৎপীড়ন সহ্য করে। যাহার যেরূপ অবস্থা তাহাকে তদনুরূপ অর্থ সাহায্য করিয়া রাজপুরুষের আয়োজন করিতে হয়। যাহা দেশে আসিলে কোথায় প্রবার প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাইবেন, তাহা না হইয়া কৃষ্ণকেশ যুবিনবেশ কিম্বুকদিগকে দলের হইতে বহিষ্কৃত [illegible] দিয়া রাজপুরুষগুলিকে সকলের জন্য কথনী বুক্তাদি দ্বারা সন্তোষিত করিয়া বাহি পোড়াইয়া সৌজন্য দেখান হইল। কিছু পরে সে সমুদায় গেল। দরিদ্র প্রজা [illegible] করিয়া যেটে ঘর গুলিকে যে চুনকাম করিয়াছিল, এক পসলা বৃষ্টিতে তাহা ধুইয়া গেল। রাজা যে দিন আসিয়াছিলেন, সে দিনে লোকে যে নূতন বস্ত্র পরিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইল। রাস্তার বিচুলিগুলি যাহা ঢাকা হইয়াছিল, তাহা বাহির হইল। যে সকল কিম্বুককে দলের হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার দলের আসিয়া উপস্থিত হইল; সুতরাং দলে পুষ্টি সাধন করিল। এবার মিউনিসিপালিটী বাহি পোড়াইয়া, সেই প্রকৃত করিয়া লজ্জা পাইয়া যিনি যত সাহায্য দিয়াছিলেন, কাহে কাহেই যথাযোগ্য সাধারণের দ্বারা বিতরিত করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারিলেন না। দেশের অনুপযোগী [illegible] মিউনিসিপালিটি করিলেন, [illegible] দেশের সুখ-[illegible]

রাজা তখন আত্মবিস্মৃত হইয়া এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন, কিন্তু সাধারণের তাহার বিষময় ফল বহু দিন ধরিয়া ভোগ করিতে হইল। ইহার অপেক্ষা গুরু বিষয় আর কি হইতে পারে?

বিশেষ আনিষ্ট এই, দেশভ্রমণ করিতে গিয়া তাঁহারা যে সকল লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরদিগের এই সংস্কার হয়, ভারতবর্ষ অতি সুখী ও সৌভাগ্যশালী। তাঁহারা আট মাস বাঁধিয়া তাহারই রিপোর্ট করেন, দেশের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায় না। উপরের কর্তাদিগেরও মনে দেশের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ধারণা হয়। ইহার পরে যদি কেহ দুরবস্থার কথা জানাইতে যান, তাঁহার কথা ভাসিয়া যায়। তিনিই মিথ্যাবাদী হইয়া পড়েন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নিজ চক্ষে দেশের উৎকৃষ্ট অবস্থা দেখিয়াছেন, তাহার উপরে আর কথা কি? লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরদিগের দেশ ভ্রমণ এই নূতন নহে, ইহা বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে কিন্তু কে বলিতে পারেন এ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের দ্বারা এ পর্য্যন্ত দেশের কোন স্থায়ী উপকার হইয়াছে? যে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের যত দেশের ব্যয় হয়, তাহার অনুরূপ কি ফল হইয়া থাকে? লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরেরা যখন দেশ ভ্রমণে যান, তখন দেশবাসিদিগের কোন বিষয়ে কিরূপ অভাব, তাহা কি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন? অথবা তাঁহার কথা বলিবার কাহাকে কি সুযোগ দেন? যে কয়জন লোক স্থানীয় রাজপুরুষদিগের সাহায্যে সুখী, তাঁহারাই কেবল সুখপ্রাপ্তি হইয়া দেশকে সুখী বলিয়া তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরেরা এক্ষণে যেরূপে ভ্রমণ কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাঁহাতে আমরা বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। অতএব যিনি যথার্থ উপকারের ইচ্ছায় বহির্গত হন, তিনি যে বিশেষ উপকার করিতে পারেন, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তিনি যদি স্থানীয় রাজপুরুষ ও মিউনিসিপালিটির কমিশনর পরিত্যাগ করিয়া পারেন, এবং তাঁহাদিগের মুখে দেশের সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে দেশের অধিকতর অপকার হয়। তাঁহার নিকট কেহ ভবিষ্যতে দুঃখের কথা কহিলে তিনি শ্রদ্ধা করেন না। অথবা তাহা বুঝিতে পারিবার [illegible]

ইংরাজদিগের বর্ণবিদ্বেষ।

ইংলণ্ডীয় প্রত্যেক ভারতবাসী কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বর্ণবিদ্বেষ দেখিয়া [illegible] হইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, ছাত্রেরা [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবেশন পূর্ব্বক আলাপাদি করেন এবং তাঁহা [illegible] তখন আমাদিগের উপরোক্ত [illegible] যদি কেহ মনে করেন, ইংলণ্ডের অধিবাসীরা সকলে [illegible] ন্যায় নাস্তিক, লেখকের মতে তাহাও নহে।

ভগবানের অস্তিত্বের কথা তুলিতে গেলে [illegible] আমরা বড় চটিয়া যাই। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, লোকের ধার্ম্মিকতায় মৌখিক, আন্তরিক নহে। লেখক একটি বড় বিষয়ের উত্থাপন করিয়াছেন। ইহার মীমাংসা তত সহজ নহে। লোক ধর্ম্মালয়ে বসিয়া উপাসনা করিলেই কি ধার্ম্মিক হয়? ধার্ম্মিকতার লক্ষণ কি? "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥" মনু ইহার নিম্নলিখিত দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাইবলেরও দশটী আজ্ঞা আছে। কিন্তু কয়জন উহার অনুসারে চলিয়া থাকেন? ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন, উপদেশ শ্রবণ ও উপাসনা ধার্ম্মিকতার প্রতিপাদক নয়। কোন্ বলে ঐ সকল অনুষ্ঠানের অভাব আছে? মুসলমানেরা যখন নমাজ করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগের সেই প্রণালীবদ্ধ ভাবে উপাসনা কি তাঁহাদিগের ধর্ম্মভাব প্রতিপাদক বোধ হয় না? লেখক কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী হিন্দুস্থানিদিগের ক্রিয়া কলাপ দেখিয়াছেন, সে দেখাতে স্থান না ঘটে; (এখানে ইংরাজী লিখিত চিত্র বিচার উপস্থিত করিয়াছে) কিন্তু আমরা নবদ্বীপ ও ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণদিগের সন্ধ্যাবন্দনাদির ঘটা কি কম? একদিন কি তাঁহাদিগের ধর্ম্মভাবের পরিচয় হয় না? তাঁহাদিগের প্রতি কি ভক্তি শ্রদ্ধা নাই; যখন হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল, তখন কি ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিয়া জলগ্রহণ করিতে সাহসী হইতেন?

"ন হ্যনগ্নিঃ পঠতীতি কারণং," ইত্যাদি যে সকল রীতি রাজা আছে, লেখক তদ্বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও ধর্ম্ম উপদেশ শ্রবণ করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। যে সাহেব ধর্ম্মালয়ে গিয়া উপাসনা করিল, পরক্ষণে তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া পরস্বের অপহরণে প্রবৃত্ত হইল, পরদারাবমর্ষণ করিল, পদে পদে অন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল, কেহ ন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহার বিপক্ষ হইল, এরূপ ব্যক্তিকে কি লেখক ধার্ম্মিক বলেন? যত দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোক খৃষ্টিয়ান হয়, তাহাদিগের নিম্নভাব যায় নাই। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বনের আর নাই। অধীনতার যাতনা দিনে দিনে বলবতী এবং বলবত্ত থাকিয়া অবজ্ঞার উদ্রেকের আমাদের [illegible] হয়। লেখক কি তাহাদিগের [illegible]

...ন লোকেরা ভারতবর্ষে যখন প্রথম আগমন করেন, তখন কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকাবাসীদিগকে ...প দাস বলিয়া দেখিতে পান। উহাদিগকে ...ন বলিত। উহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান ছিল। ...ঁহারা তথায় জঙ্গলী কহিত। কিন্তু উহারা বুদ্ধিমান লোকের তুলনা স্বরূপ ছিল। অতএব এই বিশ্বাস হইয়াছে, যাহারা তুচ্ছজ্ঞানে 'গবা' শব্দ বলিয়া তুলনা করে, তাহারাই ধার্ম্মিক লোক, তাহা নহে। ধার্ম্মিকের লক্ষণ স্বতন্ত্র। দয়া, ক্ষমা, সত্য ও অকপটচারিতা ধার্ম্মিকের লক্ষণ নয় ইহা ...হেরা যদি তাহাকে আশ্রয় না করিতেন, তাহাতে যদি তাঁহাদিগের আধিপত্য না হইত, তাহাকে যদি তাঁহাদিগকে হাস্যকারক ও প্রহাসাস্পদ করিতেন না হইত; তাহা হইলে সেখক তাঁহাদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব ও মৃষ্টি জীবনের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অধিকতর বর্ণিয়া পরিগৃহীত হইত; তাহাতে লেখকের বর্ণিত তাঁহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞানে গরিমা যাইত না, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় অল্প ও তাঁহাদিগের রাজ্যাধিকারই তাঁহাদিগের বন্দি জীবনকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা সভ্যতার অনুশাসন পালন করিতে পারিতেছেন না, তাই তাঁহাদিগেরও অনুসরণ করিতে পারিতেছেন না।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের উপরে গবর্ণর জেনরলী অর্পিত হওয়া পর্য্যন্ত যে সকল লোক ভারতে রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভারতবাসিদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে ইংরাজেরা এদেশে ভারতে লুঠন করিয়াছেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস ... কথা দূরে থাকুক, তাঁহার যোগে ... রাজাটিকে উৎসন্ন দিবার উদ্যম করিয়াছিলেন। ... ভদ্রতা ... নিরাশ্রয়কে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন বলিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের কোপে পড়িয়াছিলেন। ... ইংরাজের নিমিত্ত একপ্রকার আইন ও ... এক প্রকার বিচার ও ব্যবস্থিতি এবং ইংরাজের ... প্রকার বিচারও ব্যবস্থিতি, এই কি ... লক্ষণ? নানারূপ কারণে ক্রোধের উদয় হইল, এবং ... যুদ্ধাঘাতে ভারতবাসির প্রাণসংহার করা হইল, এই কি ধার্ম্মিকতার লক্ষণ? লর্ড রিপন রাজপুরুষ ন্যায়পথের পথিক হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া অবধারিত হইলেন। যাঁহারা সেই অবধারণার কারণ, তাঁহারা কি ধার্ম্মিক? এমন লেখক দেখুন দেখি "ন ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠতীতি কারণং" এই বাক্যটি কি লিখিতেছে কি না? ইংরাজজাতির মধ্যে ধার্ম্মিক নাই আমরা এ কথা বলিতেছি, পাঠক যেন এ সিদ্ধান্ত না করেন। ইংরাজজাতির মধ্যে ব্রাইট সাহেব প্রভৃতি অনেক উদ্যম ব্যক্তি আছেন।

নীলকরের অত্যাচারের কি শান্তি হইবে না?

নীলকরের অত্যাচার ক্রমে সংক্রামক পীড়ার ন্যায় হইয়া পড়িল। আমরা জানিতাম নদীয়া ইহার নিবাসস্থান। কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা ... কুড়ানের বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়াছে। নদীয়ার সহিত ... যে কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাহা আমরা ... পারিতেছি না। নদীয়ার প্রবল ম্যালেরিয়া ... সংক্রান্তে তাহা সংক্রামিত হইয়া পড়িল, ... নদীয়ার নীলকরেরা এবার এক লাফ উর্দ্ধে ... বাকুড়াকে সংক্রামিত করিয়াছে। কিন্তু তথায় ... সংক্রামক পীড়া লইয়া যায় কে? আমাদিগের বোধ হয় ম্যালেরিয়া নদীয়াকে যখন ছারখার করিতে বসিয়াছিল, সেই সময়ে নদীয়ার লোক বর্দ্ধমানে বায়ু পরিবর্ত্তন উপলক্ষে গিয়া এই দারুণ বিষময় রোগকে তথায় চালিয়া দিয়া আসিয়াছিল। সেইরূপ নদীয়ার কোন নীলকর সাহেব বাঁকুড়ায় গিয়া নদীয়ার নীল হালানা তথায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। ম্যালেরিয়ার বদলে যেমন উৎসন্ন গেল এইবার নীলহাঙ্গামার বাড়াবাড়ি বোধহয় সেরূপ উৎসন্ন যাইবে। পাঠক! আপনারা কি বলিতে পারেন "ঘুনার গন্ধে যেমন সর্প পলায় নীলকরের গন্ধে কেন তেমনি দরিদ্র প্রজা পলায়? ঘৃনার গন্ধ সর্পের যেমন অসহ্য হইয়াছে, নীলকরের অত্যাচার প্রজার তেমনি অসহ্য হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান ব্রিটিশ পার্লমেন্টে কি ইহা শোভা পায়? ইউরোপীয়েরা যার সার বুঝেন ভাল ইহা আমরা স্বীকার করি, দরিদ্র লোকের অর্থ কিরূপে শোষণ করিতে হয় তাঁহারা তাহার উত্তম কৌশল অবগত আছেন, তাহাও আমরা জানি, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে অত্যাচারের নিবারণ করিবার জন্য তাঁহারাই না আইন প্রণয়ন করিয়াছেন? যিনি রক্ষক কিরূপ ভক্ষক হইলে আর উপায় কি? যাহারা অত্যাচার পাপের নিমিত্ত আইন করিয়াছেন, তাঁহারাই অত্যাচার করিলে প্রজার দুঃখের আশা কোথায়? পবর্ণমেণ্ট এই সকল অত্যাচারের কথা জানিতে পারেন না, আমাদিগের এই অনুমান ... যে শাসনকর্ত্তার নিকট রাজা প্রজার ... নাই, সেই শাসনকর্ত্তা কখনই ... পাষণ্ডিতা দ্বারা কলুষিত হইত না।

নীলকর যেরূপ লাভের প্রত্যাশী, প্রজাও সেইরূপ লাভের প্রত্যাশী। নীলকর সাহেব ... বাবুরা অনেক টাকা ব্যয় করেন সুতরাং অনেক লাভ না হইলে তাঁহার পোষায় না। প্রজা দরিদ্র, তাহার অল্প বস্তুতেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়; সুতরাং সে অল্প পরিমাণ লাভ পাইলেই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু ভূমি নীলকর ও প্রজা এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সাধারণোপযোগী নীলের উৎপাদনে সমর্থ নহে; এবং বিঘে ... ধ কিলে দুজনের প্রাণধারিতার যেরূপ কষ্ট হয়, নীলকরের নিকট দরিদ্র প্রজার কুষকের প্রাণধারিতার সেইরূপ কষ্ট। কাজে কাজেই প্রজারা পলাইবার চেষ্টা পায়, কিন্তু বাস ভাঙ্গিয়া যাওয়া দুষ্কর; সুতরাং অনেক সময়ে অনেক প্রজা বাধ্য হইয়া নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করে। নীলকর ... যেরূপ তখন, নীলও তেমনি অঘনা পদা এক বৎসর যে ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়, সে ক্ষেত্রে বাজীত ৩। ৪ বৎসর আর নীল উৎপন্ন হয় এমন কি যে নীল হইতে ভূমি নষ্ট হয়, সেই নীল পর বৎসর আর তাহাতে জন্মে না। সুতরাং কৃষককে এক বৎসর নীলের চাষ করিয়া চারি বৎসর ভূমি পতিত রাখিয়া তদুদ্ধারকে বাসনা দিতে হয়। কেবল তাহা নহে, কৃষকদিগকে নীল উৎপাদন করিবার নিমিত্ত অনুক্ষণই পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু সামান্য মাত্র মূল্য পায়, তাহাতে কোনক্রমেই তাহাদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। এই কারণে নীলকর সাহেবেরা কোন স্থানে নীল চাষ করিবার পূর্ব্বে তদীয়ারের নিকট হইতে এক একটি গ্রাম পত্তনি লন এবং প্রজাকে নীল চাষে বাধ্য করেন। প্রজা যদি অসম্মত হয় তাহা হইলে লাটিয়ালেরা রামকান্ত ও শ্যামচাঁদের সাহায্যে তাহাদিগকে বশীভূত করে।

এই সকল অত্যাচারবৃত্তান্ত যে গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হয় না, তাহার একটী প্রধান কারণ আছে। যে সকল রাজকর্ম্মচারী মফঃস্বলে অবস্থান করেন, নীলকরের সহিত তাঁহাদিগের অধিকাংশের নানা কারণে যাখাযাখকতা হইয়া উঠে। সুতরাং রাজকর্ম্মচারিরা তাঁহাদিগের অত্যাচার দেখিয়াও দেখেন না শুনিয়াও শুনেন না। টেলার সাহেবের সহিত নদীয়ার অবসর্গত মাটুরহের জমীদার বাবু নফর চন্দ্র পালের এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অতুল বাবুর সহিত মোনরি সাহেবের ব্যবহারে কি তাহার যথেষ্ট পরিচয় হয় নাই? জমীদারেরা প্রজাদিগের এই প্রকার কষ্ট ও বিপত্তি দর্শন করিয়া নীলকরদিগকে আর ইজারা দিতে চাহেন না। এই কারণে অনেক সময়ে তাঁহারা প্রজাকে হাতিয়া জমীদারের সঙ্গে নানা প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া থাকেন। যে কারণে আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি পাঠক তাহা বুঝিতে ... ন। ... প্রকৃত কারণ একরূপ নীলকরের বাঁচুয়ার ...

[illegible] নীলকুঠি স্থাপন করেন। ঐ সকল কুঠির [illegible] ঐসব কথন কোন প্রকার উপদ্রব শুনিতে পাই। [illegible] চাষের মরশুম হইলে কোম্পানির সিবিল ঐ কুঠিগুলি পরিদর্শন করেন। উঁহারা অনেক সময়ই নিরুপদ্রবে কুঠীয়াল দিগকে চালাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ লাভ না হওয়াতে নদীয়া হইতে যেশ নামক এক ব্যক্তিকে আনাইয়া ঐ সকল কুঠির তত্ত্বাবধারণের ভার দিয়া গেলেন করেন। উনি গিয়া অবধি যেরূপ ঘোরতর কাণ্ডের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্নে আমরা তদ্বিবরণে প্রবৃত্ত হইলাম। এ বৎসর এক [illegible], তাহাতে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন রাইয়তদিগের অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] উপর নীল চাস করিতে হইলে তাহাদিগকে অত্যন্তরূপে প্রপীড়িত করিতে হইবে, এই বিবেচনা করিয়া তাহারা এ বৎসর ক্ষেত্রে নীল বপন করিতে [illegible] করে। জমীদারেরাও তাহাদিগের প্রস্তাবের অনুমোদন করেন; কিন্তু যেশ সাহেব ছাড়িবার [illegible] মহেন। তিনি এক দিকে প্রজাদিগকে [illegible] বপন করাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, [illegible] তাহাতে বর্ষে বর্ষে নিয়মিত [illegible] নীলের চাস করে, সেইরূপ করা- [illegible] যাহা লইবার চেষ্টা করেন এবং [illegible] জমীদারদিগের ক যাবৎ বর্ষে ১২০০ টাকা সেলামী দিবেন বলেন। কিন্তু জমীদার ও প্রজাদের অসম্মত হওয়াতে তিনি উঁহাদিগের উপর নিতান্ত কুপিত হইয়া [illegible]। পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার বন্ধু পুলিস সাহেবের সাহায্য গ্রহণ করেন। এমন কি যেশ [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেল ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সঙ্গে লইয়া প্রজাদিগকে ক্ষেত্রে নীল বুনাইবার জন্য গ্রামে গ্রামে গিয়া তাহা [illegible] বৎসরোপযোগি ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি জমীদারকেও ছাড়েন নাই। জমীদার আদালতের সাহায্যে ইহার প্রতীকারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু পুলিসের উদাসীনদোষে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। বিশেষতঃ পুলিসের এক জন প্রধান কর্মচারী যেখানে জমীদারের প্রতিকূল, সেখানে পুলিস যে অনুকূল কার্য্য করিবেন, ইহা কখনই সম্ভাবিতনহে। এত পীড়াপীড়িসত্ত্বেও বিশেষ ফলোদয় না হওয়াতে যেশ সাহেব স্বয়ং তাঁহার সহকারিকে সঙ্গে লইয়া গ্রামে গ্রামে গিয়া প্রজাদিগের উপর নানা প্রকার উপদ্রব করেন। গোমস্তারা তাহাদিগকে ধরিয়া কুঠিতে লইয়া গিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতে থাকেন, এমন কি সাহেবের নিজ হস্তে তাহাদিগকে প্রহার করিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা নীল বুনিতে সম্মত না হওয়াতে সাহেবেরা বলপূর্ব্বক তাহাদিগের ক্ষেত্রে নীলের বীজ ছড়াইয়া দেন। প্রজারা সেই সেই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া তাহাতে অন্য শস্য বপন করিলে সাহেবেরা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন। এই [illegible] যেশ সাহেবের সহকারী গত ৩১এ চৈত্র ওলা নামক গ্রামের নীলকুঠির অধীনস্থ সুকলাই গ্রামে গমন করিয়া দুই এক জন প্রজাকে ডাকাইয়া আনেন। তাহারা উপস্থিত হইলে সাহেব নিজ হস্তস্থিত চাবুক দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। এই সকল লোক ভীত হইয়া এক গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করে। সাহেব ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া এক জন গোমস্তা ও ৩।৪ জন লাঠিয়ালকে সঙ্গে লইয়া যে ব্যক্তির বাটীতে তাহারা প্রবেশ করিয়াছিল তাহার দ্বার ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে ধৃত করেন ও পুনর্ব্বার চাবুক মারিতে থাকেন। প্রজারা অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিল এবং অনন্যোপায় হইয়া প্রবলবেগে ঢিল ছুড়িতে লাগিল। একটী ঢিল সজোরে সাহেবের মুখে লাগাতে তিনি অশ্বারোহণে যেরূপ পলায়ন করিলেন, অমনি প্রজাদিগের প্রাচীরের কাছে লাগিয়া তাঁহার কপাল কাটিয়া যায়। এই ঘটনার পর তিনি স্বস্থানে গিয়া গোমস্তাকে নিকটস্থ পুলিসে সংবাদ দিতে বলিলেন। পুলিস ইনস্পেক্টর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া গ্রামস্থ সকলের সম্মুখে [illegible] পাহারা বসাইয়া দিলেন। পরে গোমস্তার এজাহার লইয়া আসামীদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রজারা তখন বাটীতে ছিল না। ইনস্পেক্টর তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া আনাইয়া পাহারায় রাখেন। পরে আসামীরা উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোক দিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। রাত্রিতে সাহেবের গোমস্তা কয়েকখানি চাল তরবারি ও লাঠি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আসামীদের ঘরের পাদদেশে মধ্যে পুতিয়া রাখেন। পর দিন ৮টার সময় পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সদরজমীনে উপস্থিত হইয়া তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন; তাহা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রজাদের দ্বার বন্ধ করিয়া প্রতিগৃহে খানাতল্লাস করা হয়। তাহাদিগের গৃহ দ্রব্যসামগ্রী ও অলঙ্কারাদি বাহির করিয়া পুলিস ষ্টেটহাবের নিকট রাখেন। চাউল ও ডাল প্রভৃতি গৃহ মধ্যে ছড়াইয়া ফেলা হয়। ভয়ে গ্রামের স্ত্রীলোক ও বালক প্রভৃতি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। সে দিন গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে পাহারা রাখিয়া অন্য গ্রামের লোককে ঐ গ্রামে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ঐ দিন জমীদার বাবুদের এক জন গোমস্তা ঐ গ্রামে খাজনা আদায় করিতে যাওয়াতে পুলিস তাহাকে ধরিয়া রাখেন। ইত্যাদি।

আমরা কোন গ্রামবাসিক লোকের মুখে এই সংবাদ পাইলাম। ইহা ও অন্যান্য কাণ্ড গবর্ণমেণ্টের ইহার অনুসন্ধান লইয়া সত্বর বিধান করিয়া অত্যাচারকারিদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান করা আবশ্যক। তাহা না করিলে প্রজা রক্ষা হওয়া ভার। অধিক যে মফস্বলে এরূপ কাণ্ডের অভিনয় হয়, আমাদের সে তাবদ্রাহ ছিল না। পুলিস যদি এই অত্যাচার কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই নিতান্ত দুঃখের; মফস্বলে পুলিস না রাখাই উচিত। পুলিস কেবল অনর্থের কারণ। পুলিস কি প্রজার রক্ষার্থ নয়? প্রজার নাশার্থ? পুলিস কি কুকর্ম্মচারিদিগকে ধরিবার নিমিত্ত নয়? তাহাদিগের কুকর্ম্মে সহায়তা করিবার নিমিত্ত কি নিযুক্ত? যাহা হউক, উপস্থিত ব্যাপারে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। (১) নীলকরেরা অনিচ্ছু প্রজাদিগকে নীল বপন করাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন কি না? বলপূর্ব্বক নীল বপন করাইবার চেষ্টা কোন [illegible] কোন কুঠির কোন নায়ব অনুমারে করিয়াছে? (২) পুলিস অত্যাচারকারিদের সাহায্যদানে লিপ্ত ছিলেন কি না? (৩) পুলিসের সহিত রাইয়তের নীলকরদিগের কোন প্রকার লিখিত সম্বন্ধ আছে কি না? যদি থাকে সম্বন্ধ থাকে, অন্য পুলিস দ্বারা তদন্ত করান হইল না কেন? আমরা পুলিস ঘটনাস্থলে গেলেন কেন? উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, কোন নিরপেক্ষ প্রধান রাজপুরুষ দ্বারা উক্ত ব্যাপারের তদন্ত করান একান্ত আবশ্যক। এরূপ অত্যাচার হইলে প্রজার ত ভিটায় ঘুঘু চরে। নীলকরেরা প্রজাদিগের অপেক্ষা প্রবল সন্দেহ নাই। রাজশাসন না থাকিলে প্রবল দুর্ব্বলকে যে উৎপীড়ন দিতে পারে, সে বিষয়ে কি সংশয় আছে?

এদেশে ইংরাজ পাদরিদিগের প্রবর্ত্তিত হইবার উপায় কি

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি লর্ড বাইরণ কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, কিরূপ জীবন অবলম্বন করিয়া ছিলেন তাহা আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, বোধ হয় তাহা অনেকে অবগত আছেন। অন্যান্য কবিবর লর্ড বাইরণের খ্যাতির কারণ, তাঁহাকে সকলে অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহার খ্যাতির আর একটী মহৎ কারণ আছে। প্রায় চারি শত বৎসর কাল গ্রীসদেশ তুরস্কের অধীন ছিল। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট গ্রীকদিগকে ক্রীতদাসের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। যখন তুরস্কের লোকেরা বিজিত গ্রীকদিগের উপর অসহ্য অত্যাচার আরম্ভ করে, যখন তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট ন্যায়পথ হইতে বিচলিত হইয়া ঘোর পীড়ন আরম্ভ করেন, তৎকালে নিপীড়িত গ্রীসের উদ্ধারের জন্য যে পক্ষপাতিক হইয়াছিলেন?

যাঁহারা গ্রীসের প্রাচীন গৌরব খ্যাতি এবং জ্ঞানের প্রতি ভক্তি করিতেন, তাঁহারাই তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের অধীনতাপাশের প্রতীকারার্থ গ্রীসের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইংলণ্ড এই পক্ষাবলম্বিদিগের মধ্যে প্রধান। আমরা উপরে যে প্রসিদ্ধ কবির নামোল্লেখ করিয়াছি, সেই লর্ড বাইরণই গ্রীসের উদ্ধার সাধনের প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার এ কীর্ত্তি চিরকাল ভূমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। এই উদ্যমেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি যদি যুদ্ধকালে গ্রীসের অধর্ম্মাচরণে গমন না করিতেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইত না। যে ইংলণ্ড আর্য্য মহাত্মার জন্মভূমি, সেই ইংলণ্ড কি এখন লর্ড বাইরণের ন্যায় মহাত্মাকে আর উৎপন্ন করিতে পারে না? লর্ড বাইরণ যেমন ঐকান্তিক যত্নে গ্রীসের উপকারসাধন করিয়াছিলেন, সেরূপ কি ইংলণ্ডে এখন এমন কোন লোক নাই যিনি ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করিয়া উহার উদ্ধারসাধন করেন?

ভারতের প্রতি যে সমস্ত অন্যায় আচরণ হইয়া থাকে তাহার নিবারণ করিতে এখন কি ইংলণ্ডে কোন লোক নাই? আমরা যে পর্য্যন্ত জানি, তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ। এখানে ইংলণ্ডের ন্যায় স্বদেশহিতৈষী লোকের অভাব নাই। অনুদারদল অপেক্ষা উদারদলের বলবৃদ্ধি সম্পূর্ণ আধিপত্য হইয়াছে। তাঁহারা যে ভারতবর্ষের দুরবস্থার প্রতি মনোযোগ করেন না, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? সাধারণের হৃৎকমলই যখন উদার ভাবের দৃঢ় এক, তখন তাঁহারা কখনই অনুদার শাসন তন্ত্রের পক্ষপাতী হইতে পারেন না। দুঃখের বিষয় এই যে ইংলণ্ডে যেরূপ উদার লোকের সংখ্যা অধিক, সেদেশে সেরূপ অনুদার ইংলণ্ডীয় লোকেরই অধিক, সুতরাং অনুদারদলের বলবৃদ্ধি হয়। ভারতের সকল কথা ইংলণ্ডের উদারদলের কর্ণগোচর হয় না। অতএব একদল ইংলণ্ডীয় লোক যাহাতে ভারতশাসন সংক্রান্ত বৈধ প্রথা সকলের মর্ম্মোদ্ঘাটনে আলোচনা করেন, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। এ প্রকার উপায় অবলম্বন ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই।

এ দেশে অনুদার সম্প্রদায়ের যে পর্য্যন্ত প্রাদুর্ভাব থাকিবে তাবৎ রাজশাসন অনুদার মতেই চলিবে। ভারতশাসনতন্ত্রে ইংলণ্ডীয় সাম্প্রদায়িক শাসনতন্ত্রের যোগ ঘটিয়াছে, সম্পূর্ণ উদারশাসন প্রণালী ভিন্ন এ যোগ কখন দূরীভূত হইবে না। ভারতবর্ষে উদারশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার উপায় কি? ইহা কি কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের কথা শুদ্ধ মুখে বলিলে কি হইবে? ভারতবাসী অধিকাংশ লোকের অন্তরের ভাব কিরূপ তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষে মধ্যে অল্প লোকেই দেশসাধারণ উপকার বুঝিতে পারেন। দেশসাধারণ উপকার জ্ঞান থাকিলে, আশীর উন্নতি হয় না। আমরা দেশসাধারণ উপকারার্থ কি কি অনুষ্ঠান করিয়া থাকি? কোন কোন কার্য্যে আমাদিগের সাধারণ স্বার্থবুদ্ধি জন্মে? আমাদিগের দেশের অনেকেরই সে বোধ নাই। যে জাতির রাজনৈতিক বিষয়ে উচ্চ চেষ্টার থাকে, সেই জাতিই জাতীয় উন্নতি কাহাকে বলে বুঝিতে পারে। সেই জাতি দেশের সাধারণ উপকারার্থ সাহায্য দানে কখন পশ্চাৎ হয় না।

অতিশয় দুঃখের বিষয় এই, আমাদের দেশের লোকেরা সাধারণে আত্মিক জাতীয় উন্নতির অর্থ বুঝেন নাই, জাতীয় উন্নতিসাধনের উপযোগী কার্য্য করিতে শিক্ষা করেন নাই। জাতীয় উন্নতিসাধনার্থ আন্দোলন করিতেও অধ্যবসায়শীল হন নাই। অতএব আমাদের বক্তব্য এই, এ দেশে যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ডে আছেন, তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের দেশের প্রধান লোকেরা ভারতে উদার শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের আন্দোলন করুন, যাহাতে উহা কার্য্যে পরিণত হয়, তদর্থ অর্থব্যয় করুন, প্রাণপণে চেষ্টা পাইলে অবশ্যই কৃতকার্য্য লাভ হইবে। ইংরাজ জাতি ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেমন মন প্রাণ একতা করে চেষ্টা পাইলে ইহা নিতান্ত নিকটে জানিবে। কোন সভাতে এই মহোদ্যোগ হইয়া ইংলণ্ডস্থদিগের সহিত কোমর কোমরি করিতে হয়। আমাদের দেশের লোকের যদি ভারতে উদার শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা থাকে, অনুসন্ধান করুন, আলস্য নিদ্রা পরিহার করুন।

মন্তব্য

১৮৮৩ সন ২৯ শে মে তারিখে ইলবার্ট সাহেব আপিলের মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

শীতলপ্রসাদ বাবু ও পদ্মলোচন বাবু ও অন্য অন্য ব্যক্তি প্রতিবাদী।

কোন ব্যক্তি টাকা কর্জ্জ করিয়া কোন ব্যক্তির ভূমী ক্রয় করে এবং ঐ ব্যক্তি মোকরারী পাট্টা লিখিয়া দিয়া ক্রয়দাতাকে ঐ ভূমীর উপস্বত্ব ভোগের অধিকার দেয়। ক্রয়দাতা মোকরারের নিকট এই মর্ম্মে এক খানি একরার নামা লিখিয়া দেয়, যখন দেওয়ার কিম্বা তাঁহার উত্তরাধিকারী দিবে সুদে উক্ত টাকা পরিশোধ করিবেন, ঐ ভূমী তখন তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইবে।

১৮৮৩। ২১ শে মে।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিত্র ও বিচারপতি ঔকলিবিশাসের নিকটে নিম্নলিখিত মকদ্দমার নিম্নলিখিত প্রকার নিষ্পত্তি হয়।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অন্য অন্য ব্যক্তি বাদী।
৪ মোকারো ও অন্য অন্য ব্যক্তি প্রতিবাদী।

বন্ধকী স্বত্ব।

বাঙ্গালা দেশের আইনের ও ব্যবহার যে বন্ধকী স্বত্বের কথা আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই, যদি কোন ব্যক্তি অন্যের নিকট কোন ভূমি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ লয়, তাহার পরিশোধের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় না থাকে, তবে ঋণদাতা ঋণীকে ১২ বৎসর সময় দিবে। ঋণী ১২ বৎসরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিলে ঋণদাতা বন্ধকী ভূমি ঋণীকে প্রত্যর্পণ করিবে। ১২ বৎসরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করিলে ঋণদাতা ঋণীর বন্ধকী ভূমি বিক্রয় করিয়া ঋণ আদায় করিতে পারিবে। ঋণদাতা ঋণীর বন্ধকী ভূমি বিক্রয় করিয়া ঋণ আদায় করিতে পারিবে। ঋণদাতা ঋণীর বন্ধকী ভূমি বিক্রয় করিয়া ঋণ আদায় করিতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি কোনও ভূমির মালিক হইয়া সেই ভূমির ১২ বৎসর পর্য্যন্ত প্রজাকে খাজনা দিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ প্রজা ঐ ভূমির স্বত্বাধিকারী হইবে।

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য বিষয় মুদ্রাঙ্কন করিতে হইবে।

১৮৮৫ সাল ২৮ এ মার্চ্চ।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পার্থ ও বিচারপতি মাইকেলের নিকটে নিম্নলিখিত আপীলী মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়।

বাবু ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রতিবাদী শ্যামাচরণ দত্ত ও অন্য অন্য ব্যক্তি।

জমীদার ও প্রজার মকদ্দমা, জোতের উচ্ছেদ—প্রজা কর্ত্তৃক জমীদারের স্বত্বের অস্বীকার।

বাদী ছাব্বি বাঙ্কির নামে নালিশ করে। বিবাদী ভূমি লাখেরাজ, অতএব তাহাতে বাদীর স্বত্ব নাই, এই কথা বলিয়া প্রতিবাদীরা জবাব দেয়, কিন্তু মুন্সেফ প্রমাণ পাইয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন, বিবাদী ভূমি লাখেরাজ নয়, বাদী প্রতিবাদীর পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকটে খাজনা আদায় করিয়াছেন। অতএব তিনি বাদীকে ডিক্রী দিলেন। কিন্তু ২, ৩, ৪ নং প্রতিবাদিদিগকে নোটিশ দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাহাদিগের জোত উচ্ছেদের অনুমতি দিলেন না। আডিশনাল জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইলে তিনি অন্য প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ঐ ডিক্রী বাহাল করিলেন। হাইকোর্টে উহার আপীল হলে। প্রধান বিচারপতি এই বিচার করেন, সত্যভামা দাসী ও কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মকদ্দমায় যে যুক্তি অবধারিত হইয়াছে, এ মকদ্দমাতেও তাই খাটিবে। বাদী বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়া আপনার অংশের ভূমিতে ছাব্বিরদের নামে নালিশ করে। প্রতিবাদীরা লাখেরাজের আপত্তি করে, তাহা প্রমাণ হয় নাই। তবে তাহারা যদি এই আপত্তির উত্থাপন করিত যে তাহারা সকলে বাদীর প্রজা, কিন্তু বাদী সকলকে নোটিশ দেন নাই, অতএব তাহাদিগের জোতের উচ্ছেদ হইতে পারে না। এ আপত্তি করিলে সঙ্গত হইত, কিন্তু তাহারা তাহা করে নাই। ১৮৭৭ অব্দে এই ভূমির নালিশ হয়। তাহাতে একজন প্রতিবাদী ছিল। সে লাখেরাজের আপত্তি করে। সে আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই। অতএব একজনের বিষয়ে যাহা হইয়াছে চারিজনের বিষয়েই তাহা হইবে। সকল প্রতিবাদীর জোতের উচ্ছেদ হইবে। [illegible] আপীল অগ্রাহ্য হইল, তিনি খরচা পাইবেন। প্রতিবাদিরা যে জন্য আপীল করিয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইল।

পুস্তক সমালোচনা

১। নীলদর্পণ (যন্ত্রস্থ) এবারি...বঙ্গবাসী পরাণের

(১) মকদ্দমা তিনটী করুণ জোতের ১৩৭ নং ধারামতে।

এইবেলা কবির লেখনির প্রশংসা করিয়া রাখা ভাল। তিনি যে সময়ে যে বিষয় লইয়া লিখিতে বসিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই আমাদের হৃদয়ে রসভাবের বন্যা ছুটিয়াছে। আমরা প্রতি পদে পাঠেই আনন্দ লাভ করিয়াছি। অনেক স্থলেই অসাধারণত্ব না হউক, কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়াছি। আমরা এক স্থলের কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ নিজেই তাহার পরীক্ষা করুন যথা:—

ভারত রমণীগণ পূজিত জগতে,
দয়া, মায়া, সরলতা,
ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা,
সব গুণে শোভিত সব নারীর জীবন,
ভারতে রমণীগণ অতুল ভূষণ।
সরলা প্রকৃতি সতী প্রেমের প্রতিমা,
ললিত মধুর গানে
বিমোহিত করে প্রাণে
যেন মায়া ভুলাইতে ভারত তখন,
অধীনতা দুঃখ রাশি করিয়া হরণ।
রমণীর স্নিগ্ধ প্রেমে পুরুষ সকল,
আজিও সজীব প্রায়,
আজিও হাসিতে ধায়,
প্রণয়বিমুগ্ধ প্রাণে মরেছে সংসারে
ভুলিয়া বিষাদময় মরনের নীরে।
পুরুষের সহচরী রমণীমণ্ডলী,
সুখে, দুঃখে, সবে মিলি,
করে সবে কর্ত্তব্যেরি
পালিয়া সাধয় এবে দেশের কল্যাণ,
পরিহরে শীতলিয়া এ মরা শ্মশান।
বিলাস বাসনা সবে করি পরিহার,
পতি, পুত্র, দুঃখ ভেবে
ভেসে প্রাণ বিবে সুখে,
পুরুষের সহচরী হইবে সবারে,
সব দুখ বিসর্জ্জিবে সজাতির তরে।
আবরিয়া বীর সাজে কোমল পরাণ
কঠোর কঠিন করে
অসি ধরি উচ্চ শিরে,
উন্মাদিনী রণরঙ্গে মাতিবে যখন,
বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি হেরি কাঁপিবে ভুবন।
আবার পরের দুঃখে ভারত অবলা—
বিতরিয়া ধন, প্রাণ,
জীবন করিবে দান,
কাঁদিবে হৃদয় খুলি প্রেমের প্রতিমা
জগতের শোক জ্বালা নয়নে হেরিয়া।

২। কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইউরোপীয়েতিহাস [illegible]

অথর্ববেদীয় শাখা ও বিধা-উপনিষৎ। (২) শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। যে গ্রন্থগুলি আমাদের দেশের গৌরব স্বরূপ, সত্যেন্দ্র বাবু বিপুল পরিশ্রম করিয়া সেগুলির মুদ্রণকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। গ্রন্থগুলি মুদ্রিত প্রায় হইয়াছে। এগুলির উদ্ধারে দেশের একটী মহোপকার, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভরসা করি, ইহা সমাপ্ত হইলে যে বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইবে তাহা অতি উৎকৃষ্ট। গ্রন্থগুলি বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হইতেছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ই এপ্রেল। [illegible] সাহেব নিহত হইয়াছে।

কাবুল ৭ই এপ্রেল। ঔষধ মুরাদাবাদে। এক দল সৈন্য যাত্রা করিবে।

কাবুলের সংবাদকর্ত্তা এখানে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, ইউরোপীয় [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] প্রেরণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৬ই এপ্রেল। [illegible] সৈন্য [illegible] করিয়াছে।

বার্লিন ৫ই এপ্রেল। [illegible] দেখাশুনা করিবেন।

কাবুল ৭ই এপ্রেল। [illegible] সে কেন বাস করিতেছে তাহার সকলেই প্রশংসা করিতেছে। [illegible] নামক দুই ব্যক্তি [illegible]

কুকুরকাল নিবাসী [illegible] করিয়াছে। [illegible] বিষয়ে [illegible] করিতেছেন।

বৈরুত ৬ই এপ্রেল। [illegible] সুরেয়ার অধিবাসিগণ [illegible]

প্যারিস ৬ই এপ্রেল। প্যারিসে [illegible] সম্বন্ধীয় বাণিজ্যবিষয়ক একটী আইন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন [illegible] করিবে।

লণ্ডন ৬ই এপ্রেল। মহারাণী ডারবিসায়ার [illegible] গমন করিয়াছেন।

এই সভায় বাণিজ্য বিষয়ের শুল্ক সম্বন্ধে করিবার আইন। [illegible] দ্বিতীয় বার পঠিত হইয়াছে। ডারবিসায়ার [illegible] এই নিয়মগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন যে আমাদী আগষ্ট মাসে ডারবিসায়ারের যে ঘাট [illegible] টাকা দেওয়া পরিশোধ করিতে হইবে, [illegible] ২০০০০০০ টাকা ও ঐ বৎসরের জন্য ৩০০০০০ টাকা [illegible] ছিল টাকা [illegible] হইতে দেওয়া যাইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

[illegible] কলিকাতা, বাঙ্গালাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত [illegible] ৭ নং [illegible] মুদ্রিত।

পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধ্যক্ষগণ অনেক মুদ্রণের ফরমাইসের বিবিধ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

কায়রো ৭ই এপ্রেল। সুবার পাশার সহিত ডিক্রোর্ড সাহেবের মনোমত হওয়াতে সুবার পাশা মন্ত্রিসভার সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে চাহাতে [illegible] করা হইয়াছে।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ ৭ই এপ্রেল। ১৮৮২ সালে মধ্য আসিয়া সংক্রান্ত এক খানি রাজকীয় ভাষান্তরিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে 'ই, গিরার্স' সাহেব গর এডওয়ার্ড থরটন সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কাবাহাও অধিকার করুন অথবা রিয়াটে কোন প্রকার কর্তৃত্ব করুন তাহাতে রুশ গবর্ণমেণ্টের কোন আপত্তি নাই।

লণ্ডন ৭ই এপ্রেল। ডেলিনিউস পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে ফটোগ্রাফের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেনাপতি [illegible] অতিশয় উদ্বেজনা করেন। কিন্তু তিনি [illegible] সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে পরিশ্রমে তিনি কৃতকার্য্য হইবেন এরূপ বিশ্বাস আছে।

পত্র রাজিতে প্রধান মন্ত্রী কমল সাহেবকে বলিয়াছেন যে সুবার পাশা ও ডিব্রোর্ড প্রভৃতি সাহেবের মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে, তাহার স্থিরসিদ্ধান্ত করা হয় নাই।

বার্লিন ৮ই এপ্রেল। মন্ত্রি বিসমার্ক পীড়া নিবন্ধন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] তাঁহার [illegible] এপর হাতে রাখিয়াছেন।

কায়রো ৮ই এপ্রেল। সাধারণতঃ গর্ডন তারযোগে যে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহাতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, মি ব্রাডি-[illegible] সংখ্যা এই সহরের অধিক নহে। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে শত্রুপক্ষের অধিক সৈন্য বিনষ্ট হইতেছে।

৪০ জন ডাকি [illegible] সৈন্য যুদ্ধ করিতে অসম্মত হওয়াতে তাহাদিগকে সিমলা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাসাবার সাহেবকর্ত্তা পুনর্ব্বার [illegible] করিয়াছেন তিনি লিখিয়াছেন [illegible] সৈন্য বল হইতে [illegible] হইতেছে।

পার্লিন ৮ই এপ্রেল। [illegible] সাহেব কলাসী গবর্ণমেণ্টকে [illegible] যে [illegible] সহিত [illegible] সন্ধি হইতে [illegible] তাহা [illegible] দিয়াছে। উক্ত [illegible] [illegible] পাসের বিষয় [illegible] হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

টপ নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নলিখিত গ্রন্থকর্ত্তারা পুস্তক [illegible] করিয়া নিম্নলিখিত [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা:—[illegible] ৩০০০০, বাইরণ ২৩০০০০, লর্ড [illegible] ২০০০০০, [illegible] ও লামার্টাইন প্রায় ২০,০০০০ করিয়া, [illegible] ৫০০০০ পাউণ্ড ওয়ালটার স্কট ১১ খানি উপন্যাস লিখিয়া ১১০০০০০ টাকা পাইয়াছিলেন, [illegible] টেলর অল্প আই পত্র নামক উপন্যাস বিক্রয়ে ৩০০০০০ টাকা পাইয়াছিলেন। লর্ড লিটন ২০০০০০। [illegible]

৫০০০০০ টাকা [illegible] টাকা [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] লিখিয়া [illegible] লিখিয়া নিম্নলিখিত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা:—ডাক্তার উইলিয়ট হোরেসিয়া নামক গ্রন্থ লিখিয়া ১০,০০০ টাকা হইয়াছিলেন লিখিয়া ১৯০০০ টাকা [illegible] নামক গ্রন্থে ৮০০০০ এবং [illegible] চরিত্রে ১০০০০০ টাকা, [illegible] নামক গ্রন্থ লিখিয়া ৪২০০০, [illegible] নামক পুস্তক লিখিয়া ৩০০০০, [illegible] ইতিহাসে ৪৫০০, [illegible] ৬০০০, [illegible] ৩০০, [illegible] নামক পুস্তক লিখিয়া ১০০০০, [illegible] নামক পুস্তকে ৩০০০০ [illegible] নামক পুস্তকে ১০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজপুর কালেজের অধ্যক্ষ লিণ্ডিসটোন সাহেব ক্রমে বাক্যবাড়ি আরম্ভ করিলেন। গত সোমবার উক্ত কালেজের [illegible] চতুর্থ শ্রেণীর [illegible] পড়িতে পড়াইতে আসিয়া [illegible] দেখিলেন। অনেক ডাকাডাকি করিলেন কিন্তু [illegible] খোলা পাইলেন না। অগত্যা অধ্যক্ষকে [illegible] লেন। তিনি আসিয়া ইহার [illegible] করিলেন। [illegible] কে বন্ধ করিয়াছিল কোন ছাত্রই বলিল না। শেষে সাহেব কোথাকে [illegible] ধরিয়া [illegible] করিয়া বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। [illegible] অপরাধে সকলকে [illegible] যে কিরূপ যুক্তিসঙ্গত তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

এক [illegible] তাহাতে আবার [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted]

হইতে হইবে না। ইহাতে লাভের ক্ষতি হইবে না? এ আপত্তিটী একবারে উড়াইয়া দিলে কি ভাল হয় না?

ছোরার উপাধিটী আজ কাল সকলেই সাদরায় চক্ষে দেখিয়া অন্ধকেড ও আন্ধুকের শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা নামের শেষে কেহ দাহাকে ছোরার উপাধি না লেখেন, তাহার প্রস্তাব করিয়াছেন। বাবু শব্দটী পুরাণ হইয়াছে বলিয়া কি ভাল লাগে না? তাহার পরিবর্ত্তে নূতন বলিয়া কি এক দিবি?

আমরা কহিয়া সারা হইলাম, চমরা গ্রামের মহাশয় নিজ সন্তানগণকে উৎকৃষ্ট কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য পীরপুর একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। কৃষিকার্য্যের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে এইরূপে উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা না করিলে দরিদ্রদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িবে।

মাল্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের বিলক্ষণ স্বখ্যাতি হইয়াছে। তিনি এবার নিজ প্রাসাদের প্রকোষ্ঠ সমূহে ৫০০০ টাকা দান করিয়া দেশের পদ্ধা দিয়াছেন। এ অর্থ বাঙ্কে জমা হইতে গৃহীত হইয়াছে। এ দেশীয় লোকের মুখে এক উচ্চ মনের সমাবী করিবার নিমিত্তই কি পদমর্য্যাদা এ দেশে আগমন করেন?

পুরুষ বন্ধু মেডিকেলের কলিচ বীরা ১৭ই তারিখ হইতে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরূপে পরিগণিত হইবেন।

পোষ্টাল নোটের দাম এক্ষণে মণিঅর্ডার বিভাগে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অনুবাদ বী ডিপার্টমেণ্ট হইতে যোসেফ হাজরা করিয়াছেন। ডিরেক্টর আমাদের এ সংবাদ দেখিতে পাইবেন, তাহারা উহাতে জীব হইয়াছেন। ডিরেক্টর গবর্ণমেণ্টে এক্ষণে আবীরকে রক্ষা করিবেন স্থির করিয়াছেন। অনুবাদক ছেঁড়া ছুটি বৎসর বৃত্তি দিবেন এই সংকল্প করিয়াছেন, এই উদ্যম বিশ্বাসী অনুসারে পাদরোর সাহেব নিকট প্রস্তুত হইবেন। আমুদকে আবদ্ধ রেখে থাকিতে হইবে।

ঐই শিপটের মকদ্দমার রায় আগামী ১৬ই এপ্রেল বুধবার প্রকাশিত হইবে।

গত বারে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ৩০৪ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১৭৭ জন বিসূচিকায়, ৫২ জন জ্বরে, ৩৯ জন রোগে, ১৮ জন প্লেগের পীড়ায় ও অবশিষ্ট লোকে অপরাপর পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

[illegible] সংবাদ আসে সেণ্টজাগ্রী গবর্ণর বেডিয়ার [illegible] নিরাপদে অধিষ্ঠিত করিবেন।

এক জন উহার রমণী বহু যত্নে পালিয়া অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্মে নিমগ্ন করাইয়াছেন। ডিন্নি কৃষ্ণকলেজে নিজের নিমিত্ত একটী প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়াছেন। বৌদ্ধদের ইহাঁর এত আদা কেন?

কলিকাতা পুলিস কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু, নবগোপাল মিত্রের প্রতিমূর্ত্তি [illegible] মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছে। ঐ প্রতিমূর্ত্তি যেমন সকলের প্রার্থনীয়, ইহাঁরও আরও কোনরূপ উন্নতি সকলের প্রার্থনীয়।

মিরাটের মাসীস্ট্রেট মিঃমেকরাকা গত ২০ এ ফেব্রুয়ারির মিরাটে বাবু নীলমণি দাসের বিচারাসনের কোনরূপে অবিচার এজলাসি পত্র প্রকাশ হওয়াতে নীলমণি বাবু তাঁহাকে তিন শিবসের জিন্দর টাকায় বিচারাসনের দায় প্রদর্শন করিতে অনুমতি দিয়াছেন, অন্যথা দিবস নিকাবাদে জিন্দর জেল খাটিতে হইবেন না তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে অধিকারিকে।

মাল্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব এবার মহা-লোকগোপ মীমাংসিয়াছেন। তথায় সকলকেই স্ব স্ব বৃত্তির উপর কর দিতে হয়। ডফ সাহেবও এই নিয়মের অধীন। মাল্রাজ মিউনিসিপালিটী সভাপতি অরুণাচল মাদের উপর ৬ মাসের একমাসি দিতে করেন। কিন্তু তিনি মিউনিসিপালিটীর সীমার বহির্ভূত ওটকি নামক স্থানে ছিলেন বলিয়া দিতে অস্বীকৃত হন। মিউনিসিপাল সভাপতি ৭৮ আইনের আইনানুসারে দেখাইয়া দেন তিনি যে ইংরেজী বর্ষের কর করিয়াছিলেন বলিয়া টাকা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। প্রাণ্ট ডফ প্রত্যুত্তরে [illegible] পরিশেষে কিছুদিন [illegible] পরিয়া আগামী মাসে টাকা দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

১৯ এ মার্চ্চ হাইকোর্ট অব জুডিকেচার ও ইংরেজ সাহেব অভার সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন পুলিসের সহিত [illegible] টাকা কলেজের ভিন্ন ভিন্ন সাহেব [illegible] আদেশ করিয়াছিল। অনুসন্ধানে যে [illegible] চলিতেছে, তাহা তিনি অবগত হইয়াছেন কি না? ডফ সাহেব, তদুত্তরে বলিয়াছেন [illegible] বর্ষীয় কোন কোন সংবাদপত্রে [illegible] লেখার মেজাজ্ঞাস্ত পাঠ করিয়াছেন, [illegible] উক্ত ঠাকুরগণ অন্যায়রূপে [illegible] এপর্য্যন্ত সে সংবাদ পৌঁছে নাই। [illegible] তাহার কর্ণগোচর হইয়াছে। পার্লিমেণ্ট [illegible] সভায় এই সকল আন্দোলন [illegible] হইতেছে, তাহার [illegible]

[redacted]

[illegible] ধর্ম্মের [illegible] সাহেবের [illegible] ২৫ এ মার্চ্চ এক ব্যক্তি সভায় হইতে লিখিয়াছেন [illegible] সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সার আর্থর অর্ড হাউস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের বিদ্যা [illegible] এবং ভারতবর্ষের বিষয় [illegible] সাহেব উপস্থিত হইতে [illegible] সাহেব, [illegible] সাহেব আসেন, উপস্থিতির [illegible] সাহেব। তিনি বেলাইয়াছেন এই [illegible] তাহা [illegible] হইলে তিনি [illegible] সাহেব [illegible] বিশেষরূপে [illegible] করিবেন।

[illegible] যে সকল [illegible] সাহেবের [illegible] সাহেব, [illegible] সাহেব [illegible] সাহেব [illegible] সাহেব [illegible]

[illegible]

[illegible] আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, আমাদিগের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব পুনর্ব্বার পীড়িত হইয়াছেন। খালি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই অসুস্থ হন। এই কারণে ইংলণ্ডেশ্বরীর পুত্রবিয়োগে দুঃখ প্রকাশার্থ টাউনহলে যে সভা হয়, তাহাতে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন। শরীরের বিশেষ অসুস্থতা সত্বে তাঁহার দার্জ্জিলিংএ যাওয়া ভাল হয় নাই।

[illegible] ইনি কি [illegible]

[illegible] ভাবে [illegible]

[illegible] ভাবে [illegible]

[illegible] ভাবে

দুই একজন দেখিয়া তাহার অনুসরণ করে, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকারে করিতে পারিল না। উপরি উক্ত স্থানসমূহের অধিকাংশ স্থানেই হইয়াছিল। দুই মাসকাল এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতেছে, ইহা পুলিসের একেবারে বিশ্বাস হয় নাই। ঠিক দেখা যাইবার ছয় মাস পরে ইহা প্রকাশ হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে যে এতদ্বিষয়ক অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ১৮ জন যুবক একটী হইয়া রাত্রিতে শান্তি রক্ষা করিতেন। যদি এইরূপ প্রতিপাদনের ভার সম্ভ্রান্তগণ শরীরের উপর অর্পণ চিন্তা করিয়া এরূপ করিলে যে কি হইতে বিরত হইতেন, তাহা হইলে এত দিনে নিশ্চয়ই কেহ হইত। এক্ষণে পুলিস কমিশনর সাহেব এবং মিউনিসিপালিটী বৈদ্য নাথের একটী কমিটী করিয়া যাহাতে, কমিটীর সভ্যদিগের একান্ত ইচ্ছা। আমরা আশা করিতেছি, এই দুই সাহেবের দ্বারা কোম্পানীর ভদ্রস্থ কর্ম্মচারী হইবার বিলক্ষণ সুবিধা হইতেছে। নতুবা পাদরি ও বৈদ্যনাথের ভিন্ন বিবাহ করিয়া এই দেশে চিরকাল কাটাইয়া কোন কালে কিছুই কার্য্যের হয় নাই। এক্ষণে প্রায় ৫০।৪০ বৎসর হইল, শেষের পাদরি ইহাতে অল্প বয়সে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। এ সংবাদে নিশ্চয় হয় এরূপ বোধ হয় না।"

আমাদিগের দেশের লোকদিগের দুরবস্থা দেখিলে চক্ষে জল আসে। সংবাদপত্র পাঠ করিলে সাহেব দেশের উন্নতি ও অবনতি বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। আমরা ইংলণ্ডবাসির বিদ্যাবুদ্ধি ধন ও অধিকার প্রভৃতি শুনিলে মোহিত হই, কিন্তু আমরা সে বিষয়ে যে সত্ত পশ্চাৎ পড়িয়া আছি তাহা আমাদিগের বলানুশীলন ও অধ্যবসায় দেখিলে হইতেছে। ইংলণ্ডের উন্নতি এখন ও বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছে, কিন্তু ১৮৩৮ অব্দে ডাইসন পত্রের পাঠকগণ দেখিলে ইংলণ্ডের তখনকার অবস্থাতে যে কত উন্নত ছিল তাহার সহজেই প্রতীতি হইবে। এই ডাইসন পত্র ১৭৮২ অব্দে ডেলি রেজিষ্টর নামে প্রকাশিত হইত। ১৭৯১ অব্দে উহার নাম পরিবর্ত্ত হইয়া ডাইসন হয়। ১৮১৮ অব্দে ১৬৭৮০০০ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল। ১৮৫৪ অব্দে ডিউক অব ওয়েলিংটনের মৃত্যু হয়,তাহার পর দিন হইতেই ইহা নিত্য ৭০০০০ বিক্রয় হইতে আরম্ভ হয়, এক্ষণে ইহার গ্রাহক সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। এই পত্র ছাপিবার জন্য যে কাগজ ক্রয় করিতে হয়, তন্নিমিত্ত বৎসরে ৬৮০০০ টাকা শুল্ক দিতে হয়। এক সপ্তাহে ৭০০০ টাকার কাগজ এবং প্রতি সপ্তাহে ৬০ টন মসলের কালি লাগে। ডাইসন ছাপিবার কাগজ চারিটী কলে প্রস্তুত হয়। ওয়াল্টার এম, পি এই পত্রের স্বত্বাধিকারী।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, রঙ্গপুরের বাবু এ, ও, ঘোষ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মাকালার যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে, তৎসঙ্গে দস্যু তস্করাদির উপদ্রবও বিলক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। সান নামক জাতিকে শাসন করিবার জন্য ইংরাজেরা যে সকল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে অনেকে পলায়ন করিয়াছে ও অনেক প্রাণ ত্যাগ করাতে অবশিষ্ট সৈন্যেরা পলায়ন করিয়াছে, কাফেন নামক জাতি ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ডাঙ্গো হইতে ব্রহ্মরাজের সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। যাহাদিগের সহিত তাহাদিগের শত্রুতা, তাহাদিগের নিরাশ্রয় রমণী অথবা সন্তানাদি দেখিলেই অতি নিষ্ঠুরতা সহকারে হত্যা করিতেছে।

পেথুরাম নামে ইংরেজের যে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি বুদ্ধিমান, কার্য্যদক্ষ ও বিদ্যেবত্তা ব্যারিষ্টার ইত্যাদি বিশেষরূপে বিশেষিত হইয়াছেন কিন্তু পরিশেষে বলা হইয়াছে তিনি অনুদারনীতিক দলভুক্ত। শেষের এই কথাটী যেন এক কলস দুগ্ধে এক বিন্দু গোমূত্র দান করা হইল।

পুনায় এক রমণী আত্মবিয়োগদুঃখে কাতরা হইয়া একটী গভীর কূপে পতিত হয়। অনেকে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কূপের নিকটে সমাবেত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই আত্মপ্রাণভয়ে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। এই ঘটনা শ্রবণে তাহার শ্বশুরের প্রকৃতিগোচর হয়, সে ব্যক্তি লোকেরা আসিয়া সেই কূপে পতিত হইল এবং অবিলম্বে তাহার বধূকে ধরিল। উপরে যাহারা ছিল, তাহারা যদি দেখিয়াছে সেই বধূকে লইয়া উপরে উঠিল। উভয়েই মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিল। রমণীর শ্বশুরের বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর।

১০০১ অব্দ হইতে ১৮৮২ অব্দ পর্য্যন্ত যে যে বর্ষে ভারতবর্ষে যত মাইল রেলওয়ে খোলা হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা—

১৮৫৩ অব্দে	৩৪,
১৮৫৪ অব্দে	৩৮৩,
১৮৫৬ অব্দে	৩৭৯,
১৮৫৭ অব্দে	৩৪৩
১৮৫৮ অব্দে	৪৩৩,
১৮৫৯ অব্দে	৪৫৩,
১৮৬০ অব্দে	৬৩২,
১৮৬১ অব্দে	৪৬৮,
১৮৬২ অব্দে	৪৫১

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী বিজ্ঞাপন।

স্থানান্তর ও সাধারণ বিজ্ঞপ্তি।

১৮৮৪-৫ ঠা এপ্রেল। মেদিনীপুরের অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল ১৮৭৬ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কমলাসনের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরি এচ, বেলি, এস, ডব্লিউ, ষ্টাইলের অধিকারে হস্তান্তর, মুন্সেফ বাজিট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর কেশব্, এচ প্রিয়ট্রল রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরি নিযুক্ত হইলেন।

এচ, এচ, বি গুইন প্রিয়ট্রল সাহেবের পদে বাঙ্গালার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

৭ই এপ্রেল ১৮৮৫। হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র বঙ্গদেশের সমস্ত স্থানে ডেপুটী কালেক্টর রূপে কার্য্য করিবেন।

এচ, বি, ওয়েবস্টর সাহেব ছুটী লওয়াতে মজঃফরপুরের সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কমলেক্টর এচ, এল, এস, ডান সাহেব পর্য্যন্ত ডেপুটী কালেক্টর রূপে কার্য্য করিবেন।

ডেভেরিস সাহেব ছুটী লওয়াতে বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত জেলা ও সেসন জজ ই, ডি, বেটস সাহেব পাটনার জেলা ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

ই, বিল কুচবিহারের পদস্থ জজকে বীরভূমের জেলা ও সেসন জজ এস, এচ, পি টেলর সাহেব বর্দ্ধমানের জেলা ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

এচ, এচ, বি টেলর সাহেব কার্য্যান্তরে গমন করাতে তদ্বিষয়ে মেদিনীপুর মাজিষ্ট্রেট বি, এল, গুপ্ত বীরভূমের জেলা ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

বি, এল, গুপ্ত কার্য্যান্তরে গমন করাতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সৈয়দ আবীর হোসেন অতিরিক্ত মেদিনীপুর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

বিদ্যালয়সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

৯ই এপ্রেল হইতে ২৪শে পার্গণার প্রেসিডেন্সি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এচ আরুজি এম, বেঙ্গলি মাইনর স্কুলের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

মজঃফরপুর জেলার সবজজ বাবু কালীকান্ত বসু ৬ মাস ৩ মাসের ছুটী লইয়াছেন।

৬ই এপ্রেল ১৮৮৫। ভূতপূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জন বাবু বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১ মাসের ছুটী লইয়াছেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

...যাইতে অথবা ঘরে-বসিয়াই মূল্য পাঠাইলে যাহাতে ...উষধ পাইবেন। মূল্য ২ টাকা মাত্র।

শ্রীপরিচরণ দে
...মোয়ারি মাহোপাধ্যায় লেন, কলিকাতা।

অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

...এককার ব্যবহার করিয়া দেখুন।।।

ইহা ...ধনীয় অতিশয় উপকারক ও...টীই বড়ই চমৎ... রোগে ইহা...যায়, সমস্তপ্রকার আমাশয়, ...রকা... ভেদ, অজীর্ণ ও অম্লপিত্তরোগ...শ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া... আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৬ পুরিয়া ৫ টাকা মাশুল ...ঃ অর্দ্ধসেরের অধিক হবে। ...রিমাণে অল্প আরোগ্য হইবে। মূল্য ৪ টাকা মাশুল ...ঃ আরোগ্য না হইলে পত্র দ্বারা জানাইবেন। অন্যান্য সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করিলে ...

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ...ঠাচার্য্য, কিউরিও-চমৎকার-ঔষধালয়, ...বিবরণী

"কনক-নলিনী" এবং "মনোজ বাসিনী।"

(মনোহর উপন্যাস)

এই মনোহর উপন্যাস দ্বয় ...পাঠে সতীধর্ম্ম ও পতিভক্তি শিক্ষা ...ও বিশেষ সংবেদনী। মোহপ্রকাশ ও পরকুত ...ষ্টারে কালি... চীনেবাজার পঃ... ও কলিকাতা ...স্থান মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। মূল্য প্রেরণে ...

সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

(প্রতি শিশি মূল্য ২ টাকা—পার্শেল ...)

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে ...মূত্রকৃচ্ছ্র ও পুরাতন মেহ, ...প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রস্রাবকালীন জ্বালা সহ ...ঘর্ষিত স্থানে ঘা হওয়া, মাথা ঘোরা, শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি সমস্তরোগ ...ই আরোগ্য হয়। এইজন্য সেবনে ...কলিকাতা এবং বিদেশস্থ বহু ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

...পত্তি-সহকারক ও রক্ত-পরিষ্কারক

...ক।

...মূল্য ১৷৷০ টাকা—পার্শেল ...

...

শিরঃপীড়া, বাত, ...পূর্ব্বক ...এবং শরীর যে কোন অবস্থায় রুগ্ন ...রোগ প্রায় ...ই না কেন, ...তাহা সেবনে ...পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, ...আরোগ্য, বেদনাদি ...বিদূরিত হয়।

সুবাসিত কেশকুমারী তৈল।

(মূল্য প্রতি শিশি পার্শেল সমেত—এক টাকা।)

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার ...চুলের যে ...হয়, চুল ঘন, কাল ও দীর্ঘ হইয়া, চুল উঠা, শীঘ্র পাকা, আধা ...আধা ...নিবারণ হয়ে। প্রত্যহ স্নান ও ...বিলাস আনে এই তৈল ব্যবহার করিলে শরীরের ...সকল বিলাস করিয়া শরীর ও চুল পরিষ্কার ...হইবে, ...সমধিক ...

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ...গোলাপী মস্তমঞ্জন।

(মূল্য প্রতি ...কৌটা ।০ আনা—...পার্শেল ৵০)

...ইহা ...কপূর, ...কস্তুরী ...আমিষের ...পুষ্প ...পক্ষ ...ইত্যাদি সমস্ত ...মস্তকের ...রোগ ...আরোগ্য হয়, ...ইহা ...শিরোঘূর্ণন ...পুনরায় ...ব্যবহারে ...সদ্য ...ও উজ্জ্বল হয়, ...মস্তকের ...আরোগ্যলাভ যায়।

...পাইবার ...১৯২ ...শিবকৃষ্ণ ...ষ্ট্রীট, কলিকাতা ...এবং ...নিকট ...

...প্রকাশ ডিপজিটরী।

...১৯২ কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

...আমার ...ইংরাজি ...ও ...পাঠ্যপুস্তক, ...সমাজোপযোগী ...ও ...সুলভমূল্যে ...বিক্রয়ার্থ ...লিখিত পুস্তকগুলি ...প্রকাশিত হইয়াছে।—

...মহাত্মা ...(...মানব ...মোহন ...৷০ ...বিধবা ...পরিণয়) ...৷০ ...প্রণয় ...৵০ ...পত্রিকা ...৵০ ...মুখোপাধ্যায় ...বিধবা ...৵০ ...মুখোপাধ্যায় ...৵০ ...ন্যায় ...বন্দ্যোপাধ্যায় ...সীতার ...কেশবচন্দ্র ...অবসরে ...মহম ...বাবু ...৵০ ...সমালোচনী ...৵০ ...

...

...

সোমপ্রকাশ।

২৮ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন দুষ্যতাং" ২৩ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ দশ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৯১ সাল। ১০ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮৪। ২১ এ এপ্রেল। | অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

Wanted, at least, 10,00 subscribers for the "Domestic Manual" a book containing two thousands most successful receipts in Medicine, Farriery, Tanniry, Husbandry, Glass, Cookery, Distillation, Oil colours, Varnishes, Metallurgy, Dyeing of all sorts, water-colours, Lithography, Cements, Brewing, Horticulture, Agriculture, House Painting, Manufacture of Glue, Coloured Fire, Crayons, Minature Painting, Colour Marble, Enamelling, Engraving, Bleaching and scouring, Wines, Pickling, Perfumery, Inks, &c&c. Besides these the book will contain also the cause, symtoms and cures of all Diseases. By a Veteran, Price Re 2 per copy to registered subscribers and Re 4 to non-subscribers.

Apply, within this month with remittance to Baboo Sarat Chundra Dutta, 9 Roghoonath chatterjee's street, Calcutta.

Subscribers, by no means, will become losers by the book.

নবরত্ন।

[illegible]

সন ১২৯০ সালের প্রথমাবধি কলিকাতা হইতে "নবরত্ন" প্রকাশিত হইতেছে। স্কুল ও কলেজের প্রধান শিক্ষক, হাইকোর্টের ও অন্যান্য আদালতের উকীল, ডাক্তার, গ্রন্থকার, এবং ব্যবসায়ী প্রভৃতি অনেকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি এই পত্রে লেখক নিযুক্ত আছেন।

মফস্বলের অধিবাসী—বিশেষতঃ ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার নিমিত্ত কলিকাতা বাজারের সমুদায় প্রধান প্রধান দ্রব্যের মূল্য ইহাতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

অবসর দুই কর্ম্মা সুন্দর ফরাসি। ইহা উত্তম কাগজে ও উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত হয়। ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। অদ্য আমার হাতে পাঠ করিলে নমুনাস্বরূপ এক সংখ্যা "নবরত্ন" প্রেরিত হয়।

কলিকাতা বহুবাজার,
শ্রীনাথ দাসের লেন,
১০ নং বাটী।

শ্রীমহিলাল দেব,
নবরত্নের কার্য্য সম্পাদক।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ

ষ্টেট রেলওয়ে।

আগামি ইষ্টার রবিবার ও পে তদুপলক্ষে দুইটী বিশেষ মাসিক টিকিট বাহির হইবে। অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। তাহা ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। ঐ টিকিট লইয়া অবস্থানের দুইটী দিবসে যাতায়াত করিতে পারিবেন।

কলিকাতা
১৫ ই চৈত্র ১২৯০।

ব্যবস্থাপক
সাউথ ইষ্টারণ রেলওয়ে।

(ডাক্তার ঘোষদত্ত।)

গোদ, জলদোষ ও ধবলরোগের

উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু-শোষক—ইহাতে গোদ ও জলদোষ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং স্থানে স্থানে চর্ম্ম অসাড় হইলে এ ঔষধে তাদৃশ ফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২৷৷০।

শীতাঞ্জন—ইহাতে ধবলরোগ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বা দৈর্ঘ্যক হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক প্যাকেট ২৷৷০।

এই দুটী ঔষধে পারা ইত্যাদি প্রকৃতি কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা ৫৩ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার ঘোষের বিদ্যার্থীর চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কল্পদ্রুমের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন চাঙ্গড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন, তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৯০ সাল
১ লা চৈত্র

শ্রীযাদবনাথ পাল।
চাঙ্গড়িপোতা
সোণারপুর ডাকঘর ২৪ পরগণা।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! বিগত ২৫ এ চৈত্র রবিবার বেলা ৪ ঘটিকার পর রাজপুর বক্তৃতাগৃহে রাজপুর মিউনিসিপাল কমিশনর দিগের একটী সভা হয়। উক্ত সভার সম্পাদকীয় রিপোর্ট এতৎসহ প্রেরিত হইল। অনুগ্রহ করিয়া আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান প্রদান করিলে বিশেষ বাধিত হই।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সভায় আলোচনা করিয়া স্থির হয়।

১। ১৮৮৪-৮৫ সালের মিউনিসিপাল বজেট লিখিত শিক্ষাবিভাগের খরচের জন্য ১২০৭ টাকার মধ্যে ২০০ টাকা কমাইয়া পূর্ত্তকার্য্যে দেওয়া।

২। মিউনিসিপাল আফিসের কেরাণী, মুহুরী ও দরওয়ানদের বেতন বাড়াইয়া এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে জবাব দিয়া সেই অর্থ পূর্ত্তকার্য্যের জন্য দেওয়া।

৩। মিউনিসিপালিটীর আয় কমিয়াছে বলিয়া ১৮৮৬ সালের মিউনিসিপাল আইনের ৩৫ ধারা অনুসারে ধরিনাহি হাসপাতাল চিকিৎসালয় মিউনিসিপালিটীর হস্তে গ্রহণ এবং সেই অর্থ ঘানীর মাসাহারা ও অন্যান্য স্বাস্থ্য রক্ষার কার্য্যে অর্পণ করা।

৪। মেডিকেল কমিশনরের [illegible] হইয়াছে রাজপুর [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] কমিশনর মনোনীত করণ প্রস্তাব [illegible] এবং মিউনিসিপাল আইনের ১৫ ধারা অনুসারে আরও ১ জন কমিশনর বৃদ্ধি করা।

উল্লিখিত বিষয়গুলি সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে বিধিবদ্ধ হয়, কেবল মাত্র তথায় শ্রীযুক্ত ডাইস-চেয়ারম্যান মহাশয়ের একজন অনুচর উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারই কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ হইয়াছিল। ইতি ২৬ এ চৈত্র ১২৯০।

বিনয়াবনত

শ্রীরাধানাথ চক্রবর্ত্তী।

রাজপুরকমিশনর দলভুক্ত।

রাজপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনরমহাশয়গণ! প্রায় এক বৎসরের পর আমরা তিনটী কারণে আপনাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে; সেই তিনটী কারণ এই—

১ ম। বজেট অর্থাৎ আগামী বৎসরের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় তালিকা।

২ য়। চরিনাহি দাতব্য চিকিৎসালয়।

৩ য়। নূতন মিউনিসিপাল আইনোক্ত আত্ম-শাসন-প্রণালী।

এখন এইটী বিষয় অর্থাৎ বজেট ও চিকিৎসালয় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া পশ্চাৎ দ্বিতীয় বিষয়টী অর্থাৎ আত্মশাসন প্রণালীর বিষয় বলা যাইবে।

"বজেট" শব্দ যাহা বুঝায় বোধ করি আমাদের অনেকে জানেন,—ইহা ১৮৮৪-৮৫ সালের মধ্যে যত টাকা আয় ও যত টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা তাহার আনুমানিক তালিকা। ইহাতে যে যে উপায়ে টাকা আয় হইবে ও যে যে বিষয়ে ঐ টাকা খরচ হইবে, তাহার উল্লেখ থাকে। রাজপুর মিউনিসিপালিটীর ১৮৮৪-৮৫ সালের ঐ বজেট প্রস্তুত হইয়াছে। আমার এই যে, বজেট প্রস্তুত হইলে উহা ছাপা করিয়া প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসে কমিশনরদিগকে জানান করা এবং মিউনিসিপাল আফিসে এক খানি নকল টাঙ্গাইয়া দেওয়া। কিন্তু রাজপুর মিউনিসিপালিটীর "মুরব্বেক্তীয়" পক্ষে এই মিউনিসিপালিটী ঢাক ঢোলের মধ্যে থাকেন বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না যে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু সরকারী কাগজ পত্রে কোন সাহসে—কোন মুখে—লিখিয়া পাঠান যে বজেট রীতিমত প্রস্তুত করা হইয়াছে? যাহা হউক, বৎসর বৎসর বজেট প্রস্তুত হয়, তদনুসারে কার্য্য হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের বজেটে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে কমিশনরদিগের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া তাহা লইয়া কখন তুমুল আন্দোলনের প্রয়োজন হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসরের বজেটে যাহা প্রস্তুত হইয়াছে, একজন কমিশনর তাহার নকল আনাইয়া দেখা গেল যে, এ বৎসর বজেটে অনেকগুলি আপত্তি ও আলোচনার বিষয় আছে। সেই আপত্তিগুলি চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান মহোদয়ের গোচর করা প্রয়োজনীয় বোধ করিয়া গত ১৪ এ মার্চ্চ তারিখে আমি এক দিবসেই দুই স্থানে দুইখানি পত্র প্রেরণ করি। যথা-রীতি-প্রণালীতে পত্র লিখার সময় না থাকাতে, অর্থাৎ অগ্রে চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট, পরে কমিশনর মহোদয়ের সমীপে পত্র পাঠাইবার প্রথা প্রচলিত থাকিলেও তদনুসারে কার্য্য করার অবসর না দেখিয়া, আমি একখানি পত্র শ্রীযুক্ত কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাই, আর সেই পত্রের অবিকল নকল চেয়ারম্যান সাহেবের আফিসে পাঠাইয়া দিই। আমার আপত্তিপত্রে যে কয়েকটী বিষয় লিখিত হইয়াছিল তাহা আপনাদের গোচরার্থ সংক্ষেপে নিম্নে লিখিতেছি—

১ ম। মিউনিসিপালিটীর আয় ক্রমে কম হইয়া আসিতেছে; কমিশনরগণ সে বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া মিউনিসিপাল কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। অন্যান্য মিউনিসিপালিটীতে কার্য্য পরিচালনার জন্য যতগুলি লোক নিযুক্ত হইয়াছে, আমাদের রাজপুর মিউনিসিপালিটীর সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তদপেক্ষা অধিক বেতনভুক্ত ও অধিকসংখ্যক লোক নিযোজিত হইয়াছে। এরূপ না করিয়া হাসপাতাল আফিসের খরচ কমাইয়া এরূপ করণার্থ মিউনিসিপাল কমিশনরদিগকে অনুরোধ করা হিয়াছে। "[illegible]" (হবেনা দুমুটী খেতে পার্ব) "এরূপ করণার্থ তাহাদিগের,—এমন কি বাবার্দা খুয়ারাটীর জন্য কর দিয়া আসিতেছে তাহাদিগের—বর্ত্তমান কর অসঙ্গতরূপ বাড়াইয়া মিউনিসিপালিটীর আয় বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু খরচ কমাইয়া আয় বাড়াইলে যে যথার্থ মুক্তিসঙ্গত কার্য্য করা হয় তাহা বিবেচনা বিবেচনা করেন না। এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিবার জন্য কমিশনর সাহেবকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

২ য়। এবৎসর রাস্তা নির্ম্মাণ ও মরা ইত্যাদি পূর্ত্তকার্য্যের জন্য ১০০০৲ টাকা ধরা হইয়াছে। কমিশনর [illegible] বেতনভোগী ইঞ্জিনীয়র (অর্থাৎ যে বাবাজী সোমপ্রকাশ [illegible] বাবাজীর বিবাহে) এবং [illegible] উক্ত মোকের যে অংশ টাকা আমাদের মিউনি-

[illegible] হইতে [illegible] হইবে। [illegible] ৩০০৲ টাকা দিতে হইবে। সুতরাং আবশ্যকের [illegible] টাকা তুলিয়া [illegible] রহিল। অন্যান্য হাসপাতালের সহিত তুলনা করিলে ইহা অত্যন্ত অল্প। এই খরচের দীর্ঘে হাসপাতালে আরও অধিক টাকা দেওয়া হয়, এই জন্য কমিশনর'দিগকে অনুরোধ করা গিয়াছে।

৩য়। ইতিপূর্ব্বে হরিনাভি দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৫১৲ টাকা করিয়া বৎসরে দেওয়া হইত, এবৎসর হইতে ছোট লাট সাহেবের অনুমতি অনুসারে সমস্ত খরচ মিউনিসিপালীর ঘাড়ে পড়িবার কথা হইয়াছে; তাহা হইলে প্রায় ১০০৲টাকা করিয়া খরচ লাগিবে (চিকিৎসালয় সম্বন্ধে করদাতৃগণের মত জিজ্ঞাসা করিল)।

৪র্থ। আমাদিগের দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জলের পুষ্করিণীর বড় অভাব। এই গ্রীষ্ম কালে বলুন দেখি কটা পুষ্করিণীর জল যথার্থ পেয় ও স্বাস্থ্যপ্রদ? কমিশনরগণ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মাত্র মনোযোগ দেন না। তাঁহারা কেবল ডাক্তারখানার খরচ বৃদ্ধির জন্য ব্যাকুল ও যত্নশীল? তাঁহাদের এইটী জানিয়া রাখা উচিত যে "প্রকালনাদ্বি—পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং" রোগ যাহাতে অধিক প্রবল হইতে না পায়, সেই উপায় করা কর্ত্তব্য; না রোগ হয় হউক, চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করা যাইবে।

উপরি উক্ত সংপ্রেরিত পত্রখানি চেয়ারম্যান সাহেব পাইবামাত্র হরিনাভিতে তাহা চেয়ারম্যান বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। কমিশনর সাহেবের নিকট প্রেরিত পত্রখানি অদ্যাপি মিউনিসিপাল আফিসে আসিয়া পোঁছে নাই। তাহার উপর কমিশনর সাহেব কি মত প্রকাশ করেন, তাহা পরে জানা যাইবে। অদ্য ভাইস-চেয়ারম্যান বাবু যে পত্রখানি চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে কিছু বলিবার আছে। গত ১৮ই চৈত্র বুধবার বেলা ৪ টার সময় রাজপুর মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের সভা হইয়াছিল। সভাধিবেশন ও ঐ সংপ্রেরিত পত্রখানির মর্ম্মীকরণ সভার অন্যতম কার্য্য ছিল। প্রথমতঃ মাননীয় কমিশনর সাহেবের সংপ্রেরিত পত্র দেখিয়া কমিশনরগণ হেলেদোলে অনেক ক্ষণ বসিয়া রহিলেন এবং মুখে মুখে কহিতে লাগিলেন যে "করদাতৃসভা" আছে ছিল, এখন নাই, সুতরাং আমরা কাহার "করদাতৃসভার সম্পাদক" বলিয়া আমাদিগকে [illegible] অন্যায় হইয়াছে। ও পত্র দেখা [illegible] আমাদের প্রয়োজন নাই" পরে [illegible] একজন কমিশনরকে পীড়াপীড়ি করাতে উক্ত সভা এইমাত্র বার গ্রহণ করিলেন যে, যে সকল পুষ্করিণী অপরিষ্কার বা যাহাতে পরিপূর্ণ আছে, সে সকলের অধিকারিদিগকে নোটিস দেওয়া যাউক। সিদ্ধান্তটী হইল ভাল, তথায় বলে "ভাল কর্ত্তে যা পারি মন্দ করব।" সে যাহা হউক, করদাতৃমহাশয়গণ! কি আশ্চর্য্য, কি রহস্য, কি অদ্ভুত কথা! মিউনিসিপাল কমিশনরগণ মনে করিয়াছেন—যাহাদিগকে লইয়া করদাতৃসভার পরলোক হইয়াছে; এমন কি, কোন কোন মহাত্মা কহিয়াছেন প্রায় ৫।৭ বৎসর হইল করদাতৃসভা উঠিয়া গিয়াছে। কি বিচিত্র! কি প্রত্যক্ষের অপলাপ! সে দিন তাঁহাদিগের সকলের সমক্ষে আত্মশাসন বিষয়ে মতামত জানিবার জন্য করদাতৃসভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে করদাতৃসভা গঠনের করিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহাদের মনে নাই? সেই সভায় তিনি মিউনিসিপালিটীর উপর যে সকল দোষারোপ করিয়াছিলেন, সেগুলি কি অন্তঃকরণ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে? সে সভায় তিনি স্বয়ং চেয়ারম্যান সাহেবের প্রস্তাবে তাঁহারই যে সকল অভ্যাস দেওয়া হইয়া দিয়াছিলেন সেগুলি কি ভুলিয়া গিয়াছেন? সে ত অধিক দিন হয় নাই; তবে কেমন করে বলেন, করদাতৃসভা উঠিয়া গিয়াছে? করদাতৃ-মহাশয়গণ! আপনারা বড় সহজে কমিশনর [illegible] দিগকে বুঝাইয়া দিবেন, যে করদাতৃসভা মরে নাই, ইহা কপট নিদ্রায় আহত শাদূলের ন্যায় অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহা "শুদ্ধ কথার" হরিদাসের মামুন, বঙ্কিম বাবুর মৃণালিনী নামক নবন্যাসের মাধবাচার্য্য এবং হরিশ্চন্দ্র মাইকেল বিদ্যানন্দ, ইহা তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিয়াছে ও চিরকাল রহিবে। যখন দেখিবে মিউনিসিপালিটী করদাতৃগণের উপর কোন অত্যাচার করিতেছে, তখনই সভক উত্তোলন করিবে, তখনই দেখা দিবে, তখনই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। যে দিন মিউনিসিপাল কমিশনরগণ ইলার মাইনার অন্তর্ভূত হইয়াছিলেন, যে দিন সবডিবাসের খান উপলক্ষে এই সভার সাহিত সম্পূর্ণ সুখ পরাণর স্বীকার করিয়াছিলেন, সে দিন ইহার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিয়াছিলেন। করদাতৃসভার নিয়ম এই যে, যখন প্রয়োজন হইবে, তখন আবির্ভাব হইবে, নিত্য প্রয়োজনে ইহা দেখা দিবে না। মিউনিসিপালিটীর অত্যাচারই ইহার দেখা দিবার প্রয়োজন। মিউনিসিপালিটী যদি ন্যায়সঙ্গত হয়েন, করদাতৃসভার প্রয়োজন কি? করদাতাদিগের মঙ্গলার্থই মিউনিসিপালিটীর আবির্ভাব। যদি তাহাই না হইল, তবে করদাতার বদন [illegible] তাহারা [illegible] না হইলে কেন?

মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে সভ্য নির্ব্বাচনও একটী গুরুতর কার্য্য ছিল। রাজপুরের কমিশনর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় পীড়াপ্রযুক্ত তিন সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার স্থান খালি গিয়াছে। তৎপদে কে হইবে, সে বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। দুই জন কমিশনর নয়াবাদের নাম করাতে অন্যতম বৈদেশিক কমিশনর তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—"তিনি ত সংস্কৃত জানেন, তিনি ভাল মন্দ বুঝেন কি?" অন্যান্য সভ্যগণও সেই মতে মত দিলে বিদ্যাপতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অধিকাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে মনোনীত করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পদপ্রাপ্তিতে আমরা হৃদয়ের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। তাহার ১ম কারণ এই রাজপুরের তাবৎ লোকের ইহা ছাড়া কথা কয় এমন সভ্য পূর্ব্বে ছিলেন না। এক মাত্র মিত্রকুলাবতংশই ঐ অংশের হিতৈষী ছিলেন। অপর কারণ এই "ওষধয়ঃ বাহুণী তস্য তথা কুবলয়বাহনং" উত্তমের সঙ্গে উত্তম মিলে ইহা তাহার প্রার্থনীয় [illegible] যাহা হউক, করদাতৃমহাশয়গণ! সেই দিন সেই সভায় এক জন সভ্য মহাশয় যে কয়েকটী কথা কহিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতে বলবতী [illegible] হওয়াতে মহাশয়গণের গোচর করিতেছি। "ডাক্তার ত সংস্কৃত জানেন, ভাল মন্দ বুঝেন কি?" পরন্তু সহসা স্বীকার করি, যে, মহাশয় ভাল মন্দ [illegible] স্বীকার করি যে, করদাতৃগণের মধ্যে এমন আর কেহই নাই যে, ভাল মন্দ বুঝিতে পারে, স্বীকার করি যে, মিউনিসিপাল কমিটীতে যে সকল সভ্য মহাশয় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল ভাল মন্দ বুঝেন, তদ্ভিন্ন আর কেহ ভাল মন্দ বুঝেন না; স্বীকার করি, যে মাঁহারা কেরাণীগিরি বা মাষ্টারি করিয়াছেন, যাঁহারা ইংরাজি সংবাদপত্র বুঝুন বা না বুঝুন গম্ভীরস্বরে পাঠ করেন, যাঁহারা নিজে বুঝুন আর না বুঝুন লাটীঘরে ব্যবসার চালান, কিম্বা যাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝুন আর না বুঝুন "আমরা বড় লোক" বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন; কিন্তু কখনই স্বীকার করিতে পারি না। যে, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা ভাল মন্দ বুঝেন না, স্বীকার করিলে আত্যন্তিক মিথ্যা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। যে আর্য্যগণ সংস্কৃত ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না, যে আর্য্যগণ সংস্কৃত ভিন্ন আর কিছুই করিতেন না, তাঁহারা যে কিছু ভাল মন্দ বুঝিতেন না, এরূপ স্বীকার করিতে পারি না। যাঁহাদের প্রণীত কাব্য, স্মৃতি, দর্শন, নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ সকল আলোচনা করিয়া আমি [illegible]

নিকেরা সভ্য হইয়া যাইতেছেন; সেই আর্য্যগণ কেবল চক্ষুস্থ। শ্রবণ করিয়া যে তাঁহারা ভাল মন্দ বুঝিতেন না, তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। আর উহাও কখন স্বীকার করিতে পারি না, যে, দুই এক পাতা ইংরাজী পড়িলেই সকল বিষয়ে ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন। করদাতৃ মহাশয়গণ! এক্ষণে রাজপুর মিউনিসিপালিটির সভ্য মহোদয়গণ যে কীদৃশ ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন, তাহার কতিপয় উদাহরণ দেখাইয়া দিতেছি, দৃষ্টান্তগুলি দেখিলেই আপনারা অনেক বুঝিতে পারিবেন যে, এই আমাদিগের একাদশ মুরুব্বিরা কিরূপ ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন। দৃষ্টান্তগুলি গ্রহণ করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, এই মুরুব্বি সকল ধীশক্তিসম্পন্ন মিউনিসিপাল প্রতিনিধিগণ যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা কি, এবং কিরূপ সম্পন্ন করিতে হইবে তাহা বুঝেন না, যে কুদ্র আইন দ্বারা তাঁহারা মিউনিসিপল কমিটী পরিচালিত হইতেছে, তাহার অর্থ কি, মর্ম্ম কি, উদ্দেশ্য কি, তাহা জানেন না, আপনাদের ক্ষমতা কতদূর তাহা জানেন না। আপনাদের হস্তে যে কতদূর গুরুতর ভার বিন্যস্ত আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। সেই উদাহরণ গুলির মধ্যে প্রথম এই—রাজপুর মিউনিসিপালিটীর কৈলাসবাবু যখন কমিশনর বাহাদুরগণ করপরিচয়ের হইতে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিলেন, তখন বড় পুষ্করিণীর ধারে একখানি গ্রামে কর ধার্য্য করিয়া রীতিমত কর আদায় করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই গ্রামখানি সীমানির্দ্দেশক মানচিত্রের অন্তর্গত ছিল না, সুতরাং কমিশনরগণের আদায় করণের কোন বাধা থাকিতে না। করদাতার এই বিষয়টী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে আবেদন করিলে তিনি কমিশনর বাহাদুরদিগকে ঐ গ্রামখানি ছাড়িয়া দিবার হুকুম দেন। এক্ষণে দেখুন, উক্ত বাহাদুরগণ কিরূপ ভাল মন্দ বুঝিতেওয়ালা? তাঁহারা যে, কেন গ্রামের কর ধার্য্য করিতে নিযুক্ত, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা জানেন না; না জানুন, কিন্তু তাঁহারা ভাল মন্দ বুঝিতে ওয়ালা। ২য় উদাহরণ দেখুন, একজন করদাতা এক দোকান চাকরী করিত, সে কর দিতে না পারাতে সেই দোকানদারের বিরুদ্ধে কুদ্র আইন অনুসারে অপহৃত হইল। পরে দোকানদার অপহর্ত্তা ব্যক্তিদিগের নামে অভিযোগ করিতে বাধ্য হইল এবং করিল। তখন ঐ ভাল মন্দ বুঝিতেওয়ালারা দোকানদারের সাক্ষ্যানুসারে রক্ষা করিলেন। যাহাই হউক তথাপি তাঁহারা ভাল মন্দ বুঝিতেওয়ালা। ৩য় উদাহরণ দেখুন, একজন সম্ভ্রান্ত করদাতার বিরুদ্ধে দ্বার দিয়া একটী অপ্রশস্ত পথ ছিল, আমাদের ভাগ্যবান বুঝিতেওয়ালারা ঐ পথ সরকারী বলিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং কিছুদিবসান্তে তাহা পরিষ্কার করিয়া ইলেন। এদিকে উক্ত সম্ভ্রান্ত করদাতা মহাশয় কমিশনর বাহাদুরগণের আশ্রয় লইলেন এবং জয় লাভ করিলেন, কমিশনর বাহাদুরগণ বাহাদুরী করিতে গিয়া সাধারণের যথেষ্ট অর্থ নিরর্থক অপব্যয় করিলেন। কিন্তু, তথাপি তাঁহারা ভাল মন্দ বুঝিতে ওয়ালা। ৪র্থ উদাহরণ দেখুন, একজন করদাতা "সদা ভ্রমণ"—কমিশনর বাহাদুরগণ তাহার অবস্থা সম্পূর্ণ জানিয়াও, তাহার উপর কর ধার্য্য করিলেন এবং একে একে তাহার ঘটী বাটি ও দ্বার পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইলেন। করদাতৃসভার সম্পাদক তাহার অবস্থা লিখিয়া চেয়ারম্যান সাহেবকে নিবেদন করিলে, উক্ত মহাত্মা উক্ত করদাতাকে করদায় হইতে মুক্তি দিলেন। বাহাদুরগণ কিছুতেই ছাড়িবেন না। শেষে চেয়ারম্যান সাহেবের অনুমতি লইয়া অপহৃত হইলেন এবং তাহাকে পুনরীত করেক কোটাটের কর পুনঃ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। যাহা হউক, তথাপি তাঁহারা ভাল মন্দ বুঝিতেওয়ালা। ৫ম উদাহরণ দেখুন এবং বাহাদুরগণের আইনজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ করুন। রাস্তার ধারে ঝুলিয়া পড়িয়া যে সকল গাছ মনুষ্য গমনের বা কোন ঘোড়া গাড়ীরাদির বা ঘাত করে, তাহা কাটিবার আইন আছে। বাহাদুরগণ হুকুম পাশ করিলেন প্রত্যেক রাস্তার যত গাছ আছে, সেগুলি ৩০ ফুট উর্দ্ধে ওজন করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা জরীমানা হইবে। করদাতৃগণের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তাহাদের ভাল ভাল আম কাঁঠাল লিচু প্রভৃতি গাছ নির্দ্দয়রূপে করিতে হইবে। কালিদাস বলিয়াছেন "বিকৃতফোহপি সংবর্দ্ধ্যঃ স্বয়ং ছেত্তু মসাম্প্রতম্"—যখন এমন, তখন কি প্রকারে তাহারা অপত্য নির্ব্বিশেষে পরিবর্দ্ধিত সেই সকল বৃক্ষ স্বয়ং ছেদন করিবে? না করিলেও চলিবে না, জরীমানা দিতে হইবে; সুতরাং মিউনিসিপালিটীর লোকে আসিয়া কাটিয়া যাইবে, তাহার মজুরী দিতে হইবে। এই ছয়ের বিষয়ের সময় বিজ্ঞবংশাবতংস সভ্যগণ কমিশনর আইনের কথার মূল উল্লেখ করিয়া অন্যান্য বাহাদুরগণকে বুঝাইয়া দিলেন। বাহাদুরগণ আইনের অর্থ পুরো বুঝিতেন না, তথাপি তাঁহারা ভাল মন্দ বুঝিতেওয়ালা।—করদাতৃ মহাশয়গণ! আর কত উদাহরণ দিব, বলিতে হইলে আয়ুকাল ও উপকরণের অভাব ঘটিয়া উঠে।

যথেষ্ট সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত অদ্য বলা গেল। প্রয়োজন হইলে আরও অনেক কথা বলিতে পারা যাইবে। এক্ষণে তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ আত্মশাসন সম্বন্ধে কি [illegible] এক্ষণে এই আইন [illegible] পূর্ণাকারে প্রকাশিত হয় নাই। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, স্থানীয় সভ্যগণ সভ্যনির্ব্বাচনীয় ত্রিশ জনের এক তালিকা স্বয়ং নির্ব্বাচিত করিয়া দিবেন, অপর দুই তালিকা প্রজারা মনোনীত করিবে। যাহারা বার্ষিক ৩৫ টাকা করিয়া কর দেয়, তাহারা সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকারী। কি প্রণালীতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে তাহার বিশেষ কিছু অদ্যাপি জানা যায় নাই, তথাপি এটা ঠিক হইয়াছে যে, সভার দুই তৃতীয়াংশ প্রজাদের মনোনীত সভ্য পরিপূরিত হইবে। এক্ষণে করদাতৃ মহাশয়গণ সমীপে নিবেদন, তাহাদিগের মধ্যে, যাঁহারা আইন-অনুসারে সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকারী হইবেন, তাঁহারা যেন যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করেন; যিনি ন্যায়বান, অপক্ষপাতী, প্রজার হিতৈষী, অমায়িক, উৎসাহশীল, অচাটুকারী, এবং স্বয়ং চাটুকারের বশীভূত নন, এরূপ লোককে যেন মনোনীত করেন, প্রবল পক্ষের বিভীষিকায় ভীত হইয়া, অথবা অনুরোধের বশীভূত হইয়া, কিম্বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়া, যেন তাঁহারা অনুপযুক্ত, অকর্ম্মণ্য, অন্যায়িক, তোষামোদী ব্যক্তিগণকে মনোনীত না করেন। তাহা হইলে, ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকেই ভুগিতে হইবে, আপনাদের পাপে আপনারাই কুঠারাঘাত করিতে হইবে, তখন আর ৩ বৎসর কাল কোন প্রতীকারের উপায় থাকিবে না। করদাতৃ মহাশয়গণ! এ বিষয়ে আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, মোহনিদ্রায় আর আচ্ছন্ন হইয়া রহিবেন না, অবহেলারূপ কালশয্যায় আর শয়ন করিবেন না; নিজোত্থিত হউন, চারি দিকে অবহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, আপনাদের করদাতৃগণকে এই বিষয় ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করুন, তাহাদিগকে তাহাদের স্বার্থ বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত হউন, ভবিষ্যতে যেন অনুতাপ করিতে না হয় এরূপ উপায় অবলম্বন করুন। তাহা হইলে আমাদের উদ্যোগের সফলতা ক্রমেরলের অর্দ্ধেক সিদ্ধি হইবে, এবং আমাদিগেরও ইহা সিদ্ধি হইবে।

শ্রীরসিকচন্দ্র কবিরত্ন।
করদাতৃসভার সম্পাদক

সোমপ্রকাশ।

১০ই বৈশাখ সোমবার।

মিউনিসিপালিটির কি আর বল নাই?

আমরা [illegible] রাজপুরুষদিগকে এই অনুরোধ [illegible] রাজপুর মিউনিসিপালিটী সংক্রান্ত [illegible] প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল, তাহাতে একবার দৃষ্টিপাত করেন। যখন আমাদের গ্রামে প্রথম মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হয়, তখন অনেকে মনে আশা জন্মিয়াছিল। মনে হইয়া ছিল, গ্রাম সব অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, গ্রাম স্বাস্থ্যপ্রদ হইবে, গ্রামের পথগুলি পাকা হইবে; কিন্তু সে আশায় ছাই পড়িয়া গেল। মিউনিসিপালিটী হইবার পূর্ব্বে গ্রামের অবস্থা ভাল ছিল, অথবা এখন ভাল হইয়াছে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের বড় কপাল দোষ গ্রামটী যেমন তেমনি আছে, অথচ মিউনিসিপালিটীর কপালে মশার হইয়া গিয়াছে। রাজপুর মিউনিসিপালিটীর কার্য্যের কি কেহ তত্ত্বাবধারক নাই? মিউনিসিপালিটীর কি এমনি প্রতাপ যে কেহ তত্ত্বাবধারণ করিতে সাহসী হন না? আমরা নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেছি, কর্ত্তারা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখুন দেখি, মিউনিসিপালিটী হইয়া কি হইয়াছে হইয়াছে?

১। অমুক সাল হইতে ৮।৯ বৎসর হইল মিউনিসিপালিটী হইয়াছে, ইহার মধ্যে কতটী রাস্তা পাকা হইয়াছে? কতটী রাস্তা বা কাঁচা আছে? সমুদায়ে কতটী রাস্তা?

২। গ্রামের স্বাস্থ্যসাধনোপযোগী কি কি অনুষ্ঠান হইয়াছে?

৩। গ্রামের মধ্যে কি ভাল পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

৪। গ্রাম পরিষ্কার রাখিবার কি কোন বন্দোবস্ত আছে?

৫। গ্রামের জল নির্গমের কি কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে?

৬। গ্রামস্থ পুষ্করিণীগুলি কি পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা আছে?

৭। বর্ষাকালে গ্রামের কিরূপ অবস্থা হয়, কর্ত্তাদিগের কেহ কি তখন তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন?

যদি উহার অধিকাংশ একটী কাজও না হইল, তাহা হইলে মিউনিসিপালিটী হইয়া কি হইলাম

হইল? মিউনিসিপালিটী কি ইহার প্রজাদিগের কষ্টার্জ্জিত অর্থ শোষণের একটী উপায়? উহার দ্বারায় মিউনিসিপালিটীর উপরে এক চক্ষু দেখিতে পায়, কোন টাকা দেয় কোন কাজ হয় না। কাজ দেখিতে পাইলে কখন অসন্তুষ্ট হইত না। এ ইত্যাদি শ্রীবৃদ্ধি! আমরা মধ্যে মধ্যে ট্যাক্স বৃদ্ধির কথা শুনিতে পাই।

মিউনিসিপাল কমিশনরেরা কি কাজ করেন না করেন, গ্রামবাসিরা এ উদ্দেশ্যে ট্যাক্স দেয়, তাহা সুসিদ্ধ হয় কি না, দেখা যে তাহা দেখিবার লোক নাই তাহা নয়, মিউনিসিপালিটী প্রজার প্রতি যে যে অত্যাচার করেন এবং মিউনিসিপালিটীতে যে সমস্ত আইন বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়; তাহাও দেখিবার লোক নাই। এটী বড় দুঃখের বিষয়। মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার তত্ত্বাবধারণ প্রণালী, এরূপ তত্ত্বাবধারণ কার্য্যপ্রণালী আর আমরা কোথায়ও দেখি নাই।

উপসংহারে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, আইন বিরুদ্ধ কার্য্য ও অত্যাচার করিবার নিমিত্তই কি মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইয়াছে?

ভারতীয় অনুন্নত শাসনপ্রণালীর আশঙ্কিত ফলাফল।

অধিকাংশ মুসলমান রাজার রাজত্বকালে হিন্দু প্রজারা সুখী ছিলেন না। অনেক প্রজার উপরে দৌরাত্ম্য হয়; অনেককে অকারণ অপমান যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; ধর্ম্মনাশ অনেক হিন্দুরও হয় হইয়াছিল; অনেক হিন্দুবংশ লোপ পাইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ এই, যে সেই মুসলমান রাজার শাসন প্রণালীর উদারতা ছিল না। তাঁহা [illegible] স্বজাতির প্রতি বিলক্ষণ পক্ষপাত ছিল। মুসলমান প্রজারা হিন্দুপ্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিলে তাহাদিগের অপরাধানুরূপ দণ্ড হইত না। সুতরাং প্রশ্রয় পাইয়া যাইত; অপর তাদৃশ লোক অত্যাচারের পথ হইত। জাতীয় বিদ্বেষ যে যেমন করুক, ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের তাহা অবিদিত নাই। খ্রিষ্টীয় গবর্ণমেণ্টের ত এত প্রতাপ, তথাপি তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদ নিবারণে সমর্থ হইতেছেন না। হিন্দু-ও মুসলমান ভেদ না করিয়া বিচার বিতরণ করা ও দণ্ড বিধান করা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত না হইলেকর্ত্তাদিগের দোষে হিন্দু ও মুসলমানে বিবাদবহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। স্বদেশী কর্ম্মচারিরা বিবাদের কারণক্রমে সাবধান হইলে জাতীয় বিদ্বেষ কোন রূপে প্রকাশিত হইবার অবসর পায় না। কিন্তু অনেক স্থলে স্বদেশীয় কর্ম্মচারিদিগের উপেক্ষাদি নানা কারণে বিপরীত ঘটিয়া থাকে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির [illegible] সমবেত সমরে সময়ে যখন ইংরেজরাজের অভিনয় হয়, তখন মুসলমানমধুধার শাসনপ্রণালী কালে যে এই ব্যাপারের যে কি ভয়ঙ্কর অভিনয় হইবে, সন্দেহ তাহার অনুমান হইতেছে।

মুসলমান রাজগণের অধিকারকালে অনুদার শাসনপ্রণালী নিবন্ধন যে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ডের অভিনয় হইত, তদ্বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুদার শাসন প্রণালীর রাজক পরিণামের বিষয় অনুভব করা দুষ্কর হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনুদার শাসন প্রণালীর দোষে অদূষিত নন। ইংরাজ জাতির প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ পক্ষপাতিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আইন ও ব্যবহারাদি বহু বিষয় তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। কিন্তু ব্রিটিশ জাতির শাসন প্রণালীগত এ অনুদারভাব অধিকদূর অনর্থের কারণ। মুসলমান রাজাদিগের হিন্দু প্রজার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হিন্দু প্রজার অনেক ইতরবিশেষ ঘটিয়াছে, মুসলমান অধিকারের হিন্দু প্রজাদিগের পাশ্চাত্য শিক্ষা ছিল না। রাজনীতি সংক্রান্ত উচ্চভাব তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। রাজার সমাধিস্থ শক্তি পরীক্ষা করা দূরে তাঁহারা তত্ত্ব জ্ঞাত হইতেন না; তাঁহাদিগের এই সান্ত্বনা ছিল, রাজা হইলেই স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু এখনকার হিন্দু প্রজার সে সান্ত্বনা বিপরীত। ইহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতেছেন। অনুদার শাসনপ্রণালীর অন্তর্নিহিতা ইহাঁদিগের অবিদিত নাই। অতএব ইহারা মুসলমান অধিকারের হিন্দু প্রজাদিগের ন্যায় শাসনপ্রণালীর অনুদারতা দর্শন করিয়াও যে অবিকৃতভাবে অবস্থান করিবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিত্য নূতন বিরাগ উপস্থিত হইবে। প্রজাবিরাগ গবর্ণমেণ্ট ও প্রজা কাহারই পক্ষে মঙ্গলের নয়।

এতদ্দেশীয় হিন্দু প্রজারা অনুদার শাসনপ্রণালীর বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শাসনপ্রণালীর দোষেই অস্মদ্দেশীয়েরা ভারতীয় গবর্ণমেণ্টকে নিতান্ত দুর্ব্বল জ্ঞান করিতেছেন। ইলবর্ট-বিল উপলক্ষে তাঁহারা যে ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, অনেকে ইউরোপীয়েরা গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা প্রবল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের ধামাধরামাত্র। প্রজাদিগের মনে এরূপ ভাবের উদয় হওয়া কি কল্যাণকর? তাঁহারা শিক্ষাবলে সমদর্শিতার গুণ বুঝিতেছেন, কিন্তু কার্য্যে বিপরীত দেখিতেছেন, ইহাতে কখন মন ভাল থাকিবার কথা নয়। যদি ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা ভারতীয় শাসন প্রণালীর দোষ সংশোধন না করেন, ইউরোপীয়দিগের সহিত হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদিগের সর্ব্বত্র

বিরোধ কাহাকে বলে। তাহা প্রজাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে সন্দেহ নাই। প্রবল ও দুর্ব্বলের বিরোধ দুর্ব্বলেরই সংহারকারক হয়। ব্রিটিশজাতি ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন কি প্রজারক্ষণ করিবার নিমিত্ত? পক্ষপাত বড় দোষের। যদি দুষ্টের কোন পুত্রের প্রতি পক্ষপাতী হন, অপর পুত্রেরা ক্রুদ্ধ হয় এবং সময়ে সময়ে নানা প্রকার অনর্থ ঘটিয়া থাকে। রাজার পক্ষপাত প্রজার মনে বিরোধ না জন্মিবার কি সম্ভব বলা যাইতে?

এই কারণেই আমরা ভারতে শাসন প্রণালী সংস্থাপনের কথায় করিতেছি। হিন্দু মুসলমান ও ইউরোপীয় সকল প্রজাকেই রাজার সমচক্ষে দেখা উচিত।

সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থিদিগের বয়োবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লর্ডলিটন সাহেবের বিরুদ্ধে কোম্পানি সাহেবের একখানি আবেদন করা কর্ত্তব্য।

ভারতের যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন, তাঁহারা সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থিদিগের বয়োবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোম্পানিদিগের [illegible] লর্ড বিকন্সফিল্ডের নিকটে যে আবেদন করেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। [illegible] করিবার অভিপ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] ইংরাজের সহিত ভারতবাসির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা কঠিন। যে নিয়ম পরীক্ষা বিষয়ক হয়, সে সমুদায় ভারতীয় ভাষাতে হইবে, ইংরাজী ইংরাজের মাতৃভাষা। পরীক্ষার বিষয় সকল তাহার পক্ষে সহজ হয়, ইংলণ্ড তাহার স্বদেশ। অতএব স্বদেশে বসিয়া পরীক্ষা দেওয়া, কঠিন কর্ম্ম নয়, কিন্তু ভারতবাসির পক্ষে ঐ কার্য্য বয়সে ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা দেওয়া কি সহজ কাজ? তাঁহাকে বিদেশীয় ভাষা শিখা করিয়া তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে। বিদেশীয় ব্যক্তির বিদেশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ কি সহজ? ভারতবাসিকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গিয়া বাস করিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। এটীও বড় দুরূহ ব্যাপার। ইংলণ্ড তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। যাহাদিগের সহিত তাঁহাকে বাস করিতে হইবে, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারও তাঁহার আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ অবস্থায় ভারতবাসির ১৯ বৎসর বয়সে পরীক্ষা দেওয়া কোন ক্রমে সঙ্গত বোধ হয় না। বয়স বাড়াইয়া না দিলে ভারতবাসির পক্ষে সিবিল সর্ব্বিসের দ্বার রুদ্ধ হয় সন্দেহ নাই। যদি বলেন, ভারতবাসী পরীক্ষা দিতে না পারাতে কোন ক্ষতি হইতেছে না। অনেকে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলেন, তাহাতে ক্ষতি কি? যাঁহারা ভারতবাসির প্রতি সহানুভূতি ও তাহার কল্যাণার্থী, তাঁহারা মুখে এ কথা শোভা পায় না। যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী ও উদারাশয়, তাঁহারা এ কথা বলেন না। যাঁহারা ন্যায়বর্ষের প্রতি আন্তরিক স্নেহ আছে, তাঁহারা এ কথা বলেন না। সর্ব্বত্র ন্যায় ব্যবহারকর্ত্তা যাঁহাদিগের অভিপ্রেত, তাঁহারা এ কথা বলেন না। ১৯ বৎসর বয়সে পরীক্ষায় নিয়ম করা আর ভারতবাসিদের পরীক্ষায় বঞ্চিত করা তুল্য কথা। ভারতবাসী নিজ জন্মভূমির ইচ্ছতর রাজ কার্য্যে অধিকার পাইবেন না, তাঁহার এমন গুরুতর অপরাধ কি? তিনি বিলাতে যেখানে, এই কি তাঁহার অপরাধ? উহাদের কি আজও স্বেচ্ছবিচিত্রতার বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে সাহস বোধ করেন না? আজও ভারতবাসির যোগ্যতা জন্মে নাই, এ কথা এখন শোভা পায় না। এখন এ কথা বলিলে ভুল বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থির বয়োবৃদ্ধি সম্বন্ধে ভারতবাসির বিষয়ে কিছু বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ভারতবাসির বিদেশ গমন ও বিদেশীর ভারবাসিকা প্রভৃতি সেই বিবেচনা। সে বিবেচনা করিতে গেলে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থির বয়োবৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। বয়োবৃদ্ধি না করিলে ভারতবাসির প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়।

ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ডকিম্বর্লে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থির বয়োবৃদ্ধির আবশ্যকতা দেখেন না বলিয়া কাণ ঘুটয়া বসিলেন, নিশ্চিন্ত হইলেন। ভারতবাসিদের কি নিশ্চিন্ত থাকা উচিত? দেশের প্রধান যে কয়টী অধিবাসে কলিকাতা টাউনহালে একটী সভা করুন। মফস্বলের জমীদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে সংবাদ দিন। দেশসাধারণের যাবতীয় লোকের মত গ্রহণ করিয়া এতদ্দেশীয় আবেদনপত্র প্রস্তুত করুন, বিলাতস্থ ভারতের সভায় পাঠাইয়া তাহাতে সকলের স্বাক্ষর করান হউক, সেই আবেদনপত্র স্বয়ং লর্ড লিটন সাহেবের নিকটে দেওয়া হউক। তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থির বয়োবৃদ্ধি হয়, বিলাত সাহেবের এ বিষয়ে বিলক্ষণ জানে। তাঁহার নিকটে বিনীত প্রার্থনা করিলে অবশ্যই তাঁহার করুণার উদ্রেক হইবে। তিনি মঞ্জুর করিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার চেষ্টা বিফল হইবে না।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কোম্পানির স্বত্ব ও বিলাত ইণ্ডিয়ান আবেদনপত্র সভা এবিষয়ে উদ্যোগী হউন। মফস্বলে তাঁহাদিগের যে সকল অধ্যক্ষ সভা আছে, তাঁহাদিগকে পত্র লিখুন। লোকসাধারণের উদ্যোগ আছে, বোর্ড অব ডিরেক্টরদিগের সম্মত বলা যায়। অল্প বিলম্ব পাইলে এ বিষয়ে যথেষ্ট করিতে পারিবে। এ বিষয়ে যত্ন উদ্যোগ করা আবশ্যক। এমন উদারচরিত্র ভারতেশ্বরী কেবল শীঘ্র আর আসিবেন কি না সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

"অবং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং।
উদারচরিতানাং বসুধৈব কুটুম্বকং।"

ইনি আমার আত্মীয়, ইনি পর, লঘুচিত্ত ব্যক্তিরাই এ গণনা করে। কিন্তু যাঁহারা উদারচরিত, পৃথিবীর সমুদায় লোকই তাঁহাদিগের আত্মীয়।

আমরা লর্ড লিটন বাহাদুরের এই উদারচরিত্রতার পরিচয় পাই। এমন উদারচরিত ব্যক্তির শাসনকালে যদি আমরা কিছু বিশেষ অধিকার লিখিয়া লইতে না পারি, আমাদিগকে অনেক পশ্চাতে পড়িতে হইবে। অতএব সভ্য কলিকাতা টাউনহালে একটী সভা করিয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য অবধারণ করা উচিত।

পুরাতন ভারতবাসী ঘটিবাদের প্রত্র।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় জমীদার প্রজা ঘটিত আইন সইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত। এ সময়ে ঘরে ঘরে প্রবর্ত্তিত হইয়া ইংরাজদিগের রাজস্বপ্রণালী জমীদার ও প্রজা সংক্রান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ অনেকের উপকার জন্মিতে পারে। এইহেতু আমরা ইংরাজদিগের পূর্ব্বতন রাজস্বপ্রণালী, জমীদার ও প্রজা সংক্রান্ত বৃত্তান্তের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

১৭৬৫ অব্দে হইতে ইংরাজ কোম্পানি বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি আপন হস্তে গ্রহণ করেন। তৎকালে বঙ্গদেশ প্রকৃত অরাজক স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা শাসনের কোন শৃঙ্খলা ছিল না। রাজাকে শাসনকর্ত্তা বলে এমন একটী পদার্থ ছিল না বলিলেই হয়। জমীদার দেশীয় কর্ম্মচারিগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। কোম্পানির অধীনস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ যাহারা লোভী ছিলেন। তাঁহারা নিজের স্বার্থ যেমন বুঝিতেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ তেমন বুঝিতেন না। প্রজা ও জমীদারগণ রাজার বিষয় গোলযোগ দেখিয়া রাজস্ব প্রদান করিতে সাহস করিতেন না। দুর্ভিক্ষের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ঐ সময়ে যদি লর্ড ক্লাইব পুনরায় না আসিতেন, বঙ্গের অদৃষ্ট চক্র কিরূপ ঘুরিত, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ক্লৌডাগ্যক্রমে ক্লাইব লর্ড ক্লাইব আসিয়া কার্য্যভার

ছের মহাপতি হইলেন। তিনি কতকগুলি নূতন নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন।

১৭৭৬ অব্দে ইংরাজী বঙ্গের সাইরেশ কোম্পানি পদ হইতে বিচ্যুত হওয়াতে মাননীয় অষ্টাদশ কোম্পানির অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের হাতে দায়ত্ব হয়।

মহারাষ্ট্রীয় জাতির উৎপত্তির কতকটী বোধগম্য অত্যাচার। মোগল সম্রাটেরা কিছুদিনের প্রতি যেমন অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, অমনি বিদ্যাচলের অপর পারে মহারাষ্ট্রীয়েরা যেন বিবেশে অনন্ত অনলের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন। অরঙ্গজেব যেমন দুই ও দলাপর, মহাত্মা ষ্টীর সেনাপতি শিবজী তেমনি সাহসী, চতুর, ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি হিন্দুজাতির একতাবন্ধন পূর্ব্বক দক্ষিণ দেশে স্বাধীনতা সংস্থাপন করিলেন। দিন দিন তাঁহাদিগের প্রতাপ প্রবল হইতে লাগিল, দিন দিন নূতন নূতন স্থান ও রাজ্যের অধিপতা সংস্থাপিত হইল।

ক্রমে দিল্লির অধঃপতন কাল উপস্থিত হইল। তখনও বঙ্গের নবাব দিল্লীশ্বরকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গের রাজস্বসহ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ ২৬ লক্ষ টাকা প্রদানে বাধ্য হইলেন। মোগলদিগের অধিপত্যকালে রাজস্ব আদায়ের যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কিছুকাল তদনুসারেই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইল। ঐ সময়ে জমীদারদিগের যে ক্ষমতা ছিল অনুসন্ধানে কোম্পানি তাহা রক্ষা করেন। জমীদারগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে যেরূপ খাজনা আদায় করিতেন, সেইরূপ করিতে লাগিলেন। রাজস্ব আদায়ের কোন একটী বিশেষ নিয়ম ছিল না। এইহেতু ১৭৮৯ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস জমীদারদিগের সহিত দশ বৎসর নিয়মে স্থায়ী একটী বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাকেই দশসালা বন্দোবস্ত বলে। কিছুকাল পরে ইহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। তৎকালে ২৮৫৮১১২২ টাকা ভূমির রাজস্ব ধার্য্যীকৃত হয়। ১৮৮২। ৮৩ অব্দে ঐ খাতের বৃদ্ধ হইয়া ৩৬২৭৮৩৫৫ টাকা হইয়াছে।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ অব্দে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় যে জমীদারগণ গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক এক নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিবেন। তৎকালে জমীদারেরা এক একটী ক্ষুদ্র নবাব ছিলেন, তাঁহারা বিপুল ভূমি অধিকার করিতেন; কিন্তু সকলে নিয়মিতরূপে রাজকর প্রদান করিতেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে এই সকল ক্ষুদ্র নবাবের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া যাবে। তাঁহারা আইনের অধীন হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের নিয়মিতরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য খাজনা দিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগের জমীদারি লওয়ার কোন বিধি হইল না। জমীদারের প্রজার উপরে কোন ক্ষমতা পীড়ন বা অত্যাচার করিবেন, আইনে এরূপ কোন ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই। প্রজার সহিত জমীদারের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহারও কোন আইনে স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। প্রত্যুত, আইনে প্রজাদিগকে অস্ত্র দিবারই আজ্ঞা ছিল। এই সকল কারণে প্রজার নিকট হইতে জমীদারের খাজনা আদায় করিবার বিষয় প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়া উঠিল। জমীদারগণ কোম্পানিকে দেয় অর্থ দিয়া উঠিতে পারিলেন না। খাজনা বাকি পড়াতে ১৭৯৭। ৯৮ অব্দে জমীদারদিগের অনেক টাকা দেনা দাঁড়াইল। অনেক জমীদারি নীলামে বিক্রয় হইয়া গেল, পত্ত পত্তনীর দেওয়ানদিগের হাতে নদীয়া, রামঘাটী, বিষ্ণুপুর ও দিনাজপুরের রাজস্ব আদায় হইয়া পড়িল। বর্দ্ধমানের বিপুল সম্পত্তিশালী মহারাজদেরও বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছিল। বীরভূমের জমীদার একেবারে উৎসন্ন হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শত শত ক্ষুদ্র জমীদারও মারা পড়িলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১০ বৎসর পরে জমিদারগণকে লইয়া তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। নূতন বন্দোবস্তে জমীদারদিগের অতিশয় অনিষ্ট হইতে আরম্ভ হইল দেখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৯৯ ও ১৮১২ অব্দে জমীদারদিগের কর আদায়ের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আইনের পরিবর্ত্তন করেন, তৎকাল অবধি সেই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। সময়ে সময়ে কেবল রাজস্বঘটিত আইনের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয় এইমাত্র।

জমিদারদিগের সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তৎকালে জমিদারদিগের বিলক্ষণ প্রভুত্ব ছিল। তখন পুলিসের ভার জমিদারদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। পুলিস জমিদারের অধীনে প্রতিপালিত হইত। জমীদারের অধীনে পাঁচ ছয় হাজার লাঠিয়াল থাকিত। দেশের সকলেই জমীদারকে ভয় করিত। যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ অব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন তৎকালে এইরূপ ধার্য্য হয়, যে জমিদারগণ বা তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণ যাবৎ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টের নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করিবেন, তাবৎ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ বল প্রকাশ করিবেন না। এই অঙ্গীকারে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য থাকাতে জমীদারেরা কাহারও প্রতি বলপ্রকাশ করিতেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই একটী বিষয় অসুবিধা ছিল, ভূমির সহিত প্রজাদিগের যেরূপ সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হয়, প্রজাদিগের সহিত জমীদার ও রাজার সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু আইনে জমীদারদিগকে অনেক বিষয়ে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু প্রজাদিগের বিষয়ে সেরূপ কিছুই নির্দ্দেশিত হয় নাই। জমীদার প্রজার প্রতি অত্যাচার করিলে সে আইনের আশ্রয় অবলম্বন করিতে পারে, এই মর্ম্ম নির্দ্দেশিত থাকাতে বহু অসিই ঘটে। এই হেতু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্বয়ং পুলিসের ভার গ্রহণ করেন। যে সময়ে কোম্পানি স্বয়ং পুলিসের ভার লন, তৎকালে জমীদারগণের দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়। ১৮২৪।২৫ অব্দে পুলসমীর ২৮৯৯৫১০ সিক্কা টাকা অর্থাৎ কোম্পানির ২৯৮৬২০০১ টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

১৮২৮।২৯ অব্দে ৩০৪২৭৭৩০ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হয়। ১৮ বৎসর পরে (১৮৪৬।৪৭ অব্দে) ৩১২৫২৩৭৬ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছিল। উহার দুই বৎসর পরে পুনরায় রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়া ১৮৬৮।৬৯ অব্দে ৩৪।২৬৬০৫ টাকায় পরিণত হয়। ১৮৪৭ অব্দ হইতে ১৮৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসরের মধ্যে প্রায় ৬১৯৮ টী জমীদারী বাড়িয়া উঠে। অধিকারী না থাকাতে কতকগুলি জমিদারী বাজেয়াপ্ত এবং অন্যান্য অনেক ভূমি প্রকাশিত হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা রাজস্ব বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৮৫৬। ৫৭ অব্দ পর্য্যন্ত রাজস্ব প্রায় বাকি পড়িত না, ঐ অব্দে ৩৩৭৩৮৭৮৩ টাকামাত্ররাজস্ব ছিল, তৎপরবৎসর ৩৩২১০৬৬১ টাকা হয়, সেই সময় অবধি ক্রমশঃ রাজস্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। কেবল ১৮৬৬। ৬৭ অব্দে ঐ আয় বৃদ্ধির কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত জন্মে। তাহার পর ৩৬২৭-৮৩৫৫ টাকা আয় নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রতি বৎসর লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব বাড়িয়া দশ বৎসরের মধ্যে ১০৭২৯৭ টাকা বৃদ্ধি পায়।

যে কালে যত জমীদারির বৃদ্ধি হয় নিম্ন ভাগে প্রদর্শিত হইল।

জেলা	জমিদারি। ১৮৬২। ৬৩	১৮৮২। ৮৩ বৃদ্ধি
পাটনা বিভাগ।		
পাটনা	৫০১৫	৩১৬১
গয়া	৬৯৩৬	৩৫৯
সাহাবাদ	৮৮৮৬	১৭২৬
সারণ, চম্পারণ	৪১৮৩	১০৪২
মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা	৭৫২১	১১০০
ভাগলপুর বিভাগ।		
মুঙ্গের	৩৫৩১	২১১০
ভাগলপুর	৩৫১৪	৬১৬

বঙ্গ ও বেহারের ৩৯ টী জেলার মধ্যে ১১০৫৫৩

টী জমিদার আছে, এক বা ততো টী প্রথম শ্রেণীর।

বঙ্গদেশে ৮ টী বিভাগ আছে। তাহাদের যেলা লইয়া এক একটী বিভাগ হয়। যথা—

বিভাগ	যেলা
বর্দ্ধমান	বর্দ্ধমান বাঁকুড়া বীরভূম মেদিনীপুর হুগলি
প্রেসিডেন্সি	২৪ পরগণা নদীয়া যশোহর মুর্শিদাবাদ খুলনা
রাজসাহী	দিনাজপুর জলপাইগুড়ি রঙ্গপুর পাবনা বগুড়া রাজসাহী
চট্টগ্রাম	ত্রিপুরা চট্টগ্রাম নোয়াখালি
পাটনা	পাটনা গয়া সাহাবাদ মজঃফরপুর দ্বারভাঙ্গা সারণ চম্পারণ
ভাগলপুর	ঢাকা ফরিদপুর বাখরগঞ্জ ময়মনসিংহ
	মুঙ্গের ভাগলপুর পূর্ণিয়া সাঁওতাল
ছোটনাগপুর	রাঁচি জিলা লোহারডগা পালামৌ মানভূম

বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১১০ ১৫৬ খানি জমিদারি আছে। কোন বিভাগে কোন শ্রেণীর কত জমিদারি আছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বিভাগ	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী
বর্দ্ধমান	৫১	১০০০	৮৩৪৫
প্রেসিডেন্সি	৩২	১৪৮০	৬৪২১
রাজসাহী	৭৪	১৫৪০	৩৭৫১
ঢাকা	৯৫	২৩৪৮	২১১১৭
চট্টগ্রাম	৩২	৫১০	৪৭৭৬
পাটনা	৪৫	৩৯৭১	৪১০৫১
ভাগলপুর	৬০	১২৫৩	১৫৫৮৪
ছোটনাগপুর	৪৩	১০০	১০০	৫২৮০

বঙ্গদেশে সমুদায়ে প্রথম শ্রেণীর ৪৪৭, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৫৭৩৩ [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর ৭১৬৩৪ জমিদারি আছে। যে সকল জমীদারীর উপযুক্ত ওয়ারিস না থাকে, তাহার বিষয়ে নূতন আইনের কয়েকটী ধারা আছে। যথা—

১। যে জমীদারীর ওয়ারিস নাই, অথচ যে স্ত্রী উত্তরাধিকারিণী, জমীদারী রক্ষার অনুপযুক্ত, তাহা গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইতে পারে।

২। যে জমীদারীর উত্তরাধিকারী নাবালক, তাহা গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত হইতে পারে।

৩। যে জমীদারীর অধিকারী পাগল, গবর্ণমেণ্ট তাহার জমীদারী নিজ তত্ত্বাবধানে লইবেন।

৪। অপরিহার্য্য কোন কারণে কোন ব্যক্তি জমীদারী রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

অধিকন্তু যদি কোন জমীদারের নামে অভিযোগ হয় তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্ট তাহার জমীদারী নিজ তত্ত্বাবধানে লইতে পারেন। যে কোন কারণ বশতঃ হউক, কোন জমীদারী গবর্ণমেণ্টের হস্তে রক্ষিত হইলে কেবল যে তিনি বিপদ হন, তাহা নহে, জমীদারীরও বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যতদিন যেখা যায় গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে রক্ষিত জমীদারীর জঙ্গল কর্ত্তন, বাঁধ প্রস্তুত করণ, পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী খনন ও মাবাদকদিগকে কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিবিধ যত্ন করিয়া থাকেন। এজন্য তত্ত্বাবধারণ জন্য গবর্ণমেণ্ট যে এরূপ যত্ন করেন এটী তাঁহাদিগের সদ্ব্যবহার পরিচায়ক।

গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে জমীদারীর যে উন্নতি হয়, তাহার দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

সোনবরষার নাবালক জমীদারের জমীদারী যখন বৎসর গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হন, তখন তাঁহার ঋণ পরিশোধ হইয়া ৫৩০৩ টাকা মজুত থাকে। নলডাঙ্গার জমীদারীর মজুদ ৪৯৯৯ টাকা বাকির মধ্যে ১০,৫০,৭০১ টাকা আদায় হয়। উহার মধ্যে ৭০৩৮ টাকা ঋণ শোধ এবং ২৯৯৭০ টাকা মজুত ছিল। তত্ত্বাবধির নাবালকের সম্পত্তিতে ঐ বৎসরে ১০৫.৮৩৯ টাকা বাকি পড়ে। তন্মধ্যে ৯৫৪২৫ টাকা আদায় হয়, বাকি ৩৫০০০ টাকা মজুত ছিল।

ইলবর্টবিলের পুনরালোচনা।

ইউরোপীয়দের সহিত আমাদের কয়েক বিষয়ে বিবাদ ইলবর্টবিল আলোচনায় হইয়াছে। কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে নহে। তাহার বেহারে জমীদারিক্রয় উপলক্ষে ইউরোপীয়েরা ঐ আইনের অধীন হইয়াছেন। তাহারা বিনা বিচারে জমীদারি ক্রয় করিতে পারিতেন, এখন তাহা করিতে পারেন না। তাহারা ইহাতে বিলক্ষণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আমরা জমীদারি ক্রয় করিয়া পুষ্করিণী খনন ও মাবাদকদিগকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিয়া দেশের উপকার করিতে পারিতাম। আমরা ইউরোপীয়দের প্রতিনিধি হইয়া থাকেন। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, প্রতিনিধি যখন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাহার প্রতীতি হয়।

IV

ইউরোপীয়দিগের সহিত এদেশীয়দিগের এই পাণ্ডুলিপি আক্রমণ বিবাদের যেরূপ মীমাংসা হইয়াছে, তাহাতে কাহারও মুখ রক্ষা হয় নাই। আমরা দেখিতেছি কোন পক্ষই সরল নহেন। পাণ্ডুলেখা যে উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না বলিয়া তাঁহার অনুরক্ত এ দেশীয় প্রজাগণ দুঃখিত হইয়াছেন, অপর দিকে ওদেশীয় উইলী নাকিটেট ও সেসন জজ ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারে সমর্থ হইবেন বলিয়া হওয়াতে ইউরোপীয়েরাও খুসি হইয়াছেন। সে দিন কেসউইক সাহেব আসামে থাকিলে তাহারা চা কারখানা তাঁহাকে কোন বিষয় সময়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল না হউক এরূপ আইনের আবশ্যকতা যে উপলব্ধি হইয়াছে, এখন রামপুহাটের কার্য্য দ্বারা তাহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এদেশীয়েরা যদি আর সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, তাহা হইলে গবর্ণর জেনরলের কত নিয়মে যে সামান্য উপকার দাঁড়ায় আমরা বুঝিতে পারি না; তাহাই বা কিরূপে সফল হইবে? ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থিদিগের যেরূপ সুযোগাবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালা হইতে ইংলণ্ডে সন্তান সন্ততি না রাখিলে আর সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার সুযোগ ঘটিবে না। কিন্তু নিরাশ্রয় বৈপরবাসে ভারতবাসির ইংলণ্ডে অবস্থিতির কি সুবিধা আছে? ছেট সেক্রেটারির নিকট এদেশীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থীর বয়োবৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইল, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, তথাপি যদি কেন বাঙ্গালাবাসী নিজ সন্তান সন্ততিকে ইংলণ্ডে রাখিয়া এই পরীক্ষা দেওয়াইবার চেষ্টা পান, তাহাতে আর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। আর যাহার সন্তান সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার উপযোগী হইয়া [illegible] করিয়া তাহাদের অভিভাবক [illegible] তাহাদের সন্তান [illegible] সুবিধার সম্ভাবনা আছে। অতিরেক এই [illegible]

প্রতিবন্ধক করিবার উচিত নহে, তাহাতেই লেপ্টেনাণ্ট বর্ণবেষের মতে উহার বিরুদ্ধে যাই। তিনি বোধ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ বিপদের আশঙ্কায় যে কোন ব্যক্তির নামে ওয়ারণ্ট বাহির হয় না। তিনি বোধ করেন এতদ্দেশীয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও সেসন জজ ইঙ্গরেজ আইন অনুসারে ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারে অধিকার পাইলেন; কিন্তু যে জেলায় অন্ততঃ একজন ইউরোপীয় অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট না থাকিবেন, সেমন জেলায় এতদ্দেশীয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা সেসন জজকে পদ প্রদান করা হইবে না। সেই ইউরোপীয় অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটই ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। পাঠক! এখন বুঝিতে পারিলেন এ আইনের বল কিরূপ?

জুরির দ্বারা ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারব্যবস্থা হওয়াতে বিচারপতির সরাসরি বিচারের ক্ষমতা থাকিতেছে না। বিশেষতঃ সকল স্থল হইতে জুরি পাওয়াও কঠিন। যদি পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ইউরোপীয় নয় আমেরিকাবাসী। ১৮৮৪ অব্দের ৭ই জানুয়ারি ব্যবস্থাপক সভায় যখন জুরির দ্বারা বিচার প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, তখন স্বয়ং লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বলিয়াছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেটের জুরির সহিত একত্র বিচার করা নূতন প্রথা নহে। কিন্তু তাহাতে অর্থে উপযুক্ত জুরি পাওয়া কঠিন। স্থল বিশেষে আদৌ পাওয়া যায় না। এই কারণে ইউরোপীয় অপরাধীর মকদ্দমা প্রায় এক জেলা হইতে অন্য জেলায়, এক আদালত হইতে অন্য আদালতে পাঠাইতে হয়, সুতরাং তাহাতে বাদী প্রতিবাদীর কষ্ট। সময় নষ্ট, ও অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। সকলে এই কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না। কাজেই যথার্থ বিচার হয় না।

জুরি নিয়োগের অধিকার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহারা যেরূপ মকদ্দমায় জুরি নিয়োগ করিতে বলিবেন, সেই সকল মকদ্দমায় জুরি নিযুক্ত হইবে; কিন্তু আবেদনকারীরা এ ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করেন নাই। তাঁহারা হাইকোর্টে মকদ্দমা আনিয়াই জুরিনিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। এ দেশের লোকে উহাদিগের যেরূপ বিশ্বাসঘাতক করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে হাইকোর্টে বহুল পরিমাণে জুরির কার্য্য নিযুক্ত করা হয়, ইহা তাঁহাদিগের একান্ত অভিপ্রেত। এরূপ হইলে তাঁহাদিগের বিবেচনায় বিচারপতির সরাসরি বিচার অবশ্যই রহিত হইবে না। অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট সাধারণতন্ত্রে কার্য্য করিয়া কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে [illegible] তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, এই সকল মকদ্দমায় আসামীকে জেলার [illegible]

আদালত হইতে পারে না এরূপ মকদ্দমায় আসামীর সরাসরি বিচার হইবার অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণ বিচারপতি যদি অপরাধ লঘু জ্ঞান করেন, তিনি সরাসরি মকদ্দমা [illegible] অপরাধ গুরুতর হইলে অপরাধীকে অন্য বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বিচারপতির দ্বারা বিচারিত হইবার অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। এমন কি যে ব্যক্তি যাহাতে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারে, তাহারও বন্দোবস্ত করা উচিত। এরূপ বন্দোবস্ত হইলে লোকের অসন্তোষের আর অবসর থাকিবে না। বিশেষতঃ এই সকল মকদ্দমা সচরাচর ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট করেন না। তাঁহারা সিভিলসর্ভিস বিচারপতিরাই করিয়া থাকেন। ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের উপর রাজস্ব ও সাধারণ এবং বিচারসংক্রান্ত বিস্তর কার্য্যের ভার থাকে কার্য্যকালে তাঁহারা কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন, অনেকে বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময়ে গোলযোগ উপস্থিত করেন। কেবল ইহা নহে নিম্ন বিচারপতিরা অনেক সময়ে উপরিস্থ বিচারপতিদিগের ন্যায় সমানরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা আছে, তিনি যে বিচার করেন, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার আপীল শুনেন মাত্র। এই কারণে অনেক স্থলে তাঁহারা বিচার হয় না। তাঁহারা প্রমাণস্বরূপ চাকা কালেজের ছাত্র রাজনাথ রায় প্রভৃতির মকদ্দমা বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবেদনকারিদিগের আবেদন যে কেমন যুক্তিমূলক, পাঠক একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। নিম্নপদস্থ বিচারপতি যে উপরিপদস্থ বিচারপতির ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা অনেক মকদ্দমায় দেখা গিয়াছে। আবেদনকারীরা যে রাজনাথ রায়ের মকদ্দমা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে কেবল নিম্নপদস্থ বিচারপতি উপরিপদস্থ বিচারপতির ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়াছেন এরূপ নহে, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কথার সহিত হাইকোর্টের বিচারপতি কলিন্স সাহেবের কার্য্যের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য আছে। বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমা অর্থাৎ লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হাজারিবাগের উপর যে রূপ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, বহরমপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের অধ্যক্ষ লিণ্ডসে সাহেবের ব্যবহারে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এরূপ ঘটনা সকল স্থলে হয় না। যেখানে হইবার সম্ভাবনা থাকিবে অথবা হইতে পারিবে সেখানে হাইকোর্টের নিম্ন বিচারপতির নিকট বিচার হইতে আর দেওয়া যাইবে না

শিখ-ইতিহাস।

মিস পিগট কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মরিসের বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া ঐ হাইকোর্টেই আপীল করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি গার্থ ও বিচারপতি উইলসন সাহেবের নিকটে বিচার হয়। তাঁহারা ১৩ই এপ্রেল বুধবার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিচারপতিরা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, হেষ্টি সাহেব মিস পিগটের যে গ্লানি করিয়াছেন, তাহা অমূলক। তিনি বিবেচনা করিয়াই তাঁহার ভর্ৎসনা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার ৩০০ টাকা দণ্ড করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে উভয় আদালতের সমুদায় খরচ দিতে বলা হইয়াছে।

হেষ্টি সাহেব মিস পিগটের যে দোষারোপ করিয়াছিলেন, বিচারপতিদিগের মতে তাহার কোন প্রমাণ নাই। হেষ্টিরও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র উইলসন, গুরুচরণ চন্দ্র ও অন্য অন্য বাক্তি যে মিস পিগটের যে গুণগ্রাম করা হইয়াছিল বিচারপতিরা বলেন, তাহা প্রমাণ হয় নাই। তাঁহার নামে নিষ্ঠুরতার যে দোষারোপ করা হয়, তিনি তাহা হইতেও নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। সুতরাং হেষ্টি সাহেব দণ্ডভাগী হইলেন। তাঁহার দণ্ড হইল বটে; কিন্তু বোধ হয়, উহা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। তিনি এখানে নাই। ইউরোপে গিয়াছেন। সেখানে হইতে ৩০০ টাকা আদায় হইবে, বোধ হয় না।

বিদেশী লোকের নামে মিথ্যাবাদিরা আদালতে মকদ্দমা রুজু করিয়া হয়রাণ করেন, এটী বড় দুঃখের বিষয়। বোধ হয়, হেষ্টি সাহেব সরলভাবেই কার্য্য করিয়াছিলেন। মিস পিগটের চরিত্রদোষের প্রতি তাঁহার দৃঢ় জ্ঞান জন্মিয়াছিল। যদি আসল চরিত্রদোষ সংশোধনকারী নিয়োজিত, তাঁহার চরিত্রদোষ থাকিলে অভিপ্রায় অবগত হইবার সম্ভাবনা। এই সংস্কার হওয়াতেই তিনি মিস পিগটের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় বিবেচনা সহকারে তাঁহার সমুদয় কার্য্য করা হয় নাই। পৃথিবীতে সকল তার বুঝিবার লোক অল্প। আমরা দেখিতে পাই, অধিকাংশ লোকেই সরলতাবের কার্য্যকে কুটভাবে লইয়া থাকে। অপরে সরল ভাবের লোকই অল্প, কুটভাবের লোক বিরল নয়। তিনি সরলভাবে কার্য্য করিতে গিয়া প্রতারিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তাঁহার বিশেষ অনুসন্ধান ও বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত ছিল।

মিস পিগটের চরিত্র সম্বন্ধে লিখিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম, অনেক ভাল ভাল লোকে তাঁহার সচ্চরিত্রতার ও কার্য্যদক্ষতার প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

কুমারী পিগট্ কলিকাতা স্ত্রী শিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া ১৮৫৭ অব্দে উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। উড়ো সাহেব এবং পাদ্রি ডফ্ এই দুই লোকের ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠার কথা কহিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি এলাহাবাদ সেণ্টাল, কুল নামক বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা করেন। সেই বিদ্যালয় ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান কন্যাদিগের শিক্ষার জন্য উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পদগ্রহণ করিবার কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা স্ত্রী শিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদিগের শিক্ষাকার্য্যে অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন। বোধ হয়, এই অধ্যবসায়ের ফলেই তিনি পরে ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা হইয়া চলে। ঐ সময়ে হঠাৎ তাঁহার বিসূচিকা পীড়া হয়। উক্ত রোগ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি কিছুকাল বায়ু পরিবর্ত্তনের অভিপ্রায়ে নিমিত্ত ১৮৫৯ অব্দে হজারিবাগের বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। কলিকাতা হইতে বিদায়কালে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও সচ্চরিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠাপত্র তাঁহাকে প্রদান করা হয়। কলিকাতা নর্ম্মাল ও সেণ্ট্রাল স্কুলের অধ্যক্ষ বি' ফক্সন সাহেব যে প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান করেন, তাহা নি
করিলাম।

কলিকাতা ১৮ ই জুন ১৮৫৯।

শ্রীহরকুমারী পিগট্।

অধ্যক্ষ ও সেণ্ট্রাল স্কুল কমিটির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আমি কে এই প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান করিতেছি, ইহাতে কমিটী সন্তোষভাবে তোমার কার্য্যদক্ষতার অনুমোদন করিয়াছেন। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তুমি বিদ্যালয়ের ছাত্রীভাবে প্রবেশ করিয়া কমিটীর অনুগ্রহে শিক্ষয়িত্রী হইয়াছিলে। এক্ষণে তুমি কলিকাতা হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছ, এই জন্য তুমি কমিটীর অধীনে এতকাল সুচারু অধ্যবসায় সহকারে এবং তত্ত্বত্যস্থানে স্থায়ত্বকালীন স্ত্রী শিক্ষাবিষয়ক যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলে, কমিটি তজ্জন্য তোমাকে পরম আহ্লাদের সহিত এই প্রশংসাপত্র প্রদান করিতেছেন। তোমার প্রতি সকলেরই স্নেহ আছে, এবং সকলেই তোমাকে সমুচিত সম্মান করিয়া থাকেন। তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করাতে কমিটী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। বায়ু পরিবর্ত্তনে তুমি পুনর্ব্বার স্বাস্থ্যলাভ করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া ইশ্বরের নিকট সকলে সমভিব্যাহারে এই প্রার্থনা করেন। ইত্যলম্।

নজীর

১৮৮৩ সালের ৪ঠা জুলাই কলিকাতা হাইকোর্টের চূড়ান্ত বিচারপতি সার ৪ বিচারপতি মাকফারলেনের নিকট নিম্নলিখিত মকদ্দমার নিম্নলিখিত নিষ্পত্তি হইয়াছে।

ওয়াটসন কোম্পানি বাদী। রাধারমণ প্রতিবাদী।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২২৯ ধারা অনুসারে বাদীর উপরে মকদ্দমা প্রমাণ করিবার ভার। তাহাকে নিজ স্বত্ব প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ভোগ অথবা অন্য উপায় নিদর্শন দিতে হইবে।

জমিদারের স্বত্বোপযুক্ত থাকিলে তুমিকর সে স্বত্ব থাকে না, তাহার আইন নাই।

মকদ্দমাটী এই—মেহেরুল্লা চৌধুরাণী-তরফ-গোবিন্দপুরের একটী তালুক উমাবাস্ত মহলবার প্রভৃতির ছিল। তাঁহারা ঐ তালুক ওয়াটসন কোম্পানিকে বিক্রয় করেন। মুন্সিরি জমীদার রাজা প্রাণকৃষ্ণ ঐ তালুকের কতক অংশ অন্যায় পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উক্ত কোম্পানি ঐ ভূমির পুনঃ প্রাপ্তির জন্য তাঁহার নামে এক মকদ্দমা উপস্থিত করেন এবং ১৮৭৪ অব্দে ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া ঐ ভূমী অধিকার করিতে যান, এমন সময় রাধারমণ নামক এক ব্যক্তি উক্ত ভূমীর মধ্যে তাহার তাল তলুকের গোবিন্দপুরের পত্তনী তালুকের কতক অংশ পড়িয়াছে বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন। তদ্বিবরণ ওয়াটসন কোম্পানি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আদালত উহা প্রকৃত আপত্তি নয় বলিয়া রদ দিবার জন্য নূতন ওয়ারেণ্ট বাহির করেন। তাহাতে রাধারমণ উপর আদালতে আপীল করাতে আদালত ছানি বিচারের আদেশ দেন। ছানি বিচারে রাধারমণ তোগের কোন দলিল দেখাইতে না পারাতে আদালত ওয়াটসন্ কোম্পানিকে ভূমী দখল করিবার ডিক্রী দেন। রাধারমণ পুনরায় আপীল করেন আদালতও পুনরায় ছানি বিচারের আদেশ দেন। ইত্যবসরে আদালতের আক্রোশে সিভিলকে ঐ আইন দিয়া উক্ত কোম্পানিকে ঐ তালুকের অধিকারী ও বিবাদী উভয়কে আদেশ করেন। এই সময়ে রাধারমণের স্ত্রী জগদম্বা গোবিন্দপুরের পত্তনী তালুক ডিক্রী হইয়া বিক্রয় হইয়া যায় দেখিয়া রাধারমণ নামক এক ব্যক্তি উহা ক্রয় করেন। তিনি আবার উহা রাজনারায়ণ সাহাকে বিক্রয় করিলেন। রাজলাল মণ্ডল রাধারমণ মণ্ডল নামক একটী পুত্র রাখিয়া লোকান্তরগামী হইলেন। এক্ষণে উক্ত রাধারমণ মণ্ডলই প্রতিবাদী। মুন্সেফি আদালতে উক্ত মকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে মুন্সেফ মেহেরুল্লার বাদী হেরেন্দ্র কীল, গোবিন্দপুরের তালুক অবৈধ রূপে অধিকার করিয়াছেন বলিয়া ডিক্রী দেন। তাহাতে রাধারমণ জিলা জজের নিকট আপীল করেন। জজ সাহেব মুন্সেফের ডিক্রী রদ করিয়া মকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন। তাহাতে হাইকোর্টে আপীল হয়। হাইকোর্ট জজের রায় দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রতিবাদীর যদি কিছু স্বত্ব থাকে, তাহা বহুদিন গত হওয়াতে তামাদি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ১৮৭৭ অব্দের তামাদি আইনের ৮ ধারা অনুসারে মকদ্দমা ডিস্মিস্ হইয়া গেল।

১৮৮৩ সাল ৪ জুন মহেন্দ্র হাইকোর্টের বিচারপতি সিম্পসনের নিকট নিম্ন লিখিত মকদ্দমার বিচার হয়।

মহেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে। বাদী। ঈশানচন্দ্র ঘোষ। প্রতিবাদী।

দেওয়ানী কার্য্যবিধির ১৩৩ ধারানুসারে আদালতের আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে বাদীর প্রতি আদালতের আজ্ঞা এই জন্য ১৩১ ধারার বিপক্ষে আদালত কার্য্য করিবার যে বিধি আছে, তাহা করিতে হইবে, নচেৎ ডিক্রী রদ হইবার জন্য আবেদন অগ্রাহ্য হইবে।

বাদী মহেন্দ্রনাথ বাঁ। অংশিদারিত্ব স্থির করিবার এবং একটী পেটেণ্ট ঔষধের হিসাব প্রাপ্তির জন্য প্রতিবাদী ঈশানচন্দ্র ঘোষের বিপক্ষে এক মকদ্দমা উপস্থিত করেন। আদালত হইতে প্রতিবাদীকে হিসাব উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইলে তদনুসারে প্রতিবাদী হিসাব করিয়া কতকগুলি দলিল উপস্থিত করেন। কিন্তু বাদী উক্ত দলিলের সমস্তের সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করাতে বাদীর পুনঃ পরীক্ষা করিয়া বলেন যে "আমি দুইবের হিসাবের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারিব না। উপস্থিত দলিল সমস্ত পরীক্ষা করিয়া নিকাশ ৪ঠা জুলাই কলিকাতা হিসাব পরীক্ষক

বিবাহিতা, তখনই প্রতিবাদী আবেদনে হেতুবাদে লিখিতে হেতু নাই। * তিনি ঐ তারিখে বয়সে ১৮ বৎসর হিসাব পত্র দাখিল না হইলে উপস্থিত হইতেন না। আবেদনপত্র নিষ্পত্তি হইবে না।

২১ এপ্রেল বাদীর এটর্নি প্রতিবাদীর উকিলকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লিখেন যে "হেরিসনের পরামর্শ অনুসারে ১৩০ ধারা মতে সমন বাহির হয়। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ১৩০ হইতে ১৩৩ ধারা অনুসারে উক্ত সমন বাহির হওয়া উচিত। আমি এইরূপ সমনের নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিব। অতএব যদি এ বিষয়ে আপনার মত থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান সমন (যাহাতে ১৩০ হইতে ১৩৩ ধারার কার্য্য সমাক প্রকাশিত হইতেছে না) পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বাদী খরচা লাগিবে, আমার মক্কেল তাহা দিতে প্রস্তুত আছেন।" প্রতিবাদীর এটর্নি প্রত্যুত্তরে বলেন যে " আমি কোটীসের নিমিত্ত কার্য্য যাচাই আপনার আবেদনে অন্য প্রকারে কার্য্য করিতে পারি না। আপনি ইচ্ছা করিলে উক্ত আবেদন খরচার সহিত পরিত্যাগ করিয়া নূতন আবেদন প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন।" ১৬ ই জুন মকদ্দমার শুনানি হয়। চাইকোর্ট এই বলিয়া আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন যে ১৩১ ধারা অনুসারে যে প্রাথমিক কার্য্য করা উচিত ছিল, তাহা না হওয়াতে এ আবেদন গ্রাহ্য হইতে পারে না।

১৮৮৩ সালের ১২ ই আগষ্ট চাইকোর্টের বিচারপতি শিপটের নিকট নিম্নলিখিত মকদ্দমার নিম্নলিখিত নিষ্পত্তি হইয়াছে।

শিবকৃষ্ণ ভঞ্জ অন্য ব্যক্তি বাদী। বৈদ্যনাথ ও অন্য অন্য ব্যক্তি প্রতিবাদী। বাদীর আবেদনক্রমে দুটী মকদ্দমার একীকরণ হইতে পারে।

বাদীর আবেদনক্রমে হাইকোর্টে বাদীর ও প্রতিবাদীর যে দুটী মকদ্দমা ছিল, তাহার একত্র সাক্ষ্যের একীকরণের আজ্ঞার নিমিত্ত প্রতিবাদীকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে নোটিস দেওয়া হয় যে "বর্ত্তমান মকদ্দমা, ১৮৮২ সালের ৫৫৭ নং মকদ্দমার (যাহা হাইকোর্টে উপস্থিত আছে) সহিত একত্র শুনিবার ও দুটী মকদ্দমার একত্র সাক্ষ্য গ্রহণের আবেদন করা হইবে। উল্লিখিত ৫৫৭ নং মকদ্দমার কলিকাতা কেরেক্টের নিম্নিত সমন বৃদ্ধি করা, এবং বাদী ও প্রতিবাদীকে বর্ত্তমান মকদ্দমায় অন্যান্য উপযুক্ত সাক্ষী উপস্থিত করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে।"

বাদীর এটর্নি [illegible] আবেদন করেন। উকিল [illegible] প্রতিবাদীর আবেদনের [illegible] করিয়া বলেন যে, এক [illegible] প্রতিবাদীরা ইতিমধ্যে এখন কলিকাতার আদালতে করিয়া আসিতেছেন। বাদী প্রতিপক্ষীয় কলিকাতার আদালতে আপন প্রার্থনা নিষ্পত্তির পত্র লিখিয়া দিবেন এবং বিচারের নিমিত্ত ৫ টাকা ফি প্রাপ্ত হইতেছেন। ১৮৮২ সালের ৫৫৭ নং মকদ্দমার প্রতিবাদীর একজন অংশীদার (যিনি বিদেশে ছিলেন) টাকা দেওয়া বন্ধ রাখেন। তাহা আইনের প্রোগ্রাম কোম্পানীর কারণে বাদীর নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম আইসে "যেন নালিশ করিয়া প্রতিবাদীর কারণের দাবীদাওয়া আটক করিবার ব্যবস্থা করা হয়।" ১৮৮৩ সালের ২২ শে আগষ্টের ২২৬ পাইট বস্তু ক্রোক করিবার জন্য ৫৫৭ নং মকদ্দমা উপস্থিত হয়। তাহাতে ভবিষ্যতে মাল্যাদাল বিক্রয় সম্বন্ধে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের একটী বন্দোবস্ত হয়। ঐ বন্দোবস্ত ১৮৮২ সালের ৩০ এ অক্টোবর আদালতের আজ্ঞা ক্রমে হইয়াছিল এবং উহার লেখা পড়া আদালতে থাকে। উক্ত মকদ্দমা অথবা বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষ নিষ্পত্তির জন্য ৬ মাসের মধ্যে যদি কোন মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বাদী এটর্নি দিতে পারিবেন। ১৮৮৩ সালের ২৮ এ এপ্রেল (প্রতিজ্ঞাত ৬ মাসের মধ্যেই) ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাস হইতে যে সমস্ত মালামাল বিক্রয় হইয়াছিল, বাদী তাহার হিসাব না পাইয়া অন্য এক মকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই মকদ্দমাটী ১৮৮২ সালের ৫৫৭ নং মকদ্দমার সহিত একত্র বিচার হইবার প্রার্থনা করা হয়। প্রতিবাদী উহাতে অসম্মত হন, কিন্তু চাইকোর্টের বিচারে উক্ত দুটী মকদ্দমার একত্র বিচার হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। কেদারমোহন দাস ও বিহারিলাল হালদার যে মকদ্দমা করেন তাহাতে এবং রাখেশ্বর দাস ও সরস্বতী দাসীতে যে মকদ্দমা হয়, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।—

ইউরোপীয় সমাচার।

কায়রো ১০ ই এপ্রেল। সুয়ার খাসা ও সমত সাহেব আপন আপন কার্য্য করিবেন। তাঁহাদের যে পরস্পর মনোবাদ হইয়াছিল তাহা অপগত হইয়াছে।

আলেকজন্দ্রিয়া ১১ ই এপ্রেল। কলেরায় বিস্তার হইয়াছে। তথায় এখন পর্য্যন্ত কর্ত্তাদিগের সৈন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

মল্টা ১১ ই এপ্রেল। ইংলণ্ডেশ্বরী সিসিলে বড় পোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রাজপুত্র ও রাজা ও রাজসভার ও জন মন্ত্রীকে টানেরমি প্রণালীপারে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের সহি সম্বন্ধে অসন্তোষপ্রকাশই তাহাদের অবসরের কারণ হইয়াছে।

মাল্টা ১৩ ই এপ্রেল। [illegible] ইংলণ্ডেশ্বরী [illegible] ইতালীয়া [illegible] করিয়া [illegible]

ডিউবাতে বিদ্রোহিদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের সৈন্যের একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। শত্রুপক্ষের ৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল। জানা গিয়াছে যে, আটোমান সম্রাটের পতন হইয়াছে। কিন্তু সেনাপতি পর্টর সসৈন্যে বন্দী হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মিসরের আর্থিকঘটিত বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় প্রধান রাজাদিগের পোষণ করিয়াছেন।

ইয়র্ক ১৫ই এপ্রেল। কয়লীরা হুলোয়া অধিকার করিয়াছে

মাদ্রিদ ১৫ ই এপ্রেল। ইউনানের শাসনকর্ত্তাকে সিসিলে আহ্বান করা হইয়াছে। উলুইন পতি আর্থিনথনে তাঁহার কোন অপরাধ হইয়াছিল বলিয়া তাহার বধ হইবে। গারিবল্দি সসৈন্যকর্ত্তৃক অধ্যুষিত হওয়াতে যে সকল সেনাপতির উপর রোষাবেশ হইয়াছিল, তাহাদিগের মস্তক ছেদনের আজ্ঞা হইয়াছে। চীনের সঙ্গে ফ্রান্স হইতে সৈন্য সংগ্রহের অনুমতি হইয়াছে।

ডিউবাতে বিদ্রোহী বল ছাড়ভঙ্গ হইয়া পলায়িতেছে।

লণ্ডন ১৬ই এপ্রেল। ইংলণ্ডেশ্বরী গত কল্য ডারবষ্টায়ারে যাত্রা করিয়াছেন।

কায়রো ১৬ই এপ্রেল। ৮ ই এপ্রেলের লিপিদ্বারা প্রকাশ হইয়াছে যে সেনাপতি পর্টর [illegible] যে ছেদ আটোমের পার্শ্ববর্ত্তী জাতিরা পরস্পর বিবাদ করাতে যে আটোমন অধিকারের বাসনা পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছিল। তদ্বারা এই যে কালাসালা ও সেবাস্তোপল দুর্গ ইওরোপে সুরক্ষিত আছে।

লণ্ডন ১৭ ই এপ্রেল। ইংলণ্ডেশ্বরীর শোকে প্রকাশ যে শোক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে আমি শোক ত্যাগ একণে ৫ বছরা আমার পরাণের ভূপাল জন্য পুনর্বার রাজকার্য্য পরিচয় করিব।

সর হাকোর্ট গত কল্য বলিয়াছেন যে মশকে ব্রিটিশ শাসন চিরস্থায়ী করা অতি রাজনীতির কার্য্য। ইহা হইলে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে চিরকাল বিবাদ করিতে হইবে।

মাকু ইস সালিসবরি বলিয়াছেন যে মিসর শাসন করা সংক্রান্ত, মান্ত্রিদের কথা শুনা যাবে না তাদের কাজে ই সেনা ও বিপরীতের কথা ও চলে নহে

কনষ্টান্টিনোপল ১৮ ই এপ্রেল। অষ্ট্রিয়ার রাজদূত কন্সটান্টিনোপলে যাত্রা করিয়াছেন। ইঁহার অভ্যর্থনার জন্য তুরস্কের সমস্ত সৈন্য সজ্জিত হইয়াছিল।

রোমে ১৭ ই এপ্রেল। চীন সম্রাট্। পিতা দুঃ, রাজপুত্র দুঃখে পরাস্থ করিয়াছেন।

কায়রো ১৭ ই এপ্রেল। সেনাপতি [illegible] ডারবোপে সৈন্যদলে। তদুপরি পর্বত ভেদ করিয়া পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু [illegible] পথ গমনে অসমর্থ

বিবিধ সংবাদ।

এ দেশের লোকেরা যে প্রকার প্রকৃতির ও আশয় নিয়ন্ত্রার অধিকৃত, কোন বিষয়েই ইঁহাদিগের মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের মাধ্যমাগমকর্ত্তার অনারেবল সর্ব্ব অলবেবল এ ম্যাকেঞ্জি সাহেব একটী বক্তৃতাকালে তাঁহার

স্থানীয় ব্যবস্থাপ্রণেতাদিগকে ভারতবর্ষের দোষনীয় অবস্থার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তিনি দেখাইয়াছেন, ভারতবাসীর অন্ন ও পরিধেয় বিদেশ হইতে ৭,৮ বা ৮০ কোটি টাকার সামগ্রী আমদানী হইতেছে, কিন্তু ভারতবাসী এমন অবস্থায় যে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আপনারা সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে না। এদেশ বাসীরা চাকুরির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট যেরূপ লালায়িত হন এবং তজ্জন্য যেরূপ যত্ন পান, আপনাদিগের অন্নবস্ত্রের উপায় বিধানে যদি সেইরূপ লাভ, যত্ন ও বত্নবান হইতেন, তাহা হইলে দেশের যে কত উপকার এবং দেশবাসীদের যে কত লাভ হইত তাহার গণনা করা কঠিন।

কৃষিকার্য্যের ও ব্যবসায় কার্য্যে যে টাকা খরচ করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশ টাকা হইতে ভূমি লইয়া জমীতে দেয় বলিয়া ধার্য্য হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রদান করিতে বাধ্য হন। কিন্তু এই কর আদায় উপলক্ষে তাহাদিগের উপর এরূপ পীড়ন হইতেছে যে তাহা এখন বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য কমিশনর নিযুক্ত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন এখন বিস্তর অতিরিক্ত সম্ভাবনা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ লোকদিগের ভূমিতে যে সকল অতিরিক্ত জল কাটিয়া থাকে তাহা লইয়া তাহাদিগকে করমুক্তি দান বাধ্য করিতেছেন স্থির করিয়াছেন। অনেক কৃষকের ক্ষেত্র হইতে যে সঞ্চিত জল শুষ্ক বর্ষেও কাটিয়া আনিয়া চালন করিয়া তাহারা তাঁহাদের নামে অনেকগুলি অভিযোগ করিয়াছে। এরূপ অত্যাচারের কথা শুনিলে সাধারণের এরূপ বিপরীত ব্যবহার কখন মঙ্গলকর হইতে পারে না।

বাবু হীরালাল শর্ম্মা পাঁচ বৎসর উপর্য্যুপরি খাদ্য শস্যের প্রতিদিনের দুর্ম্মূল্যতার বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া আসিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনানুসারে প্রত্যেকের নিকট যে টাকা আদায় হয়, গত বর্ষে তাহা হইতে ১৭০০ টাকা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা ইহাতে বিশেষ উপকার বোধ না করিয়া এই বিষয় পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য জন ব্রাইট সাহেবের গোচর করিয়াছেন। তিনি স্বীয় বক্তৃতা খাদ্য শস্যের প্রত্যেক দরের দুর্ম্মূল্যতার বিষয়ে পার্লামেণ্টে প্রস্তাব করিবেন। গবর্ণমেণ্ট দেখুন, কৃষকেরা কেমন অদ্ভুত পদার্থ। খাজনা মকুব দিতে হইলেই তাহারা অসন্তুষ্ট হয়। প্রত্যেক দরের প্রত্যেক বৎসরের ব্যবহার দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করুন, প্রজাদিগের কেমন সঙ্গতির অবস্থা।

যে দেশের কোন স্থান বন্ধ হইলে ভিন্ন দেশের সহায় যে কোন প্রকার থাকে, তাহার প্রমাণ বিনে আমার [illegible] হইতেছে।

ঐ ভারত্বাসীদের আইনব্যবসায়ের নিকটস্থ পরীক্ষা দুইজন ইংরেজে বসিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন, ভিন্নদেশ হইতে পরীক্ষক আনিয়া পরীক্ষা করাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন বলিয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন কিন্তু ইউরোপীয়দিগের সাহায্যকারী সভার যত্নে তিনি পুনর্ব্বার পদস্থ হইয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ন্যায় পরম তাঁহাকে আইনব্যবসায় হইতে দূরবর্ত্তী করিয়াছেন। অতএব আমাদের গবর্ণমেণ্ট গবর্ণমেণ্ট নন, ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টই আমাদের গবর্ণমেণ্ট।

বোম্বাইয়ের যে মেলা হইবার কথা হইতেছে, সেই মেলার যে কমিটী হইয়াছে, সেই কমিটীর সভ্যেরা গত বুধবারের অধিবেশনে প্রায় এক লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। মেলার সমুদায় খরচ অনায়াসে টাকায় উঠিতে পারে সভ্যেরা এইরূপ আশ্বাস পাইয়াছেন। তাঁহারা উদ্যোগের ত্রুটি করেন নাই।

ভারতবর্ষীয় মেলাতে বৃদ্ধির ৯০ ও বৎসরে আসিয়াছে টাকা বায় হইয়াছে। ১৮৮১।৮২ অব্দে ৫৭২৯৩৩৯ টাকা। ১৮৮২।৮৩ অব্দে ৬১,২৩,১০০ টাকা এবং ১৮৮৩।৮৪ অব্দে ৮৩,৬৭৮০ টাকা ধার্য্য হয়।

বুন্দেলের মহারাজ রাণা ঠাকুরের কন্যার সহিত মাদ্রাজের রাজা গজপতি রাওয়ের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাণা ঠাকুর এই বিবাহের ব্যয়ের জন্য ২০০০৫ টাকা, এবং পাঁচ হাজার টাকার মণিময় অলঙ্কার দিয়াছেন।

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টসম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের মত প্রেরণ করিতেছেন। সম্ভবতঃ মত সংগৃহীত হইলেই ভারতবর্ষে শিক্ষাসম্বন্ধে মত রিপন আজ্ঞা প্রকাশ করিবেন।

মাদ্রাজ হইতে কোন ব্যক্তি সিলোন অনুসন্ধানের পরে লিখিয়াছেন যে, উক্ত দ্বীপস্থ লোকেরা [illegible] দ্বারা নারিকেল পাড়াইয়া লয়। [illegible] শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাই অত্যল্প কালে তাহারা আপনাদের মত নারিকেল পাড়িতে পারে। [illegible] প্রয়োজন হইলে তার পাতে, মাসে প্রয়োজন হইলে মাস পাড়িয়া দেয়। মানবদিগের এইরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য দেখিয়াই বোধ হয় ডারউইন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

একব্যক্তি লিখিয়াছেন "গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে ১২৯০ সালের সমালোচনোপলক্ষে পরলোকগত দয়ানন্দ সরস্বতী ও পাদ্রিদিগের বিষয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা [illegible] [illegible] [illegible]

...

...

...

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিকানিরের মহারাজের এক জন মুসলমান দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন। মহারাজ স্বয়ং হিন্দু, তিনি চিরকাল হিন্দুকেই দেওয়ানী পদ দিয়া আসিতেছিলেন; এক্ষণে মুসলমান দেওয়ান হওয়াতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি তাঁহার হিন্দু দেওয়ানকে অতিরিক্ত বিদায় দেন নাই। রাজার অমতে গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার ব্যবস্থায় কি বিকানিরের মঙ্গল হইবে? বৃক্ষ বিকানির ছারখার যায় হয়। সুবাদারের ৩ লক্ষ টাকা বাহাদুরের জন্য থাকিলে এরূপ হা হা হইত না, আমাদিগের এমন বিশ্বাস হইতেছে না। অতএব সংবাদটীর প্রতি আমাদিগের অবিশ্বাস জন্মিতেছে।

মিসিসিপি নদী প্রবল বন্যা হওয়াতে আমেরিকার অনেকস্থল জলমগ্ন হয়। এতন্নিবন্ধন নিউ অরলিয়ন্স ও অন্যান্য স্থানের লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। ঐরূপ টায়ান্টসিন নামক চীনের এক সহরেতে বন্যা হওয়াতে তথায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। প্রজারা খাদ্যাভাবে মরার ন্যায় এক প্রকার পরিবারের সহিত পলাইয়া ও বীজ মিশ্রিত করিয়া খাইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আদেশানুসারে নিয়োগ।

স্বাস্থ্য ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৬৯। ৯ই ডিসেম্বর। পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, বি, স্যাণ্ডফোর্ড সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পুলিসের থানার হইলেন।

২য় পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, ডব্লু, পল নদীয়ার সদর ষ্টেসন বদলী হইলেন।

মাণিকতলা পরগণার অন্তর্গত সেকেণ্ড ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি, এ, গাস্টেন মাণিকতলার বদলী হওয়াতে হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এফ, সি, গোডফ্রে তথায় আসিয়া হইলেন।

আলমডাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিনারায়ণ গুপ্ত সদর ষ্টেসনে প্রেরিত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

কলিকাতার ছোট আদালতের তৃতীয় জজ আর, এস, টি ষ্টিফেন্সনকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে নিযুক্ত করিলেন।

বাবু উমাচরণ ঘোষাল নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার মুন্সেফ হইলেন।

পুরিয়ার অন্তর্গত কুশডাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপীমোহন দত্ত পৌষমাসী আইনের ৪৩ ধারানুসারে সমাসমি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চন্দননগরের অন্তর্গত ফরাসডাঙ্গার মুন্সেফ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার সেরেস্তাদারের কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন।

শিয়ালদহের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু বিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তী যাদবপুরের অন্তর্গত শিরোমণিপুরের কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন।

শিরোমণিপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিবেণীর অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়ার কার্য্য প্রাপ্ত হওয়াতে মধুসূদনপুরের মুন্সেফ বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বদলী হইলেন।

আরঙ্গাবাদের মুন্সেফ বাবু ব্রজমোহন প্রধান পরার সদর ষ্টেসন বদলী হইলেন।

পরার প্রধান মুন্সেফ মৌলবী আবদুল বারি পটনার সদর ষ্টেসনে প্রেরিত হইলেন।

পটনার মুন্সেফ বাবু কেদারনাথ রায় হাবড়ার কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীরামপুর ও হাবড়ার তৃতীয় মুন্সেফ বাবু প্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়ার সদর ষ্টেসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

কুলপীর মুন্সেফ বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামপুরের মুন্সেফ হইলেন।

শ্রীরামপুরের প্রথম মুন্সেফ বাবু প্রসন্নকুমার সেন বীরভূমের অন্তর্গত রামপুরহাটের মুন্সেফ হইলেন।

রামপুরহাটের মুন্সেফ বাবু অতুল চন্দ্র ঘোষ ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মধুসূদনপুরের অন্তর্গত জাহানাবাদের মুন্সেফ বাবু হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ সেরেস্তার বাকী থাকনার মুন্সেফ হইলেন ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মকদ্দমার মীমাংসা করিতে পারিবেন।

সিরাজগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু কেদারনাথ দত্ত ঐ অন্তর্গত জাহানাবাদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাশিমবাজারের মুন্সেফ বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ঐ আদালতের কলিকাতা সেরেস্তে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গিপুর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মকদ্দমার মীমাংসা করিতে পারিবেন।

ঢাকার অন্তর্গত ফুলবাড়ীয়ার মুন্সেফ বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায় ঐ সেরেস্তার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন।

নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার মুন্সেফ বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মেহিপুর ষ্টেসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনার ১ম মুন্সেফ বাবু প্রসন্নকুমার দত্ত কুষ্টিয়ার কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন।

কুবিয়ামের মুন্সেফ বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন। ইনি ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারা মতে ভূমিসংক্রান্ত কার্য্য করিতে পারিবেন।

নাটোরের অন্তর্গত বেলকুচির প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রামের মুন্সেফ হওয়াতে ঝিনুকের অন্তর্গত কুড়িগ্রামের মুন্সেফ বাবু শ্যামাচরণ বসু ঘোষ পুরের মুন্সেফ হইলেন।

মুন্সেফের মুন্সেফ বাবু হেমচন্দ্র মিত্র সাতক্ষীরার অন্তর্গত মতিহারির মুন্সেফ হইলেন।

মতিহারির প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু শ্যামলাল হালদার নওগাঁ রঙ্গপুরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

কুষ্টিয়ার অন্তর্গত মেহিপুরের মুন্সেফ বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বদলী হইলেন।

ঝিনুকের অন্তর্গত কুড়িগ্রামের মুন্সেফ বাবু শ্যামাচরণ বসু বদলী হইলেন।

ঐ ঐ জায়গির কলিকাতা সেরেস্তে যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে রহিত করিয়া বাবু গোপালচন্দ্র বসুকে চাকার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের মুন্সেফ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

পত্র সূচনাকারীর পত্র।

(প্রেরিত।)

১। এখানকার অন্তঃপাতির বন্দোবস্তে আমার অতিশয় ভয় হইতেছে। তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইতেছে। ভদ্র লোকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট আছেন। এই সময় মধ্যে এখানকার অধিবাসীদের বড় অনুরাগভাজন হইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার স্থানান্তর গমন জন্য অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। আমরা বলি, তাঁহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন স্থগিত করা হউক। এরূপ সদাশয় কর্ম্মচারীকে কেবলমাত্র অন্তঃপাতি করিয়া বিদায় দেওয়া বিধেয় হইতেছে না।

২। আজি কালি এখানকার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তবে এ দিকে বহুদিন বৃষ্টি হয় নাই বলিয়া বিশেষ পরম হইয়াছে।

৩। চাইপুরে একটী মধ্যশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্য্য বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। মধ্যে এটীর অবস্থা নিতান্ত অবনত হইয়া পড়ে। সম্প্রতি এখানকার অন্যতর অধিবাসী বাবু গৌরসুন্দর সিংহ মহাশয় ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আশা হইতেছে, স্কুলটী অনতিবিলম্বে উন্নত অবস্থায় দাঁড়াইবে। সেখিলাম গৌরীশ বাবুর এটীর প্রতি বিলক্ষণ যত্ন আছে।

৪। চাইপুরের রাস্তাগুলি ক্রমে ক্রমে বড় মন্দ হইতেছে। এখান হইতে রঙ্গপুর যাইবার পথটী এরূপ অবনত হইয়াছে, এই দিকে গমনাগমন একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়। আমাদের মেজেস্টর কমিটী কি করিতেছেন? আমরা এখানকার অধিবাসিবর্গের মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা মেজেস্টর কমিটীতে এতদ্বারা আবেদন করুন। রাস্তার অবস্থা অনুমানে হইলেই সরকারের উপযোগী অর্থ কমিটী হইতে পাওয়া যাইতে পারিবে।

৫। মেহিপুরের ষ্টেসন মাষ্টার রহমান বাবু একজন অতি উপযুক্ত কর্ম্মচারী, তাঁহার ব্যবহারে পথিকগণ বড় সন্তুষ্ট। মেলওয়েতে এরূপ কর্ম্মচারী যত অধিক হয়, ততই মেলওয়েতে যাতায়াতের সুখের মাত্রা।

বিনামূল্যে।

আমরা কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রন্থকার এখানে কমিশন দেলে পুস্তক বিক্রয়ার্থ দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ছাপড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ গোবরডাঙ্গার ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনামূল্যে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

[illegible]

"বিজ্ঞান সুধাকর" পত্রিকাসম্পাদক "বিজ্ঞানাচার্য্য" সহিত "প্রত্নতত্ত্বার্ণব" তত্ত্বালঙ্কার ও বিশ্ব তত্ত্বপ্রকাশিনী টীকা সহিত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" এই চারিখানি গ্রন্থ একত্র মূল ও অন্বয়ানুবাদ সহিত মূল্য ২৸৵০ আনা, মাশুলাদি ৵০ আট আনা। "উপনিষৎ ও গায়ত্রী" প্রকাশক শ্রীমহেশচন্দ্র পাল; বোকাদাঁ বৈঠকখানা, ১৪১ নং আপার সারকুলার রোডের উপর, কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের

পরীক্ষিত ও প্রমাণ !!!

কুমারবিন্দু তৈল।

অতিনিদ্রা অথবা চিন্তা-জনিত মস্তিষ্ক সকালন, দৌর্ব্বল্য, মস্তক ঘূর্ণন ও অন্যবিধ কারণ জন্য শিরঃপীড়ার মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে অকালপক্কতা ও ক্লেদদায়িনী বিকৃতি দূর হইয়া কেশ লোকাযুক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল থাকে ও শিরঃ ঘূর্ণন হস্তপদাদির জ্বালা আরোগ্য হয়। ইহা অতি সুগন্ধের পরিচিতি।

ইহা বাজারের তৈলের অনুরূপ। মূল্য ১ সিসি ১৷৷০ টাকা, পার্সিং।০ ১ ডজন ১৬৲ টাকা।

প্রশংসাপত্র।

The Bengalee 28 th Dec 1883.

We have received one small bottle of scented Hair Oil manufactured by Dr Nundalal Mookerji. Besides being scented it possesses medicinal properties and has proved efficacious in diseases of the head.

সোমপ্রকাশ ১৭ ই পৌষ ১২৯০ সাল।

কলিকাতা কলুটোলার ডাক্তার বাবু নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের কৃত "কুমারবিন্দু তৈল" আমরা এক সিসি উপহার প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ওষধটী সাধারণরূপ হইয়াছে——

পাইকারদিগকে যথোচিত কমিশন দেওয়া যায়। [illegible] কলিকাতা।

ওষধ পাইবেন। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

শ্রীনলিনভূষণ সেন।
গোবাড়ি বালোপাড়া হোমিও ডিস্পেন্সারী।

চক্ষুকুট বটী।

অস্যৌ চক্ষুকুটবটীঃ প্রযোজয়েদ্বিধানতঃ।
সাধয়েদ্রোগমুদ্ভিন্নং ন ভেষজমুচ্ছ্রিয়ং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং বায়ুঘটিতরোগ আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হইতেছে। ৩২ বিলের মূল্য ২ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ।

অর্থাৎ যাহাদিগের বল পরিষ্কারমতে হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় তাহাদিগের ২৫ বিলের ঔষধের মূল্য ৩ টাকা।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্রবাড়ী।

তাঁহার প্রণীত শারীরকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মাশুল সহ মূল্য ১৸৵০। এই গ্রন্থের ১ ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে এদেশের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রসমূহের সম্পাদকেরা স্বাধীনভাবে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তক কেবল ৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়।

গিরিশ বাবু—শ্যামবাজার।

কবিতা-কুসুম।

অর্দ্ধ মূল্যে পাঁচ শত বিতরণ।

মাশুল সমেত চারি আনা।

সত্বরে মূল্য সমেত আবেদন করিলে প্রাপ্ত হইবেন। নির্দ্দিষ্ট প্রাপক পূর্ণ হইলে আর কেহ ঐ মূল্যে পাইবেন না।

সংবাদপ্রকাশক গ্রাম ও ডাকঘর
চন্দনবাড়ী পো. শ্রীআনন্দলাল মাইতি
মেদিনিপুর জে

অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন।

ইহা দেশীয় কতিপয় ঔষধ দ্বারা বিশুদ্ধ মতে। ইহাতে রক্তাশয়, সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, গ্রহণী-রোগ, অজীর্ণ ও অম্লপিত্তঘটিত পেটের পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৩ পুরিয়া এক টাকা পার্সিং ৵০। আমাশয়ের আমার ঔষধ। ৩ দিনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ছয় টাকা পার্সিং ।০।

আরোগ্য না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অবধারু-
সারী ব্যবস্থা দেওয়া যায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ব্রিটিশ চন্দননগর বৃত্ত শিবতলা

"কনক-নলিনী" এবং "সরোজ-বাসিনী।"

(মনোহর উপন্যাস)

এই মনোহর উপন্যাসদ্বয় স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক সদ্ভাবপূর্ণ ও পতিভক্তি শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ সারগর্ভিনী; সোমপ্রকাশ ও সংস্কৃত ডিপজিটারিতে ক্যানিং লাইব্রেরীতে, টীনেবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে ও কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে পাওয়া যায়। মূল্য প্রত্যেকের এক এক টাকা।

সকল প্রকার মেহরোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

(প্রতি শিশি মূল্য ২ টাকা— পার্কিং ।০)

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে মূত্রের ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রস্রাবকালীন জ্বালা সম্পূর্ণ ধাতুনিগমন, প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় পোনা হওয়া সাদা ফোটা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি সত্বরে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সেবনে কলিকাতা এবং বিদেশস্থ বহু ব্যক্তি আরোগ্য হইয়াছেন।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

(মূল্য প্রতি শিশির ২।০ টাকা—পার্কিং ।০)

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারদোষ উপদংশ, লালা ঘা, রক্ত দূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও জীর্ণ প্রাপ্ত হইক না কেন, ইহার সেবনে পক্ষান্তরে স্বাস্থ্যপরিষ্কার, স্ফূর্ত্তি, বলাধান, দেহপুষ্টি ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

সুবাসিত হেমকুমারী তৈল।

(মূল্য প্রতি শিশি পার্কিং সমেত— এক টাকা।)

এই সুবিখ্যাত তৈল দ্বারা চুলের পোকা নষ্ট হয়, চুল ঘন, কাল ও দীর্ঘ বৃদ্ধি হয়, চুল উঠা, দীর্ঘ আধা, মাথা ঘোরা, হাত পা জ্বালা নিবারণ করে। গ্রীষ্মকাল সমাগমে অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইলে এই তৈল ব্যবহার করিলে শরীরের মলিনতা নষ্ট করিয়া শরীর ও চুল পরিষ্কার উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ, সুগন্ধযুক্ত হয়।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সোমপ্রকাশী ঔষধালয়।

(মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা—ডাকমাশুল পার্কিং ।০)

ইহা দ্বারা কণ্ডুয়ন, ঘর্ম্মগন্ধনাশ, দন্তের কার্ডিতে বা, পুর ও ক্ষত সকল ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার রক্তদোষ নিশ্চয় সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা শিথিল বস্ত্র পুনর্ব্বার-কঠিনত্বপ্রাপ্ত হইয়া বস্ত্র চুকার ন্যায় উজ্জ্বল হয়, মুখের মুখশ্রী প্রফুল্লিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান 'সোমপ্রকাশ' কার্য্যালয়—১২ নং গুপীচরণ পিস্তুরির গলি বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট প্রাপ্তব্য।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী।

৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ইংরাজি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক এবং নানাপ্রকার নাটক ও উপন্যাস সুলভমূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে:—

বাবু মথুরানাথ কর্ম্মকার ও মানব রত্নমোহন বক্তৃতা ।০ বেহিলা বালিকা (উপন্যাস) উমেশচন্দ্র গুপ্ত ৵০ কেশব-প্রয়াগ ৵০ সহিত পকেটপঞ্জিকা /৫ প্রেম পঞ্জিকা ৵০ কৃষ্ণকমল ঃ স্বদেশের ভিক্ষাশিক্ষা ।৶০ মুটিরামগুরু ।/০ বাবরা বজ্রক্রম ৫, সোরুলা উপন্যাস ১, সীতারবনবাসের অর্থ ৺কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ।০ সীতার বনবাস-দীপিকা ।/০ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনচরিত ৵০ কেশব বিয়োগ ।০ অপহৃতি বঙ্গম বাবু রামদাস সেন প্রণীত ।০ বঙ্গ রহস্য ।৶০ মহম্মদীয় ধারাতত্ত্ব ১, সিটপঞ্জিকা ৫ কন্যাদায়তরি ।১০ জমীদারি কার্য্যের নিয়মাবলী ১, সাবাই তারা ৵০ রঙ্গলালের গীত ও ক্যানিংয়ের কৃত স্বাস্থ্যরক্ষার আরোগ্যের ৫৫ পকেটবাসিনী ৸০ টাকা-বোধার্থ ৵০ ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত গ্রাহকমহাশয়গণ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কমিশন দেওয়ে বিক্রয়ার্থ রাখিয়াছেন। যথা :—

বাবু হরিচরণ দাস—শারীরিক ৵০ ব্যবহারিক গুরুকরী ৵০ নবজপরিমিতি ।০ বাবু নবীনচন্দ্র চৌধুরী মাতিলা সোপান ১ম ভাগ ।০ বাবু ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন নবগ্রন্থ ৸০ বাবু কালীবর ঘটক প্রথম ভূমিকাটক ।০ ঐ দ্বিতীয় ।০ কাব্যলিপিকা ।০ ভূবিবেচনা ৵০ পদ্যময় ৵০ চিত্রমালা ১, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বাঙ্গালা ব্যাকরণ ।৶০ বাঙ্গালা শিশুব্যাকরণ ৵০ কৃষ্ণকান্ত ১ম ৫০ চারুশীলিকা (চারুপাঠ-কৃষ্ণকান্ত আগের টীকা) ।৶০ কাব্যোদ্যান ৬ ম ।৶০ ইত্যাদি।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরীতে অন্য এক সোমপ্রকাশের সর্ব্বপ্রকার অঙ্কের সুবিধাজনক ঔষধ বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য বড় বোতল ১।০ ছোট বোতল ১, টাকা। ঔষধ সেবন করিলে ৭।৩ দিবসের মধ্যে অজীর্ণতা দূর, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং শরীরে বল হইয়া রক্তের দূষিতাংশ বাহির হইয়া যায়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা ভদ্রমহাশয়দিগকে বারম্বার লিখিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ পর্য্যন্ত সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—উলা		১০
"	যদুনাথ রায় চৌধুরী—ঐরিষেরপুর	২০
"	রামনাথ মৈত্র—মহাড়া	১৪
"	অঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য—বর্দ্ধমান রাজবাটী	১০
"	গোপালকিশোর ধর ঈকীল—বহরা	৭
"	দিগম্বর সিংহ—ফে টাঁদপুর	৭
"	নবীনচন্দ্র দাস গুপ্ত—কলিকাতা	৸

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫।৵ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেতও ত্রৈমাসিক বা বাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। এই অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোমারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, বণি অর্ডার, যাহার অনায়াসে যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আনার অগ্রিম মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গ্রাহক হইতে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা কাহাকে না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি লাইনে ।০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোমারপুর ডাকঘর হইতে ভাবধিগোলা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীবিশ্বম্ভর কবীরত্ন দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৮ ভাগ ১ম।

বিদ্যাদর্শনায় নানাবিদ্যাবিদ্যাবিদ্যাবিদ্যাবিদ্যাবিদ্যা ইতিহাস

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহিত ১৲ টাকা। (ডাকমাশুল ৵৹ আনা।) ৷ ১১ ভাগ। ১৭ই বৈশাখ। ইং ১৮৭৯। ২৮ এপ্রেল। ৷ অগ্রিম বাণ্মাসিক মূল্য ডাকমাশুল সহিত ৬৲ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক

বীরবরণ।

"চিকিৎসিত ব্যাকুল" "যৌবনে যোগিনী" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ডাক্তারখানা, এবং প্রধান পুস্তকালয়ে এবং ১১ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট সাধারণ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। পুস্তকের আকার ডিমাই ৮ পেজী ২৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১ টাকা, মাশুল ৵০ আনা।

Wanted, at least, 10,00 subscribers for the "Domestic Manual" a book containing two thousands most successful receipts in Medicine, Farriery, Tannery, Husbandry, Glass, Cookery, Distillation, Oil-colours, Varnishes, Joinery, Dyeing of all sorts, water-colours, Lithography, Cements, Brewing, Horticulture, Agriculture, House Painting, Manufacture of Glass, Coloured Fire, Gunpowder, Miniature Painting, Colour Maker, Enamelling, Engraving, Bleaching and staining, Wines, Bottling, Perfumery, Lamps, the cause, symtoms and cure of all Diseases. By a "Vaidya". Price Rs. 2 per copy to registered subscribers and Rs. 3 to non-subscribers.

Apply, within this month, to Babu Sarat Chandra Datta, 9 Raghunath chatterjee's street, Calcutta.

Subscribers, by no means, will become loser by the book.

সময়।

রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ক উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালা মাসিক মুদ্রিত সংবাদপত্র।

সন ১২৮০ সালের প্রথমসংখ্যা সময় কলিকাতা হইতে "সময়" প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান শিক্ষক, হাইকোর্টের ও অন্যান্য আদালতের উকীল, ডাক্তার, প্রফেসর, এবং সাধারণী প্রভৃতি অনেকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি এই পত্রে লেখক নিযুক্ত আছেন।

মফস্বলের অধিবাসী—বিশেষতঃ বাঙ্গালীরি, এর ভবিষ্যৎ শিক্ষিত কলিকাতা বাজারের সমুদায় প্রধান প্রধান সংবাদ মুদ্রা ইহাতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম দুই মূল্য মূদ্রণ ডাকমাশুল। ইহা উত্তম কাগজে ও উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত হয়। ডাকমাশুল সহিত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। পত্র আমার হ্যাণ্ড নোটাইনে নমুনাস্বরূপ এক সংখ্যা "সময়" প্রেরিত হয়।

কলিকাতা বহুবাজার,
৯৩ নং মাণ্ড।

শ্রীবঙ্কিমলাল সেন,
সময়ের কার্য্য অধ্যক্ষ।

কলিকাতা বাসিন্দা

ভেষজ ব্যবসায়ের

অধিকারী মহাশয়দিগের প্রতি।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা জঞ্জালের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কলিকাতার সওদাগরী পরিত্যাগ করিতে হইল। অতএব ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন

মুদ্রণ ব্যয় দিতে বাধিত, কিন্তু অধিক সংখ্যক অধিবাসিগণ অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা উক্ত ব্যয় দিতে সক্ষম হইয়া অল্পমূল্যে দুইখানি বিলক্ষণ উপযোগী পুস্তক বিক্রয় করিতে পারিব।

কলিকাতা
১৮ই এপ্রেল
১৮৭৯।

শ্রীমাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
স্বত্বাধিকারী।

(ডাকার খোবকত।)

গোদ, জলদোষ ও ধবলরোগের

উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু-শোষক—ইহাতে গোদ ও অণ্ডকোষ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুই রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং হাতে হাতে ফল অনায়ত হইলে এ ঔষধে তাদৃশ ফল হয় না।—মূল্য—শীঘ্রিত মাশুল সমেত এক শিশি ২৲।

শীতাঞ্জন—ইহাতে ধবলরোগ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বা অধিক হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—পরিমিত মাশুল সমেত এক প্যাকেট ২৲।

এই দুই ঔষধে পাঁচ বৎসর অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিলক্ষণ প্রমাণ দেওয়া যাইবে। এই দুই ঔষধ ডাক্তারিখানা ৫৬ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ও ৯ নং রোগের নিকটবর্ত্তী চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

চাঁদড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন, তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৯০ সাল, ১লা চৈত্র } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা। চাঁদড়িপোতা। সোণারপুর ডাকঘর ২৪ পরগণা।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	১০

তিনখানি একত্র লইলে সমুদায়ের ডাক মাশুল /১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র

বিধবাবিবাহ।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার ৩রা বৈশাখের পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি বাবুর পত্রখানি পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত দুঃখিত হইয়াছি। আশ্চর্য্য, তিনি এক জন শিক্ষিত লোক। শিক্ষিত সমাজের মতের সহিত তাঁহার মতের সামঞ্জস্য থাকিবে বলিয়া আমাদিগের আশা ছিল। তিনি এরূপ অসঙ্গত যুক্তি সকল প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহাতে আমরা সুতরাং দুঃখিত হইয়াছি।

অনুঢ়া যে সকল স্থলে পতিবিশেষের অপেক্ষা প্রেষ্ঠ, তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের বিষয়ে বিধবাবিবাহ অসম্ভাবিত। কেবল যাহারা বিধবাবিবাহে [illegible] বিধবাবিবাহ অসম্ভাবিত [illegible] হইয়াছে, এরূপ [illegible] সে সকলের [illegible] বলিয়া, পুনর্ব্বার [illegible] উপস্থিত করিয়া বিধবাবিবাহে [illegible] সুতরাং বিধবাবিবাহে আপত্তির নিবারণ জন্যই কেবল অনেকানেক বিদ্বান্‌দিগের আন্দোলনের প্রারম্ভিক লক্ষণ।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে ব্যভিচারের বিষয়ক্ষয় হইবে, কারণ, অল্প বয়স অনেক বর্ত্তমান ব্যভিচার ঘটে। বিধবাকে পবিত্র বিবাহ বলিয়া গ্রহণ করা হইলে, ব্যভিচার যে একটী লোমহর্ষণ ব্যাপার বলিয়া বোধ আছে, তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ হইবে। কুল, শীল ইত্যাদির বিচারও এই প্রকারে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা আজ কে বলিয়া দিতে পারে? বাস্তবিক, অথবা যে একটীও কর্ণ, নীচ, ব্যাপার, ঘটে, তাহাদিগের ভিন্ন না, তাহাদিগকে বা কে শপথ করিয়া বলিতে পারে?

বহুবিবাহ, বালবিবাহ ও কন্যা বিক্রয় এই তিনটী দোষই বিধবাবিবাহের সহিত প্রধান করিবে। ইহার কারণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কা পত্নী প্রাপ্ত হওয়া গেলে স্বামিকার পাণিগ্রহণ কেহই করিবে না; কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মূল্য দিয়া কেহ কন্যা ক্রয় করিবে না।

বিধবাবিবাহে যে নৈতিক উন্নতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা অসম্ভব। কোন সভ্য সমাজে কখন কোথায় যে প্রকারের নৈতিক উন্নতি দেখিতে পাই না। ইউরোপে ব্যভিচার প্রতিষেধ অবরোধের প্রথা দেখিতে পাই না। বহুযোষ রাজনীয় কখন ঘোষিত হয় নাই। একদিকে অবিবাহিত পুরুষ, অপরদিকে পতিবিহীনা বিধবা, এই উভয় কারণে ব্যভিচার বর্ত্তমান। এই দুই শ্রেণীকে প্রকাশ্য বিবাহদ্বারা সম্মিলিত করিলে, ব্যভিচার একেবারে বিলুপ্ত হইবে।

অবরোধ প্রথার [illegible] ভাল সংশোধন করা [illegible] বিধবাবিবাহ হইলে অবরোধ প্রথার পথ পরিষ্কার হইবে, স্বামী প্রিয় না হইলে বিধবারা বিষ প্রয়োগে তাহার জীবন নষ্ট করিবে, ইহা হাসির কথা। কারণ, আমরা সমাজে যে মূলমন্ত্র সমাজ দেখিতেছি, তাহাতে এ প্রকারের ঘটনা কখনই ঘটিতে পারে না। বিশেষতঃ বিলুপ্তাবী কুলটার প্রতি এরূপ অসদ্ব্যবহার সম্ভব নহে। [illegible] বিধবাবিবাহ [illegible] বিধবাবিবাহ [illegible] বিধবাবিবাহ

বেঙ্গল বঙ্গভা
১৮৯১ সাল, বেঙ্গল কিৎপ্রকাশিতে বিজ্ঞাপন
৮ ই বৈশাখ

সোমপ্রকাশ

১৭ ই বৈশাখ সোমবার।

১ম অধ্যায়।

বাঙ্গালা ও বেহারের বাজস্বসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল। এই সভায় সভ্য মনোনীত করিবার বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রম হইয়াছে। যাঁহাদের জমীদারী নাই, অথচ জমীদার আছে; প্রজার পক্ষে বক্তৃতা করিতে হইলে জমীদারদের কি কি পরিতে হয় এবং জমীদারের মুখে কিরূপ বাহির হওয়া উচিত, তাহা যাঁহারা জানেন না; যাঁহারা পাঁচ প্রজার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের মতো কথা কখন বলেন নাই, করেন নাই, দেখেন নাই, সেরূপ লোক প্রজা জমীদারের বক্তৃতার জন্য কি

আমাদের বিবেচনায় নির্দ্ধারিত সভ্য অন্যরূপে গঠিত হইলে ভাল হইত। সিলেক্ট কমিটীর বিচারপ্রণালী প্রকাশ্য হইলে অনেকটা গোল মিটিয়া যাইত। সিভিলিয়ান মাজিষ্ট্রেট এবং ব্যারিষ্টার ও উকীলেরা জমীদার ও প্রজার যে সুবিধা ও অসুবিধা জানেন, তাহা কাগজে কলমে। অধিবেশনের সময় আসনীয়ে বসিয়া যাহা লিখিত আছে, মনে মনে তাহার একটা ধারণা করিয়া লওয়া হয়। উহাদের বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার দৌড় এই পর্য্যন্ত। যাহা হউক, জমীদার ও প্রজা এই দুই পক্ষের দুই দুই জন করিয়া চারি জন প্রবীণ উকীল ব্যারিষ্টার সভ্যগণ যদি তাঁহাদের মুখে সর্ব্বাগ্রে যাবতীয় বৃত্তান্ত শ্রুত হইতেন, তাহা হইলে কাহারও মনে মিথ্যা ধারণা ও কুসংস্কার থাকিতে পাইত না। জমীদারের উকীলদিগকে তুখামিগণ আপনাদের অসুবিধা বুঝাইয়া দিতেন, এ দিকে প্রজাবর্গও আপনাদের উকীলকে স্বপক্ষের অসুবিধা জানাইয়া রাখিতেন। এ পথ অবলম্বন করিলে কমিটীর ভ্রম ঘুচিত। সকলে বলা বটে, আদালতে তাহা প্রকাশ পায় না, এক আমাত প্রকাশ পায় না। আদালতের মধ্যে বিস্তর সাক্ষ্য বিশ্লেষে মথিয়া যাঁহারা সকলের অবস্থা জানিতে আসিয়াছেন, এ পথ অবলম্বন করিলে তবু সেই সকল আপীল মকদ্দমার চলনা দেখা হইত।

অর্থাৎ কালসহকারে বাঙ্গালাদেশে আর দখলিস্বত্বের প্রথা থাকিবে না, এবং এখনও যাহাদের দখলী স্বত্ব আছে, বিপদে পড়িয়া ভূমি বিক্রয় করা আবশ্যক হইলে তাহা বড় সুলভ বিক্রয় করিতে [illegible] তাহার পর বিষম ঘুটিবে, কিন্তু বিপদ [illegible] এইগুলি কমিটীর মনোগত আছে [illegible] গণ তুখত্ব বিক্রয় করিতে উপস্থিত হইলেই তাহা ক্রয় করিবেন। জমীদার ক্রয় করিতে ইচ্ছা হইলে আর কেহ তাহা করিতে পারিবেন না। ক্রমে সেই সমস্ত ভূমিতে প্রজাবিলি হইলে তুখামী কাহারও দখলী স্বত্ব অর্জ্জিতে দিবেন না। যে ভূমি ক্রয় করিবেন, তাহাতে নিজপ্রজা বিলি করিতে থাকিবেন। এ প্রথা কৃষিকার্য্যের উন্নতি পথে ঘোর প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিবে। ভূমিতে কোন প্রজার স্বত্ব বা মমতা থাকিবে না, কেহ ভূমির উন্নতি সাধনার্থ অর্থব্যয় করিবে না। তিনি যিনি তাহার মনে এই আশঙ্কা থাকিবে যে, ইচ্ছা হইলে তুখামী ভূমি কাড়িয়া লইবেন, অতএব তাহার প্রতি যত্ন ও ব্যয় করা বিধেয় নহে। যে সম্পত্তি নিজের বলিয়া জানে না, তাহার প্রতি কাহারও যত্ন হয় না। তুখামীকে ভূমির উন্নতি ও সর্ব্বাপেক্ষা ক্রেতা নির্ণয় করিতে বেশের সময় নাই।

এ সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক কথার আলোচনা আছে। সম্বন্ধে মাঝের মূল্য বৃদ্ধি হয়, [illegible]

" মুন্সেফের কার্য্য সম্বন্ধে অভিযোগ শুনা যায়। লোকে বলে তিনি কখন কখন ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সাক্ষীদের এজাহার (সাক্ষ্য গ্রহণ) শুন ও আদালত কর্ম্মচারীদিগের প্রতি ক্রোধযুক্ত ব্যবহার করেন। আমরা জানি না এ অভিযোগ কতদূর সত্য। যদি সত্য হয়, তবে মুন্সেফের এ ব্যবহার ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বতন মুন্সেফের ন্যায় অমায়িকতা প্রদর্শন দ্বারা লোকের অনুরাগভাজন হওয়া বিধেয়। আরো একটী কথা তাঁহার সম্বন্ধে শুনা যায় যে তিনি বড় তাড়াতাড়ি বিচার নিষ্পত্তি করেন।"

পত্রপ্রেরকের এ বাক্যগুলি মুন্সেফ বাবুর সহ্য না হওয়াতে তিনি ৭ই এপ্রেল গোকুল বাবুর নামে এক ফল জারী করিয়া বসিলেন। তাঁহাকে আদেশ দেওয়া হইল, তিন দিনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া কেন যে তিনি মাজিষ্ট্রেটী সোপর্দ্দ হইবেন না তাহার কারণ প্রদর্শন করেন।

আমরা দেখিতেছি নীলমণি বাবুর আইনের দিকে তত দৃষ্টি নাই। আইন দেখিয়া কার্য্য করিলে ঐরূপ ফল জারী করিতে কি সাহসী হইতেন? তিনি যে অতিশয় ব্যস্ত লোক; এতদ্দ্বারা তাহাও সপ্রমাণ হইতেছে। স্বয়ংপ্রবৃত্ত না হইয়া উপর আদালতের অনুমতি লইয়া তাঁহার কার্য্য করা উচিত ছিল, তাহা হইলে তাঁর বিজ্ঞ জনোচিত কার্য্য হইত। তুনিলাম গোকুল বাবু তাঁহার আদালতে নিষ্ক্রিয় দিনে হাজির হন নাই। কেন বা হইবেন? এরূপ যে-আইনি হুকুম কেনই বা তিনি পরিপালন করিবেন? নীলমণি বাবুর কি ইহা বোধ হইল না যে এরূপ অসঙ্গত ফল জারী করা তাঁহার ন্যায্যাতীত। তিনি একজন ন্যায়বান্ মুন্সেফ হইয়া কিরূপে এত অসাধারণ ক্ষমতা পাইবার প্রয়াসবান হইলেন? নীলমণি বাবু আমাদের স্বদেশীয় লোক। আমাদের ইচ্ছা নয় যে তিনি ঐ বে-আইনি কার্য্য করিয়া বিপদে পতিত হন। আমরা তাঁহাকে উপদেশ দিই তিনি এই বেলা সাবধান হউন, গোকুলবাবুকে সাদরে আহ্বান করুন এবং সংবাদপত্রে এই ভাবে একখানি চিঠি লিখুন যে ভ্রমে পতিত হইয়া এরূপ ফল বাহির করিয়াছিলেন। এরূপ চিঠি লিখিতে তিনি যদি অপমান বোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমরা উপসংহারে এ উপদেশও দিতেছি, তিনি যেন সত্বরতার সহিত কার্য্য করুন। বিচারপতির ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অতি প্রশংসনীয়। যাহা হউক আপনার অরূপ বিদ্যা বিপদাদ হওয়া কম দুঃখের কারণ নহে, কিন্তু যায়, এই আমাদের সান্ত্বনা। গোকুলবাবু ও কোন অন্যায় ব্যবহার বিষয়ে মুন্সেফ বাবুকে সাবধান করিয়াছিলেন। তাঁহার বিপদটা আমরা উচিত বলি না। গোকুলবাবু মুন্সেফ বাবুর যে দোষের আভাস দিয়াছিলেন, মুন্সেফ বাবুর বাস্তবিক সে দোষ আছে কি না, স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া তাহার সংশোধন করাই কর্ত্তব্য ছিল। এত তাড়াতাড়ি করা উচিত হয় নাই।

—:০:—

খিয়ারফিট দল।

আরবের কেমন ফল বাবুর দোষ, যে বিষয়ে হাত পা নাড়িবার প্রয়োজন, আরববাসী তাহাতে অগ্রসর হয় না, যাহাতে শারীরিক ও মানসিক বলের বৃদ্ধি হয়, আরবাসী সে দিকে ধাবমান হয় না, ধরাতলে সভ্য ও নানা বলের উন্নতি হয় আরবাসী সে দিকে যাইতে চান না। আরবাসী উপদেশও শ্রবণ করিয়া যা করে ভাল বাসেন, আদৌ পরিবর্ত্তনের অরুচি নাই, নূতনে প্রকৃতির বিলক্ষণ বিরক্তি। অতএব নূতন প্রকার কোন ধর্ম্মের কথা শুনিলেই আরবাসী দিগ্বিদিক জ্ঞান হীন ও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া সেই দিকে ধাবমান হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম বল, আর মানবের ধর্ম্ম বল, আর কর্ত্তাভজার ধর্ম্ম বল, কোন ধর্ম্মে অরুচি নাই। অতএব খিয়ারফিট দলের যে তাঁহাদিগের অনিষ্ট করিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? এ ধর্ম্মের পা হাত নাড়িতে হয় না, কেবল মুখচালনাতেই চলে। অতএব এ দলের বৃদ্ধি হইবার অসম্ভাবনা কি? আমেরিকার কামানপূর্ণ সংবাদপত্র এ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন; এ সম্বন্ধে আমাদের মত কি এ কথার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমরা আর এ বিষয়ের কি উত্তর দিব? প্রশ্নগুলিতেই প্রায় এ সম্বন্ধের অধিকাংশ প্রকিপাদন করিয়াছেন; আমাদের জিজ্ঞাস্য করিবার অপেক্ষা করিতেছে না। প্রশ্নগুলি এই—

" গত রবিবার ইংরাজী ৭ই এপ্রেল এডেন কতকগুলি বিদেশীয় খিয়ারফিট " ব্রাদার " আহ্বান করিয়া সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন। যে কয় ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অনেকেই অধিক বয়স্ক; অতএব প্রবীণ বলিতে পারা যায়। তাঁহাদিগের সকলেই এডেন পুরে বাস করেন। আমরা অবগত হইয়াছি তাঁহারা মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহারা যে কি ধর্ম্মের খিয়ারফিট সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে বিরল স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহা এখনো জানা যায় নাই। তাঁহাদের আগমনের পর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্টগণ এই বলে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, ধর্ম্মের খিয়ারফিটদলের কোন ব্যক্তি [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ও অধিকাংশ [illegible] [illegible] [illegible]

এখানে তাহাদের পূর্ব্বপরিবারের খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছেন, অথচ হিন্দুদিগের চক্ষু ফুটে না অথচ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

আমরা স্ত্রীশিক্ষার প্রতিরোধী নহি। আমাদিগের মুসলমানরাজত্বের সময়ে বিদ্যাভ্যাস করেন, ইহা সুখের কথা, তাঁহারা বিদ্যাবতী হইয়া আপন আপনার সন্তানদিগকে সুনিয়মে পালন করিবেন, বিদ্যোপদেশের সৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন, সন্তানেরা সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইবে, বিদ্যাবতীগণের সঙ্গে দিন দিন হিন্দু সংসার উজ্জ্বল হইবে ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী দ্বারা কি সেই শিক্ষালাভ হইতেছে? এরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে কি হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য হইতেছে না? শিক্ষা কমিশন অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এই যে হিন্দু অন্তঃপুরে মিসনরি শিক্ষার দোষ গুণের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। মিসনরি শিক্ষাতে যে হিন্দু সমাজের অনিষ্ট হইতেছে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দেখিতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। গবেষণা প্রস্তাবের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। বঙ্গ মহিলাদিগের শিক্ষায় নিমিত্ত যাঁহারা উৎসাহ প্রকাশ করেন, তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দুসমুচিত কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করুন। সে প্রণালী মধ্যে মিসনরি পদ্ধতি থাকিলেই অনিষ্ট ঘটিবে। অবরোধের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদানের ভার বিজাতীয় লোকের হস্তে প্রদান না করিয়া আপনাদিগের যে ভারগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিজাতীয় নীতি ও বিজাতীয় সংস্কার স্ত্রীলোকের কোমল হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে তাহা অমঙ্গল ঘটিবারই সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের মনের স্বাধীনতা রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তাহাদিগকে বিজাতীয় শিক্ষাদানের বশবর্ত্তী করিয়া দিলে তাহাদিগের মনের সে স্বাধীনতার থাকা দুর্ঘট হইবে; তাহারা বিজাতীয় ধর্ম্ম ও বিজাতীয় সংস্কারের অধীন হইয়া পড়িবে। হিন্দু-সংসারে এপ্রকার বিকৃত সংঘটন হইতে দেওয়া কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তির উচিত নহে। প্রায় ৩০ বৎসর হইল, এইরূপ অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রণালী এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। [illegible] কুলবধূ ও কুলকন্যা তাহার দ্বারা আপনার যাবতীয় পরিত্রাণ করিয়া মিসনরি [illegible] হইয়াছেন, তাহা কে গণনা করিয়া [illegible] হিন্দু পরিবারের মধ্যে এরূপ ঘটিবার [illegible] স্ত্রীশিক্ষার অন্তঃপুর শিক্ষাদান। [illegible] অন্তঃপুর শিক্ষার সূত্রপাত হয়, [illegible] লইয়া বিব্রত হইলে, অনুকূলবর্ত্তী [illegible] বিষয়ে শোকাকুল।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কোন ধনী সন্তানের বিবাহ হইবার প্রস্তাব হইতে ধনী সন্তান বলিলেন, আমাদের বাটীর সকলেই লেখাপড়া জানেন, অতএব একটী মুখ বালিকাকে আমি বিবাহ করিব না। যুবার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য মেয়েটীকে লেখাপড়া শিখাইলে ধনী সন্তান তাহাকে বিবাহ করিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ সদ্য বধূর মৃত্যু হইল। গৃহে বিবিধ নিকট পড়াশুনা করাতে বধূটী খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরাগবতী হইয়াছিলেন। ঐ তার মৃত্যুর পর কর্ত্তা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি খ্রিষ্টান হিন্দু অভিধিক্ত হইলেন। যুবার আত্মীয় আর একটী বিধবা প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হইলেন। এইরূপ সুবিধা দেখিয়া মিসনরিরা বলিতে পারিলেন, হিন্দু সংসারে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবেশের কথা অতি সহজ।

মিসনরিরা হিন্দু দিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নানা উপায় অবলম্বন করা চেষ্টা পাইয়া থাকেন। এদেশে কৃষ্ণ বিষয় লইয়া কথকতা হয়। মিসনরিরা দিনকতক সেই পথের পথিক হইলেন। শুনিতে পাই মিসনরিরা খৃষ্টকথার নাম খোল করতাল বাজাইয়া হিন্দুকে খ্রীষ্টান করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এখন একটী নূতন উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। খ্রীষ্টান চিকিৎসকদ্বারা হিন্দু পরিবারের চিকিৎসা করাইবার চেষ্টা হইতেছে। তাহাতে অধিক কাজ হইবে, মিসনরিদিগের এই আশা। তাঁহারা এদেশীয়দিগকে অনায়াসে লইয়া যাইবার আশা করিতেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এদেশীয়দিগের এমন আশা নাই যে আপন পরিবারদিগকে আপন ধর্ম্মে ও আপন সমাজ মধ্যে রক্ষা করেন।

নজীর

১৮৬৯ সালের ১৫ ই জুলাই কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেবের নিকটে নিম্নলিখিত মকদ্দমার নিম্ন লিখিতরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে।

কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় দেনদার। পিসবরণ কোম্পানি ডিক্রিদার।

কোন দেনদার হাতে গিয়া দেওয়ানী কার্য্য বিধির ২০ অধ্যায় অনুসারে আপনাকে দেউলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য আবেদন করে। কিন্তু সে আবেদন আদালত হইতে অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ দেনদার অগ্রাহ্য হওয়াতে দেনদার আপীল করে। কিন্তু আপীলের আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই।

এই নিষ্পত্তি হইয়াছে, কোর্ট অব বাঙ্কারের ৮৭ ধারার ৩য় প্রকরণ অনুসারে এরূপ আপীল গ্রাহ্য দিতে হয় না।

মকদ্দমাকারী [illegible] পিসবরণ কোম্পানী [illegible]

এক ইংরাজ দেনদার অধীর থাকায় নিম্নিত আদালত কমিসনরদিগের নামে অভিযোগ করিয়া ডিক্রীদারের দেনদারের প্রার্থনাক্রমে উক্ত কোম্পানী ডিক্রিদারী করিয়া টাকা লইতে সমস্ত হন। কিন্তু দেনদার সমস্ত ডিক্রীর টাকা দিতে অপরাধক হওয়াতে ডিক্রীদারকে ডিক্রীজারী করিয়া উহাকে বন্দী করেন। সেইজন্য আপনাকে দেউলিয়া বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য হাইকোর্টে গিয়া দরখাস্ত করেন। হাইকোর্টের ডিক্রীই অগ্রে আবেদন করেন যে দেনদার আবেদনের পূর্ব্বে নিজ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়াছেন। দেনদার এই কারণের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন। আপীলের নিমিত্ত যে আবেদন করা হয়, তাহাতে ষ্ট্যাম্প দেওয়া হয় নাই।

আদাম্ বিচারপতি গার্থ সাহেব এবিষয়ে এই মিমাংসা করেন, আমার মতে ১৮৭০ অব্দের ৭ আইনের ১৯ ধারার ১৭ প্রকরণ অনুসারে এরূপ হুকুম করা হইবে। অতএব দেনদারকে আপীলের আবেদন পত্রে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না।

১৮৮৯ সাল ৮ ই জুন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গার্থ ও বিচারপতি ফাইফারসনের নিকটে নিম্নলিখিত মকদ্দমাটীর আপীলে নিম্নলিখিত নিষ্পত্তি হইয়াছে।

আবদুরিমা খাটুন ও অন্য অন্য ব্যক্তি বাদী। তারকনাথ চৌধুরী ও অন্য অন্য ব্যক্তি প্রতিবাদী।

কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আদালত হইতে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহাতে প্রত্যেক মোকার উল্লেখ থাকিবার প্রয়োজন নাই। কেবল সম্পত্তির নাম ও কালেক্টরের দৌজির নম্বরের উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

১৮৫৯ অব্দের ১১ আইনের ৩০ ধারার মর্ম্ম এরূপ নয় যে "প্রত্যেক মুকদ্দমা যেখানে সম্পত্তি বিক্রয় করিবে, সে বিক্রয় রহিত করিবার দরখাস্ত চলিতে পারে না।"

উকীলকারী ষ্টুয়ার্টবাবু বলেন, যে তাঁহার সম্পত্তি অন্যায় মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। তাঁহার জমিদারীর সং ১ প্রতিবাদীর কর্ম্মচারির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া খাজনা বাকী রাখে। তাহাতেই সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়, এবং সং ১ প্রতিবাদী অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া লয়। নিম্ন আদালত এই বলিয়া মকদ্দমা অগ্রাহ্য করেন যে বাদীর এরূপ [illegible] দেওয়ানীর কর্ম্মচারীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার (বাদীর) দেয় খাজনা বাকী করিয়াছে এবং [illegible] সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া [illegible]

[illegible] ১৪ আইনের ৩৩ [illegible] ধরিতে পারেন। হাইকোর্টে

এ [illegible] ইহা করিতে পারেন। হাইকোর্টে

এ [illegible] ইহাতে ৩০ এ মার্চ সম্পত্তি বিক্রয় করা হইয়াছে। কিন্তু আদালতের নিয়মানুসারে বিক্রয়ের ৩০ দিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই। বাদী আবেদনে এ বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই। এবং ১৮৬৮ অব্দের বঙ্গভাষায় আইন অনুসারে উপনিবেশীয় আদালতে বিক্রয়ের যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহাতেও নির্দ্দিষ্ট দিনের উল্লেখ ছিল না। বাদী এই আর এক আপত্তি করেন যে বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে মৌজার নামোল্লেখ ছিল না। কিন্তু মৌজার নাম না দিয়া কেবল সম্পত্তির নাম ও কালেক্টরির মৌজিল নম্বরের উল্লেখ থাকিলেই চলিতে পারে। এডভোকেটজনরল বাদী পক্ষ হইয়াছেন সে বিষয়ে আদালতের মত এই গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মণ না পাওয়াতে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। বাদীর উকিলদিগের প্রস্তাবপূর্ব্বক খাজনা না দিয়া সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বা তাঁহার কোন কর্ম্মচারী এই প্রস্তাবনার লিপ্ত আছেন এরূপ বোধ হয় না। অতএব কোনরূপে সম্পত্তি বিক্রয় রহিত হইতে পারে না। এই হেতুবাদে মকদ্দমা খরচা সহিত ডিসমিস হইল। তবে আদালত এই অনুমতি দিলেন, বাদী ইচ্ছা করিলে প্রস্তাবনার বিষয়ে অন্য মকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন।

১৮৮৩ সনের ৪ ঠা সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি গ্রেসেপ ও বিচারপতি [illegible] নিম্নলিখিত ফৌজদারী আপীলের মকদ্দমায় নিম্নলিখিত নিষ্পত্তি হইয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্র বাদী। [illegible] ও অন্য অন্য ব্যক্তি প্রতিবাদী।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২৪৯ ধারা অনুসারে যে সকল মকদ্দমা হইতে তাহা আসীম, তাহাদের মকদ্দমার বাদীর অনুপস্থিতি হেতুতে আসিষ্টেণ্ট মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন না।

১৮৮৩ সনের ১৩ই জুলাই বাদী একজন পুলিস কনষ্টেবলের [illegible] অপরাধের জন্য [illegible] ফরিয়াদ করেন। ১৫ এ জুলাই মকদ্দমা ডাকিলে বাদী হাজির ছিল, প্রতিবাদী উপস্থিত না হওয়াতে [illegible] আসামী পুনরায় মকদ্দমার দিন ধার্য্য হয়। উক্ত দিনে বাদী অথবা তাহার মোক্তারী কেহই উপস্থিত হইল না। আসিষ্টেণ্ট মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন।

[illegible] ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪৪৯ ধারা অনুসারে ঐ দিবস মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে দরখাস্ত করেন যে মকদ্দমা ডিসমিস হওয়াতে তাঁহার মনে ক্লেশ হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন। কমিশনর সাহেব রিবিজনে এই মকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকট ফিরিয়া পাঠাইয়া দেন। মাজিষ্ট্রেট মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দ

সেনাপতি গর্ডন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়াছেন, এবং অবশ্যই তিনি স্বেচ্ছানুসারে তাহা করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ এপ্রেল। এডিনবরার ডিউকের পত্নী মিলানে একটী কন্যা প্রসব করিয়াছেন।

আবিসিনিয়ার সম্রাটের সহিত ইতালির যে সন্ধি হইয়াছে তাহার প্রতি সম্রাজ্ঞীর অত্যন্ত বিদ্বেষ হইয়াছে।

ভায়েনা ২১ এ এপ্রেল। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী বার্লিনে ও রোমেরস যুদ্ধের জন্য লণ্ডনে যাইবেন।

লণ্ডন ২১ এ এপ্রেল। লর্ডমেয়র ভবনে ৩ শ্রী মহাসভা বসিয়াছিল সেখানে ও মার্কিস বাসক স্থানে যোগ দিবার সম্ভাবনা। গর্ডনের পত্রে পার্লামেণ্টে উহার নিরাপদে অবস্থান করিবার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ এপ্রেল। ভূমিকম্প হওয়াতে ইংলণ্ডের পূর্ব্ব সেনর ইল্স ইইচ ও কলচেষ্টর নামক স্থানের বাটীর চূড়া ও ধূম নির্গমের পথ সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বহুতর অট্টালিকারও অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে।

ভায়েনা ২২ এ এপ্রেল। জনপ্রতি ৫ এর অধিক বাক্তির পক্ষে ভোট পতিত হইয়াছে।

প্যারিস ২২ এ এপ্রেল। কাম্বুজে যুদ্ধ অবসানিত এবং রাজপুত্র চুলের পলোয়াতি হওয়াতে সমস্ত সেনাগণের মনে আনন্দ হইয়াছে। চীনের সম্রাজ্ঞীর পরিবর্ত্তন হওয়াতে চীনের সহিত ফরাসিদিগের যুদ্ধ বাধিবে এইরূপ লোকে অনুমান করিতেছিল।

মিশরে সর হইলিন বয় নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ইতালিকে নিরোধিত করা হইতেছে।

লণ্ডন ২৩ এ এপ্রেল। ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট ইতালির ভেটের সহিত পরামর্শ করিয়া মিশর গবর্ণমেণ্টকে সৈন্য ও রিজর্ব টাকা প্রেরণের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। মন্ত্রিসভায় এই বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে। সমস্ত বিবেচনার জন্য প্রধান মন্ত্রী [illegible] এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ এপ্রেল। কলিকাতা হইতে ৩ লক্ষ ৩ লক্ষ টাকা প্রাপ্তকালে চাইজার্স [illegible] ৮৮,৫৯,২৫,০০০ টাকা অর্থ ও ৮৮৩ [illegible] অপহৃত হইয়াছে। জাতীয় ধনের মধ্যে আশী [illegible] টাকা পরিশোধ করা হইবে। টাকা যেমন আছে, তেমনি থাকিবে [illegible] করা হইবে না।

মহাসভায় প্রধান মন্ত্রী [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] রক্ষা করিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইয়াছেন যে আবশ্যক হয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দান করিবেন।

প্যারিস ২৩ এ এপ্রেল। মিশর গমন [illegible] আক্রমণ করিতে পারে, এই কথা বলিয়া ফরাসি সম্রাজ্ঞীকে [illegible] করিতেছেন।

লণ্ডন ২৪ এ এপ্রেল। জনস্টন এইরূপ যে রাজপুত্র চুল [illegible] করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ এপ্রেল। আবিসিনিয়া রাজ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে যুদ্ধের প্রকার বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইয়াছেন। মিশর সৈন্যেরা আবার যুদ্ধ আরম্ভ প্রকাশ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

২১

বঙ্গদেশের আবকারি কমিশনর আগামী ১০ ই মে তারিখে অপকারিতার বিষয় অনুসন্ধান আরম্ভ করিবেন।

ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ বলিতেছেন গ্লাডষ্টোন সাহেব লর্ড সল্সবরি হইতে অগ্রিম আগামী হইয়াছেন। তিনি যদি লর্ড সল্সবরি হইতে না পান, তাহা হইলে কর্ম্মত্যাগ করিবেন।

গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে, আমাদের পনর বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বিধবা ১৮১০। ১৫ ও ৪০ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী বয়স্ক বিধবা ১১৫২৯৯ ও ৪০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক বিধবা ২৫০৬৯৬ জন আছে। খ্রীষ্টান লোকের সংখ্যা ৮৪৬৬৬ জনমাত্র।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, হরপুরের ভূতপূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জন কে, ডি, ঘোষের পুত্র এ, এ, ঘোষ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ঔইলফ্রিড ব্লণ্ট সাহেব মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কংগ্রেসের মুসলমান সভ্যেরা সেই বিষয়ে বিবেচনার্থ ১২ ই একটী সভা সংবেশন করিয়াছিলেন। তাহারা মহামান্য জাতীয় ফোসেন এতদর্থে এক লক্ষ এবং আর একজন মুসলমান ১০ হাজার টাকা দিবেন বলিয়াছেন।

টাইম্স্ অব ইণ্ডিয়া বলেন; ঢাকার ব্যাঙ্কস আৎজ্বরাবাদ হইতে মুরাটে বদলী হইয়াছেন। এখানে তিনি দর্শনী লইয়া চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। নিজ হস্তে আইন প্রচলন করাতে গবর্ণমেণ্ট কি তাঁহাকে এই শাস্তি দিলেন?

[illegible] সুবিধার জন্য সার ইউলি ওয়েডারবরন সাহেব একটী কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষকদিগের কিরূপ উপকার লাভ হইবে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একটী ব্যাঙ্ক স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। ষ্টেট সেক্রেটারির বোম্বের বন্দর আপত্তিতে ইহার অনুরোধ করিবেন। ওয়েডারবরন সাহেব পুনা কালেক্টরির অন্তর্গত পুরন্দর তালুকে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক হইতে সাহায্য পাইয়া কৃষিকার্য্যের সুবিধা হইবে আমাদের ত এরূপ বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্যে হলস্থ অনেক, তাহাতে ব্যয়ও আছে। সামান্য অবস্থার কৃষকেরা যে এই সকল উপদ্রব সহ্য করিয়া ও ব্যয় করিয়া ঋণ পাইতে পারিবে, আমাদের এরূপ বোধ হয় না।

আগামী জুলাই মাসে প্যারিস নগরে সিভিলাইজেশন হইবে। ভিক্টোরিয়া মহারাণী ঐ মেলা কমিটির অনরেরি মেম্বর হইতে, এই জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

মান্দ্রাজে ও কলিকাতার ন্যায় মেলা হইবার কথা হইতেছে।

ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, জলের দোষই ওলাউঠার কারণ। কিন্তু এবারে কলিকাতায় ওলাউঠা এ সিদ্ধান্তে বিষম সংশয় জন্মাইয়া দিয়াছে। কলিকাতার জলের জল হইয়াছে। এ জল যে পরিশুদ্ধ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু এ জল কলিকাতায় ওলাউঠা নিবারণ করিতে পারিল না। তবে কলিকাতায় ওলাউঠা হইবার দ্বারা এই একটী বিষয়ের প্রমাণ হইতেছে, পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন স্থানকে ওলাউঠা বড় আক্রমণ করিতে পারে না। কলিকাতার দক্ষিণ অংশে ওলাউঠা [illegible] করে। আমরা কেবল বিচার পতি মরিসন্ড লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর টমসন সাহেবের ওলাউঠার কথা শুনিতে পাই। তাঁহারা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতার উত্তর অংশে শত শত ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আরও আমরা এই বিশেষ সংবাদ শুনিতে পাই, বহুবাজার ও পটলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে যত লোক মরিয়াছে তত উত্তরাংশ না যাইবে, ততই অধিক লোকের মৃত্যু দেখিতে পাইবে। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে, উত্তর অংশ এত পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন নয়; যদি উত্তর অংশও দক্ষিণ ও মধ্য অংশের তুল্য পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হইত, তাহা হইলে পীড়ার এরূপ ইতর বিশেষ হইবে কেন? বোধ হয়, উত্তর অংশের লোকেরা অস্বাস্থ্যকর, এই নিমিত্ত মিউনিসিপ লিটির কর্ত্তাদিগের তাহাদিগের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। কলিকাতার ওলাউঠা কলিকাতাবাসির জীবনে ও মফস্বলবাসির জীবনে যে ফল প্রসব তাহাও জানাইয়া দিতেছে। কলিকাতায় ওলাউঠা হওয়াতে ইলবার্ট বিল পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু মফস্বলে মরিয়া উকৃষ্ট উঠিয়া গেলেও মফস্বলের মিউনিসিপালিটির মহাত্মারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না। কিন্তু ইহার অন্যথা হইলে ভ্রূযুগল উর্দ্ধাধঃ বিলক্ষণ চঞ্চল হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজে বিলক্ষণ ওলাউঠা বিসূচিকা হইয়াছিল। চিকিৎসকেরা আরোগ্য করিতে না পারাতে তিনি তাঁহাদিগকে কার্য্যচ্যুত করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible] বিবাহের [illegible] ভিন্ন [illegible] সাধারণ [illegible] করিয়াছেন। এই [illegible] ইতিমধ্যে [illegible] গিয়াছে। [illegible] পরিবারের [illegible] লোকের [illegible] পাঁচটি [illegible] [illegible] নানাপ্রকার [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] আত্মীয়েরা [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] পরিবারের [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible]

মাদ্রাজ টাইমস যে পত্র লণ্ডনে পাঠাইতেন তাহা হইতে উদ্ধার গ্রহণ করিয়াছি। বর্তমান এত দিনের পর মাদ্রাজ টাইমস্‌কে পত্র লিখিবার অনুমতি দিয়াছেন।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সর চার্লস টর্ণর আগামী মার্চের প্রারম্ভে কর্ম পরিত্যাগ করিবার সংবাদ করিয়াছেন।

পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর চার্লস এচিসন নিম্ন কর্মচারিগণদ্বারা পরিবৃত হইয়া সিমলার পথে করিয়াছেন। সিমলা ঠাণ্ডার অনুপযুক্ত হইয়াছে। সিমলায় গিয়া কমি রাজধানীর কর্ম, লণ্ডনে বসিয়া যে রাজকার্য হইবে না, আমরা তাহার যেন কারণ খুঁজিয়া পাই না।

বার্মায়, চাকরী ও অধ্যয়ন উপলক্ষে জাপানের প্রায় এক হাজার লোক আসিয়া বাস করিতেছে। জাপানিরা স্বদেশে যেমন বিলক্ষণ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে।

রেঙ্গুনের নাইকেল পাকে, পাখা টানে ইত্যাদি সংবাদ পাঠক শুনিয়াছেন। আজ আবার একটী সংবাদ শুনুন। একজন চেলেদার সিগন্যালারের ছেলেগাড়ি হইতেছিল পাকা রাস্তায়, সে একটী বালককে সিগন্যালারের কাজ শিখায়। বালক কাহার সেই কাজ করে। ঈশ্বর আশীর্বাদে উইটেনহেম গ্রামক স্থানে এই ঘটনা হইয়াছে। আমরা স্থানের ও নরের অনেক বিষয়ে দোষ দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি।

পরিণামে বিবেচনা না করিয়া পাশবিক হইলে যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটে, মৃত কবি মধুসূদন দত্তের দৃষ্টান্ত তাহার সাক্ষ্য দিবে। উক্ত কবির একটী পুত্র জীবিত আছেন আগামী বর্ষে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন। মাই কল নিম্ন অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন, উঁহার পুত্রের ভরণপোষণার্থে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। সেই টাকা কত কিসে খোয়া পড়া হয়, এই সকল উপদেশ। এমন দু কুপাদৃষ্টি ব্যক্তিকে ইহার উপায় নাই। পুনরায় কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করা কর্তব্য, মৃত কবির বান্ধবগণ এ বিষয়ে উদ্যোগশীল হউন।

টাইমস্‌ অব ইণ্ডিয়া শ্রবণ করিয়াছেন, বোম্বের কতকগুলি সাক্ষ্যপত্র বোম্বে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়াছে।

ভারত উপকূল হইতে ব্রহ্মদেশ ও মলোয়াতে গবর্ণমেণ্টের ডাক লইয়া যাওয়া ও আনয়ন করিবার নিমিত্ত ব্রাসিনান ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছে।

তাতীদের বিদ্রোহ শান্তি হইয়াছে।

পুরুলিয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সম্প্রতি মানভূম জিলার একটী বহুদূর পল্লীগ্রামে একটী ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। রাজা আসিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিমিত্ত মঞ্চ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সাহেব কখনও এইরূপ বোধ করিতেছেন যে, এই মঞ্চের উপরি দাঁড়াইয়া সাহেব তাঁহার পদমর্যাদা সূচিত হইয়াছে।

জামুলের আমীর সম্প্রতি খাইবার পাস নামক পার্বত্য পথ পরিদর্শনের সুবিধার নিমিত্ত অত্যন্ত মনোযোগী হইয়াছেন। কাবুল ও পেশোয়ারের পথে পতি অতিশয় চোরের এবং স্থানে স্থানে ডাকাতি করাইবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহার উপায় হইতে পথিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পুলিসেরও ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

হাবড়ার অন্তর্গত রামেশ্বরপুরের একটী ২১ বৎসরের যুবা সাহা আরে যুদ্ধ পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া সোণার উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যদ্দুর ক্রমে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়া উঠিতেছে। উপার্জন করিবার পূর্বে বিবাহ দিবার প্রথাই এই অনর্থের মূল। এখন আর পূর্বের মত প্রজাপতি দীর্ঘিকা চাষ হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত ভিক্টোরিয়া নামক স্থানের খনি সংক্রান্ত বিভাগের অধ্যক্ষ। অনুসন্ধানে স্থির করিয়াছেন যে গত বৎসর ভিক্টোরিয়া খনি হইতে ৭৮৫৭৯১ আউন্স স্বর্ণ সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহার পূর্ব বৎসর (১৮৮১) ৮৬৫১... ঔন্স স্বর্ণ সংগৃহীত হয়, পূর্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর অনেক ন্যূন হইয়াছে।

কুইন্সল্যাণ্ড সাহেব কোলাপুরের মহারাজের অপমৃত্যুর কথা পার্লামেণ্ট মহাসভায় শোক করিয়াছেন। তিনি অন্যান্য সেক্রেটারি অফ সাহেবকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে অন্যান্য সেক্রেটারি বলেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের এতৎসংক্রান্ত পত্র উঁহ সেক্রেটারি পাঠ করিয়াছেন। অন্তে উহা স্থির হইয়াছে মহারাজ ১৮৮৩ অব্দে পাগল হন। তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে কোলাপুর হইতে আনাক্ষ নগরে প্রেরণ করা হয়। তথায় ব্যাটসাহেব ও প্রাইভেট ফিজিসিয়ান তাঁহার যত্ন বিধান করিতেন। ২৫ এ ফিব্রুয়ারি মহারাজ কিছু হইয়া গ্রিন সাহেবকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতি কোন অনুযোগ না করিয়া কেবল তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহারাজ গ্রিন সাহেবের গলা টিপিতে থাকেন। ডাক্তার প্রভৃতি আসিয়া মহারাজকে ধরিয়া ফেলেন। মহারাজ পাগল হইয়া গ্রিন সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ তাঁহার স্ত্রীর নিকট প্রেরিত হইলে তিনি মূর্ছা যান। কোলাপুর মাজিষ্ট্রেট ও কতকগুলি দেশীয় লোকের উপর প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধানের ভার হয়। মহারাজ যে [illegible] করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, উহাতে তাঁহার বিষপ্রয়োগ দোষ। বিষপ্রয়োগ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র বক্তব্য নাই। আমাদের বক্তব্য ছিল, পাগল হইলে কেন পীড়া শরীরে লাগেনা; কিন্তু ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট মহারাজের বিষয় আমরা সুতরাং একটী ভাবের পীড়া এই বাহির, আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইহার মূল হইয়াছে। কেবল আমাদেরই, দোষ এই আমাদের এ নূতন শিক্ষানবিশ হইবে। 21

আমাদিগের রাণাঘাটীয় সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সম্প্রতি এই মহকুমিকের অধীনস্থ কাঁচড়াপাড়ায় একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। পুলিস এ পর্যন্ত কিছুই কিনারা করিতে পারেন নাই। ডাকাইতের ডাকাইতি করার কথা এক প্রকার চাপা পড়িয়া গেল। বলা বাহুল্য পুলিস তাহাদের কিনারা করিতে পারেন নাই। মফস্বলে ডাকাইতের বড় বড় চুরি, ডাকঘরের ডাকাইতি, এবং কাঁচড়াপাড়ার ডাকাইতির কিনারা করিতে এ মহকুমিকের পুলিসকর্মচারিরা শোচনীয় অযোগ্যতা প্রদর্শন করিতেছেন। যাহা হউক বড় দুঃখের বিষয় পুলিসকর্মচারিরা যে এ ডাকাইতি বা বড় বড় চুরির বিষয়ে তদন্ত করিয়াছেন [illegible] চুরি, ডাকঘরের ডাকাইতি কিনারা হইল না, তখন যে কাঁচড়াপাড়ার ডাকাইতির কিনারা হইবে তাহারই বা প্রমাণ কি পাঠকবর্গ! এই পুলিসের কথা প্রজারা মনে শোষিত করিয়া বৎসর বৎসর রাশি রাশি টাকা দিয়া থাকে। আমরা প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা এরূপ অযোগ্য কর্মচারী রাখিয়া ধনক্ষয় করেন কেন? গবর্ণমেণ্ট আর নিশ্চিন্ত থাকা ভাল দেখায় না। আমরা দেখিতেছি এই বড় চুরি ডাকাইতির কিছু করিতে পারেন না, কেবল " তাঁচকলা তাঁচকলা ছেঁকিতেছেন, " ডাইরেক্টার চোর ধরিবার মন্ত্রপূত

[illegible] বাবুদিগের নিকট কমিশনার নিমন্ত্রণ যে কেন পুত্র বাবু আশু প্রসন্ন ঘোষের ম জ্বালানি উপলক্ষে একটী মকদ্দমা হাজির হইয়া ট্রেন ডেকোয়ারী আসামীতে হইয়াছে [illegible] বাবুদের পক্ষে কৃষ্ণনগরের ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উকীল এবং কালীপ্রসন্ন বাবুর পক্ষে [illegible] বাবু ডেভরেও শ্রীযুক্ত কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা বিচারের ফলাফল এবং এই মকদ্দমার বিশেষ বিবরণ ও দোষ পরে পাঠকবর্গকে জানাইব। 22

[illegible]

[illegible] ইইতে [illegible] এই সময়ে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বাবু বিনোদবিহারী মিত্রের অনুপস্থিতিকালে অথবা যে পর্যন্ত অন্য হুকুম না হয় তাবৎ পর্যন্ত [illegible] বাবু নীলমণি পাল এ চৌকিতে আগমন করিলে তাঁহার নিকট হইতে [illegible] করিবেন।

বাবু পুলকিলাল [illegible], ই, এ, বি, এল ই জেলার মুন্সেফের প্রতিনিধি হইয়া [illegible] করিবেন।

ফরিদপুরের অন্তঃপাতী ভাঙ্গা নিবাসী বাবু হরমোহন মুখোপাধ্যায় ছোট আদালতের [illegible] টাকা পর্য্যন্ত [illegible]।

বাবু পূর্ণচন্দ্র [illegible] যে পর্য্যন্ত [illegible] বাবু উমেশচন্দ্র সেন ফরিদপুর জেলার [illegible]।

১৩ই [illegible] বাবু কমিশনরের প্রতিনিধি সহকারী বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

ঐ তারিখে [illegible] বাবু [illegible] মোহন [illegible] মাজিষ্ট্রেট, অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

[illegible] বাবু [illegible] ১৩ই [illegible] পুনরায় [illegible]।

১৯শে [illegible] বাবু [illegible] মাজিষ্ট্রেটের [illegible]।

সংবাদদাতার পত্র।

রাণাঘাট।

গত ১৮ই চৈত্র পূর্ব্বাহ্ণ ৮।৯ টার সময় রাণাঘাটে একটী [illegible] হইয়া গিয়াছে। তাহার বিবরণ এই—পূর্ণচন্দ্র [illegible] নামক কোন ব্যক্তি রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী [illegible] লোকের মধ্যে একটী ব্যাঙ্ক দেখিতে পায়। সে (পূর্ণ [illegible]) ঐ ব্যাঙ্কে [illegible] করিবার উদ্দেশে এক [illegible] বন্দুক, চালাইতে পারে, তাহাদিগকে সংবাদ দেয়। উক্ত পূর্ণ ঘোষ তাহাদিগকে লইয়া তাড়াতাড়ি করাতে বাবু ক্রমে বাবু রাজনারায়ণ পাল চৌধুরীর বাটীর মধ্যস্থ গোয়ালঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। এ স্থানে তাহাকে মারিবার জন্য গুলি চালান হয়। ঐ গুলি বাঘের গায়ে না লাগিয়া পূর্ণ [illegible] গায়ে লাগে এবং ঐ আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। শুনা যায় নৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায়, নটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মঙ্গলাচরণ পাল চৌধুরী এই তিনজনে বন্দুক ছুড়িয়াছিল। তাহার তদন্তে নিযুক্ত হইয়াছে, অদ্যও পুলিস তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং আততায়ী ফরিদপুরে পাঠাইয়াছেন। ঐ বাঘে প্রথমে [illegible] সময়ীকে, তৎপরে পূর্ণচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছে। এই আক্রমণ স্থানেই [illegible], কিন্তু [illegible] চন্দ্র [illegible] পূর্ণচন্দ্রের [illegible] কর্ত্তিত করিয়াছে, তাহাতে তাহার সাংঘাতিক [illegible]

ঐ রাত্রি অনুমান সাড়ে আটটার সময় বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। অন্যান্য [illegible] বাবু এবং অন্যান্য ব্যক্তি ঐ স্থানে পুনরায় বাঘ আসিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বাঘ দুই জন লোককে আঘাত করিয়া ঐ সকল লোকের মধ্য দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সুতরাং এক বারের আর [illegible] সাহসিক।

বাঘের গুলিতে পূর্ণচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, এই [illegible] আমাদিগের দুইটী চাষার প্রাণ উপস্থিত হইয়াছে, পূর্ণঘোষের মৃত্যু দুঃখের প্রথম কারণ। [illegible] যেরূপ উপদ্রুত হইয়াছে, তাহাতে এই স্থানে একটী শিকারী দলপ্রভৃতি করা নিতান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে [illegible] হইতেছিল। কিন্তু ইহা দুঃখের, সেই [illegible] দুঃখের, ইহাই [illegible] কারণ।

আমরা গত বৎসর [illegible] বাঘ সম্বন্ধে এখানে একটী ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছি। অদ্য বৎসর যে বাঘটী রাণাঘাটের মধ্যে আসা পড়ে, [illegible] প্রথমে বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। তখনও বাঘ যথাক্রমে বাবু রাজনারায়ণ পাল চৌধুরীর ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল।

[illegible] কথা এখানে বিলক্ষণ প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, অধিক [illegible]। পৃথিবী ক্রমেই [illegible] হইয়া আসিতেছেন। [illegible] করি বিসূচিকা [illegible] প্রাদুর্ভাব [illegible] করা যাইবে।

সম্প্রতি [illegible] (ইলাম) রাণাঘাট চলে [illegible] কতিপয় ছাপী লোককে উক্ত গ্রামের অনারেবল [illegible] বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বাবু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে [illegible] করাতে রাণাঘাটের [illegible] আদালতে [illegible] হন। আমাদিগের মাননীয় [illegible] বাবু [illegible] মহাশয় [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] অর্থদণ্ড করিয়াছেন। আমরা শুনিতে পাই [illegible] সাত [illegible] লোক, তবে তাঁহার [illegible] কেন?

[illegible]।

যদি কেহ সাহায্য [illegible] ও [illegible] মশক ব্যবহার [illegible] করিতে ইচ্ছা করেন, একবার হুগলীতে আসিলেই তাঁহার [illegible] পূর্ণ হইবে। আকাশে ও জল নাই, আমার [illegible] কলিকাতার মশার মধ্য দিয়া একটী জলের রেখা দেওয়া হয়। সুতরাং রাত্রায় [illegible] আর একখানি বৃহৎ পশ্চিমাঞ্চল-বাসিনী নৌকা ধীরে ধীরে যাইতেছিল অমনি আবিনীর ভাবে চলিয়া ও স্পর্শ সুখে মোহিত হইয়া এই সুখময়ীর আলস্য নিদ্রায় নিমগ্না হইল। কয়েকটী পশু ও একটী মহাপশুমাধিক লক্ষ্য প্রাপ্ত হইল। এই কাণ্ড লইয়া [illegible] হইয়াছিল, কিন্তু বিচারে তাহার [illegible] দোষ প্রমাণ হইল না। মারপারেটের [illegible] সাহেব [illegible] পাইয়াছেন। বিচার যথার্থই হইয়াছে। আমরা দারুণ অনুরোধী, আমাদের বিবেচনায় হরতারা মাঝিকের পরমায়ু শেষ হইয়াছিল অথবা তাহার অদৃষ্টে দোষ, এই মাত্র বলিতে পারি। তবে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বাপীয় তরি না চালাইলে ভাল হয়। দোষ হয় না চালাইবার [illegible] আইন আছে। যদি না থাকে, তবে থাকা আবশ্যক।

হুগলীতে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দুই তিনটী পরিবারকে শোকানলে জ্বালাইয়া রোগ রোগের এখনও মনস্কামনা যে পূর্ণ হইয়াছে এমত দেখিতেছি না।

পূর্ব্বে এতদঞ্চলবাসীরা ডাক্তারখানা হুগলীতে ছিল, এক্ষণে দুই [illegible] আছে। বিচার করিয়া দেখিলে হুগলীতে আরও [illegible], ইহা নিতান্ত দোষ [illegible] [illegible] কারণ আছে। [illegible] অধিবাসীরা [illegible]

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] পক্ষে [illegible] ছোট ছোট বালকদের পক্ষে [illegible] উপকারী নিয়ম। এ মাসের বিদ্যালয়ের [illegible] পূজাদ্বয়ে দুই প্রহরের সময় বসিয়া পড়া শুনা করিলেও ক্ষতি নাই, রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিলে বিলক্ষণ অপকার। অতএব অভিভাবকদিগের পক্ষে এটি বড়ই আবশ্যক, এই জন্য কলেকগুলিতে বেশি ছুটী এবং এই জন্যই সিমলা ও দার্জ্জিলিংয়ের সৃষ্টি। শীতকালে আর গ্রীষ্মে শিক্ষক ও বালক অকর্ম্মণ্য; কিন্তু বিদ্যালয়ে আসিলেই উন্নতি ঘটিবে, আমরা ইহা বুঝি না। শীতকালে কার্য্য করা যায়, পরিশ্রমের কাল বটে কিন্তু যদি শক্তি থাকে। যখন সংক্রামিক জ্বর বেশ হইতে যাইবে, তখন শীতকালে বিদ্যালয় ছুটী না হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মোম প্রকাশের এখানে কলিশন দেলে পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীগোপালকুমার চক্রবর্ত্তী।

[illegible] হইয়াছে। মফস্বল হইলে ৫ আনা মাসুলের ডাক টিকিট পাঠাইলে সম্পাদক করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের সুবিধার নিমিত্তে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি ও বিজ্ঞাপন পত্রাদি শ্রীযুক্ত কুলেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিবসের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা; ৵০ আনার ন্যূন আর গ্রহণ করা হয় না।

বেদান্ত-রত্নাবলী।

"সিদ্ধান্তনিপুণায়" শঙ্করাচার্য্যের "নিগুণমানস" পাদরত্নাদি সহিত "রত্নাবলী" সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা সহিত "বেদান্তসার" এই চারিখানি গ্রন্থ একত্র মূল ও বঙ্গানুবাদ সহিত মূল্য ১৷৵০ আনা, ডাকমাশুল /০ এক আনা। "উপনিষৎ ও পঞ্চদশী" প্রকাশক শ্রীমহেন্দ্রলাল পাল; বোড়াসাঁকো, ১৪৯ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটের, কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের পরীক্ষিত ও অব্যর্থ !!!

সুধাবিন্দু তৈল।

অতিশয় অম্লরস বা চিন্তা-জনিত মস্তিষ্ক সঞ্চালন, দৌর্ব্বল্য, মস্তক ঘূর্ণন ও অন্যান্য কারণ জন্য শিরঃপীড়ায় মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে অকালপক্কতা ও কেশহীনতা নিবারিত হইয়া কেশ ঘোরকৃষ্ণ ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও [illegible] মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য আরোগ্য করে। মূল্য ১ শিশি ১৷৷০ টাকা, মাশুলাদি ৵০ আনা ১৷৷০ টাকা।

প্রশংসাপত্র।

The Bengalee 23rd Dec 1882.

We have received one small bottle of scented Hair Oil manufactured by Dr Nandalal Mookerji. Besides being scented it possesses medicinal properties and has proved efficacious in diseases of the head.

সোমপ্রকাশ ১৭ ই পৌষ ১২৯০ সাল।

কলিকাতা জানবাজারের ডাক্তার বাবু নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের কৃত "সুধাবিন্দু তৈল" আমরা এক শিশি উপহার প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম তাহা নামানুরূপ হইয়াছে——

গাইকারদিগকে যথোচিত কমিশন দেওয়া যায়।

সুবরঞ্জন ডিস্পেন্সরি পঞ্চমুড়ার জানবাজার কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ।

ভাব প্রকাশের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক মাশুল সহ মূল্য ১৷৵০। এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে দেশের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রসমূহের সম্পাদকেরা মুক্তকণ্ঠে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তক কেবল ৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীহুর্গাচরণ রায়—কাব্যেরত্ন।

কবিতা-কুসুম।

অর্দ্ধ মূল্যে পাঁচ শত বিতরণ।

মাশুল সমেত চারি আনা।

সত্বরে মূল্য সমেত আবেদন করিলে প্রাপ্ত হইবেন। নির্দ্দিষ্ট প্রাহক পূর্ণ হইলে আর কেহ ঐ মূল্যে পাইবেন না।

সঁাওতালচক পো: ডলুবাটী পো: মেদিনিপুর জেঃ } শ্রীআনন্দলাল মাইতি

অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন !!!

উহা দেশীয় কবিগণ উচ্চস্বরে বারংবার বিঘুই নয়। ইহাতে রক্তামাশয়, সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, কলেরা, ভেদ, অজীর্ণ ও অম্লশূলযন্ত্রণার পেটের পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৬ পুরিয়া এক টাকা পোষ্টিং ৵০। অর্শরোগের অব্যর্থ ঔষধ। ৭ দিবসে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য দুই টাকা পোষ্টিং ৵০।

আরোগ্য না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অবস্থানু যায়ী ব্যবস্থা দেওয়া যায়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ত্রিটিশ চন্দননগর বৃন্দা শিবতলা

সকল প্রকার স্নেহরোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

(প্রতি শিশি মূল্য ২ টাকা—প্যাকিং ।০)

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রস্রাবকালীন জ্বালা সহজ ধাতুনির্গমন, প্রস্রাব শাদা থড়ির ন্যায় খোলা হওয়া, ধারা ঘোরা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি সপ্তাহে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সেবনে কবিরাজ এবং বিশেষজ্ঞ বহু ব্যক্তি আরোগ্য হইয়াছেন।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

(মূল্য প্রতি শিশি বড় ১৷০ টাকা—প্যাকিং ।০ ।)

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পার্শ্বশূল, হৃৎপিণ্ড, নাড়ী বা, রক্ত দূষিত হওয়া এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন, ইহার সেবনে পক্ষান্তরে অঙ্গপরিষ্কার, সুধাবৃদ্ধি, বলাধান, মেদপুষ্টি ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

সুবাসিত হেমকুমারী তৈল।

(মূল্য প্রতি শিশি প্যাকিং সমেত—এক টাকা।)

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল ও লম্বা বৃদ্ধি হয়, চুল উঠা, শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা, হাত পা জ্বালা নিবারণ করে। প্রত্যহ স্নান ও কেশবিন্যাস কালে এই তৈল ব্যবহার করিলে শরীরের মলিনতা সকল বিনাশ করিয়া শরীর ও চুল পরিষ্কার উজ্জ্বল, সুশ্রী, সরসযুক্ত হয়।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপী দন্তমঞ্জন।

(মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা—ডাক প্যাকিং ৵০ ।)

ইহা দ্বারা দন্তমূল, দন্ত কনকনানি, দন্তের ব্যাধিতে পূঁজ, পুর ও রক্ত পড়া ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ নিশ্চয় সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা বিবিধ দন্ত সুন্দররূপে মার্জ্জনা করিলে দন্ত মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়, মুখের দুর্গন্ধ একেবারে যায়।

প্রাপ্তিস্থান আমাদের ঠিকানা।—২২ নং কর্ণওয়ালিস

ষ্ট্রীট কলিকাতা, ভবানীপুর ব্রাঞ্চ ডিস্পেন্সারি, ৩৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের শিবতলা বাজার।

"কনক-বাহিনী" এবং "সরোজ-বাহিনী।"

(সুসাময়িক উপন্যাস)

এই মনোহর উপন্যাসদ্বয় স্ত্রীজাতিকে সচ্চরিত্র ও পতিভক্তি শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিনী। সোমপ্রকাশ ও সংস্কৃত ডিপজিটারিতে প্রাপ্তব্য, সাবজেলীতে, টাদেবাবাবু পঞ্চচন্দ্র নাথের দোকানে, ও কলিকাতা মজাল স্কুলে পাওয়া যায়। মূল্য প্রত্যেকের এক এক টাকা।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী।

৩৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ইংরাজি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক এবং নানাপ্রকার নাটক ও উপন্যাস সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে :—

মহাত্মা মধুরানাথ তর্করত্ন ও মানব জনমোহন বসু ১০ বেণিয়া বালিকা (উপন্যাস) উমেশচন্দ্র গুপ্ত ৵০ কেশব প্রয়াগ ৵০ সচিত্র পকেটপঞ্জিকা /৫ প্রেম পঞ্জিকা /৯ কুসুমবালা ।০ স্বদেশের হিতশিক্ষা ৷৵০ যুক্তিসমুচ্চয় ৵০ আমরা কয়জন ৫, সোভনা উপন্যাস ১, সীতারবনবাসের অর্থ ৺কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷০ সীতার বনবাস-পঞ্জিকা ।৵০ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনচরিত ৵০ কেশব বিয়োগ ।০ অযথি মহত্ত্ব, বাবু রামদাস সেন প্রণীত ।০ হর রমণী ১।০ মহম্মদীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ১, সিটশিক্ষা ৫ বঙ্গমহিলা /৯০ মর্ম্মীহারি কাব্যের সিদ্ধমাধুরী ১, সাবাই তাল ৵০ ব্রহ্মবাদের গীত ৫ ক্যাম্বিরাম কৃত স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন ।৵০ পর্ব্বতবাসিনী ৷৵০ চারুবোধার্থ ৵০ ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত গ্রন্থকারগণ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কমিসন রেটে বিক্রয়ার্থ দিয়াছেন। যথা :—

বাবু হরিচরণ আঢ্য।—পরিমিতি ৵০ আঙ্কিক উত্তরী ৵০ সহজপরিমিতি ।০ বাবু আনন্দচন্দ্র গোস্বামী সাহিত্য সোপান ১ ম ভাগ ।০ বাবু [illegible] নবপ্রবন্ধ ৷৵০ বাবু কালীবর বেদান্তবাগীশ ঐ দ্বিতীয় ।০ কুবিশিক্ষা ।০ কুটিরবন্ধন ৵০ পদ্যময় ৵০ চিত্রবন্ধ ১, পণ্ডিত কালীবরের বিদ্যাসার বাঙ্গালা ব্যাকরণ ।৵০ বাঙ্গালা বিদ্যাসার ৵০ কুসুমমাল ১ ম ।০ চারুশীক্ষা (দ্বিতীয়াংশ ভাগের টীকা) ।৵০ কাব্যোদ্যান ১ ৷৵০ ইত্যাদি

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরীতে প্রাপ্য এক [illegible]

[illegible] ৵০ [illegible]

[illegible] (মূল্য [illegible] সোমপ্রকাশ ৩।০ ডেলি [illegible] [illegible] ২।৩ হিসেবে [illegible] [illegible] ১ টাকা এবং [illegible] ।০ আনা।

সুপ্রাপ্যগ্রন্থ।

[illegible] ভারতবর্ষীয় অধিবাসি, বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ ও পাঠকের সোমপ্রকাশের মূল্য [illegible] করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত	বাবু কালীবর বেদান্তবাগীশ—কলিকাতা	১০
"	অক্ষয়চন্দ্র দাস—ঐ	১০
"	হরমোহন মজুমদার—শিউড়ি	৭
"	নবকুমার বসু—বরিশাল	৭
"	দামোদর মুখোপাধ্যায়—মজঃফরপুর	৭
"	গোপালচন্দ্র ঘোষ—হালিসহর	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমস্বপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ৩।০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১৯০ টাকা অমনস্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কদাচ সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত দুর্গেশকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, ড্রফ্ট, মরাক চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। ডাক আনায় অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গ্রাহ্য হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে সোমপ্রকাশ প্রাপ্তে অনিচ্ছুক হইলে অবশ্যই পত্র লিখিয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা আমাদের না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদের অগ্রে তিন বার প্রতি লাইন ৵০ দুই আনা ভাড়ার পত্র /০ এক আনা দিতে হইবে।

সোমপ্রকাশ।

দীয়তাং।" ২৫ সংখ্যা।

মে { অগ্রিম বাণ্মাসিক ... সহিত বাণ্মাসিক ৭ টাকা ধার্য্য।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক

বীরবরণ।

"ভিক্টোরিয়া রাজমুখ" "যৌবনে যোগিনী" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং ১১ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটস্থিত রাজধানী কার্য্যালয়ে পাওয়া। পুস্তকের আকার ডিমাই ৮পেজী ২২০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১ টাকা, ডাঃমাঃ ৵০ আনা।

Wanted, at least, 10,00 subscribers for the "Domestic Manual" a book containing two thousands most successful receipts in Medicine, Farriery, Tunnery, Husbandry, Glass, Cookery, Distillation, Oil colours, Varnishes, Metallurgy, Dyeing of all sorts, water-colours, Lithography, Cements, Brewing, Horticulture, Agriculture, House Painting, Manufacture of Glue, Coloured Fire, Crayons, Minature Painting, Colour Marble, Enamelling, Engraving, Bleaching and pouring, Wines, Pickling, Perfumery, Inks, &c. &c. Besides these the book will contain also the cause, symtoms and cures of all Diseases. By a Veteran, Price Rs 2 per copy to registered subscribers and Rs 4 to non-subscribers.

Apply, within this month with remittance to Roghoonath chatterjee's street, Calcutta.

Subscribers, by no means, will become losers by the book.

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৵০
২ য় ভাগ	৵০	৵০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৵০
২ য় ভাগ	৵০	৵০
৩ য় ভাগ	৵০	৵০
বিশেষর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাকমাশুল /১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কল্পদ্রুমের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন চাঙ্গড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন, তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১৮৯০ সাল } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।
১ লা চৈত্র } চাঙ্গড়িপোতা।
সোণারপুর ডাকঘর ২৪ পরগণা।

প্রেরিতপত্র।

বিধবাবিবাহবিষয়ক বিচার।

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়! গত দুই সপ্তাহের সোমপ্রকাশ পত্রিকায় বিধবাবিবাহবিষয়ক সাধুভাষা গ্রামের নিবাসী চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরিত দুইখানি পত্র আমরা দেখিয়াছি, সেরূপ পত্র লেখার লেখক কি ফল পাইতেছেন জানি না, যে সম্বন্ধে আপনি যে মন্তব্য নিম্নে টিপ্পনীতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট, সে পত্র দুই খানির প্রতিবাদ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

কলিকাতার রাজা প্রমথভূষণ দেবলালের উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে গত ৮ই জুন কলিকাতায় যে বিধবাবিবাহ হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে আবার ব্রাহ্মসমাজে ঘোর আন্দোলন ও দলাদলির সূচনা হইতেছে। সংবাদপত্রাদিতেও নানারূপ সমালোচনা হইতেছে। যেরূপ আড়ম্বর, কার্য্যে তাহা পরিণত হইলে সামাজিক অগ্নি হওয়ার সম্ভব। সেই হেতু রাজা প্রমথভূষণের কার্য্যের গুণদোষ সকাশের সমালোচ্য ব্রাহ্মদিগের কার্য্যাকার্য্যের সমালোচনা করা তাদৃশদৃষ্ট বিধবাবিবাহ বিষয়ক বিচার করা আমাদিগের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ দেখা উচিত বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়ার উপায় কি? বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে। আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রে ইহার বিধান আছে, বচন আছে, অপার-সমুদ্র-সদৃশ হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিলে সকলেই স্ব স্ব অভিপ্রেত রত্ন পাইতে পারেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসাদে সে সমুদ্রে যত বিধান বা যত বচনরত্ন আছে তাহা সাধারণে পাইয়াছেন; কিন্তু তথাপি কেহ কৃতার্থ নহেন। বিধবাবিবাহ সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া অদ্যাপি সমাজে প্রচলিত হইল না; সুতরাং বিধবা বিবাহ শাস্ত্রীয় হইলেই যে সমাজে প্রচলিত হইবার যথেষ্ট কারণ হয় এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল না। ইয়ুরোপীয় সমাজে স্বেচ্ছাচারী, কত শত অশাস্ত্রীয় কার্য্য প্রবলবেগে প্রচলিত হইতেছে, অথচ শাস্ত্রীয় কার্য্যে আস্থা নাই। এক ব্যক্তির অত্যধিক বিবাহ, বেশ্যার সংখ্যের হ্রাসত্ব, কন্যাবিক্রয়, ব্রাহ্মণের বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি কত শত অবৈধ কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে। পুরাকালে মহর্ষিগণ সংসারসুখে বিসর্জ্জন দিয়া নির্জ্জনে পর্ণকুটীরে কুশাসনে বসিয়া যে সকল তত্ত্ববিদ্যাত, দর্শন বিজ্ঞান ও ব্যবহার শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, ইয়ানীন্তন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাহার কিয়দংশ অভ্যাস করিয়া অর্থোপার্জ্জনের উপায় করিয়া লইয়াছেন, আধুনিক সমাজে পদে পদে বহুবিধ অশাস্ত্রীয় ঘটনা ঘটিতেছে, অতএব সমাজকে ন্যায় ও অন্যায় তাহা বুঝাইবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা বৃথা। এক্ষণে নামে হিন্দুসমাজ আছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কিছুই নাই। বিজাতীয় রাজার অধীনে সমাজের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্ম্মও হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। পুরাতন-হিন্দুত্বের সমস্ত কার্য্য করিতে গেলেও সমাজ রক্ষা হয় না। এইরূপ উভয় সঙ্কটে এরূপ অবস্থায় অশিক্ষিত সমাজকে হিন্দু শাস্ত্রের বিদ্বানেরা বুঝান সুকঠিন, বিতণ্ডা যুক্তিদ্বারাও আয়ত্ত করা যায় না। বলপ্রয়োগের স্থানী ফল প্রাপ্তির অসম্ভব। ইহার একমাত্র উপায় কাল-প্রতীক্ষা, কিন্তু কেবল কালপ্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলেও চলে না।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাউক, বিধবার বিবাহ না হওয়ায় সমাজের কোন ক্ষতি আছে কি না? বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় সমাজের বিস্তর ক্ষতি আছে, ইহা সকলেই বোধ হয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এ ক্ষতি সমাজস্থ সকল ব্যক্তিরই প্রায় অনুভব করা যাইতে। হিন্দুবিধবা হইতে হিন্দুসমাজে কত মহাপাপের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, প্রতি গৃহে সহস্র কত লোক অহর্নিশ ব্যাপার ঘটিতেছে, কত বিষবৃক্ষ রোপিত হইতেছে, বিধবার গর্ভপাতে কতশত মহীয়সী মানী ব্যক্তির গৃহলক্ষ্মী ভারথার হইয়া মৃত্যিকা অবলম্বন করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কন্যা বা পুত্র প্রসবে বিধবা-বিবাহাচার ধর্ম্মের আবশ্যকতা হইয়াছে। এইরূপ নানা প্রকার অমঙ্গল, অশান্তি, মহাপাপ ব্যভিচারস্রোত বিধবাগণ হইতে সমাজে সংঘটিত হইতেছে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। পক্ষান্তরে, এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে বিধবা হইলেই ব্যভিচার-স্রোত হইতে হইবে, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ প্রকৃতি দুর্জ্জয়, দুর্জ্জয় প্রকৃতির দমন করিতে অশীতিপর লোলচর্ম্মা মহাযোগী পরাশর প্রভৃতিও পারেন নাই। তাঁহাদের অসাধ্য যে কার্য্য তাহা সামান্য তরঙ্গিতযৌবনা রোচনীতে সম্ভবে না; সুতরাং বিধবা হইলেই ব্যভিচারস্রোতা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব, তবে অনেকে থাকেন, ঢাকেন, সমাজভয়ে ব্যভিচারস্রোতা না। ইহাও কখনও করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মনের ভাব সবিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তাহাদিগকেও ব্যভিচারিণী বলা উচিত। পাপ পুণ্যের ভাগী মন বা আত্মা, শুদ্ধ দেহের সহিত পাপ পুণ্যের কোন সম্বন্ধ নাই। কোন পুরুষ বা সধবা বা বিধবা মনে মনে দুষ্কিয়ার দোষে দূষিত হইলেই ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী মধ্যে গণ্য, তবে মনের ভাব কাহারও বোধগম্য নহে, এইজন্য সাধারণ লৌকিক ব্যভিচারকেই ব্যভিচার দোষ বলে। মানসিক ব্যভিচারের বিচার হয় না। আর যদি এমন কোন বিধবা থাকেন, যে তিনি যথার্থই মৃত-পতি-প্রণয়ের সার্দ্ধ ধারণায় ব্রহ্মচর্য্যা-বস্থায় কালযাপন করেন, তাঁহার পক্ষে বিবাহ অবৈধ ও নিষ্প্রয়োজন। তিনি এই বিষয়ে শত শত অতীত সতীর সমার্থ।

পক্ষান্তরে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে সমাজের কি পরিমাণে ইষ্টানিষ্ট আছে, স্থির হওয়া উচিত।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে উপরি উক্ত অনেক-গুলি মহানর্থ, অমঙ্গল ও গুপ্ত মহাপাপ হইতে সমাজের নিষ্কৃতি পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তদ্ভিন্নিক্ত মূখ্যফল প্রজাবৃদ্ধি, কামনিত গৌণ ফল সামাজিক বলবৃদ্ধি ও উন্নতি। আরও বিধবার অবিবাহ হেতুক সামাজিক যে একটী মহৎ অবিচার আছে, তাহাও অপনীত হইবে। মনুষ্য, পুরুষ ও স্ত্রী দুই ভাগে বিভক্ত। উভয়েই এরূপ দুর্জ্জয় প্রকৃতির সমান বশীভূত, ইহার মধ্যে একের দুর্দ্দম প্রকৃতি চরিতার্থ করিবার অভাব হইলে তৎক্ষণাৎ সমাজ অত্যাচারের জন্য ব্যস্ত, অন্যের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভাব হইলে সমাজ উদাসীন, এটী ঘোর অবিচারের কার্য্য। সামাজিক দণ্ডের বা বিচারসিদ্ধান্তের প্রভেদ থাকিবে-থাকা উচিত। আমাদের যেরূপ ব্যবহার হয় তাহাতে

ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার বা অত্যাচারের ভয় অতি নহে। [illegible] পর্যন্ত সমাজের কর্ত্তা পুরুষ সেইজন্য [illegible] দুর্দ্দম রিরমিষাপ্রবাহ সমাজে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার যদি আর প্রতিরোধ না থাকে, তবে তাহাদিগের পদ, ইষ্ট ও পূর্ব্বি-[illegible] ভাসিয়া যাইতে পারে, এমন স্থলে কর্ত্তা হইয়া কর্ত্তব্যের অপব্যবহার করা নিতান্ত অনুচিত ও নীচ প্রকৃতির কার্য্য।

এক্ষণে দেখা যাউক, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে অনিষ্টের কারণ কি আছে? বিধবা বিবাহ বলিলে কেবল অকতযোনি বিধবার বিবাহ বুঝিতে হইবে না। আমাদিগের এ প্রস্তাবে কন্যা বা অকতা, অপুত্রা বা পুত্রবতী বিধবা সাধারণের বিবাহের বিচার বুঝিতে হইবে। হিন্দু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যাঁহারা বিধবা মাত্রই বিবিধ কদাচার বুঝাইতে গিয়াছেন, তাঁহারা অকত-যোনি বিধবা কিম্বা কন্যা বা পুত্রবতী বিধবার বিবাহ ব্যবস্থা দিতে প্রয়োজন নাই; কিন্তু যদি এক দুর্জ্জয় প্রকৃতির বশবর্ত্তী অসমর্থতা হেতু বিধবাকর্ত্তৃক মহাপাপের সৃষ্টি হয় বলিয়া বিবাহ দেওয়া ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে কন্যা ও পুত্রবতী বিধবা হইতেও সেরূপ মহাপাপের ঘটনা হইতে পারে; সুতরাং সাম্প্রদায়িক সাধারণ বিধি করা কর্ত্তব্য নহে। বস্তুতঃ বিবাহ কর্ত্তব্য এই সাধারণ বিধি আবশ্যক। কিন্তু ঈদৃশ সাধারণ বিধবাবিবাহে অনুষ্ঠান হিন্দু সমাজের হিতাপেক্ষা ও বিপ্লবের ঘটনার সম্ভাবনা। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম ও আচার নীতি একরূপ বিলুপ্ত হইবে। প্রাচীন মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ব্যবস্থাপক ও ব্যবহার শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে হয়, শ্রাদ্ধাদি পিণ্ড দান প্রভৃতি লইয়া গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। মুসলমান, ইয়ুরোপ প্রভৃতি জাতিতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকাতে যেরূপ ফলাফল সংঘটন হইতেছে, হিন্দুজাতিতেও সেইরূপ ঘটনা হইয়া পড়ে, ক্রমে জাতিবিচার থাকার সম্ভাবনা থাকে না। সকলই একাকার হইয়া পড়ে, সুতরাং হিন্দুজাতির আর পৃথক অস্তিত্ব থাকার সম্ভব থাকে না। এই জাতী অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাচীন হিন্দুসমাজ ইহার প্রতিবাদী। কিন্তু বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে সমাজের সহিত এই জাতী আশঙ্কা যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা প্রাচীনেরা বুঝুন না। অকিঞ্চিৎকর চিরকাল নিরু-ষ্ট বস্তুর বলিয়া বোধ হয়, এটী স্বাভাবিক। যেমন প্রাচীনেরা নিরাহার নহেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই কোনরূপ নিয়ম-বিরহিত। তাঁহাদিগের মন সর্ব্বদাই অন্যমনস্কিত চঞ্চল ও অনিয়মিত। তাঁহারা মনে মনে সুখসম্ভোগ বাসনা কখনও প্রচলিত নাই, তাহার

[illegible] মিশ্রণ [illegible]। তাহারা তাহাদিগকে [illegible] অনুমতি দিবার জন্য করিতে বলিয়া আর [illegible] সংস্কৃত হয়। তাঁহারা আরও বলেন, বিধবাবিবাহ এতকাল সমাজে চলিত নাই তাহাতে কি সমাজ চলিতেছে না; কিন্তু তাঁহাদিগের এটী বুঝা উচিত যে হয় ত পূর্ব্বকালে ওরূপ বিধবাবিবাহের আবশ্যকতা ছিল না অথবা যেখানে আবশ্যক হইয়াছে সেখানে বিধবার পুত্র উৎপাদন হইয়াছে। যথা, বেদব্যাসের জন্মে বিধবাব্রতের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম। তৎপরে সহমরণ প্রথা চির-কাল এই হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। সেই জন্য বিধবার বিবাহের আবশ্যকতা ছিল না, পুরাকালে অনেক বিধবার ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানও শুনা যায়; এক্ষণে সুবর্ণমেণ্ট হইতে সহমরণ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। বিধবার ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানও নাই; সুতরাং বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা ঘটিয়া উঠিয়াছে। এই সকল বিশিষ্ট-কারণ সত্ত্বেও অশিক্ষিত সমাজ বুঝেন না; অশিক্ষিতকে বুঝানও সহজ, সেইজন্য বলা হইয়াছে যে এখনও কালপ্রতীক্ষা করা উচিত, বিজ্ঞ শিক্ষা বিধান উচিত, সময়ে যখন সমাজ শিক্ষিত হইবে তখন আপনই বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবে। যেমন বহুবিবাহ প্রথা এক্ষণে অনেক পরিমাণে উঠিয়া গিয়াছে বলিতে হইবে।

মীমাংসা স্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইদানীন্তন হিন্দু সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন হিন্দু সমাজ ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বিভূষিত নব্য সমাজ। প্রাচীনেরা চির প্রথিত ধর্ম্মের অনুগামী, নব্যেরা নিত্য নবোন্নতির পথের পথিক; সুতরাং উভয় দলে প্রত্যেক কার্য্যেই সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। উপস্থিত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধেও সেইরূপ সংঘর্ষণ উপস্থিত। এক্ষণে দেখা যাউক, উভয় দলের সংঘর্ষণ ব্যতিরেকে উপস্থিত নিয়ম প্রচলিত হইতে পারে কি না?

আমাদিগের মতে যাঁহারা বিধবাবিবাহ প্রচ-লিত করিবার জন্য একান্ত উদ্যোগী, তাঁহারা একটী মূলধনের সৃষ্টি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করুন। কিম্বা যাঁহারা স্বয়ং অর্থ ব্যয়ে সক্ষম, তাঁহারা এ সম্বন্ধে অজস্র অর্থ ব্যয় করুন। যাঁহারা বিধবাবিবাহের পাত্র বা পাত্রী হইবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সমাজবিচ্যুত হইবেন, তাঁহাদিগের ভরণপোষণ ঐরূপ সংগৃহীত অর্থ দ্বারা নির্ব্বাহ হউক, সুতরাং সমাজবিচ্যুতি জন্য তাঁহারা বিশেষ বিপন্ন হইবেন না। তৎপরে যত লোকে এইরূপ বিধবা বিবাহ করিবেন, তাহা-দিগের এক স্থানে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া আব-শ্যক। তাহা হইলে তাঁহারা পরস্পর সহানুভূতি পাইবেন, আমাদেরও সুবিধা হইবে, ভবিষ্যতে উহারা বলশালী হইবে, অল্পসংখ্যকে পরিণত হইবে, উহাদিগের সংখ্যা অনেক বিস্তার, সংখ্যাকারী লোক যে কিছু অনুগ্রহণ করিবে, ক্রমে হিন্দুসমাজ উহাদিগকে অবশ্যই ক্ষমা করিবে, উহার দেখা দেখিয়া, তখন ক্রমে উহারা সমাজের সহিত মিশি-বেক পারিবেন এইরূপ হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক-ভাবে কার্য্য করিলে প্রাচীন হিন্দুদিগের সহিত আপাততঃ কোনরূপ সংঘর্ষণ হওয়ার সম্ভব দেখা যায় না। যেমন এক্ষণে কেহ খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইয়া সমাজ হইতে পৃথক হইয়াছে, ইহারাও সেই ভাবে একদল থাকিলে সমাজের কোন আপত্তি (১) হইবে না, এমনকি অন্তত অর্থ সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা না করিতে হইলে অনেকেই সমাজ ত্যাগ করিবার উপেক্ষা করিয়া এ কার্য্যে লিপ্ত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি কেহ হিন্দু বিধবাদিগের অবস্থা বস্তুতঃ অতি বিগলিত মলিন বসন ধারণে শোকার্ত্তচিত্ত হইয়া থাকেন, যথার্থই যদি নলডাঙ্গার রাজা বিধবাদিগের দুরবস্থার মহাশোকচিহ্ন ধারণে উদ্বেলিতহৃদয় হইয়া থাকেন, যদি তিনি কিম্বা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিগণ বিধবাবিবাহ প্রচলনকেই সমাজ সংস্কারের, নিরপেক্ষ বিচারের ও উদার ভাবের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান করিয়া থাকেন, এ কার্য্য সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এটী হৃদয়ের সহিত যদি বুঝিয়া থাকেন, তাঁহা হইলে নলডাঙ্গার রাজা ও তৎসদৃশ ব্যক্তিগণ এ কার্য্যকে জীবনের মহাব্রত জ্ঞান করুন, অন্যের সামাজিক ভাবের দলবর্ত্তী হইয়া সামাজিক কার্য্য করা বৃথা, তাহাতে সমাজের অন্য ফল ভিন্ন সফল নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে যদি বিধবাবিবাহ সমাজের প্রয়োজনীয় ছির হইল, তাহা হইলে কয় ৮ই ফাল্গুন নলডাঙ্গার তত্রত্য রাজার উদ্যোগে যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সমাজের কোন অনিষ্ট হয় নাই। রাজা প্রথমতঃ যেরূপ অর্থ সাহায্য ও উৎসাহ (২) ছিল, তদ্ভিন্ন তিনি অন্য কোনরূপ দোষে দূষিত নহেন। এক্ষণে শুনিতেছি করেকখানি গ্রামের ব্রাহ্মণগণ কোন নিশিষ্ট কন্যা লোককে দলপতি করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একটী দল সংগ্রহ করিতেছেন। শুনিতেছি ইহাতে দলপতির বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির সংকল্প আছে। অতএব সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরূপ দলবদ্ধন ও সামাজিক অশান্তি সংঘটন করা তত্রত্যোচিত কর্ম্ম নহে। আমার শুনি উক্ত দলপতি ও অন্যান্য তত্রলোক এই বিবাহ সম্বন্ধে প্রথমে সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এক বিষয়ে মতদান করিয়া তৎপরেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা কিরূপ লোকের কার্য্য,তাহা সকলেই বিবেচনা করুন। যেরূপ অভিজিৎকর কারণ সমূহের উপর এই দলের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, নিঃসন্দেহ ইহা শীঘ্রই ভগ্ন হইবে। বোধ হয় প্রধানতঃ রাজা মহাশয় ইহাতে ভগ্নোদ্যম বা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। সামাজিক ব্রাহ্মণগণও এ বিষয়ের নিরর্থক আন্দোলন আর করিবেন না। ইহাতে কেবল বৃথা বিবাদ, পরনিন্দা, পরগ্লানির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। রাজা যখন বিবাহিত দলপতীর সহিত সমাজস্থ কাহাকেও আহার ব্যবহার করিতে বাধা করিতেছেন না, তখন তিনি স্বাধীনভাবে ন্যায়ানুমোদিত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে তাহার বাধা দেওয়া বা নির্য্যাতনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তির যে কার্য্য যে কাল পর্য্যন্ত সামা-জিক কোন বিশেষ অনিষ্টের কারণ না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত সে ব্যক্তির কার্য্যে কাহারও হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। ভরসা করি, নলডাঙ্গার সমাজস্থ যাব-তীয় ভদ্রলোক এ সম্বন্ধে উদার ভাবে বিচার করিয়া কার্য্য করিবেন।

বলরামপুর
জেলা যশোহর
১৪ ই বৈশাখ ১২৯১ সাল।

একান্ত বশম্বদ
নিরপেক্ষ বিচারক

(১) পত্রপ্রেরকের নিবন্ধ চাঁদুনী, লিপন কলী ও [illegible] তাদি ভঙ্গ দেখিয়া আমরা বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি; কিন্তু তিনি নিরপে-বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে যে স্বতন্ত্র দলবদ্ধ থাকিবার পরামর্শ দিয়াছেন, ইহা আমাদের অনুমোদিত হইতেছে না। কতকগুলি লোক যদি দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় স্বতন্ত্র দলবদ্ধ থাকে, তাহাদিগের দ্বারা সমাজের কি উপকার হইবে? সমাজের কোন সংশোধনই কি বিধবাবিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়? যাঁহারা বিধবাবিবাহ করিবেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র দলবদ্ধ থাকিলেন, এ ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের উপকার কি? হিন্দু সমাজের অনেকে খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা হিন্দুসমাজের কি উপকার হইতেছে? তাঁহারা কেবল নিজ সুখে নির্ব্বাহ হইয়া আছেন এই মাত্র। বিধবাবিবাহ যাবৎ হিন্দুসমাজের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী না হইবে, তাবৎ যে উদ্দেশ্যে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা তাহা সফল হইবে না। যাঁহারা বিধবাবিবাহের উপযো-গিতা ও আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন এবং স্বয়ং সৎসাহসসম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা বিধবাবিবাহকারিদিগকে সমাজমধ্যে লইবার চেষ্টা করুন। আপাততঃ গণ্ডগোল হইবে বটে; কিন্তু পরিণামে আর গণ্ডগোল থাকিবে না। যে সমস্ত গর্হিত ব্যাপার সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, বিধবাবিবাহ তাহার রোধ করার এক প্রকার সহজ পরিণামে অন্যায়সাধ্যে প্রবেশ হইবে। সো—শ।

(২) আমাদের বিবেচনায় রাজা প্রথমতঃ এ বিষয়ে বিশেষরূপে লিপ্ত হওয়া উচিত। তাঁহার মত সমাজের প্রধান প্রধান লোকে যদি ইহাতে লিপ্ত হন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতে দীর্ঘকাল বিলম্ব হয় না। রাজা যদি ইহাতে লিপ্ত না হইয়া কেবল অর্থ সাহায্য করিয়া উদাসীনভাবে থাকেন, তাঁহার মতলাভ বিধবাবিবাহে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট ঘটিবে। সো—শ।

আমুলডাঙ্গায় একটী ষ্টেষন হওয়া উচিত।

মহাশয়! ডায়মণ্ড হার্বর ষ্টেট রেলওয়ের শেষ দুটী ষ্টেষন নাজরা ও ডায়মণ্ডহার্বর; কিন্তু এই দুটী ষ্টেষনের ব্যবধান সাত মাইল হওয়াতে এই দুই ষ্টেষনের মধ্যবর্ত্তী লোকদিগের কষ্টের অবধি নাই। এই কষ্ট দূরীকরণ উদ্দেশে ডায়মণ্ডহার্বর ও নাজরার মধ্যস্থলে একটী ষ্টেষন হইবার কথা এদিন হইতে হইতেছে। এই রেলওয়ের নূতন অন্যান্য ষ্টেষন সকল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এই ষ্টেষন নির্ম্মাণের সম্প্রতি কোন উদ্যোগ না দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত আছি। এই ষ্টেষন নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান বাসুলডাঙ্গা। কারণ, প্রথমতঃ এই গ্রাম ঠিক উভয় ষ্টেষনের মধ্যবর্ত্তী স্থান, দ্বিতীয়তঃ রোড্‌সের রাস্তা থাকা প্রযুক্ত এই স্থানের সহিত অন্যান্য গ্রামের সংযোগ আছে। তজ্জন্য সকল সময়েই এই স্থানে লোকদিগের গতিবিধির সুবিধা হইবে। তৃতীয়তঃ উভয় পার্শ্বেই অনেকগুলি বহুজনাকীর্ণ ভদ্রপল্লী আছে। নূতন ষ্টেষন নির্ম্মাণের এরূপ উপযুক্ত স্থান ইহার মধ্যে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তুলিনায় এই রেলওয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার তদারক করিতে স্বয়ং আসিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহারও বিশেষ ধারণা হইয়াছে যে এই স্থান যথার্থই উপযুক্ত মধ্যস্থান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নেকড়াস্থ কতিপয় ভদ্র ব্যক্তি এই সদনুষ্ঠানের সমুচিত বিঘ্ন দিতেছেন। তাঁহারা নিজ স্বার্থ সাধনে অন্ধ হইয়া সাধারণ হিত দেখিতে সম্পূর্ণ বিমুখ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নিজ গ্রামে উক্ত ষ্টেষন নির্ম্মাণের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সাম্রান্ন গ্রামখানি নাজরা ষ্টেষনের এক মাইল কিম্বা দেড় মাইলের কোন ক্রমেই বেশী হইবে না। বাসুলডাঙ্গায় ষ্টেষন হইলে কেবল মাত্র এক মাইল দূর হইবে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু তাঁহারা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, সকল গ্রামের অনিষ্ট সাধন করিয়া নিজ গ্রামে উক্ত ষ্টেষন স্থাপনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন কৃতবিদ্য তাঁহাদিগের অহিত সাধন করিতেছেন। এ সাধ্যমতে সাধারণ অনিষ্ট ঘটাইতে ও আপনাদিগের ইষ্ট সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

ভাঙ্গ। ডায়মণ্ডহার্বর
৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬

বশম্বদ
শ্রীরমানাথ চক্রবর্ত্তী।

আগুনিয়াকৃত দুর্ঘটনা।

গত ১২৮৮ সালে এতদঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সঞ্চারেতিহা অবেক্ষণ-পাত্র হয়; সেই অবধি এ দেশের সমস্ত অন্নাভাবই অন্নসত্র হইয়াছে। যে গ্রামে পঞ্চাশটি লোকের বসতি ছিল, তথায় এক্ষণে পঞ্চে ২৫ ঘর লোকের বাস; সম্প্রতি যাহারা জীবিত আছেন, তাঁহারাও অনাহারিয়াগ্রস্ত। প্রজাবর্গের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হওয়াতে জমীদার ও তালুকদারদের ভূমি সমূহ লক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র তালুকদারদের তালুক রক্ষা করা দিবস কঠের হইয়াছে। অতএব বলিবার আর অপেক্ষা রহিল না যে, তালুকদারদের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও মানমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলা অতি কঠিন হইয়াছে। আমি ঘরিচ, এ ক্লেশের বাস হ্রাস করিয়া বিধাতার পূরক সম্পত্তি বাড়া হয়ে বাস করিয়াছি, তথাপি এ দেশ আমার অন্নস্থান। এখানে লোকের পৈতৃক ভদ্রতার অভাব আছে। ছুতরাজ্যাদি সকলেরই সমান, তবে ব্রাহ্মণদিগের কিছু মান্য। আমার এই ৭ বৎসর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর থাকায় বিস্তর বাৎসরিক ভেক্স পাইবার কথা ছিল। কিন্তু এক্ষণে মধ্যাকর ও পূজাবন্ধী প্রভৃতির ব্যয় দিয়া ৩০ টাকা মুনফা আছে মাত্র। এবার নিকটে বন্ধকরা থাকী ধরিলে সরপ্লেসের টাকার প্রমান করিয়া তালুক রক্ষা করাই ভার।

উপসংহারে এ অঞ্চলের প্রধান একটী অনিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না। প্রত্যেক পল্লী অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ হওয়াতে বন্য শূকরের (চারি বৎসর পূর্ব্বে আদৌ ছিল না) বিষম উপদ্রব বৃদ্ধি হইয়াছে। রাত্রি কালে পালে পালে আসিয়া প্রাঙ্গণে দেয়া দেয়, এবং মৃত্তিকা খুঁড়িয়া যায়। আলু, রাঙ্গালু, আনারস, পুরাণ ও কদলী বৃক্ষ প্রভৃতির মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিয়া ভক্ষণ করে। রাত্রি দুপিবার ছয় অবধি প্রভাত এবং কর্ম্মকাণ্ড ক্ষেত্রে জীড়া করিয়া রাত্রি দুই তিনটে বর্ত্তন করা আড়াআড়ি, মাদিয়াড়ী, সাতগেছে, পাইকা, তমালীপুর, ও রাইপুর প্রভৃতি স্থানে, দিনের বেলাও দুই তিন দলকে আইসে এবং হত করিয়াছে। সময়ে সময়ে ব্যাঘ্রের আগমন সংবাদও পাওয়া যায়। এ বৎসর সাড়াগেছের গ্রামবাসীর নিকট একটী ব্যাঘ্র শিকারীর গুলে হত হইয়াছে।

আমাদের প্রজাবৎসল দয়াবান ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রার্থনা এই যে, আমাদের বিপন্নের প্রতিকার বিধানের অনুজ্ঞা করিয়া প্রজাবৎসলতার সার্থকতা সম্পাদন করুন। রোডসেস বৃদ্ধিরও এবিষয়ে যোগ দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। বন্দুক কর্ত্তন এবং শিকারীর দ্বারা বন্য শূকর নিহত করিয়া প্রদান করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করাই ভার।

বাসুলডাঙ্গার নিকটস্থ বাস করিয়াছে, [illegible] নিষ্পন্নের সীমা নাই।

ইতি ১২৯৩ সাল ১১ ই বৈশাখ
ডায়মণ্ডহার্বর।

বশম্বদ
শ্রীপাঁচিরাম সিংহ চৌধুরী।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

কলিকাতা ব্যতীত মফঃস্বলের যে সকল পত্রপ্রেরক সমাচারপত্র প্রেরণ করিয়া বিনামূল্যে প্রতীকার চেষ্টা পাইতেছেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তা রাজপুরুষদিগের গোচর করিলে সত্বর তাহার প্রতীকার হইবে।

সোমপ্রকাশ

২৪ এ বৈশাখ সোমবার

এ দেশীয়েরা কি উচ্চতম পদলাভের অযোগ্য?

বোম্বাইয়ের এ দেশীয়েরা উচ্চতম পদলাভের অযোগ্য নন, কেবল কতকগুলি ইউরোপীয় ইংরাজের গর্ব্ব ও অভিমান ইহাঁদিগকে অযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সকল ইংরাজ কোন বিষয়ে এ দেশীয়দিগের স্বাধীনতা স্বীকারে সম্মত নহেন। এ দেশীয়েরা যদি উচ্চে উঠিলেন, উহারা মনে করিলেন যেন নীচে পড়িয়া গেলেন। উহাদিগের স্বদেশবাসী বিজাতীয় অন্যান্য বিষয়েও এ দেশীয়ের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে চেয়ে না। গবর্ণমেণ্টের পদাভি-বিরোধকরে এ দেশীয়দিগকে ইংরাজের সমকক্ষরূপে উচ্চতম পদদানে সাহসী হন না। কিন্তু বাস্তবিক এদেশীয়েরা উচ্চতম পদলাভের অযোগ্য নহে। কি হিন্দুর রাজত্ব, কি মুসলমানের রাজত্ব, কাহারই রাজত্বে, এ দেশীয়েরা উচ্চতম পদলাভে অসমর্থ ছিলেন না।

মুসলমানদিগের স্বাধিপত্য কালে এ দেশীয়েরা রাজ্যের সকল কার্য্যেই নিয়োজিত হইতেন। অন্য কথা কি, তাঁহাদিগের হস্তে মুসলমান সাম্রাজ্যের রক্ষার ভার ছিল। তাঁহারা কখন অন্যায় ও অত্যাচারে বিপরীত কার্য্য করিতেন না। মুসলমান সম্রাটগণ এদেশীয়দিগের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। ন্যায়পরতা ও রাজভক্তি হিন্দুচরিত্রের অকাট্য প্রমাণ। মুসলমান রাজারা হিন্দুদিগকে কোন বিষয়ে অবিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু বিদেশীয় রাজা পাইয়া ইংরাজের রাজত্বে প্রথম অবধিই বিপরীত ব্যবহার দেখিতেছি। এদেশীয়ের ও স্বজাতীয়ের প্রতিপালন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা আমরা

[illegible] [illegible] [illegible] [

সাধারণ আইনের অন্তর্ভূত জেলা।

বিভাগীয় কমিশনর	৮
জেলা ও সেসন জজ	৮
জেলার জজ ও সহকারী সেসন জজ	১
১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার	১৫
২ য় ঐ ঐ ঐ	১৫
৩ য় ঐ ঐ ঐ	৭
১ ম শ্রেণীর অএণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার	৫৩
১ ম শ্রেণীর জয়েণ্ট ঐ ঐ	৪
২য় শ্রেণীর অএণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার	১২
সহকারি মাজিষ্ট্রেট	৮৯
ক্যাডেট্‌ অর্ড্ট ঐ	৩
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার	২৩৩
সব ডেপুটি কলেক্টার	৭৭
ডিসিলদার	৫
মফোসল ও নদীয়ার ছোট আদালত অমুহের প্রধান বিচারপতি	১
ছোট আদালতের জজ ও এডডিসনেট জজ	৪৯
মুন্সেফ	২৩৫
বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার	১৮
কলাল সব রেজিষ্ট্রার	১৭৩
পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট	৫১
সহকারী ঐ ঐ	৩৭
স্কুল ইনস্পেক্টর	৪
কালেজ সমূহের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক	২৮

সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত জেলা।

কমিশনর	
বিচার সংক্রান্ত কমিশনর	
প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি কমিশনর	
২য় ঐ ঐ	
৩য় ঐ ঐ	
৪র্থ ঐ ঐ	
৮ম শ্রেণীর সহকারী কমিশনর	৩
২য় ঐ ঐ ঐ	২
৩য় ঐ ঐ ঐ	১

এখন পাঠক অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, উপরি পরিগণিত উচ্চতম পদগুলিতে এদেশীয় কয়জন অধিকার লাভ করিয়াছেন? আমরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, নিম্ন পদে ত্রয়োদশের যে সকল লোক নিয়োজিত আছেন, তাঁহারা যখন প্রশংসার সহিত স্বকর্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া কার্য্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন, তখন তাঁহারা উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হইলে যে স্বকর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন না, ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। কেবল কতকগুলি ইংরাজের অভিমানই এদেশীয়দিগের উচ্চতম পদ লাভের বিরোধী হইয়াছে। অতএব যাহাতে সেই অভিমান আর চিরস্থায়ী না হইতে পারে, এ দেশের জন সাধারণের সে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। পার্লামেণ্ট সভার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই। ঐ সভায় বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করা আবশ্যক। যদি জাতি ও ধর্ম্মাদির বিচারবিহীন হইয়া যোগ্যতা অনুসারে সমভাবে উচ্চতম পদদান করা না হয়, ইংলণ্ডেশ্বরীর ১৮৫৮ অব্দের ঘোষণা বিফল হইয়া যায়। ঘোষণার কেবল বৈফল্য নয়, ইংরাজ রাজনীতি পক্ষপাতদোষে দূষিত, এ কলঙ্কের বিমোচন হইবে না। এত বড় সভ্য জাতির ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এ কলঙ্ক থাকা কোনক্রমেই শোভা পায় না।

ইয়োরোপ আমাদিগকে কিরূপ শিক্ষা প্রদান করেন?

পরাধীনতা মনুষ্যের সকল স্বত্বেরই হরণ করিয়া লয়। চিরপর দীনতা ভারতবাসির বলবীর্য্য উৎসাহ অধ্যবসায়াদি গুণের ন্যায় স্বদেশহিতৈষিতাকেও একালে গ্রাস করিয়াছে। সুতরাং স্বদেশহিতৈষিতা ভারতবাসির দোষতরুকে আর উচ্ছ করিতে পারে না, পিয়াঙ্গলিকেও নাচাইতে পারে না। ভারতের অধঃপাত সংবাদ শ্রবণ করিলে ভারতবাসির হৃদয় আর ব্যথিত হয় না। ভারতবাসী শীতলমস্তিষ্ক হইয়া অনায়াসে ভারতব্যাপির নিন্দা শ্রবণ করেন এবং বেহিংসার পরিপূর্ণ হইয়া পরস্পরকে খণ্ড বিখণ্ড করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। এই কারণেই ভারতের শ্রী নাই, উন্নতি নাই, তেজ নাই, সাহস নাই। ভারত অনায়াসে পরপদ দ্বারা দলিত হইতেছে। ভারতবাসির যদি স্বদেশহিতৈষিতা থাকিত, তাহা হইলে কি কেহ ভারতবাসিকে পরাভূত করিতে পারে? আমাদের স্বদেশহিতৈষিতা বিলুপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক এমনি শীতল হইয়া গিয়াছে যে, আমরা ইংরাজদিগের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াও তাহা শিখিতে পারিতেছি না। আমরা কোন্ বিষয়ের শিক্ষায় অক্ষম। কিন্তু আমাদের হৃদয় স্বদেশহিতৈষিতা শিক্ষায় অক্ষবৎ হইয়া গিয়াছে।

ভারতভূমি কেবল ধনাদিসম্পত্তির উৎপাদন বিষয়ে উর্ব্বরা তাহা নয়, সকল বিষয়েই প্রায় ইহার উর্ব্বরতা লক্ষিত হইয়া থাকে। অনেক বীর এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইতিহাস মুক্ত হইয়া প্রমাণ করিয়া দিতেছে। কত বীর ঐ স্থানে বিলিন হইয়াছিলেন। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা যে বর্ণবিভাগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে, ভারত পূর্ব্বে বীর ভূমি ছিল। একটী অক্ষর বর্ণের উপরে যুদ্ধ বিগ্রহের ভার দেওয়া হয়। তাহাদিগের ঐ কর্ম্ম, নিয়ত ঐ চর্চ্চা ছিল, সুতরাং বীরত্ব তাহাদিগের বিশেষ দুর্লভ ছিল না। তবে ভারত মুসলমান বিজয়ের প্রকৃতরূপ হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই; হিন্দুদিগের স্বদেশহিতৈষিতা ও স্বজাতিপ্রিয়তার অভাবই তাহার কারণ। মনু প্রভৃতির বিধিব্যবস্থা দ্বারা জাতি গঠিত হইয়াছে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজার আধিপত্য ছিল। যিনি সম্রাট হইতেন, অন্য অন্য রাজগণ তাঁহাকে কিছু কিছু দিয়া নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিতেন। এই কারণে ভারতের প্রতি রাজারই মমতা ও মমতা ছিল না; ভারতরক্ষা হইবার কোন রাজবাসী ভারতকে স্বদেশ জ্ঞান করিতেন না। এই কারণে মুসলমানেরা ও ইংরাজেরা যখন এদেশ জয় করিতে আসিয়াছেন, তখন এক প্রদেশের হিন্দুরাজা অন্য প্রদেশের হিন্দুরাজার বিপক্ষ হইয়া মুসলমান বা ইংরাজের সহিত মিলিত হইতেন। এইরূপে ভারত হিন্দুশূন্য হইয়া পড়িল। মুসলমানেরা এক জন হিন্দু রাজাকে আক্রমণ করিলে যদি অপর হিন্দুরাজারা তাঁহার সহায় হইতেন, তাহা হইলে আর ভারত তাঁহাদিগের হস্তগতই হইত না। স্বদেশহিতৈষিতা ও স্বদেশপ্রিয়তা না থাকাতেই সে সাধারণ ঘটে নাই, ভারত সকলেই উৎসন্ন হইয়া গেলেন।

পাঠক! হিন্দুদিগের স্বদেশপ্রিয়তার কথা ও শুনিলেন, ইংরাজের স্বদেশপ্রিয়তার কথা একবার শুনুন। ইংরাজের স্বদেশের স্বাধীনতা হরণের কথা দূরে থাকুক, একটী কল্পিত স্বত্বের ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা হইলে ইলবর্টবিল উপলক্ষে তাঁহারা কি না করিলেন? ব্যক্তিবিশেষের স্বদেশহিতৈষিতার কথাও একবার স্মরণ করুন।

১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে ছইখান বাণিজ্য পোত বঙ্গদেশে উপনীত হয়। ঐ সময় সম্রাট সাজাহানের একটী কন্যা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। দেশীয় চিকিৎসা হইতে পীড়ার আরোগ্য না হওয়াতে পৌর্ত্তুগীজ হইতে ডাক্তার বাউটনকে আনাইয়া চিকিৎসা করান হইয়াছিল। ইংরাজী চিকিৎসায় ফলকুয়াসী সুস্থ হইলেন। সাজেহান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া চিকিৎসক কি পুরস্কার প্রার্থনা করেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার বাউটন বিবেচনা করিলেন, অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াও যে সম্রাটের কাছে আমরা দু একটী কথা খুঁজিতে পারি না, সেই সম্রাটকে এক্ষণে হাতে পাইয়াছি। আমি এক্ষণে অর্থ ও ঐশ্বর্য্য যাহা প্রার্থনা করিব, সম্রাট তাহাই দিবেন। কিন্তু অর্থ লইয়া আমার নিজের কি লাভ হইবে? আমার মৃত্যুর পরই ইহা অন্যের অধিকারগত হইবে। তারা স্থিরস্থায়ী হইবে না। অতএব সম্রাটের নিকট আমার এমন একটী প্রার্থনা করা আবশ্যক, যাহাতে আমার স্বদেশের মঙ্গল সাধন

আমার নাম লেখকের মনে ছিল আপনারা বলিতে পারেন। এই ভাবিয়া মন্ত্র উচ্চে উচ্চারণ করিলেন, আপনার আমোদ নিতান্ত নাই। কিন্তু আমি যদি এত প্রার্থনা করিলাম। আমাদিগের দেশীয় লোকেরা স্বাধীনতা অধিকার করিয়া বাহুবলে বিপক্ষ কাছে স্বাধীনতা করিতে পারে এই আশা প্রবল হইলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার লাভ হইল। মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এমন লোকের অভাব নাই। সম্রাট বাইটনের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। ইংরাজগণ এতদ্দেশে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন।

অল্পকাল বাণিজ্য করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রচুর লাভবান হইয়াছিলেন। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরের পৌত্র, বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার সুবেদার প্রিন্স আজীম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিদিগকে তালুকদারি স্বত্ব ক্রয় করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে উক্ত কর্মচারিগণ কলিকাতা, সুতানুটী, গোবিন্দপুর এই তিনটী গ্রামের স্বত্ব ক্রয় করেন। ইংরাজেরা ঐ তালুকের ৩১৫ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতেন। এইরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ব্যাপার চলিতে লাগিল, এদিকে আবার জমিদারির উপর দৃষ্টি করিল। ঐ সময়ে ইংরাজেরা কলিকাতাকে একটী প্রেসিডেন্সি বলিয়া প্রচার করিলে উহা মান্দ্রাজের অধীন করিয়া দেওয়া হইল। মান্দ্রাজে তৎকালে ইংরাজদিগের একটী দুর্গ ও ছাউনি ছিল। ইহাই ইংরাজের এদেশে রাজত্ব লাভের সূত্রপাত হইল। ক্রমে ইংরাজ অধিকারী সম্রাট হইয়া উঠিলেন।

পাঠক! দেখুন একজন ইংরাজের ইংলণ্ডহিতৈষিতা ও স্বজাতিপ্রিয়তাগুণে ইংরাজজাতির কেমন অসামান্য লাভ হইল। ঐ গুণগ্রাহকেই সকল বিষয়ে অধিকারী হইয়া উঠিয়াছেন। ঐ গুণের প্রভাবেই ইংরাজেরা ভারতে ইলবার্ট বিল উপলক্ষে যে কাণ্ড করিলেন, তাহা আজও সকলের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে, আজও নির্ব্বাণ হয় নাই। পরমেশ্বরের প্রভাবও খর্ব্ব হইয়া গেল। ভারতবাসিরা পরাস্ত ও লজ্জিত হইলেন। কিন্তু ভারতবাসিদিগের যদি স্বদেশহিতৈষিতা ও স্বজাতিপ্রিয়তা থাকিত, ইংরাজেরা কখনই স্বাধীনভাবে সমর্থ হইতেন না। ভারতবাসিরা কি এ পর্য্যন্ত একতাবদ্ধ হইবারই বিষয় পূর্ব্বাপরবয়ন্ত বিষয়ে কই পাইয়াছেন? তাঁহারা যদি বুদ্ধিমতি হইতেন, কোন অংশে সমুচিত বা বুদ্ধিমান না হইতেন, তাহা হইলে কি অদ্যাপি পূর্ণ হইত না? এ দেশের যে জাতিবাসি ইংলণ্ডে আছেন, ইংলণ্ডের বাতাস খাইয়া তাঁহাদিগের মনে অমি এক একবার অনিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কেবল মুহূর্ত্তের জন্যেই মাত্র। সকল লোকে যদি একপ্রাণে চেষ্টা পায়, কেবল উদর ও নিজ বিষয় চিন্তা করা ছেড়ে, তাহলে ভারতবাসী সমস্ত প্রকার অসহ্যের নিবারণ করে, সুখের হইয়া যায়। ভারতে ইংরাজের স্বার্থ ও ভারতবাসির স্বার্থে, ইহার অনাত্মর কোনটী রক্ষা করা ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম? ভারতের রক্ষাভার যখন গ্রহণ করা হইয়াছে, ভারতের রক্ষা যখন গবর্ণমেণ্টের অবশ্যকর্ত্তব্য করা হইয়াছে, তখন ভারতবাসির স্বার্থ রক্ষণ ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্যবহারে কাহার প্রাধান্য রক্ষিত হয়? সকল কাজেই ইংরাজের প্রাধান্য। সকল কাজেই ইংরাজের স্বার্থের অনুসন্ধান। যদি সমভাবে উভয়ের স্বার্থসন্ধান করা হইত, যদি সমভাবে উভয়ের স্বার্থরক্ষা হইত, তাহা হইলে আমাদের ক্ষোভ থাকিত না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সে চেষ্টা কৈ? গবর্ণমেণ্টের সে সে চেষ্টা আছে না, তাহার কারণ কি? কারণ আমাদের ঐক্যহীনতা। আমাদের যদি দেশসাধারণের বল থাকিত, গবর্ণমেণ্ট কখন উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। আমাদের যে সে বল নাই, তাহার কারণ আমাদের স্বদেশহিতৈষিতা ও স্বজাতিপ্রিয়তা নাই। আমরা স্বদেশের গৌরব জ্ঞান করি না, সুতরাং আমাদের ঐক্যবল নাই। ঐক্যবল বিনা কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ সম্ভাবনা নাই। আমাদের ঐক্যবল এমনি দুর্ব্বল যে, এক জাতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের চেষ্টা হইল। তাহাও দেশসাধারণ লোকের উৎসাহ ও সাহায্য বিনা ম্রিয়মাণ হইয়া আছে। আমাদের একতা করিবার একটী উপায় স্থির করিয়াছি। অনেকে দেখা পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের হর্ষও জন্মিয়াছে। কোন একটী বিষয়ের প্রস্তাব হইলে তাঁহারা কোমরের তর্ক আরম্ভ করেন। সঙ্গত হউক, আর অসঙ্গত হউক, প্রস্তাবিত বিষয়ে ইষ্ট হউক, আর অনিষ্ট হউক, দেশের মঙ্গল হউক, আর অমঙ্গল হউক, তাঁহারা তর্কশক্তি প্রভাবে নিজের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়া কৃতী হইবেন, তাঁহাদিগের এই চেষ্টা বলে। সুতরাং সমুদায় পণ্ড হইয়া যায়। কোথায় ঐক্যবল অস্ত্র বর্ষণ হইবে তাহা না হইয়া আইনব্যবসায় বিষ বমন হইতে থাকে। তাহাতেই আমাদের দেশের লোকেরা বাহাদুরী জ্ঞান করিয়া থাকেন। দেশের ভাবনা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই গুলিই এ দেশের ব্যবহারিয়ার অঙ্গের ন্যায় উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছে। এই সকল রোগ প্রবল হওয়াতেই ইংরাজেরা আমাদিগকে পরাস্ত করিতেছেন। সকলে এ আশঙ্কা তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না, ইহাই পরম আশ্চর্য্যের বিষয়।

বেণীবক্তাইয়ের হত্যা সম্বন্ধে দোষ স্বীকার।

যোগীপুর থানার পূর্ব্ব পুলিস সব ইন্সপেক্টর বাবু বিনোদীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুসন্ধান বিষয়ে যেরূপ অযোগ্যতা প্রদর্শন করেন, তাহা সোমপ্রকাশ পাঠকের অবিদিত নাই। তাঁহার অযোগ্যতা একমুখ নয়। তিনি আসামী পূর্ণচন্দ্রকে ধরিতে যেন। তিনি তাহার কোন দোষের প্রমাণ পাইয়া যে তাহাকে ধরিয়াছিলেন, আজও তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি-অমনি এক খেলা খেলিয়া লইলেন। তাহাতে যখন প্রমাদ দেখা হয়, তখন একটী বড় কৌতুক হইয়াছিল। কি অপরাধে তিনি তাহাকে ধরিতে গেছলাইয়াছিলেন, উকীল ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি উপরদিকে চাহিয়া দিনের বেলায় কড়িকাঠে তারা গণিতে লাগিলেন।

যখন এক দিন তিনিই পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রাট সাহেব ঘটনাস্থলে অনুসন্ধান করিতে আসিলেন। তিনি যেরূপকার অনুসন্ধান করিলেন তাহাতে ও তার এই বিশ্বাস জন্মিল, বেণীবক্তাইয়ের হত্যা ও পূর্ণচন্দ্র বাবাজিদের নাম করিয়াছে, তারা চাই দোষী। তিনি বিনোদীলালকে সোণারপুর হইতে দুজন মথুরাপুর থানায় বদলী করিয়া দিলেন। কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় অবসর থানায় ছিলেন, তাঁহার উপরে বেণীবক্তাইয়ের হত্যার অনুসন্ধানের ভার হইল। তিনি চন্দ্রদ্বি সোণারায় আসিয়া বাসা করিলেন। নানা প্রকার গোপন অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একজন সুপরিচিত কার্য্যদক্ষ অনুসন্ধানী পুলিস কর্ম্মচারী। তাঁহার গোপন অনুসন্ধানের কথা শুনিয়া অনেকেই তাঁহাকে সাধুবাদ দিলেন সন্দেহ নাই শুনিতে পাই, তিনি চর নিয়োজিত করিয়াছিলেন তিনি নিজেও রাত্রিতে এক এক জনের বাসায় নিকটে দুই তিন ঘণ্টা দাঁড়াইয়া গুপ্তভাবে কথোপকথন শুনিয়াছেন। দুই জন বৈষ্ণবীকে নিযোজিত করিয়াছিলেন। তাহারা ভিক্ষাচ্ছলে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে গিয়া অনুসন্ধান লইয়াছিল। দুইটা প্রধান কিশোরী বাবুর নানা প্রকার সন্দেহ জন্মাইয়া দেয় অনেক অনুসন্ধানের পর আসামী গ্রেপ্তার হোই তিনি তাহা করিতে পারিলেন, তাঁহার কৃতকার্য্য সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া গেল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, ছুটেরা আত্মগোপন করিবার নিমিত্ত অনেক খেলা খেলিতেছে। তাহারা নিজেরা বাকির উপরে দোষারোপ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইতেছে। তাহারা যে কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহারা যে পূর্ব্বে কত প্রকার অত্যাচার করিয়াছে, বেণীবক্তাইয়ের সহিত তাহাদিগের যেরূপ শত্রুতা

ছিল, সে সমুদায়ের অধ্যে সব এখানে পড়িয়াছিল, কেমন করিয়া পড়িয়াছিল, কেমন বা সেখানে পড়িয়া আছে, উহার অনুসন্ধান করিয়া কে কে দোষী, তাহা স্থির করেন। এক ব্যক্তি চালান হইয়া গিয়াছে। আদিপুরের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ম্যাক্লয়ার সাহেবের নিকট মকদ্দমা হইতেছে।

কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ স্থলে কিশোরী বাবুর অনুসন্ধানপরতার দুই একটী উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক হইল। পাঠক পূর্বকিতটিতে অবশ্যই পাঠ করিবেন এবং তাঁহাকে অসংখ্য সাধুবাদ দিবেন সন্দেহ নাই। একদা একটী স্ত্রীলোক ধৃত হয়। স্ত্রীলোকটী কে? তাহার বাড়ী কোথায়? কোন গ্রামের লোক, তাহার কিছুই ঠিকানা হয় না। কিশোরী বাবু অটোগ্রাফে তাহার একটী প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়া লইলেন, হুগলী বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার ঘাটে ঘাটে গিয়া দেখান হইল পিটিয়া লোক ডাকিয়া এই কথা কহিতে লাগিলেন, এই আকারের একটী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার কাহার কাছে টাকা আছে, যদি কেহ তাহার উত্তরাধিকারী আসেন, তিনি আসিয়া উপস্থিত হউন, টাকা পাইবেন। বাঁকুড়া জেলায় একটী লোক বলিল, এ আমার স্ত্রী। কিশোরী বাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। অনেক অনুসন্ধানে ফুলিকাতা মেলিয়া বাটীর একজন কর্ত্তাকারী বলিয়া ধৃত হইল। ঐ ব্যক্তি স্ত্রীলোকটীকে তত্ত্বাবধারণক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছিল। তাহার সঙ্গে যে টাকা ছিল, তাহা করিয়া তাহা কাড়িয়া লইয়াছিল।

কিশোরী বাবুর ডাকাইতী ও খুন প্রভৃতি ধরিবার বিষয়ে চতুরতা এমনি চমৎকার, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। একবার "রাত্তি" এই শব্দ একটী স্ত্রীলোকের মুখে শুনিয়া মেদিনীপুরে গিয়া তেওয়ারী ডাকাইত ধরিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের লোকেরা মাদ্রাজিকে "রাত্তি" বলে। মেদিনীপুরের তিনজন দোষ বেলাদায় পুষ্করিণী কাটিতে আসিয়াছিল। তাহারাই ডাকাইতী করে। কিশোরী বাবুর বিলক্ষণ চতুরতা ও কার্য্যদক্ষতা দেখুন, তিনি ঐ একটী শব্দ শুনিয়া তাহাদিগকে ধরিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যদক্ষতা থাকাতে তিনি অনেক স্থলেই খুন ডাকাইতির অনুসন্ধানার্থ প্রেরিত হইয়া থাকেন। [illegible] তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।

হেমনী ডাকাইতে যে যে হত্যা করিয়াছে, কিশোরী বাবু তাহার প্রায় একটী বিষয়ে প্রমাণ পাইয়াছেন। [illegible] বাবু খুলনা ও উড়িষ্যায়াছিলেন। [illegible]

হরণ করিতে আইসেন এবং বিশেষী বাবুকে পাঠাইয়া দেন। কিশোরী বাবু চাকদিঘোড়ায় আসিয়া দেখিলেন, অনেক ব্যক্তি সোমপ্রকাশ সম্পাদকের উপর বিষম চটিয়াছেন। বেণী-ডাকাইতের যে যে হত্যাকারী, সোমপ্রকাশে তাহার নাম প্রকাশ করা হয় নাই, কিন্তু অনেক ব্যক্তি সোমপ্রকাশ সম্পাদককে অনবরত গালি দিতেছে এবং তাঁহার অধীক দুর্নাম রটাইয়া মানহানির নিমিত্ত করিতেছে। ঐ সকল ব্যক্তির এক গাছা আসা কেবল ডাকাইতের কিশোরী বাবু হত্যাকারির সন্ধান পাইয়াছেন। কেবল এই গাছার নহে, ঐ দলের যিনি মোড়ল, তিনি যিনির মাস্তুতাত প্রকাশ করিয়াছেন। কিশোরী বাবু বেণীডাকাইতের খুনের তদন্ত করিতে আসিবেন শুনিয়া ঐ মোড়ল গাছার তাহার যোগাড় করিতে গিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কিশোরী বাবু খুনদের বাড়ীর কোন কোন স্ত্রী লোকের মুখের খুব সুখ্যাতি শুনিয়াছেন।

এ স্থলে কেহ কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ঐ মোড়ল সোমপ্রকাশ সম্পাদককে গালি দিতেছে ও তাঁহার নিন্দা করিতেছে, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন কেন? গ্রহণ করিবার একটী বিশেষ কারণ আছে। এখনও খুন সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হয় নাই। ঐ মোড়লের সহিত সোমপ্রকাশ সম্পাদকের পরিচয় ছিল বলিয়া সোমপ্রকাশ সম্পাদকের সম্বন্ধে লোকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তিনি ঐরূপ উচিত নয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তুল্য দিগ্‌পালের ন্যায় মোড়লের মত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তাহাতে দণ্ডবিধি আসিয়া যাইবে। তাহার ক্ষমতা নাই। আবেদনকারির অপরাধেই বিলম্বের কারণ হইয়াছে। সকলেরই সীমা আছে। যে দিন সেই অপরাধ সীমা ছাড়িয়া উঠিবে, সেই দিনই মোড়লের বিপদ ঘটিবে, ইহা যেন তিনি স্থির করিয়া রাখেন।

উপসংহারে বিনোদ বাবুর আরও দুই একটী গুণের কথা বলা আবশ্যক। সোমপ্রকাশ সম্পাদকের বন্ধু আছে। সাধারণের সভ্য ও ন্যায়, ধর্ম্মানুগত ও ইষ্টসাধন আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া চিরদিন নির্দ্ধারিত হইয়া আছে। এতদ্ভিন্ন, বর্ত্তমানের অতি অত্যাচার নিবারণ আমাদের একটী সাময়িক ব্রত। এই দুই কারণে এবং বেণী আমাদের প্রজা ছিল, এই তৃতীয় কারণে সে মরিয়াই আমাদের [illegible] করিয়া গেল, আমাদের এই মত রহিল। আমরা পরিবারের মধ্যে কেহ মরিয়া গেলে [illegible] পরিবারে যেমন চেষ্টা করি, আমাদের [illegible] চেষ্টা করিব। তদ্ভিন্ন, আমাদের একটী বেদনা আছে, আমরা যখন যে কার্য্য করি, কর্ত্তব্যবোধে করি [illegible] করিয়া থাকি, যদি [illegible] আমাদের [illegible], তখনি আমরা তৎক্ষণাৎ [illegible] বিমুক্তই আর এই কারণে আমরা সময় সময় বেণীর হত্যাকারিদিগের [illegible] থাকে, সেই ছেঁড়া কাঁথা [illegible] মুটমুটে খুনির ন্যায় বিপদীত ভাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি [illegible] দোষী দোষ করিলেন। তাঁহার বিপদীত বে গ্রহণ করিবার বিশেষ কারণ ছিল। খুনটী উকালিরা বেরূপ তাঁহার আবশ্যক হইয়াছিল। আর একজনের ঘাড়ে না চাপাইলে প্রকৃত খুনেদিগকে ধরা যায় না। তাঁহার মনের কথা তত বলিব, প্রকৃত খুনেদিগকে ধরা করিবার নিমিত্ত অনেক বিপদীত ঘটনা ঘটাইয়া বিচারপতির ভ্রম জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সে সকল কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। এবার প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে।

উপসংহারে আর একটী কথা বলা আবশ্যক হইল, বিনোদ বাবুর মত বাগ্মিতা খুনিবরুদ্ধ প্রতী বোধ হয় আর হইবে না। তিনি বক্তৃতা করিবার চেষ্টা পাইয়া কেবল যে পরমেশ্বরের স্তুতি ও সমাজসংস্কারের বিষয় করিয়া একবিধ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নয়, নিরোধ ব্যক্তির অন্তে বক্তৃতারোধ বিক্ষেপ করিয়া অপরিমিত মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। "বরং শত অপরাধী মুক্ত হউক, কিন্তু একজন নিরপরাধ যেন দণ্ডিত না হয়" এই মহার্থ বাক্যের তাৎপর্য্য এখন সভ্য ও ভদ্রসমাজে চলা বিনোদের সদৃশ লোকের পক্ষে সম্ভাবিত নয়।

২৮ ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের কথা।

"যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।" এ প্রবাদ বাক্যটী নিরর্থক নয়। ইংরাজেরা যখন ইংলণ্ডে থাকেন, তখন তাঁহাদিগের কাছে ভ্রম দেখিলে ও বাক্য শুনিলে তাঁহাদিগকে নিরুত্তর বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের কথা শুনিয়া পুলা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ঐ সকল ইংরাজ যখন ভারতে সমাগত হয়েন, তাঁহাদের কেন যাটীর কেমন বোধ, তাঁহাদের স্বভাবের কাছ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এতদ্দেশে আসিলে বোধ হয় যেন সে ইংরাজ নয়। চেহারী সেইরূপ থাকে বটে; মনটী বদলিয়া যায়। বিলাতবাসিগণ পরিচয়ের সময়ে কত কোশল করিতেন, তাহারা কি এখন একটী ভ্রম করিতে পারেন না যে ইংরাজ সেখানে যাইল, তাঁহার ভ্রম হইবার নয়। ইংলণ্ডের ইংরাজ ও ভারতের ইংরাজে যে এত ভেদ, তাহা সেখানকার বিশিষ্ট লোক আমরা এই প্রস্তাবটী উপস্থিত করিয়াছি।

১, বঙ্গ বিপন-আন্দোলনের অবশ্যকীয় আবশ্যকীয় আবশ্যকীয় আ

এরূপ কথা না থাকিলে, সেইস্থলে সরাসরি ডিক্রি হইলে বন্ধক গ্রহীতার অধিকার জন্মিবে না।

১২৬১ সালের ১৩ ই ফাল্গুন কতক স্থাবর সম্পত্তির একটী লেখা পড়া হয়। তাহা বেচিলে বিক্রয় কবলা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহার পক্ষের যে প্রকার কথাবার্ত্তা হইল, তাহাতে উহা বন্ধকবলা বলিয়া স্থির হয়। এই কথা থাকে, ১২৬২ সালের বৈশাখ মাসে মূল সমেত টাকা পরিশোধ করা হইবে। মাসিক ১ টাকা সুদ। ১২৬৩ সালে বাদিরা বরবাদ জারী করে। বরবাদ হয় বৎসর অতীত হইলে বলিয়া ঐ সম্পত্তি ক্রয় অধিকার পাইবার নিমিত্ত মকদ্দমা উপস্থিত করে। কিন্তু বরবাদ জারির কার্য্য রীতিমত সম্পাদিত না হওয়াতে বাদিরা হারিয়া যায়। ১২৮৮ সালের ১৭ এ পৌষ বাদিরা পুনরায় বরবাদ জারি করিল। এক বৎসর অতীত হইয়া গেলে এই মকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রথম আদালত তামাদি ঘটনায় মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দেন। আপীল আদালত বলেন, ১২৭৩ সাল হইতে তামাদি ধরিয়াছে। সব জজের সিদ্ধান্তে আপীল হইলে তিনি মূল আসল ধার্য্য করিয়া এবং সুদ ডিক্রি করিয়া বন্ধকী সম্পত্তি খালাস করিবার হুকুম দিলেন। হাইকোর্টে আপীল হইল, তথায় এই আপত্তির উত্থাপন করা হইল। ১২৬২ সালে টাকা পরিশোধ করিবার কথা ছিল। বন্ধকদাতা টাকা দিতে না পারাতে ১২৬৩ সালে বন্ধক-গ্রহীতার সম্পত্তি দখল করিবার অধিকার জন্মে। কিন্তু দখল না করাতে ১২৭৩ সালে তামাদি ঘটনা হয়। অতএব জারীর পর বরবাদে কারিতে বাদির স্বত্ব পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে না।

বিচারপতি মাকেঞ্জি ও বিচারপতি মিত্র বিবেচনা করেন, তাহা প্রমাণ দেওয়া হয়। উহার লেখা পড়াতে ও বিক্রয়ের কথা এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার পর বন্ধকগ্রহীতার দখল করিবার কথা ছিল। যে সময়ে দখল করিবার কথা থাকে সেই সময় হইতে গণনা করিয়া ১২ বৎসরের পরে বন্ধকগ্রহীতা মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তামাদি ঘটনায় তিনি মকদ্দমায় হারিয়া যান।

বিচারপতি পিটিফকল ও বিচারপতি ম্যাক ডোনেল গুণাভিরাম ঘোষের ও রাম মনোহর রায় ঘোষের যে মকদ্দমা করেন; তাহাতে তত বন্ধকদাতা নির্দ্দিষ্ট সময়ে টাকা দিতে না পারিলে বন্ধক গ্রহীতার ভূমি অধিকার করিয়া লইবার কথা ছিল, কিন্তু বন্ধক গ্রহীতা ভূমি অধিকার না করিয়া ভূমি অধিকার করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে ১২ বৎসর বরবাদ জারী করিয়া ১২ বৎসরের মধ্যেই মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার মকদ্দমা ডিক্রি হয়।

১৮৮৩। ১৫ ই আগষ্ট।

বিচারপতি মিত্র ও বিচারপতি টটনহাম।

রঘু পাঁড়ে ও অন্য অন্য বাদি বাদী।

কালী পাঁড়ে ও অন্য অন্য বাদি প্রতিবাদী।

কামাদি আইন (১৮৭৭ সালের ১৫ আইন) আর্টিকেল ১৮৮ পৌনরাবৃত্তাকারের সত্ব।

হিন্দুদিগের অন্যোন্যবিভাগ পুনরাবৃত্তাকারে করিবার সত্ব স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে আছে। এরূপ অন্য স্থাবরের মকদ্দমা করিতে হইলে তাহা তামাদি আইনের ১৮৮ আর্টিকেল অনুসারে হইবে, ১৪৪ আর্টিকেল অনুসারে হইবে না।

যজমানী বৃত্তির উপস্বার্থ এই মকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। হিন্দুদিগের দেশে বাদিরা কার্য্য করিবার সত্ব লইয়া এই মকদ্দমা। মুন্সেফ বাদির অনুকূলে ডিক্রী দেন। কিন্তু আপীল আদালত তামাদি আইনের ১৪৪ আর্টিকেল অনুসারে উহার বিচার হইবে বিবেচনা করিয়া মুন্সেফের ডিক্রী রদ করেন। আপীল হইলে হাইকোর্ট আদালত বাদির পক্ষের ন্যায় ঐ সত্ব বিবেচিত হইবে বলিয়া নিষ্পত্তি করেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

কান্তেরো ২৩ এ এপ্রেল। ওসমান দিগ্না অনুচরগণসহ রণে অগ্রসর হওয়াতে ইংরাজেরা অতিশয় ভীত হইয়াছে। ওসমান দিগ্নার সাত মাইল অন্তর আছেন। বিপক্ষেরা আক্রমণ করিতে না পারে, এ জন্য ইংলণ্ডেশ্বরীর ট্রিটন ও হেক্লর নামক দুইখানি জাহাজ সজ্জিত হইয়া গিয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়া ২৩ এ এপ্রেল। মাল্টার অধিবাসী যে সকল জাহাজ তীরে আসিবে, পরে, তাহা হইতে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়, এই সভার স্বাস্থ্য-কমিশন এই আদেশ দিয়াছেন যে ঐ সকল জাহাজ তীরে উপনীত হইতে না পারে।

লণ্ডন ২৭ এ এপ্রেল। গুলদম ডেলিনিউস বলিয়াছিলেন ব্রহ্মের সৈন্য পাঠান হইবে, কিন্তু সে সংবাদটী সত্য নহে। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ইমপিরিয়ল গবর্ণমেণ্টের পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন আপাততঃ চারিমাস তথায় সৈন্য প্রেরণ সাধ্যায়ত্ত নহে।

কনষ্টেণ্টা ২৭ এ এপ্রেল। বর্ণিয়ের শাসনকর্ত্তা নগর পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অধিবাসীরা উদ্বিগ্নচিত্তে পলাইতেছে। দুর্গের অধিকাংশ সৈন্য ফিল্ডগ্রীনিচের সহিত মিলিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ এপ্রেল। পামারের ডেলিনিউস বলিতেছে যে যুদ্ধ করিয়া যায় তাহার অনুকূলে প্রকাশ হইয়াছে। বিদ্রোহের এলমা ৬ই ছিল। বাহিরের আগমে কতকগুলি অস্ত্র লওয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ২৯ এ এপ্রেল। মিসরের রাজস্ব সম্বন্ধে যে সভা করিবার প্রস্তাব হয় ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া করিয়াছেন মিসর সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

কায়রো ২৯ এ এপ্রেল। একদল বন্যজাতি মেহিল টোমেয়েনের আরোগ্যকারিণী ঔষধি খাইবার আদেশ করিয়াছে। ঐ ঔষধি সৈন্য অন্যান্য মুসলমানি সৈন্যদিগের সহ্য হয় না।

জাঞ্জিবার ৩০ এ এপ্রেল। ফ্রেডোরাইন নামক জাহাজ মুরেল পরিত্যাগ করিলে ৬ জন সৈনিক গুলাইটার আক্রান্ত হয়। উহার মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হিপনের প্রস্তাব সম্বন্ধে যে সভা করিবার প্রস্তাব করেন সমুদায় উহা তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন "হিপন সংক্রান্ত সমুদায় বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক।

লণ্ডন ১ লা মে। কমন্স সভা অনুসন্ধান করিবার আইনের পাণ্ডুলেখা ঘুরে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

কায়রো হইতে সংবাদ আসিয়াছে টিবেটোর পার্লামেণ্ট সভা ঘুরের নিয়ে অনেক দাহ্য পদার্থ পুষ্ট হয়। তজ্জন্য লোকেরা অতিশয় ভয়ে ভীত হইয়াছে।

ডারমষ্টাড ৩০ এ এপ্রেল। ব্যাডেনবর্গের রাজকুমার লুইসের সহিত হেসি ডারমষ্টাডের রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার অদ্য বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরী প্রিন্স অব ওয়েলস, তাঁহার স্ত্রী এবং পরিবারবর্গ ও অন্যান্য রাজকুমার এবং তাঁহার স্ত্রী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। আলবার্টির ভিক্টরের মৃত্যুনিবন্ধন ইংলণ্ডেশ্বরী তে মে উপস্থিত হন নাই।

কায়রো ৩০ এ এপ্রেল। বার্বারের শাসনকর্ত্তা এখন সপত্র রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তিনি পুনরায় সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

মার্কুইস সেলিসবরি ফরাসী রাজদূত ও চীন মন্ত্রি পারিসে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে সকলে অনুমান করিতেছেন, চীনে আফিমের কথাই উত্থাপন হবে।

বিবিধ সংবাদ।

মদ্রাজের একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঞ্জোরের কলক্টর ব্রীবার কড়ুক পাণ্ডারলাদের নামে এক ব্যক্তি চেরাই মদ করে ও তাহার বাটীতে ভাকাইতি করিবার উপদেশ দেওয়া অপরাধে হজরা মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে। মাজিষ্ট্রেট বিচারে তাঁহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। ত্রিচিনপলির সেসন জজ ব্রাণ্ডট সাহেব তাঁহাকে মুক্তি দেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সেসন জজের বিরুদ্ধে আপীল করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে হাইকোর্টের বিচারপতির হস্তে উক্ত মকদ্দমার বিচার ভার নিক্ষেপ করেন। জষ্টিস কার্ণান ও মধুস্বামী বিচার করেন। কার্ণান সাহেবের মত দেওয়া এবং মধুস্বামীর ছাড়িয়া দেওয়া মত হইয়াছে।

আমরা শুনিলাম কলিকাতার ক্রিয়েটীভ ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে। ইহার কর্ত্তৃপক্ষেরা টাকা ফিরি দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের বিদ্যালোচনার সাহা

আর্থ বোম্বাইয়ের কতকগুলি ধনাঢ্য পুরুষ এই উদ্দেশ্যে কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। সাধারণ ভারতবাসী এ বিষয়ে এই মহৎকার্য্যে যোগদান করেন, তজ্জন্য তাঁহারা মহারাণীর সমক্ষ সংবাদপত্রে একটী প্রোক্লেমেশন প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহার যেরূপ মানিক আছে, তিনি সেই হিসাবে টাকার প্রতি মাসে দুই পয়সা দেন, এই তাঁহাদিগের ইচ্ছা। এরূপ সাহায্য করিলে কাহারও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই অথচ এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইবে। প্রত্যেক জেলায় যুনক ন ৪০,০০০ কাজার লোক মাসিক গড়ে এক টাকার হিসাবের চাঁদা দিলে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিবে। যাঁহারা নিয়মিতরূপে মাসে মাসে চাঁদা দিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পুত্র কন্যা বা কোন নিকটস্থ আত্মীয় যদিক বিদ্যা শিক্ষার্থ ভারতবর্ষের কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিলে অথবা অধ্যয়নার্থ বিদেশে গমন করিলে এই ফণ্ড তাহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিবে। একজন চাঁদা দাতা একটীর অধিক বালকের সাহায্যার্থ লইবার কথা রোধ করিতে পারিবেন না। এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে সভা হইয়াছে, সেই সভা সংগৃহীত অর্থ দ্বারা হাজরাথোয় হিন্দু, মুসলমান, পার্সি ও খ্রীষ্টান এই চারি জাতীয় চারিটী বালককে বিদ্যা শিক্ষার ব্যয় দিবেন স্থির করিয়াছেন।

একজন ফরাসী পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন ইটালী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে আত্মহত্যা করা ৫ জন, সুইডারলণ্ড, নরওয়ে, হল্লেণ্ড ও ডেনমার্কে ৪ জন; অষ্ট্রীয় ইউরোপের অপরাপর স্থানে গড় করা ২৮ জন পুরুষ স্ত্রী পরিত্যাগ করে, অথবা স্ত্রী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। আত্মহত্যার সংখ্যাও ঐরূপ। ডেনমার্ক ও স্যাকসনির লোকদিগের চরিত্রদোষ অত্যন্ত প্রবল। গণনাকারক বলিয়াছেন, যেখানে স্বামী স্ত্রীর অপেক্ষা ৫ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বড়ো ছোট, সেইখানে আত্মহত্যা করা ১৮৩ জন রমণী স্বামী পরিত্যাগ করে ও স্বামিকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়।

মদ্যপানে ব্রিটানবাসীর যে কত অর্থ ব্যয় হয়, ডক্টর লাংএর তাহা গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন। ১৮৮৩ অব্দে তথায় ১২৪০½ লক্ষ টাকার মূল্যের সুরা বিক্রয় হইয়াছে, মদ্যের অপকারিতা লোকে যত বুঝিতেছে। মদ্যপায়ীর সংখ্যা তত হ্রাস হইতেছে। প্রতি বৎসরই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তথাপি ১৮৭৬ অব্দ হইতে বর্ষে বর্ষে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মূল্যের সুরা বিক্রয় হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ১৮৭৬ অব্দে তথায় ১৪১০½ লক্ষ টাকার মূল্যের সুরা বিক্রয় হইয়াছিল। ব্রিটানে প্রতি বর্ষে ১০০০ লক্ষ গ্যালন বিয়ার ও ৩১০ লক্ষ গ্যালন স্পিরিটস্থয়ন্ত হইয়াছে। ১৮৬০ অব্দে ডাকাতের ভয়ে লোকে রাত্রিকালে ঘরের বাহির হইত না। ডাকাতেরা কবাটের কাছে খড় জড়িয়া ফেলিয়া সেই স্থান দিয়া যেমন প্রবেশ করিবে, মুসলমান অমনি তাহাদিগকে গুলি করিয়া আঘাত করে। এইরূপে ১৩ জন আহত হইবে ডাকাতেরা ভয়ে পলায়ন করে। এক দল আর্ম্মাড অনুসন্ধানী পুলিস নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। চুরি ও ডাকাতি হইয়া গেলে চোর ও ডাকাত ধরা কেবল যে উচিতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে এরূপ নয়, যেখানে যত বদমায়েস আছে এবং বদমায়েসেরা বন্ধুত্ব হইয়া যে যে কার্য্য করে, অনুসন্ধানী পুলিস তাহারও অনুসন্ধান করিবেন। এরূপ ব্যবস্থা না হইলে, দেশের শান্তি রক্ষা করা কঠিন। এ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন আইন করারও কর্ত্তব্য।

জাপানের যুবতীগণের কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে বিবাহ হইবার নিয়ম নাই। বিবাহের পর যুবতীদিগকে ক্রন্দনও ও বস্ত্র ক্ষালন করিতে হয়। জাপানে স্ত্রী ও পুরুষ বিবস্ত্র হইয়া একত্র স্নান করে। বোধ হয়, সেখানে বাক্যটী সত্য নয়। তুর্কিস্তান দেখিয়া আসিয়া, জাপানবাসিরা অনেক উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। যখন জাপানবাসিরা অসভ্য অবস্থাপন্ন ছিল, বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিবার প্রথা বোধ হয় সেই সময়েরই হইবে।

কে রাসিন তৈল অধিকতর সুলভ মূল্যে পাইবার চেষ্টা হইতেছে। যে সকল খনি হইতে কেরোসিন তৈল উঠে, তাহা কিছুতেই শুষ্ক হয় না। একবার সমস্ত তৈল উঠাইয়া লইলে ক্রমে ক্রমে পুনরায় সেই খনি তৈলে পূর্ণ হয়। তৈল সহজে পাওয়া যায় বলিয়া মূল্য যেমন সুলভ অন্য যায় তেমনি ক্রয় হইলে তৈল আরও অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে বলিয়া বাকুর ব্যবসায়ীরা ইউরোপ ও আমেরিকার বন্দর সমূহের সহিত, কাস্পিয়ার তৈলের খনি সকল দ্বারা সংযুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। আপাতত বাকু হইতে ব্যাটোম ২৩০ মাইল একটী নল বসাইবার কল্পনা স্থির হইয়াছে। বাকু হইতে বুনায়ার ১২০০ মাইল হবে। এখানেও নল বসান হবে। ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে ও আমেরিকায় নল বসাইয়া তৈল আনা হইবে; সুতরাং অল্প ব্যয়ে লোকে তৈল পাইবে ও অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে।

ফরাসীস একটী লোমহর্ষণ ঘোটনার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ৩০এ এপ্রেল শিবসাগর হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, হুসংগুড়ি নামক স্থানে একজন কুলিকে খোন করা হয়। উহারা সন্ধ্যাকালে খুনকারক স্থানে উপনীত হইয়াছিল। এই কুলিদিগের সহিত একটী সুন্দরী রমণী ছিল। সি, ওয়েব নামে কোকিলামুখের

উপাসনে আসিয়া, অধিবাসিদিগের মধ্যে ২০ ০১ জন মারিয়াছে। ৮৭০০০ লোক মরু হইবা মারামারি করিয়া অক্ষিযুক্ত হয় এবং ৭০০০ লোক সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ৫১০০০ রমণী মহাপাপে মগ্ন হইয়া কুকর্ম করিতে আরম্ভ হয়। যে সকল রমণী ছয় বা করিয়া ছেলে টাকে অবশ্যই জীবন করে না, তাহারা ৪০০০ রমণী প্রত্যহ বর্ষে ছেলে খুন করিতেছে। ১৮৬০ অব্দে তথায় খ্রিষ্টানের সংখ্যা ৫০,০০০ লক্ষ ছিল, এক্ষণে ৮০ লক্ষ হইয়াছে। তৎকালে পাদরিদের সংখ্যা যত ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

মানুষ যত সভ্য হইতেছে, মিষ্টভাষা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। আজ কাল ডাইনামাইট নামে যে নূতন দাহকপদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমেরিকার ডাইনামাইট সভা মিউইয়র্কের অন্তর্গত ব্রুকলিনে তাহা কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় ও কিরূপেই বা ছুড়িতে হয় যুবক দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সভার সভাপতি বলিয়াছেন অষ্ট সের ডাইনামাইট প্রস্তুত করিতে ৬০ সেণ্ট ব্যয় হয়। এই অষ্ট সের পার্লিয়ামেণ্ট সভা উড়াইয়া দেওয়া যায়। উপযুক্ত যুবকগণ সংগৃহীত হইলে তাঁহারা আফি উইকসনার দুর্গ ও ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবি ভগ্ন করিয়া দিবেন। সে যে কি এই সভ্যতার ফল হইল।

ব্রেমাইটের একখানি সমাচার পত্রে দেখা গেল একটী হিন্দু বিধবার আত্মীয়বর্গ তাহার মস্তকের কেশ মূল হইতে উৎপাটন করিয়া দিয়াছে। স্ত্রীলোকটী মস্তকের কত নিবন্ধন অধিক যাতনা পায়। মূর্খতা অনেক স্থানে দেখাইয়া থাকে। প্রেগের অনেক হিন্দুস্থানী টৈধব্য ঘটনার পর মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন; কিন্তু এমন সূক্ষ্মবুদ্ধি দয়ালু কাণ্ডের কথা আমরা কখন শুনি নাই।

পুলিসের বর্ত্তমান বন্দোবস্তে খুনি ও ডাকাতির সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার পরিচয় বার্ত্তা হেতে দেশ রক্ষা করা ভার দেখিতেছি। ১২ই বৈশাখ মঙ্গলবার রাত্রিতে ভামগুহারঘর শাখা রেলওয়ের উত্তর পূর্ব্ব দেড় ক্রোশ অন্তরে এক মুসলমানের বাটীতে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। আমরা শুনিলাম গৃহস্থ মুসলমান তিন জন ডাকাইতকে আহত করিয়াছে। যদি ডাকাইতদিগের আঘাত হইয়া থাকে, বড় পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। শুনিলাম টালিগঞ্জের নিকটে অস্ত্রাহত ডাকাইতদিগের মধ্যে একজন মৃত হইয়াছে। ডাকাইতেরা কিছুই লইয়া যাইতে পারে নাই। গৃহস্থ মুসলমান অতিশয় সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছে। সে তরবারি হস্তে লইয়া কবাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিল। ডাকাইতেরা কবাটের মুক্ত খড় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই স্থান দিয়া যেমন প্রবেশ করিবে, মুসলমান অমনি তাহাদিগকে গুলি করিয়া আঘাত করে। এইরূপে ১৩ জন আহত হইবে ডাকাইতেরা ভয়ে পলায়ন করে। এক দল আর্ম্মাড অনুসন্ধানী পুলিস নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। চুরি ও ডাকাতি হইয়া গেলে চোর ও ডাকাত ধরা কেবল যে উচিতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে এরূপ নয়, যেখানে যত বদমায়েস আছে এবং বদমায়েসেরা বন্ধুত্ব হইয়া যে যে কার্য্য করে, অনুসন্ধানী পুলিস তাহারও অনুসন্ধান করিবেন। এরূপ ব্যবস্থা না হইলে, দেশের শান্তি রক্ষা করা কঠিন। এ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন আইন করারও কর্ত্তব্য।

জাপানের যুবতীগণের কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে বিবাহ হইবার নিয়ম নাই। বিবাহের পর যুবতীদিগকে ক্রন্দনও ও বস্ত্র ক্ষালন করিতে হয়। জাপানে স্ত্রী ও পুরুষ বিবস্ত্র হইয়া একত্র স্নান করে। বোধ হয়, সেখানে বাক্যটী সত্য নয়। তুর্কিস্তান দেখিয়া আসিয়া, জাপানবাসিরা অনেক উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। যখন জাপানবাসিরা অসভ্য অবস্থাপন্ন ছিল, বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিবার প্রথা বোধ হয় সেই সময়েরই হইবে।

কে রাসিন তৈল অধিকতর সুলভ মূল্যে পাইবার চেষ্টা হইতেছে। যে সকল খনি হইতে কেরোসিন তৈল উঠে, তাহা কিছুতেই শুষ্ক হয় না। একবার সমস্ত তৈল উঠাইয়া লইলে ক্রমে ক্রমে পুনরায় সেই খনি তৈলে পূর্ণ হয়। তৈল সহজে পাওয়া যায় বলিয়া মূল্য যেমন সুলভ অন্য যায় তেমনি ক্রয় হইলে তৈল আরও অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে বলিয়া বাকুর ব্যবসায়ীরা ইউরোপ ও আমেরিকার বন্দর সমূহের সহিত, কাস্পিয়ার তৈলের খনি সকল দ্বারা সংযুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। আপাতত বাকু হইতে ব্যাটোম ২৩০ মাইল একটী নল বসাইবার কল্পনা স্থির হইয়াছে। বাকু হইতে বুনায়ার ১২০০ মাইল হবে। এখানেও নল বসান হবে। ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে ও আমেরিকায় নল বসাইয়া তৈল আনা হইবে; সুতরাং অল্প ব্যয়ে লোকে তৈল পাইবে ও অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে।

ফরাসীস একটী লোমহর্ষণ ঘোটনার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ৩০এ এপ্রেল শিবসাগর হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, হুসংগুড়ি নামক স্থানে একজন কুলিকে খোন করা হয়। উহারা সন্ধ্যাকালে খুনকারক স্থানে উপনীত হইয়াছিল। এই কুলিদিগের সহিত একটী সুন্দরী রমণী ছিল। সি, ওয়েব নামে কোকিলামুখের

হইজন ইউরোপীয় রমণীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। তিনি মাজিষ্ট্রেট কুলিদিগকে অল্পক্ষণের মধ্যে তাহাদের বহির্ভাগে রাখিয়া ঐ রমণীকে নিজ প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য হস্ত ধরেন, কিন্তু রমণী কিছুতেই তাহার প্রলোভনে মুগ্ধ হইল না। তখন সাহেব অগত্যা বলপূর্ব্বক রমণীকে নিজ প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, রমণীর স্বামী প্রাণপণে বাধা দিয়াছিল; কিন্তু সাহেব তাহাকে গুরুতর প্রহার করিয়া তাহার পত্নীকে লইয়া গেলেন। রমণী সমস্ত রাত্রি চীৎকার করিয়াছিল। পর দিন প্রাতঃকালে তাহার শরীরে ভয়ানক বেদনা বোধ হওয়াতে প্রকাশ করিতে থাকে। তাহার ছুটি হইলে রমণী প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই মকদ্দমা জোরহাটের ডেপুটী কমিশনরের নিকট উপস্থিত হইয়াছে পুলিস একটু মনোযোগ করিলে হয়! আসামে যাহারা কুলি হইয়া যাইতে থাকে, এই সকল ঘটনা তাহাদিগকে বিদিত করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যে সকল মুদ্রা প্রেরিত হয়, তাহার বাঁটায় বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এতন্নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণে অভিলাষী হইয়াছেন। তাঁহারা মহর এণ্ড, কুক ও কতকগুলি বণিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কুক সাহেব বলিয়াছেন, বাঁটায় বর্ষে বর্ষে ৪০০০০০০ টাকা ক্ষতি হইয়া থাকে। মুদ্রা না পাঠাইয়া বরাতী হুণ্ডীতে টাকা পাঠাইলে কি এ ক্ষতির হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না?

কে সাহেব ভারতবর্ষের "অর্থ লুণ্ঠ" এই প্রস্তাব লইয়া লাইনটির একখানি সাময়িক পত্রিকার আর একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডে এক্ষণে ১২০০০ হাজার পেন্সন ভোগী সিবিলিয়ান আছেন। তাঁহারা প্রতি বর্ষে ভারতবর্ষীয় ধনাগার হইতে ১০০,০০,০০০ টাকা বৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদক ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, কে সাহেব অতিরঞ্জনে প্রস্তাব পরিপূর্ণ করিয়াছেন। টাকার অঙ্ক ঠিক না হইলে না হইতে পারে, কিন্তু ভারতের অর্থ কত প্রকারে যে ইংলণ্ডের উদর পূরণ করিতেছে, এতদ্দ্বারা তাহা সুন্দররূপে প্রমাণ হইতেছে।

ডেভারার ঘটী আপনাকে পেশবর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি থানাভি নামক স্থানে বিদ্রোহোদ্যোগের চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক এম,প ষ্টার বলিয়াছেন, কুকুরে জলাতঙ্ক দিলে তাহার বিষ হ্রাস হয়। তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন টীকা দেওয়া কুক্কুরে দংশন করিলে জলাতঙ্ক হয় না। কিন্তু কুক্কুরের যে পরিমাণ বিষ, টীকাদিয়ার সেই পরিমাণ ঔষধ আবশ্যক। এটী পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কুক্কুরের দংশনে বর্ষে বর্ষে যেরূপ লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে, এই সহজ উপায়ে তাহার নিবারণ হইলে দেশের একটী বিশেষ মঙ্গল হইবে।

আসামারা, টেরসি, ওরিত ও ইণ্ডিওলা আসাম স্থানে ভয়ানক রূপ হইয়া গিয়াছে। লেডের বিস্তর সম্পত্তি নষ্ট এবং ৩০ জন লোক হত ও এক শত লোক আক্রান্ত হইয়াছে।

আয়রলণ্ডবাসীরা আতি ও ভীষণভাব পরিত্যাগ করে নাই। ইহারা নানা স্থানে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের পরামর্শ করিতেছে। হোম গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের অধীনে ছদ্মবেশী পুলিস প্রকৃতি রাখিয়া চক্রান্তকারিদিগকে ধরিবার চেষ্টা পাইতেছেন; তথাপি তাহারা বিপুল উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিতেছে, তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ হইতেছে। সম্প্রতি গ্লুচেষ্টার, রেলওয়ে রেল ও ডাইনামাইট দ্বারা অট্টালিকা সমভূমি করিয়া দেওয়া প্রভৃতি অপরাধে মাউণ্ট জয় নামক স্থানে অনেকগুলি আয়রলণ্ডবাসী কারারুদ্ধ আছে। ইহা দেখিয়া উদ্ধার করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কিন্তু যন্ত্র কেল ভগ্ন হওয়াতে স্থির হয়, কিন্তু গুপ্ত কথা প্রকাশিত হওয়াতে চক্রান্তকারিদিগের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

ভিক্টোরিয়া প্রদেশের পশ্চিম ভার্টবুর নামক স্থানের এক ব্যক্তি ফর্ণবির নামক একটী উৎকৃষ্ট ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঔষধ ইণ্ডিয়ানা নামক নকুলের ন্যায় এক প্রকার জন্তু আছে। একদা একটী ইণ্ডিয়ানার সহিত একটী বৃহৎ সর্পের যুদ্ধ হয়। সর্পটী যখনই এই জন্তুকে দংশন করে, এই জন্তু তখনই এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নিকট দৌড়িয়া গিয়া কামড়াইয়া আসিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল, এইরূপ দুই তিন বারের পর সর্পটী মারা পড়িল। জন্তুটী চলিয়া গেলে ম্যাকডোনাল্ড সেই বৃক্ষ তুলিয়া আনেন এবং তাহাতে ইণ্ডিয়ানার দংশনের চিহ্ন দেখিতে পান। তৎপরে তিনি সেইরূপ আর কয়েকটী গাছ লইয়া মর্দ্দন করাতে প্রায় অর্দ্ধ ছটাক রস বাহির হয়। পরীক্ষার্থ তিনি আপনার হাতের এক প্রকার এককে একটী বৃহৎ সর্পের দিয়াই দংশন। সর্পটী তাহার পশ্চাৎভাগে যেমন দংশন করিল অমনি সমস্ত ভেষজ সর্পটীর প্রাণসংহারে সমর্থ হইল। আশ্চর্য্য সমস্তটীকে বাঁচাইবার জন্য ম্যাকডোনাল্ড সাহেব সেই রস একটু খাওয়াইলেন এবং তাহার ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলেন। পাঁচ মিনিট পরেই সর্পের ন্যায় মস্তক তুলিতে লাগিল। ক্রমে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পাঁচ দিন লাগিয়াছিল। এই বৃক্ষের মূল ও ফল মেলবোরণে পরীক্ষার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে।

ডাক্তার আর ই, ডড্‌ডিজন বিলাতের একখানি বহুপ্রচলিত চিকিৎসাপত্রিকায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতিকর্ত্তা ডাক্তার হ্যানিমান সাহেব ১৮৩১ অব্দে নাসিরের ওলাউঠা সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি বলেন এক প্রকার কীটাণু হইতে এই মারাত্মক পীড়া সমুদ্ভূত হয়। ইহা অল্প মূল্য যে মহৌষধের দ্বারা নষ্ট হয়, তাহা কর্পূর। কর্পূরই এই ব্যাধিনাশের একমাত্র ঔষধ। তিনি কেবল কর্পূর ব্যবহার করাইয়া ইউরোপের যে যে স্থানে প্রবল ওলাউঠা হইয়াছে সেই সেই স্থানের ওলাউঠার শান্তি করিয়াছেন। ওলাউঠাক্রান্ত লোকদিগকে পাঁচ মিনিট অন্তর কর্পূরের তীব্র আরক এক এক ফোঁটা টাওয়াইলে ও পরীরে মর্দ্দন করিলে এবং চই চামচ কর্পূরের আরক অর্দ্ধ সোডেল গরম জলে মিশ্রিত করিয়া পিচকারি করিলে ইহার শান্তি হয়। অগ্নিতে লৌহপাত্র বসাইয়া তাহাতে কর্পূর ফেলিয়া দিয়া ঘরে কর্পূরের গন্ধ করা আবশ্যক।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বিলাতের সিবিলিয়ান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এম, পি, ক্যারিগাট ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ভিসের জন্য বাঙ্গালা কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে বোডেনের বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোলোকনাথ ঘোষই কলেজের পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিলাতে গমন এবং বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন—মিণ্টোর প্যারিলাল লাল এবং বেরিলির অন্তর্গত ফরিদপুরের রিসালদার উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এ, মিত্র ও আর, ডি, কর এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল, আর, সি, পি, এডিনবরা উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন।

১৯ এ বৈশাখ, বুধবার রাত্রিতে কোদালিয়া গ্রামের মতিলাল আঢ্যের গৃহে সিঁদ দিয়া সোনা রূপার অলঙ্কার ও থালা বাসন আদি অনেকগুলি জিনিস চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তদন্ত পুলিস বিশেষ তদন্ত করাতে ঐ গ্রামের কয়েক জন ছুতলোকের বাটী হইতে কতক কতক অপহৃত দ্রব্য বাহির হইয়াছে।

রাহুর ও আমুদে আহ্লাদে আছেই, আজ কাল কিছু বেশী বেশী হইয়াছে। তামাসার কথা শুনিলে লোকের বাক্সের চাবি আপনা হইতে খুলিয়া যায়। বোম্বাইয়ে যে বেলা হইবার কথা হইয়াছে, তাহার

সংখ্যা মাত্র। আমাদের উচ্চতর গবর্ণমেণ্টের উৎকট বাবস্থাপদ্ধতি মধ্যে ঐ দুটী নিষ্কৃষ্ট ও ঘৃণ্য স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহা বড় সামান্য বিষয় নহে। আজ আমরা সেই প্রসঙ্গ সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। যাহার অন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র করুণার সঞ্চার আছে, তিনি কখন এ দণ্ডের অনুমোদন করিবেন না। যে আইন-কর্ত্তা প্রথম আইন করিয়াছেন, তিনি যদি কখনই ইহার কার্য্য দর্শন করেন, হয় ত তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া উঠিবে। ভারতীয় আইনকর্ত্তাদিগের বিচিত্র ব্যবহার ধরিয়া অনেক সময়ে আমাদিগকে চমকিত হইতে হয়। যাঁহারা বেত্রাঘাতের মত বিধান করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার আপ-ডেট্ করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে নিষ্কৃষ্ট দেশমধ্যে যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই আহ্লাদের বিষয়। যে সকল অপরাধিকে বেত্রপ্রহার করা হইয়াছে, তাহাদিগের পাঁচ বৎসরের সংখ্যা ধরিয়া আমাদিগের মনে এই আশঙ্কা জন্মিতেছে, যতটী শীঘ্র উঠিয়া যাইবে। যথা—

অঙ্ক।	অপরাধী।
১৮৭৮	৪১৩৬
" ৭৯	৪০৮৩
" ৮০	২৯১৮
" ৮১	২৯১৫
" ৮২	১৮০৪

আমরা পুনরায় করিতেছি, করব্যবস্থাপদ্ধতির মধ্যে এ নিষ্কৃষ্ট দণ্ডটী সত্বরতম ব্রিটিশ ব্যবস্থা পুস্তিকা হইতে লোপ পাওয়া উচিত।

গত পূজা সপ্তাহে কলিকাতায় একটী আশ্চর্য্য চুরী ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু চুরাচোরের অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। চুরাচোর এক জন ফিরিঙ্গি সাহেব দেশীয় চুরাচুরিতে ও সাহেবি চুরাচুরিতে প্রত্যেক কি পাঠকগণ নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। এক জন পেন্সান্ প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কলুটোলার অন্তর্গত একখানা ক্ষুদ্র দালান ক্রয় করিয়া তথায় এক কেমিক্যাল দোকান সংস্থাপিত করেন। বিলাতির অধ্যক্ষ ঐ ভূতপূর্ব্ব ডেপুটিবাবুর নাম স্বাক্ষর দেখিয়া কোন সন্দেহ না করিয়া কয়েক গাঁইট বনাত ও কাশ্মীরের পুশমা বাঁধিয়া উক্ত পেন্সানার হস্তে প্রদান করিবেন এমন সময় আর এক পেন্সানা ডেপুটিবাবু সাহেবের ভূতপূর্ব্ব দোকানে উপস্থিত হইল। তাহা দর্শন করিয়া দোকানদারের মনে সন্দেহ হওয়াতে উভয় আকার মিলাইয়া দেখিলেন যে পূর্ব্বকার ভূতপূর্ব্ব জুয়াচুরী! এ জুয়াচুরিতে ধন আছে।

কলিকাতা ছোট আদালতের অন্যতর জজ

আমাদের ভারতবর্ষীয় সৈন্য পাঠাইবার কথা হইতেছে। সেনাপতি বলিয়া বসিয়া আছেন, কখনে ইচ্ছা সেইখানে যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। ভারতবাসির ক্ষতি বৃদ্ধি। চাপান হয়, এইটী বড় চাতুরের কথা। এবার শুনিতেছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট না কি খরচ দিবেন না। কথা কি রক্ষা পাইবে? আমাদের ত মনে হয় কাজের সময়ে মন্ত্রিগণ আবশ্যক বলিয়া এ কথা উড়াইয়া দিবেন।

আমরা শুনিয়াছিলাম, ৺ হরকালী, গোপালচন্দ্র রায়, রসিকলাল দত্ত ও বহুবল্লভী ভূত সার্জ্জিন হেয়র হইয়াছেন।

ভাষার স্বভাব যে কেমন অদ্ভুত, নিম্নলিখিত বাক্যটী পাঠ করিলে পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। একটী স্ত্রীলোক ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। তাহার বয়স বাহান্ন বৎসর হইবে। তাহার কিছু জমী ছিল। তাহাতে চাষবাস করিয়া সুখে থাকিত। তাহার ৮ টাকা ভাড়া পাইত। একদা তাহার পাড়ার কতকগুলি লোকে তাহাকে এই বলিয়া ভয় দেখাইল, তোমার সম্পত্তি আছে, অথচ তুমি ভিক্ষা করিয়া বেড়াও, পুলিসে তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। বৃদ্ধা ঐ কথা শুনিয়া ভয়ে দুই তিন দিবস প্রয়াগ আফিঙ খাইয়া আত্মত্যাগ করিয়াছে।

সালেমের বাজার যে মকদ্দমা হয়, তাহাতে কতকগুলি মুসলমান বিদ্রোহাপরাধে ফেরিয় বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের আদেশ ক্রমে তাহারা ধৃত হইয়াছে। আগামী ১৩ ই মে সালেমের মাজিষ্ট্রেটের নিকট উহার বিচার হইবে, কিন্তু এই মকদ্দমা সালেম হইতে যাহাতে কোইম্বাটুরের জালেক্টারের নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়, হিন্দুরা তজ্জন্য আবেদন করিয়াছেন।

কাবুলের আমীর হুকির হইতে লিখিতেছেন যে। তিনি পরমানা খাঁর উপর কাবুল শাসনের ভার দিয়া স্বয়ং কিলাট ও কান্দাহারের অবস্থা পরিদর্শনার্থ যাইতেছেন। পরমানা খাঁ কুমারের যৌতুকার্থে বিদায় দিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। পেশোয়ার ও হরিসিংহের ফ্রন্ট নামক স্থানে যে টেলিগ্রাফের তার ছিল, গত ২০ এ রাত্রিতে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। সীমাপ্রদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে আমুর খাঁর অনুচর লইয়া নবাব জোনেম খাঁ জেবেরের সোলেম সরদার খাঁ ও তাহার সহচর খাঁ কুর্দ্দিস্তানবাসিদিগকে বশীভূত করিয়াছেন ও কুর্দ্দিস্তান আমীরের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। কোয়েটা অঞ্চলে কাফর পাঠান

আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সৈন্য প্রেরণের আয়োজন করিয়াছেন।

মেসর্স সংবাদপত্রে একটী বড় চৌকুকাড় সংবাদ প্রচার হইয়াছে। সুদূর ভারতবর্ষীয় একেন্ট আফিসের কর্ম্মচারিদিগকে পারীতে টীকা দিবার নিমিত্ত কলিকাতায় একটী লোক প্রেরণ আজ্ঞা হয়। কিন্তু কর্ম্মচারিগণ ঐ সংবাদ শুনিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইলেন। পোষাক ঠিক করিয়া বীজ লওয়া হইবে, কিন্তু হইবা কিরূপে তাহা বর্ণন করিবেন, কিরূপেই বা নিজ গাত্রে তাহা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু কর্ম্মচারিদিগের মহাসঙ্কট উপস্থিত হইল, ক্রমে ক্রমে পলাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহারা কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার নিশ্চয় হইল না। সংবাদটী যদি সত্য হয়, কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই। টোটা কাটা মুসলমান সিপাহী বিদ্রোহের পর আজও এরূপ কাণ্ড হয়, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

ভারতবর্ষে রৌপ্যের যে সকল শিল্পকার্য হইত, রৌপ্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ করাতে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। ইহা ভারতীয় শিল্পের অবনতির অন্যতর কারণ বলিয়া পালামেণ্টের কতকগুলি সভ্য এই শুল্ক যাহাতে উঠিয়া যায় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

মেসর্স সাহেব গত বারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ছিলেন। পরীক্ষার ফলাফল তিনিই স্থির করিয়া যান। কিন্তু কি জন্য বলা যায় না, তিনি গতবারে সকল বিষয়ের রৌপ্যের ঘণ্টাটী বিলক্ষণ অবোধ্যতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আজও তাঁহার কার্য্যের ঘোর সংশোধন হইতেছে। প্রবেশিকা ও এল্, এ পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হন, তিনি তাঁহাদিগের অনেককে অনুত্তীর্ণ বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসাইয়াছিলেন, শেষে আবার ভ্রম সংশোধন করিলেন। মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বার্ষিকী পরীক্ষারও এরূপ আর একটী ঘটনা হইয়াছিল। একটী বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু তাঁহার নাম গেজেটে প্রকাশ করা কিম্বা তাঁহাকে প্রশংসা পত্র দান করা হইল না। বালকটী সম্প্রতি কোন বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই তাহা জানিবার জন্য টমি সাহেবের নিকট আবেদন করেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখেন বালকটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গতবারে উত্তিয়া গেজেটে তাহার নাম প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু বালকটীর যে দুই মাস পড়া ক্ষতি হইল কে তাহার দায়ী হইবে?

অপরাধীর দণ্ড বিধানার্থ যত প্রকার প্রমাণ আছে, তাহার মধ্যে ফাঁসী দেওয়া ও বেত্রাঘাত দণ্ড অতি নিষ্কৃষ্ট। অতএব দণ্ডের মধ্যে ঐ দুটী নিষ্কৃষ্ট

জোন্স সাহেবের পরলোক হওয়াতে তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি উচ্চপদে গমন করিতেছেন, এটী আনন্দের কথা, কিন্তু তিনি মিউনিসিপালিটীর সংস্রব পরিত্যাগ করাতে আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়গুণে কলিকাতা মিউনিসিপালিটী বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিতেছিল

১৮৮৩ অব্দের ২৩ এ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরী পরীক্ষার বিষয়ের নিয়ম করেন, ১৮৮৫ অব্দের জানুয়ারি মা। সেই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এতদ্দেশীয় যে সকল ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক উত্তমরূপ অধ্যয়ন করিয়া কোন খ্যাতনামা লোকের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লইয়া প্রদর্শন করিতে পারিবেন, তাঁহারাই এই পরীক্ষা দানে অধিকারী হইবেন। যাঁহারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাণীর অধিকারের মধ্যে বাস না করিবেন, তাঁহারা এই পরীক্ষা দিতে পারিবেন না।

স্বাস্থ্যের নিদর্শন পত্রের জন্য ৪ টাকা প্রদান করিতে হইবে এবং বংশমর্য্যাদা ও সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান করিতে হইবে, যে বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইলে কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা প্রদান করিতে দেওয়া হইবে না। যাঁহারা পরীক্ষা প্রদানের জন্য আবেদন করিবেন তাঁহাদিগকে আগামী ১ লা ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে প্রশংসা পত্র ও নগদ ৪ টাকাসহ নিম্নলিখিত বিদ্যালয় অনুসন্ধান সেক্রেটারির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। পরীক্ষা প্রদান বিষয়ে যাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য হইবে তাঁহাদিগের টাকা প্রত্যর্পণ করা যাইবে। জানুয়ারি মাসের মধ্যে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষা গৃহণের তারিখ পরে প্রকাশ করা যাইবে। পরীক্ষার বিষয় সকল এই:—

প্রথম দিনে পাঠ্য।

প্রবন্ধ।

আড়াই ঘণ্টা সময় দেওয়া হইবে লিখিত প্রবন্ধের এই গুণগুলি বিশেষ বিবেচ্য হইবে। যথা:—

১। প্রবন্ধের সারবত্তা। ২। বর্ণশুদ্ধি। ৩, হস্তাক্ষর। ৪, রচনা।

গ্রন্থ বিশেষ হইতে প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলে নম্বর দেওয়া হইবে না।

অপরাহ্ণ।

পত্র লিখন। বাঙ্গালা হইতে অথবা ইংরাজি হইতে ইংরাজী অনুবাদ

ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়গণ উক্ত দুটী ভাষার যাহাতে ইচ্ছা অনুবাদ করিতে পারিবেন।

ঐ সকলের জন্য ৩ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় দিবস।

আইন। ১৭৯৩ অব্দের ১, ৮, ১৯। ১৮৬৯ অব্দের বাঙ্গালা কাউন্সেলের ৮ আইন এবং বিচার পদ্ধতি বিষয়ের ব্যবহার উপক্রমণিকা; এই সকল বিষয়ের প্রশ্ন দেওয়া হইবে। ইহার জন্য আড়াই ঘণ্টা কাল সময় দেওয়া হইবে।

অপরাহ্ণ।

১৮৮১ অব্দের ৭ আইন।

১৮২৫ অব্দের ১, ৫ ১১ আইন।

১৮৩৩ অব্দের ১ আইন।

১৮৭৮ অব্দের ১০ প্রকারবিধি আইন।

ফৌজদারী আইন (সময় ৩ ঘণ্টা)।

তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্ণকাল ৩½ ঘণ্টা।

ভূমির ও নকসা।

অপরাহ্ণ সময় দুই ঘণ্টা।

পাটীগণিত ও ভূগোল।

যে বিষয়ে যত উচ্চ নম্বর দেওয়া হইবে।

সাহিত্য ৮০০

আইন ৮০০

অঙ্কিত ও নকসার ৪০০

সমুদায়ে ২০০০

আপাততঃ ১ জন লোক নিয়োগের জন্য প্রতি যোগিতা-পরীক্ষা গৃহীত হইবে। যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহা দিগকে অক্সফর্ড বা কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ যাইতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

জ্ঞাপন ও সাধারণ বিভাগ।

নবীনার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু গঙ্গানারায়ণ রায় বগুড়ার সব ডিবিসনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। কিন্তু তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিপদ ঘোষ চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে ভূমির বন্দোবস্ত আদো নিযুক্ত হইলেন।

সাতের পরিদর্শক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মোবারক আলী সেওয়ানে বদলী হইলেন।

চম্পারণের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই. আর. হেনরী ঐ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

হুগলীর সব ডেপুটী কালেক্টর জে, সি, দত্ত বগুড়ায় বদলী হইলেন।

বিদ্যাসাগরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর প্রতি ২৩ এ এপ্রেল যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাকে ঐ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

২৫ পরগণার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই. সি. ব্রডলিব অবৈতনিক গবর্ণমেণ্টের হোমসিটারে প্রত্যাহৃত হইলেন।

রঙ্গপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু গিরিশচন্দ্র সমদার বগুড়ায় বদলী হইলেন।

লোহারডগার প্রতিনিধি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, ডব্লু, ম্যাকি ঘোষালের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

মাণিকগঞ্জের অবৈতনিক ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অস্থায়ী সেক্রেটারি মি. ডব্লু. ফোলটন পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন। এই আদেশ বিষয়ক মেমরীপুরের ৩ ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট অদ্য, কর্ণেল সাহেবের প্রতি পাসপার যাইবার ণ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

ভাগলপুরের অবৈতনিক মনেপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ন ঘোষালের অবৈতনিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মমনসিংহ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অরদানাথ গুপ্ত মুন্সেফের সমস্ত ট্রেজরে বদলী হইলেন।

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরের গবর্ণমেণ্টে রেমণ্ডরে কার্য্য বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুর্ণিয়ার সদর ট্রেজরে প্রত্যাহৃত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

নবীনার অবৈতনিক মুন্সিফ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সৈয়দ মহম্মদ ইজহেল ১৮৮২ অব্দের ১০ আইনের ৩৫৭ ধারানুসারে সাক্ষীর জবানবন্দী ইংরাজী ভাষায় লিখিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু সারদাপ্রসাদ বসু ঘোষালের অবৈতনিক মুন্সিফ হইলেন।

কলিকাতা স্মোল কজেসের ৪ র্থ জজ মি. সি. জোন্স সাহেব ছুটীর জন্য হওয়াতে ঐ আদালতের রেজিষ্ট্রার টি. জোন্স তদ্পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

২৩ পরগণার অবৈতনিক মিসালদহের মুন্সেফ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন কলিকাতা স্মোল কজেসের রেজিষ্ট্রার হইলেন।

আলমের অবৈতনিক বাবু রাধাচরণ নায়ক ফৌজদারী আইনের ১৮৮২ অব্দের ১০ আইনের ৩২ ধারা অনুসারে বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং কেহ সেরূপ দোষ করিলে তাহাকে বেত্রাঘাত করিবার হুকুম দিতে পারিবেন।

কটকের প্রতিনিধি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত ফৌজদারী আইনের ১১৭, ১১৮ ও ২৩ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার অবৈতনিক বারুইপুরের মুন্সেফ বাবু [illegible] হাজরার ছুটী হওয়াতে বাবু পূর্ণচন্দ্র বিশ্ব, বি[illegible] প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রন্থকার এখানে কমিশন সেলে পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রদান দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে নিবেদন করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত সাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪-পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর প্রতি পংক্তি ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

বেদান্ত-রত্নাবলী।

"নিত্যানন্দবিলাস" শঙ্করাচার্য্যের "নিরঞ্জনাষ্টক" পাদরত্নাবলী সহিত "হস্তামলক" সুবোধিনী ও বিবৃতি সুবোধিনীটীকা সহিত "সোপানপঞ্চক" এই চারিখানি গ্রন্থ একত্র মূল ও বঙ্গানুবাদ সহিত মূল্য ১৷৵০ আনা, ডাকমাশুল /০ এক আনা। "উপনিষদ ও পঞ্জদশী" প্রকাশক শ্রীমহেশচন্দ্র পাল; বোড়াসাঁকো, ১৪১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

(ডাক্তার দেখুন।)

গোদ, জলদোষ ও ধ্বজভঙ্গের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু-শোষক—ইহাতে গোদ ও জলদোষ নিশ্চিতরূপ আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং স্থানে স্থানে চর্ম্ম আসাড় হইলে ও ঔষধ তাদৃশ ফল দর্শে না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২৲০।

শীঘ্রাঞ্জন—ইহাতে ধ্বজভঙ্গের নিশ্চিতরূপ আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বা বৈকৃত হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক প্যাকেট ২৲০।

এই দুটী ঔষধে পারা হরিতাল প্রভৃতি কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা, ৫৬ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার ঘোষের বিদ্যালয়ের চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

"কনক-নলিনী" এবং "সরোজ-বাসিনী।"

(মনোহর উপন্যাস)

এই মনোহর উপন্যাসদ্বয় স্ত্রীজাতিকে সদুপদেশ ও পতিভক্তি শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শনী, সোমপ্রকাশ ও সংস্কৃত প্রেসে প্রাপ্তব্য, চীনেবাজার পদ্মলোচন নাথের দোকানে ও কলিকাতা সমাচার ডিপজিটরিতে কানিং লাইব্রেরীতে, চীনেবাজার পদ্মলোচন নাথের দোকানে ও কলিকাতা সমাচার ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রত্যেকের এক এক টাকা।

ডাক্তার শ্রীমকুলনাথ মুখোপাধ্যায়ের
পরীক্ষিত ও অব্যর্থ!!!

কুমারবিন্দু তৈল।

অস্থিগত অথবা চিন্তা-জনিত মস্তিষ্ক শূন্য দন, দৌর্ব্বল্য, মস্তক ঘূর্ণন ও অন্যান্য বিবিধ কারণ জন্য শিরঃপীড়ার মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে অজ্ঞানপক্ষতা ও কেশহীনতা বিদূরিত হইয়া কেশ দোষ্ঠযুক্ত ও পরিবর্দ্ধিতস্বয়ু। ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও নিদ্রা-কর্ষক মাদক দ্রব্যাদির আদৌ আবশ্যক হয় না। ইহা অতি মনোরম গন্ধবিশিষ্ট।

ইহা বাজারের তৈলে প্রস্তুত। মূল্য ১ শিশি ১৷৷০ টাকা, প্যাকিং।০ ১ ডজন ৩, টাকা।

প্রশংসাপত্র।

The Fengalee 28 th Dec 1883.

We have received one small bottle of scented Hair Oil manufactured by Dr Nandalal Mookerji. Besides being scented it possesses medicinal properties and has proved efficacious in diseases of the head

সোমপ্রকাশ ১৭ ই পৌষ ১২৯০ সাল।

কলিকাতা ভবানীপুরের ডাক্তার বাবু নন্দলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক "কুমারবিন্দু তৈল" আমরা এক শিশি উপহার প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম গুণটী নামানুরূপ হইয়াছে——

পাইকারিদরকে রীতিমত কমিশন দেওয়া যায়। ☞ ডাক্তার ডি নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ।

ভাব প্রকাশের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক মাশুল সহ মূল্য ১৷৷০। এই গ্রন্থের ১ ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে এদেশের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রসমূহের সম্পাদকেরা মুক্তকণ্ঠে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তক কেবল ৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীজগচ্চন্দ্র ঘোষ—ম্যানেজার।

কবিতা কুসুম।

অর্দ্ধ মূল্যে পাঁচ শত বিতরণ।

ডাকমাশুল সমেত চারি আনা।

সত্বরে মূল্য সমেত আবেদন করিলে প্রাপ্ত হইবেন। নিশ্চিত গ্রাহক পূর্ণ হইলে আর কেহ ঐ মূল্যে পাইবেন না।

সাঁওতালদের গ্রাম
হলুদবাটী পাঃ
মেদিনীপুর জেঃ

শ্রীআশুতোষ মাইতি

অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন।৷৷০

ইহা দেশীয় কবিগণ উষ্ণ বাতীত কিছুই নয়। ইহাতে বক্ষোদোষ, সর্দ্দিকাশ আমাশয়, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ ও অম্লপিত্তজনিত পেটের পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৬ পুরিয়া এক টাকা পাঃ [illegible]

৵০ আনা। ইহাতে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ৫৬ টাকা প্যাকিং ।০। আরোগ্য না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অন্যান্য দাবী ব্যবস্থা দেখিলে বুঝা যায়।

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ব্রেডিস চক্ষুঔষধালয় বড়া শিবতলা

সকল প্রকার কেশরোগের পরীক্ষিত

মহৌষধ।

(প্রতি শিশি মূল্য ১ টাকা—প্যাকিং ।০)

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রস্রাব করিবার জ্বালা যন্ত্রণা সম্পূর্ণ নিবারণ, প্রস্রাব ঘাড়ির ন্যায় ধোলা ভাবে পড়া, শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি সমুদায় নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সেবনে কলিকাতা এবং বিদেশস্থ বহু ব্যক্তি আরোগ্য হইয়াছেন।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক

আরক।

(মূল্য প্রতি শিশি ১৸০ টাকা—প্যাকিং ।০)

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, পিত্তশূল, বাত, পুরাতন উপদংশ, নালী ঘা, রক্ত দূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও রুগ্ন প্রাপ্ত হউক না কেন, ইহার সেবনে অল্পদিনে রক্তপরিষ্কার, কৃশত্ব দূর, বলাধান, দেহপুষ্টি ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

সুবাসিত হেমকুন্তলা তৈল।

(মূল্য প্রতি শিশি প্যাকিং সমেত—৸৬ টাকা।)

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহারে চুলের ঝোড়া বন্ধ হয়, চুল ঘন, কাল ও লম্বা বৃদ্ধি হয়, চুল উঠা, শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা, ঠাণ্ডা লাগা নিবারণ করে। স্নানের পূর্ব্বে এবং কেশবিন্যাস কালে এই তৈল ব্যবহার করিলে শরীরের মলিনতা সকল বিনাশ করিয়া শরীর ও চুল পরিষ্কার উজ্জ্বল, সুশ্রী, সদাসর্দ্দিযুক্ত হয়।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপী দন্তমঞ্জন।

(মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা—ডজন প্যাকিং ৵০।

ইহা দ্বারা দন্তমূল, দন্ত কনকনানি, দন্তের মাড়িতে ঘা, পুঁজ ও রক্ত পড়া ইত্যাদি সকলপ্রকার দন্তরোগ নিশ্চয় সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা বিশিষ্ট দন্ত পুনরায় কষ্টিনক্সে বসে কখন মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়, মুখের দুর্গন্ধ একেবারে যায়।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা।—১২ নং ভূর্গাচরণ মিত্রের গলি বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু চরিদাস বের নিকট প্রাপ্তব্য।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী।

২১ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বপ্রকার সংস্কৃত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক এবং নানাপ্রকার নাটক ও উপন্যাস সুলভমূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে :—

দায়ভাগ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ৩, মানব ব্রহ্মযোজন দত্ত ।০ বেণীসংহার নাটক। উপন্যাস) উমেশচন্দ্র দত্ত ৵০ কেশব প্রয়াগ ৵০ নাটক পকেটপুস্তিকা /৫ প্রেম পত্রিকা /০ কুরকুমার ।০ স্বদেশের চিত্তশিক্ষা ৷৵০ মুচিরামগুরু /০ বাবুর্দ্দা বন্ধুক্রম ৫, সোনার উপন্যাস ১, নীল দর্পণবাসের অর্থ ৺কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷৵০ সীতার বনবাস-দীপিকা ।/০ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনচরিত ৵০ কেশব বিয়োগ ।০ অগস্তি মহর্ষি ধাতুরূপমালা সন প্রণীত ৷৵০ বঙ্গ রহস্য ১।০ মহত্তীয় দ্বারতত্ত্ব ১, সিটপাঞ্জরা ৫ বঙ্গনাথবাবুর /১০ ঐনাথবাবুর কার্য্যের বিবরণী ১, সাজাই ভাল ৵০ ব্রহ্মবাসের গীত ৫ ক্যানিংহাম কৃত স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথমপুস্তক ১৫ পর্ব্বতবাসিনী ৸০ চারুবোধার্থ ৵০ ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত গ্রন্থকারগণ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কমিসন দেলে বিক্রয়ার্থ দিয়াছেন। যথা :—

বাবু হরিচরণ রায়।—পরিমিতি /০ ব্যবহারিক শুভঙ্করী ৵০ সহজপরিমিতি ।০ বাবু শরৎচন্দ্র চৌধুরী নাবিকা গোপাল ১ম ভাগ ।০ বাবু ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন নবপ্রবন্ধ ৸০ বাবু কালীময় ঘটক প্রথম ভূমিকাটক ৫০ ঐ দ্বিতীয় ৷০ কৃষিশিক্ষা ।০ কৃষিপ্রবেশ ৵০ পদ্যময় ৵০ ছিন্নমস্তা ১, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৷৵০ ঐ বাঙ্গালা শিশুব্যাকরণ ৵০ চুরবাস্ত ১ম ৫০ চারুলীলিকা (চ কলাঠ কৃতীয় ভাগের টীকা) ৷৵০ কাব্যোল্লাস ১ম ।৵০ ইত্যাদি।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরীতে গ্রন্থ এবং কোম্পানির সকলপ্রকার জ্বরের সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য বড় বোতল ১৷০ ছোট বোতল ১, টাকা। এই ঔষধ সেবন করিলে হাত কিয়দ্দিনের মধ্যে জ্বর আরোগ্য হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং শরীরে বল হইয়া থাকে। প্যাকিং।০ আনা।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]—শ্রীরামপুর ১
" [illegible] বিহারীলাল মিত্র বেলঘরিয়া—
রাজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ১০
" " চন্দ্রকান্ত [illegible]—মহাদেবপুর ৭
" " রসময় বসু—ডুমরকোল ৭
" " মহেশচন্দ্র লাহিড়ি—পরেশনাথ বসুবিদ্যালয় ৭
" " রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—[illegible] ৭
" " শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [illegible] ৭
" অন্নদাচরণ রায়—মাহিষপুর ৭৸০
কুমার বরদাকান্ত রায়—নাটোর রাজবাটী ৫
" নবীনচন্দ্র [illegible] ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্পষ্ট নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরের শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, হুণ্ডি, বন্ধক চিঠি, যদি অভাব, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আমার অগ্রিম মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে সুবিধা হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে যেন সোমপ্রকাশ প্রেরণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম দিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতায় বসিয়া সোমপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৮ শ ভাগ | প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।* | ২৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৮০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৯১ সাল। ৩১ এ বৈশাখ। ইং ১৮৮৪। ১২ ই মে।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৪৷০, অমনিঅর্ডর পক্ষে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ধার্য্য।

বিজ্ঞাপন।

কুসুম-মঞ্জরী।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন !!!

(বাধক বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ)

ইহা সেবনে যে সকল স্ত্রীলোকদিগের ঋতুঃ নিঃসরণের পূর্ব্বে বা পরে কটিকর পেট বেদনা ও খিল ধরে এমন কি মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছাও হয়,মন্দাগ্নি, শ্বেত-প্রদর, রক্ত-প্রদর, অকালে অধিক পরিমাণে রেতঃস্রাব,ও অন্যান্য গোপনীয় পীড়া ইত্যাদি রোগ সকল বিনষ্ট করিয়া গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে, সাত দিবসের অধিক সেবন করিতে হয় না। ইহা সেবনে শত শত রমণী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন,বলা বাহুল্য আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। এক কৌটার মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

মেহামৃত-রস।

এই ঔষধ সেবনে,সর্ব্বপ্রকার মেহ সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও ধাতু নির্গম, শ্বেত-প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, শোণিতস্রাব বন্ধে দাগ লাগা এবং এই সকল রোগজনিত অম্ল,অম্লিকের ঢেঁকুর, হস্ত পদাদির দাহ শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি। যাঁহারা বহু ঔষধ সেবনে কৃতকার্য্য হন নাই তাঁহারা একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক শিশির মূল্য কার প্যাকিং এক টাকা বার আনা।

রোগ-উদাসীন হইতে প্রাপ্ত।

সর্ব্বপ্রকার আম রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা ব্যবহারে মুখ জ্বালা, আমাশয়,অম্ল পিত্ত, অজীর্ণ,উদরাময়, গ্রহণী,উদরাময়, প্লীহা, যকৃৎ, বেদনা, আমাশয়, চক্ষু হস্ত ও পদাদির দাহ, দৌর্ব্বল্য, অম্ল পৈত্তিক জ্বর,এবম্বিধ উপসর্গ বিশিষ্ট অম্লঘটিত ব্যাধি এই অল্পমাত্রা অমোঘ মাত্রলি ধারণে সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷০ প্যাকিং ৵০ আনা।

রতি-বিলাস তৈল।

অতি সুগন্ধযুক্ত গোলাপি নারিকেল তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে বায়ুরোগ, শিরঃপীড়া, মাথা ধরা,মাথাঘোরা ও অনিদ্রা দূর করে। মস্তিষ্ক শীতল, চুল ঘন,কোমল ও গোড়া শক্ত এবং চক্ষুর কৃষ্ণ বর্ণ হয়। গায়ে মাখিলে চুলকানি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ জন্মে না। অধিকন্তু সৌরভে মন মোহিত হয়। স্নান করিলেও সৌরভ নষ্ট হয় না, দুই দিবস সমান গন্ধ থাকে। মূল্য ছোট শিশি ।৵০, বেড় গোয়া ষোলন ৸৵০,প্যাকিং ।০,৩ গোয়া ষোলন দেড় টাকা, প্যাকিং ৵০।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৪৮ নং মধুরায়ের লেন, কাঁসারি পাড়া, সিমলা কলিকাতা।

নূতন পুস্তক

বারস্করণ।

"ভিক্টোরিয়া রাজসূয়" "যৌবনে যোগিনী" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং ১১ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে সচিত্র রাজধানী কার্য্যালয়ে প্রাপ্য। পুস্তকের আকার ডিমাই ৮ পেজী ২৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১ টাকা; মাশুল ৵০ আনা।

"কলঙ্ক-নলিনী" এবং "সরোজ-বাসিনী।"

(মনোহর উপন্যাস)

এই মনোহর-উপন্যাসদ্বয় স্ত্রীজাতিকে সচ্চরিত্র ও পতিভক্তি শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিনী; সোমপ্রকাশ ও সংস্কৃত ডিপজিটারিতে ক্যানিং লাইব্রেরীতে, চীনেবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে ও কলিকাতা সর্ব্বত্র ডুলে পাওয়া যায়। মূল্য প্রত্যেকের এক এক টাকা।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

	মূল্য	ডাকমাশুল
উপদেশমালা		
১ ম ভাগ	৵০	৵০
২ য় ভাগ	৵০	৵০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৵০
২ য় ভাগ	৵০	৵০
৩ য় ভাগ	৵০	৵০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল /১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কল্পদ্রুমের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর

ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন চাঙড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না : যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন, তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১৩৯০ সাল, ১লা চৈত্র — শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা। চাঙড়িপোতা। সোণারপুর ডাকঘর ২৪ পরগণা।

প্রেরিতপত্র।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমার এই প্রতিবাদ পত্রখানি আপনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রপাঠে স্থানদানে চিরবাধিত করিবেন।

বর্ত্তমান ১০ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় বক্তৃতাচ্ছলে নিজের দুঃখকাহিনী গাইয়াছেন। তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনায় সংক্ষেপে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কবিরত্ন মহাশয় বলি, একটু আইনে দেখিলেন যে "চারপয়সা ছাপা গ্রামে গ্রামে করদাতাদিগকে বজেটের বিষয় জানান করা মিউনিসিপালিটীর উচিত।" আইনে যখন ব্যবস্থা আছে, বজেট সম্বন্ধে ত তাহার করা হইয়াছে, তবে আর আপনি "চারপয়সা" ছাপা বন্ধ করেন কেন? বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইলেন কি না তাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে হয়? সংলগ্ন অবস্থায় কতকগুলি আবল তাবল বকিলেই কি বক্তৃতা করা হইল।

আপনি যে চিঠি খানি পড়, সেখানি কমিশনর সাহেব মহোদয়ের এবং কপিখানি চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহা কি রাজপুর মিউনিসিপালিটীর করদাতাদিগের [illegible] লিখিত হইয়াছিল? "I am directed by the rate-payers of Rajpur Municipality" এ কথা কি সত্য? কোথায় এবং কোন্ তারিখে সভা হইয়াছিল? সভায় কতগুলি করদাতা উপস্থিত হইয়াছিলেন? [illegible] করদাতাদিগের মত সংগ্রহ করিয়া কি পত্র লেখা হইয়াছিল? না, কলিকাতায় বসিয়া নিজের দুই একজন বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিয়া চিঠি লেখা হইয়াছিল?

যে ব্যক্তি সাধারণের মত সংগ্রহ না করিয়া করদাতাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া "I am directed by the rate-payers" লিখিতে পারেন, তাঁহার ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা কতদূর এবং তিনি মিউনিসিপালিটির সভা হইবার যোগ্য কি না, পাঠক মহোদয়গণই তাহার বিবেচনা করুন।

কবিরত্ন মহাশয় বলিতেছেন "দু বেলা দুটী খেতে পায় এরূপ কতকগুলি গরু, এমন কি যাহারা শূন্য বাটীর জন্য কর দিয়া আসিতেছে, তাহাদিগের বর্ত্তমান কর অসঙ্গতরূপে বাড়াইয়া মিউনিসিপালিটির আয় বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন" বলি, "দু বেলা দুমুটো খেতে পায়" গৃহিণীর সোণার চন্দ্রহার দিতে পারে না বলিয়াই কি টাক্স দিতে অপারক? আর যদি অপারকই হয়, শূন্য বাড়ীর টাক্স দেয়, সে ত চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিয়া তাহার এপীলের কমিশনরের দ্বারা অনায়াস উপায়ে হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। আর হরিশ বাবু কর দাতৃসভার সম্পাদক না? তাঁহারই নাসিকার উপর মিউনিসিপালিটীর রূপ অত্যাচার বড় লজ্জার কথা, ইহার বেলায় বুঝি "কপট নিদ্রায় আছয়ে শার্দ্দুল" চির নিদ্রায় মগ্ন।

কবিরত্ন বলিতেছেন তাঁহার সভা কালনিমে মামা অথবা মধ্বাচার্য্য, অথবা বিশ্বামিত্র। তাঁহার সভা হউক বা না হউক, তিনি যে বক্তৃতাচ্ছলে বিশ্বামিত্রের অভিনয় করিয়াছেন, তাহা যিনি সোম প্রকাশ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন।

কবিরত্ন এদিকে বলিতেছেন "যখন দেখিবে মিউনিসিপালিটী করদাতৃগণের প্রতি কোন অত্যাচার করিতেছে, তখনই (তাঁহার সভা) মস্তক উত্তোলন করিবে।" কিন্তু আবার বলিতেছেন, শূন্য বাড়ীর ট্যাক্স আদায় করা হইতেছে, যাহারা দু মুটো খায়, তাহারা ট্যাক্স দিতেছে, তখন সাধু দের নিদ্রা ভঙ্গ হইল না, কিন্তু যেই একটী কমিশনরের পদ খালি হইল, অমনি সাধুল শ্রেষ্ঠ জাগিয়া উঠিলেন। তাই বলি তাঁহার সভা হরিদাসের মামা নয়, রাবণের কনিষ্ঠ কুম্ভকর্ণ, রামদাস শর্ম্মার ভারত উদ্ধারের বিপিন কৃষ্ণ, যশস্বতার শ্রীমান গদাধরচন্দ্র।

শ্রীযুক্ত কবিরত্ন মহাশয় বলিতেছেন যে "সে দিন আত্মপ্রসাদনিরূপণের মতামত জানিবার জন্য করদাতৃসভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিশ্বাস মহাশয় যে করদাতৃ সভা সমবেত করিয়াছিলেন।" সভা আহ্বান করিয়াছিলেন সত্য এবং সেই সভায় কবিরত্ন মহাশয় সশরীরে উপস্থিত হইয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাহার আদেশানুসারে এবং কাহার তালীর হইয়া সভা আহ্বান করিয়াছিলেন? কবিরত্ন কি তাহার সংবাদ রাখেন? বিদ্যাভূষণ মহাশয় কি পঞ্চায়েতের সেক্রেটরি পদপ্রার্থীর আবেদনানুসারে, প্রসিডেন্সি বিভাগের কমিশনরের আদেশানুসারী সাধারণের সম্পূর্ণ অকারণে সভা আহ্বান করেন নাই? করদাতৃগণ যেখানে যাহা করিবেন, তাহাতে কি রেটপেয়ার্স আসোসিয়েসনের কমিটী বসিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে? রেটপেয়ার্সগণ স্ব স্ব সিড় মাড় প্রভৃতি তর্পণাদি করিলেও কি করদাতৃ সভার শ্রাদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সে দিনকার সভা কি কালীয়া চণ্ডী পড়া? হরিশ বাবু যে কথায় কথায় "অপলাপ" দেখিতেছেন, সেটী কি বাস্তবিক অপলাপ না তাঁহার প্রলাপ?

কবিরত্ন বলিতেছেন যে, তাঁহাকে কমিশনর মনোনীত করিবার কথা উঠাতে "অনারেবল বৈদ্যনাথ কমিশনর তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন,—তিনি ত সংস্কৃত জানেন, ভাল মন্দ বুঝেন কি?" ভাল মন্দ বুঝেন কি বলা ত ঠিকই হইয়াছে। তাঁহাকে কমিশনর মনোনীত করিবার কথায় একজন কমিশনর তাঁহার গুণগান করিয়া বলিতে লাগিলেন, তিনি কবিরত্ন খুব পণ্ডিত, সংস্কৃতে তাঁহার ডাক্তারি দখল, তখন কাজেই বলিতে হইল,—সংস্কৃতে পণ্ডিত হইলে কি হইবে? তাঁহার ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা কৈ? তাহা থাকিলে কি আর করদাতাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া "I am directed by the rate payers" লিখেন?

কবিরত্ন নিজ মুখে বলিতেছেন, তিনি নরাধম, তাঁহার ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তখন কি এই বুঝিতে হইবে না যে তিনি নরশ্রেষ্ঠ? ভাল মন্দ বুঝেন ভাল। আর তাঁহাকে কমিশনর হইবার জন্য যেরূপ লালায়িত দেখিয়াছি, যাহাতে সম্ভবেই তিনি "ফিল্ ফা লাক্ড্" লাভ করেন তাহা সকলেরই করা উচিত এবং তাঁহার সভার গত অধিবেশনে সে চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই! তাঁহার কমিশনর হইবার ইচ্ছা যেরূপ বলবতী দেখিতেছি, ঈশ্বর না করুন, যদি তিনি কাঙ্ক্ষিত পদলাভে বঞ্চিত হন, তাহা হইলে গরিব ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক বিকৃতি অস্বিবে কি না বলিতে পারি না।

কবিরত্ন শেষকালে কবিরত্ন নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন। তিনি যে সুরে কবি গাইয়াছেন, কমিশনরদিগের নামে চিহ্নান ধরিয়াছেন এবং ঘুরা তুলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বিসদৃশ। সোমপ্রকাশ পাঠকগণ একবার ভাল করিয়া সোমপ্রকাশ খানি পড়িয়া দেখুন। মানুষের গাত্রদাহ উপস্থিত হইলে জ্বালা পায়, তাহাই গাত্রে লেপন করে। কবিরত্ন মহাশয় নিজ গাত্রে লেপন করিতে করিতে আলায় হতচেতন হইয়া মিউনিসিপাল্

কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠান, সেই পত্র [illegible] ম্যান সাহেবের নিকট আসায় তিনি ১৮ই চৈত্রের মিউনিসিপাল সভায় তাহা পেশ করেন, এবং কমিশনরগণ তাঁহার পত্র অগ্রাহ্য করেন।" পরে একজন কমিশনর বড় পীড়াপীড়ি করাতে উক্ত সভা [illegible] সংগ্রহ করিবেন যে, যে সকল পুষ্করিণী অপরিষ্কার বা দূষিত পূর্ণ আছে, সে সকলের অধিকারিদিগকে নোটিস দেওয়া হউক। "কবিরত্ন মহাশয়! বলি, কাহার নিকট শুনিলেন আপনার পত্রের মর্ম্মানুসারে পুষ্করিণীর অধিকারিদিগকে নোটিস দেওয়া স্থির হইয়াছে, আপনি যে দেখিতেছি সত্য কথায় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও পরাজয় করিবার উপক্রম করিয়াছেন। এযে দেখিতেছি "ওগো হয়ে গেল ভালো বিদ্যার 'বিদ্যার" আপনার পত্রানুসারে পুষ্করিণীর অধিকারিদিগকে নোটিস দেওয়া স্থির হয় নাই। সভা ভাঙ্গিবার সময় কোন কমিশনর উত্থাপন করিলেন যে, অপরিষ্কার পুষ্করিণীর অধিকারিদিগকে তাহা পরিষ্কার করাইবার জন্য নোটিস দেওয়া হউক, তাই নোটিস দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপনার পত্রখানির "সংশোধনই" করা হইয়াছিল, অধিক কিছু করা হয় নাই।

কবিরত্ন ঠাকুর কেবল সংস্কৃতে পণ্ডিত নন, চিকিৎসা শাস্ত্রেও বিলক্ষণ জানবান্। তিনি বলিতেছেন, মিউনিসিপালিটীর মধ্যে গোটাকতক পুষ্করিণী খনন করিলেই আর ডাক্তারখানা আবশ্যক হইবে না। তিনি কি বলিতে প্রস্তুত আছেন যে মিউনিসিপালিটীর মধ্যে ২।৪ টা পুষ্করিণী খনন করাইলেই কাহারও প্রস্রাব বন্ধ হইবে না, কেহ পাগল হইতে পড়িবে না, কাহারও বাঘি বা ফোড়া হইবে না, বা কেহ গাড়ি চাপা পড়িবে না। বলি কলিকাতায় ত ভাল জলের ব্যবস্থা আছে, তবে সেখানে এত পীড়া কেন? কোন্ কারণে কোন্ পীড়ার উৎপত্তি হয়, কবিরত্নের ত তাহা বেশ জানা আছে দেখিতেছি, এদিকে তাঁহার যেমন বিচক্ষণতা ওদিকে কলিকাতার হেল্‌থ অফিসরের পদ খালি আছে। কলিকাতার কমিশনরগণ যদি কবিরত্নের বক্তৃতা পাঠ করিতেন, তাহা হইলে এক দিনে নিশ্চয়ই কাবাসুরকে উক্ত পদ প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন।

"বিনয়াবনত শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তী" এ মহাত্মাটি আবার কে? ইনি ও চমৎকার বিনয়ী দেখিতেছি। ইনি লিখিতেছেন "কেবলমাত্র তথায় (রাজপুর স্কুলে) শ্রীযুক্ত ভাইস চেয়ারম্যান মহাশয়ের একজন মতের উপস্থিত ছিলেন। তাহারই কোন কোন বিষয়ে মত ভৈদ হইয়াছিল।" শুনিলাম যে মিত্রবংশাবতংসের আবদার রক্ষার জন্য হরিশবাবুকর্ত্তৃক করদাতৃ নামে মিত্র পরিষদ লইয়া যে সভা হয়, তাহাতে করদাতৃ সভার সভাকারী সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার সহিত ঐ সম্পাদকের মত ভৈদ হয়। শুনা যায় তিনি একটী ওয়ার্ডের একমাত্র মেম্বর, এজন্য তিনি তাঁহার ওয়ার্ডের করদাতৃগণের সকল মত প্রকাশ করেন। "বিনয়াবনত শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তী" মহাশয় কি এই স্বাধীনচেতা উন্নতমনা শিক্ষিত যুবকদিগের ভাইসচেয়ারম্যান মহাশয়ের অনুচর বলিয়া অনুমান করেন? স্বাধীনচেতা স্পষ্টবাদী ব্যক্তি ভিন্ন কালেক্টর, মাজিষ্ট্রর, পরস্ত্রীকাতর, ভাল মন্দ বিবেচনা হীন, লোকের নিকট নিন্দনীয়। সভা করিলেই যে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিতে হইবে, বক্তৃতাতে ন্যায় ও যুক্তির মস্তকে পদাঘাত করিতে হইবে, এমন কোন বিধি নাই। ইতিঃ—

২৯ এ এপ্রেল ১৮৮৪। } শ্রীসতঃ—

সোমপ্রকাশ

৩১ এ বৈশাখ সোমবার।

এক ব্যক্তি আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। "জেলা হুগলীর অধীন খানা বল গড়ের অন্তর্গত মৌজে গোঁসাইডাঙ্গা নামক গ্রামে গত ৮ই বৈশাখ শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময় এক স্ত্রীলোক হত হইয়াছে।" এক এক সময়ে এক একটী রোগের মরসুম পড়ে। কখন ওলাউঠা, কখন বসন্ত, কখন সংক্রামিক জ্বর। এবার আমরা দেখিতেছি, এককালে অনেকগুলি রোগের মরসুম উপস্থিত। এবার ওলাউঠা ও বসন্ত রোগের ন্যায় খুন ও ডাকাইতী রোগও বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যে দিন আমরা এক একটী খুন বা ডাকাইতীর সংবাদ না পাই, সে দিনই বুঝা যায় খুন ও ডাকাইতীর আমদানী হইল কেন? সমাজের বিশেষ দোষ ঘটিয়াছে? না, পুলিষের দোষ ঘটিয়াছে? অথবা আইনের কোন মারাত্মক দোষ হইয়াছে? কিম্বা আদালতের বিচারে বিঘ্ন ঘটিয়াছে? আমরা দেখিতেছি, এ সকলগুলিতেই দোষ পাইয়াছে। এ সকল দোষের প্রতীকার ব্যতিরেকে এ রোগের সম্পূর্ণরূপে প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। সমাজে আর তেমন ধর্ম্মভীরু লোক নাই। বলমায়েসেরই প্রাধান্য হইয়াছে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া নানা প্রকার দুষ্কার্য্য চিন্তা ও বলমায়েসীর অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহাদিগের বলমায়েসীর অনুসন্ধান করিয়া দণ্ডবিধানের প্রথা নাই। সুতরাং তাহারা অকুতোভয়ে স্বাভিলষিত সম্পাদন করে। পুলিষের আর তেজ নাই। বলমায়েসরা কোন প্রকার বলমায়েসীর কাজ করিলে পুলিষের লোকে তাহাদিগকে ধরে না অথবা ধরিতে পারে না। আইন ও আদালতের বিচার মুহু হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত রোগের প্রতীকার করিতে হইলে বলবদ্দণ্ড পুলিষ চাই, আইন কড়া চাই এবং বিচারপদ্ধতিও কঠিন চাই। বলমায়েসেরা ধরা পড়িতেছে না, সুতরাং উক্তরোগের তাহাদের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা গত বারে পাঠকগণকে এই আভাস দিয়াছিলাম, বেণী কড়াইয়ের হইবার কিনারা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, কিন্তু এ সপ্তাহে আবার সংবাদ দিতেছি, জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট চালানী আসামীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। খুনের কিনারা হইল না, বলমায়েসেরা বিষম প্রশ্রয় পাইল। ইহার পর দিনের বেলায় খুন না হইলে মঙ্গল। খুন ও ডাকাইতী যদি অনবরত হইতে লাগিল, বলমায়েসেরা ধরা পড়িল না, তাহা হইলে আর মুসলমান রাজত্বে ও ইংরাজ রাজত্বে কি ইহার বিশেষ হইল? এ অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। রাজপুরুষেরা ইহার প্রতীকার বিষয়ে দৃঢ়তর মনঃসংযোগ করুন।

৬ষ্ঠ ডাকাইতী। বলী ও নিধিরাম।

ডাকাইতেরা এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় দুষ্টান হন না, কেন? ইংরাজের উপরে ত রহস্যের পূর্ব্বের মত ভক্তি শ্রদ্ধা ভয় আছে কি না? এই দুটী প্রশ্নের উত্তর দান করিলেই ভারতে ইংরাজি রাজনীতি কেমন বিষময় ফল উৎপাদন করিতেছে, তাহা সুন্দররূপে বিদিত হইবে। ইংরাজেরা প্রথম যখন এদেশে আধিপত্য স্থাপন করিলেন, তখন ভারত মুসলমান'দিগের হস্তগত ছিল। তখন মুসলমান সাম্রাজ্যের অস্তগমন সময়। শাসনকর্ত্তারা সকলে বিলাসী। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থকরণে সদা ব্যস্ত। প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দ বিধান করিবার তাঁহাদের অবসর ছিল না। শাসন প্রণালী দুর্ব্বল, পুলিষের বন্দোবস্ত আদৌ ছিল না। রাজকার্য্যের সহিত যাহার কিছু সম্পর্ক ছিল, সেই এক ধনুর্দ্ধর। দুর্ব্বল প্রথা পীড়ন করিতে তাঁহার কিছুমাত্র আলস্য ছিল না। পুলিষ প্রজার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত। সে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে পাকুক, দুর্ব্বল প্রজার ধন মান সম্ভ্রম সমুদায় গ্রাস করিয়া ফেলিত। ইহার তুল্য শোচ-

নীর অবস্থা বোধ হয় আর ঘটিতে পারে না। সকল প্রজা, নিপীড়িত অত্যাচারিত ও অসন্তুষ্ট, এমন সময়ে ইংরাজেরা ভারতবর্ষে শাসন ভার পাইলেন। তাঁহাদের সুশাসন অভ্যাস ছিল। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সৎশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া অত্যাচারের বহুল পরিমাণে হ্রাস করিলেন। তখন কতকগুলি উচ্চাশয় ব্যক্তি এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অকপট হৃদয়ে ভারতবাসির কল্যাণসাধনে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। দেখা চটক লাগিয়া গেল। অনভ্যস্ত প্রজারা ইংরাজের গুণে মুগ্ধ হইয়া গেলেম। ইংরাজজাতির উপরে ভারতবাসির ভক্তি অসীম হইয়া উঠিল। তখন ভারতবাসিরা ইংরাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই এবং ইংরাজ রাজনীতির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। ইংরাজেরা এ দেশীয়দিগকে দেখে পড়া শিখাইতে লাগিলেন, স্বতঃ পরতঃ তাঁহাদের মঙ্গল চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন সুতরাং এ দেশীয়েরা তাঁহাদের সমুদায় কার্য্য বিনম্র নয়নে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মও অজ্ঞাতসারে অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইল। অনেকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

এখন এ অবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন এ দেশীয়েরা ইংরাজের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন; তাঁহার রাজনীতির মর্ম্ম, ধর্ম্মের মর্ম্ম, ব্যবহারের কৌশল ও কার্য্যের চাতুরী বুঝিয়াছেন। এই নিমিত্ত এ দেশীয়ের আর ইংরাজের উপরে তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই। এই নিমিত্ত এ দেশীয়েরা আর খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন না। ইংরাজ মুখে বলেন ও ঘোষণা দেন, সকলের সহিত এক ন্যায় ব্যবহার, সকলের নিমিত্ত সমান আইন, সকলের প্রতি সমান বিচার বিতরণ করিবেন, শুভ কুক্ষণে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যে হইয়া উঠিতেছে বিপরীত ব্যবহার। ইংরাজের নিমিত্ত আইন ও ভারতবাসির নিমিত্ত আইন স্বতন্ত্র, উহাদিগের পদ বিতরণ ও বিচার বিতরণ ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। মহাত্মা লর্ড রিপন বাহাদুর সমভাবে আইন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন বলিয়া অপমানিত হইলেন। আমরা ইংরাজের যে ব্যবহার-কৌশল ও কার্য্যচাতুরীর কথা কহিলাম, তাহাও কেমন পাঠক একবার দেখুন। এ দেশীয়েরা সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থি বয়স কমাইয়া দেওয়া হইল। ইলবর্ট বিলের সময় ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সিবিলিয়ান মেম্বরেরাই এ বিষয়ের প্রধান প্রতিবাদী।

এরূপ বিরূপ ঘটনা হইবার কারণ এই, যে ইংরাজ ভারতের রাজা, সেই ইংরাজ জাতির অধিক, সেই ইংরাজ ব্যবস্থাপক, আইনকর্ত্তা সেই ইংরাজ ভারতের প্রজা, আমরা সেই ইংরাজ ধর্ম্মপ্রচারক। একজন ইংরাজ রাজার দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন, এক পক্ষে চপেটাঘাত করিলে অপর পক্ষ ফিরাইয়া দিবে খ্রীষ্টের এই আজ্ঞা। তাহার অনতিদূরে আর একজন ইংরাজ চপেটাঘাতে গণ্ড উড়াইয়া দিতেছেন। তাহার কিঞ্চিৎ দূরে ব্যবস্থাপক বসিয়া আর একজন ব্যবস্থা প্রণয়নে কৌশল খেলিতেছেন। আর এক জন বলপূর্ব্বক এ দেশীয় রমণীর সতীত্ব নাশ করিতেছেন। তাহার পার্শ্বে আবার একজন বণিকের বেশে আসিয়া এ দেশীয় শিল্পী ও ব্যবসায়ির অন্নে ধূলি দিতেছেন। ইহাতে কি ভক্তি থাকিবার কথা?

ইংরাজ রাজনীতির এইরূপ গতি হওয়াতে এ দেশে বিষময় ফল ফলিতেছে। শিক্ষকগণের উপদেশ ভাসিয়া যাইতেছে এবং ধর্ম্মপ্রচার বিফল হইতেছে। মূর্খ লোকেরা ইংরাজের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া কেবল চুরি শিখিতেছে। বিদ্যালয়ের বালকেরা অসভ্য হইতেছে দেখিয়া আমাদের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আক্ষেপ করিয়াছেন। ইংরাজের অসৎ দৃষ্টান্ত এই তাহার কারণ। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মবন্ধন শ্লথ হইয়া গিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মোচিত সে ভীরুতা নাই; সে বিনয়নম্রতা নাই; সে গুরুজনে ভক্তি নাই, পিতামাতায় সে বাধ্যতা নাই। এখন সকলই বিসদৃশ, এখন সকলই বিশৃঙ্খল, বোধ হয়, এরূপ ভয়ঙ্কর কাল কখন হয় নাই। মনুষ্য যথেচ্ছাচারের কাজ করিয়া এখনকার ভ্রান্তি মালিয়া আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে, তাহাতে বাহাদুরী জ্ঞান করিয়া থাকে। ভারতে প্রবর্ত্তিত ইংরাজ রাজনীতি ও ইংরাজ দৃষ্টান্ত এরূপ বিষময় ফলের প্রসবকর্ত্তা। রাজনীতির সংশোধন ও ভারতস্থ ইংরাজের সচ্চরিত্রতাবলম্বন ব্যতিরেকে এ অবস্থার সংশোধন সম্ভাবনা নাই। মিশনরিরা কি বলেন? তাঁহাদের এত শ্রম কেন? তাঁহারা এ দেশীয়দিগকে উপদেশদান দ্বারা সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ করিয়া তুলিবার পূর্ব্বে স্বদেশীয়দিগকে কিঞ্চিৎকাল উপদেশ প্রদান করুন।

৩৬

এদেশীয়েরা সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দ্বারা মনিব হইবেন।

উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া যে ব্যক্তির হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া যায়, প্রকৃতি অনুকূল ও সহায় হইয়া যদি তাহার অস্থিসঞ্জীবনী শক্তি জন্মাইয়া না দেন, তখন ঔষধ ও পথ্যের চেষ্টা দ্বারা তাহার উত্থানশক্তি হয় না। ভারতীয় আর্য্যেরা সভ্যতায় যে উচ্চস্তরে উপনীত অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণ তাহা হইতে এত নীচে পড়িয়াছেন, যে তাঁহাদের অস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, প্রকৃতি তাঁহাদের প্রতি অনুকূল নন। অতএব সহায় হইয়া তাঁহারা যে পুনরায় সেই উচ্চ স্থানে উত্থিত হইবেন, সে আশা নাই। বিদেশী দেবতারা যে পূর্ব্ব পরিচিত উচ্চ স্থানে ইঁহাদিগকে তুলিতে চেষ্টা পাইতেছেন বটে; কিন্তু তাহা কাজিক ফলের উৎপাদনে সমর্থ হইতেছে না। একের মৃত অপরের শরীরের উপযোগী নয়। ইউরোপীয়দিগের ধাতু লইয়া আমরা উত্থিত হইতে পারিব না। ইউরোপীয়ের সভ্যতা লইয়া আমরা পূর্ব্ববৎ সভ্য হইতে পারিব না। আমাদের যে আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম আছে, তাহাই সংশোধিত করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা না করিলে আমরা কখন প্রকৃত উন্নতিশালী ও স্বাধীনভাবে সমুদায় কার্য্য করিবার ক্ষমতাশালী হইতে পারিব না। এক গাছের কলম আর এক গাছে হয় বটে; কিন্তু কলমের গাছ আটির গাছের মত শক্ত ও প্রচুরফলোৎপাদক হয় না।

আমরা ইউরোপীয় সভ্যতা বলে বলীয়ান্ হইয়ায় যে চেষ্টা পাইতেছি, তাহা আমাদের পক্ষে কেবল বিড়ম্বনা হইতেছে। আমরা ত এই একটী প্রধান অনিষ্ট দেখিতেছি, প্রাচীন আর্য্যদিগের যে অমায়িকতা নিরহঙ্কারতা বিনয়নম্রতা ও একতা ছিল, তাহা আর নাই। এখন স্বার্থোদ্ধারের আত্যন্তিক বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন কিঞ্চিৎ শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিতের দলই অধিক। যিনি কিছু শিখিয়াছেন, তিনি অহঙ্কারে মট মট করিতে লাগিলেন। তিনি আর সকলের সহিত বাক্যালাপ করেন না, সকলের সহিত একমত হইয়া কার্য্য করিতে চান না। তিনি মনে করেন, সকলের উপরে উঠিয়াছেন, সকলে যেন তাহার নীচে পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং সকলের সহিত মিলিয়া আর তাঁহার কোন কাজ করিবার ইচ্ছা হয় না। অগর সকলকে পর্য্যুদস্ত করিয়া বড় হইব, তাহার এই ইচ্ছা প্রবল হয়। সকলে মিলিয়া ভাল কাজ করিয়া যে উন্নত হইব, সে ইচ্ছা হয় না। আমাদের দেশের বিস্তর অভাব আছে। সকলে একবাক্য হইয়া সেই অভাব গুলির মোচন করিয়া দেশকে উন্নত করিয়া তুলিব, এ ইচ্ছা অল্প লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ গর্ব্ব ও ঐ অভিমানজনিত অনিষ্টের দুই একটী প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। উত্তরোত্তর এ দেশে যেরূপ মামলা মকদ্দমার যে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, পাঠক কি তাহার কারণের অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? এ দেশীয়দিগের অভিমান এই মকদ্দমাবৃদ্ধির প্রধান কারণ। যাহার কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হইল, তাঁহার অভিমান সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। তিনি আপনার সমুদায় বিষয়কে বড় দেখিতে লাগিলেন। নিকটে যদি অপর কেহ তাহার অপেক্ষা বড় থাকে, অথবা তাহার সমকক্ষ থাকে, তাহা হইলে তাহার সুখ নিদ্রা হয়।

যতক্ষণ না সে সেই বড়কে ও কুঁ কুঁকে ছোট করিতে পারে, ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। বড় কষ্ট করিয়া সেই বড়কে ছোট করিবে অর্থাৎ শিক্ষার প্রভাবে তাহার সে প্রবৃত্তি জন্মে না, সকলদিন সেবা করিয়া কিসে সেই বড়কে ছোট করিব, সচরাচর এই চেষ্টাই জন্মিয়া থাকে। তাহাতেই দেশে সকলদিনের এত উন্নতি। উহার হ্রাস না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধিই হইতেছে। ১৮৮২।৮৩ র বঙ্গদেশীয় শাসনসংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, চারি প্রকার বিচার সংক্রান্ত ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়া আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ৮৫৭৮১৫ ছিল, প্রস্তাবিত বর্ষে ৮৯২৩৪১ টাকা হইয়াছে। সকলদিন বৃদ্ধি ও অন্য অন্য কয়টী বিষয় এই আয় বৃদ্ধির কারণরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ২৫ পরগণায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ২৪ পরগণায় ৫৪৭০৪ টাকা বৃদ্ধি; বাখরগঞ্জে ১৩৪০৭, ময়মনসিংহে ৪০৩১৭, হুগলীতে ৩১৬৮৯, ত্রিপুরায় ৩৫৫৩৫, এবং মেদিনীপুরে ৩৪৯৯১।

এ দেশীয় শিক্ষিত দলের অনেকে যে কেমন অভিমান-মত্ত হইয়াছেন, তাহার একটী প্রমাণ এই, তুমি যদি একটী ভাল বিষয়ের প্রস্তাব কর, অপর ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিবৃত্তি ও তর্কশক্তির অধিকক্ষমতা দেখাইবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। সে বিষয়টী যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে না পারে, সেই চেষ্টা পাইবেন। এ দেশে বিধবা-বিবাহ হওয়া অন্য সমুদায় দেশের অপেক্ষা বিশেষ আবশ্যক। কারণ, এ দেশে বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। তন্নিবন্ধন অন্য দেশ অপেক্ষা এ দেশে অধিক বিধবা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়, একটী সর্ব্বনেশে কন্যা বিক্রয় প্রথা আছে। অনেক পিতামাতা অর্থ লোভে বৃদ্ধের হস্তে বালিকা কন্যা সমর্পণ করেন। তাহাও এ দেশে বহুল পরিমাণে বৈধব্য ঘটাইবার কারণ। এ দেশে বিধবার যন্ত্রণার পরিসীমা নাই। বিধবার বিষয়ে যে শাস্ত্র আছে, তাহা নিতান্ত কঠিন। উহা বিধবাকে সর্ব্ব সুখে বঞ্চিত করিয়া দেয়, তাহার মনুষ্য জন্মলাভ বৃথা হইয়া যায়। তাহাকে চিরপরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবন যাপন করিতে হয়। এই সকল অত্যাচারের নিবারণার্থ এ দেশে বিধবাবিবাহ হওয়া একান্ত আবশ্যক। সকলে একবাক্য হইয়া যাহাতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়, সেই চেষ্টা পাওয়া উচিত। সভ্য দেশমাত্রেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। নরনারী উভয়েই সমান, উভয়েরই ইন্দ্রিয় বৃত্তি দুর্জ্জয়। সৃষ্টিবৃদ্ধির উদ্দেশে বিধাতা ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে দুর্জ্জয় করিয়া দিয়াছেন। মন বজ্রাঘাতে আপনার ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবেন, সাধ্য কি করিতে পারিবেন না; সভ্য সমাজ ঈদৃশ বিষম ব্যবহার দর্শনে সন্তুষ্ট নন। এই নিমিত্ত সভ্য দেশ মাত্রেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমাদের অভিমানমত্ত শিক্ষিত দলের একজন যদি বিধবাবিবাহ প্রস্তাব করিলেন, আর একজন অমনি বিদ্যা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যাহাতে প্রস্তাবকর্ত্তার চেষ্টা বিফল হইয়া যায়, তাঁহার সে চেষ্টা জন্মিল। নিম্নগৃহীত পত্রখানি আমাদের বাক্যের যাথার্থ্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবে। পত্রখানি এই:—

বিধবাবিবাহ।

সম্পাদক মহাশয়! শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটী ভ্রম বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে সভ্যাবস্থাপন্ন সমাজ পরিপক্বিত হইতে হইলেই যেন বিধবাবিবাহ পক্ষ সমর্থন করিতে হয়। অন্ততঃ এরূপ দেখাইতে হইবে যাহাতে তাঁহাকে লোকে "অনুদার যুক্তি" প্রয়োগক অভিধানে অভিহিত না করে। গজেন্দ্র বাবু একজন উন্নতমনা শিক্ষিত লোক; সুতরাং তাঁহার চালনা করা পড়ি বাবু যে "অনুদার-যুক্তি-প্রয়োগক হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

আর্য্যসমাজ আজ বিধবাবিবাহ বিধানবিধান করিয়া মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন,—কারণ গজেন্দ্র বাবুর মতে প্রজা বৃদ্ধি চাই। তিনি অতি দুঃখের সহিত যেরূপ অভাবের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সম্পূরণার্থ উপযুক্ত উপায়ও স্থির করিয়াছেন। ত্রিশকোটি মানব পরিপূর্ণ ভারত আজি কি লোকের অভাবে দীন? না, এইরূপ দীনতার অন্য কোনরূপ কারণ আছে? গজেন্দ্র বাবু কি একবার সে বিষয়ের চিন্তা করিয়াছেন?

দেখা যাউক, যে যে সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, সেই সেই সমাজের অবস্থা কিরূপ, ইংলণ্ড সমাজ বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করে; কিন্তু আদর করে কি? বোধ হয় করে না, যদি করিত, তাহা হইলে ইংরাজ কবিকুলগুরু টেনিসনের ন্যায় বিধবাবিবাহ বিষয় সম্পাদককে লজ্জিত করিতেন না। সম্পাদক মহাশয়! আমরা বিলাত কেবল নহি, তথাপি নানা প্রকার ইংরাজি উপন্যাস, নবন্যাসাদি পাঠ করিয়া ইংরাজসমাজ বিষয়ে যে টুকু অবগত হইয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি কখন পরিবারের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের বিধবাবিবাহ হয়, তাহা হইলে উক্ত পরিবারের অপমান হানি হয়। গজেন্দ্র বাবু একজন শিক্ষিত লোক, বোধ হয় তিনি এ কথা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। আবার ইংরাজ সমাজেও বিধবাবিবাহ যেরূপ চলিবার সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহাদের সামাজিক অবস্থা কি আমাদের সামাজিক অবস্থা অপেক্ষা উন্নত? গজেন্দ্র বাবুর উত্তরের আশায় রহিলাম। যদি না হয় তাহা হইলে আমাদের উন্নত আর্য্য সমাজ মধ্যে এরূপ বিষয় প্রবেশ করাইবার আবশ্যক কি? আর যদি উন্নত হয়, তাহা হইলে আমি অবনত মস্তকে বলিব যে কালবিলম্ব না করিয়া বিধবা-বিবাহ প্রচলিত কর।

যে সকল প্রাণী "ক্রন হত্যায়" বিরত হইয়াছে, তাহাদের জন্য গজেন্দ্র বাবুর সহিত আমি সহানুভূতি প্রকাশ করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কতগুলি প্রাণী বিরত হইল, তাহা কি কেবল বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকাতেই হইয়াছে? আমার মতে এই মহৎ অনিষ্ট বাল্যবিবাহ দোষের বিষময় ফল। এরূপ বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রথা থাকিতে কখন কখন সন্তান হইতে পারে। এখন দেখা যাউক, বৈধব্য বা বিচারের উত্তেজক কি না? আমাদের সমাজ এরূপ মূঢ়তাপূর্ণ যে বিধবাগণ বৈধব্য দশা সাংসারিক সুখে অন্তরূপ জ্ঞান না করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির ও পরকালের উপায় জ্ঞান করে এবং সমাজও তাহাকে কঠিনভাবে এই শিক্ষা প্রদান করে। যতদিন বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইবে বলিয়া আমাদের আর্য্যসমাজ মধ্যে এবং স্থির বিধবা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে স্থাপিত করিয়া দেওয়া হয় নাই, ততদিন বিধবাগণ জানিত যে পুনরায় বিবাহ করা উচিত, এ চিন্তায় পাপগ্রস্থ। তাহারা ততদিন ধর্ম্মবুদ্ধির জানিত যে অবশ্যম্ভাবী ইন্দ্রিয়সুখ বিনিময়ে পরলোকে এবং ঈশ্বরচিন্তায় অনন্তকাল বাস করার সুখ ক্রয় করিতেছে। তাহাদের মনে অন্য রূপ চিন্তার উদয় হইত না, সুতরাং অভাবও অসহ্য বোধ হইত না। ক্রমে বিধবা বিবাহ রব চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইয়া পড়িল। ক্রমে কতকগুলি বিধবাগণ জানিল যে পুনর্ব্বার

থাকে? তা ... গবর্ণমেণ্টের যে সীমা আছে, তাহা তাদৃশরূপ রক্ষা করা হইবে। আমীরকে চট্টা... টাকা ... বারও প্রয়োজন নাই। এই টাকায় রেলওয়ে বিস্তার ও অন্যান্য কার্য্য করিলে অনেক উপকার দর্শিবে। রেলওয়ে বিস্তারে এক দিকে বাণিজ্যবৃদ্ধি নিবন্ধন ভারতবর্ষের যেমন কিছু ধন বৃদ্ধি হইবে, তেমনি রুশের আগমনের সম্ভাবনা দেখিলে সহজে ভারতবর্ষ হইতে তথায় সৈন্য লইয়া যাইবার সুবিধা হইবে। রুশেরা যে সত্বর ভারত আক্রমণ করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। তাহারা কত দিন হইল যে মধ্য আসিয়ার অভ্যন্তর হইতেছে, তদনুসন্ধান করিলেই ইহা সহজে অনুভূত হইবে। ১৮৫৩ অব্দ হইতে রুশ গবর্ণমণ্ট আসিয়ায় সাম্রাজ্যবিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। ঐ অব্দে তাঁহারা কাস্পীয়ন সাগরের পশ্চিম উপকূলে ও উত্তর উপকূল যতগুলি দেশ ছিল, তৎসমস্ত স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লন। পূর্ব্বদিকে প্রবল তুর্কোমান জাতি ছিল বলিয়া প্রথমে উচ্চবাচ্য করেন নাই। ইহার পরে উত্তর ও পূর্ব্বদিকে রাজ্য বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে চীনের সীমায় উপস্থিত হইলেন। ক্রমে যখন আরো অগ্রসর হন, সেই সময়ে খিভা খোকান প্রতিকূলাচরণ করিল, কিন্তু দেশরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। রুশ সৈন্যেরা মেচেট আধকার করিয়া উহার পিরোফ্‌স্কি দুর্গ নাম দেন এবং শির দরিয়ার অন্তর্গত খাসালা ও আর দুটী স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুর্গ করিয়া অধিকৃত স্থান দৃঢ়তর করিয়া লন। ১৮৪৯ অব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রুশ গবর্ণমেণ্ট নূতন দেশ জয় করিবার ইচ্ছা কিছুদিনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করেন। চারি বৎসর পরে আবার আলী টান পর্ব্বতের উপর কাটক ও তার্খো নামে দুটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ৩৫

১৮৬৩ অব্দে ইহারা কাস্পীয় সাগরের পূর্ব্ব উপকূলের এক তৃতীয়াংশ, আরাল সমুদ্রের উত্তর উপকূলের সমস্ত এবং পশ্চিম উপকূলের অধিকাংশই গ্রাস করিয়া ফেলেন। ইহার পর শির দরিয়া ও চু নামক নদী, বলকাস এবং ইসিকল হ্রদ অধিকার করিলেন। ১৮৬৪ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সেনাপতি চার্নেফ চিমকেণ্ট জয় করেন। ১৮৬৫ অব্দে তুর্কিস্থানকে রুশগবর্ণমেণ্টের অধিকৃত রাজ্য এবং সেনাপতি চার্নেফকে তাহার শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রচার করা হয়। ইসিকল হ্রদ ও আরাল সমুদ্রের মধ্যে যত দেশ ছিল, তৎসমস্তই তুর্কিস্থানের অন্তর্গত করা হইল। ১৮৬৬ অব্দে বোখারার আমীর টার্নিফকে পরাজিত করাতে সেনাপতি দ্রোমানোভস্কিকে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইনি ইতঃ নামক স্থানে আমীরকে যুদ্ধে পরাজ

...বিষয়ে ... আশার সঞ্চার হইয়াছে। এখন আশার সঞ্চার করাইয়া দেওয়া কি ... তাহাকে? আমি উত্তর প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সম্পাদক মহাশয়। ... আমি ... যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। অগত্যা এ প্রস্তাবে আমার ... করিবার আশা রহিল। ... চন্দ্রশেখর ...।

হিন্দুর বিদেশ ... ও ইংরাজের আফগান স্থানের ... হইতে সম্পর্ক হইতেছে। হিন্দুকুলা বিধবা হইলে ... করিয়া যেমন পিতার ... তেমনি ইংরাজের সহিত সম্পর্ক রাখে ... ভারতবাসী ... সঙ্কুচিত করিতেছে তথাপি ... নাই। ... জিজ্ঞাসা করি, আমীরকে কি নিমিত্ত ... টাকা দেওয়া হইতেছে? ... উপকার ... সীমা প্রদেশ নিরাপদ করা ... রাজ্য বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ... বাঁধাইয়াছিলেন। ... আফগান ... স্থান ও মাল ছাড়া ... ভারতের অর্থ পাঁচ ... লুটিয়া লইল। তাহার ... অনর্থক অর্থ ব্যয়ের ... হইত না। ভারতবর্ষের অর্থের ... ইংলণ্ড গবর্ণমেণ্ট কোথায় ... করিতেন, ... গবর্ণমেণ্টের ভাবে ভাব ধরিতেছেন। আফগান ... ব্রিটীশ রাজ্যভুক্ত করিয়া লও ... ভারত বর্ষকে নিরাপদ করিবার ... কেমানকে কাবুলের ... হইয়াছে, ভারত ... সিংহাসনে বসিয়া ... সিংহাসনে বসিয়া নিরপরাধে প্রচুর রাজস্ব সংগ্রহ করিতেছেন, ... গানস্থানের সেই সিংহাসনে ... বসিয়াছেন, তবে কেন তাঁহার প্রজারা তাঁহার ... তবে কেন তিনি নিত্য শত্রুর ন্যায় সামান্য ... ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের ... জন্য ব্যস্ত হন? তবে কেন তিনি ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ... অর্থ সাহায্য করিবেন, তাহার ... করিয়া থাকেন? সীমাপ্রদেশ ... করা যত হউক না হউক আমীরকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের গবর্ণমণ্ট নিয়ত ব্যস্ত।

বৃদ্ধি ভিন্ন আমীরকে আরও অনেক সামগ্রী দিতে হয়, তথাপি তাঁহার ব্যয় কুলান হয় না। ... হইবার সম্ভাবনা আছে। ... গবর্ণমেণ্ট যখন কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করিবেন, তখনই তিনি রুশের ভয় দেখাইবেন। পাঁচ বার এই ভয় দেখাইলে ... একবার যে তিনি রুশের আশ্রয় লইবেন তাহার সম্ভাবনা কি? অতি প্রয়োজন হইলে মানুষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না, রুশ গবর্ণমণ্ট ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষা অধিক অর্থের প্রলোভন দেখাইলে যে তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মুখ ... দেখাইবেন না, কিছুতেই আমাদিগের এ বিশ্বাস হয় না। রুশের ভারতবর্ষ জয় করিয়া ধন সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা যেরূপ বলবতী, তাহাতে রুশের অধিক টাকার প্রলোভন দেখানও বিচিত্র নহে। সুতরাং যত কিছু আপদ বিপদ হউক, ভারতবাসীর কপালে ... তাহার সম্ভব থাকিবে, কিন্তু যাহাদিগের রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের এত যত্ন এত কষ্ট, তাহাদিগের বুদ্ধির যদি বৃদ্ধি হইতে থাকিল, তাহা হইলে শাসনপ্রণালীর প্রশংসা কি? তাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তার ... কি? গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি উত্তর পূর্ব্বাংশ স্বদেশের ধন বৃদ্ধির নিমিত্ত ও ইংলণ্ডের ধনাগারকে কুবেরের ভাণ্ডার সদৃশ করিবার জন্য যে যে সময়ে ভারতের রাজকোষে সিক্কা বসাইয়া দেন, ভারতবাসী সেই সময়ে যে হটকট করিতে থাকে, অসহ্য পীড়াই তাহার কারণ। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, কিন্তু আমরা তাহার নিবারণ করি। ইহার কারণ কি? আর কিছুই নহে, পাছে আমাদিগকে ব্যয় দান করিতে হয়, এই ভয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, এরূপে ঘুপোষা পালন করিয়া ইষ্টসাধন কি? আমীর কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইলে ব্রিটীশ পক্ষ যে পরিত্যাগ করিবেন না তাহার প্রমাণ কি? ভারতবাসীর সুখ দুঃখ যখন ব্রিটীশ জাতির উপর নির্ভর করিতেছে, তখন ভারতের রাজকোষ হইতে আমীরকে এরূপে টাকা দেওয়া ... তাহার উপায়বিধান করা কি কর্ত্তব্য নহে? গবর্ণমেণ্ট যখন আমীরকে রক্ষা করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছেন, ... তাঁহার রাজ্য নিরাপদ করিবার জন্য যখন সৈন্য রাখিয়াছেন, তখন শাসনপ্রণালীর দোষ সংশোধন করিয়া রাজস্ব আদায়ের ভালরূপ বন্দোবস্ত করিয়া তদনুসারে তাঁহাকে চলিবার পরামর্শ দিন। তিনি যাহাতে তদনুসারে চলেন, তাহার উপায় করুন। তাহা হইলে আর ভারতের রাজকোষ হইতে ধন প্রদান করিতে হইবে না। তাঁহার খরচে চালাইলে কেন তিনি ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইবেন? রুশের ভারত আক্রমণ ইচ্ছার কথা আমরা অনেক দিন হইতেই শুনিতেছি। ... সম্বন্ধে কার্য্যে ... হইবার কি সম্ভাবনা

করেন, হোজেন্ট নামক একটী স্থানে বন্দুক, বোখারা কোকান ও তাসখন্দের রাস্তা মিলিত হইয়াছে। তিনি সেই স্থানটী অধিকার করিলেন। ১৮৬৭ অব্দে সেনাপতি কফমান সোমারোভস্কির পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি এপ্রেল মাসে উকহম নগর ধ্বংস করেন। ১৮৬৮ অব্দে সমরখন্দের অন্তর্গত জিরাবুলাক নগর ও বোখারার রাস্তায় উপস্থিত কাটিকরজেন নামক স্থান অধিকার করিয়া লওয়া হইল। জুলাই মাসে জিরাবুলাক নামক স্থানে আমীর পরাস্ত হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ১৮৭৩ অব্দে খিবার খাঁ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া খিবাকে রুশরাজ্যভুক্ত করিয়া দিলেন। ১৮৭৪-৭৫ অব্দে আসিয়ায় রুশরাজ্যের পশ্চিম সীমা কাস্পীয় সমুদ্রের পূর্ব্ব উপকূল। দক্ষিণ সীমা পারস্য, উত্তর সীমা অক্সস নদীর উত্তর উপকূল নির্দ্ধারিত হইল। ১৮৭৬ অব্দে সেনাপতি কফমান কোকান অধিকার করিলেন। ঐ অব্দে রুশের সহিত তুরস্কের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রুশেরা তুরস্কপর্ব্ব হইতে তাসখন্দে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাছে ইহাঁরা কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই ভয়ে ১৮৭৮ অব্দের এপ্রেল মাসে রুশ গবর্ণমেণ্টকে ভয়প্রদর্শনার্থ এ দেশীয় সৈন্যদিগকে মাল্টায় লইয়া যান। কিন্তু রুশেরা ইহার প্রতিশোধ লইতে ছাড়েন নাই। তাঁহারা ভারতবর্ষের সীমাপ্রদেশ বিপর্য্যস্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ তুর্কিস্থান হইতে কতকগুলি সৈন্য দিয়া সেনাপতি কফমানকে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা আমেরিকা হইতে যুদ্ধ জাহাজ ক্রয় করিয়া বল্টিক হইতে তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অপর দিকে বোখারা খলক কাবুল ও হিরাটে রুশের এজেণ্ট প্রেরিত হন। এমন কি একজন কাবুল ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে যাওয়া যায় কি না তাহা দেখিবার জন্য পেশোয়ার পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

মধ্য আসিয়ায় রুশ গবর্ণমেণ্টের যে সকল সৈন্য আছে, তাহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ভারত অভিমুখে অগ্রসর হইবে স্থির হইয়াছিল। কফমান যাহাদিগের সৈন্যাপত্য করিতেছিলেন, তাহারা তাস ও সমরখন্দ হইতে খামিয়ান পাশের মধ্য দিয়া কাবুলে প্রবেশ করিবে। সেনাপতি স্কোবেলফ, কাস্পীয়ার মধ্য দিয়া কাস্পীয়ের সীমাপ্রদেশে উপনীত হইবেন। সেনাপতি গ্রোটেন গেম কিভা হইতে চার্জ্জুইয়ের ভিতর দিয়া সেনাপতি লোমাকের সহিত মিলিত হইবেন। লোমাকা কাস্পীয় সমুদ্র হইতে কিজিল আর্ভাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবেন, এই স্থির হয়। ইহাঁরা আফগানস্থানের সীমা ও হিরাট আক্রমণের চেষ্টা পান। এতদর্থে ১৮৭৮ অব্দে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট রুশগবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন। রুশ গবর্ণমেণ্টের যে সকল এজেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিলেন তন্মধ্যে কর্ণাল ষ্টোইলিটফ কাবুলে, কর্ণাল গ্রোডিকফ হিরাটে, কর্ণাল মাটভায়েফ খিবা ও বখকসাসে এবং গোসপোদিন কাসিনো পেশোয়ার হইয়া কাবুলে উপনীত হন। ইহারাই রুশকে তুর্কমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ অব্দে তুর্কোমানদিগের সহিত রুশের সংগ্রাম হয়। রুশ সৈন্যগণ ডাঙ্গেপটেপ নামক স্থানে অতি সহজেই পরাভূত হন। ১৮৮১ অব্দে সেনাপতি স্কোবেলফ টেক্কি তুর্কোমানদিগকে গিওক টেপি নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া কাস্পীয় সমুদ্র হইতে আস্কাবাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই স্থানে একটী বাহিনী করা হইয়াছিল। মিচেলোভস্ক ও কিজিল আর্ভাত এবং বাকু হইতে রেলওয়ে প্রস্তুত করিয়া ইহার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। এখন এমন বন্দোবস্ত হইয়াছে যে ইচ্ছা করিলে অতি সহজে এখানে ১৫০০০ সৈনিক আনীত হইতে পারে। ১৮৮২ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গোসপোদিন কোসেক লেপ্টেনাণ্ট আলিকানফ ও সুবণ্টারণ সোকোলফ ব্যবসায়ীর বেশে মার্ভ ও হিরাট পর্য্যবেক্ষণ করিতে যান। এতদিনের পর উহা হস্তগত করিয়া লওয়া হইয়াছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রুশ গবর্ণমেণ্ট পারস্যের ৭০০০০ বর্গ মাইল স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছেন এক্ষণে মধ্য আসিয়ায় তাঁহাদের বিরুদ্ধ রাজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, পাঠক তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাঁহারা নূতন রাজ্য জয় করিবার সময়ে এমন কোন বাধা প্রাপ্ত হন নাই যে তাহাতে তাঁহাদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হয়। অতএব তাঁহারা যে একবার ইংরাজের সহিত বল পরীক্ষা করিবেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু একটী কথা এই মুসলমান জাতিতে আর ইংরাজজাতিতে অনেক প্রভেদ। মুসলমান সেনাগণ ইউরোপীয় সৈন্যগণের তুল্য সুশিক্ষিত নয়। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রও ইউরোপীয়দিগের তুল্য নহে। তাহাদের সামরিক বন্দোবস্তও ভাল নাই। ইংরাজেরা বিনা যুদ্ধে মুসলমানদিগের হস্ত হইতে ভারতের অনেক দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা মুসলমানদিগের ন্যায় অব্যবস্থিত মন। ইহাঁদিগের সমুদায় বন্দোবস্তই রুশদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইংরাজসৈনিকে ও রুশ সৈনিকে অনেক প্রভেদ। রুশেরা এ সকল বিবেচনা না করিয়া সহসা যে ইংরাজজাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা সম্ভাবিত নয়। ইংরাজেরা যে উপকরণ-সম্পন্ন হইয়া যত সৈন্য লইয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইবেন, রুশেরা অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ উপকরণসম্পন্ন হইয়া না আসিলে জয়ী হইতে পারিবেন না। এ জয়লাভ রুশের পক্ষে দুর্ঘট।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমরা ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট কাবুলের আমীরকে যে টাকা দিতেছেন, তাহা বন্ধ করিয়া সেই টাকায় ভারতরক্ষার অন্য উপায় করুন। আমীরকে টাকা দেওয়া মরুভূমিতে বীজক্ষেপের ন্যায় বিফল হইতেছে। যুদ্ধকালে আমীর যে দিকে অধিকতর প্রলোভনে আকৃষ্ট হইবেন, সেই দিকেই চলিয়া পড়িবেন। আমীর ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এখন যে সাহায্য পাইতেছেন তখন সে কৃতজ্ঞতা ভুলিয়া যাইবেন। কাবুলের আমীরদিগের রুশের দিকেই টান দেখিতে পাওয়া যায়। সিরার আলিকে কি ভারতীয় রাজকোষ হইতে টাকা দেওয়া হয় নাই? তাহাতে কি ফল হইয়াছিল? যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি রুশের সাহায্যার্থী হন। বিশেষতঃ আবদুল রহমান রুশের আশ্রয়ে অনেক দিন ছিলেন। রুশের অন্নে তাঁহার উদর পূর্ণ হইয়া আছে। তিনি যে রুশকে একবারে বিস্মৃত হইয়াছেন, আমাদের ত এমন বোধ হয় না। আমীর স্বতন্ত্রভাবে রাজত্ব করুন, তাঁহাকে সৎপরামর্শ দিয়া ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করুন। তাঁহার সহিত মৈত্রী বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। অর্থদ্বারা তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিলেই যে যুদ্ধকালে ইংরাজেরা, তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারিবেন আমাদের সে বোধ হইতেছে না। রুশের সহিত বদ্ধ পার্লিমেণ্ট ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের যে আয়োজন করা আবশ্যক হইবে, তাহা করিতেই হইবে, আমীর অর্থদ্বারা তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিবেন বলিয়া তাহার কিছু কম করিতে পারিবেন না। তবে আমীরকে এখন টাকা দেওয়া কেন? আমাদের মতে এ নীতি প্রশংসনীয়

নূতন মিউনিসিপাল আইন।

আমরা ১৮৮৪ সালের ৭ই মে কলিকাতা গেজেটে দেখিলাম, নূতন মিউনিসিপাল আইনটী গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের গোচরার্থ প্রচারিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী বক্তব্য আছে। ক্রমে সেগুলি উল্লিখিত হইবে। মনোনীত করিবার প্রথাটীই আমাদের অদ্যকার আলোচনার বিষয়। আত্মশাসন প্রণালী বলিয়া এতদিন যে ধুমধাম হইল, ইহাই তাহার আত্মা। যাহারা সদাশয়, তাঁহারা বলিতেন, এই আত্মশাসন শিখিতে পারিলে, ক্রমে আমাদিগের অনেক প্রকার শিক্ষা হইবে, আমরা উন্নত হইয়া উঠিতে পারিব। যাঁহারা দুষ্টাশয়, তাঁহারা এই ভাবিয়া শঙ্কিত হইলেন, এই আত্মশাসন শিক্ষা হইতে আমা-

দেশ-স্বায়ত্তশাসন শিক্ষা হইবে, ক্রমে আমরা ক্ষমতাশালী হইয়া,ইংরাজ দিগের হস্ত হইতে রাজ্যটী কাড়িয়া লইব। এ অভিলাষ লইয়া যে কত কাণ্ড হইল, কত বাদবিতণ্ডা হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ পদার্থটী যে কি, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ইহা হইতে যে আমাদের কতদূর শিক্ষা হইবে ও কতদূর ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে, তাহা আমাদের অবিদিত নাই। যাঁহারা কমিশনর পদে মনোনীত হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেপের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল যে কার্য্যপদ্ধতি চিত্রিত করিয়া দিবেন, সেই পথেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হইবে। কেহ যে এক পদ অন্য দিকে স্খেপণ করিবেন সে সামর্থ্য থাকিবে না। মুহুর্মুহু ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাদিগের কৃত কার্য্যের হিসাব দিতে হইবে। এখন মনোনীত করিবার প্রথা নাই, এখন কমিশনরেরা গবর্ণমেণ্টকর্ম্মচারির যে ধামাধরা, মনোনীত করিবার প্রথা হইলেও সেই ধামাধরা থাকিবেন। তবে বিশেষের মধ্যে এই, এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধামাধরা হইয়া আছেন, তখন পরম্পরা সম্বন্ধে হইবেন। কার্য্যে তাঁহাদিগের কোন প্রকার স্বাধীনতা থাকিবে না। কার্য্যটী যে কেমন গুরুতর, যাঁহারা সেই কার্য্য করিতেছেন এবং যাঁহারা তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন। কার্য্যের সারাংশ এই, আমরা টাকা দিতেছি, আপনাদের রাস্তা ঘাট গুলি করিয়া লউন। এই কার্য্য করিয়া আমাদের মত রাজ্য শাসন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, মত বলবীর্য্য বিক্রম বাড়িবার কথা, পাঠক ইহাতেই অনুমান করিয়া লউন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাহস পূরিয়া হাত খুলিয়া সকলকে সে ভারও দিতে পারিতেছেন না। নিম্নাঙ্কিত দুটী সিডিউল দেখিলেই পাঠকের তাহা অপরিজ্ঞাত থাকিবে না। যেরূপে মিউনিসিপাল কমিটী গঠিত হইবে, অগ্রে তাহা শুনুন।

৩০ জনের অধিক না হয় কিম্বা ৯ জনের কম না হয় এরূপ কমিশনর লইয়া এক একটী মিউনিসিপাল কমিটি হইবে। এই কমিশনরদিগের দুই তৃতীয় অংশকে স্থানীয় লোকে নির্ব্বাচন করিবেন। অপর এক তৃতীয় অংশ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইবেন। কমিশনরদিগের মধ্যে যাঁহারা গবর্ণমেণ্টকর্ম্মচারী, তাঁহারা সংখ্যায় কমিশনর সমষ্টির এক চতুর্থ অংশের অধিক হইবেন না। যাঁহারা কমিশনর নির্ব্বাচনের ১২ মাস পূর্ব্বে অন্যূন ৯ টাকা মিউনিসিপালিটির অধীনে বাস করিবেন; যাঁহারা বার্ষিক ৩ টাকার কম না হয়, এরূপ ট্যাক্স দিবেন, এবং যাঁহারা উকীল মোক্তার প্রভৃতি কোনরূপ উপাধিধারী, অথবা ৫০ টাকার কম না হয় এরূপ মাসিক বেতন ভোগী হইবেন, তাঁহারা এই সভা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মতামত দিতে পারিবেন। যাঁহাদের মতামত দিবার অধিকার না থাকিবে তাঁহারা কমিশনর হইতে পারিবেন না। যাঁহাদের উপর কমিশনর নির্ব্বাচনের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি এই আইনের নির্দ্ধারিত সময়ের ৬ মাসের মধ্যে সভা-নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক কিম্বা একাধিক সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়া সংখ্যা পূরণ করিবেন।

প্রথম সিডিউলের লিখিত মিউনিসিপালিটী সকলের সভ্য নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। যে সকল কমিশনর কার্য্যে অমনোযোগী কিম্বা অন্য দোষে দূষিত হইবেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য অন্য কমিশনরদিগের অনুরোধে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন। যে কমিশনর উপর্য্যুপরি ছয় সভায় অনুপস্থিত থাকিবেন কিম্বা প্রতিজ্ঞা দিয়া খালাস হওয়া যায় না, এরূপ অপরাধে অপরাধী হইবেন, তিনি কমিশনর পদ হইতে চ্যুত হইবেন। কোন কমিশনর ৩ বৎসরের অধিককাল পদস্থ থাকিবেন না, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কমিশনর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন অথবা যে ব্যক্তি সভ্যাভিবৃত্তি নিবন্ধন সভ্য পদ হইতে চ্যুত হইবেন, তিনি পুনরায় সভ্য পদে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিভূ দিয়া মুক্ত হইবার অযোগ্য কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ ভিন্ন তিনি সভ্য পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না। দ্বিতীয় সিডিউলের লিখিত মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। তদ্ভিন্ন স্থলে কমিশনরেরা আপনাদিগের মধ্যে একজনকে চেয়ারম্যান মনোনীত করিবেন অথবা অধিকাংশ কমিশনরের (দুই তৃতীয় অংশের কম না হয়) মতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে চেয়ারম্যান পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন। ৩ বৎসর কার্য্যের পর চেয়ারম্যান পদস্থ থাকিবেন না; কিন্তু সাধারণে যদি ইচ্ছা করেন, তিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। দুই তৃতীয় অংশ কমিশনরেরা যদি ইচ্ছা করেন, চেয়ারম্যান পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন। কমিশনরেরা আপনাদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত করিতে পারিবেন। অধিকাংশ সভ্যের মতক্রমে ভাইস চেয়ারম্যান পদ হইতে অপসারিত হইতে পারিবেন। ভাইস চেয়ারম্যানেরও কার্য্যকাল ৩ বৎসর। সাধারণের মতানুসারে তিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। যদি কোন কমিশনর, চেয়ারম্যান কিম্বা ভাইস চেয়ারম্যানের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হন অথবা মনে করেন, তাঁহার উপর অন্যায় দণ্ড হইয়াছে অথবা দণ্ড হইতে অপসারিত হন অথবা দণ্ডিত হইয়া যান, তাহা হইলে ঐ ৩ বৎসরের অবশিষ্ট কালের জন্য অন্য ব্যক্তি পদস্থ হইবেন। তৎপরে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। কমিশনরদিগের একতৃতীয়াংশে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে মিউনিসিপাল কর্ত্ত হইতে পাথেয়াদি ব্যয় দেওয়া যাইতে পারিবে। ইত্যাদি।

প্রথম সিডিউল।

জেলা	মিউনিসিপালিটী
খুলনা	চুকুড়িয়া
ঐ	সেরহাটা
দার্জ্জিলিং	দার্জ্জিলিং
হাজারিবাগ	হাজারিবাগ
সিংহভূম	চাইবাসা
বাঁকুড়া	বাঁকুড়া
ঐ	শালোক্‌টী
চট্টগ্রাম	কক্স বাজার
মজঃফরপুর	রামগঞ্জ
ঐ	সীতামুড়ি
দ্বারভাঙ্গা	রসোড়া
চম্পারণ	মেহিয়া
ভাগলপুর	কলগাঁ
ঐ	রাজপুর
ঐ	কেন্দ্রাপাড়া

উপরি লিখিত মিউনিসিপালিটীগুলিতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট তদ্বৎ স্থলে কমিশনর নিয়োজিত করিবেন।

দ্বিতীয় সিডিউল।

নিম্নলিখিত মিউনিসিপালিটীগুলিতে গবর্ণমেণ্ট চেয়ারম্যান নিয়োজিত করিবেন।

জেলা	মিউনিসিপালিটী
বর্দ্ধমান	রাণীগঞ্জ
হুগলি	উত্তর পাড়া
২৪ পরগণা	কলিকাতার উপনগর
ঐ	বারুইপুর
নবদ্বীপ	শান্তিপুর
ঐ	কৃষ্ণনগর
ঐ	মহেশপুর
মুর্শিদাবাদ	কাঁদি
দার্জ্জিলিং	দার্জ্জিলিং
হাজারিবাগ	হাজারিবাগ
ঐ	গয়া
ছোটনাগপুর	রাঁচি
সিংহভূম	চাইবাসা
মানভূম	পুরুলিয়া
চট্টগ্রাম	কক্স বাজার

পাটনা	পাটনা।
গয়া	গয়া
সাহাবাদ	সাহিবগঞ্জ
ঐ	ভাগলপুর
মজঃফরপুর	সীতামঢ়ি
দারভঙ্গা	মধুবনী
সারণ	সিওয়ান
চম্পারণ	বেত্তিয়া

কলিকাতার উপনগর, উত্তর পাড়া, শ্রীরামপুর, বীরনগর প্রভৃতি মিউনিসিপালিটীগুলি কি চেয়ারম্যান মনোনীত করিবার ক্ষমতা লাভ করেন নাই? ঐ ঐ মিউনিসিপালিটীতে চেয়ারম্যান মনোনীত করিবার অনুমতি দিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কি হইত না? যদি ঐ সকল স্থলে অনুমতি দেওয়া না হইল, তবে গবর্ণমেণ্ট কোথায় পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন? এখন যে বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে করদাতাদিগের মত অনেক অর্থ কর্ম্মচারিদিগের উদরসাৎ হইতেছে. কিন্তু চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, কমিশনর প্রভৃতি সকলকেই যদি দেশের লোকে মনোনীত করেন. খরচ অনেক বাঁচিয়া যাইবে। ঐ টাকায় দেশের অনেক মঙ্গলকর কাজ হইতে পারিবে। যাহা হউক, উপসংহারে বক্তব্য এই, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গের সঙ্কোচ ভাব পরিত্যাগ করিয়া উদারভাবে অবলম্বন করেন, এই আমাদের ইচ্ছা।

১৮৮৩ অব্দের কলিকাতা ছোট আদালতের মকদ্দমা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গত তিন বৎসরে কত মকদ্দমা উপস্থিত ও কত মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

	১৮৮৩	১৮৮২	১৮৮১
পূর্ব্ব বর্ষের বাকী	১৩৫১	১৩৩৩	১২৮৮
নূতন মকদ্দমার সংখ্যা	২৩০২৭	২৩৫৫৩	৩১১০৮
সমষ্টি	২৭৫৭৪	৩০৭৭৬	৩৫৩৯৬
পোড়রফা মকদ্দমা	৩৮৫৯	৪০৯৭	৫১৮৫
একতরফা মকদ্দমা	৭৮৮৮	৮১৩১	৯০২৬
মাইনরদিগের আপত্তি ক্রমে ডিস্মিস	১৩৫৮	১৩৫৮	১৪৯১
অন্যান্য ও টাকা ফেরত	৪২০	১৩৪১	২৩৯৮
আপোষে নিষ্পত্তি	৯৫৯৯	১১৮৮০	১২৫৭৬
বাদীর দোষে ডিস্মিস	৫৮১৪	৫৭০৪	৬০৮৫
অনুপস্থিতিতে ডিস্মিস	৭১	৪৮	৪২
বৎসরের শেষ বক্সা বাকী	১৮০১	১৩৩৩	১৩৩৩
সমষ্টি	২৭৫৭৪	৩০৭৭৬	৩৫৩৯৬

১৮৮২ অব্দের ১৫ আইন জারি হওয়াতে গত বর্ষে ১৮৮২ অব্দের অপেক্ষা ৩২৫৩ টী মকদ্দমা হ্রাস হইয়াছে। ১৮৮২ অব্দে ১০ টাকা দাবীর মকদ্দমা ১৮৮৭ টী রুজু হয়। গত বর্ষে ৮৩৩৭ টী রুজু হইয়াছিল। ৫০ টাকা দাবীর মকদ্দমা ১৮৮২ অব্দে ১২১৩০ টী রুজু হয় কিন্তু গত বর্ষে ১১০২০ টী রুজু হইয়াছিল। ইহার উর্দ্ধ দাবীর মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে ছোট আদালতে ২০০০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মকদ্দমারও মীমাংসা হইতেছে। ১৮৫০ অব্দের ৯ আইনের ৩৬ ধারা অনুসারে এখন কোন ব্যক্তি আত্মীয় লোক অথবা আমেলার, কর্ম্মচারী, মোক্তার কিম্বা এজেণ্টের দ্বারা মকদ্দমা চালাইতে পারেন না। হয় বাদীকে নয় তাঁহার উকীলকে মকদ্দমা চালাইতে হয়। আট আনার পরিবর্ত্তে ওকালতনামার কাগজের এক টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ করাতে এবং রায় প্রকাশের পর ৩ বৎসরের মধ্যে ডিক্রী জারি না করিলে ডিক্রী ও যেখানে দুই জন বাদী সেখানে প্রত্যেক দাবী আনা লতে টাকা জমা দিলে তুলিয়া আনিবার যে নিয়ম কলিকাতার কতকগুলি কর্ম্মচারী ও সওদাগর গবর্ণমেণ্টের নিকটে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগের আপত্তি সমূহের মধ্যে প্রথম আপত্তিটী গ্রাহ্য করিয়াছেন। সামান্য দাবীর মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য ওকালতনামার কাগজের মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আট আনাই রাখিয়াছেন। যে সকল মকদ্দমা গত বর্ষে রুজু হইয়াছে, তাহার মোট দাবী ১৯৮৯৪৮২ টাকা। ১৮৮২ অব্দের সহিত তুলনায় গত বর্ষে ১৬১২২৫ টাকা বেশী দাবী হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা মহাজনদিগের উপর অত্যন্ত কুপিত হইয়াছে। তাহারা কোন সদুপায় করিতে না পারিয়া অনেকে মহাজনের প্রাণ সংহার করিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ঘোষণাপত্র আদালতকে ঋণের টাকা আদায়ের নালিশ এবং মহাজনের সহিত খাতকের ব্যবহার কিরূপ ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কৌশলে কাজ করিতে পারিলে কৃষকদিগের মহাজনের উপর যে কোপের উদয় হইয়াছে, তাহার শান্তি হইবে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। খাতকের অনুকূলে অর্থাৎ অধিক সুদ না দেওয়া হয় ইহাই যেন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ইচ্ছা কিন্তু আইন ত সেরূপ নহে, লেখা পড়া যেরূপ থাকিবে সেইরূপ সুদেরই ডিক্রী হইবে। আদালত যদি তাহার অন্যথা করেন, মহাজনেরা আর তাহাকে টাকা ধার দিবে না. সুতরাং কৃষকদিগের কষ্ট অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে। মহাজনেরা যে অধিক সুদে টাকা ধার দেয় তাহার কারণ, কৃষকদিগের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহা থাকে না। তখন মহাজন যাহা চাহে তাহাই দিতে সম্মত হয়। সুতরাং অনেক স্থলে [illegible] অপেক্ষা সুদ বেশী চড়িয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট যদি ইহার নিবারণ করিতে চান, অগ্রে কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা পাউন। তাহাদিগের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে যাহাতে তাহারা বিশ্বাসযোগ্য লোক শূন্য না হয়, তাহার উপায়বিধান করুন, তাহারা যাহাতে টাকার ব্যবহার শিক্ষা করিতে পারে ও তাহারা যাহাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারে, এমন একটী উপায় করিয়া দিউন। তাহা হইলেই দেখিবেন তাহাদিগের দ্বারা এরূপ ঘোরতর মহাজন-হত্যা আর ঘটিবে না। কিন্তু শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষা দিবার যে পন্থার হইয়াছে, তাহারা অনেক উপকারের আশা আছে সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থার এ দেশীয়দিগকে প্রকৃত করিয়া বিদ্যালয় চালাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিবেন এরূপ বোধ হইতেছে। ইহা যদি পরিণত হইলে গবর্ণমেণ্ট এখন যত চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন তখনও তাই বে বার্থ হইবে তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। সুতরাং কৃষকের অবস্থা চিরকালই সমান থাকিবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

৪ঠা মে। ডাবলিনস্থ ব্যাঙ্কের সেক্রেটরি (আয়র্লণ্ড) মৃত্যু কালে ৭ লাখের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে নিম্নে টাকা দান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে টাকা উঠাইয়া লন নাই। [illegible] যত ব্যক্তিকে যে টাকা দেওয়া হয় তাহা করিয়াছেন।

সেণ্ট পাট্রক সভার পাদ্রিকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া সালবরি প্রার্থনা করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্ট বিলম্ব করিতেছেন বলিয়া তাঁহার বিরক্তি জন্মিয়াছিল এবং বক্তৃতা করিতে করিতে তাঁহাদিগের উপর দোষারোপ করিতেছিলেন।

৯ই মে। সাধারণতন্ত্র সমর্থক কতকগুলি লোক বিদ্রোহী হইয়া ক্যাটালোনিয়ার উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সৈন্যেরা তাহাদিগকে ছোড়ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

১৩ই মে। ডাবলিনের চীফ সেক্রেটারি এবং প্রধান [illegible] সকল এমন্থলের লিখিয়া দিয়াছেন. যাহাতে লক্ষের ৩০ টী করিয়া পাঁচ বৎসরে ৯০ লক্ষ ও ৭ বৎসরে ৩৫ লক্ষ টাকা পাইবেন, এরূপ কথা আছে, সেই মত আগামী আগষ্ট মাসে টাকা দিবেন।

১৩ই মে। ক্রস সাহেব পত্র লিখিতে কমন্স হাউসে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার বাঁ হাতের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়াছে।

৩০ মইণ্ড ৫ই মে। মেসি ডারবাইয়ার প্রাণ ভিক্টর ফ্রেশর এণ্ডলকার সৌভাগ্যের সেক্রেটারির পরিত্যক্ত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

৫ই মে। বিশপ সৈন্যমণ্ডলে তিন জন ক্রিশ্চিয়ান কর্ম্মচারীকে বীজ বপ্ন পরামর্শ করিতে পাঠান হইয়াছে।

৩০মইণ্ড ৭ই মে। ইংলণ্ডেশ্বরী আয়র্লণ্ডে যাত্রা করিলেন।

লণ্ডন ৭ ই মে। বিপক্ষে যে কমকরেন্স সভা বসিবে তাহাতে মিশর গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য রাজার ন্যায় স্বীয় প্রতিনিধি পাঠাইতে চাহিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে লিখিত হইয়াছে যে সুলতান গবর্ণমেণ্ট হুলাখন মহাশয়কে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই ঘটনা [illegible] হইল।

লণ্ডন ৮ ই মে। [illegible] একখানি আমেরিকার 'মেসেঞ্জার' নামক একখানি জাহাজের সহিত [illegible] হইয়াছে। ফ্লোরিডার ১৯৭ জন নাবিক [illegible] ৬৯ জনের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

[illegible] ৯ ই মে। [illegible] লর্ড হার্টিংটন ঘোষণা করিয়াছেন, পারস্য গবর্ণমেণ্ট [illegible] ছাড়িয়া দিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে [illegible] পান নাই। তিনি এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ৪ঠা সেপ্টেম্বর কন্‌ফরেন্স 'প্রেগ' গবর্ণমেণ্টকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিয়াছেন, সালুনিকা [illegible] মণ্টের সীমা প্রদেশের [illegible]

লর্ড র‍্যাণ্ডলফ চর্চিল কন্‌জারভেটিব দলটী [illegible] করিতে চাহেন, [illegible] ফেব্রুয়ারি হইতে অসুস্থ হওয়াতে পরস্পরে আসিতে [illegible] হইয়াছে

বিবিধ সংবাদ।

১৮৮২-৮৩ অব্দে [illegible] হইতে বঙ্গদেশে ৭১৮০৬০৪, সিকিম হইতে ২০০১৮৮ ও ভুটান হইতে ১১১৪৪০ টাকার [illegible] আমদানী এবং বঙ্গ দেশ হইতে নেপালে ১৫৫৭৯৫৫, সিকিমে ১১১৯৭৭ ও ভুটানে ৮৬৮৯৩ টাকার [illegible] রপ্তানি হইয়াছে।

কলিকাতা পাঠের ফলে প্রতি সপ্তাহে যে চট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহা বিক্রয় করিবার জন্য সপ্তাহে দুই দিন করিয়া কল বন্ধ রাখা হইবে। এতদ্বারা এই উদ্যোগে কিছু বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।

শিক্ষাসংক্রান্ত সভার রিপোর্ট সম্বন্ধে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তাঁহারা যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন পঞ্জাবের, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সার সি, ইউ, আচিসন প্রায় তাহার সকলগুলিতে সম্মত হইয়াছেন। স্থানীয় অনুশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার স্থানীয় লোকদিগের উপর অর্পণ করা হইবে, তাঁহার ইচ্ছা। এ ইচ্ছায় কিন্তু সকলের ইচ্ছা হইবে না।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামধন মিত্র নিম্নলিখিত সংবাদটী আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। "আগামী ১২ ই মে সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা বলিয়াটোলা লেন ৪৫ নং ভবনে মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন ও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের পারিতোষিক বিতরণ হইবে।

কার্য্যবিবরণ।

(১) কার্য্যবিবরণ পাঠ।

(২) পারিতোষিক বিতরণ।

(৩) মনের কথা প্রকাশ।

(৪) সভাপতির বক্তৃতা।

(৫) কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সংগঠন।

(৬) বিবিধ।"

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, কলিকাতা ৩ নং মুক্তাপুর ষ্ট্রীটে যে হোমিওপাথি বিদ্যালয় হইয়াছে, অল্পদিন হইল তাহার ছাত্রদিগের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; বিদ্যালয় ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছে। নিম্নলিখিত ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১। ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

২। নারায়ণ দাস বসু।

৩। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪। [illegible] মিত্র।

৫। ভুবনমোহন ঘোষ।

৬। হারাণচন্দ্র পাল।

৭। প্রাণকৃষ্ণ ভট্ট চার্য্য।

৮। কালীসহায় বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাবুলের ফৌজে ৫০০০ অশ্বারোহী আছে। ইহার মধ্যে এক হাজার স্ত্রীলোক। আমীর এই সকল কামান রক্ষক রমণীর প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কি প্রজাদিগের অসন্তোষের একটী কারণ নহে? ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের এই সকল অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র বসু, বি, সি,বসু ও টি, মেটা সাউথ সেণ্টারের কৃষিবিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বি,-সি, বসু ও টি, মেটা পাঠবর্ষিতায় সাত বষ্ঠ ও অষ্টম হইয়াছেন।

পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে অমীতে [illegible] সারের অভাব নিবন্ধন ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্যের দিন দিন অবনতি হইতেছে। এ ভূমি আমলকে কার্য্য করিলে ও সকাল সকাল চাষ দিলে এই দোষ থাকে না।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থল সমূহে ১৯০৩২৯ মণ চাউল মজুদ ছিল।

এখন দৈনন্দিনের আদায়ইবা সম্বন্ধে করা [illegible] হইবে বলিয়া কাহার পাঠানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করা হইল না। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা হইবে। কিন্তু সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তাহাদিগের উপদ্রব নিবারণের কি উপায় অবলম্বন হইবে? শান্তি উপায় দ্বারা কি তাহাদিগকে শান্ত করা যায় না?

১৮৮৬৮৪ অব্দে ইংলণ্ডের ঋণভার হবে ১৬৫০৯৮০০০০ টাকা পাঠ হইতে হইবে। তন্মধ্যে ১৮৮৪ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ২৯ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত ৫১৩৬০০০ টাকা প্রেরিত হইয়াছে। ১৫০০৬৪০০০ টাকা ১৮৮৫ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ অবধি পাঠাইতে হইবে। ইংলণ্ড যদি ভারতের এত টাকা গ্রাস করিলেন, তাহাতে কিরূপে পুষ্ট হইবে। যাহারা নিম্নশ্রেণীস্থিত করিয়া শোষণ করিয়া লয়, তাহাদের বৃদ্ধি কি সবল হইতে পারে?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কলিকাতার ফ্রীডিলিথ প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট মৌলবী সৈয়দ আমীর হোসেন মাসিক ৮৫০ টাকা বেতন পাইবেন। ইনি তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ৬০০ টাকা বেতন পাইতেছিলেন।

আমরা এ সপ্তাহে [illegible] হইতে একখানি ইংরাজি মাসিক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। সাহেবে যে বিধবা বিবাহ সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই পত্র খানি সেই সভা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত অধিক কথা লিখিত হইয়া থাকে। এবার অনেকগুলি বিধবা বিবাহ করিবার উদ্দেশে ইহাতে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।:—

কায়স্থ জাতীয় কুড়ি বৎসর বয়স্ক শিক্ষিতা এক সুশ্রী রমণী; ক্ষত্রিয় জাতীয় খাইবা বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত লোকের ষোড়শ বর্ষীয়া শিক্ষিতা কন্যা; বাঙ্গালী কায়স্থ জাতীয় এক ১৯ বৎসর বয়স্ক বিধবা (ইনি ১৪ বৎসর বয়সে বিধবা হন); বঙ্গদেশী মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী ১২ বৎসর বয়স্ক এক বিধবা (ইনি বিবাহের ৬ মাস পরে বিধবা হন), বৈদ্য-জাতীয় ১৭ বৎসর বয়স্ক এক বিধবা (ইনি ১৩ বৎসর বয়সে বিধবা হন) আর একটি ২১ বৎসর বয়স্ক বিধবা বৈদ্যরমণী (ইনি ১৪ বৎসর বয়সে বিধবা হন); ১১ বৎসর বয়স্ক একটী পরমাসুন্দরী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা ও ১৩ বৎসর বয়স্ক এক সুশ্রী বিধবা বৈদ্যরমণী (ইনি ১১ বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছেন, বাঙ্গালা লেখা পড়া জানেন, কণ্ঠস্বর মোহন প্রভৃতি গুণিতে ও উত্তম রন্ধন করিতে পারেন) হিন্দুমতে সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত স্ব স্ব জাতীয় লোককে বিবাহ করিতে অভিলাষিণী।

ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্বিস পরীক্ষা উপলক্ষে না হইয়া ভারতবর্ষেই যাহাতে তদ্দেশীয় ব্যক্তিরা ইংলণ্ডের প্রজাতিবর্গের সহ প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, তজ্জন্য ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিবেন স্থির করিয়াছেন। চেষ্টা করুন, কিন্তু ফল আশ্চর্য্য রূপ হয়। যিনি পরীক্ষার্থির বয়স বাড়াইলেন না, তিনি এ বিষয়ে মত দিবেন, আপেরচকারিরা কি এ বিশ্বাস করেন?

প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষের হিন্দু রাজারা বিদ্বান ব্যক্তি ও গ্রন্থকারদিগকে যেমন পারিতোষিক দিতেন, বেলজিয়মের রাজা অদ্যাপি তেমনি গ্রন্থকারদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকেন। এই কার্য্যে তাঁহার বার্ষিক ২৫০০০ ফ্রাঙ্ক ব্যয় হয়। ১৮৮৫ অব্দে তিনি এই টাকা কেবল ভৌগোলিকদিগকে দিবেন স্থির করিয়াছেন। কি স্বদেশ কি বিদেশ হইতে যিনি ভাল ভূগোল লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন এবং যাঁহার ভূগোল প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোচ্চ হইবে, তিনিই এই পুরস্কার লাভ করিবেন। ১ লা জানুয়ারির মধ্যে পুস্তক তাঁহার মন্ত্রির নিকট পাঠাইতে হইবে।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফী বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১২, এল, এ পরীক্ষায় ২৪, ও বি, এ পরীক্ষায় ৩৬ টাকা ফী ধার্য্য করিয়াছেন। এ বিষয়ে ফী বাড়াইবার কাটা ভাল নয়। গবর্ণমেণ্ট কি বিদ্যা দানকে ব্যবসায় মধ্যে গণনা করেন? বিদ্যা সুলভ মূল্যে কিনিতে না মিলিলে কখন দেশের মঙ্গল হয় না। হিন্দু রাজারা কখন বিদ্যা বিক্রয় করেন নাই।

এচ, পি, গর্ণে নামক বিলাতের এক ব্যক্তি বোম্বাইয়ের রাইগক্ ক্লাব পত্রে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের সিবিল সার্বিস পরীক্ষাদান সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে কেহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, ইহাই যেন নিয়মকর্ত্তার ইচ্ছা। ১৮৭৮ অব্দে এ দেশীয় পরীক্ষার্থীর বয়োহ্রাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত ৮৩ জন ইউরোপীয় পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু এ দেশীয় একজনও যুবক উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এক্ষণে বোম্বাইয়ের মোদির বি তাবাবলী, আহমদীর বে কাবরাজী ও কলিকাতার বে এম জোরাব নামে তিন জন এ দেশীয় যুবক এই পরীক্ষা দিবার জন্য অত্যন্ত যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিতেছেন। ইহাঁরা যেরূপ কষ্টসহিষ্ণু, শ্রমশীল ও বুদ্ধিমান, তাহাতে ইহাঁদিগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমাদের রাজপুরুষেরা অনেক বয়সে উহাঁদিগকে দেখাইতে গিয়া বিপাকে পড়িয়া যান। যখন অভিযোগি পরীক্ষায় দুই বর, তখন এ শ্রেণীয়দিগকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না, এ নিয়ম করিলে সকল আপদের শান্তি হইয়া যাইত।

বিজয়রাঘব চেরিকে মিউনিসিপাল কমিশনরেরা পদচ্যুত করাতে তিনি হাইকোর্টে ষ্টেট সেক্রেটারির নামে ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিশ করেন। বিচারপতিরা তাঁহাকে এক শত টাকার ডিক্রী দিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল হইবে। আপীলের খরচা কে দিবে? মিউনিসিপালিটী না স্বয়ং ষ্টেট সেক্রেটারি?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, রায় সুন্দরলাল বাহাদুর অযোধ্যার প্রতিনিধি লেটে মাইার নেমনিযুক্ত হইয়াছেন। এইরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার যত এদেশীয়ের হস্তে সমর্পিত হইবে, তত এদেশীয়ের ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে।

লক্ষ্ণৌয়ে একটী ইংরাজী সংস্কৃত কালেজ খুলিবার জন্য ৬৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। অযোধ্যার অন্তর্গত ওমরাওয়ের তালুকদার বাবু রামসরূপ ইহার সাহায্যার্থে ৫০ হাজার টাকা মূল্যের পাঁচখানি গ্রাম ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার বার্ষিক আয় তিন হাজার টাকা। তালুকদারির ব্যয়শীলতা প্রসিদ্ধ। সেই ব্যয়শীলতা এই দিকে যাবৎ আকৃষ্ট না হইবে, তাবৎ দেশ সম্পূর্ণ উন্নতি লাভে সমর্থ হইবে না।

নাস্তিক ব্রাডলা সাহেব শপথ না করিয়া ১১ই ফেব্রুয়ারি কমন্স হাউসে সভ্যদিগের সহিত উপবেশন করাতে তাঁহার নামে অভিযোগ করা হইয়াছে। রাজী হার্ডির সিলেক্ট কমিটি নামক এ সভার একজন সভ্যকে এই মকদ্দমা চালাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের শত্রুতা সাধন করিবার কথা শুনিয়া ও ব্রাডলা সাহেবের অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

গত সপ্তাহে আমরা এক কুলি-রমণীর প্রতি ওয়েব সাহেবের ঘোরতর অত্যাচার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছি। আজ ৮।৯ বৎসর হইল, চট্টগ্রামের অন্তর্গত কেহুয়া চা বাগানের ওয়েব নামক একজন সাহেব কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া ছয় জন এদেশীয় লোককে বন্দুক দ্বারা গুলি করিয়াছিলেন। কেহ মরিও মরে নাই বটে কিন্তু সকলেই গুরুতর আহত হয়। ব্যাডক্লফ সাহেব তখন চট্টগ্রামের কলেক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার নিকট এই মকদ্দমা হয়, তিনি ওয়েব সাহেবকে ৫০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া ছাড়িয়া দেন। দুই লোকে প্রহার পাইলে এইরূপই ঘটে। দেখা যাউক ডেপুটী কমিশনর কি করেন।

৩০ এ এপ্রেল যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহের ভারতবর্ষের শস্য ও বৃষ্টির সংবাদ। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ আসামে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের কোন কোন স্থলে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজ, মহীসুর ও বুর্ণেও সকল জেলাতেই উত্তম এবং বোম্বাইয়ের কোন কোন স্থলে, হায়দ্রাবাদ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং মধ্যপ্রদেশের একটী জেলাতে সামান্য বারিবর্ষণ হইয়াছে। মান্দ্রাজ ও মহীসুরের শস্যের অবস্থা বোম্বাইয়ে রবিশস্যের বপনকার্য্য প্রায় শেষ হইল। গুজরাটের কোন কোন স্থানে আজিও পানীয় জলের বিলক্ষণ অভাব আছে। বেরারের ভূমিসকল খরিপ শস্য বপনের উপযুক্ত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যায় রবিশস্য এবং কোন কোন স্থলে ইক্ষু ও নীলবপন করা শেষ হইয়াছে। ঝাঁসিতে খাদ্যসামগ্রীর ও পানীয় জলের বিলক্ষণ কষ্ট রহিয়াছে। মধ্যভারতবর্ষের লোকে শস্য আরম্ভ করিতেছে ও খরিপ শস্য বপনের উদ্যোগ করিতেছে। বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে এখনও বৃষ্টির প্রয়োজন। বোরো ধান্য ও ইক্ষুর চাষ উত্তম হইতেছে। কিন্তু আম্র অনেক পড়িয়া গিয়াছে। আসামে কৃষিকার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে। বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশ বাতীত সর্ব্বত্রই বিসূচিকা রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে। ব্রহ্মদেশের কোন কোন জেলা, শাহজাহাঁ, বারাবিবাঙ্ক, এলাহাবাদ ও মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত রাইপুরে শস্যের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে।

৩০ বৎসর কার্য্য করিয়া রায় কা ইলাস সে ব্যানার্জ্জির পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মেডিকল কলেজের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তথাকার রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। কিছু কাল পরে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়নের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এইরূপে তিনি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত গবর্ণমেণ্টের অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বিজ্ঞানসম্বন্ধে এদেশীয় কোন চিকিৎসকই তাঁহার তুল্য ইংরাজসমাজের প্রশংসাভাজন হইতে পারেন নাই। শ্রমশীলতা, নম্রতা, ও মিষ্টভাষিতা প্রভৃতি গুণে, কি ইউরোপীয় কি এদেশীয় সকল সমাজের লোকেই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। তাঁহার সাংসারিক অবস্থার কথা শুনিলে পাঠকগণ বিস্ময়ান্বিত হইবেন। তিনি ৩০ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছেন, কিন্তু পীড়া বলিয়া এক দিনও ছুটী লন নাই। এতদ্দ্বারা তাঁহার মিতাচারিতার বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, সার এডওয়ার্ড ক্লার্ক বেরি সাহেব প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের সেক্রেটারি ছিলেন। তৎপরে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কিছুদিন হইল, লাহোরের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ১১০ জন কোম্পানী পল্টনের ভলন্টিয়ার দলে প্রবেশ করিবার জন্য দরখাস্ত করেন। তাঁহাদিগকে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে "আসিয়াবাসিদিগের ভলন্টিয়ার দলে প্রবেশের অধিকার নাই।" অধিকার নাই কেন? এদেশীয়েরা কুকার্য্য করিয়া পাছে রাজা কাড়িয়া লন, এই কি ভয়? যাঁহারা ভারতবাসির মঙ্গলের জন্য ভারত শাসন, এ কথা বলেন, তাঁহারা এ বিষয়টীর একবার চিন্তা করিবেন।

বেহার ও বারাণসীর অহিফেনের চাস ক্রমে হ্রাস হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহার কারণানুসন্ধানার্থ গত বর্ষে কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন। কমিশনারেরা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর আজিও তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ১৮৮১৮৩ অব্দে বেহার ও বারাণসীতে কত অহিফেন উৎপন্ন হইয়াছে নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

বিভাগ	বিঘা	উৎপন্ন			
বেহার।					
		বিঘা প্রতি	বীজ	অপক্ক	শুষ্ক
		সের	সের	সের	সের
১৮৮১-৮২	৪০৭৬১৯	৪১৫১৮	৪৬৩৮২	৯৯২৪০—১—১	
১৮৮২-৮৩	৪৩৩৮২৭	৪১৯৭২	৩৯২৩৩২	২৭০৭৩-৩৪ —৪৯	
বৃদ্ধি	•	•	•	•	
হ্রাস	২৩১৯২	৮৮৩৬	৬৬৮০	২২৬৩-৯ —১৮	
বারাণসী।					
১৮৮১-৮২	৪৫০৪৭৪	৩৯৮৪০	৮৮১৫৫৯	৫৭৪৯০১—	
১৮৮২-৮৩	৪২৮২৪০	৪১২৫২৪	৩২৮০২২	৪২২১৩-৫ —১৩	
বৃদ্ধি	•	১১৫৪৭	২৭	•	
হ্রাস	৪১৯৭৩	•	•	১৩৭৯-১—	৭১

সকল জমীতে জল সেচন করিবার সুবিধা না থাকাতে অহিফেন উৎপত্তির ব্যাঘাত হইতেছে। অহিফেনের গাছে কীট লাগাতে গত বর্ষে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। ১৮৮১ অব্দে সরণপুরে ৩৭১ মণ অহিফেন উৎপন্ন হয়, কিন্তু গতবর্ষে ৪৩ মণ মাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। হাজিপুরে ২০০০ মণ অহিফেন পাওয়া যাইবে স্থির ছিল কিন্তু গত বর্ষে তথায় ২৩৮ মণের অধিক পাওয়া যায় নাই। আলীগঞ্জে ৭৩০০ মণ অহিফেন পাওয়া যাইবে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল, তথায় কেবল মাত্র ৮১১ মণ অহিফেন পাওয়া গিয়াছে।

বেরিং সাহেব লর্ড গ্রানভীলকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি বলেন দাসব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য ফেরিবের কোন আজ্ঞা প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। এরূপ আদেশ প্রচার করা মুসলমান বিদেশের ধর্ম্মগ্রন্থের বিপরীত কার্য্য। দাসেরা প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ অথবা কোন বিষয়-কার্য্য করিতে পারে না। যদি এরূপ হয় তাহা-হইলে মিসরে ইংরাজের প্রভুত্ব থাকাতে কি লাভ হইল? কোরাণে দাস রাখিবার কি স্পষ্ট আদেশ আছে? বিধবার অনুচ্ছতাবলম্বন বিষ্ণুপুরাণের একটী প্রধান উপদেশ। সে উপদেশ রহিত করা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এডওয়ার্ড হাউড্ হার্ডিঞ্জ আদি তিন বৎসর হইল মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি সম্প্রতি এই ধর্ম্মের সারবত্তা প্রতিপন্ন করিবার জন্য স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট না কি বলিয়াছেন তিনি যদি মুসলমানধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে পুনরায় তাঁহাকে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। তিনি যদি মুসলমানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি পীড়াগ্রস্ত কি না তাহার পরীক্ষা হইবে।

সওদাগর ও অন্য অফিসর যে সকল ইউরোপীয় কাজ করেন, তাঁহাদিগকে ভলন্টিয়ারের কার্য্য শিক্ষা করিবার অবসর দিবার জন্য গত ১০ মে শনিবার অবধি কতকগুলি বড় সওদাগরের আফিস চারিটার পর বন্ধ করিবার নিয়ম হইয়াছে। ইহাঁরা বন্দুক ছুড়িতে শিখিয়া শিবসাগর প্রভৃতি স্থানে গিয়া মানুষ শীকার করিতে শিখিবেন না ত?

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ মুখোপাধ্যায় সাধারণের নিকট সাহায্যার্থী হইয়া নিম্নলিখিত পত্র-খানি আমাদের নিকটে পাঠাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণপুর বালিকা বিদ্যালয়।

ভাগলপুর—বর্দ্ধমান।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

স্ত্রীশিক্ষা সকল দেশেই নিতান্ত আবশ্যক, ইহা এক্ষণে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণপুর সার্ব্বজনিক সভার যত্নে তথায় একটী বালিকা বিদ্যা-লয় কয়দিন হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্ত-মান ছাত্রীসংখ্যা ২৪ জন, এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি-হইতেছে এবং শীঘ্রই শতাধিক হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যালয়টী অবৈতনিক বালিকাদের পুস্তকাদির বিদ্যালয়ের আয় হইতে দিবার নিয়ম হইয়াছে। এক্ষণে একটী উপযুক্ত বিদ্যালয়গৃহ ও তদুপযোগী গৃহসজ্জা না থাকায় বিশেষ কষ্ট হইতেছে। অতএব দেশহিতৈষী মহাত্মাদিগের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা, স্বাভাবিক দয়াগুণে উদ্বুদ্ধ হইয়া অকাতরে যথা-সাধ্য সাহায্য করিয়া বিদ্যালয়ের সকাশিগণকে উৎসাহিত ও চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেন।"

এক ব্যক্তি আমাদের নিকটে লিখিয়াছেন গত ৯ই বৈশাখ রবিবার কোয়ালিয়া আর্য্যধর্ম্মরঞ্জিনী সভার নাম সাম্বৎসরিক উৎসবকার্য্য সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব দিবস নগর সংকীর্ত্তনপূর্ব্বক সভার পরিশ্রমণ। সভার দিন প্রাতে শ্রীশ্রী৺ রাধাশ্যাম শ্রীবিগ্রহের ষোড়শোপচারে পূজা হোমাদি, অন্নোৎসব, যথাসময়ে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কাঙ্গালি ভোজন, ও অপরাহ্ণে সভাধিবেশন হয়। সভাস্থলে কয়েকজন সুবিখ্যাত ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিত ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সমাগমে সম্পাদক ও সভ্যগণ বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদবেদান্তাচার্য্য মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগ-বদ্গীতা ব্যাখ্যার সহিত পাঠ ও তদনুসঙ্গিক বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দাসের মধুর সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। মুরলীপুর হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের উচ্চ সংকীর্ত্তনে অনির্ব্বচনীয় প্রেম ভাবের মধুরতা অনেককে বিমোহিত করিয়াছিল। দয়াময়ের কৃপায় এই ক্ষুদ্র প্রায় ৯ বৎসর কাল এই সভার কার্য্য এক প্রকার সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, ইহা বিশেষ আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। এক্ষণে সম্পাদক ও সভ্যগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত উহার ক্রমোন্নতিসাধনে যত্নবান হন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

পরিদর্শক বলেন "ইটা পরগণার অন্তর্গত অম্বেহটি মৌজায় একটী অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সেই মৌজায় সদারাম নামক জনৈক ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হয়, মজু নদীতে একটী লাশ পাইয়া তাহার লাশ বলিয়াই প্রমাণ হয় এবং তথাকার একটী লোক সদারামের হত্যাকারী বলিয়া সন্দিগ্ধ হয়। তদনুসারে সদারামের পুত্র তাহার শ্রাদ্ধ করে এবং সদারামের স্ত্রী পতিত্বে বিধবা হয়। কিন্তু তথাকার ইন্-স্পেক্টর বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায় এই সমস্ত ঘটনায় বিষয় সন্দেহ করিয়া বিশেষ প্রকার অনুসন্ধানক্রমে জীবিত সদারামকে বাহির করেন। সদারাম গোপনে থাকিবার কারণ কি? উহাতে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। আমাদের ইন্-স্পেক্টর কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে সন্দেহ করিয়া ফাসাদ করাইয়া প্রমাণ করিয়া দিলে বড়ই দুর্ঘটনার বিষয় ছিল। এ বিষয়ে বৈকুণ্ঠ বাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। পুরস্কার পত্র লিখিবার হয়। কিন্তু সদারাম পুনঃ দেহে এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আইসেন, এটী কৌতুকের বিষয় বটে।"

আমরা ইহাপত্রে দেখিলাম, মহকুমার উকীলেরা কয়েকটী নিয়ম করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিলে

ক্রমী হইলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা আর্দ্ধেক ধন ও সকলের ভরণ পোষণের ভার লইলেন এবং অবশিষ্ট নাতীর তত্ত্বাবধারণের ভার লইলেন। তাঁহারা ভিন্ন ভাবে কী লইবেন না, বুদ্ধি দ্বারা লইবেন, ইত্যাদি। এখন সকলের লোকের যেরূপ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়, উকীলেরা এখন যে প্রতিজ্ঞা করিবেন, তাহাই রক্ষা পাইবে। সকলেরই আমাদের দেশের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছে।

মুক্ত কৃষ্ণদাস বহু লণ্ডন হইতে একখানি বাঙ্গালা বাইবল আমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখানি তাঁহার স্বকৃতিচিহ্ন উপহার। ইহার বন্ধন ও অক্ষরাদি উৎকৃষ্ট। বাঙ্গলাগঠনও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট দেখিলাম। কলিকাতা ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারিরা এদেশীয় সহকারিদিগের সাহায্যে অনুবাদ করিয়াছেন। এদেশীয়েরা সাহায্য করাতে মিশনরিদিগের বাঙ্গালা রচনার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা প্রায় বুঝা যাইত না, এখন অনেক বুঝা যায়। আমরা যোশিলিখিত আদি পুস্তকের দুটি প্রফশীট পাইয়া দেখিয়াছি, মনুর লিখিত দুটি প্রফশীটের সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। মনুসংহিতা সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকারের কথা করিতেছেন, বাইবলেও অন্ধকার আছে। কোন গ্রন্থখানি অগ্রে তাহা বিচার করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কল স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, কেহ কাহারও দেখিয়া লেখেন নাই। উভয় গ্রন্থকারের বুদ্ধিতেই ঐরূপ উদয় হইয়াছিল। কেবল ঐ দুই গ্রন্থকার কেন, যিনি সৃষ্টির আদিকালের চিন্তা করিবেন, তিনিই অন্ধকার দেখিবেন। আমরা প্রিয়বাক্য কৃষ্ণদাস মহাশয়ের প্রীত্যর্থ মধ্যে মধ্যে বাইবল দেখিব, দুই একটী বাক্যেরও উদ্ধার করিব।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। নব প্রবেশিকা, প্রথম খণ্ড (১)। এখানি সংস্কৃত শিক্ষার্থিদিগের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। লেখক মুক্তারাম ন্যায়রত্নের সূত্রগুলি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া সংস্কৃত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া ব্যাকরণ শিক্ষার এটী সহজ উপায় হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ প্রণালীটী আমরা বড় ভাল বোধ করি না। ব্যাকরণ মুখস্থ না থাকিলে ব্যাকরণ পাঠের বিশেষ ফল হয় না। মুখস্থ রাখিতে গেলে সংস্কৃত বৈয়াকরণের যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট। অন্যান্যে গ্রন্থকারেরা যে সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? সূত্র মুখস্থ না হইলে সুখদ থাকে না। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি অর্দ্ধেক অক্ষরে রচিত সূত্র বলিয়া বালকেরা বাঙ্গালা সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারে না। এই পদ্য সংস্কৃতের যে প্রণালী, তাহাতে সূত্র মুখস্থ না থাকিলেও ইষ্ট সিদ্ধি হয় না। যাহা হউক, যাঁহারা ব্যাকরণ শিক্ষার সহজ পথ অন্বেষণ করিবেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী হইয়াছে।

২। সংক্ষিপ্ত ভারত (২)। ইহাতে মহাভারতোক্ত বিষয়গুলি সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে। মহাভারতের তুল্য মহোপকারকগ্রন্থ অল্প আছে। গ্রন্থকার স্বয়ংই লিখিয়াছেন, ভারতে যাহা নাই, তাহা অন্যত্র নাই। মানবের যে যে বিষয় জানা আবশ্যক, তৎসমুদায়ই ইহাতে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সমুদ্রতুল্য, ইহাতে অবগাহন করিলে জ্ঞানরূপ মহারত্ন লাভ করা যায়। মহাভারত অতি বিস্তৃত গ্রন্থ বলিয়া আদ্যন্ত পাঠ করা বড় কঠিন। ইহা সংক্ষেপে সঙ্কলিত হওয়াতে জন সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিবে।

৩। বাগচই হরচরিত (৩)। এবার হর্ষচরিতের পঞ্চম পরিচ্ছেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এ, পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থকার উহার মর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন। রচনাটী সুন্দর হইয়াছে।

৪। বরকন্যা বিক্রয় (৪)। পাঠকদিগের চাকোটী বলিয়া গ্রন্থের অন্য একটী নাম দেওয়া হইয়াছে। কন্যা বিক্রয় ও অনেক দিন হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সৃষ্টি অবধি পাত্রের বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যে পাত্র যত পাশ দেয়, তাহার তত মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই হেতু অনেক কন্যার বিবাহ দিয়া দরিদ্র হইয়া যাইতেছে। গ্রন্থকর্ত্তা দোষগুলি উত্তমরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। পাঠের সময়ে অন্তঃকরণে বিকার উপস্থিত হয়। ইহাই রচনার সবিশেষ প্রশংসার বিষয়।

৫। চিকিৎসা সঞ্জীবনী (৫)। এখানি চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসন্ন কবিরত্ন উহার সিদ্ধিয়া এখানির প্রচার করিতেছেন। যে নিমিত্ত এই পত্রিকা প্রচার করা হইতেছে, তাহা ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে। যথা:—"কবিরাজী ও ডাক্তারী উভয়বিধ চিকিৎসার মধ্যে আমাদের দেশে কোন কোন রোগে কোন্ কোন্ চিকিৎসা বিশেষরূপে উপযোগী, অল্প চিকিৎসা ও পিচকারি দেওয়া প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলি ঐ উভয়বিধ চিকিৎসার কাহার মধ্যে কতদূর উৎকৃষ্ট এবং রোগ পরীক্ষা, ঔষধপথ্য ও ডাক্তারকে প্রভৃতি চিকিৎসকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় ও সহজ কোন্ রোগে কত দূর শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নজীর।

১৮৮৩। ২৩ এ জুন।

প্রধান বিচারপতি সরফিচাড পার্থ ও বিচারপতি ম্যাকফারসন।

নিস্তারিণী চৌধুরাণী ও অন্য অন্য ব্যক্তি বাদী।
হরনাথ চৌধুরী প্রতিবাদী।

দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৫২৫ ধারানুসারে আপীলীদিগের কৃত আপীল করখাস্ত আদালতে দাখিল করিবার তারিখ হইতে যদি ৩০ কিম্বা ৬০ দিনের মধ্যে আপত্তি করা না হয়, তাহা হইলে আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া, পরিমত সময়ের উপযুক্ত কারণের অনুসন্ধান দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য। যদি কোন আপত্তি করা না হয়, এবং আদালত তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়া লন, তাহার বিরুদ্ধে আপীল হইবে না।

কোন সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষ নম্বর হইয়া তিন জন মধ্যস্থের উপরে উহার মীমাংসা করিবার ভার সমর্পণ করেন। মধ্যস্থেরা প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া ১২৮৬ সালের ৭ই শ্রাবণ বাদিগণের অনুকূলে সালিসী করেন। উহা আদালতের গ্রাহ্য করাইয়া লইবার নিমিত্ত মুন্সেফ আদালতে উপস্থিত করিলে প্রতিবাদী মধ্যস্থগণ পক্ষপাত করিয়াছেন বলিয়া আপত্তি করিলেন। মুন্সেফ উভয় পক্ষের প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া আবেদন অগ্রাহ্য করেন। সব জজের নিকটে আপীল হইলে তিনি মুন্সেফের রায় রহিত করিয়া সালিসী কয়সালা মঞ্জুর করিলেন। হাইকোর্টে আপীল হইল। হাইকোর্ট উপরিলিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ আপত্তি হইলে আদালত তাহা সঙ্গত বলিয়া কারণ অনুমতি দিবেন, তাহা যদি আপত্তি না হয়, আবেদন নাকচ করিয়া লইবেন। তাহার আর আপীল হইবে না।

(১) চুচুড়া কুইন্স ইনষ্টিটিউশনের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুমুখ প্রণীত, কলিকাতা সিরিল বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১/০ চারি আনা।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা শিবকৃষ্ণদাঁর লেন জ্যোতিঃ প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

(৩) শ্রীযুক্ত হরীকেশ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত, কলিকাতা সিরিল বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।/০ ছয় আনা।

(৪) শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন গুপ্ত প্রণীত, কলিকাতা নূতন আর্য্য যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৵০ দুই আনা।

(৫) কলিকাতা ২।১ নং বারাণসীর ঘোষ ষ্ট্রীট মধ্যে মুদ্রিত।

১৮৭১। ২১ এ অক্টোবর।

বিচারপতি মিত্র ও বিচারপতি পিগট।

অভয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাদী।

মহম্মদ সাবির প্রতিবাদী।

মকদ্দমা, ফৌজদারী আদালতের অনুজ্ঞা—পাস্তিদ্বয় হইবার মত বিবাদের এষ্টাব্লিশ করণ—ফৌজদারী কার্য্যবিধি (১৮৫৯ সালের ১০ আইন) ১৪৫ ধারা।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৫ ধারা অনুসারে কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য। এই পাস্তি ভঙ্গের যে কথা বলা হয়, সেটী বাস্তবিক অথবা দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্য মকদ্দমা উপলক্ষে হস্তক্ষেপ করাইবার নিমিত্ত পাস্তভঙ্গের ভাণ করিয়া থানী হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা স্থির করিতে হইবে।

এ মকদ্দমার বিচারপতি মিত্র যে রায় প্রকাশ করেন, তাহার সার মর্ম্ম এই:—

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৫ ধারায় ফৌজদারী আদালতের যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ আছে, তাহা এ মকদ্দমায় খাটে না।

এ মকদ্দমার বাস্তবিক ঘটনা এই:—একজন পুলিষকর্ম্মচারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই রিপোর্ট দেন, একটী চর লইয়া বিবাদ উপস্থিত। একপক্ষ যদি বলপূর্ব্বক প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করিবার চেষ্টা পায়, তাহা হইলে শান্তি ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। এই রিপোর্ট পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের চারি মাসের নিমিত্ত ৫০০ টাকা করিয়া মোচলক লইবার প্রস্তাব করেন। তাহাতে উভয় পক্ষ বলেন, তাঁহারা আপোষে বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইবেন। কিন্তু মীমাংসা হইল না। ১২৮৯ সালের ১৫ ই পৌষ মহম্মদ সাবির ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই আবেদন করে, অভয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার প্রজার উপরে অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে নিজে এতেত্তার দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট অপর অনুসন্ধান না লইয়া কার্য্য করিলেন, এটী আইন বিরুদ্ধ কার্য্য। মহম্মদ সাবির দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্য বিষয় লইয়া উপায়ে সায়রা লইতে চাহে। এই হেতুবাদে ও যুক্তিতে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরা ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা রহিত করেন।

১৮৮৩। ১৫ ই আগষ্ট।

বিচারপতি মিত্র ও বিচারপতি টটেনহাম।

হেরম্বনারায়ণ সিংহ বাদী।

ফাজু সিং প্রতিবাদী।

পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা, আবেদন গ্রাহ্য করা, নোটিস দেওয়া, পক্ষাধিকারিকর্ত্তৃক মকদ্দমা শ্রবণ, দেওয়ানী কার্য্যবিধি (১৮৮২ সালের ১৪ আইন) ৬২৬ ধারা।

যে বিচারপতি যে মকদ্দমায় যে রায় প্রকাশ করেন, দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৬২৬ ধারায় লিখিত কারণ ভিন্ন যদি অন্য কারণে তাঁহার নিকটে তাহার পুনর্ব্বিচারের আবেদন করা যায়, আর তিনি যদি আবেদনকারিণী প্রতিবাদীকে নোটিস দিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষাধিকারী সে আবেদন শুনিতে পারিবেন।

কৃষির অধিকার লইয়া এই মকদ্দমা। মুন্সেফ ডিক্রী দেন। আপীল হইলে জেলার জজ মুন্সেফের রায় রহিত করিলেন। মকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের আবেদন হইল। জজ প্রতিবাদীকে নোটিস দিয়া বসানী হইয়া গেলেন। তিনি মুলতবী আইলেন, তিনি দেখিলেন, দেওয়ানী আদালতের ৬২৬ ধারা অনুসারে পুনর্ব্বিচারের আবেদন গ্রহণের বাধা নাই। অতএব, তিনি তাহা শুনিয়া পূর্ব্ব জজের রায় রহিত করিয়া মুন্সেফের রায় বাহাল করিলেন। প্রতিবাদী হাইকোর্টে আপীল করিল। তথাকার বিচারপতিরা নোটিস জজের রায় বাহাল করিলেন।

১৮৮৩ ২৬ এ জুলাই।

বিচারপতি গ্রিফিথ ও বিচারপতি ওয়েলেসলি।

কোর্ব্বান আলি মিরধা বাদী।

সারদাপ্রসাদ আইচ ও অন্য অন্য ব্যক্তি প্রতিবাদী।

রেজিষ্টরী আইন (১৮৭৭ সালের ৩ আইন) ১৭ ধারা ১০০ শতের ন্যূন টাকার কবলা—রেজিষ্টরীর অবশ্য কর্ত্তব্যতা—প্রাবাস্য—বন্ধকী কবলা—অধীন আদালতের কর্ত্তব্য—হাইকোর্টনকলের মতভেদ।

৯৯ টাকার একটী কবলা, ৩ মাস ১১ দিনে উহার পরিশোধ করিবার কথা। মাসিক শতকরা ৩ টাকা সুদ, ইহা রেজিষ্টরী করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পরে এ বিষয়ের উপরে ১৯৫ টাকার যে একখানি বন্ধকী কবলা হয়, উহার প্রাধান্য হইবে।

নিম্ন আদালতসকল যে হাইকোর্টের অধীন, সেই হাইকোর্টের কৃত মীমাংসা অনুসারে বিচার করিবেন, অন্য হাইকোর্টের কৃত মীমাংসার অনুসরণে অধিকারী নহেন।

এ মকদ্দমায় বাদী এই কথা বলে, প্রতিবাদীরা ১২৭৮ সালের ১৯ এ বৈশাখ কতক সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ৯৯ টাকা কর্জ্জ লয়। কবলা রেজিষ্টরী করিয়া দেয় নাই। দেখা পড়া এইরূপ ছিল, ১২৭৮ সালের মাঘ মাসে টাকা পরিশোধ করা হইবে। ১২৭৮ সালের ১লা ফাল্গুন মকদ্দমার কারণ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বাদী ১৮৮১ সালের ১৩ ই ডিসেম্বর মকদ্দমা উপস্থিত করে। ১৮৮২ সালের ১৪ ই ফেব্রুয়ারি সারদাপ্রসাদ আইচ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, বাদী এই সম্পত্তির নালিশ উপস্থিত করিয়াছে, প্রতিবাদীরা ১৮৮১ সালের ২০ এ জুলাই ঐ সম্পত্তির বন্ধক রাখিয়া তাহার নিকট হইতে ১৯৫ টাকা কর্জ্জ লইয়াছে। ঐ কবলা রেজিষ্টরী করা, অতএব তাহার প্রাধান্য হইবে। প্রতিবাদীরা বলিল, বাদীর কবলা জাল। মুন্সেফ এই হেতুবাদে মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিলেন, যে বাদী যে তারিখ পর্য্যন্ত নালিশ করিয়াছে, তাহাতে টাকা ১০০ ছাড়াইয়া গিয়াছে, অতএব কবলা রেজিষ্টরী করা আবশ্যক ছিল। তাহা না করাতে মকদ্দমা চলিতে পারে না। আলাহাবাদ হাইকোর্টে সিঙ্গল জজ ও সিঙ্গলজে যে মকদ্দমা হয়, তিনি তাহার নজীর দেন। জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইলে তিনি মুন্সেফের রায় বাহাল করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল হইলে উক্ত বিচারপতিরা এই সিদ্ধান্ত করেন, ৯৯ টাকার লেখা পড়া রেজিষ্টরী করিবার প্রয়োজন নাই এবং সারদা প্রসাদ আইচের ১৯৫ টাকার রেজিষ্টরী কবলার প্রাধান্য হইবে। শেষোক্ত কবলা হাইকোর্ট বাদীর আপীল অগ্রাহ্য করেন। বিচারপতিরা বলেন, এই কলিকাতা হাইকোর্ট উমাচরণ ও সুকাবিবি এবং রোহিণী দেবী ও শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির মকদ্দমায় যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহার নজীর ধরিয়া নিম্ন আদালতের মকদ্দমার নিষ্পত্তি করাই উচিত, অপর হাইকোর্টের নজীরের অনুসরণ করা উচিত নহে। কলিকাতা হাইকোর্টের নজীরে ঐ কথা স্পষ্ট লিখিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮ ই এপ্রেল ১৮৮৪। মুঙ্গেরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলু ও বেঙ্গ, বাদেশ্বরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভাগলপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোবিন্দমোহন ঘোষ ১৮৮০ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অতিরিক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, ই, পিকার্ড রাজমহলে বদলী হইলেন।

কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক বাবু নীলকান্ত সরকার কাঁসিপুর সদর ষ্টেষনের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। ইনি তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রামগাবীর সদর ষ্টেষনে বদলী হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মন্মথকুমার বসু গয়ার সদর ষ্টেষনে বদলী হইলেন।

মুঙ্গেরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সৌলতী ইমরোজ চৌকদারী আইনের ৭৩ ধারা অনুসারে ক্ষমতা বিস্তার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রন্থকার এখানে কমিশন সেলে পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

৬, পোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের আফিস লিখিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বারের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা; ৯০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

চক্ষুরত্ন রস।

অনেকচক্ষুরুত্তরন্ত প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।

নাস্ত্যেবোপদ্রবস্তেষাং ন ক্ষোভো মৃত্যুরং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং বাতরোগজন্য আশুপ্রতিকার আরোগ্য হইতেছে। ২১ দিনের মূল্য ৫ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ।

অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় তাহাদিগের ২১ দিনের ঔষধের মূল্য ৩ টাকা।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, আকিমিয়ার চক্রবাড়ী।

বেদান্ত-রত্নাবলী

"নিষ্কণ্টকবিদ্যাসার" শঙ্করাচার্য্যের "নিগুঢ়ার্থদীপিকা" শাঙ্করভাষ্য সহিত "ব্রহ্মামৃত" সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা সহিত "বেদান্তসার" এই চারিখানি গ্রন্থ একত্র মূল ও বঙ্গানুবাদ সহিত মূল্য ১৸৵০ আনা, ডাকমাশুল /০ এক আনা। "ইণ্ডিয়ান ও লঙ্কাবাসী" প্রকাশক শ্রীমহেশচন্দ্র পাল, বোর্ডার্স কো, ১৪১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

(ডাক্তার ঘোষকৃত।)

গোদ, জলদোষ ও ধবলরোগের
উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু-শোষক—ইহাতে গোদ ও জলদোষ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং স্থানে স্থানে চর্ম্ম অসাড় হইলে এ ঔষধে তাদৃশ ফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২৷৷০।

শীত্রাঞ্জন—ইহাতে ধবলরোগ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বা পৈতৃক হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক প্যাকেট ২৷৷০।

এই দুটী ঔষধে পারা হরিতাল প্রভৃতি কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা ৫৩ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার ঘোষের বিদ্যুতীয় চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ।

ভাব প্রকাশের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ভাব মাশুল সহ মূল্য ১৸৵০। এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড

প্রকাশিত হইলে এদেশের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রসমূহের সম্পাদকেরা সুখ্যাতিবাদে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তক কেবল ৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীচরণচরণ রায়—ম্যানেজার।

কবিতা-কুসুম।

অর্দ্ধ মূল্যে পাঁচ শত বিতরণ।

মাশুল সমেত চারি আনা।

সত্বরে মূল্য সমেত আবেদন করিলে প্রাপ্ত হইবেন। নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক পূর্ণ হইলে আর কেহ ঐ মূল্যে পাইবেন না।

সাঁওতালডিহ গ্রাম
বুদবাড়ী পাঃ
মেদিনিপুর জেঃ

শ্রীআনন্দলাল ঘাইতি

ডাক্তার শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের
পরীক্ষিত ও অব্যর্থ।।।

তুষারবিন্দু তৈল।

অতিশয় অধ্যয়ন বা চিন্তা-জনিত মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য, মস্তক ঘূর্ণন ও অন্যবিধ কারণ জন্য শিরঃপীড়ার মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে অকালপক্কতা ও কেশহীনতা বিদূরিত হইয়া কেশ শোভাযুক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও শিরঃজনিত হস্তপদাদির জ্বালা আরোগ্য হয়। ইহা অতি মনোরম গন্ধবিশিষ্ট।

ইহা বাদামের তৈলে প্রস্তুত। মূল্য ১ শিশি ১৷৷০ টাকা, প্যাকিং।০ ১ ডজন ১৩ টাকা।

প্রশংসাপত্র।

The Bengalee 25th Dece 1883.

We have received one small bottle of scented Hair Oil manufactured by Dr Nandalal Mookerji Besides being scented it possesses medicinal properties and has proved efficacious in diseases of the head

সোমপ্রকাশ ১৭ ই পৌষ ১২৯০ সাল।

কলিকাতা ভবানীপুরের ডাক্তার বাবু নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের কৃত "তুষারবিন্দু তৈল" আমরা এক শিশি উপহার প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ওষধটী নামানুরূপ হইয়াছে——

সহকারিদিগকে রীতিমত কমিশন দেওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান ডিসপেন্সরি পদ্মপুকুর ভবানীপুর কলিকাতা।

অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন!!!

ইহা দেশীয় কতিপয় উদ্ভিজ্জ ব্যতীত কিছুই নয়। ইহাতে রক্তামাশয়, সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, যকৃৎ-রোগ, অজীর্ণ ও অম্ল পিত্ত পেটের পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৬ পুরিয়া এক টাকা প্যাকিং ৵০। অর্শরোগের অব্যর্থ ঔষধ। ৭ দিবসে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ছয় টাকা প্যাকিং ।০। আরোগ্য না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অন্যান্য সাধী ব্যবস্থা দেওয়া যায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ চন্দননগর বুড়া শিবতলা

সকল প্রকার মেহরোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

(প্রতি শিশি মূল্য ২ টাকা,—প্যাকিং ।০)

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও পুঁয নির্গমন, পস্রাব সাদা ঘড়ির নায় ঘোলা হওয়া, পাখা ঘোরা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি সমস্ত বিশেষরূপ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সেবনে কলিকাতা এবং বিদেশস্থ বহু ব্যক্তি আরোগ্য হইয়াছেন।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

(মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ টাকা—প্যাকিং ।০।)

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, পিত্তশূলতা, বাত, গাত্রবেদনা উপদংশ, নালী ঘা, রক্ত দূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণেই হউক ও অন্ন প্রাপ্ত হউক না কেন ইহার সেবনে পরিণামে রক্তপরিষ্কার, সুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহপুষ্টি ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

সুবাসিত হেমকুমারী তৈল।

(মূল্য প্রতি শিশি প্যাকিং সমেত— ৷৷০ টাকা।)

এই সুবিখ্যাত তৈল দ্বারা চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল ও শীঘ্র বৃদ্ধি হয়, চুল উঠা, শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা, চক্ষু দা জ্বালা নিবারণ করে। প্রত্যহ স্নান ও কেশবিন্যাস কালে এই তৈল ব্যবহার করিলে শরীরের ময়লা সকল বিনাশ করিয়া শরীর ও চুল পরিষ্কার উজ্জ্বল, সুশ্রী, সুগন্ধযুক্ত হয়।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপী দন্তমঞ্জন

(মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা—ডাক মাশুল প্যাকিং ৵০।

ইহা দ্বারা দন্তমূল, দন্ত কনকনানি, দন্তের মাড়িতে ঘা, পুঁয ও রক্ত পড়া ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ নিশ্চয় সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা বিশ্রি দন্ত পুনরায় কটিনরূপে বলে দন্ত মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়, মুখের দুর্গন্ধ একেবারে যায়।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা।—১২ নং চোরবাগান লিণ্ডসের গলি বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস সেন নিকট প্রাপ্তব্য।

৬৫

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী

৯১ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ইংরাজি বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক এবং সর্ব্বপ্রকার নাটক ও উপন্যাস সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে:—

ভারতবর্ষ মধুসূদন তর্করত্ন ৩, মানব রত্নমোহন দত্ত ॥০ বেহিয়া বালিকা (উপন্যাস) উমেশচন্দ্র ধর ৵০ কেশব প্রয়াগ ৵০ সংক্ষিপ্ত পকেটপঞ্জিকা /৫ প্রেম পঞ্জিকা /০ কৃষকবালা ॥০ স্বদেশের হিতশিক্ষা ॥৵০ মুচিরামগুরু ।৵০ বাবুয়া কল্পদ্রুম ৬, সোভনা উপন্যাস ১, সীতারবনবাসের অর্থ ৺কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০ সীতার বনবাস-দীপিকা ।৵০ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনচরিত ৵০ কেশব বিয়োগ ।০ অপত্তি মহম্মদ বাবরামহাস সেন প্রণীত ॥০ রত্ন রহস্য ১।০ মহম্মদীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ১, নিউপাঞ্জকা ৫ কল্পনামঞ্জরি /১০ জমীদারি কার্য্যের নিয়মাবলী ১, নাদাই তাল ৵০ ব্রহ্মদাসের গীত ৫ ক্যাম্বিংহাম কৃত স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথমোত্তর ৫৫ পঞ্চতন্ত্রবাসিনী ৸০ চক্ষু-বোধার্থ ৵০ ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত গ্রন্থকারগণ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কমিসন রেটে বিক্রয়ার্থ দিয়াছেন। যথা:—

বাবু হরিচরণ রায় —পরিমিতি /০ ব্যবসায়িক শুভঙ্করী ৵০ সহজপরিমিতি ।০ বাবু শরৎচন্দ্র চৌধুরী সাহিত্য সোপান ১ ম ভাগ ।০ বাবু ব্রজনাথ বিদ্যার্ণব নবপ্রবন্ধ ৸০ বাবু কালীময় ঘটক প্রথম চরিতাষ্টক ॥০ ঐ দ্বিতীয় ॥০ কুঁদফলক ॥০ কুবিপ্রবেশ ৵০ পদ্যময় ৵০ ছিন্নমস্তা ১, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বাঙ্গলা ব্যাকরণ ॥৵০ স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্ষারকরণ ৵০ বৃত্তান্ত ১ ম ১০ চারুশীলিকা (চারুপাঠ তৃতীয় ভাগের টীকা) ॥৵০ কাব্যোদ্যান ১ খণ্ড ৵০ ইত্যাদি।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরীতে, শুদ্ধ এই সোমপ্রকাশের সমস্তপ্রকার অন্যের সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য বড় বোতল ১৷৷০ ছোট বোতল ১ টাকা। এই ঔষধ সেবন করিলে ২।৩ দিবসের মধ্যে অম্ল আরোগ্য হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং শরীরে বল হইয়া থাকে। প্যাকিং ।০ আনা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীপ্রসাদসরকার—দিনাজপুর ১
" লালা বংশীগোপাল কপূর—
অম্বিকা হাজারী
" " রামদাস ঘোষ—ইসলামপুর ৭
" " ভুবনমোহন বিশ্বাস—মালদহ ৭
" " শিবহরি বন্দ্যোপাধ্যায়—রঙ্গপুর ৸
" " অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বৈদ্যপুর ১

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্পষ্ট নাম ধাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া কলিকাতায় দক্ষিণ সোণাগাজার ডাকঘরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, চিঠি, বয়াত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আমরা অগ্রিম টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবেনা। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যে কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাগাজার হইয়া চারুচিকিৎসা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৮ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।" ২৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ তিন টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৯১ সাল। ৭ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮৪। ১৯ এ মে। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৷০ দেড় টাকা। মাশুল সমেত বার্ষিক ৩ তিন টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কুসুম-মঞ্জরী।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন !!!

(বাধক বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ)

ইহা সেবনে যে সকল স্ত্রীলোকদিগের রজঃ সেবনের পূর্ব্বে বা পরে দুইএক পেট বেদনা ও খিল ধরে এমন কি মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছাও হয়, বক্ষাবোগ, রক্ত-প্রদর, রক্ত-প্রদর, অকালে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব, ও অন্যান্য গোপনীয় পীড়া ইত্যাদি রোগ বিনষ্ট করিয়া গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে, দিবসের অধিক সেবন করিতে হয় না। ইহা শত শত রমণী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, বলা বাহুল্য আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। এক কৌটার মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

মেহামৃত-রস।

এই ঔষধ সেবনে, সপ্তপ্রকার মেহ সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও ধাতু নির্গম, শ্বেত প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, শোণিতস্রাব বন্ধে ছাগলাদ্য এবং এই সকল রোগজনিত অম্ল, অম্লিকের দীনত্ব, হস্ত পদাদির দাহ শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি। যাঁহারা বহু টাকা বেতনে কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই তাঁহারা একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক শিশির মূল্য ডাক মাশুল এক টাকা চারি আনা।

কোষ উদাসীন হইতে প্রাপ্ত।

সপ্তপ্রকার অম্ল রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সেবনে বুক জ্বালা, আহারান্তে অম্ল উদ্গম, অম্লমিশ্র অজীর্ণ উদ্গিরণ, অম্লপূর্ণ বেদনা, আমাশয়, চক্ষু হস্ত ও পদাদির দাহ, দৌর্ব্বল্য, রক্ত পৈত্তিক জ্বর, এবং উপসর্গ বিশিষ্ট অম্লঘটিত ব্যাধি এই অমোঘ মাদুলি ধারণে সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷০ প্যাকিং ৵০ আনা।

মতি-বিলাস তৈল।

অতি সুগন্ধযুক্ত গোলাপি জাতিজ তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাঘোরা, শিরঃপীড়া, মাথা ধরা, মাথাঘোরা ও অনিদ্রা দূর করে। মস্তিষ্ক শীতল, চুল ঘন, কোমল ও গোড়া শক্ত এবং অকাল কৃষ্ণ হয়। গায়ে মাখিলে চুলকানি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ জন্মে না। অধিকন্তু সৌরভে মন মোহিত হয়। স্নান করিলেও সৌরভ নষ্ট হয় না। দুই দিবস সমান গন্ধ থাকে। মূল্য ছোট শিশি ।৵০, বড় শিশি বোতল ৸৵০, প্যাকিং ৵০, ৩ শিশি বোতল বড় টাকা, প্যাকিং ।৵০।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৩৮ নং মধুরায়ের লেন, কাঁসারি পাড়া, সিমলা কলিকাতা।

"কনক-নলিনী" এবং "সরোজ-বাসিনী।"

(মনোহর উপন্যাস)

এই মনোহর উপন্যাসদ্বয় স্ত্রীজাতিকে সতীধর্ম্ম ও পতিভক্তি শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিনী, সোমপ্রকাশ ও সংস্কৃত প্রেসডিপজিটারিতে ক্যানিং লাইব্রেরীতে, চীনেবাজার পল্লবচন্দ্র নাথের দোকানে ও কলিকাতা নগরীর ঘরে ঘরে পাওয়া যায়। মূল্য প্রত্যেকের এক এক টাকা।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ৩ নং নিমুলে ষ্ট্রীট কলিকাতা ৯৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

	মূল্য	মাশুল
উপদেশমালা		
১ ম ভাগ	৵০	১৷
২ য় ভাগ	৵০	১৷
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	১৷
২ য় ভাগ	৵০	১৷
৩ য় ভাগ	৵০	১৷
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	১৷

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ের জন্য মাশুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণে ভগ্নোদ্যম হইয়া আমাকে কয়েক বৎসরের জন্য কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইল। আমার ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন চাঙ্গড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝেন তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৯০ সাল
১ লা চৈত্র

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।
চাঙ্গড়িপোতা
সোণারপুর কলিকাতার নিকট।

প্রেরিতপত্র।

বিধবাবিবাহ।

সম্প্রতি আপনার ১৭ই বৈশাখের পত্রিকায় কলিকাতাবাসী বাবু গঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় পক্ষের প্রতিবাদে যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া নিতান্তই দুঃখিত হইলাম। গঙ্গেশ বাবু সংস্কৃতে সহিত দুঃখিত হইয়া লিখিয়াছেন যে, সাধারণের মতের সহিত আমাদিগের মতের ঐক্য নাই। এ অকৃত সিদ্ধান্ত তিনি কি দেখিয়া করিতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

তাঁহার নিকট দুঃখের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, যেহেতু বিধবাবিবাহ বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তি যে একমতাবলম্বী হইবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ, কোন বিষয়েই পৃথিবীস্থ সমস্ত ব্যক্তি কস্মিন্ কালে একমত হন নাই। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" এটী একটী স্বতঃসিদ্ধ কথা। গঙ্গেশ বাবু বিধবাগণের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া তাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তিনি বিধবাদিগের প্রতি বাক্যে যেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন বাক্যে তাঁহার তদ্রূপ কিছুই দেখিতেছি না। তিনি যেরূপ কৃতবিদ্য ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তাহাতে যদি দেখিতাম, তিনি তাঁহার সমাজস্থ বা গ্রামস্থ ব্যক্তিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমাজোন্নতি-বিধবাবিবাহোৎসাহী দলের সহিত যোগ করিয়া তাঁহাদের দল-পুষ্টি করিয়াছেন, কথায় কথায় উদ্যোগী হইয়া দুঃখিনী বিধবাগণের দুঃখ দিতেছেন, তাহা হইলে আমরা আর পর নাই আহ্লাদিত হইতাম, কিন্তু তাহা না করিয়া, উপদেশে হি [illegible] সংস্কৃতে সুবরং মুলাৎ ৩ ওই বাক্যটীর [illegible] প্রয়োগ করিলে কেবল হাস্যাস্পদ হইবেন [illegible] লিখিয়াছেন, কৌলীন্য, বাল্যবিবাহ, [illegible] এই তিনটী দোষই বিধবাবিবাহের সহিত [illegible] তাঁহার এ অনুমান বাক্যটী সম্পূর্ণ [illegible] সকলের প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে যে [illegible] বিধবাবিবাহ প্রচলিত, মুসলমান [illegible] কৌলীন্য প্রথা এক আকারে [illegible] বর্ত্তমান, এবং বাল্যবিবাহও কথাপ [illegible] নাই বলিলেই হয়। অপিচ লিখিয়াছেন যে, [illegible] সুখ কখনই দৃষ্ট হয় না, [illegible] তিনি পুলিসের বার্ষিক [illegible] পাঠ করিয়া দেখিবেন।

আমরা বলিয়াছিলাম, নৈতিক উন্নতির জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন, তাহা অসম্ভব। কোন দেশে সেপ্রকারের নৈতিক উন্নতি দেখিতে পাই না। আমাদের লিখিবার উদ্দেশ্য কি, আমরাও স্বীকার করি, অদ্যাপি কোন দেশেই নৈতিক উন্নতি অর্থাৎ ধর্ম্মবুদ্ধির তাদৃশ পূর্ণ বিকাশ হয় নাই কিন্তু তাই বলিয়া আমরা তদর্থ কিছুমাত্র যত্ন করিব না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অপরিণামদর্শিতার কার্য্য সন্দেহ নাই। কেবল একমাত্র বিধবাবিবাহ লইয়া উন্মত্ত হইয়া অন্যান্য সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলির প্রতি উদাসীন থাকিলে আমরা কি প্রত্যবায়ভাগী হইব না?

গঙ্গেশ বাবু লিখিয়াছেন "বিধবাবিবাহ না দিলে কালক্রমে হিন্দুজাতির একেবারে বিলুপ্ত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।" এ কথাটী প্রকৃতই হাস্যজনক কথা, যে হেতু লোকসংখ্যা দ্বারা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে ভারতবর্ষে দিন দিন জনসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ঈশ্বরেচ্ছায় আর কিছু দিবস এইরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বিধবাবিবাহ রহিত হউক, [illegible] হইয়া তখন পৃথিবীকে স্থির কৌমার-ব্রতে ব্রতী হইতে হইবে। তিনি বংশবৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন বিধবাবিবাহ দ্বারা তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বংশবৃদ্ধি হইবে বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ হিন্দু বংশ রক্ষা হইবে কি না তাহা সহৃদয় পাঠকমাত্রেই বিবেচনা করিবেন।

তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় টীপ্পনীতে লিখিয়াছেন "এ ব্যভিচারজনিত পাপস্রোত: অন্যান্য প্রথাদি দ্বারা নিবারিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কেবল যোগ্যাযোগ্য মিলন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে উহা সম্পূর্ণ নিবারিত হইবে।" এটী একটী প্রকৃত সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। কি উপায়ে উক্ত যোগ্যাযোগ্য মিলন প্রথা (১) প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ না হইয়া সম্পাদক মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি ইহার একটী যথার্থ উপায় উদ্ভাবন করিয়া জনসমাজের মহৎ হিত সাধন করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য ভারতবর্ষ আদিম সত্য ও [illegible] পবিত্র ভূমি; বিধবাগণ বহুকাল হইতে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া পতিব্রতা ধর্ম্মের পরা কাষ্ঠা দেখাইতেছেন এবং সংসারের যাবতীয় সুখ দুঃখ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য কিরূপে ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতে হয়, তাহা এবং পতিব্রত-ধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন। ভারতীয় বিধবাই যে এতাদৃশ দেবীপ্রকৃতি, তাহা আমরা বলি না, কিন্তু ঈদৃশী পতিব্রতা পতিদেবতা যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বিনী বিধবার যে অন্যদেশে অসদ্ভাব নাই তাহা দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন। আমরা বিধবাবিবাহের বিপক্ষ নহি; কিন্তু আমাদের একান্ত ইচ্ছা, যাহাতে উল্লিখিত স্বর্গীয় পবিত্রতা, যাহা হিন্দুকুলের অতীব গৌরব স্বরূপ, সেই স্বর্গীয় পবিত্রতাটি জলাঞ্জলিকাকাঙ্ক্ষিতায় বিলুপ্ত না হয়। যে স্বর্গীয় সুধা বহুযুগে বহু আয়াসে সাগর মন্থন করিয়া লব্ধ হইয়াছিল, তাহা যদি হেলায় অসুরে ভক্ষণ করে তবে তাহাতে নিশ্চয়ই হিন্দুকুলের জগদ্গুরুত্ব ছিন্ন হইয়া যাইবে। বিধবাবিবাহের উদ্যোগিগণ কি নিয়মে বিধবাবিবাহ দিতে অভিলাষী, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমরা ১৯এ চৈত্র তারিখের সোমপ্রকাশে প্রেরিত পত্রে ৫।৬ প্রশ্ন মুদ্রিত করিয়াছিলাম, কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, কেহই এযাবৎ প্রত্যুত্তর প্রদানে আমাদের সে আশা ফলবতী করেন নাই। প্রশ্নগুলির প্রত্যুত্তর পাইলে আমরা বুঝিতে পারি, তাহা, তদ্রূপ বিধবাবিবাহে আমরা যোগ দিতে পারি কি না।

সাধুহাটী
২৮এ বৈশাখ।
} শ্রীদিক্‌পতি চট্টোপাধ্যায়।

রাজসুর মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ
খোঁয়াড়ের অত্যাচার।

রাজসুর মিউনিসিপালিটীর খোঁয়াড় আমার প্রতি যেরূপ অন্যায় অত্যাচার করিয়াছেন এবং সেই অত্যাচারের বিষয় ভাইস চেয়ারম্যান ও একজন উচ্চতরের মেম্বরকে জানাইয়াও যেরূপে অকৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

আমার একটী বাছুর চরিয়া এক ব্যক্তি তেলীর দক্ষায় খোঁয়াড়ে দেয়। আমার ভৃত্য সেই সময়ে উক্ত খোঁয়াড়ে বাছুর খোলসা করিতে যায়। [illegible]

---

(১) একজন ব্রাহ্মকের সহিত ব্রাহ্মণীর বিবাহ হইলে যোগ্যাযোগ্য মিলন হয় না, একজন কুলজবরের সহিত একজন সমলক্ষণা [illegible] হইলে যোগ্যাযোগ্য মিলন হইল না; একজন [illegible] সহিত প্রকৃত বীরোচিত [illegible] হইল, যে সেই যোগ্যাযোগ্য মিলন হইল না। কন্যার ব্যক্তি এ সকল বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেন ও বিবাহ করেন? মুসলমানের পাত্রে পিতা কি কুক্ষণে, কন্যা ও জামাতার সহিত আপনার ভাবনাচিন্তাবিহীন কন্যার বিবাহ দিয়া অনন্ত [illegible] উভয়ের রূপ গুণ সমান না হইলে কি হেতুতে যোগ্যাযোগ্য মিলন সম্ভাবনা আছে? এরূপ অযোগ্য মিলনে সংসারিক সুখের হয়? সমস্থলে অনেকে প্রথম বিবাহের [illegible] পরস্পরের ভাবনাচিন্তা ও যোগ্যাযোগ্য [illegible] না হইয়া বিবাহ করিয়া থাকেন, সেইরূপ উভয়ের মনস্তুষ্টি হয়, তাহাই উভয়ের অসদ্ভাব হইতে থাকে। এই হেতু মুসলমানগণের মধ্যে [illegible] পত্নী পরিত্যাগের ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। যোগ্যাযোগ্য মিলন হইবার যে উপায় কি যোগ হয় তাহা পাঠকবর্গ স্বয়ং ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন। সো—শ।

...ন্ত্রণা ৵৹ তিন আনা, পনরা আনিয়া ... সহকারী রক্ষক ।৵৹ পাঁচ আনা না দিয়া ... বিবেচনা করিল। আমার ... পরিবারযুক্ত আর এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার উভয়ে পাঁচ আনা দিবার বিষয়ে আপত্তি করিলেন। কিন্তু সহকারী রক্ষক পাঁচ আনার ... ছাড়িল না। অবশেষে তাহারা পাঁ... খোলসা করিয়া আমিল... ঘোড়ে লিখিত ... ছাড়া ... হইল না, তাঁহারা তাঁহি পুতকে ... মাসী ও ... খোরাকী দো ... বর, ইহাতে ... এই সকল বিষয় ... লাম, তিনি অগ্রাহ্য করিলেন। পরে ... পীড়ি করিয়া বৌয়াড় রক্ষককে বলায় ... গারী রক্ষককে দিবার নিমিত্ত একটি টিন ... দিলেন। তাহার মর্ম্ম এই, ভট্টাচার্য্য ... টারি ... হইবে। কিন্তু সহকারী ... গ্রাহ্যই করিলেন না। আমি চারি ... করিয়াও ... হা দেখিতে অসমর্থ হইলাম ... মিসিপালিটীর ... তর দেখর গাজীপুর ... নীলাম্বর ঘোষকে এবিষয় অবগত করাই ... সহকারী রক্ষককে কহিলেন, তুমি বাবু ... তর ... লয়াছ কেন? তার তাৎ... খাইতে ... ? তাহাতে সে ব্যক্তি ..., গরুর চিহ্ন থাকিলেই তাহাকে গাড়ীর মধ্যে ... যায়। তাহাতে আমি কহিলাম, আমার ... আনিতে প্রস্তুত আছি, যদি তাহাকে ... গাড়ী বলে তবে আমার কোন আপত্তি নাই। ... বিষয় এই এ কথাও সহকারী গ্রাহ্যই করিল ... আমাকে ডাইরি ... দেখাইল না। পাঠক কি ... চাব! আমার বাবুকে খোরাকি ... হইল না এবং ... গোরুও নয়, অথচ পাঁচ ... হইল! মিউনিসিপাল আইনে বাবুদের ... বেশী দণ্ড নয়। আমি জিজ্ঞাসা ... অতিরিক্ত তিন আনা কে উদরস্থ করিল? যখন ... সহিত ইহারা এরূপ ব্যবহার করিল, তখন নিরক্ষর মুর্খ চাসাদিগের উপর ইহারা যে ইহা অপেক্ষা ভয়ানক অত্যাচার করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহারা প্রতিদিনের খোরাকী লয় কিন্তু গোরুকে রীতি মত আহার দেয় না। ৫৫ টাকা মূল্যের গরু ৩৫ দিনের পর যদি মিলামে বিক্রীত হয়, তাহার অর্দ্ধেক মূল্য হওয়াও ভার হয়। আমি চারি পাঁচবার গিয়া খোয়াড়স্থ গাড়ীদিগের দুরবস্থা দর্শন নিতান্ত ব্যথিত অন্তরে ফিরিয়া আসিয়াছি। বাবু হরিমোহন বসুকে এই, ... ভাবিয়া যে পত্র ... ইহার প্রতি কি দৃষ্টিপাত করিবেন না?

শ্রীরামগোপাল শর্ম্মা
ঘোষালিয়া।

মহাশয়! গত ৩১ এ বৈশাখের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "শ্রীসভা" শীর্ষকীয় যে একখানি রেজিষ্টরপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছু বলা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনায় নিম্নে যাহা লিখিত হইল, তাহা পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীসভার পত্রের প্রতি অক্ষরে যেরূপ বিদ্যার তর্কশক্তি, বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, ও রসিকতা প্রভৃতি গুণরাশি বিরাজমান দেখা গেল, তাহাতে আমাদের বোধ হয় যে উক্ত পত্রখানি কোন মিউনিসিপাল কমিশনর মহাশয়ের লেখনী বিনির্গত, কারণ এ দাতাদিগের মধ্যে এরূপ অপূর্ব্ব বাগ্মিতা ও তর্কশক্তি-সম্পন্ন লোক দেখা যায় না।

শ্রীসভার লিখিত পত্রে "চকাশব্দি দিবার আইন কোথা?" ইহা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহার বিদ্যার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "সভ্যঃ" যে সত্য সত্যই মিউনিসিপাল আইনে নিতান্ত গণ্ডমূর্খ তাহার আর সন্দেহ নাই। কবিরত্ন মহাশয় কলেক্টর-সভায় বলিয়াছিলেন যে কমিশনর মহাশয়গণ মিউনিসিপাল আইন আদি জানেন না ও তাহার অর্থও বুঝিতে পারেন না, তাহা যথার্থ। এজন্য আমরা শ্রীসভার মহাশয়কে অনুরোধ করি যে তিনি যেন ১৮৭৬ সালের মিউনিসিপাল আইনের ৬৫ ও ৩৬৫ ধারা খুলিয়া দেখেন এবং যদি আইনের অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে তাঁহার সমবিদ্য কোন বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যথার্থ কৃতবিদ্য লোককে জিজ্ঞাসা করেন। ঐ ৩৬৫ ধারার সপ্তাক্ষরে লিখিত আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে কোন নোটীস "by beat of drums" অর্থাৎ চকাশব্দি দ্বারা মিউনিসিপালিটীর মধ্যে প্রচার করিতে হইবে (বঙ্গেটের নোটীস দেওয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে)।

কবিরত্ন মহাশয়ের "I am directed by the rate-payers of Rajpur Municipality" লেখাতে কি দোষ হইয়াছে আমরা বুঝিতে পারিলাম না এবং তাঁহার তাদৃশ লেখাতে "কোথায় এবং কোন্ তারিখে সভা হইয়াছিল?" এরূপ অসঙ্গত প্রশ্ন হইতে পারে না; কারণ, তিনি যদি লিখিতেন "I am directed by the rate-payers at a meeting" তাহা হইলে তাহাতে সেরূপ প্রশ্ন হইতে পারিত। ঐরূপ প্রশ্ন হইলে তাঁহার সেরূপ উত্তর দেওয়া যাইত। তাঁহার ঐ বাক্যে পর লিখিতে অনুরোধ করাতে তিনি ঐরূপ লিখিয়াছিলেন।

"ছুবেলা চুমুটো খেতে পায়" বুঝিতে হইবে যে "পুষ্করিণীর [illegible] দিতে পারে না" এ প্রকার [illegible] আর কখনও শুনি নাই। শ্রীসভাপতি যে "ছ বেলা ছ মুটো খেতে পায়" লোকের টাক্স বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা কত দূর হইয়া থাকে, তাহা হইতে [illegible] শব্দের সে কথার উল্লেখ করাতে কমিশনর মহাশয়েরা বলেন এরূপ অত্যাচারে শ.ই লোক [illegible] নিস্তারিত হইল না কেন? পার্শ্বে [illegible] হইতেছিল; কিন্তু কোন ছুতাবিধা করিলেই মিউনিসিপাল আইনের ৮৫ ধারায় অর্দ্ধ অনুসারে টাক্স বৃদ্ধি হইতে পারে না এরূপ আশঙ্কি তুলিয়া টাক্স বৃদ্ধি রহিত করাতে পার্শ্বস্থ পুনরায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করেন।

আমরা জানি করদাতৃগণকে লইয়া যে সভা তাহারই নাম করদাতৃসভা। পূজনীয় [illegible] মহাশয় ঐ সভার চিরপ্রতিষ্ঠিত সভাপতি আছেন তিনি লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের অনুরোধে মিউনিসিপালিটী খটিত বিষয়ের মীমাংসা করণার্থ করদাতৃগণ লইয়া যে সভা করিয়াছিলেন, সে সভা যে সভা নহে, ইহা বলাতে শ্রীসভ্যের অপূর্ব্ব তার্কিকতা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ভাল সংস্কৃত জানিলে ভাল অর্থ বুঝিতে পারা যায় না, শ্রীসভ্যের ন্যায় গভীরদর্শী বুদ্ধিমান কবিরত্ন মহাশয় সে নিমিত্ত তাঁহার বিষয়ে বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন, এজন্য আর কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীসভ্য যে কেমন সত্যবাদী, তাহা লেখাতেই [illegible] ছেন। তিনি বলেন কবিরত্ন "বলিতেছেন মিউনিসিপালিটীর মধ্যে গোটাকতক পুষ্করিণী খনন করি দেই আর ডাক্তারখানা আবশ্যক হইবে না" আমরা বুকফাটে বলিতে পারি এরূপ কথা কি কোথায় বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন "আমরা দেখে দেখে বিশুদ্ধ পানীয় জলের পুষ্করিণীর অভাব ইত্যাদি" রোগ যাহাতে প্রবল হইতে পারে সেই উপায় করা কর্ত্তব্য। "তিনি [illegible] খানা উঠ ইত্যাদির নামও করেন নাই। [illegible] খানার জন্য মিউনিসিপালিটী যে অর্থ [illegible] করিতেছেন, তদপেক্ষা আর অধিক ব্যয় না [illegible] তাঁহার উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধ পানীয় জল খনিতে প্রবল হইতে পারে না এ কথা [illegible]

সোমপ্রকাশ।

৭ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

প্রেস কমিশনরের পত্রে জানা যাইতেছে, ষ্টেট সেক্রেটারি এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন, যে ভারতবর্ষে এ সময়ে ঋণ গ্রহণ করা হইবে না। প্রেস কমিশনর করিতেছেন, ভারতবর্ষে ঋণ গ্রহণ করা হইবে না; কিন্তু আমরা ৮ বৎসর ইউরোপীয় সম্বাদপত্রে দেখিয়াছি, ১৮ সাক্রেটারি ভারতবর্ষের জন্য শতকরা ৩½ কা [illegible] টাকা) ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরেজ হউক, আর ভারতবর্ষীয় হউক, যখন ভারতবর্ষের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হইবে, তখন এদেশে ঋণ গ্রহণ করা হইবে না বলিয়া নিষেধ চেষ্টা করা মাত্র। ভারত বর্ষের নিমিত্ত ঋণ গ্রহণের ন আমরা কোন প্রয়োজন দেখি না। ভারতের রাজস্বসচিব এবার উদ্বৃত্ত দেখাইতেছেন। আমাদের রাজপুরুষেরা কথায় বলেন, তাঁহারা মিতব্যয়ী; কিন্তু কার্য্যে তাঁহাদের তুল্য অমিতব্যয়ী অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি, ভারতীয় রাজপুরুষদিগের শৈলবাসবায় ও পাথেয় ব্যয় যদি ভারত রাজভাণ্ডার হইতে দিতে না হয়, তাহা হইলে কি আমাদের রাজস্বসচিব আরো অধিক অর্থ উদ্বৃত্ত দেখাইতে পারেন না?

ভারতের ঋণভার।

ভারত যে কেন কালে ঋণভার হইতে মুক্ত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। ভারতের কেবল সহস্র অপব্যয় ঋণ মুক্ত নয়, ইংলণ্ড নিজে ও ইহার ঋণভারের কারণ। সময়ে সময়ে ভারতের রাজ ভাণ্ডার হইতে ইংলণ্ডে বিস্তর টাকা পাঠাইতে হয়। এই [illegible] টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে। ঋণ হইতে উদ্ধার হইতে হইলে অনেকগুলি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। আয় বৃদ্ধি, অপব্যয়নিবারণ ও ব্যয়সংক্ষেপ, এই তিন বিষয়ের চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। বৃদ্ধি একটী ভাল কমিশন বসান যায়, আর যদি তাঁহারা গুপ্তরিপন অস্ত্র চিকিৎসকের ন্যায় নিপুণতা সহকারে অপব্যয়ের অস্ত্র প্রয়োগ করেন, দেখিতে পাওয়া যায় অনেক বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ হয়। ব্যয়সংক্ষেপই ঋণের আয়বৃদ্ধি। আয়বৃদ্ধির জন্য উপায় বড় অন্বেষণ করিতে হয় না। রাজকর্মচারির সংখ্যা অসঙ্গত বৃদ্ধি হইয়াছে, যত পারিলে প্রতি বিভাগ হইতে কি দুই একটী করিয়া কমান যায় না? এখন [illegible] সেক্রেটারিয়েট [illegible] যায়। তিনিই [illegible] হেন। তাঁহার অনুমতি বিনা ভারতের আর কোন বিষয়ের কার্য্য হয় না। এখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিষয় [illegible] সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে [illegible] সংখ্যা কমানো কঠিন নয়। [illegible] পাওয়া যায়, অনেক সম্রান্ত [illegible] পাওয়া যায়।

[illegible]

মানুষ নিজে স্বার্থপ্রিয়। কি সমাজ, কি রাজনীতি, কি ধর্ম্ম, কোন বিষয়েই প্রাচীন বংশ এরূপ দোষের [illegible] এখন সকল বিষয়েই বিপ্লব [illegible] করিয়াছে। ভূমির বন্দোবস্তটী [illegible] আলোচনীয় বিষয়। ইউরোপখণ্ডে [illegible] আসিয়াখণ্ডে হউক, সকলেই ভূমির বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তনস্পৃহা বলবতী হইয়াছে। লণ্ডে দেখ, ঐ বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন আলোচনীয় কাল না হইয়াছে? বঙ্গদেশ লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। মন্ত্রই এই [illegible] হইয়াছে, ভূমির সম্বন্ধে সম্প্রতি ফ্রান্সে ভূমি সংক্রান্ত একটী বেসরকারি [illegible] সভাপতির [illegible] ক্রস সভাপতির [illegible] করেন [illegible] বক্তৃতাকালে বলেন, [illegible] জন লোকে উনিশ মিলিয়ন একার ভূমির চতুর্থ করে, ৭০ জনে উহার অর্দ্ধেক এবং উহার নবম দশমাংশে ভোগ করিয়া ভূমির ভালরূপে পুনরায় বিভাগ করা হইলে ফটলণ্ডের কৃষিসভা একলে যে আশে করিয়া থাকেন, তাহার আর স্থান থাকে না। তাঁহার মতে ভূমিসংক্রান্ত আইনের [illegible] হওয়া উচিত। বিলাতীয় স্ট্যাটিস্টি যে প্রকার [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কৈন বিষয় একের অধিক অপরের সম্পূর্ণ সমতা পাওয়া যায় না। এ নিয়মের অনুসারে সম বিভাগ সাধারণতঃ কি না, এই প্রশ্ন বলপূর্ব্বক সম বিভাগ করিয়া দিলেও তাহা [illegible] হইতে কি না দ্বিতীয় সন্দেহ। যাহা হউক, বঙ্গদেশে ভূস্বামি ও প্রজা সম্বন্ধে যে বিপ্লবের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমরা একটী ভাল কমিটি দেখিতেছি, গবর্ণমেণ্ট তাহা কাহার নিকটে [illegible] একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। গবর্ণমেণ্ট মুদ্রা দিয়া রাজস্বীয় অংশীদারী ক্রয় করিয়া লইয়া, এবং সমস্ত ভূমি ইজারার প্রথানুসারে বিলি করিয়া দিউন। তাহা হইলে [illegible] বিভাগ আপনি হয়, কি

[illegible] বিষয় আর সকলেই স্বীকার [illegible] বিষয়ে কে সকল বিষয়ের ইংরেজী [illegible] হয়, বোধ করি ইংরাজ তাহার [illegible] পারেন না। যেন না জানা [illegible] কখনই এরূপ প্রশ্ন করিতেন না" এমি [illegible] আপনার পত্রের মর্ম্মানুসারে [illegible] নোটীস্ দিবার বিষয় [illegible] সম্পাদকের মন্তব্য [illegible] করাতে অনেকে [illegible] এরূপ [illegible] করিয়া স্বীকার [illegible] কিন্তু আমাদের অন্য একজন [illegible] আপনার পত্রোক্ত বিষয় [illegible] অসার স্বীকার করাতে সকলে [illegible] বিষয় হইল যে [illegible] অধিকারিদিগকে [illegible] দেওয়া যাউক।

কি কমিশনের পত্রের পরিশেষ মর্ম্ম?

শ্রীযুতের রসিকতার পরিচয়।—আমরা অনেক [illegible] শুনিয়াছি কিন্তু এরূপ [illegible] শুনি নাই। সম্পাদক মহাশয় যদি ইহার কোন অর্থ করিতে পারেন [illegible] আপনার পাঠকগণ পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। রসিকতাটী এই:—" আপনি যে দেখিতেছি [illegible] পত্রের মর্ম্মানুসারে [illegible] করিয়াছেন। এ যে লিখিতেছি [illegible] হবে [illegible] বিদ্যার বিদ্যায়।"

[illegible] কমিশনের পত্রের মর্ম্মানুসারে [illegible] করিয়াছেন; কিন্তু আমরা তাহা [illegible] এরূপ আমরা তাঁহাকে [illegible] করাতে তিনি [illegible] করিতেছেন " সোমপ্রকাশে পাঠ করিয়াছি [illegible] সম্পাদকের প্রবেশ করিবার সময় [illegible] পাগলাগারদে প্রবেশ করিতেছি, [illegible] সময় প্রবেশ করিলে পাছে মস্তিষ্ক বিকৃত হয় সেই ভয়ে ইহাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা নাই।"

পরিশেষে শ্রীযুত যে সকল সাধিয়াছেন, তাহার কোন উত্তর দিবার আবশ্যকতা দিখিতেছি না, কারণ ঐরূপ করিয়া তিনি তাঁহার নিজ [illegible] পরিচয় দিয়াছেন।

[illegible] কমিশনের কথাটা [illegible] ভাবে [illegible] ? এই [illegible] সম্পূর্ণ সার্থকতা করিয়াছে।

[illegible]

না। রিপণের রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষ দূরে থাকুক, এক জন প্রজাও দোকেন ইত্যাদি হয় কি না, পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এ পরীক্ষা করিয়াও দেখুন, এ ব্যবস্থায় প্রজারা সন্তুষ্টচিত্তে নিয়মিত খাজানা দেয় কি না? এবং তাহারা উন্নত হইয়া উঠিতে পারে কি না? খাসমহলের প্রজারা সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট, গবর্ণমেণ্ট তখন কি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন? যদি তাহারা অসন্তুষ্ট হয়; সে অসন্তোষের কারণ কি? তাঁহারা কি তাহার সন্ধান লইয়াছেন? গবর্ণমেণ্ট খাজনার হার অল্প হ্রাস করিয়া দিউন, সাধারণে সকল প্রজাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না। খাজনা বলিয়া কিছু দিতে হইলেই তাহাদের অসন্তোষ। অথচ আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লই, গবর্ণমেণ্ট খাস মহল বিক্রয় করিবার নিমিত্ত অধিকতর উৎসুক কেন? একজন বিজ্ঞ জমীদার এক দিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন তিনি যখন প্রতি বিঘা ৷৶০ আনা করিয়া খাজনা লইতেন, তখনও প্রজারা সন্তুষ্ট চিত্তে নিয়মিতরূপে খাজনা দিত না; তাঁহার পর যখন ঐ খাজনা ৸০ আনা করা হয়, তখনও সেই ভাব; ১৷৷০ টাকা হইলে ও সেই ভাব, এখন আড়াই টাকা করিয়া লওয়া হইতেছে, এখনও সে ভাবের কিছুমাত্র বিপর্য্যয় হয় নাই। খাজনার তার প্রজার অসন্তোষ ও অভ্যুত্থানের কারণ নয়। ইহার কারণ অনেক। তন্মধ্যে একটী এই, জমীদারের যা গবর্ণমেণ্টের খাজনা দেওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য; সে কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই। দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ প্রজার একমাত্র একবিধ শস্যের উপরে নির্ভর। যদি বৃষ্টি না হওয়াতে সেই শস্য জন্মিবার ব্যতিক্রম ঘটিল, তাহা হইলেই তাহারা খাজনা দিতে অপারক হইল। তাহাদের এ অবস্থা সংশোধনের উপায় না হইলে কেবল খাজনার হারের অল্পতা বিধান দ্বারা তাহাদিগের সুবিধা হইবার কথা নয়। প্রজারা যাবৎ লেখা পড়া শিখিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানসম্পন্ন না হইবে, যাবৎ তাহারা চতুর হইয়া নানা উপায়ে উপার্জ্জন করিতে না পারিবে, তাবৎ তাহাদিগের মঙ্গল নাই। জমীদার ও প্রজার বর্ত্তমান সম্বন্ধের সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘটাইবার পূর্ব্বে উহাদিগের অবস্থা সংশোধন করিবার চেষ্টা পাওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

সেনাপতি গর্ডন ও বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়।

সেনাপতি গর্ডন খার্ত্তুমে শত্রুগণ বেষ্টিত হইয়া আছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিগণ তাঁহার উদ্ধার চেষ্টা করিতেছেন না বলিয়া বিপক্ষ দল অহরহ লেখালেখি আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] তাঁহারা অবশ্য বলিয়াছেন, সেনাপতি গর্ডন যে উদ্দেশে খার্ত্তুমে গিয়াছেন, তাহা হইতে তাহা অসিদ্ধ হইবে। আভাসে বোধ হয়, সে উদ্দেশ্য এই, সেনাপতি গর্ডন মহ্দি-সম্প্রদায়কে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনি নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে মিসরীয় জাতিদিগকে বশে আনিয়া সুদানের শেষ করিবেন। গবর্ণমেণ্টকে আর ইহার শোণিত ও মেষের অর্থ ব্যয় করিতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট সেই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এত দিন উদাসীন ছিলেন। বিপক্ষ দলের নিন্দাবাদরূপ প্রবল বায়ুর আঘাতেও স্থিরভাব পরিত্যাগ করেন নাই। মধ্যে সেনাপতি গর্ডন কুপিতভাবে ইংলণ্ডজাতি ও আমেরিকা বাসিদিগের নিকটে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যদি তাঁহারা ২০০০০০ টাকা সাহায্য করেন তাহা হইলে, তিনি স্বাধীনভাবে আত্মরক্ষা করিয়া এখা হইতে চলিয়া আসিতে পারেন। ১৬ ই মে ইউরোপীয় সমাচারে দেখা গেল; অবজার্ভার পত্র বলেন, গবর্ণমেণ্ট সেনাপতি গর্ডনের উদ্ধারার্থে আগামী অক্টোবর মাসে ১০০০০ সৈন্য পাঠাইয়া দিবেন।

মন্ত্রিগণ এতদিন যে উদাসীনভাবে ছিলেন তাঁহাদের এই বিশ্বাস ছিল, বিপক্ষগণ সেনাপতি গর্ডনকে মহ্দি পরাভূত করিতে পারিবে না সামান্যরূপ সৈন্য প্রেরণ করিলে বিলক্ষণ পরাভূত হইবে। কিন্তু এ নীতিকে আমরা কখনই যুক্তি সঙ্গত বোধ করি না। যদি শত্রুপক্ষ কোন প্রকার নূতন সাহায্য পাইয়া একান্ত প্রবল হইয়া উঠে, আর সেনাপতি গর্ডন আত্মরক্ষা করিতে না পারেন তাহা হইলে মন্ত্রিগণ যার পর নাই অপদস্থ হইবেন। তাঁহারা যে দেশের লোকের শোণিত ও অর্থ বাঁচাইবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাহারা তাঁহাদিগের উপরে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন তাঁহারা দেশের লোকের মঙ্গল চেষ্টায় ফিরিতেছেন, দেশের লোকেরা কি তখন তদ্বিষয়ে ক্রুদ্ধ হইবেন? তাঁহারা কি পদস্থ থাকিতে পারিবেন আমরা দেখিতে পাইতেছি, ইংরাজজাতি মনে দেহে মমতা করেন না, যে কোনরূপে জয়লাভ হওয়া চাই।

ইংলণ্ডেশ্বরীর বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় কামুক ও বিপক্ষ লইয়া সদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ছাড়িতেও পারিতেছেন না, বেড়িতেও পারিতেছেন না। কামুকে কলঙ্কের ভয়, আর মিসরে প্রবল পরাক্রান্ত। বিপক্ষদল যতের বিশেষ শঙ্কা এই, তাঁহারা অন্যায়রূপে অথবা যুক্তির পক্ষপাতী না হন। ঐ উদ্ধারকার্য্যকে ইংলণ্ডের ন্যায্য অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া উচিত। তাহাতেই তাঁহারা বিপাকে পড়িয়াছেন। এখন ঐ উভয় সঙ্কটের মীমাংসার নিমিত্ত সমস্ত আমলা একত্র করিয়া তাঁহাদের রাজকার্য্যের সুসম্পন্নতা করিয়া দেওয়া মন্ত্রিগণের কর্ত্তব্য হইয়াছে। বিষয়ে একটী কনফরেন্স সভা হইবার কথা হইতেছে। রাজপুরুষ একত্র মিলিত হইবেন, বোধ হয়, সেই সময়ে বিষয়ের বিষয়ে কর্ত্তব্যতা স্থির হইবে।

ভারতে বিজ্ঞানচর্চ্চা।

ভারতের উন্নতি উন্নতি বলিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুষী তেরী বাজিতেছে। কিন্তু সে উন্নতির স্বরূপ কি? পাঠক যদি তাহার পরিমাণ করিতে চান, ভারতের বিজ্ঞান আলোচনা বিষয়টীর একবার আলোচনা করুন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা ভারতের বিজ্ঞান বিষয়ে সর্ব্বে[illegible]নীলমণি হইয়াছে। আজও তাহার সর্ব্ব অবয়ব পুষ্ট হয় নাই। আজও এজন ভারতবাসী বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনার উদ্ভাবনী শক্তির বিনিয়োগ করিয়া কোন একটী নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারেন নাই। ইহা কি ভারতের উন্নতির পরিমাপক নহে? এই উন্নতির যাঁহারা গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের মত পাগল আর কে আছে? পাঠক! ইউরোপখণ্ডের বিজ্ঞান চর্চ্চার বিষয়টী একবার আলোচনা করিয়া বলুন দেখি ভারতকে উন্নত বলিতে ইচ্ছা হয় কি না?

ফরাসি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ইউনাইটেডষ্টেট অনেক দিন পূর্ব্ব অবধি বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রধান স্থান। এখন ঐ সকল স্থানে দিন-দিন বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইতেছে যে ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ডেন্মার্ক সুইডলণ্ড ও ইটালী কোন অংশেই ইংলণ্ড প্রভৃতির ন্যূন নহে। যে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তাড়িৎ সংক্রান্ত নানারূপ পরীক্ষা করিয়া তাড়িতের নূতন নূতন গুণের উদ্ভাবন করেন এবং তাড়িতে ও চুম্বকে সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া বিজ্ঞানোন্নতির পথ সুগম করিয়া দেন, সেই এরাষ্টেড ডেন্মার্কে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইটালীর বৈজ্ঞানিক মেলোনিও অগতের অনেক উপকার করিয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষিত আলোকের গুণ অচিন্তনীয়রূপে পৃথিবীর সকল দেশেই গৃহীত হইয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে জর্ম্মণি, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের কথা বলিতে গেলে আর শেষ করা যায় না। বিজ্ঞান প্রসঙ্গ হইলে জর্ম্মণির ও ফ্রান্সের কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। যত বড় বড় বৈজ্ঞানিক এই দুই দেশে [illegible] করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, [illegible] কালে না জন্মিতে [illegible] পারিত।

বহুকষ্টসাধ্য উপায় স্থির করিয়া এ পর্য্যন্ত দুর্ব্বোধ্য থাকিত গালভনি ও ভল্টেয়ারকে এই আশ্চর্য্য গূঢ় পদার্থটীর অন্বেষণকর্ত্তা বলা অসঙ্গত হয় না। একণে জর্ম্মণি কেবল দর্শন চর্চ্চার নয়, পদার্থ বিদ্যার আলোচনায়ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। কি দূরবীক্ষণ কি অণুবীক্ষণ সকল প্রকার অদ্ভুত যন্ত্রই ফ্রান্স অথবা জর্ম্মণি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। রসায়নাদি বিদ্যায় ফরাসী ও জর্ম্মণি উভয়েই বিলক্ষণ পারদর্শী। ইহারা প্রায় প্রতিদিন রসায়ন সম্বন্ধে এক একটী নূতন আবিষ্কার করিয়া জগতে প্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। বৈজ্ঞানিক ইংলণ্ডের সহিত নিউটনের নামের এত সংস্রব যে তাঁহার কথা কিছু না বলিয়া স্থির থাকা যায় না। তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ পদার্থবিদ্যা বিশারদ মহা পণ্ডিত ছিলেন। বিজ্ঞানময় জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই তাঁহার নাম যেন বড় বড় সুবর্ণময় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার উদ্ভাবিত গতি বিষয়ক তিনটী নিয়ম চিরকালই পণ্ডিত মণ্ডলীতে অভ্রান্ত বলিয়া আদৃত ও জ্যোতিষের মূল বলিয়া পরিগণিত হইবে। ফরাসী পণ্ডিত লাপলাস শব্দের গতি সম্বন্ধে নিউটনের মত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিয়াও তাঁহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার ও প্রশংসা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই।

যদিও ইংলণ্ড বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে জর্ম্মণি অথবা ফ্রান্সের তুল্য নয়, তথাপি তথাকার পণ্ডিতগণের অধ্যবসায় ও যত্ন সম্পূর্ণ প্রশংসার যোগ্য। ইঁহাদের যত্নে ও অধ্যবসায়ে এত মহৎ মহৎ বিষয়ের আবিক্রিয়া হইয়াছে ও হইতেছে যে পৃথিবী চিরকালই ইঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে। যত দিন পৃথিবীতে লেখা পড়ার চর্চ্চা থাকিবে, ততদিন বায়াডে ডেভি ডলটন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম জাজ্বল্যমান থাকিবে। ডলটনের পারমাণবিক মতই রসায়নের উন্নতির মূল।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইংলণ্ডের আজকালের অবস্থাও বিলক্ষণ উন্নত। বিজ্ঞানই ইংলণ্ডের জীবন, বিজ্ঞানই ইংলণ্ডের মান সম্ভ্রমের মূল। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান গভীর আদরের ধন। পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতির বিশেষ আলোচনা দ্বারা ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতগণ দিন দিন পৃথিবীকে নূতনরূপ জীবনদান করিতেছেন। [illegible] কিশোর হিমফেল, স্যার উইলিয়ম হার্শেল বয়সেও বিলক্ষণ ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। বিজ্ঞান যে মনুষ্যসমাজের উন্নতির মূল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। এশিয়া ইউরোপ অপেক্ষা যে এত হীন, বিজ্ঞান আলোচনার অভাবই তাহার প্রধান কারণ।

যদি ইউরোপীয়দের সহিত আমাদের মিত্রতা না হইত, যদি ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত না হইত, তাহা হইলে বোম্বে বাষ্পীয়পোত বাষ্পীয় শকট প্রভৃতির মুখ আমরা দেখিতে পাইতাম না। বাষ্পীয়পোত, বাষ্পীয় শকট, তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতির বিষয় কাহার মন বিস্ময়রসে আর্দ্র না করে? এগুলিই দুর্ব্বোধ্য ও গূঢ় এবং সকলগুলিই আমাদের অশেষ কল্যাণকর। যে কাশীতে যাইতে হইলে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রভূত অর্থ ব্যয় ও কষ্ট সহ্য করিতে হইত, অনেক সময়ে প্রাণ পর্য্যন্ত দিবার টানাটানি পড়িত, এখন সেই কাশী এ পাড়া ও পাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা একবারও মনে ভাবেন নাই, যে তাঁহাদের সন্ততিগণ কখন এক সপ্তাহের মধ্যে কাশীতে গিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারিবে। পূর্ব্বে দশ মাইল দূর কোন স্থানে যাইতে হইলে দিবস টিকা উপস্থিত হইত, বিপদের কত আশঙ্কা জন্মিত, এখন ১০০০ মাইল পথ যাইতেও তাহার শতাংশের একাংশ চিন্তা হয় না। আজকাল অতি সহজে আমরা বিলাতে বন্ধুর সংবাদ পাইতেছি। যে মহাপুরুষ এই প্রাতিক বার্ত্তাবহের সংস্থান করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান, তিনিই ধন্য। বাণিজ্য সংসারের উন্নতি ও সুখের কারণ, বিজ্ঞানবলে সেই বাণিজ্যের এতদূর উন্নতি হইয়াছে। ইহা কি আশ্চর্য্যের কথা নয় যে এখন আমরা কুড়ি একুশ দিনের মধ্যে ইংলণ্ডজাত দ্রব্যাদি সমস্ত ভোগ করিতে পারি?

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের নামোল্লেখ করিয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপযোগিতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল; পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই বিজ্ঞানমূলক উন্নতিসাধন বিষয়ে ভারতবাসির কতদূর মনোযোগ আছে। বলা বাহুল্য যে আমরা বিজ্ঞান শাস্ত্ররূপ রত্নাকরের তীরপ্রদেশের অনেক দূরে আছি। বিজ্ঞানকে যখন মনুষ্য জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মানিতে হইতেছে, তখন সর্ব্বথা ইহার অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। অজস্র গ্রন্থে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে বোধ হয় পাঠকগণ কতক পরিমাণে উপকৃত হইতে পারেন। কেবল প্রস্তাবনাতে অধিক ফল হইবার সম্ভাবনা নয়। বিজ্ঞান শিখিতে হইলে অনেকবিধ যন্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানে যুৎপত্তি লাভ করিতে গেলে পার্থিব পদার্থ সকলের দ্বারা প্রত্যহ পরীক্ষা করা আবশ্যক। সেই পরীক্ষা যন্ত্র সংগ্রহ সাপেক্ষ। তাহার পর পরীক্ষায় ফলগুলি বিশেষরূপ যত্ন সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যদি বিজ্ঞানশিক্ষা বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতির একটী প্রকৃষ্ট পথ ক্রমে ক্রমে পরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

আর কত দিন যে আমরা সামান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য ইংলণ্ডের মুখ চাহিয়া থাকিব তাহা বলিতে পারি না। বিলাতি দেশলাই আমাদের একটী প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য, আমাদের মধ্যে অনেকেই উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানেন; কিন্তু উহা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হউক দূরে থাকুক তাঁহারা একবার তাহার বিষয় চিন্তাও করেন না।

রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ভারতীয় পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া বোধ হয়, এখানে পূর্ব্বে বারুদ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদার্থ সকলের প্রচলন ছিল। রামের অধিকাংশ বারুদ বিনা আর কিছুই নহে। পূর্ব্বে ভাষা দুরাত্মা প্রভৃতি ভারতসম্ভবীয় দ্বীপ সকলের সহিত আমাদের বেশের যাবিদ্যা চলিত, এরূপ অনেক প্রমাণ আছে। এই সকল বিষয় হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতে বিজ্ঞানের আলোচনা ছিল। রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনার সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। চিকিৎসা বিদ্যারও সুন্দররূপ অনুশীলন ছিল। এখন সে সকলই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এখন আমরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। যদি সেই সকল শাস্ত্রের পুনরায় উদ্ধার হয়, যদি ভারতবর্ষের জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞান আলোচনার সুবিধা করিতে পারা যায়, তবেই ভারতের মঙ্গল, তবেই আধুনিক ভারত সন্তানগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবভাজন হইতে পারেন।

নূতন মিউনিসিপাল আইন।

ট্যাক্স আদায়, তাহার বাধা ও ট্যাক্স না দিলে যাহা।

একটী মহা ত্রুটী।

জমিদারদিগের নিকট হইতে যে টাকা সংগৃহীত হইবে, তাহা মিউনিসিপাল মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইবে। যে যে রূপে ঐ মূলধন ব্যয় করিতে হইবে, নূতন মিউনিসিপাল আইনের ৩ অধ্যায়ে ৬৯ ধারায় তাহা নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

১। রাস্তা, ইমারত, সেতু, বাজার, দীঘি, পুষ্করিণী, ঘাট, কূপ, পয়ঃপ্রণালী, পায়খানা ইত্যাদির নির্ম্মাণ ও মেরামত।

২। জল, আলোক এবং রাস্তায় জল দেওয়া।

...ফিরিবার বা যে বাধা করিবার প্রয়োজন, তাহা করা।

৪। যেখানে কার্য্য হয়ে গ্রাম ও নগর কি-মিশনর, সুবিধামতে, এ সকল ইহার মধ্যে যেই সেই কার্য্য করা।

৫। বিদ্যালয় স্থাপন করিবার অথবা যাহা উৎসাহ দেওয়া। বিদ্যালয় স্থাপন এবং তাহার কা, সম্পূর্ণ ভার দিয়া হউক অথবা সাহায্য দান দ্বারা হউক।

৬। হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন ও যাহা করা।

৭। গোবীজে টীকা দেওয়া ইত্যাদি।

এগুলি মিউনিসিপাল কমিশনারদিগের যা করিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সি টীকা আধার করিয়া এ সকল বিষয়ে ব্যয় না ন অথবা যেটী নিতান্ত আবশ্যক বার কোন ব্যয় বন্ধীভূত হইয়া তাহা না করিয়া অনাবশ্যক বি ব্যয় করেন, তাঁহাদিগের কোন দণ্ডবিধানের ি ম করা হয় নাই। সংগৃহীত টাকার যথাবিধি ব্যয় হইতেছে কি না তাহা দেখিবার মনোনীত বা লোক নাই। আমরা এই দুইটী নূতন মিউনিসি-পাল আইনের মহা ত্রুটি দেখিতেছি। এই দুই নিবন্ধন বিলক্ষণ অনিষ্ট হইতেছে। অনেক স্থ ন করদাতাদিগের স্বাস্থ্যলাভের ও স্বচ্ছন্দের কার্য্য ক হিত হয় না। আমরা এস্থলে ইহার একটী উদাহ দিতেছি।

টাক্স আদায় করিয়া যে যে বিষয়ে ব্যয় ব কমিশনরদিগের কর্ত্তব্যকার্য্য বলিয়া উপরে নি শিত হইল, অনেক স্থলে নানা কারণে সেই ক কার্য্যগুলি যথাবিহিত সম্পাদিত হয় না। আ দেখিতে পাই ঐ কার্য্যগুলি রাজপুর মিউনিসিপা লিটীর ভাইসচেয়ারম্যানের হস্তগত। তিনি যেখানে ইচ্ছা করিলেন ঐ কার্য্য করাইলেন, যেখানে ইচ্ছ না করিলেন করাইলেন না। আমাদের গ্রামের উপর তাঁহার কোপ আছে, এই জন্য এখানে গ্রামবাসিদিগের স্বাস্থ্য ও সুবিধার কো [illegible] গ্রাম হয় নাই। রাজপুর মিউনিসিপালিটী হইবা পূর্ব্বে আমাদের গ্রামের অবস্থা যেরূপ ছিল এখন তাহারও উৎকর্ষ সাধন হয় নাই; বরং কোন কোন অংশে অবস্থা নিকৃষ্ট হইয়াছে। যদি কো দেখিবার লোক থাকিতেন, তিনি যদি ইহার অনু সন্ধান করিতেন তাহা হইলে কখন এরূপ বিসদৃ কার্য্য হইত না। অতএব মিউনিসিপাল আইনে [illegible] প্রয়োজন।

টাক্স আদায় করিয়া [illegible] ব্যয় করিবার বিষয় নির্দ্দেশ হইলে পরে টাকা ব্যয় করা যায় না। এখনই দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক স্থলে টাকা আদায় করা হইয়া থাকে। ৫ম অধ্যায়ের ১২৩ ধারায় আছে—যে ব্যক্তির উপরে করধার্য্য জারি করিবার ভার আছে সে ব্যক্তি কমিশনরদিগের [illegible] আদেশক্রমে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের মধ্যে [illegible] বাহিরে বা খিড়কিদরজা খুলিয়া ভাঙ্গিতে পারে ইত্যাদি। ও ধারার অবলম্বন দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশের নিষেধ মানিয়া টাকা না দিলে এই ধারা আইন কিন্তু যে টাকা দেওয়া হইল তাহা [illegible] হইল কি না, তাহা দেখিবার নিয়ম আইনের [illegible] টাক্সদাতাদিগের কোন কোন? তাঁহাদিগের [illegible] হইবার নিমিত্ত, না করদাতাদিগের কর্ম্মচারীর উপর [illegible] করিবার নিমিত্ত? কোন্ মিউনিসিপালিটীতে [illegible] কর্ম্মচারীর প্রয়োজন, তাহাও দেখিবার লোক [illegible]। এটীও আর একটী ত্রুটী উহারও সংশোধন একান্ত আবশ্যক। রাজপুর মিউনিসিপাল আফীসে যত-গুলি কর্ম্মচারি আছেন আমরা বুঝিতেছি, পাঁচিসেই ছাঁটাই করিয়া কয়েকজনকে অনায়াসে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহারা পঁমি গ্রহের ন্যায় করদাতাদিগের স্কন্ধে নিরপরাধে ভোগ করিতেছেন। ঐ টাকাগুলি করদাতাদিগের হিতার্থে ব্যয় করিলে কি তাঁহারা অধিকতর উপকারভাগী হইতে

বঙ্গদেশের পাগলদিগের সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই বর্ষে ১০৭ জন পাগল পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ৭২৪ জন পুরুষ ও ১৮৭ জন স্ত্রীলোক। এই পাগল ও পাগলিনিদিগের রক্ষা করা সম্বন্ধে বর্ষে ১৮৪ জন পুরুষ ও ২৫ জন স্ত্রীলোক পাগল হইয়া প্রবিষ্ট হয়। যে সকল পাগল আরোগ্য হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল এই বর্ষে তাহাদিগের মধ্যে ২৩ জন পুনর্ব্বার পাগল হইয়া আইসে। সাধারণ পাগল ছাড়া অন্যরূপ পাগলেরও চিকিৎসা করা হয়। তাই গত বর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৮১ জন পাগলের চিকিৎসা করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে ১০ জন আরোগ্য হইয়াছে। গত বর্ষে যে সকল পাগল মুক্তিলাভ করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে দুরুদ্ধারিত পাগলের সংখ্যাই অধিক। এইরূপ পাগলের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা নিম্নে তাহার তালিকা প্রদর্শিত করিতেছি। যথা:—

১লা জানুয়ারি পাগলে যত ছিল।	ভর্ত্তি হইয়া বৎসরে যত আসিল।	দ্বিতীয়-বার ভর্ত্তি হইয়া আসিল।	ছাড়িয়া দেওয়া হয়।	মৃত্যু হয়।	৩১এ ডিসেম্বরে যত ছিল।
১৪	৭৪৭				

যে সকল পাগল নিরুদ্দেশ, তাহাদিগের [illegible] করিয়াছে, তাহাদিগের [illegible] নাই। যে সকল বন্ধু পাগল হইয়াছে অথচ তাহাকে রেখে তাহার এরূপ কোন আত্মীয় লোক নাই এবং যি করিলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা আছে, অথ এরূপ পাগলদিগের সম্বন্ধে যাহাতে চিকিৎসা হয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ১৮৭৬ অব্দে এসিয়াটিক [illegible] কিন্তু এতদ্দেশীয় পাগলের সংখ্যা খুব বেশী [illegible] নাই।

১৮৬৩ অব্দে যে সকল লোক পাগল হইয়া অনাথাগারে করিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে ৭৬ জন গাঁজা ও ভাঙ্গ প্রভৃতি খাইয়া, ১৫ জন অপাপানে ৯৮ জনের পাগল হইবার কারণ নির্ণয় হয় নাই এবং ৪৩ জন অন্যান্য কারণে পাগল হয়। ইহাদিগের মধ্যে ৭৬ জন ধনদা, ৪৭ জন ঢাকা, ৩৩ জন পাটনা, ২২ জন কটক ও ২৮ জন বরহমপুরের পাগলাগারদে ছিল। যে ৭৬ জন গাঁজা ও ভাঙ্গ খাইয়া পাগল হয় তাহাদিগের মধ্যে ৩৪ জন আরোগ্য হইয়াছে। এই সকল পাগলের পাগল-দিগের মধ্যে প্রস্তাবিত বর্ষে ২০৫ জন পাগল লিপিবদ্ধ হয়। ১৮৮৭ অব্দে ২১৪ জন লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। পাগলদিগের রক্ষা করা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে টাকা ব্যয় হইয়াছে ও ইহাদিগের দ্বারা যে টাকা আয় হইয়াছে নিম্নে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে। যথা:—

যে টাকায় পাগলের রক্ষণীয়

	করিয়াছে		
ধনদা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঢাকা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
পাটনা	[illegible]		[illegible]
কটক	[illegible]		
বহরমপুর	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সমষ্টি	[illegible]	[illegible]	[illegible]

গত বর্ষে প্রতি পাগলে গবর্ণমেণ্টের [illegible] টাকা ব্যয় [illegible] ইয়াছিল।

ভবানীপুরে উন্মত্তদিগের জন্য যে পাগলা-গারদ আছে ১৮৮০ অব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে ২৭ জন পাগল ছিল। প্রস্তাবিত বর্ষে ২৩ জন নূতন প্রবিষ্ট হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ৫১ জন চিকিৎসিত হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে [illegible] আরোগ্যলাভ

করে। ১০ জনকে ইউরোপে প্রেরণ করা হয়। ৮ জনকে তাহাদিগের বন্ধুবান্ধবে লইয়া যায় ও একজন পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহাদিগের জন্য গবর্ণমেণ্টের ১৯৮৩০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৮৮২ অব্দে ইহাদিগের জন্য ২১১৩৬ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট এত দিনের পর স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইবার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। এবারকার কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিষয়ক একটী মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৮৩ অব্দের জুন মাসে কলিকাতা মেডিকাল কলেজে স্ত্রীলোকের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার প্রসঙ্গ উপস্থিত করা হয়। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইহার অনুমোদন করেন।

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার প্রতিযোগী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রমণীদিগের জন্য দুই বৎসর যাবৎ ২০,১৫ ও ১০ টাকার তিনটী এবং এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রমণীদিগের জন্য ২৫ টাকার একটী ও ২০ টাকার আর একটী বৃত্তি বিধান করিয়াছেন। ১৮৮২ অব্দের জানুয়ারি মাসে মিস এলেন ডি, এক্র এল, এ ও কুমারী অবলা দাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসরের জন্য ২৫ ও ২০ টাকার দুটী বৃত্তি লাভ করিয়া মাদ্রাজের মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতে যান। ১৮৮৩ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাদিগের বৃত্তি শেষ হয়। ডি এক্র যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন তাহাতে তাঁহাকে পাঁচ বৎসর ও অবলা দাসকে ৪ বৎসর পড়িতে হইবে। তাঁহারা অবধিষ্ট কাল যাহাতে বৃত্তি পান, তজ্জন্য তাঁহারা তত্রত্য মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের হাত দিয়া বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টারের নিকট আবেদন করেন। তিনি মিস ডি এক্রকে ৩ বৎসর ৯ মাস ও কুমারী অবলা দাসকে দুই বৎসর ৯ মাস অতিরিক্ত বৃত্তিদানে সম্মত হইয়াছেন। ডাইরেক্টার আরও রিপোর্ট করিয়াছেন, মিস ভার্জিনিয়া মেবি মিত্র ১৮৮৪ অব্দে এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করিবেন, কুমারী বিধুমুখী বসু এই বর্ষে এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু বৃত্তি পান নাই। ইনিও কলিকাতার মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে অভিলাষী। ইহাঁর অধ্যয়নের সাহায্য করিবার জন্য ডাইরেক্টার ইহাঁকে একটী সতন্ত্র বৃত্তি প্রদানে সম্মত হইয়াছেন। অধিকন্তু তিনি এই নিয়ম করিতেছেন, যে সকল রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন চারিবৎসর যাবৎ মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করিবেন, তিনি বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন, আর না হইবেন, তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট পাঁচ বৎসরের জন্য মাসিক ২০ টাকার একটী বৃত্তি দিবেন। রমণীগণ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিলে বঙ্গদেশের যে উপকার হইবে, ডাইরেক্টার তাহার সহিত অর্থক্ষতির তুলনা করিয়া ঐ অর্থক্ষতিকে অতি সামান্য বলিয়া গণনা করিয়াছেন। এরূপ বৃত্তিদান করা যে নূতন নহে তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। ১৮৭৮ ৭৯ অব্দে মেডিকাল কলেজে ৫০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। এই সকল ছাত্র মাসিক ২ হইতে ১২ টাকা বৃত্তি পাইত। ৫০ বৎসর পূর্ব্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও ইংরাজদিগকে বৃত্তি দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। অতএব দুই সাক্ষিসহকে বৃত্তি দিয়া তাহাদিগের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার সাহায্য করা কোন মতেই অসঙ্গত নহে। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর, ক্রফ্ট সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সি-হাসপাতালের নিয়মানুসারে কোন রমণী দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি গ্রহণ করিলে মেডিকাল কলেজের হাসপাতালের পাঁচ বৎসর পাঠের সুবিধা হইবে না বলিয়া তিনি পাঁচ বৎসর বৃত্তি দানের প্রস্তাব করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] ও ব্রেকটাল ব্যাঙ্কের গোলযোগের ক্রমে [illegible] বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।

[illegible] আসিয়াছে জুলুরাজ্যে আবার বিদ্রোহ [illegible] ৮ই সেপ্টেম্বরে বিদ্রোহীরা আক্রমণ করিয়াছিল। [illegible] আশঙ্কা করিতেছেন।

লণ্ডন [illegible] মে। [illegible] সাহেব কমন্স হাউসে বলিয়াছেন [illegible] এখনো [illegible] তাহা আজিও স্থির হয় নাই। [illegible] ১৮৮৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ইংরেজদিগের রাজপদে নিযুক্ত করিতেছে। [illegible] এক প্রস্তাব বাঙ্গীয় রাজপদ অন্য [illegible] নাই। কিন্তু যে সকল বিষয় বিবেচনার জন্য আছে [illegible] তাহা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তাব করিতে পারিতেছি না।

লর্ড [illegible] সাহেবের সহিত মাকুইস অব সালি [illegible] ইইয়াছিল তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। মাকুইস "ইংলিসম্যান" সম্বন্ধে ব্যাখ্যানুরূপ চক্রান্তিদিগের মতেই মত দিয়াছিলেন।

কায়রো ৯ই মে। [illegible] শাসনকর্ত্তা মিরোষ রিয়াজ্জেন [illegible] নামক স্থানের [illegible] দেশ আছে সেই [illegible] লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে। খার্টুমের চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ এরূপে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে যে [illegible] পারে নাই।

লণ্ডন ১১ই মে। [illegible] পত্র প্রকাশিত হইয়াছে আগামী অক্টোবর মাসে ১০ হাজার ব্রিটিশ সৈন্যকে [illegible] আনিবার জন্য জাহাজ প্রেরণ করা হইবে। এই সৈন্য ঠিক করিয়া রাখিবার জন্য [illegible] এই সকল সৈন্যের আধিপত্য গ্রহণ করিবেন।

কায়রো ১১ই মে। [illegible] ডিবিজনাল কিবেদারকে [illegible] গ্রহণ করিয়া উপর ইজিপ্তে যাইবার আদেশ দিয়াছেন।

ব্রাইটন ১১ই মে। ফরাসী বৈজ্ঞানিকসভ্যের অধিবেশনের আজি দ্বিতীয় দিবস হইয়া গিয়াছে। ফরাসীদিগের আমোদ করা হইয়াছে।

[illegible] সভাপতি আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ই মে। [illegible] ইংলণ্ডে [illegible] ও কয়লাদিতে [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া লইয়াছেন। [illegible] ইংরেজ [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিতেছে। [illegible] ও [illegible] করিবে।

লণ্ডন ১৩ই মে। [illegible] করিয়াছেন যে [illegible] করিয়া [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] সভাপতি গর্ডনের [illegible] তাহার [illegible] করেন। [illegible] বলিয়াছেন সেনাপতি গর্ডনকে [illegible] করা [illegible] তাঁহার [illegible] আবশ্যক করে।

লণ্ডন ১৪ই মে। [illegible] সাহেব [illegible] করিয়াছেন [illegible] সাহেবের পত্র [illegible] করুণ হইলে সেই [illegible] করা [illegible] ইহাঁরা [illegible] করিয়াছেন। হার্টিংটন সাহেব বলিয়াছেন সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে সৈন্য প্রেরণ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি বলিয়াছেন সেনাপতি গর্ডনের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করা যদি আবশ্যক হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার ও বিপন্ন সৈন্যগণের উদ্ধারার্থ যে কোন অতি [illegible] হইতে ইংলণ্ডবাসীরা তাহাতে কোন আপত্তি করিবেন না। অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে ৩০৩ ও প্রতিকূলে ২৭৩ জন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বিদ্রোহী জুলুদিগকে [illegible] দিয়াছেন।

কায়রো ১৩ই মে। মিশরের আর এক দল [illegible] সৈন্যকে আসোয়ানে প্রেরণ করা হইয়াছে। আসোয়ান হইতে খার্টুমবাসীর সৈন্যের হাতে ওয়াদি হালা নামক স্থানে প্রেরণ করা যাইতে পারিবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তত্রত্যদের রিজার্ভ রাখিয়াছেন। তাঁহারা ব্রিটিশ পালামেণ্টে কৃষকদের সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে বলিয়া কায়রো হইতে চলিয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ই মে। [illegible] শুল্ক প্রত্যাহার লইয়া গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে বাদানুবাদ হইয়াছিল। কটনে সাহেব বলিয়াছেন আপাতত: [illegible] শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

কায়রো ১৪ই মে। [illegible] গবর্ণরকে বলা হইয়াছে তাঁহার সাহায্যার্থ নূতন সৈন্য প্রেরণ করা হইবে না। যদি তিনি সেই রক্ষার অপারগ হন তাহা হইলে তিনি দুর্গস্থিত সৈন্য লইয়া আইসেন।

বিবিধ সংবাদ।

১৫ আলিপুরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্ত ভঙ্গ হইয়াছে। উঁহার দক্ষিণ হাতের কব্জির নিকট হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ডাক্তার উপস্থিত করিয়া দিলে তাহার আর বিচার করিতে পারেন না। সাহেব প্রথম পাইয়াই তিনি ছুটি লইয়াছেন। কিন্তু মেদীকল্লাটের হত্যাপরাধিনী স্ত্রীলোকের অবস্থার ভূর্ণ করিল। সেই প্রমাণ অভাবে তাহার ছাড়িয়া দিতে হইল। যদি তিনি প্রত্যক্ষদর্শিদিগের জবানবন্দীকে ভুলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার মুক্তিলাভের প্রত্যাশা কি? হত্যাকারিণী আত্মরক্ষার্থ নানা প্রকার প্রস্তাবনা তাহা বিস্তার করিতে পারে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে। যে বিচারশক্তি সেই প্রস্তাবনা তাহা ভিন্ন করিয়া প্রকৃত বিষয় প্রকাশ করিতে না পারেন, তিনি প্রশংসনীয় নহেন। সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট ভুল করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার বিশ্বাস হইল না, কিন্তু যাহারা হত্যা করিয়াছে, তাহাদিগের তাহাকে অবিশ্বাস নাই। গ্রামের লোকদিগের ও তাহাকে অবিশ্বাস নাই। প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, তিনি ঐ মকদ্দমায় বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বুঝিতেছি, তিনি বিশেষ মনোযোগ দিলে হত্যাকারিণী নিস্তার পাইত।

মুন্সাজী পত্রিকা নামে একখণ্ড কাগজ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাতে ১২৯১ সালের বঙ্গাব্দ ও ইংরাজী দিন ও বার লিখিত আছে। ধর্ম্মের সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত. উহাদিগের পক্ষে এখানি বিশেষ উপকারী হইবে। সমুদয় অগ্রিম দিলে ডাকমাশুলে দিতে পারিবে। ৯৩ নং বহু বাজার ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

পোতাবাজারস্থ মহারাজ মহেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের পুত্র এম, বেণ অদ্যতা হাইকোর্টের একজন এড্‌ভোকেট হইয়াছেন। এম বেণ, সিনিকোলস ইনে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিয়াছিলেন। বিশেষ প্রধান পোতাবাজার রাজবাটীতে বিষয়বিবাদ ও বিবাহ যাত্রা প্রচলিত হইল।

আমাদিগের যারাণসীর একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে অত্রত্য সিনন কলেজোক্তি, এল,শ্রেণী খুলিবার জন্য শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের বিশেষ আয়োজন হইয়াছে।"

উক্ত সংবাদদাতা বলেন যে, " আজকাল মুন্সী ঘাটে ও পাকের ঘাটে স্ত্রীলোকদিগের স্নান করিবার অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিয়াছে। কতকগুলা অসচ্চরিত্র কাশীবাসী ব্রাহ্মণী এবং তদ্দেশীয় অন্য জাতে এবং অপরাহ্ণে উক্ত ঘাটে অসভ্যতা করে, এবং নানা প্রকার অশ্লীল গান ও ইংরাজির অনুকরণ করে। আমরা ম্যাজিষ্ট্রেটি করেক বৎসর পর হইল উঠিয়া গিয়াছে বাবু রামচন্দ্র দত্ত এই প্রকার অত্যাচার দেখিয়া তখন ম্যাজিষ্ট্রেট পোটার সাহেবকে জানাইয়া ঐ দুই ঘাটে পুলিস পাহারার বন্দোবস্ত করেন, এবং অত্যাচারের অনেক নিবারণ হয়। কিন্তু আবার ঐ প্রকার পাহারা আছে কি না তাহা আমরা জানি না। যদি পাহারা থাকে, এবং প্রহরিদিগের সম্মুখে যদ্যপি ঐ প্রকার অত্যাচার হয়, তাহা হইলে অত্রত্য ইন্সপেক্টর বাবু ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আর যদি পাহারা না থাকে, তাহা হইলে, ঐ দুই ঘাটে অধিকারিগণ পূর্ব্বৎ প্রহরী নিযোজিত করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে অত্যাচারিগণের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

যে ঘাটে দেশীয়দিগকে লইয়া একটী ফেক্কা-প্রভৃত ইনস্পিকশন প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। অনেকগুলি লোক এই কলসুক হইবার অভিপ্রায়ে আপন আপন নাম দিয়াছেন। ইহাঁদিগকে কামান ছোড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে।

আমাদের রাণাঘাটস্থ সংবাদদাতা লিখিতেছেন, " আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবার শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ বাবু একজন পরিশ্রমী কর্ম্মচারী লোক, শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর আয় বিস্তার সামান্য নহে। উহার বার্ষিক আয় প্রায় ২২ হাজার টাকা। শান্তিপুরে লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক ৩২ হাজার। এরূপ একটী বৃহৎ মিউনিসিপালিটীর একজন নিরপেক্ষ কার্য্যকুশল ভাইসচেয়ারম্যান হইলেই ভাল হয়। এ ভাইসচেয়ারম্যান আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির বাসনায় মুগ্ধ চীৎকারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বীয় কার্য্য সুচারুরূপে বিনা পক্ষপাতে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমরা ভরসা করি, রামকৃষ্ণ বাবু সেই শ্রেণীস্থ ভাইসচেয়ারম্যান হইবেন।

সে দিন শান্তিপুরের মিউনিসিপালিটীর মিটিঙ্গের শেষ কনফেরেন্স বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য তথাকার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখকে কাপড় ছোড় বলিয়া চালান দিয়াছিলেন। আমাদিগের সুযোগ্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু তুতোর নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাইয়া মুখকে মুক্তি দিয়া রাজে পুলিসের কার্য্যের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। আমরা বাবুকে বন্ধুভাবে বলিতেছি ভবিষ্যতে তিনি একটু সাবধান হইয়া করিবেন।"

আমাদের মাননীয় সংবাদদাতা লিখেন " গত ২৮ এ বৈশাখ অন্যূন চল্লিশবর্ষবয়স্কা মুসলমান একটী ভয়ানক হত্যাকাণ্ড করিয়া নিজে সেই সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইনি একজন শিক্ষক। অন্যূন সোনাপুরা নামক স্থানে বাস করিতেন। মৃতব্যক্তির স্ত্রী ও বালক ঐ বাটীতে বাস করিত। বাটীখানি নিজের। ইহারা শিক্ষকতাদ্বারা করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। উহাদের নিকট হিন্দু চন্দ্রনাথ নিয়োগী ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তির দশম বর্ষীয় একটী পুত্রকে রাখিয়া অন্যত্র তাহাকে একখানি অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু মুখে পতিত করে, পরে ক্রতবেগে বাটীতে গিয়া তাহার সহধর্ম্মিণীকে ঐ অস্ত্রের আঘাতে যমালয়ে পাঠাইয়া দেয়। অনন্তর ক্রতবেগে ছোরাখানি উদর উরিয়া নিজে তথা হইতে সাকাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বালকটী এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছে, বাঁচে কি না সংশয়। ঐ বালকটীকে তিনি পড়াইতেন এবং তাল বাসিতেন।"

গত ১লা চৈত্র একটী স্ত্রীলোক তাহার অনাদৃত কন্যা করিয়া পুলিসে দিয়া বলে, আমার স্বামী আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছে। পুলিস আসিয়া উহার স্বামীকে গ্রেপ্তার করাতে তাহার একটী দশ বর্ষীয় পুত্র হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, মা, কটোকে বাবাকে ধরে কেন? মাতা ঐ কথা শুনিয়া বালককে ছেড়ে দিতে বলিলেন। বিচারের ফল পরে প্রকাশ হইবে।

অত্রত্য আমহার্ষ্টের ছাত্রের মুন্সী মহাশয় বন্দুক পুরিয়া কেপ লাগাইয়া কাকা আওয়াজ করিতে শিখাইতেছিলেন। আওয়াজ না হওয়ায় বন্দুক নোয়া করিয়া যেমন দেখিতে গিয়াছেন অমনি আওয়াজ হইয়া মুখে ও বুকে বারুদের আগুন লাগিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ভাগ্যক্রমে বন্দুকের গুলি ভিটা গুলি ছিল না। এক্ষণে ঔষধাদি দেওয়া হইতেছে।

অত্রত্য মদনপুরা নামক স্থানে দুইশত লোক বসন্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই কালীতে এই রোগে ওরো যে কত লোক মরিয়াছে, আমি তাহার সংখ্যা করিয়া বলিতে পারি না।

আষাঢ়স্থ রাজধানী সভা বেল ডেলের সহিত কার্য্য করিতেছেন। অনেকগুলি নাস্তিক আস্তিক হইয়াছেন।

ঢাকা নিবাসী ডাক্তার সি, কে রায়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায় ইংলণ্ডে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তথা হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া মিউনিসিপালিটির কেমিক্যোপাধিক বেঙ্গল কলেজে অধ্যাপন করিতে গিয়াছেন।

সাধুচরিতসম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া দেখি লাম,—বাবু তারিণীপ্রসাদ নিয়োগী করছে উহা বিরচিত হইয়াছে। অনেক বিজ্ঞলোকে চাক্ষু দেখাইয়া গাঁহার মুখোপরি প্রশংসা করিয়াছেন। অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। সাধু চরিত্র সাধুদিগের মুখোপরি লাভ করিয়া বিস্ময় হইবার দোষ দেওয়া যায় না। অনেকে অনেক কথা বলিতে পারেন বটে; কিন্তু সকল কথা সত্য হয় না। আর ঐ সকল কথার উপর নির্ভর করিয়াও কোন কাজ করা যায় না। প্রাচীন কালে অনেকেই এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। অনেক স্থলে এতদ্বিষয়ক অনেক প্রবাদবাক্যও রচিত হইয়াছে। কবি বলেন, বৈদ্য ঔষধ ও প্রতারণা, এ তিনি তাড়নের এক একটী রোগ। এ সকল রোগে মানসিক মূল হ্রাস করে এবং মানুষকে অবোধ করিয়া তুলে।

আমেরিকার যে জলযুদ্ধ পড়িয়া গিয়াছে। চতুর্দিকেই গোলযোগ, আমরা যে কোন্ দিক রক্ষা করিতেছিলেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। তিনি কিলানির সেনা খাঁ বেগ খাঁকে তুর্কদের সেনানায়ক করিয়াছেন। যেমন মহম্মদ আমীর খাঁ, তাঁহার সেনাপতি হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ তাতারদেশীয় সাধু মহম্মদরাজের সৈন্যদিগের জন্য ৩০০ উষ্ট্রের পৃষ্ঠে যে সকল আবশ্যকীয় আসিতেছিল, তন্মধ্যে অনেকগুলি অপহরণ করিয়াছে। একজন বিখ্যাত মোল্লা মুসলমানদিগের আইনগ্রন্থের দ্বিতীয়বার কাল বলাতে আমীর রাজ্যের মোল্লা আনিয়া একটী সভা করিয়া ইহার স্থির মীমাংসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মোল্লারা আর ইহার নিষেধ করেন, তাহা হইলে অকস্মাৎ হইতে তাঁহাকে আরবের পাঠ উঠিয়া যাইবে। আর যদি সকলের মত হয় তাহা হইলে যদি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত বলিয়াছেন, তাঁহার বিলক্ষণ দণ্ড হইবে। রাজপুরুষকে সেনাদিগের হইতে অর্থে অর্থে ৩৬০০০ টাকা কর সংগ্রহ করিয়া দিতে বলা হইয়াছে। কাস্পিয়ানের যে সকল লোক বৃত্তি ও বেতন পাইতেছিলেন, তাঁহাদিগের ৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি ও বেতন হ্রাস করিবার নিমিত্ত আমীর আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহাকেই বলে আপনকালে বিপরীত বুদ্ধি। তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলে আমীর কি আর পথে পাইতে পারিবেন? মুসলমানেরা তাহাকে তাহাদের অপেক্ষা প্রাচীন মনে করে। মুসলমানেরা যখন আদবেলো লইয়া ক্রমে ক্রমে আমীর কোথায় বা লক্ষ্য পাইবেন।

টিফ্লিসের সন্নিহিত সেনাদিগের সহিত সেনাপতি আসিয়াছে। ৮ই আগষ্টের তারের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সেনাপতি যুদ্ধার্থে নৌকা প্রস্তুতে সৈন্য দিগের রসদ সামগ্রী লইয়া যাইতেছে। উহারা অনেক খাদ্য সামগ্রী তথায় সঞ্চয় করিয়াছে। জীবনরক্ষার্থে এই সকল সামগ্রী লইবার অধিকার করিয়া সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেছে, সেনাপতি পশ্চাৎ ২০০০ সৈন্য লইয়া যাত্রা করিয়াছেন। উভয় পক্ষে আপাততঃ মাইল পর্যন্ত অধিকার করিবার চেষ্টা পাইতেছে। সেনাপতির ছাউনী হইতে এই স্থান ৬০ মাইল। এই স্থানেই তাঁহার সৈন্যদিগের সহিত ১৮৫৪ অব্দে সেনাপতিদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের [illegible] আইন ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় আইন ও ইণ্ডিয়া আইনের সংশোধিত পাণ্ডুলিপি [illegible] সভার আইনসভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই দুটীকে বিলম্ব [illegible] হইয়াছে। উলবার্ট সাহেব একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আইন ব্যবসায়ীদিগের [illegible] আইনের একটী ধারায় [illegible] [illegible] [illegible]

উপর, তাহা ও [illegible] করা উচিত। [illegible] ভারতের তথাকথিত [illegible], এ কথায় যিনি বিশ্বাস করেন, তাঁহারই [illegible] আছে, এ কথায় বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু আমরা এতটা প্রবাদযাত্রা নহি, [illegible] মনে হয়।"

ফেডারেশন বিরোধের তদন্তের ইনস্পেক্টার [illegible] একজন এক, এক, হাজারের [illegible] প্রতি [illegible] তিনি [illegible] ৫ [illegible] ৩০ পয়সার [illegible] [illegible] মাসিক ৪ [illegible] ৩ [illegible] ৩ টাকা, পরে ৩৫ টাকা [illegible] হইবেন। [illegible] সাহেবের বিচার-ক্ষমতা হইতে তাঁহাকে [illegible] করিয়া এই কাজে কিসে [illegible] হয়?

আমেরিকার অন্তর্গত ইউনাইটেড ষ্টেটে [illegible] [illegible] এক সময় লাক হতাশনারে ৩ [illegible] হয়। তাহাদের ১৫ জন মাত্র প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। [illegible] মাসিকতা সকলে [illegible] মনে করেন। কিন্তু [illegible] প্রাণদণ্ডটা রহিত হইলে ভাল হয়। [illegible] আসামীকে যখন [illegible] দিবার হইতেছে না তখন [illegible] রাখিয়া তখন অনন্তকালের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। ইহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, নিষ্ঠুর দণ্ড দিতে হইবে বলিয়া বিচারকগণ অপরাধীকে ছাড়িয়া দেন, তাহাতে অপরাধ মিটার হয় না।

ইউরোপীয় পুলিস ইনস্পেক্টরের পরিবর্তে এদেশীয় লোক যাহাতে নিযুক্ত হয় সাম্রাজ্যসচিব তাহার চেষ্টা পাইতেছেন। ইউরোপীয় পুলিস ইনস্পেক্টরেরা এদেশীয় লোকের আচার ব্যবহার ভাষা ও রীতিনীতি অবগত নহেন। সুতরাং অনেক স্থলে তাঁহারা কিরূপ প্রণালী অনুসারে চলিলে অপরাধ নিবারণ করিতে পারিবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এদেশীয় লোক ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে আর কোন গোলযোগ থাকে না। কথাটী ভাল বটে, কিন্তু ঐরূপ ভাল লোক পাওয়া যায়। পুলিস এমনি কিনিস যে, [illegible] ভদ্রলোকে ইহাতে প্রবেশ করিতে চান না। তাঁহারা সামান্য কনষ্টেবল হইতে সবইনস্পেক্টর হন, তাঁহারা বড় ভয়ঙ্কর লোক; তাঁহাদিগের [illegible] ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য [illegible] ভেরমি [illegible]।

একজন ব্যবসায়ী এদেশ হইতে আসিয়া সেদেশে গিয়া [illegible] ব্যবসা করিতেছেন, [illegible] তাহাকে [illegible] হইবার পরামর্শ করিতেছে, তাঁহার বিপদ ঘটিয়াছে। শিক্ষাবিভাগের [illegible] সম্বন্ধে এই নীতিটী প্রশংসনীয় নহে।

এই [illegible] সাম্রাজ্যের সাইপ্রস দ্বীপের [illegible] [illegible] [illegible]

নিষ্টর শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করাতে প্রজারা অধিক সুখী হইয়াছিল? না, গত ত্রিশবৎসর অধিকারে অধিক সুখী হইয়াছে?

নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

(১) আর্য্যদর্শন, নবম খণ্ড ১২৯০ সাল। (২) শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় প্রকাশিত ইংরাজি মহাভারত সপ্তম খণ্ড। (৩) সচিত্র হীরা-প্রভা ২য় সংখ্যা। (৪) ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসের ভূমিমান। (৫) ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা।

সেনাপতি গর্ডন খার্টুমে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন না দেখিয়া অনেকেই চটিয়া উঠিয়াছেন। ইংলণ্ডের এক রমণী বলিয়াছেন যিনি সেনাপতি গর্ডনকে খ্রীষ্টিয় অনুষ্ঠিতের পুত্রে উদ্ধার করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন। খ্রীষ্টের জন্মদিনের পরে যাঁহারা তাঁহার উদ্ধারসাধন করিবেন, কেহ কেহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহাদিগের মুখ দর্শন করিবেন না। এদিকে খার্টুমে সেনাপতি গর্ডন অবরুদ্ধ, তাঁহাকে আর্ব্বীয় শত্রুরা অবরোধ করিয়াছে। খার্টুম ও আর্ব্বের মধ্যস্থ মোগু নামক স্থানে শত্রুরা প্রায় পঁচিশ সহস্র দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যের আগমন করিয়াছে। মেহদির সৈন্যেরা ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। সেনাপতি গর্ডনের অধীনে যে সামান্য সৈন্য রহিয়াছে তাহারা আত্মরক্ষার সমর্থ হইবে বোধ হইতেছে না।

ইংলণ্ডে আয়র্লণ্ডে ও অষ্ট্রেলিয়ে রবিবারে যে সকল স্কুল বসে তাহার শিক্ষকের সংখ্যা ৯৭৪০৭৪ এবং ছাত্রসংখ্যা ৬০৯০৬৭৭। উপনিবেশ ও অধীনরাজ্যে এইরূপ শিক্ষকের সংখ্যা ৭৬২৫৫ ও ছাত্রসংখ্যা ৬৮২৫৭০৮। ইউনাইটেড ষ্টেটে এইরূপ শিক্ষকের সংখ্যা ৯৩২২৮৩ এবং ছাত্রসংখ্যা ৬৮২০৮৩৫ জন। রবিবারে যে সকল স্কুল হয় তাহাতে ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়। পাঠক! ইহা হইতে বুঝিয়া লউন ইউরোপ ও আমেরিকাবাসিরা সন্তান-সন্ততিকে কিরূপ ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকেন।

কারাগারের বালীদিগকে মুক্তি করিবার জন্য লিখাতে তাঁহা সংগৃহীত হইতেছে। ইংলণ্ডেশ্বরী তাহাতে ১০০০, ষ্টাডষ্টোন সাহেব ২০০ ও আরল গ্রেনভীল ২০০ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে সোমড়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত একখানি ষ্টীমলঞ্চের চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। এই [illegible] চাঁদুড়িয়া হইয়া সোমড়া [illegible]

[illegible] বিদ্যালয়ের সোণার আকর [illegible] বিবাহের তিন মাস পরে গবর্ণমেণ্ট হইতে আমন্ত্রণ লিখাইবার আদেশ আসিয়াছিল, এ সংবাদ অনেকে জানেন? আর একটী কৌতুকের সংবাদ শুনুন। সোমপুর উক্ত প্রকার উচ্চশ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা হইতে চলে। কাগজ বিলি হইবার জন্য চারিদিকে আপিস বিসিয়া গেল। পরীক্ষকেরা যে দিন আসিবার কথা, তাহা ওরে না হওয়ায় তাঁহা আসিতে হইলে বিদ্যালয়ের ৪ ক্রোশ আপিসের দ্বারা ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ঘড়ির সহিত মিলাইয়া লওয়া হয়। সেই আপিসের কর্ম্মচারী পরীক্ষা বন্ধ হইবার যে দিবস [illegible] চারিটী পয়সা দিয়া যাহার হইতে [illegible] আসিয়া ঘণ্টাধ্বনি করেন। অনন্তর সেই সাহেব ঐ চারিটী পয়সার মিলিত বিদ্যালয়ের [illegible] নিকট এক রিপোর্ট করিলেন। [illegible] আবার এই বিষয় ঘোষণা করিয়া দেওয়ার কথা বলেন। গবর্ণমেণ্ট সেই রিপোর্ট [illegible] [illegible] চারিটী পয়সা [illegible] দিলেন। দয়া [illegible] কর্ম্মচারী; ঐ চারি পয়সার অন্ন [illegible] চারি পয়সার টিকিট [illegible]

[illegible] আমি বিদ্যার্থ [illegible] আপনি [illegible] বিদ্যালয়েই বিজ্ঞান [illegible] আছে। [illegible] শীঘ্রই নূতন অন্ন নিয়োগের নিমিত্ত [illegible] আনাইবেন। নূতন অন্ন নিযুক্ত হইলে [illegible] বৃদ্ধি হইবে। আয় বৃদ্ধি হইলে [illegible] কোন বায় বৃদ্ধি হইবে না; বরং [illegible] দিগের দুই চারিজন প্রতিপালিত হইবেন। অতএব [illegible] ছুটি জমাইবার দিলে হয় না? হাইকোর্টে [illegible] ছুটির দিন বা কলেজের দিন অনেক গণিত [illegible] গণনা করিয়া দেখিয়াছেন? আদি [illegible] ১৫ দিন একটী মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, এজন্য কাজ হইলে বড় জজই নিযুক্ত [illegible] পরিষ্কার হইবে না। বিদ্যালয়দিগের [illegible] চালে না চলিয়া নিজ [illegible] চালাইয়া কাজ করিবার কি [illegible] উপায় করা যায় না?

শ্রীরামপুরের ছোট আদালতে বিচারবিষয়ক [illegible] জমাটী হইয়াছে। উত্তরপাড়ার জমীদার বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় একটী [illegible] ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের [illegible] আনিয়াছেন। ৮২ টাকা ফী ও [illegible] দিবার পরে [illegible] প্যারী বাবু বাটনিক [illegible] ডেপুটী সাহেব মকদ্দমার দিন দিবা [illegible]

প্যারীবাবু তাঁহাকে বলিলেন, উহার [illegible] হইবে না। সেই ১০ টাকার নিমিত্ত [illegible] প্যারীবাবুর নামে নালিশ করেন। প্যারীবাবু [illegible] তিনি বলিলেন একটী আইনের [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] যে অন্ত হইবে, তিনি তাহা পাইবেন। বিচারপতি শুনিয়া বলেন, তোমার [illegible] কাজ করিলে যে ১০ টাকা পাইতেন না, তাহার প্রমাণ কি? তিনি ঐ ১০ টাকারই ডিক্রী দিয়াছেন।

প্রশ্ন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দত্ত আমাদিগের এক খানি বহুমূল্য উপহার দিয়া বড় বিপদে ফেলিয়াছেন। আমরা উহার যে অংশ পাঠ করি, সেইখানেই সংশয় উপস্থিত হয়। আমি পুস্তকের প্রথম অধ্যায় লিখিত হইয়াছে।

(২৪) "অপর ঈশ্বর কহিলেন, ভূমিতে নানা জাতীয় প্রাণিবর্গ আপনার আপনার গ্রাম্য পশু ও সরীসৃপ জীব ও বনপশু উৎপন্ন হউক, তাহাতে সেইরূপ হইল।

(২৫) এইরূপে ঈশ্বর আপনার আপনার জাতানুযায়ী গ্রাম্য পশু ও বনপশু জাতানুযায়ী ভূচর সরীসৃপ জীবগণকে নির্ম্মাণ করিয়া সকলকেই উত্তম দেখিলেন।

(২৬) পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও আপনাদের সাদৃশ্যে মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করি; তাহারা সমুদ্রের মৎস্যগণের ও খেচর পক্ষিগণের এবং পশুগণের এবং সমস্ত পৃথিবীর ও ভূমিতে গমনশীল সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। (২৭) পরে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। (২৮) পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা ফলবান হও এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া বশীভূত কর এবং সমুদ্রের মৎস্যগণ ও খেচর পক্ষি সকল ও ভূমিতে গমনশীল সরীসৃপ [illegible] কর।"

প্রশ্ন।

(১) প্রথম সৃষ্টি কালে প্রাণের পশুচর, খগ, জলচর ঈশ্বর কিরূপ প্রাণিগণের সৃষ্টি করিলেন? প্রাণিগণ [illegible] বলিয়া পশুর [illegible] প্রাণিতত্ত্বের দেখিতে পাওয়া যায় না। [illegible] প্রাণে থাকে বলিয়া প্রাণিবিশেষকে [illegible] বলিয়া নির্দ্দেশ করা, [illegible] দোষ বলে আমরা করিতেছি না। [illegible]

[illegible] গ্রাম পড়ুয়ার পক্ষে কি

[illegible] আমাদের [illegible] কি মাদ্রাজের [illegible] এই [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] হইয়াছে, তখন আমরা প্রকাশ্য আর সময় দিতে পারি না।

[illegible] উপরে মন্তব্যের [illegible] [illegible] সর্বসাধারণের [illegible] -ব্য, এই উপায়েরা [illegible] পারি। ইহারই [illegible] কি কর্তৃত্ব [illegible] উপরে [illegible] করিবেন [illegible] কি ইহার [illegible] [illegible] -ব্য ? বলা বাহুল্য কি মাদ্রাজ আমাদের [illegible] হইয়া [illegible] নির্দেশ করেন ?

এ [illegible] উচিত, আর [illegible] উচিত, [illegible] তাঁহার পালি না [illegible] আমাদের এই [illegible] -স্তম্ভ করিয়া [illegible], আমরা বিশেষরূপে [illegible] হইব। কিন্তু এ [illegible] আমরা একটী কথা বলিয়া রাখি, আমরা [illegible] পাণ্ডিত্য ভালবাসি না। আমাদের একটী [illegible] ভাই সম্প্রতি [illegible] এই [illegible], তিনি যদি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেন ; আমরা আপ্যায়িত হইব।

গারোলিগের উচিত্য [illegible] করিতে এক স্থানে দেখিলাম, অভিনব [illegible] সেবন প্রথমে [illegible] তাহাদিগের এই একটী দোষ হয়, তাহারা মনে ভাবে যে, [illegible] হইয়া গিয়াছে। এই দোষ হইলে তাহারা [illegible] যত্ন থাকে না। যে কয় দিন রোগ থাকে, সে কয় দিন ভালরূপ [illegible] ভোজন করে না। এক সপ্তাহ বা পনর দিন [illegible] থাকিয়া তাহারা উপরিয়া যায়।

আমাদের প্রশ্ন এই, আমাদের সমাজের যে [illegible] ব্যক্তি নিত্য ব্যায়ামপ্রিয় ; যেখানে নিতান্ত অভাবগ্রস্ত লোকদিগের উপরে [illegible] অধিকার [illegible] বিক্রয়, তাহাদিগের এ রোগের প্রতীকারের উপায় কি ? যে সকল [illegible] [illegible] ? তোমার বাস করে ? যদি জানিতে চাও, আমাদের [illegible] একটী দেখিতে পাইবেন।

নজীর।

১৮৮৩। ৮ই সেপ্টেম্বর।

বিচারপতি মিত্র ও বিচারপতি [illegible]।

ভারতেশ্বরী বাহিনী।

[illegible] ও অন্যান্য [illegible] প্রতিবাদী।

[illegible]—[illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] ১৮৮২ সালের ১৮ আইন) ২৫ ধারা।

[illegible] [illegible] [illegible] [

শ্রীযুক্ত পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৮৭৯ ৪ এপ্রিল অনুসারে বাকী বাকি খাজনার দাবীর নালিশ এবং খাজনা না দেওয়াতে ক্রোক হুকুম প্রার্থনা করে। প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল, এতৎ সম্বন্ধীয় আপীল হয় না। শেষে বিচারপতিরা আইনের ধারা উল্লেখ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে বাকি খাজনা না দেওয়াতে ক্রোক হইতে পারিবে।

১৮৮৩ সালের আইন।

আদালত বিচারপতি সর জিয়াড পার্থ,

বি রেপতি আর্কডেকন ও

বিচারপতি ডব্লিউ ম্যাক।

কলিকাতার সদর কলিকাতা হাইকোর্টের ডিক্রিতে ৫০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি বিক্রয় করেন। দুই বাকী কবলা ছিল। মূল্য অপেক্ষা ১২২৫০ হয়। ডেপুটি রেজিষ্টর হাইকোর্টের এই প্রশ্ন বিবেচনা করেন, সেল সার্টিফিকেটে ঐ পাঁচ হাজার টাকার উপরে ইন্টরেস্ট দেওয়া যাইবে কি না, অথবা মূল সমেত ঐ বার হাজার ছয় শত পঞ্চাশ টাকার উপরে দিতে হইবে। সেখানে হাইকোর্ট, সদর হাইকোর্ট ও প্রিবিকৌন্সেলের নজীর প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়। শেষে উক্ত বিচারপতিরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইন্টরেস্ট আইনের ১৮৭৯ সাল ৩২ আইন অনুসারে ৬০০০ টাকার উপরেই সেলসটি কট ইন্টরেস্ট দিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে

বিজ্ঞাপন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮৩—৩ এপ্রেল। পুলীস মেজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এ, ডবলু ফোডাইস ইণ্ডীয়ান—এক্সাম্পশন রেজিষ্টরের জন্য কৃষি সংক্রান্ত রেজিষ্টি রোটের অধীনে এবং ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন। ইং ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ছগলীর অতিরিক্ত জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি, ডে ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় খুলনার অস্থায়ি সাবডীবীয় অব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে বিহার বাবু [illegible] বাবু হরিপ্রসাদ দাস ২য়, [illegible] বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র ৪র্থ [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাকান্ত [illegible] আফিসের অস্থায়ি সিরিস্তদার মুন্সেফ [illegible] হরিপদের মুন্সেফ [illegible] বাবু [illegible] অস্থায়ি আফিসের [illegible] বাবু কেদারনাথ [illegible] কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১০ আইনের ৩৫৯ ধারানুসারে বাবু প্রসন্নকুমার বসু মাজিষ্ট্রেটকে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

দাতব্যের পত্র।

এলাহাবাদ।

[illegible] বোধ হয় এখান হইতে চলিল, বেশ শুনি [illegible] পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে প্রতীতি হয় যে এলাহাবাদ দ্বিতীয় কলিকাতা সদৃশ হইয়া উঠিল। যে ট্রামওয়ে আমরা এলাহাবাদ বিষয় এত [illegible] কলিকাতাকে একেবারে ছাড়িয়া ফেলিয়াছে, সে ট্রামওয়ে এখানে হইবার উদ্যোগ হইতেছে। বিলাত হইতে এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটী এই সংগে একখানি ও ইঞ্জিন পত্র আনাইয়াছেন যে, তাঁহারা সেই [illegible] ট্রামওয়ে কোম্পানীকে পরিদর্শন করিবেন। এ সকল দেখে [illegible] ছাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে। [illegible] রেলের [illegible] সহরের মধ্য দিয়া [illegible] ২৮ ফুট, [illegible] ২৮ ফুট, [illegible] মিটি বাদে দিয়া, [illegible] ছুটিবে। [illegible] ছুটিবে। [illegible] পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। [illegible] রেলওয়ে [illegible] কুম্পানিকে দিয়া [illegible] যাইবে। [illegible] না হইলেই ত [illegible] হইতে চলিল, তখনে [illegible] উৎসাহশীলা [illegible] জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা এত [illegible] পরিচালনা করিয়া [illegible] সালসে [illegible] ট্রামওয়ে খুলিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন? তাঁহাদের যদি অর্থের অসদ্ভাব করিবার আর কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে এখানে আসিয়া [illegible] এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, যে এলাহাবাদে ট্রামওয়ে হওয়া কখনই সম্ভবিত নহে। এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের [illegible] সুবিধা নাই, বিশেষতঃ এখানকার লোকের [illegible] নাই। যে সকল এক্কা আছে তাহার [illegible] অতি অল্প, তথাপি এক্কাওয়ালাদের [illegible] নাই। আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ আছে, গত ১৮৮১ সালে "অরিয়েন্টাল কোম্পানী" গাড়ী চালাইতেছিলেন, কিন্তু অতি অল্পদিন মধ্যেই অন্তর্দ্ধান হইতে হয়। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, এখানে কাহারও ট্রামওয়ে চালাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

৪৭

[illegible] কলিকাতার [illegible] নামক এক ব্যক্তি তাহার কোন এক আত্মীয় বিয়োগ হইলে একটী বুদ্ধ বাগিয়া ছাড়িয়া দেয়। তামুরা মানুষ আর এক ব্যক্তি ঐ দাদা বলের [illegible] তাহাকে গুলি করিয়া বধ করে। [illegible] মেজিষ্ট্রেট তাহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০১ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করেন। সেসন জজের সহিত মাজিষ্ট্রেটের মতের ঐক্য না হওয়াতে তিনি এই মকদ্দমার বিচার ও অন্যান্য হাইকোর্টে প্রেরণ করেন। বিচারপতি [illegible] যখন ঐ বৃদ্ধকে সাধিয়া [illegible] তখন তাহার উপর আর [illegible] অধিকার নাই। অপরাধী যখন ঐ বৃদ্ধকে গুলি করে, তখনই তাহার সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। বৃদ্ধ অপরাধীর পলায়ন করিবার সম্ভাবনা দেখিয়াই গুলি করিয়াছে, সুতরাং এরূপ কার্য্য করা তাহার আয়সঙ্গত হয় নাই, বটে কিন্তু সে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৯ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে পারে না, এজন্য তিনি তাহা অব্যাহতি দিয়াছেন। [illegible] বুঝিয়া উঠিতে পারি না; কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ কার্য্যের [illegible] দেওয়া [illegible] সুবিবেচিত নহে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চক্ষুতে অঞ্জনের ন্যায় কার্য্য করিবেক। এই ঔষধ ব্যবহারে যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অসংখ্য অসংখ্য পীড়িত ব্যক্তি ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ এই ঔষধ অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ অত্যুপযোগের অযোগ্য ও অব্যর্থ। এই ঔষধ কেবল অত্যন্তিক শূল বেদনা নিবারণার্থ সেবনীয়; কিন্তু অন্তর্ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভার্থ বিষমাবস্থার অন্তনাশক চূর্ণ নিয়ম মত ব্যবহার করিতে হইবে। মূল্য ১ শিশি ১৷৷০ প্যাকিং ।০ ডাক মাশুল ৸০ আনা। ১ ডজন ১৬৲ টাকা।

ঠিকানা সুবর্ণবন, ত্রিপলিয়া পদ্মপুকুর ভবানিপুর কলিকাতা।

অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন!!!

ইহা দেশীয় কতিপয় উদ্ভিজ্জ দ্রব্যজাত কিছুই নয়। ইহাতে রক্তাশয়, সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, হৃদকাম্প, অজীর্ণ ও অন্ন পরিপাক পেটের পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৬ পুরিয়া এক টাকা প্যাকিং ৸০। অর্শরোগের অব্যর্থ ঔষধ। ৭ দিবসে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ছই টাকা প্যাকিং ।০। আরোগ্য না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা দেওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য ব্রিটিশ চক্ষুঔষধালয় বুড়া শিবতলা

সকল প্রকার মেহরোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

(প্রতি শিশি মূল্য ২ টাকা—প্যাকিং ।০)

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, প্রস্রাবকালীন জ্বালা সম্পূর্ণ ধাতুনির্গমন, প্রস্রাব ধারা ঘড়ির ন্যায় খোলা হওয়া, মাথা ঘোরা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি সপ্তাহে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সেবনে কলিকাতা এবং বিদেশস্থ বহু ব্যক্তি আরোগ্য হইয়াছেন।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

(মূল্য প্রতি শিশির ২৷৷০ টাকা—প্যাকিং ।০)

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ উপদংশ, মাসী, দা, রক্ত দূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ চূর্ণ ও জীর্ণ প্রাপ্ত হউক না কেন, ইহার সেবনে অল্পদিনের মধ্যে রক্তপরিষ্কার, সুধারক, বলাধান, স্নেহপুষ্টি ও কান্তি বিশেষ হয়।

সুবাসিত হেমকুমারী তৈল।

(মূল্য প্রতি শিশি প্যাকিং সমেত—এক টাকা)

এই সুবিখ্যাত তৈল দ্বারা চুলের খোস্কা বন্ধ হয়, চুল ঘন, কাল ও লম্বা বৃদ্ধি হয়, চুল উঠা, শীঘ্র পাকা, মাথা ধরা, চক্ষু পা জ্বালা নিবারণ করে। প্রাতঃস্নান ও কেশবিন্যাস কালে এই তৈল ব্যবহার করিলে শরীরের মন্দতা সকল বিনাশ করিয়া শরীর ও চুল পরিষ্কার উজ্জ্বল সুশ্রী সমন্বিত হয়।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপী দন্তমঞ্জন।

(মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা—ডজন প্যাকিং ৸০)

ইহা দ্বারা দন্তমূল, হল কম্পনাদি, দন্তের যাবতীয় ব্যা, পূয় ও রক্তপড়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রোগ নিশ্চয় সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা শিথিল দন্ত পুনরায় দৃঢ়রূপে বসে দন্ত মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়, মুখের দুর্গন্ধ একেবারে যায়।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা।—১২ নং চুণারিপাড়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস পরামানিক প্রাপ্তব্য।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী।

৯১ নং কলেজষ্ট্রীট-কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ইংরাজি বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক এবং নানাপ্রকার নাটক ও উপন্যাস সুলভমূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে:—

দায়ভাগ (পুরাতন ও উৎকৃষ্ট) ৸৹ মানব রসমোহন বক্তা ।০ সোণার বালিকা (উপন্যাস) উমেশচন্দ্র দত্ত ৵০ কেশব প্রসাদ ৵০ সচিত্র পকেটপঞ্জিকা /৫ প্রেম পঞ্জিকা /০ কৃষকবালা স্বদেশের হিতৈষিণী ৸৵০ মুচিরামগুড় ।/০ ব্যবস্থা দর্পণ ৫৲ সোণার উপন্যাস ১৲ সীতারবনবাসের অর্থ কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ।০ সীতার বনবাস-দীপিকা ।/০ ধরাসন্তা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনবৃত্তান্ত ৵০ কেশব বিয়োগ ।০ অপূর্ব্ব নূতন বাবু রামদাস সেন প্রণীত ।০ বঙ্গ মহিলা ১।০ মৎস্যদীয় দায়তত্ত্ব ১৲ চিটপত্রিকা ৫ কল্পনামঞ্জরি /১০ অমরাবতি কাব্যের বিষয়বাচনী ৲ নাদাই তাল ৵০ ব্রতদাসের গীত ও অ্যাডিসনের ক্রুক বাস্তুরক্ষার প্রস্তাব ১৷৷০ পর্ব্বতবাসিনী ৵০ চারু-মোহন ৵০ ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত গ্রন্থকারগণ নিজলিখিত গ্রন্থকল সোমপ্রকাশ সেলে বিক্রয়ার্থ দিয়াছেন। যথা—

বাবু হরিচরণ রায় —পরিমিতি ।০ অবস্থা ।০ শ্রী ৵০ সরলপরিমিতি ।০ বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী সমিতিয় মোহান্ত ১ মজুরণ ।০ বাবু প্রসন্নকুমার বিদ্যা-রত্ন-প্রণীত কালীকল্প ৸০ প্রথম ভূমিশিক্ষা ৸০ ঐ দ্বিতীয় ।০ ভূগোলশিক্ষা ।০ কৃষিপ্রবেশ ৵০ পদার্থ ৵০ ক্রিয়াকল্প ১৲ পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৸০ বাঙ্গালা শিশুব্যাকরণ ৵০ ভূগোলার ১ম ৫০ ডাক্তারীশিক্ষা (৮ ফর্ম্মা পাঠ ডাকের ডাগের টাকা) ৸০ কাব্যোল্লাস ১ম ।৵০ ইত্যাদি।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরীতে ভূত্ত এণ্ড কোম্পানির সর্ব্বপ্রকার অঙ্কের সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য বড় বোতল ১৷০ ছোট বোতল ১৲ টাকা। এই ঔষধ সেবন করিলে ৭।৮ দিবসের মধ্যে অর্শ আরোগ্য হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং শরীরে বল হইয়া থাকে। প্যাকিং ।০ আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৷০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৸০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, চিঠি, বন্ধক চিঠি, হুণ্ডি অন্যায়, ইহার অন্যথা হইলে যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় অবলম্বন মূল্য প্রেরণ করিবেন। ঐ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে যেন সোমপ্রকাশ প্রেরণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর হইতে চারিপ্রকাশো সোমপ্রকাশ আফিস, শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সাময়প্রকাশ।

১ম ভাগ। "সকলদেশ অনুসিদ্ধিসাধক বার্ষিক অবতরণী মুদ্রিতবতী ন স্বীয়তা।" ২৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। ষাণ্মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৯১ সাল। ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮৪। ২৬ এ মে।

অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

অদ্য দুই বৎসরে ২০০০ ধার্ম্মিক গ্রাহকসংগৃহীত

আর্য্য ও পরীক্ষিত।

দন্তের কৃত

ঔষধাবলী।

গৃহ-চিকিৎসা-সার।

ইহাতে দাঁতীভাঙ্গা, দাঁতের নড়ন, দাঁতের ধরি, দোল নিবৃত্ত, দোষের কাল নির্ণয়, দোষোৎপত্তি, দোষের লক্ষণ, আভ্যন্তরিক ভাবে দোষ নির্ণয়, চিকিৎসা, পদ্ধা, অপথ্য, দন্তযোগ প্রভৃতি সকল প্রকার দোষের চিকিৎসা অতি বিশদরূপে লেখা থাকিবে। ইহাতে হোমওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ সকলের ব্যবস্থা অতি স্পষ্টরূপে লেখা থাকিবে, দন্তযোগ এরূপ ভাবে লেখা থাকিবে, যাহাতে গৃহ-চিকিৎসাতেই অনেক কঠিন কঠিন রোগ হইতে পরিত্রাণ পায়।

গৃহচিকিৎসা-সার অতি সরল ভাষায় লিখিত হইবে, সাধারণে অতি সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। এরূপ গ্রন্থ এত অল্প মূল্যে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। গ্রাহক এরূপ সুবিধা হারাইবেন না। এরূপ পুস্তক প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক এক খানি রাখা কর্ত্তব্য। আমরা অনুরোধ করিতেছি, আপনারা স্বদেশীয়, স্বজনবর্গ যেন দন্তযোগ উপস্থিত হইবামাত্রই আমাদিগের দ্বারা ঔষধাদি লইয়া, আমাদিগের দ্বারা চিকিৎসা করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে সাধারণের উপকারার্থে এই [illegible]

[illegible] ২৸০ পুস্তক পরিমাণে [illegible] প্রতি খণ্ড ১৷০ আনা, কমিশন পুরুষ ২৸০ টাকা। যাঁহারা এই চৈত্র মাসের মধ্যে ১৸০ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারা বিনা মাশুলে ও ২৸০ টাকার স্থলে ১৸০ টাকায় পাঠাইবেন। চৈত্রের পর লইলে ডাক মাশুল সমেত ২৸০ টাকা।

অমৃতারিষ্ট।

(অরীয়ক পারদামাশক অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ সেবন করিলে পারা কর্ত্তৃক যে কোন রোগই হউক না কেন, নিশ্চিতই আরোগ্য হইবে। পারা কর্ত্তৃক [illegible] ভাঙ্গিয়া যাওয়া, দাঁতের ভালুতে কাণ, মুখ পচিয়া যাওয়ার ন্যায় দাগ, পারের তলায় গর্ত্তে হইয়া যাওয়া, পরীরের স্থানে স্থানে পারা হইয়া যাওয়া, মুখে ও নাকে ঘা, পারা কর্ত্তৃক [illegible] নষ্ট হওয়া, পারাজন্য দাঁতের যন্ত্রণাদি হইয়া অকালে দন্ত প্রাপ্ত হয়, এই মহৌষধ সেবনের পর দন্তাদি হইলে আর সে কষ্ট থাকে না। শিশি ২ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতবিন্দু।

(সকল প্রকার মেহরোগ নাশক মহৌষধ)

এই মহৌষধ সেবন করিলে সকল প্রকার মেহ, নূতন ও পুরাতন মেহ, শুক্র বাহুল্যধর্ম্ম, প্রস্রাবকালীন জ্বালা করা, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রকৃচ্ছ, স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি মেহপীড়া মাত্রেই আরোগ্য হইবে। শিশি ২ টাকা, প্যাকিং ৵০।

অম্লনাশক অমৃতরস।

(অম্লরোগের অব্যর্থ ঔষধ।)

এই মহৌষধ সেবন করিলে অম্লকর্ত্তৃক যে কোন রোগই হউক না কেন, আরোগ্য হইবে। মুখজলা মুখ জলাজল, অম্লতা ভেদ, বুকের কাঁপা, বমন, উদ্গার, অম্লপিত্ত প্রভৃতি। শিশি ১৷৷০ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

সকল প্রকার ঘায়ের মলম।

এই মলম দ্বারা নালী ঘা, পোষ ঘা, অর্শজনিত ঘা, উপদংশ (গর্ম্মি), ভগন্দর, পচা ঘা, বহুকালের ক্ষত-দুষিত ক্ষত, প্রভৃতি যে কোন প্রকার ঘা উহাতে না কেন, তিন দিনেই আরোগ্য হইবে। উপদংশ এরূপ গোপনে আরোগ্য হইবে যে আপনার স্ত্রী পর্য্যন্ত জানিতে পারিবে না, অপরের কথা দূর থাকুক। পোষ ঘায়ে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে পাইলেই আরোগ্য হইবে। নালীর ঘায়ে এই ঔষধ লাগাইয়া দিলে আরোগ্য হইবে অথচ পুনঃ পুনঃ পোষ হইয়া যে অসহ্য যন্ত্রণা পাইতে হয়, তাহা আর হইবে না। ইহাতে পারা কিম্বা নিষিদ্ধ দ্রব্যের সংস্রব নাই।

ছোট শিশি ১ ও বড় ২ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা।

বাতনাশক অয়েণ্টমেণ্ট।

(সকল প্রকার বাতরোগের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ)

এই অয়েণ্টমেণ্ট মালিস করিলে সকল প্রকার বাতরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।—গাঁটিয়া বাত, কুমরি বাত, শিরদাঁড়ার বাত, বুক ও পিঠ ধরা, কিক বেদনা, চৌম্বী বাত আরোগ্য হয়। শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা।

অদ্য দুই বৎসরে ন্যূনাধিক ২০০০ সহস্র ধার্ম্মিক ও ৬ জন উপযুক্ত ডাক্তার এবং দুই জন উপযুক্ত

পারানাশক অমৃতারিষ্ট।

কবিরাজের প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত

যথার্থই অমৃত নামের সার্থকতা, সন্দেহ ভাঙ্গিয়াছে, প্রথম অর্দ্ধ ফোঁটা সেবনে যে রকম ঝাড় পাঁড়াট হউক, যা যে রকম উপসর্গ থাকুক না কেন, আরোগ্য হইবে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা প্যাকিং ৵০।

[illegible] পারাযোগ হইতে [illegible] হইতে চাহেন, তাহা হইলে অমৃতারিষ্ট ১ ফোঁটা সেবন

করুন। পরীক্ষা দ্বারা দূর করিবার এমন ঔষধ আর নাই। প্রতি শিশি ২, টাকা। পাইকিং ৵০।

এতদ্ভিন্ন ৫ টাকা মূল্যের ম্যালেরিয়ার, সোহাগাসোট, ম্যাজিষ্টিট্, হস্তী ব্যাগের সুবিধা হয় পাঠাইবেন।

৪৬ নং সোভাবাজার ষ্ট্রীট, নয়াহাটা, কলিকাতা। } শ্রীনন্দলাল ধরের "বৃহৎচিকিৎসা-শাস্ত্র" কার্য্যালয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় ভাবপ্রকাশের অনুবাদক।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত।

কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ঔষধালয়।

কলিকাতা, ১১১ নং অপার চিৎপুর ষ্ট্রীট, বহুবাজার।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার

মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্য হয়া অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীর দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের কক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রসাদ বারে ও পরিষারে" স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আপনার বহুমূত্র ও মধুমেহের বটীকা ও মোদক দুই সপ্তাহ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। মোদক আপনার উপদেশমত ব্যবস্থীয় নিয়ম রক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে অধিক উপকার হইত। প্রথমতঃ প্রত্যহ দুই বেলা মোদক ব্যবহার করিতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে একবার ব্যবহার করিয়াছি ও কোন নিয়ম এখনও করি নাই। বটীকা অতি অল্প ব্যবহার করিয়াছি। ৩১ এ বৈশাখ সন ১২৯১ সাল।

বশম্বদ শ্রীকেশবচন্দ্র আচার্য্য জমিদার মহমনসিংহ।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কয়েকজনের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন ডাকড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার কয় গ্রাহকের অভিলাষী হন, তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ মূল্যাদি জানিতে পারিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
ডাকড়িপোতা
সোণারপুর ডাকঘর, ২৪ পরগণা।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার		
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিদ্যেশ্বর বিলাপ		১০

কয়খানি একত্র লইলে মাশুলের ডাক মাশুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র।

বিধবাবিবাহবিষয়ক বিচার।

গত ২৪ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশ পত্রিকায় নবগ্রাম পুর গ্রাম হইতে প্রেরিত বিধবাবিবাহবিষয়ক বিচার প্রস্তাবে বিধবাবিবাহকারিদিগকে আপনারা সমাজ বহির্ভূত করার পরামর্শের আপনি অনুমোদন করেন নাই, কিন্তু তদ্বিষয়ে লেখক যে সকল আপনারা তাহাদিগকে সমাজ হইতে স্বতন্ত্র রাখার [illegible] করিয়াছেন; তাহা বিশদরূপে আপনার [illegible] নিমে প্রকাশ করিতেছেন। [illegible] নার কিম্বা সাধারণের বিচারে [illegible] মুক্ত স্থির হয়, তবে লেখক [illegible] নিরাকরণ করিয়া চিরবাধিত [illegible]

এই সংসার-সমাজের সর্ব্বত্রাধিকাংশ লোক বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে। অধিকাংশ লোক পরিবর্ত্তনশীল, সন্দিগ্ধচিত্ত, ন্যায়-নিষ্ঠ ও উদার চেতা লোক অতি অল্প সংখ্যক [illegible] কিন্তু প্রায় [illegible] ও [illegible] ব্যক্তি [illegible] ও [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] পারে যে এই আলোচনা হইতে কোন [illegible] ফলে বিধবাবিবাহ-সভাটী ; সভা সমাজে এই সময়ে [illegible] উচিত কিনা হইবে, ফলতঃ সে [illegible] হইবে। আমরা যদি উহাদিগকে সভাটী [illegible] সভা [illegible] সভাটী মত হইতে [illegible] পারে ? আমাদিগের বিশ্বাসের [illegible] হয়, যে সভাটী উহাদিগের সমাজ [illegible] সভাটীর নামে আসিয়া যান, তাঁহারই [illegible] আমাদিগের চক্ষুর উপর ইলবার্ট বিল লইয়া [illegible] বিলের সহিত যে কুকাণ্ড করিলেন তাহা [illegible] তাঁহাদিগের সামাজিকতা রাখিবার কার্য্য ও [illegible] শক্তি আমাদিগের অনেক বর্ষের সঞ্চিত [illegible] সকলেই বুঝিতে পারিবেন ইউরিপে সভাটী [illegible] সভাতার সময় হইতে কত কোটী যোজন দূরে [illegible] রহিয়াছে। ইংলণ্ডে যেমন এখন অনেকের [illegible] নির্ব্বাচনের জন্য পার্লামেণ্ট সভা আছে, [illegible] পৃথিবীর সমস্ত সমাজে প্রতিনিধিগণী, সভা [illegible] প্রিয়, ন্যায়নিষ্ঠ ও উদার নীতিবিশারদ ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া যে দিন পৃথিবীর মঙ্গলের ও অর্থব্যয়-কর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য সভায় হইয়া সর্ব্বসম্মতি দ্বারা বিসর্জ্জন দিয়া সকল সমাজের অবাধ মেলামেশার জন্য নিরপেক্ষভাবে নিয়মপ্রণালী প্রণয়ন ও প্রচার করিবেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোক যেদিন সেই সকল নিয়মপ্রণালী স্বার্থশূন্য ও উদারহৃদয়ে বিচার করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে পারিবেন ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সকল শক্তি ও স্বার্থ হারিতে দৃঢ়পাত করিবেন না, সেই দিন জানিব যে প্রকৃত উন্নতি ও সভ্যতার সোপান প্রতিষ্ঠিত হইল। সেদিন আসিতে যে এখনও কত বিলম্ব, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ হৃদয়ের স্বার্থপরতার পরিমাণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। স্বার্থপরতা প্রকৃত সভ্যতার নিতান্ত বিরোধী।

সমাজের এরূপ দুরবস্থার সময়ে যে কোন সমাজ-সংস্কারক চিরপ্রচলিত কুসংস্কারবিরুদ্ধে কোন প্রথা উঠাইয়া সেই স্থানে প্রকৃত মঙ্গলজনক ও অন্য নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে যাইবেন, তিনিই যে সমাজ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইবেন, ইহা নিশ্চিত। এরূপ স্থলে সমাজের নায়কদিগের অধিক বিদ্যা সংযুক্ত থাকিলে সমাজ সংস্কারকদিগের কার্য্য সুগম হয়। সেইজন্য বোধ হয় বিধবাবিবাহ [illegible] সমাজের [illegible] ব্যক্তি [illegible] সমাজে [illegible] হইবে না। সমাজের [illegible] সভাটী [illegible] সভাটী [illegible] হইবেন, [illegible] সভাটী [illegible] হইবে। [illegible] সভাটী [illegible] হইবে। [illegible] সভাটী [illegible] হইবে।

...ছাত্রদিগের নাম ধাম উপস্থিত করিয়া দেন, কিন্তু নিজে তদন্তবিষয়ের সহিত অন্য কোন প্রকারে লিপ্ত না থাকেন, লিপ্ত হইলে সমাজস্থ সকলে তাঁহার বিরুদ্ধ প্রমাণ যোগাড়ে ভাল প্রমাণ করিয়া কীর্ত্তন করিবে। তিনি কর ও সেই দোষ কালন করিতে বিস্তর অভিলাষ হইবেন। তবে নিজে লিপ্ত (২) না থাকিয়া অন্য কোনরূপে বিদ্যার বিষয় দেওয়ার জন্য সমাজ তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিলে তাঁহার তত ক্ষতি হইবে না। তিনি উপস্থিত সামাজিক আন্দোলনে ভীত না হন। সম্পাদক মহাশয়! আপনি এই নিরবলম্বের মনস্তাপায় সমাজের অবস্থা জানেন না। এই মনস্তাপায় অন্তঃসমাজে কোন প্রকার শিক্ষা নাই। এ সমাজের অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরা রাজকর্ম্ম ব্রহ্মোত্তর ও সামান্য জোতজমাদীর উপস্বত্ব ভোগী, অধিকাংশই নিরক্ষর। উক্ত শিক্ষকদিগের সুলভ উপায় নাই অথচ থাকিলেও তাহাতে পরাঙ্মুখ। তাঁহাদিগের অল্প শিক্ষার মধ্যে—পাখিরা লিখন, উচ্চশিক্ষার উচ্চতম চূড়া পাঁচা কবুলিয়তের জোর বেয়াদ করণ এবং জমিদারী সেরেস্তার কার্য্য শিক্ষা, তাহার পরের চরম সীমা সামান্য আমলা মকদ্দমা যোগান। এই সকল বিষয় শিক্ষা করিতে পারিলেই তাঁহারা পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইয়া সুখে কালযাপন করেন। এতদ্ব্যতীত তাহাদের যে সব বিষয় শিক্ষা বিষয় আছে, তাহা সমাজ চিন্তা করেন না, সুতরাং এরূপ অবস্থার মধ্যে উক্ত শ্রেণীর বীজ বপনে কতদূর ফল প্রত্যাশা করা যায় তাহা আপনি দেখুন। পরন্তু, প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোক সমাজের অনুরোধে কার্য্য করিতে অধিকারিণী। ইহাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বড় কঠিন নেই জন্য যদি তিনি বিশেষ বিদ্যতা, বীরতা ও ধৈর্য্যের আবশ্যক না করিলে শিক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন না। তবে বিধবা-বিবাহের কার্য্যকারক বিস্তর আছে, যদি তিনি এ বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, অনায়াসেই এ সমাজে বা অন্য সমাজে প্রকৃত কীর্ত্তির কার্য্যের ফল ভোগ করিতে পারিবেন। একেলা ভয় করিয়া আরম্ভিলে হয় না। এরূপ কার্য্যে মানসিক বল সহস্র গুণ অধ্যবসায় আবশ্যক। তাহা যদি সাধনে আছে তাহাই লইয়া বিদ্যাবিষয়ে নিযুক্ত থাকেন, তবে আর কিছু পারিবেন না, তাহা যদি

(২) তিনি কন্যার সমাজ নিয়োগী, তিনি যদি কাহাকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে কি সে কন্যা বিদ্যা করিবে না। [illegible] তিনি যদি নিজে মনিবের না হইবেন, তাহার যদি [illegible] করিতে সাহিবেন। তাহার [illegible] পক্ষে [illegible]

কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের সাহায্য না করেন তবে কেহই উপকার পাইবে না, ইতি শ্রোত্রে ঘোষিতে পারিবেন না।

সমাজপুর ফেলা ঘোষের ১ লা বৈশাখ	} এক্ষণে সমাজ, উপদেশ বিস্তারক।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

উপরোক্ত পত্র এবার আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কারণ পত্রপ্রেরক যে অনুমতি অবশ্য করিয়াছেন তাহা সমাজের মনঃপূত নয়। পরে সাহস করিলে নাই কেবল সমাজনি গণিতে পরিপূরিত হইয়াছে। আমরা অধিকতর চেষ্টাযুক্ত হইলাম চক্ষু খুলি ও চক্ষু দিয়া এই দুটী সাহসের ভেদ করিয়া যথার্থ স্বরূপের আলোচনা করা উচিতেছে। বাস্তবিক প্রকাশ কেবল শব্দের ছলে। ইহাতে বস্তু-কথা কিছুই নাই। এরূপ অবস্থাতে সাধারণের উপকার দর্শিতে পারা যায় না। এই কারণে ইহা পরিত্যাগ করিলাম। অন্য পক্ষকের আমরা অনুরোধ করিতেছি এবিষয়ের উপরি পত্রও কোনপ্রকারে স্থানপ্রাপ্ত হইবে না।

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

এই সোমপ্রকাশের সমালোচনা সম্বন্ধে সমাজের সংবাদের স্থান।

দায়ভাগকার বলেন, পিতা, সোদরাদিকে নিজ পৈতৃক ধনের অংশে নিয়োগ করিতে পারিবেন না, কিন্তু যদি সকলে স্বেচ্ছা করিয়া দেওয়েন, তাহা সুসিদ্ধ হইবে, তখন আর বাধা থাকিবে না। আজীবন সভাবিধি ও কার্য্যবিধিগুলির [illegible] সকলদিগের এই ধারণা আছে, যদি কেহ [illegible] প্রাণবধ করে, তাহার প্রাণদণ্ড [illegible] নির্দ্ধারিত হইবে। অতএব কেহ [illegible] মান করিতে পারিবে [illegible], কিন্তু যদি করিয়া ফেলে, তখন ঐ সভাবিধি ও [illegible] কার্য্যবিধি [illegible] না। আইনই বল, আর ধর্ম্মশাস্ত্রই বল, [illegible] কাহার কেহ কিছু করিতে পারিবেন না। বিধবা [illegible] ও বেণীকডাইয়ের চরণ আমাদিগকে [illegible] নিয়মের উপরি [illegible]। বিধবা [illegible] আমাদিগের দৃঢ় প্রত্যয় হয় হইয়াছে। অতএব [illegible] এ প্রকারে তাহার বিরুদ্ধ উদ্যম করা

Empress v. Umesh Ghosh.

On February 3rd there was a fight between two Bunnia families and their retainers about a pond in the village of Changripotta.

On the next morning one Beni Kora was found by the side of a path near a piece of wasteland murdered. The medical evidence leaves no doubt that he was gaged first and strangled afterwards.

A man called Purno Kur gives evidence that he called Beni to his house to count some straw and that he was going away when he had an altercation with a man called Jadu and that Jadu and Umesh then beat Beni and that them about six persons collected there and that he went to help Beni and was beaten so he went away. All that he says that he saw Umesh do was to strike Beni one blow on the chest. As it is not possible to say, which of the six persons whom Purna says he saw there killed Beni or indeed to say that Umesh remained there to the end. The only possible charge against Umesh would be one of assault. But as the medical evidence shows that there was no mark of beating on Beni's breast even this charge falls to the ground.

This ruling as it becomes unnecessary for me to go further into the case, but I may [illegible] I altogether disbelieve the story told by Purna Kur and indeed the evidence of the village witness. What really happened it is very difficult to say but as there is no reliable evidence against Umesh Ghose I direct that he be discharged.

[illegible] ফেব্রুয়ারি একটী দল [illegible] আসিয়া [illegible] ও তাহাদের আত্মীয়দের [illegible] হইল, ঐ [illegible] [illegible] বিবাদের [illegible] তাহাতে আমিনুদ্দির [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible]

[illegible] বিচারপতি [illegible] বিচারাসনে [illegible] ঘটনাস্থানটী দেখিয়া আসিয়াছেন। [illegible] বড় বেশীর দেহ পতিত হয় নাই, সেখানে কি তাহার পাগ্‌ড়ী পাওয়া যায় নাই? সেকি অবস্থায় পাওয়া যায়? [illegible] নাম করিয়াছে, [illegible] কিন্তু [illegible] তাহারা [illegible] কি [illegible] তাহারা কি [illegible] করিবে? [illegible] ভাল হয়। [illegible] কি [illegible] হয়? একজন [illegible] তাহার প্রাণ গেল, হত্যাকারিদিগের প্রাণ [illegible] অবস্থা [illegible]

[illegible] বড় বেশী আপনার মুখ আপনি বন্ধ করিয়া আপনার [illegible] আপনি টানিয়া মরে নাই। একজন [illegible] এন হইক, আর এই জলে [illegible] মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহার আশয় নাই। [illegible] তাহাকে হত্যার প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু সে হত্যা কে করিল? তাহার উদ্দেশ্য, তাহার [illegible] কোথায়?

বিচারপতি জিজ্ঞাসিলেন, [illegible] মৃতদেহের নিকটে পদের ছাপ দেখিয়াছেন। [illegible] স্বয়ং ঘটনাস্থানটী দেখিয়া আসিয়াছেন। বেহারীর [illegible] বড় বেশীর দেহ পতিত হয় নাই, সেখানে কি তাহার পাগ্‌ড়ী পাওয়া যায় নাই? সেকি অবস্থায় পাওয়া যায়? [illegible] নাম করিয়াছে, [illegible] কিন্তু [illegible] তাহারা [illegible] কি [illegible] তাহারা কি [illegible] করিবে? [illegible] ভাল হয়। [illegible] কি [illegible] হয়? একজন [illegible] তাহার প্রাণ গেল, হত্যাকারিদিগের প্রাণ [illegible] অবস্থা [illegible]

বেণী যে হত্যাকারক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেণী আপনার মুখ আপনি বন্ধ করিয়া আপনার গলা আপনি টিপিয়া মরে নাই। একজন [illegible] এন হউক, আর এই জলে [illegible] মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহার আশয় নাই। [illegible] তাহাকে হত্যার প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু সে হত্যা কে করিল? তাহার উদ্দেশ্য, তাহার [illegible] কোথায়?

বিচারপতি জিজ্ঞাসিলেন, [illegible] মৃতদেহের নিকটে পদের ছাপ দেখিয়াছেন। [illegible] স্বয়ং ঘটনাস্থানটী দেখিয়া আসিয়াছেন। বেহারীর [illegible] বড় বেশীর দেহ পতিত হয় নাই, সেখানে কি তাহার পাগ্‌ড়ী পাওয়া যায় নাই? সেকি অবস্থায় পাওয়া যায়? [illegible] নাম করিয়াছে, [illegible] কিন্তু [illegible] তাহারা [illegible] কি [illegible] তাহারা কি [illegible] করিবে? [illegible] ভাল হয়। [illegible] কি [illegible] হয়? একজন [illegible] তাহার প্রাণ গেল, হত্যাকারিদিগের প্রাণ [illegible] অবস্থা [illegible]

বেণী যে হত্যাকারক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেণী আপনার মুখ আপনি বন্ধ করিয়া আপনার গলা আপনি টিপিয়া মরে নাই। একজন [illegible] এন হউক, আর এই জলে [illegible] মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহার আশয় নাই। [illegible] তাহাকে হত্যার প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু সে হত্যা কে করিল? তাহার উদ্দেশ্য, তাহার [illegible] কোথায়? কাহার অপরাধ [illegible] কে তাহাকে [illegible] কোথে কাহার বেণীকে হত্যা করিবার [illegible] পূর্ব্বদিন হত্যার সাক্ষ্যগ্রহণকালে তাহার মনে করিয়াছিল কি না? বিচারপতি কি এ সকলের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন? এ বিষয়ের কি কি সাক্ষী দেওয়াইয়াছিলেন? সব ইনস্পেক্টর বিনোদী বাবু এ সকলের বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাহার কি প্রত্যেক [illegible] লওয়া হইয়াছিল? [illegible] সকল সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছিলেন; [illegible] কি [illegible] সওয়াল হইয়াছিল? বিচারপতি যদি এ সকল কার্য্য না করিতেন, তবে আর কি [illegible] পক্ষের কি বিশেষ মনোযোগ দিলেন? [illegible] ইন বলিয়াছেন, আমি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছি, তাহার অর্থ কি?

প্রজাবর্গকে কষ্ট দিতে পারেন। এই তাঁহাদিগের ইচ্ছা, তাই প্রজাবর্গের দুরবস্থা যাহাতে কোন কালে দূর না হয় এই তাঁহাদিগের চেষ্টা। বর্ত্তমান উদার গবর্ণমেণ্ট যে এরূপ দুর্নীতি-পরায়ণ হইবেন, ইহা আমাদিগের বোধ হয় না। ইংলণ্ডের কয়জনগুলি উদারাশয় লোকের মত এই প্রজার হিতকামনা করাই রাজার কর্ত্তব্যকার্য্য। অন্যথা উন্মত্ত হইয়া যদি আপনাদিগের দেশে আপনারা শাসন করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ইতিহাস তাহার যে সাক্ষ্য দিবে, সত্য রাজার তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য তথাপি প্রজাকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিয়া নিরাপদে রাজভোগ করিবার চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাঁহাদিগের মুখ হইতে এরূপ অনুগ্রহের উদারবাক্য বিনির্গত হয় তাঁহারা আমাদিগের অধিক প্রভুর পাত্র? না, যাঁহারা আমাদিগকে সদ্য ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া স্বাধিপত্য করিতে উৎসুক তাঁহারা আমাদিগের অধিক প্রভুর পাত্র? আমরা বলিতে জানি, তাহাতে বলিতে পারি, লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া যত বড় বড় সাহসে অসম্ভব কার্য্য করিতে পারে, অত সাহসে বিশ্বাস ঘাতকতা করিতে পারে না। উপকর্ত্তার অপকার করা অপ্রজাবর্গের স্বভাবোচিত নয়। উপকৃত প্রজাবর্গ হইতে অপকার হইবে, তাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা স্বার্থ ভক্তির সহায় মোহিত হইয়াই বলিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের কথা আদরণীয় ও গ্রাহ্য নহে।

এ স্থলে তাঁহাদিগকে আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমরা দুরবস্থাসম্পন্নই হইব কেন? অত্যাচারে কি? তাহার কারণ কোন প্রজাবর্গের যদি কখন ইংরাজ কর্ম্মচারীর অত্যাচার হয়, অত্যাচারই তাহার মূল কারণ হইবে। কিন্তু আমাদের এরূপ ঘটনা কখনই যে হইবে, না তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে। অবশ্যই জমীদার ও প্রজার বিরোধের সান্ত্বি করিয়া বিনা পক্ষপাতে মকদ্দমা নিষ্পন্ন হইবে। কেন, জমীদার হইলে অবশ্যই অনেক বিষয় অধিক বুঝিতে পারিবেন। আমরা দেখিতেছি বিলাত হইতে আমাদিগের পার্লামেণ্টের অনেক মেম্বর এদেশে আসিয়া এদেশীয় অবস্থা বিষয় অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে দিন দুই তিন কথা বলিয়া বলা করিতেছেন, কিন্তু তাহা করিতেছেন না। তাঁহারা কয়েকটী বিষয়ে কলিকাতা হইতেছেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা হইয়াছেন। হাইকোর্ট যদি আমার সম্মান রাখেন তাহা হইলে আমরা আমাদের অনেকপরিমাণে রক্ষা হইতে পারি। অবশ্য আমাদের বাকী আমলার মকদ্দমা সম্বন্ধে করিবার জন্য একটী উপায় নির্দ্ধারিত হইবে।

হাছেন। [illegible] অন্য প্রকার কোন বিষয়ে, জমীদার এবং আমিনে [illegible] সকলের সাথে মাসিক করিতে পারিবেন, [illegible] এক আরজী [illegible] টাকা জমা না দিয়া আপিল [illegible] পারিবে না। তৃতীয়, বাকী খাজনার মকদ্দমার প্রতিবাদীর উপর ডিক্রী হইলে সে ডিক্রীর টাকা আদায়করণ করিয়া আপীল করিতে পারিবে না। এই প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত হইলেই যে জমীদারের খাজনা আদায়ের সম্পূর্ণ সুবিধা হইবে, তাহা আমাদের মনে হইতেছে না। বাকীখাজনার মকদ্দমা সত্বর সম্পন্ন হইবার কোন বিধান না থাকাতে জমীদারেরা প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে অনেক সময়ে সমর্থ হন না। এখন যেরূপে মকদ্দমার মীমাংসা হয়, তাহাতে জমীদার হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মকদ্দমা না করিয়া জজের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে পারেন না। কিন্তু হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মকদ্দমা করিতে যেরূপ ব্যয় হয় ও সময় যায় তাহাতে জমীদারের কখনই কি রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠে। জমীদার যে ব্যয় করেন, আইন অনুসারে তাহা পান না। অ দালত শতকরা ৬ টাকা হিসাবে উকীলের ফি ধরিয়া দেন কিন্তু উকীলেরা বিচারের যে দিন অবধারিত হইবে, সেই সেই দিনে আপনাদিগের ফি বুঝিয়া লইয়া তবে মকদ্দমা করিতে যান। ৫০ টাকা খাজনার মকদ্দমা হইলে তাহাতে অন্ততঃ ১৫০ টাকা মাত্র উকীলের ফি পাইবেন; কিন্তু উকীল কি তাহা লইয়া ক্ষান্ত হইবেন? মিথ্যা অজুহাতের উপর মকদ্দমার দিন দুই তিন স্থগিত করিয়া লইয়া না পাইলে ছাড়িবেন না। এই ত গেল মিথ্যা অজুহাতের কথা। উপরি অ দালতের উকীলদের ভিজিট টাকার কথা বলিলে তাঁহারা অপমান জ্ঞান করেন। এখন পাঠক বিবেচনা করুন, পঞ্চাশ টাকার জন্য উকীলকে কত টাকা দিতে হয়, তাহার সংখ্যা নাই। উপর আমলার [illegible] জমীদার যে টাকা উকীলকে দেন তাহা আদায় [illegible] হয় না, তথাপি মকদ্দমার আরম্ভ [illegible] দেখা এত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে [illegible] হইয়া পড়ে। এই ব্যয় করিবার [illegible] যাই বা কি? মকদ্দমা যত দিন চলে [illegible] হইলেও জমীদার তাহার [illegible] লইবেন না, সুতরাং একটী মকদ্দমায় [illegible] আদায়ের জন্য পাঁচ বৎসরের কম [illegible] না। এই পাঁচ বৎসরের খাজনা ও [illegible] আদায় দিবেই পাওয়া হইবে। মকদ্দমা [illegible] করিয়া [illegible] প্রথম [illegible] আদায়ে [illegible] সে সব [illegible]

আমিন, আমলাদের পদোন্নতি [illegible] আমলা নাহেন হইবে না। যে [illegible] আমলা যেরূপ, তাহাদের প্রাপ্যের [illegible] আমিন জমীদারকে যদি টাকা আদায় করিতে [illegible] হয়, তাহা হইলে [illegible] আমিনী [illegible] প্রজার উপর অত্যাচারের কারণ হয় কি না? এখনই [illegible] অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, একজনকে [illegible] জমীর ডবী ও জমা আছে, কিন্তু খাজনা [illegible] তহশীলদার [illegible] মাসিক করিলেন, টাকা [illegible] আসে সে ন্যায় আপত্তি করিয়া জবাব দিল। হাকে [illegible] টাকা [illegible] ডিক্রী হইল। সুতরাং কিছু [illegible] করিয়া আপীল করিল। এইরূপে [illegible] টাকা দিবার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। কিন্তু এরূপ ঘটে আপীল [illegible] পূর্ব্বে ডিক্রীর টাকা জমা দিবার ব্যবস্থা হইলে আপীলের সংখ্যা [illegible] যাইবে। জমীদারকে ন্যায্য ও নির্দ্ধারিত টাকা আদায় করিবার জন্য প্রাপ্য টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার [illegible] করিয়া ডিক্রীর [illegible] ও প্রত্যেকের নামে মকদ্দমা [illegible] করিতে হইবে না। [illegible] একবারে [illegible] করিতে পারিবেন। [illegible] হইবে। [illegible] ডিক্রীর [illegible] হইবে। [illegible] করার [illegible] হইলে [illegible] সে [illegible] করিয়াছে, [illegible] সে [illegible] হইবে। [illegible] হইবে। [illegible] হইবে।

ভারতে বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার।

ভারতে বিদ্যাশিক্ষার কিরূপ বিস্তার হইয়াছে, অন্য অন্য দেশের সহিত তুলনা না করিলে তাহা বুঝা যায় না। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, তাঁহারা ভারতবাসিকে যে বিদ্যাদান করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। ভারতের অন্য কোন্ রাজা এরূপ বিদ্যাদান করেন নাই। যথেষ্ট হইয়াছে কি না অন্য আমরা তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। এই বৃহৎ ভারতসাম্রাজ্যের পরিমাণ ১৫ লক্ষ বর্গমাইল ও ইহার প্রজাসংখ্যা ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ ৭৩৭৩৫। ইহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ১০৪৩৯৩ টী বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে ৮৯ টী পুরুষ ও ১ টী স্ত্রীলোকদিগের জন্য কালেজ; ৪৫৯ টী পুরুষদিগের ও ৩৩ টী স্ত্রীলোকদিগের জন্য উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়, ৩৪৮৭টী পুরুষ ও ১৩৪ টী স্ত্রীলোকদিগের জন্য মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়; ৬৯ টী বালকদিগের জন্য নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়; ৯২৯৩১ টী বালক ও ২৬৪৭ টী বালিকাদিগের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়; ১৮৬ টী বালক ও ১৭ টী বালিকাদিগের জন্য শিল্প বা বিশেষ বিদ্যালয় ও ৪৭০২ টী বালক ও ১০ টী বালিকাদিগের জন্য পাঠশালা আছে। ইহার ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ২৪৫৯১০৪ জন। তন্মধ্যে কালেজের ছাত্র ৭১০ ও ছাত্রী ৭; উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্র ৪২৩০৭ ও ছাত্রী ১৬৮; মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্র ১৩৩৯২৩ ও ছাত্রী ৩৩০; নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্র ১৫৩৯১ ও ছাত্রী ১, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালক ছাত্র ও বালিকা ১২৬৭৯৩ ও নিম্ন বা বিশেষ বিদ্যালয়ের ছাত্র ১৩৬৮ ও ছাত্রী ৬৫৮ এবং পাঠশালার ছাত্র ৪৭২৫ ও বালিকা ১২৪৩ জন।

ভারতবর্ষের মোট অধিবাসীর মধ্যে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ৩ কোটি ২০ লক্ষ ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী [illegible] ৪ কোটি ৩০ লক্ষ, বৌদ্ধ আছে। সমগ্র লোকের মধ্যে ১০৫৩৮৫৫৭ জন পুরুষ ও ১১১০৩২৯২৭ জন স্ত্রীলোক আদৌ লেখাপড়া জানে না। গ্রেটব্রিটেনের সহিত এই শিক্ষার একবার তুলনা করিয়া দেখা হউক। ইহার পরিমাণ ১১০৮৩২ বর্গমাইল। অধিবাসীর সংখ্যা ৩৫২৪১৪৮২। ইহার মধ্যে ১৭২৫৪১০৯ জন পুরুষ ও ১৭৯৮৭৩৭৩ স্ত্রীলোক। মিড, ইংলণ্ড ৫০৮ ২৩ বর্গমাইল। ইহার লোক সংখ্যা ২৪৬১১৯২৬ জন। ইহাদিগের মধ্যে ১১৯৬১৮৫২ জন পুরুষ ও ১২৬৫২০৮৪ জন স্ত্রীলোক। ইংলণ্ড ওয়েলস ও আয়র্লণ্ডে ৬৮ টী বিশ্ববিদ্যালয় ও কালেজ এবং তাহাতে ২৪৩২৫ জন ছাত্র আছে। ইহার মধ্যে ইংলণ্ড ও ওয়েলসের অন্তর্গত অক্সফোর্ডে ২৪, ক্যাম্ব্রিজে ১১, ডর্হাম ১, লণ্ডনে ৩ টী বিশ্ববিদ্যালয়। তদ্ব্যতীত এবারডীন, বার্ম্মিংহাম, ব্রিষ্টল, কার্ডিফ, ল্যাম্পিটার, লিডস, লিভারপুল, লণ্ডন ইউনিভার্সিটী, লণ্ডন কিংস, নটিংহাম ও সেফিল্ডে এক একটী কালেজ আছে। ইহার অন্তর্গত এবারডীন, এডিনবর্গ ও সেণ্টএণ্ড্রুজ নামক স্থানে এক একটী ও মেণ্ট আণ্ড্রুজে দুটী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডব্লিনে ৪টী কালেজ আছে। আয়র্লণ্ডে একটী বিশ্ববিদ্যালয় ও কুইন্স বেলফাষ্ট, কর্ক ও গ্যালওয়ে নামক স্থানে এক একটী কালেজ আছে। ইহাদিগের মধ্যে ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের, বার্ম্মিংহাম, ব্রিষ্টল, লিডস, লিভারপুল, লণ্ডন কিংস, নটিংহাম, সেফিল্ড কালেজ ও ডব্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবসের ন্যায় সন্ধ্যার পরেও ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার রীতি আছে। এই কারণে অনেকে সন্ধ্যার পর তথায় গিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকে। রমণীদিগের অধ্যয়নের জন্য তথায় ৪ টী স্বতন্ত্র কলেজ আছে। তন্মধ্যে ২ টী ক্যাম্ব্রিজে। দুটী অক্সফোর্ডে। মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় ও ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য যে কত বিদ্যালয় আছে তাহার গণনা করা হয় নাই। এই সকল বিদ্যালয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন সম্বন্ধ নাই। সাধারণেই উদ্যোগী হইয়া এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করে এবং সাধারণে তাহার ব্যয় দান করিয়া থাকে। ১৮৮০ অব্দে ১৭ টী উচ্চ শ্রেণীর সাধারণ বিদ্যালয়ে ১৪১৫ ও ২৬০ টী সম্ভ্রান্ত বিদ্যের জন্য বিদ্যালয়ে ৫৭৯৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ১৮৮১ অব্দে আয়র্লণ্ডে ১৫০০ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ও তাহাতে ২০০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করে। ১৮৮২ অব্দে গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য ১৪০২ শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য ১৬১ ও ছোট ছোট বালকদিগকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ৪৮১৮ টী বিদ্যালয় মুদ্রণ করেন। বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়ে ৬৮৫১, শিল্প বিদ্যালয়ে ৩৩৭২ ও চেয়োক্তীতে ৮৪২১০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮৭৩ হইতে ১৮৮২ অব্দ পর্য্যন্ত কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এ স্থলে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

রোমানক্যাথলিকদিগের প্রতিষ্ঠিত স্কুল সহ ইংলণ্ড ও ওয়েলসের স্কুলের সংখ্যা।

৩১ এ আগষ্ট বৎসরের শেষ	যত বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হইয়াছে।	ছাত্রসংখ্যা	গড়ে উপস্থিত বালকের সংখ্যা।
১৮৭৩	১১৯১১	২৬৮৩৪৬৭	১৫৭০৭৪৩
১৮৭৮	১৬১৯৩	৩৯৪২৩৪৭	২৪০৪১৯৭
১৮৭৯	১৭১৮৬	৪১৪২২২৪	২৫৯৪৪৯৫
১৮৮০	১৭৬১৪	৪২৪০৭৪৩	২৫৫০৯১৯
১৮৮১	১৮০৬২	৪৩৯৯৩৩০	২৬৩৩৫৩৫
১৮৮২	১৮২৮৯	৪৪৩৮৩২০	৩০১৫১৭১

রোমান ক্যাথলিকদিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ব্যতীত ইংলণ্ডের স্কুলের সংখ্যা।

১৮৭৩	২০৪৩	২৭৯৭১৯	২১২২৮৯
১৮৭৮	২৯৯৮	৫৬৩৪৮৭	৪৭৭৬৫৭
১৮৭৯	৩০০৩	৫৮৫৩২৯	৪৮৫১০৯
১৮৮০	৩০৫৬	৬০২০৫৪	৪০৫৬১৮
১৮৮১	৩০৭৪	৬১১৪৮৩	৪০৯৯৬৮
১৮৮২	৩০৭৩	৬১৯০৮৬	৪২১২৬৫

বিদ্যার চর্চ্চা যাহাতে আরও বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য ১৮৭০ অব্দে পার্লামেণ্ট মহাসভা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ৫ হইতে ১৩ বৎসর বয়স্ক বালকদিগকে তাহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষেরা যাহাতে নিয়মিত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তজ্জন্য আইন প্রণয়ন করেন। তদবধি ক্রমে বিদ্যার চর্চ্চাও বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৮১ অব্দে যে লোকসংখ্যা গৃহীত হয় তাহাতে দেখা গিয়াছিল আলেণ্ডের মোট অধিবাসীর মধ্যে ৫ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক ১৩৪৮০২১ জন বালক ছিল। ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন বিদ্যালয়ে যায় না। অবশিষ্ট বালকেরা লেখা পড়া করে। ধীমান পাঠক! তুলনা করিয়া দেখুন আয়লণ্ডে বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত অধিক। ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। একটী কলিকাতা, একটী মান্দ্রাজ ও আর একটী বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষে যে ৮৭ টী কালেজ আছে, তৎসমস্তই এই তিনটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। কিন্তু এক অক্সফোর্ডে ২৪ টী এবং ক্যাম্ব্রিজে ১৯ টী বিশ্ববিদ্যালয়। এই উভয় স্থানে যে কতগুলি কালেজ আছে পাঠক একবার তাহা মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, তজ্জন্য

তাহাকে আপনাদিগের সুবিধামত করিয়া থাকে। সুতরাং কত বিদ্যালয় যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে, কেহ তাহা গণনা করিয়া দেখেন নাই। তবে যেগুলি ভাল ও গবর্ণমেণ্ট যাহার পরিদর্শন করিয়াছেন আমরা তাহার একটী তালিকা উপরে প্রদান করিয়াছি। ইংলণ্ড ও ওয়েলস সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। আয়র্লণ্ডেই, যখন শতকরা ৫৭ জন বালক লেখা পড়া করে তখন ইংলণ্ড ও ওয়েলসে যে শতকরা কত বালক লেখা পড়া করিয়া থাকে, তাহা বলিলেও বোধ হয় কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিবে না। বিশেষতঃ পার্লামেণ্ট মহাসভা ১৮৭৬ অব্দে যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কোন স্থানে আয়র্লণ্ডে প্রচলিত করা হয় নাই। আয়র্লণ্ডে প্রচলিত হইলে সেখানে শতকরা ৫৩ টী বালক অশিক্ষিত থাকিতে পাইত না। ইংলণ্ডও ওয়েলসে এই আইন প্রচলিত আছে। সুতরাং তথায় ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক বালকদিগকে পিতামাতা স্কুলে না দিয়া রাখিতে পারেন না—দিলে দণ্ডনীয় হন। সুতরাং সেখানে লেখা পড়া করেনা এরূপ বালক আদৌ নাই। সেখানকার লোকেরা আপনাদিগের সন্তান সন্ততির লেখাপড়ার জন্য আপনারাই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতেছেন, তাহার ব্যয় দেন, তথাপি গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড ও ওয়েলসের প্রাথমিক শিক্ষার সাহায্যার্থ গত ১৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে, ৪৯৩৯৯০ পাউণ্ড, স্কটলণ্ডের জন্য ৪৬৫৭৪৩ ও আয়র্লণ্ডের জন্য ৭২৬৩৩৯ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছেন।

১৮৮২ অব্দে ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের নিম্নের ১৫৫৬২ টী বিদ্যালয়ে ৭৪৪০৫৩ ছাত্র ও ৪৪৫৩৩ টী সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে ১৩৩২৮৫৩ ছাত্র ও ১৭৯৪২ টী সাহায্যবিহীনবিদ্যালয়ে ৩৮১৭৩৮ ছাত্র অধ্যয়ন করিত এই অব্দে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮৮৭৫০২ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ইহার এক তৃতীয়াংশ প্রাথমিক শিক্ষা হইতে গৃহীত হইয়াছে, অবশিষ্ট টাকার মধ্যে অনেক সেকেণ্ডারি বিদ্যালয়ের জন্য অর্থদান করিয়া থাকেন, কতক চাঁদা করিয়া আমরা তুলিয়াছি, কতক মিউনিসিপালিটী দিয়াছে, কতক দেশীয় রাজারা ও ধনীদিগের দান হইতে দিয়াছেন। এই হিসাবে অবশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়, এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি নিম্নপ্রকৃতি বিদ্যালয়ে ও ১৭৭৭৪ পাঠশালা বিনাবিদ্যালয়ে স্থাপিত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে ইংলণ্ডের এক প্রাথমিক শিক্ষায় গবর্ণমেণ্টের যে অর্থ ব্যয় হয়, ভারতবর্ষে সকল অবস্থায় শিক্ষায় তাহার এক চতুর্থাংশ ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহারও অনেক অংশ দিতে অক্ষম বলিয়া ছাত্রদিগের বেতন হইতে যে চতুর্থাংশ ব্যয় তাহার অর্দ্ধেক আদায় হয়। [illegible] পাঠশালা, মক্তব, টোল ও বিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্যার উন্নতির সহায়। এখানকার লোকে লেখা পড়া শিখিয়া চাকুরী ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে পায় না; কিন্তু যদি শিক্ষা দ্বারা [illegible] আপনভাবে আপনাদিগের জীবনযাত্রার উপায়ের উদ্ভাবন করিতে পারিতেন। [illegible] উপরে দেখিতে পাইবেন এক ১৮৮৯ অব্দেই গ্রেট ব্রিটেনে ১৪১১ টী বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য ৬৬৯৩ টী শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিবার ও ৪৮৭২টী বালক চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ষে বর্ষে এইরূপ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ভারতবর্ষে কি হইতেছে? এই শিক্ষাদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কি ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট কি আমাদের ইউরোপীয়, সকলেই এবাক্যে ভারতবাসীর উচ্চ শিক্ষায় পথ বন্ধ করিতে দৃঢ় হস্ত সেই চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের বক্তব্যের বিচার।

যে মূলে ন্যায় নাই, যুক্তি নাই, ধর্ম্ম নাই, সেই মূল অবলম্বন করিয়া কেহ অট্টালিকা গড়িতে পারে না; কিন্তু বালি-শিল্প ও বিজ্ঞান একটী ভগ্নপ্রায় বিল আছে, তাহাতে বিস্তর মৎস্য জন্মে। অধিকারে যিনি অধিকারী, তাঁহার [illegible] ও শিক্ষা বিষয়ক সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁহারা ঐ বিলের মৎস্য ধরিতেন, দরিদ্র লোকদিগকে মৎস্য ধরিতে দিতেন না। বর্ত্তমান অধিকারের অবস্থা মন্দ হইল, তিনি স্থির করিলেন এবং বলটার অনুকরণ করা করিয়া দিলেন। যাহারা মাছ ধরিত, তাহারা আদালতে নালিশ করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচার দেখিতে গেলেন। তাহারা উকীল ছিল, আমরা বরাবর বলিয়া যাই। "ধাই" এই উকীলটী যেমন কৌতুককর, তদপেক্ষাও অধিকতর কৌতুককর উকীল নাই, একজনের পিতামহ ডাকাইতী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। তাহার পিতাও সেই পথের পথিক ছিল। সেও ঐ পথ অবলম্বন করিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইল। এই উকীল বলিল, আমার পিতা পিতামহ এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, অতএব আমার ইহাতে অধিকার আছে। ঐ একটী বিল উপলক্ষে ভারতস্থ ইউরোপীয়েরা আমাদিগকে এই কৌতুককর উকীল জুগাইয়াছেন, আমার অনেকগুলি লোক গবর্ণমেণ্টকর্ম্মচারী পদবিশিষ্ট, তাহাদের মুখে সেই কৌতুকজনক উকীল অনবরতই শুনিতে পাই, তাহারা বলেন, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে [illegible] বিদ্যের [illegible] গবর্ণমেণ্ট এই [illegible]

[illegible] তাহার [illegible] ধর্ম্মের [illegible] ধর্ম্মের [illegible] ধর্ম্মের

[illegible] হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, তাহাদিগকে পুলিস যে রকম দেখা দি করিয়া থাকে, তাহা মুসলমানদিগের কথা বলিতে পারি না, হিন্দুদিগের সম্বন্ধে ইহাতে অর্থ লইয়া হিন্দুরা কোন কর্ম্ম করেন না। যদি কোন অসদভিপ্রায় খ্রীষ্টানদিগের মত অর্থে বশীকার সম্পাদন করেন, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তাহা গণিত হয় না। গবর্ণমেণ্ট, কর্ম্মচারিদিগের বর্ম্মোপদেশের যে ব্যয়দান করিতেছেন তাহাতে আর একটী বিসদৃশ দোষ ঘটিতেছে। খৃষ্টীয়ান কর্ম্মচারিদিগের ব্যয় দেওয়া হইতেছে, কিন্তু অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কর্ম্মচারিদিগের ব্যয় দেওয়া হইতেছে না। এটী কি অন্যায় নয়?

লর্ড রিপন বাহাদুর অতিশয় উদারাশয় ও ন্যায়পরায়ণ লোক। তিনি এই অন্যায় ব্যয়দান নিবারণার্থ বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। তিনি এতদ্বিষয়ে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি এরূপ প্রমাণ করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট এরূপ ব্যয়দানে বাধ্য নহেন। সময়ে সময়ে এ বিষয়ে যে পত্র লেখালিখি হইয়াছে, তাহাতেই প্রমাণ হইয়াছে অনুজ্ঞা কর্ত্তাদিগের সকলের একরূপ মত নয়। সুতরাং যুক্তির স্থিরতা হইতেছে না।

——:০:——

ঢাকার অন্তর্গত তাওয়ালে কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহিত তাঁহার শরিকদিগের যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে উমেশচন্দ্র বকসী নামক এক ব্যক্তি হত হইয়াছিল। হাইকোর্ট হইতে সম্প্রতি ইহার বিচার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। জুরীরা এক বাক্যে হত্যাকারী স্থির করিয়া যাবজ্জীবন দীপান্তর এবং তিন জন অবৈধ জনতা করা অপরাধে সাত বৎসর করিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছে। এখনও চারিজন উচ্চ আদালতে বিচার পড়িলে বিচার হইবে। নরিস বীমার বাবু মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরীর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এই মকদ্দমার লিপ্ত ছিলেন তিনিও পলাইয়াছেন। সকল বাঙ্গালার সকল লোক বিশ্বাস করে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, [illegible] এ অকলের পুলিস কিনারা করিল না। অন্য কোন অপরাধীকে ধৃত করিবার চেষ্টা নাই, এমন পুলিস ভূভারতে পাইবেই কোথাকার কারিয়া না। সামান্য চাষারা অনায়াসে ধরা পড়িতেছে, তাহাদিগের অনেক উপরের আসামী পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার হইতেছে না। এমন কি কেহ ঐ মকদ্দমার সময়ে বিদেশে [illegible] বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া মকদ্দমার [illegible] বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই, [illegible]

[illegible] ১৮৭৮-৭৯ অব্দে [illegible] ৩৫ জন লোক উক্ত রেল ওয়ের জন্য ভাড়াইবার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তন্মধ্যে [illegible] ৩০ টাকার বেতনে নিযুক্ত হইয়াছে। ১৮৭৯-৮০ অব্দে ১৭ জন [illegible] ৪০ টাকার বেতনে নিযুক্ত হয়। ১৮৮০-৮১ অব্দে [illegible] ৪০ টাকার বেতনে নিযুক্ত হয়।

——:০:——

এতদ্দেশীয়দিগকে ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে রেলওয়ের কর্ম্মচারিতায় নিযুক্ত করা নিতান্তবিধেয়, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সেই উদ্দেশ্য। ইংরাজিদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ইংরাজেরা লেখা পড়া শিখিতেছে, তত অধিক পরিমাণে রেলবিভাগে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইতেছে। আমাদিগের যখন সেরূপ চালাইবার জন্য ইংরাজিদিগের পরিবর্ত্তে নিযুক্ত করা হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম রেলওয়ের ফোরম্যানেরা ফুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দে রিপোর্ট বিয়াছেন তৎপাঠে আমরা দেখি তথায় এই রিপোর্টের পূর্ব্বে ফুলটী অধিক হইয়াছে তাহাতে প্রকৃতে ২৫ জন লেখা পড়া করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে ৫ জন হাজারী ও ২০ জন ছিপি লিখিতেছে।

——:০:——

এতদ্দেশীয়দিগকে ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে রেলওয়ের কর্ম্মচারিতায় নিযুক্ত করা নিতান্তবিধেয়, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সেই উদ্দেশ্য। ইংরাজিদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ইংরাজেরা লেখা পড়া শিখিতেছে, তত অধিক পরিমাণে রেলবিভাগে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইতেছে। আমাদিগের যখন সেরূপ চালাইবার জন্য ইংরাজিদিগের পরিবর্ত্তে নিযুক্ত করা হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম রেলওয়ের ফোরম্যানেরা ফুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দে রিপোর্ট বিয়াছেন তৎপাঠে আমরা দেখি তথায় এই রিপোর্টের পূর্ব্বে ফুলটী অধিক হইয়াছে তাহাতে প্রকৃতে ২৫ জন লেখা পড়া করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে ৫ জন হাজারী ও ২০ জন ছিপি লিখিতেছে।

১৮৮১-৮২ অব্দে রেলওয়ের যে সকল লোক উক্ত রেল ওয়ের জন্য ভাড়াইবার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তন্মধ্যে [illegible] ৩০ টাকার বেতনে নিযুক্ত হয়। ১৮৮১-৮২ অব্দে ১৭ জন [illegible] ৪০ টাকার বেতনে নিযুক্ত হয়। ১৮৮২-৮৩ অব্দে [illegible] ৪০ টাকার বেতনে নিযুক্ত হয়

৪০ টাকায় ঘোড়ে ৩ জন, নিযুক্ত হয়। ইহাদিগের মধ্যে ২ জন ৩০, ৩-১জন ১৫, টাকা, বেতন পাইতেছে এই সকল লোক বিলক্ষণ কার্য্যকুশল।

বিজ্ঞান।

তড়িৎ।

তড়িৎ আমাদের দৌত্যকার্য্য করিতেছে। নিমেষমধ্যে বহুযোজন দূরে আমাদের শুভাশুভ সংবাদ লইয়া যাইতেছে। পদার্থমাত্রেই যেমধ্যমান আছেন হইলে যদি যদি তড়িৎ বিরাজ পাকে। অল্প পদার্থে ন্যূনাধিকভাবে তড়িৎ বিরাজ করিয়া থাকে। চকমকি পাথরে আঘাত করিলেযে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তাহা তড়িৎ। ঘিদ্রিহত আঘাত লাগিলেযে আগুন বাহির হয়, তাহাও তড়িৎ। এই তড়িৎ পদার্থ কি? বোধ হয় অনেকের বিদিত নহে। অতএব ইহার স্বরূপ ও কতক কতক গুণ জানিতে পারিলে অনেকে আমোদলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ তড়িৎ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। বিখ্যাত পণ্ডিত ফ্রাইসের বলেন যে এই আশ্চর্য্য পদার্থটী দুটী পদার্থের পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন হয়। এই পদার্থদ্বয় পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত। ইহারা সকল বস্তুতে বিশেষতঃ তাম্র দস্তা প্রভৃতি ধাতুতে অধিক পরিমাণে আছে। দুটী পদার্থ কোন বস্তুতে সমান ভাগে থাকিলে তাহাদের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না, কিন্তু যদি যদি প্রভৃতি কারণে একটী পদার্থের কিয়ৎ পরিমাণে অভাব হয়, তাহা হইলেই তাহাতে তড়িতের প্রভাব জানা যায়। বিজ্ঞানবিৎ ফ্রাঙ্কলিনের মত ফ্রাইসেরের মতের সহিত ভিন্ন। তিনি তড়িৎ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন সকল বস্তুতে তড়িৎ সাধক, একটী ধারণীয় পদার্থ আছে। পার্থিব পদার্থ সকলের তড়িৎ ধারণের ক্ষমতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে তড়িৎ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে থাকে। ঘর্ষণ প্রভৃতি কারণে এই পদার্থটীর কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি কিম্বা ক্ষয় হইলে ঘর্ষিত বস্তু তড়িৎ বিষয়ক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অনেক গুণের পরিচয় দেয়।

সকল বস্তুরই পরস্পর ঘর্ষণে তড়িতের উৎপত্তি হয়। অনেকেই জানেন আমাদের মুখ হস্ত পরস্পর ঘর্ষণ করিলে একরূপ গন্ধের অনুভব হয়। তড়িতের উৎপত্তিতেই এই গন্ধটীর উৎপত্তি। তাম্র বিদ্রুম ঘর্ষণের দ্বারা অনেক সময়ে বৈদ্যুত ক্ষয় সম্পন্ন হয়। কাচ নির্ম্মিত বস্তু কিম্বা লাক্ষারস, ঘর্ষণের দ্বারা তড়িৎ করিলে উহা তড়িদ্ধারী হয়, সেই সময়ে তুলসী [illegible] তুলসী তাহার নীচে ঝরিয়া পড়ে। কিয়ৎক্ষণ ঐ বস্তু ঘা ছুঁইয়ে সহিত আসিয়া থাকে তাহার পর পড়িয়া যায়। এক প্রকার ঘাসের বিচি আছে, তদ্দ্বারা চুন ঝাড়িয়া কার্ডবোর্ডের উপর ধরিলে উক্ত প্রকার কাণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। লঘু আবরণের পরিবর্ত্তে বিড়ালের চর্ম্ম দিয়া কাচ কিম্বা লাক্ষাদণ্ডকে ঘর্ষণে তড়িৎ সঞ্চারের দৃঢ়তর প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাচ ও লাক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের যে স্থানে ঘর্ষণ করা যায়, সেই স্থানটীই কেবল তড়িৎময় হয়। কিন্তু লৌহ প্রভৃতি ধাতু সকলের গুণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোন ধাতুদণ্ডের একদিক অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে অন্য দিক সঞ্চালিত হইয়া শীঘ্র যেরূপ সমস্ত দণ্ডটীকে উত্তপ্ত করিয়া ফেলে, তেমনি এক স্থান ঘর্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ উহার সমুদয় অংশে তড়িতের প্রভাব পরীক্ষিত হয়। কাচ ও তৎশ্রেণীয় বস্তুসমূহের পরমাণু তড়িতের গতি রোধ করাতে তড়িৎ ও তাহা সঞ্চিত থাকে। যে সকল বস্তুর ঘর্ষণে তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে তড়িৎ ব্যাপ্ত হয়, তাহার মধ্যে ধাতুগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। জল বরফ ওষধি বৃক্ষ প্রভৃতি প্রাণিগণের শরীর তড়িৎ সঞ্চালনে প্রায় ধাতুগণের সমতুল্য। পঙ্কজ, রেশম, মমম, চুন প্রভৃতি কতকগুলি বস্তু কাচ ও লাক্ষার ন্যায় তড়িতের গতি রোধ করিয়া থাকে।

কেবল ঘর্ষণেই যে তড়িতের উৎপত্তি হয় এরূপ নহে, কোন কোন প্রস্তরকে উত্তপ্ত করিয়া তড়িৎ যুক্ত করিতে পারা যায়। ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য সালফ অব্রম এক অন্ধকারে সহসা পেষণ করিলে তড়িৎ অনেকরূপ দেখা যায়, রাসায়নিক প্রণালীতে যে তাড়িত উৎপত্তি হয় তদ্দ্বারা আমাদের তাড়িত সংবাদ প্রেরণ কার্য্য সম্পন্ন হয়, কিরূপে এই মহৎ কার্য্যটী সিদ্ধ হয় জানিতে পারিলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না। অতি অল্প মূল্য দুটী ধাতুখণ্ড কিছু অম্লের সহিত সম্মিলিত করিয়া যেরূপে এই অদ্ভুত পদার্থের উৎপাদন করা যায় সময়ান্তরে তাহার বিস্তারিত [illegible] করিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ তড়িতের দুই একটী বিস্ময়কর গুণের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সুবিখ্যাত ফ্রাঙ্কলিন অষ্টাদশশতাব্দীর ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক বন্ধু সমাজে কতকগুলি নূতন প্রকাশ করিয়া একখানি পুস্তক প্রচার করেন। পুস্তক খানির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশ্চর্য্যকারী যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা তড়িৎ পরিচালক তৌলটী সর্ব্বাপেক্ষা কোমলরূপ উত্তেজিত হইলে তড়িৎ সম্বন্ধে অনেকগুলি [illegible] ধারকতা এবং তড়িৎদ্বারা আকর্ষণ [illegible] নিয়োগ করিতে নিতান্ত অক্ষম হইবেন। তড়িৎ তৌলযন্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে তড়িৎ পরিচালক সিকটবর্ত্তী হইলে সাধারণভাবের বিরুদ্ধাবস্থাতে পরস্পরকে আকর্ষণ করে কিম্বা দূরীকৃত করিয়া থাকে। তড়িতের পরিমাণ ও তাহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য ফ্রাঙ্কলিন যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের চিরপরিচিত ঘর্ষণ বা তড়িৎ যোগনয় হওয়া দুর্ঘটী বলিয়া আমরা তাহার উল্লেখে বিরত হইলাম। তড়িতের একটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে উহা কোন তড়িৎ প্রকাশক বস্তুবিশেষের উপরিভাগে পরিব্যাপ্ত হয়। কোন ধাতুনির্ম্মিত বস্তুকে ঘর্ষণ দ্বারা তড়িৎময় করিয়া প্রমাণ করা যায় যে তড়িৎ বস্তুটীর কেবল মাত্র উপরিভাগে ব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ফারাডে তড়িতের এই অদ্ভুত ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি একটী লৌহের পিঞ্জর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে একটী পাখী রাখিয়া দেন। পরে পিঞ্জরটীকে তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রের সহিত যোজিত করিয়া দেখিতে পাইলেন পাখীটী ভিতরে নিরাপদে আছে; তড়িৎপ্রকাশসূচক কোনরূপ আকার ইঙ্গিত প্রদর্শন করিতেছে না। তড়িৎ যদি পিঞ্জরটীর ভিতরে ব্যাপ্ত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অচিরে পক্ষিটির মৃত্যু হইত। তড়িতের অস্তিত্ব প্রদর্শক কোন যন্ত্রকে ঐ পিঞ্জর মধ্যে রাখিয়া উহার উক্ত গুণের প্রমাণ বহুবার করা হইয়াছে।

সূচের ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র কোন ধাতুখণ্ডকে তড়িৎযুক্ত করিলে দেখা যায়, তড়িৎ উহার কেবল অগ্রভাগে সঞ্চিত হয়। কোন উত্তপ্ত দ্রব্যের নিকট কোন অনুত্তপ্ত দ্রব্য আনিলে যেমন শেষোক্ত দ্রব্যটী শীঘ্র উত্তপ্ত হইয়া পড়ে ও প্রথমটীর উত্তাপ অনেক অংশে কমিয়া যায়, সেইরূপ তড়িৎযুক্ত কোন বস্তুকে তড়িৎহীন কোন বস্তুর নিকটবর্ত্তী করিলে তড়িৎবিহীন বস্তুটী শীঘ্র তড়িতের অনেক পরিমাণ গ্রহণ করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বাতাসের মধ্যে তড়িতের দুটী ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বায়বীয় পদার্থ আছেন, এই দুটী পদার্থ পরস্পর সংযোগ হইলে অনেক বিস্ময়জনক ব্যাপার দেখা যাইতে পারে ইহারা কোন ধাতু বস্তুকে কিয়ৎক্ষণের জন্য তড়িতের ন্যায় করিতে পারে। তড়িতের লেডেন নামক কোন গ্রামে তড়িতের নানারূপ ধর্ম্মপ্রদর্শক একটী যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক মিউশিন প্রথমে একটী যন্ত্র দ্বারা একবারে অনেকগুলি [illegible] আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

তড়িৎ হইতে যে আলোক পাওয়া যায় তাহা [illegible] হইতে। উহা উজ্জ্বল কিন্তু অল্প, কিন্তু

[illegible] অনেকের এই আকাঙ্ক্ষা [illegible] ইহার উদ্ধার করে [illegible] বিজ্ঞানের আলোক [illegible] সেই আলোকে তীব্র নিক্ষেপ [illegible]।*

উদ্ধার সম্বন্ধে তড়িৎ অপেক্ষা [illegible] সহজ মন্ত্রে নীত্র উদ্ধার উদ্ধার করা যায়। তড়িতের সাহায্যে অন্যান্য কঠিন মস্তককে সহজে ছিন্ন করা যাইতে পারে। এই অদ্ভুত অস্ত্রটী ডাক্তারদিগের অনেক উপকারে লাগিয়াছে। ইহার আবিষ্কার না হইলে বোধ হয় ডাক্তারদিগের উদরাদি ও অন্ত্রজাল বাস্তবে এরূপ নিশ্চিন্তে ও তাহাদের সংযোগে মল প্রস্তুত করিতে পারিতেন না।

তড়িতের দ্বারা আমাদের অনেক রোগের প্রতীকার হয়। মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণিগণের শরীরে তড়িৎ আছে। যে সকল রোগ তড়িতের অভাব প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তড়িৎ সহকারে তাহার শান্তি হওয়া অসম্ভব নহে। আজ কাল অনেক স্থানে তড়িৎ দ্বারা চিকিৎসা চলিতেছে। একজন ডাক্তার সম্প্রতি অনেক প্রকার বায়ুসম্বন্ধিত একপ্রকার কবচ

করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। তাহাতে যদি নিম রোগের উপশম হয়,তাহা যে কেবল তড়িতের গুণে হইয়া থাকে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন।

বাইবেল আদি পুস্তক।

প্রথম অধ্যায় (২৯) ঈশ্বর আরো করিলেন, দেখ আমি ভূতলে বিত্ত বাবতীয় বীজী ওষধি ও যাবতীয় ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম। তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে। (৩০) এবং ভূচর যাবতীয় পশু ও খেচর যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট এই সকল প্রাণীর আহারার্থ হরিৎ ওষধি সকল দিলাম। তাহাতে সেইরূপ হইল। (৩১) পরে ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলই অতি উত্তম দেখিলেন এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

১। প্রশ্ন এই,ঈশ্বর ভূচর ও খেচর যাবতীয় পশু পক্ষীর আহারের নিমিত্ত ওষধি দিলেন এবং মনুষ্যের আহারার্থ বীজী ওষধি ও ফলদায়ী বৃক্ষ প্রদান করিলেন। এইরূপে [illegible] বুঝা যাইতেছে ঈশ্বর মনুষ্যের আমিষ ভোজনবিধি করেন নাই। ঈশ্বর যদি সৃষ্টিকালে যে বিধি না করিলেন তাহা হইলে মানুষের মাংস ভোজন ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ সন্দেহ নাই। তাহার পর যদি কেহ বিধি করিয়া থাকেন তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে

কিন্তু কিরূপে আমিষভোজন ঈশ্বরাভিপ্রেত বোধহইতে পারে তাহার কোনও বিষয়ে মীমাংসা করিবার প্রয়োজন বিবেচনা করি না।

২। যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধে মানব ভোজন করিলেন তাহা হইলে তাঁহাদের বাইবেল বিশ্বাস আছে একথা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিব?

২। ঈশ্বর কৃপায় দেহের আরোগ্য প্রার্থনা করিতে কোনমতেই করিয়াছেন? এমন কি আমি ঈশ্বর হইয়াছে আমিকালে আমেরিকা পশুর কি সৃষ্টি হয় নাই? আমেরিকা পশুরা কখনি ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে না। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে মাংসাশী পশু সৃষ্টি, বাইবেল সৃষ্টির পরে হইয়াছে। আমরা কি ইহাই প্রমাণ করিব অথবা আদি পুস্তক লেখক মাংসাশী পশু সৃষ্টির কথাটি লিখিতে ভিন্ন হইয়াছেন তাহাই বিশ্বাস করিব?

এপর প্রশ্ন।

১ যে জাতির স্বাধীনতা নাই, তাহার জীবন জাতীয় জীবন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না?

২। মালাবা হরিণাদের মালা গলায় দেয়, তাহে কুকুরাদি করে অথবা মানুষ খুন করে তাহারা কোন জাতীয় জীব?

আমাদের শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়! আপনকার ৭ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে ৪২৮ পৃষ্ঠায় কুকীর জবাব আমি "পুস্তকপ্রাপ্ত" যে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি বিদ্যাবুদ্ধি বিহীন হইলেও সাধ্যমত ঈশ্বরের প্রসাদে তাহার উত্তর সংক্ষেপে লিখিয়া প্রেরণ করিতেছি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ ও প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১ম প্রশ্নোত্তর কেবল গ্রাম ক্ষেত্র, বন, উপবন, নগর, পর্ব্বত, নদ নদী, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যাবতীয় বিষয় এক নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ নিত্য ঈশ্বরের জ্ঞান গোচরে ছিল। "উৎপন্ন হইল" ঈশ্বর ইহা বলিবামাত্র (১) উহা

(১) "উৎপন্ন হইল" বলিবামাত্র ঈশ্বরের জ্ঞান গোচর সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা হইলে তিনি ৬ দিন কষ্ট পাইলেন কেন? তিনি এত কষ্ট পাইয়াছিলেন বলে তাঁহাকে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। এরূপ বলিলে সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি করা ঈশ্বরের আয়ত্তাধীন ছিল। তাহাই তিনি অনাদি ভাবে সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছামাত্র ইচ্ছা করিলে নিমেষ মধ্যে সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা করেন নাই। সে ইচ্ছা না করিবার কারণ এই, যাহারা ঈশ্বর আদি অন্ত স্বীকার করে না তাহাদের ভ্রম ভঞ্জনার্থই বাইবেলকার সৃষ্টির ঐরূপ প্রক্রিয়ার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে কি ঈশ্বরেচ্ছা তাহাদিগের ভ্রমের প্রকৃত মর্ম্ম বোধ না করিয়াই উপহাসের অস্ত্র হইয়াছেন। বাইবেলের

ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রকাশক বাক্য? পুস্তকের ঈশ্বর আদি ও নিত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি। বাইবেল অর্থাৎ "ঈশ্বরের আত্মা ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া লিখিয়াছেন।" (২ পিতর ১-২০-২১)

২ য় প্রশ্নোত্তর আপনি দেখুন, ঈশ্বর বলিলেন 'আমরা' ইহার তাৎপর্য্য বিবেচনা করিলে ঈশ্বরের মধ্যে এক ব্যক্তি (২) নাই, এরূপে অধিক (ত্রিত্ব) অর্থাৎ তিন ব্যক্তি আছেন।

ত্রিত্বের বিষয় বুঝিতে পারা মনুষ্যের পক্ষে অতি কঠিন, এমন কি প্রায় তাহা বুঝা যায় না। ঈশ্বর ভিন্ন আর তাহারও জ্ঞানগোচর নহে। কিন্তু মনুষ্যের যে ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান আছে তদ্দ্বারা স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে কতকদূর বুঝিতে পারে। তিন ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বর এক। এক ভাবে তাঁহারা তিন ব্যক্তি, অন্য ভাবে তাঁহারা এক ঈশ্বর। মনুষ্যেতেও ত্রিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে আত্মা প্রাণ ও দেহবিশিষ্ট (১ থিসলনিকীয় ৫, ২৩)

আদম ইব্রাহিম ও দানিয়েল প্রভৃতি লোক ঈশমনুষ্যকে দেখিয়া ছিলেন। আদি পুস্তক ৩ অধ্যায় ৮ পদ হইতে ১৩ ১২ ১ ৩ দানিয়েল ১০ ১৩ ১৮ ৮ ১৫ যোহন সুসমাচার ১ ১—৫

ঈশ্বর নিরাকার, অতএব তাঁহার আকার থাকিতে পারে না। বাইবেলে লেখা আছে যে "ঈশ্বর আত্মা" (যোহন) ৪-২৪) এবং "আত্মার অস্থি মাংস নাই" (লুক ২৪,৩৯) সুতরাং আকার ও নাই। অতএব "ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি" এই শব্দে তাঁহাকে সাকার বুঝায় না, বরঞ্চ আধ্যাত্মিক ভাব

মতে জগৎসৃষ্টি অভিপ্রেত। তাহাতেই আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম, মনুষ্যসৃষ্টির পূর্ব্বে গ্রাম্য পশুর সৃষ্টি কিরূপে হইল। ২য় প্রশ্ন এই ত্রিশ গ্রাম্যপশু ও বন্যপশুর বাস্তবিক কোন আকারভেদ নাই, ব্যবহারাধীনেই সে ভেদ হইয়াছে, যদি এরূপ হইল, তবে সৃষ্টিকালে গ্রাম্য পশু ও বন্য পশু ভেদ কিরূপে কথা হইল। সো—শ।

(২) উত্তমরূপে একবার মুদ্রিত বদনে চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি ঈশ্বরের মধ্যে যদি তিন ব্যক্তি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার ঈশমনুষ্যকে মনুষ্যের ন্যায় কি না? তিন জনে মিলিয়া তাঁহাকে যখন কাজ করিতে হইয়াছে তখন তাঁহার একাকীত্ব, নিত্যতা ও সর্ব্বজ্ঞতা লোপ হইতেছে কি না? তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া নির্দ্দেশ না করা হইতে পারে কি না? সো—শ।

(৬) মুক্তার অর্থাৎ ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞানবর, পবিত্র ও যাথার্থিক ন্যায়পরায়ণ। তৎসাদৃশ্যে পুরুষাও সৃষ্ট হইল। ধর্মপুস্তকের অন্য স্থলে ইহা স্পষ্ট প্রকটিত আছে।" সত্যাত্মনিষ্ঠ ধার্ম্মিকতাকে ও সাধুতাকে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট যে নূতন পুরুষ, তাহাকে পরিধান করিতে শিখিয়াছ।" (ইফিসীয় ৪ অ ২৮ পদ) "যে নূতন পুরুষ আপন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত নূতনীকৃত হইতেছে তাহাকে পরিধান করিয়াছে।" (কলসীয় ৩ অ ১০ পদ) সময় ক্রমে মনুষ্য ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে বিকৃত হইয়াছে। আপনি খ্রীষ্টাশ্রিত হইলেই এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন।

৩৪ প্রশ্নোত্তর। কেবল পশু পক্ষী কেন, ঈশ্বর জগতের যাবতীয় পদার্থ মনুষ্যের উপকারের নিমিত্ত তাঁহার আয়ত্তাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার অধিক সময় থাকিলেও নিষেক শক্তিহীন পশুদিগের উপরে জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন, মানবের কর্তৃত্ব (৪) ও প্রভুত্ব আছে কি না বালক ও স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত জানে আছে। আমরা সকলেই দেখিতে পাই যে বলবান জন্তুগণ আপনার অপেক্ষা দুর্ব্বল জন্তুগণের উপরে প্রভুত্ব করে। এবং বাইবেল দ্বারা আমরা তাহাই জানিতে পারি। মনসহ নিষেকশক্তিহীন জীবগণ যখন স্বভাবের উপদেশক্রমে আয়ত্তমান কাল হইতে এইরূপ করিয়া আসিতেছে, তখন কে

(৩) উত্তরদাতা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা কহিলেন এই অনুমান করিয়াই আমরা জিজ্ঞাসিয়াছিলাম প্রতিমূর্ত্তি ও সাদৃশ্য এই দুটী শব্দ যখন প্রযুক্ত হইয়াছে তখন কেবল আধ্যাত্মিক ভাব বাইবেলের অতিরেক নয়, সে অতিরেক হইলে দুটী শব্দ প্রযুক্ত হইত না। আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা এই আধ্যাত্মিক উত্তরের আধ্যাত্মিক ভাব আছে। আধ্যাত্মিক ভাব আছি পার্থিক ভাব। মানুষের মনে কি সেই পরম পবিত্র ভাব আছে? অধিকাংশ মানুষের মনকে নরক অপেক্ষা নিকৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অতি অল্প লোকের মনে দেবভাবের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাহাদিগের মন নরক অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহারা কি ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক ভাবে নিষিক্ত হইয়াছে? উত্তরদাতা কি অদ্যত ঈশ্বরের মনে মনুষ্য আদম তুলনা করিতে পারেন? সো—স।

(৪) মানুষ যে পশুর উপরে অধিকার চালায়, ধরে ও ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের প্রাণনাশ করিতে পারে বাইবেলেও তাহা আছে ও দেখিতে পাই। আমরা তাহা অস্বীকার করি না, উত্তরদাতার যে এরূপ সংশয় করিয়াছে এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আশ্চর্য্য করা কর্তৃত্বের লক্ষণ নয়। অজ্ঞানি ও মূর্খদিগের উপরে মানুষের জ্ঞানবান ও ধার্ম্মিক ও তাহাদিগের নিষিদ্ধাচরণে বিশ্ব করণের প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাই কি মানুষ মাত্রে একথা স্বীকার করিবে যে মানুষ মাত্রে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে? ইহাই কি কর্তৃত্বের অর্থ? সো—স।

বলিয়াছ, পাপ করিলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব লুপ্তের বিশ্বাস, ১৯ বৎসরের জ্ঞানের কথা মনে আছে, তাহার পূর্ব্বে আমার কি করি (পাপ) মৃগের ন্যায় নির্ব্বোধ ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। তখন কি আমার চিড়িয়াখানা ও পশুশালা এবং সার্কসের মিশ্র ক্রীড়া দেখিতে যাই নাই।

কলিকাতা } আপনকার দয়ার পাত্র সাধারণকারী
১২ এ ম } বৌদ্ধাচার্য্য।

নজীর

১৮৮৩। ৮ ই জুন।

প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ, নাইট
ও বিচারপতি মাকডনেলস।

ইণ্ডিয়া মিত্র বাবী এবং
অনাথনাথ দে প্রতিবাদী।

বিষয় বিভাগ।

মৃত প্রসন্ননাথ দেবের কতক পুত্র অনাথনাথ দেব ও মধুসূদন দেব, চতারা উভয়েই ২য় পক্ষসম্ভূত অন্যান্য পুত্রের তুল্য অধিকারী। ১৮৬৯। ১ [illegible] মধুসূদন দেব ঐ বাগানের আপনার বিষয়ক অর্দ্ধ অংশ অনাথনাথের নিকটে বন্ধক দেন। ইংলণ্ড বন্ধক দিবার যেরূপ প্রথা আছে সেই প্রথায় বন্ধকী লেখাপড়া হয়। মধুসূদনাথ আপন বিষয় মুক্ত দিতে পারিলেন না। অন্য [illegible] ১৮৭১। কাজেরাতিতে টাকা পাইবার প্রার্থনায় [illegible] নামে হাইকোর্টে নালিশ করিলেন। ১৮৭৩। ১৪ জুলাই চাইকোর্ট এই হুকুম দিলেন টাকার ও সুদের হিসাব হইয়া যে টাকা পাওনা হইবে, মধুসূদনাথ যদি তাহা পরিশোধ করিতে না পারেন তাঁহার বিষয় বিক্রয় হইবে। মধুসূদনাথ টাকা দিতে না পারাতে তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল। ১৮৮১। ৩১ ই মার্চ, বাবু দিগম্বর মিত্র ৩৮০৩৫ টাকায় ক্রয় করিলেন। বন্ধক দিবার পর ১৮৭৯ অব্দে অনাথনাথ দেব ও মধুসূদনাথ দেব সম্পত্তি বিভাগের নালিশ করেন। ১৮৭০ অব্দের জানুয়ারি মাসে হাইকোর্ট দুই জন কমিশনর নিযোজিত করিয়া বিষয় বিভাগের আদেশ দেন। কিন্তু কমিশনরেরা বিষয় বিভাগ করিয়া দেন নাই। মকদ্দমা মাঝারি অবস্থায় ছিল। [illegible] মত এ বিষয় [illegible] তাহার [illegible] ১৮৮১। ৩১ মার্চ সম্পত্তি বিভাগের জন্য বর্ত্তমান মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। অনাথনাথ দেব এই বলিয়া আপত্তি করেন যখন মকদ্দমা চলিতে থাকে তখন [illegible] তিনি ১৮৮৯ অব্দে সম্পত্তি বিভাগের এই মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন আপিল আদালত এই [illegible] অন্যের মকদ্দমা চলিতে পারিবে না। [illegible] আপত্তিকরে [illegible] [illegible] মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিলেন।

এ, আপীল আদালত, এই বিষয়ক

অনিয়মে ১৮৬৯ যে যে হুকুম দেওয়া হইয়াছে সম্পত্তি বিভাগের যে আপিল হয় তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার পূর্ব্বে হইয়াছিল অর্থাৎ মধুসূদনাথের যে স্বত্ব ছিল তাহা তাঁহাকে দিয়াছে। অতএব বাদীর বিষয় বিভাগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। হাইকোর্টে আপীল হইলে তাহারা বিচারপতি মিত্র আপীল আদালতের রায়ে রায় দিয়াছেন। হাইকোর্টে মকদ্দমা আছে বলিয়া সম্পত্তি বিভাগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় নাই।

৫ ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ৬ ই মে। আয়ারলণ্ডের জন্য [illegible] পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করা হইবে ইহার জন্য টেজারি চাহিয়া হইয়াছে। ৯৪ পাউণ্ড, ৪ সিলিং ২ পেন্স ১০০ পাউণ্ড মূল্য ধরিয়া ঋণ করা হইবে।

ভায়েনা ১৬ ই মে। ডেন্মোলায় গবর্ণর টৈনা উঠাইয়া লইবার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন মূতন সৈন্যের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার সাউদার আক্রমণ করিবেন।

আলোয়ার হইতে ওয়ালি ডাকার দিগর সৈন্যেরা যাহাতে যাইতে না পারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছিলেন কিন্তু এখন আর সে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন না।

লণ্ডন ১৭ ই মে। আয়র প্রাদেশীয় লর্ড সভায় বলিয়াছেন বার্মার ও কোরোকো হইতে যাহারা অস্ত্রোক্তরে পলাইয়া গিয়াছিল তাহারাই সংবাদ দিয়াছে সেনাপতি গর্ডনের কোন বিপদ ঘটে নাই। খার্টোমে তাঁহার যে সকল সৈন্য আছে তিনি তাহাদিগকে লইয়া অবরোধকারীদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছেন।

কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বাছুতোরা সীমাপ্রদেশের অধিবাসিদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছে। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ইণ্ডেমেসি নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছেন।

মেণ্টচিটিস বর্গ ১৬ ই মে। ডগা আলিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে দশ হাজার সাহেব ফুর্কোমান ও বিবাটের সাহসটস ফুর্কোমানেরা রুশের অধীনতা স্বীকার করিবার অভিপ্রায়ে আফগানে আপনাদিগের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই মে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আফগানে খার্টোমে যুদ্ধযাত্রা করিবার আদেশ দিয়াছেন।

কায়রো ১৮ ই মে। ইংরাজদিগের বার্ষিকের এজেণ্ট কুপি, যখন বার্বার পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে পলাইতেছিলেন, সেই সময়ে আবু আহমদ নামক স্থানের নিকট কয়েকজন আরব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২০ এ মে। ব্রাডফোর্ডের সাহেব গত রাত্রিতে, কমন্স সভায় বলিয়াছেন, মিশরের কয়েকজন সভ্যসমক্ষে ক্যাপেন সহিত ইংলণ্ডের যে যে বিষয়ে মতভেদ আছে সেই সেই বিষয়ের মীমাংসা হইলে তাঁহারা এজন্য রাজার সাহায্য এবিষয়ে পক্ষপাতী হইবেন।

কায়রো ২৪ এ মে। আলোয়ারে যে সকল বিপক্ষ সৈন্য ছিল তাহারা ডোংগোলো অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। আলোয়ারে তাহার জন্য নূতন সৈন্য পাঠান হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

[illegible] অতীত হইল [illegible] সাহেব বলেন, লিপিবিদ্যাবিদিগের অনুমান আছে লিপিবিদ্যাপ্রণেতা পাণিনি [illegible] পরে পরে [illegible] ১৪০০ বৎসরের মধ্যে ১৪০০ বৎসরের মধ্যে

দাবে হাইকোর্টের জজ নেপেন, এখানে এমন অনেক সিবিলিয়ান আছেন, যাঁহারা ইংরেজি, ফরাসী আরবি, সুতরাং আরবী অপেক্ষা ফার্সী ভাষায় উপরাধিকার লাভ করিয়াছিল এবার পরীক্ষায় আসিয়া হইল। কিন্তু বিগত আরবের এ বিষয়ের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালার গবর্ণর, বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ত্রয়োদশ, আসাম, মধ্য ভারতবর্ষের কমিশনরগণ এ সম্বন্ধে আপন আপন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালার গবর্ণর বলিলেন, "আমার শাসনাধীন সিবিলিয়ান যে কয়জনের হইয়াছেন, তাহা আমার বোধ হয় না।" বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া উপসংহারে বলিলেন, বাঙ্গালার কতকগুলি সিবিলিয়ান কলিকাতার দোষে উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে, উত্তর পশ্চিমের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, "পূর্ব্বে যেরূপ সবল লোক আসিত, এক্ষণে সেরূপ বলবান লোক মিলে না।" পঞ্জাবের চীফ কমিশনর এ সম্বন্ধে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন না। কিন্তু পঞ্জাবের সিবিল সিকিউরিটি সেক্রেটরি বলেন—"অনেক নবাগত সিবিলিয়ান পীড়িত হওয়ায় এখানকার কার্য্য কর্ম্মের বড় ক্ষতি হইতেছে।" রঙ্গপুরের কমিশনর বলেন, "এ প্রদেশের সিবিলিয়ানের অবস্থা ভাল।" আসামের কমিশনর বলেন "আমার এখানে চারি মাত্র সিবিলিয়ান,—ইহারা বেশ সবল ও সুস্থকায়।" মধ্যভারতের কমিশনর বলেন, "এখানকার সিবিলিয়ান কাজে বেশ উপযুক্ত, তবে তাহাদের গায়ে একটু জোর কম হইতে পারে।" লর্ড রিপন প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদের নিকট হইতে এইরূপ মন্তব্য পাইয়া, বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারীকে লিখিয়া পাঠান, "বোম্বাই অঞ্চলের সিবিলিয়ানগণ যেরূপ দুর্ব্বল ভারতের সকল স্থানের সিবিলিয়ানগণ সেরূপ দুর্ব্বল নহেন। তবে কয়েকজনের শরীর এবং মন কিছু দুর্ব্বল ও নিস্তেজ বটে; কিন্তু ভারতের জলবায়ুর দোষে এরূপ ঘটিয়া অবশ্যম্ভাবী।" ষ্টেট সেক্রেটারী ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেছেন, সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর বয়োবৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। ২৬ বৎসরই যথেষ্ট।"

অশ্বারোহণ পদ্ধতি বাঙ্গালা ইংরেজ এদেশীয় জন্য, তজ্জন্য ইংলণ্ডের অনেক লোকের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আইনের পাঠ্য অশ্বারোহণ উপযুক্ত ভাবে উপস্থিত করা হইতেছে, কিন্তু অধিকাংশ পরীক্ষক অশ্বারোহণ অযোগ্য হইতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গালার গবর্ণর এ বিষয়ে আইনের একটী পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়া কমন্স হাউসে প্রেরণ করিয়াছেন। কমন্স কিরূপ আজ্ঞা হইবে

[illegible] পরীক্ষার্থীর [illegible] ও এ দেশীয় পরীক্ষা প্রণালী ভারতের [illegible] হইয়াছে। ঘোড়া আর ঘোড়ী আরবে [illegible]

মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব নবাব [illegible] ক্রয় করিতে পারে নাই। এজন্য [illegible] ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে [illegible] উপস্থিত হয়। তজ্জন্য লোকবিশেষ এত অর্থের উপর অধিকার বলিয়া সন্দেহ হইল। তাহা হইতেই এলাহাবাদে আন্দোলন হইয়াছে, এই বিশ্বাস জন্মিলে তত্রত্য একজন মাননীয় ব্যক্তির অনুরোধক্রমে স্থানীয় একজন ধীবরজাতীয় তাঁহাকে তাহার গৃহসামগ্রী সহ একটী নৌকাতে করিয়া লইয়া যান। গৃহ সামগ্রীগুলি একেবারে নিক্ষিপ্ত হইল, তৎপরে তাহাকে ফেলিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ ও যাহারা তত্ত্ব ব্যক্তির বাটী হইতে সামগ্রী লইয়া আসিয়াছিল তাহাদিগের ২ বৎসর করিয়া কারাবাস দণ্ড হইয়া গিয়াছে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা বন্দর হইতে ১৪৭৪ জন কুলি উপনিবেশে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০৬ জন ত্রিনিদাদে, ৪৮৫ জন মরিসসে ও ইহার অন্য কয়জন বিভিন্ন দিগের পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় উপনিবেশে গিয়াছে। ভারতের লোকে মজুরী করিবার নিমিত্ত বিদেশে প্রেরিত হইতেছে, কিন্তু ভারতের অনেক স্থান অকৃষ্ট পতিত আছে।

কলিকাতায় মুন্সি আমিরুদ্দিন নামক ৩ জন ইউরোপীয় অধিবাসী মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। গত মঙ্গলবার মেদিনীপুর আদালতে একখানি কাগজের একজন ইউরোপীয় নাবিক দোষলে আসিতে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে। ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ আদালতে নালিশ করেন। মুন্সি হইতে যাইলে ঐ পলিস যাবজ্জীবন মুসলমান হইয়া আছে। পরিবর্ত্তে ইনস্পেক্টার ডেভিস নিয়া তাহাকে ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তিন জন মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে দুইজন রাজার হাজার মুসলমানধর্ম্মের বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছে। এ এক মস্ত কৌতুক নয়।

[illegible] সৈন্যেরা তিব্বতের সীমা আক্রমণার্থ ৬৫ই আগষ্ট হইতে যাত্রা করিয়াছে। দুই দল ইংরা [illegible] ভারতাধিপতি [illegible] অধিকারার্থ যাইতেছে। এক দল ডাইকট ও অপর দল কুচিপাস দিয়া যাত্রা করিয়াছে।

এলাহাবাদ হিন্দুস্থানী [illegible] সাহেব একটী [illegible] বিদায় করেন, হাইকোর্টে আপীল [illegible] এইরূপ মোকদ্দমা [illegible] বিদায় করিলেন। [illegible] মনঃপূত হইল না। [illegible] মোকদ্দমা [illegible] পক্ষ পত্র লিখিয়াছিলেন। ষ্টেট সেক্রেটারি [illegible] বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে [illegible] করিয়া দিয়াছেন। এবং কমিশনরকে [illegible] তিনি কারারুদ্ধ নাথে গ্রাহ্য করিলে [illegible] করা হইবে এবং তাঁহাকে [illegible] দেওয়া হইবে না। এইরূপ অভিযোগযুক্ত [illegible] হইলে ভারতের যে কিরূপ অনিষ্ট হয়, ষ্টেট সেক্রেটারি ইহাতেই তাহা বুঝিয়া লইবেন।

সেণ্টপিটার্স বর্গ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন রুশ গবর্ণমেণ্ট মার্ভ তুর্কোমান দিগকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমার [illegible] তুর্কোমানদিগের মধ্যে অনেকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। মার্ভ সম্পূর্ণরূপে পরাধীন করিলে রুশের ভারত আক্রমণ করা সহজ হইয়া পড়িবে। ইহাঁরা বোখারার আমীরের সহিত সদ্ভাব করিয়া তাঁহার দ্বারা তুর্কিস্থানে নিজ সংবাদ আদান প্রদান করিতেছেন।

১৩ই মে একদল আফ্রা খেল অফিরামি সীমান্ত গ্রামে সীমাপ্রদেশের পুলিসকে আক্রমণ করে। উভয় পক্ষ বন্দুক ছোড়াছুড়ি করিয়াছিল। কিন্তু কাহারও কোন অনিষ্ট হয় নাই। আমাল সাবক আফ্রিদিদিগের সহিত যোগ দিয়াছে। কোহাটের রাজা দিয়া ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের যে সকল প্রজা গতায়াত করিতেছে ইহারা তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে।

মিস লিডিয়া পোই নামে টুরলের এক রমণী আদালতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারেষ্টরের আফিসে ওকালতী করিবার জন্য বিচারপতিদিগের অনুমতি প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছেন ওকালতী করা স্ত্রীলোকোচিত কার্য্য নহে এবং মক্কদ্দমা করিয়া মক্কেলের স্বার্থ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। যে সকল কারণে পুরুষের ইহা সাধ্যায়ত্ত হয়, স্ত্রীলোকে সে সকল কারণ থাকিতে পারে না। তাঁহারা এই বলিয়া আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, লোবার্ট বল নামক ষোলবোর মাস্কিট পর অবধি নথক্রক ক্লবের বন্দুক চলিতেছে এ দেশীয়দিগের সহিত ফিজি প্রভৃতির বিলক্ষণ যুদ্ধাদি হইয়াছে। এ দেশীয়েরা এখন বাবতীয় ব্রাকবার্ণ ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া করিতেছেন। তাহারা প্রতি মাসে এক একটী ষোল উপলক্ষে সভা করিয়া

ফাঁড়াতে পরস্পরের সম্বন্ধে বিষয়ে আলোচনা করি-তেছেন। গত মাসে যে সভা হয় তাহাতে ডাক্তার ঘোষ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবার কার্স্টেয়ার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করি-বেন। মহলন ই সিঙ্ক হইয়াছে, এখন সভায় উঠি-বেন না কেন?

রাজের রেলওয়েসমূহে অনেক বৈদেশিক লোক কার্য করিত। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়া-ছেন, কেবল যাবতীয় রেলওয়ে আছে, তৎসমস্তের আবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তদ্দেশীয় প্রজাকে কর্ম্ম প্রদান করা হইবে। বৈদেশিক লোক রাজের কোন রেলওয়ে কোন কার্য্য পাইবে না। গবর্ণমেণ্ট এ অংশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা ভাল।

মান্দ্রাজের রেভিনিউ সার্ভের সহকারি সুপারি-টেণ্ডেণ্ট ইক্টন সাহেব সম্প্রতি কুদালমঙ্গলম গ্রামের মণ্ডলকে মারপিট করায় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিন মাসের জন্য সস্পেণ্ড এবং অতিরিক্ত আর এক বৎসর শিক্ষানবিসের কার্য্যে থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। মণ্ডল মার খাইল, এ দণ্ডে তাহার কি লাভ হইল? প্রহারকর্ত্তার অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে দেওয়া কি উচিত ছিল না?

হাইদ্রাবাদের নিজাম ও তাঁহার মন্ত্রিকে কতক-গুলা ছুই লোকে প্রকাশ্য দেওয়ালের গায়ে এই বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছে যে তাঁহাদিগের অন্তঃপুর বাসিনী রমণীগণকে নীলামে বিক্রয় করাই উচিত। বোধ হয় ইহাতে গুঢ় রহস্য আছে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে সার্জ্জন মেজর কে, পি গুপ্ত ছুটী লওয়াতে খুলনার সিবিল মেডিকাল অফিসর ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ কলিকাতা সহরের চিকা দানকার্য্যের তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কাবুলের আমীর আব্দুল রহমান মুক্তকা মহম্মদ হোসেন খাঁকে কারা রুদ্ধ করাতে তাঁহার পত্নী অবমানে প্রাণ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ এবং পুত্রটী আপনাকে আপনি গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

বুধবার সন্ধ্যাকালে আলবার্ট কারাগারের নিকট ছয়খানা রেলওয়ের ছইখানি ট্রেণে সম্পর্ক রাখা লাগাতে তিনজন ইউরোপীয় ও ছই জন এতদ্দেশীয় লোক গুরুতর আহত হইয়াছে।

লোই আপীলের ফটোগ্রাফ এবং অন্যান্য সমস্ত কাগজ পত্র বিলাতে পাঠাইয়াছেন; এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিলাতে আপীল করিবার সময় নিকট হইয়াছে। এখন সভাপতি মহাশয় কি করেন, তাহা কিছুই বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে তিনি এখন সভাপতির কার্য্য করিবেন না। বোধ হয় এ কথা সত্য নহে। অনেকে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। তিনি এখন সভাপতির কার্য্য করিবেন না। বোধ হয় এ কথা সত্য নহে। অনেকে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। তিনি এখন সভাপতির কার্য্য করিবেন না। বোধ হয় এ কথা সত্য নহে। অনেকে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন।

১৮৮৩-৮৪ সনে ভারতবর্ষে [illegible] টাকা মূল্যের সোণা আমদানী এবং ৩০৪১২ টাকা মূল্যের [illegible] টাকা মূল্যের সোণা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যশোহরের ভূতপূর্ব্ব সিভিল সর্জ্জনের প্রথম শ্রেণীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বিষ্ণু-চন্দ্র বসু মেয়ার অফ্‌ কলিকাতার ডেপুটী সেক্রেটরির কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম এবার মেডিকাল পরীক্ষা বড় কঠিন হইয়াছিল। মেডিকালদিগের মুক্তি আর আটিবার প্রয়োজন নাই তথাপি তাহার ও অন্যান্য বিষয়ের অতি কঠিন করা দেওয়া হইয়াছিল। তাহা-তেই এবার [illegible] পরীক্ষার্থীর মধ্যে কেবল অল্প ৫০০ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

[illegible] মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে [illegible] টাকার সোণা বিক্রয় হইয়াছে। ১৮৮২-৮৩ অব্দে [illegible], ১৮৮১-৮২ অব্দে ৬১৭৭০০০, ১৮৮০-৮১ অব্দে ৬৫ [illegible] ও ১৮৭৯-৮০ অব্দে ৩০৯৩০০০ টাকার সোণা বিক্রীত হইয়াছে।

[illegible] ৫ মে আকাশবাণ অবলম্বন করা হইবে লিখিয়াছে। অনেকের কুবুদ্ধি পরিচয় হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম ঢাকার ইউ [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, বি, এল এবং এল, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

[illegible] নীত সৈন্যেরা যাহাতে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার রাজ্য রক্ষা গবর্ণমেণ্টের তাহা একান্ত অভিপ্রেত। কিন্তু ঐ ভূখণ্ডের অধিবাসীর সৈন্যের সঙ্গে কি অবস্থায় হইবে তাহা পরীক্ষা করাইবার জন্য ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একজন লোক প্রেরণ করেন ইহাই তাঁহাদিগের ইচ্ছা। এই নিমিত্ত তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ইউ [illegible] কোম্পানিকে জানাইয়াছেন, ভারতবর্ষ হইতে যে লোক উক্ত সৈন্যদিগের সঙ্গে পরীক্ষা করিতে যাইবেন, তাঁহারা তাঁহাকে নিয়মিত বেতন বিশেষ স্বীকার করিয়াছেন।

বিলাতের টাইমস পত্র গবর্ণমেণ্টের [illegible] টাইমসের যাহা নিয়ম হইবে, গবর্ণমেণ্ট যে সেইরূপ কাজ করিবেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। টাইমস এবারে [illegible] আইনের, পার্লামেণ্টি সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, যে উদ্দেশ্যে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হইতে পারে, এরূপে আইনটী বিশিষ্ট করা হইবে।

[illegible] কেরাণীদিগের [illegible] করিবে।

আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেন; কিন্তু এখন সভ্যসমাজের ও [illegible] কেরাণীদিগের [illegible] এরূপ বিশ্বাস থাকিবার যো নাই। যেখানে অন্ন জুটে থাকে যাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার ছাড়িয়া কিন্তু অধিক বেতনের লোভে শিমলাশৈলে গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পশ্চাৎ সে সুখে বঞ্চিত করা হইতেছে। [illegible] বিষয়ে আলোচনা যে সকল কেরাণী নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের নিজের অথবা পরিবার বর্গের পীড়া হইলে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত চিকিৎ সকগণ বিনা মূল্যে গিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতেছেন এবং বিনা মূল্যে ঔষধ দিতেছেন। অতএব তাহা বন্ধ করিয়া দিবার কল্পনা করা হইতেছে। তাঁহারা এখন বাসা ভাড়ার জন্য যে এলাউয়েন্স পাইতেছেন তাহাও হ্রাস করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

আজকাল ইউনাইটেড ষ্টেট ও কানেডা হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৪০২ খানি সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র প্রচারিত হইতেছে। গত বর্ষ অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে ৪৯৩ খানি বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বর্ষে দৈনিক সংবাদ-পত্রের সংখ্যা ১১৩৮ সাপ্তাহিক পত্র ৯০৬২ এবং মাসিক পত্র ১০২১ খানি ছিল। এবৎসর দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ১২৫৪ সাপ্তাহিক পত্রের সংখ্যা ১০০২৮ এবং মাসিক পত্রের সংখ্যা ১১৯৯ হইয়াছে।

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন; এই দৈনিক পুলিষের অপব্যয়ের ও [illegible] সময় সিমুলিয়া বঙ্গ বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা টাকশালের দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের অন্যান্য ভদ্রমণ্ডলের অভিভাবক ও বন্ধু লইয়া প্রায় দুই শত লোকের অধিক উপস্থিত ছিলেন। ঘুমুলিত গীত গান করিয়া বালকগণ সকলকে অভ্যর্থনা করিলে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্তবাবু দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত বিদ্যালয়ের সাম্বৎ-সরিক রিপোর্ট পাঠ করিলেন। তৎপরে ছুটী অল্প বয়স্ক ছাত্র বিদ্যুতী আলোকচ্ছটায় ও তদ্দ্বারা বিদ্যুৎ আকর্ষণ করিলে সভাপতি মহাশয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে যথোপযুক্ত পারিতোষিক বিতরণ করি-লেন। প্রথম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত [illegible] গবর্ণমেণ্টের মধ্যবাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম-বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচরণ দে তাহাকে একটী রৌপ্য পদক প্রদান করিয়াছেন। [illegible] ঘটিকার সময় বালকেরা বন্ধে নীত হইয়া [illegible] করিয়া "আশালতা" "Band of Hope" "মদ্য পান করিব না" ইত্যাদি বিষয়ক সঙ্গীত গুলি

গত ৪ঠা মার্চ ২০০৪৯ টাকা মূল্যের পণ্য সিঙ্গাপুর হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

১৮৮৪ অব্দের ১৫ ই মে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশের কোন্ কোন্ রেলার ষ্টেশনে কিরূপ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

রেলা	ভাল চাউল সের টাকা	মধ্যম চাউল সের টাকা
বর্দ্ধমান	১৩—০	১৮—০
বাঁকুড়া	১৫—৮	১৪—৮
বীরভূম	১৪—০	১৫—৮
হুগলী	৮—০	১৪—০
নাবড়া	১২—০	১৩—৮
কলিকাতা	৮—০	১৩—০
২৪ পরগণা	৮—০	১৬—০
নদীয়া	১২—৫	১৩—৫১
যশোহর	১৪—০	১৬—০
মুর্শিদাবাদ	১১—৮	১৪—০
রাজসাহী	১৩—০	১৬—০
জলপাই গুড়ি	১১—৮	১৪—০
ঢাকা	১২—৮	১৫—০
ফরিদপুর	১২—০	১৫—০
বাখরগঞ্জ	১৬—০	১৮—০
ময়মনসিংহ	১২—১	১৪—১২
চট্টগ্রাম	১২—০	১৮—০
নওয়াখালী	১৩—০	১৮—০
ত্রিপুরা	১৩—৮	১৩—১৩
চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রঃ	১২—৪	১৩—৫
ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রঃ	১৪—০	১৮—০
পাটনা	১১—৫	১৩—০
গয়া	১০—০	১২—৪
সাহাবাদ	৮—৮	১৪—০
হাজারিবাগ	১৮—১৪	২০—১২
মানভূম	১০—০	১৩—০
সিংভূম	১২—০	১৫—০
সাঁওতাল পরগণা	১০—০	১২—০
পালামৌ	৮—০	১০—০
রাঁচী	১০—০	১২—০
লোহারডগা	১৪—০	১৬—০
পলামৌ	২০—০	২২—০
সিংভূম	১৮—০	২২—০

ক্যানেডার পর্ব্বতে একটী উপত্যকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুবর্ণের আকর প্রস্তুত করিবার সময় হইবে।

ফ্রান্সের সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে, তাহার বিষয় জানিতে পারেন না বলিয়া এ সকল ছাপিতে পেরে না। লোকদিগের মধ্যে যে লোকেরা এই সকল বিষয় জানিবার জন্য ব্যস্ত হয় তাহারা এই সকল বিষয় জানিবার জন্য ৫২০ জন লোক রেখেছে। তাহারা লোকের বাটী বাটী গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগকে বলে। সম্পাদকেরা পয়সা দিয়া থাকেন। অনেকে লোকের কাছে ছাপাইয়া সরকারী কাজের বাঁধাকরিয়া বিক্রয় করে। এরূপ কাগজ বিক্রয় করিয়া ১৮৬৬ সাল বিক্রীত হয়। যুদ্ধ বন্ধ করিবার চেষ্টায় এইরূপ কল করিয়া থাকে।

সুইজারলণ্ডে আকড়াম বিক্রয় নিবারণের পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক ও জমিদার লোকেরা এইরূপ পুস্তক ও সংবাদপত্র ... যত্নসহকারে পড়িয়া থাকেন। এবং ও আফিস গবর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধারণ করিতে যে কোন পুস্তক ও সংবাদপত্র আইসে, তাহা খুলে খুলিয়া দেখিয়া থাকেন। সুইজারলণ্ড গবর্ণমেণ্ট এরূপ পুস্তক ও পত্র প্রকাশের নিবারণ চেষ্টা পাইতেছেন। অনেক ও আফিস ... মেটের এত ভয় কেন? আমারা ইহা অসম্ভব মনে করি?

ফ্রান্সের ভারতবর্ষে অধিকার ... পরিষ্কার করিতেছে। সীমা বাস আছে উহার ... করিতেছে। সাহেব ... জাতি আকবরসাহের ... তাহারা কখনই অধীনতা ... যে সকল জাতির হাত ... করিতেছে।

কোন চিকিৎসাতত্ত্ব পত্রিকার ... যে, গরম (যাহা সহজে ... এবং সহিয়া, নিম্ন লিখিত ... সহযোগে ব্যবহার করা যায়। যথা:—

আমাদের প্রাতে আহারের পূর্ব্বে ... ঈষদুষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ... যেরূপ অনুভূত হইয়া থাকে ...

... ব্যবহার করিলে ... ব্যবহার করিলে ... ব্যবহার করিলে

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

সুপ্রীম ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৬৪ সালের ৩০ এপ্রেল। কলিকাতার অতিরিক্ত অফিসিয়েটিং এডবোকেট জেনেরল, বি, এল, ডাক্তার বিহারীলাল মিত্র, মহাশয় ডাক্তার হইলেন।

মাননীয় গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত ডেপুটী কমিসনর এল, আর, টমসন সাহেব ও আইন অনুসারে পরোপকার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতা অতিরিক্ত অফিসিয়েটিং এডবোকেট জেনেরল বি, এল, ও ব্রাঞ্চের অফিসিয়েটিং সলিসিটর বাবু [illegible] হইলেন।

এই শ্রেণীর [illegible] অতিরিক্ত ডেপুটী কমিসনর এল, [illegible] বাবু [illegible] ও [illegible] হইলেন।

[illegible] ডেপুটী কমিসনর

প্রাপ্ত হই নাই, অথা সেই সম্ভ্রান্ত সুধী বিদ্বদ্বৃন্দের এস্থলে লিখিত হইল। এখানকার হাইকোর্টের জজ জন আমা উকীল পণ্ডিত অযোধ্যানাথ সভায় বক্তৃতা করিতে অনিচ্ছু ছিলেন বলিয়া আইসেন নাই, কিন্তু যখন "জাতীয়" এই কথাটী তাঁহার কর্ণ প্রবেশ করিল, তখন তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার জন্য মন সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠে, এবং সেই উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি যে কয়েকটী কথা বলেন তাহা সংক্ষেপে এস্থলে লিখিত হইল। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষে কয়েকখানি ইংরাজী সংবাদপত্র আমাদের তত্ত্বাবধারক পক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, তন্মধ্যে এখানকার পাইওনিয়র সকলের শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিয়াছেন। এই সংবাদপত্রখানি সতত আমাদের অনিষ্ট সাধনের জন্য নিয়োজিত। গবর্ণমেণ্টপ্রমুখ পাইওনিয়র আমাদের কার্য্যকলাপ এরূপভাবে রঞ্জিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে উপনীত করে যে আমাদের অনেক উদ্দেশ্য প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। যাহাই হউক ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে আমাদের মধ্যে তাদৃশ জাতীয়ভাব নাই আমরা সকলে এক সহানুভূতিসূত্রে আবদ্ধ হইতে জানি না, এই জন্যই আমাদের এরূপ অবনতি হইয়াছে। আজ যে উদ্দেশে এখানে সভা হইয়াছে তদ্বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং এই সদনুষ্ঠান যাহাতে সম্পূর্ণরূপে সফল হয় তজ্জন্য সকলের সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত, এরূপ কার্য্য, সকলের চেষ্টা ব্যতীত কখনই সুসম্পন্ন হয় না। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিঃস্বার্থভাবে এরূপ সৎকার্য্যে আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তদনন্তর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করেন। এলাহাবাদের একজন প্রধান ব্যক্তি বাবু গয়াপ্রসাদের মৃত্যুতে তিনি অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর সিবিল সার্ব্বিসের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন গবর্ণমেণ্ট উক্ত পরীক্ষার্থীদিগের বয়স হ্রাস করিয়া ভারতবাসিদের প্রকারান্তরে উক্ত পদ হইতে বঞ্চিত করিতে বসিয়াছেন। ভারতেশ্বরী যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন সেই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট উপস্থিত হইব, এবং তাঁহাকে বলিব যে যদি উক্ত ঘোষণা পত্রের কোন অর্থ থাকে এবং যদি তাঁহারা তদনুযায়ী কার্য্য করিতে আর্য্য হন তাহা হইলে কি জন্য ভারতবাসীদের সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশের রুদ্ধ করিতেছেন। আর যদি সেই ঘোষণাপত্র, অসার এবং অসারের সুখ হয় তাহা হইলে যে বিষয় আমাদের পাই করিয়া দিলে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি, এরূপ কথা

প্রয়োজন নাই। তৎপরে কোন প্রয়োজন নাই, তৎপরে তিনি বলেন যে যদি আমরা আমাদের অধীনে বিদ্বদ্বৃন্দের এই কার্য্য করিতে পুনঃ পুনঃ আন্দোলন আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে কোন কাজ সিদ্ধ হয় না। তিনি সকলের চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া দেখাইলেন, ইংরাজ সংরক্ষণী সভা বিরূপ দর্পের সহিত আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়া লইল এবং তৎসঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে কিরূপ কণ্টক নিক্ষেপ করিল। কোন বিষয় সভা সমিতি করিয়া সমস্ত আন্দোলন করিলে কি ফলোদয় হয় তাহা উক্ত সভা আমাদের যথাযথরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে বলিতে হয় যে অধিবেশন আন্দোলন চিরস্থায়ী কোন কার্য্য সুফলপ্রসূ হয় না। এই সকল আন্দোলনে অনেক বিষয় অর্থসাপেক্ষ। ভারতে ২৫ কোটী লোকের বাস, ইহাদের যদি এক সপ্তাহের উপার্জ্জন করিয়া উহা যেন তাহাদের হইতে কর গৃহীত হইতে পারে। তাহা হইলে উহার পরিমাণ সংগ্রহের চেষ্টা হইতে পারিল। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে সেই সভাস্থলে সকলে প্রায় এক সহস্র টাকা দিবার জন্য আপনার নাম লেখাইলেন।

পাইওনিয়রের দিন দিন বাঙ্গালিদের প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। উক্ত সংবাদপত্র যেন বঙ্গবাসীদের চিরশত্রু হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের সকল কার্য্যেই দোষ দেখিয়া থাকেন এবং সর্ব্ব মুখে সেই দোষ ঘোষণা করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। গত ১৫ ই চৈত্র পাইওনিয়রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখা গেল, অমৃতবাজার পত্রিকার "কবের অভ্যুদয়" প্রস্তাবের দোষ কীর্ত্তন করিতে গিয়া বাঙ্গালিদের কেবল অসারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, মুসলমানের স্বাধীনতা লোপসময়ে হিন্দু বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন এবং উক্ত আইন রহিত পুনঃ প্রচলিত হয় তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে প্রকারান্তরে উপদেশ দিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় পাইওনিয়র কিরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার নমুনায় স্বরূপ নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম "In tone it is a faithful representative of that large class of pleaders hungry graduates and unsuccessful office seekers which is a characteristic feature of Bengal whose presence makes the task of administration in that province, perhaps not exceptionally difficult, but at any rate extremely unenviting and thankless"

গত ১৭ ই শনিবার অপরাহ্ণের সময় এলবার্ট হলে বাঙ্গালী ক্রিকেট খেলা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। বেলা ৪ টার সময় খেলা আরম্ভ হইবার কথা ছিল। আমরা ৪ টার সময় সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে ৪ টা বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু খেলা আরম্ভ হয় নাই। ৪॥০ টার সময় খেলা আরম্ভ হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সমবেত সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রন্থকার এখানে কমিশন সেলে পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

ম্যা চ

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত কৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পত্রিকা আনিয়া বিজ্ঞাপনের অধিক মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০ আনা। ।০ আনার ন্যূন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতা আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ ডাক্তার ও কেমিষ্ট বিনা।

এই ঔষধটী বৃহদাকারে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা বায়ু সকল প্রকার প্রমেহ এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতা আশুফলপ্রদ আরোগ্য হইতেছে। ২১ দিনের মূল্য ৫ টাকা। ভিঃপিঃ যাবতপত্র পাঠান যায়।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ।

অর্থাৎ যাহাদিগের কল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় তাহাদিগের ২১ দিনের ঔষধের মূল্য ৩ টাকা।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সেন কবিরাজ।
কাশী, কালিয়ার ভগবাটী।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থ।

ভাব প্রকাশের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক মাশুল সহ মূল্য ১৸৵০। এই গ্রন্থের ১ ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে এদেশের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রসমূহের সম্পাদকেরা মুক্তকণ্ঠে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তক কেবল ২৭ নং কলেজষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীদুর্গাচরণ রায়—ম্যানেজার।

অব্যর্থ মহৌষধ।

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন।।।

ইহা বেশীর কতিপয় উদ্ভিজ্জ ভাবীত কিছুই নয়। ইহাতে রক্তাধাশয়, সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, যকৃৎ-রোগ, অজীর্ণ ও অম্লশূলজনিত পেটের পীড়া নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৬ পুরিয়া এক টাকা প্যাকিং ৵০। অর্শরোগের অব্যর্থ ঔষধ। ৭ দিবসে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য ৪ই টাকা প্যাকিং ।০। আরোগ্য না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অবশ্যই সাক্ষী ব্যবস্থা দেওয়া যায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রিটায়ার্ড চন্দননগর বুড়া শিবতলা

(ডাক্তার ঘোষকৃত।)

গোদ, জলঘোষ ও অণ্ডবৃদ্ধির গের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু-শোষক—ইহাতে গোদ ও জলঘোষ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং স্থানে স্থানে চর্ম্ম অসাড় হইলে এ ঔষধে তাদৃশ ফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ৸০।

পীড়ানুশ—ইহাতে অণ্ডবৃদ্ধি নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ অত্যন্ত পুরাতন হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২৸০।

এই দুটী ঔষধে পারা ইত্যাদি কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা ৫৩ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার ঘোষের বিদ্যার্থীর চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

ডাক্তার শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়ের

অম্লনাশক চূর্ণ।

ও

অম্লশূল সংহারিণী সুধা।

উক্ত ঔষধদ্বয় কতিপয় বেদীর উপাদানে প্রস্তুত, দূষিত বা বিষাক্ত দ্রব্য বর্জ্জিত।

অম্লনাশক চূর্ণ—অম্লরোগ যে কোন উপসর্গ বিশিষ্ট হউক না কেন এই ঔষধ নিয়মমত সেবন করিলে আরোগ্য স্থির নিশ্চয়। এ পর্য্যন্ত যত রোগী এই মহৌষধ সেবন করিয়াছেন সকলেই অম্লব্যাধি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সম্যক সুস্থ হইয়াছেন। মূল্য ১ প্যাকেট ।৵০, ১ ডজন ৩।০। ১ হইতে ৬ প্যাকেটের প্যাকিং ৵০, ৬ ছাড়া মাশুল ।০ আনা।

অম্লশূল সংহারিণী সুধা—বেদনা বধিবার পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারিয়া যিনি অনুপানে সেবন করিবেন তাঁহাতে জলসেচনের ন্যায় কার্য্য করিবেক। এই ঔষধ ব্যবহারে যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অসংখ্য অসংখ্য পীড়িত ব্যক্তি ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ এই দুই ঔষধ অম্লরোগের অমোঘ ও অব্যর্থ। এই ঔষধ কেবল অম্লজনিত শূল বেদনা নিবারণার্থ সেবনীয়; কিন্তু অম্লব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভার্থ বিরামাবস্থায় অম্লনাশক চূর্ণ নিয়ম মত ব্যবহার করিতে হইবে। মূল্য ১ শিশি ১।০ প্যাকিং ।০ ডাক মাশুল ৸০ আনা। ১ ডজন ১২ টাকা।

ঠিকানা অনুসন্ধান ডিস্পেন্সরি পল্লপুকুর ধর্ম্মতলা পুর কলিকাতা।

"কনক-নলিনী" এবং "সরোজ-বাসিনী।"

(মনোহর উপন্যাস)

এই মনোহর উপন্যাসদ্বয় স্ত্রীলোকদিগকে সচ্চরিত্র ও পাতিব্রত শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিনী; সোমপ্রকাশ ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে ক্যাশিং লায়ব্রেরীতে, চীনেবাজার পল্লপুকুর মাধব ঘোষের দোকানে ও কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে পাওয়া যায়। মূল্য প্রত্যেকের এক এক টাকা।

সটীক সানুবাদ মনুসংহিতা।

মূলশ্লোক কুল্লুক ভট্টের টীকা ও সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক ৺ তারাচন্দ্র শিরোমণি কৃত বঙ্গানুবাদ সম্বলিত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইতেছে। আকার রয়েল ৮ পেজী ৬ ফর্ম্মা, উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা, মূল্য চারি আনা। ১৬ খণ্ডে পুস্তক সম্পূর্ণ হইবে। অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা। মফস্বলে আট আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

নবম লাইব্রেরী
১১৮ নং চিৎপুর রোড
কলিকাতা।
} উপেন্দ্রনাথ বসু
প্রকাশক।

দামোদর বাবুর উপন্যাস-গ্রন্থচতুষ্টয়।

ভূবিখ্যাত উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই চারিখানি অদ্ভুতরস্থই, নূতন

উপন্যাস	আদল মূল্য
(১) রাজসিংহ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	১৷৷০
(২) ছইভগ্নী (সামাজিক উপন্যাস)	১
(৩) কমল-কুমারী (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	১৷৷০
(৪) মা ও মেয়ে (সামাজিক উপন্যাস)	১৷০

১লা বৈশাখ হইতে আগামী ৩১ এ আষাঢ় পর্য্যন্ত ডাকমাশুল সমেত ২৷০ টাকায় বিক্রীত হইবে; লোক দ্বারা লইলে ২৷০ মাত্র। সেই টাকা দিতে হইলে প্রত্যেক পুস্তকের অর্দ্ধ মূল্য ও ডাকে পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে প্রতি পুস্তকে এক আনা করিয়া স্বতন্ত্র ডাকমাশুল দিতে হইবে।

গ্রন্থপ্রেমিকগণ নিম্নলিখিত ঠিকানার মধ্যে নিজ বাটীর নিকট যে কোন ষ্টেসনে মূল্য পাঠাইলে উপন্যাসগুলি পাইতে পারিবেন। ষ্টাম্প পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় ৵০ বাট্টা লাগিবে।

১১৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।
} শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতযন্ত্রস্থ পুস্তকালয়

সচিত্র নূতন পুস্তক।

যিনি বিশুদ্ধ প্রণয়ের রহস্য-বিষয়ক ছবি দেখিতে চাহেন তিনি এই পুস্তক নীঘ্র ক্রয় করুন।

রাজলক্ষ্মী—আদর্শন।

(পাঁচ খানি অতিরিক্ত ফোটোর মূল্য সহিত।)

মূল্য ১৷০ আট আনা মাত্র ডাক মাশুল অতিরিক্ত।

ঐ দামের মধ্যে লইলে ১৷০, অমূল্য ৷৷০ আনা।

সংবাদপত্রের সমালোচনা হইতে।

"রাজলক্ষ্মী আদর্শন—পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্তা এখনো [illegible]

উপন্যাস লিখিতে আমরা অতি অল্প লোকই দেখিয়াছি। উপন্যাস লেখক হইবার যতদূর ভাব থাকা আবশ্যক তাহা আমাদের বিবেচনায় যে পাষাণময় পাঠকের হৃদয়কেও আকর্ষিত করিবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্ত্তা এখন একটী নবযুবকের লইয়া যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া যদিও আমরা তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সাহস করিতে পারি না।" ইংলিশম্যান ৭ই বৈশাখ ১২৯১।

Rajlakhi Adarshan is an anonymous production of evident of a young gentleman who has had a bitter domestic mishap in having lost a beloved wife from the effects of a difficult labour. It would seem to our unknown author has made his debut in the book before us, and we must say he has done creditably well. We observe in it distinct traces of a promising genius akin to Poet Beattie's. Those who have read Babu Chunder Sikhar Mookerjee's Praym a work of some repute in Bengali literature will not fail to find in the book before us a decided improvement in writing poetic prose. Indian Empire of 20th April.

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। কলিকাতা—১১৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী।

২১ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক এবং নানাপ্রকার নাটক ও উপন্যাস সুলভে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে:—

ঐ বনমহোৎসব ৷৷০, ভেরেণ্ডা প্রথমভাগ ৷৷০, Durgas Nandini or The Chieftain Daughter ১৲, দেবী চৌধুরাণী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত) ১৲, একে বলে কি? পাকা রাঁধুনী ৷৷০, হাসতে হাসতে ৵০, বঙ্গ মহিলা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০, বেথুন বালিকা ৵০, ছেলেপড়া ১৲, পাখাবলী ১৲, বিদ্যাসুন্দর পদ্য ১৲, পাঁচ পাগলের ঘর (প্রহসন) ৷৷০, শীহারিকা ৸০, আদর্শ লিপি ৵০, বর্ণপরিচয় ১ম ১৵০, ভাগিনেয় ৷৷০, উর্দ্দু উপদেশ ১৲, কবিতা কুসুমাবলী ১৲, বালিকা সাধন সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের উপদেশ ১৷০, বিচিত্রোপাখ্যান ১৲, ভাল বাসা ৸০, প্রকৃতিবিজ্ঞান অভিধান ৷৷০, সরল অভিধান ৷৷০, সীতার বনবাসপরিচ্ছেদ ১৵০, রাজপুত কুসুম ৸০, বাঙ্গালা মেদিনী মানচিত্র ১৷৷০, Half hour with Nature ৷৷০, Antient world & Modern world ২৷৷০, Speeches of Lord Ripon ১৲, A colander, (For ascertaining any day of the week for any given time within the present century ৷৷০, Students guide ৷৷০ সকলের ৵০, বাঙ্গালার ৷৷০, ইংরাজীর ৵০, ইংরাজীর অর্দ্ধেক ১৲, ইংরাজীর অর্দ্ধেক ১৲, ইংরাজীর অর্দ্ধেক ১৲

সোমপ্রকাশ।

৪৮ ভাগ। "ধর্ম্মেণাপ গমঃ প্রশস্তমিতরে বাধ্যন্তি: সংস্কৃতী মুক্তিশ্চাপ্যনয়া ন দীয়তমা।" ২৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১৮ টাকা। মাসিক মূল্য ১৫ এক টাকা। } ১২৯১ সাল। ২১ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮৪। ২ রা জুন। { অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫১০, অনগ্রহ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সটীক সানুবাদ [illegible]

[illegible] সটীক ও সবঙ্গ অনুবাদক, যদি [illegible] সম্বলিত খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড ডবল ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা, উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা, মূল্য প্রতি আনা। ১৬ খণ্ডে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে। অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা। মফস্বলে আট আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

নবরত্ন লাইব্রেরী ১৬৮ নং চিৎপুর রোড কলিকাতা। } উপেন্দ্রনাথ নন্দ প্রকাশক।

অদ্য দুই বৎসরে ন্যূনাধিক ২০০০ সহস্র ব্যক্তির ও ৬ জন উপযুক্ত ডাক্তার এবং দুই জন উপযুক্ত কবিরাজের প্রশংসাপত্র পাইয়া

মোহনাশক অমৃতবিন্দু।

যথার্থই অমৃত মাত্রেক শীঘ্রকরা সম্পায়ক ক্ষমি-[illegible] প্রভাত অর্দ্ধ বোতল সেবনে যে কঠিন ধাতু দৌর্ব্বল্য, [illegible] যে কারণেই হউক না কেন, আরোগ্য হইবে। প্রতি শিশি মূল্য ১৫০।

পারদাদ্যক অমৃতবিন্দু।

[illegible] ডাক্তার [illegible] ও [illegible] সেবনে [illegible] প্রতি শিশি ৩, মাশুল [illegible]

শ্রীযুক্ত হরলোচন বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵৹	৵১০
২ য় ভাগ	৵৹	৵১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵৳	৵১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিশেষর বিলাপ	।৹	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৵৯০ লাগিবে।

শ্রীকুপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কয়মাসের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোনারগাঁও ডাকঘরের অধীন ব্রহ্মকিশোরের প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার পরে প্রবন্ধের [illegible] তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৯০ সাল ১ লা চৈত্র } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা। ব্রাহ্মড়িপোতা সোনারগাঁও ডাকঘর ঢাকা পরগণা।

প্রেরিতপত্র।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা।

এই বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেমন কোন কোন অংশে ইহার উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ নানা বিষয়ে ইহার দুর্গতিও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বের অপেক্ষা এক্ষণে এদেশের অবস্থা যে নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই; এক্ষণে এদেশের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলে নানা জাতীয় শোভা ও সৌন্দর্য্যের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক প্রকার উন্নতির ভাব ও নয়নগোচর হয়। এখন এদেশে সুরম্য অট্টালিকারও অভাব নাই, সুপ্রশস্তিত রাজপথেরও অপ্রতুল নাই, ছত্রী অশ্ব শকটাদি বহু প্রকার যান বাহনের অল্পতা নাই এদেশের যে সমস্ত প্রদেশ ভূরি ইতিপূর্ব্বে ঘোর অরণ্যে আবৃত ছিল, এক্ষণে সেই সমস্ত ভূমিতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জনপদ স্থাপিত হইয়াছে। যে স্থানে অরণ্যবাসী হিংস্র পশুদিগের আধিক্যে বা জ্ঞানহীন অসভ্য লোকের দৌরাত্ম্যে দিবাভাগেও লোকে গমনাগমন করিতে শঙ্কিত হইত, অধুনা এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল স্থানে রজনীযোগেও নিঃশঙ্কে ও নির্ব্বিঘ্নে বহুব্য কুলের গমনাগম হইতেছে। আজ কাল কেবল এ দেশের প্রধান প্রধান নগর ও প্রধান প্রধান গ্রামেই

যে জ্ঞানি ও বিদ্যার প্রচার হইয়াছে এমত নহে, অদ্যাপি অপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামবাসী লোকের সন্তানেরা সন্তুষ্টিজনক জ্ঞানরূপ নির্ম্মল সূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশের যে সমস্ত নদীতে দীর্ঘকালের মধ্যে একখানি সামান্য তরণী দৃষ্টি হইত না, অধুনা সেই সকল নদীতে নৌকাশ্রেণী সদা অনবরত শোভিত দেখা যায়, এবং সেই সকল নদীর মধ্যে কোন কোন নদীতে অন্যান্য শিল্প জাত সম্পন্ন বাষ্পীয়পোতের পতাকা ও উড্ডীয়মান দেখা যায়। পূর্ব্বকালীন বঙ্গবাসিগণ যে সমস্ত দূর দেশের নাম শ্রবণ করেন নাই এবং দূরস্থ সাগর পরিবেষ্টিত যে সমস্ত দ্বীপ অবলোকন করেন নাই, এক্ষণে সেই সমস্ত দেশের ও সেই সমস্ত দ্বীপের মনুষ্য আসিয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং সেই সমস্ত দ্বীপোৎপন্ন দুর্লভ দ্রব্য সকল বিক্রয়ার্থ বঙ্গবাসীর দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইতেছে, বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান বিপণিতে বিদেশীয় বিচিত্র প্রকার লোমজ ও পট্টজ বহুমূল্য বস্ত্রাদির কোন অভাব নাই এবং নানা জাতীয় বাদ্যের ও গায়নের সুচারু গৃহসজ্জাদি প্রাপ্ত হওয়া কঠিন নহে। পূর্ব্বকালীন প্রধান প্রধান ভূপতি গণের সভায় যে সমস্ত শিল্পজাত সামগ্রীর সন্নিবেশনার্থে কঠিন ছিল এক্ষণে এতদ্দেশের সামান্য লোকদিগের ভবনেও তদ্যোগিক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সমধিক সৌভাগ্যের সময় তাহার যেরূপ শোভা বৃদ্ধি না হইয়াছিল এক্ষণে বঙ্গভূমি তদপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। যে বাষ্পীয় রথের লোহবর্ত্ম এতদ্দেশীয় পূর্ব্বকালীন লোকে মনে কল্পনা করেন নাই, এক্ষণে বঙ্গদেশবাসী আপামর সাধারণ লোকে সেই রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদা গতায়াত করিতেছে, এবং যে অদ্ভুত তাড়িত বার্ত্তাবহ পূর্ব্বকালীন লোকে সন্দর্শন করিলে বোধ হয় দেবকীর্ত্তি বলিয়া মনে করিতেন, আজ কাল বঙ্গভূমির নানা স্থানে সেই তাড়িত তার সঞ্চালিত হইয়া রহিয়াছে। যে বাষ্পীয়রথ সাংসারিক দুঃখ হরণের এক প্রধান উপায়, যে যন্ত্রের সাহায্যে বহুসংখ্যক মনুষ্য অনেক প্রকার দৈহিক শ্রম হইতে মুক্ত হইয়া অক্লেশে সংসারের কার্য্যোপযোগী বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে, এবং যে মুদ্রাযন্ত্র সাধারণরূপে বিদ্যা প্রচারের একমাত্র উপায়, যাহার সহায়তাক্রমে এক দিবসের মধ্যে সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়া সহস্র স্থানে প্রচারিত হইতে পারে, এতদ্দেশে উক্ত বাষ্পীয়রথ ও মুদ্রাযন্ত্র বাপ্ত হইয়াছে। এখন আর এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণকে পূর্ব্বের ন্যায় কোন তন্তুবায় প্রস্তুত উৎকৃষ্ট প্রস্তরময় বস্ত্রের প্রতি নির্ভর করিতে হয় না এবং

বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া প্রত্যহ প্রচার হইতেছে না। এতদ্ভিন্ন এদেশে বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের বিচিত্র প্রকার আধিক্যের অভাব নাই এবং স্থানে স্থানে ইহার অভাব নাই, ইচ্ছা করিলে প্রত্যেকেই ইচ্ছানুরূপ ছাপাইতে পারেন। অধুনা এদেশে যেরূপ নানাপ্রকার সুখভোগের উপায় হইয়াছে, সেইরূপ কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়েও শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের অর্থ অবগত বা বোধগম্য হওয়া লোকের পক্ষে অতিশয় কঠিন ছিল ও যে সমস্ত তত্ত্ব দুই একজন অসাধারণ ব্যক্তির হৃদয়ে নিহিত ছিল এবং যে সকল বিজ্ঞানের কথা অতীত বয়স্ক প্রবীণ পণ্ডিতদিগের রসনাগ্রে হইতেই নিঃসৃত হইত, এক্ষণে এদেশের নানা স্থানে নানা লোকের নিকট হইতে সেই সকল জ্ঞানতত্ত্বের কথা শ্রবণ করা যায়। জ্ঞানতত্ত্বেরও কোন প্রসিদ্ধ নগর বা গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া যখন তরুণ বয়স্ক বালকগণের সহিত আলাপ করা যায়, তখন প্রায় তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশের নিকট হইতে সুগভীর জ্ঞানতত্ত্বের কথা শ্রবণ সুখী হওয়া এবং নব্যসম্প্রদায়ী বালকগণের মধ্যে অনেককেই কোন না কোন প্রকার জ্ঞানতত্ত্বে উৎসুক দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার বাহ্য শোভা ও বাহ্যসুখের বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর করিলে আপাততঃ অনেকেরই মনে হইতে পারে যে অধুনা বঙ্গভূমি বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছেন, কিন্তু যিনি অনুসন্ধান করিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ও চিন্তাসহকারে একবার দৃষ্টি পাত করেন তিনি দেখিবেন, যে অধুনা বঙ্গভূমিকে নানা প্রকারে বাহ্য শোভায় শোভিত দেখাইতেছে, সেইরূপ অন্যান্য সহস্রপ্রকার আন্তরিক ভাবে তাঁহার ক্ষীণতার চিহ্ন হইয়াছে। তিনি যেমন এক দিকে উন্নতির লক্ষণ দেখিবেন, সেইরূপ অন্য দিকে সহস্র প্রকার অবনতির চিহ্নও দেখিতে পাইবেন। তিনি দেখিবেন যে উহার একটি [illegible] অঙ্গের ভাব অনুভূত হইতেছে, সেই [illegible] শোকাসন্ন উন্মূলিত হইয়া অন্য [illegible] অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, এবং উহা আপনার অবসন্নতাবশী নিপতন নিবারণ করিয়া বিষণ্ণ বদনে স্থিরভাবে হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতরূপে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে, উহার অবশ্য দিন দিন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে এবং অন্তরে অন্তরে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। অন্নাভাবে জীর্ণ শরীরকে উৎকৃষ্ট ভূষণে সুসজ্জিত করিলে তাহার যেরূপ শোভা হয়, বর্ত্তমান ভাবে বঙ্গদেশের সেইরূপ অবস্থা

হইয়াছে। যখন বঙ্গদেশবাসী অধিকাংশ লোক শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে এবং দিন অন্নাভাব ক্রমে ভয়ঙ্করূপ ভীষণ হইয়া আসিতেছে, যখন বঙ্গদেশের প্রতি গ্রাম প্রতি পল্লী ও প্রতিবেশের নিকট হইতে অনবরত দুঃখব্যঞ্জক আর্ত্তনাদের বিলাপধ্বনি শ্রবণ করা যাইতেছে, যখন বঙ্গবাসী সুকৃতি মনুষ্যগণ বিদেশীয় এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনবরত প্রপীড়িত হইতেছে তখন এ কালে চক্ষুকর্ণ রুদ্ধ না করিলে আর কোন ক্রমে বঙ্গদেশকে সম্পূর্ণরূপে উন্নতিশালিনী বলিয়া গণনা করা সঙ্গত হইতে পারেনা। বঙ্গদেশ চিরদিন যাহাদিগের বাসস্থান এবং সেই দেশের বঙ্গফলোৎপন্ন শস্যাদি উপভোগ করিয়া যাহারা পুরুষানুক্রমে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তাহারা যে এক্ষণে কি অবস্থায় অবস্থিত তাহা একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই অনুভূত হইবেন। যথার্থরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে কি বৈষয়িক সুখ, কি রাজনৈতিক সুখ, কি মানসিক শান্তি কি শারীরিক স্বচ্ছন্দতা, বঙ্গবাসী ইহার মধ্যে কোন সুখের সুখী নহে। যাহারা কেবল দুই চারিজন লোকের সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেশের শুভাশুভ বিষয়ের আলোচনা করেন, এবং যে সমস্ত ব্যক্তি আধুনিক নব্যসম্প্রদায়কে ইংরাজদিগের বেশভূষা ও আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিয়া আনন্দিত হন তাঁহারাই বলেন যে বঙ্গদেশের উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তি বঙ্গদেশের অন্তরঙ্গী সমস্ত পল্লীগ্রামস্থ লোকের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া রেখেন এবং যাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত বসিয়া নিয়ত তাঁহাদিগের প্রকৃত অবস্থা অবগত, তাঁহারা কখনই বলিতে পারেন না যে বঙ্গদেশের অবনতি ভিন্ন অন্য কোন অংশে উন্নতি হইয়াছে। যদি ভিন্ন অধীনত্বকে সম্পদ বলিয়া গণনা করা সঙ্গত হয়, যদি অনশনাবস্থায় দিনযাপন করাকে উন্নতির লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত করা হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান বঙ্গবাসীগণ সুখী ও সম্পদশালী বটে।

অধুনা কলিকাতা প্রভৃতি কোন কোন প্রকাশ্য স্থানের কতিপয় ব্যক্তি যেরূপ উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় বাস করিয়া উত্তমোত্তম উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া সুচারু পরিচ্ছদ ধারণ ও সুখকর যানবাহনে আরোহণ করিয়া কথঞ্চিৎ সুখী, সেইরূপ পল্লীগ্রামের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি উপযুক্ত অন্নাচ্ছাদনের অভাবে বিকটাকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কন্যার মধ্যে সুন্দরী যেরূপ অপর অসুন্দরীগণকে উৎপীড়ন করে, বঙ্গদেশের ও দুর্ব্বল বঙ্গবাসীর সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। এ দেশীয় মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, ইহারা কোন বিষয়ে প্রবলতা প্রকাশ করিতে অসমর্থ, কিন্তু দুর্ব্বলেরা ইহা

[illegible] করিতে [illegible] করিতে [illegible] করিতে [

না-অকলের নিকট কোন নীলকর সাহেবের অধিষ্ঠান হয় তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অধিকাংশ ভূমিতে নীলের চাষ হইয়া থাকে। সাহেবদিগের লাভলোভে কৃষকদিগকে আপনাদিগের ধান্যাদি প্রয়োজনীয় শস্যের ভূমিতেও নীল-বীজ বপন করিতে হয় এবং সাহেবেরা স্বীয় বলেও অনেক দুর্বল লোকের চিরস্থায়ী ভূমি গ্রহণ করিয়া তাহাতে নীল-বীজ বপন করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের মধ্যে নীলচাষের বিস্তার অন্যান্য দেশের কৃষকগণের সুখবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগের যন্ত্রণার আর অবধি নাই। দুরন্ত নীলকর সাহেবদিগের অসঙ্গত দৌরাত্ম্যে পল্লীগ্রামস্থ স্বাধীন কৃষকেরা এখনও পর্য্যন্ত যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা শুনিলে হৃৎকম্প হয়। সম্প্রতি ধান্যাদি অন্যান্য শস্যের ভূমিও তাঁহারা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অনেক সাহেব সুন্দরবন আবাদ ও অন্যান্য স্থানের লক্ষাধিকী ধান্যের ভূমি লইয়া নিজ ভোগে ধান্য উৎপন্ন করিতেছেন; যে স্থলে ধনী ও সবল ইংরাজ হাত হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে স্থল হইতে এদেশীয় দুর্বল লোকেরা আপনা হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। এই সমস্ত কারণে বঙ্গদেশে অন্য প্রদেশ অপেক্ষাতে লোকে যে বিশেষ-রূপ ভোগ করিতেছে ইহা বলা বাহুল্য।

অন্নাভাবে অধুনাতন বঙ্গদেশীয় লোক যেমন বিজাতীয় দৈবঘটিত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সেইরূপ অসহ্যপ্রায় মানা অত্যাচারে এদেশীয় লোকের শারীরিক দুর্দ্দশাও উপস্থিত হইয়াছে। যে জাতির পরিশ্রম করিলে দুর্বল বঙ্গবাসীর শরীর সুস্থ থাকিতে পারে এক্ষণে তাহার দুই বা তিনগুণ অধিক পরিশ্রম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। কি বিষয়ী লোক কি বিদ্যা-ব্যবসায়ী ভাক্তার এবং শিক্ষকাদি, কি ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীর সকলেই সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া শীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন। যে সময়ে ও যে পরিমাণে পরিশ্রম করিলে এদেশীয় লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না, অনেকে সে নিয়মে ও সে পরিমাণে কার্য্য করিতে পায় না। বঙ্গদেশ স্বভাবতঃ উষ্ণ স্থান, এখানে উষ্ণ সময়ে কঠোর পরিশ্রম করিলে শরীর সুস্থ থাকা কখনই সম্ভব নহে; কিন্তু এদেশীয় অধিকাংশ লোককেই সেই উষ্ণ সময়ে কার্য্যকর্ম করিতে হয়। ইংরাজ জাতি আপনাদিগের প্রকৃতি অনুসারে প্রাতঃকালে আহার করিয়া মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিবার পদ্ধতি করিয়াছেন, সুতরাং এদেশীয় লোকদিগকেও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইতেছে। বিশেষতঃ এই সময়ে এদেশীয় ধনিদিগের বাণিজ্য-ব্যবসায় কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে প্রাতঃকালে অনেক কাল কার্য্য করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে রোগের আধিক্য না হইবে কেন? শীতপ্রধান দেশীয় ব্যবসায়ী ইংরাজ

উক্ত নিয়মে ও যে পরিমাণে পরিশ্রম করিয়া শরীর ধারণ করিতে পারেন, ধার্ম্মিক হিন্দুগণ বা বাঙ্গালিগণ তাহা কখনই অবলম্বন করিতে পারে না।

এ বঙ্গীয় লোকের দ্বারা অর্থলোভে ও অন্য চিন্তা নিবন্ধন ভয়ানক কার্য্য হইয়াছে। কোন অপরিচিত স্থানে গেলে [illegible] ইংরাজগণ প্রায় প্রকাশ্য [illegible] সুদক্ষতার সহিত নির্ম্মল আরোগ্য করেন কারণ তাঁহারা ঔষধ সেবন করেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণ [illegible] অনুরূপ, ইহার কারণ একে অভ্যাস [illegible] তাহাতে অধিকতর পরিশ্রম, আহারে তাদৃশ, সুতরাং পরমায়ু ক্রমেই হ্রাস হইয়া থাকে। বাঙ্গালী বিদ্যোপজীবী নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থকায় সবল লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অধুনাতন বঙ্গবাসীগণের আয়ু ৩০। ৬০ বৎসর অতিক্রম করে না, কিন্তু পূর্ব্ব হইলে অধিকাংশ ব্যক্তির বার্দ্ধক্যের চিহ্ন লক্ষিত হইত, ইউরোপীয় অধিবাসীর প্রাচীন ব্যক্তি যত পরিশ্রম করিতে পারে এ দেশীয় দ্বিপঞ্চাশবর্ষীয় যুবাপুরুষও সে প্রকার শ্রম করিতে পারে না। ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই শরীরের মাংস লোলিত হইয়া যায়। বাল্যকাল গত হইয়া যৌবন প্রকাশ পাইতে না পাইতেই বার্দ্ধক্যের উদয় হয়, এবং সহস্র ব্যক্তির মধ্যে ৩ জন দীর্ঘায়ু বা ধীর যৌবন ভোগ করে কি না সন্দেহ। অতি অল্প বয়সে ইহাদিগের [illegible] যৌবনের অন্ত হয়। বীর্য্যাভাবে বঙ্গবাসী কোন বিষয়েই প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন না, নানা অনিয়ম প্রচার কারণে আজ কাল অনেকে পৌরুষবান হইতেছেন সত্য কিন্তু ব্যভিচার ভাব গ্রহণ করিলেই দেখা যায় এতদ্দেশে অনেক নিয়তকাল প্রতাপবান আছেন, বীর্য্যাভাবে কেহ বা আপনার বংশ ত্যাগ করিতেছেন।

যে দেশীয় মনুষ্যের দৈহিক অবস্থা এতাদৃশ শারীরিক প্রকৃতি এরূপ দুর্বল সে দেশের [illegible] অতীব দুরূহ। যাহারা অহর্নিশায় [illegible] তাহারা কি আর কোনরূপ মহত্ত্বের বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া বা কোন অসাধারণ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারেন? লোপ্রকার লোক দ্বারা দেশহিতকর মহদনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার আশা করা যায় না। বহুদূরে ভারতের যেরূপ আয়া লোভায় লোভিত হইয়াছে [illegible] অপেক্ষা আরও শত গুণ লোভিত হয় তাহাতেও

পাঠক দেশীয় লোকের আকৃতিতে, ও চেষ্টাতে অসাধারণ উন্নতি না হইবে সে পর্য্যন্ত কোন মতে উন্নতি বিশেষ বৃদ্ধি হইবে না। দেশীয় লোকের অবস্থা উন্নতি না হইলে কখনই সে দেশের উন্নতি হইতে পারে না। [illegible] যেমন ইংলণ্ডে [illegible] এক্ষণে উন্নত হইয়া থাকিবে বিজিত দেশীয় বলিয়া অনুভূত হইতেছে সেইরূপ, ইংরাজ সুখস্বচ্ছন্দের সন্তানগণের সহিত তাবাদি বিবিধ বীর্য্য বিকাশে মুহূর্মুহু পরাস্ত হইতেছেন। যিনি [illegible] এক্ষণে এই পরাধীন বঙ্গরাজ্যের [illegible] করিবেন, তিনি দেখিবেন তাঁহার সন্তানের [illegible] তাঁহার নিকট হইতে অবিরত শোক ও নির্ব্বেদ হইতেছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন গুপ্ত।

জামালপুর।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

খোঁড়াতাই এবার যে একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহাতে নূতন বিশেষ কিছু দেখিলাম না। কুকুরের মধ্যে এই ঈশ্বর প্রথম মনুষ্যকে (আদমকে) আপনার সাদৃশ্যে আধ্যাত্মিকভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে সে পাপদ্বারা সয়তানের মন্ত্রণায় আত্মা নষ্টই করিয়া পাপে পাপিষ্ঠ ও বিকৃতি হইয়া যায়। ইত্যাদি। ঈশ্বর মনুষ্যকে আধ্যাত্মিক ভাবে সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। সয়তান কি ঈশ্বর অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাপন্ন? সয়তান ও তিন প্রকৃতি কতকগুলি ভূতের আদীক গল্প বাইবলে আছে। এই মিথ্যা বাইবলকে ঈশ্বরের অভিব্যক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

পত্রপ্রেরক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ তর্কবত্ন যে বিষয় পত্র লিখিয়াছেন, তাহা বহুবার হইয়া উহা অপ্রকাশ রেখুন, তাহার পত্র ফিরে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিবেন।

সোমপ্রকাশ

২১এ শ্রাবণ সোমবার।

[illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] রাজা অধিক, সৈন্য অধিক, প্রজা [illegible] আর কেবল রাজা। সুতরাং [illegible] আর [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

অহে,ইহা তাহার একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সৈনিক বল প্রভৃতি অন্য সকল বিষয়েই রুশিয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রুশ গবর্ণমেণ্টের যেরূপ লোকবল সেইরূপ যদি অর্থবল থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীর উহাঁরাই যে একমাত্র অধীশ্বর হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সময় বড় যাইতেছে রুশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের কল কৌশল ভাল শিক্ষা করিতেছেন, অথ সংগ্রহ করিয়া সঙ্কল্প হইবার যখন চেষ্টা আছে তখন একদিন না একদিন তাঁহারা যে বল সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে আমাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। রুশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ যুদ্ধের সময়ে ৩১০০০০০ সৈন্য রণস্থলে উপস্থিত করিতে পারেন। অধিকন্তু তাঁহার এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ অশ্ব রোহী যোদ্ধৃপুরুষ প্রজাও তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু এরূপ যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উদ্ধ সংখ্যা ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ১ শত ২১ জনের অধিক সৈন্য বাহির করিতে পারিবেন না। এই অল্পসংখ্যক সৈন্য রুশের অগাধ সৈন্যের সহিত কতক্ষণ যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারে। স্বীকার করিলাম ইংরাজ ও এদেশীয় সৈনিকের রুশের অপেক্ষা রণনিপুণ কিন্তু একজনের উপর দশ জন পড়িলে একজন কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়? রুশের সৈন্যবল প্রবল ছিল বলিয়াই তাঁহারা স্বদেশ হইতে সৈন্য আনিয়া তুরস্কদেশ আক্রমণ ও তাহা জয় করিয়াছিলেন।

রুশ সৈন্যগণকে আমরা যতদূর অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করি, তাহারা বাস্তবিক ততদূর অকর্ম্মণ্য নহে। যুদ্ধকার্য্যে রুশ গবর্ণমেণ্টের অনেক দূরদর্শিতা আছে। রাজ্য বৃদ্ধির লোভ নিবন্ধন রুশিয়ার যুদ্ধ লাগিয়াই আছে সুতরাং রুশ সৈনিকেরা অনবরত এই কার্য্য করিয়া পক্কতা লাভ করিতেছে। তবে যে তাহারা দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও তারত আক্রমণে অসমর্থ হইতেছে, ইহার একমাত্র কারণ দুর্গম পথ ও বায়। বিশেষতঃ [illegible] প্রবেশপথ পরিষ্কার না হইলে ভারত আক্রমণ করা সুসাধ্য নহে। রুশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ঋণগ্রস্ত তাহাতে রুশিয়া হইতে এক বারে সৈন্য আনিয়া তুরস্কের ন্যায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করা অসম্ভব; কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাজ্য বিস্তার করিয়া যখন ভারতবর্ষের সীমার নিকটে উপস্থিত ও স্বদেশীয় লোকদিগকে ভারতবর্ষে বাস করাইবেন, তখন ভারতবর্ষ আক্রমণের পক্ষে অনেক সহজ হইয়া আসিবে। রুশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে যুদ্ধ উপস্থিত করিলে এই সকল [illegible] সাহায্য করিবে, সৈন্যদিগের [illegible]

আক্রমণে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ভারতবাসীরা যদি রুশের প্রজার ন্যায় [illegible] বিষয়ানিপুণ হয় তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে রুশ সৈনিকেরা কদাচই ব্রিটীশ সৈনিকের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। সৈন্যের উৎকর্ষই বিজয় লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের একটী প্রধান কারণ, অতএব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সৈন্যবল বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। আমরা অপর সৈন্য নিয়ে দের কথা বলি না, উঁহারা এদেশীয়দিগকে অন্ততঃ স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ইহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিন, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন দিন দিন তাঁহাদিগের বল রুশের অপেক্ষা বৃদ্ধি হইবে। এদেশীয়দিগকে বিশ্বাস ও ইহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে ইহারা [illegible] প্রধান সহায় হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ

[illegible]

কর্ণেল টমসন যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল ছিলেন, তখন তিনি ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট এই ভাবের পত্র [illegible] যে এদেশীয়েরা প্রতিযোগী পরীক্ষা দিয়া সিবিল সার্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইতে না পারেন। বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারি [illegible] সেই প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন। লর্ড লিটন তাহার প্রতিবাদ [illegible] পত্র লিখিয়াছিলেন যে তিনি সেমন ভাবে পত্র লিখেন নাই। এমন উত্তরের বিরুদ্ধ ভাবের [illegible] স্থানে বলার্থ এই একটী প্রমাণ যথেষ্ট [illegible] বিস্তারিত যে কথা বলেন নাই। শ্রীযুক্ত [illegible] মতে হইতে এই [illegible] বিনির্গত হইয়াছে। টাইম্‌সের রিপোর্টারের মতে ও [illegible] বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। লর্ড লিটন [illegible] কথা কহিয়াছিলেন, ইণ্ডিয়ান মিরর তাহার পরের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রমাণ [illegible] তিনি একদা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলরূপ অতি উচ্চ পদে আরূঢ় ছিলেন, তাঁহার এরূপ ব্যবহার শোভমান হয় না। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের যদি প্রভাব বিরূপ হয়ে। [illegible] এরূপ অভিযোগও হইতেছে।

যাহা হউক, লর্ড লিটনকে লইয়া বড় গোলযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের মতে আর এক গোলযোগের উদয় হইতেছে কেবল লর্ড লিটনকেই লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে। তিনিই গোলা ধরা পড়িয়াছেন। এ দেশীয়েরা সিবিল সার্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইয়া ভারতস্থ ইংরাজদিগের উপরে কর্তৃত্ব করেন কোন ইংরাজের এ ইচ্ছা? এই ইচ্ছা থাকিলে [illegible] বিলাতে সিবিল পরীক্ষার্থীর বয়োবৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবে কখন আপত্তি করিতেন না। এ দেশীয়দিগকে ইংরাজের উপরে কর্তৃত্ব করিতে দিবেন না, এই অভিপ্রায়ে কি দেশীয় সিবিল সার্ব্বিস সৃষ্টি করা হয় নাই? যে কোন রূপে এ [illegible] বন্ধ করা কি উহার উদ্দেশ্য নয়? এক ব্যক্তি অন্যের অন্তরের কথা পাঠ করিয়া [illegible] বড় কঠিন। আমরা কোনমতে [illegible], ইংরাজজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করা বড় কঠিন কর্ম্ম। ইংরাজজাতির [illegible] বলিয়া মনে [illegible] আছে। এই অভিযোগ [illegible] কার্য্যে উহার ব্যবহার করিবার ইচ্ছা হয়। অনেক স্থলে সেই উহার ব্যবহারের অনুষ্ঠানও হয়, কিন্তু অনেকস্থলে আমার উহা কার্য্যে পরিণত করা কঠিনবোধ হয়। অনেকস্থলে ঐ উহার ব্যবহারের কাল্পনিকতা কার্য্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। যখন প্রতিযোগী পরীক্ষার প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন উহার সৃষ্টিকর্ত্তারা উদার্য্য অবলম্বন করিয়া সকলকেই তুল্য ভাবে পরীক্ষার অধিকার দিলেন। এবং ২১ বৎসর পরীক্ষার্থীর বয়স নির্দ্ধারণ করিলেন। তখন তাঁহাদের মনেরও এই ভাব ছিল, ভারতবর্ষীয়েরা এত অল্প বয়সে মাত্র সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এত যোগী পরীক্ষাস্থানে সমর্থ হইবে না। বাহিরে উদার ভাব রক্ষিত হইল, অথচ ভারতবাসিদিগকে নিরাশ করা যে অন্তরের উদ্দেশ্য তাহাও সুসিদ্ধ হইল, তাহারা গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, ২১ বৎসর পরীক্ষার্থীর বয়োনিয়মে ভারতবাসিদিগকে পরাভূত করিতে পারিলেন না, তখনি বয়স কমাইয়া ১৯ বৎসর করা হইল।

এখন আমাদিগের বক্তব্য এই, এ দেশীয়েরা ভারতস্থ ইংরাজের উপরে কর্তৃত্ব করিতে না পারেন সকল ইংরাজেরই যখন এই ইচ্ছা, তখন লর্ড লিটনকে লইয়া টানাটানি করিয়া তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিয়া ফল কি? তবে একটী কথা এই, তিনি অপ্রতিভ হইবার লোক নহেন। এ দেশীয়েরা ইংরাজের উপরে কর্তৃত্ব করিতে না পারেন, এই ইচ্ছা যে যাবতীয় ইংরাজের হৃদয়ে বলবতী, ইলবার্ট বিল তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। ইংরাজেরা কেবল সভ্যতা রক্ষা করিতে গিয়া সময়ে সময়ে সঙ্কটে পড়িয়া যান। সেই [illegible] সময়ে পড়িয়া চাতুরী ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

উপসংহারে আমাদিগের অনুরোধ এই, ইংরাজের অযথা এরূপ সভ্যতার অভিমান না করেন। এরূপ সভ্যতা অপেক্ষা বর্ব্বরেরা থাকে ভাল বলে কার্য্যের দ্বারা বলে, তাহাদিগের অসভ্যতা প্রশংসনীয়।

[illegible]

[illegible] সম্প্রতি গুপ্ত-সোসাইটির অনুকরণে মহারাষ্ট্রবিপ্লবীরা একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে। উহার প্রকৃত নাম কি তাহা নির্ণয় করা যায় নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে, ইহার কর্ণধার মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর। তিনি অনুমান করেন হিন্দু ও মুসলমানে ধর্ম লইয়া যে মনোমালিন্য আছে তাহাই ইহার প্রধান কারণ। তিনি বলেন হিন্দুরা যে পাড়ায় বাস করেন সেখানে মুসলমানেরা একটী মসজিদ করিতেছেন, তজ্জন্য রাজপুরুষেরা তাহাদের উৎসাহদান করিতেছেন। হিন্দুরা তাহাতেই বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন।

তবে রাজপুরুষেরাই হিন্দুদিগকে বিদ্রোহে প্রোৎসাহিত করিতেছেন? একবার ১৮৫৭ অব্দে এইরূপ ধর্মমূলক হইতেই সিপাহিবিদ্রোহ হইয়াছিল। তাহাতে অনেক লোক হত হয়। অনেক গ্রাম ও নগর জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। অনেক নিরপরাধ বালক বৃদ্ধ রমণীরও সেহত্যোগ করিয়াছিল। আবার কি রাজপুরুষদিগের সেইরূপ প্রজা ক্ষয় করিবার ইচ্ছা হইয়াছে? ধর্মপরায়ণ হিন্দুর যাহার যেরূপ সংস্কার যাবজ্জীবন তাহার কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ আচরণ হইলেই তাহার মন দূষিত ও কলুষিত হইয়া থাকে। দ্বেষের আত্যন্তিক উদ্রেক হইলে বিবেকবিবেচনাশূন্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই কারণে পূর্বকার মুসলমানী উপদ্রবের ইতিহাসেরা এই প্রতিজ্ঞা পালে বদ্ধ হইয়াছেন এ দেশীয়দিগের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাহাতে ধর্মের ব্যাঘাত হয় এমন কার্য্য করিবেন না, এখন আমাদের জিজ্ঞাসা এই, হিন্দুদিগের মনে মুসলমানের মসজিদ নির্মিত হইলে উভয়েরই ধর্মাচরণের বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? হিন্দুরা যখন পূজাকর্ম করিবেন, তখন যদি মুসলমানেরা সেই সময় নির্দিষ্ট মসজিদ মধ্যে উপস্থিত হইয়া "আল্লা হো আকবর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকেন, তাহাতে কি হিন্দুদিগের পূজাপাঠের বিঘ্ন জন্মিবে না? আবার হিন্দুদিগের ধর্মসংক্রান্ত কোন মুসলমানদিগের উপাসনা-গৃহ নির্মাণ করিলে তাহা হইতে উচ্চশব্দের সঙ্গে আত্যন্তিক জাতিদ্বেষ আছে, তাহাতে একটু আঘাত লাগিলেই অধিক ক্ষুব্ধ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং মসজিদ নির্মাণকারিদিগের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও রাজপুরুষদিগের কি তাহা বুঝিতে বাকি থাকে? বস্তুতঃ আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে পারিলাম না। রাজপুরুষেরা বহুল বিবেচনা করিয়া স্থানের আলোচনা করেন, তখন যদি বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে, তাহা কি তাঁহাদের [illegible] হইতে না? আমরা শুনিতে পাই, কোন কোন স্থানীয় রাজপুরুষদিগের মুখে এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, মসজিদ নির্মাণ করিলে হিন্দুরা উত্তেজিত হইবে, তাহাতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে, সুতরাং মসজিদ নির্মাণ করিতে দেওয়া উচিত নহে। আমরা ইহাও শুনিয়াছি, কোন কোন স্থানে রাজপুরুষেরা মসজিদ নির্মাণের সুবিধার জন্য অনেক অর্থও ব্যয় করিয়া থাকেন।

আমরা শুনিলাম যাহারা প্রাকাণ্ড গ্রাম স্থানে বসাইয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে বসিবার চেষ্টা হইতেছে; বসিয়া গেলে দেওয়া হইবে। অতএবগুলি নিরপরাধ লোকের বসতি হইতে তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সাহেবেরা হিন্দু ও মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখিয়া স্থানীয় রাজপুরুষদিগের এখনও চৈতন্য হইল না ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ইংলণ্ডাধিপের আমাদের অবলা এই যাহারা প্রাকাণ্ড বসাইয়া দিয়াছে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় না করিয়া বাঁধা-বা. হিন্দুপল্লী মধ্যে মসীদ নির্মাণের চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাদিগকে ক ভাড়া হইতে নিবৃত্ত করাই কর্তব্য এবং যে সকল স্থানীয় রাজপুরুষ হিন্দু নির্মাণকারিদিগের উৎসাহদান করিতেছেন, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা না করিলে আশঙ্কিত ক্ষোভের শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। স্থানীয় রাজপুরুষেরা অনেক সময়ে মনে করেন উহার আবশ্যক করিবেন, কিন্তু এরূপ করিলে সেই আবশ্যক করিতে হয় উচ্চতরপদস্থ কর্মচারীর নিকট হইতে কেন আসিয়া স্থানীয় রাজপুরুষদিগের মতামত জানিয়া যাইবেন। এ দেশের ইউরোপীয় কর্মচারী দিগের এখনকার যার [illegible] নাই। সাধারণে অপ্রীতিভাজন হইয়াছেন কেন? তাঁহারা উহার ব্যবহারের প্রকৃত স্থানে, সেখানে উহার ব্যবহার না করিয়া অনুচিত স্থানে উহার ব্যবহার করিতে গিয়া কেবল বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই, আমাদের মহারাজ্ঞীর পদস্থ সেবকেরা সাধু বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। আমরা কি [illegible] ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের এই কথা স্মরণ করিতে বলি না?

"প্রত্যেক সাম্রাজ্যেরই ক্ষয়ের
পরাজয় মূলে বিদেশের প্রভুতা।"

সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা, বিদেশীয় কর্মচারী নিয়োগ এখন কোথায় নাই। সকল দেশেই স্বদেশীয় লোকের উপর শাসনভার ন্যস্ত আছে। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইংলণ্ডের অধিকারে আয়র্লণ্ডের [illegible] ইংলণ্ডের অধিকারে ভারতবর্ষ

বিকাশ পাইতে পারে না। ভারতবাসীর এ অবস্থা কি সুখের কারণ?

অনেকে ইংরাজের অনুগ্রহে ইংরাজিতে সুশিক্ষিত হইয়াছেন। এটী ইংরাজদিগের গর্ব করিবার একটী প্রধান বিষয় সন্দেহ নাই। এ নিমিত্ত এদেশীয়দিগকে নতমস্তকে ইংরাজের নিকটে চিরঋণগ্রস্ত থাকিতে হইবে সংশয় নাই, কিন্তু সেই শিক্ষিতেরাও অসুখিত, শিক্ষাবলে তাঁহাদিগের ন্যায়ান্যায়বিবেচনার বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা প্রতিপদে ইংরাজদিগের স্বজাতিপক্ষপাতিতা ও ভারতবাসীর প্রতি অন্যায় আচরণ দেখিতে পান, সুতরাং তাঁহাদিগের হৃদয়ে ক্রোধাগ্নি বাড়বাগ্নির ন্যায় নিত্য জ্বলিতে থাকে। পিতার পিতার অধিনিধা প্রবাহিত হয়। সুতরাং তাঁহারাও সুখিত নন। অপর উদাহরণ দিয়া রাজপুরুষগণের মনকে কলুষিত করিবার আর আমাদের ইচ্ছা নাই। এদেশীয়েরা যাহাতে সুখী হন, রাজপুরুষদিগের সে চেষ্টায় ত্রুটি নাই সত্য, কিন্তু কতকগুলি ভ্রমাত্মক সংস্কার নিবন্ধন এদেশীয়দিগের অসন্তোষের মূলোৎপাটনে অসমর্থ হইয়া এদেশীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে সুখিত করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। ইণ্ডিয়ান মিরর এদেশীয়দিগের যে দারিদ্র্যের কথা লিখিয়াছেন, আমরা সর্ব প্রথমেই তাহার প্রমাণ দিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছি। আজ আমাদিগের আর অধিক আন্দোলন করিবার ইচ্ছা নাই।

ভারতে বাণিজ্য।

ভারতবর্ষে অপর জাতি বাণিজ্য করিয়া এখানকার যে অর্থ স্বদেশে লইয়া যান অদ্য তাহারই আন্দোলন করা এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। উনবিংশ শতাব্দী উপস্থিত হইয়াছে। বাণিজ্যবিষয়ে লোকের মন বিচলন, বুদ্ধিবৃত্তি বাড়িয়াছে কিন্তু ভারতবাসীর যাহা ছিল তাহা কমিয়াছে। ভারত যে বাণিজ্য বিষয়ে এককালে অগ্রগণ্য ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের বিদেশীয় অনেক দ্রব্যের আমদানী হইত এবং বিদেশীয় বণিকগণ এখান হইতে কার্পাস সুতা ও আমাদিগের অন্যান্য বিষয়ে লইয়া যাইত। যখন প্রথম ইংলণ্ডীয় বিণিকদের ভারতবর্ষের সহিত বিনিময়ের বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং কতক কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাহার ও বিলক্ষণ বণিকদিগের ভারতবর্ষের সুবিধার কথা তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া [illegible]

[illegible] ভারতের [illegible]

[illegible] ভারতবাসী [illegible]

[illegible] ভারতবর্ষ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে কত অর্থ ও রৌপ্যের আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছিল তাহা এই:—

	আমদানী		রপ্তানী	
	অর্থ,	রৌপ্য	অর্থ	রৌপ্য
[illegible]				

১৮৮২ অব্দে যে সকল অর্থ ও রৌপ্য ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল তাহা ইউনাইটেড কিংডম ও চীনদেশ এবং ১৮৮৩ অব্দে অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল অর্থ ও রৌপ্য রপ্তানী হইয়াছে তাহা ইউনাইটেড কিংডম, সিঙ্গাপুর, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছে। ১৮৮২ অব্দে যে সকল দ্রব্য আমদানী হয় তন্মধ্যে ইউনাইটেড কিংডম হইতে [illegible], ফ্রান্স হইতে [illegible], স্ট্রেট সেটেলমেণ্ট হইতে [illegible], জাভা হইতে [illegible], মরিসস হইতে [illegible], অষ্ট্রেলিয়া হইতে [illegible] ও [illegible] হইতে [illegible] টাকার এবং ভারতবর্ষ হইতে ইউনাইটেড কিংডমে [illegible] টাকার [illegible] ফ্রান্সে [illegible] স্ট্রেট সেটেলমেণ্টে [illegible] ইটালীতে [illegible], ইউনাইটেড ষ্টেটে [illegible] অষ্ট্রীয়ায় [illegible] বেলজিয়মে [illegible] মিসর দেশে [illegible] পর্ত্তুগাল দেশে [illegible] অষ্ট্রিয়ায় [illegible] অন্য দেশে [illegible] আফ্রিকার [illegible] নেদারলণ্ডে [illegible] টাকা মূল্যের [illegible] হইয়াছে। যে সকল দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে তন্মধ্যে ২১৪৩১৮৭৮৫ টাকা মূল্যের তুলা, [illegible] টাকা মূল্যের রাঙ্গু [illegible] টাকা মূল্যের তুলা ও [illegible] টাকা মূল্যের তুলা, [illegible] টাকা মূল্যের রেশম, [illegible] টাকা মূল্যের [illegible], [illegible] টাকার [illegible], ৩১৭১৬১০ টাকার [illegible] ৮৩৪৯১৫০ টাকার [illegible] ১৯৯৯৯৯৯ টাকার [illegible] ইত্যাদি।

১৮৮২ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছিল তন্মধ্যে তুলা ৩৯৯২১ ১২৭০ টাকার নানাবিধ কাষ্ঠদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়রলণ্ডে এবং জাভা হইতে ২৯০৫৩৫২০ টাকার নানাবিধ দ্রব্য আমদানী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উপরন্তু ও নেপাল হইতে ১৮৮২ অব্দে ৪৫৯১৮৮৪ ও ১৮৮৩ অব্দে ৫৩৫০০০০০ টাকার দ্রব্য ভারতবর্ষে আমদানী ও ১৮৮২ অব্দে ৪২১৫০৫৬০ ও ১৮৮৩ অব্দে ৪৩৫০০০০০ টাকার দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় পাঠক অবগতই হইবেন যে ব্রহ্মদেশজাত দ্রব্যাদি ভারতবর্ষে আমদানী হইলে তাহার আমদানী হিসাব ভারতবর্ষের আমদানী হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। সে কেবল অধিক কাল নহে যখন ব্রহ্মদেশজাত দ্রব্যের অপেক্ষা যে বহল পরিমাণে ভারতবর্ষীয় দ্রব্যাদি ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হইত তাহার সন্দেহ নাই। বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্যের আমদানী হইতেছে তাহাতে আমাদিগের যে পরিমাণ উপকার হইতেছে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পণ্যদ্রব্য যে যে দেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহাতে তদ্দেশীয় লোকেরা অধিকতর উপকৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর একটী চমৎকার এই যে ভারতবর্ষ হইতে তুলা প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য সস্তা দরে বিদেশীয়েরা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে সেই সকল দ্রব্যে তাহারা আবার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া আমাদিগের দেশে বিক্রয়ার্থ পাঠাইতেছে। আমরা তাহাই চতুর্গুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেছি। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এখন যেরূপে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করেন আমাদিগের দেশের লোকে যদি সেই সকল কল কৌশল শিক্ষা করিতে পারিতেন তাহা হইলে যে বিলাতি বস্ত্রের শোভা এখন আমরা এত টাকা মূল্য ক্রয় করিতেছি তাহা হয় ত আমরা অল্প টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে পারিতাম।

পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটগণ গ্রাম রক্ষার যে উপায় অবলম্বিত হিন্দুরা আসিতেছেন তাহা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। গ্রাম্য-চৌকিদারেরই যেই নামের অর্থ। চৌকিদারি গ্রাম্য আইনকাল অবধি এ দেশে চলিয়া আসিতেছে। গ্রামে যখন পুলিসের অতি দুরবস্থা অবস্থা ছিল তখন গ্রাম্য লোকেরা চৌকিদারদিগকে লইয়া যে কার্য্য করিতেন তাহা অতি কৌতুকাবহ। গ্রাম্য লোকেরা চৌকিদারের বেতন যেন তুলিয়া চৌকিদার গ্রাম্য লোকদিগের ভৃত্য কিন্তু পুলিস তাহাদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। চৌকিদারেরা নিয়মিতরূপে বেতন পাইত না। বিপদে লোকের মজুরি করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত তাহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। যাহারা অলস তাহারা মজুরি করিতে যাইত না, চৌর্য্যকার্য্যের সহায়তা করিয়া অথবা স্বয়ং চৌর্য্য কার্য্য করিয়া দিনপাত করিত। যাহাদিগের চুরী হইত সে চৌকিদারকে ধরিয়া আনিয়া স্বয়ং প্রহার করিত এবং মোকদ্দমা আনিয়া চৌরিত দ্রব্যের কতক দিনারা করিয়া লইত। মিউনিসিপালিটী, পঞ্চায়ত ও পুলিসের অবস্থার সংশোধন হইয়া এই কৌতুকাবহ চৌকিদারির অবস্থা অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও ইহার যেরূপ অবস্থা হওয়া উচিত তাহা হয় নাই। যেখানে মিউনিসিপালিটী আছে সেখানে তাহার সহিত এখন চৌকিদারির সংস্রব নাই। সেখানকার চৌকিদারেরা প্রাকাৎসম্বন্ধে পুলিসের অধীন। তবে যেখানে পঞ্চায়েত আছে সেখানে চৌকিদারেরা পঞ্চায়েতের আজ্ঞাবহ হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু অনেকস্থলে পঞ্চায়ত অযোগ্য ও অকর্ম্মণ্য, সুতরাং চৌকিদারেরা তত্রস্থলে নিয়মিতরূপে বেতন পায় না। সুতরাং রক্ষাকার্য্যও সুসম্পন্নরূপে সাধিত হয় না। গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন অবধি এ অবস্থার সংশোধন-চেষ্টা পাইতেছেন। অথবা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উত্তেজনায় এ বিষয়ে একটী কমিটী বসিয়াছিল। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর মে, মন্‌রো সাহেব উহার সভাপতি এবং মজঃফরপুরের মাজিষ্ট্রেট ওয়ন্‌সিও টাকার মাজিষ্ট্রেট ওয়েইমেণ্ট উহার সভ্য হইয়াছিলেন। উঁহারা যে রিপোর্ট করিয়াছেন তদবলম্বন করিয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই গ্রাম্য নিয়মাবলী করিয়াছেন তাহার দ্বারা তত্তাবধারণের ভার পাইয়া ভালরূপ কার্য্য হইতে পারে। কমিটীর্দ্ধারিত নিয়মানুসারে যত এই যে থানার উপরে পঞ্চায়েতসম্বন্ধে কর্তৃত্বভার দিয়া, কার্য্য সম্পাদন করিয়া তদ্ধিন ডেপুটিবেষ্ট মহাশয়

যত অল্প-প্রকার। পঞ্চায়ত প্রথাকে সংশোধিত করিয়া কার্য্য করিয়া লওয়া তাঁহার অভিপ্রেত। তবে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের তত্ত্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অভিপ্রায় এই আত্মশাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে স্থানীয় বোর্ড দ্বারা কার্য্য সাধন করিয়া লন। কি উপায় অবলম্বন করিলে সুবিধা হইবে তাহা স্থির না হওয়াতে বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনর-দিগের মতজিজ্ঞাস্য হইয়াছেন।

পুলিষ থানার উপর কর্ত্তৃত্বভার সমর্পিত হইলে কার্য্য যে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে আমাদিগের সে বোধ হয় না। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় পুলিষ সব ইনস্পেক্টরেরা বিশুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন যোগ্য লোক নহেন। তাঁহাদের হইতে চৌকি-দারি প্রথার উৎকর্ষ সাধিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর যে মনে করিতেছেন আত্মশাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে লোকাল বোর্ড দ্বারা কার্য্য সাধন করিয়া লইবেন তাহাও যে ফলোপধায়ী হইবে তাহা আমাদের মনে হইতেছে না। আমাদিগের বিবেচনায় এবিষয়ের স্বতন্ত্র তত্ত্বাবধায়ক হওয়া আব শ্যক। স্বতন্ত্র তত্ত্বাবধায়ক না হইলেও কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হইবে না। স্বতন্ত্ররূপে ভাল লোক নিয়োজিত করিতে ব্যয় আছে। সে ব্যয়ের কোথা হইতে সঙ্কলন হইবে। চৌকি-দারীর আয় বৃদ্ধি করিয়া সে ব্যয়ের সঙ্কলন করা সুবি-ধার বিষয় নয়। এই হেতু আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি চৌকিদারদিগকে পঞ্চায়তের অধীন রাখিয়া কার্য্যসাধন করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল পঞ্চায়তের উপর নির্ভর করিলে যদি চলিত ভাল হইলে কমিটী নিয়োজিত হইত না। তাঁহাদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ আবশ্যক। অধিক ব্যয় লাগিবে না, অথচ তত্ত্বাবধানকার্য্যটী সম্পন্ন হইবে তাহার উপায় কি? আমাদের বিবেচনায় স্কুলের ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের উপরে এই ভার দিলে কার্য্য সুন্দররূপে চলিতে পারে। এখন সকল স্থানেই কোন না কোন বিদ্যালয় হইয়াছে। যে গ্রামে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত প্রাথমিক বিদ্যা লয় নাই এমন প্রায় নাই। সব ডেপুটী ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগকে সর্ব্বত্রই গতায়াত করিতে হয়। তাঁহাদিগের উপর যদি এই ভার দেওয়া হয় তাঁহারা গ্রামের ভাল লোক দেখিয়া পঞ্চায়ত মনোনীত করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকটে রিপোর্ট করিবেন। পঞ্চায়ত মনোনীত হইলে তাঁহাদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত সব ডেপুটী ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের সময় সময় গ্রামে গমনের প্রয়োজন হইবে না। তাঁহারা নূতন নিয়োগের পরিবর্ত্তন করিতে বসিলে সেই সময়ে পঞ্চায়তদিগের কার্য্য দেখিয়া আসিবেন। তাঁহার যে দোষ দেখিবেন প্রথমে সৎপরামর্শ দান করিয়া তাহার সংশোধন চেষ্টা পাইবেন। যদি সহজে দোষ সংশোধিত না হয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকটে রিপোর্ট করিয়া পঞ্চায়তের সভ্য পরিবর্ত্তন করি বেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের পরামর্শক্রমে পঞ্চা য়তদিগের কার্য্য কর্ত্তব্যের কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধা-রিত করিয়া দিবেন। তাঁহারা বিপরীত পথগামী না হন তদ্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সদুপদেশ দান করিবেন। চৌকিদারেরা যাহাতে নিয়মিতরূপে বেতন পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ঊ হারা এই সকল কার্য্য করিবেন, অতএব তাঁহাদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ কিছু কিছু দেওয়া আবশ্যক। যে ফণ্ড হইতে সাধারণ পুলিষের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে তাহা হইতে এই নূতন তত্ত্বাবধানের ব্যয়দান ব্যবস্থা হইলে সমস্যা হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের অধিক ব্যয় লাগিবে না, সব ডেপুটী ও ডেপুটী ইনস্পেক্টারদিগেরও অবাস্তর কিছু সংক্ষেপ হইবে, তাঁহাদিগের সমধিক উৎসাহ বর্দ্ধন হইবে এবং কার্য্যও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইবে। যিনি কার্য্যদক্ষতার বিশেষ প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন তাঁহার যদি সাময়িক কিছু কিছু পুরস্কার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে কাজ ভাল হইবে।

এখন একটী কথা এই, রাজপুরুষেরা এ সংস্থা করিবেন ইহা বোধ হয় লেখাপড়ায় কালক্ষেপণ করিয়াছেন কখন বিলম্বকর্ম্ম করেন নাই তাঁহারা একাজ বিল- করিবেন। তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, মহাকবি কালিদাসের একটী বাক্য আছে "নহি কশ্চিদ্ বয়সে ধীমতাং" বুদ্ধিমান ব্যক্তির কোন বিষয়ই বুদ্ধ বয়সে দুষ্কর নয়। সব ডেপুটী ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা কিছুদিন ঐ কার্য্যের আলোচনা করিলেই কার্য্যদক্ষ হইয়া উঠিবেন।

বিজ্ঞান।

বাড়ব।

রাসায়নিক কারণোদ্ভূত তড়িৎ সংযোজকতা কার্য্যে বিশেষ সুবিধাজনক। কিরূপে ইহা প্রথমে উদ্ভাবিত হয় ও কিরূপেই বা ইহা আমাদের কার্য্যে সাধন করে জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইবে সন্দেহ নাই।

প্রসিদ্ধ ডেবি সাহেব এই তড়িতের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কীয়। ইনি একজন ইংলণ্ডীয় বেনীয় চিকিৎসাব্যবসায়ী পণ্ডিত। ১৭৭৮ অব্দে ইনি প্রথমে জান্তবিদের দেহস্থ শিরার ভাব সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রাণিদিগের মৃতদেহ লইয়া আলোড়ন পরীক্ষা করিতেন এবং পরীক্ষার ফলগুলি তাঁহা শিষ্যদের বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতেন। একদিন একটী বেতের মৃতদেহ লইয়া ঐরূপ পরীক্ষা করা হইতেছিল। গালভনি দেখিলেন যে যখন কোন ধাতুনির্ম্মিত সূচী পদার্থের এক দিক পরস্পর সংযুক্ত করিয়া অপর দুই দিক দিয়া বেতনীর দুই স্থান স্পর্শ করা যায় তখন মৃত প্রায় পেশী দিগের আবার নাচা-ইয়া উঠে। বেতের পৃষ্ঠ ও অভ্যন্তরস্থ কোন ধাতু ও উক্ত প্রকারের মাংসপেশী ধাতু পদার্থ-স্পৃষ্ট হওয়াতে উক্ত প্রকার ভাব প্রদর্শিত হইয়াছিল। গালভনি পুনঃ পুনঃ ঐরূপ পরীক্ষা করেন এবং সকল বারেই এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। তিনি সবশেষে ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন অন্তরীয় পদী-র্থের তড়িৎ ধাতুনির্ম্মিত শলাকার ভিতর দিয়া প্রবা-হিত হওয়াতে পেশীর প্রাণসঞ্চারের বোধ হইয়া-ছিল। গালভনির পরীক্ষাপ্রণালী ও উদ্ভাবনের বিষয় চারি দিকে প্রকাশিত হইল। অনেক পণ্ডিত ঐ বিষয়টী পরীক্ষা করিয়া গালভনির মতে মত দিলেন। তাঁহার মত খণ্ডনের জন্যও চতুর্দ্দিকে চেষ্টা হইতে লাগিল। পরিশেষে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞা-নিক ভল্টা তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ হইলেন।

ভল্টাও একজন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক। তিনি প্রায় ফ্রান্সেই বাস করিতেন। গালভনির নূতন উদ্ভাবনের কথা শুনিয়া তিনি মৃত বেঙ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। পরীক্ষায় ফলগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করি-লেন যে ঐ ধাতুনির্ম্মিত শলাকা দুটীই এই অদ্ভুত ঘটনার প্রকৃত কারণ। তাঁহার মতে ঐ ধাতুদ্বয়ের দুটী পরস্পর সংলগ্ন হওয়াতে তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াই এবং অন্তরীয় পেশী-কোষগুলি তড়িৎপ্রবাহের কার্য্য করিয়াছিল। ঐ শলাকা দুটী ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর হইলে পরীক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইত। ইহা দেখিয়া ভল্টা সিদ্ধান্ত করিলেন, যদি দুটী ভিন্ন ধাতুর বক্র পরস্পর সংলগ্ন হয় তাহা হইলে অল্পমাত্রায় তড়িৎ উৎপন্ন হইয়া উঠে। ভল্টার সমকালিক এমন অনেক বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার মত অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত কেহই ভল্টার মতের কোন যুক্তিযুক্ত খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তিনি অনেক পরীক্ষা করিয়া আপনার একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাকে বৈদ্যুতিক করিলেন। তিনি দেখিলেন, ভল্টা এই তড়িৎ উৎপাদনসময়ে উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাকে

[illegible] নির্দ্দিষ্ট করা আছে। অতএব তিনি স্থির করেন যে আর একজন পরস্পর রাসায়নিক কার্য্য দ্বারা ঐ দুইয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইলেক্ট্রীয় ষ্টেপি ও ইলেক্ট্রন কাল্পোনির পরস্পরাকর্ষণ করাতে কাল্পোনির দুইটী ভাগে ভাগে প্রবল হইয়া উঠিল।

তড়িৎ উদ্ভাবন সম্বন্ধে দুই তিনটী মতের বিষয় লেখা হইল। ইহার কোন্‌টী অভ্রান্ত, স্থির করা নিতান্ত কঠিন। শেষোক্তটী প্রবল বলিয়া, অনেক অনেক বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস। কিন্তু ইংলণ্ডীয় ইবারী-দুই বিজ্ঞানবিদ্‌ সার উইলিয়ম টমসন্‌ সুখন সূতন পরীক্ষা দ্বারা ঐসকল মতগুলির অসারত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

তড়িৎ বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মতের কথা বলা হইল এখন ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। একটী কাচপাত্রে অম্ল (পক্ষকরাবক) কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া একখানি তাম্র ও একখানি দস্তা যত কিয়ৎ পরিমাণে ডুবাইয়া দিলে তড়িৎ উৎপত্তির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু যদি ঐ দুই ধাতুখণ্ডের জলের উপরিস্থ দুটী দিক সোহ বিদ্ধ তাম্র তার দিয়া পরস্পর সংলগ্ন করিলে তড়িৎপ্রবাহের প্রমাণ পাওয়া যায়। একটী তড়িৎ স্রোত তাম্র হইতে দস্তা-পথ দিয়া গ্যালভানো যন্ত্রিমে এই সময়ে তারটী পরীক্ষা করিলে অনেকক্ষণ অবধি কাজ দেখা যায়। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় তারটী চুম্বকরূপে পরিণত হইয়াছে। আবার উহার উপর এক টুকরা সূত্র কিম্বা কাগজ রাখিলে তৎক্ষণাৎ অগ্নি জ্বলে এবং সূত্র ও কাগজ পুড়িয়া উঠে। যখন একটী কাচপাত্রে সালফা এক টুকরা তাম্র ও দস্তার সাহায্যে উল্লিখিতরূপ তড়িৎপ্রবাহ পরিচালিত হয় তখন ঐরূপ অনেকগুলি পাত্র পরস্পর সংযুক্ত করিলে যে তড়িতের তেজ বৃদ্ধি হইবে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সুবিখ্যাত ভলটা, ফ্রোজ, ফ্রাঙ্কলিন, বুনসেন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সহকারে ভিন্ন ভিন্ন তড়িৎ উদ্ভাবক যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রগুলি অতীব কৌশলময় এবং মহৎ উপকারী। ইংরাজীতে উহাদিগকে "ব্যাটারি" বলে। আমরাও ঐ ব্যাটারি শব্দ দিয়া উহাদের প্রধান প্রধান দুই একটীর নাম করিব।

প্রথমটী এই ব্যাটারি যন্ত্রের সহিত পরিচয় করিতে হইলে তাম্র, দস্তাপাত্র ও অম্লরস সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ঐ সমস্ত বিষয় করের এবং নিম্নলিখিত অনেক কথা উহাদি উপলক্ষে উল্লেখ করিব। তড়িৎ উৎপাদিকাশক্তি যখন যেরূপে প্রয়োগ করা যায় তাহার পরস্পর সম্বন্ধ কথিত হইবে, তখন বুঝা যাইবে যে এই যন্ত্রটীর উদ্ভাবন দ্বারা পরীক্ষকের অনেক পরিশ্রমের লাঘব হইয়াছে। ভলটার ব্যাটারির অনেক অসুবিধা দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ উহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

সুবিখ্যাত ইংরাজ-বৈজ্ঞানিক ডানিএল ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে একটী সুতনরূপ ব্যাটারির উদ্ভাবন করেন। তাম্রের একটী বৃহৎ পাত্রে তুঁতের জল রাখিয়া তাহার ভিতর মধ্যে তাম্রের নল স্থাপন করা হয়। ঐ নলের ভিতর কিয়ৎপরিমাণে গন্ধকদ্রাবক ঢালিয়া একটী দস্তাদণ্ড ডুবাইয়া রাখা আবশ্যক। পরে তাম্রের তার দ্বারা দস্তা ও তাম্রকে পরস্পর সংযোগ করিলে ব্যাটারিতে তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। বুনসেন সাহেবের ব্যাটারিও পূর্ব্বোক্তরূপ। উহার প্রভেদ এই যে তাম্রের তুঁতের জলের পরিবর্ত্তে সালফার অম্ল অর্থাৎ সাইট্রিক এসিড এবং তাম্রের স্থানে অঙ্গারদণ্ড ব্যবহৃত হয়। তাম্র প্রভৃতির পরিবর্ত্তে অনেক ব্যাটারিতে প্লাটিনম প্রভৃতি ধাতু বিশেষ উপকারী।

ব্যাটারিতে তড়িৎ উদ্ভব করিবার জন্য দস্তা ও তাম্রকে দুটী সূত্র তার দ্বারা সংলগ্ন করা হইয়া থাকে। এই তার দুটীর অন্য এক দিক দস্তা ও তাম্র পরস্পর সংযোগ করিয়া যদি অন্য দুটী দিক দুই হস্তে ধারণ করা যায় তাহা হইলে আমাদের শরীরে তড়িৎ স্রোত সম্পূর্ণ প্রবাহিত হয়। আমরা যেন তার অন্য আঘাত পাইতে থাকি এবং শিরা ও স্নায়ু সকল কাঁপিতে থাকে। দৃঢ় ভক্ত যে কারিতের স্থানে হয় তাহাও এই কারণে হইয়া থাকে।

ব্যাটারি সহকারে আরও অনেক অনেক সুন্দর ব্যাপার সাধিত হয়। তাহার সংলগ্ন দিক দুটী যখন পরস্পর অল্পমাত্র নিকটবর্ত্তী হয় তখনই ঐ তারের মধ্যস্থ অন্য স্থানে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ হইতে পারে। তড়িৎ স্রোত এক তার হইতে অন্য তারে গমন কালে ঐরূপ হইয়া থাকে এবং ইহাই তড়িতের ধর্ম্ম। অধিক পরিমাণে তড়িৎ উৎপন্ন হইলেই আলোর প্রভাব বৃদ্ধি হয় এবং তদ্দ্বারা পথের আলো প্রভৃতি বিষয়ক কার্য্য সিদ্ধ করা যাইতে পারে। তার দুটীর অসংলগ্ন অগ্রভাগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দুটী অঙ্গার খণ্ড যোজন করিলে তড়িতের আলোক রীতি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। আবার অঙ্গার দুটী খানিক পরস্পর সন্নিধানে সমান ভাবে থাকা অতীব আবশ্যক। যে অগ্রভাগ দিয়া তড়িৎপ্রবাহ বাহির হয় সেইটী শীঘ্র ক্ষয় হইয়া যায় এবং দূরবর্ত্তী হইয়া আলোক অন্যথা বিনষ্ট হইতে থাকে। বৈজ্ঞানিক ফিউকো ইহার প্রতিকারের জন্য একটী যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা যে এই যন্ত্রটীর উদ্ভাবন দ্বারা পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। তাহার যন্ত্রটী পিয়ানোর তুল্য। তাহার যাটাধিক অঙ্গার দণ্ড আছে। তিনি নিম্নস্থ চিত্রে দেখান।

ভড়িতের আলোক সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে মধ্যে মধ্যে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

তড়িতের কার্য্য অত্যন্ত অধিক। এই কয়েক বৎসর হইল আমাদের বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে না। বৈজ্ঞানিকেরা এই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য সম্পূর্ণ যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহারা সুবিধা হইলে গ্যাসের আলোর পরিবর্ত্তে অনায়াস প্রচারে তড়িতের আলোক দেখিতে পাইবে।

তড়িৎদ্বারায় আমাদের একটী বিশেষ কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে। যেমন ছবি তোলকেরা বাজারে সুতন প্রকার "গিলটী" করা দোয়াত প্রভৃতি দ্রব্য দেখিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বে পারদের দ্বারা গিলটিকার্য্য চলিত। যে ধাতুখণ্ডকে গিলটি করিতে হইত তাহাকে স্বর্ণ ও পারদ মিশ্র দ্বারা লেপন করিয়া অগ্নির উপর ধরিলে পারদ বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইত এবং ধাতুখণ্ডটীতে সুবর্ণের একখানি আবরণ পড়িয়া থাকিত, সৌখীন গিলটির ঐরূপে করা হইত। এখন ব্যাটারি দ্বারা এই সকল কার্য্য সুন্দররূপে সুসিদ্ধ হইতেছে এবং এই উপায়ে যে গিলটি হয় তাহা প্রায় স্থায়ী হয়।

স্বর্ণ, অঙ্গার ও [illegible] রাসায়নিক মিশ্রকে পোটাসিয়ম ধাতুর ঐরূপ একটী মিশ্রের সহিত একত্রিত করিতে হয়, ঐ রাসায়নিক মিশ্র দুইটিকে জলের সহিত একটী কাচপাত্রে রাখিতে হয়। যদি কোন তাম্রখণ্ডকে গিলটি করার প্রয়োজন হয় তবে উহাকে ব্যাটারির যে তার দিয়া তড়িৎ প্রবেশ করে সেই তারের অবশিষ্ট দিককে ঝুলিয়া উক্ত জলপাত্রে ডুবাইয়া দিতে হয়। অপর তারটীর অসংলগ্ন দিকটীকে একখণ্ড সুবর্ণপাত বাঁধিয়া অপর পাত্রে ডুবাইয়া দিলে তড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ থাকিলে তাম্রটীতে সুবর্ণের গোলক পড়িতে দেখা যায়। সৌখীন গিলটি এইরূপে হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৩ এ মে। সংবাদ আসিয়াছে যেসি এস গাইড নামক স্থান আবৃত করিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তাগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে বীল নদ দিয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছে।

কায়রো ২৪ এ মে। কর্ণেল কিচনর [illegible] লইয়া আবু ধামের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সেনাগণ উটের অধীনস্থ অবসন্নতা ও অনাহারী বৈদ্যুতিক [illegible] আলোকদানে যাত্রা করিবে।

কায়রো ২৫ এ মে। কায়রো ইহার বিশেষ [illegible] একটী ছোট বুলেটে [illegible]

কতক ব্রিটিশ সৈন্য অদ্য তথায় আগামী সমরকালে সাহায্যে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কোন নূতন আদেশ পাওয়া যায় নাই। তবে সাম্রাজ্যসচিব কর্ত্তৃক অনুযোদকদে এক সহস্র সমর সজ্জা প্রেরণ করা হইয়াছে আলোয়ান ও ওয়াদিহাফার মধ্যে সকলে যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য সৈন্যেরা তাহা রোধ করিতেছে।

ওয়াশিংটন ২৩ এ মে। আমেরিকার কংগ্রেস ডি টেক্সাস নামক স্থানে একটী নিবন্ধন দুর্গ বিশেষ অধিষ্ট হইয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ মে, বৈদেশিক কার্য্যের অন্তর সেক্রেটারি পর লর্ডসভায় কমন্স হাউসে বলিয়াছেন যথা আসন্নায় অন্তর্গত সাতাক সম্বন্ধে কাশগার সহিত সন্ধি হইতেছে। পারস্য বিপক্ষে ব্রিটিশ মন্ত্রী সাতাক হইতে সংবাদ পাইয়াছেন কর্ণেল সেনাপতি উক্ত স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন এবং সর্ব্বত্র তুর্কোমানেরা রুশের বশতা আর স্বীকার করিতেছে। ছিবরুজ নামক সহরের উত্তর ইপাহান তাহারা রুশকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

মিশরের ভাইস রয় ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট কাবোর জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু উহারা কত দিন উহা অধিকার করিয়া থাকিবেন তদ্বিষয় কথাবার্ত্তা হইতেছে।

কায়রো ২৩ এ মে। যে কল ইউরোপীয় রাজের অত্যাচারে অত্যন্তকাল নিযুক্ত আদেশ নিবারণ পাশা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে বাধ্য হন। নীল নদের ক্রমশঃ কল বৃদ্ধি হইতেছে।

লণ্ডন ২৮ এ মে। ডাফরিণ সাহেব গত রাত্রিতে কমন্স সভায় বলিয়াছেন মিশরের কমরেলা নদী সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের আপত্তি সংশোধনকল্পে চলিতেছে। তিনি বলিয়াছেন এবিষয়ে অন্যান্য রাজপুরুষ পরামর্শ লাগিবেন। সভার অধিবেশন সম্বন্ধে কল হইতে তাহা পালামেণ্ট সভার গোচর করিবেন।

কন্সটেন্টা ২৭ এ মে। গ্রীক পত্র লিখিয়া ছন ইহার খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষিত হওয়াতে তিনি নিরা যুদ্ধে পরাজয়ে অবশেষে সমর্পণ করিয়াছেন।

ফরাসীস গবর্ণর ডাহরেপে সংবাদ দিয়াছেন তিনি বিদ্রোহি দিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সেনে নামক স্থান পুনঃগ্রহণ করিয়াছেন।

জেনারেল পাশা সেনাপতি গর্ডনের একখানি পত্র পাঠান্তে ইহার প্রেরণ করিয়াছেন। সেই পত্রে তিনি জেবার পাশাকে লিখিয়াছে সাউদান প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ মে। কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে জুলুরাজ সিটিওয়ের পুত্র দিনিজুলু বোয়ার দিগের বন্দী হইয়াছেন।

পারিস ২৮ এ মে। ম ডাগ্যাকারে কর্ত্তৃপক্ষদিগের যে সকল বক্তৃতা আছে তাহার সেনাপতি আউবিয়ার বিষয়ক আলোচনার সহিত মন্ত্রি সভা করিয়া সভায় অ্যাডাপাসায় অধিবেশন করিয়াছেন।

ভাইনা ২৮ এ মে। ডাবলোর অনেক মুসলমান আমার একজন নূতন ধর্ম্ম প্রচারক হইয়াছেন। তিনি পুরাতন মোসীয় ইসলাম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

সাঙ্গিন ২৯ এ মে। সার বার্টল ফ্রিয়রের মৃত্যু হইয়াছে। কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, জুলুরাজের পোষ্যপুত্র দিনিজুলু বন্দী হইয়াছেন। অদ্য তিনি ডারবানে আনীত হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

কুসুম মঞ্জরী।

প্রণেতা, বরদাকান্ত মহোপাধ্যায়।

যে সকল স্ত্রীলোকের হরো-লিংসরণের পূর্ব্বে ও পরে পেটে বেদনা হয় ও পেট খিল ধরে অথবা শরীর হইতে রক্ত প্রদর প্রভৃতি পীড়া হইয়া থাকে, তাহাদিগকে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে না, কেবল তিন দিবসের অধিক সেবন করিতে হইবে না। তাহা সিংসরণের সময় উদর বেদনা করিতে না পারে তজ্জন্য সপ্তাহ পূর্ব্বে পত্র লেখা আবশ্যক। এক কৌটার মূল্য ১, টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নাগ-বিলাস তৈল।

এক সুগন্ধযুক্ত সোণালী তিল তৈল।

এক বিন্দু ব্যবহারে মাথাধরা, পিত্তপীড়া, মাথা ঘোরা, মাথা ও অনিদ্রা দূর হয়। মস্তিষ্ক শীতল, চক্ষু উজ্জ্বল, কোমল, ঘোর কৃষ্ণ ও উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হয়, গায়ে মাখিলে চুলকনা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ হয় না। অধিকন্তু সৌরভে মন মোহিত হয়। মূল্য ব্যবহারের সৌরভ এই হয় আনা মূল্য ৪ ড্রাম শিশি ১, ৮ ড্রাম ৷৵০ ডাক মাশুল ৵০, প্যাকিং ৵, ৩ শিশি ডাকমাশুল ১৷০, প্যাকিং ৵০। অধিক মূল্যে আলাহিদা বন্দোবস্ত।

মেদামৃত রস।

এই ঔষধ সেবনে প্রথমে কাশীন আলস্য ও মাথা নির্গম, শরীর প্রফুল্ল, মনস্তুষ্টি শোণিতাধার বেগে ধাবমান হয় এবং এই সকল রোগ চিরদিনের জন্য, অর্থাৎ যত দীর্ঘকাল, তত পরাধিক ঘাড় পাতী ঔষধ সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। ইহার শিশির মূল্য ৩ টাকা ৷৵০ আনা।

উদাসীন হইতে প্রাপ্ত।

সর্ব্ব প্রকার ঘড়ি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা ধ্বনে যুক্ত না, আরোগ্যে ও ব্যবহারে ও বয়স, অল্পমাত্রিক অতীব, উপরোক্ত, [illegible] জ্বরবলা, আমাশয়, চক্ষু হস্ত পদাদির দাহ, [illegible] পাকস্থলিক জ্বর, এবম্বিধ উপসর্গ বিশিষ্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অক্ষুণ্ণ বিলাইয়েলা মামক স্থান অধিকার করিয়া [illegible] হইয়াছেন। সেনাপতি ১৫ মাইল [illegible] হইয়াছেন। এখান হইতে [illegible] লিফিটেরো অধিকার করিবেন।

শ্রীযুক্ত [illegible]
৯৮ নং মধুরায়ের লেন, বাঁসারিপাড়া, সিঁদুরিয়াপটী,
কলিকাতা।

বিবিধ সংবাদ।

২৪ এ মে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৯০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৭১ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ৩৮ জন ওলাউঠায় ১৬ জন বসন্তে এবং অবশিষ্টেরা অন্যান্য রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

হাইকোর্টে যে সকল মকদ্দমা রুজু হইয়াছে তাহার মধ্যে কিছু মকদ্দমা বিচারপতিদের সমক্ষে উঠিয়া গিয়াছে। বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র মিত্র ছুটী লইয়াছেন কিন্তু আজিও কেহ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন নাই। কৌন্সিলে ষ্টেপ্‌লিটন বলেন এরেপ্টীয়, উকীলদিগের মধ্যে বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ও অন্নদাপ্রসাদ বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষই এখন হাইকোর্টের সেরা। ইহাঁদিগের অন্যতর একজনকে বিচারের পদে অভিষিক্ত করা হয় ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

১৭ ই মে আলিপুরে যে ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহাতে সহরে ও নামক স্থানে ২০০০ ঘর পড়িয়া গিয়াছে ও ৩০০০ গৃহের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। ৪৮০০০ মণ ধান্য ও ১২০০০ মণ চাউল নষ্ট হইয়াছে এবং ৫ জন মনুষ্যের প্রাণ বায়ু পড়িয়াছে। বিদিরিয়া নামক স্থানের লোকদিগের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই। উলুবেড় হইতে সংবাদ আসিয়াছে তথাকার বিস্তর লোকের ঘরবাড়ীর নষ্ট হইয়াছে। ১৮ জন লোক ও বিস্তর পশু লোকে আসিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১৪ জনের জীবন পাওয়া গিয়াছে। মাক্ নামক স্থানে লোকের গৃহাদি পতিত হইয়াছে। মাকেরই নামক গ্রামে নদীর উপকূলে নৌকা ও তাহাতে ৪ জন ও পল্লী অঞ্চলে নৌকা হইয়া গিয়াছে। লোকের প্রাণ রক্ষা সকলকে হইয়াছে এবং বিস্তর গরু ও ছাগল মারা গিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] আবার [illegible] মাসে একজন বাঙ্গালী [illegible] চৌধুরী আইনের প্রতিবেশী [illegible] হইয়া একটি [illegible] করিয়াছেন।

ইহুদের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও কলেজ আইনের প্রথমশ্রেণীর একটী যুবতীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া কথাবার্ত্তা স্থির করেন কিন্তু পরিশেষে কন্যাটির অসম্মত হওয়াতে তিনি তাঁহার নামে ৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিশ করিয়াছেন। আইনের ইনসাইটিনের কথা এখন মনে পড়িতেছে কি ?

ভারতের কলাউঠা জগৎে ইইয়াছে। মিশরে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে ডাক্তার ইঁহাকে মাকি পাঠিয়াছে। সেখানে ওলাউঠা রোগ প্রবল দেখাতে তথায় ডাক্তার নাপাইলে পাছে ডাক্তারের রোগেরা উক্ত ভয়ঙ্কর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ডাক্তারটিকেও ধরে এই ভয়ে ডাক্তার পাঠাইতে দেওয়া হইতেছে না। এতদ্ব কমিশনও বসিয়াছে কিন্তু কিছুতেই কিছু কারণ নির্ণয় হইতেছে না। আমাদের আফ্রিকার ব্রিটীশ কলনি ডায়াবেগে সংবাদ পাইয়াছিল যে, তথায় উত্তর পশ্চিম দিকস্থ প্রান্ত আসন্নপ্রসব অবস্থায় বিসূচিকা প্রবল পরাক্রমে দেখা দিয়াছে। এইখান হইতে কোন আইনি বিধি তথায় নাবিকে পারিতে পারে তজ্জন্য তাহারা আইন করিয়াছেন। কেবল ডাক্তারদিগেই এইরূপ এই রোগে মরিতেছিল এখন যত অধিকসংখ্যক ইহুদ হইতে কত ইহার কারণের অনুসন্ধান হইতে পারিবে।

২১ এ মে যে সংবাদের শেষ হইয়াছে সেই সংবাদের পরা ৩ টির সারার। যথা—

এই সপ্তাহে উল্লেখ যোগ্য, আমেরিকা, পঞ্জাব, বঙ্গ প্রদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ, বোম্বাই ও হাইদ্রাবাদে অল্পাধিক বৃষ্টি হয় নাই। পঞ্জাবে বোম্বাই বিভাগের কতিপয় জিলায় কিছু কিছু বৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের পক্ষে সংবাদ [illegible] হইয়াছে। [illegible] বোম্বাইয়ে কতি পরিমাণে [illegible] হইয়াছে। [illegible] বৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে। [illegible]

cern the terror of evil-doers and not of well-disposed. If crime is committed it implies a certain laxity of vigilance on the part of the police Either property has been inefficiently guarded or the police have failed to make themselves sufficiently acquainted with the persons and the movements of the criminal classes."

বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে কেবল পরিবর্ত্তন হইল, তাহা নহে, অন্যান্য সকল পরীক্ষারই সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষা ডিসেম্বরের পরে অক্টোবর হওয়াতে ফাল্গুনের পরিবর্ত্তে জুন মাসে ফলের প্রকৃতি ঘোষণা হইবে। মধ্য শ্রেণীর বাক্যবৃত্তি পরীক্ষা আষাঢ়ের পরিবর্ত্তে মার্চ মাসে হইবে। এই নিয়ম হওয়াতে ১৮৮৫ সালে প্রবেশিকা বা অন্য শ্রেণীর বাক্যবৃত্তি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে বিবেচনা করিয়া বঙ্গেশ্বর সকলেরই বৃত্তি সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। ১৮৮৪ সনে যে প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে তাহাতে উহাঁর ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা হইবে। এ অন্য শ্রেণীর বাক্যবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যে সকল ছাত্রের পূর্ব্ব নিয়মানুসারে বাক্যবৃত্তি পরীক্ষা দিবার কথা ছিল, তাহারা নূতন নিয়মানুসারে বিদ্যালয় সমূহের অধ্যক্ষের পরীক্ষা দিয়া বেতনে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন।

আজকাল আমরা সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী। এ সম্বন্ধে যদি কেহ বিদেশ হইতে অনুকরণীয় নিয়ম আনিয়া আমাদিগকে দেন, তাহা হইলে দেশের লোকের উপকার হয়, এবং অল্পব্যয়ে তাঁহার বিলক্ষণ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার পুরাণ হৈতখানার বাবু অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় অক্ষয় শিল্পী প্রকৃতি কার্য্যের নানাপ্রকার সমুচিত মূল্য করিয়া উহার সহজ উপায় ও ফলাফলাদি শিক্ষা করিবার জন্য পারীস নিবাসী বাবু [illegible] বৃদ্ধমান তাহাকে তিনি এই কার্য্য শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করিলে নিশ্চয়ই দেশের অনেক মঙ্গল হইবে।

এ শ্রেণীর বিবিধ বর্ণিকা পরীক্ষায়, অনেক বৃদ্ধির জন্য গত ডিসেম্বর মাসে ৫০ টাকা করিয়া ৪ জন ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল। সেই বৃত্তিগুলি বিবিধ বিষয়ে প্রবেশের জন্য প্রায় এক সহস্র টাকা [illegible] হইয়াছে। সকল ছাত্রের সমান [illegible] [illegible] [illegible]

"সাধারণী" সম্পাদক ও সম্পাদক [illegible] বেথুন সাহেব [illegible] বেথুন সাহেবের বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বেথুনের কন্যা বালিকা বিবাহ নাই। তাহাদের বালিকা বয়সে, বয়ঃক্রম কালে বিবাহ হইয়াছিল। এখন উহার ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। তিনি ১৮ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ ফ্রেঞ্চ নভেলীর ২৬৩৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত নগরের তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া গিয়াছেন।

১৭৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের জানিয়ারি পত্র ফ্রেনেসেনিয়ন মহলী হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটী সংগ্রহ করিয়াছেন " ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বর মাসে কানিয়ন কলেজের ছাত্রদিগের সম্মুখে অধ্যাপক গন, ই, ফ্রেমন ঘটনের গ্রামবাসী রোগীর আম ফুল বহু সন্ধান করিয়া শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। তাঁহার চিকিৎসাতে রোগী দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল।"

সাধারণী পত্রিকাখানি কলিকাতায় আসিয়াছে। কলিকাতা এখন সর্বপ্রকার উন্নতিলাভের স্থান। এখন কলিকাতার টাকশড়া মাথার চুল হয়, হাত তাহা মুখে দাঁত গজায়, সাধারণী যখন উন্নতিলাভের আশায় কলিকাতায় আসিয়াছেন, তখন উহার নিশ্চয় উন্নতিলাভ হইবে, আমাদের এ আশা আছে। তবে আমরা তাঁহাকে সাবধান করি, তিনি যেন অনেক সন্ন্যাসির মধ্যে পড়িয়া না যান।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রদত্ত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা:—

অনরেবল ডবলু, ডবলু ব্লন্টাট ইহাঁর অন্য উপাধি; লিপাবিক্রাফের ভাইরেক্টার জেণ্ট; ভারতবর্ষের মৌরিতাগের ডেপুটী ভাইরেক্টার জেনেরল কারিউ, আবেদন সুপ্রসিদ্ধ বলাইল শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মার কালাইলাল যে বাহাদুর ও ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সভ্য আবু হুর্গাচরণ লাহা কলাসিয়ন অব দি অর্ডার অব দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] ভারতবর্ষীয় পাদ্রিদিগের কোন [illegible] উপযোগী ও কোন [illegible] অনুপযোগী এই [illegible], তাহা দেখিবার জন্য [illegible] কলিকাতার বন্দাইয়েছেন, প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্যান্য [illegible] সাহেব তাঁহার অভ্যর্থনার [illegible] [illegible]। চট্টগ্রামের [illegible] করিয়াছেন, তাঁহার [illegible] [illegible] করিবেন। [illegible] সাহেব আসামী, [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]। উহার এক মাস [illegible] [illegible] [illegible] করিবেন।

ইংলণ্ড দানবে ভারতবর্ষের বিদ্রূপ উক্তি চট হয়ে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ইতিহাস চেয়ারটিতে ভবিষ্যৎ একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন কলেরা বালাকে আকর্ণা নিবারণে প্রবেশ করিতে না পারে ইংলণ্ডের সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এ পরামর্শটী উত্তম সন্দেহ নাই, কিন্তু কাহুনস আমীর কলের অথবা ইংলণ্ডের অধিক বাধা, তাহার কি কোন অনুসন্ধান করা হইয়াছে?

"আপনার ভাগ্যে এক প্রকার কলাল প্রস্তুত হয়। ফিজিসেন ফিরাই ডাক্তার ব্রবার্টস পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পায়ের পরিবর্তে এই কাগজ কতকগুলি দিলে কয়দিন পরিষ্কার থাকে ও শীঘ্র শুষ্ক হয়।

নানা স্থানে পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকসংখ্যা পোষ্ট আপিস স্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্তী পল্লীর লোকেরা আসিয়া উহাতে পত্রাদি দেয়। মফঃস্বলের এক পল্লী হইতে অপর পল্লীতে গমন করিতে হইলে পথশূন্য মাঠের উপর দিয়া গমন করিতে হয়। অন্য সময়ের পথ না থাকিলেও মাঠের উপর দিয়া যাওয়া কঠিন হয় না। কিন্তু অনেক স্থলে মাঠের মধ্যে মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র নদী আছে। গ্রীষ্মকালে উহাতে জল থাকে না, বর্ষাকালে ঐ নদী গুলি অতি ভয়ানক হইয়া উঠে। নদীতে নৌকা রাখিবার স্থান নাই। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে এক একটী তাল ভাসা অবলম্বন করিয়া পার হইতে হয়, বর্ষাকালে অত্যন্ত আবশ্যক না হইলে এই সকল নদী পার হইয়া লোকে ডাকঘরে আসিয়া পত্র দেয় না, যে সকল স্থানের ডাকঘরে গ্রীষ্মাদি কালে অধিক পত্র হয়ে,বর্ষাকালে তথায় অতি অল্প মাত্র পত্র আসিয়া থাকে,এই নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি,নদী পার্শ্বে সুবিধা মত স্থানে এক একটী ডাক স্থাপন করিলে অনায়াসে লোকের এ কষ্ট দূর হয়। গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইবারও সম্ভাবনা আছে।

যাহারা ঘুষ দেয় অথবা লয়, তাহারা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১০৯ ও ১১৭ ধারা অনুসারে সুস্পষ্টরূপে দণ্ডনীয় হইবে, এই নিয়ম আছে, কিন্তু এই নিয়মটী যে কতদূর কলিকাতা ছোট আদালতে এবং পুলিসে প্রতিপালিত হয়, পাঠক কি তাহা জানেন? আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, সম্প্রতি একটী বিধবা অনাথা বালিকার এক মকদ্দমায় উক্ত দুইটী আদালতে সমন ও সাক্ষিরা দাখিল হইতে ৫।৭ টাকা করিয়া দিতে হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, দুষ্টাদিগের অত্যাচারের ভয়ে [illegible] এই ছিল সকল হইল; আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, সম্প্রতি আমাদিগের কোন গ্রাহক পুলিসের ইন্সপেক্টার জেনেরল সাহেবকে পুলিসের দুষ্কার্য্য সংক্রান্ত উক্ত বিষয়ের তারিখ এডেসেণ্টিক ডুকচুর খোরেন্দা নিযুক্ত করিবার আবেদন দিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিদিগের মাতৃভক্তির বিষয়ে বলেন, "যে কোন ফরাসী গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ফরাসিদিগের মাতৃভক্তির মাতৃদের ইংরাজদিগের আপেক্ষা অনেক অধিক ইংরাজ মাতাকে সকল কথা খুলিয়া বলেন না, কিন্তু ফরাসী মাতার নিকট সকল কথা বলিয়া থাকেন, গোপনীয় কথা পর্য্যন্ত মাতার নিকট লুকাইয়া রাখেন না। না জানিয়া শুনিয়া কোন ফরাসী যুবক কোন অসৎ বা অন্যায় কার্য্য করেন বা কোন মন্দ কার্য্য করেন,তাহা হইলে তিনি মাতার নিকট তাহা খুলিয়া বলিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠতম ইংরাজ যুবক যেরূপ ভক্তি প্রতি লোকে যেরূপ ব্যবহার করে, ফরাসীরা মাতার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করেন। ইংলণ্ডে যুবক পুত্র যদি মাতাকে চুম্বন করে বা অন্য কোন প্রকারে, তাঁহার প্রতি প্রেম প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে বড় নিন্দার কথা হয়,কিন্তু ফ্রান্সে পুত্র পক্ষে তাহা গৌরবের কথা, কর্তব্যকার্য্য। মাতা যেমন পুত্রকে আদর করেন, ফ্রান্সে পুত্রও তেমনি মাতাকে আদর করিয়া থাকে। মাতা যদি যুবক পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হয়েন,পুত্র তাঁহাকে চুম্বন করিয়া তাঁহার ক্রোধ দূর করিতে চেষ্টা করেন। কোন ফরাসী যদি মদ খাইয়া মাতাল হয়,তাহা হইলে সে সে অবস্থায় মাতার নিকট কখন গমন করে না। মাতার অনুনয়বাক্য, মাতার চোখ রাঙ্গানি ফরাসী বড় ভয় করে। কিন্তু ইংরাজ মাতাল হইলে মাতা তাহাকে প্রহার করে এবং তাঁহাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দেয়। এ কথায় যিনি অবিশ্বাস করেন তিনি একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র খুলিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে এ কথা মিথ্যা নহে। ফ্রান্সে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগেরও মাতৃভক্তি আছে, ইহাদিগের মধ্যে মাতারা অতি দুঃখিনী ও দরিদ্রা তাঁহারাও মাতৃভক্তিশূন্য নহে। মাতাকে কেহ অপমান করিলে ফরাসী নিম্ন শ্রেণীর লোক অপমানকারীকে বলে, "দেখ! আমাকে তুই যা খুসি তা বল। কিন্তু দেখিস আমার মাকে কিছু বলিস্ না।" এই নিম্ন শ্রেণীর ফরাসীগণও মাতাকে অতি পূজনীয় পবিত্র বস্তু মনে করে। বৃদ্ধকালে অকর্মণ্য হইলে ইংরাজ-মাতাকে দাতব্যালয়ে গমন করিতে হয় এবং সেইখানেই তাহার জীবন শেষ হয়, কিন্তু ফ্রান্সে সেরূপ হয় না। মাতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ফরাসীগণ তাঁহার বিশেষ সেবা করে।"

নূতন পুস্তক ও পত্রিক।।

১। রাজপুত কুসুম। (১) এখানি বাঙ্গালা পদ্যময় গ্রন্থ। বাপ্পারাও, সমরসিংহ, পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি কয়জন বীরের বিষয় লইয়া এখানি রচিত হইয়াছে। কবিতাগুলি পাঠ করিলে বীররসের উদ্দীপনা হওয়া উচিত। কিন্তু এতৎ পাঠে তাহা হয় না। ইহাতে বীররসের উদ্দীপক ছন্দ বা শব্দ অবলম্বিত বা প্রযুক্ত হয় নাই।

২। মানসোৎপল, প্রথম খণ্ড। (২) এখানিও পদ্য গ্রন্থ; ইহা মানব অবস্থা ও সাধনা প্রভৃতি কয়টী বিষয় লইয়া বিরচিত হইয়াছে। কবিতাগুলিতে এমন কোন গুণ দেখিলাম না যে ইহার প্রশংসা করিতে পারা যায়।

৩। বঙ্গভাষার ব্যাকরণ (৩)। এখানির আমরা এই একটী বিশেষ গুণ দেখিলাম, ব্যাকরণজ্ঞাতব্য সমুদায় বিষয়ই ইহাতে বিস্তারিত ও বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার ইহাতে ছন্দ ও অলঙ্কারের বিষয় কিছু কিছু আছে। এখানি পাঠ করিলে ছাত্রেরা অনেক বিষয় জানিতে পারিবে। ইহাতে বিস্তর ব্যাকরণ হইতে সার উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪। কাশ্মীরকুসুম (৪) এখানি হিন্দী গ্রন্থ। ইহাতে কাশ্মীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রাজগণের নাম ও তাঁহাদিগের অধিকার কাল, রাজতরঙ্গিণীর সমালোচনা, ও বর্ত্তমান কাশ্মীর মহারাজের বংশের ইতিবৃত্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমাদিগের হিন্দীতে তত অধিকার নাই; কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বাবুর হিন্দীর সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকেন।

৫। প্রতাপসিংহ (৫) এখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। মিবারেশ্বর বীরবর মহারাজ প্রতাপ সিংহের চরিত্র অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ মধ্যে অন্য অন্য ব্যক্তিরও চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এতৎপাঠে সম্রাট আকবরের রাজনীতির বিষয়টী অতি সুন্দররূপে জানিতে পারা যায়।

(১) কলিকাতা ৩১ নং বেনুয়া বাগান ষ্ট্রীট, নীলা যন্ত্রে মুদ্রিত।

(২) শ্রীনিকুঞ্জবিহারী সরকার প্রণীত; কলিকাতা ২১৭ নং অপর চিৎপুর রোড ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ।০ আট আনা মাত্র।

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; কলিকাতা ২১ নং সিমুলিয়া ষ্ট্রীট নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য আনা।

(৪) বাবু হরিশ্চন্দ্রের লিথিত, কাশী মেডিকাল হলে মুদ্রিত।

(৫) শ্রীযুক্ত বাবু যাদবের মুখোপাধ্যায় প্রণীত; কলিকাতা ষ্ট্রীট নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত; মূল্য ১৷০ দেড় রাজপুতেরা তখন অতি প্রবল প্রতাপান্বিত। তিনি তাঁহাদিগকে অনুগত করিয়া রাজপুত হইতেছেন। তিনি রাজপুত হইয়া রাজপুতের মনস্কাম করিলেন। ভারতবর্ষ যে কেন পরাধীন হয়, এ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সুন্দররূপে জানিতে পারা যায়।

প্রশ্ন। ৩৮

বাইবেল আদি পুস্তক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(৪) সৃষ্টিকালে আকাশ মণ্ডলের ও পৃথিবী বৃত্তান্ত এই, যে সময়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডল নির্ম্মাণ করিলেন (৫) সেই সময়ে পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোন উদ্ভিজ্জ হইত না, ক্ষেত্রের সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি করান নাই, ও ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করিতে মনুষ্য ছিল না। (৬) পরে পৃথিবী হইতে পুঞ্জটিকা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে জলাভিষিক্ত করিল। (৭) অপর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে অর্থাৎ (মনুষ্যকে) নির্ম্মাণ করিলেন, তাঁহার নাসারন্ধ্রে ফুঁ দিয়া প্রাণ বায়ু প্রবেশ করাইলেন, তাহাতে মনুষ্য জীবন্ত প্রাণী হইল (৮) পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্ব্বদিকস্থ এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে আপনার নির্ম্মিত মনুষ্যকে রাখিলেন। (৯) এবং সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে নানাজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য বৃক্ষ এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থলে জীবনবৃক্ষ ও সদসৎ জ্ঞানদ বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন,(১০) এবং উদ্যানে জল সেচনার্থে এদন হইতে এক নদী নির্গত হইয়া তৎস্থানাবধি ভিন্ন ভিন্ন চতুর্মুখ হইল। (১১) প্রথম নদীর নাম পীশোন ইহা স্বর্ণোৎপাদক হবীলা দেশ সমুদয় বেষ্টন করে। (১২) ঐ দেশের স্বর্ণ উত্তম, এবং সেই স্থানে মুক্তাগুলু ও সোলেমক মণি জন্মে। (১৩) দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন কুশ ইহা সমস্ত কুশ দেশ বেষ্টন করে। (১৪) তৃতীয় নদীর নাম হিদ্দেকেল, ইহা অশূরিয়া দেশের সম্মুখ দিয়া গমন করে। চতুর্থ নদী ফরাৎ। (১৫) সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া এদনস্থ উদ্যানের ত্বরক্ষণ ও রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন। (১৬) এবং সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতে পার। কিন্তু সদসৎ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ তাহার ফল ভোজন করিও না, কেন না, যে দিন তাহার ফল খাইবে সেই দিনে নিশ্চয় মরিবা।

প্রথম প্রশ্ন।

১। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঈশ্বর মনুষ্যকে আপনার প্রতিমূর্ত্তি ও সাদৃশ্যে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এখানে বলা হইতেছে, আদমকে মৃত্তিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে ঈশ্বর প্রাণ বায়ু প্রবেশ করাইলেন। এই দুইপক্ষের বিরোধ কিরূপে মীমাংসা হইবে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

২। অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা বলেন, মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতে মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু বাইবলকার বলিতেছেন, কেবল মৃত্তিকা হইতেই মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, পঞ্চভূতে মনুষ্য সৃষ্টি। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, এ বিরোধের কিরূপে মীমাংসা হইবে?

তৃতীয় প্রশ্ন।

৩। ঈশ্বর আদমকে সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজনের নিষেধ করিলেন। ইহার অর্থ কি? মানুষ কে মূর্খ করিয়া রাখা কি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল? ঈশ্বর কি ঈর্ষ্যাপরায়ণ? প্রকাশ্য পণ্ডিত হইলে পাছে তাঁহাদের আধিপত্যের হ্রাস হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা মনুষ্যকে মূর্খ করিয়া রাখা যেমন অনেক ঈশ্বরীয়দের ইচ্ছা, সেইরূপ কি ঈশ্বর জ্ঞানবান হইলে পাছে ঈশ্বরের আধিপত্য সঙ্কোচ হয়, এই ভয়ে তিনি মানুষকে মূর্খ করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন?

সাধারণ প্রশ্ন।

যাহারা ভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু কিন্তু দেখাপড়াও ভাল অথচ মানুষ-খুন করে, আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, তাহাদের এ ভদ্রতার কোথা হইতে আমদানী হয়? সমাজের যে সকল লোক সেই ভদ্র চণ্ডালদিগের সহিত আহার ব্যবহার করেন, তাহাদের ভদ্রতার আমদানীখানাই বা কোথায়? দোষে মনুষ্য হওয়া কি চণ্ড ও চণ্ডালের কাজ নয়?

নজীর।

১৮৮০। ৬ ই সেপ্টেম্বর।

প্রধান মিচারপতি সার বিচার্ড গার্থ ও বিচারপতি আকফারলন।

গিরিশনাথ মিস্ত্রি ও অন্য ব্যক্তি বাদী।

রসিকদাস বৈরাগী ও অন্য ব্যক্তি আসামী।

কোন ব্যক্তির সাধারণের পথে ইষ্টকের ঘর করিয়া ব্যবসা করিবার অধিকার নাই কি না, তাহার বিচার করা না করা আদালতের ইচ্ছাধীন। [illegible] ৩৩৩ ধারা [illegible] ১৮৮০

৪০ আইনের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া বাদী উক্ত জোত মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া মকদ্দমা না লইয়া তাহার সংশোধন করিয়া মকদ্দমা উপস্থিত করিতে বলেন। ৪১ বোল আনী ভূমি এবং তাহার গুমাস্তাগণের বিরুদ্ধে বাদীরা এই মকদ্দমা উপস্থিত করে, বাদীরা নাবালক। প্রতিবাদী প্রিয়নাথ মিশ্রকে নাবালক বলে। মুন্সেফ বলেন ২১ বৎসর হইলে নাবালক হয়। প্রিয়নাথের বয়স ১৭। ১৮ বৎসর, অতএব সে নাবালক। সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট জজের নিকট আপীল হইলে তিনি বলেন ১৮ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই নাবালক হয়। প্রিয়নাথের ১৮ বৎসর বয়স হয় নাই। মকদ্দমার সময়ে সে নাবালক ছিল। বাদীরা বলে ঐ ভূমি দীঘরাক্ষ। প্রতিবাদীরা তাহাদিগকে ঐ ভূমি হইতে বেদখল করিয়াছে। নাবালকদিগের বয়ঃপ্রাপ্তা ভগ্নী কপলতা দেবী নাবালকদিগের রক্ষক বলিয়া এই মকদ্দমা উপস্থিত করেন। কিন্তু তিনি ১৮৫৮ অব্দের ৪০ আইন অনুসারে সার্টিফিকেট লন নাই। হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মকদ্দমা হইয়া মকদ্দমা বিচারপতিরা এই স্থির করেন যে দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৪৪০ ধারা ও ১৮৫৮ অব্দের ৪০ আইন অনুসারে সার্টিফিকেট না লইয়া মকদ্দমা উপস্থিত করাতে মুন্সেফ সেই মকদ্দমা লইয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। মকদ্দমা না লইয়া তাহা সংশোধন করিতে বলা তাঁহার কর্ত্তব্য। এই সিদ্ধান্ত করিয়া মকদ্দমা পুনর্ব্বিচারার্থ নিম্ন আদালতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।।

১৮৮৩। ৩১ আগষ্ট।

প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ ও বিচারপতি ম্যাকফারসন।

রামকুমার ঘোষ বনাম

প্রসন্নকুমার সান্যাল ও অন্য ব্যক্তি ডিক্রীদার।

অনুবাদ ও মুদ্রণকার্য্যের ব্যয়।

প্রিভিকৌন্সিলে আপীল করিতে হইলে অথিল অনুবাদ ও মুদ্রণকার্য্যের ব্যয়, হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রর যেরূপ বলিবেন তাহা ঐ আপীলের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবে, উক্ত বিচারপতিরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাইক্‌স প্রভৃতি অন্যান্য ও অন্যান্য বিষয়ের মকদ্দমায় বিচারপতি মাকফারসন এই সিদ্ধান্ত করেন। হাইকোর্টই ঐ খরচার নিষ্পত্তি করিবেন। প্রিভিকৌন্সিল আপীল হইতে ঐ খরচা নির্দ্ধারিত হইবে না।

১৮৮৩। ১৩ ই জুলাই।

প্রিভিকৌন্সিল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাদী।

কলিকাতার প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি প্রতিবাদী।

আদালতের অবজ্ঞাকারী বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কঠিন কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিয়া কলিকাতার হাইকোর্ট যে দণ্ড দান করিয়াছিলেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের ঐ দণ্ড দিবার অধিকার নাই বলিয়া যে আপত্তি করেন, প্রিভিকৌন্সিল এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কলিকাতা হাইকোর্টের সে অধিকার আছে।

১৮৮৩ ৪ ৬ ই সেপ্টেম্বর।

প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড গার্থ

ও বিচারপতি মাকফারসন।

নীলমণি দাস ও অন্য অন্য ব্যক্তি

বাদী।

দুর্গাচরণ দাস ও অন্য ব্যক্তি

প্রতিবাদী।

নাবালকী অবস্থায় তাহার পক্ষে সে মকদ্দমা করিবে।

১৮৫৮। ৪০ আইনের ৩ ধারার এবং দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৪৪০ ধারার তাৎপর্য্য এই নাবালকের পক্ষ হইয়া যে ব্যক্তি নালিশ করিবে তাহাকে উক্ত আইন অনুসারে সার্টিফিকেট লইতে হইবে। অথবা মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি লইতে হইবে। আদালত নালিশ গ্রাহ্য করিলেই এরূপ বুঝিতে হইবে না যে আদালত তাহাকে অনুমতি দিয়াছেন।

মৃত শম্ভুনাথ ঘোষের বিধবা পত্নী শ্যামমণি দাসী তাহার নাবালক পুত্র শ্রীনবমণি দাসের পক্ষ হইয়া মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের উক্ত বিচারপতিরা উক্তরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৮৮৩। ১০ ই সেপ্টেম্বর।

বিচারপতি ম্যাকেঞ্জি ও পিয়ট

টটেনহাম।

বীরচন্দ্র মাণিক্য

বাদী।

ঈশানচন্দ্র বর্দ্ধন ও অন্য অন্য ব্যক্তি

প্রতিবাদী।

কোন স্বাধীন রাজার নামে ব্রিটিশ অধিকৃত আদালতের দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৪৩২ ধারানুসারে সমন জারি হয় না। কিন্তু ঐ ধারার এরূপ লিখন নাই যে তাঁহার নামে তাঁহার নিয়োজিত কর্ম্মচারী দ্বারা ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের কোন আদালতে নালিশ হইবে না।

ত্রিপুরার পার্ব্বত্য স্বাধীন প্রদেশের মহারাজ বাকি খাজনা ও খোরপোষ পাইবার প্রার্থনায় এই বলিয়া তাঁহার নিজ নামে নালিশ করেন যে চাকলা রোসনাবাদ নামক স্থানের তিনি জমীদার। কুমিল্লার উকীল তাঁহার তরফীল করিয়াছিলেন। মহারাজের তহশীল-মুহুরী ঐ নালিশ উপস্থিত করিয়া তাহার প্রমাণ দেন। সব জজ ঐ নালিশ হইতে পারে না বলিয়া মকদ্দমা ফিরাইয়া দেন। হাইকোর্টের উক্ত বিচারপতিরা এই সিদ্ধান্ত করেন মহারাজ ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশের স্বাধীন রাজা বলিয়া এ মকদ্দমা উপস্থিত করেন নাই, তিনি চাকলা রোসনাবাদের জমীদার বলিয়া মকদ্দমা উপস্থিত করেন। দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৪৩২ ধারায় এ মকদ্দমা করিতে নিষেধ নাই। সব জজ, এই মহারাজের মকদ্দমা ব্রিটিশ আদালতে পূর্ব্বে লওয়া হয় নাই বলিয়া যে উল্লেখ করেন হাইকোর্টের বিচারপতিরা এই বলিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন যে এ ধারার মকদ্দমা নয়। সে মকদ্দমা ত্রিপুরার স্বাধীন মহারাজের মকদ্দমা বলিয়া উপস্থিত করা হইয়াছিল। সে মকদ্দমা ব্রিটিশ অধিকৃত কোন আদালতে লইবার অধিকার নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

জজ ও মাজিষ্ট্রেট বিভাগ।

৩ই মে ১৮৮৪। বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ বি এল ৩২০৲ বেতনে প্রেসিডেন্সী কালেজিয়েট ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

সাব ইন্সপেক্টর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর বাবু [illegible] নং ১৮৮৩ অব্দের ৫ ১৮ অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পূর্ব্বের অস্থায়ী সাব ইন্সপেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] প্রত্যাগমন করাতে বাবু [illegible] পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ১৪ই তারিখের কালেক্টরী গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত করা হইল।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত [illegible]।

[illegible] বিভাগের ও সেরেস্তার [illegible]

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible] বাবু যে পঞ্চানন [illegible] মাসিক ৩০৲ বেতনের অস্থায়ী মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। ইনি [illegible] মকদ্দমা ও ছোট আদালতের [illegible] ক্ষমতানুসারে ৫০৲ টাকা মূল্যের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

মফস্বলস্থ সুলেখক বাবু হীরালাল পাল ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভাটপাড়া হাইস্কুলের মন্ত্রী হইলেন, ইনি ছোট আদালতের জজের অনুরোধে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

ভাটপাড়া হাইস্কুলের মুলেফ বাবু শ্রীপ্রসন্নমোহন চক্রবর্ত্তী ঐ স্কুলের অন্তর্গত কুষ্টিয়ার মুলেফ হইলেন।

কুষ্টিয়ার মুলেফ বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ রাজসাহীর অন্তর্গত মালদহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মালদহের মুলেফ বাবু কৃষ্ণকান্ত বসু ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডিহানগরের মুলেফ হইলেন।

বাবু নারদাপ্রসাদ ঘোষ ত্রিহুতের অন্তর্গত হাজিপুরের মুলেফ হইলেন।

বাবু পুণচন্দ্র মিত্র মানভূমের অন্তর্গত বড়বাজারের মুলেফ হইলেন।

বাবু বেণীমাধব রায় ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের মুলেফ হইলেন।

বাবু উমাকান্ত ঘোষাল বশোহরের অন্তর্গত ঝিনয়দহের মুলেফ হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ।

আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই ভারতবাসিদিগের প্রতি সাহেবদের অতি অল্পই সহানুভূতি আছে। আমরা বিজিত বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা অভিমানভরে আমাদের হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করেন, আমাদের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিতে লজ্জা বোধ করেন এবং আমাদের সহিত মিশিতে ঘৃণাবোধ করেন। ইহার যেরূপ পরিণাম হইয়াছে বা হইবে তাহা সকলেই অনুমেয়। যাহা হউক এই অভিমানে স্ফীত ইংরাজদিগের মধ্যে দুই এক মহাত্মাকে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা এই বিজিত জাতির সহিত সদ্ভাব রাখিতে বা তাহাদের সহিত মিশিতে ঘৃণাবোধ করেন না। আমরা যাঁহার বিষয় বলিবার জন্য এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম তাঁহার নাম ডাক্তার বিল্‌ সাহেব। ইনিই গত ১৭ ই মে রবিবারে সেণ্ট পল ডিস্পেন্সারী স্কুলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডাক্তার সাহেব বলেন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দেওয়া এবং তৎসঙ্গে আমাদের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। সভাস্থলে তিনি যেরূপ ভাবে কথোপকথন এবং গুরু করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অমায়িকতার প্রকাশ পাইয়াছিল। যে যাহা হউক বিল্‌ সাহেব বলেন স্বাস্থ্য অর্থাৎ আমাদের প্রধান বন্ধু। ইহা রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু এ বিষয়ের প্রতি অনেকের দৃষ্টি নাই। তিনি বলেন তোমরা দুর্গন্ধির কারণ করিয়াছ কিন্তু তাহার প্রতি যে প্রকৃতির যথেষ্ট আক্রোশ আছে, তোমাদের অনেকে তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। আজ যদি তোমরা কোনরূপ পাপ করিয়া থাক, তবে তাহার ফল তোমাকে আজই ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যদিও তোমাকে আপাততঃ সেরূপ ফল ভোগ করিতে হয় না বটে কিন্তু অন্যান্য লোক আর প্রকৃতি সকলেই তাহার বিশেষ শাস্তি পাইবে। ডাক্তার বিল্‌ সাহেব আমাদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনটী নিয়ম প্রতিপালন করিতে বলিলেন। প্রথম খাদ্য, দ্বিতীয় পানীয়, তৃতীয় পরিচ্ছদ। খাদ্য সম্বন্ধে তিনি ছোট ছোট কথা বলিলেন। তাহা তাঁর স্বদেশীয়দিগের প্রযুক্ত। পানীয় সম্বন্ধে কেবল বিশুদ্ধ জলই একমাত্র ব্যবহার্য্য। ডাক্তার সাহেব এসম্বন্ধে যাহাকেই বিষয়ং পরিত্যাগ করিতে বলিলেন; এ দেশবাসীরা সাহেবদের অনুকরণ করিতে সদা সুরাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে মদ্য ত্যাগ করিবার জন্য ভূরি ভূরি বাক্যব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ, যখন শরীর সুস্থাবস্থায় থাকে তখন সুরা আপনা হইতেই অনুকূল হইবে, কিন্তু যখন সুরা দ্বারা ক্ষুধাকে উত্তেজিত করিতে হয় তখন কি অসাধ্য রোগগ্রস্ত হইতে হইবে। ক্ষুধাদি না হওয়া ঐ সকলই স্বাভাবিক, সুতরাং তাহা আপনা হইতেই করিয়া থাকে। ডাক্তার সাহেব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিধেয় এবং সকল প্রকার বস্ত্রের আবশ্যকতা, কি গ্রীষ্ম কি শীত সকল সময়েই ফ্লানেল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বলিলেন। তিনি ধূমপান কার্য্যটিকে সকলকে নিষেধ করিলেন, কারণ ইহাতে স্বাস্থ্যের হানি হয়, তবে যাঁহারা এ বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়াছেন তাঁহারা পরিমিত রূপে ব্যবহার করিবেন। ডাক্তার সাহেব বলেন এ দেশীয়েরা যথাসময়ে রোগের চিকিৎসা করে না, রোগ নিতান্ত কঠিন না হইলে ডাক্তারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয় না। ইহাতে অনেক সময়ে রোগীকে অপরের ভাগী হইতে হয়। এদেশীয় লোকের আর একটী দোষ এই, এক জন ডাক্তারকে ৬ টি ভিন্ন ভিন্ন দেখাইয়া আরোগ্যকে তাহার পর অন্য আর একজনকে দিয়া চিকিৎসা করান, এরূপে এক জন ডাক্তারকে চিকিৎসার উপযুক্ত অবসর দেওয়া হয় না এবং তজ্জন্য রোগীরও শান্তি লাভ করা কঠিন হইয়া উঠে। তিনি বিশেষের আর একটি বিশেষ দোষ দেখাইলেন, যে একজন রোগীর পীড়া হইলে তাহার আত্মীয়বর্গ সেই রোগীর গৃহে তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে এক ঘরে অনেক ব্যক্তি থাকাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস অধিক বায়ু দূষিত হয়, সেই বায়ু সেবন করিয়া রোগীর আরও পীড়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ডাক্তার সাহেব [illegible] উৎসাহকালে [illegible] পরামর্শ দেন না; তাঁহার মতে ইহা [illegible], আমরা মুকলসচ। তুমি যা [illegible] সিদ্ধ করিয়া খাইবার কথা আমরা আজ শুনিলাম, [illegible] অন্যান্য উপদেশানুসারে আমরা [illegible] কিন্তু তুমি সিদ্ধ করিয়া খাইতে আমরা [illegible] ডাক্তার বিল্‌ সাহেব আর অধিক কথা বলিয়াছিলেন তাহা বাহিরের লোকে বলা অন্যায়, তবে দুঃখের বিষয় এই তিনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ২।১ টী অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন। ইহার পর পণ্ডিত অযোধ্যানাথ বলেন যে ডাক্তার সাহেব আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিবার কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, এটী আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন আমরা নিজ গৃহ ইত্যাদি পরিষ্কার রাখিতে পারি কিন্তু গৃহের বাহিরে পরিষ্কার রাখা আমাদের কার্য্য নহে। এজন্য মিউনিসিপালিটী আছে, কিন্তু সেই মিউনিসিপালিটী স্বীয় কার্য্য করিতে কিরূপ অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহা বলা যায় না। মিউনিসিপালিটী, আরোহিদিগের গমনাগমনের পথ সর্ব্বপ্রকারে পরিষ্কার রাখিবে বলা কিন্তু যে সকল লোকের যান তাহার নিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। [illegible] দুর্গন্ধ জল রাস্তার উপর ফেলিতেছে, নানা প্রকার পুরিগন্ধময় রাস্তার চারিদিকে থাকাতে বায়ুকে দূষিত করিয়া নানা প্রকার পীড়া উৎপাদন করিতেছে তদ্বিষয়ে ইঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা দেওয়ানজিদিগকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিবার জন্য বাস্ত। বাস্তবিক পণ্ডিত অযোধ্যানাথ যাহা বলিয়াছেন তৎসমস্তই সত্য এবং এ বিষয়ে বিল্‌ সাহেব ও সাধারণ সভ্যগণ তাঁহার কথায় পোষকতা করিলেন। আমরা আশা করি মিউনিসিপালিটী স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্য সাধনে মনোযোগী হইয়া সুনাম ক্রয় করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহার পর এলাহাবাদ এডুকেশন ডাক্তার বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত ও তাঁহার [illegible] সুরাপান করিতে নিষেধ করেন। [illegible] বাবু কালীচরণ মিত্র মিউনিসিপালিটীর পক্ষ [illegible] দুই এক কথা বলেন। ডাক্তার মিউনিসিপালিটীর তাইস চেয়ারম্যান, তিনি যে মিউনিসিপালিটীর পক্ষ অবলম্বন করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি। [illegible] ইহা আমরা দুঃখকে [illegible] মিউনিসিপালিটী স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্য সাধনে [illegible]

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা যেমন সেই স্থানে থাকি। অতএব হাজিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়। যাহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্র বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রন্থকার এখানে কমিশন সেলে পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীকৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

১। ভিপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

যে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা অন্য পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

যাঁহারা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করেন, সোমপ্রকাশের সংখ্যা গণিয়া বিজ্ঞাপনের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

চন্দ্রচূড় রস।

অগ্নের্দীপ্তিকরঃ প্রবরো বাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়োমুমূর্ষুণাং ন জ্ঞেয়োমুক্তিদঃ বিনা॥

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতুদৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হইতেছে। ২১ দিনের মূল্য ৫ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ।

অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় তাহাদিগের ২১ দিনের ঔষধের মূল্য ৩ টাকা।

শ্রীনলিনীমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, ধাকনিয়ার ভদ্রবাড়ী।

অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন!!!

ইহা দেশীয় কতিপয় উদ্ভিজ্জ বাতীত কিছুই নয়। ইহাতে রক্তামাশয়, সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, দমকা-ভেদ, অজীর্ণ ও অম্লশিত্তসহিত পেটের পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৬ পুরিয়া এক টাকা প্যাকিং ৵০। আরোগ্য না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অবস্থামত নানা ব্যবস্থা দেওয়া যায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডিপিং চন্দননগর হুগলী বিবরণ।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থ।

ভাব প্রকাশের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক মাশুল সহ মূল্য ১৸৵০। এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে এদেশের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রসম্পাদকের সম্পাদকেরা স্পষ্টাক্ষরে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তক কেবল ৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীদুর্গাচরণ রায়—ম্যানেজার

(ডাক্তার ঘোষকৃত।)

গোদ, জলদোষ ও ধবলরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিদ্ধু-শোষক—ইহাতে গোদ ও জলদোষ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং স্থানে স্থানে ক্ষত, অসাড় হইলে এ ঔষধে আশু ফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ৩৲০।

শ্বেতারুণা—ইহাতে ধবলরোগ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ দশাব্যাপী বা পৈতৃক হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক প্যাকেট ২৲০।

এই দুটী ঔষধে পারা হরিতাল প্রভৃতি কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা ৫৬ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার ঘোষের বিচারীর চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

"কনক-নলিনী" এবং "সরোজ-বাসিনী।"

(মনোহর উপন্যাস)

এই দুখানা উপন্যাসের স্ত্রীকাতিকে সহীধর্ম্ম ও পতিভক্তি শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিনী। সোমপ্রকাশ ও সংস্কৃত ডিপজিটারিতে ক্যানিং লাইব্রেরীতে চীনেবাজার পঞ্চানন নাথের দোকানে ও কলিকাতা সমাজে স্থলে পাওয়া যায়। মূল্য প্রত্যেকের এক এক টাকা।

ডাক্তার শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের

অম্লনাশক চূর্ণ।

ও

অম্লশূল সংহারিণী সুধা।

উক্ত ঔষধদ্বয় কলিকাতার দেশীয় উপাধানে প্রস্তুত, দূষিত বা বিষাক্ত দ্রব্য বর্জ্জিত।

অম্লনাশক চূর্ণ—অম্লরোগ যে কোন উপসর্গ লইয়াই হউক না কেন এই ঔষধি নিয়মমত সেবন করিলে আরোগ্য স্থির নিশ্চয়। ৫ পয়ার মত রোগী এই ঔষধ সেবন করিয়াছেন সকলেই অম্লবারি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সম্যক সুস্থ হইয়াছেন। মূল্য প্যাকেট ৷৷৵০ ডাকমাশুল ৵০। ২ হইতে ৬ প্যাকেটের প্যাকিং ৵০, ডাকমাশুল ৷৵০ আনা।

অম্লশূল সংহারিণী সুধা—যেরূপ ধরিবার পুরুলক্ষণ জানিতে পারিলে বিশেষ অনুসারে সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য জলপেটরোগ ন্যায় কার্য্য করিবেক। এই ঔষধ ব্যবহারে বমন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অসংখ্য অসংখ্য পীড়িত ব্যক্তি ডাক্তার আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা সূচক পত্র লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ এই ঔষধ অম্লরোগের অমোঘ ও অব্যর্থ। এই ঔষধ কেবল অম্লরোগের মূল উপশম নিবারণার্থ সেবনীয়, কিন্তু কত দিন হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভার্থ বিরামাবস্থায় অম্লনাশক চূর্ণ নিয়ম মত ব্যবহার করিতে হইবে। মূল্য ১ শিশি ১৷৵০ প্যাকিং ৷৵০ ডাকমাশুল ৵০ আনা। ১ ডজন ১৩৲ টাকা।

ঠিকানা সুবহবন, ডিক্ষেন্সারি পলপুকুর

আয়ুর্বেদীয় ভাষ্যকারের অনুবাদক।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত।

কবিরত্নের আয়ু অধ্যবেদীয় ঔষধালয়।

কলিকাতা, ১১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বহুবাজার।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীর দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বের হ্রাস, পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রজাবারে ও পরিষ্কারে" স্বাভাবিক হয়।

৬ঠ সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আপনার বহুমূত্র ও মধুমেহের বটীকা ও মোদক দুই সপ্তাহ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। বোধ করি আপনার উপদেশমত যাবতীয় নিয়ম রক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে অধিক উপকার হইত। প্রথমতঃ প্রত্যহ দুই বেলা মোদক ব্যবহার করিতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে এক একবার ব্যবহার করিয়াছি ও কোন দিবস একবারও করি নাই। বটীকা অতি অল্প ব্যবহার করিয়াছি। ২৭ এ বৈশাখ সন ১২৯১ সাল।

বলদর শ্রীকেশবচন্দ্র আচার্য্য কবিরাজ ময়মনসিংহ।

দামোদর বাবুর উপন্যাস-গ্রন্থচতুষ্টয়।

সুবিখ্যাত উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই চারিখানি অত্যুৎকৃষ্ট নূতন

উপন্যাস	আদল মূল্য
(১) প্রভাপসিংহ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	১৸০
(২) দুইভগ্নী (সামাজিক উপন্যাস)	১
(৩) কমল-কুমারী (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	১৸০
(৪) মা ও মেয়ে (সামাজিক উপন্যাস)	১৸০

১ লা বৈশাখ হইতে আগামী ৩০ এ আষাঢ় পর্য্যন্ত ডাকমাশুল সমেত ২৷৷০ টাকায় বিক্রীত হইবে; নচেৎ মূল্য দ্বিগুণ হইবে। সেই নির্দ্দিষ্ট দিবস হইলে প্রত্যেক পুস্তকের আদল মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইবার প্রয়োজন হইবে। ঐ পুস্তকের এজেন্সী লইয়া স্বতন্ত্র ডাকমাশুল [illegible]

পাঠাইলে উপন্যাসগুলি পাইবেন। [illegible] পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় ৵০ আনা হিসাবে

১৬৮ নং বারাণসী ঘোষের } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ষ্ট্রীট কলিকাতা। } সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়

নূতন নূতন পুস্তক।

যিনি নিষ্কলঙ্ক-প্রণয়ের হৃদয়-
বিনিময় চাক্ষুষ দেখিতে চাহেন তিনি এই
পুস্তক শীঘ্র ক্রয় করুন।

ঐ ভ্রমলক্ষ্মী—অদর্শন।

([illegible] কলঙ্কমকালের জীবন্ত ঘটনা সম্বলিত।)

মূল্য ১৷০ আনা [illegible] ডাকমাশুল লাগিবে না।

যে মহাত্মা [illegible] ১৷০, নতুবা ১৷৵০ আনা।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

ভ্রমলক্ষ্মী অদর্শন—পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। প্রকৃত স্বাস্থ্যতা প্রণয়ের এমন উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। ইহার লেখক [illegible] মনের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে পাষাণহৃদয় পাঠকের হৃদয়েও তাহার প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হইবে। রোগ যন্ত্রণাদায়ক এবং একাকী সহ্যের সহিত যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বর্ণিত আমরা তাঁহার [illegible] ভুলিতে পারি, অল্প সময়ের করিতে পারি নাই।

কালোক ৭ ই বৈশাখ সন ১২৯১ সাল।

Rajat Adarshan is an anonymous production apparently a young gentleman has had [illegible] domestic mishap in having lost a beloved [illegible] from the effects of a difficult labour. [illegible] to out unknown author has made his debut in the book before us, and we must say he has done remarkably well. We observe in it distinct signs of a promising genius akin to Poet [illegible] Those who have read Babu Chunder Sekhar Mookerjee's Preym a work of some repute in [illegible] literature will not fail to find in the book [illegible] a decided improvement in writing poetic prose Indian Empire of 20 th April.

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র কলে।
কলিকাতা—১১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী।

২৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে [illegible] প্রকার উৎকৃষ্ট [illegible] পাঠ্যপুস্তক এবং সামাজিক নাটক ও উপন্যাস [illegible] মূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি মূলম্ প্রকাশিত হইল।

[illegible] ৵০, বেতাল অষ্টবিংশতি ১৸০, Dialogues [illegible]

দেবী চৌধুরাণী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রণীত) ১৷৷০, একে বলে কি ? পাকা তামাসা ৵০, হায়রে পয়সা ৵০, বহু মহিলা (দ্বিতীয় সংস্করণে) ৷৵০, বেতিয়া বালিকা ৵০, ভেল পাতা ১৷৷০, পাগলী ১৷৷০, বিলাতের পত্র ১৷৷০, পাঁচ পাগলের ঘর (প্রহসন) ৷৵০, সীতা-বিবাহ ৸০, আরশীলিপি ৵০, স্বপ্নলতা ১৷৷০, তরঙ্গিণী ৷০, উর্দ্দু উপদেশ ১৷৷০, কবিতা কল্পলতা ৷০, যুক্তি এবং সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ ১৷৷০, ভিক্টোরিয়া মাহাত্ম্য ১৷৷০, ভালবাসা ৸০, প্রকৃতিবাদ অভিধান ৫ সরল অভিধান ৷৷০, সীতার বনবাসবিস্তৃতি ৷৵০ রাজপুত চরিত ৸০, বাঙ্গালা গোখিন্দ সামন্ত ৷৵০, Half hour with Nature ৷৷০, Ancient world Modern world ২৷৷০, Speeches of Lord Ri ১৷৷০, A calender, (For ascertaining any of the week for any given time within the present century ৷৷০, Students guide ১৷৷০ কণ্টক-উদ্ধার ৵০, বালাসখা ২য় ৵০, মহম্মদীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ১ রাজলক্ষ্মীর অদর্শন ৷৷০।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সর্ব্বপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৷৷০ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৷৷০ টাকা আসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম-মূল্য না পাইলে সকলকে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ডাকঘরে রেজিষ্টরি করিলে গৃহীত হইবে না। ডাকঘরে রেজিষ্টরি করিলে গৃহীত হইবে না। ডাকঘরে রেজিষ্টরি করিলে গৃহীত হইবে না।

যাঁহারা আমূল না লিখিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি প্রায়ই উত্তর দেওয়া হয় না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৵০ এক আনা হিসাবে দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের অন্তর্গত সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৯১ সাল। ২৮ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮৪। ৯ ই জুন

অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫।০, অন্যত্র ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

মাথার বেদনার মহৌষধ।

যে সকল স্ত্রীলোকের মাথার যন্ত্রণা পূর্ব্বে ও পরে পেটে বেদনা হয় ও পেটে বেদনা, ঘরে বমনাবেগ, শ্বেত-প্রদর রক্ত-প্রদর, কুক্ষিতে পীড়া হইয়া বেদনের উপশম অধিকী পাইতেছে, মাথার যন্ত্রণা দূর করে, মাস কিম্বদের অধিক বেদন করিতে হয় না। বড়ো মাসের পর সময় বেদন করিতে হয়, তখনো সপ্তাহ পূর্ব্বে পত্র লেখা আবশ্যক। এক শিশির মূল্য ২, টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

রতি-বিলাস তৈল।

অতি সুগন্ধযুক্ত সোণালী রঙ্গ তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাঘোরা, শিরঃপীড়া, মাথাধরা, মাথাঘোরা ও অনিদ্রা দূর হয়। মস্তিষ্ক শীতল, চুল ঘন, কোমল, ঘোড়া লম্বা ও উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হয়, গায়ে মাখিলে দুর্গন্ধতা প্রভৃতি দুর্গন্ধ হয় না। অধিকন্তু শরীরে বল সঞ্চারিত হয়। ঋতু পরিবর্ত্তনে পীড়িত হইতে হয় না। মূল্য ৪ ওজন শিশি ৷৵০, ৮ ওজন ৷৵০ বেঙ্গল পোষ্টে মোকল ৷৵০, প্যাকিং ৷৵ ৩ পোয়া মোকল ১৷০, প্যাকিং ৷৵০। অধিক লইলে আলাদিদা বন্দোবস্ত।

সেবনোপযুক্ত ফল।

এই তৈল সেবনে প্রথমে কাহারো কাহারো ঘাম মিলন, শ্বেত প্রদর, মূত্রাশয়ের দুর্গন্ধতা ও মূত্র দাহ আরো এবং এই সময় সাবধানে থাকা, অতিরেক হয় পরিমাণে ব্যবহার করিলে পীড়া অতি সত্বর আরোগ্য হয়। এক শিশির মূল্য ২৷৵০ প্যাকিং ৷৵০ আনা।

উদাসীন হইতে প্রাপ্ত।

সর্ব্বপ্রকার অর্শ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা ব্যবহারে মুক্ত আলা, আহারান্তে, অম্ল বমন ও বমন, অম্লরক্তির অভাব, উদরাময়, অম্লপূর্ণ, বেদনা, আনাহ, অন্ত্র-কত পরিষ্কার দাহ, যোনিদা, অন্ত্রশৈথিল্য মল, গুদদ্বার উপবর্ত্ত বিশিষ্ট অন্ত্রস্থিত ব্যাধি এই আশ্চর্য্য ঔষধ সেবন মাত্রেই যাইবে সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য ১০, প্যাকিং ৵০ আনা।

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

১৮ নং মদনমোহন বসাক, পাঁচারিপাড়া, সিমলা কলিকাতা।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কল্পদ্রুমের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন চাঙড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৯০ সাল
১ লা চৈত্র

শ্রীদারকানাথ শর্ম্মা।
চাঙড়িপোতা
সোণারপুর ডাকঘর ২৪ পরগণা।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
নিম্নলিখিত নিম্নলিখিত মূল্যে
ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং অপার সার্কুলার রোড সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

	মূল্য	ডাকমাশুল
উপদেশমালা		
১ ম ভাগ	৵০	৫১০
২ য় ভাগ	৵০	৫১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৫১০
২ য় ভাগ	৵০	৫১০
৩ য় ভাগ	৵০	৫১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	৫১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাকমাশুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র।

সম্পাদক মহাশয়! কতিপয় শিক্ষিত লোককে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহারা বলেন, স্ত্রীশিক্ষার পরিবর্ত্তে বিধবাবিবাহে মত দিতে হয় ইহা আশ্চর্য্য কিন্তু কেন আশ্চর্য্য তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা অত্যধিকের অপরাধিক, মঙ্গলসাধক তাহাই যুক্তিযুক্ত, আর তাহার বিরুদ্ধ যুক্তিকে আমরা অযুক্ত যুক্তি বলি, ইহাতে আমাদিগের অপরাধ কম, আছে।

প্রজা-বৃদ্ধির অভিলাষী বলিয়া আমরা চিরকৃত

...ছেন; প্রতিবাদক বলেন ২৫ কোটী লোক পূর্ণ ...ভারতবর্ষের কি জনসংখ্যায় তৃপ্তি হয় নাই? ...ভারত তৃপ্ত আমরা এরূপ ভাবি না, আর ভারত তৃপ্ত হইলেও যে বিধবাদিগকে পুনর্ব্বিবাহে বঞ্চিত করিলে অপরিমিত জনবৃদ্ধিদোষ নিবারিত হইবে, ইহাও আমাদিগের সন্তোষজনক রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। জিজ্ঞাস্য এই, যদি লোক-প্রবাহ নিবারণ করাই স্থির হয় তবে এ রাজনৈতিকবুদ্ধি মুক্তপত্নীক পুরুষদিগের উপর ব্যবহার করিলে ভাল হয় না কি? নিয়ম করুন না কেন যে মুক্তপত্নীক পুরুষেরা পুনর্দ্দারগ্রহের অধিকারী হইবেন না; যদি এ প্রস্তাবে প্রতিবাদক সম্মত হন, তাহা হইলে বুঝিব তিনি নিষ্পক্ষ ও তার্কিক।

...ার পর বিধবাগণ অপকর্ষতায় নিমগ্ন। ...নি গুরুদের ভেদ চিন্তা তাঁহাদিগের পবিত্র হৃদয়ে স্থান পায় না। সমাজ 'কঠিন' শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদিগকে এই দোষাতীত আত্মসংযম-বিদ্যায় বিশারদ করিয়া তুলিয়াছেন। প্রতিবাদক এইরূপ বলেন, কিন্তু এ সকল কথা সত্য কিংবা অতিরিক্ত স্বাধীনতা বিরহিত বিধবাগণ অন্যান্য প্রস্তাবে যে ঐরূপ অসাধুতা প্রকৃতি পাইতে পারে, তাহা আমাদিগের সন্তোষবৃদ্ধির অগম্য। যোগেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করি শতের মধ্যে কয়জন বিধবা চরিত্রস্খলন করেন? ইহা কখনই বিধবাবিবাহের প্রতিবন্ধকতা প্রশ্ন হইতে পারে না। কারণ সত্য ...ঈশ্বর নিষ্পাপ ও পবিত্র ছিলেন, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে, কাহারও লজ্জিত হওয়া উচিত নহে। বিধবাবিবাহ কোন সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যদিও অসম্ভব, তথাপি ইহা আমরা বলিতে পারি যে এ নিয়ম কুউন ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্রের ন্যায় চিরকাল অপ্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। বিধবারা এ বিষয়ে বিষয়ে থাকাতো বিবেচ্য হইল না, তাহা কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা উহাকে শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের প্রলাপবাক্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। সুশিক্ষিত সুবোধ পুরুষগণ যে ইন্দ্রিয়ের দমনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের অপেক্ষা অশিক্ষিত ইন্দ্রিয় বিকৃষ্টা অশিক্ষিতা অবলাগণ যে ইন্দ্রিয়ের দমনে সমর্থ হয় না, ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা নহে। ...ন্দুস্থানে প্রথা ছিল যখন যবীয় প্রথমে ...পদেশে আসেন তাঁহাদিগকে অতিথিরূপে ...দিগে অভ্যর্থনা করিতেন। বৈধব্যদিগকে ...এথা উঠিয়া গিয়াছে এমন কথা শুনা যায় ...একটি আধিক্যের কথা অতএব সমুদায় ...দিগের ঐ রূপ ব্যবহার করা অন্যায়।

বিধবাবিবাহবিষয়ে ইংলণ্ড উন্নতি করিয়াছে কি না ইহা প্রশ্ন করা হইয়াছে। সমাগর ভারতের অধীশ্বরী অধিপতি ইংরাজজাতির উন্নতিবিষয়ে আমরা খুঁজিয়া পাই না, আমরা এরূপ অনুসন্ধান করিয়া ...এমন করিয়া ধরণ প্রাপ্তে রহিব কেন? ...তি, সামাজিক উন্নতি ব্যতিরেকে কি জাতীয় উন্নতি সম্ভব? ইংরাজদিগের আত্মসমাজ সুশিক্ষিত না থাকিলে ইং... চ... নল পার হইতে পারিত না। সমস্ত ...ন্নতির বীজ সমাজক্ষেত্রে অবশ্যই থাকিবে, ...তাহার সমাজ আমাদিগের এ পক্ষ সমাজ... তুলনায় স্বর্গ। তথায় দীর্ঘ নিশ্বাস ...অশ্রুবর্ষণ নাই, হাহাকার নাই। তথায় সংসার ...ই, একপত্নীকে নিষ্ঠুরিয়া ...ন না, নিরপরাধা যুবতী বিধবাকে ...হইতে বঞ্চিত করিয়া ...নিজে যুবতী ভগিনীর চরিত্রদোষের ...প্রসারিত করে না। ...ভারতবাসীর ...শিক্ষিত সাধারণের এক... ইহা ...তথায় পাইলেন, ইত্যাদি ...সাধারণের মত ...অনেক ...ব্যক্তির মত বুঝা যাই, অধিকাংশের মতকেই সাধারণের মত ...করিতে ...। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অধিকাংশের ...তে অনুকূলে কি প্রতিকূলে তাহা আমাদিগের সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র সকলের ...পেক্ষিত, সেই শ্রেণীর আলোচনায় ...নাথেই তাঁহার সন্ধানের নিরাকরণ হইবে।

...বাবু কেবল উপদেশ ...করিতে অগ্রসর হয়েন। ...যোগেন্দ্র বাবু যেরূপ ...হইতে, তিনি যোগেন্দ্র অপেক্ষাও ...যোগেন্দ্রের ...সুখের বিষয়। কিন্তু বিকল্পতি বাবুর এ সকল সমস্যা ভাঙ্গিয়া বিধবাবিবাহ ...করিবার প্রয়োজন ...। বর্ত্তমান বিষয়টী স্থূলে ...আমাদিগের ...কার্য্য ...পদার্থ, আমরা ...সম্বন্ধে ...বিতর্ক করি নাই, মতামতের ...করিতেছি ...বিকল্পতি বাবুর মতে বিধবাবিবাহ ...কি না ইহাই আমাদিগের জিজ্ঞাস্য ছিল, ...তাহা কার্য্যতঃ কি করেন তাহা তাঁহা আমাদিগের অনাবশ্যক।

বিকল্পতি বাবু যখন বিধবাবিবাহ চলিলে, সুস্থ সুসঙ্গত হিন্দু সমাজ ...হয় বলেন, এবং হিন্দুসমাজের হৃদয়ে বিশেষ আঘাত দেখান, এরূপ ...কথা সকল মুখে আনিতে হৃদয় কম্পিত হয়। ...যোগেন্দ্র বাবুর পরে বলেন বিধবারা পতিবিহীনা হইয়া, সকল ভোগ্যের বিলাস-আমিষে ...আমরা নিরন্তর বঞ্চিত হইতেছি, তাহাতে কি ...অপরিমিত বিধবা নহে? যেখানে ...মাত্র সমান বিভাগের যে সংকল্প হয় তাহাতে ...আমরা এ ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার ভয়ে অন্তে ...

...বিকল্পতি বাবুর, ভবিষ্যদ্বাণী এই, যে কালক্রমে কুমারিদিগের পর্য্যন্ত বিবাহ বন্ধ করিতে হইবে। এই উক্তি যা ভবিষ্যৎ করুণ সকল তাহা বলিতে পারি না, পাঠকগণের বিচার্য্য, আমরা যদি যদি সেরূপ অবস্থার বিষয় কখনও কোন দেশে আইসে, তাহা হইলে সে বিবাহপ্রথা লোকসমাজের প্রতিরোধক হইবে না, আবার তাহা হইলে সমাজ সেই আদিম মুক্ত-প্রথার অবস্থায় উপনীত হইবে মাত্র। ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে কিন্তু অংশ করিতে পারে ইহা আমাদিগের প্রতিষ্ঠিত অভিপ্রেতের যোগপথা নহে।

যদি প্রতিবাদকগণ পুরুষ ও স্ত্রীজাতির প্রতি নিঃস্বার্থ বিচার করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে, লোক গণনায় যে সকল ফল বাহির হইয়াছে তাহার প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপাত করা অবশ্য কর্ত্তব্য; দেখা উচিত যে বিধবাবিবাহের বিবাহ বন্ধ থাকায় পুরুষদিগের অসুবিধা ঘটিয়াছে কি না। যত অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ১৬০৮৮৬০৫ জন কিন্তু অবিবাহিত রমণীর সংখ্যা ১০৩১১৮১১ জন বই নয়। সুতরাং অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষের অধিক। আবার অযোগ্য ৭১৯৫৬৪৭ জন বিবাহ আছে কিন্তু পৃথিবীপূজ্য পুরুষ ১৩৭৪১৮৪ জন বই নয় সুতরাং বিবাহবিহীনের সংখ্যা স্ত্রীহীন পুরুষদিগের অপেক্ষা ৬০ লক্ষেরও অধিক। সুতরাং এক পক্ষে ৬০ লক্ষ পুরুষ বিবাহ অভাবে বিদ্রোহী, অপর পক্ষে ৬০ লক্ষ বিবাহবিবাহ অভাবে বিদ্রোহী; এই দুই অভাবগ্রস্ত ইন্দ্রিয়বিতাড়িত শ্রেণী হইতে যে যেরূপ যাবতীয় কুৎসা উত্থিত হইতেছে তাহা অস্বীকার করা কখনই অভিজ্ঞ মস্তকের কার্য্য নহে, তাই সমাজকে বলি সমাজ! আর উহাদিগকে বন্ধ করিও না, উহাদিগকে আর অন্তরালে মিলিত হইতে বাধা করিও না, বিধবার বিধবা মুক্ত জীবনে জীবন সঞ্চার কর, অভীষ্ট পাপের আবর্জ্জনা করিয়া একবার আত্ম-প্রসাদের সুখী সুখ অনুভব কর (১)।

বহরমপুর } শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঝিরমরা } শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

(১) বিধবাবিবাহ বিষয়ক অনেকগুলি পত্র সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে, এখনও আর কয়খানি পত্র আমাদের হাতে আছে। আমাদের আর এ ইচ্ছা নয় যে, পত্র লেখকের নিজের বিবাহসম্বন্ধীয় প্রকাশ করিয়া অসমাজ করিব। তিনি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে যাহা করিতে পারিবেন তিনি আমাদের

রাজপুর মিউনিসিপালিটী।

পূর্ব্বপ্রকাশিত রিপোর্ট সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরকুমার বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক আনীত।

"রাজপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনর মহাশয়গণ অদ্য আমাদের অভিপ্রায় পত্র পূর্ব্বপ্রকাশিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় কমিশনর নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহাকে (অর্থাৎ নূতন মিউনিসিপাল আইন অনুসারে কি প্রকারে কমিশনর নির্দ্ধারিত করিতে হইবে তজ্জন্য) আপনারদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে "দৃষ্টিকটার মায়" অনুসারে অগ্রে বিগত অধিবেশনের অর্থাৎ ৬ই এপ্রেল রাজপুর মজবিস্যালয়ে যে অধিবেশন হয় সে বিষয়ের তাহাবিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করা সম্পাদকীয় কার্য্য বোধে নিম্নে লিখিত হইল:—

সেই অধিবেশনে ৫ টী মাত্র প্রস্তাব উত্থাপিত, অনুমোদিত ও সম্পাদনার্থ গৃহীতাছিল, এবং ঐ গুলি ৯ই এপ্রেল চেয়ারম্যান সাহেবের সমীপে প্রেরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম প্রস্তাব এই—

"১৮৭৬ সালের ৫ আইনের (অর্থাৎ মিউনিসিপাল্যাক্টের) ৩৫ ধারা অনুসারে আমরী অমিনাদি রাজবা চিকিৎসালয়টী মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের উপর অর্পণ করিতে পারিতেছি না; কারণ মিউনিসিপালিটীর আয়ের অবস্থা দৃষ্টে তদ্ধারাতে মিউনিসিপালটী সে ভার বহন করিতে অক্ষম।

এই প্রস্তাব উপলক্ষে কিঞ্চিৎ কমিকথা আলোচনা হইয়াছে। কমিশনরদিগের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বাপর কার্য্যকারণভাব পর্য্যালোচনা না করিলে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না এ কথা আপনারা বিশেষরূপ জানেন। সুতরাং রাজবা রাজবাচিকিৎসালয়রূপ অস্থাবর যথার্থ রূপ জানিতে হইলে অগ্রে তদুপযোগী দুই একটী বিষয় লিখিতে হয়, ও দুই চারিটী অঙ্ক কষিতে হয়। সে গুলি এই:—বর্ত্তমান রাজবাচিকিৎসালয় কি রূপে চলিতেছে; কোথায় মিউনিসিপালিটী বার্ষিক কত টাকা দিতেছে, বেসরিটেরী কমিশনর মহাশয়গণ তাহাতে আর্থিক কত টাকা দিতেছেন; ইহাতে নিযুক্ত ডাক্তার কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি কর্ম্মচারী মহাশয়গণ বার্ষিক বা মাসিক কত টাকা বেতন পাইতেছেন, ইত্যাদি। আর ইহার দেখিতে হইবে যদি চিকিৎসালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ যদি কোনও মহাশয় কমিশনর ইহাতে আর টাকা না দেন; এটী যদি কেবল মিউনিসিপালিটীর ঘাড়ে চালিত হয়, তাহা হইলে এই চিকিৎসালয় চালাইতে মিউনিসিপালিটীর কত টাকা দেওয়া সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত; এটী বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিবে কি মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান আয় অনুসারে কিছুর আকারে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে; অন্যান্য অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যাঘাতে ইহার ব্যয়ের পরিপুষ্ট করিতে হইবে কিনা অথবা করা উচিত কি না, ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আবশ্যক বিষয়গুলি আপনারদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। এক্ষণে চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করুন। এতদিন চিকিৎসালয় কিরূপ উপায়ে চলিয়া আসিতেছে:—১ম উপায়, মিউনিসিপালিটী হইতে মাসিক ৫০০ টাকা দিয়া থাকে। ২য় উপায়, কমিশনর মহোদয়গণের দত্ত মাসিক চাঁদা। ঐ দেয় চাঁদা প্রতি মাসের প্রথম সোমবারে জমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে; চাঁদা যদি আদায়ে ক্রমশঃ হ্রাস পড়িতেছে। কমিশনর সাহেব রাজবাড়ীর নিকট হইতে ঐ চাঁদাগুলির উদ্ধারের উদ্দেশে প্রথম প্রথম অনেক ঘোরাঘুরি করিতেছেন; চাঁদাদাতা কমিশনরগণ ঐ করোনেশানের উদ্যোক্তা, বিপদীও ও অনেক মহৎ বিষয়ক হইতেছেন। এমন কি মনে করিতেছেন যে কি কৃক্ষণে রাজবা চিকিৎসালয়ের ঐ দায় ঘাড়ে লইতে সম্মতি করিয়াছিলাম, এ আপদ্ কবে ঘুচিবে; কবে এ আপদ মিউনিসিপালিটীর ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইব। মিউনিসিপাল কমিশনরগণ রাজবা চিকিৎসালয়ের সম্পূর্ণ ভার মিউনিসিপালিটীর ঘাড়ে চাপাইবার জন্য বহু দিন হইতে বিশেষ যত্নবান আছেন। কেবল কমিশনর সাহেবের সুদৃষ্টিবিহীনতার জন্য তাহার কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে সেণ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের একখানি ঘোষণাপত্র আসিয়া তাঁহাদিগের চিরাভিলষিত মনোরথকে সুসম্পন্ন করিয়া দিল। ঘোষণাপত্রে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই অভিপ্রায়ে। যে, রাজবাড়ি রাজবাচিকিৎসালয়টী কমিশনরদিগের উপর অর্পণ করা তাঁহার অভিপ্রায়। এ বিষয়ে যদি তাহাদের কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তিনি এক মাসের মধ্যে ঐ আপত্তি লিখিয়া পাঠাইবেন। আমাদের মিউনিসিপাল কমিশনর বাহাদুরগণ এবিষয়ের যে "অনুকূল গবনমেণ্ট" অভিপ্রায় জানিয়া সেই ঘোষণাপত্রের অনুকূলে লিখিলেন "আমাদের কোন আপত্তি নাই।"—কমিশনারদিগের মধ্যে আবার কোন আপত্তি আছে কি না, জানিবার কথা একবারও চেষ্টা করিলেন না। যদি বলেন তাহারা কে? তাহাদিগকে আবার কি জিজ্ঞাসা করিব? আমরা তাহাদিগের চতুর্দ্দশ পুরুষ জিজ্ঞাসা"—বেশ, মানিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি মিউনিসিপালিটীর মধ্যে চলাচলি দ্বারা ঐ ঘোষণাপত্র আনায় করিবার জন্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে আশা করিয়াছেন তাহার অর্থ কি? যদি কমিশনারগণ সেই আশা পূর্ণ না করেন, তবে তাহাদের কর্ণগোচর করিবার প্রয়োজন ছিল কি? প্রয়োজন এই—যদি কেহ কোন আপত্তি করে। আর—কমিশনর বাহাদুরগণের এতদ্বারা ইহা জানা উচিত ছিল, যে, যখন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্বয়ং লিখিয়াছেন "কোন আপত্তি আছে কি না," তখন একবার একটা আপত্তি করিয়া দেখা উচিত; কল হয় ভাল, না হয়, দেখে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাইবে।

কমিশনরদিগের এইরূপ অপূর্ব্ব আচরণ দেখিয়া কমলাকৃপণ অসন্তুষ্ট হইয়া গত ৬ই এপ্রেল তারিখে এক সভা করেন এবং চিকিৎসালয়ের ভার অর্পণ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ আপত্তি লিখিয়া পাঠান। কিন্তু কমলাকৃপণের সম্পাদক দেখিলেন, যে, যে সময়ের মধ্যে তাঁহাদের আপত্তিপত্র কমিশনর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইবে, তাহার পূর্ব্বেই মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের "আপত্তি নাই" পত্র গিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিবে সুতরাং কমিশনর সাহেব কোন আপত্তি আছে, কি না আছে, কিছুই জানিতে না পারিয়া, রাজবাড়ীদিগের প্রেরিত "আপত্তি নাই" পত্র খানিই লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট পাঠাইবেন। এই অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া সম্পাদক ১২ই এপ্রেল লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট একখানি আবেদনপত্র পাঠান, এবং তাহার একখানি নকল কমিশনর সাহেব বাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া দেন। ঐ আবেদনপত্রের মর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত ৯ই এপ্রেল তারিখে চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট প্রেরিত পত্রে বর্ণিত ১ম প্রস্তাব মাত্র। (Read the original Petition to his Honor the Lieutenant Governor.)

এই আবেদনপত্রের নকল খানি যেই কমিশনর মহাশয়দিগের হস্তগত হইয়াছে। হস্তগত হইবার দুই এক দিন পরেই কমিসনর আফিসে মহা হুলুস্থুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে; চারিদিকে রব উঠিয়াছে "A certain gentleman" "কোন এক লোক" ইত্যাদি রাজবাচিকিৎসালয় উঠাইবার

জন্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে। অমনি খাতা প্রস্তুত হইল, লোক বাহির হইল, সই হইতে লাগিল; কথা কি না ডাক্তারখানা থাকা চাই। এই প্রকাণ্ড কাণ্ড লোকমুখে শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে মহারাজ বল্লাল সেনের রচিত শ্লোকের শেষাংশ আবির্ভূত হইল। তাহা এই—

"প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ" অর্থাৎ অহো! মধুপায়িগণ অকারণ এই বৃথা কোলাহল তুলিয়াছে। এই কোলাহল সম্পূর্ণ অলীক ও অমূলক।

করদাতৃমহাশয়গণ! একণে বিবেচনা করিয়া দেখুন— যদি আমাদের মিউনিসিপালিটীর স্ক্রব্ লাইবা চিকিৎসালয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার পতিত হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর মিউনিসিপালিটীকে ডাক্তারখানার জন্য সাড়ে আটশত বা পৌনে নয় শত টাকা দিতে হইবে। তাহা হইলে রাজবাচিকিৎসালয়টী আপাততঃ যেরূপ অবস্থায় চলিতেছে অর্থাৎ ইহার মাসিক বা বার্ষিক খরচ এক্ষণে যেরূপ হইতেছে ঠিক সেই পরিমাণ ব্যয় দিয়া মিউনিসিপালিটী এটীকে বজায় রাখিতে পারিবে কি না, অর্থাৎ স্বীয় আয় ব্যয় বিবেচনা করিয়া একাদৃশ-ব্যয়সাধ্য ডাক্তারখানা চালাইতে পারিবে কি না—বিবেচনা করুন। যদি এ ভাবে চালান অসম্ভব ও অসঙ্গত বোধ হয়, তবে অবশ্যই একদপেক্ষা ন্যূন ব্যয়ে চালাইতে হইবে। আমরা দেখিতেছি আমাদের সন্নিহিত বারুইপুর মিউনিসপালিটী রাজবাচিকিৎসালয়ের জন্য বার্ষিক ৩০০৲ টাকা দিয়া সুশৃঙ্খলে ডাক্তারখানা চালাইতেছেন। আমাদের রাজপুরমিউনিসিপালিটীরও কি সে নিয়ম খাটে না? তদ্ভিন্ন অধিকাংশ টাকা ডাক্তারখানার ব্যয় করিলে অন্যান্য পূর্ত্তকার্য্যের জন্য টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে। ডাক্তারখানা সম্বন্ধে করদাতৃসভার সম্পাদকের এই মত। অন্যথা—কাহার না ইচ্ছা কাহার না কামনা, কাহার না আন্তরিক অভিলাষ, যে, দেবলোকের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় অথবা বৈদ্যকশাস্ত্রের আদিপ্রচারক সুবিখ্যাতনামা ধন্বন্তরি কিম্বা হোমিওপ্যাথি পদ্ধতির অধিনায়ক হানিমান, অথবা অন্ততঃ একজন এম ডি, কিম্বা একান্তপক্ষে একজন এম বি, আসিয়া আমাদিগের হরিনাভি রাজবাচিকিৎসালয়ে অবতীর্ণ হন, এবং আমাদিগের ব্যাধিপীড়িত করদাতাদিগকে অরোগী করিয়া তুলেন সকলেরই ঐকান্তিক বাসনা, সন্দেহ নাই। কিন্তু মিউনিসিপালিটীর আয় সমষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে বাসনা কদলীবৃক্ষের বাসনার ন্যায় শুষ্ক হইয়া যায়। আমাদের মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক আয় প্রায় ৭০০০, সাত হাজার টাকা। এই টাকাটী সমগ্র ব্যয় করিলে একজন এম ডি, কে আমাদের হরিনাভি চিকিৎসালয়ের রাখিতে পারা যায়। তাই করা কি বৈধ? না যেমন আর সেই মত ব্যয় করিয়া একটী ডাক্তারখানা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য? করদাতৃ মহাশয়গণ! এই বিষয়ের মীমাংসার ভার আপনাদের উপর নির্ভর করিলাম। বলুন দেখি, ইহার নাম কি ডাক্তারখানা না চটাচটা দেওয়া? বলুন দেখি, ইহার নাম কি দেশের অর্থনিষ্ট সম্পাদন করা? বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, বিশুদ্ধ জলের ও পরিষ্কৃত পরিষ্কৃত পথ ও [illegible] মিউনিসপালিটীর অত্যুজ্জ্বল [illegible] কোন পাবব অস্বীকার করিবে? উক্ত সকল বিষয়েই [illegible] মিউনিসিপালিটীর সমান দৃষ্টিপাত করা উচিত। [illegible] হইলেই হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মন ক্ষুব্ধ হয় এবং [illegible] অসন্তুষ্ট হয়।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র কবিরত্ন।

রাজপুর করদাতৃসভার সম্পাদক।

সোমপ্রকাশ

১ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

পশ্চিমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এখন কি কর্ত্তব্য।

সম্পাদকেরা যেরূপ কাণ্ড করিয়া [illegible] তে বোধ হইতেছে, রুশ তদ্ভুক এই [illegible] বর্ষেই যেন ভারতের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হইবে। [illegible] করিবে। কেহ কহিতেছেন [illegible] ভারতে ব্রিটিশ সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হউক, কেহ কহিতেছেন, মিত্র রাজগণের চিত্তারাধন করা হউক, কেহ কহিতেছেন, অসন্তোষের কারণ উন্মূলিত করিয়া ভারতীয় প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়া রাখা হউক, ইত্যাদি।

আমরা এই সকল পত্র পাঠ করিয়া যথার্থই বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের মনে এই শঙ্কা জন্মিতেছে, বড় সিনের অধিকারকালে যেমন বাঙ্গালিরা হেমন বাঙ্গালে রণকল্লোল উপস্থিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ দরিয়ায় * চালিয়া ছিলেন, অন্যায় মদ আইন প্রচার করিয়াছিলেন এবং সমাচারপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া দেশের উন্নতির প্রতিরোধ ও ব্রিটিশ জাতির পাত্র কলঙ্ক পঙ্ক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আবার বুঝি সেইরূপ কাণ্ড করিয়া তুলেন। রুশ ভল্লুক লোলজিহ্ব হইয়া ভারতের প্রতি তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, তাহা আমরা স্বীকার করি না, কিন্তু এখনই যে ভারত আক্রমণে সমর্থ হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। রুশরা অবশ্য ভারত অধিকার করিয়া লইবে, একথায় বিশ্বাস নাই। প্রোটীসেয়াও বাল্যকাল অবধি রুশের ভারত অধিকারের কথা শুনিয়া আসিতেছেন। মহমুদকেরা আমায় এই কথা শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধ হইলেন।

আমরা গত বারে রুশের সৈন্যবল প্রদর্শন করিয়াছি। তাহারা রণস্থলে অসংখ্য সৈন্য আনয়ন করিতে পারে সত্য, কিন্তু যে পক্ষে সৈন্য অধিক হইবে, সেই পক্ষেই জয়লাভ হইবে, এই সিদ্ধান্ত বাক্য নহে। ফরাসিদিগের সৈন্যবল অধিক হওয়াতে ফরাসিরা হারিয়া গিয়াছেন এবং রুশদিগের সৈন্যবল অধিক হওয়াতে তুরস্কেরা পরাভূত হইয়াছেন, যেমন এই দৃষ্টান্ত আছে, তেমনি এ দৃষ্টান্তও আছে, রাজা যুধিষ্ঠির সাত অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণীকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কেবল সৈন্যবলের ন্যূনাধিক্য জয় পরাজয়ের কারণ নয়, রণস্থলে জয়শ্রীলাভের অন্য অন্য অনেক কারণ আছে। রুশের সে সকল কারণের সংঘটন নাই, তাহার সংঘটন হইবার এখনও বহু বিলম্ব আছে। বিশেষতঃ একবার এ বিবেচনা করা আবশ্যক, ইংরাজেরা তুরস্ক নয়, ফরাসিও নয়। রাজা যুধিষ্ঠির যে যে কারণের প্রভাবে অল্প সৈন্য লইয়া অধিকসংখ্য সৈন্যের পরাভবে সমর্থ হইয়াছিলেন; ইংরাজ জাতিতে সে সে কারণের সদ্ভাব আছে। পাণ্ডব সেনাদলের ভীম অর্জ্জুন সাত্যকি প্রভৃতি অনেক অজেয় যোদ্ধা ছিলেন, ইংরাজ সেনাদলেও সেইরূপ অনেক ভীম অর্জ্জুন আছেন। কলিকাতা গড়ের মাঠে সর জেমস ঔটরামের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে তাহার মনে এই ইংরাজ জাতিতে ভীমার্জ্জুনের আবির্ভাবের ভাবোদয় না হয়? সাধারণতঃ এ প্রবাদও আছে, একজন ইংরাজের ৭ সাত জন রুশ সৈনিকে সমান। এ প্রবাদ যদি সত্য হয়; ইংরাজেরা যদি রণস্থলে তিন লক্ষ সৈন্য উপস্থিত করেন, রুশেরা একুশ লক্ষ সৈন্য না আসিলে আর ইহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইবে না। তদ্ভিন্ন সংশপ্তকগণের ন্যায় গুর্খা প্রভৃতি সৈন্যগণ আছে। রুশ সৈন্যেরা ইহাদেরও সম্মুখীন হইয়া সমকক্ষভাবে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। মিত্র রাজগণ যুদ্ধকালে কি ইংরাজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবেন না? যাঁহারা বলেন, রাজগণ অসন্তুষ্ট, তাঁহারা সময়ে সাহায্য করিবেন না, তাঁহারা ভ্রান্ত। ইংরাজেরা সাহায্যপ্রার্থী হইলে তদ্দানে বিমুখ হইবেন, বোধ হয় এরূপ নির্ব্বোধ মিত্ররাজগণের মধ্যে কেহই নাই। আর একটী কথা এই, রুশ প্রবল বিপক্ষ যখন সম্মুখে বর্ত্তমান, তখন মিত্ররাজগণের

র্থ হাঁর মনে যে অসন্তোষ কারণ বিদ্যমান আছে, ইংরাজেরা কি তাহার উন্মূলনে উদাসীন থাকিবেন? প্রধান প্রধান প্রজারা কি ইংরাজদিগের সপক্ষতা অবলম্বন করিবেন না? তাঁহারা ইংরাজজাতির সহিত প্রবলতর স্বার্থপাশে বদ্ধ। তাঁহারা যে রুশ সহ স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভাবী স্বার্থের লোভে মোহিত হইয়া রুশের পক্ষ আশ্রয় করিবেন, ইহার কি সম্ভাবনা আছে? ভারতবাসী প্রধান লোকেরা এত অবোধ নন। সিপাহি বিদ্রোহকালে কয় জন ভারতবাসী প্রধান লোক বিদ্রোহিদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন?

রুশেরা সুসভ্য নয়। রুশ গবর্ণমেণ্ট সুশাসনগুণে বর্ত্তমান প্রজাদিগকেই সুখিত করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। কত স্থানে কত ভয়ঙ্কর বীভৎস অত্যাচার হইতেছে। রুশবাসী ইহুদিদিগের প্রতি কি ভয়াবহ অত্যাচার না হইল? ইংরাজ অধিকারে অত্যাচার নাই, আমরা এ কথা বলি না। কিন্তু রুশের অত্যাচারের সহিত তুলনা করিলে ইংরাজ অধিকারের অত্যাচার অত্যাচার বলিয়াই গণ্য হয় না। অত্যাচারের নিবারণ বিষয়ে ইংরাজের যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা আছে, পাঠক কি রুশরাজের সেরূপ যত্ন ও চেষ্টার সম্ভাবনা করেন? ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট সদিচ্ছাচারী, কিন্তু অত্যাচার বৃত্তান্ত পার্লিয়ামেণ্ট সভা পর্য্যন্তের গোচর করিয়া তাহার নিবারণ করিবার পথ ও উপায় আছে, রুশ অধিকারে কি কেহ সে আশা করিতে পারেন? রুশরাজই সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি কি কর্ম্মচারিদিগের একান্ত অধীন নন? কর্ম্মচারিরা অত্যাচার করিলে তিনি কি তাহার নিবারণে প্রভু হইবেন? তিনি যদি প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে কি প্রজারা তাঁহার হত্যার নিমিত্ত অহোরাত্র বিচরণ করিত? ভারত যদি রুশের করতল গত হয়, রাজ্য বৃদ্ধি হইবে, রাজ্য বৃদ্ধি হইলে যে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে কি সংশয় আছে? এ অবস্থায় ভারতীয় প্রজারা রুশ অধিকারে সুখী হইবে, পাঠক কি স্বপ্নেও এ আশা করেন?

যুদ্ধকালের ব্যাপার ও তাহার পর যাবৎ শান্তি সংস্থাপিত না হয়, তাবৎকালের কাণ্ড চিন্তা করিলেও কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি রুশপক্ষ আশ্রয়ে অগ্রসর হইবেন? ছিউম সাহেব বলেন, রুশ-সেনাপতিরা যোধগণকে লুণ্ঠনব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করেন না, বরং উৎসাহ দিয়া থাকেন। রুশেরা জয়ী হইলে যে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইবে, পাঠক কি কখন তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? ভারতের যে ধনসম্পত্তি আছে রুশ সৈনিকেরা কি তাহা অবাধে লুটিয়া লইবে না? কোন ব্যক্তির কি স্ত্রী কন্যাদির সতীত্ব রক্ষা পাইবে? সন্তানগণ কি উদ্ভ্রান্ত হইয়া দিবারাত্রি বিচরণ করিবে না? কাহারও কি শান্তিসুখ লাভের সম্ভাবনা থাকিবে? ফলতঃ আমাদিগের সংস্কার এই, এ সকল চিন্তা করিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই রুশের পক্ষ অবলম্বন করিতে সাহসী ও উৎসাহী হইবেন না। তবে এ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই, প্রথমে যে অংশে যে অসন্তোষ আছে তাহার ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধান ও তাহার দূরীকরণ করিয়া প্রজাদিগকে সুশৃঙ্খল রাজভক্ত করিয়া তুলুন। তাহা করিলে প্রজারা সমধিক উৎসাহ সহকারে প্রাণপণে গবর্ণমেণ্টের হিতচেষ্টা পাইবে।

এক্ষণে আমাদিগের প্রশ্ন এই, রুশ সম্বন্ধে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের এখন কর্ত্তব্য কি? পাঞ্জদির প্রভৃতি রুশ-ভল্লুকের ভয়ে বিহ্বল হইয়া অবিলম্বে সৈন্য সংখ্যার বৃদ্ধি করিবার যে পরামর্শ দিতেছেন, তদনুসরণ করিয়া অকারণ অতিব্যস্ত হওয়া বিধেয় নয়। রুশের ভারত আক্রমণের এখনও অন্ততঃ ১৫ বৎসর বিলম্ব আছে; তাঁহাদের আর্থিক একান্ত অনটন, তাহার সংগ্রহ সহজ নয়। যদি তাহারা হঠাৎ আক্রমণে উদ্যত হয়, আমাদের গবর্ণমেণ্ট কি বিলাত হইতে সৈন্য আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন না? এখন বিলাত হইতে সৈন্য আনয়নের কোন অসুবিধা নাই। এখানেও সকল সৈন্য সকল করা কঠিন হইবে না। সৈন্য সংখ্যা হ্রাস হওয়াতে অনেক সুশিক্ষিত শ্রেণীর সৈন্য বসিয়া আছে। তাহাদিগকে সংবাদ দিবামাত্র তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইবে, মধ্যস্থলে বহুল সাহসী যোধসম্পন্ন আফগান স্থানরূপ বৃহৎ দুর্গ আছে। রুশদিগকে সে দুর্গ ভগ্ন করিয়া তাহার পর ভারতে প্রবেশ করিতে হইবে। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট বহুকাল ধরিয়া কাবুলের আমীরকে অর্থ যোগাইতেছেন আর কিছু রুশ টাকা দিতে থাকুন এবং আমীর আফগানস্থানের যে উত্তর সীমা নির্দ্দেশ করিবার অভিলাষী হইয়াছেন, ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিয়া দিউন। রুশেরা সে সীমা স্পর্শ করিলেই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, এই ঘোষণা করুন। ঐ বিষয়টী রুশ গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হউক। তাঁহারা যদি এ ঘোষণার বিপরীত কার্য্য করেন, তখনই যুদ্ধ আরম্ভ করা হইবে, বিলম্ব করা হইবে না, আফগানস্থানের লোকেরাই সম্মুখের যে রা হইবে; ইংরাজেরা ক্রমে গিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবেন, এরূপ করিলে ইংরাজদিগের বিলক্ষণ বল বৃদ্ধি হইবে। ফলতঃ আফগানের উত্তর অংশ রণস্থল হইলে ইংরাজদিগের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই।

———:০:———

ব্রিটানিয়ার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য?

বিলাতী মাটী অপেক্ষাও বিলাতী স্বার্থের আটা অধিক। যে বস্তুতে বিলাতী স্বার্থ সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে ছাড়াইয়া লওয়া ভার হইয়া উঠে। বিলাতী স্বার্থ আহারক যেন গ্রাস করিয়া ফেলে। আমরা ইংরাজ স্বার্থের গ্রাসকারিতা গুণের দুটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণ কাবুল, দ্বিতীয়, মিশর। এই দুটী স্থানের দুটী স্বার্থের একরূপত্ব নাই। কারণ-ভেদে দুটী ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। কাবুল লইয়া অতি বিনা লাভ নাই, ইংরাজ তাহা বিলক্ষণ বুঝেন, অথচ যে ইংরাজ কাবুল লইয়া জড়াইয়া পড়িয়া আছেন, কাবুল ভাণ্ডারে গণিয়া টাকা দিতেছেন, তাহার কারণ রুশের আক্রমণ নিবারণ। কিন্তু মিশরে ইংরাজ স্বার্থ এক বিষয়ে নিবদ্ধ নয়। মিশরে ইংরাজের সুখের সম্পর্ক, বাণিজ্যের সম্পর্ক, ও কর্ম্মচারিদিগের বেতনের সম্পর্ক। এ সমুদায় সম্বন্ধের অপেক্ষা একটী প্রবল সম্বন্ধ আছে। মিশরে সুয়েজ খাল এবং মিশর ভারতে যাতায়াতের পথ। মিশরের সহিত ইংরাজ স্বার্থের যে কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পাঠক ক্রমে তাহা দর্শন করুন।

সুয়েজ যোজকে বাণিজ্যসূত্রে ইংরাজজাতির যেমন অধিকার, ফ্রান্স, রুশিয়া, ইটালি, অষ্ট্রীয়া, আমেরিকা ভারতবর্ষ, চীন, জাপান ও অন্যান্য দেশেরও সেইরূপ অধিকার আছে। মিশর তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের রাজ্য; খেদিব সুলতানের নিয়োজিত রাজা, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধারক। খেদিব রাজ্যশাসনকার্য্য সম্পন্ন করেন বলিয়া বার্ষিক ১০০০০০ ও তাঁহার পিতা ৪০০০০ এবং তাঁহাদিগের অপরাপর পরিবারবর্গ ১৭৫০০০ পাউণ্ড বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

১৮৭৬ অব্দের নবেম্বর মাস হইতে রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান ভার ফরাসী ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পিত হয়, ১৮৮০ অব্দে মিশরের রাজকার্য্যে যে সকল বৈদেশিক কর্ম্মচারী নিয়োজিত ছিল, তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিবার কল্পনা হওয়াতে বিদ্রোহ ঘটনা হয়। ১৮৮৩ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটীশ সৈন্যেরা তাহার নিবারণ করে। তদবধি মিশরে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের ১৭৩৩ জন সৈন্য ও সেনাপতি আছেন। মিশরের রাজকার্য্যে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের নায় ফরাসীরও কর্ত্তৃত্ব ছিল, কিন্তু বিদ্রোহ দমনকালে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ অথবা তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ১৮৮৩ অব্দের ১৮ ই জানুয়ারি খেদিব ফ্রান্সের হস্ত হইতে মিশরের রাজকার্য্য সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ ঐ সময়ে কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ

ব্রিটিশ যুক্ত মিশরের রাজকার্য্যের সংস্কারার্থ আগমন করেন। অতঃপর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট খেদিবের একমাত্র পরামর্শদাতা ও রাজকার্য্যের পরিদর্শক হইয়া উঠিলেন। ১৮৮৩ অব্দে রাজকার্য্যের বন্দোবস্তের জন্য একজন ইংরাজ এডমিনিষ্ট্রেটার নিযুক্ত হন। ঐ অব্দে সৈন্যবিভাগের সংস্কার করা হয় এবং যাবতীয় সৈন্য ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আইসে। এক্ষণে মিশরে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৯০০ জন সৈনিক ও সেনাপতি এবং ১৩ খানি যুদ্ধ জাহাজ আছে।

১৮৭৪—৭৫ অব্দে খেদিব মহাআর্থিক অয় করেন। এই মহাআর্থিক লইয়া মিশর গবর্ণমেণ্টের আয়ের পরিমাণ ১৪০৬২৫০ বর্ণমাইল ও প্রজা সংখ্যা ১৭০০০০০০। ইহাদিগের মধ্যে কায়রোয় ৩৬১০৮, আলেকজাণ্ড্রিয়ায় ২০৮১৫৫, ডামায়েটায় ৩৭০৪৬, টাণ্টায় ৩৭১২৫, মানসোরায় ২৬৭৮৪, কায়াজিগে ১৯০৪৬, রসিটায় ১৬৬৭১, পোর্টসেডে ১৬৫৬০ ও সুয়েজে ১০২১৩ মুসলমানের বাস আছে। ১৮৮৮ অব্দে যে গণনা হয় তাহাতে দেখা গিয়াছিল, মিশরে ২৯৯৬৩ জন গ্রীক, ১৪৩১০ ফরাসী, ১৪৫১৪ ইটালীয়, ২৪০০ অষ্ট্রেলিয়, ৩৭৯৫ ইংরাজ, ১০০৫ স্পেনদেশীয়, ৮৭৯ জার্ম্মাণ, ৭৫২ পারম্যদেশীয় ও ৩৫৮ জন রুশিয় ছিল।

১৮৭৪ অব্দে গ্রেটব্রিটেনের সহিত মিশরের যে বাণিজ্য হয়, তাহা অপরাপর সকল জাতির অপেক্ষা অধিক। এই বর্ষে গ্রেটব্রিটেন হইতে মিশরে ২৯৮৬ ১২৬ পাউণ্ডের সামগ্রী আমদানী ও মিশর হইতে ৭১২৫৩৫৮ পাউণ্ডের দ্রব্য রপ্তানী, রুশিয়া হইতে ২.৫৮৮৯ পাউণ্ডের দ্রব্য আমদানী এবং মিশর হইতে ৯৭৯৪১২ পাউণ্ডের দ্রব্য রুশিয়ায় রপ্তানী, ফ্রান্স হইতে ৯১০৩২০ পাউণ্ডের দ্রব্য আমদানী ও ১৫৪ ৮১৪ পাউণ্ডের দ্রব্য ফ্রান্সে রপ্তানী, ইটালী হইতে ২২৮০০৯ পাউণ্ডের দ্রব্য আমদানী ও ৭৪৭৫৮৯ পাউণ্ডের দ্রব্য রপ্তানী, অষ্ট্রীয়া হইতে ৬৮৩৩১১ পাউণ্ডের দ্রব্য আমদানী ও ৪৩৩৩৫০ পাউণ্ডের দ্রব্য রপ্তানী, তুরস্ক হইতে ১১০৩৪৩ পাউণ্ডের সামগ্রী আমদানী ও ৩৮৩৬১১ পাউণ্ডের সামগ্রী রপ্তানী, গ্রীস হইতে ২০০৭৩ পাউণ্ড মূল্যের সামগ্রী আমদানী ও ৭৭০২৭ পাউণ্ডের দ্রব্য রপ্তানী, আমেরিকা হইতে ১১৫৬৩১ পাউণ্ডের দ্রব্য আমদানী ও ৩০৯৬৬ পাউণ্ডের দ্রব্য রপ্তানী, ভারতবর্ষে চীন ও জাপান হইতে ৩১১৩২৩ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য আমদানী এবং অন্যান্য দেশ হইতে ১১৫৬৩১ পাউণ্ডের মূল্যের দ্রব্য আমদানী ও ১৬৬৬৩৩ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। ১৮৮১ অব্দে গ্রেটব্রিটেনে ৮৪৯৩৪৫২, ফ্রান্সে ৩৯৯০০৭, জার্ম্মাণে ১১৮৯১১, ইটালীতে ৭৫১৪০৭, অষ্ট্রীয়ায় ৪৭৭৫৮৭, তুরস্কে ৪১৫০৬৮, গ্রীসে ১০৩৫৭৭, আমেরিকায় ৫১২১০ এবং অন্যান্য দেশে ১৫৩৬১১ পাউণ্ড মূল্যের সামগ্রী রপ্তানী হইয়াছিল।

এক্ষণে পাঠক একবার তুলনা করিয়া দেখুন দেখিতে পাইবেন সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধে রুশিয়া, তুরস্ক ও ফ্রান্সের বাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে। মিশরে ইংলণ্ডের বাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। ইহাও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপে মিশরের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং মিশর আসন্ন যে প্রকার সমস্যা তাহার আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাতে করিয়া ইংলণ্ডের জাতির মিশরে বাণিজ্য করিয়া বিশেষ লাভের সম্ভাবনা অল্প। মিশর, তুরস্কের অধীনতার বাহ্য কিন্তু স্বাধীন উহার স্বত্বাধিকারী খেদিব। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট খেদিবকে সম্পূর্ণরূপে হাতে রাখিতেছেন। ফরাসীর সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে কেবল ফরাসীর বিরক্ত, তাহা নহে, বিদেশীয় লোকদিগের রাজদণ্ড হইতে রক্ষিত ও কাইরো নগরের পথ সংকীর্ণ করাতে অপরাপর সকল জাতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এখন মিশর সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কি? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মিশরে একপ্রকার আরম্ভ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার মধ্যে বলা হইয়া থাকে, ইংরাজ সৈন্যেরা মিশর পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। কিন্তু সেই সময় কবে হইবে। ইংরাজ সৈন্য মিশর পরিত্যাগ করিবার বিষয় গোলযোগ উপস্থিত হইবে। আমরা উপরে কহিয়াছি, সকল রাজাই বিরক্ত, তাঁহারা কি প্রকারে মিশর স্বহস্তে লইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিবেন, বিশেষতঃ আরবেরা প্রবল বিপক্ষ। ইংরাজ এক্ষণে শত্রুতাচরণে বিরত নহে। তাহারা সুযোগ পাইলে কখনই খেদিবকে পরিত্যাগ করিবে না। ইংরাজ সেনাপতি গর্ডনকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। তাহাদের বিবেচনায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট [illegible] তাহারা মিশর পরিত্যাগ না করেন। [illegible] অধিকার করিয়া উহার [illegible] যে যে দোষ আছে, তাহার সংশোধন করিয়া প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিয়া তুলুন।

বাঙ্গালি বাবু।

পাঠক! কি বলিতে পারেন, বাঙ্গালি বাবুর উপরে পাওনিয়রের এত রাগ কেন? বাঙ্গালি বাবু আত্মহিতার্থে যে কোন কাজ করেন, তাহাতেই তিনি চটিয়া উঠেন, ইহার কারণ কি? ইলবার্ট বিল প্রভৃতি ও বড় বিষয়, তাহাতে বাঙ্গালি বাবুরা [illegible] করিয়াছিলেন, তাহাতে ও তিনি চটিতে পারেন, তাঁহার জাতি ভাই সকলেই চটিয়াছিলেন। তাঁহাতে আমরা বড় বিস্মিত হই না। এদেশে আসিয়া অন্যায় ও অত্যাচার করা ইউরোপীয়দিগের এক প্রকার ব্রত। বাঙ্গালিবাবুরা রিপন বাহাদুরের সহায়তা করিয়া সেই ব্রতভঙ্গে উদ্যত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা ক্ষোপের কারণ না হইবেন কেন? কিন্তু অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বাঙ্গালিবাবুরা যে কাজ করিতে যান, পাওনিয়র তাহাতেই প্রতিবাদী হন। সে দিন কলিকাতার বাবু কালীনাথ মিত্র কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া পাওনিয়রের বিবরণে পড়িয়াছেন। পাওনিয়র কেবল তাঁহার প্রতিবাদে নিরস্ত করেন নাই, তিনি যে ইংরাজী কহিয়াছেন, তাহা লইয়াও উপহাস করিয়াছেন।

পাওনিয়র যদি ক্রোধে মত্ত না হইতেন, আমরা দৃষ্টান্তে যদি বিবেচনা করিতেন, বাঙ্গালির ইংরাজী কথা শুনিয়া কখন উপহাস করিতেন না। পাওনিয়রকে যদি বাধ্য হইয়া ব লা কহিতে হয়, কেমন অদ্ভুত কাণ্ডের অভিনয় হইয়া উঠে। "টুমি কেমন ক্ষোরে ট্যাক্স বাড়িটে চাহে, আমি ট বুঝিটে পারে না" ইত্যাদি। বাঙ্গালার ছটা সভাকে মাতাইয়া তুলে। এ বাঙ্গালার কোন গুণেরই বাটি নাই। যেমন উচ্চারণ শুদ্ধি, তেমনি কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়ার বিশুদ্ধি, সকলই উজ্জ্বল! শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া প্রধান প্রধান ইংরাজকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। পাওনিয়র কি হেন একজন ইংরাজের নাম করিতে পারেন, যিনি বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বাঙ্গালিদিগকে তুষ্ট করিয়াছেন? পাওনিয়র বাঙ্গালির মুখে ইংরাজী শুনিয়া সন্তুষ্ট হন না সেটী তাঁহারই গুণমহিমা।

এখন আমাদের প্রকৃত প্রশ্ন এই, পাওনিয়রের বাঙ্গালির উপরে এত মর্ম্মান্তিক রাগ কেন? পাঠক কি তাহার উত্তরদান করিতে পারেন? তবে পাঠক এ কথা বলিবেন সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। ঈশ্বর মানুষকে এ প্রকার বিস্তর বিপদ না করিয়া যদি চতুর্হস্ত চতুষ্পদ ও লাঙ্গুলযুক্ত করিয়া দুই পার্শ্বে দুটী পাখা দিতেন তাহা হইলে মানুষ অধিকতর কার্য্যক্ষম হইত। বিশেষতঃ তারতস্থ ইউরোপীয়দিগের পক্ষে এ অতিরিক্ত অধিকতর কাজে লাগিত। তাহাদের সর্ব্বদা দেখা পড়ার অভ্যাস, এক হাতে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, আর এক হাতে তুলিকে প্রহার করিতে পারিতেন, এক হাতে আহার চলিত ও আর এক হাতে অন্যান্য কাজ চলিত। এখন যে সময়ে যত পদ চলিয়া থাকেন, চারি পদ হইলে বেগশক্তির বৃদ্ধি হইত

[illegible] তাহার অধিক সময়ে সেই [illegible] পারিতেন। পাছুন হইলে সাহেব [illegible] করিয়া হইত। অনেক [illegible] হইয়া [illegible] হইত না এবং [illegible] আমরা নীচে [illegible] করিতাম। এরূপ মনোযোগ করি না বলিয়া ইহার মনুষ্যকে বিপদ বিবেচনা করিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। তেমনি বাঙ্গালি বাবুর উপরে পাতলিয়নের রাগ কেন, এ প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া অসাধ্য। তবে কেহ কেহ বলিবেন, জাতিবৈর কারণ, আমরা এ কারণে সম্মত নহি। কারণ, ভক্ত ইউরোপের শিক্ষিত লোকের মনে জাতিবৈর বিকার উৎপাদন করিবে, ইহা কি সম্ভাবিত হয়? অতএব আমরা একটি কারণের অনুমান করিতেছি, সজ্জন ব্যক্তি কি না পাঠক অনুমান করিয়া দেখুন দেখি? বাঙ্গালি ও ইউরোপীয়ে বিলক্ষণ বর্ণবিভাগই, পাতলিয়নের ঘৃণা বাঙ্গালির উপরে জাতির কারণ। বাঙ্গালির চুলীয়ের বর্ণ কৃষ্ণ, ইউরোপীয়ের বর্ণ শুভ্র। বাঙ্গালির মনের কৃষ্ণতা বাহিরে লাগিয়া পড়িয়াছে কৃষ্ণতা, তিনি মনুষ্যের শ্রেণিবর্ণে সমজ্ঞানে; তাহার অভিমান করেন। অন্যান্য কারণে ভারতস্থ ইউরোপীয়েরাই অগ্রণী। পাতলিয়ন তাঁহাদিগের মুরব্বী। ইউরোপীয়ের মনের শুভ্রতা শরীরে লাগিয়া পড়িয়াছে, শরীরের কৃষ্ণতা মনে গিয়াছে। অত কৃষ্ণ শরীরে বাঙ্গালি বাবু যে পরমুক্তায় আত্ম রক্ষার্থ প্রতিবাদ করিতে ছেন, পাতলিয়ন তাহা বুঝিতে না পারিয়া প্রীতি হইলেন। তিনি জানেন বাঙ্গালিরা ইউরোপীয়দিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। পাতলিয়নের শরীর আলো করিয়া রাখি মন শুভ্র হইত, কখন বাঙ্গালি বাবুর উপর চটিতেন না। ফেলস পাঠক! এই কারণটিকে কি আপনাদিগের সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না?

ভারতবাসীর বিরুদ্ধে বা ইউরোপীয়ের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের?

সাহেবে ভারতবিষয়ে [illegible] করিয়া [illegible] বলিয়া থাকেন, ইংরাজেরা [illegible] আসিতেছেন, এ দেশের [illegible] করিতেছেন, ভারতবাসীর [illegible] ইংরাজ [illegible] ইংরাজেরা [illegible] ইউরোপীয়দিগের [illegible] করিতেছেন, ইহাই আমাদিগের অসহ্য হয়। এখন আমরা উপরোক্ত এই জিজ্ঞাস্য করি।

ইংরাজেরা ভারতের সহিত যতদিন সম্বন্ধ হইয়াছেন, ভারতহিতার্থে কি করিয়াছেন? ভারতীয় কর্মচারী সাধন কি উহার মুখ্য উদ্দেশ্য? ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট আমদানী তত্ত্বের যে মূল করিয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় বণিকদিগের না এদেশীয় বণিকদিগের সুবিধার্থ? এদেশ হইতে যে সকল দ্রব্যের রপ্তানী হয়, তাহার উপরে কি হার অথবা ট্যাক্স করা হইয়াছে? দেশীয় বাণিজ্যদ্রব্য দেশমধ্যে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইলে পথে পথে যে কর দিতে হয়, তাহা কি ভারতবাসীর বলসমাকর্ষণার্থ? কলিকাতার বণিকসভার সভাপতির সম্প্রতিকার বক্তৃতা পাঠ করিয়া জানিতে পারা গেল, ইউরোপীয় বণিকদিগের বাণিজ্য দ্রব্যের উপরে কলিকাতা বন্দরে যে কিছু শুল্ক লওয়া হইত, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আরও যে কিছু বিষয় সম্বন্ধ আছে, ইউরোপীয় বণিকগণ তাহাও রহিত করিবার চেষ্টায় আছেন। এ সকল চেষ্টা কি ভারতবাসীর হিতার্থ?

পাতলিয়ন অবশ্য ইংরাজদিগকে কি আমাদিগকে তুলাইয়া দিতে পারেন, বিবিধ মর্দ্দিন পরাক্রমীর ভয়ে ভারতবাসী ৬০ বৎসর অবশ হইয়াছে, তাহা কি অবিশ্বাসীর বিশ্বাস? ভারতবাসীর ১৯ বৎসর কালে ইংরাজে বিনা পরীক্ষায় বিষয় যেমন সুবিধা, ৭১ বৎসরে কি সেরূপ সহ?

ইলবার্ট বিল লইয়া যে এত লড়াই হইল, ভারতহিতৈষীর অসন্তোষই কি তাহার উদ্দেশ্য? ঐ বিলের যে আপোসে মীমাংসা হইয়াছে তাহাতে ভারতবাসী বা ইউরোপীয় কে বলবান হইয়াছেন? ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারকালে যে জুরি প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে কি বিচারের বিড়ম্বনা হইবে না? সেই জিজ্ঞাসনামে ভারতস্থ ইউরোপীয়েরা কি স্বচ্ছন্দে ভারতবাসির প্রাণহরণ, ভারতবাসিনীর সতীত্বনাশ ও গৃহদাহ বহুমানি আরো করিতে পারিবেন না? এ সকল কি ভারতবাসির হিতার্থ?

আমার উত্তরের সমভূমি যে ইউরোপীয়েরা একত্রীভূত করিয়া লইয়াছেন, ইহা কি ভারতবাসির উন্নতির নিমিত্ত?

এই ভারতবাসির মঙ্গলার্থ ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট ভারত পালনের কি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার তাহার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্ট অধিকার সময় ও আবশ্যকীয় এক-[illegible] [illegible] [illegible] [

স্বদেশে আমাইয়াত মেরেও হেষ্টির কোন ফল লাভ হইল না।

হেষ্টি-পিগট মকদ্দমা অনেককে একটী মহৎ শুনীতি শিক্ষা দান করিবে। বিচারপতি নরিস মকদ্দমাটীকে যুবেন্দ্রবে রাখিয়া হেষ্টি সাহেবের মান কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেব তাঁহার তিন হাজার টাকা দণ্ড করিয়া সেই মানভূর্গ এককালে ভগ্ন করিয়া দেন। এক মকদ্দমাতেই যে কেবল তাঁহার পরাজয় হয়, তাহা নয়, তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়াও অধমর্ণিত হন। তিনি স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার আশায় স্বদেশে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানেও কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। স্কটলণ্ডে যে মিশনরি সভা আছে, ঐ সভা হেষ্টি সাহেবের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই। অতএব গার্থ সাহেবের রায়ই বলবৎ হইয়াছে। রেবরেণ্ড উইলসন ও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রতি যে দোষারোপ হইয়াছিল, তাঁহারা তাহা হইতে মুক্ত হইলেন, তিনিই দোষী স্থির রহিলেন।

আমরা এ মকদ্দমায় অপরের যে নীতি শিক্ষার কথা কহিলাম, তাহা এই, যিনি যে ব্যবসায়ী, তাহার বিপরীত আচরণ করিলেই তাঁহাকে অপ্রতিভ ও দণ্ডভাগী হইতে হয়। ধৈর্য্য ও বিমুষ্যকারিতা খ্রীষ্ট মিশনরির প্রধান অলঙ্কার। কেবল অলঙ্কার নয়, এ দুটী গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। এ দুটী গুণের অভাব হইলে মিশনরিরা কোথারও পূজা পান না। "এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অপর গণ্ড ফিরাইয়া দিবে" খ্রীষ্টের এই মহার্থ বাক্যের অর্থ কি? ইহাতে কি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে? খ্রীষ্ট কি শিষ্যদিগকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাশালী হইবার উপদেশ দেন নাই? এক ব্যক্তি অন্যায় করিয়া গণ্ডে প্রহার করিল, যদি বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া প্রহারকর্ত্তার গণ্ডে প্রহার করা যায়, সে আবার প্রহার করিতে পারে। এইরূপে উভয় পক্ষের বিবাদের বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু যদি একটু সহিয়া থাকা যায়, তাহা হইলে সকল বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া যায়। যদি বল রক্তমাংসের শরীরে কিরূপে অন্যায় সহ্য করা যাইবে? সে ত হইল বিষয়ী লোকের কথা, মিশনরির সে কথা নয়, মিশনরিকে রক্ত শীতল ও মাংস অক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। যদি বিষয়ী ও মিশনরি, উভয়ের রক্ত মাংস সমান উষ্ণ হয়, তাহা হইলে উভয়ের ভেদ কি?

মিস পিগট কাণ্ডে রেবরেণ্ড হেষ্টির বিমুষ্যকারিতায় বিলক্ষণ ত্রুটি হইয়াছে। তিনি যে বিদ্বেষ [illegible] ঐ কাণ্ড করিয়াছেন, আমরা সে কথায় বিশ্বাস করি না। মিস পিগটকে অপহরিত বলিয়া তাঁহার মনে ধারণা হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধের ন্যায়নিষ্ঠ লোক। সুতরাং তিনি মিশনরির চরিত্রদোষে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার একান্ত ঘৃণা জন্মে। পিগটের অসদ্ব্যবহারের দণ্ডবিধানেও ইচ্ছা হয়। তাঁহার ভাল মন্দ ছিল না। তাহাতেই তিনি দুর্ঘটনা বশে ও মিশনরির অবিমৃষ্যকারিতা দোষে এত গুরুতর কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ কার্য্যটী মিশনরি দোষদুষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার এই গুরুতর দণ্ড হইল। ইহাতে অনেকের চৈতন্য হইবে সন্দেহ নাই।

কার্য্য [illegible] উভয়ের গুণ [illegible]।

খ্রীষ্টীয় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, এই দুই সভা ভারতের মঙ্গল কার্য্যব্রতী। গবর্ণমেণ্ট ও প্রজার অনিষ্টকর যে কোন ব্যবস্থা বা ব্যবহার অনুষ্ঠান করেন, এই দুটী সভা কেবল যে তাহার প্রতিবাদ করেন, এরূপ নয়, যে সকল কার্য্যে ভারতের ইষ্টসাধন সম্ভাবনা আছে, ঐ দুটী সভা তাহারও অনুষ্ঠানে উদাসীন নহেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের বিশেষ গুণ এই, স্থানে স্থানে শাখা সভাদিগের সভ্য প্রেরণ করিয়া সকলকে [illegible] উৎসাহিত করিয়া থাকেন। সম্প্রতি শেষোক্ত সভা কার্য্যনির্ব্বাহক ও বিচারকার্য্যক, উভয়ের কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেণ্টে একখানি আবেদন করিয়াছেন। উহার এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। উহাতে যে যুক্তিধারা বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা কোনক্রমে উপেক্ষণীয় নহে।

[illegible] মকদ্দমার তদন্ত করেন, তিনি যদি সেই মকদ্দমার বিচারক হন, তাহা হইলে সে বিচার কখনই ন্যায়সঙ্গত হয় না। মকদ্দমার তদন্তকালে তাঁহার মনে যে একরূপ ধারণা হয়, তিনি তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং যে পক্ষকে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস হয়, সে পক্ষ যেরূপেই তাহার বিপরীত ঘটনা সপ্রমাণ করুক, তাঁহার মনে দ্বিরুক্তিতেই তাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি হইবে না। অধিকন্তু তাহার খণ্ডনার্থ যে সকল যুক্তির প্রয়োজন, তিনি বরং তাহারই উল্লেখ করিয়া নিজের যাবতীয় সংস্কার সপ্রমাণ করিয়া লইবেন। এই কারণে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তি আপীল করিয়াও সময়ে সময়ে প্রতীকার লাভে সমর্থ হয় না। এই গুরুতর অবিচারের হেতুভূত একটী প্রধান কারণ আছে। ফৌজদারী মকদ্দমায় ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিষের দ্বারা একদিকে তদন্ত করেন, অপর দিকে স্বয়ং তাহারই বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

পুলিষ অধিকাংশ স্থলে অর্থের দাস। যিনি অর্থ দিয়া পুলিষকে ক্রয় করিতে পারেন, পুলিষ অম্লানি তাঁহাকে ছাড়িয়া উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পুলিষ এমন ভাবে দৈনিক রিপোর্ট দেন ও প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট তদ্দর্শনে সেই পক্ষেই ঢলিয়া পড়েন। বিশেষতঃ যেরূপে যে মকদ্দমার তদ্বির করা আবশ্যক, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা বলিয়া দিবার পরে পুলিষ যদি নিরপরাধীর দোষ প্রমাণের উপযুক্ত যোগাড়যন্ত্র করিয়া দেন, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে যে ভ্রমধারণা বদ্ধমূল হয়, তাহার তুলন করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। এস্থলে আমরা ইহার একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছি, পাঠক একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

একদা একব্যক্তি একটী সাধারণ পথে বেড়া দেয়। গ্রামের লোকের কষ্ট হওয়াতে তাহারা সেই বেড়ার উপর দিয়া গতায়াত করিত। যিনি বেড়া দেন তিনি উহা রক্ষার জন্য একজন দ্বারবান রাখিলেন। সুতরাং লোকের গতায়াত করিবার আর উপায় রহিল না। গ্রামস্থ লোকেরা একদিন একত্র হইয়া বেড়া উঠাইয়া দিতে যাইল। যিনি বেড়া দিয়াছিলেন, তিনি আপত্তি করাতে উভয় পক্ষেই সামান্য মারামারি হইল। বেড়াদাতা পুলিষে নালিশ করিলেন। দারগা সেই সামান্য ঘটনাটীকে গুরুতর করিয়া তুলিলেন। যিনি সাধারণ পথে বেড়া দিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে দুই জন ও যাহারা বেড়া তুলিতে গিয়াছিল তাহাদিগের পক্ষে ৫। ৬ জনকে চালান দিলেন। প্রকৃত অপরাধী কে এবং কাহার দোষে বিবাদ হইল, তিনি সে বিষয়ের কোন উল্লেখ না করিয়া যাহারা বেড়া তুলিয়াছিল তাহাদিগের উপর অধিকন্তু দোষারোপ করিয়া রিপোর্ট করিলেন। অধিকন্তু যে পথটী বন্ধ করাতে বিরোধ হইয়াছিল দারগা তাহার পার্শ্ব দিয়া আর একটী পথ অনুসন্ধান করিয়া [illegible] ঐ পথ [illegible] বেড়া বন্ধ হইয়াছিল, সেটী প্রকৃত পথ নহে। গ্রামের লোকে সেইটীকে পথ করিবার চেষ্টায় এই অত্যাচার করিয়াছে। সুতরাং যিনি প্রকৃত পথ বন্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাকে সামান্য দণ্ড করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। অপর পক্ষকে গুরুতর দণ্ড দিবেন স্থির করাতে তাঁহারা ঘটনাস্থলটীর অবস্থা তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। একে পুলিষ নকল করিয়াছে, তাহার উপর তিনি যতবার পথটীর বিষয় পুলিষকে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন, পুলিষ ততবার দুই

সেই অল্প ঘটনাস্থলটী দেখিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে ব্যারিষ্টার আসিয়া তাঁহাকে ঘটনাস্থলটীর অবস্থা দর্শনে অনুরোধ করাতে তিনি ঘটনাস্থলটী যেমন দেখিলেন, অমনি তাঁহার ধারণা বদলাইয়া গেল। তখন তিনি পূর্ব্বদণ্ডিত ব্যক্তির দোষের উল্লেখ করিয়া প্রাথমিক লোকদিগকে তাঁহার অপেক্ষা অল্প দণ্ড করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

এস্থলে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং যদি তদারকার না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার ধারণা এরূপ বদ্ধমূল হইত না। এই ভুল ধারণা ভঙ্গ করিবার জন্য অর্থরাশী ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে ব্যারিষ্টারও আনিতে হইত না। অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের কথায় তাঁহার সন্দেহ হইত এবং তিনি আপনা হইতে ঘটনাস্থল দর্শন করিতে আসিতেন; সুতরাং অবিচারের আশঙ্কা থাকিত না। মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং তদ্বিরকার হওয়াতে সর্ব্বত্র অত্যাচার ও অবিচারের ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া ভারতসভা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বিচার ও তদ্বির কার্য্যের ক্ষমতা-ভেদ করিবার জন্য আমাদিগের মহানুভব গবর্ণর জেনেরলের নিকট এক খানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা উপরে যে কথা বলিলাম, হাইকোর্টের বিচারপতিরাও ঐ কথা বলেন। তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন "ভারতবর্ষে কোন ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত হইলে পুলিষ তাহার যে অনুসন্ধান করেন তাহার সহিত মাজিষ্ট্রেটের অনুসন্ধান ও বিচারকার্য্যের ঘনিষ্ট-সম্বন্ধ থাকে। যে মাজিষ্ট্রেট যেরূপে পুলিষকে যে মকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে বলেন, তিনি স্বয়ং সেই মকদ্দমার বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ফৌজদারী আইন অনুসারে এক্ষণে জেলার মাজিষ্ট্রেট, উপবিভাগের মাজিষ্ট্রেট অথবা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দরখাস্ত পাইয়া কিম্বা পুলিসের রিপোর্ট পাঠ করিয়া লোকমুখে শুনিয়া অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থ সন্দেহ করিয়া তাঁহারা তাহার জামিন লইতে পারেন। পুলিষ তাঁহাদিগের উপদেশমত কার্য্য করিতে না পারিলে তাঁহারা তাহাদিগের হস্ত হইতে অনুসন্ধানকার্য্যের ভার উঠাইয়া লইয়া আপনারাই তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং যিনি অভিযোক্তা তিনি বিচারপতির কার্য্য করাতে অভিযুক্তব্যক্তির নির্দ্দোষ বিষয় প্রমাণসূচক বাক্য তাঁহার নিকট গ্রাহ্য হয় না। এই প্রথাটী যার পর নাই অহিতকর। "সিলেক্ট কমিটীরও এইরূপ মত পর্যবসেন্ট ইহার পরিবর্ত্তন যাহাতে মনোযোগী হন,

এখন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরাই জেলার মাজিষ্ট্রেটের বিচার সংক্রান্ত অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের যে মকদ্দমার তদ্বির করা আবশ্যক, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহার অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন। ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটরা এরূপ যে সকল মকদ্দমার বিচার না করেন, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটরাই তাহার বিচার করিয়া থাকেন। যদি কেহ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল করেন, তিনি তাহাতে সন্তোষজনক ফললাভ করিতে পারেন না। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের যে কারণে ভ্রম ধারণা হয়, মাজিষ্ট্রেটেরও সেই কারণে ভ্রম হইয়া থাকে। জয়েণ্ট যা কষ্টেট যখন তাঁহার সহিত মকদ্দমার যেরূপে তদ্বির করিতে হইবে তাহার পরামর্শ করেন, তখন কষ্টেট মাজিষ্ট্রেট যে বিশ্বাসের ভার কার্য্য করেন, আপীল হইলে মাজিষ্ট্রেটও সেই বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাই আপীল শুনিবার সময়ে তিনিও ভ্রমে পতিত হন। কিন্তু জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের মধ্যে কার্য্য ভেদ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দোষ মধ্যে আর এই অত্যাচার ও অন্যায় বিচার স্থান প্রাপ্ত হয় না। আমাদিগের মতে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার অধীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কতকগুলির হস্তে মকদ্দমার কেবল বিচারভার সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। আর ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার কার্য্যের সাহায্যার্থ যে সকল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহারা কেবল মকদ্দমার তদ্বির করিবেন। যেরূপে অনুসন্ধান করিলে প্রকৃত অপরাধী ধৃত হইবে তাঁহারা তাহারই উপায় স্থির করিবেন। এরূপ হইলে ন্যায়বিচার বৃদ্ধি হইবে এবং লোকেরও সন্তুষ্ট হইবে। যাঁহারা বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিবেন তাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে মেজার কলেক্টর অধীন থাকিবেন। এখন যে বন্দোবস্ত আছে, কার্য্য বিভাগ করিয়া দিলে যে অধিক ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, আমাদের এরূপ বোধ হয় না। যদি বা কিছু ব্যয় বৃদ্ধি হয়, তাহাও স্বীকার করা কর্ত্তব্য। একের হস্তে উভয়বিধ কার্য্যের ভার থাকিলে যে মহা অবিচার হয়, আমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। আমাদের গ্রামে যে বেণী কতকটা হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও হত্যাকারিরা ধৃত হইল না। দারোগা কোন কারণের বশীভূত হইয়া প্রথমে যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন, হত্যাকারিরা ধরা পড়িল না তাহাতে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের যে ভ্রম ধারণা হয়, তিনি তাহার বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন। তাহাতেই সুবিচারের ব্যাঘাত জন্মে; কিন্তু যদি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট প্রথম অবধি পুলিসের রিপোর্ট না দেখিতেন, পুলিস তাঁহার ভ্রম উৎপাদন করিতে পারিত না। সুবিচারের ব্যাঘাত জন্মিত না। পূর্ণ কয় বলিতেছে ৭।৮ জনে ভাল গোল করিয়া বেণীকে মারিতেছিল, সে ছাড়াইতে যায়, তাহার মাথায় চাপড় মারাতে সে ভয়ে পলাইয়া যায়। পরদিন প্রাতঃকালে বেণী মৃত হয়। যাহারা ভালগোল করিয়া বেণীকে প্রহার করে, তাহারাই কি বেণীর হন্তা নয়? একের হস্তে উভয় কার্য্যের ভার থাকাতেই কি এ অবিচারটী ঘটিল না?

সেনাপতি গর্ডন

গর্ডন পাশা খার্টোমে অবরুদ্ধ হওয়াতে ইংলণ্ডে একপ্রকার উপদ্রুত হইয়াছে। কেবল ইংলণ্ডে কেন, ইংলণ্ডের অধীনস্থ রাজ্যে এই বিষয়ের আন্দোলন চলিতেছে। গর্ডনের উদ্ধারার্থ অবিলম্বে সৈন্য প্রেরিত হয় ইহা ইংলণ্ডের আবাল বৃদ্ধ বনিতার একান্ত ইচ্ছা। বর্ত্তমান উদারনীতিক মন্ত্রিদল দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে অভিলাষী ছিলেন। গর্ডনের সাহায্যার্থ পরক্ষণেই সৈন্য প্রেরণ করিবেন ইহাই তাঁহাদিগের স্থির ছিল কিন্তু যেরূপ ব্যাপার উপস্থিত, তাহাতে অবিলম্বে সৈন্য প্রেরিত না হইলে তাঁহাদিগের মস্তক রক্ষার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে। গ্লেডষ্টোন কেবিনেটের মনোমোহন সাহেব এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মন্ত্রিদলের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লর্ড রিপনের কার্য্যকালও শেষ হইবে এইরূপ গণনা করিয়া আরো ৬ মাস ছুটী লইয়াছেন। সুতরাং যে গর্ডন হইতে এত অনর্থ ঘটিতেছে তিনি কে? এবং লোকে তাঁহার কি গুণেই বা এত মোহিত হইয়াছেন পাঠক! বোধ হয় তাহা জানিতে চাহেন। আমরা সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এস্থলে তাঁহার জীবন চরিত লিখিয়া দিলাম।

গর্ডন সাল ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের উলউইচ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃপিতামহ সৈনিককার্য্য করিতেন। বাল্যকালে তাদৃশ বিদ্যালাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৫২ অব্দের জুলাই মাসে সৈনিক বিভাগে রয়েল ইঞ্জিনিয়রের কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও ১৮৫৪অব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রেরিত হন। সিবাস্তিপুলের পতন পর্য্যন্ত তাঁহাকে বড় সঙ্কটে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল; তিনি অস্ত্র কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া পরিখার বাহিরে সতত অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার ঐ অসম সাহস দেখিয়া উপরিতন কর্ম্মচারীরা তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রীত হন। সিবাস্তিপুলের পতনের পর তিনি বিলম্বরূপে

যুদ্ধযাত্রা করেন। তাহার পর ১৮৫৬ অব্দ পর্য্যন্ত ক্রিমিয়াতেই থাকেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রণ নৈপুণ্যের সীমা ও সাহস দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ১৮৫৫ সালে তিনি ১ম শ্রেণীর লেপ্টনাণ্টের পদ প্রাপ্ত হন। যুদ্ধ শেষ হইলে রুশ ও তুরস্ক রাজ্যের নূতন সীমা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটী সভা হয়, গর্ডন সভার কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইহার পর তাঁহাকে এসিয়া-মাইনরে যাইতে হয়; তৎপরে ইংলণ্ড হইতে তাঁহাকে আয়র্লণ্ডিয়ায় আসিতে হইয়াছিল। ১৮৫৯ সালে তিনি কাপ্তেনের পদ প্রাপ্ত হন।

১৮৬০ অব্দে চীনে ও ইংলণ্ডে যে ঘোরতর সংগ্রাম হয় গর্ডন তাহাতে গমন করিয়াছিলেন। অক্টোবর মাসে পিকিন সহর তাঁহাদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে চীনের সহিত সন্ধি হয়। গর্ডন চীনের অন্তর্গত তায়েতসিনে অবস্থিতি করিয়া নিকটবর্ত্তী দেশের অবস্থা জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে চীন রাজ্যে তৈপিন সম্প্রদায় বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিল। ১৮৬২ সালে টাঙ্গেলি সাহেব এই বিদ্রোহ দমন করিতে গমন করেন। গর্ডন তাঁহার সাহায্যার্থ যান। তাঁহার আজ্ঞায় বিদ্রোহিদিগের অংশ দুর্গ তোপ দ্বারা ভগ্ন করা হয়। বিদ্রোহানল প্রবল হইলে, গর্ডন চীন-সম্রাটের পক্ষে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি মেজর উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ৩০ বৎসর বয়সে গর্ডন প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যোদ্ধৃবেশে অবতীর্ণ হইলেন। বিদ্রোহিদল তাঁহার নিকট পরাজিত হইতে লাগিল; প্রথমে কুনাস অধিকৃত হইলে পর তু ও তৈমান গর্ডনের হস্তে পতিত হইল। তিনি একখানি সামান্য নৌকারোহণে বিদ্রোহিদিগের দুর্গ দুইখানি দুর্গ অধিকার করিয়া লওয়াতে ভয় দিগ্‌ করিলেন। তুইনান পতনের পর গর্ডন চীন সম্রাটের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিপক্ষ দল আবার প্রবল হওয়াতে তাহা পারেন নাই। [illegible] পরাজিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিত, গর্ডন তাহাদিগকে আপন সৈন্যের শ্রেণীতে গ্রহণ করিতেন। এইরূপে তিনি তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাহার পুনঃ পুনঃ জয়ে বিদ্রোহ হয়; গর্ডন কিন্তু তাহাদিগকে নিরস্ত্র করেন; এবং সমস্ত চীন রাজ্যাধিপতি [illegible] তাঁহার সহিত তিনি [illegible]

চাহিতে চাহেন—কিন্তু তিনি দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইলেন না। তিনি উপাধি বা অর্থ কিছুই গ্রহণ করিলেন না, ইহার পর চীন সম্রাট তাঁহাকে প্রধান রাজসম্মানে ভূষিত করেন। ১৮৬৪ সালে তিনি বিগেডিয়ার লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল হন। এই সময়ে সি, বি, উপাধির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮৬৫ হইতে ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত গর্ডন ইংলণ্ডের গ্রেভসেণ্ড নগরে বাস করেন; এই সময়ে তিনি সকলের চক্ষে আদর হইলেন, শীড়িত ব্যক্তি তাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইত; বালকগণ তাঁহার বড় প্রিয়পাত্র ছিল, তিনি তাহাদের অবসর সময়ের ব্যবস্থা করিতেন, সময়ে সময়ে চাকুরী জুটাইয়া দিতেন। পরে গ্রেভসেণ্ড হইতে তাঁহাকে ডানিয়ুব নদীর তীরবর্ত্তী গাল টব প্রদেশে যাইতে হয় এবং তৎপরে তথা হইতে তিনি মিসরে যান।

মিসরের দক্ষিণ সীমান্ত প্রদেশ গর্ডনের কর্ম্মক্ষেত্র প্রকাশের দ্বিতীয় ক্ষেত্র; গর্ডন এইখানে অতি অল্প সময়ে অ[illegible] কীর্ত্তি সম্পন্ন করেন।

নজীর।

১৮৮৩। ২৯ এ জুন।

বিচা[illegible] ও প্রিভেলস্ ও বিচারপতি ওয়েলেসলি।

নিমাইচাঁদ বনাম [illegible]

চরিত্র হানি ও অন্যান্য অপকার্য্যের প্রতিবাদী।

একটী স্ত্রীলোক, তাহার বিবাহের পরিবর্ত্তে [illegible] হইবার সময় তাহার সন্তান ছিল না, তাহার পর সে [illegible] একটী পুত্র জন্মায়। তাহার পিতার মৃত্যুর পর, সে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলে ঐ বিষয়ের উপরে দাওয়া করিল। অভিযোগীরা তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত করিল। ঐ স্ত্রীলোক ও অভিযোগীরা সকলেই উচ্চবংশের বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। আদালতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে ঐ বিবাহ সিদ্ধ হইবে এবং এই স্ত্রীলোকটি বিষয়ের অধিকারিণী হইবে।

কিন্তু তুমি ও তাহার উপস্থিত হইয়া এই [illegible] উপস্থিত হয়। যে ভূমি লইয়া বিবাদ হয়, উহা [illegible] মোহন দাসের। ঐ ব্যক্তির ১২৮৪ সালে মৃত্যু হয়। উহার সদানন্দ দাস নামে এক ভ্রাতা ও [illegible] নামে এক বিধবা কন্যা ছিল। সদানন্দ [illegible] মোহন দাসের একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া ঐ ভূমি [illegible] ৪০ বা ৪৫ বৎসর এই ভূমি [illegible] বাদী বলে যে, ১২৮৪ সালের [illegible] ভূমির অধিকার [illegible]

[illegible] বিচারপতি আসিল-মাবিলিসের [illegible] হইয়াছিল। তাহার পর প্রতিবাদিরা কলিকাতার আপীল আদালতে বিচারপতিরা এই সিদ্ধান্ত করেন যে[illegible] অনুসারে ঐ বিষয়ে [illegible]। অতএব [illegible] বিচারপতিরা নিম্ন আদালতের [illegible] আপীল ডিক্রি করিয়াছেন।

[illegible] আপীল।

[illegible] ২২ এ আগষ্ট।

বিচারপতি [illegible] ও বিচারপতি উইলসন।

[illegible] ভারতেশ্বরী প্রতিবাদিনী।

অতি যশস্কারীর মাতা শেষ হইলে প্রতিবাদীর এটর্ণি তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন তিনি সাক্ষ্য দেওয়াইবেন। সেদিন আদালত বন্ধ হইল। তাহার পর দিন এটর্ণি আসিয়া বলিলেন তিনি সাক্ষ্য দেওয়াইবেন না। তখন অভিযোগকারিকে উত্তর দিতে বলিলেন।

হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২৮৯ এবং ২৯২ ধারার ব্যাখ্যানুসারে এ [illegible] নিম্ন ব্যবস্থাপকদিগের এ অভি[illegible] সত্ত্বর প্রতিবাদীর সাক্ষ্য লওয়া না হইলে অভিযোগকারীর উত্তর গ্রহণ করা হইবে। আইনের অভিপ্রায়ই যে উভয় পক্ষকে উত্তর পক্ষের সাক্ষ্য প্রতি জেরা করিবার অবসর দেওয়া হইবে এবং [illegible] অভিযোগ-কারিকে কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে না।

বিচারকালে চৈতন্যের প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থের মত গ্রহণ করা হয়। তাহাতে, আসামীর বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহাকে ঐ গ্রন্থের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল। ফৌজদারি আইনের ৩৩২ ধারা অনুসারে বিচারপতি যখন কোন অপরাধীর [illegible] তখন তাহাকে জেরা করা অনুচিত। তবে কেবল এই প্রকার প্রশ্ন করা যাইতে পারে অপরাধীর বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে ঐ সকল কথা দ্বারা তাহা পরিষ্কার হয়। ফৌজদারি কার্য্যবিধির ৩৭৫ ধারায় দৃষ্টি, বিচারপতিকে এরূপ ক্ষমতা দিয়াছে, তিনি সাক্ষীকে কি তাহার উপরোধকারীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কিন্তু আইনের [illegible] তাহা যে বিচারপতি বুঝিতে তাঁহা[illegible] সাক্ষীর মতের স্বরূপ কি তাহাকে স্পষ্ট অনুবাদ করিয়া তাঁহার মতের সহিত যাহা ভিন্ন হইবে [illegible] প্রথম করিবেন আর যাহার সহিত মতের [illegible] তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিবেন। এ [illegible] তিনি যেরূপ ক্ষমতা অনুভব করেন। [illegible] বিচারপতি পরিত্যাগ করা হয় হইবে, যদি তিনি [illegible] বিচারের মতের [illegible]

হইবার, আমিন দ্বারা জরিপ করিয়া লইবার, পাট্টা দিবার ক্ষমতা ছিল। এখানেই কোন কোন বিষয়ে আপীলের মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতা ছিল। এখানে কোন কমিশনর নিযুক্ত করিবার বিষয়ে কোন আপত্তি উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিতেন। প্রথম আপীলের এলাকা বিষয়ে অনুকূল মকদ্দমা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কাইকোর্টে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত বিচারপতিগণের নিম্নলিখিত নিয়ম ছিল।

ম্যাকফারসান ইটেবরাম ও ফিয়েপ বিচারপতিগণ এই নিয়মে বসিতেন যখনে ডিক্রি হইবার পূর্ব্বে মকদ্দমার সম্পত্তি ক্রোক হয়; তৎপরে সেই সম্পত্তি ডিক্রি হইবার পূর্ব্বে এসাইনির হস্তে দৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে মকদ্দমা সে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিতেন না।

পক্ষান্তরে প্রধান বিচারপতি আর ও মিত্র বিচারপতি মিত্রের এই মত ছিল ১৮৬৭ অব্দের ২৪ আইনের ৩৪ ধারা অনুসারে আদালতের এ ক্ষমতা নাই যে এসাইনির প্রার্থনামতে ডিক্রি হইবার পূর্ব্বে ক্রোক করিতে পারেন।

১৮৮০ অব্দের ২ রা মার্চ শিবকৃষ্ণ সাহা চৌধুরী এবং অন্য অন্য ব্যক্তি কতকগুলি টাকা পাওনা হওয়ায় কুমুদ কুমার ঘোষের নামে ডিক্রি হইবার পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতের ৪৮৩ ধারা অনুসারে ঘোষের সম্পত্তি ক্রোক করিবার নিমিত্ত আবেদন করেন। ঐ আবেদন গ্রাহ্য হয়। ১৮৮০ সালের ২৪ এপ্রেল তারিখে কুমুদ ঘোষের নামে ডিক্রি হইল। এপ্রেল ২৬ তারিখে ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয়ের হুকুম হইল। ১ লা জুলাই বিক্রয়ের দিন অবধারিত হইল। ৪ ঠা জুন এসাইনি সম্পত্তির উপরে এই আপত্তি উপস্থিত করিলেন যে মহাজনদিগের ডিক্রি পাইবার পূর্ব্বে কুমুদ ঘোষের অংশীদারীর উঠিয়া যাওয়ায় ঘোষের ঐ সম্পত্তি ১৮৭২ সালের ৯ ম আইনের অনুসারে ঘোষের আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এখন তাহার বিষয় বিক্রয় হইতে পারে না। অনন্তর মকদ্দমা হাইকোর্টে উপস্থিত হইলে বিচারপতিরা যে সিদ্ধান্ত করেন তাহা উপরে লিখিত হইল।

১৮৮৩। ১৩ ই সেপ্টেম্বর।

প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড গার্থ, বিচারপতি মিত্র, বিচারপতি ম্যাকফারসান, বিচারপতি ফিয়েপ ও বিচারপতি ইটেবরাম।

অমুদাবাসী সাহা ও অন্য অন্য ব্যক্তি বাদী।

ইণ্ডিয়া জেনারেল ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানী প্রতিবাদী।

জন্য বাদীরা করিয়া তাবেদার কুমিয়া বিষয় ডুক্রি সাহেবের মকদ্দমা।

[illegible] মকদ্দমার [illegible] সম্পত্তি ক্রোক করিবার [illegible]

[illegible] ১৮৬৭ সাল

কাবুলের কমাণ্ডার ইন চিফের অধীনস্থ আর কতকগুলি সৈন্য উপত্যকাভিমুখে যাইতেছে।

জুন ১ লা জুন। যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য সাউদনে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগের প্রত্যেককে দুই পাউণ্ড ষ্টার্লিং পুরস্কার পাইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩ রা জুন। রিগা প্রদেশের গভর্ণর সাহেব পীড়িত হইয়াছেন। রুশ গবর্ণমেণ্ট অতি দক্ষতাসহকারে তাঁহার আমল করিতেছেন।

কাবুল ২ রা জুন। ডরেন্সাব পর্বতে লিখিয়াছেন তথায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। পার্ব্বতীয় শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহিদিগকে পরাভূত করিয়া দণ্ড উদ্যত করিতেছেন। সেনাপতি গণ্ডমাক খাঁইবার আরম্ভ করিয়াছেন।

কাবুল ৩ রা জুন। বিদ্রোহিরা পক্তলা প্রদেশে পুনরায় আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু পরাভূত হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা জুন। ৩৩ ক্রোশ সালিসবরির নিকট একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ট্রেণ রেল হইতে অতল নামক নদীতে পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে ৫ জন হত ও ৩০ জন আহত হইয়াছে।

কায়রো ৫ ঠা জুন। কর্ণেল কিচনার সংবাদ দিয়াছেন যে খার্টুমের নিকটে উপনীত হইয়াছেন। এইবার ঐ নগরটী তাঁহার হস্তগত হইবার সম্ভাবনা আছে।

পেণ্টসেন্থ ৬ ঠা জুন। আফ্রাইদি মুহমন্দ সৈন্য অদ্য এখান হইতে মুহাকমে যাত্রা করিয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৫ ঠা জুন। সাহেক ডুর্কোমানেরা রুশ গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে কি না রুশ গবর্ণমেণ্ট তাহার সঠিক সংবাদ আজিও পান নাই।

লণ্ডন ৫ ই জুন। সেণ্টপল গির্জ্জায় প্রার্থনে অদ্য সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সভাপতি হইয়াছেন। বিস্তর লোক এই সময়ে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বয়ং কেম্বিরের ডিউক সমাধি স্থলেতে গিয়াছিলেন।

কাবুল ৫ ই জুন। এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে জেনারেল গণ্ডমাক খাইবার হইতে লাণ্ডীকোতালে আসিয়া মহা মহা ঘরা দিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

জনমান সিং মা তাঁহার ৭ শত অনুচর লইয়া হুরাকির আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

বিবিধ সংবাদ।

৬ ডে সলিসিটর জেনারেল মহাশয়ের সেলেক্টকমিটী সমক্ষে আগামী জুলাই মাসে হাজির হইতে অনিচ্ছার আগমন করিবেন। অনেক বিষয় একরূপে আলোচিত করিয়া পুনরায় চলিয়া যাইবেন।

বেঙ্গলি কাগজ পুনরুত্থানের যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে মহারাণী অবশ্যই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া দান করিয়াছেন। আমাদের [illegible] আমাদের [illegible] আমাদের [illegible]

[illegible] করিয়াছেন। [illegible] বাবু [illegible] সহিত [illegible] বিবাহ [illegible] করিবার অভিপ্রায়ে [illegible] নগরে [illegible] করেন। সার উইলিয়ম মিউর এই সময়ে লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। নরেন্দ্র বাবু এই দুর্নীতি [illegible] তখন আইন পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন কিন্তু [illegible] সভার সমাগত [illegible] অসম্মত [illegible] আন্দোলন দেখে তাঁহার পরিবাদ করেন। আন্দোলন বাবু বলিলেন ভারতবাসীরা আপনা হইতে এই বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তখন বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক আইন করিবার প্রয়োজন নাই, আমরা আন্দোলনবাবুর কথায় সন্তোষ করিতে অনুমান করি। যাহাহউক কোন কার্য্য করিয়া সম্রাজ্ঞীর মনে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া বিধেয় নহে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা আপনা হইতে দূরগত হইবে। এখনই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যাঁহাদিগের মাতা পিতা শিক্ষিত তাঁহাদিগের সন্তানেরা প্রায়ই বাল্যকালে বিবাহ করে না।

এক বাক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "বেলা বঙ্গবাসের অন্তঃপাতী [illegible] পাণ্ডুয়া এলাকাধীন আনন্দপুর গ্রামে একটী [illegible] অতীত হইয়া গেল একটী হরিসভা [illegible]

[illegible] গত ৩১ এ বৈশাখ উক্ত সভার বাৎসরিক অধিবেশন [illegible] সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ কাল অনেকেই হরিসভার সংবাদ পাওয়া যায়, ইহার দ্বারা আর্য্যধর্ম্মের যে উন্নতি হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি ডক্টরীয়েল কলিকাতা পুলিস কোর্টে নাবিক অপরাধিদিগের গুরুপাপে লঘু দণ্ড হয় বলিয়া বেঙ্গল চেম্বর অব কমার্স ছোট আদালতের নিকটে এক দরখাস্ত পাঠাইয়া প্রার্থনা করেন যে নাবিকদিগের বিচারার্থ একটী পৃথক আদালত এবং স্বতন্ত্র ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হউক। বেঙ্গল বণিক সভার আবেদনে উইলসন সাহেব কথপাত করেন নাই তিনি বলেন, এই কার্য্যের জন্য একজন পৃথক বিচারক পাওয়া দুষ্কর হইবে এবং কষ্টে উপযুক্ত বিচারপতি পাওয়া যাইলেও যথেষ্ট পরিমাণে মকদ্দমা পাইবেন না।

ইংলণ্ডের [illegible] এখনও স্ত্রীলোকের দেহা [illegible] রহিত করিয়াছেন। সেনসাহেব [illegible] সাহেব স্ত্রীলোক দেখানে যাইলে [illegible] ব্যাপার এবং লোকের চরিত্র [illegible] অনেক অনিষ্ট উৎপত্তি হয়। এই কারণে স্ত্রীলোকের দেখানে গিয়া মুখ দেখাইবার ক্ষমতা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সুখিত হইলাম ভারতবিদের [illegible] বর্ত্তমান আইনজ্ঞদিগের [illegible] সাহেবের [illegible]

[illegible] বিজ্ঞাপন মারিয়া বিয়াছিল, সে ব্যক্তি আপনাকে অবতার বলিয়া প্রচার করাতে দুঃখিত হইয়াছে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এই অপরাধে তাহার এক বৎসর কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। এই লোকটা কয়েকজনের নিকট হইতে টাকা লইয়াছিল। তাহারা তাহার উপর বেশী রাগ করিয়াছে।

২৪ পরগণা বড় জেলা। এখানে বড় বড় কর্ম্মচারী অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন কিন্তু চোর জুয়াচোরের উপদ্রব এই জেলায় অধিক। আমরা প্রায় প্রতিদিনই একপ একটী না একটী জুয়াচুরির সংবাদ পাইতেছি। আমরা ইতিপূর্ব্বে আলুওয়ালার জুয়াচুরির কথা প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি ডনাগের রেলওয়ের বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় রেল ষ্টীমে ডাকাইতি করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের নিকট পত্র পাঠাইয়াছিল। এই সংবাদ পুলিসে জানাইলে পুলিসে প্রমাণ করিতে পারিবে যে তাহারা বিশেষ বিবরণ প্রতিজ্ঞাপালন করিতে পারে নাই। এখন কি পাঠিয়াছিল বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছে।

বৎসরের শুরুতে আজ [illegible] লইয়া থাকে। এবার কেহই মুক্তকরে পরিত্যাগ করে নাই। পুরাতন ভারতবর্ষীয় কেরাণীদের মাসে পঞ্চাশ টাকা [illegible] হইতেছে না। গত বৎসর এই সময় মাসিক ১২ টাকার উপর মাসে হইয়াছিল। এবার [illegible] হইতেছে। এত আর কাহার হয় নাই। [illegible] হয় বলিয়া কাজ।

[illegible] চোরের [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] শ্রেণীর [illegible] পুরস্কার বিতরণের জন্য একটী [illegible] হইয়াছে। এই উপলক্ষে আমাদিগের [illegible] মহাশয়ের পত্নী ১ সহস্র ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত বিলমার্কের ৮৮২ টী উপাধি লাভের আমাদের রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরও এই বিলমার্কের কারাকারি ছিল।

আমরা অবগত হইলাম, আজ কাল কলিকাতা [illegible] রেলের জন্য যে, রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে, ঐ রাস্তার কুলিদিগের মধ্যে অত্যন্ত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন কি অনেক কুলি রাত্রি ভয়ে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পলাইতেছে।

আমরা আক্ষেপ সহকারে প্রকাশ করিতেছি, সম্প্রতি বেলঘরিয়া কন্যা আবশ্যকতা, পানিহাটী ইত্যাদি স্থান সমূহে দস্যুবৃত্তি অভিনেতৃগণ, গত মঙ্গলবার কোন গোপেশ্বর মহাশয়ের [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথপাল এবং তাঁহার [illegible] সব ইনস্পেক্টর ত্রৈলোক্য বাবু [illegible] ৪ জন স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়াছেন। এই [illegible] চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক সিউড়ী নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ ও কলমালী মহলের [illegible] বৈকব আছে। ইহাদের মধ্যে উপস্থিত [illegible] এবং একজন স্ত্রীলোক ভিখারী ও ভিখারিণীর বেশে [illegible] ধরিতে পারিল [illegible] করিয়া আনিত। যে [illegible] ভাড়াটি করিয়া আনিত তাহার ৩৮ টী পাপে [illegible] ছিল। [illegible] বোধ হইতেছে, যে [illegible] আরোহণ [illegible] নাই। তাহা [illegible] মহাশয়দিগের মতে [illegible] করা উচিত। [illegible] পুরস্কারের [illegible] এবং [illegible] ঐ [illegible] বিষয় [illegible] আমরা তাহার অতি অনুপযুক্ত পুরস্কার [illegible] পুলিস [illegible] উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন।

[illegible] ডুলী আরোহিনী [illegible] আমরা [illegible] হওয়াতে পরমেশ্বরকে [illegible] ধন্যবাদ দিয়াছি। আমরা [illegible] কোন ভদ্রলোক আর [illegible] ডুলীতে [illegible] ডুলী নিশিত [illegible] দিবার আবিষ্কার [illegible] করিবে [illegible] আমরা [illegible] ডুলী [illegible] করিয়া [illegible] আমরা [illegible] ডুলী [illegible] ডুলী [illegible] ডুলী

[redacted] করিতেছিলেন। [redacted] বিবাহ এই, [redacted] [redacted] [redacted] করিতে এই [redacted] [redacted] করিয়া তাহা [redacted] [redacted] দিয়া [redacted] [redacted] [redacted]

যাইতে ডাকাইতি হয়। তদন্তসময়ের সর্বইনস্পেক্টর[illegible] তত্ত্ব করিয়া কিনারা না করিতে পারায় ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনার ও আপনার পাঠকগণের পরিচিত টালিগঞ্জের সব ইনস্পেক্টরবাবু রিসোদীবেহিম মুখোপাধ্যায়কে অনুসন্ধানের ভার দেন। ২৫ এ মে এখানে পৌঁছিয়া ২৮এ মে কুলপী ও ঘাঁটিপুর থানার এলাকাভুক্ত ধানখাটা, রামতরপুর, কাঁঠালতলা প্রভৃতি গ্রাম হইতে অপহৃত ২০ হাজার টাকা ও ১৬ জন ডাকাইত ধৃত করিয়া চালান দিয়াছেন। ডাকাইতগণের মধ্যে দুইজন দোষ স্বীকার করিয়াছে, সকলেই ধরিতে আছে। মথুরাপুর থানার অধীনে যে ডাকাইতি হয়, তাহার সন্ধানের জন্যও উক্ত সর্বইনস্পেক্টরবাবু পৃথকরূপে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।" ইত্যাদি।

কলে বৃষ্টি হয় এবং বায়ুবেগে রেলেরগাড়ি চালিত হয়; এ দুটী দেখিবার আমাদের বড় সাধ। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারি বিদ্যা নাই, এই নিমিত্ত আমরা স্বয়ং এ মনোরথ পূর্ণ করিতে পারি না, কিন্তু অবসর উপস্থিত হইলে প্রস্তাব করিয়া থাকি। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম দেবতার মুখাপেক্ষা করিলে কাজ চলে না দেখিয়া অষ্ট্রীয়াবাসীরা ইচ্ছামত বৃষ্টি করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। অষ্ট্রীয়াবাসীরা স্থির করিয়াছেন, রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত বায়ু ও জল উত্তপ্ত হয়। এই বায়ু ও জল হইতে বাষ্প নির্গত হইতে থাকে। যেমন এক হাঁড়ি জল যত সিদ্ধ করিবে ক্রমে তত হ্রাস হইবে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে এই বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায়। সেইরূপ যখন গ্রীষ্ম প্রচণ্ড হইয়া উঠে, সেই সময়ে সমুদ্র নদ নদী তড়াগ প্রভৃতির জল উত্তপ্ত বায়ুর সহিত বাষ্পাকারে গগনমার্গে উঠিতে থাকে। যখন এই বাষ্প উপরে উঠিয়া শীতল বায়ুর সহিত মিলিত হয়, তখনই বৃষ্টি হইয়া থাকে। অতিশয় গ্রীষ্মের পর বৃষ্টি হইয়া যায় যে শীতল হয়, তাহা এইরূপেই হইয়া থাকে। এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা ইথর অগ্নি করিয়া অথবা কামান প্রভৃতি ছুড়িয়া বায়ুকে উত্তপ্ত করিবেন স্থির করিয়াছেন। বায়ু উত্তপ্ত হইলেই তৎসঙ্গে জলও উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পাকারে গগনমার্গে উঠিয়া শৈত্যের সহিত ও শীতল বায়ুর সংযোগে বৃষ্টিরূপে পতিত হইবে। আমেরিকার [illegible] ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার [illegible] করিবার জন্য অনেক টাকা খরচ করিয়াছিলেন। [illegible]

আর পারে। এই অল্প পরিমাণ বিষ্টি [illegible] তিন দিন পরে তদপেক্ষা বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া [illegible] সেই অর্থের নিষ্ফল প্রাপ্ত হইল। [illegible] আর অনেকগুলি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। [illegible] বাষ্প ও বায়ু করিয়া কাজে লাগাইতে পারিলে [illegible]

মার ইক্লিন বেঙ্গি সাহেব বিদ্যুৎ দ্বারা কিরূপে কাজ করিবেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ৬ সপ্তাহ তথায় অবস্থিতি করিবেন। বেঙ্গি সাহেবের যেরূপ মত গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবের মতও সেইরূপ।

কলাইঠার ভূমে ইটালী, আস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের জোয়ারেণ্টাইন নামক আইন আছির দ্বারা বিদেশ চিকা রোগপ্রধান স্থানের জাহাজদিগে [illegible] তাঁহাদিগের রাজ্যে কোন বন্দরে আসিতে [illegible] তাহার উপায়বিধান [illegible] করিতেছেন।

আফগানস্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে [illegible] খাঁ মাম্মদানার ওয়ালির সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া ১০ এ মে মাজরানা অধিকার করিয়াছেন। আমীর নিজ রাজ্য হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃত স্থান পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে নির্ম্মাণে অভিলাষী হইয়াছেন।

রেঙ্গুন টাইমস শুনিয়াছেন ব্রহ্মরাজ [illegible] সন সাহেবের নিকট যে সকল প্রজা উপস্থিত রহিয়াছে, সেগুলির মীমাংসা হইলেই লাইকোমাইন আদি বিদায় আর একজন ভজ বসিবেন।

মুলতান রেলওয়ে একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি কৃষক-বালক তামাসা দেখিবার জন্য রেলের উপর কতকগুলি ইষ্টক জড় করিয়া রাখিয়াছিল। একখানি ট্রেণ খেলা করিয়া যখন বেগে যাইতেছিল সেই সময়ে সেই ইষ্টে লাগিয়া ইঞ্জিন হইতে পড়িয়া যায়। ২০ খানি গাড়ি একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ১২ জন লোক হত ও [illegible] সামান্যরূপ আহত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দুর্ঘটনার [illegible] আঘাত লাগিয়াছে যে তাহাদিগের জীবনসংশয়।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম হাওড়ার মিশনরি ব্রেই সাহেব হংসতেশ্বরীর তলাটের উপকারে যে উৎসব করেন, তাহাতে এতদ্দেশীয় অনেকগুলি বালককে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগের শিক্ষক মহাশয়দিগকে আমোদ করিয়াছেন।

পশুদিগের প্রতি অত্যাচার-নিবারণী সভার [illegible] ঐ পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণ করা এই [illegible] একথা উপলব্ধি করেন, তাহাতে [illegible] ৪০৮ টাকা অর্থ দত্ত হইয়া গিয়াছে।

[illegible] গোবাবাটি হইতে সংবাদ আসিয়াছে [illegible] ব্রাহ্মণদিগের ভ্রাতৃগণের নামে [illegible] একটী ভূমি ভদ্রসমাজে [illegible]

[illegible] করেন। কিন্তু চা-কর [illegible] অধিকার করিয়া আত্মধাতিনী [illegible] তাহার সংবাদ দেন। সাক্ষীর দ্বারা [illegible] মিথ্যা হইয়াছে প্রমাণ হয়। [illegible] কোন চিহ্ন পাওয়া যায় [illegible] অনেক আলোচনার বিষয় রমণীর মৃত্যু হইয়াছে উপায় [illegible] কালিদাস সাহেবের নামে [illegible] অনুসারে অভিযুক্ত [illegible] করিয়া আত্মত্যাগ [illegible] হইতেছে, তখন ৩০২ ধারার [illegible] দায়ী হইল কেন? সে দিন একজন [illegible] করিয়া একটী ভূমি রমণীর প্রাণ সংহার করিয়াছে, আমরা এই একটী দেখি। বলরাম কি আমাদের [illegible] রাজপুরুষগণের ন্যায় চা-বাগানে [illegible] একটী আজ্ঞা করিবেন? অপরাধীর [illegible] তাহাও বুঝা যাইতেছে। [illegible] রাজপুরুষ ভূমি থাকিবেন সন্দেহ নাই।

[illegible]

[illegible] আরেকদ-আদি পুস্তক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(১২) অতঃপর ঈশ্বর আব্রমকে ডাকিয়া কহিলেন যে তুমি কোথায়? (১৩) তাহাতে সে কহিল, তোমার রব আমি বাগানে শুনিয়া ভয়ে লুকাইলাম। (১৪) এবং তিনি আরও কহিলেন, তুমি যে উলঙ্গ, ইহা তোমাকে কে কহিল? যে বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভক্ষণ করিয়াছ? (১৫) তাহাতে আদম কহিল, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে বৃক্ষের ফল আমাকে দিল, তাই আমি খাইলাম। (১৬) তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর স্ত্রীকে কহিলেন, তুমি এ কি করিলে? স্ত্রী কহিল, সর্প (ইবলিস) আমায় ভুলাইল, তাই (ফল) খাইলাম। (১৭) তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ, অতএব তুমি সকল গবাদি পশু ও বন্যপশু অপেক্ষা শাপগ্রস্ত হইলে; তুমি উদরে ভর দিয়া চলিবে, আর যাবজ্জীবন ধূলি ভক্ষণ করিবে। (১৮) আমি তোমার ও স্ত্রীর মধ্যে এবং তোমার বংশ ও স্ত্রীর বংশের মধ্যে বৈরিতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, আর তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে। (১৯) পরে তিনি স্ত্রীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে, আর তোমার বাঞ্ছা তোমার স্বামীর প্রতি হইবে, সে তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে। (২০) আর আদম আপন স্ত্রীর নাম হবা রাখিল, কারণ সে সমস্ত জীবিতের মাতা হইল। (২১) পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তাহার স্ত্রীর জন্য চর্ম্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে পরাইলেন। (২২) এবং সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, মনুষ্য ভাল মন্দ জ্ঞানে আমাদের একজনের মতন হইয়াছে, এখন সে হস্ত বিস্তার করিয়া জীবন বৃক্ষের ফলও পাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করিয়া চিরজীবী হইতে পারে। (২৩) অতএব সদাপ্রভু ঈশ্বর তাহাকে এদন বাগান হইতে বাহির করিয়া দিলেন, সে যে ভূমি হইতে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে কৃষিকর্ম্ম করিতে লাগিল। (২৪) পরে তিনি আদমকে তাড়াইয়া দিলেন, আর জীবন বৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্য এদন বাগানের পূর্ব্বদিকে করূবদিগকে ও চারিদিকে ঘূর্ণায়মান খড়্গশিখা স্থাপন করিলেন।

(২৫) আরও আদম আপন স্ত্রী হবার সহবাস করিল, তাহাতে সে গর্ভবতী হইয়া কয়িনকে প্রসব করিয়া কহিল, সদাপ্রভুর সাহায্যে আমি পুরুষ সন্তান লাভ করিলাম। (২৬) পরে সে আবার তাহার ভ্রাতা হেবলকে প্রসব করিল। হেবল মেষপালক হইল, কয়িন ভূমিকর্ষক হইল। (২৭) কিছু দিন পরে কয়িন সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমির ফলের নৈবেদ্য আনিল। (২৮) হেবলও আপন পালের প্রথমজাত ও হৃষ্টপুষ্ট কয়েকটী পশু আনিল। সদাপ্রভু হেবলের ও তাহার নৈবেদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, (২৯) কিন্তু কয়িনের ও তাহার নৈবেদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। তাহাতে কয়িন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, তাহার মুখ বিমর্ষ হইল। (৩০) তখন সদাপ্রভু কয়িনকে কহিলেন, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ কেন? তোমার মুখ বিমর্ষ হইয়াছে কেন? (৩১) তুমি যদি সৎকর্ম্ম কর, তবে কি তোমার উন্নতি হইবে না? আর যদি সৎকর্ম্ম না কর, তবে পাপ দ্বার দেশে শয়ন করিয়া থাকে, তাহার বাসনা তোমার প্রতি হইবে, তুমি তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে। (৩২) পরে কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলকে কহিল, আইস, আমরা মাঠে যাই। তাহারা মাঠে থাকিলে কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে বধ করিল। (৩৩) তখন সদাপ্রভু কয়িনকে কহিলেন, তোমার ভ্রাতা হেবল কোথায়? সে কহিল, আমি জানি না, আমি কি আমার ভ্রাতার রক্ষক? (৩৪) তিনি কহিলেন, তুমি কি করিলে? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমি হইতে আমার কাছে কাঁদিতেছে। (৩৫) এখন তুমি ভূমি হইতে শাপগ্রস্ত হইলে; তুমি ভূমিকর্ষণ করিলে সে আর তোমাকে ফল দিবে না; তুমি পৃথিবীতে ভ্রমণকারী ও বিতাড়িত হইবে। (৩৬) তখন কয়িন সদাপ্রভুকে কহিল, আমার দণ্ড বহন করা আমার সাধ্যাতীত। (৩৭) দেখ, তুমি আজ আমাকে ভূমি হইতে বিতাড়িত করিতেছ, আমি তোমার সাক্ষাৎ হইতে লুক্কায়িত হইব, আমি পৃথিবীতে ভ্রমণকারী ও বিতাড়িত হইব, আর যে কেহ আমাকে পাইবে সে আমাকে বধ করিবে। (৩৮) তখন সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, তাহা হইবে না, কয়িনকে যে কেহ বধ করিবে সে সপ্তগুণ প্রতিফল পাইবে। পরে সদাপ্রভু কয়িনের গাত্রে চিহ্ন করিলেন, যেন কেহ তাহাকে দেখিলে তাহাকে বধ না করে। (৩৯) তখন কয়িন সদাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইতে বাহির হইয়া গিয়া এদন হইতে পূর্ব্বদিকে নোদ দেশে বাস করিল। (৪০) আদম আবার আপন স্ত্রীর সহবাস করিল, তাহাতে সে গর্ভবতী হইয়া শেথকে প্রসব করিয়া কহিল, ঈশ্বর হেবলের পরিবর্ত্তে আমাকে আর এক সন্তান দিলেন, কারণ কয়িন তাহাকে বধ করিয়াছে। (৪১) শেথেরও পুত্র জন্মিল, সে তাহার নাম ইনোশ রাখিল। সেই সময়ে লোকেরা সদাপ্রভুর নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল।

(৪২) অনন্তর আদম আপন স্ত্রীর সহবাস করিল, তাহাতে সে গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, ঈশ্বর আমাকে হেবলের পরিবর্ত্তে আর এক সন্তান দিলেন, কারণ কয়িন তাহাকে বধ করিয়াছে। (৪৩) শেথেরও পুত্র জন্মিল, সে তাহার নাম ইনোশ রাখিল। সেই সময়ে লোকেরা সদাপ্রভুর নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল।

(৪৪) অনন্তর আদম আপন স্ত্রীর সহবাস করিল, তাহাতে সে গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, ঈশ্বর আমাকে হেবলের পরিবর্ত্তে আর এক সন্তান দিলেন, কারণ কয়িন তাহাকে বধ করিয়াছে। (৪৫) শেথেরও পুত্র জন্মিল, সে তাহার নাম ইনোশ রাখিল। সেই সময়ে লোকেরা সদাপ্রভুর নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল।

(৪৬) অনন্তর আদম আপন স্ত্রীর সহবাস করিল, তাহাতে সে গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, ঈশ্বর আমাকে হেবলের পরিবর্ত্তে আর এক সন্তান দিলেন, কারণ কয়িন তাহাকে বধ করিয়াছে। (৪৭) শেথেরও পুত্র জন্মিল, সে তাহার নাম ইনোশ রাখিল। সেই সময়ে লোকেরা সদাপ্রভুর নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল।

হইবে না। আপনার আপনার অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন। ইতি বিবেচনাপূর্ব্বক পত্রের উত্তর লিখিবেন।

১৮৮৪ সাল, ৫ই জুন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় সেণ্টেনল্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

ডগলাস টেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্রীনাথচন্দ্র বসু ১৮৮০ সালের ১ আইন অনুযায়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার, বাবু রাম, নওয়াবাদীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মিপুরার সদর ষ্টেসন বদলী হইলেন।

বাবু রামাধার বসু কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বকার্য্যবিভাগের বিশেষ ক্ষমতা ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে করিবপুরে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ভাগলপুরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ডবলু, এফ, পেজ পাবনার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ দত্ত কলিকাতার ভূমি রেভিনিউবোর্ডের জন্য রেভিনিউ বোর্ডের অধীনে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

বশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু সত্যপ্রসন্ন সরকার সাতক্ষীরায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মেদীনীপুর এ তমলুক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মে, টি, আর্চ্চর্ব্বা বশোহরের সদর ষ্টেসন বদলী হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

সিউড়ি ডিঃ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বঙ্গলালপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১৮৮২ অব্দের ১০ আইনের ৩২ ধারানুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সেরাজগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, এফ, প্রোক্টর ফৌজদারী আইনের ৩০ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি মফিস অব পীনস হইয়াছেন।

চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু, এফ, সি, মণ্টিগু এতদ্দেশীয় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগ।

২৪ পরগণার ডিঃ জজ মহেশচন্দ্র সেন ইনস্পেক্টার বাবু কালীবরণ

ইংরাজীতে যে অর্থের বোধ হয়, তাহার কোন শব্দ বাঙ্গালায় নাই।

৩। স্ত্রী যদি পুরুষের দাস হইতে নিম্নতর হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পতির সহিত উপযুক্ত হইতে, কিন্তু তাহা ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না? স্ত্রীলোকের সহধর্ম্মিণী অর্দ্ধাঙ্গ, দাসত্ব নহে; এরূপ বিপরীত কথা কেন বলা হয়?

৩। মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এই ঈশ্বরের অনুচিত উপদেশ হইয়াছে? পিতা মাতা না মরিয়া না পড়িয়া পুত্রকে পরিপালন করিবেন, যুবাবস্থায় পুত্র তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে? ইহাতে কি অকৃতজ্ঞতা-দোষের আপত্তি হইতেছে না? ঈশ্বর কি মনুষ্য-বংশকে অকৃতজ্ঞ হইতে শিখাইয়াছেন? এই নিমিত্ত কি ভারতবর্ষ হইতে পোতুগীজেরা ভারতবাসির আর্য্য পালিত হইয়াও তাঁহাদিগের অনিষ্টচেষ্টা করিতেছেন?

৪। পুরুষ মাতা পিতাকে পরিত্যাগ করিয়াও স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এই ঈশ্বরের আদেশ হইল। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক পুরুষ বিবাহ করে না, স্ত্রীতে আসক্ত হয় না। অনেক পুরুষের প্রজনন শক্তিও নাই। যখন এরূপ দেখা যাইতেছে, এখন বিজ্ঞানে বলা যাইবে যে পুরুষের এক অঙ্গ হইতে নারী নির্ম্মিত হইয়াছে? বাস্তবিক যদি তাহা হইত, তাহা হইলে কোন পুরুষই প্রজনন-শক্তিহীন হইত না; স্ত্রী যে পুরুষ উভয়ের সহধর্ম্মিণী সমান হইত, কোন পুরুষ ব্যভিচারী বা কোন নারী ব্যভিচারিণী হইত না। কখন বিপক্ষের স্থলে বিপরীত ঘটনা দেখা যাইতেছে, অতএব কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যায় যে স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে? পুরুষ স্ত্রী যতদূরাবধি নির্ম্মিত হইয়াছে, এই অনুমান কি সঙ্গত নয়? এরূপ অঙ্গ হইতে বাস্তবিক সপক্ষে সৃষ্টি হইলে উভয়েরই অঙ্গহীন অসম্পূর্ণতা দূর হইত; কিন্তু সে অসম্পূর্ণতা দূর হয় না, কেবল অবয়বসকলের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

মানবর শ্রীযুক্ত লোকনাথ পাল মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনি ১৩ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে [illegible] পুরুষ হইতে স্ত্রী অর্থাৎ পুরুষের পঞ্জরাস্থি হইতে স্ত্রী সৃষ্টি, এই বিষয়ের প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অতএব পূর্ব্বের [illegible] প্রমাণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

[illegible] হইতেছে না। আপনি যদি ঈশ্বরেচ্ছায় বিশ্বাস বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে প্রতিমূর্ত্তি ও পরমেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। " পৃথিবী অর্থাৎ আমাদিগের ভার, এবং " অগ্নি " ও " প্রাণবায়ু " দ্বারা সৃষ্টি (১) প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষের বাক্যের মধ্যে কোন বৈষম্য নাই।

২ য় প্রস্তাব।

আপনার এই বিরোধের মধ্যেই উহার মীমাংসা হইয়া আছে। সূক্ষ্ম ভূতের (মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি) দ্বারা (২) পঞ্চীকরণ দ্বারা প্রত্যেক স্থূলে পরস্পরের অংশ আছে, অর্থাৎ স্থূল মৃত্তিকার মধ্যে অধিকাংশ মৃত্তিকার অংশ অধিকাংশ অন্যান্য সূক্ষ্মভূতের কিছি কিছু অংশ আছে। অতএব মৃত্তিকা দ্বারা মনুষ্য নির্ম্মিত হইয়াছে বলিলে দোষ পাকতৌতিক হইতে পারে।

৩ য় প্রশ্ন।

ঈশ্বর যে নিষিদ্ধ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে আদমকে (৩) নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা মনুষ্যকে মূর্খ করিয়া রাখিবার জন্য নহে, কাজেই হওয়ায় পরমেশ্বর ধরা করিয়া মনুষ্যকে স্বাধীন ও বিবেকী করিবার জন্য আপনার মঙ্গল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

উপসংহারে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন এই, আপনি

(১) পূর্ব্বে প্রতিমূর্ত্তি ও আদমা দুটী শব্দ আছে, এখানে দুটী শব্দ দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে এখন আমরা কি বুঝিব? পূর্ব্বে যে প্রতিমূর্ত্তি লেখা হইয়াছে সেটী কি তাহার কি আর দাই? অথবা ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ের ই এক? উভয়েই কি বায়ু ও তুলার শরীর? মানুষে যে ঈশ্বরীয়াদির ভাব নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি অতএব বিবেচনা যে পূর্ব্বপক্ষের উপলব্ধের শরীর হইল, তাহা ও বুঝা যেল না। সো—ন।

(২) পঞ্চীকরণ ও বৈশেষিক নাই। বাইবেল পুরাণ সহিত কোন অংশে আমার মিলন নাই। বাইবেলের মতে জল আকাশ বায়ু প্রভৃতি সকল বিষয়ের সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে। যদি কেবল মৃত্তি হইতে মনুষ্য সৃষ্টির কথা বলা হইত, তাহা হইলেও এক দিন আমরা পরীক্ষার চেষ্টায় করিয়া লইতাম; কিন্তু যখন মৃত্তি ও বায়ু উভয় ভূতের কথা পুরাণে বলা হইয়াছে, তখন এই পরীক্ষার দরকার নাই, তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। সো—ন।

(৩) কল ভক্ষণ নিষেধ না করিয়া ঈশ্বর যদি আদমকে বলিতেন, তোমরা সকলে আমাদের বৃক্ষ ফোপণ করিয়া দিলাম। তুমি ও তোমরা ফল খেয়ে পরীক্ষা করিয়া ফল ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে কি মনুষ্যের স্বাধীনতা ও বিবেকিতার পরীক্ষার দেওয়া হইত না? বিচার করিয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া এই ফল কর্ত্তিয়াছে যে, মানুষকে ঈশ্বরে বিশ্বাস অবশ্য করা হইয়াছে। এই আদমই কি আমাদের অধিকাংশ [illegible] দেখিতে পাই? সো—ন।

সোম বন্দোপাধ্যায়ের স্কুল সমূহের প্রত্নিনিধি ডেপুটী ইন্সপেক্টার হইলেন।

খুলনার স্কুল সমূহের সবইন্সপেক্টার বাবু পরেশনাথ দে রঙ্গপুরে বদলী হইলেন।

ভারতবাসীয় স্কুল সমূহের সব ইন্সপেক্টার মুন্সি মুজফ্ফরুল আটনার স্কুল সমূহের প্রতিনিধি সব ইন্সপেক্টার হইলেন।

দিনাজপুরের স্কুল সমূহের সব ইন্সপেক্টার বাবু রামচন্দ্র মৌলিক ঐ স্থানের স্কুলসমূহের প্রতিনিধি ডেপুটী ইন্সপেক্টার হইলেন।

বেরলীপুর কলেজের প্রধান শিক্ষক বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য ভাগলপুর জেলা স্কুলের প্রথম শিক্ষক হওয়াতে ভাগলপুর জেলা স্কুলের প্রথম শিক্ষক বাবু শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় হাপরা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন।

রাজসাহীর স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টার বাবু ভুবনমোহন মিত্রোপী বর্দ্ধমানবিভাগের স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টার হইলেন।

বর্দ্ধমানের স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টার বাবু কালীনাথ চৌধুরী রাজসাহীর স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টার হইলেন।

হাপরার জলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহঃফলপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

গত শনিবার এখানকার যুবকসভার একটী বিশেষ আধিবেশনে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এই বিষয়ে উক্ত সভায় একজন সভ্য একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উপস্থিত সভ্যগণ নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু সকলেই সমাজের কঠোর বন্ধনের উল্লেখ করিয়া কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। মুদ্রেরের কতিপয় বিশেষ উৎসাহী ব্যক্তি এ বিষয়ে যাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় তজ্জন্য এই সদনুষ্ঠানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। পরিশেষে অপর এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত কি না তাহা বিবেচনা করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সমাজে এপ্রস্তাবের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেও বস্তুতঃ উহার কোন ক্ষতি হইতে পারে না। এক্ষণে এই কার্য্যের আবশ্যকীয়তা সকলকেই উৎসাহিত করিয়া মুসংস্কার সমূহ তমীভূত করিয়া দিবে; এই স্থলে তিনি স্বরচিত বিধবাবিবাহ বিষয়ক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন; অবশেষে আগামী বুধস্পতিবারে সাধারণী সভার অধিবেশন হইয়া এ বিষয়ে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা যাইবে তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করা স্থির হয়।

[illegible] ও জামালপুরের বিষয়ে প্রবিষ্ট [illegible] শীতাকুণ্ড হইয়া উহা আলোচনার উঠিতেছে; আজ এত মাস হইতে জলের উষ্ণতা কিছু কিছু হ্রাস হইতেছে কিন্তু অদ্যাপি উহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই; বেহার নিবাসী লোকেরা "শীতাকাহিনি" রূপার অমঙ্গল হেতু এরূপ হইয়াছে বলিয়া চিহ্নিত; আমরা স্বয়ং এই জল পরীক্ষা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, এই কারণবশতঃ এ দিন এ সংবাদটী প্রেরণ করিতে পারি নাই, আমরা দেখিলাম কুণ্ডের জল এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় উষ্ণ নাই, তবে শীতলও হয় নাই, পূর্ব্বে হস্ত দ্বারা জল স্পর্শ করা সাধারণ ছিল না, এক্ষণে অনায়াসে হস্ত ডুবাইয়া থাকা যায়, পূর্ব্বে জল পরীক্ষার উত্তাপ যেরূপ ছিল, এক্ষণে কম হইয়াছে, পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম সেতুর নিম্ন হইতে বারিরাশি উত্থলিত হইয়া না উথিত হওয়ায় জল শীতল হইয়া গিয়াছে, এবং যে জলপথ দিয়া জল গমন করিত তাহা এক্ষণে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য জল উঠিবার পথটী কোন কারণ বশতঃ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা ভরসা করি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ইহার কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিবেন।

সম্প্রতি মুঙ্গেরে একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন করিয়াছেন; স্ত্রীলোকটী প্রাচীনা, সম্ভ্রান্তবংশীয়া আছেন; তবে হঠাৎ এরূপ মতি হওয়ার সে গূঢ় কারণ কি?

আজকাল প্রায় প্রত্যহ জলবায়ু নিতান্ত মন্দ বলে মনে আসিতে পারে, সম্প্রতি দুই এক দিবস বৃষ্টি হওয়ায় আপাততঃ কিছু শীতল হইয়াছে। এপ্রিল ও মের জন্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অল্প, এমন কি আর কাল নাই বলিলেই হয়।

গত ৩ রা মে শনিবার অপরাহ্ণ বৈদ্যসমাজে সংস্কারিণী সভার পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে জামালপুর ও মুঙ্গেরস্থ অনেকগুলি বৈদ্য উপস্থিত ছিলেন, পরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় দ্বারা নানা দেশীয় সংবাদপত্র হইতে সংস্কার সূচক প্রবন্ধাদি পঠিত হয় এবং বৈদ্যসমাজ সংরক্ষণী সভা নামে যে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার এবং বিদ্যাপ্রস্তাবক ব্যক্তিগণকে সমাজভুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা নিবাসী স্কুলে অপর একটী যে সভা হইয়াছে, তাহার কার্য্য বিবরণও সাধারণের গোচর করা হয়, পরে সম্পাদক মহাশয় এই সমাজ হইতে প্রকৃতরূপে সংস্কার সাধন করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বিদ্যার প্রস্তাবক ব্যক্তিগণকে সমাজভুক্ত করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা কোন্ শাস্ত্র ও মতামত হইতে ব্যবস্থা আনয়ন করিয়া বিদ্যাপ্রস্তাবক প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহা সমাজের অধিবেশনে প্রকাশ করা আবশ্যক, কারণ কলিকাতার বৈদ্যসমাজের [illegible] সমাজের কোন আপত্তি নাই। বৈদ্যসমাজের নামান্বিত উপাধি ছেড়ে দেওয়া আমাদের মতে [illegible] কলিকাতায় বৈদ্যসমাজ-সংরক্ষণী সভা নামক যে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে তাহার [illegible] সমাজের সভ্যগণ এবং কর্ত্তৃপক্ষগণ এখানকার সভার সভ্যগণের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা করিতে [illegible] ৫।৬ মাস সংস্থাপিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে জামালপুর হইতে [illegible] নানা প্রকার উন্নতিসাধন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এখন অন্যান্য দেশ হইতে আমাদিগের সমাজের সভ্যগণের প্রশংসা সূচক পত্র আসিয়াছে। বিবাহকালে পরস্পর কেহই কন্যাকর্ত্তৃপক্ষকে উৎপীড়িত করিবেন না, অনেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, অনেকে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার বিষয়ে নানারূপ আপত্তি করিয়াছিলেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। বৈদ্যসমাজসংরক্ষণী সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত আমাদিগের স্থানীয় সমাজের এই সম্বন্ধে পত্রাদি লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা সাধারণের মতের মত আদর করেন না। তাঁহারা সম্প্রতি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা দেখিলাম কলিকাতার নিবন্ধিকী ২০।২২ টী সভ্যের অভ্যুদয়ের স্থান করিয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই এই সভার সভ্য। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে অমুক অমুক ব্যক্তিকে ভর্ত্তি মধ্যে গ্রহণ করা হউক; গ্রহণ করা হউক, তাহাতে দোষ নয় তাহার আপত্তি নাই, কিন্তু এখানকার সমাজের সহিত একযোগে কার্য্য করিলে ভাল হইত; কেননা, তাহা হইলে প্রায় সমস্ত বৈদ্য জাতির মত পাওয়া যাইত। সংবাদ পত্রের কলমাত্র কেবল সাধারণের উন্নতি সাধনের জন্য; স্বার্থপরতাবে নিজের কার্য্য উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত থাকা উহার উদ্দেশ্যের কার্য্য নহে; আমরা এ কথাও নিশ্চিত বলিতে পারি যে মুঙ্গেরস্থ বৈদ্যগণ কখনই মুঙ্গেরীয় বায়ুর অধিক কোন বিষয় না।

জামালপুর বৈদ্যসমাজ-সংরক্ষিণী সভার প্রবর্ত্তকগণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহার কৃতকার্য্যতার পক্ষে অনেক বাধা ও প্রতিবন্ধক আছে তথাপি একাগ্রতা, পরিশ্রম ও যত্নের সহিত উহাতে লাগিয়া থাকিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন, নিশ্চিত স্বার্থসিদ্ধি মনে প্রবল হইলে কিছুই উপায় হইবে না।

বিজ্ঞাপন প্রকরণ।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৫৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা ভূতনাথ বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে এখানে কমিশন সেলে পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার কার্য্য হইতেছে। অল্প মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণার পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি লেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৫৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের সংবাদ লিখিয়া দিবার অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার ন্যূন নহে।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ।

ভাব প্রকাশের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক মাশুল সহ মূল্য ১৸৵০। এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে, এদেশের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রসমূহের মন্তব্যের সারাংশ নিম্নে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তক কেবল ৫৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীহরমোহন রায়—ম্যানেজার।

অজীর্ণ চূর্ণ।

অজীর্ণকেতুমুখরসঃ প্রত্যেকব্যাধিহরঃ।

নানাকোষোদ্ভূতৈরেষ ন জেয়োমুদ্রিতৈঃ বিনা।

এই ঔষধটী বহুদিবসাবধি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ এবং যাবতীয় অম্লঘটিত রোগ আরোগ্য হইয়াছে। ২১ দিনের মূল্য ৪ টাকা। ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

হৃদ্রোগান্তক বাষ্প ঔষধ।

অর্থাৎ কাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইলে ঢেঁকুর প্রভৃতি রোগ জন্মায় তাহাদিগের ২১ দিনের ঔষধের মূল্য ৩ টাকা।

শ্রীশশিভূষণ সেন কবিরাজ।

কাশী, কাশীকুমার চক্রবর্ত্তী।

(চাকার বকফ।)

গোদ, জলাদোষ ও অণ্ডবৃদ্ধিরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিনাস্ত্রে রোগ ও কলেরা রোগ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই ৩টী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং স্থানে স্থানে দুর্গ অন্যান্য হইলে এ ঔষধে তাদৃশ ফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং সমেত এক শিশি ৸০।

মৌরোগ্য—ইহাতে অম্লরোগ নিশ্চিতরূপে

"কনক-নলিনী" এবং "সরোজ-বাসিনী।"

(মনোরম উপন্যাস।)

এই মনোরম উপন্যাসদ্বয় স্ত্রীশিক্ষিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরিভক্তি শিক্ষা দিতে বিলক্ষণ পারদর্শিনী। সোমপ্রকাশ ও সংস্কৃত প্রিন্টিংডিপজিটরিতে আছে, নারায়ণীতে, চীনেবাজার পঞ্চরত্ন আপিসে এবং কলিকাতা সর্ব্বত্র স্থলে পাওয়া যায়। মূল্য কেবল এক এক টাকা।

সটীক সানুবাদ মনুসংহিতা।

কুলুকভট্ট কৃত টীকা ও সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক ৺ হরচন্দ্র বিদ্যারত্ন কৃত বঙ্গানুবাদ সম্বলিত খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড রয়েল ৮ পেজী ৬ ফর্ম্মা, উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা, মূল্য চারি আনা। ১৬ খণ্ডে পুস্তক সম্পূর্ণ হইবে। অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

সংস্কৃত লাইব্রেরী
১১৮ নং চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যারত্ন
অধ্যাপক।

অল্প দুই বৎসরে ন্যূনাধিক ২০০০ সহস্র ব্যক্তির ৬ জন উপযুক্ত ডাক্তার এবং ৩ই জন উপযুক্ত কবিরাজের প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত

মেহনাশক অমৃতবিন্দু।

যথার্থই অমৃত নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে, প্রস্রাব অতি ঘোলা দেখিলে যে কখন মূত্র পীড়ার কষ্টের, যাবে কখন উপদর্গ পাকুক না কেন, আরোগ্য হইবে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা প্যাকিং ৵০।

পারমাশক অমৃতাবিন্দু।

গুহ্যের পারদরোগ হইতে যাবতীয় মূত্র কষ্টের হইতে চাহেন, তাহা হইলে অমৃতাবিন্দুর ১ শিশি সেবন করুন। পরীক্ষিত পারা দুই করিবার এমন ঔষধ আর নাই। প্রতি শিশি ১৲ টাকা প্যাকিং ৵০।

৫৬ নং সোয়ালিয়া ষ্ট্রীট,
হরমোহন,
কলিকাতা।

পুরু-চিকিৎসালয়
কলিকাতা।

নাথোদয় বাবুর উপন্যাস-গ্রন্থচতুষ্টয়।

অধিষ্যাত উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রামোদয় মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই চারিখানি অত্যুৎকৃষ্ট নূতন উপন্যাস

উপন্যাস	আয়ের মূল্য
(১) প্রতাপসিংহ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	১৷৷০
(২) চুইচণ্ডী (সামাজিক উপন্যাস)	১
(৩) কমল-কুমারী (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	১৷৷০
(৪) মা ও মেয়ে (সামাজিক উপন্যাস)	১৷৷০

১লা বৈশাখ হইতে আগামী ৩১এ আষাঢ় পর্য্যন্ত ডাকমাশুল সমেত ২৷৷০ টাকায় বিক্রীত হইবে; লোক দ্বারা লইলে ২৷৷০ মাত্র। সেই জন্যিয়া দিতে হইলে প্রত্যেক পুস্তকের অর্দ্ধ মূল্য ও ডাকে পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে প্রতি পুস্তকে এক আনা করিয়া স্বতন্ত্র ডাকমাশুল দিতে হইবে।

গ্রাহকেরা নিরূপিত সময়ের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্ব স্ব নাম ধামাদি সম্বলিত মনি-পাঠাইলে উপন্যাসগুলি পাইতে পারিবেন। ইহাদি পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় ৵০ বাট্টা লাগিবে।

১৬৮ নং বারাণসী ঘোষের } শ্রীক্ষেত্রনাথ চাটর্জ্জার
ষ্ট্রীট কলিকাতা। } সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়

অনুরোধীর আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশের অনুবাদক

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত।

কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধিবিহিত ঔষধালয়।

কলিকাতা, ১১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বহুবাজার।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার

মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যের নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—পরীর দৌর্ব্বল্য, রক্তশূন্যতা, গাত্রের কণ্ডয়ন, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বের হ্রাস, পিপাসা, অতি ক্ষুধা প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া, শরীর সুস্থ ও পূর্ণ মাংসে স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী মূল্য ১ টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আমাদের, বহুমূত্র ও মধুমেহের বটিকা ও মোদক দুই সপ্তাহ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। রোগটি আমাদের বংশানুগত বলিয়া ভয় করিয়া ছিলাম, ঔষধ সেবনে সে ভয় দূর হইয়াছে।

[illegible] ১৩ই বৈশাখ সন ১২৯৯ সাল।
[illegible] শ্রীকেশবচন্দ্র আচার্য্য।

৯ চর নূতন পুস্তক।

তিনি বিশুদ্ধ-প্রণয়ের অমর-

বিকাশের চরিত্র যে খানে চাহেন সিনি এই পুস্তক শীঘ্র গ্রহণ করুন।

রাজলক্ষ্মী—আদর্শনি।

(পাঁচ খানি অধ্যায়কালের উজ্জ্বল মূল্য সহিত।)

মূল্য ১, দশ আনা মাত্র ডাক মাশুল লাগিবে না।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

[illegible]—পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত [illegible] করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্তা প্রণয়ের [illegible] চিত্র আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। ইহাতে লেখক আমার মনের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে সাধারণের পাঠকের মনের ভাবের [illegible] চরিত্র পাঠকের পড়িবে। রোগ মৃত্যুশয্যায় এবং [illegible] লইয়া যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বহির আমরা তাঁহার মত [illegible] অক্ষম বর্ণন করিতে পারি না।

আলোক ৭ই বৈশাখ সন ১২৯৯।

[illegible] is an anonymous production only a young gentleman who has had [illegible] misery in losing [illegible] a beloved wife [illegible] the effects of [illegible] [illegible] unknown [illegible] [illegible] before us, and we must say [illegible] successfully well. We [illegible] to [illegible] [illegible] publishing genius akin to Poet [illegible] [illegible] have read Babu Chandra [illegible] Work [illegible] [illegible] a work of a [illegible] [illegible] not fail to [illegible] [illegible] before [illegible] marked improvement [illegible] [illegible] Empire of 20th April.

পুস্তক পাইবার ঠিকানা শ্রীগোবিন্দচন্দ্র কুণ্ডু।
কলিকাতা—১৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

সোমপ্রকাশ ডিপাজিটরী।

১৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক এবং নানাপ্রকার সাহিত্য ও ইতিহাস সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে লিখিত পুস্তকগুলি মুদ্রণ করাপিত হইয়াছে—

[illegible] ১৷৷০, [illegible] ১৷৷০, Tale of a Tub ১৷৷০, The Chieftain's Daughter [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০, [illegible] [illegible] ১৷৷০, [illegible] ১৷৷০, [illegible] ১৷৷০,

সাম প্রকাশ।

২৮ শ ভাগ | "প্রজাপতেঃ প্রজাবিত্তিরায় যাবিদং জগৎসর্ব্বং তুলিজয়তী ন তীয়তা।" | ৩১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৯১ সাল। ৩ রা আষাঢ়। ইং ১৮৮৪। ১৬ ই জুন | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বাঙ্গালা টাইমটেবল।

আরোহীদিগের ভাড়া ও ভারাদির মাসুল প্রভৃতি নিয়মপত্র ও টাইমটেবল বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইয়া ষ্ট্রাণ্ড রোডে কোম্পানীর আপীসে ও কোম্পানীর ষ্টেসনসমূহে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য অর্দ্ধ আনা।

কলিকাতা ১০ ই জুন ১৮৮৪। | রবর্টসন লেস্‌লি এজেণ্ট।

আর্য্যধর্ম্মসার

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত।

এই গ্রন্থখানি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদির প্রমাণ দ্বারা বিশুদ্ধ বঙ্গ-ভাষায় রচিত হইয়াছে। ইহাতে সৃষ্টি প্রকরণ, জাতিমালা, ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় বর্ণের মূল মূল বিষয়ণ বেদের নিত্যত্ব; জাতিভেদের কারণ, গুরু মনোনয়ন দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, ক্রিয়ার বিশেষ বিবরণ, ষট্‌চক্রের ভাষা, ঈশ্বরনিরূপণ, জপ ও পুরশ্চরণ, বিধি, দেবতত্ত্ব, জ্ঞান উৎপত্তি হওয়ার প্রকার নির্ণয়, জ্ঞানকাণ্ড, তত্ত্বজ্ঞান, সৃষ্টিপ্রকরণ, চতুর্দ্দিধ সৃষ্টি, জীবমুক্তি ইত্যাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিদিগের এই গ্রন্থখানি দেখা নিতান্ত উচিত। সাকার উপাসনা দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা যে কিরূপে হইতে পারে তাহা এই গ্রন্থ বিবেচনার সহিত পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে। মূল্য ১ এক টাকা। বিদেশীয় গ্রাহকগণের ডাক মাসুল লাগিবে না।

প্রাপ্তিস্থান সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ সঙ্গীত রত্নাকর (৩ নং [illegible] চাঁদপুল কাপড়ে বাঁধাই ১ এক টাকা। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে

হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত।

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষাল সঙ্কলিত।

শ্রুতি, স্মৃতি, ঋষি, পুরাণ, তন্ত্র এবং নানাবিধ ধর্ম, যোগ ও দার্শনিকবিষয়ক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রমাণাদি সম্বলিত। ইহাতে মুক্তি কয় প্রকার, জীবন্মুক্ত অবস্থা, ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম, দ্বৈতবাদ, এবং অদ্বৈতবাদ মহাবাক্য, তত্ত্বজ্ঞান, ইন্দ্রিয় সংযমনের উপায়, শরীরের উপর মনের অধিকার, মনঃসংযমনের উপায়, প্রকৃত গুরু অজ্ঞান হইলেও আপনা হইতে জ্ঞান লাভ করে, উপাসনার উপকারিতা, উপাসনা, তত্ত্ব-ইচ্ছা ও ব্রহ্ম বিচার, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে শাস্ত্র অধ্যয়ন নিষ্প্রয়োজন, জ্ঞান প্রথমে অজ্ঞানকে নাশ করে পরে আপনিও বিনষ্ট হয়। পরমেশ্বর সাধকের পক্ষে অতীব সুলভ, মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অপর চিন্তা থাকিলে ব্রহ্ম লাভ হয় না, অনাসক্তি ও ত্যাগ স্বীকার, যোগ ও সমাধি, যোগের সিদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে প্রারব্ধোপরত যোগ অজ্ঞান নিষ্প্রয়োজন, জীবিতের মুক্তি নিয়ত বা অনিয়ত, প্রারব্ধ কর্ম্ম, কর্ম্মত্যাগ, অবিবাহিত জীবন বা উর্দ্ধরেতা আশ্রম, সন্ন্যাস, গৃহস্থাশ্রম ও নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন, নির্জ্জনতা ও সাধুসঙ্গ, বাহ্য সংস্করণের আবশ্যকতা, নির্জ্জনপ্রীতা, ব্রহ্মজ্ঞের মরণ, বিমলসুখ ব্রহ্মানন্দ, প্রভৃতি সার ভাগ, গহন চড়ুই, ঈশ্বরে পুনরুক্তি ভিন্ন মুক্তি লাভের উপায় নাই ইত্যাদি বিষয় মহাত্মা আর্য্যপুরুষগণ অনেক চিন্তা, তর্ক, আলোচনা, উপাসনা, অনুসন্ধান, তর্কযুদ্ধের পর যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই গুলিই কেবল উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই সংস্করণে পুস্তকের আকার পরিবর্দ্ধিত হইলেও মূল্য পূর্ব্বৎ ১৷০ টাকা মাত্র রহিল। বিদেশীয় গ্রাহকগণের স্বতন্ত্র মাসুল লাগিবে না। সংবাদপত্র ও বুধমণ্ডলীর অভিপ্রায়পত্রের সার ভাগ পুস্তকে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
প্রকাশক।
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী,
৯১ নং কালেজ ষ্ট্রীট।

বাধক বেদনার মহৌষধ।

যে সকল স্ত্রীলোকের রজো-নিঃসরণের পূর্ব্বে ও পরে পেটে বেদনা হয় ও পেটে খিল ধরে বক্ষাধোগ পেশী-প্রদর রক্ত-প্রদর প্রভৃতি পীড়া উহা সেবনে উপশম করিয়া গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে, সাত দিবসের অধিক সেবন করিতে হয় না। রজো নিঃসরণের সময় ঔষধ সেবন করিতে হয়, তজ্জন্য সপ্তাহ পূর্ব্বে পত্র লেখা আবশ্যক। এক কৌটার মূল্য ২, টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা।

রতি-বিলাস তৈল।

অতি সুগন্ধযুক্ত গোলাপী তিল তৈল।

এক তৈল ব্যবহারে বায়ুরোগ, শিরঃপীড়া, মাথাঘুরা, মাথাঘোরা ও অনিদ্রা দূর হয়। মস্তিষ্ক শীতল, চুল ঘন, কোমল, মোড়া পক্ক ও উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হয়, গায়ে মাখিলে চুলকনা প্রভৃতি চর্ম্ম

রোগ জন্মে না। অধিকন্তু সৌরভে মন মোহিত হয়। স্নান করিলেও সৌরভ নষ্ট হয় না। মূল্য ৪ ঔন্স শিশি ।৶০, ৮ ঔন্স ।৶০ ডেড় পোয়া বোতল ৸৶০, প্যাকিং ।০, ৩ পোয়া বোতল ১।০, প্যাকিং ।৶০। অধিক লইলে আলাহিদা বন্দোবস্ত।

মেহামৃত-রস।

এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাব কালীন জ্বালা ও ধাতু নির্গম, শ্বেত প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র শোণিতস্রাব বস্তি দাহ লাগা এবং এই সকল রোগজনিত জ্বর, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির দাহ শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। এক শিশির মূল্য ১৷৶০ প্যাকিং ।৶০ আনা।

উদাসীন হইতে প্রাপ্ত।

সর্ব্বপ্রকার অম্ল রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা ধারণে বুক জ্বালা, আহারান্তে অম্ল উদ্গার ও বমন, অম্লজনিত অজীর্ণ, উদরাময়, অম্লপূল, বেদনা, আমাশয়, চক্ষু হস্ত পদাদির দাহ, দৌর্ব্বল্য, অম্লপৈত্তিক জ্বর, এবম্বিধ উপসর্গ বিশিষ্ট অম্লজনিত ব্যাধি এই আশ্চর্য্য অমোঘ বাহ্যলি ধারণে সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য ১।০, প্যাকিং ৵০ আনা।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
১৮ নং মধুরায়ের লেন, কাঁসারিপাড়া, সিমলা কলিকাতা।

অদ্য দুই বৎসরে ন্যূনাধিক ২০০০ সহস্র ব্যক্তির ও ৩ জন উপযুক্ত ডাক্তার এবং দুই জন উপযুক্ত কবিরাজের প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত

মেহনাশক অমৃতবিন্দু।

যথার্থই অমৃত নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে, প্রত্যহ অর্দ্ধ ফোঁটা সেবনে যে রকম ধাতু পীড়াই হউক, বা যে রকম উপসর্গ থাকুক না কেন, আরোগ্য হইবে। প্রতি সিসি ১, টাকা প্যাকিং ৵০।

পারানাশক অমৃতারিষ্ট।

দুঃসহ পারারোগ হইতে যদ্যপি মুক্ত হইতে চাহেন, তাহা হইলে অমৃতারিষ্ট ১ ফোঁটা সেবন করুন। শরীরস্থ পারা দূর করিবার এমন ঔষধ আর নাই। প্রতি সিসি ২, টাকা প্যাকিং ৵০।

৬৬ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, হরমোহন, কলিকাতা। } শ্রীমকরচন্দ্র ধরের "গৃহ-চিকিৎসা-সার কার্য্যালয়"

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে [redacted] কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ

সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কল্পদ্রুমের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন চাঙ্গড়িপোতা হইতে প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৯০ সাল
১ লা চৈত্র

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।
চাঙ্গড়িপোতা
সোণারপুর ডাকঘর ২৪ পরগণা।

প্রেরিতপত্র।

হোমিওপ্যাথিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসা।

মহাশয়! দিন দিন যেমন নানাপ্রকার নূতন নূতন রোগের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তেমনি দিন দিন নূতন নূতন চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি হইয়া নানাপ্রকার উপায়ও প্রচারিত হইতেছে। আমাদের এ দেশে দেশীয় সকল প্রকার চিকিৎসা ভিন্ন ইংরাজি চিকিৎসার মধ্যে এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইলেকট্রোপ্যাথিক, হাইড্রোপ্যাথিক প্রভৃতি কয়েক প্রকার চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে। আরও কয়েক প্রকার চিকিৎসা এ দেশে এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু ইউরোপের কোন কোন প্রদেশে সে সকল চিকিৎসা বিস্তারিতরূপে প্রচলিত আছে।

প্রায় ১৮৭২ অব্দ হইতে ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক প্রণালী চিকিৎসা এ দেশে সাধারণ ভাবে প্রচলিত দেখিতেছি। এই চিকিৎসায় তড়িৎই এক প্রধান ঔষধ। তড়িতের রাসায়নিক গুণসম্পন্ন এলোপ্যাথিক ঔষধ সকল, এবং তাড়িতের যন্ত্র সকল ও অন্যান্য এলোপ্যাথিক ঔষধ সকল, এই তিন প্রকার বিষয়ই এক এক রোগীতে ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এই ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ফল অতি আশ্চর্য্য। রোগীর শেষ অবস্থা হইয়া ঔষধ গলাধঃকরণের ক্ষমতা না থাকিলেও ইহার দ্বারা চিকিৎসা হইতে পারে এবং অতি অল্পকাল মধ্যে রোগী সবল হইয়া আরোগ্যলাভ করিতে পারে।

আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এই চিকিৎসায় অতি কঠিন কঠিন রোগ সকলের অতি অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য হয়। এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক এবং দেশীয় চিকিৎসকগণ যে সকল রোগীকে জবাব দিয়াছেন, সেই সকল রোগী এই ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় অতি শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

আমার এই ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক চিকিৎসাতে অতিশয় বিশ্বাস আছে, অনেক সময়ে এই চিকিৎসা দ্বারা বিলক্ষণ ফলও পাইয়াছি। আমি যাঁহার এই ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক চিকিৎসার গুণের প্রসঙ্গ করিতেছি, তিনি একজন গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী ডাক্তার। প্রায় ২৪ বৎসর যাবৎ গবর্ণমেণ্টের অধীনে চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। হাঁসপাতালে অথবা দাতব্য চিকিৎসালয়ে গবর্ণমেণ্টের আদেশে বাধ্য হইয়া ইহাঁকে এলোপ্যাথিক মতেই চিকিৎসা করিতে হয়, কেবল নিজের প্রাইভেট প্রাকটীস যাহা পান, সেই সকল রোগীরই এই ইলেকট্রো এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইহাঁকে অধিক সময় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে আবদ্ধ থাকিতে হয় ও সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হয়, দুই তিন বৎসর এক স্থানে স্থির থাকিতে পারেন না, এরূপ অবস্থায় ইনি সকল সময় সকল রোগী পান না।

আমার একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ম্যেলেরিয়া জনিত জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও উদরের পীড়ায় অভিভূত হয়। সুযোগ্য ডাক্তার ও দেশীয় চিকিৎসকগণ অনেক দিন চিকিৎসা করিয়া বিফল হন। দিন দিন রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা

দিবে পাঠক হইলাম। আমাদের এখানে ... ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক চিকিৎসাতে ... আছে। কারণ, নিম্নলিখিত ডাক্তার বাবুর ... প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন। আত্মীয়গণ ... আমাকে ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক ডাক্তারের অনুসন্ধান করিতে বলেন। আমি কলিকাতায় যাইয়া অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু এই মতের চিকিৎসকের সন্ধান পাইলাম না। কয়েকটী ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের দেখা পাইয়াছিলাম, তাঁহাদিগের নিকট শুনিলাম, যিনি আদি ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন, সেই ডাক্তার পীতাম্বর বাবুর অল্প দিবস হইল মৃত্যু হইয়াছে। আমি ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক ডাক্তার পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। শেষে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু হরচরণ সেন মহাশয়কে পাইলাম। ইনি আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজনকে অনেকবার এই ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিয়া অনেক রোগ হইতে আরোগ্য করিয়াছেন। আমি প্রথমে ইহাঁর অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম; প্রায় ৫ বৎসরকাল ইনি কোথায় থাকেন এবং কি করেন, এবিষয় আমরা অবগত ছিলাম না। পরে সার্জ্জন ডেমন্‌স বেঙ্গল আর্ম্মিতে থাকিয়া জানিলাম, উক্ত ডাক্তার বাবু ফলস পয়েন্টের মেডিকেল অফিসারের পদে নিযুক্ত আছেন। ফলস পয়েন্ট দূর জন্য, এজন্য আমিন রোগীকে লইয়া ইহাঁর নিকট যাওয়া হয়, এই ভাবিয়া উক্ত ডাক্তার বাবুকে একখানি চিঠি লিখিয়া আমি বাড়ী যাই, কয়েক দিবস পরেই আমার বাটীতে ডাক্তার বাবুর পত্র পাইলাম। তিনি রোগীকে লইয়া জলপথে আমাকে বাটীতে লিখিয়াছেন। আমি জয়দুগায়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে আমাদের দেশস্থ আর কয়েকটী রোগী আমার সঙ্গী হইলেন। আমরা সকলে একত্র হইয়া প্রথমে কলিকাতায়, তৎপরে জাহাজে আরোহণ করিয়া ফলস্ পয়েন্টে পৌঁছিলাম। আমরা সকলেই ডাক্তার বাবুর বাসায় প্রথমে উপস্থিত হই, পরে ডাক্তার বাবু আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং রোগীদিগকে ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। নানাপ্রকার ঔষধ সেবন ও যন্ত্র ব্যবহার এবং ঔষধ মর্দ্দন প্রভৃতির দ্বারা ছই মাস সম্পূর্ণ হইতে না হইতে আমাদের সঙ্গী সকল রোগীই উত্তমরূপ আরোগ্য লাভ করিল।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পীড়ার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার পিসি-শ্বাশুড়ীর অনেক বৎসর প্রবল রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। আমার কনিষ্ঠ ... বিশেষ পার্শ্ববর্ত্তী প্রীহাযন্ত্রী ফুলিয়া প্রায় ৮ মাস কাল শয্যাগতা ছিলেন। অনেক ... ইলেকট্রো-এলোপ্যাথিক মতে ... ইহাঁরা উভয়েই ... ঔষধ ব্যবহার করিয়া

সাধন ও নির্যাতনের অবসর পাইয়া অমনি আপন ক্রীড়নক স্বরূপ ওভারসিয়ার বিহারিলাল মুখোপাধ্যায়কে উপেন্দ্র বাবুর নামে গাছ চুরী করিয়া লওয়ার অভিযোগ উপস্থিত করিতে উপদেশ দেন। যোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রাম চরণ বসু প্রথমতঃ ঐ মকদ্দমার অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য পুলিষকর্ম্মচারির হস্তে তার অর্পণ করায়, পুলিষ কর্ম্মচারী মফস্বলে উপস্থিত ও সকল মনোরথ হইয়া অবশ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাস্থলে উপেন্দ্রবাবুকে দোষী সাব্যস্তে রিপোর্ট ও চালান দেন, আসামীর প্রার্থনামতে প্রশংসিত ডেপুটী বাবু মাজেজমিন তদন্ত কারণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। অবস্থা দৃষ্টে ও তৎপূর্ব্ব ভাইসচেয়ারম্যান বাবু শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য ও কমিশনর বাবু গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির বহুতো বিরোধীর স্থান ও গাছে আসামীর চিহ্নযুক্ত পত্র বিদ্যমানরূপে সপ্রমাণ হওয়ার অতিশয় ঘৃণার সহিত অর্থাৎ উপস্থিত অমূলক মিথ্যা মকদ্দমা কেবল পূর্ব্ব রাগ ও দ্বেষ বশতঃ কষ্ট দেওয়ার অভিপ্রায়ে হইয়াছে, ইহাতে পুলিষের সাহায্য করা নিতান্তই বিস্ময়কর ও তাহা অনবধান বলিয়া উপলব্ধি হয় না, ইত্যাদি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আসামীর অনুকূলে মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। উল্লিখিত মকদ্দমার মূল বাদী ভাইসচেয়ারম্যান বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনিস্বপক্ষ সমর্থনার্থ মিউনিসিপাল ক্লার্ক নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিবাদীর পক্ষসমর্থনকারী উকীল বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরীক্ষায় দাবীকৃত গাছে মিউনিসিপালিটীর স্বত্ব সপ্রমাণ হওয়া দূরে থাক তিনি মিউনিসিপাল কর্ম্মচারী সর্ব্বদা ভাইসচেয়ারম্যানের নিজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, এবং দেশ বিদেশ যাইয়া তাঁহার মকদ্দমার তদ্বির করেন ও তাঁহার অনুপস্থিতিকালের বেতন কর্ত্তন হয় না ও সে সম্বন্ধে কোন তদারক করা হয় নাই, ইহা প্রকাশ হওয়াতে উহা মিউনিসিপালিটীর কার্য্যপ্রণালী নিতান্তই দুষ্কর ও নিন্দনীয় বলিয়া জনসমাজে প্রকাশ হইয়াছে। কল সাধারণের অর্থব্যয়ে এ প্রকার মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করা ও পুলিষের নিকট অযথা সাহায্য লওয়া সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। বিশেষতঃ মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীর দ্বারা প্রতিনিয়ত ভাইসচেয়ারম্যানের স্বকার্য্যসাধন করিয়া লওয়া ও বেতন কর্ত্তন না করা নিতান্তই ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই, এবম্প্রকার বীভৎস ব্যাপার দূরীভূত হয়, মফস্বল ও মহাত্মদের পাঠকবর্গের ইতিপূর্ব্বে কখনও দৃষ্টি ও প্রতিগোচর হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকিলে ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম জনসাধারণের দোষিক-দোষী অন্বেষণ করিয়া ব্যয় কখনই হয় না। অতএব ভবিষ্যতে উল্লিখিত ঘোরতরী ব্যাপার যাহাতে আর ঘটে, তদ্বিষয়ে সাধারণে অবশ্যই মনোযোগ বিধান করিবেন মহাশয়ের এবং পাঠকবর্গের অনুরোধে ডেপুটী বাবুর রায়ের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর রায়।

বাদী	প্রতিবাদী
বিহারিলাল মুখোপাধ্যায়	উপেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ও প্রতাপ বাউরী।

দণ্ড বিধি আইনের ৩৭৯ ধারানুসারে আসামী উপেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ও প্রতাপ বাউরী পুলিষ কর্ত্তৃক আদালতে প্রেরিত হয়। ইহারা উলা মিউনিসিপালিটীর পাঁচ টাকা মূল্যের একটী বাবলাগাছ কাটিয়া লইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হয়।

বাবলাগাছটী কাটিয়া লওয়া হইয়াছে উহা উভয় প্রতিবাদীই স্বীকার করিয়াছে কিন্তু তাহারা বলে যে বাবলাগাছটির তাহারাই প্রকৃত অধিকারী। যে ভূখণ্ডে বৃক্ষটী ছিল, তাহা প্রতিবাদী উপেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় আপনার অধিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিল।

বিচারালয়ে ওভারসিয়ার বিহারিলাল মুখোপাধ্যায় মিউনিসিপালিটীর কেরাণী নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, রাখাল ঢুলে, মিউনিসিপাল কুলি জীবন মুদা এবং ভাইসচেয়ারম্যান শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের জবানবন্দী গ্রহণ হইল। তৎপরে আমি স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম এবং তথায় উপস্থিত ভাইসচেয়ারম্যান শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং কমিশনর গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলাম। যেস্থানে বৃক্ষটী সংস্থাপিত ছিল, তাহাও পর্য্যবেক্ষণ করিলাম।

উলা মিউনিসিপালিটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিস্তৃত থাকায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিশ্বাসযোগ্য ও প্রধানপদ ব্যক্তিদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং বাদী প্রতিবাদীর প্রদত্ত সাক্ষীর দ্বারা অতি বিশদরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, বৃক্ষটীর উপর প্রতিবাদীর সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে এবং এ অভিযোগটী নিতান্তই অমূলক। এই ঘটনাটীর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সাক্ষী রামধন মুদি আসামী উপেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে আর একটী অভিযোগ করিয়াছিল। সে মকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে এ অভিযোগটী সম্পূর্ণ বিদ্বেষমূলক এবং প্রতিবাদীর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থের যে অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার চরিতার্থতা সম্পাদনের উহা অলীক বাক্য দ্বারা পরিপুষ্ট। মকদ্দমার ঘটনাবলীর দ্বারাও প্রতীতি হয় যে এই অভিযোগটী বিদ্বেষমূলক এবং আসামীকে পূর্ব্বোল্লিখিত মকদ্দমার [illegible] অনুভব করাইবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে।

আমি উপরে কহিতে বাধিত হইতেছি যে অমনস্যার বিষয়ে ভাইসচেয়ারম্যান যে প্রকার সেবা ও সাহায্য প্রদান করিয়াছেন তাহা নিতান্তই নিন্দনীয়। ঘটনাবলী পরিদর্শন দ্বারা আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি এ মকদ্দমাটী যে নিতান্ত অমূলক তাহা ভাইসচেয়ারম্যানের অবিদিত নাই এবং প্রতিবাদীর বাটীতে অসদ্ভাব নিবন্ধন তাহাকে উত্যক্ত করিবার নিমিত্তই তিনি এ মকদ্দমার সহযোগী হইয়াছেন। বৃক্ষটী ও যে স্থানে তাহার সংস্থিতি সন্নিবেশ, এতদুভয়েরই প্রতিবাদী অধিকারী। কথিত বৃক্ষটী ও পরিবেষ্টিত অল্প ভূমিখণ্ড বৃক্ষেই প্রতিবাদীর স্বত্ব আছে এবং তিনি ঐ সামান্য পাদপশ্রেণীর পরিবর্দ্ধনে বিশেষ প্রয়াসও স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রত্যুত, আমি অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি যে এ মকদ্দমার প্রশ্রয় প্রদান দ্বারা পুলিষ এত দূর অবধানতার পরিচয় কিরূপে প্রদান করিল। এ বিষয়ে আমার ধারণা এই যে পুলিষের এরূপ অসাবধানতা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক নহে। এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে আমার বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে, এই অভিযোগটী নিতান্তই অমূলক। সুতরাং ৩৭৯ ধারানুসারে আমি প্রতিবাদীকে অব্যাহতি প্রদান করিতেছি। এই মকদ্দমার ঘটনাবলীর দ্বারা মিউনিসিপালিটীর অনেকগুলি ক্রিয়াকলাপ পরিস্ফুট হওয়া যাইবে, যাহা ভাইসচেয়ারম্যানের মর্য্যাদার সঙ্গত নহে।

রামচরণ বসু
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।
১৩।৪।৮৪

ক

৩রা আষাঢ় সোমবার।

"মিউনিসিপালিটী ও পুলিষের অত্যাচার।"

পাঠক! মিউনিসিপালিটী ও পুলিষের অত্যাচার চারদীকে একটী প্রস্তাব প্রেরিতস্থলে দর্শন করিবেন। সেই প্রস্তাবটী আমাদের অদ্যকার এ প্রস্তাবের মূল।

উলার মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান ও তদ্বশতা পুলিষ উপেন্দ্রবাবুর প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি বটে; কিন্তু বারাসতমিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান সোমেশ্বর [illegible] ব্যবহার দ্বারা আমরা তাঁ-

ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের ন্যায় ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে দেখিতেছি। অনুমান হইতেছে, রাজপুরমিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান ও ভিন্ন মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান উভয়ে ভবিষ্যদ্বাক্তা হইবেন। ভাইসচেয়ারম্যান বাবুদিগের অন্যায়াচরণ-দোষে ঘটিবার একটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। রাজপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত লোক দেখিয়া ভাইসচেয়ারম্যান করেন; কিন্তু লক্ষ্মী ও সরস্বতীতে চিরবিবাদ। সুতরাং অধিকাংশ ভাইসচেয়ারম্যান বাবুর সরস্বতীর সহিত গলাগলি। ভাল লেখাপড়া জান না থাকাতে অধিকাংশ ভাইসচেয়ারম্যান বাবুর 'মিউনিসিপালিটী' সম্বন্ধে প্রকৃত কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে না। তাঁহারা মনে-করেন, মিউনিসিপালিটী তাঁহাদের নিজের তালুক। যা ইচ্ছা তাই করেন। যাহাতে মিউনিসিপালিটী হইতে দশ টাকা আয় হয়, সে চেষ্টাতেও বিমুখ হন না। মিউনিসিপালিটীতে দশ টাকা উপার্জ্জনের পথও অনেক আছে। রাস্তা পুল প্রভৃতি কণ্ট্রাক্টে হয়, খোয়াড় প্রভৃতি ডিস্যাব আছে। যিনি উপার্জ্জন করিবেন মনে করেন, তিনি কণ্ট্রাক্টরের সহিত যোগ করিয়া অনায়াসে দশ টাকা লইতে পারেন। একটী রাস্তা নূতন প্রস্তুত করা হইল। তাহাতে তিন শত টাকা খরচ পড়িল। কণ্ট্রাক্টর পাঁচ শত টাকায় বিল করিল। ভাইসচেয়ারম্যান তাহা মঞ্জুর করিয়া লইলেন। যে দুই শত টাকা লাভ রহিল, কণ্ট্রাক্টরে ও ভাইসচেয়ারম্যানে তাহা ভাগাভাগি হইল। কে তাকায় হুজ্জত লয়, কেবা হিসাব করে! খোঁয়াড়ে একটা গরুতে পাঁচ আনা লওয়া হইল। গরুর সম্মুখে গোটা পাঁচ ছয় খড় খুলিয়া দেওয়া হইল। গরুটী ক্রমে ক্ষীণ হইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইতে থাক। পক্ষান্তরে, গরুর খোরাকী পয়সার অংশভাগী হইয়া খোঁয়াড়রক্ষক ও ভাইসচেয়ারম্যান-বাবু হৃষ্টপুষ্ট হইলেন।

এস্থলে একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে পত্রপ্রেরকের পক্ষ সমর্থন করিতে হইল। রাজপুর মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান-বাবু সেই উদাহরণ। তাঁহার সহিত আমাদের জাতিত্ব সম্বন্ধ নাই, আমরা ব্রাহ্মণ, তিনি শূদ্র, কিন্তু তিনি আমাদের জাতির বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা তাঁহার অত্যাচারের কথা সর্ব্বদা সোমপ্রকাশে লিখিয়া থাকি। এই নিমিত্ত আমাদের উপরে তাঁহার এত রাগ যে তিনি আমাদের গ্রামের নাম করেন না। তাঁহা হইতে আমাদের গ্রামের একটী মঙ্গল ঘটিবার যো নাই। পাছে রাবণের অপরাধে সমুদ্রবন্ধনের কথা, রামায়ণে উল্লেখ হয়, এবং আমাদের অপরাধে ভূমির অতি মহাপাপের কথা বাইবলে পড়িতে হয়, এবং আমাদের অপরাধে আমাদের গ্রামবাসিদিগের মস্তকে কথা উঠিবেক। আমাদের ভাইসচেয়ারম্যানবাবু আমাদের গ্রামে কোন ফৌজদারী মকদ্দমা ঘটান নাই বটে; কিন্তু একটী বিভাটের পথ লইয়া তিন আদালতে মকদ্দমা করিয়াছেন এবং হারিয়াছেন। তিন আদালতে মকদ্দমা চালাইয়া মিউনিসিপালিটীর টাকা বৃথা নষ্ট করিয়াছেন, অবশেষে আমাদের প্রাপ্য খরচা দিয়াছেন। কেবল এই মাত্র নয়, সম্প্রতি একটী বহুকালের পথ বন্ধ করিবার সহায়তা করিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছেন। এই বিষময়ফল একটী পরিবারের মাথা হেঁট করিয়াছে। ভাইসচেয়ারম্যানবাবু যদি অন্যায় সহায়তা না করিতেন, ন্যায় ও আইন অনুসারে কাজ করিতেন এবং ঠিক কথা কহিতেন, খুনটী হইত না এবং এক ঘর ব্রাহ্মণও মজিত না। আমাদের ভাই চেয়ারম্যান বাবু আমাদের সহিত কার্য্য সম্বন্ধে সকল সময়েই কৌশল খেলেন; দুঃখের বিষয় এই, শেষ রক্ষা করিতে পারেন না। আমরা যে বিবাদের কথা কহিতেছি, এস্থলেও তিনি বিলক্ষণ কৌশল খেলিয়াছেন। যে দিন মিউনিসিপাল কমিটিতে বন্ধ করা পথের কথার উত্থাপন হয়, সে দিন চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি একজন নূতন লোক আইসেন। তিনি বলিলেন পথটী দেখিয়া হুকুম দিবেন। এক মাস পরে দেখিবেন, কি দুই মাস পরে দেখিবেন, তাহার কোন কথা কহিলেন না। ততদিন পথ বন্ধ থাকিলে যে লোকের কিরূপে চলিবে, নূতন লোক বলিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন না। আমাদের ভাইসচেয়ারম্যান বাবু অতি কৌশলী, পথটী বন্ধ হইয়া যায়, তাহা তাঁহার অভিপ্রেত, সুতরাং তিনিও বুঝাইয়া দিলেন না। তিনি যদি বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে সমুদায় গোলযোগ মিটিয়া যাইত। গোলযোগ মিটান তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। অতএব তিনি আরও গোল বাঁধাইয়া দিলেন।

আমাদের রাজপুরুষগণের কড়াকড় কেমন, মিউনিসিপালিটীর কার্য্যভার স্বাধীনভাবে এ দেশীয়দের হস্তে দিতে চান না; কিন্তু তাঁহাদের মনোনীত ভাইসচেয়ারম্যানেরা যে অত্যাচার করেন, রাজপুরুষেরা সে দিকে বক্রদৃষ্টিতে এক বার নয়নক্ষেপও করেন না। যখন মিউনিসিপালিটী ছিল না, তখন আমরা কেবল কাঁদা ভাঙ্গিয়াছি, কাহারও অত্যাচার সহ্য করি নাই; কিন্তু এখন কাহাকে ভাঙ্গিতে হইতেছে এবং অত্যাচারও সহ্য করিতে হইতেছে। কেন অত্যাচার হয়, আর কেনই বা মিউনিসিপালিটীর অর্থ বৃথা নষ্ট করা হয়, এ বিষয় জানাইলে রাজপুরুষেরা কর্ণপাত করেন না। কর্ণপাত না করিবার একটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। ভাইসচেয়ারম্যানবাবু চেয়ারম্যান ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই কথা বলিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন যে বিদ্যাভূষণের ভাইসচেয়ারম্যানবাবুর সহিত শত্রুতা আছে, তাই তিনি ঐরূপ লিখিয়া থাকেন। বড় দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কে মিথ্যা বলে, রাজপুরুষদিগের এ পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার অবসর হইল না! আমাদের রাজপুরুষেরা কি কেবল কর্ণবান? তাঁহাদের চক্ষু নাই? একবার ঘটনাস্থলে গিয়া দেখিলেই ত সব গোল মিটিয়া যায়। উভয়ের মধ্যে যে, মিথ্যাবাদী, অভিযোগ করিয়া তাহার দণ্ডবিধান করা কি উচিত নয়?

পুলিষ যে কেমন ধর্ম্মভীরু নির্লোভ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, বেণী কড়াইয়ের হত্যা তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। পুলিষের গুণে প্রত্যক্ষ প্রমাণসত্ত্বেও হত্যাকারিদিগের দণ্ড হইল না। পুলিষের বাক্যে বিচারপতির এমনি ভ্রমধারণা হয় যে তিনি সাক্ষী পুর্ণকরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াও করিলেন না; পূর্ণ যত বার এজেহার দিয়াছে, তত বারই এক কথা কহিয়াছে। দুই মাস তাহাকে হাজত দেওয়া হয়, তথাপি তাহার কথার কোন পরিবর্ত্ত হয় নাই। সে যদি প্রকৃত ঘটনা না দেখিত, অবশ্যই তাহার কথায় ফের ফার হইত। সে যে বেণীকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, বেণীর মাও সে কথা কহিতেছে। পূর্ণ বলে বেণীকে ৭।৮ জনে মারিতেছে দেখিয়াছে। যাহারা প্রহার করে, তাহারা হত্যা করিল না, তবে কি ভূতে হত্যা করিয়া গেল? যে দিন বেণী কড়াই হত হয়, সে দিন হত্যাকারিরা বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, প্রথম তদন্তকারী পুলিষকর্ম্মচারী ইহা দেখিয়াও দেখিলেন না! হত্যাকারিদিগের যে ভাব হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। ইহার ভিতর অনেক রহস্য আছে। যদুনাথ মাধব বড় চক্রী। তাঁহার চক্র কেবল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে কার্য্য করিয়াছিল, তাহা নয়, আলিপুরেও উমেশ ঘোষের মকদ্দমার সময়ে বিলক্ষণ কার্য্য করিয়াছে। জরেষ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বুদ্ধিকেও আবিল করিয়া তুলিয়াছিল। আর একটী রহস্য এই, দুর্য্যোধনের মাতা বিজয় বাবুকে ধরম বাপ বলিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিলেন। তৃতীয় রহস্য বিধুমুখী এক শত টাকা পাইয়া অনেকের অনুরোধে ঢিবা প্রকৃত কথা কহিলেন না। চতুর্থ রহস্য, অঘোর বাবু সকলেরই অধ্যক্ষ। পঞ্চম রহস্য যে দিন বেণীকড়াই হত হয়, সেই রাত্রিতে ও তাহার পরে প্রধান হত্যাকারী অনেক টাকা কর্জ্জ করে। কেন কর্জ্জ করিল, তাহার নিকটে কর্জ্জ করিল, ষষ্ঠ রহস্য এই, কেহই এ সকল গূঢ় বিষয়ের অনুসন্ধান করিল না।

হিন্দুসমাজ সংস্কার ও আর্য্যদর্শন (১)।

আমরা আর্য্যদর্শনের দশম খণ্ডে "হিন্দুসমাজ সংস্কার" এই নামের একটী প্রস্তাব দেখিলাম। এবিষয়ে আমাদিগেরও কিছু বলিবার ইচ্ছা জন্মিল। আমরা দেখিতেছি, যেখা পড়া শিখিয়া যাঁহারা মানুষের মত হইতেছেন, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শে চলীয়মশা তাঁহাদের অনেকেরই হৃদয়কে বিদলিত করিতেছে। এ সমাজের যে সংস্কার হয়, অনেকের এ ইচ্ছা জন্মিয়াছে। কিন্তু অনেকে সৎসাহসের অভাবহেতু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদিগেরও সম্মুখে নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তি বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে। পণ্ডিত সমাজের উদ্ধারসাধন বড় কঠিন কর্ম্ম। অনেক বিজ্ঞ-লোকের মত এই, যে সমাজ অতি উচ্চতর দশা হইতে পতিত হয়, তাহার আর পুনরুত্থান হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থা হয় না। রোম গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন সমাজগুলি ইহার উদাহরণ। আর্য্যদর্শনের লেখক বলেন, "হিন্দুসমাজ একদিন প্রচণ্ড স্রোতস্বিনী ছিল। উন্নতির স্রোত ইহাতে প্রচণ্ডবেগে বহিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে সে স্রোত এখন একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আবার স্রোত বহাইতে হইবে। মরা নদীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া আবার তাহাকে প্রবল স্রোতস্বিনীতে পরিণত করিতে হইবে। স্রোত বন্ধ হওয়ায় যে সকল শৈবাল দাম জন্মিয়াছে, তাহা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। শৈবাল দাম ও পঙ্করাশি উঠাইয়া ফেলিলেই নদী আবার সাগরাভিমুখিনী হইবে—আবার তটবর্ত্তী প্রদেশে জীবন ও সমৃদ্ধি বিস্তার করিবে। ইহা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। যাহা নিরাপদ, তাহা ফেলিয়া যাহা পরাপদ, তাহার জন্য চীৎকার করিয়া মরি কেন?"

মৃত হিন্দুসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলা যে কেমন কঠিন কর্ম্ম, লেখক মরা নদীর উপমা দিয়া তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। মরা নদীর উদ্ধার করিতে গেলে অধিক শারীরিক বল ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রভৃতি অনেক উপকরণের প্রয়োজন। নূতন নদী কাটান সহজ, কিন্তু পুরাণ নদীর পঙ্কোদ্ধার বড় কঠিন কাজ। বড় বালি চুণ, অন্য স্থানের বালি আসিয়া তাহা পূর্ণ হইয়া যায়। হিন্দুসমাজের সংস্কার ইহার অপেক্ষাও অধিকতর দুরূহ ব্যাপার। ইহার বিরুদ্ধে অনেক বালি আছে। তাহার অপসারণ সহজ কার্য্য নয়। তাহার অপসারণে দুরূহতর

(১) আমরা এখনে আর্য্যদর্শনের বিস্তৃত উক্তি দেখিবার প্রয়োজন বুঝি নাই, প্রস্তাবটির উদ্ধৃত হইতেছে। [illegible] প্রস্তাব পাঠ করিয়া বিষয়

শারীরিক বল ও মানসিক বলের একান্ত প্রয়োজন। অগ্রে সে বলের সংগ্রহ না হইলে হিন্দুসমাজের প্রকৃত সংস্কার হইবার কি সম্ভাবনা আছে? যাঁহার বল উদ্যম ও সাহস নাই, তিনি কি সমাজের উদ্ধারে সাহস বাঁধিতে পারেন? যদি বা সাহস বাঁধেন, তাহা তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার ফল হইয়া উঠে। ফল কিছুই হয় না। মানসিক বল আবার, শারীরিক বল সাপেক্ষ। যাঁহারা হিন্দুসমাজের সংস্কারকর্ত্তা, অগ্রে তাঁহাদিগের শারীরিক বল সকলের উপায় অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। হিন্দুরা বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা এ দুর্বল দেহে কখন সমাজের সংস্কারে সমর্থ হইবেন না। আমরা উপরেই বলিয়াছি, শরীর শক্ত না হইলে মন শক্ত হয় না। মন শক্ত না হইলে সৎসাহস জন্মে না, সৎসাহস না জন্মিলে শক্ত কার্য্য উদ্ধার করিবার শক্তি জন্মে না। শারীরিক ও মানসিক বলসম্পন্ন হইবার উপায় কি? আজ আমরা বাঙ্গালিদিগেরই এ উপায়ের চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলাম।

চারা গাছের ফল পাড়িলে সে গাছের ক্ষতি হয় না, তাহার ফলও শুষ্ক হয় না। শীঘ্র সে গাছে ও ফলে পোকা ধরিয়া যায়। বাল্যবিবাহসূত্রে যে দম্পতীর সমুৎপাদন হয়, তাহা চারাগাছের ফলজাত বৃক্ষের ন্যায় দুর্ব্বল হয়। তাহার শারীরিক ও মানসিক কোন বলই প্রায় থাকে না। অকালে সন্তানোৎপাদনের ভারে ক্রমাগত হইতে দুর্ব্বীভূত করিবার চেষ্টা করা সমাজ সংস্কারার্থী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী ও ভোজ্যদ্রব্যের দোষে যে স্নায়ু দুর্ব্বল ও অক্ষম থাকে। এ অবস্থায় বলসাধ্য কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি জন্মে না। পাঠক কি দেখিতে পাইতেছেন না, এই কারণেই ছেলের দল হরিসভায় ও ব্রহ্মসভায় দাঁড়াইয়াছে। সেই সেই সভায় গেলে হাত পা নাড়িয়ে সুখ আছে, উঠিয়া দাঁড়াইবার শ্রমও স্বীকার করিতে হয় না। এই কারণেই বেয়াড়িপিরি কার্য্যে মুরুব্বিয়ানার [illegible] দাসীর ব্যবহার দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, আমোদ প্রমোদে পাছে বেহায়ার হেসে খেলে দিন কেটে গেলেই হইল; কিছু উদ্দেশ্য আছে, সমাজের কাজে যে আসি, তাহাদের সে বোধ হয় না। জড়ের সহিত তাহাদিগের বড় ইতর বিশেষ নাই।

আর্য্যদর্শনের লেখক কি এই সকল দুর্ব্বল দেহে সমাজের সংস্কার করিবেন? যাঁহারা সমাজের গুরু স্থানে বসিবেন, তাঁহাদিগকে আগে শক্ত করিয়া তুলুন। বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি একপ্রকার সহজ। আমরা যে প্রস্তাবের কথা করিলাম, তাহা অন্য প্রকার। সমাজের অধিকাংশ লোকের মতামত ব্যতিরেকে সমাজ কখন উন্নত করিতে পারিবে না। সমাজ বলিষ্ঠ হইলে বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সহজে প্রচলিত হইয়া উঠিবে এবং হইবেও। পাঠক! এ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা বিধবাবিবাহ প্রভৃতি হইতেই বিষয়ে সমাজকে উদাসীন করিতে উপদেশ দিতেছি। আমরা যে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ চেষ্টাও হইতে থাকুক।

"আমাদের সভ্যতায় কি বিনাশ হইবে?"

১৮৮৩। ৯ মার্চ্চ মাসের মর্ম্ম আন্তর্জাতিক বিডিউ পত্রে এই প্রস্তাবটী লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন। প্রস্তাবটী করাতে বোধ হয়, শেষকের মনে এরূপ সন্দেহ আছে, বর্ত্তমান সভ্যতার বিলোপ হইতে পারে। আমাদের মতে তাঁহার এ সন্দেহ [illegible]। জগতের কোন পদার্থই নিত্য নয়। এই কলিকাতা বৈদান্তিকদিগের মনে এমনি বলবতী হইয়াছিল যে, তাঁহারা রজ্জুতে সর্পের ন্যায় জগতকে ভ্রম পদার্থ বলিয়া ঘোষ প্রচার করিয়াছিলেন। একজন কবি বলেন—

বহুপতেঃ কৃতকা মথুরা পুরী
রঘুপতেঃ কৃতকোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কৃতৈষ মনঃ স্থিরং
ন কুরুষে ন সুহৃদ্ব্যবধারয়॥

বহুপতি কৃষ্ণের মথুরাপুরী কোথায় গিয়াছে। রঘুপতি রামের অযোধ্যা কোথায় গিয়াছে? এই চিন্তা করিয়া মন স্থির কর, জগৎ মিথ্যা নয়, সব ধারণ করিয়া রাখ।

এটী কোন শোকপীড়িত ব্যক্তির বহুল সান্ত্বনা বাক্য। কিন্তু ইহাতে জগতের পরিণতি বিষয়টী সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে।

রিভিউয়ের লেখক সভ্যতার লয় হইবার তিনটী কারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম নৈসর্গিক; দ্বিতীয় মানসিক; তৃতীয় প্রকৃতি ও মন উভয় ঘটিত। প্রথম, যত প্রলয় বরফপাত প্রভৃতি সভ্যতা লোপের নৈসর্গিক কারণ। দ্বিতীয়, মনের বিকৃত ভাব। অতিরিক্ত অসৎ সাহিত্য প্রণয়ন। বহুল পরিমাণে অশ্লীল গ্রন্থের প্রচার হইলে সভ্যতার বিনাশ হইয়া যায়। রুমানী রাজ্যে এই ভাবের বিশেষ প্রাদুর্ভাব আছে। তৃতীয়, সমাজের উচ্চ শ্রেণীর অধিকাংশের এই মত, বিবাহ না করা; যদি বা বিবাহ করা হয়, সন্তানসন্ততির না করা।

লেখক যে তিনটী বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

ইহার আংশিক [illegible] হইতেছে। [illegible] সম্পূর্ণ কারণও সম্ভাবিত নয়। ম্যাল্থস ও পুরাণে মহাপ্রলয়ের কথা আছে বটে; কিন্তু যত দিনের ঐতিহাসিক সংবাদ জানিতে পারা যাইতেছে, তাহার মধ্যে মহাপ্রলয়ের কথা শুনা যায় না। অতএব মহাপ্রলয় ও হরপার্বতাদি হইয়া বিশ্বজনীন সভ্যতার বিলোপ হইবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। অসৎ গ্রন্থের প্রাদুর্ভাব হইয়া তাহার আলোচনায় যে সভ্যতার নাশ হইবে, এ আশঙ্কা অমূলক কল্পনা সম্ভূত সন্দেহ নাই। গুরুচণ্ডালের দীক্ষণ হইতে উহার প্রতিঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা। যাঁহারা বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন না করিয়া সভ্যতা সংহারের সঙ্কল্প করেন, তাঁহারা ত সোফোক্লীজ শোক। সৃষ্টি রক্ষার্থই স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি হইয়াছে। বিধাতা ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে এরূপ বলবতী করিয়া দিয়াছেন যে সাধারণের ঐ সঙ্কল্প সম্পন্ন করা সাধ্যায়ত্ত নয়। দুই চারি জনের কথা আমরা ধরি না।

সভ্যতা যেমন কেন পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন হউক না, প্রকৃতির যে নিয়ম আছে, ইহার সংহার ভূমিষ্ঠ। অন্য অন্য পদার্থের যেমন বাল্য যৌবন জৌর্ণ ও বৃদ্ধ অবস্থা আছে, সভ্যতারও তেমনি আছে। চরম অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকিলে ইহার ক্ষয় হইয়া যাইবে। মানুষের মন অতি অদ্ভুত পদার্থ। ইহাতে লোভ ও অভিমান প্রভৃতি যে ক্রিয়া করে, বরং পৃথিবীর গতি রোধ করা যায়, তথাপি তাহাদের গতি রোধ করা যায় না। ইউরোপীয়েরা ও আমেরিকানেরা এখন উচ্চতম সভ্যতা সম্পন্ন। কিন্তু যখন তিব্বতীয়েরা পরস্পরের মনে প্রণয় হইয়া উঠিবে, তখন আপনারা কাটাকাটি করিয়া মরিবে, সভ্যতা তাহাদের ইহা রোধ করিতে পারিবে না। গ্রীক ও রোমকেরা কি ঘরে ঘরে কাটাকাটি করিয়া উৎসন্ন যায় নাই? রোমকদিগের অন্তর্বিপ্লবেই অন্তঃসার শূন্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাতেই রোম ক্ষয় হইয়া পড়ে। গল [illegible] নিমিত্ত মাত্র হয়। যে সময়ে [illegible] হয়, তখন ভারতের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু দুর্যোধনাদির অভিমান ও অন্য অন্য রিপুগণের দীরদর্প সেই উন্নতিকে সেই সভ্যতাকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয়। তাহার পর সভ্যতা ভারতে আবার কতদিন লাগিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, মানুষের মনই সভ্যতার কারণ, আবার সভ্যতা মানেরও কারণ।

ভারতবর্ষে রেলওয়ে।

আমরা ভারতে দুই একটী রেলপথ দেখিয়া [illegible] আমাদের আর রেলওয়ের [illegible] হয় না। কিন্তু যদি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে আমাদের দেশে রেলপথ নাই বলিলেই হয়।

বাষ্পীয় পোত বাষ্পীয় শকট প্রভৃতির উপকারিতার বিষয় নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সকল হইতেই বাণিজ্যের উন্নতি হয় এবং সেই সঙ্গে আমাদের মন উন্নত হইতে থাকে। রেলওয়ে হইয়া কিরূপ সুবিধা হইয়াছে ও উহার বিবৃদ্ধিতে কতদূর উপকার হইতে পারে সে বিষয়ের আন্দোলন করাই এই প্রস্তাবটীর উদ্দেশ্য।

মহামতি পার্লিয়ামেণ্টে মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষে রেলওয়ের অভাব ও বিস্তার সম্বন্ধে যাহা সুবাব হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ যেরূপ বিস্তীর্ণ স্থান, তাহাতে ১০০০০ দশ হাজার মাইল রেলপথ হইতে যে বিশেষ সুবিধার সম্ভাবনা নাই, ইহা উক্ত সভার সভ্যদিগের অনেকেই বেশ বুঝিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষরূপ উৎসাহী ও উদ্যোগী না হইলে ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্তী হইয়া উৎসাহ দান দ্বারা ধনিদিগকে এ বিষয়ে প্রবর্তিত করুন, আর স্বয়ং ও অংশগ্রহণ করিয়া কতক পথ নির্ম্মাণ করুন। রেলওয়ে যে লাভজনক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। অতএব যদি তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে যে অধিক ধন ব্যয়িত হইবে, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। [illegible] ইংলণ্ডে একটী কমিটি হইয়া স্থির হইয়াছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই সকল লাভজনক হিতকর কার্য্যের জন্য এক বৎসরের মধ্যে অধিক ধার করিতে পারিবেন না। আমরা এরূপ ২০০০০০০ টাকার নিয়মকে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করি না। কারণ, গবর্ণমেণ্টকে এরূপ নিয়মবদ্ধ হইয়া চলিতে হইলে আমাদের মঙ্গলের আশা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সকল রাজপুরুষই সমান বুদ্ধিমান হেজবী কিম্বা উদারমতি নহেন, লর্ড রিপন হয়ত আরও ১০০০০ মাইল নূতন রেলওয়ে নির্ম্মাণের অনুমোদন করিতেন কিন্তু উক্ত নিয়মের অধীন হইয়া তিনি তাহা করিতে পারিলেন না। এটী দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে দেওয়াই ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য।

রেলওয়ে বিস্তার দ্বারা কৃষি ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে। সকল স্থানে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। আমরা অনেক দ্রব্যের জন্য যেমন ইংলণ্ডের মুখ চাহিয়া থাকি, ইংলণ্ডও সেইরূপ আমাদের মুখ চাহিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশে গমের চাষ হয়, সেই সকল প্রদেশে চাউল হয় না। তজ্জন্য উভয় স্থানকেই পরস্পর সমধে বদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু রেলওয়ে দ্বারা এই [illegible] নিকট ও সহজে ঘটিয়া থাকে। ভারতের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। [illegible] প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে গম [illegible] থাকে। যদি রেলওয়ে দ্বারা ঐ সব স্থানের গম আনীত হইয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইত তাহা হইলে উহার উৎপত্তি [illegible] যাইত কিম্বা অত্যন্ত সুলভমূল্যে বিক্রীত হইত। ইহা ইণ্ডিয়া প্রভৃতি দুই একটী রেলওয়ে হইয়াই গমের চাষের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। ১৮৭৯ সালে ১৮৭৬-৬৯০০ টাকার গমের রপ্তানী হয় কিন্তু ১৮৮০ সালের ছয় মাসের মধ্যে ৬৬১৩৪৩২০ টাকার গম রপ্তানী হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সাত বৎসরের মধ্যে গম উৎপত্তির পরিমাণ প্রায় ৮০ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আবার যদি রেলওয়ে বিস্তার হয়, তাহা হইলে আরও অধিক গমের উৎপত্তি ও রপ্তানী হইবে সন্দেহ নাই।

বেলজিয়ম ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের অনেক প্রদেশে ভারতীয় গমের রপ্তানী হয়। কিন্তু রেলওয়ে ও জাহাজ ভাড়ার আধিক্যহেতু ঐ সকল প্রদেশে এই গম দুর্ম্মূল্য। ইহার মধ্যে রেলওয়ের ভাড়াই অধিক। ভারতবর্ষে রেলওয়ের [illegible] ও প্রতিযোগিতার অভাব ইহার কারণ। ভারতবর্ষের গম উৎকৃষ্ট হইলেও মহার্ঘতা বশতঃ আমেরিকার গমের আদর ও বিক্রয় অধিক। আমেরিকায় বিস্তর রেলওয়ে আছে এবং তাহাদের পরস্পর বিলক্ষণ প্রতিযোগিতাও আছে। সেই হেতু জিনিষ পত্র লইয়া যাইবার ভাড়া অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। সুতরাং আমেরিকার গম ইংলণ্ডে নীত হইয়া অল্প মূল্যে বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা অধিক।

প্রকৃতি, ভারতের প্রতি প্রসন্না হইয়া ভারতের ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়াছে বটে কিন্তু নানা প্রকার প্রতিবন্ধক হেতু ভারতবাসিরা বিশেষ ফল লাভ করিতে পারিতেছে না। যদি ভারতবর্ষ আমেরিকার ন্যায় রেলওয়ে পূর্ণ হইত, তাহা হইলে ভারতে অর্থ রাখিবার স্থান হইত না। উৎপন্ন দ্রব্য জমা রক্ষিত করিবার বিশেষ অসুবিধা আছে, ব্যয়ও অধিক হয়; এই হেতু ভারতের অনেক ভূমি পতিত হইয়া আছে।

আমেরিকার লোকসংখ্যা পাঁচ কোটী কিন্তু এক লক্ষ মাইল রেলওয়ে হইয়াছে। ভারতে পঁচিশ কোটী লোকের বাসস্থান, কিন্তু [illegible] কেবল দশ হাজার মাইল মাত্র রেলওয়ে বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব রেলওয়ে সম্বন্ধে আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের আদৌ তুলনাই হয় না। আমেরিকায় রেলওয়ে কোম্পানিরা বাণিজ্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে

ব্যয় বহনের ভাড়ার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের ন্যায় তাঁহাদের ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেব সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। আমাদেরযাতুল ফমাইসের প্রয়োজন হইলে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিতে হয়, তিনি যদি অনুকম্পা করিবেন, তবে হয় ত অনেক বিলম্বে কিছু কল হইল নতুবা কিছুই নাই।

আমেরিকাবাসীরা কিছুতেই ভীত কিম্বা সঙ্কুচিত হয় না। লোকের বাস থাকুক বা নাই থাকুক, যাতায়াতের সম্ভাবনা থাক বা নাই থাকি তথাপি তাঁহারা জনশূন্য অরণ্য পরিষ্কার করিয়া রেলওয়ে বিস্তার করেন। ক্রমে ঐ সকল স্থান লোকে পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহা দেখিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বিস্তারের উপকারিতা শিক্ষা করা উচিত। আমরা গবর্ণমেণ্টকে ভিন্ন জন্ত পূর্ণ অরণ্য মধ্যে রেলওয়ে বিস্তার করিতে বলি না। জনপূর্ণ সকল স্থানে রেলওয়ে বিস্তার করা হউক যে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে এবং ভারতের ভূমি সকলের উর্ব্বরতাগুণ বৃদ্ধি হইবে।

আমেরিকায় প্রতি বৎসর ৮০০০ হইতে ১০০০০ নূতন রেলওয়ে প্রস্তুত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে হইবার নাম গন্ধ নাই। ভারত অন্যান্য দরিদ্র দেশ, এখানে এত টাকা নাই যে রেলওয়ের জন্য বৎসর বৎসর আমেরিকার ন্যায় অর্থ ব্যয় হয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত যে কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহারা ভারতে ২০০০০ মাইল রেলওয়ের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই প্রস্তাবটী কিছুতেই অনুমোদিত হয় নাই। যদি ইংলণ্ডে ৯০০০০ মাইল রেলওয়ে হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের পরিমাণ ফল ১৩৭৯০০০ বর্গ মাইল এই গণনা করিয়া ভারতে ২০০০০ মাইল রেলওয়ে অকিঞ্চিৎকর লক্ষেই নাই।

বৎসর কতদূর মধ্যে কেবল ১০০০০ মাইল রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। যে গতিতে বৎসর বৎসর পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

১৮৭০ সালে ৫৬৯৪ মাইল।
১৮৭৮ সালে ৮২১২ মাইল।
১৮৮১ সালে ৯৯৯২ মাইল।
১৮৮২ সালে ১০২৪৪ মাইল।

এই দেখা যাইতেছে যে, প্রতি বৎসরে আমাদের অনধিক রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে। কতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে? ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি ইহার [illegible] করিতে ইচ্ছা করিতেন তবে [illegible]

ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ মনে করেন ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ ইহার শাসনকার্য্য হইতে হইবেন। ইহার তুল্য অলীক শঙ্কা আর.

যদি ভারতে অধিক পরিমাণে রেলওয়ে হইলে ইংরাজজাতিরই রাজ্যশাসনাদির সাহায্য করিয়া হইবে।

ভারতবর্ষে রেলওয়ে বিস্তারের অন্যতম একটী বিশেষ কারণ এই যে এখানে ধনীলোকের সংখ্যা বড় কম। যে দুই চারি জন ধনীলোক আছেন, তাঁহারা অর্থরাশি ভাণ্ডারস্থ করিয়া নষ্ট হইয়া আছেন। কোন ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োজিত করিয়া বৃদ্ধি করিবার বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। বিদেশীয় ধনিগণ এখানে রেলওয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে সহজে সম্মতী হন না। তাঁহারা অধিক আশঙ্কা করেন। সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ধনী রথশ্চাইল্ড ব্রাদার্স ভারতবর্ষে দুই একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করাইতেছেন। তাঁহারা সাহস করিয়া অধিক মূলধন নিয়োজিত করিলে আমাদের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা। ভারত গবর্ণমেণ্টও এই সকল ধনীকে উৎসাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট যদি উদ্যোগী হন, তাহা হইলে দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক ধনী ভারতে রেলওয়ে বিস্তাররূপ মহৎ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা মনে করেন, রেলওয়ে বৃদ্ধির সহিত দেশের শ্রীবৃদ্ধির হ্রাস হয়, তাহাদের ভ্রম ভ্রান্ত আর নাই। দেশের [illegible] দ্রব্যের রপ্তানী হইলে তাঁহারা দেশ নির্ধন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করেন। কিন্তু আমরা যদি যদি রুচিমত রপ্তানী হয় তাহা হইলে কৃষকেরা উপযুক্ত মূল্য পাইয়া বিশেষরূপ উৎসাহিত হইতে পারে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও ক্রমে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। এরূপ হইলে দেশে ধনের অভাব না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইবে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভারতবাসীর এত দূরে [illegible] কারণ কি

আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি আমাদিগের পরস্পরের সহানুভূতির অভাবই আমাদিগের অবনতির কারণ কিন্তু কি কারণে পরস্পরের সেই সহানুভূতির অভাব হয় অদ্য তাহারই আলোচনা করা এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৃথিবীর এক সপ্তমাংশ যেমন ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের রাজ্য তেমনি পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ লোক ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের অধিবাসী। এই সকল লোকের মধ্যে সহানুভূতির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী তিনি তাঁহার [illegible] নিকট সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়েন। অপর ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। স্বধর্ম্মীর [illegible] তাঁহারা পর জ্ঞান করিয়া থাকেন। একজন মুসলমান ইংরাজকে যে চক্ষে দেখেন [illegible] সেই চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইংরাজের সহিত আমার আমার ব্যবহারের সাদৃশ্য লক্ষণ হইবার নহে। কিন্তু ও মুসলমান ইহাদি পর পরস্পরের ধর্ম্মগ্রন্থের উপদেশ [illegible] যে তাহা বলবতী হইলে সহজে সাধারণ মধ্যে ঐক্য বন্ধন হইয়া উঠে। মুসলমানদিগের ঈশ্বরই মুসলমান ব্যতীত অপর সকল ধর্ম্মাবলম্বীই নরকের [illegible] তাহাদিগের স্পর্শেও পাপ আছে। মেইজন্য বিধর্ম্মিদের [illegible] মুসলমানদিগকে যবন ও ঘৃণিতজাতি বলিয়া ঘৃণা করে। উহাদিগের দ্বারা [illegible] সাধিত হইলেন ব্যবস্থা করিয়া বিরাজমান। সুতরাং [illegible] সহিত মিশ্রিত হইতে পারেন না। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিদ্বেষবুদ্ধি ও পরস্পরকে [illegible] সহিত মিশ্রিত হইতে দেয় না। হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমানদিগের ঘৃণা এরূপ প্রবল যে তাহারা বরং পুনর্ব্বার খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে তথাপি হিন্দুর সহিত এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে না। পরস্পরের [illegible] ব্যবহারে ব্যবহারে এত প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহাতে পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিশিবার সম্ভাবনা নাই। হিন্দুরা যে ব্যবহারকে ধর্ম্মমূলক করিয়াছেন মুসলমানেরা ঠিক তাহার বিপরীত ব্যবহারকে ধর্ম্মকার্য্য ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে হিন্দুবালক যে সংস্কারের বশীভূত হয় মুসলমান বালক ঠিক তাহার বিপরীত সংস্কারের বশীভূত হইয়া উঠেন এবং পরস্পরকে পরস্পরের শত্রুজ্ঞান করেন বলিয়া উভয়ের [illegible] আমাদিগের বলের হ্রাস হইতেছে। ভারতবর্ষে এইরূপ যতগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে তাহাদিগের পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিল নাই। যে সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারের সহিত অপর সম্প্রদায়ের আচারে ব্যবহারের যেমন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সহিত সেই পরিমাণে মিলও দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে একে অপরের কার্য্যে [illegible] বিরুদ্ধতা না করুক মিত্রের ন্যায় [illegible]। সুতরাং কেহ কোন কার্য্যে [illegible] বীরিতে গবর্ণমেণ্ট আত্মশাসন-প্রথা [illegible] অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন কিন্তু হিন্দু মুসলমানের বিবাদ নিবন্ধন গবর্ণমেণ্ট সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের নিবন্ধন আমাদিগের [illegible] এইরূপে নষ্ট হইতেছে। [illegible] লোক সংখ্যা ২৩০০০০০০ জন। [illegible] ১৮০০০০০০। [illegible]

০১২১৫৮৫ ; অসভ্য লোক ৪৮২৬৫১ ; বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ৫৪১৮৮৪ [redacted] ১৮৪৬৬৩, শিখ ১৮৫ ৩৮২৬ ; জৈন ১২২[redacted] পার্সি ৮৫৩৯৭, ইহুদী ১২০০৯ ও [redacted]ন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ৯৫২০৫৯ জন। ইহাদিগের মধ্যে আজমীরে ৩১৮০২৯ জন হিন্দু, ৫৭৮০৯ জন মুসলমান, ২২২৫ জন খ্রীষ্টান, ১৮২ জন শিখ, ১৪৩১৮ জন জৈন, ৭৫ জন পার্সী ও ৯৪ জন ইহুদী ; অ পামে ৩০৬২১৪৮ জন হিন্দু, ১৩১৭০২২ জন মুসলমান, ৪৮৮২৫১ জন অসভ্য ৩৫৩৩ বৌদ্ধ ৭০৯৩ খ্রীষ্টান, ১৪ জন শিখ ১৫৮ জন জৈন ও ১৭৭ জন অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বী ; বঙ্গদেশে ৪৫৪৫২৮০৬ জন হিন্দু, ২১৭০৪৭০৪ জন মুসলমান, ২০০৮২২ জন [illegible], ১৫৫৮০৯ বৌদ্ধ, ১২৮১৫৩ খ্রীষ্টান, ৫৪৯ জন শি[illegible] ৬০৯ জৈন, ১৫৬ ১০৫৯ ৩৬১৯৭ জন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী, বেরারে ২৪২৫৬ ৫৬ জন হিন্দু, ১৮৭৫৫৫ মুসলমান, ৩৭৩৩৮ অসভ্য জাতীয়, ১ জন সৌর, ১৩৩৫ খ্রীষ্টান, ৫২৫ শিখ, ২০০ ২০ জৈন, ২৯২ পার্সী ৩ জন ইহুদী ; বোম্বাইয়ে ১৭৮৬২৯৫ হিন্দু, ৩৭৭৪৩৮০ মুসলমান, ৯৩১৮৯৪ জন অসভ্য, ১৫ জন বৌদ্ধ ১৪৪১৫৪ খ্রীষ্টান, ১২৭ ১৩০ শিখ, ৪৯৮৪৪৩ জৈন, ৭৩৯৭৩ জন পার্সী, ৯০২ ৩ জন ইহুদী ও ৬৮৯ অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ; ব্রিটীশব্রহ্মে ৮৮১৭৭ হিন্দু, ১৬৮৮৮১ মুসলমান, ৩২৫১৫৮৪ বৌদ্ধ, ৮৪২১৯ খৃষ্টান, ৫ জন জৈন, ৮৩ জন পার্সী, ২০৪ জন ইহুদী ও ১৩৩৬১৮ অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, মধ্যপ্রদেশে ৮৭০৩১১০ হিন্দু, ১৮৫৮৮৭ মুসলমান, ১৭৫৩৯১৭ অসভ্য লোক, ১৭ জন বৌদ্ধ, ১১৯৭০ জন খৃষ্টান, ৯৯ জন শিখ, ৪৫২১১ জন জৈন, ৩৯৯ জন পার্সী, ৬৩ জন ইহুদী, ও ৪৭৩৫৫ জন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ; কুর্গে ১৬১৪৮৯ জন হিন্দু, ১২৫৪১ মুসলমান, ৩১৫২ খ্রীষ্টান, ২৯ জন জৈন ও ২১ জন পার্সী ; মাদ্রাজে ২৮৪৯৭৬৭৮ জন হিন্দু, ১৯৩৩৫৬১ জন মুসলমান, ১৫ ৩৫ বৌদ্ধ, ৭১১০৮০ খৃষ্টান, ২৪৯৭৩ জৈন, ১৮৩ পার্সী, ৩০ জন ইহুদী, ১৬৩১ অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ; উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যায় ৩৮৫৫৫১২১ জন হিন্দু, ৬১৬ ২৯০০ মুসলমান, ১০৩ জন বৌদ্ধ, ৪৭৬৭৩ খৃষ্টান, ৩৬৪৪ শিখ, ৭২৯৪৭ জৈন, ১১৪ পার্সী, ১০১ ইহুদী ও ৬ জন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, পঞ্জাবে ৯৫৫২২৯৫ হিন্দু, ১১৬৬২৪৩৪ মুসলমান, ৩২৪১ বৌদ্ধ, ৩৩৯৯ খৃষ্টান, ১৭১৬১১৪ শিখ ৪৩৬৭৮ জৈন, ৪৬৫ পার্সী ১১৮৪ জন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ; বরদায় ১৮৫২৮৬৮ হিন্দু, ১৭৪৯৮০ মুসলমান, ১০১৫২৪ অসভ্যলোক, ১৭১ খৃষ্টান, ৪৬৭১৮ জৈন, ৮১১৮ পার্সী ও ২৮ জন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, মধ্য ভারতবর্ষে ৭৮৭৪ [illegible]৬৩১১৮ মুসলমান, ৯১২২৪ অসভ্য লোক, ৭৩৫৫ [illegible] ৬৯৮২৪ জৈন, ৯১৮ পার্সী ৬ ইহুদী ও ৭৯ জন অন্যধর্ম্মাবলম্বী ; কোচিনে ৪২৯৩২৪ হিন্দু, ৩৩৪৯৪ মুসলমান, ১৩৬৩৩১ খ্রীষ্টান ও ১২৯৯ ইহুদী ; হাইদ্রাবাদে ৮৮৯৩১৮১ হিন্দু ৯২৪৯২৯ মুসলমান ১৩৩১৪ খ্রীষ্টান, ৩৬৬৪ শিখ, ৮৫২১ জৈন, ৬৩৮ পার্সী ও ৪৭ জন ইহুদী ; মহীশূরে ৫৮৬৩৩৬ হিন্দু ২০০৪৮৪ মুসলমান, ৯ জন বৌদ্ধ, ২৯২৯ খ্রীষ্টান ৪১ জন শিখ, ৪৭ জন পার্সী, ১ জন ইহুদী ও ২১ জন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ; রাজপুতানায় ৮৮৩৯২৪৩ হিন্দু ৮৬১৭৪৭ মুসলমান ৩৯৮৩৪৩ অসভ্য লোক, ১২৯৪ খ্রীষ্টান, ৯ জন শিখ, ৩১৮৩৭২ জৈন ৭ জন পার্সী, ২১০৭৭ অন্যধর্ম্মাবলম্বী এবং সিরো ফুরে ১৭৪৫৭১০ হিন্দু, ১৪৩৯০২ মুসলমান, ৪৯৬৪৪২ খ্রীষ্টান ও ৯৭ জন ইহুদী আছে। এক স্থানে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক থাকাতে সর্ব্বদাই পরস্পরে শত্রুতা হইতেছে। সালেম, তাঞ্জোর, মাদুরে, লাহোর দিল্লী ও এলাহাবাদে হিন্দু ও মুসলমানে যে বিরোধ হয় তদ্দ্বারা পরস্পরের শত্রুতার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ হয় নাই ? আমরা যেখানে হিন্দু মুসলমানে যত বিরোধের কথা শুনিয়াছি সে সমুদায়ই ধর্ম্মমূলক।

উচ্চশিক্ষার দ্বারা জাতীয় কুসংস্কার দূরগত হইলে এ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু আমরা সেরূপ শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় দেখিতে পাইতেছি না। হিন্দুরা অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উচ্চশিক্ষার রসাস্বাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কি বিশেষ উপকার হইবে ? সকল সম্প্রদায় সমান জ্ঞানসম্পন্ন না হইলে সকলের কুসংস্কার দূরগত হইবে না পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঘৃণাও হ্রাস হইবে না। এখনই ত ভারতবর্ষের সমগ্র লোকের মধ্যে ১০৪৮৩৮৩৫৭ জন পুরুষ ও ১১১৩২২৯২৭ স্ত্রীলোক অক্ষরে লিখিতে পড়িতে জানে না। অবশিষ্ট ৩৬৭৩০১৬৫ লেখাপড়া জানেন। ইহাদিগের মধ্যে অল্প শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভাগই অধিক। সমগ্র লোকসংখ্যার সহিত তুলনা করিলে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত লোক সকলে একজন আছেন কি না সন্দেহ। অতএব এরূপ স্থলে সাধারণতঃ বিদ্যার বিস্তৃতি সাধন দ্বারা আমরা সকল ধর্ম্মাবলম্বীর পরস্পর মিলনের অন্য সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাদান বিষয়ে যেরূপ অর্থ ব্যয় করেন তাহা এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের উপযুক্ত নহে। প্রজাসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যকার্য্য, কিন্তু পাছে এদেশে শিক্ষা বিস্তার করিলে এদেশের লোকে জাতীয় জীবনে বদ্ধ হয় এই ভয়ে অনেক ইংলণ্ড উচ্চশিক্ষার প্রতিবাদী হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন এরূপ আশঙ্কার মূল নাই। অরণ্যবাসের বর্ষন সমুদায়ই প্রায় অশিক্ষিত তখন রাজপুরুষদিগের এ আশঙ্কা যে কোথা হইতে আসিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। অশিক্ষিত লোকেরা গবর্ণমেণ্টের অধিকতর অনিষ্টের আশঙ্কা করি। অশিক্ষিত লোকেরা গবর্ণমেণ্টের বল বুঝে না, আইন বুঝে না সুতরাং কোন কার্য্য অপ্রীতিকর হইলে তৎক্ষণাৎ বল দ্বারা তাহার নিবারণ চেষ্টা করে। ১৮৫৭ অব্দে যে সিপাহি বিদ্রোহ হয় তাহা কি অশিক্ষিত সিপাহিদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা নিবন্ধন হয় নাই ? অমৃতসহরে যে ব্রাহ্মণ বিদ্রোহোদ্যোগের চেষ্টা করিয়াছিল সেও কি নির্ব্বোধ নহে ? তাহারা যদি ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের সামর্থ্য বুঝিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে সে কি কখন এরূপ করিতে সাহসী হইত ? ভারতবর্ষের সকল লোক সহানুভূতি সূত্রে বদ্ধ হইলে গবর্ণমেণ্টের বল-বৃদ্ধি হইবে এবং এই ভারতবর্ষ কেবল এদেশীয়ের দ্বারা বিরাপদে রক্ষা হইতে পারিবে।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমাদিগের দেশের লোকেরও বিদ্যাশিক্ষার চর্চ্চাবৃদ্ধি বিষয়ে অধিকতর যত্ন পাওয়া কর্ত্তব্য। অন্যথা আমাদিগের জাতীয় জীবন বৃদ্ধি না হইলে আমাদিগের উন্নতির পথ এখন যেরূপ সঙ্কীর্ণ হইতেছে এতদপেক্ষা আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে। রোগ জিনিয়া বসিলে চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগের প্রথম অবস্থাতেই চিকিৎসা করা ভাল।

রুষ সম্বন্ধে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য ?

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

রুষের ভারত আক্রমণ লইয়া যেপ্রকার আন্দোলন চলিয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, রুষ-ভল্লুকের ভয় ব্রিটিশসিংহের হৃদয়কে একান্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। এখন যাঁহারা বলিবেন, রুষের আক্রমণ-শঙ্কা অলীক, তাঁহাদের বাক্য উপাদেয় বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। যাহাই হউক, পূর্ব্ব উপায় অবলম্বন করা অবৈধ নয়। পূর্ব্ব উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ করা উচিত নয়। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত দুটী উপায় প্রধানরূপে অবলম্বনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রথম, ভারতের আমীর, দ্বিতীয়, ভারতীয় প্রজা ও মিত্ররাজগণ। আমীর যাহাতে ব্রিটিশজাতির উপর বিদ্বেষপরায়ণ না হন, সর্ব্বতোভাবে সে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। ব্রিটিশজাতির প্রদত্ত অনেক অর্থ আমীরের উদরসাৎ হইয়াছে

বিরূপ হইলে সকলই বিফল হইবে। আফগানস্থানের চতুর্দ্দিকেরই সীমা স্থির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। রুশেরা সেই সীমা স্পর্শ করিলেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইবে। কাবুলের সহিত যদি প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয় ব্রিটিশ জাতি রণসজ্জা ও সৈন্য আনয়ন করিবার অনেক অবসর পাইবেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, সেই সীমা নির্দ্দেশ চেষ্টা হইতেছে। যে কোন উপায়ে হউক, কাবুলের আমীরকে হস্তগত রাখিতে হইতেছে।

দ্বিতীয়, এদেশীয় প্রজা ও শিক্ষিতসম্প্রদায়ের চিত্তারাধন। ইহাঁদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ও ইউরোপীয়দের যে সকল অনুচিত ও অন্যায় ব্যবহার আছে, তাহার নিবারণ। তাহার নিবারণ হইলে ইহাঁদিগের মনের আন্দোলনভাব দূরগত হইবে। তাহা হইলে ইহাঁদিগের হইতে কোন শঙ্কা থাকিবে না। এ উপায়ের বিধান সহজ তাহা সন্দেহ নাই। তবে একটী মহৎ প্রতিবন্ধক আছে, তাহার অপনয়ন না করিলে সুবিধা হইবে না। সে প্রতিবন্ধক পাওনিয়র ও ইংলিসম্যান প্রভৃতি কয়েকখানি সংবাদপত্র। ইহারা ভ্রান্তসংস্কারের বশীভূত হইয়াছেন, ইহারা মনে করেন এ দেশীয়দিগকে পদ দ্বারা দলিত করিতে পারিলেই ইহারা ভয়ে ভীত হইয়া আর ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে কোন অনিষ্ট চেষ্টা করিতে পারিবেন না, বিশেষতঃ বাঙ্গালিদিগের উপরে ইহাঁদিগের বড় রাগ, তাহারা ইউরোপীয়েরা অত্যাচার করুন, দেশীয় স্ত্রীগণের সতীত্ব নাশ করুন, প্রজার উত্তম চাষের জমীতে নীল বপন করুন, প্রজাদিগকে ধরিয়া বেত্রাঘাত বধ ও বন্ধন করুন, পাওনিয়র প্রভৃতির ইচ্ছা এই তাহাতে কেহ কোন কথা না বলেন। বাঙ্গালিরা কথা কন বলিয়াই বিষময়নে পড়িয়াছেন। ঐ সংবাদপত্র গুলিই গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজার বিরাগ উৎপাদনের প্রধান কারণ হইয়াছে। এতএব ঐ পত্রগুলির মুখ বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এ কথা কহিতেছি না যে, সকল বিষয়ে মুখ বন্ধ করা হউক। ঐ পত্রগুলি এ দেশীয়দিগকে গালি দিতে না পারেন ইহার উপায় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

পাওনিয়র প্রভৃতি গর্ব্বিত ও ভ্রান্ত বলিয়া প্রজারা বিরক্ত হইলে কি অনিষ্ট হয়, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন, ইহাঁদের বিরাগে কোন শঙ্কা নাই। পরের দোষ বিরক্ত হইলে যে কি অনিষ্ট হয়, উক্ত পত্র সম্পাদকেরা যদি একবার বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি কহিতেছেন কি করিতেছিলেন? [illegible] অনিষ্ট হয়, সম্পাদকেরা কি তাহার সংবাদ রাখেন? তাহা হইলেই ইল্বার্ট বিল বন্ধ হয়, রাবণ উৎসব যায়। [illegible] একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, সেনাপতি কর্ণেলসন তাঁহাদিগের বিরাগের উপরে জয়ের আশংসা করিয়াছিলেন কেন? যে সকল ইংরাজ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী তাঁহারা প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়া রাখিতে বলিতেছেন কেন? কলতঃ পাওনিয়র প্রভৃতির যবন ব্যতিরেকে আমরা মঙ্গল দেখিতে পাই না। লর্ড লিটন ও টেডেন সাহেব ভ্রমে পড়িয়া এদেশীয় সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের পাওনিয়র প্রভৃতির মুখ বন্ধ করাই উচিত ছিল। আমরা পাওনিয়র প্রভৃতি হইতেই বড় অনর্থ দেখিতেছি। তাঁহারা আমাদের রাজপুরুষগণকে সর্ব্বদা অসৎ পথে লইয়া যান। কমিশনর অপেক্ষা ও দুঃশাসন হইতে দুর্য্যোধনের অধিক অনিষ্ট হয়; না, বিদুর চাই? বিদুরের সহায়তায় পাণ্ডবদিগের যে কত মঙ্গল হইয়াছিল, পাওনিয়র প্রভৃতি কি তাহা জানেন? বাঙ্গালিরা গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই সর্ব্বদা তাঁহাদের দোষ সংশোধনের চেষ্টা পান। বাঙ্গালিরা কলমের জোরে গবর্ণমেণ্টের যে উপকার করিতে পারিবেন, পাওনিয়র প্রভৃতি বহুতে বন্দুক ধরিয়াও তাহা করিতে পারিবেন না।

আলকাতরির রঙ্গের ব্যবস্থা অতি কঠিন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জাল করা হইতেছে না। ষ্টাম্প ও নোট প্রভৃতি জাল করিয়া চট লোকে গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলাতে গবর্ণমেণ্ট নানা প্রকারে তাহার নিবারণ-চেষ্টা করিয়াছেন তথাপি কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া আপনারাই মারা যান হইয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগের হস্ত হইতে নিরীহ প্রজাদিগের পরিত্রাণের উপায় কি? গবর্ণমেণ্টের এখন যে আইন আছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সুতরাং উহার সংশোধন করা আবশ্যক। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে ষ্টাম্পবিক্রেতারা যে সকল ষ্টাম্প ক্রয় করিয়া আনেন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা বিক্রয় না হইলে কালেক্টারের নিকট ফেরত দিয়া টাকা অথবা তৎপরিবর্ত্তে অন্য ষ্টাম্প লন। কাজেই ষ্টাম্পবিক্রেতার খাতা খানি একবার [illegible] কিন্তু যাহারা অসৎ লোক তাহারা এরূপ [illegible] নানা প্রকার অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের যে [illegible] আসলম মরে তৎসমুদায় বিক্রীত না হইলেও একটী কাল্পনিক আয় ধরায় লিখিয়া কালেক্টারিতে ষ্টাম্প বিক্রয় দেখাইয়া থাকেন। [illegible] তাহারা সেই সকল পুরাতন ষ্টাম্প অধিক মূল্যে তাহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া [illegible]

দরিদ্র লোককে ঘোরতর বিপদগ্রস্ত করিয়া থাকে। পাঁচ টাকার দলিল রেজিষ্ট্রী না করিয়া যদি সেই দলিলের সত্যতা প্রমাণার্থ দুই চারিটী সাক্ষী দেওয়া হয় তাহা হইলেই আদালত ফিজি দেন দেখিয়া উভয়োত্তর এরূপ মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এরূপ দুর্দ্দান্ত লোকের আক্রমণ আমার অসম্ভাব্য নয় না। তাহার কারণ এই, সকলেই তাহাকে ভয় করে এবং তাহার দেখাদেখি কিছু কিছু লাভও পায় সুতরাং তাহারা মিথ্যা সাক্ষী দিতে ভয় পায় না অধিকন্তু ইহাই তাহাদিগের এক প্রকার ব্যবসায় হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে আমরা রেজিষ্ট্রেশনের নিকট প্রস্তাব করিতেছি ষ্টাম্পবিক্রেতারা যে খাতায় ষ্টাম্প ক্রেতার নাম লিখিয়া দেন সেই খাতায় ক্রেতার স্বাক্ষর করাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিলে অনেক পরিমাণে ইহার নিবারণ হইতে পারে। কালেক্টার এখন যেমন ক্রেতার নাম দেখিয়া দেন তখন তেমনি ক্রেতার স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। আর এরূপ স্বাক্ষর থাকিলে মকদ্দমাকালে বিচারপতি ষ্টাম্প বিক্রেতার দ্বারা তদন্ত করিয়া মিলাইয়া দেখিলে উহা প্রকৃত কি না সহজে অবধারণ করিতেও সমর্থ

আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সম্পাদক মহাশয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের মহৎ উদ্যোগ এক দিনের পর সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এত দিন কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন একাকী হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি তিনি একজন যোগ্য ব্যক্তির সাহায্যলাভ করিয়াছেন। উপযুক্ত লোকে যদি হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হন এবং সাম্প্রদায়িক দোষগুলির সংশোধন করা হয় তাহা হইলে অচিরে হিন্দুধর্ম্ম যে নবজীবন লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত পক্ষধর তর্কচূড়ামণি এই সভার নিয়োজিত প্রচারক। ইনি কালকাতা আসিয়াছেন। ৫ দিন বক্তৃতা করিয়াছেন। পর্ব্ব পার্ব্বণে লোকের যেরূপ সমাগম হয় ইহাঁর বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সেইরূপ লোক সমাগম হইয়াছিল। ইহাঁর যুক্তি প্রভৃতি দর্শনে লোকে এরূপ মোহিত হইয়াছেন যে আজকাল প্রায় সকলকেই আমরা ইহাঁর বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক বক্তৃতা শ্রবণে [illegible] দেখিতে পাইতেছি। দ্বিতীয় দিন ইনি [illegible] প্রণালী, আসন, উপবেশন বসন আভরণ [illegible] ব্যাপকন্যাস ইত্যাদি অনুষ্ঠান সমূহের [illegible] বৈজ্ঞানিক মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। তৃতীয় দিন [illegible] স্বরূপ নির্ণয় বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরে [illegible] প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সন্ধ্যা আহ্নিকের [illegible] বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। [illegible]

ইহার বিজ্ঞানসঙ্গত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ও রবিবারে সাকার উপাসনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রথম দিবস যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে ভক্তি, মনের বল, অন্তরে প্রেম শরীর ও আত্মার সম্পূর্ণতা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, সাহস বিবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষা এই সাতটী উপায়ের উপর আমাদের ভাবী উন্নতি নির্ভর করিতেছে। তৎপরে তিনি একেশ্বরবাদে এইগুলি প্রমাণ করেন।

বিজ্ঞান।

তড়িৎ –টেলিগ্রাফ।

আজ কল আমরা অনেক রাস্তার ধারে টেলিগ্রাফের তার দেখিতে পাই। তারে সংবাদও দূরদেশে পাঠাইয়া থাকি। কলিকাতার অনেক স্থানে টেলিফোনের তার বড় বড় অট্টালিকা সংলগ্ন দেখি; ইহাও সংবাদ পাঠাইবার ও পাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিরূপে এই সংবাদ পাঠান হয় ও পাওয়া যায় ভাবিলে চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ইহা বাস্তবিক একটী রহস্য হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন কিন্তু কেহই বোধ হয় ইহার প্রকৃত কারণ সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সাধারণ লোকে মনে করে যে সংবাদটী একখণ্ড কাগজে লিখিয়া তারের সহিত যোজনা করিয়া দিলে দূরদেশে নীত হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিজ্ঞান-সাহায্যে এই অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে। তড়িৎ যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা ইহার প্রথম উদ্ভাবন হইয়াছিল ও কিরূপ কৌশল সহকারে এই কার্য্যটী সম্পাদিত হইয়া থাকে নিম্নে সামান্যরূপে তাহা প্রদর্শিত হইল।

তড়িতের সৃষ্টির সহিত টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সৃষ্টি। টেলিফোনটী সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। ক্রমেই ইহার উন্নতি হইতেছে এবং শীঘ্রই টেলিগ্রাফ অপেক্ষা বার্ত্তা বহনের অধিক সুবিধাজনক উপায় আবিষ্কৃত হইবে এরূপ আশা করা যায়, এই টেলিফোনের বিষয়ে পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

যখন এয়ারষ্টেড্ ও আম্‌পেয়ারের পরীক্ষা দ্বারা তড়িৎ ও চুম্বকের সৌসাদৃশ্য প্রমাণীকৃত হইল তখন বৈজ্ঞানিকেরা এই দুই শক্তির সাহায্যে সংবাদ বাহকতাকার্য্যের সুবিধা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং এবিষয়ে [illegible] পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। লৌহখণ্ডের ভিতর তড়িৎ স্রোত প্রবিষ্ট হইয়া লৌহকে চুম্বকরূপে পরিণত করে। এই অবস্থায় লৌহ নিকটস্থ কোন ক্ষুদ্র লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ কিম্বা দূরীকরণ করিতে পারে। আবার যখনই তড়িৎস্রোত বন্ধ করা যায় তখনই চৌম্বকীতে এই গুণের অভাব দেখা যায়। অতএব একস্থানে ব্যাটারি দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তড়িৎ উৎপাদন করিয়া সেই তড়িৎকে কোন দূরস্থানে পাঠাইয়া দিলে, তড়িৎ যেস্থানে কোন লৌহখণ্ডকে চুম্বকরূপে পরিণত করিতে পারে। সেই চুম্বক সূচের ন্যায় ক্ষুদ্র কোন লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ কিম্বা দূরীকরণ দ্বারা সঙ্কেতে সংবাদ প্রদানের কার্য্য করিয়া থাকে।

তড়িৎস্রোত দ্বারাযে লৌহকে চুম্বকরূপে পরিণত করিবার উপায় অতি অল্প দিন জানা গিয়াছে। ১৮২০ অব্দে আম্‌পেয়ার প্রথমে কেবল চুম্বকসূচিকা দ্বারা সংবাদ প্রেরণের কার্য্য চালাইতেন। একটী চুম্বকসূচিকার উপরিস্থ কোন ধাতুনির্ম্মিত তারের ভিতর তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হইলে সূচীর প্রথমে একদিকে পরে অপর দিকে গতি হয়। তড়িতের দিগ্‌ভিত্তির সমবায়ানুসারে সূচের গতির পরিবর্ত্তন হয়। এইরূপে সূচীকে সাঙ্কেতিকরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এ উপায়ে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে ইংরাজী বর্ণমালার সমস্তগুলি অক্ষর জন্যগুলি তারের প্রয়োজন। আবার সেই তারগুলির অপর দিক শেষের ষ্টেষণ হইতে প্রথম ষ্টেষণে আসিয়া ব্যাটারির সহিত সংলগ্ন করা আবশ্যক। ১৮৩৪ অব্দে বৈজ্ঞানিক গস এবং ওএবার যে টেলিগ্রাফের সৃষ্টি করেন তাহাতে তড়িৎপ্রভাবে লৌহকে চুম্বকে পরিবর্ত্তন করিয়া উহার ব্যবহার করা হইয়াছিল। ইহাতে যে চুম্বকসূচ নিয়োগ করা হইত অনেকদূর হইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার আবশ্যকতা ছিল। ১৮৩৭ অব্দে জার্ম্মনির অন্তঃপাতী মিউনিক নগরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ষ্টাইনহাইল যে টেলিগ্রাফের উদ্ভাবন করেন তাহাতে উক্তপ্রকার কোনরূপ অসুবিধা নাই। ষ্টাইনহাইল অনেক পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিলেন যে পৃথিবীকে প্রত্যাবর্ত্তন তারস্বরূপে নিয়োগ করা যাইতে পারে। ভূগর্ভে তড়িৎ চুম্বক প্রভৃতি শক্তির স্রোত সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে। ইহা তিনি পরীক্ষা দ্বারা সুন্দররূপ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। অতএব ব্যাটারির সংলগ্ন একটী তারকে একস্থান হইতে দূরের অপর কোন স্থানে মাটীতে পুতিয়া দিয়া ব্যাটারির অপর দিক একটী তার দ্বারা মাটির সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ করিলে তার ও পৃথিবীর মধ্য দিয়া তড়িৎস্রোত বহিতে থাকে। মধ্যবর্ত্তী কোন ষ্টেষণে তারের দ্বারা এই তড়িৎকে লইয়া গিয়া সংবাদসূচক কোন লৌহখণ্ডকে গতিবিশিষ্ট করা যাইতে পারে।

টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠাইবার ও পাইবার নিমিত্ত ভিন্ন প্রকার বন্দোবস্তের আবশ্যক। দুই স্থানে সংবাদ আদানের জন্য তারের সহিত লৌহ কিম্বা তাম্র তার দ্বারা সংলগ্ন করিতে হইবে। তড়িৎস্রোত উৎপাদনের জন্য দুই স্থানেই ব্যাটারি কিম্বা অন্য কোন যন্ত্রের প্রয়োজন। সংবাদ প্রেরণ ও প্রাপ্তির জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত থাকা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি আমেরিকানিবাসী মোর্স সাহেব যে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা অতীব সুন্দর ও কৌশলময়। অন্য অন্য যন্ত্রে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে সর্ব্বদা মনোযোগ সহকারে সূচীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় তাহাতে তাহার [illegible] হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মোর্স এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ সংবাদকে কাগজে চিহ্নিত করিবার উপায় করিয়াছেন। একটী চাকায় কাগজ জড়ান থাকে এবং উহা সেই চাকা ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে অপর একটী চাকায় জড়াইয়া যায়। তড়িতের প্রবাহকালে এইরূপ ঘটিয়া থাকে যে, একটী কাঁটা সেকেণ্ডে দুবার করিয়া আকর্ষিত হইয়া কাগজে চিহ্ন করে এবং তড়িতের দিগ্‌ভিত্তি অনুসারে এই 'চিহ্নের অন্তরা কিম্বা অবিচ্ছিন্নতা হয়। এইরূপ দুই একটী চিহ্নের যোজনা দ্বারা বর্ণমালার অক্ষর প্রকাশিত হয়। এবং ইহা হইতেই সংবাদগৃহীতা সকলই বুঝিয়া লয়েন। মোর্স আর একটী নূতন উপায় বাহির করিয়াছেন। ইহাতে তড়িৎ সাহায্যে চুম্বকৃত লৌহ দ্বারা অপর লৌহ আকর্ষিত হইয়া পরস্পরের আঘাতে শব্দ উৎপন্ন হয়। সেই শব্দের অন্তরা কিম্বা আধিক্য অনুসারে সংবাদের সঙ্কেত পাওয়া যায়। এই যন্ত্রে সংবাদ গ্রহণের শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রবলতার বিশেষ প্রয়োজন।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যেস্থলে ষ্টেষণে সংবাদ আসিবার পূর্ব্বে সংবাদগৃহীতার নিকট একটী ঘণ্টার শব্দ হয়। সংবাদগৃহীতাকে সতর্ক করিবার জন্যই এইরূপ কৌশলময় বন্দোবস্ত আছে। সময়ে সময়ে এই ঘণ্টাটীর এত উচ্চ শব্দ হয় যে সংবাদগৃহীতা নিদ্রিত থাকিলেও তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া থাকে তড়িতই এই ঘণ্টার শব্দ করিবার কার্য্য করিয়া থাকে। ঘণ্টাকে যেরূপ ঝুলিবার কল থাকে সকল ষ্টেষণে তারে সংবাদ দিবার ঘরে টেবিলে কিম্বা দেওয়ালে সেইরূপ একটী কল আছে। তড়িৎ দ্বারা চুম্বকীকৃত কোন লৌহখণ্ড অপর একটী লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ কিম্বা দূরীকরণ করিবার সময় শেষোক্ত লৌহ ভিন্নবর্ত্তী কোন ধাতুপাত্রে আঘাত করে, এবং তাহাতেই এরূপ শব্দ হইয়া থাকে।

নজীর।

১৮৮৩, ২২ এ নবেম্বর।

ফৌজদারি আপীল।

বিচারপতি মিত্র ও বিচারপতি কিন্ধ।

নবীন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাদী।

উৎকলপ্রদেশ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান প্রতিবাদী।

যদি কোন কোম মিউনিসিপালিটীর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে, আর মিউনিসিপালিটীর বিচারপতিরা বিচার করিয়া সেই অপরাধ সপ্রমাণ করেন, মিউনিসিপালিটীর বেতনভোগী কোন কর্ম্মচারী যদি ঐ বিচারপতিদিগের মধ্যে থাকেন তাহা হইলে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫৫৫ ধারানুসারে সেই অপরাধ প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। অর্থাৎ মিউনিসিপাল আইনের বিরুদ্ধাচারীর দণ্ড হইবে না।

মকদ্দমাটী এই নবীন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীর জল রাস্তায় গিয়া পড়িত। মিউনিসিপালিটী তাঁহাকে তাহা সরাইবার নোটীশ দেন, তিনি তাহা করেন নাই। ১৮৭৬ সালের বঙ্গদেশীয় ৫ আইনের ৩১৩ ধারানুসারে মিউনিসিপালিটী তাঁহাকে অপরাধী করেন। মিউনিসিপাল বিচারপতিদিগের মধ্যে মিউনিসিপালিটীর বেতনভোগী সহকারী সভাপতি ষ্টারলেঙ্গ সাহেব ছিলেন। হাইকোর্টে এই মকদ্দমা উপস্থিত হইলে বিচারপতিরা এই সিদ্ধান্ত করেন মিউনিসিপালিটীর বেতনভোগী কর্ম্মচারী, যাহাতে মিউনিসিপালিটীর স্বার্থসম্বন্ধ আছে তাদৃশ মকদ্দমার বিচারকার্য্য করিতে পারেন না।

১৮৮৩। ৭ ই জুন।

প্রিভিকৌন্সিল।

বিনাকুমারী বাহিনী।

ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠানী প্রতিবাদিনী।

১৮৮০ সালের ১৫ ই জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্তর যে রায় দেন, ১৮৮০ সালের ২৭ এ নবেম্বর কলিকাতা হাইকোর্ট তাহা স্থগিত করিয়া যে ডিক্রি দেন, তাহা হইতেই এই আপীল হইয়াছে।

১২৭৩ সালের ২৫ এ বৈশাখ শেঠ গোপালচাঁদ একটী লেখা পড়া করিয়া দিয়া কিছু টাকা ঋণ, মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান সদর আমীন ১৮৬৯ সালের ২৫ এ জুলাই সুদে ও আসলে ১০৪৯৯ টাকার ডিক্রি দেন। ঐ ডিক্রির প্রতি আপত্তি করিয়া প্রতিবাদিনী মুর্শিদাবাদের সব জজের আদালতে ১৮৮০ সালের ১৪ ই জুলাই ১৮৮০ সালের ৮ আইনের ৩৩ ধারানুসারে এক দরখাস্ত করেন। সেই দরখাস্ত হইতেই এই আপিল ১৮৮০ সালের ২৩ আইনের ৪৩ ধারানুসারে ঐ ডিক্রি হইয়াছিল। আপীলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে ডাক্তারী ডেপুটী কলেক্টর, অর্থাৎ ঐ ডিক্রি আদালতের কার্য্য হইতে পারে কি না।

ঐ ডিক্রি হইবার অল্পকাল পরেই শেঠ গোপালচাঁদের মৃত্যু হয়। ধনপৎ সিং তাঁহার পরে ১৮৮০ সালের ২০ এ জুলাই ডিক্রি জারি করিবার দরখাস্ত করেন। ১৮৮০ সালের ৩ রা আগষ্ট ডিক্রি দেওয়ালকের অফিসে লিখা হইবার হুকুম হয়। ১৮৮০ সালের ১৩ এ আগষ্ট ডিক্রি খারিজ হইয়া যায়। ধনপৎ সিং তাহার পরে তাঁহার স্ত্রী বিনাকুমারীর নামে ঐ ডিক্রি জারি প্রার্থনা করেন। সেখানকার নজীরের সম্পর্কে না হওয়া বলিয়া নজীরা জেলায় ডিক্রি জারির দরখাস্ত হয়। ১৮৮৩ সালের ৩ রা আগষ্ট ডিক্রি জেলায় ঐ ডিক্রি জারির দরখাস্ত হয়। ১৮৮৩ সালের ১৩ ই জানুয়ারি ঐ ডিক্রি সম্পর্কে করিয়া [illegible] ক্রোক হওয়া হয়। ১৮৮৩ সালের মার্চমাসে মহম্মদ [illegible] আদালত কার্য্যভার হইতে মুক্ত হইলেন সেই গোপালচাঁদের মাতা জগৎশেঠানী আদালত সম্পর্কীয় পক্ষের বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন। নজীরা আদালত ১৮৭৮ সালের ৮ ই ডিসেম্বর ক্রোকি সম্পত্তি বিক্রয় করিবার দিন স্থির করায় প্রতিবাদিনী ৬৫ ধারের কথা বিক্রয় বন্ধ করিবার আবেদন করেন। তাহার পরেও এক মাস সময় দেওয়া হইয়াছিল; ঐ সময় গত হইবার পূর্ব্বে প্রতিবাদিনী এই বলিয়া দরখাস্ত করেন ডিক্রি অনুসারে বাদিনীর কিছুই প্রাপ্য নয়। সময়ে দরখাস্ত হয় নাই বলিয়া নজীরা আদালত ঐ আবেদন অগ্রাহ্য করেন। ১৮৮০ সালের ৮ ই মে বিক্রয়ের দিন অবধারিত হয়। প্রতিবাদিনী ঐ মাসের ৩ রা মুর্শিদাবাদের সব জজের নিকটে এক দরখাস্ত আপত্তি করিয়া এক দরখাস্ত করেন। তাহার এই এক আপত্তি ছিল যে ডিক্রি জারী হইয়া গিয়াছে। বিনাকুমারী ঐ সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া এক জবাব দেন। ১৮৮০ সালের ১৪ ই জুলাই ঐ আপত্তি গুলি অগ্রাহ্য হইয়া যায়। [illegible] আপীল হইলে বিচারপতি ব্রাউন ঐ রায় সঙ্গত করিয়া দেন। তাঁহারা বলেন ১৮৭১ সালের ৯ আইন অনুসারে এরূপ স্থলে কার্য্য হইবে। অতএব ১৮৬৯ সালের ডিক্রি ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৮ ধারার অভিপ্রায়ে বলবৎ রাখিবার জন্য কার্য্য হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন এজন্য ১৮৭১ সালের ৯ আইনের [illegible] ধারানুসারে ডিক্রি জারি হইবে। তাঁহারা দেখিলেন প্রথম [illegible] হইতে শেষ আবেদনের কাল পর্য্যন্ত ৩ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ১৮৭০ সালের ১৮ ই জুলাই প্রথম আবেদন হয়। তাহার পরে ১৮৭৩ সালের ২৩ এ জুলাই দ্বিতীয় আবেদন হইয়াছিল। অতএব তাঁহাদের মতে ১৮৬৯ র ডিক্রি-জারি ক্রিয়ার অন্য ৩ বৎসর অতীত হওয়াতে ডিক্রি জারী হইয়া গিয়াছে। মকদ্দমাটী হাইকোর্টে যে মকদ্দমা হয়, তাহাতে মুর্শিদাবাদের জজীয় এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, প্রতিবাদিনীর আপীল হইলে তজ্জন্য বিচারপতিরা হাইকোর্টে এই রায় বহাল করিয়াছেন। হাইকোর্ট ঐ নিম্ন আদালতের রায় খণ্ডিত করিয়া ডিক্রি জারি করিবার যে আপীল করিয়াছেন, প্রিভিকৌন্সিলেও তাহাই বলবৎ রহিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১ ই জুন। সার বার্টল ফ্রিয়রের স্মরণার্থ স্থাপনার্থ গত বৃহস্পতিবার ব্যায়সন হাউসে একটী সভা হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের অন্যতর সভ্য এণ্ড্রু আসনের পদে ফুলের স্থির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

রোম ৮ ই জুন। কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে রাজ্য সমস্ত বন্ধিত হইয়াছে সাহসে। তথাচ অসিয়াসিদিগকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু পরাভূত হইয়াছে।

মোরক্কো বাদশাহের ইউরোপের রাজা জয় করিয়াছে।

কায়রো ৭ ই জুন। পোর্টসেডে অবস্থিত যে সকল ফৌ-সৈন্য ডিউক অফ কনাটকে ও বিপক্ষের অন্যান্য সৈন্যদিগকে সুরক্ষিতে ফিরিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়া ৮ ই জুন। খাদিব বিদ্রোহীদিগের বশীভূত হইয়াছে।

তুরস্কের সুলতান মোহিত সমস্ত সমর সম্বন্ধে অধিকার করিবেন। তিনি সাইপ্রসের গোলযোগ শান্তির নিমিত্ত ৩ য় ১৬ ই জাহাজ তুরস্কদেশীয় সেনা প্রেরণ করিবেন।

কেপটাউন ৯ ই জুন সাহেব তুর্কে [illegible] ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতা স্বীকার করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। গবর্ণর সেবেরণ তাহাদিগকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন।

৫০১ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ১ ম ছত্রে প্রমাণ পাইলেউ'দের পরিবর্ত্তে প্রমাণ চাহিলেই এবং ৫ ম ছত্রে কথা পাইলেউ'র পরিবর্ত্তে কই পাইয়াছে পাঠ করিতে হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয় মহাভারতের যে ইংরাজী অনুবাদ করিতেছেন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার সাহায্যার্থ ৫০০০ টাকা দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বাবু প্রতাপচন্দ্র অতি কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে এ দান সফল হইয়াছে।

আমরা পরপত্তি সংবাদে, বরের [illegible] পুর্ণিমা প্রাপ্ত হইলাম। এখানি কলিকাতায় উপনীত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে সমাজের অবস্থা সম্যক জানা যায়। ইহাতে অনেক কৌতুকের কথা আছে। কৌতুকাবিষ্ট লোকেরা পাঠকালে অনেক সময়ে আনন্দ অনুভব করিবেন, আবার অনেক সময়ে চেঁচামি দোষ করিয়া বিরক্তও হইবেন।

আদালতে বাঙ্গালি থাকাতে সাহেব মহাশয়দিগকে দেখিয়া সমস্তদিন আদালত চলে হইতে আসিয়া জাঁকাইয়াছেন। কিন্তু আসল সমস্যা, কেরিয়ে পাই সাহেবেরা প্রকাশ্যে না হেরাইয়া, কিরূপে গোপনে কলিকা লোকের যে অনিষ্ট করিবেন সম্পাদন করিতেছেন। ইহারা সমস্ত আদালতের মাথিয়ে পুরিয়া বেড়ান, [illegible] আদালতের কোন মকদ্দমা লইয়া [illegible] আদালতে আসিয়াই, [illegible] ইহারা এইরূপ এক একটী [illegible] অধিক মাথিয়া দেখেনই আদালত [illegible] বিষয় পূর্বে আদালত দেখেন নাই। পুরিয়া দেখা উচিত এখনও সেইরূপ পুরিয়া দেখিবেন। দোষের সর্বনাশ করিতেছে। আমরা ভরসা করি, সর্বপ্রকারে এবিষয়ে আর কিছু সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

সম্প্রতি সিম ছাড়ি গ্রামে একটী ডিঙ্গি, [illegible] আনীতে উঠিয়া কিনিবেন বলিয়া দেখিতেছিলেন, বাবু টেবল ঘটনা ৫০০ টাকায় [illegible] পরিমাণের পরিচয় [illegible] আদালতে [illegible] এই মকদ্দমা [illegible] দোষ [illegible] পোষ্টমাষ্টার একটী [illegible] বিষয় [illegible] বাবুটী [illegible] বলিয়া [illegible] সেই সময়ে [illegible] আদালতে [illegible] পোষ্টমাষ্টার [illegible] বিষয় [illegible] বিষয় [illegible] বাবুর [illegible] বলিয়া [illegible] অনুসন্ধান করিয়া অবধারণ [illegible]। পরে পুলিস লইয়া নিজে [illegible] বন্ধ [illegible] করিয়া [illegible] সময়ে পত্র [illegible] লইয়া পলায়নে [illegible] বন্ধ হইল।

আদালতের [illegible] সময়ে নিরপরাধী লোক [illegible] হইতেছে [illegible] দেখিয়া আমাদিগের [illegible] বিষয়া আমাদিগের [illegible]। [illegible] সাক্ষী দিয়া বিপদগ্রস্তদিগকে [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] আসামিদের সহিত [illegible] সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছেন। [illegible] আসামিদের পক্ষসমর্থন করিতেছেন। যিনি [illegible] মূল এবং যে পুলিস বিপদগ্রস্তদিগে অপরাধী করিয়াছেন তাহাদিগের কি হইবে? বিচারপতি অভিযোগ হওয়াতেই সাহেবে যে এই অবিচারের [illegible] হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

[illegible] পুত্র ডিউক অব কোনাট আমাদী [illegible] করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সিংহলের [illegible] ২৯০০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। [illegible] পূর্বপুরুষের ১৩০০০ টাকা লাভ হইয়াছে।

[illegible] সাহেবের [illegible] পুলিস [illegible] হইয়াছে। তিনি [illegible] কলিকাতায়ই প্রদর্শনী খুলিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। এখানে প্রদর্শনী করিলে [illegible] যাইবেন—৯০ বোধ হয়। অনেকে তাঁহাকে প্রদর্শনী করিবার জন্য যে [illegible] তাহাতে প্রদর্শনী খুলিতে অনুমান ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। উহিমধ্যে ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা উঠিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। কমতি টাকার জন্য তিনি [illegible] টাকা না চাহিলেও টাকা তাঁহাদের হাতিয়া যাবে।

অধিষ্ঠাতা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ডাক্তার [illegible] কিছু [illegible] লইয়া মার্কিনি যাইতেছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ডাইসচেয়ারম্যান বাবু [illegible] তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার কার্য।

[illegible] ছোট বড় সকল রাজকর্মচারীর [illegible] করিতেছেন। সৈন্যের [illegible] [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] হইতেছে [illegible] আদালতের [illegible] [illegible] হইতেছে। যেমন [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] না করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অধিক মাসে না [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] করিতে [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] ২।৩ দিবস [illegible] [illegible] অনেক সময়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার চার্লস ইচিসন তত্রত্য মিউনিসিপাল কণ্ডে অনেক অর্থ সঞ্চিত দেখিয়া লেলার স্কুলগৃহ ও সাধারণ মিউনিসিপালিটীর জন্য আশীসহি প্রস্তুত করিবার জন্য ৫০ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

মলয়াপুরে একটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে পাত্রীর বয়ঃক্রম ১৮ ও পাত্রের বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর। এইরূপ বিধবাবিবাহই অনুমোদনীয়।

সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটরি, কলিকাতার চিফ্‌ষ্টাফ অব আর্টিলরি সাহেবকে হাইকোর্টের জজের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট পত্র লেখাতে যথেষ্ট ভৎসনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তাহাতেও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। ইহাতে বোধ হয় তাঁহার ক্রোধ অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে। সে দিন তিনি অকারণে একজন এদেশীয়কে গালি দিয়া আটক করিয়া রাখাতে তিনি সাহেবের নামে মানহানির জন্য ১৫০০০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই সকল উচ্ছৃঙ্খল কর্ম্মচারীকে লইয়া কিরূপে ঘরোলাক করিবেন?

এদেশীয় লোকে যখন যখন আলীপুরে পশুশালা দেখিতে যান, অনেকের একা গিয়া সাধ মিটে না। পত্নী প্রভৃতিকেও লইয়া গিয়া থাকেন। এত দিন সেখানে বিশেষ কোন ভয় ছিল না। সম্প্রতি চুনা গলির সাহেব বাহাদুরেরা অহরহঃ হিংস্র জন্তুর সঙ্গ থাকিয়া হিংসাবৃত্তি এরূপ প্রবল করিয়াছেন যে তাঁহারা কেবল এ দেশীয় পুরুষদিগকে নহে স্ত্রীলোকদিগকেও নানাপ্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। সেদিন একটী ভদ্র লোক এইরূপ একজন ফিরিঙ্গি কর্ত্তৃক বিশেষরূপ অবমানিত হইয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ যে ইহার ভদ্র লবেন না ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহার নিবারণ না হইলে ভদ্রলোকের পরসা দিয়া অবমান ক্রয় করিতে যাওয়া উচিত নহে।

ভারতবাসীরা বোধহয় আর কিছু দিন পরে রূপার মুখ দেখিতে পাইবেন না। এখনই এখানে সাড়ে চৌদ্দ কোটী টাকার নোট প্রচলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২৭২২৫০০০ টাকার নোট ৫ হইতে ২০ টাকা মূল্যের, ১১৮১০০০০ টাকার নোট ৫০ হইতে দশ হাজার টাকা মূল্যের।

নূতন করসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হওয়াতে সকল জমীদারমণ্ডলে হুলস্থূল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু উড়িষ্যার জমীদারেরা ইহাতে ভীত হয়েন। তত্রত্য জমীদারেরা এবিষয়ে অন্য জমীদারদিগের আপত্তি অসার ও তুচ্ছ বলিয়া কমল সভায় এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। হাইকোর্টে মকদ্দমা করিতে যে বিস্তর অর্থ অপব্যয় হয়, এজন্যই প্রস্তাব করিয়াছেন। সেটেলমেণ্ট প্রস্তাবটী উত্তম হইয়াছে। প্রথমোক্তটী আমাদিগের মনঃপূত হইল না।

ফৌজদারের ন্যায় কলিকাতা হাইকোর্ট ব্যারিষ্টারদিগের ফি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন যে কোন মকদ্দমায় বাদী কিম্বা প্রতিবাদীর পক্ষে একজনের অধিক ব্যারিষ্টারের সওয়াল জবাব শুনা যাইবে না এবং একজনেরই কি পরিমাণ ফি দিতে হইবে। তাঁহারা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মকদ্দমার উকিলদিগের ৬৮ টাকা ৪০০ হইতে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৮৪ টাকা, এক হাজার হইতে ১৫ হাজার পর্য্যন্ত ১১২ টাকা, ১৫ হাজারের অধিক দাবীর মকদ্দমায় উকিলদিগের ১৭৮ টাকা পর্য্যন্ত ফি পাইবেন। পাঁচ শত টাকার অনধিক দাবীর মকদ্দমায় ওকালতনামা দাখিল করিবার পর আর একজন ব্যারিষ্টার নিয়োগের অনুমতি দিতে পারেন এবং তিনিও উপরি উক্ত নিয়মে ফি পাইবেন। এটর্ণিদিগের সম্বন্ধে নিয়ম হইয়াছে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মকদ্দমায় ৩২, পাঁচ শত হইতে এক হাজার টাকার দাবীর মকদ্দমায় ৬৪, এক হাজার হইতে ১৫ শত টাকার দাবীর মকদ্দমায় ৮০ ও অনধিক টাকা দাবীর মকদ্দমায় ৯৬ টাকা ফি পাইবেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম কলিকাতা হাইকোর্টের দ্বিতীয় জজ বাবু কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইরিসিপ্লাস নামক অতি কঠিন পীড়া গ্রস্ত হইয়াছেন। ইনি যেরূপ রোগা লোক তাহাতে ইহার এই কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই যে দুঃখিত হইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীরামপুরের সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার উমেশ চন্দ্র বসুর মৃত্যু সংবাদে আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। ইনি জলরোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি অনেকগুলি সাহিত্যজনক কার্য্যের ভার বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করাতে বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। একটী ভাল লোক চলিয়া যেমন কঠিন যাওয়া তেমন [illegible] বিশেষতঃ এ দেশীয়ের সিবিল সার্জ্জন [illegible] সংকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে তাহাতে সিবিল সার্জ্জনের মৃত্যু হইলে আর [illegible] দ্বারা পূরণের আশা থাকে না।

সে ব্রাহ্মণ অমৃত সহরে বিদ্রোহোদ্দীপনার্থ বিদ্যা পদ প্রচার করিয়াছিল বিচারে তাহার এক বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। নির্ব্বুদ্ধিতার ফল।

সহরে বলেন আর্মানিতে ছেড়া কেরসা হইতে [illegible] চিঠি প্রস্তুত হইতেছে [illegible] ঐ চিঠি প্রস্তুত করিতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটি কিছু টাকা দিয়া ঐ আর্মানিতে পাঠাইয়া দিবেন। তথায় উক্ত করা হয়, পরে চুবের জলে মিক্স করিয়া আমরা ঐ আর্মানিতে ধৌত করিতে হয়। অবশেষে কল সাহায্যে এরূপ মেকড়া হইতে উত্তম চিঠি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধোপার বিষ্টার সরল রসায়নের হইলে যে বাঁচা যায়।

ডাক্তার অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগ্মিতায় পঞ্জাব বাসীরা মোহিত হইয়াছেন। পঞ্জাব ট্রিবিউন [illegible] প্রতি উপকারকারিণী মনে দৃষ্টিপাত করাতে ও অথবা তাঁহার প্রতি গালি বর্ষণ করাতে উহার এদেশীয় গ্রাহকগণ উহার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সম্পাদকের নীচপ্রকৃতির উপযুক্ত ফলই হইয়াছে।

প্রসিয়ার রাজমন্ত্রি প্রিন্স বিসমার্ক এক জন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তাঁহার পরাক্রমবলে প্রসিয়া উন্নতদশায় উপনীত হইয়াছে। সেই প্রিন্স বিসমার্কে এখন বার্দ্ধক্য-দশা উপস্থিত। তিনি আর গুরুতর রাজকার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইতেছেন না, একবারে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কঠিন বলিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে কার্য্যভার পরিত্যাগ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি প্রসিয়ার মন্ত্রিসভার সভাপতিত্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভার [illegible] উপস্থিত থাকেন। তাঁর পর তিনিও তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

চম্বার রাজা সচিত সিং হীরার লড়ুক বাইয়াছেন। তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া এক দিন বৃত্তি ভোগ করিতেছিলেন। ১৮৮২ অব্দের ফাল্গুনমাস হইতে তাঁহার সেই বৃত্তি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তিনি উহিয়া আপীলের এই অবিচার নিবন্ধন পার্লামেণ্ট মহাসভায় নালিশ করিবেন স্থির করিয়াছেন। চম্বার রাজা পুনর্ব্বার বৃত্তি পাইবার অভিপ্রায়ে যে আবেদন করিয়াছিলেন আমরা কিম্বা ইতিপূর্ব্বে তাহা শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু অতি কয়েক সপ্তাহ হইল সচিত সিং তাঁহার নিকট হইতে এই মর্ম্মের একখানি পত্র পাইয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক বৃত্তি দিয়া পুনর্ব্বার বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি দানে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি আর তাঁহার রাজ্যে আসিতে পারিবেন না। এবং তাঁহার যে সকল দেনা হইয়াছে তাহা তাঁহার মৃত্যু হইতে তাঁহাকে পরিশোধ করিতে হইবে। চম্বা রাজ্যের সহিত তাঁহার দেনার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। সচিত সিং [illegible] মন্দ নহে।

রেবিনিউ বোর্ডের সভ্য [illegible] সাহেব বর্ত্তমান বর্ষের শেষে [illegible] পরিত্যাগ করিবেন। তিনি আর [illegible]

এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রের মত গ্রহ

মাসে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইবে। তাহা আমাদিগের দেখিবার আবশ্যক হইবে। এখন দেখা যাইতেছে, সংবাদ পত্রের মতের সহিত তাঁহাদিগের যে সকল মতের ঐক্য হইবে তাহারা সেইগুলি গবর্ণমেণ্টের নিযোজিত অনুবাদকের দ্বারা অনুবাদ করিয়া আপনারা লিখিয়া পাঠান তাহা হইলে মতের আধিক্য অধিক হয়। গবর্ণমেণ্টের নিযোজিত অনুবাদকের হস্তে এতদ্দেশীয় সমস্ত সংবাদপত্রের অনুবাদের ভার ন্যস্ত আছে সুতরাং তাঁহারা সকল সংবাদপত্র হইতে প্রবন্ধ বাছিয়া তাহারা সার সংগ্রহ বাতীত বিস্তারিত অনুবাদের অবসর পান না। কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তিগণ কিয়ৎপরিমাণে এই ভার লইলে তাঁহাদিগের

ঐরূপ বিষয়ে পটুতা জন্মিবে এবং রাজনীতি সম্বন্ধে মতেরও দৃঢ়তা হইবে। আমরা এখন দেখিতে পাই কলিকাতার বাবু দুর্গাচরণ সমস্ত এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ইংরাজী সমাচারপত্রে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আবার ৺ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শিবাসী বাবু হেমচন্দ্র দত্তও এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকেরা ইহাঁদিগের উদ্যমে নিকট স্ব স্ব সংবাদপত্র প্রেরণ করিয়া ইহাঁদিগের পরস্পরের কার্য্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

সাহেবে হিন্দু দলের সহিত মুসলমানদিগের যে বিরোধ হয় স্থানীয় রাজকর্মচারী কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া তৎকালে তাহার নিবারণ চেষ্টা পাইলে হিন্দু ও মুসলমানদিগের অকারণ কতকগুলা লোক মরিত না এবং নিরপরাধী লোকের কারাগারে যাইত না। যাহা হউক এখন আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম স্থানীয় রাজকর্মচারীর কার্য্য করিবার জন্যে পার্লামেণ্ট মহাসভার অনুমতি লওয়া এ রাজ্যাধিকারের প্রথা উল্লঙ্ঘন হইয়াছে। সাহেবের দাঙ্গায় নিরু বলিয়া যে সকল নিরপরাধী লোক ধৃত হইয়াছে তাহাদিগের উদ্ধারার্থ প্রায় দশ সহস্র লোক স্বাক্ষরিত আবেদন বাহাদুরের নিকট যে আবেদন করেন তাহার কিরূপ কার্য্য হইয়াছে তিনি অধিবেশনের সময় সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত আমাদের গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে যে সকল পত্র লেখালিখি হইয়াছে তিনি তাহার নিম্নে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সভা ভঙ্গ হইলে আমরা তাঁহার নিকট যাইয়া ইহা জানিতে পারিব।

গবর্ণমেণ্টের আইনসম্পর্কে [illegible] তাহা বিলের নিকট নিম্নে [illegible]

সভা ভঙ্গ হইলে আমরা বলিলাম। যদিও তখনও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রকাশ্য রোদনের রাত্রি ১০ টা হইতে রাত্রি ১ টা পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কাটাদিগের অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট কিরূপ পাসন হয় সকলেই জানিতে পারিবেন।

সম্প্রতি কলিকাতার সুবাচোরেরা [illegible] টমটমে [illegible] প্রভৃতি স্থানে পথিকদিগকে লুণ্ঠন করিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা ইহাদের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বুধবার একজন সুবাচোর একটী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ঘটিকল থানার নিকটে এক ছড়া সিকীর দানা বিশ ২০ টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই,যে সকল স্থানে এই সকল দস্যু ভ্রমণ করে তথায় প্রায়ই পুলিসপ্রহরিদিগকে দেখা যায় না। গত বৎসর পূজার কলিকাতার কতকগুলি যুবকের মনে অপরাধ নিবারণী সভা নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিদেশীয় নিরীহ পথিকদিগকে সুবাচোরদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করাই এই সভার কার্য্য ছিল। কলিকাতার যে যে স্থানে বহুল পরিমাণে সুবাচুরী হয় সভার সভ্যগণ সেই সকল স্থলে বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দিয়া বিদেশীয় লোকদিগকে তাহার সাবধান হইয়া চলিবার উপদেশ দিতেন। সুতরাং সুবাচোরদিগের অত্যাচারের অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল, কিন্তু সাধারণে উৎসাহ সহকারে ইহার কার্য্যে যোগদান না করাতে সভাটী উঠিয়া যায়। এক্ষণে আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম উক্ত সভার কতকগুলি পুরাতন সভ্য সুবাচোরদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আবার একটী সভা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি এবার সাধারণে সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাতে যোগ দান করিবেন।

গত রবিবার দুইখানি নৌকা শ্রীরামপুর হইতে ছাড়িবার সময়ে বড়ে তুফান হয়। সৌভাগ্য বশতঃ আরোহিগণ রক্ষা পাইয়াছে।

এখন আর মধের মুলুক নাই বলিয়া লোকে ইহাকে পাসবের যে দৌরাত্ম্য প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার মূল দৌরাত্ম্য নষ্ট হইয়াছে। ওজনলোকের উপর দুই লোকের অত্যাচার যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে ও যেমনি লোকের উপর রাজকর্মচারিদিগের উপদ্রব তদ্রোধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দুই একটী ইউরোপীয়ের নূতন ধরণের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাই। পাঠক, বর্দ্ধমানের সংবাদদাতা [illegible] সাহেবের যে জঘন্যতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অন্যত্রে পাঠ করিবেন। এখনে আমরা শুনিলাম পুলিসের সেপ্টেম্বার্ড ষ্টাইলস সাহেব [illegible] কথা উল্লেখ করিয়াছি। ঐ পুলিসের

আমহর্ষ ষ্ট্রীটস্থ বাবু কীরোদচন্দ্র [illegible] উপর দিবস গীড়িত হইয়া আক্রোশের বশীভূত হইয়া প্রাইভেট সাহেবের নিকট দুটী [illegible] কীরোদ বাবুকে দেখিয়া আসিয়া উহাঁর [illegible] "হয়, আমিশীয় তোমাকে বরখাস্ত করিয়াছি" [illegible] ঘর পাশে থাকা নিবন্ধন এক আসামীর [illegible] ষ্টাইলস-এর এই ব্যবহারে কীরোদ বাবু [illegible] বলিলেন " এই পাখি পাস হইতে আমি বরখাস্ত হইব তবুও উহাকে ধন্যবাদ।" প্রাইভেট সাহেব এক অগ্নিবরবায় আঘাতে কীরোদের এই উত্তর প্রবণে বাক্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার মস্তকে মুষ্টি মারিয়া পদাঘাত করিতে করিতে বাহির হইতে হুকুম করিয়া দিলেন। কীরোদ সেই অক্ষুণ্ণ দেহে গুরুতর প্রহৃত হইয়া ডেপুটী কমিশনরের নিকট প্রাইভেট সাহেবের নামে অভিযোগ করিলেন, বিচারে সাহেবের ১৬ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। অন্যায় ক্রোধের বশীভূত হইয়া প্রাইভেট সাহেব কীরোদের যে কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে পীড়িত ও দুর্ব্বল কীরোদের যদি প্রাণ হারাইত তাহা হইলে কি হইত? লোকে নিতান্ত উপরাজের অভাবে তাঁহাদিগের নিকট গিয়া কর্ম্মস্বীকার করে, কিন্তু সংসারের চিন্তার হস্ত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবার তাঁহারা উত্তম উপায় সাধারণে যদি দেখা পাইতে পারে তাহা হইলে আক্রোশের অধিকারী ব্যক্তি অন্যায় তাঁহাদিগের নিকট কর্ম্ম করা কিরূপে পোষাইবে।

সাহেবতপত্র বলেন, মুরশিদাবাদের জঙ্গীপুর উপবিভাগের অধীন আমাড়িয়ার সন্নিকট গ্রামে জাতিতে কিনার কোম্পানীর এক নীলকুঠী আছে। খাজনা আদায় করিবার জন্য গত আশ্বিন মাসে কুঠির নিকটস্থ এক গ্রামের কয়েকজন গ্রামস্থ এক জন প্রজাকে উক্ত কুঠিতে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সে আর প্রত্যাগমন করে নাই। তাহার একজন পুত্র তদন্ত পিতার অনেক অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোন ঠিকানা করিতে না পারিয়া তাহার পিতার কাহারও একজন অন্তত সন্দেহ করিয়া পুলিসে সংবাদ দেয়। পুলিস তদন্ত করিয়া কিছু করিতে পারিলেন না। রহমতও পুলিসের তদন্তকে বলবৎ মনে না করিয়া উহার যথোচিত অনুসন্ধান প্রার্থনায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক দরখাস্ত করে; ম্যাজিষ্ট্রেট উহার তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার ভার জঙ্গীপুর উপবিভাগের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর অর্পণ করেন। কাহার এক সঙ্গে যে কুঠির লোকে খাজনার জন্য ধরিয়া লইয়া [illegible] বাহির হইয়াছিল, তৎপরে আর আসিতে দেখে নাই। দুই জন লোক যারা বলবৎ উহা সপ্রমাণ করিয়াছে।

বঙ্গদেশের কোন্ কোন্ জেলায় নিম্নলিখিত দ্রব্য টাকায় কত সেরে বিক্রীত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

জেলা	ভাল গম	ভাল চাউল	মধ্যম চাউল	মন্দ গম	[illegible]	অর্হর
	সের ছটাক	সের ছটাক	সের ছটাক	সের ছটাক	সের ছটাক	সের ছটাক
বর্দ্ধমান	১৫—১২	১৩—৮	১৭—৪	১৮—১২	১২—৪	১৩—০
বাঁকুড়া	১৬— ৮	১৫—৮	১৮—০	১৮— ৪	৩২০—০	১২—১২
বীরভূম	১৬—৮	১২—১২	১৫—০	১৯—৮	১৬০—০	১২—৯
মেদিনীপুর	১২—০	১৪—০	৮—০	১৬—০	১৫০—০	১২—১২
হুগলী	১৮—০	৮—০	১৮— ০	১৯—০	১২০—০	১৩—৯
হাবড়া	১৪—৮	১১—৮	১৮—৪	১৮—৮	৮০—০	১৩—০
কলিকাতা	১৬—০	৮ ০	১৩—৮	১৮—১০	১০০—০	১৩—০
২৪ পরগণা	১৬—৪	৮ —০	১৩—৪	১৭—১২	১০০—০	১২—১৩
নদীয়া	১৬—১২	১২—৪	১৩— ৫	২১—৪	০	১১—১০
খুলনা	০	১২—০	১৫—০	১৫—০	২৮০—০	১৫—৮
যশোহর	১৬—০	১৩ —০	১৮— ০	২৪—০	১২০—০	১০—১২
মুর্শিদাবাদ	১১—৮	১২—০	১ — ০	২৩—৮	১১০—০	১০—৯
দিনাজপুর	১৩—৮	১৫— ০	১১—১	১৬—০	১৪০—০	১২—০
রাজসাহী	২০—৫	১০—০	১৩— ২	২৩—৮	২৪০—০	১২—৬
রঙ্গপুর	১৬—০	১ —০	১৩—১৪	১৩—৫	১১০—০	১১—১৪
বগুড়া	১২—১২	৯—১০	৫— ০	২২—৮	৯০—০	১২—০
পাবনা	২৪—০	৮—৫	১৭—০	২৪—০	২০০—০	১২—৬
দার্জ্জিলিং	৮— ০	৫—০	১১—০	১০—০	১২৮—০	৮—০
জলপাইগুঁড়ি	১১—০	১১—০	১৩— ০	১৬—০	১২৮—০	১২—১৪
ঢাকা	১৭—০	১০ —৮	১৫ ১	১৮—০	৯০—০	১২—৮
ফরিদপুর	২০—০	৯ — ১	১৪ -	১৭—০	১২০—০	১২—০
বাখরগঞ্জ	০	১২—০	— ১	১৭—০	১২০—০	১৩—৬
ময়মনসিংহ	১৪—০	১২—০	১৬ - ০	১৬—০	০	১২—১২
চট্টগ্রাম	১৩—০	১৭—০	৯ —	১৪—০	১২০—০	১০—০
নওয়াখালী	০	১৩ —০	— —	১২—০	০	১০—০
ত্রিপুরা	১৬—০	১৩—৪	৭— ১	১৫—০	০	১২—০
চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ	০	১১ —৬	১০— ৫	০	৩২০—০	৮—০
ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশ	১২—০	১৪—০	১০—০	১৬—৫	০	১১—০
পাটনা	২১—০	১১—০	১৩	২১—০	১০০—০	১০—০
গয়া	১৫—৮	১০ ৮	১০— ০	২০—০	১৮০—০	১১—০
সাহাবাদ	১৮—০	৯—০	১৪—০	২৬ —০	১৪০—০	১২—০
দারভাঙ্গা	১৫—৮	৯—৫	১৩ - ১০	২১—৩	১৭৬—০	১৩—০
মজঃফরপুর	১৭—০	৯ - ০	১৩—১	২১—০	১৪০—০	১১—০
সারণ	১৮—৮	৮—০	১১ —০	২২— ০	১৬০—০	১১—০
চম্পারণ	১৫—৮	১০—০	১১ ০	১৯—০	১৬০—০	১১—৮
মুঙ্গের	১৭—১৩	১১— ৯	১২—৯	২৩—১	১১৬—০	১১—১
ভাগলপুর	১৭—১৮	১০—৮	১৩—১৪	২১—৭	১৪১—৮	১২—১০
পূর্ণিয়া	১৮—০	১৩—০	১৬—০	২০—০	১৬০—০	১০—৮
মালদহ	২০—০	১০—০	১৩—৮	২৩—০	১৬০—০	১১—০
সাঁওতাল পরগণা	১৫—৮	১১ —৮	১৫ —০	১৮—০	২০০—০	৯—০
কটক	১৪—১২	১৩—১	১৮—৬	২২—৫	৮০—০	১৪—০
পুরী	১৩—১২	১৫—১২	২৩—১০	২২—৫	৮০—০	৬—০
বালেশ্বর	১৬—০	১৩—০	২১—০	১৪—০	১২০—০	৯—০
ভাগলবাঘ	১৪—০	১০—০	১৪—০	১৭—০	৩২০—০	৮—০
লোহারডগা	১৪—০	১৪—০	১৫—০	১৩—০	১৬০—০	৮—০
সিংহভূম	১৮—০	২০—০	২৪—০	১৫—০	১৬০—০	১১—১১
শ্যামভূম	১৩—০	১৬—০	২১—০	১৭—০	২৪—০	১০—১০

রাজধানী নিবাসী সেজর ফিন সাহেবের পুত্র বন্দুক ছুড়িতে ছুড়িতে নিজ অঙ্গুলীকেই গুলি করিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপে যদি ঘরে ঘরে ভাগ্য করিতে লিখেন তাহা হইলে আর এদেশীয় লোকের প্রাণ যায় না। কিন্তু এরূপ অসাবধানতার কি কোন দণ্ড নাই?

ইণ্ডিয়ামেণ্টের অনারেবল সভ্য মেজর বেট সাহেব অদ্য ষ্টেটে ভারতবর্ষের অণ্ডার সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করেন, ১৭৫৮ অব্দ (যে অব্দে ভারতবর্ষ মহারাণীর সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়) হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কলিকাতা হইতে শিমলা যাওয়া আসায় কত টাকা খরচ পড়িয়াছে। ফল এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে অপারগ হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট উহা জানিয়া বলিবেন বলিয়াছেন।

এ দেশীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থীর বয়ঃবৃদ্ধির বিষয়ে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিবার জন্য বারাণসীস্থ লোকেরা একটী বৃহৎ সভা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য একটী কমিটী নিয়োজিত হইয়াছে।

কুকুর ও শৃগালাদির দংশনে জলাতঙ্ক রোগ উপস্থিত হইলে প্রায় তাহার চিকিৎসা হয় না। উহার উৎকৃষ্ট কোন ঔষধও নাই। সম্প্রতি এম, পাষ্টার নামক এক ফরাসী রাসায়নিক এতদ্দেশে এক প্রকার বীজে টীকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গোবীজে টীকা দিলে যেমন বসন্ত রোগ হয় না সেইরূপ এই টীকা দিলে কুক্কুরাদির দংশনে জলাতঙ্ক রোগ হইতে পারিবে না।

কলিকাতা বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারীর ১৮৮৩ অব্দের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই অব্দে ১৪৬৪ খানি জাহাজ ও ৩০০ খানি কাঁচা জাহাজ কলিকাতা বন্দরে আসিয়াছিল। উহার পূর্ব্ব বর্ষে ১৩৮৭ খানি জাহাজ ও ২৩৫ খানি কাঁচা জাহাজ আইসে। ১৮৮৩ অব্দে এই সকল জাহাজে ২১০০৫ জন নাবিক প্রভৃতি আইসে। ১৮৮২ অব্দে ১৯৭৬৪ জন নাবিক প্রভৃতি আসিয়াছিল। ডাক্তার সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ষ্টেট ইউরোপীয় নাবিকদিগের সৈন্যদিগের যে সময়ে হাজারে দশ জন মরে সে সময়ে ইউরোপীয় নাবিক জাহাজে ৩৫ হইতে ৫০ জন মরিয়া থাকে। তিনি নাবিকদিগের সৈন্যদিগের অপেক্ষা [illegible] ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আলোচিত বর্ষে এতদ্দেশীয় ৪৮৮০ নাবিক বিভিন্ন পথে গমন করিয়াছিল। তন্মধ্যে ১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] এতদ্দেশীয় নাবিকেরা সচরাচর জাহাজের [illegible] ই

নিজেই বাহির হইয়া কিছু আনার পাইবার সম্ভাবনা উঠাইয়া লইত। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাই ঐ অবস্থার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। কমিটি প্রমাণ দ্বারা উহাই স্থির করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সমস্তই তুলিয়া লইয়াছি। তাহারা বলেন যে কর্ণ পরীক্ষার জেলখানা আফিসের নিকটই লইয়া যাওয়াই যে আমাইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা হইতে যে সকল কুলী অব্যাহতি পায়, তাহাদিগের মধ্যে কাহারও আবার কর্ণ লইয়া এক প্রকার চর্ম্ম রোগ হইয়াছিল। কিন্তু লেবুর রস ব্যবহার করাতে তাহার উপশম হইয়াছিল। এই বর্ষে জেলা হইতে ৫৮৪ জন মুসলমান তীর্থযাত্রী কলিকাতায় উপনীত হয়। ইহাদিগের মধ্যে জাহাজে ৩ জনের বসন্ত হইয়াছিল। ইহাদিগকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিয়া তাহার রোগ করাইয়া দেওয়া হয়।

১৮৮২। ৮৩ অব্দে যত লোক বন্দরে পীড়িত হইয়া আসিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম। যথা—

	১৮৮৩ অব্দ		১৮৮২ অব্দ	
	চিকিৎসাধীন প্রবেশ	মৃত্যু।		
ওলাউঠা	৬৫	৩৭	৬৪	৪১
উদরাময়	১৬৪	৩	১৪৩	২
রক্তামাশয়	২০	৪	১৪৩	৮
মশক	৩০০	০	৮	৬
ম্যালিগিয়া	৬৭০	৪	২৫১	৫
সামান্যজ্বর	১১৪	০	১৮৬	০
কুর্চ্চি	৫	০	২৮	০
বসন্ত	৫	০	০	০
সন্নিপাতী	৪	০	৫	৩
অন্যান্য পীড়া	১১৬৯	৩৩	১৪২৬	২৯
	১৯৪৮	৮১	২৩৫৯	৯৪

এ দেশের যে কোন রমণী সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস পাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন এবং যাঁহার প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ হইবে, কৃষ্ণনগরের জেলা আদালতের জজ বাবু ব্রজমোহন দত্ত রায় বাহাদুর তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিবেন। ১১ ই জুন হইতে ৩ মাসের মধ্যে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টারের আপীসে পৌঁছিয়া দিতে হইবে। প্রবন্ধ সম্পাদকের মতে এই প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট করিতে হইবে, যাহাতে উপরি-উক্ত সংস্কৃত প্রবন্ধ পুরস্কার লাভের জন্য প্রবন্ধ এই অঙ্ক বিভিন্ন দিতে হইবে। অতদ্ব্যতীত তিনি প্রবন্ধ লিখিবেন, তাঁহার স্বামীকে অথবা তাঁহার পিতা কিম্বা কন্যাপক্ষ কর্ত্তৃক এইরূপ এতদর্থে সত্যপাঠ লিখিয়া দিতে হইবে যে, প্রবন্ধলেখিকা তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে স্বামীর বা পরলোক গতের আত্মীয় কিম্বা হইতে কোন প্রকার সাহায্য লইয়া প্রবন্ধ লিখেন নাই।

প্রশ্ন

বাইবেল-আদি পুস্তক।

তৃতীয় অধ্যায়।

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রাণিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সর্প বল কিনা যে ঐ নারীকে কহিল, ঈশ্বর কি বাস্তবিক কহিয়াছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না? (২) তাহাতে নারী সর্পকে কহিল, আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষসকলের ফল খাইতে পারি! (৩) কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে, তাহার ফলবিষয়ে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না এবং স্পর্শও করিও না, করিলে মরিবা। (৪) তখন সর্প নারীকে কহিল, তোমরা মরিবা না। (৫) কিন্তু ঈশ্বর জানেন, যেদিনে তোমরা তাহা খাইবা, সেই দিনে তোমাদের চক্ষু প্রসন্ন হইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবা। (৬) তখন নারী ঐ বৃক্ষকে সুখাদ্যের উৎপাদক ও নয়নের লোভজনক ও কৌশল প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় দেখিয়া তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল এবং আপনার সঙ্গ নিজ স্বামীকে দিলে সেও ভোজন করিল। (৭) তাহাতে তাহাদের ঈশ্বরের চক্ষু প্রসন্ন হইলে তাহারা আপনাদের উলঙ্গতার বোধ পাইয়া ডুমুর বৃক্ষের পত্র সেলাইয়া কটিবস্ত্র করিল।

(৮) পরে তাহারা দিবাবসানে উদ্যানে পরনসঞ্চারী, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইল, তাহাতে আদম ও তাহার স্ত্রী সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইল। (৯) তখন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? (১০) সে কহিল আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া উলঙ্গতাপযুক্ত ভয় করিয়া আপনাকে লুকাইলাম। (১১) তিনি কহিলেন, তুমি উলঙ্গ আছ, ইহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? (১২) তাহাতে আদম কহিল, তুমি যে স্ত্রীকে আমার সঙ্গিনী করিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিল, তাহাতে খাইলাম। (১৩) তখন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, এ কি করিলা? নারী কহিল, সর্প আমাকে ভুলাইল, তাহাতে খাইলাম।

(১৪) পরে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম্ম করিলায়, এই জন্যে গ্রাম্য ও বন্য পশুদিগের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত হইলা। তুমি বুকে যাইয়া এবং যাবজ্জীবন ধূলী-ভোজন করিবা। (১৫) আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশেতে ও তাহার বংশেতে পরস্পর বৈরভাব উৎপন্ন করিব, তাহাতে সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবা।

প্রশ্ন।

১। সর্প কাহাকে ভুলাইল, হবা আদম আদমকে ভুলাইল? ইহাতে এই প্রমাণ হইতেছে, ঈশ্বর আদি নর ও নারীকে ভিন্নাকার ও ভিন্নপ্রকৃতির করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কিন্তু ভিন্ন না হইলে হবা সর্পের কথায়, আদম আদম হবার কথায় ভুলিবেন কেন? তাঁহাদের আকার ভিন্ন হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, ঈশ্বর আধ্যাত্মিকভাবে মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এই যে কথা বলা হয়, তাহার প্রতি দুরপনেয় বৈষম্যদোষ ঘটিল। আধ্যাত্মিক ভাবে হৃদয় দৌর্ব্বল্য, চঞ্চলতা, লঘুতা প্রভৃতি কোন দোষেরই সম্পর্ক ঘটিবার কথা নয়। কিন্তু সর্প আদম ও হবার অধঃপাতে যাইবার পূর্ব্বে হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রমাণ করিয়া দিতেছে। কেমন পাঠক! মানুষ যে ঈশ্বরের আধ্যাত্মিকভাবে সৃষ্ট নয়, ইহা কি সপ্রমাণ হইল না?

২। মানুষ যে এখন ক্রমপরিবর্ত্তনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া লজ্জা ভয় হইতে বেড়াইতেছেন, সে কেবল সর্পের কল্যাণে। সর্প না থাকিলে মানুষ চিরকাল বিবস্ত্র অবস্থায় রহিয়া যাইত। তাহার সদসৎ জ্ঞান শিক্ষা হইত না, সে কাপড় পরিতে শিখিত না। এখন জিজ্ঞাসা এই, মানুষকে চির-অবস্থায় রাখা কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল? আর একটী প্রশ্ন এই, আদিও যে সকল জাতি বিবসন করিয়া আছে, তাহারা কি আদমের সন্তান নয়? তাহারা আদমের সন্তান হইলে সর্পের প্রসাদে তাহাদের সদসৎ জ্ঞান জন্মিয়া তাহারা যে উলঙ্গ আছে, তাহাদের নিঃসন্দেহ সে বোধ জন্মিত, তাহারা কাপড় পরিত সন্দেহ নাই।

৩। সর্প ও শয়তান কি এক পদার্থ? প্রথম সৃষ্টিকালে তাহাদের আকার কিরূপ ছিল? বাইবেলের কোন্ স্থানে সে আকারটীর বিবরণ লিখিত আছে? আমাদের খোঁড়া ভাইটী তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন। আমাদের অন্যায় ব্যাখ্যা গ্রাহ্য করিবার অভিলাষ নাই। সে দিন বিচারমুখে একজন বলিলেন, শয়তান স্বর্গীয় দূত, প্রথমে পবিত্রতাময় ছিল, পরে তাহার পবিত্রতার অভাব হইয়া সে শয়তান হয়। শয়তান কি অভাব

পদার্থ ? অন্যায় পদার্থ কি হবাকে প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াছিল ? এক্ষণে আমরা যে বৃক্ষটী সর্প দেখিতে পাই, তাহা ঈশ্বরের অভিশাপের পর। বৃক্ষা যাইতেছে, অভিশাপের পূর্ব্বে তাহার অন্য প্রকার আকার ছিল।

৪। ঈশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি হবাকে ভুলাইবাছ, অতএব গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত হইবা। এখন জিজ্ঞাস্য এই, সর্প কি পশুমধ্যে পরিগণিত ? সর্প যেন অপরাধী, সে শাপগ্রস্ত হউক, অন্য অন্য পশুগণের শাপগ্রস্ত হইবার কারণ কি ?

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর রেব আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০ ১১ ই জুন। বাবু অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি.এল.কে অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেটের সব ডেপুটী কালেক্টার করা গেল।

সাহাবাদের অন্তর্গত বক্সারের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডব্লিউ. এল. জেন্‌কিন্স ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত তমোলকের সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মুহম্মদ আলী আইজর ও শুক্তার সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আবদুল হক এবং চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরিপদ ঘোষ ৩য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বক্তারের সব ডেপুটী কালেক্টার জে. সি. লইড ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সারণের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু মৌলবিলাল ছাপরার অন্তর্গত পাটনা বাবাইট রেলওয়ের জন্য ভূমী সংগ্রহার্থ কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে সারণের কালেক্টার হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল গফুর মেদিনীপুরের সব রেজিষ্টর বদলী হইলেন।

রেজিষ্ট্রেশনের প্রতিনিধি ইন্সপেক্টার জেনারল এচ. এফ. হ্যাডলে রাজসাহীর ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

বাবু পদ্মনারায়ণ রায় বরিষার সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন এবং ১৬ ই এপ্রেল যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে ঐ স্থানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

ময়মনসিংহের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. ই. মেরিট ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

জলপাইগুড়ির প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর কাপ্তেন লাম্বের ১ম শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনর হইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] পূর্ণিয়ার সব জেলে বদলী হইলেন।

সাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অম্বিকা অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ সাসিরাম উপখণ্ডের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

বর্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু [illegible] মুন্সেফ হইলেন।

বাসন্তাপুর অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার আডিশনাল মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ও সাদল কৌজদারী অধিকারের ২৯৯ ধারানুসারে সরাসরি বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকার আডিশনাল জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কৌজদারী কার্য্যবিধির ১৭৭ ১৭৮ ও ১৭৯ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু জগৎচন্দ্র [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] বাবু শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বাবু [illegible] ও বাবু নীলগোপাল চট্টোপাধ্যায় ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটরূপে, বাবু [illegible] চক্রবর্ত্তী ও বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় ৩য় শ্রেণীর [illegible] ও বাবু কেদারনাথ দত্ত ৪র্থ শ্রেণীর [illegible] পদে ক্ষমতাপন্ন হইলেন।

[illegible] বর্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু চন্দ্রশেখরপ্রসাদ [illegible] রাজপুরঘাটের মুন্সেফ বাবু প্রসন্নকুমার [illegible] শ্রেণীর [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible]। চট্টগ্রামের অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] ২য় শ্রেণীর মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

পুরীর মুন্সেফ রায় কালীকৃষ্ণ চৌধুরী ও বক্তারের মুন্সেফ বাবু [illegible] ৩য় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন। [illegible] ৩য় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং ঢাকার অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র বসু ও [illegible] অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ বাবু গোপালকৃষ্ণ [illegible] ৪র্থ শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

নদীয়ার স্কুলসমূহের সব ইন্সপেক্টার বাবু [illegible] বেঙ্গল সি. এ. ২৪ [illegible] পদে বদলী হইলেন।

চট্টগ্রামের স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টার বাবু উমেশচন্দ্র [illegible] পদে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকার স্কুলসমূহের সব ইন্সপেক্টার বাবু [illegible] ঢাকাবর্ত্তী ট্রেণিংএর স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টর হইলেন।

কলিকাতার স্কুলসমূহের সব ইন্সপেক্টার বাবু [illegible] [illegible] করে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

নারায়ণপুর—বঙ্গবাসী [illegible]

[illegible] ৪ঠা [illegible] এতদঞ্চলে চৌর্য্য, ডাকাইতি, [illegible] হত্যা প্রভৃতির কথা আমরা শুনিতে [illegible] যাইতেছে। সে দিন মাজিনার [illegible] সময়ে দুই জন মুসলমান [illegible] করিয়া তাহাদের বস্ত্রাদি [illegible] লইবার জন্য কয়েকজন মহা[illegible] করিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে একজন [illegible] পাল্কী লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় দস্যুরা পলায়ন করে। এই [illegible] দস্যুরা এখানকার নিত্য ঘটনা হইলেও [illegible] নহে। গ্রীষ্মের উত্তাপে পুলিষবর্গদ্বারা কি নিবারিত ? এত মোটা বেতন দিয়া এরূপ অকর্ম্মণ্য লোকদিগকে পোষা অপেক্ষা এই গরমের সময়ে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে পুণ্য আছে।

২। বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট কক্সহেড সাহেব "চক্ষুউঠিছি" রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। সে দিন একজন পেয়াদা ও একজন সহিস সাহেবকে ধরিয়া প্রহার করিয়াছিলেন। আমার সম্প্রতি একজন পুলিষ সব ইনস্পেক্টারকে চপেটাঘাত করিয়াছেন। জজের নিকট মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে কথা শুনা যাইতেছে, তরসা করি সাহেব বিচার হইবে।

৩। কয়েক দিন হইতে এখানে সমাজনীতি ও রাজনীতির বিষম আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক আসিয়াছিলেন, এক্ষণে রায়না গ্রামের বাবু রাজেন্দ্র নাথ বসু আগমন করিয়া সমাজনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা করিতেছেন। ইনি প্রচারকবেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া নানা বিষয়ক বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা ও বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিবার ভার লইয়াছেন। আমাদের গ্রামে পরশ্ব দিবস প্রায় সহস্র লোকের সমক্ষে "শত বর্ষ পরে ভারতের অবস্থা কি হইয়া দাঁড়াইবে" এই বিষয়ে অতি হৃদয়গ্রাহিণী এবং সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আগামী কল্য ইনি "হিন্দুধর্ম্মের সারবত্তা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। বস্তুতঃ যাহা ভাল করিয়া এরূপ কহা স্বীকার পূর্ব্বক যিনি এরূপ সহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। ইহাঁর বাগ্মিতা ও বেশবিন্যাসিতার বিশেষ প্রশংসা করা যায়।

৪। এখানে প্রজার স্বাস্থ্যের অবস্থা মন্দ নহে। ওলাউঠের ভয় বাড়িয়াছিল, এখন নরম হইয়াছে। সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় কৃষকেরা আশ্বাস পাইয়াছে। [illegible] প্রণালী এখানে প্রবর্ত্তিত হয় নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই জন্য মফস্বলে গিয়াছেন। এই মহাপ্রভু থাকিতে এখানে আত্মশাসনবিধি প্রচলিত হওয়া কঠিন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রন্থকার এখানে কমিশন সেলে পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।৵ আনা; ৵ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

অদ্ভুতকৃত্ত ঔষধ।

এখনই ব্যবহার করিয়া দেখুন!!!

ইহা বেশীর ভাগ উদ্ভিজ্জ ঘটিত কিছুই নয়। ইহাতে রক্তামাশয়, সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, যকৃৎ-রোগ, অজীর্ণ ও অম্লপিত্তঘটিত পেটের পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৬ পুরিয়া এক টাকা প্যাকিং ৵০। অর্শরোগের অব্যর্থ ঔষধ। ৭ দিবসে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য দুই টাকা প্যাকিং ।০। আরোগ্য না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অন্যান্য-সাধী ব্যবস্থা দেওয়া যায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ত্রিটিশ চন্দননগর বুড়া শিব তলা

প্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ।

তার প্রকাশের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক মাশুল সহ মূল্য ১৸৵০। এই গ্রন্থের ১ ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে এদেশের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রসমূহের সম্পাদকেরা মুক্তকণ্ঠে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তক কেবল ৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীহরগোচরণ রায়—ম্যানেজার।

চন্দ্রচূড় রস।

অগৌচন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
সাধয়েদ্রোগমুদ্ভূতেন ন ক্ষোভয়তি তং বিনা॥

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতুদৌর্ব্বল্য আশুফলপ্রদ আরোগ্য হইতেছে। ২১ দিনের মূল্য ৫ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ।

অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় তাহাদিগের ২১ দিনের ঔষধের মূল্য ৩ টাকা।

শ্রীশশিভূষণ সেন কবিরাজ।
কাশী, কার্ত্তিকিয়ার ব্রহ্মবাড়ী।

(ডাক্তার ঘোষকৃত।)

গোদ, জলদোষ ও ধবলরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু-শোষক—ইহাতে গোদ ও জলদোষ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং স্থানে স্থানে চর্ম্ম অসাড় হইলে এ ঔষধে তাদৃশ ফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২।০।

শীতাঞ্জন—ইহাতে ধবলরোগ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ উপযুক্তরূপে না সেবিত হইলে ইহাতে ফল দর্শে না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক প্যাকেট ২।০।

এই দুটী ঔষধে পারা ঘটিত প্রভৃতি কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা ৫৬ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার ঘোষের বিশ্বস্তীয় চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

"কনক-নলিনী" এবং "সরোজ-বাসিনী।"

(মনোরম উপন্যাস)

এই মনোরম উপন্যাসদ্বয় স্ত্রীজাতিকে সতীত্ব ও পতিভক্তি শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিনী; সোমপ্রকাশ ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে কার্ত্তিক লাহেরীতে শ্রীনেবাবার পঞ্চানন নাথের দোকানে ও কলিকাতা শ্যামবাজার স্কুলে পাওয়া যায়। মূল্য প্রত্যেকের এক এক টাকা।

সটীক সানুবাদ মনুসংহিতা।

কুলুকভট্ট কৃত টীকা ও সংস্কৃত কালেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক ৺ ওরুচরণ শিরোমণি কৃত বঙ্গানুবাদ সম্বলিত খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড রয়েল ৮ পেজী ৬ ফর্ম্মা, উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা, মূল্য চারি আনা। ১৬ খণ্ডে পুস্তক সম্পূর্ণ হইবে। অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা। মফস্বলে আট আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

নূতন লাইব্রেরী
১১৮ নং চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

উপেন্দ্র-লাল বসু
প্রকাশক।

দামোদর বাবুর উপন্যাস-গ্রন্থচতুষ্টয়।

সুবিখ্যাত উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই চারিখানি অদ্ভুতকৃত্ত নূতন

উপন্যাস	আদ্য মূল্য
(১) প্রতাপসিংহ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	১৷৷০
(২) দুইভগ্নী (সামাজিক উপন্যাস)	১
(৩) কমল-কুমারী (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	১৷৷০
(৪) মা ও বেটে (সামাজিক উপন্যাস)	১৷০

১ লা চৈত্র হইতে আগামী ৩১ এ আষাঢ় পর্য্যন্ত ডাকমাশুল সমেত ২৷৷০ টাকায় বিক্রীত হইবে; লোক দ্বারা লইলে ২৷০ মাত্র। সেট ভাঙ্গিয়া দিতে হইলে প্রত্যেক পুস্তকের অর্দ্ধ মূল্য ও ডাকে পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে প্রতি পুস্তকে এক আনা করিয়া স্বতন্ত্র ডাকমাশুল দিতে হইবে।

গ্রাহকেরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় নিকট স্ব স্ব নাম ধামাদি সহিত মূল্য

পাঠাইলে উপন্যাসগুলি পাইতে পারিবেন। ষ্টাম্প পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় ৵০ বাট্টা লাগিবে।

১৬৮ নং বারাণসী ঘোষের } শ্রীজেন্দ্রনাথ হালদার
ষ্ট্রীট কলিকাতা। } সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়

আয়ুর্ব্বেদীয় ভাবপ্রকাশের অনুবাদক।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত।

কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ভুক্ত ঔষধালয়।

কলিকাতা, ১১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বহুবাজার।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীর দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের কৃষ্ণতা, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, পুংস্বত্বের হ্রাস, পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও গাঁর মাপে" স্বাভাবিক হয়।

৬ সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আপনার বহুমূত্র ও মধুমেহের ঔষধ ৬ সপ্তাহ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। বোধ করি আপনার উপদেশমত ঔষধ তাবৎ নিয়ম রক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে অধিক উপকার হইত। প্রথমতঃ প্রত্যহ দুই বেলা মোদক ব্যবহার করিতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে এক একবার ব্যবহার করিয়াছি ও কোন দিবস একবা করি নাই। বটীকা অতি অল্প ব্যবহার করিয়াছি। ২৭ এ বৈশাখ সন ১২৯১ সাল।

বশম্বদ শ্রীকেশবচন্দ্র আচার্য্য জমিদার ময়মনসিংহ।

সচিত্র নূতন পুস্তক।

যিনি বিশুদ্ধ-প্রণয়ের হৃদয়-
বিনাশক ছবি দেখিতে চাহেন তিনি এই
পুস্তক শীঘ্র গ্রহণ করুন।

রাজলক্ষ্মী—অদর্শন।

(পাঁচ খানি অত্যুৎকৃষ্ট জীবন [illegible] সহিত।)

মূল্য ১৷৷০ এক আনা মাত্র ডাক মাশুল লাগিবে না।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

"রাজলক্ষ্মী-অদর্শন—পুস্তকখানি আমরা [illegible]

[illegible] পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী [illegible] প্রণয়ের এমন উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার মনের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে পাষাণহৃদয় পাঠকের হৃদয়ের তারও প্রতিবিম্ব পড়িবেই পড়িবে। রোগ দুঃখ শোক এবং একাধী শব্দের লইয়া যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া যদিও আমরা উহার মর্ম্ম [illegible] পারি নাই, তথাচ অল্প সহজে করিতে পারি নাই।" আলোক ৭ই বৈশাখ সং ৯১।

Pujakkar Adarshan is an anonymous production of evidently a young gentleman who has suffered a bitter domestic mishap in having lost a beloved wife from the effects of a difficult labour. It would seem the unknown author has made his debut in this book before us, and we must say he has done it creditably well. We observe in it distinct [illegible] a promising genius akin to Poet Beattie's [illegible] those who have read Babu Chunder Sikdar's Vairagya Prayag a work of some repute in the world of letters will not fail to find in the book before us a decided improvement in writing poetry. Indian Empire of 20th April.

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।
কলিকাতা—২৩ নং বহুবাজার।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী।

৩ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে সকলপ্রকার ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তকাদি এবং নানাপ্রকার নাটক ও উপন্যাস সুলভমূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে:—

[illegible] ৸৹, স্নেহলতা প্রথমভাগ ৸৹, Durgesh Nandini or The Chieftain Daughter ১৲, দেবী চৌধুরাণী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত) ১৲, এডিসন বোকা পাকা ভাষান্তর ৵৫, হাসির গল্প ৵৹ বঙ্গ মহিলা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৵০, বেথিয়া বালিকা ৵৹, প্রেমলতা ১৲, পাষাণী ১৲, বিবাহের পত্র ১৲, পঁচ পাগলার ঘর (প্রহসন) ৷৵০, নীলাম্বিকা ৵৹, আদর্শ লিপি ৵৹, স্বপ্নলতা ১৵০, অঙ্গুরীয় ৷৹, ঈশপ উপদেশ ১৲, কবিতা কল্পলতা ৷৹, যুক্তি এবং সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ ১৵০, খিষ্টীয়ধর্ম্মের রাজপথ ৵৲, ভাল বাসা ৵৹, প্রকৃতিবাদ অভিধান ৫, সরল অভিধান ৷৹, সীতার বনবাসমিয়তি ৷৵০, রাজপুত কুসুম ৵৹, বাঙ্গালা সোধিক আরম্ভ [illegible], Half hour with Nature ৷৹, Ancient world ১৷৹, Modern world ২৷৹, Speeches of Lord Ripon ১৲, A calender, (For ascertaining any day of the week for any given time within the present century ৷৹, Students guide ৷৹ [illegible]

সোমপ্রকাশ।

বুধবার ৩রা আষাঢ় ১২৯৯।

ডাক ৵০, বালাসর ২৷ ৵০, মফস্বলীয় বার্ষিক ১৲, রাজধানীর অগ্রিম ১৷০। Model questions with answer on the companion reader By H. C. Sur, B A, B L. Price 1—8. Postage 1 Anna

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

বাবু অম্বিকা দাস	—রঙ্গপুর	১৷৷০
" তারকনাথ আধ্যাত্মিক	—কলিকাতা	১০
" শ্যামাচরণ সিংহ মোক্তার	—বালেশ্বর	৭
" অক্ষয়নারায়ণ কুণ্ডু	—বহরাতার	৲
" যদুবংশীবিলাস সিংহ	—রামপুর	৭
" শ্রীনাথ অধিকারী	—করিমপুর	
" হরিদাস বিশ্বাস	—আগরপোতা	

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, চিঠি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আনার অধিক মূল্যের টিকট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ছ আনা হারে পরে ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চারফিপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি বুধবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সাম্যপ্রকাশ

২৮ শ ভাগ। ১। "সমস্তস্য" মঙ্গলাকরস্য বাচিকঃ সংযুতা অভিব্যক্তয়ো ন ভীষণা।" ৩২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৯১ সাল। ১৬ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮৪। ২৩ এ জুন। | অগ্রিম বাদালির এঃ, অন্যান্য দেশে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

বিনা মূল্যে বিতরণ। বিনা মূল্যে বিতরণ!!
বিনা মূল্যে বিতরণ!!!
ডাক্তার শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত
সরল চিকিৎসা।

পল্লীগ্রামবাসিদিগের বিশেষ আবশ্যক। জ্বর-সাধন ও ডাসাই ঘরচ সর্ব্বসমেত ৵১০ কেবল ডাক পাঠাইলে পাইবেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ
সুরমন ডিস্পেন্সারি, ভবানীপুর কলিকাতা।

আর্য্যধর্ম্মসার।

শ্রীবিশ্বনাথ সেন গুপ্ত প্রণীত।

এই গ্রন্থখানি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদির প্রমাণ সহ বিশুদ্ধ বঙ্গ ভাষায় রচিত হইয়াছে। ইহাতে সৃষ্টি প্রকরণ, জাতিভেদ, ভূমণ্ডল, মনুষ্য বর্ণের মূল মূল বিবরণ বেদের নিত্যতা, আর্য্যদিগের কারণ, গুরু সম্মানে দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, ক্রিয়ার বিশেষ বিবরণ, ষটচক্রের ভাষা, ঈশ্বরনিরূপণ, জপ ও পুরশ্চরণ, বিধি, দেবতত্ত্ব, জ্ঞান উৎপত্তি হওয়ার প্রকার বিবরণ, জ্ঞানকাণ্ড, তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তিনির্ণয়, চতুর্বিধ মুক্তি, জীবন্মুক্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহে বিভূষিত আছে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিদিগের এই গ্রন্থখানি বেদ বিশেষ উপকার। সাধারণ উপাসনা দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা যে কিরূপে হইতে পারে তাহা এই গ্রন্থ পাঠে চমৎকার সহিত পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে। মূল্য ১ এক টাকা। অগ্রিম গ্রাহকদিগের জন্য—মাশুল স্যালিয়া ৵।

এখানে প্রবন্ধ অর্থাৎ সঙ্গীতময় রামপ্রসাদী সঙ্গীত আছে (৩য় সংস্করণ) মূল্য আপাতঃ ধার্য্য ১ এক টাকা। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

I

যাবতীয় খেঁদারোগ অব্যর্থ মহৌষধ।

যেসকল স্ত্রীলোকদিগের বারং শিশুসন্তানের পূর্ব্বে বা পরে অতিশয় পেট বেদনা ও বিশু বমে, যন্ত্রণাদোষ, পেট-ফাঁপর, রক্ত প্রদর অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হোয়াইটস ও অন্যান্য গোপনীয় পীড়া ইত্যাদি দ্বারা সকল বিনষ্ট করিয়া গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত হয় তবে, সাত দিবসের অধিক সেবন করিতে হয় না। বন্ধ্যা স্ত্রীসম্ভবের সময় ঔষধ সেবন করিতে হয়, তাহারা সপ্তাহ পূর্ব্বে পত্র লিখিতে বিশেষ অনুরোধ, এক কৌটার মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

রতি-বিলাস তৈল।

অতি সুগন্ধযুক্ত গোলাপী তিল তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে বায়ুরোগ, শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, মাথাধরা ও অনিদ্রা দূর হয়। মস্তিষ্ক শীতল, চুল ঘন, কোমল, মোলা শক্ত ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে, গায়ে মাখিলে চুলকনা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ জন্মে না। অধিকন্তু সৌরভে মন মোহিত হয়। স্নান করিলেও সৌরভ নষ্ট হয় না। মূল্য ৪ ঔন্স শিশি ৵০, ৮ ঔন্স ১৵০ বেঙ্গ পোয়া বোতল ৩৵০, প্যাকিং ৵০, ৩ পোয়া বোতল ৬৵০, প্যাকিং ১৵০। অধিক লইলে আলাহিদা বন্দোবস্ত।

মেহনাশক-রস।

এই ঔষধ সেবনে প্রমাব করিবার জ্বালা ও ধাতু-

শিরঃ, বেদনা, মুখমণ্ডল, স্ফোটকাদির যন্ত্রণা দূর হয় এবং এই সকল রোগজনিত জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, তজ্জন্য শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। এক শিশির মূল্য ১৷৵০ প্যাকিং ৵০ আনা।

উদাসীন হইতে প্রাপ্তব্য।

সর্ব্বপ্রকার অন্ন রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সেবনে মুখ আলা, আহারান্তে অম্লোদ্গার, ও বমন, অম্লশূল, অজীর্ণ, উদরাময়, অম্লশূল, বেদনা, আমাশয়, চক্ষু হইতে পদার্থ বাহির হওয়া, দৌর্ব্বল্য, অম্লপৈত্তিক জ্বর, এতদ্ভিন্ন উপরোক্ত বিশিষ্ট অম্লঘটিত ব্যাধি এই আশ্চর্য্য ঔষধ ব্যবহার করিলে সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য ৩৷০, প্যাকিং ৵০ আনা। শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৩৮ নং বহুবাজারের লেন, কাঁসারিপাড়া, বিমলা কলিকাতা।

গুরু এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে

হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

শ্রীবিপদবিহারী ঘোষাল সঙ্কলিত।

শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র এবং নানাবিধ ধর্ম্ম, যোগ ও নীতি-বিষয়ক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রমাণাদি সম্বলিত। ইহাতে মুক্তি কয় প্রকার, জীবন্মুক্ত অবস্থা, ব্রহ্ম-সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম, দ্বৈতবাদ, এবং অদ্বৈতবাদ মহাবাক্য, তত্ত্বজ্ঞান, ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়, শরীরের উপর মনের অধিকার, মনঃসংযমের উপায়, প্রকৃত গুরু অজ্ঞান হইলেও আপনা হইতে জ্ঞান লাভ করে, উপাসনার উপকারিতা, উপাসনা, গুরু-ইচ্ছা ও ব্রহ্ম বিচার, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে পাপ অপাপন নিষ্প্রয়োজন, জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানকে নাশ

জ্ঞানে শেষে আপনিও বিনষ্ট হয়। পরমেশ্বর সাধকের পক্ষে অতীব সুলভ, মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অপর চিন্তা রাখিলে ব্রহ্ম লাভ হয় না, অনাসক্তি ও ত্যাগ স্বীকার, যোগ ও সমাধি, যোগের সিদ্ধি, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে প্রারব্ধযোগরূপ যোগ অভ্যাস নিষ্প্রয়োজন, জ্ঞানিদিগের মুক্তি নিয়ত বা অনিয়ত, প্রারব্ধ কর্ম্ম, কর্ম্মত্যাগ, অবিবাহিত জীবন বা উর্দ্ধরেতা আশ্রম, সন্ন্যাস, গৃহস্থাশ্রম ও নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন, নির্জ্জনতা ও সাধুসঙ্গ, বাক্য সংযমনের আবশ্যকতা, নির্ভরশীলতা, ব্রহ্মজ্ঞের মহত্ত্ব, বিষয়সুখ ব্রহ্মানন্দ, প্রকৃতি বা মায়া, সাধন চতুষ্টয়, ঈশ্বরে দৃঢ়ভক্তি বিনা মুক্তি লাভের উপায় নাই ইত্যাদি বিষয় মহাত্মা আর্য্যঋষিগণ অনেক চিন্তা, চর্চ্চা, আলোচনা, উপাসনা, অনুভব, তর্কযুদ্ধের পর ধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই গুলিই কেবল উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই সংস্করণে পুস্তকের আকার পরিবর্দ্ধিত হইলেও মূল্য পূর্ব্বৎ ১৷৷০ টাকা মাত্র রহিল। বিদেশীয় গ্রাহকগণের স্বতন্ত্র মাসুল লাগিবে না। সংবাদ পত্র ও বুধমণ্ডলীর প্রশংসাপত্রের সার ভাগ পুস্তকে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
প্রকাশক।

বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী,
১৭ নং কালেজ ষ্ট্রীট।

সটীক সানুবাদ মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্ট কৃত টীকা ও সংস্কৃত কালেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক ৺ তারাচরণ শিরোমণি কৃত বঙ্গানুবাদ সম্বলিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড রয়েল ৮ পেজী ৬ ফর্ম্মা, উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা, মূল্য চারি আনা। ১৬ খণ্ডে পুস্তক সম্পূর্ণ হইবে। অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা। মফস্বলে আট আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

নতুন লাইব্রেরী
১১৮ নং চিৎপুর রোড
কলিকাতা।
} উপেন্দ্রনাথ বসু
প্রকাশক।

"কমল-নলিনী" এবং "সরোজ-বাসিনী।"

(মনোহর উপন্যাস)

এই মনোহর উপন্যাসদ্বয় শ্রীকান্তিকে নবীনবয়স্ক ও ধর্ম্মভক্তি শিক্ষা দিতে বিশেষ সারবর্দ্ধিনী; সোমপ্রকাশ ও সংস্কৃত ডিসপেন্সারিতে ক্যাশিং লাহাবাবুদের, বীনেবাজার পদ্মলক্ষ্মী সাহের দোকানে ও কলিকাতার অন্যান্য স্থানে পাওয়া যায়। মূল্য প্রত্যেক [illegible] এক টাকা।

(ডাক্তার ঘোষকৃত।)

গোদ, জলদোষ ও ধবলরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু-শোষক—ইহাতে গোদ ও জলদোষ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। সিন্ধু এই দুটী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং স্থানে স্থানে চর্ম্ম ফাটিয়া গেলেও এ ঔষধে ভাহার ফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২৷৷০।

শীতাঞ্জন—ইহাতে ধবলরোগ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বা সৈত্তিক হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক প্যাকেট ১৷৷০।

এই দুটী ঔষধে পারা হরিতাল প্রভৃতি কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা ৫৬ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার ঘোষের নিকটেই চিকিৎসার সহ বিক্রীত হয়।

চন্দ্রচূড় রস।

অম্লাচক্ষুচ্ছবয়ঃ প্রবেহব্যাধিনাশকঃ।
ন সংশয়ঃ চোমুদ্ভেদে ন জেয়োমূত্রিতঃ সিতা।

এই শ্লোকটী লক্ষ্যপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতুদৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হইতেছে। ২১ দিনের মূল্য ৫ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

কোষ্ঠস্থিত বায়ুর ঔষধ।

অর্থাৎ বায়ুরোগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় তাহাদিগের ২১ দিনের ঔষধের মূল্য ৩ টাকা।

শ্রীশশিভূষণ ঘোষ অধিকারী।
কাশী, বাঙ্গিনিবাস অন্তর্গত।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ।

ভাব প্রকাশের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ভাব মাসুল সহ মূল্য ১৷৷৵০। এই গ্রন্থের [illegible] প্রকাশিত হইলে এদেশের প্রসিদ্ধ [illegible] সম্পাদকেরা পাইাভিধানে ইহার বিষয় [illegible] করিয়াছেন। এই পুস্তক কেবল [illegible] সোমপ্রকাশ ডিস্পেন্সারিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীদুর্গাচরণ রায়—[illegible]

[illegible] দুই বৎসরে ন্যূনাধিক ২০০০ মূল্যের [illegible] ও অন্য উপযুক্ত ডাক্তার এবং দুই জন [illegible] কবিরাজের প্রশংসাপত্র আছে।

মেহনাশক অমৃতারিষ্ট।

[illegible] পুরুষ সাহের নাথকরা [illegible]

[illegible] ছেড়ে, তাহার অর্দ্ধ কোটা সেবনে যে সকল ধাতু পীড়াই হউক, বা যে রকম উপসর্গ থাকুক না কেন, আরোগ্য হইবে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা প্যাকিং ৵০।

পারদনাশক অমৃতারিষ্ট।

[illegible] আরোগ্য হইতে যদ্যপি দুরূহ হইতে চলিল, তাহা হইলে অমৃতারিষ্ট ১ কোটা সেবন করুন। পারদাদি পারা দূর করিবার এমন ঔষধ আর নাই। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা প্যাকিং ৵০।

৫৬ নং বেনেটোলা ষ্ট্রীট, হরমোহন কবিরাজ, কলিকাতা।
} শ্রীনফরচন্দ্র দত্তের "গুপ্ত-চিকিৎসা" র কার্য্যালয়।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাসুলে কলিকাতা ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

	মূল্য	ডাকমাসুল
উপদেশমালা ১ম ভাগ	৵০	৵০
২য় ভাগ	৵০	৵০
নীতিসার।		
১ম ভাগ	৵০	৵০
২য় ভাগ	৵০	১০
৩য় ভাগ	৵০	১০
বিশেশ্বর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সম্পূর্ণরূপে ডাক মাসুল /১০ লাগিবে।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কয়েকজনের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোমারপুর ডাকঘরের অধীন রামচন্দ্রপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৮০ সাল
৩০ শে চৈত্র
} শ্রীরামকান্ত বসু
চা [illegible]
সোমারপুর কায়স্থ [illegible] পরগণা।

সোমপ্রকাশ।

ই আষাঢ় সোমবার।

রুশ সমরে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য?

তৃতীয় প্রস্তাব।

রুশেরা মধ্য আসিয়ায় যে অয়লাভ করিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ও শুভ। অসভ্যদিগের সভ্যতা সম্পাদন ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন সেই উদ্দেশ্য। এই সিদ্ধান্ত করিয়া যে সকল ইংরাজ এতদিন উল্লাসিত হইতেছিলেন, মার্ভ ও সারাক্স রুশদিগের হস্তগত হওয়াতে তাঁহাদিগেরও হৃদয় বিকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন তাঁহারা অধিক ভয় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের আর বিলম্ব সয় না। তাঁহারা বলেন, এখনই সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা হউক এবং সীমাপ্রদেশে বলশালী সৈন্য সংগ্রহ ও দুর্ভেদ্য দুর্গ সংস্থাপন করা হউক। সাবাকে ও হিরাটে ১২৫ মাইল মাত্র ব্যবধান। হিরাট ভারতে প্রবেশের দ্বার। কিন্তু আমরা এত ভীত ও ব্যস্ত হইবার কারণ দেখিতেছি না। রুশেরা এত শীঘ্র ভারত আক্রমণে সমর্থ হইবেন, সে সুবিধা ও সম্ভাবনা নাই। এখনও অনেক আয়োজন করিতে হইবে। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, ব্রিটিশজাতি যবন আসিয়ার মুসলমান নন। তাঁহারা মুসলমানদিগের ন্যায় প্রথম উদ্যমে পরাস্ত হইয়া অথবা আক্রমণশক্তায় বিহ্বল হইয়া রুশের শরণাগত হইবেন, তাঁহারা সে ধাতুর লোক নহেন। রুশেরা অর্দ্ধসভ্য বটেন, কিন্তু তাঁহারা যে ইংরাজের বল বুঝেন না, তাহা নয়। যিনি রুশরাজ্যের ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের গর্ব্বাপহারক, তিনি অতি উপযুক্ত লোক, ইংরাজের সৈন্যবল অর্থবল মন্ত্রণাবল, কিছুই তাঁহার অবিদিত নাই। তিনি যে সহসা রুশ সৈন্যদিগকে ইংরাজ বধে পশুবৃত্তি অবলম্বন করিতে দিবেন, আমরা এ বিশ্বাস করি না। সম্পূর্ণপ্রস্তুত না হইয়া সহসা ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে সিরার আলির সময়েই সমরানল প্রজ্বলিত হইত। সিরার আলি রুশের ভয়সাতেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু রুশেরা সাহস বাঁধিতে পারেন নাই। যদি রুশ, তখন মার্ভ ও সারাক্স প্রভৃতি হস্তগত হয় নাই, রেলওয়ে প্রস্তুত হয় নাই, সৈন্যগণের সমবেতকরণের সুবিধা হয় নাই। এই সকল কারণে রুশেরা সাহস বাঁধিতে পারেন নাই। আমরা অনুভবে করি, হাসিমান আলাদা সৈন্য বহু অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আসু পর্যন্ত আসিয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রিন্স গর্চাকফের যুদ্ধানুরাগ থাকিলে সিরার আলির সময়েই সমর-সাগরে ঘোর তরঙ্গ উত্থিত হইত। তিনি অতি সতর্ক লোক, রুশ রাজ্য যেমন আছে, যেমনি থাকে, তাঁহার ইচ্ছা। ব্রিটিশজাতির সহিত যুদ্ধ বাধিলে রুশ রাজ্য তারবার হইবে, তিনি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। অতএব তিনি জীবিত থাকিতে যে এ যুদ্ধ আরম্ভ হয়, আমাদের এমন বোধ হয় না।

তবে এমনও বোধ হয় না যে রুশ-ভল্লুক একবার ব্রিটিশ সিংহের বল পরীক্ষা না করিয়া ক্ষান্ত হইবে। রুশ রাজ্যের গঠন যেরূপ, উহার শাসন প্রণালী ও রাজনীতি যে প্রকার, প্রজার অবস্থা, মনের ভাব ও বিভিন্ন দলের যে প্রকার বে গ, তাহাতে যুদ্ধ অভিপ্রেত। উহার বর্ত্তমান অবস্থার স্থায়িতার সম্ভাবনা নাই। হয় অন্তর্যুদ্ধ, না হয় বহির্যুদ্ধ, দুয়ের একটী চাই। অন্তর্যুদ্ধ শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন। রুশের যে সকল প্রজা উন্নত হইয়াছে, রুশের বর্ত্তমান শাসন প্রণালী তাহাদিগের অভিমত নয়। তাহারা ইউরোপের চতুর্দ্দিকে যে প্রকার শাসনপ্রণালী দেখিতেছে, সেইরূপ চায়, এত সাধারণতন্ত্র ও একাধিপত্য ভালবাসে না; কিন্তু যাঁহারা রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী, তাঁহারা একতন্ত্রতন্ত্রের পক্ষপাতী। তাঁহাদের ইচ্ছা এরূপ নয় যে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্ত্ত হয়। কিন্তু প্রজাদিগকে যদি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত করিয়া রাখা না হয়, তাহা হইলে রাজতন্ত্র লইয়া ঘরে ঘরে যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা। সুতরাং প্রজাদিগকে বহির্যুদ্ধে ব্যাপৃত করিয়া রাখা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যবন আসিয়ার জয় কার্য্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং ভারত এক্ষণে লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা সেনাপতি, তাঁহাদের যুদ্ধানুরাগ প্রবল। তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে স্বদেশে বিশেষরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহারা যে বহির্যুদ্ধের পক্ষপাতী হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই সকল কারণে আমরা বলিতেছি যে রুশের সহিত ব্রিটিশজাতির একবার যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শীঘ্র ঘটিবার অনেক বাধা আছে।

এখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কি? যুদ্ধকথা দূরবর্ত্তিনী বলিয়া কি গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হইয়া থাকিবেন? পূর্ব্বে আয়োজন আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা একথাও বলি, একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া সহসা অসঙ্গত ব্যয় বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইতেছে না। ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের এখন একটী বিশেষ কর্ত্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। অফগানদের চাল-চোলন- ভাব অতি প্রবল। সেখানে তাহাদের ঘর নাই, এমন দেশই নাই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়শ্রেণীর তুল্য প্রেম হয়। তাহারা উত্তেজনা করিয়া নিরীহ ব্যক্তিদিগেরও মনে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। তুরস্ক যুদ্ধের ঘটনা এইরূপে ঘটাইয়াছিল। তুরস্কের অধীনস্থ বলগেরিয়া প্রভৃতি গ্রামের খ্রীষ্টানদিগকে তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে প্রথমে উত্তেজিত করে; শেষে এই কথা প্রচার করিয়া দেয় যে তুরস্কেরা খ্রীষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। তাহাতেও যেমনি উহাদিগের দুই চার জন খানে আছে, এবং কোন কোন ব্যক্তির মন তাহাদের গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সেনাপতি স্কবেলফ এই আভাস দিয়াছিলেন, তাহাদের প্রজাগণের অসন্তোষের উপরেই তিনি জয়লাভের আশা করেন। আমাদিগের অনুমান হইতেছে, কন্দাহারেরা তাহাদের প্রধান প্রধান প্রজার মনে কল্পিত অত্যাচারের আরোপ করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ উৎপাদন করিতেছে। যাহাতে তাহারা এরূপ করিতে না পারে, তাহার উপায় করা একান্ত আবশ্যক। ভারতীয় রাজপুরুষদিগের অত্যাচার নাই, আমরা এ কথা বলি না; কিন্তু আমরা এ কথা বলিতে পারি, প্রজারা এরূপ বিরক্ত নয় যে পরের উত্তেজনা ব্যতিরেকে ব্রিটিশজাতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য জাতির আশ্রয় গ্রহণ করে। তবে লোক অধিক দেখা যায়। তাহাদের পরিণামদর্শন অল্প। অন্যের উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হইবার অসম্ভাবনা নয়। অতএব যাহাতে সে উত্তেজনা না হয়, ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সে চেষ্টা পাওয়া একান্ত আবশ্যক। কাবুলের রুশ-চর আছে কি না, তাহারা তথায় কিরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহারও অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, যখন রুশের সহিত যুদ্ধ বাঁধিবে, তখন আফগানস্থানই যুদ্ধের প্রথম ক্ষেত্র হইবে। অতএব আফগানস্থানটীকে ব্রিটিশ পক্ষ দৃঢ় অনুরক্ত করিয়া রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে বিধেয়। তথায় যেন রুশচরেরা স্থান প্রাপ্ত হইয়া কোন প্রকারে অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে, সে চেষ্টা পাওয়া বিশেষ আবশ্যক।

পূর্ত্তকার্য্য ও কন্ট্রাক্ট প্রথা।

পূর্ত্তকার্য্যের ইংরাজী নাম পবলিক ওয়ার্ক। সাধারণের উপকারার্থ যে কার্য্য করা হয়, তাহাই পূর্ত্তকার্য্য। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট পূর্ত্তকার্য্যের নামে বর্ষে বর্ষে যে অর্থরাশি ব্যয় করেন, তাহার

সম্ভব হয় কি অসম্ভব হয় তাহা দেখিবার লোক নাই। যে কাজ সাধারণের করা কর্ত্তব্য সে কাজ সাধারণে না করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটে; কিন্তু সেই বিশৃঙ্খলার ভয়ে গবর্ণমেণ্ট যখন সকলের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আপনারা তাহার ন্যায্য ব্যয় করিবার ভার লইয়াছেন, তখন তাহার ন্যায্য ব্যয় না করিয়া তাঁহাদিগের উপেক্ষা দোষ ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।

আমাদিগের দেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় ধনী লোকদিগের দেবসেবা প্রভৃতিতে অনেক ব্যয় হইয়া থাকে। যিনি উদ্যোগী হইয়া পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন,তিনি স্বয়ং তাঁহার অভিলাষানুরূপ অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া নিজের চিত্তসুখ সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু সেইটী উইলভুক্ত হইয়া যখন খুর্দ সন্তানের হস্তে পড়ে,তখন আমলাদেরই পোহাবার হয়। তাহারা নানা কার্য্যে খরচ লিখিয়া সেই অর্থ আত্মসাৎ করিতে থাকে। কে বা তাহা দেখে কে বা তাহার খবর লয়। সেইরূপ যিনি পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন করিবেন প্রথম ভাবিয়াছিলেন,তিনি সাধ্যমত সকল কার্য্যে যাহাতে ন্যায়সঙ্গত অর্থ ব্যয় হয়,সে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু সেই অবধি এটী উইলের ন্যায় খাতাভুক্ত হইয়া আছে। সরকারী আমলারা বর্ষে বর্ষে ইহার জন্য অর্থরাশি খরচ দেখাইতেছেন; কিন্তু তদনুরূপ কাজ হইতেছে অথবা সেই অর্থরাশি তাঁহাদিগের উদর গহ্বরগত হইতেছে কে তাহার অনুসন্ধান লয়?

১৮৮২-৮৩ অব্দে আয়কর পূর্ত্তকার্য্য হইতে ১০৩ ৭০০০০০ টাকা আয় হইয়াছে ও ১৮৮৩-৮৪ অব্দে ১০ ৩০৮০০০০ টাকা আয় হইবে অনুমিত হইয়াছে। ঐরূপ আবশ্যকীয় পূর্ত্তকার্য্যের জন্য ১৮৮২-৮৩ অব্দে ৭৭২০০০০ টাকা আদায় হয় ও ২৮৮৩-৮৪ অব্দে ৮৬৫ ০০০০ টাকা আদায় হইবে অনুমিত হইয়াছে। আয়-কর পূর্ত্তকার্য্যের জন্য ১৮৮২-৮৩ অব্দে ১১১৩০০০০ টাকা ব্যয় হয় ও ১৮৮৩-৮৪ অব্দে ১০০৮৮০০০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং আয়হীন পূর্ত্তকার্য্যে ১৮৮২-৮৩ অব্দে ৭৩০৯০০০০ টাকা ব্যয় হয় ও ১৮৮৩ ৮৪ অব্দে ৭০৫৩০০০০ টাকা ব্যয়িত হইবে অনুমিত হইয়াছে। ১৮৮২ ৮৩ অব্দে আয়হীন পূর্ত্তকার্য্যের জন্য ৭৭২০০ ০০ টাকা আদায় ও ৭৩০৯০০০০ টাকা খরচ হইয়াছে এবং ১৮৮৩-৮৪ অব্দে ৮৩৫০০০০ টাকা আদায় ও ৯১০ ৫৮০০০০ টাকা খরচ হইবে অনুমান করা হইয়াছে। উপরি উল্লিখিত আয় ব্যতীত ১৮৮২-৮৩ অব্দে আয়-কর পূর্ত্তকার্য্যে ৪৮৭৫০০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে ও ১৮৮৩-৮৪ অব্দে ৩৮২০০০০০ টাকা অতি-রিক্ত ব্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে। কি আয়কর পূর্ত্তকার্য্য কি আয়হীন পূর্ত্তকার্য্য উভয়েই ব্যয় অপেক্ষা খরচ বেশী হইয়াছে। আমার সাধুলাল বাবু না বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে ঋণগ্রহণ করিতে হয়, আর বর্ষে বর্ষে প্রচুর সুদও দিতে হয়। সেইজন্য ঐসকল পূর্ত্তকার্য্যে যে টাকা ব্যয় দেখাইয়াছে,তাহাতে কোন হয়,এখনকার অপেক্ষা চারিগুণ অধিক কাজ সম্পন্ন হইতে পারে।

এই বিভাগে যাঁহারা কণ্ট্রাক্টরী কাজ করেন, আমরা দেখিতে পাই তাঁহারা প্রায় রাতারাতি বড়-মানুষ হইয়া পড়েন। গবর্ণমেণ্টের এরূপ কার্য্যে টেণ্ডার প্রদানের রীতি আছে। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা কম দরে ভাল কাজ করিয়া দিতে সম্মত হইবেন তিনিই কণ্ট্রাক্ট পাইবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যিনি অত্যন্ত অধিক মূল্যের টেণ্ডার দিয়াছেন,তিনি ও যে কণ্ট্রাক্ট পাইবেন না এরূপ নহে অনেক টেণ্ডার সকলসময়ে কর্ত্তৃপক্ষ গ্রাহ্য করেন না। ও জিজ্ঞাসা করি এরূপ করিবার কারণ কি? কোন কার্য্যের জন্য টেণ্ডার দেন তাঁহারা ইঞ্জিনিয়ারদিগের গণনা না করিয়া টেণ্ডার দিয়া থাকেন; যদি কেহ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিতে উৎসুক হন,তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি কি? তাঁহারা অধিক মূল্যের টেণ্ডার দাতার নিকট হইতে যেমন পেথাপড়া করিয়া লন,অল্প মূল্যের টেণ্ডারদাতার নিকট হইতে সেইরূপ লেখা পড়া করিয়া লইলে ক্ষতির সম্ভাবনা কি? টেণ্ডারদাতা নিরূপিত সময়ের মধ্যে কাজ নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে তিনি সেই ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবেন। তিনি কাজ নির্ব্বাহ করিতে না পারি-বেন,আর লোকের দ্বারা তাঁহার কার্য্য আদায় করিয়া লইতে যে টাকা অধিক ব্যয় হইবে, তাহা তাঁহারা কণ্ট্রাক্টরের অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ না করিবার সচ-রাচর একটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহা-দিগের উপর কাজ তুরস্ত করিয়া দিবার ভার থাকে তাঁহারা কোন্ কার্য্যে কিরূপ ব্যয় হইবে তাহা ভাল-রূপ বুঝিতে পারেন না। আপীসের কর্ম্মচারীরা যাঁহার নিকট অধিক ঘুস পান, তাঁহাদিগকে কণ্ট্রা-ক্টারকে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদেরই কাজ দিয়া থাকেন। সুতরাং যিনি অধিক মূল্যের টেণ্ডার দেন,তিনিই যে কেবল কণ্ট্রাক্ট পান না এমন নহে, যিনি অল্প মূল্যের টেণ্ডার দেন তিনিও কণ্ট্রাক্ট পান না। এইরূপ কর্ম্মচারীরা অধিক মূল্যের টেণ্ডার দেখিলে বলেন, এতদপেক্ষা অল্প মূল্যের টেণ্ডার পড়িয়াছে; সুতরাং অধিক মূল্যের টেণ্ডার গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না; আবার অল্প মূল্যের টেণ্ডার দেখিলে বলেন, ইহাতে কণ্ট্রাক্টরের লাভ থাকিবে না; সুতরাং কাজ যথা সময়ে সুসম্পন্ন হইতে না কিন্তু কাজের যেরূপ বন্দোবস্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে কিছুতেই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট যে টাকার কাজ তুরস্ত করিয়া লেন, আপী-সের কর্ম্ম-চারী প্রকৃতির দক্ষিণায় তাহার সিকি এবং কাজ সম্পন্ন করিতে সিকি অর্থ ব্যয় হয়, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক লাভ থাকে। এবং নিতান্ত অল্প মূল্যের টেণ্ডার হইলেও কেহ তুরন্ত তিনি কাজ না রাখিয়া কণ্ট্রাক্ট লইতে যান না। এইরূপে যে কাজ সম্পন্ন করা হয় দেখিতে পাওয়া যায় কণ্ট্রাক্টরের কাজ তুরাইয়া দিবার পরেই প্রায় গবর্ণমেণ্টের তাহার অল্প স্বল্প না হয় সম্পূর্ণ সংস্কার করিতে হয়। কয়েক বৎসরের পরে তাহা নূতন করিবার জন্য আবার কণ্ট্রাক্ট দিতে হয় সুতরাং এক কাজের শেষ হয় না। যাঁহারা কণ্ট্রাক্টরদিগের নিকট হইতে কাজ বুঝিয়া লন, তাঁহারা কণ্ট্রাক্টরের কাজের সময়ে একবার চাহিয়া দেখেন না। কাজটী কোনরূপে বাহ্য সোভাবিশিষ্ট করিয়া সম্পন্ন করিলে চক্ষিতমাত্র দেখিয়া তাহারই অনুমোদন করেন; সুতরাং তাহার দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের সম্ভাবনা কি? কাজ পোক্ত হইলে পাছে আখা থাকে না,কিন্তু এইরূপে কাজ করিয়া কাজে কোদালে থাকিলে কেবল যে মজুরের খাটা তাহা নহে,কণ্ট্রাক্টর প্রতিপালিত হন, তৎসঙ্গে তাঁহারা যাঁহাদের নিকট হইতে কাজ পান,তাঁহারাও বেশ দশটাকা পাইয়া থাকেন।

আমরা আজকাল দেখিতে পাই, গবর্ণমেণ্টের যে সকল নূতন রেলওয়ে হইতেছে,তাহাতে স্লিপারের পরিবর্ত্তে লৌহ নির্ম্মিত চৌকী ব্যবহার করা হই-তেছে। এ গুলি যেমন কম মজবুত,সেইরূপ মূল্যবান ও ব্যয়সাধ্যকর। ট্রেণ চলিলে এ গুলি প্রায় ভাঙ্গিয়া যায় ও দুই পার্শ্বে ট্রেণের চাপে বসিয়া যায়, সুতরাং নিতাই তাহা উঠাইতে ও সমান করিতে বিস্তর অর্থব্যয় হয়। স্লিপার কাষ্ঠ মিলে এই অকি-ঞ্চিৎকর ব্যয়ের প্রয়োজন হইত না। কণ্ট্রাক্টর ভবিষ্যতে লাভের পথ পরিষ্কার রাখিবার অভিপ্রায়ে অল্প মূল্যে কাজ শেষ করিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট চিরকাল ঘুমিতে রহিলেন। এরূপ অবস্থায় নূতন কাজ হওয়া দূরে থাকুক যাহা হয় তাহা রক্ষা করিতে লক্ষ টাকার ব্যয় হইবার নয়। কণ্ট্রাক্টের এ অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহার সংশোধন না হইলে দেশের মঙ্গল নাই। দেশের উপকারের নামে এখন অধিকাংশ টাকার জলাঞ্জলি দেওয়া হইতেছে। উপকারের নামে অপকার হওয়া একটী কেতাদুরস্ত ব্যাপার। এরূ-নিবন্ধন কাজের অতিশয় ক্ষতি হয়,এ বিষয়ে আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি,যাঁহারা ঘুরিয়া কণ্ট্রাক্ট দিবেন এবং যাঁহারা কাজী হইয়া কণ্ট্রাক্ট কাজ হইল কি না দেখিয়া লইবেন,

বিবাদের কারণ আর কিছুই নহে, কেবল আমাদের দেশের রাজপুরুষদিগের যে সে সকল অত্যাচারী হইতে ভারা নয়, অথচ যে কমি হইতে তাহাদিগের নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, সমস্ত বঙ্গের সর্ব্বত্র যদি আত্মশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় এবং উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের দোষ অন্যের কার্য্য নির্ব্বাহে নিরোধিত হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের উপর অনেক কার্য্যের ভারগ্রহণের ভার সমর্পণ করিতে পারিবেন। তাহাতে অনেকের মঙ্গলের জন্য এক টাকার স্থলে আট আনায় সুচারুরূপে কার্য্য শেষ করিবার যে চেষ্টা পাইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রথম রাজপুরুষদিগের শৈলবাস।

প্রথম আরম্ভ করিবার আমরা দুই বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। প্রথম, শীতকালে বিদ্যালয়ের অবকাশ দান; দ্বিতীয় গ্রীষ্মকালে প্রথম রাজপুরুষদিগের শৈলবাস। শীতকালেই এ দেশে পরিশ্রম করিবার প্রকৃত সময়। শীতকালে পরিশ্রম করিতে প্রতিবোধ হয় না। অবকাশ দান করিয়া শিক্ষকের সেই মূল্য সময়টীকে নষ্ট করা নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয় হইয়াছিল। এখন এ দোষের সংশোধন হইতেছে; কিন্তু দ্বিতীয় প্রার্থনা আমরা দোষ বলিয়া আজিও গণনা করেন নাই। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, এ বিষয়ের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, ইউরোপীয়দের ও এ দেশীয়েরা এক বাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সম্প্রতি [illegible] ইহার আন্দোলন চলিতেছে। প্রথম রাজপুরুষেরা রাজধানী পরিত্যাগ করিলে যে অসুবিধা হয়, অনেকে সুস্পষ্ট [illegible] তাহার বর্ণন করিয়াছেন। রাজধানী হইতে [illegible] তথা হইতে প্রত্যাগমনে যে সময় যায় হয়, অনেকে তাহার উল্লেখও করিয়াছেন। কিন্তু এ [illegible] ব্যয়ের কথাটী তাহাদের মনে [illegible] এই বলিয়া আমরা [illegible] উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে এ আপত্তি করিয়াছেন। দেখা যায়, সিমলার পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বতীয় [illegible] সেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে [illegible] সংবাদ আসিয়াছে। [illegible] ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদিগের শৈলবাসের অনুরূপ উপযোগিতা ও আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। লর্ড পেন্টিঙ্ক প্রভৃতি কোন্সিলের গবর্ণর জেনরলেরা এই কলিকাতায় থাকিয়া অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছেন; কিন্তু এক দিনের জন্যও পীড়া ভোগ হয় নাই। পূর্ব্বকার গবর্ণর জেনরলদিগের গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় থাকিয়া পীড়া ভোগ হইত না, এখনকার গবর্ণর জেনরলদিগের সে পীড়া ভোগ হয়, এটী বুঝিয়া উঠা কঠিন। এখন কি কলিকাতা অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে? কৈ, আমরা ত আমরা [illegible] তবে শৈলবাস একটী রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং গবর্ণর জেনরলেরা মনে করেন, কলিকাতায় থাকিলে তাঁহাদের [illegible] হইয়া যাইবে। আমরা [illegible] সময়ে চিন্তা করিয়াছি, [illegible] অনেক প্রকার পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকি; রাজপুরুষদিগের শৈলবাসও সেইরূপ একটী পীড়া হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, ভারতবর্ষ রাজপুরুষদিগের কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া ক্রমে ভোগক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং [illegible] ভোগক্ষেত্র হইল, তখন রাজপুরুষেরা যদি ভোগবিলাস পূর্ণ না করেন, তাঁহাদের অবমাননা হয়। এই কারণেই গবর্ণর জেনরলের দেখাদেখি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর, ও কমিশনরেরাও পর্ব্বতবাসী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পর্ব্বতবাস না করিলে তাঁহাদের মনে মনে যেন কেমন অপমান বোধ হয়।

অনেক দিন অবধি আমাদিগের মনে এই একটী কথা উপস্থিত হইয়া আছে, যদি সিমলা প্রভৃতি পর্ব্বতবাস হইতে ভারতের শাসনকার্য্য সম্পাদন করা যায়, তাহা হইলে ইংলণ্ড হইতে ইহার শাসন-কার্য্য সম্পাদন না হয় কেন? সিমলায় বাস করিয়া [illegible] সমুদায় [illegible] ভারতের শাসনকার্য্য সম্পাদন করা [illegible] ইংলণ্ডের পক্ষে [illegible] সংবাদ আসিতে [illegible] সংবাদ আসিতে [illegible] ইংলণ্ডের পার্লিমেণ্ট সভা

আধিপত্য যেমন প্রবল, তাহাতেশ্বরীর প্রভাব সেমন ঘরে ঘরে বাচা দিতেছে, এরূপ আর কুত্রাপি নাই। এখনও আজও দাস ব্যবসায় চলিতেছে এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। পাঠক! আমরা আফ্রিকার, মিশরের ও তুরস্কের দাস ব্যবসায়ের কথা কহিতেছি না। হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে এদেশে দাস প্রথা ছিল, এক্ষণে উহা উঠিয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীনদিগেরও সে প্রথার কথা স্মরণ হয় না। তবে সাক্ষাৎসম্বন্ধে মিশরের ন্যায় দাসপ্রথা এখানে নাই বটে; কিন্তু প্রকারান্তরে নাই তাহাও বলা যায় না। অনেক অপদার্থ সন্তান পরের দাসত্ব করিয়া বহুমূল্য জীবন দিনই করিতেছে। আমরা আজ সে সকল বিষয়ের কথা এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি না। বঙ্গদেশে বিবাহকালে যে পুত্রবিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অদ্য তাহারই প্রস্তাবনা আমাদের এ প্রস্তাবের অভিপ্রেত।

মনু যে কয় প্রকার বিবাহের লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আসুর নামে একটী বিবাহ আছে। পণ গ্রহণ করিয়া কন্যার যে বিবাহ দেওয়া হয় তাহারই নাম আসুর। এটী নিন্দিত বিবাহ। বঙ্গদেশে অনেকদিন অবধি এ বিবাহটী চলিয়া আসিতেছে। কুলীন মৌলিক বংশজ প্রভৃতির ব্যবহারই এ কুৎসিত প্রথার কারণ। শাস্ত্রকারেরা এ বিবাহের অতিশয় নিন্দা করিয়াছেন। তত্রাচসমাজেও এ বিবাহই নিন্দিত ও উপেক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়। একে এই প্রথায় জ্বালায় বাঁচা যায় না, তাহে বৃদ্ধ ও গুণহীন কাপুরুষ গুণবতী ও রূপবতী পাণিগ্রহণ করিতেছে। ঐ সকল ঘটনা দর্শন করিলে কোপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। এ জ্বালার উপরে আবার পুত্রবিক্রয়ের আশা উপস্থিত। এই পুত্র বিক্রয়ের প্রথা উপস্থিত হওয়াতে সকল শ্রেণীরই বিশেষতঃ কায়স্থ শ্রেণীর কন্যার বিবাহ হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহার দুই তিনটী কন্যা জন্মে, তিনি অথাধ বিপদসাগরে নিমগ্ন হন। বরকর্ত্তার চিত্তসন্তোষসাধনার্থ তাঁহাকে ইটে ভিটে বিক্রয় করিতে হয়। কন্যা তাঁহার গৃহে বাস বাঁধেন না।

ছেলে যে পরিমাণে পাস দিতে আরম্ভ করে, সেই পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। যাহার ছেলে তিনটী পাস দিলে তাঁহার পিতা অহঙ্কারে মট মট করিতে থাকেন। কন্যাকর্ত্তা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে সংবাদ পাইলে তিনি অন্তঃপুর হইতে ছোরা লুকাইয়া রাখিতে যাইবেন। এ কি দয়া ব্যবহার! যত লেখা পড়া বৃদ্ধি হইতেছে, ততই আমরা [illegible] হইতেছি। ছেলে [illegible] যাঁহারা পাস দেন, তাঁহাদের ন্যায় [illegible] তাঁহারা আর যে এ বিষয়ের [illegible] করেন না, এটী অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। অভিমানই এরূপ বিরূপ ব্যবহারের মূল। অভিমান যত স্ফীত হইতেছে, ততই এই দুর্ব্যবহারের বৃদ্ধি হইতেছে। অভিমান খর্ব্ব করিলেই এই দুর্ব্যবহারের নিবারণ করা যায়। কিন্তু এ অভিমান খর্ব্ব করে কে? আপনা হইতে এই অভিমান খর্ব্ব হয়, তাহার সম্ভাবনা দেখা যায় না। অভিমান যদি আপনা হইতে খর্ব্ব হইত, তাহা হইলে দুর্যোধন সবংশে নিহত হইত না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃষ্ণ প্রভৃতি সদুপদেশ যত পাইয়াও তাহার সে অভিমান খর্ব্ব করিতে পারেন নাই। অতএব পাত্রকর্ত্তা ছেলের পিতার যে অভিমান সহজে খর্ব্ব হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। একটী বিশেষ নিয়ম আবশ্যক। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কন্যার বিবাহ দেওয়া বিষম দায় ভাবিয়া, যাহারা কন্যা হত্যা করিত, রাজপুরুষেরা তাহার নিবারণ [illegible] আমরা যে বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছি, এটী তাহার বিপরীত বিষয়। সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা [illegible] রণ হওয়াতে কুৎসিত অনেক স্থলে অনেক [illegible] সমাজ তাহার ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন, এ বিষয়েও তেমনি সকলজাতীয়ের সকল শ্রেণীরই একটী সভায় [illegible] আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা পরস্পর মিলিত হইয়া এইরূপ একটী নিয়ম করুন যে, বিবাহকালে কোন প্রকার কন্যাকর্ত্তার নিকটে কোন প্রকার অর্থের প্রার্থনা করিতে পারিবেন না। কন্যাকর্ত্তা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দেন তাহাতেই বরকর্ত্তাকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। আমাদের কন্যাকর্ত্তাদের যে [illegible] তাহাতে কন্যাকর্ত্তা প্রায় কিছুই [illegible] পারেন না। শাস্ত্রেও আছে সম্পন্ন [illegible] করিতে হইবে। অতএব যাহার [illegible] তিনি তেমনি কন্যাভরণ, যথাসাধ্য [illegible] করেন না। তবে কন্যাকর্ত্তাদের [illegible] যিনি পীড়ন করিবেন, তিনি [illegible] সামাজিক লোকেরা [illegible] ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, [illegible] না হইলে প্রস্তাবিত প্রথার নিবারণ [illegible] এই কুপ্রথার নিবারণ না হইলে [illegible] নাই। নিঃসংশয় অনেকেই [illegible] ব্যাপারটী যে কেমন ভয়ানক [illegible] বাবু রূপচাঁদ দাসের [illegible] রূপচাঁদ যদিয়া দিবে। [illegible] আহা জানিতে চান, পক্ষী উপাধি [illegible] রাখেন। ঐ উপাধি [illegible] এই কথা বলিলেই তাঁহার [illegible] স্বীকৃতা এই:—

মাদিরী নিবাসিনী—অন্ধ [illegible]

আমি হরি কি নাকাল, কন্যাবিবাহের কাল, [illegible]
হলে সর্ব্বনাশ হতে ॥
[illegible] পিতৃদায়, এর আগে লাগে [illegible]
মাটী চাটি হয়, বিয়ের [illegible] ॥
[illegible] হয়েছে মানহানি, [illegible]
গেছে মানের [illegible] ॥
[illegible] নিষ্কুল, প্রায় হলো নির্ম্মল, বিদ্যাবিদ্যাসব
[illegible] ॥
[illegible] এক, এ, দুপেসে, বি, এ,
টেপেসে মানা ভারতে ॥ ১
[illegible] দুখে [illegible] সন্ধ, পাস করা
ছেলে, গরুর, সকল বেলেতে,
কন্যা দিতে [illegible] খাই খাই শূন্যহস্ত, হইয়া
কণগ্রস্ত, পড়েন [illegible] ॥ ২
অর্থভাবে কত লোকে, পড়িয়ে বিষম বিপাকে, [illegible]
মেয়ে ঘরে রাখে, নিরুপায়েতে।
মোট কেটে কর্জ্জ করে, খুয়ে দেশ দেশান্তরে, সপর্ত্তা
দান করে, বৎস সহিতে ॥ ৩
[illegible] সকলে তাহোধিক, কি আর কব
অধিক, আদিবর্ণিতে।
[illegible] হাতে, [illegible] বয়ের মুকবিতে, এক লক্ষ কর্ম্ম দেখ
হাতে, নবাবিস্তরে ॥ ৪
[illegible] করে, পাস করা বাবাজি [illegible] আমার
করে বসে তারে, হয় কর্ম্ম [illegible]
[illegible] গাড়ী, ঘড়ীর চেইন [illegible],
নয়বাড়ের ঘরের চাউ, হয় যোড়াতে ॥ ৫
কন্যাকর্ত্তা [illegible], আগে করে বিবেচনা, কলাই করিবে
[illegible], মেষের লোকেতে।
বরলাভ মেয়ে কর, বাঁধিয়া ও কুলীন নয়, তেপেসে
বিদিবর, উনবিংশতে ॥ ৬
কেন্দ্রী টৈপ্য পুত্রবাদী, ভিন্ন না এ পদ্ধতি, সব বর্ণে
হয় সম্প্রতি, মেষের রীতিতে।
বয়ে পাপ কন্যা নয়, [illegible] কেন বয়, বয়ের বাবা
[illegible] কর, [illegible] ॥ ৭
সাজ্য পাঠশালে, টিকিধর পড়ুয়েরে, [illegible] সকল
[illegible], মেষে [illegible] ॥
বিবাহে মেয়ে বাপ, [illegible] আছিল সব আশ, যে
[illegible] হয় সেই [illegible], পাছুয়ি [illegible] ॥ ৮
[illegible] মেষের কর্ত্তাগণ, [illegible] ছেলে
[illegible], যে [illegible]
ছেলে থাকিলে ঘরেতে, [illegible] হয়ে [illegible],
পোড়াকপালী ভেড়াকান্ত, [illegible] ॥ ৯
বিবাহের গোল জারি, [illegible]
[illegible]
[illegible] বরে দিবে [illegible]
[illegible], [illegible]

অলঙ্কার, চাই না ইহাদি, কোম্পানীর কাগজ মোতি-
মণি, বাক্সীর পাট্টা সোণার সিঁড়ি, ছয় হাতে হাতে।
মেয়ের বেলা বেলওলা, নিমওলা, কেয়াওলা, ফুলশিল
০ সোণার থালা, ভাঁড়না ওলাতে ॥ ১১
বাইসপৌচ কাল কাছি, পালকরার বক্স আরি, পাত্রী
খোঁজে খুসী, কিস্তী হস্তে।
পাকা বাড়ী মার্ব্বেল মেজ, বারোয়ানের রূপার সেজ,
চীনার আটী সোণার দেজ, ঝুলিবে পশ্চাতে ॥ ১২
বিবাহের গণ্ডগোলে, মত ইয়ংবেঙ্গলে, চুকুটে গিয়ে
ব্রাহ্মের দলে, জ্বালা এড়াতে।
বলের বিচার কে আর করে, এক কোটিমিলেছে কর্ণ-
সারে, কেউ দিচ্ছে কৃতবিদ্যারে, কেউ ডুমরেতে ॥ ১৩
উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে, দেশের উন্নতি ভাবে, সমাজের
কুক্রিয়া যাবে, বিদ্যার জ্যোতিতে।
হিতে হলো বিপরীত, পালকরা ঘোড়ায় কুরীত,
এ শিক্ষা কার মনোনীত, হয় অবিদিত যাতে ॥ ১৪
নব্য সভ্য গুণবন্ত, সকলে কর সিদ্ধান্ত, যাতে হয়
এ বিষয় কান্ত, তুলাও ওজনে।
বিয়ে করে টাকা চায়, ছিছি মরে যাই লজ্জায়, আর্য্য-
দের কলঙ্ক মটায়, আর্য্যাবর্ত্তবাসিদের ॥ ১৫
সমাজের দেখে দুঃখ, আপশোষেতে ফাটে বক্ষ,
সকলেতে হও একলক্ষ, সমাজোদ্ধারেতে।
খগপতির এই মিনতি, যায় যেরূপ কন্যা সন্ততি, দেওয়া
লওয়া সেই পদ্ধতি, ইউক আর্য্যদের মতে ॥ ১৬

ভারতবর্ষে এত দরিদ্র কেন?

সুখ দুঃখ, আলো অন্ধকার, ঐ গুলি ধর্ম্ম। ইহাদিগের পরস্পর অবস্থার তুলনা না করিলে পরস্পরের প্রভেদ বোধ হয় না। উন্নতিশালী জাতিদিগের ধনী হইবার কারণের সহিত যদি ভারতবাসির দারিদ্র্যকারণের তুলনা করা যায়, তাহা হইলেই ভারতবাসী আপনার অবস্থার শোচনীয়তার বিষয় বুঝিতে পারেন এবং আপনার অবস্থার সংশোধনেও যত্নবান হইতে পারেন। এই নিমিত্ত আজ আমরা ইংলণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী রাজ্যের ঐশ্বর্য্যশালিতা ও তাহার কারণের নির্দ্দেশ করিয়া ভারতবাসির উদ্যমে কিঞ্চিৎ সদুদ্দীপন প্রযুক্ত হইলাম।

প্রথমে পাঠক ফ্রান্সের ধনিসন্তানে ও এই প্রস্তাবি স্থানের ধনিসন্তানে তুলনা করিয়া দেখুন। ভারতবর্ষে যে ব্যক্তি যাহা হইতে ধনী হয়, সেই দেশের মধ্যে তাঁহারই বিশেষ অবস্থার পরিচয় করা যায়। বংশোদ্ভব সাধারণ লোকে তাহাকেই সে বিশেষটিয়া জানে। ফরাসদেশে বিদ্যা ব্যবসা দ্বারা যাইতে পারিলেই সৌভাগ্য হয়, কিন্তু বিদ্যার শেষ ফলের আশা সেখানে বড় নাই, সে লোকের সংখ্যা অল্প। বিদ্যার সৌরভ বিস্তার করিবার জন্য কলেজের ৮ টা ঘণ্টা পর্য্যন্ত পরিশ্রমে বিলুণ্ঠন চলে না। ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত মিতব্যয়ী। অল্প খরচে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। কাজেকাজেই সকলকে অর্থবৃদ্ধি ও আয়ের চেষ্টায় দিবানিশি ব্যস্ত থাকিতে হয়। কাজ কাজ করিয়া সকলেই পাগল। ফোস গল্পও কাজের কথাঘটিত। এখনকার সাধু সোণাদেবের সহিত গল্প নিন্দা গল্প কুৎসা ফোস গল্প নহে। এই সকল কারণে দেশের সকল লোকেরই আয় অধিক, বিদ্যাবুদ্ধি শ্রম ও কৌশল উদ্ভাবনশক্তি অধিক। তাই সর্ব্বপ্রকার আয়ের দ্বারও তাহাদিগের নিকট পরিষ্কৃত। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে ইংলণ্ড বাসির শিক্ষা ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের এ দেশের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইয়াছি। অদ্য ফ্রান্সের কার্য্যকুশলতা ও অর্থবলসম্পন্নতা দেখাইয়া ভারতবাসির দারিদ্র্যের কারণ তাহাদিগের সমুখবর্ত্তী করিয়া দিতেছি।

ফরাসদেশের ৪৫ কোটী ৩৯ লক্ষ ৩ হাজার ৪ শত ৯৬ জন লোকের মধ্যে ৩৯৯৫২৮১১ জন স্ত্রীলোক কর্ম্ম করেন। ইহাদিগের মধ্যে ১ কোটী ৯০ লক্ষ স্ত্রীলোক। ৩ কোটী লোক ছোট ছোট সংসারখানা করিয়া নানা প্রকার ব্যবসা প্রভৃতি করে। এতদ্ব্যতীত ২৯০১৪১৯ জন পুরুষ ও ২৮৭৯০৭৫ স্ত্রীলোক তুলা ও চটের কলে; ২০৮২১৯১ জন পুরুষ ও ৭৬৩ ৩৮৯ স্ত্রীলোক তন্তুবায়ের কাজ; ১৪৪৪৯১৬ পুরুষ ও ১৭১৯৫১৩ স্ত্রীলোক অধিকাংশই উৎপাদন, ৭৮১৬৯৯ পুরুষ ও ২০৪৩৩১ স্ত্রীলোক মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করা; ৬৮৭২৮৬ পুরুষ ও ৩৫৪৭২১ স্ত্রীলোক পুস্তলিকাদি নির্ম্মাণ। ৪৫৯১৫৭ পুরুষ ও ১৩৭১৯ স্ত্রীলোক স্বর্ণকারের কাজ, ৪৪৪৪৫৫ পুরুষ ও ১৮৮৫৩ স্ত্রীলোক কর্ম্মকারের কাজ; ৪০৬৫৫৭ পুরুষ ও ৫৭৭ ৩৭৫ স্ত্রীলোক ধাত্রী ও চুপড়ি প্রস্তুতির কাজ; ২১৪ ১৬২১ পুরুষ ও ৬৫১৯৬৬ স্ত্রীলোক দাস দাসীর কাজ করে, এতদ্ব্যতীত ৭৯১৩৭৯ পুরুষ কেরাণীর কার্য্য ৩১১০৭০ পুরুষ সৈনিকের কার্য্য ৬১১১৬৪ জন যজন যাজন ও ধর্ম্মালয়ের কার্য্য ৩৮৩৬৩৯ বাণিজ্য কার্য্য, ৮৮৬১৪৮ জন ফেরিওয়ালার কাজ, ১৪৮০০০ মাঝি মাল্লা ও বেহারার কার্য্য করে। এতদ্ভিন্ন ৭২৪৮৪ ৯১ পুরুষ ও ৫১৪৪২১ স্ত্রীলোকের বৃত্তি জানা যায় নাই। ইংলণ্ড ওয়েলস আয়ার্লণ্ড ও ঐ দ্বীপপুঞ্জের লোক সংখ্যা ৩৪২৪১৪৮২। ইহাদিগের মধ্যে ইংলণ্ড ও ওয়েলসের ৪১০১৫৫ পুরুষ ও ১১৬১২০ স্ত্রীলোক ব্যবসায়, ২৫৮৫০৮ পুরুষ ও ১৪৪৫৩০২ স্ত্রীলোক গৃহকর্ম্ম, ১৬০৬৯১ পুরুষ ও ১১৪৪৮৭ স্ত্রীলোক বাণিজ্য, ১৩৮১৩৪৪ পুরুষ, ও ৬৪৮৪০ স্ত্রীলোক কৃষি কর্ম্ম, ৪৪৭৫১৭৮ পুরুষ ও ১৫১৮১৮৯ স্ত্রীলোক শিল্প কর্ম্ম করে এবং ৪৮৫৬২৫৬ পুরুষ ও ১৯৩০৬১৯ স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকের নির্দ্ধারিত বৃত্তি নাই ও অনেকে এরূপ কর্ম্ম করে যে তাহাকে কিছু আয়ও নাই। স্কটলণ্ডেও ঐরূপ ৬৫৪৯৯ পুরুষ ও ৩০৬০৬ স্ত্রীলোক ব্যবসায়, ২৫৫৯২ পুরুষ ও ১৫১২৭৩ স্ত্রীলোক গৃহকর্ম্ম, ১২৬৭৪৩ পুরুষ ও ৫৩৬৩ স্ত্রীলোক বাণিজ্য, ২১২২১৫ পুরুষ ও ৪৪৩২২ স্ত্রীলোক কৃষিকর্ম্ম, ৬৭৫৯৬৪ পুরুষ ও ২৫৮৬৮৯ স্ত্রীলোক শিল্প কর্ম্ম করে এবং ৬৯০৭০২ পুরুষ ও ১৩৩৮২৭ স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকে বৃত্তিহীন ও অনেকের বৃত্তি আছে কিন্তু আয় নাই। আয়র্লণ্ডের ৮০৬৪৮৯ পুরুষ ও ৬২১০৫ স্ত্রীলোক ব্যবসায়, ৩৪৫৬ পুরুষ ও ৩০২০৯৩ স্ত্রীলোক গৃহকর্ম্ম, ৭০৭৫১ পুরুষ ও ১৪৯৪ স্ত্রীলোক বাণিজ্য, ৯০২০১০ পুরুষ ও ১৪৯৪৬ স্ত্রীলোক কৃষিকর্ম্ম, ৪২৮৫৭৮ পুরুষ ও ২৬২৯৩১ স্ত্রীলোক শিল্পকর্ম্ম করে এবং ৯৬১৩৮১ পুরুষ ও ১৮২৯০০ স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকের নির্দ্ধারিত বৃত্তি নাই এবং কতকগুলির বৃত্তি আছে কিন্তু আয় নাই। এক্ষণে পাঠক দেখুন, ইংলণ্ড প্রভৃতির সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কেবল ২১২৮৫৮৯ জন শিল্পকর্ম্ম ও আয়হীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছে। সমগ্র সংখ্যার মধ্য হইতে ইহাদিগকে বাদ দিলে ৩২৭৪৩২৫৯ লোকে

বিলক্ষণ কষ্টিষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের সমগ্র লোকের মধ্যে সাবলম্ব ব্যক্তিদিগকে ব'দ দিলে আমরা কেবল ৩৫৬৩৩৪ জন লোকের বৃত্তি কি, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি না, কিন্তু চাকুরী করেন এরূপ লোকের সংখ্যা গণনা করিলে এ অংশও বৃত্তিহীন বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে ২৫ কোটী ৩১ লক্ষ ৬ হাজার ৪ শত উনপঞ্চাশ জন লোকের মধ্যে ১২ কোটী ৬০ লক্ষ ১৯ হাজার ৫ শত ৯৪ জনের অবলম্বন আছে দেখিতে পাওয়া যায়, অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে ২৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪ শত ৪ জন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। এতদ্ব্যতীত যে, ১২ কোটী ২৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৪ শত ৫১ জন লোক থাকে, আমরা তাহাদিগের কোন বৃত্তি দেখিতে পাই না। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের স্কুল সমূহের ছাত্রসংখ্যা ১৮৮১ অব্দে ১২ লক্ষ ৮০ হাজার ২৪ ছিল। আমরা উপরে যে আয়হীন লোকসংখ্যা দেখাইয়াছি, তন্মধ্যে ছাত্রের সংখ্যাই অধিক। অতএব এ হিসাবে নিষ্কর্ম্মা লোক নাই বলিলেই হয়। নিষ্কর্ম্মা হইলে তথায় প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহের কোন উপায় থাকে না। ভারতবর্ষে একজন উপার্জ্জনশীল হইলে পুত্র পুত্র অকর্ম্ম, যেমন তাহার স্কন্ধে চাপিয়া তাঁহার আয়ের সমস্ত গ্রাস করে, তথায় সেরূপে কেহ কাহারও আয় গ্রাস করিতে পারে না। সুতরাং যিনি যত উপার্জ্জন করেন, তাঁহার ন্যায্য ব্যয় বাদে তাহাই থাকে এবং উত্তরোত্তর তাঁহার সেই ধনের বৃদ্ধি চেষ্টা-নিবন্ধন ক্রমে অর্থ বৃদ্ধি হইয়া উঠে। ভারতবর্ষের ন্যায় তথায় নিষ্কর্ম্মা নাই বলিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত।

১৮৮২ অব্দে এই ক্ষুদ্র রাজ্যে ৪১৩০১২৬০৮০ টাকার সামগ্রী আমদানী ও এখান হইতে স্বদেশজাত ২৪১৪৬৭১৬২০টাকা ও বিদেশজাত ৬৫১৯৩৫৫২০টাকা মূল্যের সামগ্রী রপ্তানী হইয়াছে, পৃথিবীতে এমন স্থান নাই যেখানে ইংলণ্ড ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানবাসিদিগের বাণিজ্য নাই। ১৮৮২ অব্দে আমদানী ও রপ্তানীতে ইহারা যাবিকাংশুক ভারতরাজ্যে ৬৮৮৮০৪৫৮০; অষ্ট্রেলেসিয়ায় ৫০৫৩৯৬৭৫, উত্তর আমেরিকায় ২০০৯৮৮৭০, দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৩৭৭০৪৪৯০, ষ্ট্রেট সেটলমেণ্টে ৬৯৯০৫৮৬০, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ৬৩৩৪৭৬৪০, হংকঙে ৪৪৬২০৬৯০, ব্রিটীশ গায়েনায় ৩৩৬২০৯৩০ সিংহলে ৩১৩৬৬৫০, ষ্ট্রেটসেটলমেণ্টে ১৪২৩৮৫৭৫, পশ্চিম আফ্রিকায় ১৫২৫৯৩০, মাল্টায় ১১৭৩৪১৭০, মরিসসে ২৩৮৯৩১৫ এবং আপনাদিগের অধীনস্থ অন্যান্য স্থানে ১১২৯৯৬৬০ টাকার বাণিজ্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বৈদেশিক অধিকারের মধ্যে ১৯৬৯৫২৭৯০, ফ্রান্সে ৪৬৩১৯৪৫০, ডচ্‌দিগের ৯৮০, স্পেনিয়ার্ডদিগের ৪৪৮৯১০৯০, ইতালীয়দিগের ২৬৮১৯৫৯৬৯০ বেলজিয়মে ৫৬৯১৯৮৯০ স্পেনে ১৫১৫৭৮৮৩০ চীনে ২৪৫৪৯১৯৩০ জাপানে ১৩৩৫৭৮৩১০ তুরস্কে ১১২৫৪২৪৫০ অষ্ট্রিয়ায় ২৯১০ মিশরে ১০২৮৬৫৯৬০ গ্রীসে ২৯২৫১২৮০ ডেনমার্কে ৭৪১৭২০৯০ চিলিতে ৭৫৩৬৫৩২০ ব্রাজিলে ৫২৬৮৪৬০০ পর্ত্তুগালে ৪৭৩৫৯৬০০ আরজেণ্টাইন সাধারণতন্ত্রে ৫৪০০৯৬৩০ নরওয় ৭৩০০৭২০০০ স্পেনের অধিকৃত পশ্চিম ইণ্ডিজে ৪০৬৯২৮৫০ সেণ্ট ডমিঙ্গো ৩৬৬৯৫২১০ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ৩৬৫০৬৬০ বেলজিক রাজ্যের অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকায় ৩৫১৮১০০ গ্রীসে ২৯২৫১২৮০ জাপানে ২৮৩৯০১৫০০০ বুক্টরাজ্যে ২৭১৮৪৮৫০ মেক্সিকোয় ২৫৪০৬০২০ অন্য দেশে ২২৮১৯২১০ অন্য আমেরিকায় ২২৮৯২০৮০ কলম্বিয়ায় ২১৭৬৯৫৮০ আলজিরিয়ায় ১৩১২৬৫৬০ ভেনিজুলায় ৭৩৩৩৩৪০ টিউনিস ও ত্রিপোলীতে ৬৪৪৩৫০ তুর্ক আফ্রিকায় ৬০০২৩২০ বোলিভিয়ায় ৩৮৯৫৮০০ ইকোয়েডারে ৪৬৩৩৩৬০ হায়তিতে ৩২৬৫৯৪০ পারস্যে ৩০৭০৩৪০ মরক্কোয় ২৮৮১৫০০ আবিসিনিয়া বলগরিয়া ও মণ্টিনিগ্রোয় ১৭৮৭৬৫০ হোণ্ডে ১১২২৫৫ মাডাগাস্করে ৮০৮১৯০ কোচিন চীন ও টঙ্কুইনে ১৫৯০০ এবং অন্যান্য দেশে ৫৫৬৩২১০ টাকার বাণিজ্য করিয়াছেন। ১৮৮২ অব্দে ভারতবর্ষে ৪৫০১৪৮০০ ও ৪২৭৫০৫৬০ টাকার সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানি হইয়াছে। উহার মধ্যে কতক এ দেশীয়েরা ভারতবর্ষের একস্থান হইতে অন্য স্থানে আমদানী রপ্তানী করিয়াছে, কিন্তু ইউরোপীয় বণিকেরা ১৮৮২ অব্দে ভারতবর্ষে ৪৮৩১৯৮৬০০ টাকার দ্রব্য আমদানী ও ভারতবর্ষ হইতে ৮২২৯৬৩৪৭০ টাকার দ্রব্য রপ্তানী করিয়াছেন।

ইংরাজদিগের বাণিজ্যের সহিত ভারতবাসীর বাণিজ্যের তুলনা করিলে ভারতবাসীরা কিছু মন্দ বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। প্রথম পাঠক দেখুন ইংরাজ ও ভারতবাসীতে শ্রমকারিতার কত অন্তর। যে শ্রমশীল হইবে, সেই অধিকতর ধনী ও সুখী হইবে এটী সিদ্ধান্ত বাক্য। ইংরাজের কত অধিক ভারতবাসীর শ্রম কম এই নিমিত্তই ইংরাজেরা ভারতবাসী অপেক্ষা অধিকতর ধনী ও সুখী।

ধনী সব কি প্রজাদিগকে সুখী করিবে?

আমরা অনেক সময়ে মনে অনুভব-করনা-কল্পিত অলীক পদার্থের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকি। যাঁহারা কবলগ্রস্ত আইরিষ পাণ্ডুলেখা লইয়া বিব্রত হইতেছেন, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অলীক পদার্থের সহিত লড়াই করা হইতেছে। অনেকে মনে করিতেছেন প্রজারা ধনী হইলেই তাহারা ধনী ও সুখী হইবে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি মহাশয় (১৮৮৩) রিপোর্টে দেখিলাম, উক্ত সভাও প্রজার ধনী হওয়ার বিষয়ে অধিকতর উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। প্রজারা ধনী হইয়া সহজে তাঁহার ন্যায় বিদ্যার করিতে পারিলেই যে তাহাদিগের বাণিজ্যের সুখ হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টের প্রথম বিচারপতি হইয়া আইসেন, তাঁহারা এ দেশীয়দিগকে নিতান্ত অসভ্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন ইহাঁ ইহাদিগের জন্য ফৌজদারী আইনের অতিশয় অত্যাচার করিতেছেন। তাঁহাদিগের অত্যাচারেই তাহারা এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। বিচারপতি এ গর্ব্বও করিয়াছিলেন, আমরা সুবিচার করিয়া এদেশীয়দিগকে পেট ভরান ও সুখী পরাইব। প্রজার ধনীত্বপক্ষপাতিদিগের মধ্যেও বোধ হয় অনেকের সেইরূপ মনে আছে যে, জমীদারেরা অত্যাচার করিয়া যে সকল প্রজাকে নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাদিগকে ইংরাজী বুট ও পিরাণ না পরাইয়া এবং ব্রাণ্ডির ছাতা মাথায় না দেওয়াইয়া ক্ষান্ত হইবেন না। কিন্তু আমরা বলিতেছি, যাহাদিগের নিমিত্ত তাঁহারা এইরূপ প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাদিগকে একমাত্র নিষ্কণ্টক ধনী করিয়া উন্নত করিয়া তুলিতে পারিবেন না। তাহারা আদৌ ধনী হইতে পারিবার যোগ্য পাত্র নহে। তাহারা অমিতব্যয়ী। তাহারা কথঞ্চিৎ কৃষিকার্য্যটী নির্ব্বাহ করে, তাহাতে যে ফললাভ হয়, তাহার উপরেই তাহাদিগের সম্পূর্ণ নির্ভর। তাহার উপরেই তাহাদিগের লোক লৌকতা, আলয় ব্যবহার স্ত্রীপুত্রাদি প্রতিপালন সকলই নির্ভর করে। তাহার পর কন্যা ও পুত্রাদির অন্নপ্রাশনাদি ও বিবাহ আছে। এক চাস হইতে কত হইবে? এই চাসেরও সকল বর্ষে সুবিধা নাই। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তিন বৎসর সুবৃষ্টি হয়। আবার তিন বৎসর বৃষ্টির ব্যতিক্রম ঘটে। সে বৎসর চাস ভাল না হইল, সে বৎসর অনল ফলফলনে হাহাকার রব উত্থিত হইল

যাহারা একমাত্র চাসবাসী, অন্য দিকে পরিশ্রম করিতে পারে না, কৃষিকার্য্যেও যাহাদিগের সম্পূর্ণ পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা নাই, যাহাদিগেরই এই দশা। কিন্তু যে সকল কৃষক শ্রমশীল, যাহাদিগের বুদ্ধি কিছু প্রাখর্য্য আছে, তাহাদের অবস্থা এরূপ নয়। তাহারা অন্য প্রকার কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে। কেহ মজুরী করে, কেহ সামান্য প্রকার ব্যবসা করে। তদ্দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন হয়, তাহাতে সহজে জমীদারের খাজনা দেয়, তাহারাও অনেক আনুকূল্য হয়, তাহারা কষ্ট পায়না, খাজনা জমীদারের সহিত বিবাদ করে না। পক্ষান্তরে,

অলস কৃষকদলেই জমীদারের পাওনা দেওয়া ভার হয়, তাহাদিগকে লইয়াই বড় গণ্ডগোল। তবে সঙ্গতিশালী কৃষকদিগের মধ্যে যাহারা অলস, তাহাদিগের সহিত জমীদারের বিবাদ কিসের হয়? কিন্তু তাদৃশ কৃষকের সংখ্যা অল্প।

মধ্যস্বত্ব-পক্ষপাতিরা কি মনে করেন, অলস কৃষকদিগকে মধ্যস্বত্ব প্রদান করিয়া উন্নত করিয়া তুলিতে পারিবেন? মধ্যস্বত্বের আটা পিঠে বাঁধিয়া উহাদিগকে প্রদান করুন না কেন, উহা কখনই অলসদলের হস্তগত থাকিবে না। যাহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ও শ্রমশীল, উহা তাহাদিগেরই হস্তগত হইয়া পড়িবে। এখনও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সকল কৃষক বুদ্ধিমান্ ও শ্রমশীল, নানা বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া দু পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা পায়, তাহারা কষ্ট পায় না। জমীদারের সংসারের তাহাদিগের দেনা থাকে না। তাহারা জমীদারের সাউপড় প্রজা। নাতান আর সাতান, প্রভেদ যে এই দুটী বিশেষণ আছে, তাহার অর্থ কি? যাহারা অলস তাহারা চিরকালই নাতান, জমীদারের ধারে তাহারা চিরকালই ঋণী। মধ্যস্বত্ববিৎ তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিবে না। দৌরাত্ম্য করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, অলসেরা দৌরাত্ম্যেই শুধরিয়া উঠিতে পারে না। যাঁহারা অলসদিগের উদ্ধারসাধন চেষ্টা পাইতেছেন, অলসদিগের প্রতি পালন করা যদি তাঁহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে বরং এই উপায় অবলম্বন করুন, জমীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া একটী পাকা হার ধরিয়া দেওয়া হউক, যে যথেষ্ট কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিবে সে সে হারের অতিরিক্ত খাজনা দিবে না। এরূপ করিলে অলস কৃষকদিগের যথকিঞ্চিৎ উপকার করা হইবে। মজুরা সাধারণ মধ্যস্বত্ব দিবার ব্যবস্থা করিলে ঐ সব শ্রমশীল বুদ্ধিমানদিগেরই হস্তগত হইয়া পড়িবে। অলসদিগের যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা। তাহাদিগকে ছিন্ন বস্ত্রে ভগ্ন গৃহে অর্দ্ধাশনে চিরকাল কাটাইতে হইবে। অনেকে মনে করেন, প্রজারা জমীদারের অত্যাচারেই কষ্ট পাইয়া থাকে। কিন্তু এটী বাস্তবিক কথা নয়। প্রজারা নিজের দোষেই নিজে কষ্ট পায়। যাহারা শ্রমশীল কৃষক, তাহারা দুই টাকা হাতে থাকিলে দিয়া যে জমীতে লাভ করে, সেই জমী যদি জমীদার অলস কৃষককে আট টাকা খাজনায় দেওয়া হয়, সে তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অতএব স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে কেবল মধ্যস্বত্ব দিয়া প্রজার উন্নতি সাধন করিতে পারা যাইবে না। তাহার উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহাকে আগে শ্রমশীল করিয়া তুলিতে হইবে। যাহাতে সে পরিশ্রমের ফল পায়, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। সে যাহাতে নীতিমত চলিতে পারে তাহার শিক্ষা দিতে হইবে, তবে প্রজার অবস্থা সংশোধন হইবে।

এখনে আমাদিগের মনে যে একটী ভাবনা উদয় হইল, তাহাও ব্যক্ত করা আবশ্যক হইতেছে। এই জমসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য লইয়া বহুকাল অবধি আন্দোলন চলিতেছে। অনেকে অনেক প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। পাণ্ডুলেখ্যটীর অবয়বের বহুবিধ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে পাণ্ডুলেখ্য প্রথম নিবদ্ধ হয়, এখন আর তাহাকে চিনা ভার হইয়া উঠিয়াছে। সবলদেহ সুচিন্ত সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল, সর রিচার্ড টেম্পল, সর আসলি ইডেন ঐ পাণ্ডুলেখ্যটী বিধিবদ্ধ করিতে সাহস বাঁধিতে পারেন নাই। রিক্লার্স টমসন সাহেব সাহস বাঁধিতেছেন, তাহাতে আমাদের মনে আশঙ্কা জন্মিতেছে। তিনি স্বয়ং কৃষ, পাছে আইনটী কৃষ হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান পাণ্ডুলেখ্যটী বিধিবদ্ধ করা যে ঠিক কাজ হইতেছে না, তাহার একটী বিশেষ প্রমাণ এই, এ পর্য্যন্ত আইনটীর অবয়ব ঠিক হইয়া উঠিল না।

শনিবার কলিকাতা হাইকোর্টে একটী কৌতুকর মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। মেরি সারম্যান নামক এক বিবি আজ তিন বৎসর হইল একটী মুসলমান বিদ্রীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত চলিয়া যায়। বিদ্রীর ঔরসে তাহার একটী পুত্র হইয়াছে। মেরি সারম্যানের বিবি বিদ্রীর নামে তাঁহার জন্যাতে প্রলোভিত করিয়া কতকগুলি দ্রব্যাদি সহ লইয়া যাইবার অভিযোগ করেন। কিন্তু মেরি সারম্যান স্ব ইচ্ছায় গিয়াছে বলাতে মিস আদালত মকদ্দমা অগ্রাহ্য করেন। হাইকোর্টে আপীল হয়। শনিবার মেরি সারম্যান স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হয়। বিদ্রীর নিকট তিন বৎসর থাকিয়া তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিবি সারম্যান মুসলমান অন্তঃপুরবাসিনীর ন্যায় পাল্কীতে হাইকোর্টের উপর পর্য্যন্ত আইসে। পরিধানে বুটিদারা আলখ। তাহার উপর দীর্ঘ ঘোমটা। পায়ে রঙ্গ করা জুতি প্রভৃতি আছে। তিনি লজ্জাশীলা এতদ্দেশীয় রমণীর ন্যায় এ দেশীয় রমণীদিগের দাঁড়াইবার স্থলে গিয়া পরদার অন্তরাল হইতে জজদিগের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি আবার বলিলেন বিদ্রী আমাকে প্রলোভন দেখাইয়া আনে নাই। আমি স্বয়ং গিয়াছিলাম। পিতা আমার বিবাহ না দেওয়াতে আমি বিদ্রীর সহিত চলিয়া যাই। সে আমার নিকার সামগ্রী আনার কথা অস্বীকার করে। সারম্যান সাহেব সামগ্রী আনা প্রমাণ করিতে না পারাতে মকদ্দমা ডিস্মিস হইয়া গিয়াছে।

রেলগাড়ী চোকা টুপি হইয়া অথবা আলখ ও মৌকাদি ছুরি হইয়া যেখানে যত লোক মরুক না কেন আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহা গবর্ণমেণ্টের খবরেই আইসে না। এতদ্দেশীয়ের প্রাণ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় রাজপুরুষেরা তাহাদিগের অপমৃত্যুর সংখ্যা গণিতেও তাহা স্থান দেন না। এতদ্দেশীয়ের প্রাণের উপর তাঁহাদিগের যদি মমতা থাকিত তাহা হইলে সে দিবস ষ্টীম ন্যাভিগেসন কোম্পানীর ইমবিলা নামক জাহাজের ২০।২৫ জন লোক কালীগঞ্জে ডুবিয়া মরিল কিন্তু চো শব্দটী হইল না। ইহার কারণ কি? এই দুর্ঘটনার বিবরণ ইমবিলা সাহিবপুরের নিকট কালীগঞ্জে গিয়া পঁহুছিবার যথাতথনে অনেকের জন্য দাঁড়াইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাহী লইয়া যাইবার জন্য জাহাজের নিকটে আসিল। একে ক্ষুদ্র ডিঙ্গি তাহাতে অধিক সংখ্যক লোক আরোহণ করিল। একদিকে জলের স্রোত অপর দিকে জাহাজ চলিয়া যাওয়াতে প্রবল ঢেউ উঠিয়া ডিঙ্গি ২০।২৫ জন লোক সহ জলময় হইল। বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকের সকরুণ ক্রন্দনে জাহাজের অপর লোকে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তারস্বরে চীৎকার করিয়া কেরি বোটের মাঝিদিগকে তাহাদিগের রক্ষার্থে নিযুক্ত হইতে বলিতে লাগিল কিন্তু সে কথা কেহ গ্রাহ্যও করিল না। জাহাজ দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল, ডিঙ্গির ২০।২৫ জন আরোহীও অকূল জলে মগ্ন ও অদৃশ্য হইল। সব গোল মিটিয়া গেল, কিন্তু জলমগ্ন ব্যক্তিরা আজ যদি এতদ্দেশীয় না হইয়া ইউরোপীয় ও খ্রীষ্টানের অধিকারী এতদ্দেশীয় হইতেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় তাঁহার চারে আগুন ধরাইয়া দিতেন। ষ্টীমন্যাভিগেসন কোম্পানী লাভ খাইতেছেন অথচ গণ্ডাখানক লোকের প্রাণ রক্ষার যে বন্দোবস্ত করেন সেই ভরসা কি তাঁহারা দাবী করেন? ক্ষুদ্র ডিঙ্গির মাঝি যে এত লোক তুলিল তাহারই বা কারণ কি? গবর্ণমেণ্টের কি বিবেচনা নাই? পুলিষ কি ইহার তদন্ত করেন না; কেরিবোটের মাঝিরা যে এতগুলি লোকের উদ্ধার চেষ্টা পাইল না তাহারই বা অর্থ কি? কেন, তাহারা কি গবর্ণমেণ্টের অর্থ খায় না? গবর্ণমেণ্টের প্রজা জলমগ্ন হইয়া মরিতেছে তাহাদিগের উদ্ধারের চেষ্টা পাওয়া কি তাহাদিগের কাজ নহে?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতর বিচারপতি কিন্ত সাহেব আগামী জুলাই মাসের প্রথমেই বঙ্গদেশের আদালত সমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য বহির্গত হইবেন। মফঃস্বলের আদালত সমূহ আজকাল যেরূপ অবস্থা আসিয়া

ধারণ করিয়াছে, বিচারকার্য্য যেরূপ অসুমা নিয়মে সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে হাইকোর্টের জিস্ট সাহেবের ন্যায় বিচারপতির দর্শে দর্শে দেখা যাওয়ায় আমরা কথঞ্চিৎ দোষ সংশোধনের আশা করিতে পারিনা। মফঃস্বলের আদালত সমূহ ব্রিটীশ শাসনের কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছে, যুগ যুগান্তরে না গিয়া হাইকোর্টের বিচারপতিরা পর্য্যায়ক্রমে প্রতি বর্ষে যদি মফঃস্বল ভ্রমণে যান, তাহা হইলে কিছু মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের দেশ ভ্রমণের ন্যায় যেন না হয়।

ইউরোপীয়দিগের অত্যাচারের বিষয় প্রকাশ করা আমাদিগের প্রতি সপ্তাহের নিয়মিত কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সোমপ্রকাশের অনেক স্থান ইহাতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কিরূপে যে উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন আমরা তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ইউরোপীয়দিগের এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে লোকের মনে ক্রোধ সঞ্চিত হইতেছে কিন্তু ইহা যে সময়ে ফাটিয়া বহির্গত হইবে তখন দীপ্ত অনলের ন্যায় জ্বলিতে থাকিবে। ইউরোপীয় অপর সাধারণের তাহাতে যত অনিষ্ট হউক না হউক গবর্ণমেণ্টের অনিষ্টসম্ভাবনা অধিক। অতএব গবর্ণমেণ্ট ইহাতে উপেক্ষা না করেন, ইউরোপীয়দিগের অত্যাচারের নিবারণ চেষ্টা পাইয়া রাজ্য নিরাপদ করিয়া তুলেন ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা। আমরা উপরে যে কথাগুলি বলিলাম তাহার কারণ এই, গত রবিবারের পূর্ব্ব রবিবার একটী বাবু গাড়িতে আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। একজন এ দেশীয় লোক কোন কারণে পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। গাড়োয়ান কষাঘাত করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা পায় কিন্তু সে ঢিল ছুড়াতে গাড়োয়ান গাড়ি লইয়া ফিরিয়া যায়, মেমের সাহেব এই কথা শুনিয়া ক্রোধে কিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং তথায় আসিয়া সেই লোকটীকে এরূপ প্রহার করেন যে সে তাহাতেই প্রাণত্যাগ করে। দুঃখের বিষয় ইহা কাহারও খবরে আইসে নাই। এ বিষয়ের বিশেষরূপ অনুসন্ধান হয় ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা। সাহেব কিপ্ত না হইয়া যদি ভাবে যদি লোকটীর নামে আদালতের সাহায্যে সাহেবের নিকট নালিশ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে আর এ কলঙ্কের ভাগী হইতে হইত না।

[illegible] উপর যে সকল অত্যাচার করেন তাহার তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিব না কেন? সাহেবের সহিত ঘৃণা করিব, যাহাতে সংসর্গ না হয় সে চেষ্টা করিব, কিন্তু ভয় করিব না। ভয় করিলে তাঁহারা অধিকতর ভয় দেখাইয়া চাপিয়া ধরিবেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ৬৯ জন লোক ধর্ম্মকার্য্যের উৎসব উপলক্ষে একত্র হলবদ্ধ হইয়া যাইতেছিল। পুলিষ প্রতিকূল হইয়া এই বিষয় মাজিষ্ট্রেটের গোচর করিল। তিনি ফৌজদারী আইনের ১৪১ ধারা অনুসারে সেই ৬৯ জনকে পুলিসের দ্বারা ধৃত করাইলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে যিনি শাস্তি-কার্য্য তাহাদিগের সকলেরই নিকট হইতে এক বৎসরের জন্য প্রতিভূ গ্রহণ করেন। সকলে কর্ত্তার আদেশ তখন পালন করা হইল বটে কিন্তু তাহারা এই বিষয় এলাহাবাদ হাইকোর্টের গোচর করিল। জষ্টিস ট্রেট সাহেবের নিকট ইহার বিচার হয়। তিনি ধর্ম্মোৎসবের প্রতি বলপ্রকাশের অন্যায় ও জারিমের জন্য উপস্থিত হইবার আদেশটীকে অত্যন্ত অত্যাচার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট এক মকদ্দমায় ৬৯ জন লোকের নিকট হইতে প্রতিভূ লইয়াছেন দেখিয়া ট্রেট সাহেব বিস্ময় হইয়াছেন। প্রত্যেকের নামে পৃথক মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষের প্রমাণ লইয়া প্রতিভূ গ্রহণ করিলে আইনসঙ্গত কাজ করা হইত। তাহা না করাতে তিনি স্বয়ং কথঞ্চিৎ শাস্তিস্থ করিয়াছেন বলিয়া তিনি রায় লিখিয়াছেন। ট্রেট সাহেবের উহাতে বোধ হয় কিছু হানি হইবে। তবে যদি আপীল করা না হইত তাহা হইলে ইহার অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত। ১৮৬৮ অব্দে যে ঘোষণা প্রচার করেন মাজিষ্ট্রেট কি তাহা অবগত নহেন? বিচারপতির [illegible] লোকের আদর্শস্থানীয়। তাঁহারাই যদি এরূপ ইচ্ছামত ব্যবহার করেন, তাহারা যে চতুর্গুণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা করার প্রাইভেট ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল নামে একজন ইংলণ্ডীয় ব্যক্তি মুলটাদ নামক একজন পাথুরিয়া কলীকে গুলি করে। কারণ এই মুলচাঁদ ধীরে ধীরে পাখা টানিতেছিল। অফিসে তাহাকে জোরে টানিতে বলেন। অন্যায় অপরাধ গুলি করিবেন বলিয়া যান। মুলচাঁদের হিতৈষী জন সে সে কথা গ্রাহ্য করিল না। সে পূর্ব্বের ন্যায় ধীরে ধীরে পাখা টানিতে লাগিল। অফিস এই অবজ্ঞা গুলি করা বন্দুক লইয়া তাহাতে তাক দিয়া মুলচাঁদের মুখে গুলি করিল। অফিস আইনতঃ দণ্ডনীয় তাই মুলচাঁদের মৃত্যু হইল না কিন্তু তাহার বিচার ও কথিত পক্ষে অনেক আন্দোলন হইল। ডেলি নিউস সম্পাদক এটীকে হত্যা বলিয়াছেন। এ দেশীয়দিগের সহিত ইউরোপীয়দিগের যেরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইউরোপীয়দিগের পদে পদে এইরূপ ভয়ানক অত্যাচার করিবার কথা বটে কিন্তু তাহাতে এ দেশীয়দের মনে যে কিরূপ প্রলয় হইতেছে তাহা বোধ হয় তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। আজ্ঞা টীক করিয়া মর্ম্মাগতে এ সিয়ার আলী নামে মেজরকে [illegible] আহিরা ফেলিল। কিন্তু বিচারকালে তাহারা যদি রবিন্সন ক্রুসোর ন্যায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে যাওয়াতে তাঁহাদিগের ক্রুর হইয়াছে তাহা হইলে বিচারপতিরা তাহাদিগকে কি নিষ্কৃতি দিতেন, নিষ্কৃতি পাইলেও কি ইংরাজ জাতি সেই প্রবোধে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন?

এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের কোন বিষয়ে অনুসন্ধান নাই, যাহা দেখেন তাহা প্রায় মুখ দেখাদেখি ইত্যাদি প্রকার দোষের আরোপ করিয়া এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের উপর বিদ্রূপ ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশের সম্বন্ধে তাঁহারা যে কেমন অভিজ্ঞ পাঠক নিম্নে তাহা দর্শন করাইতেছি। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ ইংলণ্ডে গিয়া যে সকল বক্তৃতাদি করিতেছেন তজ্জন্য অমেক স্থানে পরিচিত হইয়াছেন এবং সকলেরই তাঁহার জীবনচরিত জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে দেখিয়া লিভারপুলের একখানি সংবাদপত্র সংক্ষেপে তাঁহার ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন তৎপাঠে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। উক্ত পত্রে লালমোহন ঘোষ লিখিতে Lah Nolnm Ghosh'লা মোলম্ গস লিখিয়া তাঁহারা যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতি বিচিত্র। এই লা মোলম্ গস, একজন বৃহৎ ভাড়ক সংস্কারক, জাতিভেদ রহিত হইয়া বিধবা বিবাহ চালাইতে প্রচলিত হয় ইনি তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজ ও বোধ সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইয়র্কসায়র গার্ডিয়ানের সম্পাদক মস্তিষ্ক ঘামাইয়া নূতন কথা দেখের সুবিধা তিনি আবার তাঁহার পাঠকগণকে জানাইলেন Mr L. Moon goose' নাম মুন গুজ একজন বিচারপতি প্রচুর অর্থশালী লোক। ইঁহাদিগের বংশাবলীর কথা অনুসন্ধানে পাওয়া যায়। মহর্ষিদের সম্বন্ধে ইহাঁর অতি চমৎকার মত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইহাঁকে একজন আর্য্য রাজকুমার বলিয়া বোধ হইতেছে। যে সকল বাবু এখানে আছেন ও আসিতেছেন তাঁহারা ইহাঁরই উপদেশানুসারে আমাদের দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা পাইতেছেন। অন্যান্যদিগের মতা সভা নামে তথায় যে সভা, তাহার এক ভবনী লালমোহন ঘোষের এই ইতিবৃত্ত

পাঠ করিয়া উক্ত সভার সভ্যেরা কিরূপ বোধ করেন জানি যে, স্বয়ং কি একজন দেশী অপেক্ষা ভারতীয় ? যদি তাহাই হয় তবে কি তিনি ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ ছুই-চিত্রে স্বদেশীয়কে বধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করেন ? " পাঠক ! ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ড বাসিদিগের কেমন ইনটিমেসি আছে তাহা কি বুঝিতে পারিলেন ?

মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ নহে, ধর্মযুদ্ধ হোক। ধর্মযুদ্ধ হোক বলিলে উহারা যে যুদ্ধ নয়, তাহা ফিরান বড় কঠিন। ষ্টেটস্ম্যান একজন ভ্রমণকারী বলিয়াছেন আরবদেশের দক্ষিণ অংশে মেহদির আবির্ভাব প্রচারিত হওয়াতে তত্রত্য লোকে বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়াছে। এ সময়ে তাহারা সামান্য মাত্র উৎসাহ পাইলে তুর্ক দিগের যে ঘোর বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। সেণ্ট জেমস গেজেট বলেন আরবেরা স্বেচ্ছাপূর্বে মেহদির সাহায্যের অনুচরদিগের অপেক্ষা আরব অনুচরের দ্বারা অধিক বিপদ ঘটনার সম্ভাবনা আছে। লোহিত সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে এই উত্তেজনা-অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে উহার নির্বাণের উপায় চিন্তা করিবার অবসর হইবে না। আরব দেশে বিপ্লব হইলে ভারতবর্ষের আহার চেট লাগিবে। তখন ইহার বেগ ধারণ করা অতি কঠিন হইবে। এবং আরবের অন্তর্গত ইয়েমেনের সহিত এডেনের এখন যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে। এই সুদানের লোকদিগকে ইজিপ্ট অনুচরদলভুক্ত করিয়া যেরূপ প্রথমতঃ মিশর সৈন্য, পরে তাহাকে আক্রমণ করিতেছে তাহাতে মিশর রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। ওদিকে সেনাপতি গর্ডন খাটোমে বন্দীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। এই ও বিদ্রোহীরা রাজ্যের শাসনকর্তাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার অধীনস্থ ইংরাজ ও মিশর দেশীয় সৈন্যের সংহার করিয়াছে, সাক্ষাতে যে সকল ইংরাজ অবস্থিতি করিতেছিল তাহাদিগের কাহারও প্রাণ রক্ষা হয় নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই জুন। কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে উইপস ও বোয়ারেরা ইসিসেম্বুক আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছে। ইসিসেম্বু ইংরাজদিগে পলায়ন করিয়াছেন।

টাইমস পত্রের কোরেস্পণ্ডেণ্ট লিখিয়াছেন যে ৩০০০ লোক সমভিব্যাহারে ডেলোয়ার ইউরুখে যাত্রা করিয়াছেন। ডেলোয়ার সাসনকর্তা সসৈন্য ইউরুখের অভিমুখে গমন করিয়াছেন।

কায়রো ১৩ ই জুন। একজন ফরাসি ইঞ্জিনিয়র খার্তুমে রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য সুয়াকিমে যাত্রা করিয়াছে। [illegible] মাসিক ৩০ টাকায় একত্র করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই জুন। ব্রাজিলের সাহেব কমল হাইতে বলিয়াছেন ব্রজরাজে মুদ্রাযন্ত্র করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে লাইপ পর্যন্ত একটী টেলিগ্রাফ প্রস্তুত করিবার ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

ফ্রেডেরিখোবাদে বাসিয়া সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর পরস্পরের উপর দৃষ্টিপাত করিবেন না এই সময়ে পরস্পরে সন্ধি করিয়াছেন।

লণ্ডন ২০ এ জুন। যুদ্ধকার্যের ষ্টেট সেক্রেটরি গত রাত্রিতে কমল হাউসে ঘোষণা দিয়াছেন মিশরে যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য আছে মিশর সৈন্যের সহিত একত্র হইয়া তাহারা উপর ইজিপ্ট রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। সেনাপতি ষ্টুয়ার্ট ইহাদিগের সেনাপতি পদে প্রেরণ করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা একখানি মুদ্রিত পত্রে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বাবু রাধাচরণ বসাক কলিকাতা ফিমেলা ষ্কাটস্কুল ৮০ নং বাটীতে যে লোহার কারখানা করেন, বাবু নীলকমল বসাক তাহাতে যোগ দিয়াছেন। নীলকমল বাবু গবর্ণমেণ্টের ফিনান্সিয়াল প্রেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। এক্ষণে পেন্সন পাইতেছেন। ছাপাখানা ও বাটি বাঁধান সংক্রান্ত যে সকল লোহার ও পিত্তলের দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন, উহাঁরা তাহার সরবরাহ করিবেন। সেগুলি বিলাতী দ্রব্যের মত হইবে। এখানে যদি বিলাতী দ্রব্যের মত দ্রব্য প্রস্তুত হয় সেটী বড় আহ্লাদের বিষয়। এবিষয়ে সকলেরই উৎসাহদান করা কর্তব্য। ঐ পত্রে দেখিলাম, উহাঁরা বাঙ্গালা ও ইংরাজী অক্ষরও মিশ্রণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। এস্থলে আমরা একটী প্রস্তাব করি, যদি উহাঁদের বাঙ্গালা অক্ষর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অক্ষরের অক্ষরগুলি অপেক্ষাকৃত কিছু সুশ্রী বটে; কিন্তু তাহার অনেক দোষ আছে। তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। অতএব নীলকমল বাবু যদি সুশ্রী ও স্থায়ী অক্ষরের ছেনি করিয়া নূতন অক্ষর ঢালাই করিতে পারেন তাহা হইলে দেশের বিশেষ উপকার হয় তাঁহারও বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। এক্ষণে ভাল বাঙ্গালা অক্ষরের বড় প্রয়োজন হইয়াছে।

চট্টগ্রাম হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন " কয়েক দিবস এখানে ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আবার আজ কাল সূর্যের প্রখর করে সকলেই ওয়ানক কষ্টভোগ করিতেছেন। এই সুযোগেঅও তাহার নিজ মূর্তি ধারণ করিয়াছে। চট্টগ্রাম এক প্রকার জ্বর প্রধান স্থান বলিয়া বিখ্যাত। এখানকার জ্বরে প্রায় কাহারও প্রাণহানি হয় না; কিন্তু একবার জ্বর হইলে অনেক দিন ভুগিতে হয়, এখানে জ্বরের ঔষধ পাওয়া যায় না। বাহিরে আর হইয়া থাকে। কলিকাতা আর লোকেই এখানে আসা যাওয়া করেন। আমাদের ডাক্তারখানার ডেপুটী সার্জেন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই যুদ্ধের সময় যে ব্যক্তির অকৃত্রিম রাজভক্তি দেখিয়া গ্রবর্ণমেণ্টকে তাহা জানাইয়া ও সম্মানসূচক খেলাত আদি দিতে অনুরোধ করেন, যাঁহার উদ্যোগে তিনি সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা ভূষিত হন এবং আমাদের ভূতপূর্ব সিবিল সার্জন ডাক্তর মেডোজ সাহেব যে ব্যক্তির রাজভক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন, এক্ষণে সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র বর্তমান ইংরেজের কমিশনরের হাতে পড়িয়া রাজাচ্যুত হইয়া বলিয়াছে অবস্থিতি করিতেছেন! রাজা হরিশ্চন্দ্রের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া লোকে পুরাকালের রাজা হরিশ্চন্দ্রের " ঘনিষ্ঠদীক্ষার অবতার" মনে করিতেছেন। জানি, অদ্যাপুর ফিজারো কবি, লর্ড রিপন বাহাদুর কি রাজা হরিশ্চন্দ্রের মকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজ পত্র ওলন করিয়া দেখিবেন না ?"

শুনা যাইতেছে সার্জন জেনারেল ডাক্তর কেমসাহেব সম্প্রতি ছুটী লইয়াছেন, কিন্তু স্থির হইয়াছে যে, আগামী ৯ ই সেপ্টেম্বর তিনি সরকারি কার্য্য হইতে একবারে অবকাশ লইবেন। আমরা শুনিয়া আমাদের ছোট লাট বাহাদুর এ পদে আপনার অনুগত লোক নিযুক্ত করিবেন না। মেডিকাল কালেজের অধ্যক্ষ ডাক্তর কোট স সাহেবকে এই পদটী প্রদত্ত হউক, ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা।

মৃত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের স্মরণার্থ যে প্রস্তর লেটিমূর্ত্তি হইবে তাহার মিত্র ফলে এই লেখা থাকিবে শ্রীনববিধান শ্রীমদাচার্য্য ৺কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম ৫ ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৭৯০ শক, এবং স্বর্গারোহণ ২৫ এ পৌষ মঙ্গলবার ১৮০৫ শক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইউরোপখণ্ডে আলবানি নামক স্থানে অর্ণব দেশের একটী স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার যে কিছু ধন ছিল রমণী তৎসমুদয় তজ্জন্য যাহে জমা রাখে। তাহার নিকট যাহার যে রসিদ বহিখানি ছিল, গত মে মাসে সেখানি তাহাইয়া যায়। রমণী বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বহিখানি না পাওয়ায় ভয়ানক উন্মাদিনী হইয়া উঠে এবং আপনার ৫ টী শিশুসন্তানকে বধ করিয়া ষ্টভটকে লইয়া মিউইয়র্ক নামক স্থানে একটী গমনশীল রেলগাড়ির নিক্ষেপ করিয়া উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মূর্খের পুস্তকাপেক্ষা টাকার লোক যে অধিক ভাল বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে; কিন্তু পরীব দুঃখের বিষয় এই যে

আমাদের গবর্ণমেণ্ট দুর্ব্বৃত্ত ও দরিদ্র প্রজাদের কষ্টোপার্জ্জিত ধন লইয়া অনর্থক ব্যয় করিয়া থাকেন!

ইংলণ্ডে যে সকল স্ত্রীলোকের নিজের বাটীর কর্ত্তা আছে সেই সকল স্ত্রীলোকের পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনে অধিকার দিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আজকাল ইংলণ্ডে মহা আন্দোলন চলিতেছে। বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় যদি ইহার অনুকূলে মত প্রদান না করেন তাহা হইলে এবার তাঁহাদিগের পদচ্যুত থাকা ভার হইবে।

সুইডেন ইংরাজশাসনের সর্ব্বতোভাবে সমান। গত বর্ষে সিংহলের কতকগুলি বৌদ্ধ কলহের নিকটস্থ কোটাকিলা নামক স্থানে একটী দেবমন্দিরে উৎসব উপলক্ষে সমবেত হইয়া অতি শান্তভাবে গমন করিতেছিল। এই সময়ে কতকগুলি খ্রীষ্টিয়ান দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অতি প্রবল বেগে আক্রমণ করিয়া জোয়ানলাদি নামক একজন বৌদ্ধকে মারিয়া ফেলে ও তাহার সঙ্গীদিগকে গুরুতর আঘাত করে। এই বিষয়ে আদালতে অভিযোগ হয়। বিচারপতি অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। বৌদ্ধেরা ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বিচারপতি ও স্থানীয় শাসনকর্ত্তার এই অন্যায় ব্যবহার বর্ণন করিয়া লর্ড ডার্বিকে এই সকল বিষয় জানাইবার জন্য একব্যক্তিকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যে আবেদনপত্র লিখিয়াছেন তাহাতে ঐ দেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোক স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সিংহল দেশীয় একব্যক্তি ক্যাণ্ডিতে ২২ টী হস্তী লইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে দুটী এত বড় যে ঐরাবতের ন্যায় হস্তী ইউরোপে কেহ কখন দেখে নাই। একটির মূল্য ৭৫০০০ ও অপরটীর মূল্য ২২০০০ টাকা। এই ব্যক্তি ক্যাণ্ডির্গ হইতে ওয়েলডার্ফ, ফ্রাঙ্কফোর্ট, ভিয়ানা, ড্রেসডেন, বার্লিন ও পারিসে এই সকল হস্তী লইয়া যাইবে। ক্যাণ্ডির্গে ২০০০০ লোকে পয়সা দিয়া এই হস্তী দেখিয়াছে। এখানে সার্কেসের ব্যবসায় খুব মারা যায়।

রুশ গবর্ণমেণ্ট মারমানার সন্নিকটে একটী রাজধানি নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায়ে কাবুলের আমীরের অনুমতি চাহিয়াছেন। আমীর যদি এ প্রস্তাবে সম্মত হন তাহা হইলে তাঁহাকে নানা ধন রত্নে করিবেন বলিয়া তাঁহারা অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছেন। এটী আমীরের অর্থ লইবার কৌশল নয় ত?

সম্প্রতি কাবুলের আমীর এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে এক্ষণে কাবুল গুপ্তচরগণের মধ্যে কেহই আর অস্ত্র লইয়া বেড়াইতে পারিবে না, এমন কি দরবারের সভ্যগণও কোন প্রকার অস্ত্র লইয়া তাঁর দরবারে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। ঘোষণা করা হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি দুরাশয়ে ধরা হইবে, তাহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করা যাইবে।

মান্দ্রাজ হইতে সিঙ্গাপুরে টেলিগ্রাফের যে তার আছে নিকোবর দ্বীপের নিকটবর্ত্তী স্থানে সেই তার ছিন্ন হওয়ায় গত ৪ঠা মে বেলা ১১ টা হইতে সংবাদ আদান প্রদান কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এজন্য মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় যে সকল সংবাদ আসিতেছে তাহা বেরূপ হইয়া প্রেরিত হইতেছে।

ডিউক অফ এডিন্বরা ৯ই আগষ্ট মদ্রাজে উপস্থিত হইবেন। তাঁহার সম্মানার্থে মান্দ্রাজে ৫ দিন ব্যাপী মহোৎসব হইবে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের অন্তর্গত আমেদাবাদে যে অগ্নি [illegible] তাহাতে ১০০০০০ টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া [illegible]।

চেল্‌সিনিবাসী বালকদিগের শিক্ষার জন্য যে কালেজ সোসাইটি আছে বিদুষী রমা বাই তথায় সংস্কৃত ও ঐ দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়া পত্র যোগে সংবাদ পাইয়াছেন এদেশের বর্ত্তমান রাজনীতি যাহাতে সেক্রেটরি অফ ষ্টেটের সভা ব্যতীত কোনরূপে প্রকাশিত না হয় গবর্ণমেণ্ট প্রেস কমিশনরকে তাহার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বেঙ্গল এল, এ, পরীক্ষার ফল।

পাবনাশিতাহুসারে।

প্রথম বিভাগ।

হে. ওয়াটেন	সেণ্ট জেবিয়ার্স কলেজ মুরি
ডোকার্ট ৮৫পু.সি	সেণ্ট জেবিয়ার্স কঃ
নারায়ণ চাটার্জ্জী	হুগলি কঃ
চণ্ডীচরণ সরকার	হুগলি কঃ
ঈশ্বরচন্দ্র বসু	আলবার্ট কঃ
জি এস। ব্রি	সেণ্টপল কুল্‌ হাবিলিং
হেমেন্দ্র [illegible]াল	[illegible]ন্দ্রনাথ কঃ
মন্মথ চট্টো	শিক্ষক
শিবকৃষ্ণ [illegible]	প্রেসিডেন্সি কঃ

দ্বিতীয় বিভাগ।

আবদুল [illegible]ম	ঢাকা কঃ
আবদুল [illegible]ব	প্রেসিডেন্সি কঃ
আমেদ	প্রেসিডেন্সি কঃ
ডবলিউ এন, এস,এসিয়াল্লা	সেণ্ট জেবিয়ার্স কলেজ
কালিদাস বসু	সেণ্ট জেবিয়ার্স কঃ
কালিদাস বসু	শিক্ষক
কালীপদ বন্দ্যো	ডফটন কুল

বিহারীলাল বন্দ্যো	প্রেসিডেন্সি কঃ
বিপিন বন্দ্যো	পাটনা কঃ
ভেষজচন্দ্র বন্দ্যো	মিটন সেণ্ট্রাল কঃ
ভেষজচন্দ্র বন্দ্যো	জেনারল আসেম্বলি
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো	সংস্কৃত কঃ
ভোলানাথ বন্দ্যো	কিড্ডিচর্চ্চ
মোহিনীমোহন বন্দ্যো	শিক্ষক
মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যো	হুগলী কঃ
রাজচন্দ্র বন্দ্যো	শিক্ষক
বাসবিহারী বন্দ্যো	জেনারল আসেম্বলি
শরচ্চন্দ্র [illegible]ন্দ্যো	প্রেসিডেন্সি কঃ
সীতানাথ বন্দ্যো	ঐ
শ্যামাচরণ বন্দ্যো	[illegible]খরমপুর কঃ
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো ১ মং	প্রেসিডেন্সি কঃ
বিনোদবিহারী বসাক	ঢাকা কঃ
ভোলেন্দ্রনাথ বসাক	ঐ
ভবেন্দ্রনাথ বসু	এস, এম, এস ইনষ্টি ভবানীপুর
ভূপেন্দ্রচন্দ্র বসু	ডুফটন
বিনোদবিহারী বসু	প্রেসিডেন্সি কঃ
বিপিনবিহারী	ঐ
বিপিনবিহারী	সিটি কঃ
বিপিন বসু	জেনারল আসেম্বলি
গৌরহরি বসু	এল, এম, এস, ভবানীপুর
ভূমিপ্রসন্ন বসু	সেণ্ট জেবিয়ার
রাধালদাস বসু	ফ্রিডি চর্চ্চ
রাসবিহারী বসু	পাটনা কঃ
ভূতভূষণ ভাদুড়ী	মেটরোপলিটান ইনষ্টি
মহিভূষণ ভাদুড়ী	সিটি কঃ
ভগবতীচরণ ভাদুড়ী	পাটনা কঃ
আনন্দমোহন ভট্টা	সংস্কৃত কঃ
রামদাস ভট্টা	মেটরোপলিটান
পরমানন্দ বিশ্বাস	ঢাকা কঃ
শৈলবিহারী লালা	ক্যামিং কঃ
শিবিশ চক্রবর্ত্তী	মেটরোপলিটান
লালমোহন চক্রবর্ত্তী	আলবার্ট কঃ
রামচন্দ্র চন্দ্র	হুগলী কঃ
বিহারী চট্টো	হুগলী কঃ
হরপ্রসাদ চট্টো	প্রেসিডেন্সি কঃ
ভোলেন্দ্রকুমার চট্টো	আলবার্ট কঃ
যোগিন্দ্রমোহন চট্টো	মেটরোপলিটান
রাজেন্দ্র চট্টো	হুগলী কঃ
কেদারনাথ চট্টো	বর্দ্ধমান কঃ
কেদারনাথ চট্টো	প্রেসিডেন্সি কঃ
মাখনলাল চট্টো	ডফটন কঃ
[illegible]থ চট্টো	ফ্রিডি চর্চ্চ
সুরেন্দ্রনাথ চট্টো	ভোলানাথ কঃ

[illegible]	মেট্রোপলিটান	লক্ষ্মীনারায়ণ	পাইনা কঃ	ভবানীকান্ত সাহা	কিরি চর্চ
মেহেরীমোহন মৈত্র	পাইনা কঃ	এম, এস ও আমিনবক্স	এম,এ ও বি আলীগড়	পাবনাচন্দ্র সাহা	সন্তুষ কঃ
অক্ষয়কুমার দাস	ঢাকা কঃ	জ্ঞানেন্দ্র মৈত্র	কি চর্চ	যদুনাথ সাহা	পাইনা কঃ
আনন্দনাথ দাস	ঢাকা কঃ	ডাক্তার মজুমদার	সিটি কঃ	হরিদাস সাহা	সিটি কঃ
জ্ঞানচন্দ্র দাস	এল, এম, এস, ডাবলীপুর	গোপীনাথ মজুমদার	শিক্ষক	সদায় ভেদ আকাশ	[illegible] কঃ
তৈলাসচন্দ্র দাস	ঢাকা কঃ	ব্রজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার	প্রেসিডেন্সি কঃ	বরদাকান্ত সরকার	[illegible]
দুর্গাদাস দাস	হুগলী কঃ	ইন্দুভূষণ মজুমদার	প্রেসিডেন্সি কঃ	নটবর সরকার	মেট্রোপলিটান
হরমণীকান্ত দাস	চট্টগ্রাম কঃ	নগেন্দ্রকান্ত মজুমদার	ঢাকা কঃ	অনন্তকুমার সেন	জেনারেল আঃ
রমেশচন্দ্র দাস	ঢাকা কঃ	মুকুন্দকুমার মজুমদার	জেনারেল আঃ	গোবিন্দচন্দ্র সেন	রাজশাহী কঃ
সুধর্ম্ম দাস	প্রেসিডেন্সি কঃ	শ্যামবিহারী মিত্র	মিউর সেন্ট্রাল কঃ	মহেন্দ্রচন্দ্র সেন	হুগলীচুঃ কঃ
বৈকুণ্ঠবিহারী দত্ত	জেনারেল আসেম্বলি	অঘোরনাথ মিত্র	জেনারেল আঃ	রমেশচন্দ্র সেন	শিক্ষক
ক্ষেত্রমোহন দত্ত	হুগলীচুঃ	অন্নদাপ্রসাদ মিত্র	সেন্ট জেভিয়ার্স কঃ	সতীশচন্দ্র সেন	জেনারেল আঃ
প্রিয়োতোষ দত্ত	কিরি চর্চ কলিকাতা	নবকৃষ্ণ মিত্র	কলিকাতা মাইকুল	উপেন্দ্রনাথ সেন	শ্রীরামপুর কঃ
পূর্ণচন্দ্র দত্ত	চট্টগ্রাম কঃ	নগেন্দ্রনাথ মিত্র	প্রেসিডেন্সি কঃ	ফকেল আলিম মা	এম এ ও কঃ
পরচন্দ্র দত্ত	প্রেসিডেন্সি কঃ	তারকনাথ মিত্র	পাইনা কঃ	কুবীরআলি সেখ	পাইনা কঃ
ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত	আসবার্ট কঃ	মুঃ যো	হেমুল গবর্ণমেণ্ট হাই	রামলাল সিংঃ	পাইনা কঃ
জয়নাথ দত্ত	ক্যানিং কঃ	মহম্মদ এল কলিকা	মিউর সেন্ট্রাল কঃ	এম, এস মেসী হাসানুজ্জমানী	মিউর সেন্টারাল কঃ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে	হুগলীচুঃ কঃ	অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান কঃ	বৈকুণ্ঠ সোম	জেনারেল আঃ ইনষ্টিটিউসন
প্যারীমোহন দে	জেনারেল আসেম্বলি	বিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	কয়রমপুর কঃ	যদো.যাদব সোম	হুগলী কঃ
পূর্ণচন্দ্র দে	প্রেসিডেন্সি কঃ	বিশীতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি কঃ	ভগবিল আমেদ	হুগলী কঃ
রামনাথ দে	মিরি চর্চ	হংকালী মুখোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান কঃ	বিষ্ণুরামচন্দ্র জোনী	শিক্ষক
অধিকাপ্রসাদ দীক্ষিত	ক্যানিং কঃ	[illegible]রিপদ মুখোপাধ্যায়	হুগলী কঃ		
জে কে কক্স	হুগলীচুঃ কঃ	[illegible]ধীপদ মুখোপাধ্যায়	কি চর্চ	তৃতীয় বিভাগ।	
এল, এচ, ফক্স	সেণ্টপল ইঃ ডার্জিলিং	কুমারীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	চণলি কঃ	আবুল আজিজ	পাইনা কঃ
নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	পাইনা কঃ	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রাজেন্দ্রা কঃ	কেদারনাথ আচার্য্য	বর্দ্ধমান কঃ
অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ	শ্রীরামপুর কঃ	রামগতি মুখোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান কঃ	রামচন্দ্র আচার্য্য	ঢাকা কঃ
বরদাকান্ত ঘোষ	রাজসাহী কঃ	[illegible]চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রাজেন্দ্রা কঃ	এচ এ এণ্ড ক	শিক্ষক
হরচাঁদ ঘোষ	রাজেন্দ্রা কঃ	সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি কঃ	আজিজুল বারি	হুগলীচুঃ কঃ
যোগেশচন্দ্র ঘোষ	প্রেসিডেন্সি কঃ	সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	পাইনা কঃ	বলদেবপ্রসাদ	এল এম কঃ জেনারেল
কৃষ্ণলাল ঘোষ	মিরি চর্চ	শিবরাম মুখোপাধ্যায়	শিক্ষক	অবিনাশ বন্দ্যো	জেনারেল কঃ
মহিমচন্দ্র ঘোষ	এল, এম, এস, ডাবলীপুর	শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান কঃ	অখিল বন্দ্যো	শ্রীরামপুর কঃ
প্রসন্নকুমার ঘোষ	কৃষ্ণনগর কঃ	উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মেট্রোপলিটন কঃ	চুনিলাল বন্দ্যো	জেনারেল আঃ ইনষ্টিটিউসন
প্যারীলাল ঘোষ	মেট্রোপলিটান ই	প্রকাশচন্দ্র নন্দী	ঢাকা কঃ	দুর্গানাথ বন্দ্যো	ঢাকা কঃ
রজনীকান্ত ঘোষ	ঢাকা কঃ	পাচলি গঙ্গাসহর নাগর	এম এ ও কঃ আলিগড়	হেরম্ব বন্দ্যো	কিরি চর্চ ইনষ্টিটিউসন
সতীশ চন্দ্র ঘোষাল	আসবার্ট কঃ	মনিলাল পাইন	প্রেসিডেন্সি কঃ	নিখিলেশ্বর বন্দ্যো	সিটি কঃ
ভূধরমোহন গোস্বামী	রাজশাহী কঃ	অক্ষয়চন্দ্র পাল	এলবার্ট কঃ	প্রমথনাথ বন্দ্যো	মিরি চর্চ
যোগীন্দ্রনাথ গুহ	ঢাকা কঃ	কালী পালিত	কি চর্চ	রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো	জেনারেল আঃ ইনষ্টিটিউসন
ত্রিপুরা গুহ	চট্টগ্রাম কঃ	পৃথ্বীনাথ	ক্যানিং কঃ	সারদাপ্রসাদ বন্দ্যো	আগ্রা কঃ
ক্ষেত্রগোপাল গুপ্ত	মেট্রোপলিটান ই	রামজীবন লাল	পাইনা কঃ	বরীদাস বন্দ্যো	সেণ্ট জেভিয়ার্স কঃ
সত্যসাধন গুপ্ত	আসবার্ট কঃ	আশুতোষ রায়	জেনারেল আঃ	সতোন্দ্রনাথ বন্দ্যো	প্রেসিডেন্সি কঃ
ইবনুল হাফিজ	আগ্রা কঃ	যোগীলচন্দ্র রায়	কি চর্চ	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো	হুগলীচুঃ কঃ
ডবলিউ সেণ্ট এম হেকারমান	সেণ্টপল ইঃ ডার্জিলিং	রমাল রায়	জেনারেল কঃ	বিহারীলাল বর্ম্মা	আগ্রা কঃ
		হুগলীশ রায় ২য়	প্রেসিডেন্সি কঃ	মি এফ মাথলোমিউজ	শিক্ষক
পো সান	হেমুল গবর্ণমেণ্ট হাই	রজনীকান্ত রায়	প্রেসিডেন্সি কঃ	আমজহরি বসাক	ঢাকা কঃ
গোপালগোবিন্দ কর	ঢাকা কঃ	শরৎচন্দ্র রায়	ঢাকা কঃ	অতুলেশ্বর বসু	সেণ্ট জেভিয়ার্স কঃ
গঙ্গাপ্রসাদ	শিক্ষক	সুরাজনারায়ন	মেট্রোপলিটন	চন্দ্রকান্ত বসু (১)	ঢাকা কঃ

অম্বিকাচরণ বসু	ঢাকা কঃ
গণিতমোহন বসু	জেনারল আঃ ইনষ্টিটিউসন
গোবর্দ্ধনপ্রসাদ বসু	ঐ
উপেন্দ্রনাথ বসু	ঢাকা কঃ
এচ্ জে বেলেটি	সেণ্টজেভিয়ার কঃ
বামাচরণ ভট্টা	ফ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন
চণ্ডীচরণ ভট্টা	জেনারল আঃ ইনষ্টিটিউসন
যদুনাথ ভট্টা	শিক্ষক
তারাপ্রসাদ ভট্টা	বহরমপুর কঃ
উমেশ চন্দ্র ভট্টা	শিক্ষক
লক্ষণচন্দ্র ভৌমিক	বহরমপুর কঃ
বিজয়গোবিন্দ ভাদুড়ী	রাজসাহী কঃ
গোবরহরি বিশ্বাস	ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিঃ
হরিকিশোর বিশ্বাস	ঢাকা কঃ
ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস	প্রেসিডেন্সি কঃ
ই, বুকানন	গবর্ণমেণ্ট স্কুল মেদুণ
বামাচরণ চক্রবর্ত্তী	হুগলী কঃ
গঙ্গানাথ চক্রবর্ত্তী	রাজসাহী কঃ
গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী	হুগলী কঃ
চণ্ডীলাল চক্রবর্ত্তী	জয়পুর কঃ
অম্বিনাশ চট্টোপাধ্যায়	ঢাকা কঃ
ভগবতী চট্টোপাধ্যায়	সিটি কঃ
গদাধর চট্টোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান কঃ
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	জেনারল আঃ ইঃ
পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি কঃ
অম্বিকা চৌধুরী	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী	ঢাকা কঃ
মোহিনীমোহন চৌধুরী	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
প্রসন্নকুমার চৌধুরী	মেট্রোপলিটন ইনষ্টি
উমেশ চৌধুরী	শিক্ষক
গোবিন্দচন্দ্র দাস	ঢাকা কঃ
কৈলাস দাস	ভবটন কঃ
নবচন্দ্র দাস	ঢাকা কঃ
উমেশ দাস	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
শরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত	শিক্ষক
আশুতোষ দত্ত	ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টি
মদনবিহারী দত্ত	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
হিমিন দত্ত	ঐ
হিরিশ দত্ত	ঢাকা কঃ
[illegible]ভীজনবল্লভ দত্ত	হুগলী কঃ
[illegible]মেশ দত্ত	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
[illegible]চন্দ্র দে	ঐ
[illegible]লাপ্রসাদ দে	শ্রীরামপুর কঃ
[illegible]নাথ দে	হুগলী কঃ
[illegible]চন্দ্র দে	ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টি
[illegible]চন্দ্র দে	হুগলী কঃ

সতীশ দে	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
বিপিন গঙ্গোপাধ্যায়	ঢাকা কঃ
শশিমোহন ঘটক	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
অবিনাশ ঘোষ	মেট্রোপলিটন ইনষ্টি
অক্ষয়কুমার ঘোষ	বর্দ্ধমান কঃ
বিশ্বেশ্বর ঘোষ	শিক্ষক
যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ	ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টি
কুঞ্জবিহারী ঘোষ	অ্যামিং কঃ
নরেন্দ্র ঘোষ	প্রেসিডেন্সি কঃ
হরিদাসলাল ঘোষ	মেট্রোপলিটন ইনষ্টি
শিবনাথ ঘোষাল	কৃষ্ণনগর কঃ
বনমালী গোস্বামী	ঢাকা কঃ
যোগেশ গুহ	ঐ
নিবারণ গুহ	ঐ
উমেশ গুহ	রাজসাহী কঃ
অবিনাশ গুঁই	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
কামিনীমোহন গুপ্ত	ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টি
শিবনাথ গুপ্ত	মেট্রোপলিটন ইনষ্টি
ফাকিরচন্দ্র চাকলা	মেটরোপলিটন ইনষ্টি
প্রসন্নচন্দ্র চাকলা	ঐ
করমত উল্লা	হুগলী কঃ
কেমারৎ উল্লিন	ঢাকা কঃ
ঈশ্বরপ্রসাদ	অ্যামিং কঃ
কামিনীকুমার বাহাদুর	ঢাকা কঃ
যোগীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	মেটরোপলিটন ইনষ্টি
এক্রামউল্লা খাঁ	মিউর সেণ্টাল কঃ
কৃষ্ণাকুমার ভট্টাচার্য্য	জয়নগর বাই
বনমালিলাল কুণ্ড	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
রাধিকামোহন [illegible]	মেটরোপলিটন ইনষ্টি
লালা কৃষ্ণসহায় সিং	
শ্রীকান্ত	জেনারল আঃ
লালা সঙ্কটপ্রসাদ	
অন্নদাচরণ মজুমদার	জেনারল আঃ
বৈকুণ্ঠনাথ মজুমদার	ঐ
কৈলাসচন্দ্র মজুমদার	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
রাসবিহারী মজুমদার	ঢাকা কঃ
নন্দলাল মল্লিক	ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টি
মিরজা ওয়াজিদআলীবেগ	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র	অ্যামিং কঃ
অন্নদাচরণ মিত্র	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
কুঞ্জবিহারী মিত্র	ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টি
নিত্যানন্দকুমার মিত্র	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
প্রসন্নচন্দ্র মিত্র	ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টি
অম্বুজনাথ মুখো	অ্যামিং কঃ
বাঞ্ছারাম মুখো	হুগলী কঃ
কালিদাস মুখো	সেণ্টজন কলেজ আগ্রা
	হুগলী কঃ

নিবারণ মুখো	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
গিরিনাথ মুখো	প্রেসিডেন্সি কঃ
উপেন্দ্রনাথ মুখো	হুগলী কঃ
মধুরানাথ নন্দী	সিটি কঃ
গোবিন্দহরি নাথ	ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টি
[illegible]নারায়ণ	পাটনা কঃ
দুর্গাচরণ নিয়োগী	রাজসাহী কঃ
ব্রহ্মানন্দময় নিয়োগী	বর্দ্ধমান কঃ
গৌরিলাল	পাটনা কঃ
রাধাকৃষ্ণ	জয়পুর কঃ
রঘুনন্দন প্রসাদ	পাটনা কঃ
চুনীলাল রক্ষিত	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
রামদয়াল ঐ	অ্যামিং কঃ
অভয় রায়	হুগলী কঃ
অন্নদাকিশোর রায়	ঢাকা কঃ
চন্দ্রকান্ত রায়	সিটি কঃ
গিরীশচন্দ্র রায়	শিক্ষক
গোপাল রায়	সিটি কঃ
হরেন্দ্রনারায়ণ রায়	হুগলী কঃ
গোকিলমোহন রায়	ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টি
নবীনচন্দ্র রায়	বর্দ্ধমান কঃ
রাধেন্দ্র রায়	প্রেসিডেন্সি কঃ
রাধাল রায়	ভবটন কঃ
লীলালাল রায়	ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টি
সূর্য্যকান্ত রায়চৌধুরী	প্রেসিডেন্সি কঃ
লচমন সাহে	পাটনা কঃ
রামধনি রায়	ঐ
চন্দুবীর রায়	জয়পুর কঃ
ত্রৈলোক্যপ্রসাদ	পাটনা কঃ
[illegible] সরিফউদ্দিন	ট্রেনিং কঃ আলী
হিমিন সরকার	ঢাকা কঃ
[illegible]কুমার সরকার	বর্দ্ধমান কঃ
[illegible]চন্দ্র সরকার	কৃষ্ণনগর কঃ
[illegible]বেশ শালমল	ফ্রি চর্চ্চ
হরিদাস সেন	সিক্ষক
[illegible]ন্দ্রীয় সেন	ভবটন কঃ
[illegible]মেশ সেন	ঐ
গিরিজানাথ সেন	প্রেসিডেন্সি ক
[illegible]চন্দ্র সেন	ঢাকা ক
ত্রৈলোক্য সেন	সিটি ক
[illegible]চন্দ্র সেষ্ট	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
বৈদ্যনাথ সিংহ	পাটনা ক
বিনোদবিহারীমোহন সিংহ	[illegible]বহরমপুর ক
[illegible]ন্দ্রী সিংহ	মেদিনীপুর ক
হিমিন্দ্রনাথ সিংহ	জেনারল আসেম্বলি ইনষ্টি
[illegible]নারায়ণ ঘোষাল	শিক্ষক

...মধ্যবিত্তদের একমাত্র সম্বল ছিল তাহাদের সুনামের মূলিকার। তাহা হারাইলে তাহারা একেবারে অসহায় ও দুর্বিষহ হইয়া পড়িত। এই ভাবনা মনে আসা মাত্র আমার চোখের জল সহসা বিন্দু হইয়া মিলাইয়া গেল। দেখী ঠাকরুণকে পুরস্কার পাইলেন ?

যেহার নামে কলকাতা সেবার একজন বিজ্ঞানসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসারে এক প্রকার আবীর, কালী ও রঙ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। দেশের দরিদ্র পক্ষে ইহা একটী উত্তম উপায় হইয়াছে। এই সঙ্গে কেহই প্রতারিত করিতে না পারে এরূপ কোন কৌশল করিতে পারিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। তাহা হইলে অগ্নিপরীক্ষায় এইবার সফলতা লাভ করিবে।

আমরা রাণাঘাট হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ টুকু পাইয়াছি " সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানকার মুন্সেফ কোর্ট সবইন্সপেক্টর হইয়া আসিতেছেন। ইনি কৃতবিদ্য অমায়িক ও সাধু প্রকৃতির লোক। ইহাঁকে পাইয়া এখানকার বাসকারী উকীল, মোক্তার, আমলা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখে আমরা ইহাঁর যথেষ্ট প্রশংসা শুনিতে পাই, অধিকন্তু আমাদিগের বিশ্বস্ত এই যে কোন কোন পুলিসের লোক যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে ইহাঁর সেরূপ অত্যাচার করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, ইনি সে প্রকৃতির লোক নহেন। পুলিস বিভাগে ইহাঁর ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি অধিক কর্ম্মনিষ্ঠ লোক প্রবেশ করিলে ক্রমে দেশের উন্নতি ও মঙ্গল হইবে।

সে দিন বাগ্দিপুর থানার অধীন দোঁহারিয়া নিবাসিনী মোক্তিনী নাম্নী পালিনী স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার মানসে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করাতে দারিপুরের পুলিস সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হৈমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উক্ত কলঙ্কিনী স্ত্রীলোকটীকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এরেস্ট করেন। আমাদিগের মাননীয় ডেপুটী বাবু গোবিন্দচন্দ্র অপরাধের প্রমাণ পাইয়া ফরিয়াদির ১০২ ধারা (আত্মঘাত করা) অনুসারে মোক্তিনীর পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে কয়েদের আদেশ করিয়াছেন। আমাদিগের সামান্য বিবেচনায় মোক্তিনীর দুই এক সপ্তাহ কারাবাসের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হইত। যে সকল কুলবধূরা স্ত্রীলোক সুলভ কথায় স্বামী, ভাসুর, শাশুড়ি প্রভৃতির নামে মিথ্যা করিয়া কথায় কথায় গলায় দড়ি দিয়া, নদীতে ঝাঁপিয়া কিম্বা বিষ খাইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে, তাহাদের অন্তরে সন্ত্রাস হওয়া উচিত, এরূপ করিলে তাহারা যে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয় তাহাদের অন্তরে তাহা অঙ্কিত করা চাই। এজন্য বলে, সাধুব্যক্তিরা অনেক স্থানেই আত্মরক্ষার্থী হয় তাহারা সহজে দণ্ড পায়।

...ভাগলপুর সহরে বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় উকিলের নিবিড়বনস্থ "নন্দনকাননে" শ্রীযুক্ত রাধা প্রেমবন্ধুগণ সেন তার অন্নপ্রাশনের বহুল পরে ২৬ এ ঐশাখ সমস্ত রাত্র ধরে ২ টী থিয়েটারিবার হইয়া গিয়াছে। প্রথম পার্ব্বতীর নাম নিত্যনাথ চক্রবর্ত্তী, ৺ভগিনীচরণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র, নিবাস সিমিলাপাড়া, বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর। পার্ব্বতীর নাম শ্রীমতী রেমাঙ্গিনী দেবী, ৺ রেবনাথ সাহিত্যির কন্যা; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহিত্যির ভগিনী। নিবাস পাংশো, বয়স প্রায় ২০ বৎসর। পূর্ব্ব বাবু ও তাঁহার কতিপয় সভ্যগণ নাটিকি শ্রেণিনীকে সঙ্গে লইয়া কলকাতায় আসিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বাবু পার্ব্বতী সম্প্রদান করেন। দ্বিতীয় অঙ্কের নাম আগমনের আগমন, ৺ মধুসূদন আগমনাগমের পুত্র, নিবাস কড়িখালী, বয়ঃক্রম ২০ বৎসর পার্ব্বতীর নাম শ্রীমতি সারদাসুন্দরী দেবী, ওরফে শ্রীমতি হরমণী দেবী, ৺ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, বয়স ১৯ বৎসর, নিবাস নফরগঞ্জ হোগলা, কেলা বাবড়া। পার্ব্বতীর মাতা এবং কলিকাতা থিয়েটারিবারের সভ্যা সভ্যা বাবু চীরালাল মুখোপাধ্যায়ের ৪ বাবু মনোহরাম ঘোষাল কন্যার সাজিয়াছিলেন; কন্যার মাতা সাজিয়াছিলেন। তৃতীয় অঙ্কের নাম শিবের বিবাহ। ইহাতে বাবু ক্ষিতিনাথ মুখোপাধ্যায় শিবের, বাবু কেশবচন্দ্র ঘোষ নারদের, ভাগলপুর নিবাসী বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, দক্ষ, বঙ্গবিদ্যার বেদব্যাসের কালীপ্রসন্ন বাবু পঞ্চানন রায়, বঙ্গী থানার ডাক্তার বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্রিক, গোবরা ষ্টেটের বাবু শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য, মহেশপুরের জমীদার বাবু অনিলমোহন রায় চৌধুরী, ওরফে বাবু নারায়ণ রায় চৌধুরী, বাবু উমাপতি রায় চৌধুরী, বাবু ইন্দ্রভূষণ রায় চৌধুরী, বাবু অক্ষয়রাম রায় চৌধুরি, বাবু জ্যোতিষের মুখোপাধ্যায় ডাক্তার প্রভৃতি গণ্য মান্য লোক এবং সামাজিক বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদনান্তে জল পান করেন; অত্যন্ত বৈধহার্য্যের হওয়ায় অনেক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বিবাহের পর দিবস প্রায় ১০০ শত ব্রাহ্মণ পাকস্পর্শে ভোজন করেন।"

ইহাতেই লোকের গণনা করিয়া করিয়াছেন এবার বঙ্গদেশে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কেমন বর্ষা হইবে।

মেঘালয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা আসিয়া উহাদের পর্ব্বতোপরি অধীনে দৈনিক বৃষ্টি অবলম্বন করে রহিয়া

...দেশের সর্ব্বত্র এই প্রথা প্রচলিত হইলে কত অর্থ দেশের বাহিরে যাইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমরা কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্রদিগের ব্যায়ামের জন্য একটী সুন্দর ব্যায়ামাগার নির্ম্মিত হইতে দেখিয়া আসিয়াছি। ইহার ব্যয়ভার বহনের জন্য ছাত্রদিগের নিকট মাসিক ১ টাকা করিয়া লওয়া হইবে। ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই ব্যায়ামাগার নির্ম্মিত হইয়াছে।

আমরা কলিকাতা মিউনিসিপাল ইলেকসন লইয়া সম্পাদক মহাশয়দিগের কলহের পরে সহসা যেরূপ আক্রান্ত হইয়া অবাক হইয়াছি, তাহাতে বিশ্ব বাবুর ডিক্টেটরি, কমিশনরদিগের আসন লাভ, এই সকল ঘটনা আমাদিগের মনে হইতেছে। দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরই এই দেশের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। আমাদিগের দেশে কার্য্য অপেক্ষা বক্তৃতা ভাল। এই দেশের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা কমিশনরী ডিক্টেটরি প্রার্থনীয়।

কলিকাতায় মো-কদ্দমা করা বাহুল্য একটী সভা হইয়াছে। মো বৎসরের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। কাজে কাজে সাধারণের কার্য্যকারী একেণ্টের নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মান্দ্রাজের বাণিজ্যসমিতি কার্য্যের সুবিধার কর্ম্মচারী পাঠাইবার সাহেব বাল বন্দর করিতে অভিমত করিয়াছেন। ইহাতি অতি প্রয়োজনীয় কাজের ইহাতে কতকগুলি অসুবিধা দেখা যায়। ইহাতে কতকগুলি অসুবিধা দেখা যায়। এজন্য এই অনুরোধের সুবিধা হইবে।

সিবিল সিলিটারি গেজেটে বলেন, কাশ্মীরে নব মহারাজের একজন এজেন্ট আছেন, তাঁহাকে রাজের অনুরক্ত করিয়া তুলাই উহার উদ্দেশ্য। ইনি প্রায় আক্রমণকারীর মহারাজ রূপ মহারাজের নিকট প্রেরণ করেন। ইনি নিজ দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে আর একব্যক্তি পুনরায় তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

কাশ্মীরের মহারাজের আজ কাল মনের উপর বড় বোঝ পড়িয়াছে। তিনি স্বদেশে বসিয়া বিদেশী রাজ্য প্রস্তুত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। রাজের মানক মনে প্রস্তুত করাইবার জন্য তিনি ৮০০০০ টাকা ডাটিতে ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কি ফল হয় ?

এদেশীয় সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থীর বয়োবৃদ্ধি বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শীঘ্রই বিলাত যাত্রা করিবেন। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ বিলাতে গিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবুও বিলাতে যাইলে কংগ্রেসে উহাঁদের তুল্য বাগ্মী কেহ থাকিবে না। সুতরাং তাঁহাকে কিছু অধিক আছে। সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় লোকের মন প্রতি উৎসাহিত হয় এবং আন্দোলনের সময়ে সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা যে বিশেষ কার্য্যকারী হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা সুরেন্দ্র বাবুর বিলাত

কাহিনীর আরম্ভাংশটুকু বুঝিতে পারিতেছি না। বিলাতে এদেশীয় যে কয়জন লোক রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা আন্দোলন করাইলে সুরেন্দ্র বাবু যে উদ্দেশ্য রাখিতেন, তাহা সফল হইতে পারিবে।

এলাহাবাদ পোষ্ট আপীসের জমা টাকার সংখ্যা হইতে ৭ লাখের টাকা পাওয়া যাইতেছে না। এক জন সাহেব এখানকার পোষ্টমাষ্টার। এদেশীয় এক ব্যক্তি তাঁহার ক্যাসিয়ার। পুলিস সাহেবকে ডাকিয়া দিয়া এদেশীয়কে বিচারাধীন করাতে তিনি মায়রা-সোপর্দ্দ এবং সাহেব সস্পেণ্ড হইয়াছেন। পুলিসের যখন এত অনুগ্রহ ক্যাসিয়ার বাবু তখন ত গিয়াছেন কিন্তু যথার্থ দোষীকে ধরিবার যেন চেষ্টা করা হয়। পুলিসের উপর নির্ভর করিলে ন্যায়ানুসারে কার্য্য হইবে না।

"সাক্ষ" শুনিয়াছেন এলাহাবাদের জেলদারগা কয়েদিদিগের কুটুম্বগণের নিকট হইতে ঘুস গ্রহণ করিয়া সময়ে ধৃত হইয়াছেন। পাঁচবার চোরের একবার সাধের।

বাঙ্গালোরজেলে অনেকগুলি কয়েদ মারামারি আসামী করেদ আছে। দীপান্তরে থাকিতে তাহাদিগের যে শ্রম ও যে কষ্ট হইত, জেলে আসা অবধি তাহাদিগের তদপেক্ষা অধিক শ্রম ও অধিক কষ্ট হইতেছে দেখিয়া তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল। তাহারা তত্ত্বাবধারক তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্য করিতে বলাতে তাহারা তাঁহার কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করে। পরিশেষে তিনি তাহাদিগের সকলকে অল্প সাহায্যে পায়রে বদ্ধ ও এক এক জনকে বাহির করিয়া একতর প্রহার করিয়াছেন।

কাবুলের আমীরের সহিত ভারতের নানা স্থানে হয় আছে। এখানকার সংবাদপত্রে কাবুল সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিত হয়, তাহারা তৎসমু দায়ের অনুযায়ী করিয়া আমীরের পোষক করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষে ৩০ হাজার মর্গবাইল ভূমিতে পাথুরিয়া কয়লা আছে। ইউনাইটেড ষ্টেটে এতদপেক্ষা অধিক ভূমি হইতে পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যায়। ইউনাইটেড ষ্টেটই এ বিষয়ে প্রথম, চীন দ্বিতীয়, আইরিয়া তৃতীয় ও ভারতবর্ষ চতুর্থ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, জিবাবুয়ের মহারাজ মান্দ্রাজের মেডীয় রমণীদিগকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা বিষয় বিষয়ে উৎসাহপ্রদানার্থ একটী বৃত্তি প্রদান ও বর্ষে বর্ষে একটী স্বর্ণপদক বিতরণের জন্য মাননীয়েটের হাতে ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে মাদ্রাজের আর এক সাহেব ও মেমসাহেবদিগের একটী বৃত্তি স্থাপন করেন, ইহাই আমাদিগের

মহারাজের সমবয়স্ক আর এক সাহেব তাঁহার সমকক্ষতা করিয়া উঠিতেছেন। প্রথম যিনি যখন এদেশে আইসেন, সেই সময়ে আমরা ইহাঁকে মন্দ কারক লোক ভাবিয়াছিলাম কিন্তু ক্রমে সে ভ্রম-ধারণা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য "হিন্দু" সম্পাদক সংবাদপত্র মহলদ টেণ্ডলকরের সহিত ইহাঁর তুলনা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত উপযুক্ত শাসনকর্ত্তার কার্য্যকলাপ যে অজ্ঞাতসারে মুসলমান শাসনকর্ত্তার সহিত মিলিতেছে, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

অতঃপর যে শীতের রেলওয়েতে রাত্রিতেও ট্রেণ চলিবে। একখানি গাড়ি রাত্রি ৯ টার সময়ে শিয়ালদহ ছাড়িবে এবং আর একখানি ৯ টা ২৫ মিনিটে খুলনা পরিত্যাগ করিয়া শিয়ালদহে আসিবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ করিয়া দেশীয় সৈন্যের উৎসাহ দেন, কাজে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহারা ১৮৮৩ অব্দে ৮১ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিয়াছেন কিন্তু বিলাত হইতে ৩৯ ক্রোর টাকার সামগ্রী এদেশে আনিয়াছেন।

ভারতের সন্তান এ দেশীয়দিগের উন্নতির জন্য বাঁকিপুরের সাহেবেরা এসিয়াটিক সোসাইটির একটী শাখা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যে দিন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, সে দিনও কৈফিয়ৎ তলবী বাকিরা বাঁকিপুরের সাহেব ও মেহারের সমস্ত লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাঙ্গালী এক জন তাঁহারা যান নাই, বিলক্ষণ সন্দ!

বাবু টৈল ব্যবসায়িদিগের এইবার যথার্থ পুড়িয়াছে। সিবিতে কেরোসিন টৈলের খনি বাহির হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই টৈল খুনিয়া বিক্রয় করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

একব্যক্তি লিখিয়াছেন শিবনাথের সহিত যেরূপ জোরাজোরি করেন, তাহা অসহ্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। টা-করেরা অভ্যাচার সর্ব্বত্র নিন্দিত। কুলি মজুরে তাহাতে মারা পড়ে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে সেই সঙ্গে পড়িতেছেন ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। এই জেলার বড় বড় টা-করের বন্দুক রাখিয়া লোকের গরু প্রভৃতি ধরিয়া আনিয়া অত্যাচার করিয়া লইয়া থাকেন। ইহাঁরা কত লইয়া লোকের বাগান লোক প্রভৃতি চরাইতে দেন, এবং বৃক্ষাদি গরুর উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য চৌকীদারও নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সকল চৌকীদার বেতন পায় না। খোরাকের জন্য ছোট বাগান আছে। তাহারা আর

[illegible] দেয় [illegible] দেয় [illegible] [illegible] [illegible]

চলা করিয়া উপকার অধিকারের, তাহারা ইহারা বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, চন্দ্র সমস্ত যখন পূর্ণ পৃথিবী যেরূপ দেখে, তখন তদপেক্ষা তারকা কম বেগে ঘুরিতেছে। ইহাতে অনেক বালি, কোটি বৎসর পরে পৃথিবীর গতি আর থাকিবে না; ইহা নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করিবে। তখন খ্রীষ্ট রোপীয় মতে ও এ দেশীয় মতে এক হইবে। এ দেশীয়েরা পৃথিবীকে অচলা বলেন।

ব্রাহ্মসমাজে যে এক প্রকার মত প্রচলিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় বেশ কাটতি হইবে। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মদেরও বোধ হয় ইহার খরিদদার হইবেন।

ওয়ালেস সাহেব মাদ্রাজের একজন সিবিলিয়ান। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সভার সভ্য কারমাইকেল সাহেবের সহিত তাঁহার সামান্য কথোপকথন বিরোধ হয়, সেই বিবাদ এইরূপ বদ্ধমূল ও প্রবল হইয়াছে যে ওয়ালেস সাহেব তাহাতেই কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস এই, মাদ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ, সেনাপতি রবার্টস, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য কারমাইকেল ও সলিভান এই কয়জনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে এইরূপ অবমানিত করিয়াছেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাঁহার কথা লিখিয়াছে, সেপর্য্যন্ত ওয়ালেস সাহেব সংবাদপত্রে তাঁহাদিগের নামে যেরূপ গ্লানি করিয়া লিখিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। এরূপ বিরোধ ভাল, ইহাতে কার কিরূপ চরিত্র তাহা সাধারণে কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক কে অপরাধী, ইহা গবর্ণমেণ্টের দেখা কর্ত্তব্য। ওয়ালেস সাহেব যেরূপ লিখিতেছেন, তদ্দর্শনে বোধ হয় সম্পূর্ণ দোষী ব্যক্তি এরূপ করিতে সাহসী হয় না। ওয়ালেস সাহেব উপরি উক্ত কয় ব্যক্তির নামে মাদ্রাজের হাইকোর্টে অভিযোগও করিয়াছেন। তিনি কোন্ আইন অনুসারে এইরূপ নালিশ করিয়াছেন, বিচারপতিগণ তাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালের একটী আইন দেখাইয়া দিয়াছেন। অন্যেরা এরূপ মকদ্দমা তখন করেন নাই। ঐ দ্বারা এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন।

ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রানুশীলন ও পুরাবৃত্তের অনুসন্ধান করিয়া ভারতের অনিপম গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন; কিন্তু এ দেশীয় লোকেরা আপনাদিগের ইতিহাসাদি, গৌরবের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়া আছেন দেখিয়া মাদ্রাজী কালেক্টর অথবা ভারতীয় বিদেশী পাদরিরা যে ইহার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এটী বাস্তবিকই দুঃখের কথা, আমাদিগের ইতিহাস না পড়িয়া পুরাণ প্রভৃতি না দেখিয়া বিদেশীয়দের ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ করা অতিশয় দুষিত কর্ম্ম সন্দেহ নাই। এই দুঃখ বিষয়ের শিক্ষার জন্য পাদরী সকলেই ব্যস্ত। আমি সিবিলিয়ান পাঠকও পাঠ করিলেও সভ্য, কিন্তু এরূপ উপদেশের ফলোপধায়িতার সম্ভাবনা অল্প। বিদেশীয় ভাষা থাকিতে স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা ও স্বদেশের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি জানা বড় কঠিন। বিদেশীয় ভাষা আপনাদিগের ভাষা প্রভৃতির বিস্মৃতির চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাদিগের ভাষা শিক্ষা না করিলে এ দেশীয়দিগের অর্থ উপার্জ্জন হয় না। অতএব এদেশীয়েরা উহার চেষ্টা করিবেন, না টোলে অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিবেন? ইউরোপীয়দিগের সকলই সোজা পথ। পয়সা অধিক, সুতরাং মন ভাল। মনের সুখে আমাদিগের ইতিহাসাদি পাঠ করিতেছেন। তবে এ দেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহাদিগের অর্থ সঙ্গতি আছে। তাঁহারা যে করেন না, ইহাই বার পর নাই দুঃখের বিষয়। তাঁহাদিগের দোষে আমাদিগের দেশের অগৌরব হইয়াছে বটে, কিন্তু বৃথা উচ্চ সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর বড় বনাবনি।

প্রশ্ন।

বাইবল-আদি পুস্তক।

তৃতীয় অধ্যায়।

(৮) "সন্ধে তাহারা দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমনকারী সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইল, তাহাতে আদম ও তাহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইল।" ইত্যাদি।

প্রশ্ন এই,—ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, বাইবলের মতে ঈশ্বর সাকার। সাকার না হইলে "দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমনকারী" এ বিশেষণ দেওয়া সঙ্গত হয় না। "রব শুনিতে পাইয়া" ইহাতেও বাইবল মতে ঈশ্বরকে সাকার বলিয়া বোধ হইতেছে। সাকার না হইলে মুখ হইতে রব নির্গত হওয়া সম্ভাবিত নয়। ঈশু ঈশ্বরের পুত্র, কুমারী মেরিগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বর সাকার হইলেই এ সেবাটী সুসঙ্গত হয়। ঈশ্বর নিরাকার হইলে এ সেবা সুসঙ্গত হয় না। ও দিকে শুনিতে পাই বাইবলের উপাসকেরা ঈশ্বরকে নিরাকার বলেন। আমাদের খোঁড়াভাই স্পষ্ট প্রমাণ দিয়া আমাদের এ সন্দেহের ভঞ্জন করিয়া দিবেন। বাইবলের মতে ঈশ্বর যে সাকার সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কারণ, বাইবলের অনেক স্থানে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তিনি আদমের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা করিতেছেন এবং উদ্যান হইতে তাহাকে যেরূপে তাড়াইয়া দিতেছেন, তাহাতে সাকার না মানিলে সেরূপ বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ আদম ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইয়াছেন; এ কথাও বাইবলে পুনঃপুনঃ লিখিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, ঈশ্বর নিরাকার, এ কথাটী বাইবলের কোন্ স্থানে লিখিত হইয়াছে? আমাদের খোঁড়াভাই সেই স্থানটী দেখাইয়া দিবেন। মূলগ্রন্থের বাক্য ভিন্ন অন্য বাক্যে আমরা বিশ্বাস করি না।

প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন। বাঙ্গালি ভায়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, বাবা পৃথিবীর মধ্যে সেরানা কে?

। যে ব্যক্তি স্কুলপ্রভৃতি দেশের মঙ্গলকার্য্যে দান না করিয়া টাকা জমাইয়া রাখে, সেই সেরানা।

প্রশ্ন। মরিবার সময়ে ও বাবা! কিছুই সঙ্গে যাবে না। আমি বোধ করি, তাহারাই ত বোকা। দশই ত কেবল এক সঙ্গে যায়। যাহারা ইহলোকে ধর্ম্মকর্ম্ম না করে, তাহারাই ঠকিয়া যায়।

উত্তর। মরিবার সময় সঙ্গে যাইবে না কেন? এ দেশ হইতে দেহান্তে যাইবার সময় সমুদয় বিষয় বিভব বড় একটী ব্যাঙ্কের ছিদ্র পুরিয়া লইয়া যাইবে।

প্রশ্ন। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান তাবৎ ভোগবিলাসী ছিলেন। তাঁহারা প্রজার শোণিত-শোষী বল অর্থ আত্মভোগে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, ইংরাজ রাজা কি সেরূপ করেন? ইংরাজ রাজা মিতব্যয়ী, বৃথা আড়ম্বর ভাল বাসেন না।

উত্তর। ইংরাজের আড়ম্বর নাই বটে, কিন্তু চুপিসাড়ে রাজ গুছান। হিন্দু ও মুসলমান রাজা একা করেক জন মাত্র বনিতা লইয়া প্রজার শোণিত-শোষী অর্থ লইয়া বিলাসলালসা চরিতার্থ করিতেন, কিন্তু আমাদের ভারতেশ্বরী কেবল জাতিকুটুম্ব লইয়া নয়, ভারতের অর্থ লইয়া স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় সমুদায় লোককে লইয়া ভোগবিলাস চরিতার্থ করিতেছেন।

নজীর।

১৮৮৩। ২৩এ নবেম্বর।

ফৌজদারি আপীল।

বিচারপতি মিত্র ও বিচারপতি কিন্ডি।

চণ্ডীচরণ ভট্টাচার্য্য এবং অন্য ব্যক্তি বাদী।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদী।

ফৌজদারি মকদ্দমায় অপরাধীকে দোষিত না

দিয়া কোন হুকুম দেওয়া হইতে পারে না। মোটীশ দিবার কারণ এই যে অপরাধী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সেই হুকুমের বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন করিতে পারে। ফৌজদারি কার্য্যবিধির ৪৩৭ ধারানুসারে যেমন মাজের এরূপ ক্ষমতা নাই যে ঐ ধারানুসারে অন্য অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত কোন বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের উপর ভার দিতে পারেন। ফৌজদারি কার্য্যবিধির ৪৩৭ ধারায় যে অপর অনুসন্ধান করিবার কথা আছে, যদি কোন নূতন প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা অবলম্বন করিয়াই সেই অনুসন্ধান করা হইবে। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেট যে সাক্ষী অবলম্বন করিয়া প্রথম অনুসন্ধান করিয়াছেন, সেই সাক্ষীর উপর নির্ভর করিয়া অপর অনুসন্ধান করা হইবে না। প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রীরামপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪২। ৩৭৯ এবং ৪২৬ ধারানুসারে একটী মকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন। হাইকোর্টে আপীল হইলে উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত হয়। অর্থাৎ প্রথম অনুসন্ধানকারী মাজিষ্ট্রেট যে প্রমাণ অগ্রাহ্য করেন, তাহার উপরে আর দ্বিতীয় অনুসন্ধান হইবে না। দ্বিতীয় অনুসন্ধান করিতে গেলে নূতন প্রমাণের আবশ্যকতা।

১৮৮০। ২২ এ মার্চ।

প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ
বিচারপতি মিত্রদেপ, বিচারপতি
উইলসন ও বিচারপতি ওকেনেলি।

মহেশ দাস বাদী।
কাটর প্রতিবাদী।

বাদী ১২ কানেস্তারা ঘৃত আগরা হইতে আহম্মদপুরে পাঠাইয়া দেন। ঐ ১২ কানেস্তারায় ৬ মণ ২০ সের ঘৃত ছিল। তিনি যখন আহম্মদপুরে ঐ ঘৃত ওজন করিয়া লন, তখন দেখিলেন তাহে একুন সের ৫ কম। একটী কানেস্তারা ফুটা দিয়া ক.টা আছে। তিনি যে রসীদ পান তাহার পৃষ্ঠে উহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। মুন্সেফ আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে প্রতিবাদী একটী বিশেষ চুক্তি দেখাইলেন। ঐ চুক্তিপত্রে বাদীর স্বাক্ষর ছিল। চুক্তিপত্রখানি এই—রেলওয়েতে কোন দ্রব্য পাঠাইলে রেলওয়ে কোম্পানী তাহার কোন প্রকার ক্ষতির নিমিত্ত দায়ী হইবেন না। ১৮৭৯ সালের ৪ আইনের ১০ ধারানুসারে গবর্ণর জেনেরল যে কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ঐ চুক্তিপত্র হইয়াছিল। মুন্সেফ ঐ চুক্তিপত্র দেখিয়া মকদ্দমা অগ্রাহ্য করেন। হাইকোর্টে আপীল হইলে হাইকোর্ট চুক্তিপত্রানুসারে রেলওয়ে কোম্পানীকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

১৮৮০। ৩০ এ আগষ্ট।

প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ ও বিচারপতি মিত্রদেপ।

আহম্মদ বাদী।

রাধালচন্দ্র রায় চৌধুরী ও অন্য এক জন প্রতিবাদী।

পত্তনের স্বত্ব।

ভারতবর্ষীয় তামাদী আইনের ২৬ ধারানুসারে পথ চলিবার স্বত্ব উপার্জ্জন করিতে হইলে পরাধিকারীকে পথের উপরে চলিবার যে স্বত্ব আছে তাহা জানান আবশ্যক নয়। এই মকদ্দমাটী হাইকোর্টে উপস্থিত হইলে প্রধান বিচারপতি যে রায় দেন, তাহাতে ইহার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

বাদীর বরিশালে একটী বাড়ী আছে। তাহাতে সে এবং তাহার পরিবার বহু বৎসর অবধি বাস করিতেছে। গ্রামের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে যে একটী রাস্তা গিয়াছে, তাহা হইতে উহার বাটীতে যাইবার পথ। ১২৮৫ সালের ২ রা আশ্বিন প্রতিবাদী ঐ ভূমিতে গাঁথা আড্ডাবোল করিতে আরম্ভ করিয়া উহার পথের বাধা উপস্থিত করে। বাদী প্রথমে ফৌজদারি আদালতে নালিশ করিয়াছিল। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট এ মকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্য বিবেচনা করিয়া মকদ্দমা অগ্রাহ্য করেন। শেষে হাইকোর্টে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে বিচারপতিরা এই সিদ্ধান্ত করেন যে বাদীর চলিবার স্বত্ব আছে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা মকদ্দমা প্রথম আদালতে ফিরিয়া পাঠান এবং এই উপদেশ দেন প্রতিবাদী যে আড্ডাবোল নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা ভগ্ন না করিবার কারণ কি, তাহাতে প্রতিবাদীর আপোসে মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত।

১৮৮৩। ৩ রা ডিসেম্বর।

বিচারপতি পিনেল।

গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় ও অন্য এক ব্যক্তি বাদী।

কালিদাস মল্লিক ও অন্য অন্য ব্যক্তি প্রতিবাদী।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দায়াধিকার নির্ণয় বিষয়ক।

বিষয় আটক করা।

প্রস্তাবনা পূর্ব্বক ডিক্রী করা হইয়াছিল, তাহা রহিত করিবার নিমিত্ত এবং প্রতিবাদীর অনুকূলে গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী কাগজের কোন অংশের বন্দোবস্ত করিতে না পারে, তাহার নিমিত্ত এই মকদ্দমা উপস্থিত হয়।

ধুর্জ্জটীচরণ মুখোপাধ্যায় রামচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও কালীনাথ, এই তিন পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও জনার্দ্দন নামে দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। লক্ষ্মীনারায়ণের দুই পুত্র পরে তাঁহার দেবাংশ হয়। এক পুত্রের নাম গোপীনাথ, তিনি উপস্থিত মকদ্দমার এক পক্ষের নাম আমমোক্তার। তিনি মকদ্দমার প্রতিবাদী। জনার্দ্দনের একমাত্র পুত্র মহেন্দ্রনাথ। তিনিও উপস্থিত মকদ্দমার বাদী। প্যারিমোহন নামে পুত্র রাখিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয়। সেই প্যারিমোহন এ মকদ্দমার প্রতিবাদী। মনোহর নামে এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। মিরজান আদায় মনোহরের মৃত্যু হয়। মহামায়া নামে তাঁহার বিধবা পত্নী আছেন। তিনিও এ মকদ্দমার প্রতিবাদিনী।

মনোহরের মৃত্যুর পর প্রতিবাদিনী মহামায়া তাঁহার স্বামীর সম্পত্তির পাওনা আদায় করিবার নিমিত্ত নটিফিকেট পান; কিন্তু অবশিষ্ট সিকিউরিটি কাগজের বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন না। অধিকন্তু ২৫০০০ টাকা মূল্যের গবর্ণমেণ্ট কাগজ হুগলীর জজ আদালতে আনীত হয়।

প্রতিবাদী কালিদাস মল্লিক ১৮৮২ সালের ৩ রা মার্চ্চ মহামায়া দেবীর নামে কলিকাতা হাইকোর্টে মকদ্দমা উপস্থিত করেন। ঐ মকদ্দমার নং ঐ সালের ১২৭। মকদ্দমার বিবরণ এই, ১৮৭৯ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বর মনোহর যখন গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট আনান, তখন তিনি মহামায়াকে বলিয়া গিয়াছিলেন, ঐ টাকার মধ্য হইতে সুদে ও আসলে ১৯১২ টাকা কালিদাসকে যেন দেন। মহামায়া তাহা-দের উপস্থিত হন নাই। ১৮৮২ সালের ১৮ ই মে তাঁহার বিপক্ষে কালিদাস ডিক্রী পান। ঐ ডিক্রীর এক কপি জজের নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৮৮৩ সালের ২৮ এ জুন প্রতিবাদী প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদী কালিদাস মল্লিক ও মহামায়ার নামে এক মকদ্দমা উপস্থিত করেন। উহার নং ১৮৮৩ সালের ২৭৯। এ মকদ্দমায় প্যারিমোহনের এই প্রার্থনা ছিল যে কালিদাস মল্লিক যে ডিক্রী করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহারপূর্ব্বক করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বিষয়ের উপরে কোন কার্য্য হইতে পারে না। অতএব ডিক্রী রহিত করা হয় এবং জজের নিকটে যে কাপি পাঠান হইয়াছে তাহা ফেরত আনা হয়। আর এ প্রার্থনাও করা হইয়াছিল, কালিদাস মল্লিক ঐ ডিক্রী অনুসারে কোন কার্য্য করিতে না পারেন, এ হুকুম দেওয়া হয়। বিচারপতি পিনেট ১৮৮৩ সালের ৮ ই আগষ্ট ঐ মকদ্দমা শুনেন। প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদিগণের সম্মতিক্রমে ১০ ই এক রফানামা দাখিল করিয়া মকদ্দমা তুলিয়া লন। রফানামার মর্ম্ম এই, প্রতিবাদী মহামায়ার নিকটে ৮০০০ টাকা পাইবে, মনোহর মুখোপাধ্যায়ের গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি

কারণ সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পরিত্যাগ করিলেন।

যদি গোপীনাথ ও মথুরানাথ, কালিদাস, মহারাজা, শ্যালীবোধন ও অন্যেরদাসের নামে ঐ ছেড়ু বাবে বর্ত্তমান মকদ্দমা উপস্থিত করিতেন, যে, মনোহর মুখোপাধ্যায় অভিপত্তি দেওয়া করেন নাই। কালিদাস মল্লিকের কোন বিষয়ের সহিত সম্পর্ক নাই। কালিদাস যে ডিক্রী পাইয়াছেন, তাহা জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্যের বলে হইয়াছে। গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় ৮০০০ টাকা লইয়া মকদ্দমা উঠাইয়া লইলেন; তাহার কারণ এই, তিনি মকদ্দমার পূর্ব্বে যদি করিয়া যান, কিছুই পাইবেন না। অতএব এখন যা পান তাই ভাল, এই ভাবিয়া ঐ ৮০০০ টাকায় ঘ আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

অপর অপর ভাবী উত্তরাধিকারিরাও নানা-প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন। শেষে জিলাজজ সিগট এই সিদ্ধান্ত করেন, যে পর্য্যন্ত মকদ্দমা নিষ্পন্ন না হইবে, তাবৎ বিষয় জোক্ত থাকিবার হুকুম বলবৎ থাকিবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮১ সালের ১৮ ই জুন।

সাহাবাদের ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ উজীরুদ্দী ও সরণ জিলার ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনচন্দ্র সেন ১৮৮১ অব্দের ৮ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকার অসিষ্টণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, সি ইউ-য়ের ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাহাবাদের অন্তর্গত সসিরামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, পি ক্যাম্পবেল চট্টগ্রামের অন্তর্গত পটিয়া থানার তালুকের মনোনয়ন কার্য্যের মিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডের অধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু তারাপদ বসু ময়মনসিংহের নব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

সাহাবাদের অন্তর্গত বক্সরের নব ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় ছুটীতে গমন করিলে পর তিনি ১৮৮১ অব্দের ৮ আইন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

বশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরের ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী মহম্মদ আজম কাজের ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটের অন্তর্গত ক্ষমতার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ফরিদপুরের নব ডেপুটী কালেক্টর বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী জয়পাইগুড়ির অন্তর্গত আলীপুরের বদলী হইলেন।

পাবনার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের অতিরিক্ত জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিদাস বসু ঐ স্থানের অন্তর্গত রাণীনগরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন, জয়পাইগুড়িতে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিনাজপুরের নব ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগ।

ঢাকা কালেজের অধ্যাপক এ, মেক্‌ডোনাল প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক ডবস্, বুধ ঢাকা কালেজের অধ্যক্ষ হইলেন।

ঢাকা কালেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ আর পেরি পাটনা কালেজের অধ্যাপক হইলেন।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ আগষ্টি এম, এ, ঢাকা কালেজের সহকারী অধ্যাপক হইলেন।

প্রেসিডেন্সিবিভাগের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টার এ, ডব্লু স্যাথের কর্ম পরিত্যাগের প্রার্থনা করাতে পণ্ডিত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টার বাবু ব্রজমোহন মল্লিক চতুর্থ শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের রসায়নশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক বাবু গোবিন্দলাল সেন ভিক্টুরিয়ার জন্য কৃষ্ণনগর কালেজের সেক্রেটারির পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

মিরাটের অন্তর্গত মাননীয় মুন্সেফ বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায় মিরাটের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল জজ হইলেন।

সরস্বাগানীর অন্তর্গত ডুমরাওনের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্র বসু সারণের অন্তর্গত মহিপালদিঘী বদলী হইলেন।

সারণের অন্তর্গত ডুমরাওনের মুন্সেফ মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর তরণ বিহারের ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

দিনাজপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকার জুনিয়র মুন্সেফ বাবু কালীচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রঙ্গপুরের জুনিয়র মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের জুনিয়র মুন্সেফ বাবু অতিলাল সরকার ঢাকার জুনিয়র মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রন্থকার এখানে অনিশম সেলে পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণার-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম স্তম্ভের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা, ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন।।।

ইহা দেশীয় অভিজ্ঞ উদ্ভিজ্জ দ্বারাই প্রস্তুত। ইহাতে মজ্জাগত, সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, সমস্ত-ক্ষেত্রে, অতীব ও রক্তসংমিশ্রিত পেটের পীড়া নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৬ পুরিয়া এক টাকা পার্সেল ৵০। অপরোগের অবাধ ঔষধ। ৭ দিবসে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য ছই টাকা পার্সেল ।০। আরোগ্য না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অন্যান্য-সারী ব্যবস্থা দেওয়া যায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ব্রিটিশ চন্দননগর বুড়া শিবতলা

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বাঙ্গালা টাইমটেবল।

আরোহীদিগের ভাড়া ও মালাদির মাশুল প্রভৃতি নিয়মপত্র ও টাইমটেবল বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইয়া হাবড়া ষ্টেশনে কোম্পানীর আপীসে ও কোম্পানীর ষ্টেশনসমূহে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য অর্দ্ধ আনা।

কলিকাতা ১০ই জুন ১৮৮৪। | ব্র: ডব্লোর্ড, এস্‌লি এজেণ্ট।

সচিত্র নূতন পুস্তক।

যিনি বিশুদ্ধ-প্রণয়ের হৃদয়-বিদারক ছবি দেখিতে চাহেন তিনি এই পুস্তক শীঘ্র ক্রয় করুন।

রাজলক্ষ্মী—অদর্শন।

(পাঁচ খানি অতিসুন্দর করুণ রসের চিত্র সহিত।)

মূল্য ।৶০ দশ আনা মাত্র ডাক মাশুল লাগিবে না।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

"রাজলক্ষ্মী-অদর্শন—পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্তা প্রণয়ের এমন উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি লেখক তাঁহার মনের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে পাষাণহৃদয় পাঠকের হৃদয়েও তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হইবে। যোগ মৃত্যুশয্যায় এবং একাকী শয়নের লইয়া যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া যদিও আমরা তাঁহার মত হৃদয়াবেগী নহি তথাচ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।" আলোক ৭ই বৈশাখ সং ৯১।

Rajlakshir Adarshan is an anonymous production of evidently a young gentleman who has had a bitter domestic mishap in having lost a beloved wife from the effects of a difficult labour. It would seem to our unknown author has made his debut in the book before us, and we must say he has done creditably well. We observe in it distinct signs of a promising genius akin to Poet Beattie's. Those who have read Babu Chunder Nikhare Woodruffs Prayin a work of some repute in Bengali literature will not fail to find in the book before us a decided improvement in writing. Indian Empire of 20 th April.

[illegible]

অধুনেরীয় ভারতকাশের অধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত।

কবিরাজ, আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ, ভিষগাচার্য্য

কলিকাতা, ১১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

বহুমূত্র ও মধুমেহ

মহৌষধ।

এই নীতা আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয়রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের হ্রাস হইতে থাকে। যথা—পিপাসা, মূত্রাধিক্য, শরীরের জ্বালা প্রভৃতির হ্রাস, পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগ, পিপাসা, অতি মূত্র প্রভৃতি লক্ষণ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া রোগের পূর্ব্ব স্বাভাবিক হয়।

এক সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৩ টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল গুপ্ত, কবিরাজ মহাশয় আমার বহুমূত্র ও মধুমেহের ঔষধ ৩ সপ্তাহ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। রোগ একটি আপনার উপদেশমত নিয়ম রক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে অধিক উপকার হইত। প্রথমতঃ প্রত্যহ ৫ বেলা মোকদ্দমা করিতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে এক একবার অনুপান পরিবর্ত্তন করিয়াছি। কোন দিবস একবা করি নাই। নিয়ম মত ঔষধ ব্যবহার করিয়াছি। ... ঐ বৈশাখ ... সন ১২৯১ সাল।

বশম্বদ শ্রীকেশবচন্দ্র আচার্য্য ... ...

সোমপ্রকাশ বিনামূল্যে

১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

এখানে সর্ব্বপ্রকার ইংরাজী ... পাঠ্যপুস্তক এবং নানাপ্রকার ... অতি অল্প মূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত ... নিম্নে পুস্তকগুলি মূল্য প্রকাশিত হ...

জীবনসঞ্চার ৸৹, বেহুলা ... ges Nandini or The Chieftain ... দেবী চৌধুরাণী (বঙ্কিমচন্দ্র ... ২৲, একে বলে কি ? পাকা আমার ... ৵৹, বঙ্গ মহিলা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৸৹ ... প্রতিকা ৵৹, বেহুলা ১৲, পাষাণী ... ১৲, পাষাণের মন (প্রহসন) ৸৹, ...

... উপদেশ ১৲, ... ভাল বাসা ৸৹, ... ৵৹, ... ৵৹, বাঙ্গালা ... Man and Nature ৸৹, ... world ১৲, Speeches of Lord Ripon ... (For ascertaining any day of the week for all time within the present century) ... ১৲, ... ৸৹, ... Miscellaneous questions with answer on the companion reader By H. C Sen, B. A. B. L. Price 1—6. Postage 1 Anna.

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

... সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত ত্রৈমাসিক ৸৹ টাকা এবং বাষ্মাসিক ১৷৹ টাকা ... মাশুল সমেত ত্রৈমাসিক ৸৹ টাকা। অগ্রিম মূল্য ব্যতিরেকে ... ত্রৈমাসিক বা বাষ্মাসিক নিয়ম নাই।

... সোমপ্রকাশ ... ত্রৈমাসিক ৸৹ টাকা। ... সোমপ্রকাশ ... ১৷৹ টাকা। ... ১৷৹ টাকা। ... ১৷৹ টাকা।

২৮ শ ভাগ। কবিরাজী ও ডাক্তারী সংক্রান্ত মাসিক সংবাদ পত্র। ৩য় সংখ্যা।

ডাক্তার মাসিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ টাকা। মফস্বল মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

১২৯৩ সাল। ১৭ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮৬। ৩০ এ জুন।

অগ্রিম বাৎসরিক ৸৹, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত মাসিক ৵ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহোদয়াবিষেষু।

মহারাজ!

আমি ঔষধালয়ের আবিষ্কৃত "নিদ্রাকর ঘৃত" ব্যবহার করিয়া ঈশ্বরানুগ্রহে এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে কোন চিহ্ন প্রকাশিত হয় নাই দেখিয়া নিশ্চয়ই আরোগ্য বিবেচনা করিতেছি, এবং এই "নিদ্রাকর ঘৃত" যে শরীরস্থ পীড়াদায়ক অধিকীর্ণ বলেরও তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইতি তারিখ ২৩ বৈশাখ সন ১২৯১ সাল।

শ্রীঃ শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী
সাং পাণ্ডবিপুর ডিঃ বর্দ্ধমান
জেলা মুরশিদাবাদ।

বিনা মূল্যে বিতরণ! বিনা মূল্যে বিতরণ!!
বিনা মূল্যে বিতরণ!!!

ডাক্তার শ্রীমঙ্গলালি মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সরল চিকিৎসা।

পল্লীগ্রামবাসিদিগের বিশেষ আবশ্যক। ডাকমাশুলাদি কেবল ৵১০ মাত্র পাঠাইতে পাইবেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ
সুরেন্দ্রন্ত ফিলেশপারি, ভবানীপুর কলিকাতা।

আর্য্যধর্ম্মসার

শ্রীদয়ালচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত।

এই গ্রন্থখানি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদির প্রমাণ সহ বিশুদ্ধ বঙ্গ ভাষায় রচিত হইয়াছে। ইহাতে সৃষ্টি প্রকরণ, আত্মিকালা ভূর্ভুবঃস্বঃ সমুদয় মন্ত্রের মূল সূত্র বিবরণ বেদের বিস্তার; কাম্যিকাদের কারণ, তত্ত্ব পরিবারে ঈশ্বরোপাসনের প্রণালীকথা, ক্রিয়া, নৈমিত্তিক, কাম্য, ক্রিয়ার বিশেষ বিবরণ, ষট্চক্রের আখ্যা, ঈশ্বরনিরূপণ, জপ ও পুরশ্চরণ, বিধি, বেদতত্ত্ব, জ্ঞান উৎপত্তি হওয়ার প্রকার বিধি, জ্ঞানকাণ্ড, ভক্তিকাণ্ড, মুক্তিসাধন, চতুর্বিধ মুক্তি,

স্বর্ণ ঘটিত ষড়গুণ কবিরাজিত প্রকরণাদি।

এই মহোপকারক ঔষধ, অনুপান বিশেষে সেবন করিলে কীটাণু, প্রমেহ, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, কফজ শিরঃ শূল, অম্বল, অম্লোদ্গার, প্রবাহিকা, অর্শঃ, বোকলা, গলগণ্ড, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, অন্ত্রবৃদ্ধি, ধাতু অগ্নির দুর্ব্বলতা এবং বৈদ্যক ও হেকিমী সমস্ত পীড়াই আরাম হয়।

১মাত্রা আন্দাজ ৪ পুরিয়া মূল্য ৸
১ তোলার মূল্য ৩৲
১ ছটাক ১ তোলার স্থানে ১০ তোলা।

ভৈষজ্যরত্নাবলী।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

এই সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-গ্রন্থে নিদানোক্ত সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ এবং সমস্ত তৈল ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে কবিরাজ বিশেষরূপে যত্নের সহিত বিবিধ উপযুক্ত পাঠ নিয়া রোগবিশিষ্টে ঔষধ রোগের আর ফলপ্রদ বিবিধ ঔষধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

মূল্য—ঐ ছিতীয় খণ্ড মাত্র—।৷৹ আনা।

যাহার নিকট সমস্ত খণ্ড ও তাহার মূল্য পাঠান হইবে তাহাকে ৵৹।

আমার নামে পত্রাদি লিখিবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়
(ছৌবাজারী) বাঙ্গালাবাজার, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"নিদ্রাকর ঘৃত" পাঠ রোগীর পক্ষে যে কতদূর উপকারী তদ্বিষয়ে যে সকল পত্র ইহার পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত আর একখানি নূতন পত্রের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত করা গেলঃ

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু কে, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়
৩, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ পুস্তকালয় পরাণধারী
কলিকাতা।

মহাশয়! আমি মহিষবস্তুবধি পারাজ্বরে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার কারণ নানা ঔষধাদি ব্যবহার করিতে ত্রুটী করি নাই কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ঐ সকল রোগ ক্রমিক বাড়িয়া ক্রমশঃ এরূপ অবস্থা হইয়াছিল, যে রাত্রিতে আহার করিতে পারিতাম না, সর্ব্বদা বিষে-ল্লাস করিতাম। এমত সময় বন্ধুর অনুরোধে আপনার

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বিশেষরূপে লিখিত আছে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিদিগের এই গ্রন্থখানি দেখা নিতান্ত উচিত। সাকার উপাসনা দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা যে কিরূপে হইতে পারে তাহা এই গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে। মূল্য ১ এক টাকা। বিদেশীয় গ্রাহকগণের ডাক—মাশুল লাগিবে না।

প্রণয় প্রসঙ্গ অর্থাৎ সঞ্জীবনী রামপ্রসাদী সঙ্গীত কাব্য (৩য় সংস্করণ) মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১ এক টাকা। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীভক্তদাস চট্টোপাধ্যায়।

কুসুম-মঞ্জরী।

যাবক যেমনার অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সেবনে যে সকল স্ত্রীলোকদিগের গর্ভো নিঃসরণের পূর্ব্বে বা পরে অতিরক্ত বেদনা হয় ও পেটে বিষ ধরে, মূর্চ্ছাবোধ, শৌচ-প্রস্রাব, রক্ত প্রদর অকালে অধিক পরিমাণে বেতঃস্রাব ও অন্যান্য যে সমস্ত পীড়া ইত্যাদি রোগ সকল বিনষ্ট করিয়া গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে, মাত্র তিনদিবস অধিক সেবন করিতে হয় না। গর্ভো নিঃসরণের সময় ঔষধ সেবন করিতে হয়, তজ্জন্য অগ্রিম পূর্ব্বে পত্র লিখিতে বিশেষ অনুরোধ, এক কৌটার মূল্য ২ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা।

রতি-বিলাস তৈল।

অতি সুগন্ধযুক্ত যোগাঙ্গী তিল তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে অনুযোগ, শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, মাথাঘোরা ও অনিদ্রা দূর হয়। মস্তিষ্ক শীতল, চুল ঘন, কোমল, লোহা শক্ত ও উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হয়, গায়ে মাখিলে দুর্গন্ধযুক্ত প্রকৃতি চর্ম্মরোগ জন্মে না। অধিক নৈশতেজ বৃদ্ধি হয়। স্নান করিলের শৈত্য নষ্ট হয় না। মূল্য ও ডাক মাশুল বিষয়ে ৵০, ১ শিশি ১৷৵০ তিন শিশি ২৷৵০, প্যাকিং ৵০, ৩ শিশি ৪৷৵০, প্যাকিং ৵০। অধিক লইলে আনাইয়া, অনুরোধ।

মেহামৃত-লতা।

এই ঔষধ সেবনে প্রমেহাদোষের কারণ যে ধাতু বিকার, সেই কারণ, মূত্রকৃচ্ছ্র শোণিতস্রাব বন্ধে রাখে আর কোন ঔষধ নাই। সকল রোগদিগের ঔষধ, একবার ব্যবহারে যার শারীরিক রোগের প্রকৃতি হয়। এক শিশির মূল্য

সোমপ্রকাশ।

নষ্ট হইতে প্রাপ্ত।

সোমপ্রকাশ অন্ন রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা খাইলে বুক জ্বালা, আহারান্তে ঢেঁকুর, অম্লশূল, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, অম্লোদ্গার, চক্ষু হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হওয়া, অম্লপৈত্তিক জ্বর, এবম্বিধ উপসর্গ বিশিষ্ট অম্লরোগ ব্যাধি এই ঔষধ অল্পদিন মাত্রমি ব্যবহার করিলে মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৵০ প্যাকিং ৵০ আনা। শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (৩৮ নং মধুরায়ের লেন, কাঁসারিপাড়া, সিমলা কলিকাতা।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

দ্বিতীয় সংস্করণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিবর্দ্ধিতাকার।

শ্রী রূপবিহারী ঘোষাল সঙ্কলিত।

এ ত, ম ত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র এবং বাসনিষদ্ মন্ত্র, যোগ ও নীতি-বিষয়ক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনেক শ্লোক সংগৃহীত। ইহাতে ইহা ভিন্ন প্রকার শ্রীমদ্ভাগবত অবতার, ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম, বৈতবাদ, এবং অদ্বৈতবাদ মহারাজা, অজ্ঞান, ইন্দ্রিয় সংযমনের উপায়, শব্দের উপর মনের অধিকার, করণত্রয়ের উপায়, পঞ্চের ভক্ত, অজ্ঞান হইলেও আপনা হইতে জ্ঞান লাভ করে, উপাসনার উপকারিতা, উপাসনা, ভক্ত-ইচ্ছা ৺ ৺ বিচারসিদ্ধান্তের লাভ হইলে পাছ অপরাধ নিষ্প্রয়োজন, জ্ঞানী হইলে অজ্ঞানকে নাশ করে শেষে আপনিও বিনষ্ট হয়, সংসারের পক্ষে অতীব সুলভ, মনের [illegible] চিন্তা থাকিলে ব্রহ্ম লাভ হয় না, [illegible] স্বীকার, যোগ ও সমাধি, [illegible] লাভ হইলে প্রারব্ধোপরূপ ভোগ [illegible] ফল, জ্ঞানিদিগের মুক্তি বিষয়ে [illegible] কর্ম, কর্ম্মত্যাগ, অবিবাহিত জীবন [illegible] আশ্রম, সন্ন্যাস, গৃহস্থাশ্রম ও [illegible] নির্জ্জনতা ও সাধুসঙ্গ, বাহ্য [illegible] নির্ভরশীলতা, ব্রহ্মজ্ঞের মহত্ত্ব [illegible] প্রকৃতি বা মায়া, সাধন চতুষ্টয়, [illegible] মুক্তি লাভের উপায় নাই ইত্যাদি বিষয় [illegible] আর্য্যপুরুষগণ অনেক চিন্তা, চর্চ্চা, আলোচনা, সমাধি, অনুভব, তর্কযুদ্ধের পর যখন বিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই গুলিই [illegible] উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই সংস্করণে পুস্তকের আকার পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য পূর্ব্বে ১৷৵০ ছিল, এক্ষণে ১৷৵০ আনা ধার্য্য হইল। বিদেশীয় গ্রাহকগণের ডাকমাশুল লাগিবে না। মফস্বলের

এজেন্সী প্রদর্শনের জন্য [illegible] হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত
[illegible]

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ লাইব্রেরী,
[illegible]

[illegible] বাবুর [illegible] ২০০০ সহস্র বাক্তির [illegible] জন উপযুক্ত [illegible] জন উপযুক্ত [illegible] প্রাপ্ত

মেহনাশক অমৃতবিন্দু।

যথার্থই অমৃত নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে, প্রত্যহ অর্দ্ধ ফোঁটা সেবনে যে কোন ধাতু দৌর্ব্বল্য হউক, বা যে-কোন উপদংশ থাকুক না কেন, আরোগ্য হইবে। প্রতি শিশি ১৷ টাকা প্যাকিং ৵০।

পারমানন্দ অমৃতবিন্দু।

[illegible] সংযোগ হইতে [illegible] মূত্র হইতে [illegible] হইবে অমৃতবিন্দু ১ ফোঁটা সেবন [illegible] [illegible] এমন ঔষধ আর [illegible] মূল্য ১৷ টাকা প্যাকিং ৵০।

[illegible]
[illegible]
কলিকাতা।

শ্রীমকরচন্দ্র বসের "গুপ্ত-চিকিৎসা-গার কার্য্যালয়"

শ্রীযুক্ত রামকানাই বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে [illegible] কলেজ-[illegible] সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার		
৩ য় ভাগ	৵০	১০
৪ র্থ ভাগ	৵০	১০
৫ ম ভাগ	৵০	১০
বিদেশের বিলাপ	।০	

[illegible] একত্র লইলে [illegible] লাগিবে।

শ্রীযুক্ত [illegible] কলেজ।

[illegible] মুদ্রিত [illegible] গ্রাহক-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হিন্দু মুসলমানের বিবাদের প্রকৃত কারণ নাই। হিন্দুদের ঐক্য সাধিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাহা শুনে বলে [illegible] মুসলমান ধর্ম্মের [illegible] বলিয়া [illegible] সাধারণ [illegible] করিয়া থাকেন।

২য়। বিদ্যা থাকিলে লোকের প্রায় বিনা অপরাধে শত্রু হইয়া যায়। এদেশীয় শ্রীযুক্ত বেণী ঈশ্বরচন্দ্রীয় ও শ্রীযুক্ত বেণী সাহেবদের মে ছা, কিন্তু যাহে অধিকাংশ গুরু বিশ্বাস করিয়া বিয়াছেন এবং অনবরত দ্বারা দ্বারস্থ অনেকেই প্রতিপালন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র সব সময়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি উহাদের সমভাবে যত্ন ও আদর আছে। শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকা চরণ মজুমদার এই বিদ্যালয়ের মুল সমুদয় বেতনভুক্ত করিয়াছেন। ইহাতেই মুসলমান বালকের বড় বিদ্যালয়ের আরও এবং ফিরিস্তি, এই বিদ্যালয়ের কর্ণধার স্বরূপ। সুতরাং অম্বিকা বাবুর মুলা অভিজ্ঞতক শিক্ষাকুশল ডেপুটী ইন্সপেক্টর শিক্ষা বিভাগে অম্বিকা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ সাধুশীল, শিক্ষাব্রতী মহিলাদের শ্রী যাহিলগণ দ্বারা কলাচারে কার্যিত্বিদের ফিরই হওয়ার আশা করা যাইতে পারে।

মুজাফ্ফর } একান্ত বশম্বদ
ঞ্চ ঈশান } শ্রী—

সোমপ্রকাশ।

১৭ই আষাঢ় সোমবার

[illegible] ৫০০ টাকা পুরস্কার।

১২৯০ সালের ২১এ শ্রাবণ বেণীমাধবকে হত্যা করিয়াছে, আমরা বলে করিয়াছিলাম, বেণী হত্যা মামলা বন্ধ হইয়াছে। অতএব তাহার মকদ্দমা হইয়াছে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমি ভ্রম নাই। সে অপরাধে ও অপরিচিত বিচারক। মুসলমানের বন্ধু হইলে আমরা হইব; কিন্তু বেণী হিন্দু, সে দুষ্ট হইলে হত্যাকারিদিগের আমরা কেন পুষিয়া বেড়াইবো। [illegible] হত্যাকারিদিগের [illegible] ধরিয়া দিয়াছে, তাহারা কোন [illegible] বেণীকে খালাইয়া দিউক। [illegible] সেইরূপ [illegible] সে আর চটবে না। অন্য প্রকারে বধি হে-বাবিই, তাহা হইলে অ.লিপুরের অনেকটী আপিসেরই ছাড়িয়া সাহেব যখন ইমেল দোরকে ছাড়িয়া দিলেন, তখন কত লোকে খ [illegible] দিল, কত আমরা [illegible] বলিয়াছে, আমার [illegible] বেণী [illegible] শাস্তি একটা [illegible] বক্তিবাদি, বেণীর মা [illegible] ধরিয়াছে, [illegible] এই [illegible] সে উপায় করিলে বোধ হয় যে [illegible]

যাহা হউক, রাজপুরুষেরা আমাদের মতামতের বিচারে দৃঢ় ও নিশ্চিন্ত না হইয়া পুনরায় যে তেজ আরম্ভ করিয়াছেন, এটী [illegible] রাজপুরুষেরা সাধন করা হইতেছে। বেণীর হত্যাকারিদিগের [illegible] সাক্ষ্যের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু [illegible] হইলে [illegible] পারিবেন। বেণীর হত্যাকারিদিগের [illegible] লোকের) সপক্ষে [illegible] থানার সব ইনস্পেক্টর বাবু [illegible] আমাদের বিশেষ বক্তব্য [illegible] রণার প্রধান তার উপর [illegible] নিশ্চিন্ত হইবার বিষয়ে [illegible] পাওয়া উচিত। আমরা [illegible] উপায় বলিয়া দিতেছি। [illegible] আর প্রবল [illegible] বড় গার [illegible] বেনই বা [illegible] একবার অনুসন্ধান করুন, [illegible] পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে। [illegible]

৫০০ টাকা পুরস্কার।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে [illegible] হিন্দুসভা বাকিপুর বেণীমাধবকে [illegible] বেণীকে যে-ব্যক্তি [illegible] হিন্দুর [illegible] তাহার [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] প্রকাশ করিয়া যদি এইরূপ প্রদর্শন করেন যে তাঁহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছেন এবং রুশেরা যে অধিকার বিস্তার করিতেছে, তাহাতে ইংরাজেরা অসন্তুষ্ট, উহা যদি রুশ দিগকে জানান হয়, তাহা হইলে অভিপ্রেত ফল লাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলে রুশ নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত হইয়া অধিকার বিস্তারে ক্ষান্ত হইবে। ইংরেজের অসন্তোষ ও সমরোদ্যোগের বিষয় রুশের কর্ণগোচর হইলে রিয়াট আক্রমণ ও অধিকার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা পূর্ণ করিতে অনেক দিন লাগিবে। ইতি মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রুশের সহিত কোনরূপ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রুশের অধিকার বিস্তারের একটী সীমা নির্দ্দেশ করিবার প্রস্তাব করুন। পূর্ব্বোক্ত নীতিজ্ঞ মহোদয়েরা ও এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যয়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য যুদ্ধে কে সহজে প্রবৃত্ত হইতে চায়? যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত। সংস্কৃত রাজনীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন:—

য় ত্না জানেন ভেদেন সমস্তিষ্ঠন্তথা পৃথক্।
বিজেতুং প্রবতেতারীন্ স যুদ্ধেন কদাচন॥

সাম্বাদ্যা, কিছু দেওয়া, বিভিন্নীয় বাজার প্রধান পুরুষদিগের ভেদ সাধন, এই গুলির পৃথক ভাবে অনুষ্ঠান অথবা একত্র অনুষ্ঠান করিয়া শত্রুকে বশে আনয়ন করিবার চেষ্টা পাইবে, কিন্তু যুদ্ধ দ্বারা বশে আনয়ন করিবার কখন চেষ্টা করিবে না। কারণ, যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত।

[illegible] সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।

অবসর পাইলে অথবা লিখিবার, ভাল বিষয় না পাইলে ভারতস্থ সংবাদপত্রের ইংরাজ সম্পাদক ও [illegible] সম্পাদকগণ কোথা পরস্পর বিদ্বেষভাবে প্রবৃত্ত হন এবং জাতিবৈর উদ্দীপিত করিয়া তুলেন। ইহাতে ভারতের মঙ্গল কিছুই হয় না, কেবল পরস্পরকে ক্ষেপাইয়া তুলা হয়। কেহ বলিলেন তোমার গালটী বাঁকা; কেহ বলিলেন তোমার ঠোঁটটী মোটা। কেহ বলিলেন, তুমি চোরাদায়ে, কেহ বলিলেন তুমি আবগারি আমলাদি। এরূপ করিলে [illegible] পাঠক কিছু পাইবে না। তাহারা একটী সমাচার পত্র, অথবা সময়ে সময়ে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা যা করেন, এ [illegible] প্রধান [illegible] সম্বন্ধে উপদেশ পাইবে। এ [illegible] পাঠকেরা [illegible] ইহাতে ভারতের [illegible] সম্পাদকেরা পরস্পর বিদ্বেষ ভুলিয়া যাহাতে ভারতে প্রবেশ [illegible] সেই চেষ্টা করুন। ঐ সাজি পত্রিকা [illegible] করেন, এ দেশীয়। [illegible] কোন ত্রুটি নাই। এতদ্ভিন্ন আমরা যদি [illegible] বিপদকালে মনের [illegible] না। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছিলাম, পুনরায় কহিতেছি, বিভীষণ [illegible] না হইলে, বহু মোটা চতুমান কাহার নেরা রামের সহায়তা [illegible] রাবণ বধ করিতে পারিত না। অতএব এ [illegible] ভূমি ইংরাজদিগের কোনরূপে বিপক্ষ করিয়া তুলা উচিত নহে।

সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের হস্তে এতটা ক্ষমতা আছে, উহারা এই বেলা তাহার প্রয়োগ করুন। উহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত রুশ গবর্ণমেণ্টের [illegible]

[illegible] সাধারণের [illegible]

রুশ গবর্ণমেণ্টের আচরণে [illegible] হইতে পারে কি না, তাহা বুঝিতে পারিলেন [illegible] ছাড়িয়া মনে প্রবৃত্তি হয় না। রুশদিগের [illegible] ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ অপেক্ষা নিম্নস্তর, ইহা যদি সাধারণে বুঝিতে পারেন, আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে যে প্রকার সুখে আছি, তাহার [illegible] হস্তে পড়িলে সে সুখ দুরূহ হইবে, [illegible] ইহা বুঝিতে পারেন, তাহারা যুদ্ধ [illegible] হাবো উদ্যুক্ত হইবেন না।

পাঠকদিগকে একটী বিষয়ের আলোচনা করিতে বলিয়াছি। রুশ গবর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিষয় পাঠক এতক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখুন। রুশে একনায়কত্ব [illegible] দেখুন এক রাজাই সর্ব্বময় কর্ত্তা। [illegible] আইন, তাঁহার ইচ্ছাই আদালত। [illegible] কার্য্য। আইন আছে বটে, কিন্তু [illegible] নাই। তাঁহারা যদি সে আইন লঙ্ঘন করেন, তখনই আইন পুস্তিকা হইয়া [illegible] রাজ্যে ব্যবস্থা প্রণয়ন, রাজকার্য্যের [illegible] কার্য্যের সম্পাদনার্থ বিভিন্ন চাকরি [illegible] আছে। কিন্তু তাহারা রাজার ইচ্ছার [illegible] রাজার অবর্তে তাহারাই কিছু করিতে [illegible] নাই। কোন সভা যদি কোন একটী [illegible] করেন, সম্রাট যদি তাহার [illegible] তাহা কেবল প্রস্তাবে পরিণত হয় এবং সেই প্রস্তাব [illegible] কীটের উদরসাৎ হইয়া যায়।

[illegible] ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের [illegible] সম্রাট, রাজ্যের [illegible] হস্তগত। অন্য কথা [illegible] [illegible] টাকা ব্যয় করিতে হইলে, [illegible] [illegible] দ্বারা তাহা পাইবেন না। [illegible] পার্লামেণ্ট [illegible] হইতে তাহারা মনোনীত [illegible] সভায় তাঁহারা নিয়ম [illegible] অনুশাসন দিতে [illegible] করিতে পারেন না। [illegible]

[illegible] সম্রাটের [illegible] কোন বিশেষ ক্ষমতা [illegible] তাঁহার [illegible] প্রতি কোন একটী [illegible] হইল; তখনই পার্লিয়ামেণ্ট [illegible] হইল। তাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইল। [illegible] তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন বিবেচনা শক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ অত্যাচারের সম্পূর্ণতা করিলেন। কেহ তাহাতে ঈষদ্দোষ প্রদর্শন করিলেন, কেহ তাহাতে ভূষা প্রদর্শন করিলেন, কেহ তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। ইংরাজজাতির মধ্যে অধিকাংশই কাল কোথা পাড়া জানেন। অধিকাংশ লোকই অত্যাচারের বিপক্ষ হইলেন, তাহার নিবারণ হইয়া গেল। ইংলণ্ডে কলঙ্কটিত ও নিবারিত [illegible] আছে। এক দলের আধিপত্য সময়ে কোন একটী অত্যাচারের কথা হইল, অপর দলের সময়ে তাহার প্রতীকার হইল। কিন্তু রুশে এ ব্যবস্থা নাই, সম্রাটই সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহার যে দুই চারিজন মন্ত্রণাদাতা আছেন, তাঁহারা মন্ত্রিরূপ সম্রাট। সম্রাটের অন্তরে তাঁহাদিগের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, কোন একটী অত্যাচারের বিষয় সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। তিনি যদি বেঁকে গেলেন, তাহার প্রতীকারের সুবিধা নাই, তিনি চুপ করিয়া গেলেন। অত্যাচারটী অবাধে অনুষ্ঠিত হইল। তাহা [illegible] তুলিলেন, তাহারও এরূপ সাধ্য নাই। [illegible] রাজনীতি ও রাজনীতির এক [illegible] সম্রাটের রাজপুরুষেরা আমাদিগের [illegible] করেন, যদি আমরা রুশের [illegible] অত্যাচার কত গুরু হইবে। [illegible] একান্ত পরাধীন। তাঁহারা [illegible] সম্রাট এরূপই আমাদের বিশ্বাসের সম্পূর্ণ [illegible]। সেখানে কথা কহিবার ও [illegible] নাই। [illegible] এরূপ অবস্থায় অত্যাচার [illegible] হইবে, [illegible] আমরা [illegible]

...করিবার জন্য দেশীয় রাজগণকে কর দেন। অতএব দিল্লি বাদ দিলে ...করেন তিনি যে তাঁহার কর বৃদ্ধি করিবেন ইহা কি কখনও সম্ভব?

ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট দেশীয় রাজগণকে তাঁহাদিগের রাজ্য শাসনে অধিকার দিয়াছেন। তত্ত্বাবধারক এজেণ্ট প্রেরণ মন্ত্রির কার্য করিবেন মাত্র। কর্মচারীরা রাজার যে প্রজার যেরূপ শাসন করেন পোলিটিকাল এজেণ্ট তাহার আপীল শুনেন কিন্তু অপরাধীকে তাঁহার নিজের জেলে রাখেন এটা কি বিধির ব্যবস্থার নয়? যদ্যা আসিয়া হইতে যে সকল সামগ্রী ভারতবর্ষে আইসে বাণিজ্যের উৎসাহ দানার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট তাহার কর গ্রহণ করেন না। গবর্নমেণ্টের পাঁও প্রকারে প্রচুর আয় আছে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কর গ্রহণ না করিতে পারেন। কিন্তু তা বলিয়া দেশীয় রাজগণ তাহা পরিত্যাগ করিবেন কেন? কাশ্মীর রাজ্যে বিদেশ হইতে মদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর আমদানি হইতেছে। মহারাজ তাহার উপর কর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন বলিয়া ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের কর্মচারীরা বিরক্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ের বিচারার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের নিকট মকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট দেশীয় রাজগণের রাজ্য শাসনকার্যে যে হস্তক্ষেপ করেন না এটা কি তাঁহার পরিচায়ক? দেশীয় রাজগণের রাজ্য যখন ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে তখন তাঁহারা যে কর স্থাপন করিবেন তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহাদিগের অধিকার কি? মহারাজ তাঁহার প্রজাদিগের উপর যদি অসঙ্গত কর স্থাপন করিতেন অথবা এই কর নির্দ্ধারণ নিবন্ধন প্রজাদিগের সহিত কষ্ট হইত তাহা হইলেও বরং কথা ছিল কিন্তু বিদেশীয় বাণিজ্যদ্রব্যের উপর যখন তিনি কর স্থাপন করিয়াছেন তখন তাঁহার কোন দোষই ধরিতে পারা যায় না।

বিজ্ঞ রাজগণের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে নিম্নপ্রদর্শিত দুটী উপায়ের মধ্যে অবলম্বন করা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের কর্তব্য। যদি উহাদিগকে ইংলণ্ড আসিতে দেওয়া হয় তাহাদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিবার জন্য গবর্নমেণ্ট পোলিটিকাল এজেণ্ট রাখিয়া তাঁহাদিগের কার্য্য দিয়া তাঁহাদিগের হাত রাখা। সকল স্থানে [illegible] পোলিটিকাল এজেণ্ট [illegible] দেশীয় রাজগণের সহিত [illegible] ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট [illegible] তাহা হইলে [illegible]

[illegible] দেশীয় রাজগণকে [illegible] হয় কিন্তু তাঁহাদিগ [illegible] বিশ্বাস করা হয় না। [illegible] যা তাঁহারা পোলিটিকাল এজেণ্ট [illegible] হইতেছে। যাহাদিগকে অবিশ্বাস করা হইতেছে তাঁহাদিগকে মিত্র বলা হইতেছে এটী কি বিধির ব্যবহার নয়?

[illegible]

[illegible] একবার ডনিয়াছিলাম, খৃষ্ট বিদ্বেষী [illegible] উৎসবের সময়ে কুরুর [illegible] বাদে [illegible] দোর আক্রমণ [illegible] যদি [illegible] ডনিয়াছিলেন, আমরা [illegible] আসিয়া করিলাম; অবশ্য এখনও [illegible] সেরূপ আছে। খৃষ্ট বিদ্বেষবিহীন পৌত্তলিকেরা [illegible] করিবার চেষ্টার কত উপায় [illegible] করিতেছেন। মৃদঙ্গ সাহায্যে [illegible] ডনিতে [illegible], তখন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা [illegible] ...ম আর [illegible] যে কত [illegible] উপায়ের কি [illegible] ...ন সাহার চেষ্টা করিতে [illegible]। এদেশে এইরূপ [illegible] হইতে পারে, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সকলের [illegible] বলে পৌত্তলিকতার [illegible] কথায় [illegible] চেষ্টা হইতেছে। [illegible] নাম [illegible] নান [illegible] ধর্ম্মপথে [illegible] [illegible] রে [illegible] [illegible] পশ্চাদ্ভাগে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] যে [illegible] করিতে পারিবেন না [illegible] বাধক [illegible] নাই। [illegible] হিন্দুরাও তাঁহাদিগের [illegible] হলির [illegible] প্রতিষ্ঠা করিবেন। [illegible] সংযুক্তি নাই। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা সংসর্গে ধর্ম্মবিপ্লবের [illegible] করিয়া [illegible] যেমন নিষেধ করিয়াছেন, [illegible] নিষেধ করিতে পারিবেন না। [illegible] মনে এই অভিমান আছে, [illegible] অধিকতর [illegible] হিন্দু [illegible] করে, [illegible] যে [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন, [illegible] অনুসন্ধায়ীদিগের [illegible] করিয়া [illegible] যে প্রকার হিন্দু [illegible] হইতেছে, [illegible] [illegible] [illegible] আসিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

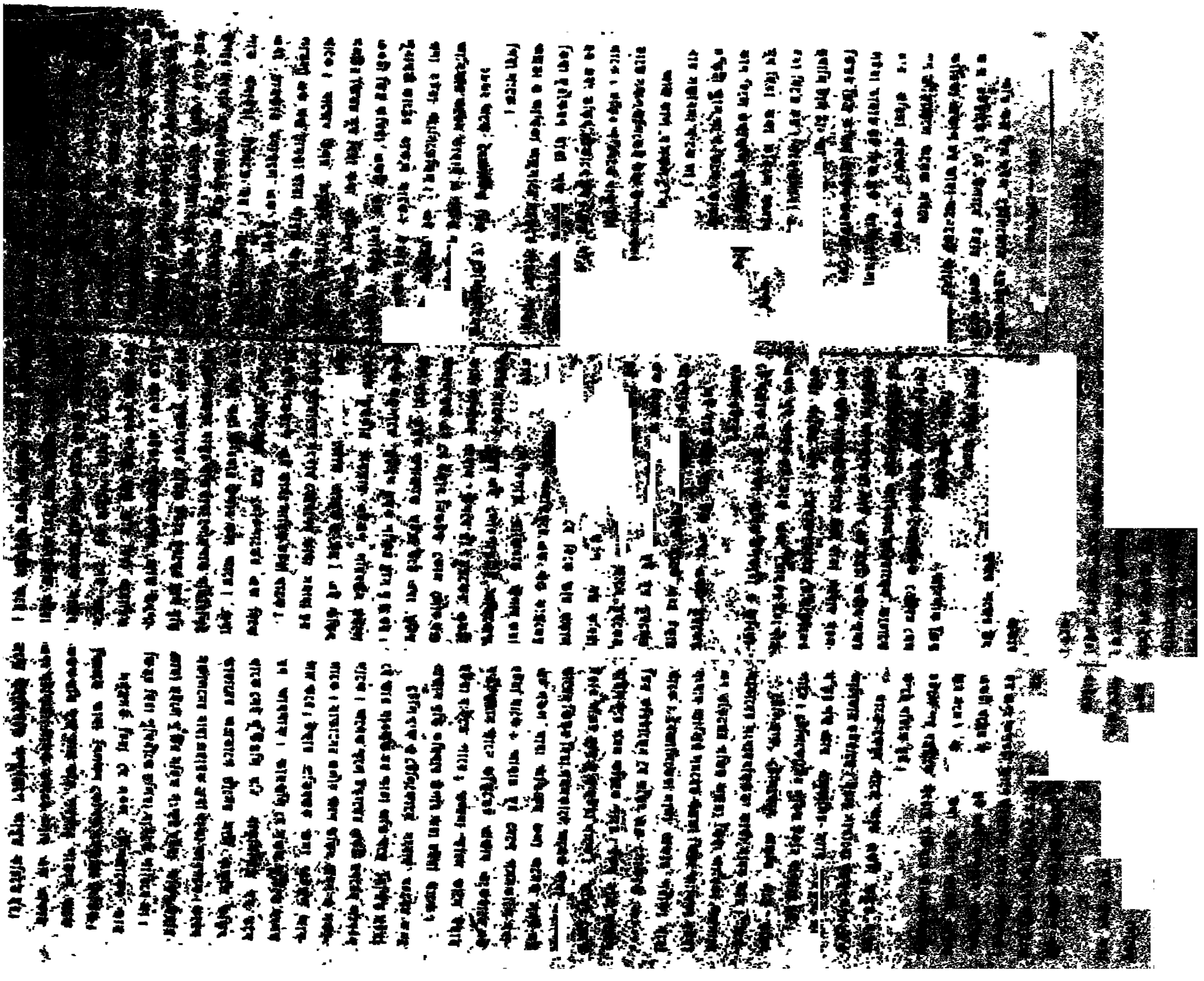

...ছাড়ে আবশ্যকতা বশতঃ ও পরীক্ষার্থে ... থাকে আবশ্যক। তাহার পর বৃহদ্রন্ধে সর্ব ... হয় এবং সর্বোপরি কতকগুলি ইস্পাত নির্মিত তার ... থাকে; প্রত্যেক ইস্পাত নির্মিত ... দ্বারা আবৃত করিতে হয়। এই আবরণ ... সময়ে সুচারুরূপে সংযোগ প্রেরণ ও প্রাপ্তির দ্বারা ... হইয়া থাকে। অনন্তর্ভাগ ... স্থানে স্থানে রহ করে এবং ... ধাতু দ্বারা বাহ্য হইতে ... প্রভাব সকালিত হইলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ... ছড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রগুলি ... কালে সুচারুরূপ কার্য্য করিতে পারে ... মধ্যে মধ্যে সেগুলিকে উত্তপ্ত করিতে হয় এবং ... তারগুলিকে রেশমে আবৃত দ্বারা অন্তরিত করিবে।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। ভূতত্ত্ব বিচার বা পৌরাণিক ভূগোল (১) পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচারিত আছে। পৌরাণিক মত পৃথিবী সমতলের ন্যায় সমচক্র গোল। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতির মত পৃথিবী ... গোলাকার। ইউরোপীয়েরা বলেন; উহা ... লেবুর ন্যায় গোল। ভূতত্ত্ব বিচার লেখক পৌরাণিক মত অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। তিনি স্বমত সংস্থাপনার্থ ও অন্য অন্য ব্যক্তির মত খণ্ডনার্থ যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে গুলি অকাট্য যোগ্য। গ্রন্থকার আলোচ্য বিষয়ে যাহা করিলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা বলেন, পৃথিবী কমলা লেবুর মত গোল, তাঁহারা উহার প্রতিপোষক যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় তর্কশক্তি ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া উহার খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা একটী যুক্তির খণ্ডনের ভাব এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা:—

পৃথিবী যদি গোলাকার হইবেন, তাহা হইলে ... সমস্ত সমুদ্রের বিস্তারস্থল হইতে নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত ... সমুদায় অংশ, সমান, নিকটবর্ত্তী অনুপাতে ... হইবার চেষ্টা পাইবে, ইহা বিতীয় যুক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। পৃথিবী সমতল হইলে ঐ ... বিস্তারের সমান ... হইবেক এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সমুদ্রের ... অধিক ... পৃথিবী ... হইত ... সমুদ্রের বিস্তৃত ... হইত; ... হইত ... হইত ... হইত

ঐরূপভাবে একটি লিখিয়াছেন " আপনার পত্রিকার বহু দিবসাবধি পুলিসের অকর্ম্মণ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ রূপ আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কর্ত্তৃপক্ষ উহার কোন প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ব্রিটীশ শাসনে কিছু 'ধন প্রাণের যেরূপ নিরাপদভাবে বাস স্থাপন করিয়াছিল, আজকাল সেরূপ আর কোন উপনীতে দাড়িয়াছে। পুলিসের কার্য্যে উপযুক্ত লোকের অভাবই উহার মূল কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। গত ৩১ শে মে সোমবার কলিকাতা দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ের মাতলা ষ্টেসনের সন্নিকটে কোন মহাজনের বৃহৎ দুটী বাক্সের গাড়ী ছিল। কোন ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে বা অন্য কোন অভিপ্রায়ে উহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। যে ব্যক্তি ঐ স্থান রক্ষার্থে নিযুক্ত ছিল, সেই উহার সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিবে। ঐ দিবস যে ব্যক্তি কলিকাতায় গাড়ীর ভস্মাবশেষ সংবাদ পাঠাইয়া তাহাদিগের হস্তিসর্ব্বস্ব লাভন করিয়াছে। সেখ হয় পুলিস স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিশেষ যত্নের সহিত উহার অনুসন্ধান করিলে প্রকৃত দোষী ব্যক্তি ধৃত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা করেন নাই। অভিযোগকারী পুলিসে এত্তেলা দিলে, সব ইন্সপেক্টার তদন্ত করিয়া কয়েকজনের প্রতি সন্দেহ করিয়া আম সঙ্গে রিপোর্ট করেন, কিন্তু অভিযোগকারী আদালতে অনুপস্থিত হইয়া পুনরায় তার লোক দ্বারা অনেকের প্রার্থনা করাতে তাহাদিগকে খালাসই দেওয়া হয়। এ আসামি ৫ ই, মাস, ইন্দু ৪. বিচারার্থ মাজিষ্ট্রেট হইতে বহু পরিশ্রমে আলিপুরের ৪ অধ্যক্ষ স্থানে আসিয়াছে হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বেলওয়েরই অনেক ক্ষতি হয়। এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া মহাজনগণ অবশ্যই বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। এ অবস্থায় ইতিমধ্যে অনেক মহৎ প্রকৃত দোষী ব্যক্তি কৃত কর্ম্মের সমুচিত দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

[illegible] হইয়াছেন। এই বিষয়ের [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি [illegible] মাসিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি [illegible] ইংরাজে তাঁহার চলেনা [illegible] প্রস্তাব করেন কিন্তু [illegible] ঐ ৫০ কমীশনারীর [illegible] দেন। মান্দ্রাজ গাইডেণ্ট [illegible] বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা [illegible] তাঁহার বৃত্তি ২৫০ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। ইংরাজের তাঁহার কষ্ট দূর হইল [illegible] বন্ধ করাতে সেই সেক্রেটারি, পক্ষ [illegible] হইতে তাঁহার বার্ষিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বাবু [illegible] ১৮ শত হইতে ১০ হাজার টাকা ও বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃ [illegible] গ্রাস করেন। বাবুর প্রতি অন্যায় [illegible] হইয়াছে বলিয়া সভ্য [illegible] তাঁহার কথা [illegible] প্রচার করিয়াছেন।

কাশীনাথ তুলিয়া দুঃখিত হইলাম [illegible] হলধাই সাহেব পীড়িত হইয়াছেন।

পত্র [illegible] সেপ্টেম্বরাকী [illegible] আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই।

কতকগুলি ইঙ্গিতবাচক [illegible] কটরেলীর ছাত্রদিগের [illegible] ও তাহাতে [illegible] বৃত্তি স্থাপিত আছে। [illegible] সেপ্টেম্বরাকী গবর্ণমেণ্ট [illegible] ২৫ টাকার আর [illegible] অনুমান করিয়াছেন। [illegible] মাথায় [illegible]

টনাণ্ট গবর্ণর কলিকাতায় পুলিসের [illegible] করণ [illegible] কলিমাবেরা [illegible] স্থাপন করিয়া কলিকাতায় [illegible] বাবের পরম করিবার [illegible] করিয়াছিলেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর [illegible] আমাদের নিবেদনায় [illegible] কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। [illegible] বিচারকারক। [illegible] সকল প্রবাসীরা [illegible] ভারে চৌরাবাল [illegible] দেওয়া। এটী কি [illegible] স্থানে আইসা [illegible] কলুপুর প্রভৃতি [illegible] উহার ভাষা আমরা [illegible] একটী মহৎ [illegible] অক্ষরিক।

[illegible] নিযুক্ত [illegible] প্রধান [illegible]

[illegible] ও [illegible] বিশেষ [illegible] ৫ পাঁচ [illegible] ৫০ টাকা [illegible] ৫০ টাকা [illegible] ৫০ টাকা

কমল পাত্রিক	ঐ
অন্নদাপ্রসাদ সেন	ঐ
গিরিবালা মল্লিক	ঐ
শিবচন্দ্র সান্যাল	ঐ
অতুলকৃষ্ণ বসু	ঐ
কালীপদ চট্টো	ঐ
সমীর উল্লা ইদ্রিস আহমদ	ঐ
গোপালচন্দ্র দাস	ঐ
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়	ঐ
শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী	ঐ
কালীপ্রসন্ন বসু	ঐ
বিধুভূষণ মুখো	ঐ
অন্নদাপ্রসাদ ভট্ট চার্য্য	ঐ
উপেন্দ্রগোপাল মিত্র	ঐ
বাহিনীমোহন রায়	ঐ
পাতিলাল মুখোপাধ্যায়	ঐ
নলিনীশচন্দ্র বসু	ঐ
হরেন্দ্রলাল রায়	ঐ
দীননাথ বিশ্বাস	ঐ
শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী	ঐ
হিরেন্দ্রনাথ দত্ত	ঐ
হেমেন্দ্রনাথ বসু	ঐ
মদনমোহন লাল	ঐ
সত্যানন্দ রায়	ঐ
পূর্ণচন্দ্র মৈত্র	ঐ
হরেন্দ্রকুমার রায়	ঐ
গিরীন্দ্রনাথ বিশ্বাস	ঐ
মধুসূদন দত্ত	ঐ
সীতানাথ নন্দী	ঐ
নগেন্দ্রনাথ দত্ত	ঐ
প্রাণকৃষ্ণ সেন	ঐ
কালীচরণ সেন	ঐ
দুর্গাদাস সাহা	ঐ
কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য	ঐ
কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	ঐ
নীলমণি বাটিক	পাটনা কঃ
রাজমোহন ঘোষ	ঐ
অঘোরনাথ সর	শিক্ষক

প্রশ্ন।

বাইবেল-আদি পুস্তক।

তৃতীয় অধ্যায়।

" (২২) অনন্তর ঈশ্বরপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, মনুষ্য আমাদের একের

ভূপেন্দ্রনাথ বসু	ঐ
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ
বিপিনবিহারী মিত্র	ঐ
অমিয়ভূষণ মুখো	ঐ
ধরণিমোহন মিত্র	ঐ
অমিয়কুমার মুখো	ঐ
রাধাকান্ত দে	ঐ
অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য	ঐ
ভূপেন্দ্রনাথ চট্টো	ঐ
যোগেন্দ্রনাথ সেন	ঐ
অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ
বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য	ঐ
অক্ষয়কুমার দত্ত	শিক্ষক
কমলাকালী দত্ত	মেট্রোপলিটন কঃ
পদ্মলোচন সেন	ঐ
শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ
বসন্তনাথ বসু	ঐ
রাজেন্দ্রচরণ ভট্ট চার্য্য	ঐ
অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ
গোপালচন্দ্র মিত্র	
বিপিনবিহারী সেন	
আশুতোষ রায়	ঐ
ভূপেন্দ্রনাথ গোস্বামী	
শশিকান্ত মুখ	
গিরিজাপ্রসন্ন বসু	
বরদাকান্ত মিত্র	
অমৃতলাল দাস	
উপেন্দ্রচন্দ্র রায়	
[illegible] মুখোপাধ্যায়	
[illegible]	

[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

মত হইল; এখন পাছে সে তত্ত্ব বিস্মৃত হয়, এই নিমিত্ত তাহার কটীবস্ত্রের অগ্রভাগে গ্রন্থি দিয়া রাখিলেন। (২৩) এই নিমিত্তে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাহাকে এদনের উদ্যান হইতে দূর করিলেন এবং যে মাটা হইতে গঠিত, সেই মৃত্তিকাকে কৃষিকর্ম্ম করিতে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। (২৪) অতএব তিনি মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন এবং জীবন বৃক্ষের পথ রক্ষা করিতে এদনের উদ্যানের পূর্ব্ব দিকে করুবগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ রাখিলেন।"

প্রশ্ন এই:—

১। ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্য সদসৎজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমাদের একের মত হইল। ঈশ্বরের জ্ঞান ও মানুষের জ্ঞান কি এক? ঈশ্বরের সদসৎ বিবেচনা যেরূপ, মানুষের সদসৎ বিবেচনা কি সেইরূপ? আকারে প্রকারে কোন অংশে মানুষ ও ঈশ্বরে যে ভেদ নাই, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। অনুধাবন হইতেছে, মনুষ্য সৃষ্টির অনেক পরে বাইবল লেখা হইয়াছে। লেখকের মনে যখন ঈশ্বরের রূপ নিরূপণের ইচ্ছা হইল, তখন তিনি ধ্যান করিয়া অন্য কোন রূপ ঈশ্বরে আরোপ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, শেষে মানুষের রূপ ঈশ্বরে আরোপ করিলেন। বাইবল লেখক মনুষ্যের ন্যায় ছিলেন। এই নিমিত্ত, পুরাণাদি লেখকেরা যখন মানুষের আকারকে অদ্ভুত করিয়া ঈশ্বরে বিশিষ্ট প্রকৃতি যেরূপ ও আনী ঈশ্বর প্রভৃতি দেবীগণে আরোপ করিয়াছেন, বাইবল লেখক সেইরূপ করেন নাই।

২। মানুষ যখন আকারে ঈশ্বরের মত হইল, সৃষ্টির যেরূপ নিয়ম দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রকারেও তাহার ঈশ্বরের মত হওয়া উচিত। ঈশ্বর যখন অনন্তজীবী, তখন তাঁহা হইতে উৎপন্ন মনুষ্য অন্ততঃ অনন্তজীবী হইবে। সে যা অন্ন হইতে যে সন্তান জন্মে, সে সো ও অন্নের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গোরাজা অনন্তজীবী, তাহার বৎসও অনন্তজীবী হইয়া থাকে। সো যদি অনন্তজীবী হইত, তাহার বৎস যে অনন্তজীবী হইত, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? মনুষ্য অনন্তজীবী না হইল কেন?

৩। আদম পাপে জীবন্মৃতের ন্যায় হোতন হইয়া অনন্তজীবী হয়; এই সাজায় তাহাকে উদ্যান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এটী কি পিতার মত কার্য্য হইল? পুত্রের যাহাতে মঙ্গল হয়, পিতার কি সেই চিন্তা করা কর্ত্তব্য নয়?

৪। আদম ঈশ্বরের পুত্র, তাহার উপর তাঁহার এত রোষ কেন? তিনি তাহাকে স্বাধীনকর্ত্তৃক করিয়াছিলেন, উহাই হইয়াছিল। তাহার অন্য-পাপের নিমিত্ত অনন্তজীবিত্ব নষ্ট করিলেন। [illegible] তাহাকে কৃপণে লওয়াইবার নিমিত্ত তাহা [illegible] করিলেন কেন? এ সকল কি [illegible] কথা হইয়াছে? তাহাকে এতদূর [illegible] করিয়া যাইতে হইল কি [illegible]? সে [illegible] তাহার উদ্ধার করা [illegible]?

৫। আদমের একটী বিবেচনার [illegible] হইয়াছে। আদম অন্যায়রূপ করিল। ঈশ্বর তাহার প্রতিবিধান করিলেন। তাহার অপরাধে তাহার সন্তানগণ পাপী হইল। আবার সেই পাপী সন্তান মানুষের উদ্ধারার্থে নিজ পুত্র খ্রীষ্টকে পাঠাইলেন। এটী কি সঙ্গত লিখা? বিবেচনার সমুচিত কাজ হইয়াছে? যদি সেই পাপী সন্তানদিগকে কোলে টানিতে হইল; তাহাকে দোষের পাপী না করিলে ভাল হইত না? ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের অসারত্ব বিষয়ে প্রমাণ পাইতেছে। অতএব নিষ্কলঙ্ক ও অপরিবর্ত্তনীয় [illegible] ঈশ্বরের পরিবর্ত্তনশীলতার [illegible] পাইতেছে।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়। আপনকার ২৮ এ চৈত্রের [illegible] পাঠান আমার নিকটে পাঠ্যইয়া দেন নাই, সুতরাং আমি [illegible] সে পত্রের [illegible] পারি নাই। এক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, ২৮ এ চৈত্রের যে সংখ্যাতে আদিপুস্তক সম্বন্ধীয় কয়েকটী প্রশ্ন [illegible] আমাকে উত্তর প্রদান করিয়া [illegible]। অতএব আমি পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের সহায়তায় সেই প্রশ্নের [illegible] উত্তর প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ ও প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

(১০) প্রশ্ন ১।

যে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়া [illegible] নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর [illegible] কি [illegible] করিতে পারেন। ঈশ্বরের অসাধ্য [illegible]। তাঁহার সকলই বিদ্যমান হলে না।

(১১) প্রত্যুত্তর।

ঈশ্বর অস্থি লইয়া নারীর সৃষ্টি [illegible] বলিয়া তাহা কেবল অস্থিময় [illegible]

(১) ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই সত্য, কিন্তু [illegible] হইতে কার্য্যকারণের বিরোধভাব উচিত হয়। [illegible] তাঁহার সত্যবাদিতার প্রতি আপ [illegible]

(২) নারী পরীর কেবল অস্থিময় হইলে, [illegible] আমাদের অভিপ্রেত নয়। কার্য্যকারণ ভাব বিলক্ষণ [illegible] আছি নির্দ্মিত নারীর শরীর ও মন কঠিন [illegible] সম্ভব। তাহার বিপরীত হওয়াতে ঈশ্বরের [illegible] প্রতি দোষারোপ হইতেছে।

[illegible] থাকিতে পারে না, এজন্য [illegible] বলা [illegible]। নারীর সৃষ্টিতে আমরা [illegible] প্রকাশ করিতেছি। যাহা হউক, [illegible] যে [illegible] সঙ্গত, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

(১০ ক) ন প্রত্যুত্তর।

স্ত্রী মাত্রের সৃষ্টি ঐরূপে হয় নাই, আদম স্ত্রী যুগল (১) সৃষ্ট হইয়াছে, এজন্য লিখা হইয়াছে, তাহাকে আদম করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীকে আনয়ন করিতে হইবে; সেখানে লিখা আবশ্যক না করিলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে কেন, সেই নিমিত্ত ঈশ্বর এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। লিখা আবশ্যক জ্ঞান করিয়া স্ত্রীকে আনয়ন করিতে, [illegible] আনয়ন করিতে নহে; তাহার [illegible] (বাইবেলে) ঈশ্বরকে [illegible] আদম মধ্যে লিখা আছে দেখা ও আদম [illegible] করাই পুরের প্রধান [illegible] অথবা করিয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আপনি বাইবেলের অপরাপর অধ্যায় না করিয়া একদেশ লইয়া বিচার করিবেন না।

(১১ খ) প্রত্যুত্তর।

এই প্রশ্নটী যে কতদূর সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত, তাহা [illegible] আপনি ও পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। [illegible] এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, মনুষ্যকুল যখন [illegible] হইয়াছে, তখন দেবী ও বিদ্যাধিরাণী এক [illegible] অথবা [illegible] ও পাপ প্রভৃতি ভ্রমে পতিত ও নিষ্পাপ থাকাতেই (৪) করিয়া ঈশ্বরের নিন্দাকে বিদ্রূপ করিতে পারেন।

(৩) স্ত্রী পুরুষই হউ মাতা পিতা, তাহারা অগ্র পশ্চাৎ সৃষ্টির কখন কিছু জানিতে পারি না। যে মাতা [illegible] গর্ভে ধরিয়া মহা কষ্টে সন্তানের প্রতিপালন করিলেন, সেই সময় উপযুক্ত হইয়া স্ত্রীর অনুরোধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, এ ব্যবহার কি অস্বাভাবিক নয়? ঈশ্বরের কি এই নীতিরূপ [illegible] দেখা উচিত হয়? মাতা অধিক আত্মীয়, না স্ত্রী অধিক আত্মীয়? কাহার সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধ? কাহার প্রতি অধিকতর মায়া মমতা প্রকাশের কথা? স্ত্রী ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন বংশের লোক। ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতা সম্বন্ধেই তাহার সহিত প্রথম সম্বন্ধ। তাহার অধিকতর অনুরোধ রক্ষার সহিত কি স্বার্থপরতার অধিকতর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নয়? তাহার প্রতিপালনের কার্য্যপরম্পরা [illegible] মাতার প্রতি স্নেহ [illegible] বুদ্ধিসঙ্গত? ইহার অন্যতর কোনটী প্রশংসনীয়? নয়ন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে তথাপি মাতাকে পরিত্যাগ করিবে না। এই উপদেশটী কি ঈশ্বরের সদৃশ ও সমুচিত নয়? পত্নি যদি মনোমত না হইল; অথবা পাত্র হইতে মনুষ্যের দুরদৃষ্টের নিবৃত্তি না হইল; স্ত্রী পতিকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা কি পুরুষে সেরূপ অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারেন? যাহা হউক যে পিতা মাতার সেবা করা প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া সেবা আমরা জানি, কিন্তু প্রথম উপদেশটী হইতে সে উপদেশের [illegible] বিরত।

(৪) যুক্তি সঙ্গত কথা বলিলেই কি [illegible] আমাদের [illegible] বিষয়ে যা পারিলে কি [illegible] সঙ্গত হয়?

(২) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করেন, ইহা বলা যাইতে পারে না। মনুষ্য কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ভাবে, পরে করে, ঈশ্বর ভাবেন না, করেন। ভাবিয়া করিতে হইলে, ভাবনা করিতে যে সময় লাগে, ঈশ্বরের সে সময় লাগে না। ঈশ্বর ভাবিয়া করেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন। ঈশ্বর ভাবিয়া করেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বরের কার্য্য মনুষ্যের ন্যায় নহে।

(৩) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করেন না, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ভাবেন না, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবিয়া করেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৪) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ভাবেন না, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞানবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞানবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৫) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞানবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৬) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৭) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৮) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৯) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(১০) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(১১) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(১২) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(১৩) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(১৪) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(১৫) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(১৬) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(১৭) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(১৮) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(১৯) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(২০) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(২১) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(২২) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(২৩) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(২৪) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(২৫) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(২৬) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(২৭) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(২৮) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(২৯) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৩০) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৩১) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৩২) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৩৩) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৩৪) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৩৫) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৩৬) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৩৭) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৩৮) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৩৯) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৪০) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৪১) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৪২) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৪৩) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৪৪) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৪৫) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৪৬) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৪৭) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৪৮) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৪৯) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৫০) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৫১) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৫২) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৫৩) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৫৪) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৫৫) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৫৬) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৫৭) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৫৮) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৫৯) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৬০) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৬১) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৬২) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৬৩) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৬৪) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৬৫) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৬৬) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৬৭) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৬৮) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৬৯) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৭০) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৭১) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৭২) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৭৩) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৭৪) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৭৫) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৭৬) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সহিষ্ণু নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৭৭) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাশীল নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৭৮) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ন্যায়বান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৭৯) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দয়াবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর ভাবেন না, ইচ্ছা করিবামাত্র করেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৮০) ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় ক্ষমাবান্ নহেন, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের ন

১৮৬৭। ৪ঠা নবেম্বর।

প্রধান বিচারপতি সর বিচার্ড গার্থ ও
বিচারপতি মাকেঞ্জোলাল।

মধুসূদনাস্থ বিশ্বাস ও অন্য অন্য ব্যক্তি বাদী।
রামনাথ নিয়োগী ও অন্য অন্য ব্যক্তি প্রতিবাদী।

যেখানে এক বাটীতে অনেকে বাস করেন, এরূপ স্থলে কোন অংশ বিক্রয় হইয়া গেলে ক্রেতা তাহার সুবিধা স্থলে স্বতন্ত্র বাস করিবে।

রামনাথ নিয়োগী বিশ্বাস পরিবারের কোন তালুকের ডিক্রীতে ১৮৬৭ সালের ১৭ই জুলাই ১ আনা ৩ পণ ২ কড়া ২ ক্রান্তি ক্রয় করেন। ১২৭৫ সালের ১১ই শ্রাবণ ঐ বিষয় দখল পাইবার আজ্ঞা পান। কিন্তু যখন উহা দখল করিতে যান, তখন বিশ্বাস পরিবারেরা তাহাতে বাধা দেন। তদুপলক্ষে ১৮৭৯ সালের ১৮ই জুলাই এই মকদ্দমা উপস্থিত হয়। স্বামীর আপত্তি উপলক্ষিত হইয়াছিল, তুলেক বিচারকালে বলেন, তাহাতে ক্ষতি নাই। তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন, ক্রেতা বাস্তবাটীর স্থান দখল পাইবেন না। তবে ক্রেতা বাস্তবাটী ও অন্য অন্য ক্রীত ভূমির অংশ মত খাজনা পাইবেন। সব জজের নিকটে আপীল হইলে তিনি এই রায় দেন, ক্রেতা বাস্তবাটীর স্থান দখল ও অন্য অন্য ভূমির খাজনা পাইবেন। হাইকোর্টের বিচারপতিরা সব জজের রায়ই রায় দিয়াছেন।

১৮৮৩। ৭ই ডিসেম্বর।

প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড গার্থ ও
বিচারপতি মাকেঞ্জোলাল।

অখিলচন্দ্র চৌধুরী বাদী।
নায়ু ও অন্যান্য ব্যক্তি প্রতিবাদী।

ডমা ওয়াসিল বাকির কাগজ অত্যুত্তমরূপে প্রমাণ নয়। ঐ কাগজ দেখিয়া সাক্ষী যদি দেনা পাওনার কথা বলিতে পারে, তবেই উহা প্রমাণ হইবে।

এটী বাকি খাজনার মকদ্দমা। বাদী বলে, ৩১৷৷০ টাকা ৩ আনার পাওনা এবং প্রতিবাদী বলে, ২৫৷৵০। মূল অঙ্ক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া ডিক্রী দেন। সব জজের নিকটে আপীল হইলে তিনি বলেন, ১ নং সাক্ষী ডমা ওয়াসিল-বাকীর কাগজ না দেখিয়া কোন্ বৎসরের কত খাজনা আদায় করিয়াছে, তাহা বলিতে পারে নাই। অতএব ঐ সাক্ষির উপরে নির্ভর করা যায় না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া সব জজ মূলের ডিক্রীর কিছু পরিবর্ত্ত করিয়া ডিক্রী দেন। হাইকোর্টে বিচারপতিরা বলেন, সব জজের রায় রহিত হইতে পারে না। কারণ, যে বাক্তি সব জজের [illegible]

১৮৭৩। ১৮ই ডিসেম্বর।

প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড গার্থ ও
বিচারপতি মাকেঞ্জোলাল।

চন্দ্রনাথ নাগ ও অন্য অন্য ব্যক্তি বাদী।
হৈমবতচন্দ্র রায় প্রতিবাদী।

পুন বিক্রয় সম্বন্ধে পর বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে।

১৮৮১। ৫ই অক্টোবর।

১৮৩৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লাট আনা ৩ পণ ২২ টাকার জন্য ক্রোকিয়া ডিক্রী করিয়া ১৩ টাকা অধিক মূল্য [illegible] চুক্তির ৩৫টী দেখা পড়িয়াছে। প্রতিবাদিরা নানা প্রকার ছল করিয়া টাকা দেয় এবং চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর অস্বীকার করে। পরিশেষে ১৮৮৭। ৩০ এপ্রিলের ৪ নং প্রতিবাদিকে ঐ ১৩৷৷৵৫ ফেব্রুয়ারী করিয়া বিক্রয় করা হয়। বাকির ক্রেতার যে সত্ত্ব হয়; ৪ নং প্রতিবাদী তাহা কিনিল। তুলেক আদালতে [illegible] ১, ৩ নং প্রতিবাদী চুক্তির কথা ও ১৩ টাকা পাইবার কথা অস্বীকার করিল এবং ৪ নং প্রতিবাদী ক্রয়িত্বী স্বরূপ কাগিল করিল। তুলেক প্রমাণ পাইলেন যে বিষয় বিক্রয়ে [illegible] হইয়াছিল এবং ১৩ টাকা বাকির [illegible] তিনি ১ নং প্রতিবাদীর কথায় [illegible] প্রতিবাদি পক্ষকে চুক্তি অনুসারে [illegible] আদেশ দিলেন। সব [illegible] আপীল হইলে তিনি মূল [illegible] করিলেন। হাইকোর্টে আপীল হইলে বিচারপতিরা আপীল না মঞ্জুর করিয়া ডিক্রী [illegible] চার আনা করেন। তাহারা [illegible] দেন। মোকাদ্দমা ৫ বার [illegible] হয়, তাহাতে বিচারপতি মিত্র ও বিচারপতি [illegible] মিলে ঐ সিদ্ধান্ত করেন। বেঞ্চার বিচারপতি মিত্রের মতের অনুমোদন [illegible] কলহত তিন আদালতের বিচারেই প্রথম [illegible] হইলেও তাহাই বলবৎ [illegible] সিদ্ধান্ত চূড়ান্তী করিয়াছেন। [illegible]

সবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় [illegible]
রের আদেশানুসারী
নিয়োগ।

জাষ্টিস ও সাধারণ বিভাগ।

৫ই জুন ১৮৮৪।

বাসুদেবের অতিরিক্ত মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু আশুতোষ মজুমদার ১৮৭৮ সালের ১৫ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু বলেশ্বর প্রসাদ বাঁড়ী [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন।

চাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] রায় বাহাদুরের সময় [illegible] হইলেন।

বাগবাজারের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] চক্রবর্ত্তী সব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও [illegible] হইলেন।

বাবু কমলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী হুগলীর চতুর্থ শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

কটকের প্রভিন্সিয়ল সবর্ডিনেট জুডিশিয়ল সার্ভিসের [illegible] ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

পাটনার [illegible] ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ এচ, [illegible] ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

২৪ পরগণার প্রভিন্সিয়ল সবর্ডিনেট জুডিশিয়ল সার্ভিসের [illegible] ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ, ৮, [illegible] ২৪ পরগণা ও হুগলী। আলিপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

২৪ পরগণার ও হুগলীর প্রভিন্সিয়ল সবর্ডিনেট জুডিশিয়ল সার্ভিসের [illegible] ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইয়াছেন সেই [illegible] ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

বিশেষ সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ১৮৭৮ সালের ১০ আইন অনুসারে মজঃফরপুর জেলায় কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার প্রভিন্সিয়ল সবর্ডিনেট জুডিশিয়ল সার্ভিসের [illegible] ডি, কে লাহিড়ী মজঃফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

রেজিষ্ট্রেসনের বিভাগ।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতার অন্তর্গত সোনাগাছির মুন্সেফ হইলেন।

[illegible] [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] [illegible] বালিগঞ্জে বদলী হইলেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। যাহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য আদি কাতার পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, অথবা সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রাহক বাবু এখানে কমিশন সেলে পুস্তক বিক্রয়ার্থ ক্ষমা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ গোপীনাথপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার মানস করেন, যাঁহারা সোমপ্রকাশের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে বিজ্ঞাপনের অর্দ্ধেক মূল্য পাইবেন। বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর প্রতি বার আনার স্থান আধ আনা মাত্র।

নূতন নাটকের

নূতন নাটক।

"কনক-নলিনী" এবং "সরোজ-বাসিনী।"

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

এই মনোরম উপন্যাসদ্বয়, ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতা লিখা বাহুল্যে বিশেষ পারদর্শিনী, সোমপ্রকাশ ও অন্যান্য সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত হইয়াছে। ইহার প্রতি খণ্ড মূল্য ৸৮আনা ও ডাঃ মাঃ, উভয় খণ্ড একত্রে ১৷৷৵ আনা। ১৯ খণ্ডে পুস্তক সম্পূর্ণ হইবে। অগ্রিম মূল্য ১৷৷০ টাকা। মফঃস্বলে ডাক মাসুল লাগিবে না।

নূতন লাইব্রেরী
৬১৷১ নং চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

উপেন্দ্রনাথ বসু
প্রকাশক

"কনক-নলিনী" এবং "সরোজ-বাসিনী।"

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

এই মনোরম উপন্যাসদ্বয়, ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতা লিখা বাহুল্যে বিশেষ পারদর্শিনী, সোমপ্রকাশ ও অন্যান্য সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত হইয়াছে, ইহাদের প্রত্যেক খণ্ড কলিকাতা মধ্যে স্কুলে পাওয়া যায়। মূল্য প্রত্যেক খণ্ড এক টাকা।

আশ্চর্য্য মহৌষধ।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন!!!

ইহা কোন [illegible] ঔষধ নহে। ইহাতে কবিরাজী, ডাক্তারী আয়ুর্বেদ, হকিমী, অঘোরী ও অন্যান্য [illegible] পেটের পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৬ পুরিয়া এক টাকা প্যাকিং ৵০। অব্যর্থ ঔষধ। ৭ দিবসে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ৪৲ টাকা প্যাকিং ৷০। আরোগ্য না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অধিকন্তু মাশুল দেওয়া হয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ত্রিবেণী চন্দননগর বড়া শিবতলা।

(ডাক্তার অবরুদ্ধ।)

গোদ, জলদোষ ও অণ্ডবৃদ্ধিরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু-সোধক—ইহাতে গোদ ও জলদোষ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং স্থানে স্থানে চর্ম্ম অসাড় হইলে এ ঔষধে তাদৃশ ফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ৷৷০।

নীলাঞ্জন—ইহাতে অণ্ডবৃদ্ধিরোগ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সর্পাকৃতধারী বা বৈতুক হইলে ইহাতে কোন ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২৲।

এই দুটী ঔষধ একত্র ব্যবহার করিলে একটি রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এই দুটী ঔষধ আমাদের ৫৬ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট আয়ুর্বেদ ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

ডাক্তার কবিরাজ বাবুদিগের প্রতি।

আমাদিগের ঔষধালয় হইতে যে সকল ঔষধ বিক্রীত হয়, তাহা সমস্তই আমাদের নিজের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। এই ঔষধগুলি যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং বাতরোগের আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হইতেছে। ২৭ দিনের মূল্য ৫ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

ডোঙ্গাড়িয়া বাদুড়-ঔষধ।

অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া সর্ব্বদা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তাহাদিগের ২৭ দিনের ঔষধের মূল্য ৩ টাকা।

শ্রীশশিভূষণ সেন কবিরাজ।
কাশী, আদিকিরাণ ভজবাড়ী।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ।

ভাব প্রকাশের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ মাশুল সহ মূল্য ১৷৷৵০। এই গ্রন্থের ১-ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে এদেশের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রসমূহের সম্পাদকেরা শতমুখে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তক কেবল ২৯ নং কলেজষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে আপ্তব্য।

শ্রীদুর্গাচরণ রায়—ম্যানেজার।

মহিলা নূতন-পুস্তক।

যিনি বিশুদ্ধ-প্রণয়ের ছবির-

বিষয়ক ছবি দেখিতে চাহেন তিনি এই

পুস্তক শীঘ্র গ্রহণ করুন।

রাজলক্ষ্মী—অদর্শন।

(পাঁচ খানি অতিসুন্দর উৎকৃষ্ট চিত্র সহিত।)

মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র ডাক মাশুল লাগিবে না।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

"রাজলক্ষ্মী-অদর্শন—পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। প্রকৃত ভালবাসা প্রণয়ের এমন উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। ইহাতে লেখক তাঁহার মনের ভাব এমন সুন্দর ভিন্নিমা করিয়াছেন যে পাষাণহৃদয় পাঠকের মুখেও তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবেই পড়িবে। রোগ যন্ত্রণায় এবং একাকী সময়ে লইয়া যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বলিতে আমরা তাঁহার মত ভুক্তভোগী অতি অল্পই দেখিতে পাই নাই।" আলোক ৭ই বৈশাখ সং ৯১।

Exquisite Adoration is an anonymous production of evidently a young gentleman who has had a bitter domestic mishap in having lost a beloved wife from the effects of a difficult labour. It would seem to our unknown author has made his debut in the book before us, and we must say he has done creditably well. We observe in it distinct signs of a promising genius akin to Poet Beattie's. Those who have read Babu Chunder Sikhar's Wonderlanta Prayn a work of some note in Bengali literature will not fail to find in the book before us a decided improvement in writing poetic prose. Indian Empire of 30 th April.

পুস্তক আফিস টিকানা—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসে। কলিকাতা—৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বাঙ্গালা টাইমটেবল।

আরোহীদিগের ভাড়া ও রেলাদির মাশুল প্রভৃতি বিষয়ক পঞ্জি ও টাইমটেবল বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইয়া হাওড়া ষ্টেশনীয় আপীসে ও কোম্পানীর ষ্টেশনসমূহে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৵৩ আনা।

কলিকাতা } ১০ ই জুন ১৮৮৪। } ব্রাঞ্চের ট্রাফিক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

অনুবাদকীয় ভাবপ্রকাশের অনুবাদক।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত।

কবিরাজের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়।

কলিকাতা, ১১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বহুবাজার।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার

মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ এই পীড়ার ব্যবহার করিলে রোগের প্রবল উপসর্গ সকলের প্রশমন হইতে আরম্ভ হয়। যথা—তৃষ্ণার আধিক্য, ক্ষুধাধিক্য, মাংসের ক্ষয়তা, শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদের জ্বালা, পিপাসা, অতি ঘর্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিদূরিত হইয়া "প্রমেহ রোগের ও পীড়িত স্থান সকল স্বাস্থ্যবিশিষ্ট হয়।

এই ঔষধের ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

ঐযুক্ত বাবু হরিদাস কর, কবিরাজ মহাশয় আমার পরমবন্ধু ও অনুরোধবশ এই ঔষধ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার পাইয়াছে। বোধ করি আপনার উপকারের জন্য এই নিয়ম রক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিলে অধিক উপকার দর্শিবে। [illegible] এই ঔষধ বেলা রোগক ব্যবহার করিতে পারি নাই। মধ্যে এক একবার ব্যবহার করিয়াছি ও রোগ বিনষ্ট হইয়াছে। বটীকা অতি অল্প ব্যবহার করিয়াছি, ২৭ এ বৈশাখ সন ১২৯১ সাল।

বশম্বদ শ্রীকেশবচন্দ্র আচার্য্য কবিরাজ নরসিংহি।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী।

২৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক এবং নানাপ্রকার নাটক ও উপন্যাস সুলভমূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি যে সকল পুস্তকগুলি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে :—

ভারতসংস্কার ৸৹, হেরম্বকা প্রথমখণ্ড ৸৹, Durgesh Nandini or The Chieftain Daughter ১৲, দেবী চৌধুরাণী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত) ১৲, প্রেমে পড়ে কি? পাকা আমার ৵৯, হামিরে পড়না ৵৹ বঙ্গ মহিলা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৵৹, বেদিয়া বালিকা ৵৹, হেরম্বকা দ্বিতীয়খণ্ড ১৲, সাধারণী ১৲, বিলাসের পত্র ১৲, পাঁচ পাগলের ঘর (যন্ত্রস্থ) ৷৵৹, নীহারিকা ৸৹ আলেখ্য লিপি ৵৹, কবিতাবলী ৵৹, অভিনব ৵৹, উষা ও উদ্বোধ ১৲, কবিতা-কুসুমাবলী, মুক্তি এবং সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ ৵৹, বিজ্ঞানরহস্য ৷৵৹, ভারতের ১৲ আনা বাসা ৸৹, প্রকৃতিবাদ অভিধান ৷৹, সীতার বনবাস ৷৵৹, রাজপুত কুসুম ৸৹ বাঙ্গালা ব্যাকরণ [illegible] Half hour with Nature ৷৵৹, Ancient & Modern world ৷৵৹, Speeches of Lord Ripon ১৲, A calender. For ascertaining any day of the week for any given time within the present century ৷৹, Students guide ৷৵৹, ভূগোল ৵৹, বালকসখা ২য় ৵৹, অবশ্যপাঠ্য ব্যাকরণ ১৲, বালকদিগের অবশ্যপাঠ্য ৷৹। Model questions with answer on the companion reader By [illegible] Snr, B. A., B. L. Price 1—৵ 1 Anna

ঐযুক্ত বাবু হরিদাস কর, কবিরাজ মহাশয় আমার পরমবন্ধু ও অনুরোধবশ এই ঔষধ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার পাইয়াছে। বোধ করি আপনার উপকারের জন্য এই নিয়ম রক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিলে অধিক উপকার দর্শিবে। [illegible] এই ঔষধ বেলা রোগক ব্যবহার করিতে পারি নাই। মধ্যে এক একবার ব্যবহার করিয়াছি ও রোগ বিনষ্ট হইয়াছে। বটীকা অতি অল্প ব্যবহার করিয়াছি, ২৭ এ বৈশাখ সন ১২৯১ সাল।

বশম্বদ শ্রীকেশবচন্দ্র আচার্য্য কবিরাজ নরসিংহি।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী।

২৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক এবং নানাপ্রকার নাটক ও উপন্যাস সুলভমূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি যে সকল পুস্তকগুলি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে :—

ভারতসংস্কার ৸৹, হেরম্বকা প্রথমখণ্ড ৸৹, Durgesh Nandini or The Chieftain Daughter ১৲, দেবী চৌধুরাণী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত) ১৲, প্রেমে পড়ে কি? পাকা আমার ৵৯, হামিরে পড়না ৵৹ বঙ্গ মহিলা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৵৹, বেদিয়া বালিকা ৵৹, হেরম্বকা দ্বিতীয়খণ্ড ১৲, সাধারণী ১৲, বিলাসের পত্র ১৲, পাঁচ পাগলের ঘর (যন্ত্রস্থ) ৷৵৹, নীহারিকা ৸৹ আলেখ্য লিপি ৵৹, কবিতাবলী ৵৹, অভিনব ৵৹, উষা ও উদ্বোধ ১৲, কবিতা-কুসুমাবলী, মুক্তি এবং সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ ৵৹, বিজ্ঞানরহস্য ৷৵৹, ভারতের ১৲ আনা বাসা ৸৹, প্রকৃতিবাদ অভিধান ৷৹, সীতার বনবাস ৷৵৹, রাজপুত কুসুম ৸৹ বাঙ্গালা ব্যাকরণ [illegible] Half hour with Nature ৷৵৹, Ancient & Modern world ৷৵৹, Speeches of Lord Ripon ১৲, A calender. For ascertaining any day of the week for any given time within the present century ৷৹, Students guide ৷৵৹, ভূগোল ৵৹, বালকসখা ২য় ৵৹, অবশ্যপাঠ্য ব্যাকরণ ১৲, বালকদিগের অবশ্যপাঠ্য ৷৹। Model questions with answer on the companion reader By [illegible] Snr, B. A., B. L. Price 1—৵ 1 Anna

মূল্য প্রাপ্তি।

[illegible] করিয়াছি।

[illegible] কবিরাজগণ এ সম্বাদে সোমপ্রকাশের মূল্য [illegible] করিবেন।

[illegible] কবিরাজ মুখোপাধ্যায়—[illegible]

[illegible]

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ড্রাগ কোং, ১৮ —[illegible]

- [illegible] আণ্ডুকার মিত্র—[illegible]
- [illegible] শিবচন্দ্র শীল—চুঁচুড়া
- [illegible] কবিরাজ চৌধুরী রায় বাহাদুর—[illegible]
- [illegible]
- [illegible] ১০
- [illegible] ৸৹
- [illegible] কি, কি, চেম্বার্স—[illegible] ৩
- [illegible] বাবু যন্ত্র বিশ্বাস—শিবগঞ্জ ৩
- [illegible] গঙ্গাধর ঐশ্বর্য্যবী—[illegible] ৫৷০
- [illegible] বিনোদচন্দ্র মজুমদার—বহরাবাদ বঙ্গ বহরাবাদ ৫৷০
- [illegible] মোহনচন্দ্র সিংহ—রাইপুর ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহিত বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মফস্বল পক্ষে ডাকমাশুল সহিত ৪ টাকা। অমনস্থ পক্ষে ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কোনমতে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। [illegible] সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, [illegible] স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার বাগবাজার, সোমপ্রকাশ আফিসে [illegible] ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কোনমতে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। [illegible] সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, [illegible] স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার বাগবাজার, সোমপ্রকাশ আফিসে [illegible] ঠিকানায় পাঠাইবেন।

[illegible] চিঠি, পত্র আদায়, ইহার [illegible] যাহাতে যাইবার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় করিয়া মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আমার অধিক [illegible] টাকাই প্রেরণ করিবেন। [illegible] মূল্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে [illegible] অধিক ব্যয়ে [illegible] হইবে না।

[illegible] কোনমতে [illegible] প্রেরণ করিবেন, [illegible] সেই পত্রটি [illegible] হইবে না।

[illegible] বিজ্ঞাপন বিষয়ে কথা [illegible] বিজ্ঞাপন [illegible] বার প্রতি পংক্তি [illegible] ৵০ আনা দিতে হইবে।

ঐই সোমপ্রকাশ

যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ব্রাহ্মণাতঙ্ক
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিশেষর বিলাপ		১০

কয়খানি একত্র লইলে মাসুলের মাসুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশে সকল বিষয় প্রকাশ না বলিয়া আমাদের মনে ক্ষোভ থাকে, পাঠকগণের মনেও ক্ষোভ জন্মে, এই নিমিত্ত ইহাকে অপ্রাক্তঃ পাঁচ ফরমা করা হইয়াছে। কিছুদিন পরে ইহাকে ছয় ফরমা করা হইবে এরূপ সঙ্কল্প আছে। যদি ঈশ্বর কৃপা করেন, দেশের লোকেরা সাহায্যদানে কার্পণ্য না করেন, গ্রাহকশ্রেণীর

কিঞ্চিৎ অধিকতর পরিশ্রম আমাদের সাধ্য হয়, তাহা হইলে এ সঙ্কল্প সিদ্ধি হওয়া বিচিত্র নহে। এবিষয়ে এখন অধিক আড়ম্বর করা নিষ্ফল।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আবার যখন মণ্ডি দেখিলেন যে সমাজের সাধারণ লোকে লোকযাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধা হেতু শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তখন অগত্যা তিনি নিম্নলিখিত বচনটী বাক্যে সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিলেন।

লোকে প্রেক্ষ্য বা বিধিরো ধর্ম্মঃ।

তদনুসারে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্ ইত্যাদি

মণ্ডিসংহিতা।

উক্ত বিধি প্রচারের পর সমাজের সাধারণ লোকে নিজ নিজ অভিমত সকলকে জানাইল। যে হেতু তাহারা দেখিল ঐহিক কার্য্যের সুবিধার জন্য যে কোন নিয়ম প্রণালীর উদ্ভাবন করা যাইবে, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত হইলে গ্রাহ্য হইবে না, তবে বৃথা বুদ্ধি পরিচালনার আবশ্যকতা কি? সুতরাং ঐ সময় হইতে সাধারণের মস্তিষ্ক যে অতিরিক্ত সঙ্কীর্ণ মূলোপাটকের ন্যায়, নির্ব্বাক্ নিষ্পন্দ প্রাণীদের ন্যায় স্থিরভাব প্রাপ্ত হইল, তৎপক্ষে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। এক্ষণে বোধ হয় সকলেই স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে শত সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুসমাজের আদিম সত্য সময়ের অর্থাৎ বৈদিক সময়ে সমাজের অবস্থা যেরূপ ছিল, আজও তাহাই আছে, কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। অদ্য সমাজ নিত্য নবো ন্নতিশীল। হিন্দুসমাজের ক্রমে অধোগতিশীলতাই লক্ষিত হয়। ইহার একমাত্র কারণ কেবল বেদের অজ্ঞাতা এই প্রবাদ বাক্য। এই প্রবাদ পণ্ডিত, মূর্খ সকলেরই মনে শাস্ত্র-কোবিদ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ হোন বসাইয়া দিয়াছিল। সেই হেতু হিন্দুসমাজে কেহ কোন দিন নূতন কথার বা মতের প্রচার করিতে পারেন নাই, কোনরূপ সামাজিক উন্নতি হয় নাই। তবে আজি সমাজের কোন শ্রেণীর লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও কোথাও, পণ্ডিত প্রকৃতি কোন কোন বিদ্বানের উন্নতি লক্ষিত হইলেও উহাকে সাধারণ সামাজিক ভাবে ঐহিক উন্নতি কোন মতে বলা যায় না। বরং সামাজিক বিশেষ উন্নতি হয় নাই এই কথাই বলিতে হয়। বিজ্ঞানই সামাজিক ঐহিক উন্নতির মূল। আমাদের দেশে সেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা ও প্রাচীন পুরাকালে [illegible] রূপ বোধ হয় না। বিজ্ঞানের, আদৌ [illegible] ভাবের আবশ্যক বোধের অভাবতা। বিজ্ঞান বোধের ন্যূনতা দেখাইতে চাহে, সেই হেতু শাস্ত্র-কোবিদ বোধে আত্মীয় কবিগণকে বিদ্যাসাগর-নীলমণি নির্দ্দেশ করিয়াছিল। ইহাতে বোধ হয়। প্রাচীন ভারতে শাস্ত্র-কোবিদ বোধের কীদৃশ [illegible] সাধারণের একরূপ [illegible] হইয়া [illegible] আবহমান ইহার আমাদের [illegible] বোধ হয়। অথচ আধুনিক হিন্দুদিগের মধ্যে ইহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা এই পুরাতন সংস্কারে সংস্কারিত, তাঁহাদিগে সম্বোধন করিয়া [illegible] বলিয়া স্ব তাবিক [illegible] উপযুক্ত হয়। যাহাকে পীড়া দেয়, তাহাকেই বেদনা বলে, কিন্তু অন্যের এমনই গুণ যে পীড়াদায়ক বিষয়ও যদি চিরাভ্যস্ত হয় তবে আর অন্যের পীড়াজনকত্বরূপ দোষ বোধ করিতে পারে না। প্রাচীন সম্বন্ধে উহাকে দোষ বা [illegible] অমিত স্বভাব বলাই উচিত।

[illegible] পাশ্চাত্য শিক্ষা ও অন্যান্য [illegible] সমাজের মধ্যে অনেকের [illegible] যে ধর্ম্ম আমরা বহু কাল ও [illegible] মকঃস্বলের ভারতের নূতন আশা [illegible] নব্য-বাঙ্গালীরা পুনরায় যদি শাস্ত্র-কবিতা [illegible] হইয়া ভারতের উন্নতির [illegible] করেন, তবে প্রাচীন ভারত আর [illegible] কাহার উপর নির্ভর [illegible] ভারতের দুর্ভাগ্য দেহে [illegible] সঞ্চার হইতেছিল পুনরায় যদি ভারত অতীত [illegible] নিদ্রাগতের ভারত হয়াতলে যাইবে। এইজন্য [illegible] শাস্ত্র-কবিতা রোগের অমিতকারিতা দেখাইয়া এক্ষণে আবার উহা কিরূপে অজ্ঞাতভাবে সমাজকে [illegible] করিতেছে, তাহাই যথাসাধ্য [illegible] করিলাম।

[illegible] শিক্ষিত সমাজের অনুরাগ [illegible] অবশ্য সত্য [illegible] কিছু বলা আবশ্যক। ভারতে ইংরাজ [illegible] হইতে সমাজের সূত্রপাত হয়। [illegible] হইতে ইংরাজ স্কুল সমাজ হইতে [illegible] করিয়া ইংরেজ [illegible] সমাজপ্রবাহে অবিরত করিয়া যখন এদেশীয়দিগকে পাশ্চাত্য [illegible] শিক্ষা দিতে লাগিলেন, তখন [illegible] [illegible] যে [illegible] সত্য সুধাসনে মত্ত হইয়া সমাজ [illegible] [illegible] [illegible]

পূর্ব্বকাল ও পুরুষের শুক্রসঞ্চারের অব্যবহিত পর সময় স্থির করা কখনই সম্ভব হয় না। অব্যবহিত অর্থাৎ যাহার মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, এরূপ মাত্রেরও ক্ষণ নিরূপণ করা সাধারণের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে, সুতরাং শাস্ত্রকারদিগের বিধানের বিষয়ীভাব হইল। ২। কেবল সপ্তপদীগমনে বা সপ্তপদীগমনে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। উদ্বাহের পর চতুর্থী কর্ম্মই বিবাহের প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রী তিন দিবস ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া চতুর্থ দিবসে রাত্রি দুই প্রহরের পরে ইত্যাদি দ্বারা সম্পাদিত হইলে বিবাহ সিদ্ধ হয়। এক্ষণে যেমন এরূপ বিধি হইলে স্ত্রী অল্পে রজস্বলা হইয়াছে অথবা সম্প্রদানের অব্যবহিত পরে তাহা দর্শন হওয়ে এরূপ কল্পনা করিতে হয়। কেন না রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্ত্রীসংসর্গ করা শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ। প্রথমে বলা হইয়াছে রজোদর্শনের অব্যবহিতকাল নিরূপণ করা অসম্ভব; সুতরাং চতুর্থী সম্পাদনও অসম্ভব। ৩। ঐরূপ চতুর্থী সম্পাদন অথবা স্বামীর সহবাস হইলেই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ জন্মিয়াছে ইহা স্থির হয়, কারণ অনুরাগ ভিন্ন সম্ভোগ হইতে পারে না। বিধবাবিবাহের পরকালে পতিলোকপ্রাপ্তি কামনায় ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের বিধান আছে। অক্ষত যোনি বিধবার কামনাবিহীন ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান [illegible] অক্ষত যোনির পতিলোকপ্রাপ্তি কামনা অস্বাভাবিক হওয়াতে ক্ষতযোনি বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা, তাহাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ হওয়া শাস্ত্র, ন্যায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ ইত্যাদি। আমরা এক্ষণে ঐ সকল শাস্ত্রীয় বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা দেখিতেছি। চতুর্থী সম্পাদন না হইলেও প্রগাঢ় প্রণয় হইতে থাকে, সম্ভোগ ব্যতিরেকেও সে অনুরাগের [illegible] যায়, অক্ষত-যোনি বিধবার সম্বন্ধে [illegible] সহগমন নিষ্ফল হইতে পারে না ও পতিলোক কামনা অস্বাভাবিক নহে। ক্ষত-যোনি বিধবা অনেক স্থলে পতিলোক কামনায় ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে না, সুতরাং তাহা দিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও ন্যায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। শাস্ত্রমন্থোদ্ভাবক মহামান্য অধ্যাপক মহাকবি লঙ্গফিলোর মাসলকন্যা মিরান্দার চরিত্র পাঠ করিয়াছেন। মিরান্দা অভিনবিত মাত্রকের নিকট নিজ হৃদয়ের অনুরাগ মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া বলিল—I am your wife, if you will marry me ইত্যাদি বলিল—If not, I die your maid পতিলোকে গমনান্তরে—To be your fellow you may deny me, but I will be your servant whether you will or no. সহৃদয় পাঠক! একবে বিবেচনা করুন। মিরান্দা যখন ঐরূপ প্রগাঢ় প্রণয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার চতুর্থী সম্পাদন হয় নাই। অর্থাৎ কার্ডিনলের সহিত তাঁহার উক্তির দ্বারা একত্ব সম্পাদন হয় নাই। [illegible] চতুর্থী সম্পাদনের পূর্ব্বে সম্পত্তীর [illegible] সকল আমরা জানিতে পারি ইহা স্থির করিয়া। মিরান্দা ফার্ডিনন্দকে বলিল, যদি তুমি আমাকে বিবাহ কর, তবে তোমার স্ত্রী হইয়া তোমার সেবা করিব। পরে ফার্ডিনন্দের অসম্মতি [illegible] মিরান্দাকে কহিল, যদি তুমি আমার [illegible] তোমার কুমারী থাকিয়া, যদি অর্থাৎ [illegible] না করিয়া প্রাণত্যাগ করিব,—[illegible] ঐ উক্ত দর্শনে ফার্ডিনন্দের [illegible] তাহার সহধর্ম্মিণী করিয়া সম্বন্ধে [illegible] পারে, কিন্তু আমি তোমার [illegible] তুমি ইচ্ছা কর বা না কর। পাঠক! এখন যে এ পর্য্যন্ত মিরান্দা [illegible] মিরান্দা বাহ্যিক বিষয়ে কুমারী থাকিয়া [illegible] এত পালন করিবে, সেকসপিয়রের এ [illegible] অস্বাভাবিক হয় নাই। আর ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা [illegible] বাসনাটীর দ্বারাধেয়তা পুরুষীক বিষয়ে [illegible] চির ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছিল। [illegible] [illegible] আজন্ম [illegible] কৌমার্য্য স্বীকার করিয়াছে, [illegible] উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। অতএব পশ্চি, বিলাতী, মুসলমান ইত্যাদি সকল জাতীয় কন্যাদেরই যখন অক্ষত অবস্থায় [illegible] ও সহবাসের কঠোরতা স্বীকার করিতে [illegible] কখনই উহা শাস্ত্রীয় [illegible] হইতে পারে না, কেবল বহুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে যে, [illegible] কন্যা [illegible] করিতে পারেন, সে [illegible] কখনই [illegible] হইল, সকলই [illegible] কন্যা, অক্ষত যোনির কন্যা [illegible] যদি মনুষ্যান্তরের বিজ্ঞানকর্ত্রিকা [illegible] অন্যান্য জাতি [illegible] [illegible] তাঁহারা মনুষ্যান্তরের গূঢ় তত্ত্ব-চারি-হস্ত [illegible] বিষয় কিছুই জানেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কন্যাপি কবি কন্যার প্রতি যদি সংশয় হইত, [illegible] [illegible] [illegible]

প্রস্তাবিত উইল প্রমাণ করিতে হইবে। ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

১। সময়ে প্রকাশ বিবাহ বিবাহ সাধারণের কি না?

২। কোন্ কোন্ শ্রেণীর মধ্যে বিধবাবিবাহের সংখ্যা অধিক প্রচলিত হইলে সমাজের কি এক মত?

৩। এই সকল লোকেরা কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের লোক? ইহাদের সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল কি না? যদি থাকে, তবে অধিকাংশ কোন্ শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিধবাবিবাহ হইত?

৪। রামায়ণ ও মহাভারতে বিধবাবিবাহের কোন উল্লেখ আছে কি না?

৫। বিধবাবিবাহ যদি পূর্ব্বে প্রচলিত থাকে, তবে সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য প্রথা এদেশে আর কিরূপ অধিক পরিমাণে ছিল কি না?

৬। ভিন্ন ভৌগোলিক জাতি হিন্দু অধিবাসিদিগের মধ্যে কখন প্রচলিত ছিল কি না? ইহা সম্প্রদায়ভুক্ত কি না?

৭। প্রকৃত বিবাহ কাহাকে বলে? স্ত্রীলোক এক স্বামী থাকিতে যে ইচ্ছা সে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারে কি না?

৮। বিধবাবিবাহের বিপক্ষে কোন শাস্ত্রকার মত দিয়াছেন কি না?

কলিকাতা
তারিখ ৪ ঠা আষাঢ়।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ
শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়

সোমপ্রকাশ

২৪ এ আষাঢ় সোমবার।

এ দেশীয় সমাচারপত্রের মুদ্রাঙ্কণ বন্ধ করা উচিত কি না?

উচিত বৈ কি? এ দেশে যে সকল ইংরাজ আছেন, তাঁহারা এ দেশীয়দিগের রাজপুরুষ। কিন্তু নাবিকও রাজা, সৈন্যও রাজা। রাজপুরুষ আর দেবতারা এক কথা। মনে করিলে, যাহা মনে হইবে, তাঁহারা সে কাজ করেন, আমরা তাঁহাদের মুখ দেখা। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা এ দেশীয়ের পক্ষে মহাপাপ। এ দেশীয় সংবাদপত্রগুলি যাহাতে সেই পাপগ্রস্ত না হয়, ইংরাজদলপতিরা ইংরাজী সংবাদপত্রগুলির মুখ বন্ধ করিতে কি এ দেশীয়দের মত? সুপ্রীমকোর্টের জজ সাহেবরা কি সে চেষ্টা করিতে পারেন? কিন্তু এ দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। মুখ বন্ধ করিবার কথা কেন? ইহার কোন আবশ্যকতার কথা বলিবার নয়। আবশ্যকতার কথা বলিলেই সাহস হয়। সম্প্রতি ইংরাজদিগের ইণ্ডিয়ানিগের প্রতি ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পাদকেরা যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে আমাদিগের মুখ বন্ধ করিবার আবশ্যকতা সম্পাদকের যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাতে পুষ্টকর্ত্তা তাঁহাদিগের কি প্রশংসা করেন না?

এ দেশের ইউরোপীয় চা-কর ও কাফিকর প্রভৃতি এ দেশীয় কৃষি, মজুরদিগকে গোমেষাদির ন্যায় জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা মারিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয়; তাহাতে কত ত্রুটি করিয়া যায়; সময় সময় ইহাদিগের কত ত্রুটি কত কারণে প্রাণত্যাগ করে। সকল মজুর আপন আপন প্রভুর মন যোগাইতে পারে না। কোন প্রভু কৃষিক হইয়া লাঙ্গলের বারণ করিয়া বলপূর্ব্বক চপেটাঘাতে কোন কৃষিকে এই সংহার করিল; কেহ বা দুচ মুষ্যাঘাতে মস্তক খান্ডিত করিয়া ফেলিল; কেহ বা বল প্রয়োগ করিয়া কৃষিকদিগের প্রাণ সংহার করিল। সর্ব্বদা এই এই অত্যাচার অনুষ্ঠান হইবার কথা। এ দেশীয় সংবাদ পত্রসম্পাদকেরা এই সকল কথা লইয়া সর্ব্বদা চীৎকার করে। ইহাদের চীৎকারে কিছু হয় না বটে, কিন্তু তাহাতে মনঃ। যদি মুখ বন্ধ হইয়া যায়, উহা মুখবন্ধ করিবার যো না থাকে, চা-কর প্রভৃতি বাগানওয়ালারা অনায়াসে স্বচ্ছন্দে সিদ্ধি করিয়া লইতে পারে। কিন্তু এ দেশীয়েরা বে-আদব, ইংরাজের কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই, ইংরাজ স্বেচ্ছাচারী, তাহার মেজাজের কথা কি বলিতে আছে। এ দেশীয় সংবাদ পত্রসম্পাদক সে জ্ঞান না থাকাতে ইংরাজের অত্যাচারের কথা লইয়া সর্ব্বদা চীৎকার করিতে থাকে। সুতরাং রাজপুরুষদিগকে শাসন না করিতে হয়। যদি সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ থাকে, এ উৎপাত ঘটে না। অতএব এ দেশীয় পত্রের মুখ বন্ধ হওয়া কি আবশ্যক নয়? ইডেন সাহেব ৯ আইনের সৃষ্টি করেন নাই? এ দেশীয় সংবাদপত্রগুলির বে-আদবী নিবারণ করা কি তাহার উদ্দেশ্য নহে? সম্পাদকেরা ত দেখিতে পাই স্বেচ্ছাচারিণী। ইডেন সাহেবের কার্য্যগুলি ইহার মধ্যে ভুলিয়া গেলেন? এ দেশীয় সংবাদপত্রে রাজপুরুষদিগের দোষের কথা বলা হয় বলিয়া তিনি কি সর্ব্বদা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না? অনেকে সাহেব কি স্পষ্টাক্ষরে বলেন নাই যে, দেশের বিদেশীয় রাজার রাজত্ব, সেখানে দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ খোলা রাখা কর্ত্তব্য নয়? এখনও সাহেব সকল কথাটি অথবা মুখ খোলা রাখিতে পারেন না, মুখ বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে কিছু হয় না বটে, কিন্তু

প্রমাণ হইতেছে না. যে রাজপুরুষদিগের এরূপ ইচ্ছা নয় যে আমরা কোন বিষয়ের আন্দোলন করি. অনেক ইংরাজের কি এই ইচ্ছা নয়, আমরা নিঃশব্দে কর দিব, তাঁহাদের সহিত আমাদের এই সম্বন্ধ? সেই সুখের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাঁহারা অত্যাচার করুন, তাহার করুন আর হত্যা করুন, আমরা চুপ করিয়া তাহা সহ্য করিব, কোন কথা কহিতে পারিব না। আমীর রাজপুরুষেরা জাতীয় আন্দোলন চেষ্টার বিপক্ষ হওয়াতে এই ইচ্ছা কি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না? কেন যে ইংরাজেরা এ দেশীয়ের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা পান, তাহার আর একটী কৌতুককর প্রমাণ গ্রহণ করুন। বেঙ্গলি সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা কৃষ্ণনগর হইতে লিখিয়াছেন, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু তারিণীকুমার ঘোষ সাক্ষ্য জবানবন্দী করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম বেকর। তিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন ভদ্র লোক আইসে তুমি কি জেলখানা হইতে উঠ না?" রাজকর্ম্মচারিদলে এই রূপ অনেক অবতার আছেন। এ দেশীয় সংবাদ পত্রে এই সকল গুণপুরুষের গুণ বর্ণিত হয়। এই কি অত্যাচারপ্রিয় বুদ্ধিমান ইংরাজদিগের লজ্জার বিষয় হয় না? এ দেশীয় সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ হইয়া যায়, সকল আপদের কি শান্তি হয় না?

এস্থলে পাঠক এই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ দেশে যত ইংরাজ আছেন, তাঁহারা সকলেই কি এই ঘৃণার লোক? আমরা তাহা বলি না। যাঁহারা সাধু মহাশয়, তাঁহারা এ দেশীয় দিগের মত জানিবার অভিপ্রায়ে এ দেশীয় সংবাদপত্রের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকার শাসন কর্ত্তারা বিলক্ষণ উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। লর্ড জন লরেন্সের সময়ে এ দেশীয় সংবাদপত্রের বিশেষ আদর ছিল। ইডেন সাহেবের অতিশয় আত্মাভিমান ছিল। তাঁহার গায়ে ঠুকিয়া কথা সহিত না। তিনি এ দেশীয়ের মুখে আপনার অসভ্যতার একটী কথা শুনিলে জ্বলিয়া উঠিতেন। এই কারণেই তাঁহার এ দেশীয় সংবাদপত্রের উপরে অত্যন্ত কোপ ছিল। অক্ল্যণ্ড কলেজ পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে যিনি যে দিকে নাচাইতেন, তিনি সেই দিকে নাচিতেন। এই হেতুবশতঃ ইডেন সাহেব পক্ষপাতদূষিত দুর্নিম অর্জ্জন করিয়া এ দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাডলফ সাহেব ইডেন সাহেবের প্রকৃতি এ বিষয়ে পরিচয় দিলেন না। ইডেনদলে সাহেবদের বিরুদ্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

Besides, what is the native press to the people that they should cherish it, as newspapers are cherished in other countries? The native press in India may fret and grumble, yet ruptures of spleen have not ceased to flourish. The only necessity for the existence of the native press is, that it is a means for the representation of our grievances. We have could represent them in many other ways. In the removal of just grievances the rulers of the land are as much interested as the people. If the grievances are not removed, the consequence must be disastrous not only to the ruled but to the rulers as well. If the native press obtains no influence, the rulers will have then no need to exert to get at native opinion by all means in their power. When Wilson was imposing the income tax for the first time, he sent his sowar to the Shomprokash every monday, for a copy of that paper. They do not value the services this or any papers do now because they are got up and easily."

কপীর সমাট।

রুশ সম্রাট একজন বড় রাজা। তাঁহার নাম বিশ্ববিখ্যাত। রুশের সম্রাট, এই কথা বলিলেই লোকের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। একটী বৃহৎ ভীষণমূর্ত্তি দেখিলে মনে যেরূপ বিস্ময় জন্মে, রুশের নামে আমাদের সেইরূপ বিস্ময় জন্মিয়া থাকে. কিন্তু তাহাদিগের আচার ব্যবহার বিষয় বিবেচনা করিলে বিস্ময় দূরপরাহত হইয়া সুতরাং ঘৃণা ও শ্লেষের উদয় হইবে। আমরা মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী; তাঁহাদিগের [illegible] অনভ্যস্ত; তাঁহারা কিরূপ অসভ্য, কিরূপ প্রজাপীড়ক, তাহাদের আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাই আমরা [illegible] গোডরণ্ড প্রভৃতি রুশসমাজের নবনায়ক প্রভৃতি [illegible]

তুমি একজন নূতন লোক, দেখিবে তোমার আদর কত। তুমি জলের ন্যায় প্রাহিণী, রুশের দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্তি, পরামর্শ গ্রহণের ইচ্ছা, অভিনিবেশ প্রভৃতি গুণ তুমিকর ও অভিমধুর বাক্যের পরম প্রীতিকর করিবে। তোমার মনে আপাত আনন্দ জন্মিবে, কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী নহে। [illegible] দেখিতে দেখিতে মনে লীন হইয়া যাইবে। [illegible] মুক্ত হইয়া স্বভাবের জ্যোতি যখনই দেখা দিবে, অমনই তুমি তোমার ভ্রম প্রমাদ বুঝিতে পারিবে। তুমি সরল লোক, সরল ভাবে কোন রুশিয়ের সহিত কথোপকথন কালে যদি তাহাদিগের দেশের বিষয়ে আপনার মত প্রকাশ কর, দেখিবে রুশীয় অতি শুদ্ধ সহকারে তাহা শ্রবণ করিতেছে। সে যেন তোমার মতানুসারে চলিবার জন্য ব্যগ্র। তুমি যাহা বলিবে তাহা অসমযুক্ত হইলেও সে যেন গুরুবাক্যের ন্যায় বিচার না করিয়া তোমার অনুসারে চলিবে স্থির করিল। তুমি তাহার অতিথি হইলে, তোমার প্রতি তাহার যত্ন দেখিয়া মনে করিবে ইহা সকলেরই রুশিয়ার ন্যায় বিশ্বাস; পৃথিবীর সমস্ত রুশিয়াই যেন স্বর্গতুল্য ধাম। কিন্তু তোমার এ বিশ্বাস কতদিন থাকিবে? ঊর্দ্ধ সংখ্যা এক সপ্তাহ মাত্র। এই সপ্তাহ কালের মধ্যে রুশিয়েরা তাহাদিগের দেশের দুরবস্থার বিষয়ে তোমার নিকট স্থির নিষ্ঠ করিয়া বিনীতভাবে যে কথা কহিবে, তুমি যদি শ্রোতিধার ন্যায় দেখিতে পাইবে, অহঙ্কার সৌদামিনীর ন্যায় তাহার ললাটে খেলা করিতেছে। সে তোমাকে বন্ধুভাবে তাহার কথায় দোষ বিচার করিতে বলিবে। যদি তুমি তাহার দোষ প্রদর্শন কর দেখিবে ক্রোধ তাহার মুখমণ্ডলকে আরক্ত করিয়াছে। তুমি যদি চতুর লোক হও তবেই কিছু বুঝিতে পারিবে। নতুবা তুমি নিজের ন্যায় তাহাকে প্রভুল জ্ঞান করিবে—ঠকিবে।

রুশিয় এইরূপে তোমার প্রকৃতির সহিত চলিয়া চলিয়া চলিয়া এরূপে তোমার অন্তরে পশিবে যে তুমি তাহাকে তোমার নিজের ন্যায় সরল জ্ঞান করিবে। প্রাণের বন্ধু অতিশয়-হৃদয় জ্ঞান করিবে। এক মাসের মধ্যে তুমি বুঝিতে পারিবে, রুশিয় বন্ধু তোমাকে গ্রাস করিয়া সেহ করিতে বেশ অভিলাষ করিয়াছে। বুঝিতে পারিবে মিথ্যা কথা কহা তাহার ব্যবসায়, মিথ্যা কহাকে সে দোষ জ্ঞান করে না। কেহ যদি মিথ্যা না কহিবে তবে মিথ্যার সৃষ্টি হইয়াছে কেন? এই বিশ্বাসে মিথ্যা কথা নিঃসঙ্কোচে কহিবে। তোমার মনে রুশিয়ার যশঃসৌরভের যে [illegible] ছিল, কেমনএখন কি আর তাহা আছে?—ইংরাজ সাহেবেরা রুশিয়া অতি ঘৃণিত স্থান বলিয়া কি তোমারি দোষ হইতেছে না? রুশিয় এখন নিজ [illegible] করিয়াছে। সে এখন সাহেবে তোমার নিকট আসিবে। তাহার চেহারা ফিরিবে, মোহন [illegible] তোমার নিকট [illegible] তুমিবে [illegible] ন্যায় মিষ্ট কথায় তোমার [illegible] করিবে না। এখন [illegible] তোমার [illegible] আসিবে।

আমার ভোমার তুলনা কাহার? তুমি ত বড় বড় ইংরেজদের দেখেছ, তাদের কথা কও, দেখি তো কেমন কথা বলতে শিখেছ। তোমার ত বয়স না, তোমার বল আমাদের চাইতে কিসের বেশী? তোমারই মুখ দিয়া বাহির হইবে। আর যে কথা কহিব তোমার ইচ্ছার সহিত মিলিয়া চলিতে হইবে, আর তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিপক্ষে ও কথিতের ইচ্ছার সহিত মিলিয়া চলিতে হইবে। কলমাত্রের স্রোতা যাহার কথিতে যে তুমি অবাধ্য পাইতেছ, তাহা নয়। যে তোমার প্রতি কারাগৃহ বাসির ন্যায় আচরণ করিতেছে, তোমাকে আমার ভোলা মানিতে হইবে। কুল মন্ত্রী বড় মহীপতির লোক বড় সভ্য; তিনি ধেমন প্রজাবৎসল, তেমনি রাজভক্ত তাহাদিগের মেই সম্বন্ধ আছে, সত্যতা বিষয়ে সর্ব শ্রেষ্ঠ; রাজার আরাম অর্থ তাঁহা, তাহারা বিলক্ষণ সমবয়স্ক। তাহারা প্রফুল্লচিত্ত ও শান্তিময়। এমন কি তুমি তোমার অল্প দেখাতে যত রাজা দেখিয়াছ, কলরাজ্য তৎসমুদায়ের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; এ কথা শুনি তোমার মুখ দিয়া কাহারা বাহির করাইয়া লইবে। তাহার নিকটে তুমি এই সকল কথা বলিবে, সে হয় ত একজন ঘোর রাজবিদ্রোহী সিদ্ধ হইবে। কিন্তু অমরিকা তুমি যে কথা মুখে আনিতে পারিবে না। তোমাকে চাটুকারের ন্যায় মন উঁচু উঁচু নীচু নীচু বলিয়া রায় দিতে হইবে।

রণপর্ব্বতেই শেষাশেষী। সম্রাটের কোন বস্তুর প্রয়োজন হইলে প্রজার ঘরে আর যা থাক্ তিনি তাহা বুঝিবেন না। আবশ্যের থাকিলে ঘর বারনা হইলেই প্রজাকে যুদ্ধ শিবির যাহা তাহা পূর্ণ করিতে হইবে, অন্যথা ঘোর বিপদ। এই হার সেই সিপিসিটের মন্ত্র। তাহারা একবাক্যতন্ত্রের উদ্দেশ করিয়া রাজ্য শাসনতন্ত্র অবলম্বিত করিতে অভিলাষী। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কি তোমার সম্মুখে সে কথা স্বীকার করিবে? রাজার সেনাধ্যক্ষিরা কোন দেশেই নাই। সেনাধ্যক্ষী রাজা রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। সুবিধার যে রাজার সেনাধ্যক্ষ আছে, এ কথা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার পাইবে, তুমি রাজা, তোমার সেনাধ্যক্ষ আছে, স্বার্থ রাজ্য রক্ষা এই রাজার [illegible] তোমার নিজের আমলা কাজ করিবে না। [illegible] সেনা [illegible] নয়। [illegible] সেনাধ্যক্ষের [illegible] তুমি [illegible] সেনাধ্যক্ষ [illegible] আমলা [illegible]

হইবে। অতএব তোমার মনে এক দুখে আর এক, তাহা প্রকাশ করিয়া সম্রাটের চৌদিগ, তুমি বলিতে হইবে।

সেপ্টিন ও বা সাইবিরি [illegible]

সেপ্টিন সময়ে এক লোক যে কত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং তাহা করিয়া যে কত দুরদর্শন বাণিজ্য বিস্তারিত হইয়াছে, আজ আমরা দুটী বিষয় ধরিয়া তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। দুরীভূতিত আমাদের পেষোক্ত বিষয়টী বাবু রূপচাঁদ রাজের বিরচিত গ্রন্থের দ্বারা অনেক সপ্রমাণ করা যাইতেছে।

রাশিয়া রাজ্যের কুল কাহিনী।

রুষের মহাকায় রাজ্যের বন্দরে। মনকুল সকলে, সদা ভাবে হায় কি হবে,ভাবিয়া যে-টবিনে॥ কুবায়ী একত্রে দুটি, কবে কাজকা চুনা পুঁটি, যাবে যাবে দুর আসী, মহাকায় কি কল করে।১ ভারতসভা কলিকাতায়, সাইবেরি অর্থ যাবার ভায়, একতা বাহুল্য সভায়, পরিবে কি সুখ বলে।২ উড়িষ্যা সাজায় সাজা যারে, সদা ইহলা নর্ডমানে, আবেদন অধিবেশন সকলে, পাশিয়াছেই কৌন্সিলে।৩ সেই ভর্ডবালিস হয়, দশশালার বন্দোবস্ত, তাহে কাজে অলসত্ব, কলক হবে হলে।৪ ডিমটী বসন্ত সকলে হবে, প্রজার সুখে সেই মঙ্গল, দাম বিক্রয়ের ভার সকল, হেসেলের খাজনা দিলে।৫ ডিম ভাঙ্গে যদি কেহে, পায় জমী খরিদ সাতপুরুষে, চাষারা মনে ভাল ভাবে, উর্ব্বরা করে দিলে।৬ জমীর মূল্য এক লাখ, খাজনা পেলেই সেল হয়, জমীদার কি সওদাগর, ভেবে দিবে একালে।৭ নিম্নশ্রেণী হবে ধনী, জমীদারের হাতে টুঁটী, বিচার করলে মহারাণী মনস্তিক বুঝলে পেলে।৮ খল বলে কি কর্ত্তব্যভাগ, সকলে মিলে দেও যোগ, সেপ্টিন মত যৌজাযোগ,কি তুমি তাই দেখকালে।৯

সেপ্টিন সময়ে অনেকে যে কেমন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা কর্ণওয়ালিস সিস্টিমের বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব দ্বারা এখনে সপ্রমাণ করা যাইতেছে। প্রস্তাবি লেখক শ্রীযুক্ত আর ডাবেল। লেখক মত ইংলণ্ড বাসীদিগের ভারতীয় ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপন প্রণালী দেখিয়া ঐ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন। [illegible] এখনে ঐ ব্যবস্থাপনের প্রধান দোষ দেখান হইয়াছে। এখনে ১৭৯৩ সালে গভ কর্ণওয়ালিস্ ভূমির রাজস্বের একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। যে সময় ও যেখানে ঐ বন্দোবস্ত হয়, সেখানে বিস্তা-রিত বন্দোবস্ত উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। [illegible] সেখানে [illegible] ইহার [illegible] স্থায়ী [illegible] ভূমি ইজারাদিগের জমীদারি। লেখক বলেন, যাহারা ভূমির অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, তাহা দিগের স্বার্থই ঘটে। গভ কর্ণওয়ালিস যখন জমীদারদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তখন তাহাদিগের অধ্য শীঘ্রই হইয়াছিল, কিন্তু কিরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই। যে আইনে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়, তাহার একটী ধারায় আছে:—

"It being the duty of the ruling power to protect all class of people, and particularly those who from their situation are most helpless, the Governor General in Council will, whenever he may think it proper, enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependent talookdars raiyots and other cultivators of the soil; that all Zemindar, independent talookdar, or other actual proprietor of land, shall be entitled on this account to make any objection to the discharge of the fixed assessment which they have respectively agreed to pay."

"সর্ব্বপ্রকার প্রজাদিগের রক্ষা করা, বিশেষতঃ যাহারা অবস্থাদোষে নিতান্ত নিরাশ্রয়, তাহাদিগকে রক্ষা করা শাসনকর্ত্তার অবশ্যকর্ত্তব্য হওয়াতে অধীন তালুকদার রায়ত ও অন্য অন্য ভূমিকর্ষকদিগের মঙ্গলার্থ যখন যে আইন করা আবশ্যক হইবে, তখন তাহা করিবেন; ও তাহাতে কোন জমীদার বা স্বাধীন তালুকদার অথবা ভূমির প্রকৃত স্বামী, যে কোন ব্যক্তি হউন, তাঁহারা পরস্পর স্বীকার দ্বিরায় যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না।"

যে ধারাটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার অর্থ এমন একটী শব্দ নাই যে, যাহার দ্বারা ভূমিতে প্রজার স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। যিনি গবর্ণমেণ্ট শাসনকর্ত্তা, অন্যাচারির হস্ত হইতে প্রজারক্ষা করা কি তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম নয়? কিন্তু তাহার তাহাই বিধান করা হইয়াছে। সকলের স্বত্ব বিষয়েরই উপায় করা হইয়াছে। যেখানে জমীদার তালুকদার ও প্রজা সম্বন্ধেই বিবাদের কথা বলা হইতেছে, সেখানে, ও সম্বন্ধে প্রজার স্বত্ব বলিয়া স্থির করা নিতান্ত কর্ত্তব্যকার্য্যের মধ্যে প্রজার যদি কোন প্রজার স্বত্ব স্বীকার করা হইত, কোন প্রকারে তাহার উল্লেখ করা হইত আপত্তি নাই। যখন স্থায়ীর বিপক্ষতার উল্লেখ [illegible] স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, প্রজার স্বত্ব স্বীকার করা

হইতেছে। মানুষের পশুপালন ও কৃষিকার্য্য করিবার একটী অবস্থা হইয়াছিল সত্য কিন্তু সে অবস্থার বহুলভাবে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যাহারা প্রথমে ভূমির কৃষিকার্য্য করিয়া স্বত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহারা সে স্বত্ব আপনাদিগের আয়ত্তাধীন রাখিতে আপনারাই হারাইয়াছে। যে সময়ে দশশালা বন্দোবস্ত হয়, তৎকালে প্রজার সহিত কোন সংস্রব ছিল না। যে কিছু সম্পর্ক জমীদারের সহিতই হইয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস যেকারণে দশশালার বন্দোবস্ত করেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিলেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, প্রজার সহিত কোন সংস্রব ছিল না। তৎকালে গবর্ণমেণ্টের এরূপ অবস্থা যে রাজস্ব আদায় হইত না; ধনাগার শূন্য ছিল, টাকা আদায়ের সুবিধা করিবার নিমিত্তই জমীদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী হন। তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে পারুন বা না পারুন, তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্টে টাকা দিতে হইত। জমীদারেরা দায়ী বলিয়া সূর্য্যাস্তকালে নিলামের নিয়ম হয়।

জমীদারদিগকে ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাঁহারা খেজাযত ভূমির পাট্টা বিক্রয় ও বন্দোবস্ত করিতে পারেন। পামি ব্যতিরেকে ভূমির এরূপ যথেচ্ছ বিনিয়োগ করিবার কি অপরের ক্ষমতা থাকে? স্বামিত্ব হইল একজনের, স্বত্ব হইল অপরের, এ কি বিচিত্র কথা নয়? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কালে প্রজার যে ভূমিতে স্বত্ব ছিল না, এ দ্বারাও তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে। এই স্থলেই পাঠক রিভিউয়ের প্রস্তাবলেখকের ভ্রম দর্শন করুন। মূলে যাহার স্বত্ব নাই প্রস্তাবলেখক তাহাকে স্বত্ব দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ১৮৫৯ অব্দে প্রজাকে যে দখলীস্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা ভোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যাহার মূলে ন্যায় ও যুক্তি নাই, তাহা কি স্বত্ব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? এই মূলশূন্য স্বত্বকে বিস্তৃত ও সুদৃঢ়রূপ করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা হইতেছে, সেটা আর একটী ভ্রম সন্দেহ নাই। দুর্ব্বল কৃষিজীবিদিগের স্বত্বে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করে, অবস্থা বৈগুণ্যহেতু তাহারা কখন উহা স্বত্ব হইতে বঞ্চিত পারিবে না। তাহাদের অবস্থার সংশোধন করিতে হইলে তাহাদিগকে সুদৃঢ়রূপ স্বত্ব দিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের অবস্থা সংশোধনের অন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। রাজপুরুষদিগের বিবেচনায় আমরা [illegible] ভাবের শাসনের [illegible] হয় না। [illegible]

বিষয়ে প্রজারা কি করিতে পারে? প্রজারা একত্রিত হইয়া আপনারাই সে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে বৃদ্ধি করে। শস্য না জন্মিলেই দুর্ভিক্ষ হয়; শস্য না হইলে ভাল জমীরও খাজনা আদায় দেওয়া তাহাদের পক্ষে ভার হইয়া উঠে। সুতরাং শস্যের হানি না হয়, রাজপুরুষেরা তাহার উপায় করুন।

আর একটী চমৎকার যুক্তি দেখা হইতেছে। একজন প্রজার যদি ৫৫৫৫৫ বিঘা থাকে, পাঁচ টাকার প্রত্যেকের বার বৎসর ভোগ দেওয়া হইবে না, কতকগুলির বার বৎসর ভোগ দেওয়াই অপরগুলির বার বৎসর ভোগ দিয়া হইবে। লর্ড রিপন বাহাদুরের অধিকারে কি এ বাহুল্য বিধিবদ্ধ হইবে?

১৮৮৩ অব্দে বিদেশে তুলি পাঠাইবার বিবরণ।

শ্রাবণ মাসে, শ্রাবণমেঘে আকাশ পরিপূর্ণ হইয়াছে, পূর্ব্ব বায়ু বরুণদেবের সহায়তা করিতেছে। মুষলধারে গোরু, ভেড়ে জোয়াল, পৃষ্ঠে লাঙ্গল, কাঁধে কোদাল জল, কাদা ঠেলিয়া ক্ষেতে চাষ দিতেছে। গোরু দুটীও এ অবস্থা দেখিয়া কৃষকের মনে মরার সঞ্চার হওয়া দূরে থাকুক, গোরু দুটী কাহার অনুরোধে চালে চলিতেছে না বলিয়া মুহুর্মুহু পাঁচনবাড়ি মারিতেছে। মন্থ বেলা হইতেছে, কৃষকের ক্ষুধা তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতেছে, সে তত জোরে প্রহার করিতেছে। অথচ, চৈত্র মাস, বিন্দুমাত্র খাওয়া নাই, 'সবাকার পরাণের সহায়ের আয়োজন করিয়া আমিময় কিরণ বর্ষণ করিতেছে, আর অকাতরে, গলদঘর্ম্ম মুহুর্মুহু বহিতেছে। এ অবস্থা বীরিয়াল দেখিতেছে, দেখা হইতেছে, যেন আত্মিয়াবলের খাল টানিতেছে। সারথি অশ্বের পরিশ্রম বুঝে না, মন মন চাবুক মারিতেছে। বলবান্ বোড়া মুখ ও ঘাড়বাঁকা অশ্বের এই অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছে। উহার মনে, দুশ্চেদ্য আইনরূপ চক্ষুর ঢাকা দেওয়া দুর্ব্বল কুলি, প্রভুর মনোরঞ্জন করে আর [illegible] পাইতেছে না, মাংসভোজী চা-কর প্রভু [illegible]

বল আছে, তদনুসারে তাহাকে পরাস্ত করিতেছে, এ সংবাদ কুলিদের মনে তেমনি ভাবের [illegible] এই নিমিত্ত আমরা বরাবর বিদেশে কুলি [illegible] বর্ত্তমান রীতির প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। কুলির প্রতি অত্যাচার নিবারণের বন্দোবস্ত করা হউক, তাহাদের তত্ত্বাবধারণার্থ বন্দোবস্ত [illegible] বাধক নিবারিত করা হউক, বিদেশেই কুলির অত্যাচার নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। [illegible] এরূপ কোনরূপ আমরা বরাবর প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি। এ সকল কথার ও উহার বিপরীত [illegible]

বিদেশে যাইবে, তাহাদিগের [illegible] উপযোগিতা করিয়া যা প্রভৃতি [illegible] নির্দ্দিষ্ট হইবে নিয়মটী এখনকার উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহাদিগের উপরে অত্যাচার হইলেই আমরা যা প্রভৃতি কত হইবে তাহা জানিতে পারিব। [illegible] কার্য্য না হইলে তোমার জানিবার উপায় নিয়মন হইবে না। যেখানে দুর্ব্বল ও [illegible] সেখানে গুরুতর বিরোধ, সেখানে রাজার সহায়তা [illegible] কি প্রকার নিয়ম থাকে?

যাহা হউক, [illegible] ১৮৮৩ অব্দের রিপোর্টটী দেখিয়া আমরা [illegible] সুবিধেরেণে উৎসাহদানের কথা, [illegible] লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৮৩ সনে [illegible] ১৮৮৪ সনে কুলি প্রেরিত হইয়াছে। প্রকৃতে তিনির টীপায়ে কুলি সংগৃহীত হইয়া থাকে। এক, কলকত্তাতে কুলি সংগ্রাহক আছে, কুলি সংগ্রহ করা তাহাদের ব্যবসায়। তিনীয় চা-বাগানের সরদারেরা কুলি আনয়ন করে। ১৮৮৩ সে কুলিসংগ্রাহকেরা ৯৮৭৬ এবং সরদারেরা ১৫৭২ জন কুলি লইয়া গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বসন্ধ্যে [illegible] আর একটী প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি। সে বিষয় রাজপুরুষদিগের [illegible] করা কর্ত্তব্য। আসামের স্থানে স্থানে [illegible] কুলি পাঠাইবার আবশ্যক আছে, সেগুলির উদ্ধার করা কি উচিত নয়? আসামদেশের যে সকল লোককে বিদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহাদিগকে বিদেশে না পাঠাইয়া তাহাদিগের দ্বারা ঐ পতিত স্থানগুলির উদ্ধার করিলে আসামের উন্নতি, আর ভারতীয় গবর্ণমেণ্টেরও লাভ এবং কুলিদিগেরও মঙ্গল হয়। আসামে থাকিয়া কুলিদিগের যদি [illegible] হয়, তাহা হইলে বিদেশে গিয়া কেন নানা [illegible] কষ্টভোগ ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে? পথে যাইবার সময়েও কত লোকের মৃত্যু হয়। যে সকল ব্যক্তি আসামে [illegible] যায়, তাহারা স্বীবিধা পাইলে আসামদিগের [illegible] ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কি লাভ হয় না?

[illegible]

সর্বাই ঘর প্রায়ের নিয়ম নয়। কিন্তু অনেক বিষয়ে পাশ্চিমের লোকেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর হইয়াছে, সেখানকার অনেক ভাল নিয়ম আমাদের দেশে আসিয়াছে। ইহাতে গ্রামের উন্নতি সাধনের প্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ দেখিয়া কি রাজপুর মিউনিসিপালিটী ঐ সুব্যবস্থা করিয়াছেন? অথবা মিউনিসিপালিটীর কার্য্য দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ঐ ভার দিয়াছেন? আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যে, গবর্ণমেণ্ট এ ভার দেন নাই। তবে রাজপুর মিউনিসিপালিটী কি আপনা হইতে এ ভার লইয়াছেন? তাহাও নহে। আমরা পুরাণে পাঠ করিয়াছি, এক ব্রাহ্মণ পুত্রের নিকাশনমুক্ত হওয়াতে রাজা মান্ধাতাকে পাপী জ্ঞান করিয়া সেই মৃত পুত্রকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কি আমাদের রাজা নন? রাজপ্রতিনিধি ও রাজাতে কি ভেদ আছে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন। আমরা দেখিতে পাই, কাজের আগে কর্ত্তাদিগের আঁটাআঁটি ভেদের, আইনের কত বন্ধন, তাহার দ্বারা প্রথমে কত; কিন্তু শেষে সমুদায়ই কেবল নিয়মের বাহুল্য ও আড়ম্বরে পরিণত হয়, কার্য্যে প্রায় পরিণত হয় না। আমপাশমল প্রণালীকেই আমরা উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। অত্যন্ত বিপদ বাহাড়ম্বরের উন্নতি, এদেশীয়দিগকে আত্মশাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত; কিন্তু পাছে কাজ ভাল না হয়, এই নিমিত্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কত খুঁটীনাটী করিতেছেন, কত যোড় রচনা করিতেছেন, কত নিয়ম বন্ধন করিতেছেন, কিন্তু কাজের সময়ে প্রায় কাহারই সহিত সাক্ষাৎ হইবে না; কোথায় থাকিবে নিয়ম, কোথায় থাকিবে কোড, কোথায় থাকিবেন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর। আমরা যখন গ্রাম মিউনিসিপালিটীর কার্য্য দেখিয়াই এ সকল কথা বলিতেছি। আমরা রাজপুরমিউনিসিপালিটীকে মুটামুটী টাকা ট্যাক্স দিতেছি, তাহার অনুরূপ কার্য্য হইতেছে কি না? তাহার অনুরূপ ফল পাইতেছি কি না? অধিকাংশ টাকা খুণা নষ্ট হইতেছে কি না? অধিকাংশ টাকা কণ্ট্রাক্টর বা অন্যের উদরসাৎ হইতেছে কি না? কেহ কি তাহার অনুসন্ধান করেন? প্রত্যুত্তরে অনুসন্ধান করিতে গেলে কার্য্যক্ষেত্রে গমন করা চাই, কেবল তারপত্র, রেজিষ্টরি কাগজে চলে না। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের এটী জানা উচিত, আমরা বলে কেবল চেকারা হুকুম, কাজ হুকুম নয়। রাজপুর মিউনিসিপালিটী টাকা দিতেছে, আমরা তাহার অনুরূপ ফল পাইতেছি না, ইহাতে যে ক্ষতি হইতেছে, কে তাহার ক্ষতিপূরণ করিবে? লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এমন নিয়মের সৃষ্টি করিবেন কি, যাহাতে যে কার্য্যের জন্য যে টাকা দেওয়া যায়, সে কার্য্য সেই টাকায় সম্পন্ন হইবে না, সে টাকা তাহার নিকট হইতে আদায় হইবে?

যদি কখন কিউরা হইয়া মিউনিসিপালিটীর কার্য্য করেন, তাহার পরীক্ষা হইবে, আর যিনি কার্য্যের ত্রুটিয়া অন্যায়াচরণের অভিযোগ করেন, তাঁহার বক্তব্যবিষয় কখন কি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কর্ণগোচর হয়? লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর রাজপুর মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান বাবু নবীনচাঁদ ঘোষের কথা কার্য্যের এতবার পরীক্ষা করুন। তাহা হইলেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। রাজপুর মিউনিসিপালিটীর রাস্তাগুলি রীতিমত ঢেউ খিলান করা হইয়াছে, আর রাজপুর মিউনিসিপাল রাস্তাগুলি কেবল পুরাণ পচা খোয়ার ও ছাইভস্মা দ্বারিয়ে হইয়াছে। দ্বারিয়ে করা রাস্তাগুলির প্রতি বৎসর মেরামত করা আবশ্যক হয়, তাহাতে প্রতি বৎসর কয়লাওয়ালাদিগের যে অর্থ হানি হইয়া থাকে, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কি কখন তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা পাইয়াছেন?

পূর্ব্বে বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষ কণ্ট্রাক্ট লইয়া কাজ করেন না, তিনি স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া সমুদায় সম্পন্ন করেন। একারণ রাজপুর মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান বাবু নবীনচাঁদ ঘোষ কণ্ট্রাক্টে কাজ করান। কণ্ট্রাক্টরের উদর অতি বৃহৎ, তাহা অল্প টাকায় পূর্ণ হয় না। তাহা পূর্ণ করিবার জন্য কমিশনারিদিগের অনেক টাকা বৃথা নষ্ট হয়। সেই টাকায় গ্রামবাসিদিগের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে কি মফস্বল মিউনিসিপালিটীর এই এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না? কণ্ট্রাক্টের নানা উপসর্গ। কণ্ট্রাক্টরের পেটখানা চাই। না পোষাইলে সে কেন ভূতের বেগার খাটিতে আসিবে? তাহার সঙ্গে পাইটা পশটার অনেক হিস্যাদী আছে, তাহাদের পোষণ চাই। এইরূপ পঁচ পোষাতে কমিশনারের সর্ব্বনাশ।

পঞ্চম, নবীনবাবুর রাজপুর মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যানি পদে মৌরাসী মকর্রারি স্বত্ব জন্মিয়াছে। রাজপুরবাসীরা তাঁহাকে সোণার চক্ষে দেখিয়াছেন। তাঁহারা ভাবেন, নবীনবাবু কে ছাড়াইলে কাজ চলিবে না। ইহার তুল্য বিস্ময়কর ভ্রম বোধ হয় আর হয় না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, নবীনবাবুর শরীরের যদি ভঙ্গ ভঙ্গ ঘটে, রাজপুর মিউনিসিপালিটী কি উঠিয়া যাইবে? রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে কি নবীনবাবুর অপেক্ষা ভাল লোক পাওয়া যায় না? নবীনবাবুর উপরে গ্রামবাসিদিগের অনুরাগ বিলক্ষণ, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কি কখন তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন? বিশ্বাসের ভরসা না থাকিলে কি বিশ্বাস জন্মে? যাহার উপরে অধিকাংশ লোকে বিরক্ত হয়, তাহাকে পদচ্যুত করা কি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি?

বিদ্যাভূষণবিদ্যারত্ন পাঁজি আবার কলিকাতায় ১৪ আইন জারি হইবে। বাবু হেমচন্দ্র তর্ক যত বর্ষে এই আইন মূলে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সেই পত্রখানি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে প্রেরণ করেন। সভাপতি ইহার বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য একটী বিশেষ সভার অধিবেশন করেন। কয়েকজন সভ্য প্রতিবাদ করায় ইহা স্থগিত থাকে, কিন্তু এক্ষণে এই আইনটী মূলে প্রবর্ত্তিত করিবার যে বিলক্ষণ আন্দোলন হইয়াছে, তাহাতেই এবং আর আর সকলে ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। এ আইনটীর সংস্কার না করিলে বেশ্যাদিগের উপর কেবল পুলিসের পীড়ন বর্দ্ধন এবং অনেক অর্থ অকারণে ব্যয় হইবে। হেমবাবু এই ভাবে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। যথা:—রামাবরেষু আজকাল নগরগুলিতে উপপত্নি রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। চৌদ্দ আইন প্রচলিত হইবার পর এ ব্যাধি অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু উহা উঠিয়া যাওয়াতে প্রায় সকল স্থলেই এমন কি অনুসন্ধানে করিলে প্রায় সকল লোককে উক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল বেশ্যা ঐ পীড়ার জন্য প্রায় বৎসরাবধি হাঁসপাতালে থাকিত, তাহারা আজ কাল তাহাদের অবৈধ ব্যবসায় চালাইতেছে। এই আইন যখন প্রচলিত ছিল, তখন প্রায় আর নূতন কাহাকে এব্যবসা অবলম্বন করিতে দেখা যাইত না। কিন্তু আইন উঠিয়া যাওয়াতে নূতন বেশ্যার সংখ্যা উক্ত রোগের বৃদ্ধি হইতেছে। এই আইন উঠিয়া যাওয়াতে অনেক সাধারণের প্রবেশনা করিতেছেন, কিন্তু তাহার কারণ বোধহয় বেশ্যাগণের নিকট পুলিস কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতিলাভ ও গবর্ণমেণ্টের যাহা হানি বাতীত আর কিছুই নহে, এই কারণে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রচার করা উচিত যদি কোন বেশ্যার উপদংশ হয়, তাহা হইলে সে নিজে নিজ হাঁসপাতালে আসিয়া জানাইবে। সে যদি আপন বাটীতে চিকিৎসা করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাকে তাহাদের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবে, এবং যাবৎ আরোগ্য থাকিবে, তাবৎ সে বেশ্যাবৃত্তি করিতে পাইবে না। যে বেশ্যা দরিদ্র, সে ঐ সময়াবধি হাঁসপাতালে থাকিয়া আহারাদি পাইতে পারিবে। কিন্তু যে বেশ্যা বাটীতে থাকিতে পারিবে অথচ হাঁসপাতালে আসিয়া ঔষধাদি লইয়া যাইতে চাহিবে, সে তাহা করিতে পাইবে, কিন্তু অনুমতি সময়ান্তে বেশ্যাবৃত্তি

করিলে তাহার কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বেশ্যাদিগকে মাসে একবার করিয়া নিকটবর্ত্তী সরকারী হাসপাতালে আসিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। যদি কেহ আপন বাটীতে ডাকার লইয়া গিয়া পরীক্ষা করাইতে চায় তাহা হইলে ৪ টাকা দর্শনীর ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। এই কার্য্যের জন্যে ডাক্তারখানার একজন সুযোগ্য সাহেব এবং তাহার ৩ বা ৪ জন সরকারী রাখিলেই চলিবে। তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় অধিক হাসপাতালের জন্য অনুচিত ব্যয় হইবে না। যে সকল বেশ্যা এই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিবে তাহারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, তাহাদিগের দণ্ডের টাকা হাসপাতালের সেবা শুশ্রূষা হইবে, পরে সাধ্য বেশ্যা মিউনিসিপালিটি হইতে আদায় হইবে, কারণ ইহা সহরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য করা হইতেছে। এক পুলেসে কেবল যে এই অনুসন্ধান করিবেন এমত নহে, সহরের কোথায় কি অশ্বাদ্যের খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে, তাহারও অনুসন্ধান করিবেন। এ প্রথায় চৌক আইন পুনর্ব্বার জারি করিলে সাধারণের উপকার হইতে পারে এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ও অল্প হইবে। আর একটি কথা, এই, যদি কোন বেশ্যা অসুস্থ অবস্থায় ব্যবসায় চালায় তাহাকে কঠিনরূপে সাজা দেওয়া হইবে এমত ঘোষণা করা হইলে সহজে কোন বেশ্যা তাহার বিপরীত কার্য্য করিতে সাহসী হইবে এরূপ বোধ হয়না। ইতি মাঘ তারিখ ১৮৮৩।

বিজ্ঞান।

তড়িৎ ও বিদ্যুৎ।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যে তড়িৎ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যন্ত্রে আমাদের সংবাদ বহন ও আনয়নকার্য্য সম্পাদন করে ও যাহা হইতে আমরা মনোহর আলোক পাইবার সুবিধা করিয়াছি সেই তড়িৎ ও বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মা ক্রান্ত দুটী পদার্থ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মেঘমালার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে যে আলোক দেখা দেয় ও বাজার ভেঙ্গে আমরা প্রায় চমকিয়া উঠিয়া থাকি, সেই বিদ্যুৎ তড়িৎ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে ইহা পরীক্ষা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমেরিকার সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিজ্ঞ ফ্রাঙ্কলিন প্রথমে এই পরীক্ষা করেন। ১৭৫২ অব্দের জুন মাসে ফিলাডেলফিয়া নগরের মাঠে এই পরীক্ষাটী করা হইয়াছিল। বালকেরা যেরূপ ঘুড়ী উড়ায় ফ্রাঙ্কলিন আকাশে সেই রকমের একখানি ঘুড়ী উড়াইতে আরম্ভ করেন। ঘুড়ী খানিকে একবারে অতি সূক্ষ্ম ধাতু তারের দ্বারা এমত সুচারু রূপে প্রস্তুত করা হইয়াছিল যে ঝিল্লি ফ্রাঙ্কলিনের হাতে ছিল সেইদিকে তিনি একগাছ ধাতু বেষ্টিত করিয়া দেন। এই ধাতুখণ্ডের মধ্যে কোন অংশ সূক্ষ্ম সূত্রে বদ্ধ করা ছিল এবং উহার অন্যান্য অংশগুলি রেশমের সূতা দ্বারা করিয়া ফ্রাঙ্কলিন সেই সূতা একটী গাছে লাগাইয়া রাখেন।

ঘুড়ীখানি উঠিতে লাগিল। ফ্রাঙ্কলিন যে ধাতুখণ্ডের সূত্রাগ্রের নিকট তাঁহার আঙ্গুল রাখিয়াছিলেন সে দেখিতে পাইলেন যে সেখান হইতে কি একটা তাঁহার আঙ্গুলের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে সেখান হইতে কি একটা পদার্থ বাহির হইয়া তাঁহার আঙ্গুলে লাগিতেছে। কিন্তু পরে তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে সেখান হইতে কিছুই বাহির হইতেছে না। তড়িৎ তাঁহার আঙ্গুলে প্রবেশ করিতেছে। তিনি প্রায় একঘণ্টা ঘুড়ী উড়াইয়াছিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক ফোঁটা জল পড়িল এবং একটা তড়িৎ তাঁহার আঙ্গুলি ও ধাতুখণ্ডের মধ্যবর্ত্তিস্থান হইতে আলোকরূপে দেখা দিল। এইরূপে ফ্রাঙ্কলিন ও তাঁহার সহকারীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি পরে প্রকাশ করিয়াছেন যে সমস্ত জীবনের মধ্যে তিনি অনেকবার আনন্দলাভ করিয়াছেন কিন্তু এমন আনন্দ আর কখন পান নাই।

ফ্রাঙ্কলিনের কৃতকার্য্য হইতে শিক্ষা করিবার বিষয় এই যে, ঘুড়ীর শুষ্ক সূত্রা তড়িৎ সঞ্চালনের বাধা প্রদান করিতেছিল। ভিজা সূত্রা ঐ তড়িৎ সঞ্চালনের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। ধাতুখণ্ডের সূত্রাগ্রে যেমনের সূত্র থাকাতে সেই পথ দিয়া বাটীতে যাইতে না পারিয়া ফ্রাঙ্কলিনের শরীর দিয়া মাটিতে বিদ্যুৎ মিলিয়াছিল।

সকল সময়ে বায়ুমণ্ডলে তড়িতের উপস্থিতি দেখা অনুপস্থিতি প্রমাণ করিবার জন্য ফ্রাঙ্কলিন যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা ব্যতীত আরও অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক সাইসার এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রের পরীক্ষা করেন। তাহা নির্ম্মিত একটী সূত্র বাটীর একদিকে ধাতু তার লাগাইয়া অন্যদিকে আর তড়িৎ প্রমাণক একটী যন্ত্রের সহিত সংযোগ করিতে হয়। একটী ধাতুসূত্র দ্বারা এই সংযোগ সম্পাদিত হইয়া থাকে। বজ্রকে উর্দ্ধে প্রক্ষেপ করিলে ধাতুসূত্র তড়িৎ তার দিয়া সঞ্চালিত হওয়াতে তড়িৎ প্রমাণক যন্ত্রে উহার উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। এক প্রকার যোগযন্ত্র সাহায্যে বায়ুতে তড়িতের উপস্থিতি প্রমাণ ও পরীক্ষা করা হইয়াছে।

কেবল মেঘে ও ঝড়ের সময়ে যে বায়ুমণ্ডলে তড়িৎ থাকে এরূপ নহে সকল সময়েই ইহাতে তড়িতের অস্তিত্ব পরীক্ষিত ও প্রমাণীকৃত হইতে পারে। ভূমণ্ডলে যে তড়িৎ আছে তাহা ঠিক কোন পরীক্ষাপেক্ষ এমত নহে, তাহা আমার উপস্থিতি বিরোধক হইয়াছে। আমার বিশ্বাস যে ঐরূপ তড়িৎ বায়ুমণ্ডলে সঞ্চালিত হইবার সময় বাষ্প তড়িৎ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। আলোটী সন্ধ্যার কখনও দেখা গেল কখন বা অদৃশ্য হইল ইহা তাহিবার সময় থাকে না।

মেঘে বিদ্যুৎ দর্শনের কিছু পরে অনেক সময় বজ্রধ্বনি শুনা যায়। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে বজ্রধ্বনির উৎপত্তি। আলো ও শব্দের গতি সমান নয় বলিয়া উভয়ে এক কালে নিকটে আসিতে পারে না। আলো প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৯৬০০০ মাইল পথ গমন করে কিন্তু শব্দ সেই সময়ে ১১০০ মাত্র যাইতে পারে। অতএব উভয়ের গতির তুলনা হয় না বলিলেও চলে। বিদ্যুৎ উৎপত্তি হইলেই আমাদের নয়নগোচর হয় কিন্তু দুই তিন কিম্বা চারি সেকেণ্ড পরে বজ্রধ্বনি শুনা গিয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, যে মেঘে বিদ্যুৎ দেখা গেল সেই মেঘটী কত দূরে আছে আমরা অবশ্যে তাহা বলিতে পারি। বিদ্যুৎস্ফূর্ত্তি হইবার সেকেণ্ড পরে বজ্রধ্বনি শ্রুত হয় ১১০০ ফিটের সেই দূরে কি চারি সেকেণ্ড লাগে। তড়িৎ শুনা মেঘের দূরত্ব প্রকাশ করে।

আমেরিকে যে খরা বা উত্তাপ তড়িতাত্মা ও অন্যান্য স্থানের বড় বড় ষ্টীমারিগণ মাঝিদের মেঘাদের দুই রকমটী বুঝাইয়া দেয়। ঘন্টা দুই পর পর নিশ

সংবাদ পাইয়া, ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ সেখানে দুই একজন সিপাহী পাঠাইয়া দেন। সিপাহীরা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কয়, তাহারা সেখানে আসিয়া পঁহুছে। ১৭৯৫ সালে ঐ ডাকাতি হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহা সম্ভবপর বোধ হয়। কিন্তু এই অপেক্ষা আর বিশেষ উপযোগী। কারণ, সেখানে বাহুড়ী অনেকের অপেক্ষা অধিকতর। তদ্ভিন্ন সেখানকার লোকের অবস্থা পূর্ব্ব হইয়া অন্যান্য আবশ্যক। তদ্ভিন্ন সকলের সুবিধার জন্য সিপাহীর বিশ্রামাগার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে করা অন্য কোন কারণের অপেক্ষা করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ প্রমাণাদির অভাবে ইহাকে মাটি ও ১০১২ বাদ পুনর্ব্বার ভাঙ্গা আবশ্যক এবং সেই স্থানে মাটির নীচে দুর্গ করলাদানি রাখিয়া দিলে তদ্ভিন্ন সকলেরই অনেক সুবিধা হইতে পারে।

আমাদিগে নিশ্চয়ই অনেকের বাধ্যতা হইবে। নিম্নে সংবাদটা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা গেল।

দুই কি তিন মাইল উত্তে এক প্রকার তদ্ভিৎ বৃক্ষ একটী মেঘ দেখা গেল। তদ্ভিন্নের ধর্ম্ম এই যে উহা তদ্ভিৎসঞ্চালক কোন দ্রব্যের নিকটে থাকিলে স্বয়ংই তাহাকে তদ্ভিৎসিক্ত করিয়া তুলে। ইহাতে দুই প্রকার তদ্ভিতের সঞ্চালন হইতে থাকে। মূল তদ্ভিৎ দ্রব্যস্থ বিভিন্ন পদার্থযুক্ত তদ্ভিৎবহে নিকটে আকর্ষণ করে এবং পরিশেষে অধিক পরিমাণে একত্র হইয়া পরস্পরের তুল্য করিয়া ফেলে, আর-প্রবাহক বাতাসকে আশ্রয় করিয়া পরস্পর মিশিয়া যায় ও তদ্ভিৎপ্রভাব একবারে বিলুপ্ত হয়। অতএব মেঘের তদ্ভিৎ এবং নিকটস্থ পৃথিবী ও লৌহদণ্ডের মেঘ তদ্ভিৎসমূহ বিপরীত অবস্থাপিত তদ্ভিৎ উদ্ভে পরস্পর একত্রিত হওয়াতে তদ্ভিতের প্রভাব লোপ হয় এবং তজ্জন্য বজ্র হইতে আমাদি কার কোনরূপ অপকারের আশঙ্কা থাকে না, সহজ মতে।

নজীর

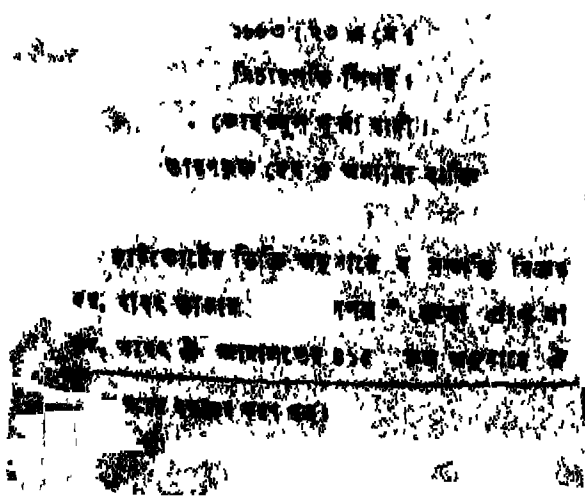

হাইকোর্টের ডিক্রি অনুসারে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় হয়, যাহার আদালত [illegible] হইয়া [illegible] আদালতের ৪১৫ ধারা অনুসারে ঐ [illegible]

সম্পত্তিবিক্রয়ের নথিপত্র করিতে পারিবেন না।

১৮৬৩ সালের ১২ ই ডিসেম্বর।

বিচারপতি সার বিচার্ড কার্ষ

এবং বিচারপতি মাকডোনাল।

কৃষ্ণলাল নামের প্রার্থনার বিষয়।

পুলিসে সাক্ষ্য যে ওয়ারণ্টবন্দি দেয় অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার করে, তাহা যে কেবল পুলিসের সম্পত্তি তাহা নয়, তাহাতে বন্দীদিগেরও অধিকার আছে। কোন উকীল যদি মক্কেলের নিকট হইতে পুলিসের সেই কাগজপত্র লইয়া মক্কেলের নিজার্থ কোনপ্রকার কার্য্য করেন, তাহাতে তিনি অপরাধী হইবেন না। তবে কথা এই অনুরূপে ঐ কাগজ পত্র লইবার বিষয়ে উকীলের যেন কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে।

১৮৮৭ সালের ১৮ আইনের ১৪ ধারায় কার্য্যে পরিণত হইবার যে কথা আছে, তাহা অপরাধির দণ্ডক সমর্পণ, অনুসন্ধান ও হাইকোর্টের অনুমতি হইবার পূর্ব্বে খাটিতে পারে না।

বোম্বাইয়ের প্রধান শ্রেণীর এক জন উকীল কৃষ্ণলাল নাথ ডাকাইতির একটী মকদ্দমার প্রাথমিক বিচারকালে তাঁহা দিয়া তাহার এক আসামির পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, সাক্ষিদিগের এরূপ কয়েকটী কথা বিচারকর্ত্তা শ্রবণ করেন যে তদ্দ্বারা এরূপ বোধ হয় পুলিস অনুসন্ধান করিয়া যেরূপভাবে কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, উকীল তাহার অন্যথা পাইয়াছেন। সেই এই প্রথম চটল, উকীলের মক্কেলের সহিত আর দুই বার যে আলাপ করিবার ছিল, তিনি তাহার সময় পাইয়াছেন। প্রাথমিক বিচারালয়ে উহা দিয়া অব্যাহতি পায়; কিন্তু আরো দুই সাক্ষি সেই সোপর্দ্দ করা ১০ ই সেপ্টেম্বর সেসন আদালতে বিচারের দিন স্থির হয়। ৩০ এ আগষ্ট অনুসন্ধানকারী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর কৃষ্ণলালের আলয়ে, উক্ত পুলিসের কাগজপত্র লইয়া তাহা করিয়াছে। তাহাতে তাহার অন্যথাচরণ হইয়াছে। এই অপরাধে তুমি তিনমিস অথবা অন্য প্রকারে দণ্ডিত হইতে না কেন তাহার কারণ দর্শাইতে হয়। তাহার পর তাঁহাকে ওকালতী হইতে স্থগিত করা হয়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তদ্বিষয়ে আজ্ঞা প্রচার করেন। সেসন হইবার নিকটে আসিলে তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। ১৮৮৭ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ কৃষ্ণলালের পক্ষে এই আবেদন করেন, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাহার দোষ আজ্ঞা হয়িত না হইবে কেন? হাইকোর্টের 'বঙ্গবাসিকা' এবিষয়ে এতদ্দেশীয় কেহ হস্তক্ষেপ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উকীল যখন অসদুপায়ে পুলিসের কাগজ পত্র পাইবার কোন সম্বন্ধে ছিলেন না, তখন তিনি দোষী হইতে পারেন না। আর উকীলের যথেষ্ট সময়ের পূর্ব্বে তাঁহাকে যে ওকালতী হইতে স্থগিত করা হইয়াছে, তাহা বৈধ হয় নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৯ এ জুন। গত কল্য ফিনের অবরোধ সভা বসিয়াছে।

পারিস ২৮ এ জুন। মার্সিলিয়ে ওলাউঠা হইয়াছে। টোলনে নিত্য গড়ে ৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

হাইগ ২৮ এ জুন। ইন্দুইনে ওলাজীদিগের মোকদ্দমার সংগ্রামের আয়োজন হইতেছে।

রোম ৩০ এ জুন। অদ্য ওলাউঠা এখানের দেখা দিয়াছে।

কায়রো ২ রা জুলাই। উপর মিসরের এলাকিগণ উপর এখন নাম' প্রকার তাঁহার পূর্বাক হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মিসরের তত্রত্য কতকগুলি উকীলেরা বিদ্যার অপমান করিয়াছেন। ৫২ হাজার আরব নেতা আমেরিকার ছায় অধিকার করিয়াছে। উহার পূর্ব্বাংশ সৈন্য ও তত্রত্য অধিবাসী লইয়া ৩ হাজার লোককে হত্যা করিয়াছে।

ন্যাসনল নামক স্থানে চীন ইংলণ্ডের স্বাধীন সৈন্যগণের উপর যে অত্যাচার করে, তদ্বারা ধর্ম্মযাজকেরা ভয়ানক ৪ কোটি টাকার ২ (দুই বিশেষ) ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়াছেন।

পারিস ৩ রা জুলাই। চীন সৈন্যেরা যে ইংরাজী সৈন্যদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছে, চীন গবর্ণমেণ্ট তাহারা এ কথা স্বীকার

করেন না। এম, কুলেস কেরি বলিয়াছেন টীনের কয়েক জাতীয় লোকের অধিকারের আদেশ দিয়া ছিলেন ইহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা দরিদ্রদের নিকট পাওনা সম্বন্ধে যাহাতে করা না হইতেছে তাহার চীন সৈনেরা তত্ত্বাবধান করিবে না।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া বড় বিস্মিত হইলাম, কত বেণী কড়াইয়ের মাতা শ্যামমন কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। তাহার যে যন্ত্রনা হইয়াছে সেই তাহা বুঝিতেছে, অন্যে তাহা কি বুঝিবে? সেই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে হত্যাকারিদিগকে গালিও দিতেছে কাহারও নাম করিয়া গালি দেয় না। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি এই বলিয়া তাহাকে খেপাইয়াছে, তাহার ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া দিবে। তাহাতে জরিমানা দিবে কে দিবে। এটী বড় আশ্চর্য্যের কথা। তাহার বৃদ্ধাবস্থার অবলম্বন যুবক পুত্রকে হত্যা করিল, তাহাকে ফাঁসিয়াও দুঃখ শান্তি করিতে দিবে না? আমরা পরামর্শ দিয়া দিতেছি তাহাকে থামাইলেও হয়। কাজ করিবার কি উপায় নাই?

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত বন্দা ইলাহাবাদে একটী পঞ্চমুণ্ড বক্তমোচন বিশিষ্ট একটী মৃত শিশু আসিয়াছে। এই আশ্চর্য্য দেহটীকে কাল কাজ মিউজিয়মে শীঘ্রই আনয়ন করা হইবে।

১৮৮২ অব্দে ব্রিটীশ গায়েনায় ২০০৩ জন কুলি ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছে।

এবার বোম্বাই হইতে লিভারপুলে যে তুলা গিয়াছে তাহা ভাল নহে। তাহাতে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করা হইয়াছে। এই বিষয়ে তাহারা যাহাতে ইহার বণিকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে বিশুদ্ধ তুলা পাওয়া যায় তাহার জন্য ,ইউ সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিবেন স্থির করিয়াছেন. আইন করাইবেন নাকি? পরন্তু না হইলে না লইতে পারেন ত।

রুশেরা ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। তাহারা জরা আসিবার কাস্পিয়ান-ক্যাস্পে নামক স্থান পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ বসাইয়াছে।

রেবিনিউ বোর্ডের অন্যতর সভ্য এচ, এম ষ্টার্লিঙ্গের সাহেব পদত্যাগের জন্য বঙ্গেশ্বরীর সমীপে আবেদন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় অধীন চিকিৎসা বিভাগের সমস্তদিগের বেতন ও পেন্সন দানের যে নিয়ম হইয়াছে তাহা সেক্রেটারি ... করিয়াছেন।

ডাক্তার মিচুন বন্দরাচো যাইতেছেন শুনিয়া অনেক লোকেরা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছে। তাঁহার দেড় সহস্র মনুষ্য কারিগর আনয়ন সম্বন্ধে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার বিষয়ে চেয়ার ও সাম ভাড়ি তাঁহার সহায়তা করিবে। মিচুন যে বন্দীকৃত হইয়াছেন তাহাতে কি সে সময় আসে

সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের ... যাহাতে ... হয় তজ্জন্য ... এই সিবিল সার্ভিস ... প্রেসিডেন্সির ... করা হইবে, স্থির হইয়াছে। ... হইলে তাহার মোক্ষ আবশ্যক করিয়াছে।

... কর্ম্মচারীরা সুবোধ পাইবেন বর্ষাবসানে ... করিতে যে চাহেন না এরূপ ... আসিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণ... কারণ নিরূপণ করিয়াছেন, যে সকল ... কর্ম্মচারীরা টাকা জামিন রাখিবেন ... কর্ম্মকাল শেষ হইলে তাহার এক বৎসর ... তাহাদিগকে জন্য একরূপ প্রতিভূ দিবেন তাঁহা... কর্ম্মকাল শেষ হইলে ৬ মাস পরে তাহা ... করিবেন। উহার মধ্যে যদি তাঁহাদিগের কৃত কার্য্যের দায় ব্যক্তির হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া লওয়া

সুবর্ণরেখা নদীতে একটী মৎস্যের আশ্চর্য্য বৃদ্ধি ও আকার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক্তার ওয়াল্টার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উপরোক্তরূপ পুষ্করিণীর পাড় বিক্রয় করিয়াছিলেন। এক সময়ে একটী মৎস্য ধরা হইয়া দেখা হয় তাহার ওজন ৭ সের ১০ ছটাক। ডাক্তার সাহেব উহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ঔষধাদি দিয়া জলে ছাড়িয়া দেন। মৎস্যটী পুনরায় লাফাইয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়ে। ডাক্তার পুনরায় ঔষধাদি দেন। পরদিবস সাহেব ডাক্তার সাহেব যখন আসিয়া পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইলেন তখন মৎস্যটী পুষ্করিণীর ধারে আসিয়া ডাক্তার মৎস্যটীকে ধরিয়া অতি যত্ন সহকারে ঔষধাদি দিয়া জলে ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর পুষ্করিণীর ধারে যেমন পাদচারণ করিতে লাগিলেন মৎস্যটী ধীরে ধীরে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতে লাগিল। সাহেব মৎস্যের কৃতজ্ঞতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার কয়েক জন বন্ধুকে এই কৌতুক দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। মৎস্যও পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার নিকট আসিল। মৎস্যটী তাহার ... চেষ্টা করিলে সোমপ্রকাশ যে ... দিবে, নিশ্চিত আশিয়া ... হইতে ... পারিবে।

... নহে। তাহারা অনেকই ... লইয়া থাকে। এমন কি এ দেশের ছোট আদালতের অধিকাংশ জজের মৎসামান্য উপরোক্তরূপ দুই একটী করিয়া উপহার ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের সেরূপ নহে। তাহারা মাসের মাত্র মুষ্টির আহার। পাঠক দেখুন, আহারাদির ব্যয় নামক একজন ইউরোপীয় সওদাগর আহার্য্য দ্রব্য ক্রয় না করিয়া ও টীনের ছাই ও মাটীকে উপহার করাতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

বেঙ্গল চেম্বর্স বলেন শ্রীযুক্ত আসলেম্বের ঘোষ পীড়িত। তজ্জন্য বিলাতে এদেশীয়দিগের যে সভা আছে সেই সভার সম্পাদক ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের দুরদৃষ্টিকে এই মিমিত্ত সভা তজ্জন্যে আবেদনকরিতিদের আবেদনের বিশেষ দুরিদা হইয়াছে।

পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে গত ২৯ এ জুন তারিখের অধিকাংশের নিকট উত্তরপাড়া গ্রামে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। রাত্রি ১০ ও ১১ টার সময়ে ডাকাইতি। ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমার উত্তরপাড়ার জেমস প্রধান জমীদারের বাটীর অতি নিকটস্থ একটী বাটীতে উহা ঘটিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে উক্ত জমীদার বাটীতে আট দশ জন বলবান লোক থাকে না। এরূপ নিশ্চয়ধারিরা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য বটে। বড় বড় জমীদার বাটীতে দুই চারিজন করিয়া বলিষ্ঠ লোক প্রতিপালিত হইয়া থাকিবার উদ্দেশ্য এবং তাঁহারা প্রতিবেশিদিগের সুবিধা। আর পুলিসের ত কথা নাই। অনেক পুলিসের দুই চারিটী বাজ মহাশয়ের নিম্ন পাদোপজীবী আছে। তাহারা ছোট ডাকাইতের নামে সমধিক ... পুলিসকে ... করে। এরূপ দুর্ঘটনাতে পুলিসের ... নিশ্চিন্ত পরিতাপের ... হয়। ... পুলিসের ... করিয়া ... দুই সপ্তাহ ... করিয়া ... করিয়াছেন। ... হইয়া থাকে। সেরূপ আশঙ্কাতে তাহারা

ইত্যাদি কথা শুনিলাম, আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলাম যে, ঐ সকল কথা কেবল বিদ্বেষ প্রযুক্ত বলা হইয়াছে এবং ইহার কোনরূপ সত্যতা নাই। বিদ্বেষ ভাবনাক।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, মিস্ কার্পেণ্টর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বেদিকায় উপবেশন করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, এম্, এস্ কার্পেণ্টর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

অন্ধ্রদেশের পার্শ্বস্থ ফেরেজল ষ্টেটের সাহেবের অনুপস্থিতিকালে এ, সে কার্য্যের ভার করিয়াছেন।

পুনরায় পার্শ্বমেণ্টের সভ্য হইবেন বলিয়া লিবিরল পরীক্ষার্থীর মনোনয়ন করাতে গ্লেডষ্টোনের নিকট আবেদন করিয়াছেন। সভ্য মনোনয়নের পরীক্ষার্থীর মনোনয়ন করাতে গ্লেডষ্টোনদিগের উচ্চ পদ লাভের আশা উত্তরোত্তর বলবতী হইতেছে। পূর্ব্বে পক্ষে এই পরীক্ষায় লিবিরল প্রতি বর্ষে প্রায় ৩০০ এপেক্ষা ছাত্র হইলেও নিয়ত অধ্যয়ন করিত কিন্তু এক্ষণে তদপেক্ষা বর্ষের মধ্যে মাত্র ছাত্র অধ্যয়নার্থ তথায় অবস্থিতি করিতেছে।

চীনের অন্তর্গত উমান নামক স্থানে স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র, সীসক ও লৌহের খনি আছে। প্রস্তরীভূত শঙ্খক ও পাথুরিয়া কয়লার পর্ব্বত প্রভৃতি পরিমাণে পাওয়া যায়। চীনের রাজপ্রতিনিধি উমানের পরবর্তে কোম্পানির দ্বারা এই সকল খনির কার্য্য করাইবার অনুমতি দিয়াছেন।

খুলনার অন্তর্গত কুমিরা হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন, আজ কাল এদেশীয় নব্য শিক্ষিত যুবকগণকে বিদ্যাবিবাহের অনুষ্ঠানে বেশ মাতা দেখা যায়। স্থানে স্থানে সভা করিয়া ইহার অনুকূল মত সংগ্রহ করা হইতেছে। অনেক মাতব্বর লোকে যোগ দিয়াছেন।

সম্প্রতি কুল্না নামক একটী গঞ্জীতে গোপালচন্দ্র চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি খুন হইয়াছে। কে খুন করিয়াছে তাহার এখন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, লাশ খুলনায় চালান করা গিয়াছে। আমরা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে বিদ্যাবাচস্পতি বিদ্যা বিনোদ হইতে এই দোষাবহ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে।

এ বৎসর এ প্রদেশে আম মাংসের অত্যন্ত মহার্ঘ্য হইয়াছে, কিন্তু আমা লোকের ঘরে ঘরে আছে। লোকের আমা ভক্ষি করে। আমা খাইয়া কেহ কাহার আধিপত্য আছে এমন বিবেচনা করে না। [illegible]

মহেশের খুলনা সম্বন্ধীয় [illegible] কার্য্য বিশেষ [illegible]

[illegible] পরীক্ষার্থী [illegible] মনোনয়ন [illegible] সভ্য [illegible] সভ্য [illegible] ৪০০ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন।

আমিনার [illegible] ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে সীমা নির্দ্ধারণ প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, উহাতেপেশ কাহার সীমানা হইবে। সিমলার ডমরব উঠিয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট আফগান অধিক সৈন্য সীমাপ্রদেশে পাঠাইবেন না স্থির করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত সৈন্য পাঠাইলে গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা রক্ষা এবং রুশকে আক্রমণ দেখান হয়, সেই পরিমাণে সৈন্য পাঠাইতে ত্রুটী করিবেন না। তাহে গবর্ণমেণ্ট কাবার অভিপ্রায় ইউ সেক্রেটারির গোচর করিয়াছেন। আবহ তিনি কোন আদেশ না দিবেন তাবৎ এ বিষয়ে কোন আন্দোলন হইবে না।

বোম্বাইয়ের কোন সম্বাদপত্র বলেন, পুনা জেলার খাল ও কূপ খননার্থ বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বঙ্গদেশে যে সমস্ত জেলায় নিষ্কর পানীয় জলের কষ্ট, তাহার নিবারণার্থ যদি আমাদের ছোটলাট সাহেবের এরূপ অর্থ ব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার একটী স্থায়ী কীর্ত্তি এখানে থাকিয়া যায়।

এডুকেশনাল গেজেটের পাল সাহেবের অনুপস্থিতিকালে ফিলিপ সাহেব এডিটারি কেদারের কার্য্য করিবেন, কিন্তু ফিলিপ সাহেবের পরে কে এ প্রতিষ্ঠিত হইবেন তাহা লইয়া মহা আন্দোলন হইতেছে, কেহ কেহ মন্তিব্যেছেন ডফ্, কেহ বা বলিতেছেন ব্যানার্জ্জি পদ লাভ করিবেন। কেহ বা বলিতেছেন রব উইলিয়াম, না হয় মিল সাহেব উক্ত পদে নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, ও সব নয়, বন্দ্যোপাধ্যায় এ কার্য্য করিবেন বাসনা করেন না। তবে ভবিষ্যতে বাঙ্গালী যাহাতে ইংরাজি কাউন্সিলের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন, তাহারই পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্য তিনি এক বারে উক্ত কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সরকারী উচ্চ পদস্থ ইংরাজদিগের একটেড়িয়া করিয়া আছে। অতএব ঐ পদটী একটী, যেমা এদেশীয়কে দিলে কি ভাল হয়? যদি তাহাই দি, বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনীত হয়েন, তাহা হইলে এ ভাবনা মনোযোগের যোগ কিম্বা পালিয়েছে নিযুক্ত [illegible] কি [illegible] হয় না?

[illegible] বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে কর্ণ সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের সহযোগী আবেদ নিযুক্ত করা হইয়াছে, ইহা ব্যতীত সমুদয়ই কলিকাতার জন্য সমস্ত কেরাণী ও মাহিরানাই প্রভৃতি নিজে হইতে এক একটী অধিকার পাইয়াছেন।

সম্প্রতি আমেরিকার নিম্নলিখিত ভৌতিকাণ্ড ঘটনাটী হইয়া গিয়াছে। অমুক দিবস রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় কয়েকজন চতুর লোক একটী প্রকাণ্ড কক্ষের মধ্যে উপস্থিত হইল। নিমন্ত্রণকারী তাহাদিগকে এরূপ প্রকাশ করিয়াছিল যে, তাঁহার বিবাহ বার্ষিক কন্যা অদৃশ্যা হইয়াছে। এই ঘটনাটীর বিষয়ে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ সমক্ষে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। তাহাতে যেরূপ সমস্ত অধিবাসীর মন আকৃষ্ট হয়। এই কক্ষের মধ্যটীতে একখানি খোলা আলির উপর চাঁক করাইয়া চারিটী পেটে টানিয়া, সম্মুখে একজন উদ্যমরূপে সজ্জিত হইয়া এক্ষণে প্রকাশ যন্ত্র ঘারণ করিয়া এরূপ কৌশলে উহাকে বন্ধ করিল যে কেহই কক্ষের বাহির অনুসন্ধান করিতে পারিল না। যেরূপ চীনের কন্যা ওক্ষ হয়, তদ্রূপ শুক্ত নাসিকা, এবং চক্ষুর ঘুরাইত, কিন্তু চক্ষুতে যেরূপ দেখ সঞ্চারণ করে এবং হাত ফিরাইয়া তাল মাড়াইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, সেরূপ করিত না। তথাপি লোকে ইহা কৃত্রিম বলিয়া আনিত না। এই ঘটনাটীর বিশ্বস্তির জন্য ঐ ঘোরার নামক স্থানে টানিয়া আনিয়াছে। ঐ সময়ে এক ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী একটী সরাবের দোকানে বসিয়া সুরাপান করিতে করিতে ঐ ঘটনাটীকে বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া "আমি দেখিব ইহা কৃত্রিম কি না" এই বলিয়া আপনার ছত্রটির অগ্রভাগের দ্বারা উহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চাঁদটী ঘুরু করিয়া অদৃশ্য হইল। অন্য নিকাশ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাওয়া হইল; কিন্তু কোন ফল হইল না। দোকানদারের যে বালকটী ঐ ঘটনার দোষে চুকিয়া ছুটি সাজাইয়া করিত, নিরাপদে থাকার তাহার সে কার্য্যের আইসে। পরিণামে জানা গেল, ঐ ঘটনার অধিনায়ক যাঁহার ও তাহার তুলনাতে মাসে এবং কেনটন নামক স্থানের মেলার বসে চারিজন নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল; উহা নিষ্পন্ন করিতে একজন চলার ঘ চেষ্টা হইয়াছিল।

গত বৎসরাভিনয়ের মেকী কেমন হয়ে বঙ্গ ভাষার কর সংক্রান্ত আইনের পাঁওয়ারার্থ, সভাসমাজের একটী সভা হইয়াছিল। পার্লামেণ্টীয় উক্ত সভার আনেকে সভ্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় বিদ্যাবিবাহ প্রচলনার্থ একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞাপন

হইয়াছে যে, যে সকল যুবক ও যুবতী বিধবা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আবেদন করিলেই তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। অন্য অন্য ধনী, জমীদার ও ধনী লোকেরা যদি তাঁহা প্রদত্ত দৃষ্টান্তের অনুকরণ ও অনুসরণ করেন; বিধবা-বিবাহ চিরকাল বঙ্গদেশে অপ্রচলিত থাকে না।

১৮৮৪ অব্দের এপ্রেল মাসে সংস্কৃত কালেজে যে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উত্তীর্ণ হইয়া নিম্নলিখিত উপাধি ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা:—

নাম	উপাধি	পরীক্ষায় নম্বর	অন্যের নম্বর
		পুরস্কার	পুরস্কার
		পাইলে।	
মহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টা	কাব্যতীর্থ	৩০	৩০ মোহন মুখো
			পাধ্যায়ের প্রদত্ত ৫০
প্রমথনাথ ভট্টা		৫০	৪০ রাজমাতার ঢাকার
			প্রদত্ত ৫০ ও রাজা
			কৃষ্ণনাথ রায় বাহা-
			দুরের পক্ষ মাসিক
			৪ টাকার একটী বৃত্তি
সুধাসিন্ধু ভট্টা		২৫	৩
ভবিশঙ্কর ভট্টা		২৫	৩
রামলাল ত্রিবেদী		২৫	রাজমাতার প্রদা
			নাথের দত্ত ২০
কেদারনাথ ভট্টা		৩	৩
দীনবন্ধু স্মৃ		শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্করের	
		প্রদত্ত ৮০ টাকা	
রামনারায়ণ গোস্বামী		৩	রাজা শ্যামানন্দ
			দের প্রদত্ত ৩০ টাকা
অক্ষয়কুমার ভট্টা			
চন্দ্রশেখর বাগচী			
ক্ষেত্রমোহন ভট্টা			
উমানাথ ভট্টা			
রাধাগোবিন্দ ভট্টা			
ত্রিলোচন গোস্বামী			
অশ্বিনীকুমার ভট্টা			
শ্রীহরি চক্রবর্ত্তী			
[illegible] মুখো			

[illegible]

[illegible] ভট্টা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] ভট্টা			
[illegible] ভট্টা			
[illegible] ভট্টা		

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

কলিকাতা ৪ সাধারণ বিভাগ।

১৫ ৪ জুন। বঙ্গদেশের অস্থায়ী কৃষিসংক্রান্ত সেক্রেটরী, মাননীয় ই, হেলিডে সাহেব বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের

[illegible] হাকিমের [illegible] ডেপুটী [illegible] [illegible]

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ১৮৭০ [illegible]

২৫ এ জুন। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর পদে [illegible] ১৮৭০ অব্দের [illegible]

২৭ এ জুন। কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সি কলিজিয়েট বি, এ, [illegible]

১ ম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট কমিসনর এম, আর, সথর সাহেব বিচারিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। ঐ [illegible] ২য় শ্রেণীর ডেপুটী কমিসনরের কার্য্য [illegible]

লোহারডাঙ্গার অন্তর্গত পলিবার ৩য় শ্রেণীর [illegible] কালেক্টরের আর, এল, নেমি, বিচারের জন্য ২য় শ্রেণী [illegible] ২য় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট কমিসনরের কার্য্য করিবেন।

বিদ্যালয়সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

২৪ এ জুন। [illegible] মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র [illegible] স্থানে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু তারাধনচরণ ঘোষ [illegible] [illegible] হইলেন।

বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] মুন্সেফ হইলেন।

বাবু উমাচরণ কর মাদারের অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ হইলেন।

পুরিয়ার অন্তর্গত আমাটিয়ার ডেপুটী [illegible] কালেক্টার বাবু মহম্মদ [illegible] ১৮৮২ অব্দের [illegible] ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৩০ এ জুন। [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] [illegible] হইলেন।

ফরিদপুরের মুন্সেফ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

একাকী সমবেত হইয়া যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বলিতে আমরা তাঁহার সহ-ভুক্তভোগী নহি বলিয়া অক্ষ সম্বরণ করিতে পারি নাই।" আলোক ৭ই বৈশাখ ১৮১৭ শক।

Rajlakshir Adarshan is an anonymous production of evidently a young gentleman who has had a bitter domestic mishap in having lost a beloved wife from the effects of a difficult labour. It would seem to our unknown author has made his debut in the book before us, and we must say he has done creditably well. We observe in it distinct signs of a promising genius akin to poet Bonnie's. Those who have read Babu Chunder Sikhare Woodvrants Pravu a work of some note in Bengali literature will not fail to find in the book before us a decided improvement in writing poetic prose. Indian Empire of 20 th April

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র সরকার। কলিকাতা—৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

অমৃতবাজার পত্রিকার অনুবাদক।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত।

কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাবারিধি ও ভিষগাচার্য্য।

৩নং কলিকাতা, ১১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বহুবাজার।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার

মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া অনেকটী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের কত উপশম হইতে পারে তাহার ফর্দ্দ হইতে থাকিবে। যথা—শরীর স্নিগ্ধতা, চক্ষুর নিম্ন জ্বালা, গায়ের চুলকনী, অস্থিসন্ধির টনটনানি, পুরুষত্বের হ্রাস, পিপাসা, ক্ষুধা বৃদ্ধি প্রভৃতি এই সকল লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইবে। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যা কালে আধসের পরিমাণে সেবনীয়।

দুই সপ্তাহের আরোগ্যোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আপনার বহুমূত্র ও মধুমেহের ঔষধ ও রোগের দুই সপ্তাহ সেবন করিয়া আমার নিকট উপকার হইয়াছে। সেজন্য তাঁহার নিকট আমার চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। ইতি ১৭ই ২৩ বৈশাখ ১২৮৭ সাল।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আপনার বহুমূত্র ও মধুমেহের ঔষধ ও রোগের দুই সপ্তাহ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। সেজন্য আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। ইতি ১৭ই ২৩ বৈশাখ ১২৮৭ সাল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"সরকার ৺" নাম্নী [illegible] ছইবার সম্ভাবনা থাকায় [illegible] বিশেষ সতর্কতার সহিত [illegible]

মহাশয়! আমি [illegible] থাকায় দুঃখের কথা, [illegible] সাধ্যমতে [illegible] চিন্তার বিষয় যে, [illegible] ক্রমশঃ প্রবল অবস্থা [illegible] মাত্রেই আমার অবস্থা দেখিয়া [illegible] করিয়াছিলেন। আমি [illegible] আমি মহাশয়দিগের [illegible] করিয়া উপস্থিত [illegible] রোগ চিকিৎসা [illegible] করিতেছি এবং [illegible] পু[illegible] সাধারণের অধিকতর [illegible] সংশয় নাই। ইতি [illegible] ২৩ বৈশাখ [illegible] সাল।

[illegible] ভবদীয়

[illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ [illegible]

১৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট [illegible]

[illegible] সরকারের [illegible] পাঠ্য পুস্তক এবং সাধারণের [illegible] পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ [illegible] সর্ব্বদা পুস্তকগুলি [illegible]

[illegible] Indini or The Chieftain [illegible] ১, [illegible] ১, [illegible] ১,

বঙ্গদর্শন

২৮ শ ভাগ। কলিকাতা। [illegible] ৩য় সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ টাকা। নমুনার মূল্য ১ এক টাকা। শ্রাবণ আষাঢ়। ইং ১৮৮৪। ১৪ ই

বিজ্ঞাপন।

পাঁচুঠাকুর।

বঙ্গে অদ্বিতীয় অতুলনীয়। মূল্য ৷৷

অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিতে হয়।

পাঁচুঠাকুরের নাম পাঠকের নিকট অধিক নাই। উনি হাস্যরসের আধার, নিরবচ্ছিন্ন হাসি, হাস্যরসের উৎস। কি ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে, কি সাধারণের সভাস্থলে সর্ব্বত্র লেখক বলিয়া পরিচিত, তিনিই পাঁচুঠাকুর বলিয়াছেন।

পাঁচুঠাকুর সাধারণের বলি;—সকলেই আমার আপনার মুখ দেখিতে পাইবেন। সাধারণ বাঙ্গের মধ্যে একখানি কাটাইয়াছি বলিলে, বিলাস বিদ্যালয়ের সব চিত্তরঞ্জন, মুক্তকণ্ঠ, পরিহাসের পর আপনি, ভাল পরার অনুরূপ হয়, অধিকার সাধি পাঠক বাহিরে।

বিশেষ সুবিধা। পুস্তক সুদ্ধিত করিতে আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা আগত বর্ষে পুস্তক গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মূল্য লিখিয়া, ডাকটিকিট পরিবর্ত্তে কেহ ডাকার পাঠাইবেন। গ্রাহকগণ কেবল নাম ও ধাম পাঠাইবেন।

কলিকাতা
বিডন ষ্ট্রীট নং ৩৭ নং ভবনে। } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু,
প্রকাশক কার্য্যালয়। } প্রকাশক।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত

(সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible])

[illegible]

চতুর্থ খণ্ড সম্পূর্ণ। ডাকমাশুল সহিত মূল্য ৩৷৷ টাকা। ভিঃ পিতে ৩৷৷৷ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷ আনা।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়।

৩৬ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, প্রকাশক।

মহাকবি কবিকঙ্কণ প্রণীত।

এই অমূল্য গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা গ্রাহকগণের নিকট অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করিব না। গ্রাহকগণ এক্ষণে কেবল আপনাদের নাম ও ঠিকানা পাঠাইবেন। আগামী মাসের শেষে আমরা [illegible] নাম না পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে এই পুস্তক মূল্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হইব। আমরা গ্রাহকগণ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, ও নরোত্তমদাস, এই চারিখানি পুস্তক পাইবেন, ৩৷৷ টাকা দিয়া এই পুস্তকগুলি লইলে ডাকী ডাকী আদি আমিল মাসে দিব। যাঁহারা আগত বর্ষ বরণ ঐ ৩৷৷ টাকা দিয়া পুস্তক না লইবেন,—তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত গ্রন্থের মূল্য ৫ টাকা।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়। } শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু,
৩৬ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } প্রকাশক।

মহাকবি ঘনরাম প্রণীত।

[illegible]

[illegible] ৩য় সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ টাকা। নমুনার মূল্য ১ এক টাকা।

বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান [illegible] বঙ্গদর্শনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা মাত্র। অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিতে হয়।

বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়।
৩৬ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

EASTERN SYSTEM OF STATE RAILWAY.

Consequent upon the assumption by the Government of India of the administration of the Eastern Bengal Railway and the amalgamation therewith of the Foradah branch and of the Calcutta and South Eastern State Railway which have effect from this date, it is hereby notified for general information that, all communications which are intended for the head of this new railway administration, should be addressed to the Manager Bengal Eastern System of state Railways, Sealdah. This system includes also the Bengal Central Railway.

de Bourbel Col. R. E.
Sealdah — Manager protem
Railway station — Bengal Eastern System
Dated 1st July 1884 — of State Railways

কুসুম-কাননী।

[illegible]

[illegible]

বমের পূর্ব্বে বা পরে কটকর পেট দেখনা হয় ও পেটে বিল ধরে, বক্ষাবোধ, শ্বেত-প্রদর, রক্ত প্রদর অকালে অধিক পরিমাণে বেতঃস্রাব ও অন্যান্য গোপনীয় পীড়া ইত্যাদি দোষ সকল বিনষ্ট করিয়া অর্জ্জোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে, সাত দিবসের অধিক সেবন করিতে হয় না। রজো নিঃসরণের সময় ঔষধ সেবন করিতে হয়, তজ্জন্য সপ্তাহ পূর্ব্বে পত্র লিখিলে বিশেষ অনুরোধ, এক কৌটার মূল্য ২ টাকা প্যাকিং আনা।

রতি বিলাস তৈল।

অতি সুগন্ধযুক্ত গোলাপী রিচ তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে বায়ুরোগ, শিরঃপীড়া মাথাধরা, মাথাঘোরা ও অনিদ্রা দূর হয়। ত্বক্ শীতল, চুল ঘন, কোমল, গোড়া শক্ত ও উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হয়, গাত্রে মাখিলে চুলকনা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ জন্মে না। অধিকন্তু সৌরভে মন মোহিত হয়। স্নান করিলেও সৌরভ নষ্ট হয় না। মূল্য ৪ ওজ শিশি ৸৹, ৮ ঔন্স ৷৵৹ ডেজ পোষ্ট খরচ ৸৵৹, প্যাকিং ৹, ৩ শিশি বোতল ১৹, প্যাকিং ৵৹। অধিক লইলে আলাহিদা বন্দোবস্ত।

মেহামৃত-রস।

এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও ধাতু নির্গম, শ্বেত প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য হয়। এক শিশির মূল্য ১৷৵৹ প্যাকিং ৵৹ আনা।

উদাসীন হইতে প্রাপ্ত।

সর্ব্বপ্রকার অম্ল রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা ধারণে বুক জ্বালা, আহারান্তে আহারীয় দ্রব্য বমন, অম্লনিত অজীর্ণ, উদরাময়, অম্লশূল, বেদনা, আমাশয়, চক্ষু হস্ত পদাদির দাহ, দৌর্ব্বল্য, অনুপস্থিত অম্ল, এবম্বিধ উপসর্গ বিশিষ্ট অম্লজনিত ব্যাধি এই আশ্চর্য্য ঔষধ সেবনে সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য ১৹, প্যাকিং ৵৹ আনা। শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ৪৮ নং মধুরায় লেন, কাঁসারিপাড়া, শিমলা কলিকাতা

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬ অথবা ৩৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড,

কৌড়হারী বাগবাজার কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি এবং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ সংস্কৃত মূল ও তাহার বঙ্গানুবাদ সহিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। বিশেষ রোগিদিগের পীড়ার অবস্থা অবগত হইলে ঔষধাদির ব্যবস্থা প্রেরিত হয়। আমি, সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করি। ঔষধাদি প্রায় ডাকে প্রেরিত হয়।

বর্দ্ধমান রাজের পরিচয় ও বিবিধ বিষয় সহ এই কবিরাজের ঔষধাদির মূল্যনিরূপণ পুস্তক বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

স্বর্ণ ঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ।

এই সর্ব্বোপকারক ঔষধ অনুপান বিশেষের সহিত সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, পুরাতন প্রহণী, কোষ্ঠবদ্ধ, শুষ্ক প্রমেহ, শুক্রতারলা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, প্রগাঢ় চিন্তা ও অতিশয় অধ্যয়নাদি জন্য হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা এবং শৈশব ও বৃদ্ধাবস্থার প্রায় সমস্ত পীড়াই স্বল্পায় প্রশমিত হয়।

১ রতি মাত্রায় ৭ পুরিয়া মূল্য ১
১ তোলার মূল্য ৸৵
৭ রতি হইতে ১ তোলার ডাক মাশুল ।৹ আনা।

ভৈষজ্যরত্নাবলী।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

এই সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-গ্রন্থে ত্রিদোষোক্ত সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ এবং সমস্ত তৈল ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ বিশেষ তন্ত্র হইতে বিবিধ উত্তম পাঠ নিদানোক্তিরিক্ত কতিপয় রোগের অতি ফলপ্রদ বিবিধ ঔষধ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

মূল্য—৩ টাকা ও ডাক মাশুল—।৹ আনা।

ম ন নিদান সংস্কৃত মূল ও তাহার বঙ্গানুবাদ [illegible] মূল্য ১৷৹ মাশুল ৵৹।

আমর নামে পত্রাদি লিখিবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়
কৌড়হারী বাগবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টরি করা। Registered.

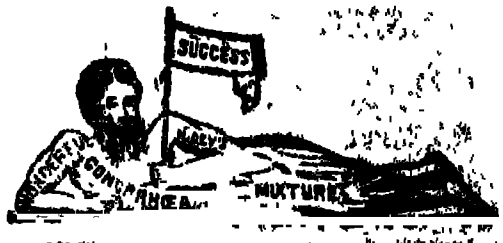

সকল প্রকার মেহরোগের

পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা

ডাকমাশুল প্যাকিং ।৹ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ সিরিঞ্জ পুরিত মাত্র শিশির সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রতারল্য এবং ঔপসর্গিক জ্বর, প্রস্রাবের কালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা ধাতুর ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত জ্বালা যন্ত্রণা, পারীষিক দৌর্ব্বল্য, অক্ষমতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বস্তির পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন, সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানা প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন, আমাদের এই অনুরোধ।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপী দন্তমঞ্জন।

ইহা দ্বারা দন্তমূল, দন্ত কনকনানি রোগের নাড়িতে ঘা, পুঁজ ও রক্ত পড়া ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা শিথিল দন্ত পুনরায় কঠিনরূপে বসে, দন্ত মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়, মুখের দুর্গন্ধ একেবারে যায়। মূল্য প্রতি কৌটা ।৹ চারি আনা মফস্বলে প্যাকিং ।৹ আনা।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—শ্রীহরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

সচিত্র নূতন পুস্তক।

যিনি বিশুদ্ধ-প্রণয়ের হৃদয়।

বিদায়ের ছবি দেখিতে চাহেন তিনি এই পুস্তক শীঘ্র ক্রয় করুন।

রাজলক্ষ্মী—আদর্শন।

(পাঁচ খানি অভিনবকালের ভীষণ ঘৃণা সহিত।)

মূল্য ৷৵৹ দশ আনা মাত্র ডাকমাশুল লাগিবে না।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

"রাজলক্ষ্মী-অদর্শন—পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্তা সাম্প্রতা প্রণয়ের এমন উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অদ্যি অল্প দেখিয়াছি। তাঁহাতে লেখক তাঁহার মনের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে পাষাণহৃদয় পাঠকের হৃদয়েও তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবেই পড়িবে। রোগ মৃত্যুশয্যা এবং একাকী শয়নের লইয়া যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া যদিও আমরা তাঁহার মত মুক্তকণ্ঠে মহি তথাপি অল্প সমালোচনা করিতে পারি নাই।" আদ্যোপান্ত ইহাতে মূল্য ৵১।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীহরিদাস দে, কলিকাতা—৬৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

৺ উমাচরণ কবিরাজের ঔষধালয়।

১৩৫ নং মনহরিপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদবিহিত সর্ব্বপ্রকার ঔষধ, তৈল,ঘৃত,মোদক প্রভৃতি সর্ব্বদা উচিত মূল্যে পাওয়া যায়।

সঞ্জীবনী বটী।

গ্রহণী, পেটব্যথা, অজীর্ণ, উদরাময়, আম প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ কৌটার মূল্য ২ টাকা।

৩০ বৎসরের পুরাতন মাজুম।

মূর্চ্ছা, উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি রোগে মানসিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকারক। এক পোয়ার মূল্য ৫ টাকা।

শ্রীজগদ্বন্ধুবোষ কবিরাজ।

কেত এণ্ড হেলথ।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি হাজার হাজার লোকে ব্যবহার করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

এই ঔষধ এক সপ্তাহে ব্যবহার করিলে ধাতু, দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া শরীর প্রফুল্ল অনুভব হইতে থাকে, মনের সদা-দোষ নিবারিত হয়। শুক্র বৃদ্ধি ও ধাতুপোষণের উপযোগী হয়। মূল্য ৫ টাকা ডাক মাশুল।

গণোরিয়া রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই দুর্ব্ব ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার ধাতুর পীড়া বিনষ্ট আরোগ্য হয়। একবার আরোগ্য হইলে পুনর্ব্বার হইবার আশঙ্কা থাকে না।

বহুমূত্র রোগের

যে কোন কারণে যেরূপে এই রোগের উৎপত্তি হউক না এই ঔষধ ব্যবহারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হইবে। ইহা ব্যবহারে কোন অপকার হয় না।

মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ঔষধ।

এই রোগের এ পর্য্যন্ত যত ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে সদ্য [illegible] ব্যথা, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, [illegible] ইহাতে, সত্বর আরোগ্য হয়। [illegible]

সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ।

এই বটি খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লব্যাপার, অম্ল, পেটকাঁপা,পেটে বেদনা,অপরিপাক,অরুচি, আলস্য, জ্বর, উদরাময় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। ইহা সেবনে স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বাতব্যথায় কৌটার সহিত মোড়ক করিয়া দেওয়া হয়। ছোট কৌটা ২ টাকা বড় কৌটা ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। মূল্য না পাঠাইলে ঔষধ কাহাকেও পেয়েবল পোষ্টে পাঠান হইয়া থাকে। অন্য অন্য ঔষধের মূল্য যে পত্রে লেখা আছে তাহা ডাক মাশুলে পাঠাইতে হয়।

G. H. manager's Jawahir eksir medical Hall, near Machhodri Talab Benares.

DARLINGTON'S PAIN-CURER.

ডার্লিংটনের পেনকিউরার।

শরীরের সর্ব্বস্থানের ব্যথা, বিশেষতঃ নিম্নলিখিত রোগগুলি, ইহাদ্বারা নিশ্চয় আরোগ্য হইবে, পিঠের ব্যথা, শিরঃপীড়া, বুকের ব্যথা, গলাধরা সর্দ্দি, কাশি, বুকধড়ফড়ানি ধরা, শিরঃপীড়া, দন্তশূল, পাকস্থলির ব্যথা, বাত, পক্ষাঘাত, হুঁচকির ব্যথা, স্ত্রিলরা দাঁতের ব্যথা, মূলা, পুরাতন ঘা, অর্শ ঘা এবং অন্যান্য চর্ম্মরোগ যখন সকল প্রকার চিকিৎসায় কিছু উপকার না হয়, তখনও ডার্লিংটনের পেন কিউরার কেবল উপরে মাখিলেই আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি ষোড়শ এক টাকা, বড় ষোড়শ দুই টাকা ডাকের মোকাই আট আনা।

ডার্লিংটন এণ্ড কোম্পানী।

৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যবহার করিবার নিয়ম—এই ঔষধ প্রতিদিন দুইবার বা তিনবার মালিশ করিতে হইবে। অত্যন্ত কষ্ট বেদনায়ও ইহা প্রয়োগ করিলে আরোগ্য হইবে। দীর্ঘকালের বেদনা হইতে ইহা বিনুবিনে বাবত উত্তমরূপে প্রয়োগ করা আবশ্যক। ইহাদ্বারা সমস্ত প্রকার বেদনা আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইয়াছে, প্রত্যক্ষফলে জানিবা। [illegible] বাবু নন্দ নন্দ [illegible] পর আরোগ্যের নিমিত্ত ইহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি [illegible] তিনি প্রত্যেক বারই ইহাদ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	১০

একখানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল /১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কন্যক্রমের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন চাঙড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৯০ সাল ১ লা চৈত্র

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।
চাঙড়িপোতা
সোণারপুর ডাকঘর ২৪ পরগণা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশে সকল বিষয় ধরে না বলিয়া আমাদের মনে ক্ষোভ থাকে, পাঠকগণের মনেও ক্ষোভ জন্মে, এই নিমিত্ত ইহাকে আগামীবার পাঁচ ফরমা করা হইয়াছে। কিছুদিন পরে ইহাকে ছয় ফরমা করা হইবে এরূপ সঙ্কল্প আছে। যদি ঈশ্বর কৃপা করেন, দেশের লোকেরা সাহায্যদানে [illegible]

করেন, পত্রপ্রেরক ও সংবাদদাতৃগণ কিঞ্চিৎ অধিকতর পরিশ্রম স্বীকারে উৎসাহী হন, তাহা হইলে এ সঙ্কল্প সিদ্ধি হওয়া বিচিত্র নহে। এবিষয়ে এখন অধিক আড়ম্বর করা বিফল।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ

৩১ এ আষাঢ় সোমবার।

পাঠক! বিজ্ঞাপনস্তম্ভে দেখিয়াছেন, এলা হইতে অযধি পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্পত্তি হইয়াছে। কলিকাতা দক্ষিণ পূর্ব্ব ষ্টেট রেলওয়ে উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। উহার নূতন নাম ও নূতন কার্য্যসম্পাদক হইয়াছেন। নূতন কার্য্যসম্পাদক একজন ইউরোপীয়। নূতন কার্য্যসম্পাদক হইলেন, এখন কলিকাতা দক্ষিণ পূর্ব্ব ষ্টেট রেলওয়ের পুরাণ কার্য্যসম্পাদক ও সহকারী কার্য্যসম্পাদকের গতি কি হয়? ইহা লইয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। নানা লোকের নানা কথা শুনিতেছি, কিন্তু একটী স্থির কথা শুনিতে পাইতেছি না। আমরা অনেক দিন অবধি বাঙ্গালা রেলওয়ের কার্য্য দেখিতেছি। বাবু রমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু পূর্ণচন্দ্র সিংহ উহার কার্য্য চালাইতেছেন। ইঁহারা গবর্ণমেণ্টকে লাভও দেখাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ব বাবুর সময়ে লাইনের উন্নতি ও লোকসমৃদ্ধির বিলক্ষণ বৃদ্ধিও হইয়াছে। আমাদের মতে ইউরোপীয় ম্যানেজর না রাখিয়া রামগতি বাবু ও পূর্ণবাবুর উপরে পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়েরও ভার দেওয়া হউক। ইঁহারা আর একজন সহকারী রাখিয়া অনায়াসে কার্য্য চালাইতে পারিবেন। পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে লাইন এত দীর্ঘ নয় ও তাহার কার্য্য এত গুরুতর নয় যে তাহার সম্পাদন ইঁহাদের অসাধ্য হইবে। ইঁহারা রেলওয়ের কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ ও পরিপক্ক হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত কার্য্য সম্পাদন অতিপ্রেত। ইঁহাদের উপরে ভার দিলে সে অতিপ্রেত সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। এ দেশে একটী প্রথাই হইয়া উঠিয়াছে, ইউরোপীয় পাখা আর হাতী পোষা সমান। ইউরোপীয় ম্যানেজরের উদর পূরাইতে অনেক কাঠ খড় লাগিবে। আমরা শুনিতেছি গবর্ণমেণ্ট আ[illegible] হইবেন। যাহারা রেলওয়েতে বহু ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ছিলেন, তখন গবর্ণমেণ্ট কতিপয় হইয়াছিলেন। রামগতি বাবু আসিয়া অনেক লাভ দেখাইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট এই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া যদি এ দেশীয়ের উপরে নির্ভর করিতে আরম্ভ করেন, তাহারাই যে কেবল লাভবান হইবেন, তাহা নয়, এ দেশীয়েরাও ক্রমে উৎসাহ পাইয়া কার্য্যের লোক হইয়া উঠিবেন।

বিশ্বাসভঙ্গ অপরাধ বুঝি আইনগ্রন্থ হইতে উঠিয়া যায়।

সম্প্রতি ডায়মণ্ড হারবরের ডেপুটী কমিশনর বি, জে, বি, [illegible] একটী মকদ্দমায় যে বিচার করিয়াছেন, তাহা যদি নজীররূপে নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে বিশ্বাসভঙ্গ অপরাধ আইনগ্রন্থ হইতে উঠিয়া যাইতে আর বাকী নাই। যে সকল বণিকালয়ের তহবিল তছরূপ করা হয়া ও বেশীর ভাগ পাঠপত্র পূরা করিয়া, তাহাদের পক্ষে বড়ই সুবিধা হইবে। তাহাদিগকে আর দণ্ডভোগ করিতে হইবে না। "অতি অসদ্ধান অভিপ্রেত" বলিয়া বিচারপতিরা তাহাদিগকে ডেপুটী কমিশনরের ন্যায় নিঃসংশয় অব্যাহতি দিবেন। পাঠক! অগ্রে মকদ্দমা বৃত্তান্তটী শুনুন। তাহা লিখিত হইয়াছে,

[illegible] কোম্পানি বাদী; ওয়ালটর [illegible] আসেগমাতর প্রতিবাদী। কুচবিহারের [illegible] হলদীবাড়িতে উক্ত কোম্পানির যে [illegible] করিবার আছে, প্রতিবাদী তাহার ম্যানেজার। ১৮৭৭ সালের ৪০ আইনের ৪৩ ধারার অনুসারী [illegible] ৪৪ প্রতিবাদীর নিকটে যে কতকগুলি টাকা [illegible] তাহা লইয়া মকদ্দমা।

প্রতিবাদী ম্যানেজর বর্ণিত কোম্পানিকে না জানাইয়া তাঁহার কারবারের টাকা নিজে খরচ করিয়াছেন, ইহাতে কি বিশ্বাসভঙ্গ হয় নাই? তবে এ অপরাধ করে, তাহারা আর আদালতে দণ্ডনীয় হইবে কি প্রকারে? অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের টাকা লইয়া ব্যবহার করা? কিন্তু বিস্তারিত করা কারবার অনেক। প্রতিদিন টাকার আমদানী ও রপ্তানী হইতেছে। কাজ যে করিবার থাকে, সে যদি আমদানী টাকার কথা উল্লেখ না করে, তাহাতে কি তাহার বিশ্বাসভঙ্গ ও তহবিল তছরূপ করা হয় না? বিচারপতি স্পষ্ট লিখিয়াছেন:—

There is no doubt that, as manager and as partner, the accused was in a position of trust.

There is no doubt that he used for his own purpose money which under the terms of his agreement was certainly not payable to him at the time that he used it, in other words to which he was not entitled.

অপরাধী ম্যানেজার ও অংশী, অতএব তাঁহার পক্ষটী যে বিশ্বাসের পদ সে বিষয়ে সংশয় নাই।

তাহার সহিত যেরূপ এগ্রিমেণ্ট, তাহাতে তিনি যে সময়ে টাকা নিজে খরচ করিয়াছেন, সে সময়ে তিনি সে টাকা ব্যয় করিবার অধিকারী নহেন।

বিচারপতি বলেন, প্রতিবাদীর অসৎ অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু তিনি মকদ্দমার এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিবাদির নির্দ্দোষতা প্রতিপাদন ও সমস্ত সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা যে কিরূপে সুসিদ্ধ হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যথা:—

দণ্ডবিধিতে "অসৎ অভিপ্রায়" ইহার যেরূপ ব্যাখ্যা আছে, তাহা এই:—

Now the definition of "dishonestly" in the Penal Code is, anything done "with the intention of causing wrongful loss or wrongful gain to another person."

অভিপ্রায় কি কার্য্যদ্বারা প্রকাশিত হয় না? প্রতিবাদী যখন বর্ণিত কোম্পানির কারবের টাকা লইয়া নিজে খরচ করিয়াছেন, তখন কি অন্যায় করিয়া উক্ত কোম্পানির অন্যায়রূপে ক্ষতি করা হয় নাই? সে টাকায় তৎকালে উক্ত কোম্পানির কার্য্য করিলে কি অধিক আয় হইত না? সে আয় ক্ষতি করাতে কি অন্যায় করিয়া উক্ত কোম্পানির ক্ষতি করা হয় নাই? এ ক্ষতি যদি অন্যায় ক্ষতি বলিয়া গণ্য না হয়, তবে কোন্ ক্ষতি অন্যায় বলিয়া গণ্য হইবে?

প্রতিবাদী যে ব্যবহার করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির [illegible] সে কিরূপ দূষিত, তাহাও পাঠক! রায়ের উদ্ধৃত অংশটুকু দর্শন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যথা:—

The illustrations of the offence of criminal misappropriation of property given in Sect. 403 of the Indian Penal Code, are sufficiently clear. It is laid down in Explanation I., that a dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of the section. The fact that the accused was a partner as well as a manager would not shelter him, for it has been ruled by a full bench [illegible] This upside down

by the evidence that the partner was entrusted by his co-partners with property or with a dominion over it, and that he had *dishonestly* misappropriated it or *wrongfully* used it, in violation of the mode in which his trust was to be discharged, or of the agreement between the parties as to the use he was to make of the property, he ought to be tried for criminal breach of trust.

সম্পত্তির অযথা বিনিয়োগ যে ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া পরিগণিত, তাহা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ৪০৩ ধারাতে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার প্রথম ব্যাখ্যাতে আছে, যে কোন সময়ে হউক, অংশীদার-কৃত সম্পত্তির অযথা বিনিয়োগ ঐ ধারার অন্তর্গত। কলতঃ প্রতিবাদী অংশী ও ম্যানেজার বলিয়া দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। কারণ, হাইকোর্টের বিচারপতিরা নিয়ম করিয়াছেন, যদি সাক্ষ্যমুখে এরূপ প্রমাণ হয়, যেরূপ এগ্রিমেণ্ট আছে, কোন অংশী তাহার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া সম্পত্তির অযথা বিনিয়োগ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার ফৌজদারী আদালতে বিচারযোগ্যতার বিষয় হইবে।

প্রতিবাদী যে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস থাকতায় দণ্ড হওয়া যে উচিত, তাহা এতদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। পাঠক! কি মনে করিতেছেন, অপরাধী গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন? যদি মনে করিয়া থাকেন, ঘিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যদি এদেশীয় ম্যানেজার হইতেন, পাঠক যাহা মনে করিতেছেন, তাহা হইত সন্দেহ নাই। নিঃসন্দেহ তাঁহার গুরুদণ্ড হইত। কিন্তু অপরাধী গুরুকর্ম্ম, অপরাধ-কালিমা তাহার গায়ে লাগিতে পারে না!

অপরাধীর যে কেমন কৌতুকাবহ দণ্ড হইয়াছে, পাঠকের কি তাহা শুনিবার নিমিত্ত কৌতূহল জন্মিতেছে না? বিচারপতি অপরাধীকে বিশ্বাসঘাতী বলিয়া স্থির করেন নাই। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অপরাধী "অতি অসাবধান অবিবেচক।" তিনি যে অসহনীয় দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তাহা এই:—

And his conduct has not gone unpunished. In fact the punishment he has already received in loss of position, mental anxiety, and in the fine which the exposure of his defence have necessarily involved, amount to a punishment at least as severe as the short term of imprisonment, which, in consideration of the extenuating circumstances and the recommendation of the prosecution, I should have considered sufficient, had I found it my duty to convict. I am glad I have been able to come to a different conclusion, and in directing that the prisoner be discharged, I will express a hope that he will never again be tempted to forget how narrow a line separates conduct such as his has been from dishonesty.

তিনি বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পান নাই। ফলতঃ আমি যদি তাঁহাকে অপরাধী করিতাম, তাহার যে দণ্ড হইয়াছে তাহা আমার যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার পদটী গিয়াছে, তিনি মানসিক কষ্টভোগ করিয়াছেন, স্বপক্ষ সমর্থনার্থ তাঁহার অনেক টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এ দণ্ড অন্ততঃ অল্পকালের নিমিত্ত কারাবাসের তুল্য গুরুতর। আমার আহ্লাদের বিষয় এই, আমি অন্যপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আমি তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলাম। আমার আশা এই, তিনি পুনরায় এরূপ কার্য্যে প্রলোভিত হইবেন না। তিনি এ কথা ভুলিয়া যাইবেন না যে তাঁহার চরিত্র ও অসৎ অভিপ্রায়ের মধ্যে কিরূপ একটী সূক্ষ্ম রেখামাত্র ব্যবধান আছে। আমরা উপরে যে কথা কহিয়াছি পাঠক এক্ষণে সেটী স্মরণ করিয়া দেখুন। ডেপুটী কমিশনরের এই রায়টী যদি নজিররূপে লিখিত হয়, তাহা হইলে অনেকের বিশেষতঃ বিদেশীয়ের পক্ষে সবিশেষ সুবিধা হইবে কি না?

ভারতের মজুরদ্বারা ভারতের পতিত ভূমির উদ্ধার কি কর্ত্তব্য নয়?

এ দেশের প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, দেশে লোক অধিক হইলে অথবা উপস্থিত হইলে অতিরিক্ত লোক লইয়া নূতন স্থানে বসতি করাইবার রীতি পূর্ব্বাবধি এদেশে চলিয়া আসিতেছে। মহাকবি কালিদাস হিমালয়ের বর্ণনাবসরে কহিয়াছেন:—

"অনন্যসাধারণভাজনং বসতিং বহুসম্পদাং।
পুরীমিবাধ্যাবসতং কুবেরপুরনির্জ্জিতাং॥"

ধনসম্পত্তির বসতিস্থান কুবেরপুরীর এ স্বর্গের অতিরিক্ত জন লইয়াই যেন হিমালয় উপনিবেশিত হইয়াছে:—

শ্রীতিশাস্ত্র বিশারদ বাৎস্যায়নোপাধ্যায় চাণক্য বলেন,

"ভূতপূর্ব্বকৃতপূর্ব্বং বা জনপদং পরদেশাৎ পুরুষানাহারদ্রব্যসাধনসমবেতান্ বা নিবেশয়েৎ॥"

যে স্থানে আদৌ বসতি নাই, অথবা বিরলবসতি আছে, সেখানে অপর দেশ হইতে লোক আনিয়া অথবা স্বদেশের অতিরিক্ত লোক লইয়া বসতি করাইবে।

এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, নানা দেশ হইতে লোক উঠিয়া গিয়া নূতন স্থানে উপনিবেশ করিতেছে। গ্রেট ব্রিটন হইতে ১৮১৫ হইতে ১৮৬২ পর্য্যন্ত ১০০৪৭৮৩৫ লোক নিবেশে গিয়া বাস করিয়াছে। ১৮৬২ তে ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ড হইতে যত লোক যে দেশে গিয়া বাস করে, তাহার তালিকা এই—১৬০৯৯২ ইংরেজ, ৩২০৭২ স্কটলণ্ডীয়, ৮৪১০২ আয়রলণ্ডীয়, ১৩০০২৯ বিদেশীয়। ২৮৯৩ ব্যক্তিকে বিশেষরূপে আমিতে পারা যায় নাই। গ্রেট ব্রিটন হইতে যেমন লোক উঠিয়া গিয়া অন্যত্র বাস করিয়াছে, এইরূপ ইউরোপ খণ্ডের অন্য অন্য স্থান হইতেও লোক উঠিয়া নানা বিশ্ব দেশে গিয়া বাস করিয়াছে।

ভারতবর্ষের সকল স্থানে সমান লোকের বাস নহে। কোন স্থান লোকাভাবে পতিত মরুভূমি সদৃশ, কোন স্থান লোকে পূর্ণ, এত লোক যে স্থানাভাবে কৃষিকর্ম্মের সুবিধা নাই। তাই আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট জীবিকার সংস্থানের জন্য দরিদ্র লোকদিগকে বিদেশে মজুরি করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহারা এক স্থানের ঘনবসতি গ্রাম বা নগর হইতে বিরলবসতি বা বসতিহীনস্থানে লোক লইয়া গিয়া পত্তন করিয়া দিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট বিদেশে কুলি পাঠাইবার যে চেষ্টা পাইতেছেন, যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে উপনিবেশ তাহার উদ্দেশ্য নয়, তথাপি তদ্দ্বারা দরিদ্রগণের উপকার সাধন উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা বলি ঐ সকল মজুর লইয়া ভারতবর্ষের ভিতরে কাজ করিলে কি ভাল হয় না? আসাম, শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে কুলি প্রেরণের বিপক্ষ নহি। যাহারা কুলি লইয়া যায়, তাহাদিগের দুর্ব্ব্যবহারই আমাদিগের অসন্তোষের একমাত্র কারণ। কিন্তু আমরা কুলিদিগের ভিন্ন রাজ্যে অথবা ভারতবর্ষের বাহিরে যাইবার পক্ষপাতী নহি। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের লাভই বা কি? ভারতবর্ষের ভূমী উদ্ধার এবং সকল অংশী আবাদ হইলে অনেক লোকে সচ্ছল ও অনেক লোক প্রতিপালিত হইতে পারিবে, সুতরাং তৎসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আয়ও বৃদ্ধি হইবে। ইহা দ্বারা দেশস্থ সাধারণের বিলক্ষণ উপকার হইতে পারিবে। প্রজারা এখন যে কলহার ধরন করিতেছে, প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে এই করভারের কতক অংশ তাহারা-ও বহন করিবে, কাজেই এক উদ্যোগে গবর্ণমেণ্ট এবং প্রজা উভয়েই লাভবান হইতে পারিবেন। পরন্তু রাজ্যে অথবা ভারতের বাহিরে কুলি লইয়া যাইবার জন্য কুলি

সংগ্রহ করা এখন যেমন দুষ্কর, তখন তেমন দুষ্কর হইবে না।

ভারতবর্ষের ভূমি ভারতবাসীর উর্ব্বরা করিবার যেমন সুবিধা, বিদেশীয় লোকের সেরূপ সুবিধা নাই। তথাপি বৈদেশিক লোকে ভারতবর্ষে আসিয়া যেরূপে ভারতবর্ষের ভূমী লইয়া তাহার স্বত্বভোগ করিতেছেন, যেরূপ নিষ্ঠুরতা সহকারে এদেশীয় লোকদিগকে ক্ষেত্রে খাটাইতেছেন, ভারতবাসীরা যদি এক একটী স্থান আবাদ করিয়া তাহার স্বত্বভোগের চেষ্টা পান, তাহা হইলে সেরূপ নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন হয় না, আপনারাও ধনী হইতে পারেন এবং দেশের অনেক দরিদ্র লোকও প্রতিপালিত হইতে পারে। চাকুরীর অত্যাবশ্যিক কষ্ট অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য ও কৃষি কর্ম্ম প্রভৃতির উপর লোকের দৃষ্টি পতিত হইতেছে। এ সময়ে কৃষিকার্য্যের সুবিধা করিয়া দিতে পারিলে পতিত ভূমীর শীঘ্র আবাদ হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমরা সচরাচর এদেশে কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়া থাকি। কিন্তু সে সকল অর্থসাপেক্ষ। আমাদিগের দেশের ধনী লোকেরা কল কারখানার কাজ বুঝেন না, তাই তাঁহারা কলকারখানায় প্রতিষ্ঠা করিয়া মূল ধন বিনিয়োগ করিতে পারেন না। বাস্তবিক এদেশীয়ের কলকারখানা প্রতিষ্ঠার বিষয় অনেক ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের লোকে কলকারখানার মর্য্যাদা বুঝেন। তাঁহাদিগের কলকারখানায় কাজই অধিক। এই কারণে তাঁহারা অপর কোন আফিসাক উহার প্রতিষ্ঠা করিতে দেখিলে মর্ম্মব্যথা পান। গবর্ণমেণ্টের প্রাণে আবার তাহা সহ্য হয় না। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট কারখানার উপর আইন করিলেন। বোম্বাইয়ের বস্ত্রের কলওয়ালারা পাছে ইংলণ্ডীয় বস্ত্রব্যবসায়িদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করে, এই ভয়ে ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকগণ বস্ত্রের শুল্ক উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতেই মত দিলেন এবং লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপিত করিলেন। বিশেষতঃ কলের কাজ শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু তত্রত্য কারখানাওয়ালারা আবার সরলভাবে এ দেশীয়কে তাহার সকল কৌশল সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দেন না। এই ভারতবর্ষে এদেশীয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যে দুই একটী কল আছে, তাহা ইংরাজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, অথবা এদেশীয়ের অর্থে ইংরাজকর্ম্মচারীর দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে কলকারখানা করিতে গেলে যেমন বহু অর্থের প্রয়োজন, তেমনি দৃঢ়তার আবশ্যক। কিন্তু আমাদিগের সে দৃঢ়তা নাই। আবার কষ্টে সৃষ্টে বিদেশ হইতে কল কৌশল শিক্ষা করিয়া আসিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া কার্য্য করা দূরে থাকুক, অনেকে এদেশজাত সামগ্রী ক্রয় করিবেন বলিয়া যে উৎসাহ দেন, তাহাও আশানুরূপ নহে।

অতএব এই সকল অন্তরায় প্রতিবন্ধক সত্ত্বে কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করা সহজ নহে। কি এদেশ কি বিদেশ সকল স্থানেই বড় বড় কারখানা করিতে হইলে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু কারখানায় যে অর্থের সংগ্রহ হয়, তাহা অতি কঠিন ব্যাপার বলিয়া আমরা প্রস্তাব করিতেছি, এদেশীয়েরা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি খুলুক। ভারতবর্ষের যেখানে যত অল্প পতিত ভূমি রহিয়াছে, সেই সকল উর্ব্বরা করিবার জন্য সকলে মিলিত হইয়া অর্থ সাহায্য করিলে সেই সকল জমীর সহজেই আবাদ হইতে পারিবে। এদেশের ধনী লোকেরা এ কার্য্যটী উত্তমরূপ বুঝেন। তাঁহারা ইহার জন্য অর্থসাহায্যে কুণ্ঠিত হইবেন এরূপ বোধ হয় না। এদেশীয় মিল ব্যাঙ্কের রাজ্যের অনেক ভূমি পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। এদেশীয় লোকের এরূপ সাধু চেষ্টা হইলে তাঁহারাও ইহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবেন। কলকারখানা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত যেরূপ অর্থের প্রয়োজন, উহাতে তদপেক্ষা অল্প অর্থের প্রয়োজন হইবে অথচ প্রচুর আয়ও হইতে পারিবে। বিদেশে কুলী হইয়া যাওয়া অপেক্ষা দরিদ্র লোকে অতি আহ্লাদ সহকারে অল্প জমীতে এদেশে খাটিতে অমত করিবে না। তাহাদিগের উপর অত্যাচার না হইলে তাহারা পরিশ্রমে প্রাণ করিবে এবং কোম্পানির ক্রমোন্নতি বিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরেরও অবস্থার উন্নতি হইবে। তাহারা এই সকল জমী একবার উর্ব্বরা করিয়া দিলে অনায়াসে অন্যত্র যাইতে পারিবে কিন্তু যাহারা দুঃখের জ্বালায় মজুরী করিতে আসিবে তাহারা জমীর অভাবে অধিক দিন থাকিবে না, কোম্পানি তাহাদিগের কৃষিকার্য্যের সাহায্য করিয়া নিশ্চয়ই তাহা দেই সকল স্থলে স্থায়িরূপে রাখিতে পারিবে।

এদেশের লোকে প্রায় স্ত্রী পুত্র পরিবার ফেলিয়া কোথাও যাইতে চাহে না, কাজেই কারখানায় অধিক দিন থাকিতে পারে না। এই কারণে তাহারা দেশত্যাগী হইয়া যাইবার প্রস্তাব করে না। কিন্তু আমাদের উক্ত প্রস্তাব যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের দেশে থাকা ঘটিবে এবং তথে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহারা বরং তাহাদিগের আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে তথায় লইয়া আসিতে পারিবে। সুতরাং কুলী সংগ্রহের ন্যায় ইহাতে কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক কারখানা করিলে কে অধিক লাভবান হইবেন। আমাদিগের বোধ হয় গবর্ণমেণ্টেরই অধিকতর লাভ হইবে। তাঁহাদিগের বিনা ক্লেশে প্রজার সুখবৃদ্ধি ও আপনাদিগের আয়ের পথ অধিকতর বিস্তৃত করা হইবে, অথচ ইহাতে তাঁহাদিগের অন্বেষণীয়ের কোনরূপ অতিরিক্ত আশঙ্কা নাই। অতএব এরূপ স্থলে অন্বেষণীয়েরা উদ্যোগী হইয়া যদি এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের বিশেষ রূপে সাহায্য করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। আমরা অন্য সাহায্যের কথা বলি না, মূলধনের জন্য যে টাকার প্রয়োজন হইবে, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য সাধারণে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইবে। এই বিজ্ঞাপনে যে সময় হইতে কার্য্যারম্ভের কথা থাকিবে, তাহার মধ্যে যদি সকল অংশের টাকা উপস্থিত না হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা ক্রয় করিবেন। এরূপ করিলে গবর্ণমেণ্টের লাভ হইবে এবং কোম্পানিরও স্থায়ী হইবার আশা অধিক হইবে। প্রথম প্রথম গবর্ণমেণ্ট আনুকূল্য না করিলে ও তাঁহাদিগের সংস্রব না রাখিলে লোকে মনের টাকা বাহির করিতে সাহসী হইবেন না।

পুলিসকার একটী উৎকট প্রস্তাব।

এ সপ্তাহের আমাদিগের একজন সংবাদদাতা কলিকাতার দুটী মিষ্টের সংবাদ দিয়াছেন। চুরি ডাকাইতি প্রভৃতির জোর যেরূপ প্রবল হইয়াছে বর্ত্তমান পুলিসকে যদি তাহার মুখে আগ স্বরূপ করিয়া দেওয়া যায়, ইহা সে স্রোতোবেগ রহিত করিতে পারিবে না। পর্ব্বতভুল্য দুরবাকার পুলিস সে মুখে নিক্ষিপ্ত হইলেও সে বেগ রক্ষা হয় কি না সন্দেহ স্থল। "যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ" এই একটী চিরন্তন প্রবাদ বাক্য আছে। আমরা বর্ত্তমান পুলিসকে এই প্রবাদ বাক্যের একটী প্রধান উদাহরণ স্থল দেখিয়াছি। পুলিসে যিনি প্রবেশ করেন, তাঁহারই আকার প্রকার অন্য প্রকার হইয়া যায়। পুলিসের লোকদিগের নানা প্রকার প্রলোভন আছে। তাহার আকর্ষণে বাধা দেওয়া বড় কঠিন কাজ।

অথবা আমরা বৃথা পুলিসকে দুষিতেছি। আমাদের দেশের লোকেরই সহকার প্রেম। তাঁহারাই পুলিসকে নষ্ট করিয়া তুলেন। তাঁহারা যদি শক্ত হন, কুকর্ম্মকে প্রশ্রয় না দেন, পুলিস কি বিকৃত হয়? কিন্তু আমরা দেশের যেরূপ অবস্থা ও পুলিসের যে প্রকার ব্যবহার দেখিতেছি, তাহাতে পুলিসের সংস্কার সংশোধন হইবার আশা নাই।

অতএব আমরা আজ একটী উৎকট প্রস্তাব করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট পুলিস উঠাইয়া দিন।

১৮৮২। ৮৩ অব্দের বঙ্গদেশীয়ব্যয়সম্বন্ধে যে উক্ত রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়েছি। ঐ বর্ষে বঙ্গদেশের পুলিস বিভাগে ৩৮৩৩৫১ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৮৮১ অব্দে ৩৮৫৬৫৫৯ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ১৮৮২ অব্দের ৩১ এ ডিসেম্বর ৭৭ জন প্রধান পুলিস-কর্ম্মচারী এবং ৩৪৮০ অধীন কর্ম্মচারী ও ১৯৮০৫ জন কনষ্টেবল ছিল। এতদ্ভিন্ন রেলওয়ে পুলিস, রিজার্ভ পুলিস, কাবড়া মিউনিসিপাল পুলিস এবং উড়িষ্যা নিমক পোক্তানে নিযোজিত স্বতন্ত্র পুলিস কর্ম্মচারী ছিল। উক্ত রিপোর্টে বলে যে প্রকৃত পুলিস কার্য্যে নিযোজিত পুলিস কর্ম্মচারিদিগের নিমিত্ত ঐ অঙ্কে ২৬১৫২০২ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। আমাদিগের প্রস্তাবানুরূপ যদি কার্য্য হয়, তাহা হইলে পুলিসে এত লোক রাখিতে হয় না। গবর্ণমেণ্ট কে এত ব্যয় করিতে হয় না। অল্প ব্যয়ে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। চুরি ডাকাইতির নাম গন্ধ থাকে না, প্রজা লোকে সুখে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারে। প্রস্তাবটী এই,—

গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি গোয়েন্দা নিযুক্ত করুন। যেখানে যত চোর ডাকাইত আছে, তাহারা তাহাদিগেরই অনুসন্ধান রাখুক। ঐ সকল চোর ডাকাইতের কিছু কিছু মাসিক বন্দোবস্ত করা হউক। তাহারা যদি সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে আর চুরি ডাকাইতি হইবার সম্ভাবনা কি? বর্ত্তমান পুলিস যখন চোর ডাকাইতি নিবারণে অসমর্থ হইলেন, তখন তাহার নিবারণের একটী উপায় ত চাই। পাঠক! আমাদিগের এ প্রস্তাবটীকে কি মন্দ বলেন? এ প্রস্তাবটী কি আনকোরা নয়? যদি বলেন গবর্ণমেণ্ট এই উপায় অবলম্বন করিয়া কিরূপে রক্ষা ভক্ষকাদির দমন করিবেন? তাহাতে যে পাপী হইবেন। আমরা উত্তরে বলি, গবর্ণমেণ্টের এরূপ কত অভ্যাস আছে। কাবুলের আমীরকে গুপ্তভাবে টাকা দেওয়া হয়, মধ্যে মধ্যে সীমা প্রদেশবর্ত্তী কুকি প্রভৃতিকে টাকা দিয়া সান্ত্বনা করা হইয়া থাকে। পাঠক! আমরা কি কেবল পরিহাস করিবার নিমিত্ত এ প্রস্তাবটী করিলাম তাহা নয়, বড় আশায় আশান্বিত হইয়াই এই প্রস্তাব করিলাম।

রাজপুরুষদিগের শৈলবাস।

এটী সাম্প্রতিক রোগের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। লর্ড এলগিনের এ দেশে রহিয়াছেন গবর্ণর জেনরলগণ। এই আসন্ন উপস্থিত হয়, গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় থাকিলে প্রাণ হারাইতে হইবে। লর্ড লরেন্স প্রথমে শৈলবাস করা প্রবর্ত্তিত করেন। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যখন দ্বিতীয়বার ভারতের গবর্ণর জেনরল করিয়া পাঠাইয়া দেন, সেই সময়ে তিনি জিদ করিয়া শৈলবাস স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার দেখাদেখি পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারলগণও ঐ পথের পথিক হন। ক্রমে ঐ রোগ এমনি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ও কমিশনরেরা পর্য্যন্ত নিদাঘকালে পর্ব্বতের মাঙ্কষহিতৈষণা সেবা না করিলে কার্য্যকর্ম্ম করিতে ও জীবিত থাকিতে পারেন না। ইহাতে দেশের পক্ষে অনেক প্রকার অমঙ্গল ঘটিতেছে। অনেক অর্থ বৃথা নষ্ট হইতেছে। ইহাতে প্রায় সকল লোকেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। যাহাতে ইহার নিবারণ হয় সকলে প্রাণপণে সেই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। সে দিন মান্দ্রাজে প্রায় পাঁচ হাজার লোক একত্রিত হইয়া তত্রত্য গবর্ণর সেণ্ট জর্জ সাহেবের শৈলবাসের এবং বাঙ্গালোরে সেনানিবেশের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখানেও সকলে প্রায় একবাক্যে রাজপুরুষদিগের শৈলবাসের প্রতিবাদ করিতেছেন। পক্ষপাতের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। যাঁহারা ইহার পক্ষ, তাঁহারা বলেন গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় থাকিলে প্রধান শাসনকর্ত্তাদিগের প্রাণ হানির সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, গ্রীষ্মে শৈল বাস করিয়া সুস্থ ও সকল দেহ হইলে অধিকতর পরিশ্রম সহকারে কার্য্যকর্ম্ম করিতে পারা যায়। যাঁহারা বিপক্ষবাদী, তাঁহারা কর্ত্তাদিগের দূরদর্শিতা নিবন্ধন কার্য্যক্ষতি ও অর্থ হানি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া থাকেন। যে কোন বিষয় হউক উভয় পক্ষের যুক্তিদ্বারা বর্ষণ করিতে পারা যায়। কিন্তু সেই যুক্তির বলাবল বিবেচনা আছে। পাঠক! আইস আমরা একবার শৈলবাসের সপক্ষদিগের প্রদর্শিত যুক্তিগুলির বলাবল চিন্তা করিয়া দেখি।

প্রথম, গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় থাকিলেই যে প্রাণ হারাইতে হইবে, এটী সিদ্ধান্ত বাক্য নহে। একের মৃত্যু দর্শন করিয়া এপ্রকার সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। যে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত হউক বহু উদাহরণ না দেখিয়া হয় না। ভারতবর্ষে কদাচিৎ শীতকালে যদি কোন দিন বৃষ্টি হয়, তাহা দেখিয়া কেহ কি এপ্রকার সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, শীতকালেই ভারতে বর্ষাকাল। তরুতর প্রবল প্রধান রাজকর্ম্মচারির গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় থাকিয়া কি কাজকর্ম করেন না? তাঁহাদের শরীরের স্বাস্থ্যের কি ব্যাঘাত হয়? যদি তাহা হইত [illegible] তাহা হইলে আমরা প্রতিবৎসর কলিকাতায় অধিক [illegible] সার দলপতি ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রভৃতিকে মৃত্যুর নিমন্ত্রিত দেখিতে পাইতাম। গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় থাকিলে যে পরিশ্রম করা যায় না, এ বাক্যটীকেই বা আমরা কিরূপে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিব। লর্ড কর্ণওয়ালিস ও লর্ড বেণ্টিং প্রভৃতি গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় বাস করিয়া অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে সময়ে কলিকাতায় অবস্থান করিয়া কার্য্য করেন, সে সময় বর্ত্তমান রেলোপযোগের কাল। অতএব সেই সময়ে যে কিরূপ পরিশ্রম করা আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এখন ত বিশ্রাম ও আমোদপ্রমোদ করিবার কাল। অতএব এখন যে গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় থাকিয়া কাজ করা যায় না এ কথা অকিঞ্চিৎকর।

এ সকল যুক্তি যা'র অকিঞ্চিৎকর হউক, তবে গ্রীষ্মকালে রাজপুরুষদিগের শৈলবাসের প্রকৃত যুক্তি কি? যুক্তি দুটী আছে। এক, এখানকার গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাচারী, রাজপুরুষেরাও স্বেচ্ছাচারী। রাজপুরুষদিগের ইচ্ছা এই, কর্ম্মকাজ যত হউক না হউক তাঁহারা বিশ্রাম সুখ ও বিলাস সুখভোগ করিবেন। গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় থাকিলে সে সুখভোগ হয় না। দ্বিতীয়, স্বেচ্ছাচারী শব্দের অর্থ এই, কর্ত্তারা যা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিবেন। অন্যের কথায় যদি তাঁহার বিপরীত আচরণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের অপমান হইল এবং কর্ত্তৃত্বের ব্যাঘাত জন্মিল। এখন এই এক অভিমানের উপরেই শৈলবাস নির্ভর করিতেছে। নতুবা গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় থাকিলে যে অনিষ্ট হয়, সে কথা প্রামাণিক নহে। ফলতঃ এখন প্রধান কর্ত্তাদিগের যাতায়াতের কাল পড়িয়াছে। সে যাতায়াতে তাঁহাদের দেহের ঘর্ম্ম করিতে হয় না। নিজ দেশের ধনেও করিতে হয় না। ভারতবাসীর ধনে সেই যাতায়াত করা হয়। ভারতবাসীর রক্তচুষা ধন ইঁহাদিগের কাজে লাগুক আর না লাগুক তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। কর্ত্তাদিগের যাতায়াত হইলেই হইল। আমরা বড় দুঃখিত হইতেছি, ন্যায়পর লর্ড রিপনবাহাদুর শৈলবাসের প্রতিবাদ করিয়া এটী উসাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছেন না।

এই শৈলবাসবিধি নিবারণের প্রকৃত উপায় কি? আমরা প্রস্তাব করিতেছি, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য আমাদের নিজ ভারতের গবর্ণর জেনরল হইয়া আসিবেন, তাঁহাকে এই অঙ্গীকার করাইয়া লওয়া আবশ্যক, যে তিনি গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় থাকিবেন। তিনি এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইবেন, তিনিই গবর্ণর জেনরল হইবেন। যিনি এ অঙ্গীকার না করিবেন, তিনি ঐ পদ পাইবেন না। গবর্ণর জেনেরল যদি শৈলে গমন না করেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর প্রভৃতিকে কাজে কাজেই গ্রীষ্মবাস পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পাওনিয়রের বাঙ্গালি-ফোবিয়া।

অগ্রে কুকুরদষ্ট ব্যক্তিরই কেবল হাইড্রোফোবিয়ার কথা শুনিতাম। এখন কুপ ফোবিয়া ও শাস্ত্র ফোবিয়া প্রভৃতির কথা শুনা যাইতেছে। আর কাল আবার, ইংরাজ সমাচারপত্র সম্পাদকদিগেরও বাঙ্গালি-ফোবিয়া দেখিতেছি। কুকুরদষ্ট ব্যক্তিরা ফোবিয়াগ্রস্ত হইলে জল দেখিলে যেমন ভয় হইয়া উঠে, তেমনি পাওনিয়র প্রভৃতি বাঙ্গালিদিগকে দেখিয়া ভয়াইয়া উঠিতেছেন। যখন ব্যক্তির ফোবিয়া প্রবল হইলে সে অরগ্রস্ত হয়, নানা প্রকার প্রলাপ দেখে, গাত্রদাহ জন্মে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। পাওনিয়র প্রভৃতিরও তেমনি বাঙ্গালির উন্নতি দর্শনে ঈর্ষা জ্বর জন্মিয়াছে। কত প্রলাপ বকিতেছেন। দাহ কেবল বাহিরে নয় অন্তরেও জন্মিয়াছে। উষ্ণ শোণিত প্রবলবেগে শিরায় শিরায় বহিতেছে। কোপে চক্ষু আরক্ত হইয়াছে। তবে এখন ইঁহাদের তত উন্মাদ হয় নাই, এই নিমিত্ত মনের ভাব একপ কথঞ্চিৎ গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ গোপন থাকিতেছে না। বাক্যোক্তিতে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

এস্থলে পাওনিয়রকে আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনি বাঙ্গালিকে যত নিকৃষ্ট করি তেছেন, যত গালি দিতেছেন, যত নিন্দা করিতেছেন, তত কি বাঙ্গালীর উচ্চতা ও তাঁহার নীচতা প্রকাশ হইতেছে না? এ দেশে একটী প্রবাদ আছে "নিজের গায়ে থুতু দিলে সেই থুতু আপনার গায়েই পড়িয়া থাকে"। বাঙ্গালির উপরে তাঁহার এত রাগ দ্বেষ, তাঁহার এবং তাঁহার প্রতিপোষকগণের মনে এই গর্ব্ব আছে আমরা ভেক্তাতীয়, বাঙ্গালীরা বিজিত। তাহারা উন্নত হইয়া আমাদের সমকক্ষ হইবে কেন? তাহাদিগকে চিরকাল আমাদিগের চরণসেবা করিতে হইবে। বাঙ্গালীরা তাহা করিতেছেন না, দিন দিন বেয়াদব হইয়া উঠিতেছেন, মুখের উপরে তাঁহাদিগের দোষ বলিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা কি ইহা সহ্য করিতে পারেন?

এ রোগের প্রতীকারের একটী উপায় আছে। যদি আমাদের গবর্ণমেণ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে এখনই তাহার প্রতীকার হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের জাতি ভাই বলিয়া তাহা কহাও উচিত। সে উপায়টী এই "বিষস্য বিষমৌষধং" গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালিদিগকে অধিকতর উন্নত করিয়া তুলুন। জাতীয়ভাবের উচ্চতর পদগুলি প্রদান করুন। শুদ্ধ কৃষ্ণ ভেদ বিবেচনা পরিত্যাগ করুন। ন্যায়ানুসারে সমুদয় কার্য্য করিতে আরম্ভ করুন। এই সকল দেখিলেই পাওনিয়র আপনার অধিক উঠিবেন। [illegible] বিষ ঢালিয়া দিবে। সেই শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিবে। এখনও তাঁহার যে আলা আছে, সেই প্রবল জ্বালার নিকট তাহা খর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইবে। তাহাকেই কি বিষস্য বিষমৌষধং" বলে না?

ন্যায়ের মকদ্দমা বিপদ ও ন্যায়ের একটী প্রতীকার।

আমরা এরূপ অনেক বিপদে আছে যে, আমরা ভাল ভোগ করি, অথচ তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারি না, তজ্জন্য, সেই বিপদে আনন্দ করিয়া থাকি। প্রতিদিন অনুকূল হইতেছে, অথচ প্রতিবর্ষে জন্ম তিথিতে বর্ষবৃদ্ধি হইল বলিয়া উৎসব করা হইয়া থাকে বঙ্গবাসিদিগের মকদ্দমা বিপদটীরও স্বরূপ সেইরূপ। বঙ্গবাসির মকদ্দমায় যে ক্ষতি হয়, তাহা একবারে সর্ব্বনাশ, অর্থ ও সময় নষ্ট হয়, উকীল, মোক্তার ও আমলাদিগের খোসামুদিতে জেরবিজিত লোপ পায়, এবং বিচারকের নিকটে যার পর নাই নিন্দা হইয়া থাকে, মকদ্দমার জয় পরাজয় উভয়ই প্রায় তুল্য। যিনি জয়ী হন, তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন, আর যাঁহার পরাজয় হয়, তিনি একবারে উৎসন্ন দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের অনেক বড় বড় ঘর এই মকদ্দমাবিপদগ্রস্ত হইয়া উৎসন্ন হইয়াছে। বঙ্গবাসিরা বড় মকদ্দমাপ্রিয় বলিয়া বাহিরে অখ্যাতি রটিয়াছে। যত দুঃখের বিষয় বঙ্গবাসিদিগের তথাপি চৈতন্য হয় না। মকদ্দমা করিয়া নাস্তের মধ্যে এই দেখিতে পাই, যিনি জয়ী হইলেন, তাঁহার অভিমান চরিতার্থ হইল। মকদ্দমায় জিতেছি মনে করিয়া অপকাল সন্তুষ্ট অনুভব করিলেন, কিন্তু মকদ্দমার ভাবে যে কি বিপদ ঘটিয়াছে, যখন সমুদায় গুটাইয়া লইলেন, তখন বুঝিতে পারেন।

বঙ্গদেশের এ বিপদটী কেমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জ্ঞানবোধার্থে আমরা একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠক একবার আন্দোলন করিয়া দেখুন। অনেকে [illegible] আদালতের সৃষ্টি হওয়াতে উপকার সাধিত হইয়াছে। কিন্তু পরিণাম বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে, আদালতগুলি বঙ্গবাসির বিপদের অধিকতর সহায়তা করিতেছে।

আদালতের যেরূপ বিচারপদ্ধতি হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে অনেক সময়ে আমাদের বোধ হয়, আদালতগুলি আমাদের বিপদনাশের কারণ না হইয়া বিপদের কারণ হইয়াছে। শরীর খারাপ করিয়া যেমন ডাক্তারের নিকট না গেলে চলে না, তেমনি বিষয় বিভব রাখিতে হইলে আদালতে না গেলে চলে না। কিন্তু আদালতগুলি আইন ও বিচারপদ্ধতির দোষে আপদস্থান হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ক্রমেই আদালতের ব্যয় বৃদ্ধি করিতেছেন, কিন্তু আমরা দেখিতেছি ক্রমেই সুবিচারের দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। মকদ্দমাকালে অনেক বিচারপতির মনে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ ধারণা হয়, যে তাঁহারা তালাইই ধর্ম্মাবতার হইয়া সুবিচারে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন, আইনের জটিলতাও এই আপদের বিলক্ষণ সাহায্য করিয়া থাকে। এক আইনের বহু প্রকার অর্থ ভেদ হয়। যুক্তেরা যে আইনের যে অর্থ করিয়া যে বিচার করিলেন, জজ আদালতে সেই আইনেরই ভিন্ন অর্থ হইয়া মুন্সেফের রায় রদ হইয়া গেল। হাইকোর্ট আবার "বুরাবেস্থুরীয়ঃ পন্থাঃ" করিয়া বসিলেন।

বিচারপতির ধারণা ও আইনের জটিলতা হইতে দিন দিন মকদ্দমার যে কেমন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, আদালত ও বিচারপতির সংখ্যা এবং আইনের অর্থভেদের বিষয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠকের তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এস্থলে দেওয়ানী আদালত ও দেওয়ানী বিচারপতির বিষয় লইয়াই বিচার করিয়া দেখা হউক।

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ	১২
জেলা ও সেসন জজ	২৮
সহকারী জেলা ও সেসন জজ	৯
সদর জজ ও ছোট আদালতের জজ	৫০
মুন্সেফ	২৩৫

মুন্সেফেরা যদি মাসে গড়ে ১০ টী করিয়াও মকদ্দমা ক রন, তাহা হইলেও বঙ্গদেশে মাসে ২৩৫০ টী মকদ্দমা হয়। সদর জজদিগের নিকটেও আদি মকদ্দমা ও আপীল আছে। হাইকোর্টের ত্রৈরূপ আদিও আপিলী মকদ্দমা হইয়া থাকে। প্রমাণ পুস্তক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত না থাকাতে আমরা মকদ্দমার সংখ্যা স্থির করিয়া দিতে পারিলাম না। ধরিয়া লও মাসে যেন তিন হাজার মকদ্দমা হয়। ঐ সকল মকদ্দমা বিচারপতির বুদ্ধি ও বিবেচনাভেদে ও আইনের অর্থভেদে উভয়পক্ষভেদে অন্ততঃ ত্রিগুণ হয়। এসোমপ্রকাশপাঠক প্রতি সপ্তাহেই ক হাই কোর্টের রজীর দেখিতেছেন। মকদ্দমাকারিদিগের যে কেমন বিপদ, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না? এক মকদ্দমার কত প্রকার প্রতি হয়, নজীর পাঠ করেও আমরা বুঝিতে পারিতেছেন। সীতাদেবী দ্বিতীয়বার অগ্নি পরীক্ষার প্রস্তাব হওয়াতে তিনি অভিমানে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর এক মকদ্দমার বহুবার অগ্নি-পরীক্ষা হয়। মুন্সেফ আদালত ও জজ আদালত হইয়াই মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় না। হাইকোর্টে আসিয়া বিবিধ অগ্নি-পরীক্ষায় আবশ্যক। প্রথমে এক অথবা দুই বিচারপতি বিচার করে, তাহার পর ফুলবেঞ্চ। হাইকোর্টের বিপ

উপরে প্রিভি কৌন্সিল। ইহার মধ্যে মধ্যে আবার ডাকি বিচার আছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক মুড়ি গণ্ডার এক সন নয়। আবার পোড়া হইতে আরম্ভ। এত শুরুতর উপদ্রবে কি মকদ্দমাকারির প্রাণ বাঁচে? মকদ্দমাকারিরা জিগীষাবৃত্তিতে অন্ধ হন বলিয়া আপনাদিগের শুরুতর অনিষ্ট বুঝিতে পারেন না।

এত মকদ্দমাবৃদ্ধির তিনটী প্রধান কারণ দর্শিতেছে। প্রথম, বঙ্গদেশ আজও তেমন সুশিক্ষিত হয় নাই যে, সকলে আপন আপন স্বত্ব বুঝিয়া ন্যায়ানুসারে কার্য্য করিতে পারে। একটু সুবিধা যোগ হইলেই অপরের বিষয়ের প্রতি লোক দৃষ্টি পড়ে। অপরের সম্পত্তি আকর্ষণ করিতে গেলেই তাহার অভিমান স্ফীত হইয়া উঠে, সুতরাং মকদ্দমা বাধিয়া যায়। বঙ্গদেশে এখনও অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতের ভাগ অধিক। তদ্ভিন্ন পরস্পর বিদ্বেষ প্রবল। ইহাই মকদ্দমার বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইয়াছে।

দ্বিতীয়, জমীদার প্রজা সম্বন্ধ। প্রজারা সহজে জমীদারের খাজনা দিতে চায় না। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, যে জমীদার লইয়া কোন গোলযোগ নাই, প্রজারা স্বেচ্ছায় সে জমীদার খাজনা দেয় না। যদি অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির ওজর পাইল, তাহা হইলত কথাই নাই। জমীদার সহজে প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে পারেন না। সহজে জমীদারের খাজনা আদায় হইবার কোন বিধিও নাই। সুতরাং আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, মকদ্দমার বৃদ্ধি হইয়া উঠে। খাজনার মকদ্দমার সংখ্যা কি অধিক নয়?

তৃতীয়, আদালতের সংখ্যায় ও মকদ্দমাবৃদ্ধির অপর কারণ। পর পর এত যদি উচ্চ আদালত না থাকিত, মকদ্দমার সংখ্যা কমিয়া যাইত সন্দেহ নাই। আমরা উপরে বলিয়াছি, বঙ্গদেশে অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতের ভাগ অধিক বলিয়া জিগীষাবৃত্তি প্রবল হইয়াছে। পর পর আপীল আদালত থাকাতে সেই বৃত্তি চরিতার্থ করিবারও সুন্দর পথ হইয়াছে। যদি আদালতের সংখ্যা কমিয়া যায়, মকদ্দমারও সংখ্যা কমিয়া যায় সন্দেহ নাই। আমরা ইহার একটী প্রমাণ দিতেছি। রাজপুরমিউনিসিপালিটিতে কিছু কাল ফৌজদারী মকদ্দমা হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহাতে আমরা দেখিলাম, কোথায় যে পর্য্যন্ত মকদ্দমা করিতে আরম্ভ করিল। আমরা তাহার প্রতিবাদ করাতে ঐ ব্যবস্থাটী রহিত হইয়া যায়। ঐ ব্যবস্থা রহিত হওয়াতে মকদ্দমার যে সংখ্যা কমিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি বলেন, ন্যায় সংস্থাপনার্থ গবর্ণমেণ্ট বহুসংখ্যক আদালতের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বলি; বহু সংখ্যক আদালত হওয়াতে তাহার বিপরীত ঘটনা ঘটিতেছে। আদালতগুলিকে অন্যায়নিকরণ বল। কিন্তু আমরা অনেক অন্যায়ের অধিকরণ দেখিতে পাই। দশ হাজার টাকার উপরের মকদ্দমা না হইলে প্রিভিকৌন্সিলে হয় না। কিন্তু নয় দশ হাজারের কম মূল্যের মকদ্দমা, তাহারা প্রিভিকৌন্সিলে যাইতে পারিল না। তাহাদের পক্ষে ত অন্যায় হইল। পূর্ব্বে যখন এত আদালতের সৃষ্টি ছিল না, তখনকার লোকেরা এক প্রকার সুখী ছিল। তাহারা মারামারি করিল, ঝগড়া করিল, গ্রামের পাঁচ জন ভদ্রলোককে পাঠাইয়া তাহাদের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন, ন্যায়ের সংস্থাপন করিলেন, উভয়েই সন্তুষ্ট হইল। আদালতের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে এ ভাবের বিষয় বাহির হইয়াছে।

এই নিমিত্ত আমরা আজ এই প্রস্তাব করিতেছি, যাহাতে লোক আদালতে না যান, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটী উপায় করুন। আত্মশাসন প্রণালী সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। যেখানে উকীল মোক্তার প্রভৃতি ভাল ভাল লোক মিউনিসিপাল কমিশনর হইবেন সেখানে মকদ্দমার বিচার হইবার ব্যবস্থা করা হউক। গ্রামের লোক মকদ্দমার বিচার করিলে ঠিক ধর্ম্মেরই সম্ভাবনা। কারণ, গ্রামের মিউনিসিপাল কমিশনরেরা গ্রামের অবস্থা জানেন, কাহার কত ক্ষমতা তাহারা কতদূর বুঝিতে পারেন। পক্ষান্তরে, আদালতের বিচার পণ্ডিতদিগের আধারে সাধ্যে পড়ান হয়। এই নিমিত্তই আপীলে অনেক রায় রহিত হয়। আমাদের কথা বাহুল্য ব্যবস্থা হইলে আত্মশাসন প্রণালীও গৌরবান্বিত হইবে। এখন মিউনিসিপাল কমিশনরদিগকে যে ক্ষমতা দিবার কথা হইতেছে, তাহা শূন্যগর্ভ। সে কেবল অপচয় মাত্র। তাহাতে কমিশনরদিগের কিছুমাত্র গৌরব নাই। তাহা নূন বলিয়া যিনি যে রসজ্ঞান করেন। বাস্তবিক উহাতে কিছুমাত্র রস নাই। আমরা যে প্রস্তাব করিলাম, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত হয়, উহাতে বিলক্ষণ রসসঞ্চার হইবে সন্দেহ নাই।

অনরেবল কৃষ্ণদাসপালের আরোগ্য লাভার্থ প্রার্থনা।

এতৎসম্বন্ধে আমরা যে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এ স্থলেই প্রচার করিলাম। তাঁহার আরোগ্য যে দেশের সকলেরই প্রার্থনীয় হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, তিনি এক্ষণে বঙ্গদেশের একজন মুখপাত্র। তিনি দেশের হিতার্থ সর্ব্বদা প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। তাঁহার দ্বারা দেশের অনেক মঙ্গল হইয়াছে। তিনি আরো কতদিন জীবিত থাকিবেন, তাঁহা হইতে দেশের আরো অনেক মঙ্গল হইবে। এমন পাষণ্ড কে আছে, যে এরূপ ব্যক্তির দীর্ঘজীবন প্রার্থনা না করে? তাঁহার যেরূপ বিশ্বাস, তিনি সেইরূপ পথ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে কৃষ্ণদাসের দীর্ঘজীবনের প্রার্থনা করেন এই আমাদের ইচ্ছা। আমরা পত্রখানি অবিকল এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সম্পাদক মহাশয়। এক দিবস অনরেবল ষ্টীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর আমাকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কি বঙ্গবাসীতে লিখিয়া থাক?" তাহাতে আমি তাঁহাকে বলিলাম, না মহাশয়। আমি বঙ্গবাসীতে লিখি না। সংবাদপত্রে না লেখার কারণ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম। মহাশয়। মনে মনে ইচ্ছা হয় লিখি, কিন্তু আপনাকে হীনবল জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট যে কথাটী বলিয়াছি স্মরণ হওয়ায় নিরস্ত হই। এবার মনের ভাব এতদূর প্রবল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা প্রকাশ না করিয়া হৃদয় মধ্যে অতীব কষ্ট বোধ হইতেছে এবং কর্ত্তব্যের ত্রুটি জ্ঞান করিতেছি।

অনেকে আমাকে সর্ব্বদা বলেন যে আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ দেখি না কেন? সত্য কথা বলিতে কি, মহাশয়। আমি অনেক দুঃখে সর্ব্বদা জ্বালাতন, তাহার উপর অনরেবল কৃষ্ণদাস বাবুর পীড়ায় দেশের দুর্দ্দশা ভাবিয়া আমার মন একেবারে অভিভূত হইয়াছে। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহার অসুস্থতাই যে কতদূর অমঙ্গলজনক তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। বোধ হয় তাঁহার চিরসুহৃদ শত্রু পর্য্যন্ত স্বীকার করিবেন যে 'পেট্রিয়ট' সম্পাদকের জীবন দেশের একটী গৌরব ও অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থ। তাহাতে যদ্যপি আমাদিগের কপালদোষে কোন অমঙ্গল ঘটে (যখন বাঙ্গালীর কপাল যে কেমন সুপ্রসন্ন তাহা আর আপনাদের পাঠকবর্গের অবিদিত নাই) সেই জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা যে স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই মহাত্মা কৃষ্ণদাসের আরোগ্য জন্য সকলে নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন। কারণ এক্ষণে প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে "নাই দৈবাৎ পরং বলং"।

মহাশয়। আমার অভিলাষ সকলে মিলিয়া আমাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ৺ কালীঘাটে যাইয়া তাঁহার আরোগ্য জন্য স্বস্ত্যয়ন করেন। আজও আজকাল নগর সংকীর্ত্তন অনেক হইয়াছে, সকলে মিলিত হইয়া নগরে নগরে "হে কৃষ্ণ কর রক্ষা কৃষ্ণদাসে" এরূপে সংকীর্ত্তন করেন।

সম্পাদক মহাশয়! আপনি আমার মনের ভাব

বুঝিতে পারিলেন, আমার মন কতদূর ব্যথিত তাহাও জানিতে পারিলেন, অতএব এ বিষয়ে আমি আর অধিক লিখিতে পারিলাম না। মহাশয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলাম, এ বিষয় মহাশয় আমার অপেক্ষা বিশেষরূপে সংগোপনের গোচর করিতে পারিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই, নিবেদন ইতি।

বশম্বদ
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রোপ্রাইটর ও ম্যানেজার
বিগত "হ বড়া 'হতকরী"

২। এ আষাঢ় ১২৯১।

পাওনিয়র ও মহারাজ হলকার।

আজকাল সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের এক-প্রকার ধারণা হইয়াছে যে তাঁহারা লোকের মিথ্যা কুৎসা করিতে পারিলেই সুলেখক সুবিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইবেন। ইলবার্ট বিল লইয়া কিরিঙ্গি সম্পাদক মহাশয়েরা ঘোর আন্দোলন চালনা করিলেন। মনের সাধে নিরীহ ভারতবাসীকে অকথ্য অপরাধ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইল ঈর্ষা অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি অসদ্‌গুণের পরিচয় দেওয়া হইল ও মিথ্যা বাগাড়ম্বর করিয়া আপন আপন বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করা হইল। এখন সে কলরবটি বিলের গোলমাল একপ্রকার মিটিয়া গিয়াছে। এখন আর লিখিবার বিষয় বড় নাই বলিয়া কখন শিক্ষিত বাঙ্গালি যুবকদিগের প্রতি ক্রোধ দৃষ্টি করা হয়, কখন বা দেশীয় রাজাদিগের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রিয় হইবার চেষ্টা করা হয়। আমাদের এতদ্দেশীয় সহযোগী পাওনিয়রপত্র সম্পাদকের দ্বিতীয় রোগটীর বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি কতক দিন ধরিয়া দুর্বল রাজভক্ত বাঙ্গালীকে যথেচ্ছ গালি দিলেন। এখন মহারাজ হলকারকে আক্রমণ করিয়াছেন সম্পাদক মহাশয় কি এখন দেশীয় রাজাদিগের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়া সন্তুষ্ট হইবার উপযুক্ত সময় বুঝিলেন? এদিকে রুশ ভারতবর্ষ মুখে অগ্রসর হইতেছে, কাবুল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ বাধে, এমন কি গবর্ণমেণ্টকে দেশীয় রাজাদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার উদ্যম করা পাওনিয়র সম্পাদকের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষের কর্ত্তব্য?

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হলকারকে মিথ্যা দোষী করেন। কর্ণেল ডুরাণ্ড হলকারকে বিদ্রোহী পক্ষ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ডুরাণ্ড যে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া এরূপ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব হলকারের দোষ প্রমাণ করিবার জন্য কখন চেষ্টা করা হয় নাই কেন? কেবল একবার ইণ্ডিয়া আফিসের সেক্রেটারি স্যার জন কেই সাহেব এ বিষয়ের তদন্ত করেন ও হলকারকে নির্দোষ প্রমাণ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন। আবার স্যার রবার্ট হ্যামিলটন, সম্প্রতি হলকারের পক্ষসমর্থন করিয়া গবর্ণমেণ্টে এক পত্র লেখেন। হ্যামিলটন যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই:—

হলকার গবর্ণমেণ্টের প্রতি সম্পূর্ণ প্রসন্ন। বিদ্রোহের সময়ে তিনি তাঁহার রাজ্যবাসী ইংরাজ প্রজাগণ কিরূপে রক্ষা পাইবে, সেই জন্য ব্যস্ত ও চিন্তিত ছিলেন। খ্রিষ্টি তাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই।

হ্যামিলটন আরও লিখিয়াছিলেন যে হলকারের রাজ্যবাসী বিদ্রোহিগণ সর্ব্বদা হলকারকে ঘৃণা করিত। হলকারের রাজত্ব হইতে যাহারা পলাইয়া গেল, সাহেবের সহযোগী বলিয়া তাহারা পরিচয় দিয়াছিল তাহারা কেহই হলকারের অধীন লোক নহে। যে সকল বিদ্রোহী সিপাহী বন্দী হয়, তাহারা সহজে হলকারের নিকট হইতে সাহায্য পায় নাই বলিয়া ক্রোধ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল।

এ সকল কি হলকারের নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদক নহে? তথাপি দুরাত্মা হলকার এপর্য্যন্ত ইংরাজের কোপে পতিত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক হইতে পারিলেন না! বোধ হয় ইংরাজের সন্দেহ এখনও দূর হয় নাই। সেকারণে বোধ হয় যেন এক প্রকার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া, কোন গবর্ণর জেনরেল এ সম্বন্ধে আর কোন কথা উত্থাপন করেন নাই। অধুনা কোন হলকারের অপরাধ মোচন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন দেখিয়া পাওনিয়র সম্পাদক আর থাকিতে পারিলেন না। যাহাতে লাটসাহেব এ বিষয়ে হাত না দেন যাহাতে হলকার নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন না হন, সেই জন্য সম্পাদক কোমর বাঁধিয়াছেন। অজ্ঞাপি কাহার হলকার কর্ত্তৃক কি তাঁহার কোন লাভ আছে? লাভ থাকিলেই বা একজন সুবুদ্ধি সম্ভ্রান্ত রাজার প্রতি যথেচ্ছ তাহা আরোপ করা একজন সম্পাদকের কর্ত্তব্য? ইহা যে নিশ্চয়ই নীচ প্রকৃতি সূচক তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সম্পাদক নিঃসন্দেহ জানেন যে সিপাহী বিদ্রোহে দেশীয় রাজাগণই ইংরাজদিগের বড় লাভের প্রধান কারণ। তাঁহারা যদি সেই সময়ে অর্থ ও সৈন্য দ্বারা সিপাহিদিগকে সাহায্য করিতেন তাহা হইলে কাহার সাধ্য সে ক্ষেত্রে ইংরাজ রাজত্বকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করে। বিদ্রোহিগণ অর্থাভাবে অসহায়াবস্থাপন্ন হইয়া পড়িল, সুতরাং নিঃসন্দেহ সেই সময় হইতে ইংরাজের নাম ও মাহাত্ম্য ভারত ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। ইংরাজরাজনীতিজ্ঞেরা বেশ বুঝেন যে, দেশীয় রাজাদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিলে তাঁহারা ভারতে নিশ্চিন্তে রাজত্ব করিতে পারিবেন। ইহা বুদ্ধিমান লোক মাত্রেরই সহজবোধ্য। পাওনিয়র সম্পাদককে আমরা ঐরূপ শিক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

পাওনিয়র সম্পাদক আজকাল হলকারের নূতন নূতন দোষ প্রচার করিতে বসিয়াছেন। তিনি বলেন "ইন্দোর রাজ্যে অত্যাচার নূতন নহে; গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই অত্যাচারের কথা শুনা যাইতেছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ সকল অত্যাচারে কর্ণপাত করেন না কেন? এই কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য? তিনি আরও বলেন "গবর্ণর জেনরেলের এজেণ্ট মেজর লেপেল গ্রিফিন সাহেব হলকারের অত্যাচারের কথা জানিতেন। তাঁহার রাজ্যে লোকে বিনা অপরাধে বন্দী হয় তাহা গ্রিফিনের অবিদিত ছিল না। তথে তিনি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পান নাই বলিয়া কিছু করিতে প্রকাশ করিতে পারেন নাই।"

এ সকল কিন্তুই সম্পাদকের কপোলকল্পিত। গ্রিফিন যদি এই সকল ব্যাপার জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া রহিতেন, তবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বৃথা কিযুক্ত রাখিয়াছিলেন কেন? প্রত্যেক করদ রাজ্যে এক একজন রেসিডেণ্ট থাকে। রাজাদিগকে অত্যাচারী দেখিলে তাঁহারা যে রিপোর্ট না করিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন, ইহাতে আমাদের বিশ্বাস নাই। বিশেষতঃ দেশীয় রাজারা এখন যেরূপ শিক্ষিত, তাহাতে তাঁহাদের প্রজাদিগের কোনরূপ অন্যায় অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই ইহা আমরা বেশ জানি। অতএব পাওনিয়র সম্পাদককে বলি যে তাঁহার কল্পকথা স্বপ্নে তুলিয়া যাওয়াই ভাল। আমাদের পরামর্শে সেগুলি লোকের কর্ণগোচর করিয়া হাস্যাস্পদ হওয়া তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ লোকের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য।

বিজ্ঞান।

বেণুর বা বোমরাং।

বিজ্ঞানবলে কত অদ্ভুত ক্রিয়কর ব্যাপার সাধিত হইতেছে, ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যখন অসভ্যজাতিদিগের আচার ও শিক্ষার অভাবে তাহা সভ্য হইতে নিকৃষ্ট ছিল, পৃথিবীর এই অবস্থার সহিত ইদানীন্তন অবস্থার কিছুতেই তুলনা হয় না। যখন যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসূচক কোন না কোন

বিষয় আমাদের মনশ্চক্ষের গোচর হয়। বিজ্ঞান বিৎ পণ্ডিতেরা সপ্তমা পৃথিবীর উপকারের চেষ্টায় ফিরিতেছেন। বাষ্পীয় যান বাষ্পীয় সকট প্রভৃতির উপকারিতার বিষয় উল্লেখ করা কেবল পুনরুক্তি মাত্র; ইহাদের সাহায্যে দূর মাসের পথ দূর দিনে যাইতে সমর্থ হইয়াছি। আবার ব্যোমযানের আবিষ্কার দ্বারা আমাদের আরও সুবিধার সম্ভাবনা হইয়াছে। শূন্যমার্গ দিয়া বায়ু সাহায্যে উঠিয়া আমরা গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিব এবং অল্পকাল মধ্যে অধিক দূর গমন করাও অসম্ভব নহে। অনেক সময়ে যুদ্ধকালে বেলুনের দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ করা গিয়াছে। উর্দ্ধে উঠিয়া নির্বিঘ্নে শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্র শস্ত্রা দির চূড়ান্ত বিষয় অনায়াসে জানা যায় এবং তাহাতে জয় লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বাস্তবিক যুদ্ধকালে ব্যবহারের জন্যই বেলুন বিশেষ উপযোগী। কিরূপে বেলুন সাহায্যে আকাশে উঠা যায় ও কোন্ সময়ে তাহার প্রথম আবিষ্কার হয়,নিম্নে সংক্ষেপতঃ তাহা লেখা হইল।

অতি প্রাচীন কাল হইতে শূন্যমার্গ দিয়া বিচরণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ও বর্ত্তমান গ্রন্থে যে পুষ্পরথের উল্লেখ আছে, তাহা বোধ হয় বেলুন ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাবণ সীতাকে পুষ্পরথে তুলিয়া শূন্যে লইয়া গেল, ইহা কবিকল্পিত হইলেও আমরা কোনরূপ ব্যোমযানের অস্তিত্ব বিশ্বাস করি। পারস্য ইতিহাসে বর্ণিত আছে, রাজা কৈকয়ুস একটী লঘুযান প্রস্তুত করাইয়া ঈগল পক্ষীর সাহায্যে শূন্যে উঠিয়াছিলেন। তিনি একটী লঘুযান প্রস্তুত করাইলেন, তাহার চতুর্দ্দিকে মাংসখণ্ড রাখিয়া দিলেন, ঈগলপক্ষীকে মাংসখণ্ডের কাছে কাছে এরূপে খাঁচিয়া রাখিলেন, যে তাহারা মাংস খণ্ডগুলিকে খাইতে না পারে। পরে তিনি এক খানি আসন লইয়া বাসের ভিতর বসিলেন। পক্ষিগুলি যখন ক্ষুধার্ত্ত হইল তখন তাহারা লক্ষ বিস্তার করিয়া মাংসখণ্ডগুলি ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপ করাতে তাহারা রাজার সহিত যানটীকে শূন্যে লইয়া গেল। কথিত আছে কৈকুস চীন দেশের মরুভূমিতে পড়িয়া আহারের অভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইউরোপে যখন পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে স্থিরীকৃত হইল যে, বাতাস জল প্রভৃতির ন্যায় বায়ু প্রভৃতি সকল, তখন অনেকে জলযানের ন্যায় বায়ুযানের উদ্ভাবনের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেকন প্রকাশ করেন যে অত্যন্ত পাতলা তাম্র নির্ম্মিত শূন্যগর্ভ বর্ত্তুলের ভিতর আগুন বাহিরে বর্ত্তুলটীকে জল এবং বায়ু অপেক্ষা লঘু করিয়া বায়ুযানরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বেকনের পর অনেক দিন ব্যোমযানের আর কোন কথা শুনা যায় নাই। পরিশেষে ১৭৮৩ অব্দের জুন মাসে আনোন নগরের মন্ত্রী স্তিফান মণ্টগল্ফিয়র নামক দুই ভ্রাতা প্রথম বেলুন যানের সৃষ্টি ও পরীক্ষা করেন। তাঁহারা প্রায় ৮০ হাত পরিধি বিশিষ্ট ও ২৩০ মণ ওজনের একটী গোলাকার যান প্রস্তুত করেন। ইহার নিম্নভাগে একটী ছিদ্র দিয়া ছোট পাকলা এক খানি নৌকা ঝুলান ছিল। বেলুনের মধ্যস্থ বায়ুকে উত্তপ্ত করিবার জন্য ঐ নৌকার আগুন রাখা হইত। এইরূপ বেলুনটী এক মাইলেরও অধিক উর্দ্ধে উঠে এবং নির্ব্বিঘ্নে নামিয়া পড়ে।

মন্ট্গল্ফিয়রের পর প্যারিসনগরের চার্লস নামে একজন বৈজ্ঞানিক একটী নূতনরূপ যানের উদ্ভাবন করেন। চার্লস দেখিলেন যে হাইড্রোজেন অর্থাৎ জলবায়ু বায়ুর অপেক্ষা অনেক লঘু। অতএব স্থির করিলেন যে বেলুনের যান প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর উত্তপ্ত বায়ুর পরিবর্ত্তে জলবায়ু রাখিলে অধিকতর ফললাভের বিশেষ সম্ভাবনা। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং আজকাল যে প্রণালীতে বেলুন নির্ম্মিত হয়, চার্লসকে এই প্রণালীর উদ্ভাবক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। চার্লস বেলুনের ভিতর কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড রাখিয়াছিলেন। উপরের বাতাস নীচের বাতাস অপেক্ষা অনেক লঘু। বেলুনকে অধিক উর্দ্ধে তুলিতে হইলে ক্রমে ক্রমে ইহার ভার লাঘব করা আবশ্যক। প্রস্তরখণ্ডগুলি দুই চারিখানি করিয়া ফেলিয়া দিলে এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রায় একশত বৎসর হইল চার্লস বেলুন সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু তাহার বেলুন আজি কালি বেলুন হইতে কোন অংশে বিভিন্ন নহে। চার্লসের এক বৎসর পরে আর একটী গ্যাস— বলুন ইংলণ্ডে সাধারণ লণ্ডন হইতে পাওয়া যায়। এই বেলুনে কোন লোক ছিল না। ৪৫ মিনিটের মধ্যে বেলুন ইণ্ডিনসভারেল পার হইয়া লেনসি নগরে উপনীত হয়। সকলের বিশ্বাস জন্মিল যে বেলুন দ্বারে যাতায়াতের অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক হইয়া উঠিবে এবং অনেকে বেলুনকে বাতাসে চালাইবার জন্য উচ্ছায়িত চাল চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু বাতাস যেরূপ পাকলা জাহাজে জলের ন্যায় চাল দাঁড় বাহিয়া করা নিতান্ত অসাধ্য। ব্লিঞ্চার্ড নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত ১৮৫২ অব্দে বেলুনের দ্বারা শূন্যে উঠেন এবং পরে ফিরে আসিয়া বলেন যে তিনি বেলুন সংলগ্ন নৌকায় বাষ্পীয়যান রাখিয়া কতকগুলি কলকব্জা পরিচালিত করিয়া বোমযানকে উপরে উচ্চায়ত চালাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কথার যথার্থতা সম্বন্ধে এখনও বিশেষ সন্দেহ আছে; কারণ এ পর্য্যন্ত কেহ লিঞ্চার্ডের ন্যায় পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

চার্লসের পর অনেক দিন বেলুনের কোনরূপ উন্নতি হয় নাই। ১৮৫৪ অব্দে ওয়েদার সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রে লুসাক বেলুন লইয়া উপরে উঠেন। তিনি প্রায় ২৩০০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বায়ুর তাপ পরিমাপক একটী যন্ত্র ছিল। তিনি বলিয়াছেন যে ২৩০০০ ফিট উর্দ্ধে যাওয়ার জন্য তাঁহার কিছুমাত্র যাতনা বোধ হয় নাই। এখানে জল লইয়া গেলে যে কতক্ষণে পরে পরিণত হয় তিনি তাহারও প্রমাণ পাইয়াছিলেন।

গে লুসাকের পর গ্রিণ, গ্লেসার, কক্সওয়েল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা বেলুন যন্ত্রের বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। গ্রিণ উপরে কাফি ও অন্যান্য দ্রব্য উপস্থ করিবার জন্য একটী সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করেন। অগ্নি লইয়া গেলে পাছে বিপদ ঘটে এই আশঙ্কায় তিনি কিয়ৎ পরিমাণে চুণ লইয়া যান; সেই চুণে জল দিলে প্রচুর পরিমাণে যে উত্তাপ সমুদ্ভূত হয়,সেই উত্তাপে তিনি অনায়াসে কাফী করিয়াছিলেন। প্রায় ১৮ ঘণ্টা উর্দ্ধে থাকিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া প্রায় ৫০০ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়া নিম্নে নামিয়া আসিয়াছিলেন। গ্রিণের বেলুন ৮৫০০০ ঘিউ ফিট ধারণ ছিল এবং প্রায় ৫০ মণ ভার লইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। কিন্তু বন্ধুবর্গেরা যে বেলুন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা আরও প্রকাণ্ড। ইহাতে ১০০০০০ ঘিউ ফিট গ্যাস ধরিয়াছিল। প্রথমবার উঠিয়া বায়ুর কি নিয়মে শীতল ও বায়ুমণ্ডলে কি পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে,তিনি তাহা স্থির করিয়াছিলেন। যখন তিনি দ্বিতীয়বার উঠি ন,তখন বৈজ্ঞানিক গ্লেসারকে তাঁহার সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত কতকগুলি পায়রাও ছিল। প্রায় তিন মাইল উঠিয়া তাঁহারা একটী পায়রাকে নীচে ফেলিয়া দেন। বায়ুর লঘুতা হেতু পায়রাটী উড়িতে না পারিয়া পাখা গুটাইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় সকল পায়রাকে সেইরূপ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। দুই একটী বায়ু রাজ্য আরও কিছু উপরে উঠিয়া গেলেন, সেগুলি মরিয়া গিয়াছে। পাঁচ মাইল উপরে যাইলে গ্লেসার সাহেব অজ্ঞের ন্যায় হইলেন এবং আরও কিছু পরে তিনি প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন। যখন প্রায় ছয় মাইল উঠিয়া ছিলেন,তখন কক্সওয়েল গ্যাস ছাড়িয়া দিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার হস্ত প্রায় অবশ হওয়াতে দন্ত দ্বারা ঐ কাজটি সম্পন্ন করা

হইয়াছিল। গ্যাস ক্রমে ক্রমে চড়িয়া বেলুন নীচে আসিতে লাগিল ও অবশেষে মাটিতে আসিয়া পড়িল। পুরুষ দুই বৈজ্ঞানিকদয় আরও দুই একবার উঠিয়াছিলেন ও সমুদ্র হইতে ৪৩ উর্দ্ধ হইতে প্রাণ লইয়া নামিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদের বেলুন ৪০ সের ভারী ড্রাগন ফ্লাই ও সিংহ নামক তিন রাক্ষস একত্র একটী বেলুনে উঠেন ১৫০০০ ফিট উপরে উঠিয়া শেষোক্ত দুই রাক্ষসের মৃত্যু হয়, প্রথমোক্তটী অতি কষ্টে বাঁচিয়া নামিয়া আইসেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে মৃত দুই জনের মুখের অবিশ্রান্ত রক্ত কলিমাযুক্ত হইয়াছিল ও ভিতরে একমুখ করিয়া রক্ত ছিল। তাঁহাদের মৃত্যুর প্রধান কারণ কি হইল এ পর্য্যন্ত একটা রহস্য হইয়া রহিয়াছে। অনেকে বলেন উচ্চস্থ বাতাসের লঘুতাই উহার কারণ।

বৈজ্ঞানিকদিগের সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে লিখিয়া এখন সাধারণতঃ সোমযান প্রস্তুত করিবার বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। লম্বা লম্বা একগুলি রেশম সূত্র একত্র বুনিতে হয় এবং তাহার উপরে রবারের জলে এক প্রকার দ্রব্যের লেপ দিতে হয়। এরূপ করিলে ভিতরে বাতাস যাইতে পারে না। এই রেশম নির্ম্মিত গোলাকারের উপরে পিতলের গ্যাস বাহির করিবার একটী উপায় থাকে নীচের দিকে একগাছি সরু দড়ি দ্বারা একখানি অতি লঘু নৌকা ঝুলান থাকে। যাত্রিগণ এই নৌকায় বসে। সমস্ত বেলুন একটী কালে বা সম্পূর্ণ আবৃত থাকে। মুখের নিকট যে বেলুনের ব্যবহার হয়, তাহা ঘুড়ীর ন্যায় একগাছি সূত্র দ্বারা উড়িতে থাকে। রজ্জুর অপর প্রান্ত অশ্বারোহী কিম্বা পদাতিক কোন সৈন্যের হাতে থাকে।

বেলুনের উন্নতির এখনও অনেক বাকি আছে। যখন ইহা দ্বারা ইচ্ছামত ঊর্দ্ধে গমনাগমন করা যাইবে, তখন নিশ্চয়ই পৃথিবীর একটী নূতন ভাব হইবে। তখন আমরা গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে অনেক নূতন বিষয় শিখিতে পারিব এবং আমাদের সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, তবে তড়িৎ প্রভৃতি প্রবল শক্তির সাহায্যে বেলুনের উন্নতি করা বোধ হয় অসম্ভব নহে।

ইউরোপীয় সমাচার।

পারিস ৩ রা জুলাই। নূতন নিযোজিত চীনদেশীয় দূত টিকিং গুদেরা এম. ফেরির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছেন ফরাসের সহিত মিত্রতা করণে চীনের এরূপ ইচ্ছা নয়।

টাউলন ও মার্সেলিসে ওলাউঠার ভয় হইতেছে।

পারিস ৩ রা জুলাই। স্পেনিয়ার্ড হইতে মার্সেলিসে নূতন ওলাউঠা মৃত্যু হইয়াছে।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ ৩ রা জুলাই। [illegible] আফিসরের প্রতি আদেশ হইয়াছে যে, তাঁহারা মার্চ হইতে [illegible] পথ অনুসন্ধান করেন।

কন্সটাণ্টিনোপল ৩ রা জুলাই। নিকোবীয়া [illegible] নামক স্থান [illegible] বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইয়াছে। উহার পশ্চিম [illegible] হইয়াছে।

প্যারিস ৪ ঠা জুলাই। [illegible] অবরোধ [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] ঘটনা বীরত্বের [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সাহায্যকারী [illegible] সাহায্যকারী [illegible] [illegible] [illegible]

নিমিত্ত লোকেরা তাহার নিকটে চিরঋণী থাকিবে।

মিশিগানের আলেগীনি নগর আইরিস-পাত্রদিগের লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অধ্যাপকেরা তাঁহাদিগে অর্থে বঞ্চিত করা হইয়াছে। সাধারণ তত্ত্বাবধারণী সভাতেই ইহার অনুসন্ধানার্থ হইবার উপদেশ দিয়াছেন। এই, ডে,টায়ার্স গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উকীল আছেন, তিনিই এই প্রকরণ চালাইতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগে এই প্রকরণের ভারগ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। যুক্ত আইরিস কি টাকা লইয়া ঘর ঘরচ করিয়াছেন তাহি? আর তাই যদি, হয় ত তাহারই বা কি হইবে? আবহমান আসা কিসের জন্য?

ভূমিকম্পে চিলির ও উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। সেই সঙ্গে চিলিবাসীরাও উৎসন্ন যাইতেছে। লেবু ও কমলা লেবু উপাকার লোকের প্রতীতি বিলক্ষণ আছে কিন্তু কেমন আছে বোধ হইয়াছে যে, লেবু ও কমলালেবুর গাছগুলি রীতিমত জন্মে সরিয়া যাইতেছে।

খ্রীষ্টিয় সালের ১৮০৪ হইতে ১৮৮২ অব্দ পর্যন্ত ফুর্গের শিক্ষা সংক্রান্ত একটী রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ফুর্গের লোকেরা শিক্ষাসম্বন্ধের সকল স্থানের লোক অপেক্ষা ফুর্গবাসী এই কারণে তথায় স্ত্রীশিক্ষার যথার্থ ফলোপধায়ক অবিক। বালকদিগের বিদ্যালয়ে অনেক বালিকা পাঠ করিয়া থাকে। তিনি দেখাইয়াছেন ফুর্গ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার উপযোগী বয়ঃ সালক আছে, তাহার এক সপ্তমাংশ বালিকা বালকদিগের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে।

১৮৮১-৮২ অব্দে আমেরিকে বালকদিগের জন্য ১৩৮৩ ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য ৭২ টী বিদ্যালয় ছিল। ইহার মধ্যে ১১ টী উচ্চ শ্রেণীর, ১৮টী মধ্য শ্রেণীর, ১২৩০ টী প্রাথমিক, ৯ টী ট্রেনিং, ১ টী ইণ্ডি মিশ্রণি, ১ টী নিম্ন বিদ্যালয় ছিল। এই সকল বিদ্যালয়ে ৪৫১১০ জন ও ১৩৫৮ টী ধাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে অধ্যাপকের ৪২, ১৩৩৪ অধ্যাপিকার অধ্যয়ন করে, ৯৮ জন শিক্ষার নিমিত্ত বিশ্ব গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধারণের অধীনে ৭ টী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। ইহার মধ্যে ১১১৯৫ টাকা অধিক হইয়াছে, ১৮৮১ টাকা অধ্যাপকের বেতনে দিয়াছিল।

গ্রীষ্মের আগমনে, বসন্তের অধিকার একটী আনন্দের বিষয়। ইহাতে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের পরিবর্তন হইয়া থাকে।

বহুদেশের লোকেরা আমেরিকার লোকদিগের কৃত সম্মানের গণিত লোকদিগের উপর বড় বিমুখ ছিল। তাহারা সভ্যতাসম্বন্ধে বিষয় সম্বোধনপত্রে আলোচিত হওয়াতে তাহারা ইহাদিগের প্রকাশকীর্তি লোকদিগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। কুক সাহেব এই আক্ষেপ দূরিত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সকল সফল হয় নাই। এইবার ফ্রেঞ্চবাসীদিগের সাহায্য করিবে।

আমাদের এখানকার সংবাদপত্রে লিখিয়াছে "অন্যের সহায়তা দেখিতে নাই" বাঙ্গালী বাবুর "আমে পাইলে নিমন্ত্রণ আসিয়া থাকে, কিন্তু প্রভাত তাহাদের খবর না করিয়া জলগ্রহণ করেন কি না সন্দেহ। সেখানে বাঙ্গালীর নাম গন্ধ আছে সেখানেই তাহার বর্ণাভিমানের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপালিটী লইয়া এই মহাত্মা এখানে আসে তাসে লাগিয়াছেন। তাহার মার্ক লাবের এই সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে আরও তাঁহার দোষারি প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত ৩০ এ মুরের পার্লামেণ্টে বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবকে মিউনিসিপালিটীর সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার শেষাংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল— he (ডাঃ সঃ) must replace Mr. Harrison and his cohort of chattering Babus by some less dilatory and ineffectual agency " পাঠকদিগের অবশ্য অবধারিত। তিনি যেন পুরুষদের কখনই কোন দোষ দেখিতে পান না, তবে বিলম্ব ন্যায়িনম সাহেব তাঁহার এক বিরাগভাজন হইয়াছেন তাহা বলিতে পারা যায় না। বোধ হয় উক্ত সাহেব বাঙ্গালী কমিশনরদিগের সহিত একত্র কাজ করেন বলিয়াই তাঁহার এরূপ বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন। যাহা হউক উক্ত সংবাদপত্র কলিকাতার মিউনিসিপালিটী লইয়া বড় বাড়,কিন্তু তিনি নিজদের সংবাদ তাদৃশ রাখেন না তাহাই দুঃখ। অন্যান্যবারে মিউনিসিপালিটীর অবস্থা যে কিরূপ তাহাতে উহাতে কখন কোন কথা বলিতে দেখিতে পাই না। যাঁহারা এতদ্দেশবাসিদের "বাচালতের" ভারী দেখিতেছেন তাঁহাদের কখন মনে হইবে না যে মিউনিসিপালিটী লইয়া কোন পক্ষই এতদূর করে। যতদূর মিউনিসিপালিটী সেই মুরদের মুরদার পর্যন্ত পরিচয় হাকিমের কাছে করিয়াছেন, আর সেখানে এই হতভাগাদিগের কাছে, যারা কাজেকর্মে অসুবিধার পরিচয় দিয়া তাহাকে অতিরিক্তিতে কোনরূপ ক্ষমতা দিয়া, কলিকাতা এখানকার মুই জন প্রসিদ্ধ [illegible] মুখোপাধ্যায় ও বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায়ের উপর এই সকল বিষয় তদন্ত করিবার ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা যথাযথ এবিষয়ে যত্ন করেন, এবং অন্যান্য সিবিল সার্ভিসের লোকদিগের বাসস্থানের ব্যবস্থা দেখেন, আসিয়া যাহা বলেন তাহা হইল; কিন্তু কোনরূপ ফল ফলিতে দেখিলাম না। সে কথাই বলিতেছিলাম, পাইওনিয়ার এ সকল বিষয় কিছু দেখিতে পায় না। কেন যে এদেশীয়দিগের কোনরূপ সমর থাকে, তাহার তাহারা সাক্ষী-স্বরূপ সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়াছে। যাহা-হউক আমরা আশা করি, এখানকার মিউনিসিপাল অধিশরগণ এই সময়ে যেন একবার চক্ষু উন্মীলন করেন।

ভারতবর্ষিয়ের ইলবার্ট বিল লইয়া আবহমান বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সকল সংবাদপত্র একবাক্যে ইহার দোষ ঘোষণা করিতেছেন, এমনকি ইংলিশম্যান, ডেলিনিউজ পর্যন্ত ইহার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বাস্তবিক এই ইলবার্ট বিলটীর জন্য এত টাকা যে অপব্যয় হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এ সম্বন্ধে অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা ইংরাজ পণ্ডিতাকাঙ্ক্ষী গবর্ণমেণ্টের যার পর নাই পূর্ণ পূর্ণ বৎসর অপেক্ষা যে কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা দুই একটী তথ্যের এখানে উল্লেখ করিতেছি। মাইসিলাল ইংরাজদের তথাকথিত গবর্ণমেণ্টের অধিকার হয়,তথাকার রাজা এবং তাঁহার অধিক অধিকারিক করিয়া থাকেন। ইহাঁদের হাতে অনেকগুলি কণ্ট্রাক্টারি থাকিতে হয়, তাঁহাদের তথায় যাতায়াতের খরচ এবং ঐ কয়েক মাসের জন্য প্রত্যেকের বেতনের অংশ অতিরিক্ত পাইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন সেক্রেটরিয়েটের কার্য্য স্থান করিবার জন্য এবার একটী নূতন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। তাহাতে খরচ লাঘব করা দূরে থাকুক বরং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে। আর কয়েকটি মন্তব্যের কথা লিখিতে। এখানকার সেক্রেটরিয়েটের ১০০ শত জন কর্ম্মচারী, গ্রীষ্মকালে এলাহাবাদ আসিলে প্রায় ৫২। ৫৩ জন থাকিতেন,আর অবশিষ্ট মাইসিডারে যাইতেন, কিন্তু এই নব প্রচলিত প্রথানুসারে এবারে এলাহাবাদ আসিলে কেবল মাত্র ৮।৯ জন করিয়া লিখিয়াছেন,আর আর সকলে সাহেবদের বিলাসলক্ষ্মে সেই মাইসিডারে অবস্থান করিতেছেন। আমার সেক্রেটরিয়েটের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এখানকার গবর্ণমেণ্টের ছাপাখানায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ লোক রাখা গিয়াছে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, সকল লোকের বায় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টের কত টাকা অনর্থক ব্যয় হইতেছে। যদি আমাদের দেশ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই সকল ব্যয় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা

হইলে আমাদের কোন কথা বলিবার ছিল না, কেন না তিনি আপনার বিলাসের কলা নিজ হইতে বায় করিতেছেন, কিন্তু তাহা না হইয়া যখন এই হীন দুঃখী প্রজাদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে তাঁহার সুখ ভোগ হইতেছে, তখন ইহার অপেক্ষা অত্যাচার আর কি হইতে পারে। জানি না কি করা আমাদীয় গবর্ণমেণ্ট এতাদৃশ অসঙ্গত ব্যয়ের কথা কোনরূপ আপত্তি করেন নাই।

আগামী ৪ঠা আগষ্ট হইতে এলাহাবাদ হাই কোর্টের সেসন বসিবে।

এতদিনের পর বক্সরদের এলাহাবাসিদিগের প্রতি সদয় হইয়াছেন। এক সপ্তাহের অধিক হইল এখানে ক্রমাগত বৃষ্টি হইতেছে। এক্ষণে কিছুদিন বন্ধ হইলে ভাল হয়।"

পঞ্জাবের অন্তর্গত কাংরানপুর হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন গত ১৮ এ জুন তিনি কাবুলের এক ব্যক্তিকে আমীরের নিয়ত্বে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, বর্ত্তমান আমীরের শাসনগুণে সাধারণে সমস্ত সন্তোষ ও মৌলবী বিদায়াপন্ন হইয়াছেন। এমন কি যদ্যপি আমীর কোন বিষয় হুকুম দেন, তাহা হইলে কোন মন্ত্রীর কিঞ্চিৎ হইতে সাহায্য পাওয়া ভার হইবে। কথা সেই রকম হইতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে যে আমীরের কোন ভাবী আশঙ্কা আছে, তাহাও নহে। তিনি বলেন আমীর যদ্যপি দুরিয়ার হন, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের লক্ষিত কখনও অসন্তোষ করিবেন না। তাঁহার একপ ভাবার রেলওয়ে বিস্তার করা উচিত নয়। আমীরকে খুসামদ করিয়া ও তিনি যাহাতে প্রজাদের অনোরঞ্জন করিয়া চলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর এই, কাবুল রাজ্যের সংবাদ যাহাতে যথাযথ প্রকাশ হয় তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে সেই আদেশ দিয়াছেন। পরে তাঁহার প্রজারা কোন সংবাদ লিখে সন্দেহ হইলেই তিনি রাজকর্ম্মচারিদিগকে প্রজাদিগের পত্র খুলিয়া পড়িবার অনুমতি দিয়াছেন। এ জনশ্রুতি যে একবারে অমূলক, তাহা উক্ত কাবুলী বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন যে কল কাবুলের আভ্যন্তরিক সংবাদ লইবার জন্য যে রূপ চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিতেছে, তাহাতে যে এপ্রকার আদেশ আমীর দিবেন তাহা বিচিত্র নহে।

আমাদিগের রেঙ্গুনস্থ সংবাদদাতার সময় [illegible] 'মর্ণিং ক্রনিকলের' অবস্থান করিয়া আপাতত [illegible] পার্লিমেণ্ট সমন করিবেন।

[illegible] এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, অবধি [illegible] ছোলেমানী [illegible] লিখিয়াছে। [illegible] পড়িয়া গিয়াছে, এগুলি [illegible] ইংলণ্ডিয়া সাম্রাজ্যের কার্য্যাধ্যক্ষতার ফল। কারণ যখন তিনি কাবুলরাজ্য এবং ইহার উপনিবেশের তেপুটী অমিশনর ছিলেন তখনও এই সকল স্থলে এইরূপ ভুল ভুল লিখিয়া গিয়াছিল। আমাদের বিশ্বস্ত সূত্রে [illegible], পুলিস কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে নিজীব ভাবে রাখিতে পারিলে আপন আপন কার্য্যে স্বাধীনতা করে বলিয়াই এই প্রকার অত্যাচার হইতেছে। এজন্যে আমরা সাধ্যমত পরামর্শ দিতেছি, অতঃপর তিনি আপন লোকের মধ্যে হুকচুর অন্বেষণ নিযুক্ত করিয়া আপন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা করিলে, আমাদের বিশ্বাস আছে, এ অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, যদি তিনি স্বয়ং কোন হুকচুর সন্ধান করিতে অক্ষম হন, আমরা তাঁহাকে একান্তচিত্তে বলিতেছি, যে আমরা তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিব।

তাহারা শুনিয়া আনন্দিত হইবার যে বর্ত্তমান [illegible] পূজা উপলক্ষে উৎসবরূপ [illegible] হইয়াছে। পোষ মাসের ছুটীও আছে। সুতরাং ইহার মধ্যে একটি ভাল সময় দেখিয়া [illegible] ছুটীর প্রস্তাব করিলে বেশী লাভের, আমাদের [illegible] উপাধীধারিদের ছুটির কারণ, এবং ছুটীর পক্ষীকারের উপায় কি, এই সম্বন্ধে একটী [illegible] করিয়াছিলেন, সভার সার এমন্ত্রী ছিলেন, সার কাওয়াস এবং আর আর লোক উপস্থিত ছিলেন। সার ফিরোজ উদ্দীন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ের প্রস্তাব এখনও পাঠ না করিয়া 'আমরা সম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধির কার্য্য [illegible] এবং ইহার পক্ষীকারের উপায় কি, এই সম্বন্ধে একটী [illegible] করিয়াছিলেন, সভার সার এমন্ত্রী ছিলেন, সার কাওয়াস এবং আর আর লোক উপস্থিত ছিলেন। সার ফিরোজ উদ্দীন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ের প্রস্তাব এখনও পাঠ না করিয়া 'আমরা সম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধির কার্য্য [illegible] এবং ইহার পক্ষীকারের উপায় কি, এই সম্বন্ধে একটী [illegible] এ প্রকার কোন প্রস্তাব পাঠ করিলে কি ভাল হইত না?

পূর্ব্বকালে কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক কোন প্রকার অতি ন কার্য্য করিলে কর্তৃপক্ষ তাহার নাক, চুল কাটিয়া সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন কিন্তু এখনকার সময়ে এ কুপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ের [illegible] কিন্তু সম্প্রতি দেখা গিয়াছে। তথায় তিন জন লোক আপন আপন স্ত্রী সঙ্গে রাখিয়া [illegible] এই প্রকার সাজা দেওয়াতে বিচার আদালতের প্রত্যেকের তিন বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ করিয়া গিয়াছে।

মৃত কেশবচন্দ্র সেনের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ [illegible] সপ্তাহ পর্য্যন্ত ১১,৮২২৸৶ টাকা চাঁদা [illegible] হইয়াছে।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, সর্পে দংশিলে যারা কিম্বা [illegible] ভূমিতে শুয়ান যায়, এমন কি ইহা ভূমিস্থ [illegible] সম্পর্ক অনেক সময়ে বিষ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। তিনি বলেন সর্পের [illegible] ইহাতে [illegible] হইবে। [illegible] ইহার গন্ধ পায় সে স্থানে [illegible] যায় না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, কাইরাম-সিয়াল বিভাগের একজন চুঁচুড়া কর্ম্মচারী বঙ্গভাষা [illegible] করায় কলেক্টারের [illegible] নিযুক্ত করা হইবে। বাঙ্গালা বাক্তি [illegible], ইহাই আমাদিগের একান্ত চেষ্টা।

[illegible] ইহাতে সৈনিক পুরুষদিগের [illegible] বড় [illegible] প্রবল হইয়াছে। সম্প্রতি [illegible] ইহার প্রতিকারের [illegible]। সারাপু নামক স্থানে একজন [illegible] তাহাকে [illegible] করিয়াছে। তিন জন [illegible] আহত হইয়াছে।

ষ্টেটস্‌ম্যানের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন [illegible] স্থানের [illegible] তিন জন [illegible] তাহার উপর অত্যন্ত অত্যাচার করে। তাহাদিগের মধ্যে একজন মরিয়া গিয়াছে এবং অপর দুই জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। মৃতদেহ [illegible] নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর পাওয়া গিয়াছে।

গত [illegible] ভিন্ন ঘটনার সময় চুঁচুড়ায় একটী [illegible] ঘটনা হইয়া গিয়াছে। [illegible] একটী [illegible] বৎসর [illegible] বালিকা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] করিবার জন্য একটী অফিসে [illegible] এই জন্য আমুদে বিনা সাহায্যে [illegible] বুঝাইয়া দিতেছেন।

[illegible] মিউনিসিপালিটীর [illegible] সাহেবকে করদাতারা [illegible] দিয়া থেকে। তিনি এখন কলিকাতার [illegible] টাকার কাজ করিতেছেন। কিন্তু এখন তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তাকুলিত হইয়া [illegible] পর্যবেক্ষণের নিকট [illegible] মিউনিসিপালিটীর [illegible] ভাইসচেয়ারম্যানি করা অবধি এপর্য্যন্ত তিনি যে কাজ করিয়াছেন, তাহা দেখাইবে পর্যবেক্ষণের কার্য্য বলিয়া পণ্য হয় অথচ সমবেদীয় পর্যবেক্ষণের কাজ দিয়া ভারতবর্ষীয় পর্যবেক্ষণের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার আবেদন রক্ষা করিতে পারেন নাই, অগত্যা গভর্ণমেণ্টের আদেশ-মতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমাদের প্রার্থনা করিলে ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহাকে লর্ড পোর্ট ষ্টুয়ার্টের সেক্রেটারি করিবেন। তিনি আবার মিউনিসিপালিটীর কাজ ভালরূপে [illegible] পারেন নাই, তিনি কিরূপে এই [illegible] করিবেন।

এবার মেট্রোপলিস ইলেক্সে যাহারা [illegible] পাওয়া যাইবে, তাহার তালিকা হইয়াছে। তালিকাতে একটী ছেলের নাম বাহির হইয়াছে। একজন আরে [illegible] করেক জন ইউরোপীয়ের নাম [illegible] ৩০০০ হাজার বা ৪৫০০ হাজার [illegible] ইলেক্স দ্বারা ভুলিয়াছেন।

পারিসের একজন প্রাণিতত্ত্ববিৎ একটী ছেলেকে লইয়া কয়েক জন বিজ্ঞানবিৎ পরিচ্ছেদ [illegible] মধ্যে পুরিয়া তদুপরি ইট [illegible] পর সেই স্থানের আচ্ছাদন [illegible] ছেলেটী জীবিতাবস্থায় আছে।

[illegible] পণ্ডিত মহেশচন্দ্র [illegible] হইতে বদিয়া গ্রন্থ করিবার [illegible] করিয়াছেন। অধ্যাপকদিগের [illegible] সাহায্য পাই।

[illegible] [illegible] [illegible] [

গুড ৭ ই সেপ্টেম্বর একজন ডাকা লইয়া দারবানদিগকে প্রহার করিয়া বাটীর দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করে। উহিরবাবু এই সংবাদ পাইয়া পরদিন পুলিস মাজিষ্ট্রেট ডেভারসম সাহেবের নিকট পেস্কারের নামে চুরী ও আর আর অপরাধের অভিযোগ করিয়া সমনের প্রার্থনা করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব চুরীর দায়িত্ব রহিত করিয়া আর আর অপরাধের জন্য সমন প্রদান করিয়াছেন।

হোমিওপাথিক চিকিৎসা এদেশে প্রচার হওয়াতে দেশের যেমন উপকার হইতেছে, তেমনি অপকারও অনেক হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, কতক গুলা অশিক্ষিত লোক দুই এক পাতা বাঙ্গলা কিম্বা নরী পাঠ করিয়াই আপনাদিগকে মস্ত বিজ্ঞানী, কিম্বা পশুকার মনে করিয়া নিজ নিজ পুত্র কন্যা এবং দরিদ্র প্রতিবেশিগণকে অকালে যমালয়ে পাঠাইতে সমুচিত হয় না। এই সকল ডাক্তারদের পাস লইবার জন্য একটী যে আইন করা আবশ্যক হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

ডেলিপোষ্ট বলেন যে ব্রীস স্নোন, সমর ও মিথি অধিকন্তু মফস্বলের সহিত ডাকখরচে কার্য্যাদি সম্পন্ন করাতে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কুলুর জগতের পোষ্টমাষ্টরের অস্থায়পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমাদের দেশে পোষ্টমাষ্টর কেনারল এদেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগকে ডাকখিভাগে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া যে মুখ ধাম বাঁধিয়াছেন, তাহার কি হইল?

আমরা দুঃখ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার চার্লস এচিসন ভালরূপ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

লিমলীর ঠাকুর মহাশয়কে বোম্বাই বা-ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্যের পদে নিযুক্ত করাতে এতদ্দেশীয় সমস্ত সংবাদপত্র সম্পাদক অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। কেন ইনি শিবপ্রসাদ নাকি?

'অমৃতবাজার পত্রিকা' শীত না হওয়াতে তথাকার পাচারে এক প্রকার শুষ্ক কচি হইতেছে। এ প্রদেশে জলে সলাম্ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে যে প্রকার শোভা হয়, আজ কাল শিমলা পাহাড় উক্ত প্রকার শুষ্ক পুষ্প দ্বারা তদ্রূপ সুশোভিত হইতেছে। তথায় অধিবাসিগণ ইহাকে অনাবৃষ্টির চিহ্ন বলিয়া ভীত হইয়াছেন। হয়ত বিদেশের লোকে শিমলায় ঢুকিয়াছে তখন উঠা, তবে মাসুরিয়ার বসতিস্থান হওয়া উচিত তাহা বলা যায় না।

কাবুল হইতে এমন শুনা যেন যে, আফগানিস্থানের সৈন্যাধ্যক্ষ গোলাম হাইদার খাঁ তাঁহার কতিপয় জন সহচরসহ হত হইয়াছেন।

আমরা সুধীর সম্পাদিতচিত্তে প্রকাশ করি[illegible] ডেভি, কলিকাতার মিউনিসিপালিটির [illegible] ডাইরেক্টরেটের বার সম্প্রতি পদত্যাগ [illegible] বন্ধুবর্গ পদত্যাগ রোধে [illegible] করিয়াছেন।

সম্প্রতি সংবাদ পত্রে দেখা [illegible] দেশীয়দের মধ্যে [illegible] আফিসের ৮৭ সিক্কার, [illegible] আমারি পর [illegible] বাঙ্গালিদিগের [illegible] করিবার অধিকার নাই।

গত মাসে লর্ডো [illegible] ধর্ম্মপত্নী পারিস [illegible] আফ্রিকে [illegible] পথকে যৎসমারোহে [illegible] পারীস [illegible] স্থাপন অবধি [illegible] দেখা হয় নাই।

আজও ইউরোপ [illegible] ধর্ম্মাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই [illegible] গত ৯ই জুন আরামা [illegible] কাউণ্ট কেপলিকির [illegible] সম্বন্ধে হয়। উভয়েই [illegible] উভয়ের বিলক্ষণ আদর [illegible]

আমরা অতিশয় শোক [illegible] করিতেছি যে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবু রোকনাথ মৈত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি [illegible] পরোপকারী ছিলেন। পূর্ব্বতন রোগে তিনি [illegible] মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তথাকার [illegible] চিকিৎসায় ব্যাপৃত করিয়া বাবসা চালাইতে [illegible] ইহাঁরই উক্ত ডাক্তারখানিতে দেহ ত্যাগ [illegible] হোম সঞ্চার, মফস্বলে বিস্তৃত নাই। ৫০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন।

[illegible] মেসারাল বাহে [illegible] এক লক্ষ ডলার আত্মসাৎ [illegible] ছড়। আজ কাল ইউরোপে [illegible] প্রবল।

বর্ত্তমান মাস হইতে পাবিস [illegible] পিটসবর্গে বিদ্যুৎযোগে [illegible] করিতে আরম্ভ করিবে। প্রত্যেক টেলে [illegible] আরাই পড়ি এবং একখানিতে [illegible] খানিতে ফেরতার থাকিবে। [illegible] সাবলেশিয়ান নামক স্থানে এইরূপ [illegible] দেখান হইয়াছিল।

৬৮ গবর্ণমেণ্টের উপনিবেশ [illegible] বলিয়া ওথায় কেহই যাইতে চাহে না। [illegible] কয়েক জন ভদ্র লোকই তথায় [illegible] ইহারা ও তথাকার অধিবাসিদিগকে [illegible] লইয়া যাইতে আরম্ভ করে। [illegible]

[illegible] আষাঢ় ১২৮৭

[illegible]

[illegible] ডাক্তার [illegible] ৯ম বিভাগ
বিষ্ণুচন্দ্র দাস ঐ
গোবিন্দমোহন রায় ঐ
প্রসন্নকুমার গুহ ঐ
অম্বিকাচরণ গাঙ্গোপাধ্যায় ৩য় বিভাগ
গঙ্গাচরণ সিংহ ঐ
অম্বিকাচরণ মিত্র ঐ
রাজমোহন কর ঐ
মধুসূদন চট্টো ঐ
মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ঐ
ভাবনাথ গুপ্ত ঐ
মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ
কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ঐ

এতদ্ব্যতিরিক্ত সিবিলসার্জ্জন, বাবু কালী প্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয় মেডিকেল বোর্ডের আদেশানুসারে, গবর্ণমেণ্টের মেডিকেল বিধি সমস্ত মফস্বলের অধ্যাপক করিয়া প্রচার করিতেছেন। উহা দ্বারা মফস্বলবাসী [illegible] উপকার হইবার সম্ভাবনা। [illegible] বিশেষ উপকার করিবে। কালীপ্রসন্ন বাবু মেডিকেল বোর্ডের [illegible] পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বাবু তারাপদ মজুমদার, [illegible] বিভাগের [illegible]

[illegible] সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

ইতাতিরিক্ত চট্টগ্রামস্থ বিদ্যালয়ের ১৮৮৩ অব্দের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৮৩ অব্দের ১ লা জানুয়ারিতে এই বিদ্যালয়ে ৬৯ জন বালক ছিল। ২০ জন মুসলমান বালকের জন্য বৃত্তিদান করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে ৩ জন মুসলমান ও ৪৯ জন হিন্দু। যে বালক বৃত্তিদান করিয়াছে, সে ইহার সাহায্য লইয়া করিতে সিয়াছিল, এমন সে সদ্ব্যবহার করিয়া ঐ বৃত্তি লাভিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। এই বর্ষে এই বালকদিগের জন্য ৮৭৯৭/৫ অর্থাৎ প্রত্যেক বালকের জন্য ১৮৯ টাকা ব্যয় ও প্রত্যেক বালকের জন্য ১৮৯ টাকা আয় হইয়াছে।

প্রশ্ন।

মহাশয়! যথাসাধ্য আপনকার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারি, কিন্তু আপনি উত্তরগুলি মোট করিয়া দেখুন উত্তর প্রদান করেন, তাহার আমার উহা করিয়া বিচার করিতে লেখে, বোধ হয় ছিন্নভিন্ন একটী প্রশ্নোত্তরের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না(ক)। বিবেচনায় ১৭ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশের ৩য় পৃষ্ঠের ৩য় কলমে লেখা শিক্ষা ও স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে কয়েক আলোচনা করিয়াছেন, তাহার উত্তর প্রদান করা, বড় কঠিন লক্ষণ, তাহা আপনি ও আপনার পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। যদিও বাইবেল পুস্তক বিশিষ্ট, তেথাপি করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে সত্য ও অত্যন্তুত ও মহত্বপূর্ণ বটে; কিন্তু সকল বিষয় এমন পূর্ণভাবে লক্ষণ বিষয় অবশ্যই অসম্পূর্ণ (খ) রহিয়াছে বলে।

(১) যে বিষয়ে যে পরিমাণে জ্ঞানের আবশ্যক, তাহার অল্পাধিক কি কুফলীয়?

(২) আমরা ও অল্প জ্ঞানেই বুঝিতে পারিতেছি, আমার প্রতি পুত্রের যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা আবশ্যক, তাহার অপেক্ষা অধিক আবশ্যক নাই। যে বিষয়ের ও যত দোষের হেতু [illegible] অবশ্য [illegible] বুঝিতে পারিলে [illegible] বাহুল্য [illegible] উপায় বিধান [illegible] না? [illegible] দেয়। [illegible] অধিক [illegible] আবশ্যক [illegible] ঈশ্বরের [illegible] ঈশ্বরের [illegible] ঈশ্বরের

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর
হের আদেশানুসারী
নিয়োগ।

স্বাস্থ্য ও সাধারণ বিভাগ।
১ লা জুলাই।

ডাইকর সব ডেপুটি কলেক্টার মুন্সি মেহের আলি পুরীর সবডিবিসন কার্য্যে নদীয়ার বাবু যোগেশচন্দ্র সান্যাল নিযুক্ত হইলেন।

বাবু ইশ্বরচন্দ্র পালিত জোড়াসাঁকোর অন্তর্গত সাব্‌ডিবিসন সব ডেপুটি মাজিষ্ট্রর হইলেন।

আলমপুরের প্রতিনিধি অস্থায়ী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বি ও এস ক্যাম্পবেল ১৮৮০ অব্দের ৩রা মে, ৭ আইন অনুসারে কমিসনরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নবদ্বীপাধিপ প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরি বিভাগের অন্তর্গত সিউড়িস্থিতে থাকিবেন।

ডাইকর প্রতিনিধি সিউড়ীর সেরেস্তা বদলি হয়, নিমাই বোধনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

পরাণ প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, ই, এস, কার্য্যের সর্ব্বাসনের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

আলমপুরের সিউড়ী ও সেরেস্তা জজ- কার্য্যে মাহেরে ১ ম শ্রেণীর সিউড়ী ও সেরেস্তা জজ হইলেন। ইনি এখনে ছুটি নিবন্ধন অনুপস্থিত আছেন।

কর্ণিলাহরের প্রতিনিধি সিউড়ী ও সেরেস্তা জজ ই, এস কার্য্যের কলিকাতার সিউড়ী ও সেরেস্তা জজ এফ, ডে, সি আইসন, জজপুরের সিউড়ী ও সেরেস্তা জজ; সেসনস, হাসেট, গাজিপুর এফ, ডব্লু গর্ডন, মেদিনীপুরের জজ, এফ, মোহিল। ২১ পরগণা ও হুগলীর প্রতিনিধি জাজসনাম সিউড়ী ও সেরেস্তা জজ ডে, সি রায়ের কার্য্য শ্রেণীর সিউড়ী ও সেরেস্তা জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, ডিক্স ১ ম শ্রেণী এবং সাহাবাদের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, মোসার ও রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, ডি, আর্থ, বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু, বিহারের ও বিষ্ণুপুর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, সি মুর ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সিংহভূমের ডেপুটি কমিসনর সি, এফ গর্ডনি ২ য় শ্রেণী, সে সাহাবাদ প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর ডব্লু, এম, বাবু হেমন ৩য় শ্রেণীর ডেপুটি কমিসনরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ডেপুটি কলেক্টর বাবু অম্বিকা প্রসন্ন রায় ১৮৮০ অব্দের ৩ য় ইন অনুসারে ক্ষমতা কলেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচারসম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন।

সিঙ্গিবরিয়ার প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ২ য় শ্রেণীর সবজজের পদে কার্য্যসম্পন্ন বিভাগ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও উক্ত পদের সব কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নওয়াবাদির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু রজনীকান্ত সেন ১৮৮০ অব্দের ১৩ আইনের ৪১৭ ধারানুসারে ডেপুটি ইন্সপেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় মিরেশ্বর অন্তর্গত শ্রীরামপুরি শ্রীরামপুরি মুন্সেফ হইলেন।

মজঃফরপুরের অন্তর্গত মহুয়ার মুন্সেফ বাবু পঞ্চানন বাবু মোতিহারিসবডিবিসনের অন্তর্গত কেশরিয়ার ৫০ টাকা মাসিক মুন্সেফের শ্রীরামপুরে বদলি হইলেন।

মজঃফরপুরের অন্তর্গত রামদয়ালুপুরের মুন্সেফ বাবু হরেন্দ্রনাথ রায় ছোট আদালতের ক্ষমতাপন্ন মুন্সেফ ৭০ টাকা মাসিক বেতনে মজঃফরপুরে বদলি হইলেন।

মুঙ্গেরের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর এফ, এফ মার্টি ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ভাগলপুরের অন্তর্গত জঙ্গীপুরের মুন্সেফ বাবু বিশ্বনাথ মজুমদার ভাগলপুরের অন্তর্গত বাঁকার মুন্সেফ বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুন্সেফ বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জঙ্গীপুরের ৬৫ টাকা মাসিক বেতনে বদলি হইলেন।

জঙ্গীপুরের মুন্সেফ বাবু অম্বিকা চরণ বসু ঐ জেলার বাঁকী পাকুরার মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের ক্ষমতানুসারে ৬০ টাকা মাসিক বেতনে বীরভূমে বদলি হইয়াছেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের প্রতিনিধি ১ ম শ্রেণী ডেপুটি কালেক্টর বাবু প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মজঃফরপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর বাবু অম্বিকেশ্বর সেন ফৌজদারী আইনের ১৩০ ধারা অনুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু [illegible] ১৮৮৫ অব্দের প্রথম মুন্সেফ বাবু নগেন্দ্রনাথ [illegible] আদালতের সবজজি ও ঐ স্থানের সব জজ হইলেন।

ছাপরার ৩য় শ্রেণীর প্রতিনিধি ও সব ডিবিসনাল অফিসর বাবু পূর্ণচন্দ্র [illegible] ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ১৮৮৩ অব্দের ১৩ আইন অনুসারে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মজঃফরপুর ও বাবু [illegible] মুন্সেফ হইবার তাঁহারই এই দুই ক্ষমতা অতিরিক্ত থাকিল।

বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২য় পাটনার অন্তর্গত বাঁকা মুন্সেফ হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

আমিরকনজারা।

মহাশয়! আমেরিকা আজ ৫৫৬ বছর অবধি বর্ত্তমান পুরিষের আবেরাকারা সমরে, কলম্বাস নিবিয়া আমিরেকেরা এমন সভ্যতায় [illegible] যে বিদেশ আসিয়া বিক্রয় আপনার ইংরেজী ও বাঙ্গালা অনেকেরিবিদ পুরিষেরা সোজাসুজি আমেরিকার পরিচয় না দিলে পারেন, কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে কর্তৃপক্ষগণ বর্ত্তমান পুরিষের পক্ষপাতের বিষয়ে কিছুই মনোযোগ [illegible] আমেরিকাবিদের পুরিষেরা কারা ইতিক কি না পাকিলেও [illegible] পারা ইতিক, [illegible] বিষয়

একটী বাঙ্গালা অভিধান উদ্ধার হইয়াছে। মাননীয় মুইরহেড সাহেব এবিষয় নিশ্চিন্ত হইতেছেন। আমরা উক্ত মুইরহেড সাহেব মহোদয়কে নিশ্চিন্ত হইতে অনুরোধ করি এই অবসরে বর্ত্তমান পুলিসের একটি সংস্কারের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। যেরূপ অবস্থায় চুরী ডাকাইতির কথা শুনা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় সিউড়ি সাহেবের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপের হ্রাস হইয়া আসিতেছে। প্রজাবর্গের মনে যাহা হউক বর্ত্তমান পুলিসের আমূল সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের আর নিশ্চিন্ত থাকা ভাল দেখায় না। কি সম্ভ্রান্ত, কি সাধারণ, ছোট লাট এবং বড় লাটের রাজপ্রাসাদের অগ্নি নিকট প্রত্যহ সিঁদ খনন করিয়া চুরি! যখন কলিকাতা সহরীকেই সিঁদ কাটিয়া চুরি হইতে চলিল, তখন মফস্বলের প্রজাগণ কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া আর থাকিতেছে তাহা পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন। গত ১৯ এ আষাঢ় অর্থাৎ ২ রা জুলাই বুধবার রাত্রিতে ৩টী রাজধানীর সাহিত্যসেবকদ্বয় শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ মিত্র ও বাবু আশুতোষ ঘোষের বাটীতে চোরেরা সিঁদ কাটিয়া স্বর্ণ রৌপ্যের গহনা সমেত টাকা পয়সা ও বস্ত্রাদি লইয়া গিয়াছে। মোট কত টাকার দ্রব্য লইয়া গিয়াছে তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি নাই। পরে পাঠকবর্গকে জানাইবার ইচ্ছা আছে, তবে চুরি অল্প টাকার হইলে আর অধিক টাকার হইলে আমরা আমাদের বলিতেছি যখন গবর্ণমেণ্ট প্যালেসের ও বেলভেডিয়ারের গৃহিত সাধারণ উপর চৌদ্দিক সিঁদ কাটা আরম্ভ হইল, তখন আর কলিকাতার বিশিষ্টের থাকা বিশেষ নহে। ঘৃণ্য সাধারণ বাবুর গৃহে যাহার অধিক হইতে এবং আজবাবুর ১ হে বাটীর ভিতর হইতে চোরেরা সিঁদ কাটিয়াছিল, মনে বাসনা হইয়াছে পুরাই ইউরোপীয়। আমরা আরও শুনিলাম যে যাহিরেই এই স্থানের অন্যান্য দুই এক ব্যক্তির বাটীতেও চোর মহাশয়েরা কবিয়া ভিন্ন ভিন্ন কিছুই সাইজ পায়ে যায়। আশ্চর্য্যের এই যে, এই দুইটী বাটী পেলিসাবাটীর পুলিস থানা হইতে ৫ । ৬ রশি, থানায় থাকে। তাল কিন্তু যদি ঐ যাহিরে পেলিসাবাটীর থানায় থানাদারেরা এবং পুলিসের কর্তৃপক্ষগণ নিদ্রা হইতে জাগিয়া থাকিতেন! যারা হউক পুলিস এই চুরির ও সন্ধান কিছুই বিনায় করিতে পারেন নাই। আমরা পরিষ্কার বাণী বলিয়া যাহিরেটি পুলিসের পুলিসের যেরূপ দুরবস্থার কথা শুনা যাইতেছে তাহাতে যে এই চুরির প্রকৃত চোর, এক ঈশ্বরের আমরাও সন্দেহ আছে।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রন্থকার এখানে কমিশন দেনে পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী।
সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সকল মুদ্রণ ও অন্য সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাকরিপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

যে যাঁহারা মফস্বলে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা পত্রের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিবসের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা। ৵০ আনার কম আর গ্রহণ করা যায় না।

বিনা মূল্যে বিতরণ। বিনা মূল্যে বিতরণ।।

ডাক্তার শ্রীমহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সরল চিকিৎসা।

পল্লীগ্রামবাসিদিগের বিশেষ উপযোগী। ডাক মাশুলাদি সেবক ৵১০ আনা পাঠাইলে পাইবেন।

ডাক্তার এম মহেন্দ্রলাল, ভবানীপুর কলিকাতা।

(ডাক্তার যে পঞ্চক)

গোদ, জলদোষ ও ধ্বজ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু-সোধক—ইহাতে যে বিশিষ্টরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ ব্যতীত অন্য এক শিশি ২।০।

ভীত্রাঞ্জন—ইহাতে যাবতীয় চিক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু যদি অন্ধকারবর্ত্তী হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্রতি ঘরের এক শিশি ২।০।

এই দুটী ঔষধে পাঁয় ৩০ বিধান প্রকার বিভাগ করা যায়। এই দুটী ঔষধ ১৫ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার বেরি বাবুর চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

চন্দ্রচূড় রস

(সৌরচন্দ্রচূড়রস প্রবেতক

আয়ুর্ব্বেদোক্ত মতের ন্যায় এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ রোগ অতি আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হইতেছে। ১ দিনের মূল্য ৫ টাকা। উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

কোষ্ঠশুদ্ধ বায়ুর ঔষধ।

অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া [illegible]

শ্রীনন্দিকেশ্বর দত্ত কবিরাজ।

সটীক সানুবাদ মনুসংহিতা।

[illegible] ভাষা ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সহিত বিশেষরূপ শুদ্ধ করিয়া নূতন বাঙ্গালা অক্ষরে নূতন কাগজে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা, উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা, মূল্য ছয়ী আনা। ১৬ খণ্ডে পুস্তক সম্পূর্ণ হইবে। অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা। মফস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে।

নূতন লাইব্রেরী, ১১৮ নং চিৎপুর রোড কলিকাতা। — উপেন্দ্রনাথ বসু প্রকাশক।

অল্প দুই বৎসরে বুদ্ধিবিক্রয় ২০০ সহস্র ব্যক্তির ও ৩ তম উপযুক্ত ও কার্য্য এক দুই তম উপযুক্ত কবিরাজের প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত

মেহনাশক অমৃতবিন্দু।

সমাগত অমৃত ব্যবহার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে, প্রবাহ অতি ক্লেশকর যে যে প্রকার ঔষধ সেবন করিয়াছেন, যা যে প্রকার উপদংশ বাহুল্য ভোগ, যোগ্য হইবে। প্রতি শিশি ১, টাকা পার্সেল ৵০।

পারদনাশক অমৃতারিষ্ট।

সমস্ত পারদরোগ হইতে যদ্যপি মুক্ত হইতে চাহেন, তাহা হইলে অমৃতারিষ্ট ১ বোতল সেবন করুন। পরীক্ষিত পারদ দূর করিবার এমন ঔষধ আর নাই। প্রতি শিশি ১, টাকা পার্সেল ৵০।

১ নং পোস্তাবাজার ষ্ট্রীট, হরমোহন কলিকাতা। — শ্রীনরকচন্দ্র সরকার "সুচিকিৎসা ধাম আশ্রমের" অধ্যক্ষ।

অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

এতদ্বারা ব্যবহার করিয়া দেখুন।

ইহা [illegible] কবিদের উপযুক্ত বাজে জিনিস নহে। [illegible] ইহা সকলের আদরের, এমনকি অতীব এ অল্প পরিশ্রমের পেটের পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৬ পুরিয়া এক টাকা পার্সেল ৵০। আশ্চর্য্যের অভাব নাই। ৭ দিবসে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ৫ টাকা পার্সেল ৸০। আরোগ্য না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অন্যান্য বাবস্থা দেওয়া যায়।

শ্রীনরকচন্দ্র ডাক্তার, [illegible] মূল্য বিবরণ

সিদ্ধ বেদ্যের গ্রন্থ।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে।

[illegible] সম্পাদকের সাহায্যে [illegible] বিশেষ প্রশংসা [illegible] এই পুস্তক কেবল ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়।

শ্রীতর্কালঙ্কার রায়—মাহেশবাসী।

"কনক নলিনী" এবং "সরোজ বাসিনী"।

(মনোরম উপন্যাস)

এই মনোরম উপন্যাসদ্বয় শ্রীজাতিকে সতীধর্ম্ম ও পতিভক্তি শিক্ষা দিবার বিশেষ পারদর্শিনী।

অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত।

কবিরাজের অনুপম বিশুদ্ধ ঔষধালয়।

৯নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার

মহৌষধ।

এই ঔষধ আরোগ্যার্থে নানা অনুসন্ধান করিয়া অনেকটী ঔষধ পরিত্যাগ করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে ৯, পরে এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। যথা—পরীর দৌর্ব্বল্য, তন্দ্রাদির অল্প রাত্রের লক্ষণ, অস্থিসন্ধির বেদনা, পুরুষত্বের হ্রাস পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম ইত্যাদি উপসর্গ সমূলে বিনষ্ট হয়।

ইহা সেবনকালে ৺ ৮ দিন কুপাচ্যতাদিতে ক্যাদির ব্যবস্থেয়ীদিগ ইনেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা।

ঔষধ ১ শিশি ১৫ দিবসের উপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

ঔষধ ২ শিশি ৩০ দিবসের উপযোগী মূল্য ১৭ টাকা।

ঔষধ ৩ শিশি ৪৫ দিবসের উপযোগী মূল্য ২৪ টাকা।

ঔষধ ৪ শিশি ৬০ দিবসের উপযোগী মূল্য ৩০ টাকা।

ঔষধ ৫ শিশি ৭৫ দিবসের উপযোগী মূল্য ৩৬ টাকা।

ঔষধ ৬ শিশি ৯০ দিবসের উপযোগী মূল্য ৪২ টাকা।

ঔষধ

প্রকাশ

১৮ শ ভাগ "প্রকাশতা" প্রকৃতিসিদ্ধায় বাদিনে তরবলী অভিলক্ষতী চ ঘোষণা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। ষাণ্মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

৭ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮৪। ২১ এ জুলাই। { অগ্রিম বৎসরাধিক ২৮০, অনন্যর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত অতিরিক্ত ৭ টাকা ধার্য্য।

বিজ্ঞাপন

উলুবেড়িয়া আদর্শ বণিক সমিতির মূলধন পঞ্চ টাকা। প্রত্যেক অংশে এক টাকা হইতে যিনি যত টাকা দিতে পারেন তাহাই গৃহীত হইবে। প্রত্যেক শ পাঁচার হিসাবের বই পাঠাইবার জন্য ডাক মাশুল এক আনা ঐ টাকার সহিত পাঠাইবেন। কোন অংশীদার বিশ বৎসরের মধ্যে মূল টাকা ফেরৎ পাইবেন না। পঞ্চম প্রতি বৎসর একবার মাত্র লাভের অংশ পাইবেন। এই ব্যবসায়ে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে। সকলেরই উহাতে যোগ দেওয়া উচিত। অংশ প্রেরণের টাকা "সঞ্জীবনী" "হেরিটেজ" "বঙ্গবিদ্যা" "বঙ্গবাসী" "প্রকাশক" সম্পাদকের নিকট অথবা অ,বার মাসে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

উলু বড়িয়া আদর্শ বণিক সমিতি, ঠিঃ সাবক। } শ্রীরামলাল সাহানার আধ্যাপক।

পাঁচুঠাকুর।

বঙ্গে অদ্বিতীয় অতুলনীয়। মূল্য ২,

অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিতে হয়।

পঞ্চানন্দের নাম পাঠকের নিকট অধিক নাই। উহা ভাগ্যবানের আবাস, বিদ্বানের ধনি, গুণজনের উৎস। তিনি যাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসিক লেখক বলিয়া পরিচিত, তিনিই পঞ্চানন্দ সম্পাদক, তিনিই পাঁচুঠাকুর লেখক।

পাঁচুঠাকুর প্রকাশের কারণ;—একলেই আপন আপন মুখ দেখিতে পাইবেন। প্রত্যেক অর্থের ন্যায় একবার ফ্রাঙ্কাইতে পড়িলে, কিন্তুর বিশ্বাসের পর চিত্তপ্রসাদ, কৃতপক্ষ পরিশ্রমের পর আরাম লাভ পর্য্যন্ত প্রচুর মন, অনিদ্রার শান্তি পাওয়া যাইবে।

বিশেষ সুবিধা। পুস্তক মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহারা শ্রাবণ মাসে পুস্তক প্রকাশ হইলে ছয় টাকা মূল্য দিবেন, তাঁহারা দুই টাকার পরিবর্ত্তে ছয় টাকায় পাইবেন। প্রত্যেক একলে কেবল আর এ আনা পাঠাইবেন।

অভিলাষী বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ের। } শ্রীতারকনাথ ধর প্রকাশক।

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ।

(সাধারণী সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার) সম্পাদিত।

আজ প্রায় দুই বৎসর হইল পণ্ডিতবর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার মহাশয় এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া, সর্ব্বিধ যত্ন ও পরিশ্রম পাঁচখানি বাঙ্গালা কাব্য মুদ্রিত করেন। এই কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বিদ্যাসুন্দর ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা। এই পাঁচখানি পুস্তক সমগ্র

অগ্রিম বলিয়া অনেকেই তাহা ক্রয় করিতে অগ্রসর হয়েন। এক্ষণে ঐ পাঁচখানি পুস্তকের ৩০ টাকা মূল্য ধার্য্য হইল।

এই কুলক্ষণ মাঘ মাসে গ্রন্থগুলির মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়াছে। অ বশ্য গ্রাহকগণের নিকট অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করিব না। গ্রাহকগণ এক্ষণে কেবল আপনার নাম ও ঠিকানা পাঠাইবেন। আমরা মাসের শেষ রবিবার পর্য্যন্ত তাহাদের নাম না পাঠাইলে তাঁহাদিগকে ঐ মূল্যের মূল্যে গ্রন্থের শ্রেণীভুক্ত করিব না। গ্রাহকগণ এক্ষণে কেবল আপনার নাম ও ঠিকানা পাঠাইবেন। আমরা মাসের শেষ রবিবার পর্য্যন্ত তাহাদের নাম না পাঠাইলে তাঁহাদিগকে ঐ মূল্যের মূল্যে গ্রন্থের শ্রেণীভুক্ত করিব না। গ্রাহকগণ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, ও ভারতচন্দ্রের, এই গ্রন্থাবলি পুস্তক পাইবেন, এক টাকা দিয়া এই দুই একখানি গ্রন্থের গ্রাহক হইলে আগামী চণ্ডী আদি অগ্রিম মাসে দিব। যাঁহারা শ্রাবণ মাস মধ্যে ঐ ৩০ টাকা দিয়া পুস্তক না লইবেন,—তাঁহাদের পক্ষে সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪, টাকা।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়। ৩৯।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক।

মহাকবি ধনরাম প্রণীত।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,—বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই মহাকবি কর্ত্তৃক পুথি আকারে, সাধারণের অপরিচিত ছিল। এক্ষণে অতি সুন্দর কাগজ, সুন্দর অক্ষরে পরিষ্কাররূপে

মূল্য ১০ টাকা মাত্র।

যখন বীরু ভাষার রোমান, ভাটিয়ালি ভাষার বাঙ্গালি, সেইরূপ বঙ্গভাষার ঘনরাম, তখন এ ভৈরব সেন মহাশয়, তাঁর বলেন, "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের উপাখ্যান অতি মধুর। পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করে না। ইহা সাধারণের অতি সুখের সামগ্রী হইবে।" এই মহাকাব্য মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীরামলাল বিশ্বাসের নিকট, কলিকাতা ৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে অনুসন্ধান করিলে, ৫০ নং কলেজ ষ্ট্রীটে শ্রীকৃষ্ণ দাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

EASTERN SYSTEM OF STATE RAILWAY

Comments upon the assumption by the Government of India of the administration of the Eastern Bengal Railway and the amalgamation therewith of the Pundah branch and of the Calcutta and South Eastern

State Railway which have effect from this date, it is hereby notified for general information that, all communications which are intended for be head of this new railway administration, should be addressed to the manager Bengal Eastern System of state Railways, Sealdah. This system includes also the Bengal Central Railway

de Bourbel Col R. E.
Manager protem
Bengal Eastern System
of State Railways

Sealdah
Railway station
Dated 1st July 1884

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজের

আদি আয়ুর্বেদ ঔষধালয়।

১৪৯ অথবা ৩৬ নং মোহন বিশ্বাসের লেন,
চৌরঙ্গী বাগবাজার কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্বেদ মতের মহাবিষ ব্যতীত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি এবং আয়ুর্বেদ বিধানে উপযোগী বিবিধ প্রকার যন্ত্র ও তাহার যথাযথরূপে সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। বিশেষতঃ রোগবিশেষের পীড়ার অবস্থা অবগত হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রেরিত হয়। আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করি।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা ও বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সহ এই ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্যনিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়।

স্বর্ণ ঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ।

এই মহোপকারক ঔষধ অনুপান বিশেষের সহিত সেবন করিলে শ্রীপক্ষিয়, পুরাতন প্রবাহিকা, কোষ্ঠ গত বায়ু প্রবেশ, অজীর্ণতা, অম্লশূল, বায়বিক দৌর্ব্বল্য, প্রস্রাব চিন্তা ও অতিশয় অবাধ্যতাদি দোষ সমূহের দুর্ব্বলতা এবং বৈষম্য ও দুষ্টাবস্থায় প্রায় সমস্ত পীড়াই ছয়দিনে প্রশমিত হয়।

১ নং মাত্রার ৭ পুরিয়া মূল্য ৮
২ তোলার মূল্য ৫৫
৭ নং হইতে ১ তোলার ডাক মাশুল ।০ আনা।

ভৈষজ্যরত্নাবলী।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

এই সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-গ্রন্থে শিরোরোগ সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পঞ্চাশৎ ঔষধপ্রয়োগ এবং সমস্ত তৈল ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ বিশেষ যত্ন সহকারে বিবিধ উদ্ভট পাঠ দিয়া রোগাভিভূত ব্যক্তিগণ যেরূপে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন তাহা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

মূল্য—৩ টাকা ও ডাক মাশুল ।০ আনা।

মাতৃ বিয়োগ সন্তপ্ত মূল্য ৩, ডাকমাশুল সহিত মূল্য ১৷০ সাড়ে তিন টাকা।

আমার নামে পত্রাদি লিখিবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়
চৌরঙ্গী বাগবাজার, কলিকাতা।

৺ উমাচরণ কবিরাজের

ঔষধ লয়।

১৩৫ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ু সংবর্দ্ধিত সমস্তপ্রকার ঔষধ, ঘৃত তৈল, ও যন্ত্রাদি সকল উচিত মূল্যে পাওয়া যায়।

সঞ্জীবনী বল।

প্রদর, শোথ, অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, অম্ল প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ তোলার মূল্য ২ টাকা।

৩০ বৎসরের পুরাতন ঘৃত।

মূর্চ্ছা, উন্মাদ অপস্মার প্রভৃতি রোগে মানসিক ও আত্মাভিমানিক প্রয়োগে বিশেষ উপকারক। এক সের ঘৃত মূল্য ৫ টাকা।

শ্রীজানেন্দ্রমোহন রায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

রেজিষ্টরি করা। Registered.

সকল প্রকার মেহরোগের

পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ টাকা
মফস্বলে প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সর্ব্ব প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রস্রাবের জ্বালা, ধ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, পরমেহ এবং অন্যান্য মূত্রাশয় ঘটিত রোগ, প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত পোকার ন্যায় পোকা বাহির হওয়া ও অপুষ্ট ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা অতিরিক্ত ক্ষয় পোনা যাওয়া ও অন্যান্য মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা এবং স্ত্রীলোকদিগের বেতপ্রদর ও বারংবার গর্ভপাত প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন, সত্বরে মূলে বিনষ্ট আরোগ্য হয়। ইঁহাদের নানা প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন, আমাদের এই অনুরোধ।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপী দন্তমঞ্জন।

ইহা দ্বারা দন্তমূল, দন্ত ক্ষয়কারক দন্তের বাহ্যিক মা, পুঁজ ও রক্ত পড়া ইত্যাদি সমস্তপ্রকার দন্তরোগ নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা বিশিষ্ট রূপ পুনরায় কটিকরূপে হয়, দন্ত মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়, মুখের দুর্গন্ধ একেবারে যায়। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ চারি আনা মফস্বলে প্যাকিং ।০ আনা।

৪ কৌটা। ৮ আনা। ১২ আনা।

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—শ্রীহরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ মিত্রের গলি, বহু বাজার, কলিকাতা।

সচিত্র নূতন পুস্তক।

যিনি বিশুদ্ধ-প্রণয়ের জলন্ত-বিষয়ক ছবি দেখিতে চাহেন তিনি এই পুস্তক নীঘ্র ক্রয় করুন।

রাজলক্ষ্মী—অদর্শন।

(পাঁচ খানি অতিমনোহর চিত্রশোভিত। মূল্য ১৷০ দশ আনা মাত্র ডাকমাশুল লাগিবে না।)

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

"রাজলক্ষ্মী অদর্শন—পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী প্রণয়ের প্রকৃত উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। ইহাতে লেখক তাঁহার মনের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে পাষাণহৃদয় পাঠকের হৃদয়েও তাহার প্রতিচ্ছবি পড়িবেই পড়িবে। রোগ দুঃখদৈন্য এবং তদ্ভাবী সময়ের লইয়া যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া রসিক আমরা তাঁহার মত মুক্তকণ্ঠী নহি তথাপি অন্ত সহস্র করিতে পারি নাই।" আলোক ৭ ই বৈশাখ ১২৯১ সাল।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীযোগিলাল বসু। কলিকাতা—৯০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

কেশ এবং কেশের।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি যাহার দ্বারায় কেশের

যাবতীয় ক্ষত স্থান অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

এই ঔষধ এক সপ্তাহ ব্যবহার করিলে ধাতু দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া শরীর প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে শুক্র বৃদ্ধি ও সন্তানোৎপাদনের উপযোগী হয়। মূল্য ৫ টাকা ডাক মাশুল ৸০।

দদোরিয়া রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই চূর্ণ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার ধাতুর পীড়া নিশ্চয় আরোগ্য হয়। একবার ব্যবহার করিলে পুনর্ব্বার ঔষধের আবশ্যক থাকে না।

ধনুষ্টঙ্কার রোগের ঔষধ।

যে কোন কারণে যেরূপ এই রোগের উৎপত্তি হউক না এই তৈল ব্যবহারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চয় যে আরোগ্য হইবে। ইহা ব্যবহারে কোন প্রকার ভয় নাই।

রক্তশোধক ঔষধ।

চর্ম্ম রোগের এ পর্য্যন্ত যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে, ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে পাঁচড়া, দাদ, কুষ্ঠ অর্শরোগ, শরীরের দুর্গন্ধ, অক্ষি দৃষ্টি, অধিকোপ ও চক্ষু ব্যবহার এবং দদোরিয়া বিষ ক্ষত দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্ত হয়। বস্তুতঃ ইহা ব্যবহার করিলে রক্ত পরিষ্কার হইয়া শরীরের লিম্বের স্থানে লক্ষিত হয়। মূল্য প্রতি বোতল ৩ টাকা। ডাক মাশুল ৸০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়ার আরোগ্যকারক মহৌষধ।

এই ঔষধ খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণের দোষ, পেটকামড়া,পেট বেদনা,অম্ল পোড়া,অনিদ্রা, আলস্য, অম্ল, উদরাময় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। উহা সেবনে প্লীহারোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ব্যবস্থামত কোটার গাত্রে লেখা করিয়া দেওয়া হয়। ছোট কৌটা ২৲ টাকা বড় কৌটা ৩ টাকা ডাক মাশুল ৸০ আনা। মূল্য না পাঠাইলে ঔষধ ভ্যালু পেয়েলে পাঠান হইয়া থাকে। আমা আমা ঔষধের মূল্য যে পত্রে লেখা আছে তাহা ডাক মাশুলে পাঠান যায়।

G H manager's Jawahir ekar medical Hall, near Machhoiri Talab. Benares.

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত

ও পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	
২ য় ভাগ	৵০	
৩ য় ভাগ	৵০	
বিদ্যেশ্বর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহক গণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশ বর্ত্তী হইয়া আমাকে কল্পদ্রুমের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন চাঙ্গড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের আকাঙ্ক্ষী, হন তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৯০ সাল
১লা চৈত্র

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।
চাঙ্গড়িপোতা।
সোণারপুর ডাকঘর ২৪ পরগণা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশে সকল বিষয় ছাপা না হইলে আমাদের মনে ক্ষোভ থাকে, পাঠকগণের মনেও ক্ষোভ জন্মে, এই নিমিত্ত ইহাকে আপাততঃ পাঁচ ফরমা করা হইয়াছে। কিছুদিন পরে ইহাকে ছয় ফরমা করা হইবে এরূপ সঙ্কল্প আছে। যদি ঈশ্বর কৃপা করেন, দেশের লোকেরা সাহায্যদানে কার্পণ্য না করেন, পত্রপ্রেরক ও সংবাদদাতৃগণ কিঞ্চিৎ অধিকতর পরিশ্রম স্বীকারে উদ্যত হন, তাহা হইলে এ সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়া বিচিত্র নহে। এবিষয়ে এখন অধিক বাক্যব্যয় করা বিফল।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মবিষয়ক বিচার ও বক্তৃতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

মহাশয়! গত ৮ই আষাঢ় বহুবাজারে পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে বক্তৃতা করেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে আমার অনেকগুলি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় অন্যান্য পণ্ডিত ও ধর্ম্মব্যবসায়ী, আর আমি লোক মধ্যে এবং বিষয়ের ভেদ থাকায় তাঁহার সহিত আমার মতের ঐক্য প্রতিপন্ন হইল না। বিশেষতঃ দেখিলাম তর্ক দ্বারা যে সকল বিষয়ের মীমাংসা করা যায় তাহা আমার বিশ্বাস হয়। এই সকল সংশয়গুলির মীমাংসা করা আবশ্যক বিবেচনায় এই পত্রিকা দ্বারা তাহা করা হইতেছে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার সদুত্তর দ্বারা আমার মনের সন্দিহান ভাব দূর করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

প্রথমতঃ তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছেন ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সহজে জানা যায় বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞান হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করি বিশ্বাস না করিলে আপনি কি আমাদের সকল জ্ঞানের এই ‘কি’ সহজে জানের অস্তিত্ব দেখা যায় না? যে কুকুর বেত্রাঘাত করিলে তাহার পরে তাহার হাতে বেত দেখিলে আর তাহার নিকটে যায় না, সে কি বেত্রাঘাত করিবার কারণ না জানিয়া বিশ্বাস করে? আমরা কি সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারি না যে এই সকল আশ্চর্য্য কার্য্যের মূলে একজন কি শক্তি কার্য্যকারণী কর্ত্তা আছেন? এই ‘কি’ প্রশ্ন সকল জ্ঞানের মূলে [illegible] যুক্তি, তর্ক, সন্দেহ, বহি,

[illegible] ঈশ্বর সম্বন্ধে [illegible] ঈশ্বরের এক [illegible] একজন [illegible] ঈশ্বর মনে সহজ [illegible] ঈশ্বরকে [illegible] এবং [illegible] বিজ্ঞানের ঈশ্বর নাই। বিজ্ঞান [illegible] কাহারই ঈশ্বরের ভাব মনে বিকৃত অবস্থাতে কেন হউক না, থাকা অসম্ভব হয়। আমি আছি এই জ্ঞানের সঙ্গেই আমার আত্মিকর্ত্তা একজন “যথার

...ষি" আছেন এ কথা ও হইয়া থাকে। তাহাদের প্রশ্ন, প্রার্থনায় ও উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে? বিশেষ ঈশ্বরের সহজ জ্ঞান বিষয় মনের ক্ষুদ্র বুদ্ধিপ্রকাশ্য বিজ্ঞানাদি দ্বারা সেই অসীম জ্ঞানস্বরূপকে জানিবার স্পর্দ্ধা করা কি ধৃষ্টতা নহে? যদি কেহ ঈশ্বর পূর্ণ করিয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে না পারে তবে সাধারণ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান ও যন্ত্র কাইকলাপাদি করেও বায়ু তাপাদির দ্বারা সেই অনন্ত জ্ঞানের সীমা নির্ণয় চেষ্টাকে আমরা কি বলিতে পারি? ফলতঃ সহজ জ্ঞান হইতে ঈশ্বর জ্ঞানের উৎপত্তি এবং ভক্তি ও বিশ্বাস ঈশ্বর দর্শন ও অনুবীক্ষণ, এই আমার বিশ্বাস। একজন পরের দ্বারা যদির চেয়ে জ্ঞান পরস্পরের সংবাদ এবং তাহা অর্থাভাবের ভাষা। জ্ঞান কেবল দ্বারে বসিয়া যায় তথা করে এবং ব্যক্তিবিশেষে যার চক্ষে ফুরাইয়া দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভক্তি অন্তঃপুরের ঘরে ঘরে। এবং গোপনে গোপনে আমাদের ঈশ্বরের ভাব সকলকে জ্ঞান আমাদিগকে অন্তরঙ্গী করে। ভক্তিকে বিনীত করে। অর্থাভাবের সংবাদ দিয়া ঈশ্বর মন্তকে যাওয়া কই, যাহা মোহাঁধে সহজে যাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ— ঈশ্বর ইচ্ছা জ্ঞান, ক্রিয়া প্রভৃতি শক্তি প্রকৃতির আরোপ করিলে আমরা ঈশ্বরের ভাব আরোপ করিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র করি, আমাদের ভাব আইসে বলিয়া তর্কচূড় মণি মহাশয় যে অর্থ করিয়াছেন তাহা বুঝিলাম না। আমি বুঝি সহজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার স্বরূপ তর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা সহজ জ্ঞানে ইচ্ছাদির বিকাশ যত বুঝিতে পারি, অন্যান্য ঈশ্বরীয় ক্রিয়া শক্তি সম্বন্ধাদির বিকাশ বুঝি পারি তত না,এবং বলিয়া না তথায় আমাদের জ্ঞানের ক্ষুদ্র ভাব বুঝা যায়। তর্কচূড়ামণি মহাশয় শক্তি বলিতে ক্রিয়া প্রবৃত্তি বুঝেন কিন্তু আমি বলি শক্তি ক্রিয়া প্রবৃত্তির এক একটী লক্ষণ মাত্র। শক্তির লক্ষণ তত্ত্বৎ প্রবৃত্তি নহে। আমরা তত্তদ্রূপে ব্যবহার্য্য বস্তুর দ্বারা শক্তির পরিচয় পাই, তাই বলিয়া তত্ত্ব ছাড়া শক্তি থাকিতে পারে না এরূপ সিদ্ধান্ত কৈ আইসে? যাহা হউক, পণ্ডিত মহাশয় নিজেই যখন বলিয়াছেন আমরা "ইচ্ছা বলিতে যাহা বুঝি, ঈশ্বরে যাহা আছে তাহা ইচ্ছা নহে" ইত্যাদি, তখনই তাঁহার পূর্ব্ব আপত্তির মীমাংসা একপ্রকার হইয়াছে মনে করা যায়।

তৃতীয়তঃ—ঈশ্বর কি স্বরূপ এ বিষয় গোপন রাখিয়া পণ্ডিত মহাশয় সাধারণকে যে আঁধারেই রাখিলেন। ইহাতে আমরা দুঃখিত হইলাম। যদি পরিচয় দিতে গেলে তাঁহার মহিমাকে সঙ্কুচিত করে তাহাও ত আশ্চর্য্য প্রকাশের সম্ভাবনা? এই ঈশ্বর অভিপ্রেত বুঝিয়া গ্রহণ করিলাম।

চতুর্থতঃ—তর্কচূড় মণি মহাশয় প্রার্থনায় স্বীকার করিলেন। যে "ঈশ্বরকে স্তবাদির দ্বারা বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই বলিয়াই প্রার্থনা করা যায় না" কিন্তু তাহার কারণ করিতে গিয়া কেন তাহা আমরা বুঝিলাম না। বিনীত ভাবে ও ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরের ও তাহার পরিচয় পাওয়া, ঈশ্বরের ও তাহার সহিত যোগ, ঈশ্বরের ও তাহার দ্বারা বিনীত ও সৌম্যাদি হওয়া, এসমস্তই আমাদের প্রার্থনার উদ্দেশ্য।

৫। ধ্যান, চিন্তার অন্য ক্রিয়ার ভাবের স্ফুরণ ... আপত্তি ও কথা বিষয়, বিষয়ী এবং ... এই তিনটি আছে। যেন কথা, ঈশ্বর ... করা করিলে তাহা বিষয়, আমি ... আমি বিষয়ীরূপ এরূপ বলিলে অতি এরূপ চিন্তার সুখের আকাঙ্ক্ষার কোন সম্ভাবনা না। এবং সীমাবদ্ধ ভাবেরও আবির্ভাব কারণ দেখি না।

ষষ্ঠতঃ—ঈশ্বরীয় জ্ঞান ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ বুঝিলাম, ... জ্ঞান কি ক্রমোন্নতিশীল নহে? মানুষের ... কি সীমাবদ্ধ? একজন অন্ধের ...

... ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনারা বুঝা যায় না" ইহা স্বীকার্য্য। ... আমার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে একটু বাধুনা ... যায়," এই কথাতেই কি আমরা বড় পরি... ঈশ্বরের সম্বন্ধের দিকে অগ্রসর হই না। আমার ... আমাদের সীমাবদ্ধ ভাবের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ... বুঝিতে পারে, ইহা কেহ না বলিবে? তবে যে সে ... কিছু পাইল না বলিয়া না পাইবারই কথা। অনন্ত ... কে সম্পূর্ণ পাইতে পারে? এস্থলে আপেক্ষিক ... করাই উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণ লাভ অসম্ভব। ... ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধই করা হয়। খ্রীষ্টিয়ান ... ব্রাহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা যে সহীর ... সংস্কারের বা খ্রীষ্টীয় পূর্ব্বসংস্কারেই তাঁহারা উপাসনার কল্পনা করেন, ইহা তর্কচূড়ামণি মহাশয় কোথায় শুনিলেন ও যদি বল মুসলমানাদি ঈশ্বরজ্ঞানে ঈশ্বর পরিচয় করা অসম্ভব বলে তবে তুমি কিরূপে ঈশ্বরের পরিচয় মহাশয় দিতেছেন? এবং তিনি ঈশ্বরকে পৌরুষ করিয়াছেন যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে ... ঈশ্বর হাজার চিন্তা করিতে হইবে না। অর্দ্ধ-আপনি ভাবেই চিন্তা করিতে হইবে। এখানে তাঁহার পূর্ণাপত্তি ও চিন্ত কোথায়? যদি সর্ব্বব্যাপ

ভক্তাই জানিতে হইল তবে আর একটী কল্পনা মূর্ত্তির অবতারণার প্রয়োজন কি?

ষষ্ঠতঃ—তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলেন, এত নিরাকৃতি চিন্তা করি ও করিতে আমার মস্তিষ্কগুলি বিকার হইল। সেদো আমিও পারিব না। কিন্তু আমার মস্তিষ্কে আমার ক্ষুদ্র শক্তি ঐশিক শক্তির সঙ্গে সমতা এরূপ ভাবিবার কারণ ত বুঝিলাম না। চিন্তা করিলাম একটা অস্তিত্ব, ক্রমে চিন্তাদি পরম্পরা দ্বারা সে আকৃতিও মিলাইয়া গেল, আসিল কি না পূর্ণ আত্মিকতা। ঐশিক শক্তি ভোগা হইল আসিল? যদি বল ঐ আকৃতির সঙ্গে ঈশ্বরভাব যোগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ও পুরুষ বুঝিলাম বাবা "ঈশ্বর নহে ঈশ্বর নহেন" ইত্যাদি। তবে আকৃতি গেল আসিল গেল,অবশ্য গেল,আসিল কি না ঈশ্বর নহে, ঈশ্বর সত্য, অর্থাৎ আত্মার আমা আত্মিকতা। যেখানে শক্তির মহাশয় পুরুষ পূজা ঈশ্বরকে যে ভেক ও অবৈজ্ঞানিকভাবের সম্ভবতা দেখাইয়াছেন, সেটী সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়।

শ্রীযুক্ত

গোবিন্দচন্দ্র।

সম্পাদক মহাশয়। গত ১লা বৈশাখ উলু ব... ছিয়ার আয়ব্যয় বার্ষিক নিষ্পত্তি আসিয়াছে।

এই ব্যবসায়ের মূল ধন। ৫০ টাকার এক একটী অংশ বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু অনেকেই ৫০ টাকা দিতে অসমর্থ। সুতরাং মূলধন নিম্নে করা হইয়াছে। অসমর্থদিগকে এক টাকা হইতে যিনি যাহা দিবেন তাহাই গৃহীত হইবে। এই সমিতির তিনটী বিভাগ। ১ম কল বিভাগ, ২য় ব্যবসায় বিভাগ, ৩য় শিল্প বিভাগ, কল বিভাগে মসীর আপাতের কল, একটী স্বর্ণ ও রৌপ্য তার প্রস্তুত করিবার কল, তিন খানি আবেগাহী ঘিবার ও একটী মুদ্রাযন্ত্র থাকিবে। এই বিভাগে দুটী কাপড়ের কল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ব্যবসায়বিভাগে দ্বারা প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা হইবে এবং দেশিক ও সংগৃহীত দ্রব্যাদির সমালোচনার যোগাযোগে প্রদর্শনাপত্র দেওয়া যাইবে। শিল্পবিভাগে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইবে এবং সংগৃহীত দ্রব্যাদির সমালোচন করিয়া যোগ্যপত্রে প্রশংসাপত্র দেওয়া হইবে। শিল্প ও ব্যবসায় বিভাগে যে দুই জন সংযোজ্য প্রশংসাপত্র পাইবেন, তাঁহাদিগকে সমিতির সম্পাদক দুটী যেতেন দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। ...তিক হইতে টাকা সংগ্রহ হইতেছে। অনেকগুলি প্রধান...

সম্পাদক মহাশয় দিয়া নাম ধাম বলেই সাধ্যমত তার দেওয়া হইবে। সকলের পক্ষে ইহা অতি সহজ ও সুবিধাজনক হইবে। যে যে গ্রামে সমিতির শাখা-সংগঠন স্থাপিত হইবে তাহার তালিকা পাঠান যাইবে। কলিকাতা, চুচুড়া, বহরমপুর, বহরমপুর, পাটনা, চাঁদপুর ঢাকা, শান্তিপুর, মজিলপুর, মেদিনীপুর, খড়দহ, ভাটপাড়া, কাঁচরাপাড়া কোলা, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ। পরে সুবিধা হইলে (স্থান বিশেষে) অন্যান্য শাখাকার্য্যালয় হইতে পারে। যে যে স্থানে শাখাকার্য্যালয় হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহারা তোমরা বাকি 'সমিতিবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে বাধিত হইব।

১ম—ঐ স্থানে শাখাকার্য্যালয় স্থাপিত হইলে, সেখানকার প্রধান পথা কি? ২য়—তথি কলিকাতা হইতে সে স্থান অপেক্ষা এবং আর যাতায়াতের কিরূপ সুবিধা? ৩য়—তোমাদের দ্রব্য আমাদের কি পরিমাণে আমদানী ও রপ্তানী হয়? ৪র্থ—স্থানটী নদী তীরবর্ত্তী কি না?

শাখাকার্য্যালয়ে সমিতির প্রস্তাব সকল হওয়া পাঠান যাইবে। কাহারও কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে এখানে টাকা জমা দিলে নির্দ্দিষ্ট মূল্য দ্রব্য সে শাখায় পৌঁছিবে। সমিতির নিয়মাবলী সত্বর মুদ্রিতাকারে মুদ্রিত হইবে। পরে পাঠাইব। অন্যান্য সম্পাদকের ন্যায় আপনিও বিজ্ঞাপনটী কয়েকবার ছাপিয়া বাধিত করিবেন। এ বলে অধিক লেখা বাহুল্য।

উলুবেড়িয়া আদর্শ বণিক-সমিতি,ভিত্তি স্থাপনা। } শ্রীরামলাল রায়চৌধুরী কার্য্যাধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ।

৭ ই শ্রাবণ সোমবার।

আমাদের রাজপুরুষগণের অনেককেই প্রজা-পক্ষপাতী দেখিতে পাই, কিন্তু প্রজারা যে কেমন বল, বোধ হয় রাজপুরুষেরা বিশেষরূপ জানা আছেন না। হরিনাভির বাবু নবীনচাঁদ ঘোষের জমিদারী পরগণায় প্রজাদিগের সহিত তাঁহার যেরূপ ব্যবহার হইয়াছে, রাজপুরুষেরা যদি একবার তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন, প্রজারা জমীদারের উপরে কিরূপ অত্যাচার করে। কোন প্রজা জমীদারকে যে ইচ্ছায় খাজনা দেয় না। তিনি ডিক্রী করিলেন, জমী ক্রোক দিলেন, তাঁহার যে ক্রোক জমী বেচাইতে গেল, প্রজারা মিলিত হইয়া তাহাকে পিটিয়া দিল। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমরা এইরূপ শুনিতে পাই। ৫।৭ দিন হইল, নবীনবাবুর একজন কর্ম্মচারীকে মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অথবা ত এখন নবীনবাবুর অপরাধ বিশেষ দেখিতে পাই না। তিনি আপনার প্রাপ্য খাজনা চাহিয়া থাকেন, তাহা ত তাঁহার নালিশ করিয়া আদায় করিতে পারিতেছেন না। নালিশ করিয়া ডিক্রী করিয়াও তাহা আদায় করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং অমনি গুরু কথা শুনিতে পাই, প্রজারা জমী ছাড়িয়া দিতেছে। নবীনবাবু তাহা ছাড়িয়া দিতেছেন, তাহাতেই বা কি? প্রজারা ১০ বিঘা জমীর খাজনা দিবে, আর ৫০ বিঘা ভোগ করিবে, ইহার অর্থ কি? তবে আমরা নবীনবাবুর এই একটী কার্য্য দেখিতে পাই, তিনি প্রজার নালিশের সময় সোপরদগণের নালিশ করিয়া থাকেন। আমাদের মতে সোপরদগণের নালিশ করা উচিত হয় না। যে জমী যে প্রজা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে, আর তাহা ছাড়িয়া দিতে হইলে তাহার বড় কষ্ট বোধ হয়। সোপরদগণের প্রতি না করিয়া যদি নবীনবাবু প্রজার উপরেই নালিশ করিতেন করিয়া লইবার চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে তিনি সফলতা হইতে পারিতেন।

জমীদার ও প্রজার যে সম্বন্ধ তাহা অত্যন্তই বিষম বটে। পরস্পর অসুখের নিমিত্ত বিস্তর বিবাদ হইয়া থাকে। জমীদার ভোগ চুরি করে। সর্ব্বদাই আর প্রজারা দুই পয়সা না দিতে পারে। সুতরাং বিবাদ উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রজারা জমীদারকে ঠকাইয়া খাইতে চেষ্টা করে। সকল জমীদার যে ঠিক সে রকম তাহা বলেন না। যে সকল জমীদার প্রজাদিগের সহিত অধিকতর বিরোধ হইয়া থাকে প্রজারাও যে ভাল তাহার এমত প্রমাণ দিয়াছি। আর একটী প্রমাণ এই ঐ বর্দ্ধমান রাজের প্রজারা রাজার বাড়ীতে গিয়া উৎপাত করিয়াছিল। তাঁহার পুত্রকে উৎপাত দিয়াছে, প্রজারা যত দিন রাজা কাহাকে বলে কিছু বুঝিত না বিলাতে তিনি ভাল ছিলেন। কিন্তু কিছু বলিতেন না বলিয়া তাঁহার পুত্রেরা উৎসন্ন দেলেন। "অসন্তুষ্ট হইয়া সহ্যের অন্তর্হিত পার্থিবাঃ।" ইহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নবীনবাবু রাজা নহেন, তবে প্রজাগণের অধিকতর কোপে পড়িয়াছেন। তাহার এ বিষয়ের প্রধান কারণ এই, খাজনা সম্বন্ধে আইন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত। রাজপুরুষেরা কোন পক্ষে পক্ষপাতী হইয়া যেন হিতে বিপরীত করিয়া না বসেন।

ইংলণ্ডে এই বঙ্গদেশীয় আইন লইয়া মহা আন্দোলন চলিয়াছে। এই আইনের বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ পার্লিয়ামেণ্টে যে কমিশন বসে, তাহার সভ্য মার্কুইস অব সলস্বরি এই মুল সেই উপলক্ষে এক সাধারণ সভা হইয়াছিল। উপস্থিতের অনেক উদার সভাপতি হন। তিনি একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলেন, আমরা সকলের সুবিধার জন্য এ আইনের ন্যায় বঙ্গদেশীয় খাজনা ও ক্রোক আইনের অনেক অভিপ্রায় স্থির করিয়াছি। বঙ্গদেশীয় একখানি প্রধান সংবাদপত্র বলেন, খাজনা সংক্রান্ত আইনের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা অপরিমিত, তাহাতে জমীদারের অনিষ্ট। জমীদারদিগের যে স্বাধিক আছে, তাহা হরণ করা ও কৃষিসংক্রান্ত বিষয় ঘটান উহার উদ্দেশ্য।

অনন্তর যে পক্ষ সেক্রেটরি এই প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার মতে বঙ্গদেশীয় খাজনাসংক্রান্ত আইনের অধিকাংশ বিধি কৃষির প্রকৃত কৃষিকারকের পক্ষে অনিষ্টকর পক্ষান্তরে এতদ্বারা জমীদারদিগের প্রতি অন্যায় বিচার ব্যবহার করা হইবে। সভ্য হাউটন যখন ভারতবর্ষীয় বোর্ড সেক্রেটারি ছিলেন, তখন তিনি ভারতে যে একখানি পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি উক্ত পাকুলদারের বিষয়ে লিখিয়াছিলেন, ইহা বাঙ্গলীর নয়। ইহার অনেক বিধি ভারতের ব্যবহার ও বঙ্গদেশের বর্ত্তমান আইনের বিরুদ্ধ। ইত্যাদি। ইহারা যখন ইহার বিরোধী হইয়া এ দেশীয় জমীদারদিগের সহিত যোগ দিয়া ছেন, তখন ইহা যে সহজে বিধিবদ্ধ হয়, তাহা বোধহয় হইতেছে না। অথবা যদি বিধিবদ্ধ হয়, তাহা পক্ষে যে মেন বিধিবদ্ধ হয়।

আয়ের হইবার আশা।

বিদেশে ধন সঞ্চার যে সকল আছে, তাহার মধ্যে বাণিজ্য সকলের উপরে। ১৯ শ মুল একটী সভা হয়। সে দিন সভায় এম পি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর রিচার্ড টেম্পল বলেন ব্রিটিশ ভারতে ১৮৮২ তে যে লোকসংখ্যা করা হয় ও গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে ভারতে ৫০০ লোকের অধিক পুরুষ বসতি করিয় ছে মুলে প্রায় ২৫০০০০ ৭ লক্ষ বালিকা অতএব ভারতে বাস করে। সেন্সস রিপোর্টে পুরুষসংখ্যাধিক্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে অনুমান হয় শীঘ্র ১০০০০০০ উঠিতে পারে। ১৮৫১ অবধি ৮০ বৎসরে ভারতে বিলক্ষণ আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে ২৬০ ছিল এক্ষণে ৭১৬ হইয়াছে। পূর্ব্বে আদিষ্ট ইউরোপীয় বিষয়ক ৫৭০ ছিল, এখন ৬৮০ হইয়াছে। আদিষ্ট ভারতবাসী বিষয়ক পূর্ব্বে ২৯

ছিল এখন ৫৭০ হইয়াছে। ডফিল অন্য ধর্ম্মের দেশক ৫৫০ ছিল, ৩০০০ হইয়াছে। দেশীয় কমিউনি ক্যান্টরস ১১০০০ হইতে ১৮৫০০০ হইয়াছে। দেশীয় কংগ্রিগেশন সভা ৭৫০০০ হইতে ৫১৮০০০ হইয়াছে। বিদ্যালয়ে ছাত্র ৬৩০০০ ছিল, ১৬৮০০০ হইয়াছে। ছাত্রী ১৯০০০ ছিল, ৬৫ ০ হইয়াছে।

ইউরোপীয়েরা যেরূপ অধ্যবসায়ী, সাহসী ও তাহাতে তাহাদের ৫ কোটি লোকের মধ্যে ৩ লক্ষ লোক যে

বিস্ময় নহে। এখানে এক বৎসর অন্তর ১ কোটী লোকে খৃষ্টান হইতে কেবল কতকগুলি প্রতিবন্ধকতা বশতঃ আরো হয় নাই। প্রথম, এদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই বহুতর ধর্ম্ম আছে। মুসলমানধর্ম্মে খৃষ্টধর্ম্মের অপেক্ষাও অনেক দৃঢ়িক। মুসলমান ধর্ম্মে কিছুতেই আটক থায় না। মুসলমানেরা মাংসভোজী, তাহাদিগের ইন্দ্রিয় প্রবল। অনেক তাহা চরিতার্থ করিবার বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া দিয়া চলে। উপাসনাপদ্ধতি সরল নয়। মুসলমানধর্ম্ম তাহার চরিতার্থ করিবার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। কথা করিয়া ধর্ম্ম গ্রন্থে ও বিস্তার করা মুসলমানধর্ম্মের মুখ্য উপদেশ। খৃষ্টধর্ম্মে এরূপ কোন উপদেশ নাই। মানুষের যেরূপ স্বভাব খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহার বিরুদ্ধ আচরণ করিতে বলে। পক্ষান্তরে মুসলমান ধর্ম্মে সেই স্বভাবের অনুরূপ আচরণ করিবারই সবিশেষ উপদেশ আছে। এরূপ স্থলে মুসলমানেরা সুবিধা ছাড়িয়া অসুবিধা কেন করিতে যাইবে কেন? মুসলমানদিগের আর একটী সুবিধা এই, যদি কেহ কখনকালে কোনও খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে, দুই একটী কলমা পড়িলেই তাহার জাত যায় না বোধ হইয়া যায়। সে আবার যে মুসলমান সেই মুসলমান হয়। কাজেই খ্রীষ্টধর্ম্ম মুসলমানদিগের নিকটে পরাস্ত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়, হিন্দু ধর্ম্মের মুসলমানধর্ম্মের ন্যায় সুবিধা নাই বটে, কিন্তু হিন্দুরা পরমপবিত্রকারণ বর্ণের একান্ত অনুগত। হিন্দুধর্ম্ম অনুসারে চলিতে গেলে অনেক কষ্ট আছে সত্য, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের একটী অলৌকিক মহত্ত্ব আছে। এ দেশীয়েরা ইহাদিগের অপরিচিত নয়। ইহারা যে নানারূপ উপাসনা করেন তাহাও ইহাদের কল্পনা বলিয়া করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, হিন্দুধর্ম্মে বায় সঙ্কোচ ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদি বিষয়। এতদ্ভিন্ন উৎসব বিষয়ে ইহারা বিলক্ষণ আমোদপ্রিয় অনুভব করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে এত অত্যাচার নাই। বিশেষতঃ হিন্দুদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বড় প্রবল। ইহারা ধর্ম্মগ্রন্থকে মহাপাপ বলিয়া গণনা করেন। ইহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ এরূপ আচূর্ণা যে, বর্ণোপদেশ না পাইয়াও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াও স্বাভাবিক ধর্ম্মশিক্ষা হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে বহুতর হয়। কাজেই অন্য ধর্ম্ম হইতে ও প্রবল করিয়া ইহাদিগের ধর্ম্ম ঠিক করা হয় না। এই কারণে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ইহাদিগের ৮০০ বৎসরের উদ্যোগে সমাক্ সফল হয়। তবে অনেকানেকের গণনা অন্য আছে। তবে তাহারা বলেন, যেই সকল ইতরজাতীয় লোকেই খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা ও অবস্থাবিশেষের হইয়া থাকিবেকে প্রায় ঐ ইহার খ্রীষ্ট হয় না। ইহার কারণ—দেশমধ্যে বড় দুষ্টিক ঠিক হয় তাহাদিগের অধীন হইলে প্রায় যায় খ্রীষ্ট বিশ্বাসিদিগের সম্পর্ক। গ্রহণ করিলে। অনেকানেক লোকের ন্যায় সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ... চন্দ্রাকুমার সোম, তিলক, স্বামী প্রভৃতি। তাঁহারা মনে করিল খ্রীষ্ট বিশ্বাসিদিগের সম্পর্ক গ্রহণ করিলে ফরাসীদিগের ধারণা বিরুদ্ধে হইবে না। এখানে যখন অত্যাচার করিবার সাধ্য হইবে না। আমরা ভারতবাসি এইরূপ প্রবৃত্তি পরতন্ত্র বলিয়া অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমরা ভারতবাসিদিগের মধ্যে কতকগুলিকে খৃষ্টধর্ম্ম আশ্রয় করিতে দেখি। তাহারও অনেক কারণ হইতে পারে। অনেকে বাল্যসংস্কারজনিত চাপল্য হেতু ধর্ম্মতাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া খৃষ্টান হয়। কেহ কেহ বা সাংসারিক অবস্থাবৈগুণ্যে কষ্ট হইয়া পরিত্রাণ পাইবার আশয়ে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। কৃতবিদ্য খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপীয় বিদ্বেষেই সংকুচিত বর্ম্ম। কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশ লোকে আচরণ এই ধর্ম্মের বিপরীত। তাহাদিগের ধর্ম্মে আচরণ যে বলা বোধ হয় না যে, তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। ছাত্রদিগের প্রতি পদে পদে অত্যন্ত ভাব। তাহাদিগের প্রতি অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টধর্ম্মের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া উঠে। এ কারণেও অনেক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রাহক হইতে আটকাইয়া যায়।

উপরে যে কারণগুলির উল্লেখ করিলাম এ ভিন্ন সংসারের সহস্র। এই সকল দুরবস্থার প্রতিবন্ধক হইয়া আছে বলিয়াই খৃষ্টধর্ম্মের উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতেছে।

[illegible] পরে [illegible] বায়।

[illegible] সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ১৮৭৬। ৭৭ অব্দ অবধি শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের বর্ষে বর্ষে সাত আট লক্ষ টাকা পড়িয়াছে। এটী যে ঠিক, আমরা তাহা বোধ করি না। প্রথমে শিবনাথ প্রভৃতির যাতায়াত ভাড়া প্রভৃতি প্রচার করা এবং কাশীগমন ও লাহোরে [illegible] বায় করা

প্রভৃতির অনুমান যে এই বায়ে সম্পন্ন হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। বিশেষ এক্ষণে প্রচুর প্রচারে ব্রাহ্মধর্ম্ম বহুগুণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রচারার্থী করিতে গেলে যে যে উপকরণ আবশ্যক, সে সমুদায়ই চাই। সে সমুদায়ের ব্যয় কি এই সাত আট লক্ষ টাকায় সম্পন্ন হইয়াছে? কেবল এক পর্ব্বত শিখরের আশ্রমের, মন্দিরের ও ব্যবস্থাপকদের প্রভৃতির ব্যয় নয়, পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত প্রভৃতির এমন ব্যয় আছে। এ সমুদায় ব্যয়ের একটী তালিকা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। সে তালিকা প্রকাশ না হইলে এক করিয়া আপনারা মনে যে কত টাকা আন্দাজ এযোগে বৃথা নষ্ট হইতেছে, তাহা স্থির হইবে না। পাবলিক সভার এই ব্যয়ের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। অতএব সত্বর সে ব্যয়ের তালিকাটী নির্ণীত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

পাঠক! আমাদিগের এই সাত আট লক্ষ টাকা ব্যয়ের বিষয়টীই বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই টাকাগুলি কতকগুলি লোক কর বিশ্বাসিসমাজ ব্যয়িত হয়। কিন্তু এ গুলি ব্রাহ্মের উন্নতি অথবা প্রচার উপকারসাধনে ব্যয় করিলে কি ফলের হইত না? প্রচার নিমিত্তার্থে ঐ টাকা গুলি ব্যয় করিলে কি অধিক উপকার দর্শিত না? ১৮৮২। ৮৩ অব্দে এক বেঙ্গল নাইসেন্স ট্যাক্সে ১৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। উহার মধ্যে কত অত্যাচার ও প্রজার কষ্ট অসন্তোষ জন্মিয়াছে। প্রজাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া ও কষ্ট দিয়া যে টাকা আদায় হইয়াছে, তাহা কি না, আমাদিগের কর্ত্তা রাজপুরুষগণের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হইয়া। পর্ব্বত ভেদনের, গহ্বর, ও সেণ্টেনরী পর্ব্বত প্রভৃতির ভ্রমণ ব্যয় বাদে বর্ষে বর্ষে ৫ লক্ষ টাকার অধিক যে ব্যয় হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু পর্ব্বতের যেরূপ প্রথা ব্যয় বাদ দিয়া হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের ঐ লাইসেন্স ট্যাক্স ১৪ লক্ষ টাকা পরিত্যাগ করা কি সহজ হয় না? ইহা পরিত্যক্ত হইলে প্রজারা কি সন্তোষলাভ করিতে পারে না? পুলিসের সংস্কার যে আবশ্যক, তাহা অধিবেশনরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। রাজপুরুষগণের পর্ব্বতবাসের ব্যয়টী পুলিসে দিলে পুলিসের উৎকর্ষ কি বিশেষরূপে সাধিত হয় না? যখন রাজ্যের বিস্তর অভাব আছে, তখন রাজপুরুষদিগের বিলাসার্থ এত টাকা ব্যয় করা বিধেয় নয়।

পাইওনিয়র ও হলওয়ে।

পাঠক! চালসী ও ফুলী বলিয়া কি জানিয়াছেন? চালসী লক্ষ্মৌয়ের রিপ্রিজেণ্টেটিভ হইয়াও ফুলীকে উপহাস করে। মুসলমান সম্পাদক পাইওনিয়রের সেই দশা ঘটিয়াছে। তিনি [illegible] হইয়া

হলকারের দোষ দর্শন করিতেছেন এবং সমুদয় দোষ বিস্তার করিয়া তাহা লোককে দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। হলকারের অনেক যে অত্যাচারের বর্ণন করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঔ চার ব্যক্তির অত্যাচার আছে, বিস্তর মুখে শুনিয়া তাহাতে প্রত্যয় করা যায় না। স্বচক্ষে সে অত্যাচার না দেখিলে প্রমাণ করিতে পারি না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, পাওনিয়র ও তাঁহার যে কুফল নিজেই অত্যাচারের প্রতিমূর্ত্তি, সে দিকে দৃষ্টি নাই। "সহজাক্ষুণ্ণমাত্মদোষং পরদোষেক্ষণদিব্যচক্ষুষঃ।" পাওনিয়রের মত লোকের আপনার দুর্নীতি দর্শনে অত্যন্তই অন্ধ, পরের দোষ দর্শনে দিব্য চক্ষু হয়। পাওনিয়র হলকারের তিল প্রমাণ দোষ দেখিতেই পটু, কিন্তু আপনাদিগের পর্ব্বত প্রমাণ দোষ দেখিতে পান না। পাওনিয়র কি মনে করেন, ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট সমুদায় অত্যাচারের নিরাকরণে সমর্থ হইয়াছেন? অত্যাচারের অত্ত প্রকারের আছে, পাওনিয়র কি তাহার সংবাদ রাখেন? ব্রিটিশ রাজ্যে যে কত অত্যাচার হইতেছে, পুলিস রিপোর্টে কি তাহা প্রকাশ পায়? সব অত্যাচারের কি প্রকাশ হয়? চা-ক্ষেত্রে যে কত অত্যাচার হইতেছে, পাওনিয়র কি সে সমুদায় জানিতে পারেন? ও দ্বীপবাসিদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কি অত্যাচার নয়? ঔপনিবেশ দ্বীপবাসিরা কি ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারে সমর্থ নয়? হাতে বেড়ি দিয়া প্রহার করিলেই কেবল অত্যাচার হয় না, ন্যায়ের বিরুদ্ধ আচরণের নামই অত্যাচার। সেই অত্যাচার দেশে ভারতে পদে পদে দৃষ্টে পড়িতেছে। যেখানে প্রবল ও দুর্ব্বলে সংঘর্ষ, সেইখানেই অত্যাচার। এ অত্যাচারে যে কত শত দুর্ব্বল অপরিণত বোকদমান হইয়াছে পাওনিয়র কি তাহা দেখিতে পান? সিভিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থির বয়োহ্রাস করা কি অত্যাচার নয়?

কলতঃ পাওনিয়র যে হলকারের বিষয়ে যাহা পারি কর্ণ ও হস্ত আমরা গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে হলকার সম্বন্ধে পাওনিয়রের দোষারোপ প্রসঙ্গে কতক কতক লিখিয়াছি। তাহাতেই পাঠক সম্পাদকের বাক্যাবাদি একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্পর্দ্ধা ও দাম্ভিকতার তাহা তেই শেষ হয় নাই। সম্পাদক প্রত্যহ তেজস্কর আস্ফালন করিয়া ইংরাজাধিপতির প্রতি কুব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে ভারতবাসী মাত্রেই বিদ্বেষের কৃষ্ণ হইতেছেন। পাওনিয়রের অযুক্তিপূর্ণ তীব্র প্রতি প্রকাশক বাক্য শুনিয়া কে না ঘৃণা করিতেছে? পাওনিয়রের একটী গর্ব্ব এই, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কথা শুনেন। তাঁহারা কোন বিষয় লিখিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার আগে মনোযোগ করেন। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, যুক্তিসঙ্গত হউক কিম্বা অসঙ্গত হউক গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের সেই বিষয়ে মনোযোগ দিয়া থাকেন এবং লেখকের অভিপ্রেত ফলদায়ক হয়। আমাদের দম্ভ রক্ষার জন্য আমরা কখই কেন বলিনা, প্রকৃত কথার বিষয় দৃষ্টান্তদ্বারা গবর্ণমেণ্টকে সে বিষয়ে সাবধান বা অভিজ্ঞ করিতে সহজে সমর্থ হই না।

পাওনিয়র সম্পাদকের যেরূপ বাক্যাবাদি হইয়াছে তাহাতে অন্যের কিছু খরচে বিনা অর্থ পাইবার সম্ভাবনা। কেবল হলকারকে অত্যাচারী বলিয়া সম্পাদক ক্ষান্ত হন নাই, হলকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ বালা সাহেবকেও আক্রমণ করা হইয়াছে। বালা সাহেব একজন তেজস্বী বীরপুরুষ। তিনি রাজা হইলে পাছে কোন বিঘ্ন ঘটে, এই ভয়ে পাওনিয়র সম্পাদক অধীর হইয়াছেন। বালা সাহেব অত্যাচারী, তিনি প্রজাদিগকে দণ্ডাঘাত করেন, তিনি মহারাজের অযোগ্য, ইত্যাদি অপবাদ পাওনিয়রের পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদক বলিয়াছেন যে মধ্যে মধ্যে এই প্রকার দুষ্টি দেখাইতে পারিলে তিনি একজন বড় কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া গণ্য হইবেন। বালা সাহেব রাজা হইলে প্রজাদিগের অত্যাচারের অনুসন্ধানের জন্য পরামর্শ দিবেন। সম্পাদক বলেন —"হলকারের মাহারিজের সময় যে সকল প্রজাদের সঙ্গে আমরা হলকার ও ইংরাজ জোড় পুত্রের ব্যবহারের বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে মহারাজের সহিত দুরাচরণের বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিয়াছে। হলকার যুবরাজকে ঐশ্বর্য্যাধিকারচ্যুত হইতে বঞ্চিত দেখিলে সুখী হইবেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট ইহা বিশেষরূপ জানিতে পারিয়াছেন। হলকারকে তাঁহার পুত্রের অত্যাচারে বিরক্ত মনে করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেন তাঁহার নিজের অত্যাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ত্রুটি না করেন। এ সময়ে কর্ণেল দ্যাবারম্যানকে হলকারের দোষানুসন্ধানের ক্ষমতা দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ না করিলে অপর সাধারণ সকলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে। গবর্ণর জেনরেল ইত্যাদি একটী অধিবেশন বসু ইহার আলোচনা করুন। তাঁহার অধিবর্ষ নিঃসন্দেহ এ বিষয়ে মত দিবেন।"

পাওনিয়র সম্পাদক কি গবর্ণর জেনরেল ও তাঁহার মন্ত্রিগণকে আপনার ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ মনে করিয়াছেন। ইহাঁদের অধিকাংশ বিমুক্ত করিয়া মহারাজ হলকারকে অপরাধিত করা পাওনিয়র সম্পাদকের পক্ষে সামান্য বিষয় বটে, কিন্তু মহদ্বুদ্ধি ব্যক্তিদের পক্ষে এটী অতি সহজ নহে। বিলম্বকে যদি সংবাদপত্রের স্তম্ভ প্রকাশ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতে হইত, তাহা হইলে তিনি পাওনিয়রের সাধু রাজনীতিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখাইতেন সন্দেহ নাই। হলকারদিগের অধিনস্থ লোকের অত্যাচার প্রমাণ করা অতি সহজ কাজ বটে কিন্তু তাহা হইতে যে ফল হইবে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। যে হলকার ও সিন্ধিয়া প্রভৃতির সাহায্যে ইংরাজেরা সিপাহীবিদ্রোহিদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি কোন কথা না দেখাইয়া কোনরূপ অসন্তোষ দেখান হইলে সি.সংসদ সকল সভ্যসমবেত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইবেন ও সভ্যজগৎ একবাক্যে তাঁহাদিগকে নিন্দা করিবেন। পাওনিয়র হলকার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পক্ষপাত বিষয়ক কথা লিখিয়াছেন, যদি ইহা সত্য হয় তবে তুচ্ছপূর্ণ একেট ক্রিফিন সাহেব সেক্রেটারি ইণ্ডিয়া এতদ্বিষয়ে কিরূপ রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন তাহা কি লিখা হইবে? ক্রিফিন লিখিয়াছিলেন "হলকার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের দুষ্টি ও দৌরাত্ম্য প্রশমনে যত্ন করেন, তিনি তাঁহাকে সতর্কতা ও ন্যায় করিবার চেষ্টায় আছেন।" আমরা ক্রিফিনের কথায় বিশ্বাস করিব না পাওনিয়রের কথায় বিশ্বাস করিব। ক্রিফিন হলকারের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, তথাপি তিনি পূর্ব্বোক্তরূপ রিপোর্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হলকার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত অপবাদ সকল প্রচার করিয়াই পাওনিয়র সম্পাদক ক্ষান্ত হন নাই। তিনি হলকারকে বিপদে ফেলিবার ও অপদস্থ করিবার আয়োজন করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন "হলকার সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহার এরূপ সংখ্যা বৃদ্ধির এ সময়ের বিশেষ আবশ্যকতা নাই।" কলতঃ সম্পাদক হইতে হলকারের বিরোধী প্রমাণ সংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা। এটী বড় সামান্য সোপারোপ নয়। সম্পাদকের কিছু সাবধান হইয়া লিখিলে ভাল হয়।

আমিরুদ্দৌলা বাহাদুর যাহাতে রাজ্যের অধিকারী হন তাহার চেষ্টা।

বেণী কর্ণাইয়ের হত্যাসম্বন্ধে নাজরাত সাহেবের যে ভ্রম জন্মিয়াছে, তাহা আমরা পাঠকবর্গের নিকট তাহার আভাস দিয়েছি। পূর্ব্বোক্ত কথা যে সত্য নহে, তাহা অনুধাবনের নিমিত্ত উদ্যুক্ত করিয়া রাখিলাম, এক্ষণে পাঠকগণ সেইটী দর্শন করুন।

The D
96 years
provisio
legisre
ngle of the La
my father's
knowth My
bought
I went
the stre
Jadu a
weaved
people
small
and a
s and Un
I could n
to beat Beni I saw this. I went
and saw from 10 or 12 bathe
noon-light. I heard th
saw a struggle. I went to sup
perso had been at Jadu Kar's do r. After th
others came from Baikunt nath Nasor
house and joined them. I could not recognize ther
After that it was that I went there. There I saw Kal
Dutt, Umesh Ghose the accused Jadu Karmoo, Jadu
Kar and two others. I also saw Dwarkanath, Hari
and Hiru Bhattacharjya. They were four or five
baths off They did nothing at all. some one be
me a slap. I cannot say who it was, I called out
father mother' and ran away. While I was run
away a shoe of mine dropped there. I went
home I told my mother and my uncle Udhab about
this that night. Next morning I saw Bam Kotal
lying in the drain near Radha Govinda Mitra'
house He was dead at about 8 a.m. the police
came. I told this story at 7 a.m. to Bidyabhusan
and at 7—30 a.m. to the police Jemadar and at 8
a.m. to the Sub Inspector When I went to Bidya-
bhushan I saw my shoe there. Umesh and Bam
were on bad terms. Umesh' brothers fell on Bam'
roof and Beni cut it. also Umesh prepared cake
beside in the house of Beni and his father
was fi
Beni and I kept Beni. I did not give
evidence.
deceased. This was on 20

asked me to, from
, but he did not pay them I was fined Rs
a morning I was. The police chained me to
me I was taken after me and half naked
ut—
x I never
Bidhyabhushan about these cases. I have
to me about the case after my release I
went to see Bidhyabhushan but did not speak
I I have given no advice to John about this
The police twice took my evidence. I cannot
who were there on these occasions, I
what I mentioned about shoes to the
I was brought here on the Tuesday and
on the Wednesday I mentioned the shoe
I forget if I mentioned it before I
Ramnath Bidhyabhushan that morning
for being left there, I did not go that
Bidhyabhushan, I was present when the
arrival from the Thannah. I forget whe
I then told him about the shoe. I take quite
was found before this last time I paid my
I came here yesterday with my
uncle Udhab. I do not know who paid my
the rioting case. I was then in hajat
I went home the people came to
and I shut myself up in the house as
told me—
—Dijpath Ghose Nimak Beni on the
the others were struggling around him
with any one, when I was going to
the accused he was standing up. I did not
any other position. The
open land in front of Akhil Roop
I did not notice whether all the people
when I ran away or not.
I used to witness or attesting

Sd. H. F. T.

ঐকালীকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাদিনী।

সাক্ষী পূর্ব্বকথিত প্রত্যেকের প্রত্যেকের।

১৮৭৪ সালের ২৩ এ আইন অনুসারে
নিযুক্ত সরকারী মাজিষ্ট্রেট এম, এম, ই,
সাহেবের নিকটে ১৮৭৩ সালের ১৮ আই
করাইয়া পূর্ব্বোক্ত মত এই ৫ দফা জেরা
হইয়া বয়ান দেওয়া।

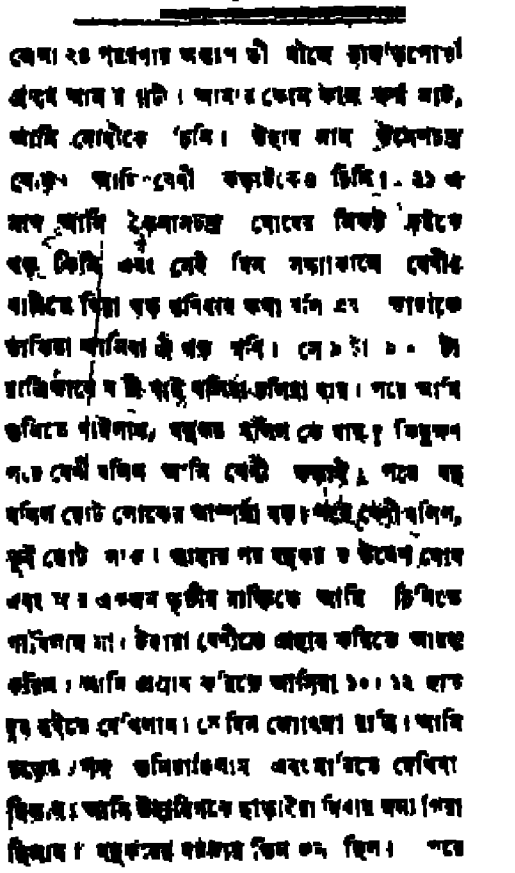

করে। ইহারও আমি কোনো অর্থ করিতে পারিতাম, কিন্তু সাহস পাই নাই। এই সময়ে ১৩ এ সংখ্যার বিবরণ হইয়াছে। বেণী, [illegible] এই সংখ্যার অথবা উহারও কিছুই [illegible] উহার [illegible] উঠে নাই। আমি এই [illegible] অথবা ৫ টাকা দিয়াছি। এই [illegible] আমি পুলিস ডাকাই। আমি [illegible] পড়ি। [illegible] হইতে পরিত্রাণ পাই।

আমি কখনো বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে [illegible] করি নাই। এমনিতে আমি বিদ্যাভূষণকে [illegible] বলিয়াছিলাম। হাসান হইতে আসার [illegible] আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত [illegible] যাইতে পারি, কিন্তু উঁহাকে [illegible] করি নাই। এই [illegible] বিষয়ে উঁহাদের [illegible] পড়িয়াছিলাম। পুলিস [illegible] আমি ঐ সময়ে যে [illegible] তাহা আমার মনে নাই। আমি [illegible] আসীত হই অথবা [illegible] হই। [illegible] কথা আমাদিগকে [illegible] করিয়াছি। [illegible] উল্লেখ করিয়াছি কিনা তাহা আমার মনে নাই।

আমি অনুমানে [illegible] করিয়া রাখিবার বিষয় ঐ দিন [illegible] বারকোণাকে বিদ্যাভূষণকে বলি। আমি ঐ ঘটনার [illegible] বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট যাই নাই। পরে [illegible] আসিবেন, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি [illegible] বিষয় বলিয়াছিলাম কিনা মনে নাই। আমি [illegible] আসামকে [illegible] দিয়াছি। আমি [illegible] পাইয়া থাকি। আমি [illegible] নিকে দিয়াছি। আমি [illegible] আমার নাম্বা এবং উহাদের [illegible] আসিয়াছি। দৌজদারী [illegible] আমাকে টাকা [illegible] দিয়াছিল, তাহা আমি আনি না। আমি তখন [illegible] ছিলাম। ইংরেজের [illegible] আমি যাই (তারিখে মনে পড়িয়া [illegible] পরে) যাই, ঐ সকল [illegible] আমাকে [illegible] আমার আমার [illegible] আলোচনা [illegible] আমি [illegible] করিয়া দিলাম।

আসামদের [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] শ্রেণীর [illegible] আমাকে [illegible] এবং অন্যান্য [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] আমি [illegible] করি নাই। [illegible] আমি সেই [illegible] করিয়া [illegible] তখন যে [illegible] ছিল, [illegible] আমার [illegible] আমি [illegible] করিয়াছি। [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible]

দেখিয়া এক দিন আহার বাটী আক্রমণ করিয়া বসে, সমস্ত অপহরণ করিয়া আনে। কাশিপুরে যে ডাকাইতি হয়, আসামী তাহার মধ্যে থাকায় ধরা পড়ে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবিলম্বে তাহাদিগের সন্ধান অনেকেই অবগতআছেন। আসামী দিগের মধ্যে যাহারা স্বীকার করিয়াছে, সেই সকল স্থলে তাহারা ও অন্যান্য যে সকল স্থলে তাহারা ডাকাইতি করিয়াছে, সেই সকল স্থলের নই সকল পুরুষের বাটীতে তাহারা

কোথায় কি আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া আসিত, তাহার পরে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া গিয়া ডাকাইতি করিয়াছে। অতএব এরূপ বিশ্বাসের স্থান কেবল দেশের অধিবাসী নয়, গবর্ণমেণ্টকেও বিশ্বাস করিতে হয়। আমরা অনেক এমন দেখিয়াছি পল্লী গ্রামে অপরিচিত লোকে ভিক্ষার ছলে গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিয়া থাকে। কেহ তাহাকে বিশ্বাসের কার্য্য না করিতে সাহস করে না। গৃহস্থেরা প্রায় কর্ম্মস্থলে চলিয়া যায়। বাটীতে কেহ থাকে না। এই শ্রেণীর ভিক্ষুক সে সময়ে বাটীতে আসিয়া স্ত্রী পুরুষ দিগের মধ্যে কাহাকে কোনরূপ অসাবধান দেখিলে বাটী ঘটি কাপড় যা সম্মুখে পায় তাহাই লইয়া চলিয়া যায়। আবার এমনও দেখা গিয়াছে পশ্চিম অঞ্চল হইতে কোন ভিক্ষুকেরা দেশে গৃহস্থের বাটীতে আসিয়া থাকে ও সুযোগ দেখিলেই এক টাকা দিলে ৫ টাকা বলে দশ টাকা করিয়া দিবে এরূপ প্রলোভনও দেখায়। যে কোন ধনবান তাহাতে লোভ না করে, এমন ব্যক্তি দেশে নাই। এই সকল প্রকার ছলে দিয়া প্রায়ই অনেক গৃহস্থের অর্থ লইয়া যায়। অতএব ভদ্রলোকের চরিত্র দেখের এরূপ অধিই তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী প্রয়োজন কার্য্যে নিযুক্ত করিবার বাধা করিলে নিশ্চয়ই এ উৎপাত দূর হইতে পারে।

কলিকাতা ও ইহার উপবিভাগের ১৮৮৩ অব্দের পুলিস সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত বর্ষে কলিকাতা ও উহার উপনগরের পুলিস বিভাগ ভয় অপরাধে ৫১৯৮৭ জনকে ধৃত করেন। তাহার মধ্যে ১০৩৬৩ জন খালাস হইয়াছে। উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে ৩৫৮৭২ কলিকাতায় ও ৮৭১০ টী উপনগরে ঘটিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কলিকাতায় ৫১০ টী ও উপনগরে ৮৭ টী বিষয় অনুসন্ধান করা হয়। ১৮৮২ অব্দে কলিকাতায় ৩৯৪৭৭ সংখ্যা ও ৭৮৩ বিষয়ে এবং উপনগরে ৬৩৯১ সংখ্যা ও ৫১ টী বিষয় অনুসন্ধান উপস্থিত করা হইয়াছিল। এই উভয় বৎসরের তুলনায় দেখা যাইতেছে যে

অনুসন্ধান সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। প্রস্তাবিত বর্ষে কলিকাতায় ১০৩১ হিন্দু ৬১০ মুসলমান ও ২৫৯ খৃষ্টান ও ৩ জন চৈনিক এবং উপনগরের ২৭৬ জন হিন্দু ১৩০ জন মুসলমান ও ৩ জন খ্রীষ্টান ঐরূপ অপরাধ করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে মুসলমানেরাই অধিক। বিচারের কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও তুলনা করিলে ঐরূপই দেখা যায়।

অনুবর্ষে কলিকাতায় ১৩৮৭৯ ও উপনগরে ৭৩৭৩ টী। ইহা অপেক্ষা কম হয়। তন্মধ্যে কলিকাতায় ৭৯১২ ও উপনগরের ৭৩৫২ টী তাহার ফলাফল উদ্ধার হইয়াছে। ১৮৮২ অব্দে কলিকাতায় ৯৭৩০০ ও উপনগরে ১৩২৯৬ টী তাহার ফল পুলিস পায়, তাহাতে কলিকাতায় ৭৮৩৭ ও উপনগরে ৫৩৮২ টী তাহা পাওয়া গিয়াছিল। পরবর্ষে উপনগরে একটী ডাকাইতি হয়। তাহাতে লুণ্ঠন ১০০০ টাকা অপহৃত হইয়াছিল; কিন্তু ১১ জন পাওয়া যায় নাই। এই বর্ষে কলিকাতায় ৯ টী ডাকাইতি সংঘটিত হয়। [illegible] টী ডাকাইতি হইয়াছিল ও ৯ টী ডাকাইতি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল বলিয়া [illegible] বিচারে তাহাদিগের ৩৯ জনের দণ্ড হইয়াছে। যে ৯ টী ডাকাইতি অপরাধিদিগের ধরা পড়ার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু যাহাতে তাহারা [illegible] তাহাদিগের ৫ জনেরই দণ্ড হইয়াছে [illegible]। একব্যক্তি এরূপ পলাইয়াছে যে তাহাকে ধরা হয় নাই। গুরুতর আঘাতের মকদ্দমা ১৮৮২ অব্দে ৮টী হইয়াছিল কিন্তু ১৮৮৩ অব্দে ৩৫টী হইয়াছে। বিষপ্রয়োগে মারিবার চেষ্টা পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় ৩টী হইয়াছিল। ফলে দুইটী মকদ্দমা হয়। তন্মধ্যে ৩ জন অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাদের [illegible] হইয়াছে। ৩টী বিষয় বিচারাধীন রহিয়াছে। [illegible] টী ডাকাইতি হয়। তন্মধ্যে একটী ডাকাইতি আসন্ন হইয়াছে, ৫ জন ডাকাইতের ১৮ বৎসর কারাদণ্ড ও [illegible] ৩ জন চোরের সাত বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। ৩ জন অপরাধী নাবালক বলিয়া [illegible] হইয়াছে।

গত বর্ষে কলিকাতায় ১৩০ টী [illegible] হয়। ইহা পূর্ব্ববর্ষের ন্যায় অধিক হয় নাই। তন্মধ্যে ৭ বৎসর ও তাহার অধিক কারাদণ্ড ১৩২ জনের হইয়াছে। এই বর্ষে ১৭৯৭ টী চুরী হয়।

উপনগরে ২৮৫৭ টী তস্করতা অপরাধের তদন্ত [illegible] হয়। ১৮৮২ অব্দে ৩২ টী ও ১৮৮৩ অব্দে ১৩৫ টী বাস পর নাই [illegible] অধিক হইয়াছিল। ১৬ জন অপরাধীর ফেরী হইয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষে ইহার সংখ্যা ৩টী মাত্র ছিল। ডাকাইতি অপেক্ষা যাহা আমাদের অধিক ১৮৮২ অব্দে ৫৯টী ছিল কিন্তু প্রস্তাবিত বর্ষে ১২ টী, তন্মধ্যে আসাম ৬ টী, ৫ ফেব্রুয়ারী আসামের ৩৫৩ ও ৩৫৪ ধারানুযায়ী অপরাধের সংখ্যা ১৮৮২ অব্দে ১২ টী ছিল, ১৮৮৩ অব্দে ২৯ টী হইয়াছে। অন্যবিধার চুরী [illegible] প্রভৃতি বিষয়ে ১৮৮২ অব্দে ৩১ টী মকদ্দমা হয়। ১৮৮৩ অব্দে ৮১ টী হইয়াছিল। এই বর্ষে ২১৯৫৩ টাকার দ্রব্য অপহৃত হয়। তন্মধ্যে ১৪৪৮ টাকার দ্রব্যই পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তাবিত বর্ষে ৩০ জন আসামকে ধরিয়াছে। পূর্ব্ব বর্ষে ৩৫ জন আসামকে ধরিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৩৫৩ ধারানুযায়ী অপরাধে ১৫ জন ধৃত হইয়াছিল। ৩টী বৃদ্ধা অপরাধে ধৃত হইয়াছিল। ১৮৮২ অব্দে ৩৫৩ ধারানুযায়ী অপরাধে ৩৫ জন ধৃত হইয়াছিল। ১৮৮২ অব্দে ১১৮৭২৩ টাকার সম্পত্তি চুরী হইয়াছিল।

ডক, রেলের স্থানকাতা পুলিসের কর্ম্ম ব্যবস্থা বর্ষেরই ৮৮৩৮ টাকা প্রদান করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিয়ম আছে যে, অধিকারে পুলিসের কর্ম্ম বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে ৩৫৯৭১ টাকা দিতে হইবে, পত্র বহনের মাসুলবাবদ এবং অতিরিক্ত ৩৩৭৩৪ টাকা পুলিসের আয় হয়। কিন্তু এই ৩৩৭৩৪ টাকা ব্যয় বিষয়ে ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে ৩৫৯৭১ টাকা পুলিস খরচার জন্য দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে এই ৩৫৯৭১ টাকার মধ্যে ২৩৯৩৩ টাকা পুলিসের কার্য্য জন্য দিয়াছেন। সুতরাং এই ২৩৯৩৩ টাকা যদিও মিউনিসিপালিটীকে না দিতে হইত, তাহা হইলে মিউনিসিপালিটী এই টাকা অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিতেন এবং উহাতে যে অনেকের আয়েরও উন্নতি হইত তাহা সহজেই অনুভব হইতেছে। যখন পুলিস গবর্ণমেণ্ট, ৩৫৯৭১ টাকা পুলিসের খরচার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে দিতে আদেশ করিতেছেন, তখন কেন যে এই সমস্ত টাকা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট না দিয়া মিউনিসিপালিটীর নিকট হইতে ২৩৯৩৩ টাকা লইয়া লইলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধানে বুঝিয়া উঠিতে পারিলেম না। [illegible] বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, ২৩৯৩৩ টাকা মিউনিসিপালিটীর ক্ষতি হইল।

বিজ্ঞান।

[illegible] আমরা ইহাকে দেখিতে পাই ও পুজা করিয়া থাকি। আমরা ইহাকে যেরূপ দেখি ও পূজা করিয়া থাকি সূর্য্য হইতে পৃথিবীর যে সম্বন্ধ উপলব্ধি হয় তাহা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। সূর্য্যই জগতের প্রাণের কারণ, ইহা হইতে প্রত্যহ পৃথিবীতে যত তাপ ও আলো পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। অতএব সূর্য্যকে প্রাণিবর্গের জীবনরক্ষক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সূর্য্য কিরূপ পদার্থ, ইহা কিরূপে আমাদের উপকার সাধন করে ও পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ এই সকল বিষয়ের আলোচনা করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

আমরা যেদি প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্য আমাদের পূর্ব্বদিকে উঠিয়া পৃথিবীকে আলোকময় করিয়া প্রায় ১২। ১৩ ঘণ্টা কাল আকাশপথ দিয়া ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। যেন কোন সর্ব্বশক্তিমান্ মহাপুরুষের আজ্ঞা পালনার্থ সূর্য্য প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভ্রমণপথ পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাতে নিঃসন্দেহ সূর্য্য আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। পৃথিবী স্থষ্টির পর হইতে অনেকানেক পর্য্যন্ত লোকের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক পৃথিবীস্থ পণ্ডিতগণও এই-রূপ বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিতে পেলেন যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রহে শীঘ্র গতি, প্রত্যুত বক্র পরিবর্ত্তন ও অন্যান্য নৈসর্গিক ব্যাপার বিষয়ক কারণ উদ্ভাবন করা অত্যন্ত দুরূহ, তখন ক্রমশঃ তাঁহাদের মন হইতে ঐরূপ বিশ্বাস অপসারিত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অন্যান্য সভ্য দেশের জ্যোতির্ব্বেত্তারা পৃথিবীর ঘূর্ণায়মানী হইয়াছিলেন। কপর্দ্দকের ন্যূনাধিক্যে জ্যোতির্ব্বিদ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ আর্য্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্থির করিয়াছিলেন।

প্রথম যত সহজে পণ্ডিতমণ্ডলীর আস্থা করিয়া আসিলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা সাধারণ মত প্রকাশিত হয় নাই। পশ্চিমের ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ কপার্নিকস্ ইহার এক নূতন মত প্রকাশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে অনেকে উহার শিষ্য হইল এবং এখন উহাই ইউরোপীয়দিগের আদরণীয়। তিনি বলেন পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ আমার চতুর্দ্দিকে স্থির ভিন্ন ভিন্ন পথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই মত অনুসারে সূর্য্যও পরিবারীয় বিষয়ী ভিন্নতা থাকে আছে। কিন্তু অনুক্ষণ সূর্য্যকে পরিবর্ত্তিত বলিয়া সপ্রমাণ করা হইয়াছে। সূর্য্য পৃথিবীকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছেন, সেই আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া পৃথিবী ইহার চতুর্দ্দিকে নিয়মভঙ্গে ঘুরিয়া থাকে। পৃথিবীর গতি ঘণ্টায় প্রায় ১০০০ মাইল, আপাততঃ বিবেচনা করিলে বোধ হইবেক ইহা অত্যন্ত দ্রুতগামী। কিন্তু অন্যান্য গ্রহের সহিত তুলনা করিলে ইহা অত্যন্ত মন্দগামী বলিয়া প্রতীয়মান হইবেক।

প্রথম সূর্য্য পদার্থ কি, তাহাতে অনেকের সন্দেহ হইতে পারে। ইহা একটী বোধগম্য হেয় বস্তু পদার্থ। পৃথিবীতে যেরূপ লৌহ স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু আছে, বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্য মণ্ডলে নানা প্রকার যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ইহাতে ঐরূপ অনেক ধাতুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। সূর্য্যে লৌহ অনেক পরিমাণে আছে। লোহিত ধাতুটী ও বিস্তর দেখা গিয়াছে। কিন্তু সূর্য্য অগ্নিময় দেখিয়া সকল ধাতুই বাষ্পীয় অবস্থায় বিদ্যমান, সূর্য্য স্বয়ং তেজো-ময় জ্যোতিষ্কর, পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ ও উপ-গ্রহগণ তাহার আলোকে আলোকময় হইয়া থাকে। সূর্য্যে কোনরূপ জন্তু আছে কি না, ইহা এ পর্য্যন্ত নিশ্চয় হইয়া রহিয়াছে, যদি অগ্নি ব্যতীত অন্য প্রাণী থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সূর্য্যও কোন না কোন প্রকার প্রাণীর আবাসস্থান হইবে আশ্চর্য্য নহে।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত ও পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়। যদি পৃথিবী হইতে একখানি কলের গাড়ি সূর্য্যমণ্ডলে যাত্রা করে, তাহা হইলে অবিশ্রান্ত ঘণ্টায় ৪০ মাইল হিসাবে চলিলে, উহার সূর্য্যে পঁহুছিতে ৩০৮ বৎসর লাগিবে। পাঠক! উহা হইতে সূর্য্যের দূরত্ব স্থির করিয়া লউন। আমার সূর্য্যের পরিধি একবার বেষ্টন করিতে ঐরূপ দ্রুতগামী একখানি গাড়ির ৯৫ বৎসরের অধিক লাগে কিন্তু গাড়িখানি পৃথিবীতে ঘণ্টায় ৩০ মাইল হিসাবে একবারে একবার ঘুরিয়া আসিতে পারে।

সূর্য্য এত দূরে অবস্থিত থাকিয়াও পৃথিবীর প্রয়োজন উপকারে কিরিতেছে। রেখা, বর্ণ, মূর্ত্তি প্রভৃতি সকল গুলিই সূর্য্যালোকে হইয়া থাকে। সূর্য্যকিরণ সাহায্যে বর্দ্ধিত হয় ও বাঁচিয়া থাকে। কিরূপে এই সকল ব্যাপার সিদ্ধ হইয়া থাকে নিম্নে ক্রমশঃ তাহা লেখা হইল।

বুঝাইবার সুবিধার জন্য আমরা পৃথিবীকে স্থির ও সূর্য্যকে গতিবিশিষ্ট ধরিয়া বর্ণন করিব। বিষুব-রেখা দ্বারা পৃথিবী দুই সমান ভাগে বিভক্ত, উত্তর ও দক্ষিণ গোল। সূর্য্য ছয়মাস উত্তরগোলে ও ছয়মাস দক্ষিণ গোলে থাকে, বিষুবরেখার উপরদিকে থাকিলে উহার তাপের প্রাবল্য শ্রীমণ্ডল ও দক্ষিণ গোলের সেই সময়ে শীতকাল হইয়া থাকে। আবার বিষুব-রেখার উপরদিকে প্রবেশ করিতে সূর্য্যের কিরণ লম্বভাবে পড়ে বলিয়া এই সময় গ্রীষ্মকাল। যত উত্তর দিকে দক্ষিণে যাওয়া যায় তত মাত্রা শীতোষ্ণ ও অবশেষে শীতপ্রধান দেশ হইয়া থাকে। সূর্য্যের কিরণ কয়েক মাস যাবৎ লম্বভাবে পড়ে বলিয়া উত্তর ও দক্ষিণ মহাদেশের সর্ব্বত্র গ্রীষ্মপ্রাধান্য।

সমুদ্র নদী হ্রদ পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের জল সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হইয়া সর্ব্বদা বাষ্পরূপে পরিণত হইতেছে। সেই বাষ্প ভূমিমণ্ডল বায়ুর অপেক্ষা লঘু বলিয়া তাপশক্তি সাহায্যে উর্দ্ধে উঠে। ছই তিন মাইল উর্দ্ধে যাইয়া বাষ্পের তাপলয় হ্রাস হইয়া থাকে এবং উপরের বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল বলিয়া ক্রমে অর্থাৎ একত্রিত জলীয় বাষ্প পুনরায় জলে পরিণত হয়। তখন বায়ু অপেক্ষা ও ভারী হওয়ায় উর্দ্ধে থাকিতে না পারিয়া নানাকর্দ্দম প্রকারে নিম্নে পড়িয়া যায়, উহাই আমাদের বৃষ্টি। অতএব দেখা যাইতেছে সূর্য্যই বৃষ্টির মূল কারণ।

সূর্য্যতেজ এতদপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত করিতে পারে না। উহার রশ্মি প্রথমে বায়ুর পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হয় ও পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেন। পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া উহাতে সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলকে তাপযুক্ত ও লঘু করে। বায়ু উত্তপ্ত হইয়া লঘু হইলে উর্দ্ধে উঠে এবং তখন চারিদিক হইতে শীতল বায়ু আসিয়া চতুর্দ্দিকের শীতল বাতাস এই উর্দ্ধগামী লঘু বায়ুদিগের স্থান পূরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে চতুর্দ্দিকের বায়ুর পরিবর্ত্তিত হওয়াতে প্রথমে সামান্য ও ক্রমে ক্রমে বড় বড় ঝটিকার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তুষারপাত সূর্য্যকিরণ সাহায্যে বর্দ্ধিত হয় ও জীবিত থাকে। তুষার শুভ্র বলা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জগণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। উহারা পক্ষীয় গোষ বায়ুমণ্ডল হইতে এই অঙ্গার গ্রহণ করিয়া থাকে। পাতাগুলির উপর সূর্য্যরশ্মি পড়িলে তাহারা রাসায়নিক কার্য্য দ্বারা, বায়ুর কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস হইতে কার্বণ অর্থাৎ অঙ্গার টানিয়া লইতে সমর্থ হয়। সূর্য্যতেজ না পাইলে পাতাগুলি এরূপ করিতে পারিত না। উদ্ভিজ্জগণের জন্মের মূল হওয়া অসম্ভব হইত। আবার কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বিষাক্ত, প্রশ্বাসের সহিত আমাদের শরীর হইতে নির্গত হইয়া বায়ু দূষিত করে। সুতরাং সূর্য্য রশ্মি সাহায্যে উহা হইতে অঙ্গার অংশ লইতে না পারিলে বাতাস ঐ বিষাক্ত গ্যাস পূর্ণ হইত এবং তাহা হইলে আমাদের জীবন রক্ষা করা দুষ্কর হইত।

সূর্য্য কিরূপে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহকে আপনার তেজ বিতরণ করিতেছে, এখন কিরূপে হইতে পারে যে, তাহে সূর্য্য প্রত্যহ কিরূপ হইতেছে কি না।

এ সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদ বৈজ্ঞানিকেরা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী। কেহ বলেন সূর্য্য যথার্থ ফেনে ভীম হই গেছে। আবার অনেকগুলি পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে সূর্য্য সম্বন্ধে ফেনবিশিষ্ট আছে। ইহাদের মত সমর্থন করা সহজ হইলেও, সূর্য্যের ফেনের কর পূরণের কারণ নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে কিন্তু কোন প্রকার মত প্রকাশ করেন।

ডগরাজে নদি উদ্ভূত হইয়া বিভিন্ন ফেনের পূরণ করে। অনেক সম্প্রদায়ের মত এই, যে আপনার যদি সূর্য্য সম্বন্ধে ভাল হইলে আমার পরমাণুগুলের পরস্পর বর্ষণে তাপ সঙ্কুচিত হয়। তাহাতে সূর্য্যের ফেন সমভাবে থাকে। তৃতীয় প্রকার মতাবলম্বীরা এইরূপ প্রকাশ করেন।

সূর্য্যমণ্ডলে ইউ প্রভৃতি ধাতুময় প্রকাণ্ড প্রকার পদার্থ আছে। তাহাদের পরস্পর কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই। ভ্রমণ করিতে করিতে যখন তাহারা সূর্য্যের নিকট আসিয়া পড়ে তখন সূর্য্য আপন অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে আপনার ভিতর টানিয়া লয়। তাহারা অতি বেগে সূর্য্যের উপরে আসিয়া পড়াতে ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া সূর্য্যের ফেনের ক্ষতিপূরণ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে এ কারণে ফেনে মোটেই সন্তোষজনক নহে।

সূর্য্য হইতে আর একটী অদ্ভুত মেঘলিক ব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে ও নদীতে ফোয়ারাটীর কথা শুনিয়া ও তাহা দেখিয়া থাকিবেন। চন্দ্র সূর্য্যই ইহার কারণ। পৃথিবীর অনেক নিকটে অবস্থিত বলিয়া চন্দ্র প্রধান কারণ, তথাচ এ বিষয়ে সূর্য্যের প্রভাব কিছু অল্প নহে। চন্দ্র সূর্য্য সমস্থ-ত্ব পৃথিবীর একদিকে কিম্বা বিপরীত দিকে থাকিয়া আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ করিলে জোয়ারের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং তাহাদের অন্যরূপ অবস্থানে জোয়ারের প্রাবল্য অল্প হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় সমাচার।

আহত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে ইহার অনুসন্ধান ক্রমে দেখা যাইতেছে।

কাডেজ ৩রা জুলাই। স্পেনিস রাজ্যের অন্যান্য অংশ। তথায় বিপ্লব একরূপ আরম্ভ হইয়াছে, মাদ্রিদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে অবিশ্রান্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারী ও অন্যান্য লোকে ৫ ঘণ্টার মধ্যে একটী বৃহৎ রাজী রাজা ইসাবেলকে আনয়ন করিতে বিরত হইয়াছে।

মালিন ১০ই জুলাই। ভাগ্যবতী অষ্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী, ৫ই আগষ্টের ব্রাহ্মণ স্থানে পরলোক গমন করিয়াছেন।

গতকল্য পার্লিমেন্টের কতকগুলি বৃদ্ধ সভ্য সম্রাটের অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে বর্ত্তমান সভ্যগণ সভ্যদিগের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বেলগ্রেড ৯ই জুলাই। ঔপনিবেশিক মেজেস্টারি ইউনাহকে কেপ অফ গুড হোপ নগরে বিবিধ কার্য্যের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

১০ই জুলাই। পালমার ষ্টোনির নিউজিয়মের ... নগর ... সূর্য্য পর্য্যন্ত নিরাপদে ছিলেন। ষ্টোনির ... হইতে তাঁহাকে ধারণা আরম্ভ করিয়া ... তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

এডেন ১৪ই জুলাই। এখানকার পলিটিকেল রেসিডেন্ট ... সূর্য্য ... এবং তাহাদিগের পর্য্যবেক্ষণের ... হইতে ... করিয়া ... রাজ্যচ্যুত করিবার ... প্রেরণ করিয়াছেন।

পারস্য ... জুলাই। প্রাচীন নগরের পথ খনিতে ... সূর্য্য ... সম্রাটের সময়কালে পার্লিমেন্টের সভার ... ছিল। তাহাতে ... বিষয় পাঠ ... হইবে। উপরোক্তাবলী ... আইনের বাহাতে বলপ্রয়োগ হয় করিবার ... হইল।

পারস্য ... জুলাই। সম্রাট নিজের অবস্থানের ... বলা করিবার নিমিত্ত হইয়াছেন।

বি ... বাজ্ঞ নিজের ... আদেশ করিয়াছিলেন, ... সূর্য্য ... করিবেন।

বিবিধ সংবাদ

জুলাই যে সপ্তাহের শেষ বৃহস্পতিবারে মেই ... সালের সভা ও তাহার সংবাদ বলায়—

গত সপ্তাহে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বৃষ্টি হইয়াছে। ... বাঙ্গুরা মহীহুর ও মুরশিদ বৃষ্টির বিশেষ ... হয়। বোম্বাইয়ের সকল জেলাতেই যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছে। খরিফ সস্য বপনের এখন যথেষ্ট বৃষ্টির প্রয়োজন। বেরার মধ্যপ্রদেশের ... ভাগেও ... বাঙ্গালার অতি সামান্য ... বৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য প্রদেশে ... হইয়াছে। ... এইরূপ বৃষ্টির আবশ্যক। পঞ্জাবের ... ও অযোধ্যার এবং পশ্চিমের ... ও যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছে। উত্তরাঞ্চলের ... ও আসামে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছিল। মদ্রাজের সমুদয়ে মোটামুটি ... হয়।

অমৃতসর পাঞ্জাবস্থ ... পানিপি ... টী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ... টাকা ... এবং ... সেখানে ... নিযুক্ত আবেদন করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম এডাইটীয়ে ... আগীলের ... সাহেব ... বহুসী হইলেন। ... সাহেবের ... পাঠান সাহেবের ... ছুটীর ... হইবে।

কলিকাতা পুলিসের ... ডেপুটী কমিশনর

ত্ব। এবারকি আমির বিনা বাধায় সহজে, আমরা ইহাতে খুসি হইয়া কথা কহিতে পারিলাম না; কিন্তু পরি ভরসায় দুঃখের সময় ইহাতে সময় কাটান হইয়াছে তখন আর কোন পরিবর্তন চাহিতে পারে না। বিশেষতঃ আমিরুল ইসলাম সাহেব এখানে না থাকিলে ভাল হইবে বলিয়া যে নিয়োগ করিয়া থাকে। আমরা নিয়োগকে খুসির কারণ হইতে অবসর পাইতে পারি না।

আজকাল বিলাতী পীড়ার বিষয় প্রচার হইয়াছে। কারণ কি? আমাদের গবর্ণমেণ্ট এবারকে পক্ষে ইহার নিবারণের নিমিত্তে কিরূপ উপায় করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছি তাহা জানা যায় না?

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আমহার্ষ্ট প্রবর্ণমেণ্টের কার্য্যে সাহায্য দান করাতে গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। যথা—বাবু মহেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৫০, ৩৫, ৩৫, আইভান, ৫০ পারসন, ৫০, ৫০, বাবু এন বর্ণন, সার্জ্জন মেজর বিডি, ডেপুটি মে ওয়াকার।

ইংলণ্ড এবং ইণ্ডিয়ার অন্তর্গত সংবাদপত্রাদি লিখিবার জন্য বিলাতের পর পোষ্টের আইনের ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল হইবার জন্য ডিউকের তিনি এই পত্র গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি এ বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করিতেছেন; এই পত্র যদি তাঁহাকে গ্রহণ করা হইলে তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন।

কি ভৈষ বিলাতে উপস্থিত হইয়াছে। অন্যান্য স্থান ভাল তবে লোকসংখ্যার প্রায় প্রায় প্রায় কম। আমরা এখানকার যে সব বাবুদের লোক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতে না হইলে পুলিসের কলিকাতার প্রতিষ্ঠা বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু ১ না প্রবেশ মহাশয়ের মাননীয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ ইংরাজের বন্ধুর অধিকারী। ইনি অতি মহাশয় ছিলেন। ইহাঁর গুণ গুণ লোকে আমরা অতি অল্প দেখিতে পাই।

মফস্বলের কমলা ও বাঙ্গালা মাসের গতি ঐশ্বরিক হইয়া নিম্নলিখিত লোক ও রাজা মহুর কলিকাতা হইয়াছে।

মান্দ্রাজের সাময়িক আদীন বাজারে মাসাবধারে ঔষধ-না বার করিবার মান্দ্রাজবাসীরা আমহার্ষ্ট গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন করেন তাহার ফলে ফলিয়াছে। আমহার্ষ্ট গবর্ণমেণ্ট উক্ত আদীন ব্যবহারের [illegible] সম্মতিপত্র দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া — [illegible] আমরা ও তিনি ইংরাজের [illegible]

আমহার্ষ্টের গবর্ণর জেনেরল কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্র গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। ঋণ ও বন্ধ বন্ধ গবর্ণর করিবার কিন্তু এত ঋণ কেন?

পাদরী ডফিয়া ছাপিত হইবার রেজিষ্টার জেনেরল অনুমতি দান করেন, তজ্জন্য মাসের গাড়ি হইতে পতিত হইয়া অত্যন্ত আহত হইয়াছেন। অদ্যাবধি ডিক্রুজ উক্ত সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন। বোধ হয় সাহেবের গাড়ি উল্টিয়া গেছে। সৌভাগ্যক্রমে ডিক্রুজ সাহেবের তেমন আঘাত লাগে নাই।

যাহো হউক্—মহারাজ আমিরুদ্দিন তাঁহাদের পুনর্ব্বার ডিক্রোরী হইয়া উঠিয়াছে। আমিরুদ্দিনে সমস্ত করিবার জন্য মন্ত্রণাগারে হইতে টেলিগ্রাফ প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৫ ই জানুয়ারি বোম্বাই হইতে ডাকযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে বিলার মনোহারের নিকট কেন ব্যক্তি তাহাকে গাড়ি মারামারি বন্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে উহার সংস্কার হইয়া গিয়াছে।

১৫ ই জানুয়ারি মোর্ণিং-হইতে ডাকযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে বিলার মনোহারের নিকট কেন ব্যক্তি তাহাকে গাড়ি মারামারি বন্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে উহার সংস্কার হইয়া গিয়াছে।

মুখ্য কৌন্সলারি আইন অনুসারে ব্যারিষ্টার ও সেলস উকিলদিগকে বর্ত্তে সর্ব্বে ইউরোপীয় অপরাধির বিচারের বিষয় বুঝাইয়া গবর্ণমেণ্টের লোক করিতে হইবে। ব্যারিষ্টার মুখ্যমেণ্টের উপরোধক্রমে এই বিষয় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট সম্বিধানকে জানাইয়াছেন।

ডাকার ঈষ্ট সাহেব পত্নী বিহেল ঘোষণাবীর বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে বিহেল ঘোষণাবী মুসলিম হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্রিশ্চানের নামে নিন্দা প্রচারের অভিযোগ করেন। ডাকার ব্যারিষ্টার মাসিয়ট সাহেবের নিকট উহার বিচার হয়। তিনি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৫০ ও ক্রিশ্চানের ৫০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন। ব্যারিষ্টারের সাহায্যে উপর নির্ভর করিয়া অনেকে ব্যারিষ্টার এই মত দিয়াছেন, তাহাদিগের সাক্ষ্য দেখিয়ে উহাকে অনেক অন্যায়রূপ করিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। পাঠক! বলুন দেখি ২৫০ টাকা দণ্ড কথা এখনে আমরা করিবেন।

মান্দ্রাজের সাময়িক আদীন বাজারে আমাদিগের মা মত এবং গবর্ণর ইংলণ্ডগমনার্থ যা করা,তজ্জন্য তজ্জন্য ১৫ হাজার লোকে ছইখানি পৃথক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রথমখানি গবর্ণর জেনেরলের নিকট প্রেরণ করেন ও দ্বিতীয় খানি পার্লিয়ামেণ্টে প্রেরণ করিবার প্রেরণ করিয়েন। উহাতে ২৫ বৎসর লোকে এরূপ স্বাক্ষর করে নাই। আবেদনপত্র প্রেরণের পূর্ব্বে আর ২৮ হাজার লোকের স্বাক্ষর হইবার সম্ভাবনা আছে। আবেদনপত্রের এক একখণ্ড আবশ্যকীয় মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় এক এক খানি কাগজ ছাপাইবার প্রয়োজন সম্বন্ধে নিম্নে প্রেরণ করা হইবে।

ডাকার ডেভিডসন মুন্সেফ মহাশয়ের ভগ্ন কার্য্যের কৃতার প্রদেশ প্রবাসবাসী অনেকেই ব্যারিষ্টার মাসিয়টের এজলাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার সাহেবের একটী বক্তৃতা ও ইংরাজি বিবরণ অতিরিক্ত করাতে গত ২ রা জুলাই তিনি মফস্বলে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কার্য্যালয়ে বিলাতে অতি লোক করিতে হইলে অনুমতির গ্রহণ করা আবশ্যক, ব্যারিষ্টার তাহা গ্রহণ না করাতে তিনি মফস্বলে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ম্যাসিয়ট সাহেব যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি উক্ত মু মহ মুখোপাধ্যায়কেই সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তিনি মফস্বল হইতে আসিয়া বিলম্বমাত্রে করিবেন। তিনি বাইবার পূর্ব্বে ব্যারিষ্টার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

অনেক দিনের পর বিলাতের নিবিল সার্বিস পরীক্ষক উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের নামে তালিকা বাহির হইল। শ্রীযুক্ত ই, এম গালিবের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গালিব উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মফস্বল বিদ্যপ্রকাশ বলেন " আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, মোকিমপুর হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত রাস্তার মধ্য দিয়া একটী বৃহৎ রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে, সেইজন্য এক শ্রেণীর ব্যক্তি [illegible] পরিচয় করিয়া দিয়াছে। উহার যে কোন স্থানে ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়া দিয়াছে তাহা [illegible] কুঁড়িয়া ঐ সব গাছগুলি ব্যবহার করিতেছে।"

বুধবারের বেঙ্গল উহাতে বাহিরেছে উহা বেখিয়ার যে লোকের চৈতন্য হয় না উহা বড় আশ্চর্য্য নিষয়। কিন্তু মুসলমানেরবিরোধের বিরুদ্ধেই শাস্তি হইয়াছে না। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে মফস্বলে পুনরায় হিন্দু ও মুসলমানে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছে।

আমাদিগের কেরিয়ার বন্দ উৎসবের উপরে এমনি আক্রোশ হইয়াছে যে যে কোনরূপে হউক তাহারা বৈমনাধন করিবে, এই প্রতিজ্ঞা। বেলুনে করিয়া উপর হইতে আলোর পরাগ নিক্ষেপ করিয়া উৎসবের বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে। পাঠক! ভাবিতে পারেন,মানুষের মনকরেও যা অমন কাণ্ড অসম্ভব এরূপ?

কলিকাতা হইতে একখানি লিখিয়াছেন " ১ এ আষাঢ় শনিবার ন্যাশনেল থিয়াটারে বাবু রামকৃষ্ণ রায় প্রণীত ভবানীরের যাত্রা অভিনয় হইয়াছে বিদ্যা গিয়াছে। বিষ্ণু ঐশ্বর্য্যময়, দুর্বিনয়, পরমহংস, প্রভৃতি

যে কয়টী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল। করুণী যুদ্ধযাত্রাকালে সম্রাট কিরূপ বিদায় গ্রহণ করিতে যাইতেছে, সমরা লোকান্তর গত চিত্তে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সাধারণের শোক উদ্দীপিত হিল তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। করুণীর বীরত্ব ও ভক্তিপূর্ণ বক্তব্য অতি

বিমুগ্ধ হইয়া শোক ও অশ্রুপূর্ণনয়নে যে বক্তৃতা

ছিল।"

আজও যে গ্রামে গ্রামে স্ত্রী বিক্রয় হয়, তাহা আমরা জানিতাম না সিভিল রিপোর্টী দেখেই জানিতে পারে আমাদের সে ভ্রম দূর হইয়াছে। সংবাদী বলেন যে তাহারই হেটের একজন অধিবাসী আপন স্ত্রী আর একজন পুরুষকে বিক্রয় করে। ক্রেতা মূল্যের সমস্ত টাকা না দেওয়াতে বিক্রেতা টাকার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছে।

ভম টুইন নামক একজন ইউরোপীয় বালক সম্প্রতি বোম্বাই নগরে অসময়তা হেতু ভক্ষক ছুঁড়িয়া একটী এদেশীয় বালককে হত করাতে বিচারে তাহার ৫০ টাকা দণ্ড হইয়াছে। কোন এদেশীয় বালক এইরূপে কোন ইউরোপীয় বালক ক হত্যা করিলে এই ৫০ টাকা দণ্ড দিয়া পার পাইত কি না, বড় সন্দেহ।

আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সম্প্রতি মাইকেলমধুসূদনের একমাত্র কন্যাকে বাঙ্গালার বৃত্তিভোগীদিগের অন্ধ চিকিৎসা বিষয়ক যে একটী পরীক্ষা হয়, তাহাতে বাবু গিরিশ চন্দ্র বসু প্রথম হইয়া ৫০ পাউণ্ডের একটী বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। অন্যান্যগণ তাঁহার বিদ্যাবত্তার সাধারণ কৃতোৎকৃষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

আমরা অনুভব হইয়া প্রকাশ করিতেছি এক্ষণে একমাস কাল বঙ্গোপসাগরে কোন প্রকার

গুরুতর ঝটিকা সম্ভবিত হইবে না। মাইকেলমিতে কোন প্রকার পুনরায় উপস্থিত হইবেন।

কুচবিহারের মহারাজের অনুরোধে, ছোট লাট সাহেব বাবু গিরিশচন্দ্র বসুকে মহারাজের এডেকটের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

গত ১৪ ই জানুয়ারী কলিকাতায় যে গিল্‌ ষ্টাইট পরীক্ষা হয়, তাহাতে প্রেসিডেন্সি কালেজের মাণিকলাল মল্লিক নামক একজন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্র বাবু শীঘ্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

আমরা বিষয়মনে অবগত হইলাম, অমৃতসর নগরে আর্য্যমিত্র সম্পাদক আপন সহিকার অন্যান্য কর্ম্ম সম্পাদ বিষয় ভয়ানক গ্লানি প্রকাশ করাতে বিচারে তাঁহার তিন মাস কারাবাসের আ দণ্ড হইয়াছে।

বরেলার ডিপুটীকালেক্টরবাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুত্র পত্র মরণবারে ইবার বোধাধিকারে ইংরেজি বিদ্যা শিক্ষার ব্যয় করিয়াছেন।

১৮৮২।৮৩ অব্দে হইতে বঙ্গদেশের আবকারী বিভাগে ৫,৮০৯৮৫ টাকা আয় হইয়াছে। এত অধিক আয় আর কখন আমাদের দরাজু গবর্ণমেণ্টের কি মনের ভাব টের উঠাইতে পারিয়াছেন ?

মান্দ্রাজ সাধুচেতাস সেবকবর্গের প্রতাবকরে ইঁহারা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ প্রকাশ করিয়াছেন যে সাধারণ আফিসের লিখকগণ, এমন্ত্রেস প্রভৃতি যাবা সমস্ত ১ ঘণ্টা ইউরোপীয় ও ইউরোপীয় শিক্ষা বিভাগের পদে নিযুক্ত হইবে। উহাঁরা কার্য্যকাল ব্যতীত ঐ আফিসের উচ্চ পদও পাইবেন। সাধুচেতাস বড় সাহা কি অপরাধ করিল ?

ডাক্তার অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় (যিনি বিলাত পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় মেডিকেল আফিসরের কার্য্য করিতেছেন) ডাকার সিবিল সার্জনের পদে নিযুক্ত

হইয়াছেন" প্রজাবন্ধুর সহকারী সম্পা বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বীয় ডাক ঘাটের পরকারী সেরেস্তায় হইয়া তথায় যাইতেছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত লোকই মনো ত হইয়াছেন।

বাবু তারাকিশোর সেন সিবিল হইতে আমরা এত দিন যে একটী সুন্দর টেবল টপযুক্ত আসন পাইয়াছি। উহার তথাপন পাঠকবর্গকে পূর্ব্বে জ্ঞাপন করা হইবে।

কাবীন না হইয়া ও তাহাদিগকে কলম না করিয়া তাহার চাকরাণী রাখা যে কেবল বিদেশীয়ের কার্য্য তাহা বর্ত্তমান পুলিস রিপোর্ট পাঠে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, ৭৮ সালের মধ্যে ও উপলক্ষে কলিকাতায় ৯১২ টাকা চুরী হয়, তাহার মধ্যে অধীন ভারতে হইতে ৪০৩ চুরী হইয়াছিল। অথচ পুলিস রিপোর্টে তাহাদের নিয়োগ প্রথা দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আফ্রিকা স্থানের সী (নিমন্ত্রণার্থ আমেরিকা গমন করিতে ই হাজ ক সমর যায়, করিবেন, তথায় তাঁহাকে চারিদিগের সহিত ১লা অক্টোবর ন্যূয়র্ক নগরে সাক্ষাৎ হইবে। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট করিবেন সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে অসমত হইয়াছেন। কমিশনর সহিত বিশিষ্ট হইয়া সীমা নির্ণয় করিবেন কিছু দিন সুখ বন্ধ থাকিবে বটে; কিন্তু তাহার

যে প্রকৃত লোক, তাহারা এই উপায়ে বড় থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। তবে আমাদের দুষ্টিদোষ তাহা কহিতে পারি।

কলিকাতা ১১৩ নং গ্রে ষ্ট্রীটে এক জন অবৈতনিক ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউসন নামে একটী বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। ইহাতে অনেকগুলি কৃতবিদ্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, প্রজাবন্ধুর সহকারী সম্পাদক বন্ধু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ইহার অধ্যাপনা কার্য্যের পদে নিযুক্ত দেখিয়াছি। স্কুলের বেতন ৬ টাকা ৭ ৪৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। দরিদ্র সন্তানদিগের জন্য বিনা বেতনে পড়াইবার ব্যবস্থা হইবে।

আমরা বিষয়মনে অবগত হইলাম, ডফ সাহেব যখন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তখন বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনব শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া ছাত্রদিগের অভিভাবকগণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও পরস্পরায় ছাত্রদিগের পরীক্ষার ফল দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি।

কোন অধ্যাপকের দ্বারা পাঠে আমরা অবগত হইলাম, ব্রহ্মদেশ ও সোনারীতে সাজকাল সাল ও সেরূপ কাঠের ব্যবসায় অত্যন্ত লাভ হইয়াছে। এমন কি যে সকল কাঠ দুই বৎসর পূর্ব্বে ৮০ হইতে ৮৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল, সে সমস্ত আজকাল ৪৫ হইতে ৬০ টাকায় পাওয়া যায়। এখন ৭ বড় বড় সাল কাষ্ঠের ব্যবসায়ী ২ ম কাষ্ঠ ক্রয়ের রাখিয়াছেন এবং তাহারও অনেক বড় আছে। এখানেও কাষ্ঠের দর কিছুই কমে নাই, বরং আমাদের বিবেচনায় পূর্ব্বাপেক্ষা দর বাড়িয়াছে।

উক্ত সংবাদদাতা বলেন যে আজকাল ব্রহ্মদেশের ইরাবতীতে কোম্পানী বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ করিতেছেন।

আমাদিগের পৌরাণিক সমাজসংস্কারকগণ সমাজ হইতে অবাধ প্রচুর পরিমাণে দূর করিয়াছেন। ইহাতে যে সমাজের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। যদি সমাজ সমাজ এইরূপ দূর হয়, তাহা হইলে তথায় এ সমস্যা সম্পূর্ণ কমন করিবে। এখানে কোন প্রকার পীড়াই প্রবল নহে।

আমরা কমিয়া প্রীত হইলাম আফ্রিকীয় সমাজে ভারতীয় বিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচারিদিগের আধিপত্য আজকাল ভারতবর্ষে [illegible] হইয়াছে। এমন কি প্রত্যহ ৪০৫০ টন করিয়া সমস্ত [illegible] করিতেছে। আমরা আশা করি [illegible] সমস্ত এ বিষয়ে [illegible]

বিশ্বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে এদেশীয় ধনাঢ্যগণ ৫ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি অধুনা রাজপুরুষ ধনাঢ্যগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া এই পরীক্ষা দিয়া আসিতে পারেন, তাহার অনায়াসে বিশ্বাস হিন্দুধর্ম রক্ষা আছে। ৩০ বা ৪০ বৎসর এই নিয়মে যে পরীক্ষা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কখনই কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি এক টাকা দিয়া এই পরীক্ষা দিতে যান নাই। যদি তাহার পক্ষে ঐরূপ নিয়মে পরীক্ষা দিতে হয়, তবে তিনি টাকা দিয়া অন্য লোক দ্বারা পরীক্ষা দিয়া উপাধি লইবেন। অতএব ধনাঢ্যদিগের নিমিত্তও অতিরিক্ত বালক পাঠাইবার আবশ্যক নাই। এক টাকা দিয়া পরীক্ষা দিবার প্রথা রহিত হইলে কি ক্ষতি? কেবল, আমাদিগের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে না। ও পক্ষ ঐশ্বর্যশালিদিগের আবশ্যক হইল না। বলা আপনার মাথেরই পাইবেন।

এই বার বোধ হয় বোম্বাই ঐতি ঘুমাইবে। অতিকাতর উপিপূর্বে যে সকল বোম্বাইবাসী এপ্রিলীর হইয়া গিয়াছে। রাজাকে বিজয়পদ নই হইয়াছে। এখন বড় ১৪ ই ঘুমাই যেন আসিয়ে [illegible] হইয়াছিল।

আমরা অবগত হইলাম, চৌরাশী মাজাজ বা ক্রীস্টিং পাসারে পুনরায় সময় অতিবার পূর্বে সাধারণসমক্ষে সময় অতিয়া তাহার যেন প্রতিষ্ঠা করিবেন।

আমাদের বোধ হইতেছে তাহা অতিকাতার অপেক্ষা উত্তম। তত সপ্তাহে এত পরিশ্রম তলাইয়া বোধে প্রাপ্তাশ করে নাই।

আমরা টেইসমান পাঠে অবগত হইলাম তাহাদিগের ভাইসি একটি সভা হইয়াছে। সভার যেন্ট বাঙ্গালিদিগকে আমন্ত্রিত করেন, তাঁহারা এই সভায় যায় নিমন্ত্রণের আশা হইবেন না।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী মধ্যে ১৩০০০০ টাকা সাহায্য হইয়াছে।

এক সপ্তাহে কলিকাতা ইনিভার্সিটি বোম্বাইয়ের ১১,০১৭৬/১০ টাকা আয় হইয়াছে।

তথা বেথুন ইংলণ্ডীয় সভাপতিই যেরূপ সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন যি, এম, আইনে ফল মীমাংসিবার্থে মনোনীত করিয়াছেন। এই শুভকর কার্য্য উপযুক্ত পাত্রেই সমর্পিত হইয়াছে।

মুরশিদাবাদের যে মাজিস্ট্রেটের পদে প্রথমে আমাদের নিযুক্ত করা হইয়াছিল, [illegible] বোধ হইয়াছে। আমরা শুনিয়া বাবু কালীনাথ মিত্রের যে পদ প্রদান করা হইয়াছে। তিনি একজন উপযুক্ত পাত্র। মিউনিসিপালিটির বিষয় তাঁহার বিশেষ বহু আছে। আমরা সর্বদা আমাদের প্রধান পাইয়া থাকি।

আজকাল পাইনা কেলার অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এমন কি, সকলেরা বড় বড় বংশের প্রবেশ অতিশয় সমৃদ্ধিত হইতেছে না। বড় ১ টা কৃপাই কতকগুলি ছাত্র পাইবার জন্য বীজ সাহেবের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু নৌকাযোগবশতঃ বোধ হয় আসিয়া হইয়া যাইতে পারে নাই। আমরা শুনিলাম সাহেবকে আহ্বানের করিতেছি, তিনি বোধহয় ও পুনরুপুরের সম্বাদের প্রতি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

লেপ্টেনাণ্টের হইল সাহেবের দুই বেত হইয়াছে, তিনি বিদায় আসিয়া আপন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। যেদী সাহেব উঁহার প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি আপাততঃ তিন মাস ছুটী লইয়াছেন। ছুটী শেষ হইলে তিনি আসাম কার্য্যে মেদিনীপুরে যাইবেন। এখনে বাবু বিহারীলাল বর্ষা মেজাজের মেদিনীপুর মেজিস্ট্রেটের ভার গ্রহণ করিবেন।

শুনিলাম মাজিস্ট্রেট সাহেব, আমাদী ব্যবসায়ের সভার অধিবেশন হয়, তাহার [illegible] ও ধাবনামজোরে আইনের পাণ্ডুলেখা বিষয়ে [illegible]

শ্রীমতী পরমেশ্বরী সিনিয়র সভায়ে ছাত্রবৃত্তি [illegible] অধ্যক্ষের সভা বসিবে। আগামীবর্ষের সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা হইবে।

আমাদের বোধ সভায় শ্রী যদুনাথ বেদান্তি ও [illegible] পণ্ডিত হইয়া আসিয়াছেন। ৪ বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগে আসিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের হইতে কুমারী সারদা পরমানন্দের জন্য যে স্বদেশে যাত্রা হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বোধ হইল না, আগামী শীতকালে বোধ হইবে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে [illegible] পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতকার্য্য ছাত্র বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সবর্ণমেন্ট ঔষধালয়ের জন্যে আমাদের বোধ মিত্রোদের জন্য পরীক্ষায় বিলাতে আইন-আইনি করিয়াছেন, কিন্তু কাজে যে কিছু হইয়া উঠে না, ইহাই বড় ক্লেশের বিষয়। আমাদের বড় বাঙ্গালিদের আশীর্ব্বাদ বড় দুষ্টুর বিদেশেই আমাদের এতদ্দেশীয়। বোধ হয় বাবু [illegible] ও বড়বাজার বিদেশে আমাদের এতদ্দেশীয়। বোধ হয় বাবু [illegible] বিদেশে পরীক্ষা দিয়া বর্ষ না পাইলে তাহার মূল্যায় কি হইল? আমরা এখানকার মেডিকেল কলেজের ডাক্তারগণের ও বড়বাজার বর্ষ মেন্ট উপাধিদিগের অতিরেকবিভাগে কর্ম্ম খালি হইলে পরীক্ষা করিয়া লোক গ্রহণের নিয়ম করিয়া ছেন। এই পরীক্ষা ১৮৮৫ অব্দের জানুয়ারি মাস হইতে গৃহীত হইবে। পরীক্ষার্থিদিগকে এখন মেডিকেল বিদ্যালয়ে ছিপ্রিংসকের শিক্ষিত হইবে তাহা বিষয়ক সার্টিফিকেট লইতে হইবে। এখন বয়ঃক্রম ২৫ বৎসরের উর্দ্ধ হইলে চলিবে না। পরীক্ষার্থিদিগের পূর্ব্ব আবেদন পত্র, উপরোধের সার্টিফিকেট ও ১০ টাকা ফি, রিজিস্ট্রেশনবিভাগের অধ্যক্ষ সেক্রেটারির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কতগুলি কঠিন বাধি আছে এবং তথায় ও বোধায় পরীক্ষা হইবে, পরীক্ষার তিন মাস পূর্ব্বে তাহা সাধারণের গোচর করা হইবে। একবারে দুজনের অধিক পরীক্ষা দিতে পারিবেন না। তিনটিবিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। যথা:—

প্রথম দিন—পূর্ব্বাহ্ণ।

নূতন নূতন যে সকল পরীক্ষা হইতেছে, তাহার

একটী নিবন্ধন করিয়া তদুপরি প্রবন্ধ লিখিতে হইবে।

অপর চু।

। ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় ও ইংলণ্ডের চু। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

দ্বিতীয় বিষয়—সংস্কৃত।

ভবানি দ্বিতী পুস্তক হইতে পড়িতে দেওয়া যাইবে।

ঐ ঐ কাণ্ডে পদ্যপাঠ।

অপরাহ্ণ।

ইউরোপ ও আমিরার চু পাল।

তৃতীয় বিষয়—সংস্কৃত।

সন্ধি কলাপের সোপোপযোগ নিম্নলিখিত হইতেছে। ধনপাল ও ভবিষ্যৎ চুক্তি সন্ধি। আলঙ্কারিক কোম্পানি ইংরেজি ইতিহাসের। উপরিউক্ত বিষয় ৩০ এর নিম্নস্থানী ও তদুপরের পরীক্ষার ৩ নম্বর দেওয়া হইবে।

ইংলণ্ড হইতে সাহেবেরা এদেশে কর্ম করিতে আসিয়া যাহাতে অধিক দিন এদেশে বাস করিতে পারেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বাবু ভূদেবচন্দ্র বসু ১৮ জুলাই বঙ্গবাসে উপনীত হইয়াছেন। তিনি যে হইতে অবতরণ করিবার সময়ে দুই চারি পরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন যে বাবু ভূদেব বসু উপর সাম্রাজ্যের অত্যাচার করেন বলিয়া ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের উপর নিষ্প্রয়োজন উক্তি ও ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের ভেদবুদ্ধি নিবারণে আবেদন করিয়াছিলেন তিনি এই বিষয় বড় অনুসন্ধানপূর্ব্বক বক্তব্যের গুরুত্ব বেশীতে আবেদন দিয়া ছেন।

মুরগাছা বন্দর মুরলায় সাব্রিষ্টিয়ি মসিয়া ৫ ৮০ জন যোগ্য ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ৩,৮ুলের আইন তাঁহাদিগের সকল কই কার্য্যকর করিয়াছেন।

কুলিবেলীর প্রাপ্তবাহী ডাক্তর সাহেবের বক্তব্য অলিকরা হাইকোর্টে লইয়া গিয়াছে। দেখা যাক কি রায় বাহির হয়।

বোম সাহেব ভেজলহাটের এক ডা-বাসিকা অধ্যক্ষ। তিনি এক এদেশীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন উভয়ে একত্রে প্রেমালাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তদ্রত্য বাস নামক জীবের একজন কোম্পানী তথায় উপস্থিত হয়। সাহেব কোম্পানীকে দেখে মুখ পুলয়া দিতে বলেন, তদুত্তরে অস্বীকার করাতে উভয়ে বচসা ও তৎপরে হাতাহাতি হয়। তদ্দৃষ্টে সে রমণীর বলে সাহেবকে কারাগারে রাখিতে করে। তিন দিন পরে তাঁহার মুক্ত হয়। সাহেব ভূদেব বসুমহাশয়কে তদ্ব্যবহারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ৫০০ টাকা জরিমানা করেন। কিন্তু এক সাহেব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া মকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

গত ৯ই শ্রাবণ রবিবার ও ১০ই সোমবার রেভরেণ্ড মিসনরি সাহেব ৯০ই জুলাই রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় একটী সভা করিয়াছিলেন। অনুমান ৩০০ লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ঐ সভাতে সংযোজিত পাদ্রি মসিয়ে বিবাহকালে উঁহারা কন্যার ও কন্যা এতদ্দেশীয় প্রথানুসারে যে যে অনিষ্টজনক আচার করেন সেই সমুদায় নিবারণের পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন।

সভার উদ্দেশ্য বিষয় হইলে প্রকৃতির কন্যা সম্প্রদায়ের সমাজস্থ মতে, বৈধ্যতিক অনেক দোষ হয়। ঐ সকল প্রকৃতির করিবার উপযোগী একটী সুন্দর [illegible] বিষয়ের বিষয়ণা সভাতেই আলোচিত হইয়া থাকে।

[illegible] হিন্দুস্থান বিষয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক [illegible] হইলে আমরা আশা করিয়া ছিলাম তাহার উপর কর হয়। চাহেই যে হইবে তাহার আর ইচ্ছা নাই [illegible] আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম তাঁহাকে পঞ্জিকা [illegible] প্রদান করা হইয়াছে। ইনি যতদিন [illegible] ভাতে যাহাতে তখনও না পড়েন ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

আমাদিগের লাহোরের সহযোগী ভবিষ্যদ্বক্তা [illegible] সেক্রেটরিয়েট আপীসের [illegible] বেতন বৃদ্ধি অস্বীকারের অবমান করাতে তাঁহার [illegible] বিভাগিনিপালিটী তাহাদিগের [illegible] করিয়াছেন।

ঢুকে যখন মার্শালিত হইতে [illegible] যাবে ৩৭৮ গুলাঠা। রোগের [illegible] হইল। ১৩ই জুলাই তথায় ৫৭ জন এই রোগে আক্রান্ত হইয়া [illegible] করিল।

করাসী ও চীনে নীল যুদ্ধ ঘটনায় সংবাদপত্র দেখিয়া চীনের প্রয়োজনীয় ইংরাজ কর্ম্মচারীরা [illegible] ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেছেন।

রোগ হইতে যেন মুক্তিলাভ করা [illegible] প্রয়োজন। ঐ উদ্দেশ্যেই ৭ লাখে [illegible] উঠিয়া [illegible] হিন্দু দুঃখের বিষয় রোগাই [illegible] এত উৎসাহের ফল পৌঁছ ফলিল না। এই প্রকারেই [illegible] পারে বিলাতের ঔপনিবেশিক প্রজাবর্গের [illegible] হয়, এই ভয়ে আপাততঃ উহা বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ১৮৮৬৭ অবধি ১৮৮৮৮

আমের গাছকালে বেলা আরম্ভ হইবে এইরূপ কথা [illegible] আছে।

কোলাপুরের আলবার্ট [illegible] ঔষধালয়ে [illegible] চিকিৎসাধিনা শিক্ষার্থ [illegible] পড়ুয়া শ্রেণী খুলা হয়, তাহার কথা [illegible] ঔষধালয়ের সিভীল সার্জেন পত্র [illegible] করিয়াছে।

বিদ্যালয়ের [illegible] বৃদ্ধি হইতে পারিল। ইংলণ্ডের [illegible] এত ভিন্ন অন্তরা.ণ কি নয়, এখন প্রজাপতি অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি [illegible] সহিত যোগদান করিয়া তাঁহার যথেষ্ট বল বৃদ্ধি করিয়াছেন। মার্কি থর্ং পীয়ই ইংলণ্ডে আগমিষ্যতে যুদ্ধযাত্রা করিবার মানস করিয়াছেন।

আমরা জানিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে আমিরার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ফোইবাটার ডেপুটেদের পদে পাটোরদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ঢাকাই হইতে প্রকাশিত [illegible] লিখিয়াছেন,—"২৭ এ আষাঢ় এখানকার এক সম্ভ্রান্তবাটি তিনটী বালিকার বিবাহ দিয়াছেন। একটী ১৯০ বৎসর একটী ২১০ বৎসর ও আর একটী ৪ বৎসরের। অপর বাটীতে আর একটী ৩ বৎসর বয়স্ক বালিকার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের আমন্ত্রণ যোগ, কোমর পাটী, কাপড়ী। এখানে বিবাহের [illegible] এই প্রথায়। "কি চমৎকার! বয়োপ্রাপ্ত এখন উর্দ্ধে তাহা হইলেও এখনকার লোকে যে এত সামাজিক কই পায়, এই পুরুষবিবাহই তাহার প্রধান কারণ। মেয়ের ৪ যৌতুকীয় ধন দিয়া ঘরে অবলার হইবে।"

আমরা খুলনার অন্তর্গত কুড়িয়া হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ [illegible] পাইলাম, —"সম্প্রতি সেখানে [illegible] এক প্রকার কীটে এ প্রদেশীয় আউ ধান্য নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। [illegible] বৃদ্ধি হইতেছে। [illegible] ভাবে বিসূচিকা রোগের [illegible] আরম্ভ হইয়াছে।

এ মেলার স্থানে স্থানে [illegible] হইতেছে। সে দিবস খুলনার নিকটবর্ত্তী [illegible] গ্রামে একটী কুদ্র [illegible] একজনে একটী যুবতীকে কে কে খুন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। কোথাকার লোক, কে খুন করিল, এখনও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। [illegible] এখন পর্য্যন্ত [illegible] হয় নাই। সাহেবীয়া [illegible] মাজিষ্ট্রেট যাইবার [illegible] তদন্ত করিয়া আসিয়াছেন।

"যতদিন বিবাহ আইন [illegible] ততদিন [illegible] করিয়া লিখ।" এতদ্দেশীয় [illegible] সাধিবীগণ [illegible] বহিলাদিগের [illegible] বিশেষ পরীক্ষায় এই [illegible] দেওয়া হইয়াছিল। [illegible]

কিরূপ ঘর ভাল তাহারও প্রমাণ [illegible] হইবে। আমরা ভরসা করি তাঁহারা উহাদেরই আবশ্যক ভাব মোকদ্দমাবিশেষের না।

কন্যা হইতে একটী কুলীনকুলজাতে চুরি করিয়া আনাতে বিবাহ হওয়া হইয়াছে। কন্যার পিতা পূর্ব্বে উহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারেন নাই, বস্তুতঃ তিনি এই বিবাহ অসিদ্ধ করিয়া আপনার কুলীনত্ব বজায় রাখিবার জন্য অবশীল প্রকৃতি হইতে যত সত্বর মুক্তিলাভ চেষ্টায় আছেন। আমাদের বোধ হয় কি এ বিবাহ দূর করিয়া কন্যাকে পিতার ঘরে যেন বাঁধিয়া বিবাহ দিতে সমর্থ হইবেন? এ বিবাহ অধিকাংশ কন্যার মত হইয়াই হইয়াছে। কন্যা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, যখনে আমার বিবাহ হইল আমি তিনজন কুলীনের মেয়ের মত চক্ষে পাইব। কন্তু বিয়ে করীয় কুলীনসন্তানবিশেষের যে এ অবস্থায় দূর হইবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না।

৭ ই ফাইলেরে খুলনার মেজরে কোম্পানী বনোয়ট নীলের কুঠীর কর্ম্মচারী বলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামক আইন খুনি বেন। তাহা হইলে এদেশীয় লোকের বিশেষ উপকার হইবে। কেশবপুর ডাকা যাওয়া প্রভৃতি স্থান হইতে ডাক আনাইতে পাই পক্ষ তিনি প্রভৃতি অনেক ডাক কলসথে কলিকাতায় চালান হইয়া থাকে। আমার ঐ সমস্ত ডাকা এদেশে প্রচুর করে।

নজীর।

প্রথম বিচারপতি নয় জিলার মার্শ ও
বিচারপতি ওয়েস্টমেকি।
কেওয়োরাম চক্রবর্ত্তী প্রতিবাদী।
নীলাবাদী সরায় ও অন্য অন্য আসামী বাদী।

যে আদালতে যে মালিশ হইবার প্রকৃত কথা নয়, বাদী যদি ভ্রমক্রমে সেখানে মোকদ্দমা করেন, সেখানে ফৌজদারী আইনের ১৪ ধারা খাটিয়া এবং ঐ ধারা আনুসারে বাদী ও কেবল বিলম্ব হিসাবে খরচের নয়, সাধারণতঃ সমস্ত খাটিবে।

রেজিষ্টরী আইনের ৭৭ ধারানুসারে এতদ্বারা রায়না নথ রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত এই মকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। প্রতিবাদির ওকালত নবীনচন্দ্র বসু রেজিষ্টর ১৮৭৯ সাল ১২ ই ডিসেম্বর উক্ত রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার হন। রেজিষ্টরি না করাতে বাদিরা ১৮৮০ সাল ৭-ই জানুয়ারি ফুলিয়ার মুন্সেফ আদালতে এই মকদ্দমা উপস্থিত করেন। মুন্সেফ এই নিষ্পত্তি করেন, যাঁহার এ মকদ্দমা সবিশেষ প্রতিবাদি হইয়াছেন, তাঁহারা উপস্থিত হইয়া উত্তর দেন নাই। ১৯ এ ডিসেম্বর বাদিদিগকে উহা যোগ্য আদালতে উপস্থিত করিবার উপদেশ দিলেন। তাহার পর ১৮৮০ সাল ৩০ এ সেপ্টেম্বর তারিখে সব জজ আদালতে উহা উপস্থিত করা হয়। প্রতিবাদী তলব আসামির মধ্যে এই আপত্তি উপস্থিত করেন যে তাহাদি হইয়া হইয়াছে। সব জজ এই নিষ্পত্তি করিলেন, তাহাদি হইয়া হয় নাই। তাহার মকদ্দমা যে পর্য্যন্ত মুন্সেফ আদালতে রুজু ছিল, সে সময়টী বাদ পড়িবে। এই বলিয়া তিনি বাদিগণের অনুকূলে মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলেন। প্রতিবাদী জেলার জজ আপীল আদালতে আপীল করিলেন। মুন্সেফ যে তাহাদির কথা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার অনুযোগ করিয়া আপীল [illegible] করিলেন। আপনার প্রতিবাদী হাইকোর্টে আপীল করেন। তাই হাইকোর্ট আপীল অগ্রাহ্য করিলেন। উঁহারা বলেন, যা হয়া ক্রমক্রম মফস্বলে আদালতে যে মালিশ করিয়াছিলেন তাহা যে আদালতের অধিই হইবে না। অনেক মকদ্দমায় এরূপ হয় নিষ্পত্তি হইয়া গিয়া ছ। নিম্নের পতি আকবর ও আকবোরাল আপীলেট হকৌন্সেল ও চক্রবর্ত্তী দাস বিবাদে যে মকদ্দমা হয়, তাহাতেও এই নিষ্পত্তি হইয়াছে। সেটী পাতনা সংক্রান্ত মকদ্দমা। ৭ বৎসর সংক্রান্ত মকদ্দমা তিন বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে, এই আইন আছে, কিন্তু যদি তন্মধ্যে তিন বৎসরের মধ্যে হয় নাই। সে বিষয় তিন বৎসর অতীত হয়, সে বিষয় ও মকদ্দমা তিন। বাদী পরদিন মকদ্দমা রুজু করেন। তাহাদি আইনের এ ধারায় আছে, বন্ধের দিনে আইনের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে আদালত খুলিবার দিন মকদ্দমা হইতে পারিবে। প্রতিবাদিপক্ষ হইতে এই আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহাদি আদালতের সাধারণ ব্যবস্থানি বাদিদের মকদ্দমায় খাটিবে না। কন্তু বিচারপতিরা বলেন খাটিবে। ঐ মকদ্দমার যুক্তি বর্ত্তমান মকদ্দমায় সম্পূর্ণ খাটিবে। যে স্থলে বাদী প্রথমতঃ মফস্বলে আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত করে তাহাদি আইনের ১৪ ধারায় তাহার উপায় করা আছে। ঐ ধারা বর্ত্তমান মকদ্দমায় অবিকলরূপে খাটিবে।

ফৌজদারী আপীল।
১৮৮৩। ১৯ ই জানুয়ারি।
বিচারপতি ও ও ওয়েস্টমেকি
ও বিচারপতি ফিঞ্চ।
নবীনকৃষ্ণ বসু বাপাধ্যায়ের
আবেদন।
নবীনকৃষ্ণ বসু বাপাধ্যায় বাদী।
রহিমদ্দি নাম প্রতিবাদী।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৩৩ ধারার যে নিয়ম আদালত জজ আছে, তাহার অর্থ এই, বিচার বিশেষে যে আদালতের উপরে উক্ত আদালতের কর্ম্ম পরিচালনের প্রার্থনা করা যায়। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট উহ নিকটে একটী ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত হইল। বিচারপতি অপরাধিকে মুক্ত করিয়া দিলেন। শেষে জেলার মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী আইনের ৪৩৩ ধারানুসারে আপনার অধীনস্থ কোন মাজিষ্ট্রেটকে পুনরায় অনুসন্ধানের অনুমতি দেন, কিন্তু অপরাধিকে গ্রেপ্তার দেওয়া হয় নাই।

হাইকোর্ট এই নিষ্পত্তি করিয়াছে, জেলার মাজিষ্ট্রেটের পুনরায় অনুসন্ধান করিবার অধিকার নাই।

আইনের কথা অর্থ এই, জেলার মাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধানের আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে অপরাধির জবাব বন্দী করিতে পারেন না।

মাকলিন ও বিচারপতি ওয়েস্ট এই বিষয় একটী নিয়ম করিয়াছেন। যত ২০ এ ডিসেম্বর মফস্বলাদালতে এই কথা বলা হয়, ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪৩৩ ধারানুসারে ৫ ই ডিসেম্বর যে আজ্ঞা দেন, তাহা রহিত না হইবে কেন, তাহার কারণ প্রদর্শন করা।

মকদ্দমাটীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই, বাবু [illegible] উহা লইয়া এক ব্যক্তিকে ৫০০০ টাকা ক্ষতি করে। ঐ প্রমাণ করে। যে নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আদালতের নিকট আবেদন করিয়াছে ঐ ব্যক্তি ফৌজদারচন্দ্রের পক্ষ হইয়া দিয়া যেন। যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়, তাহা ছয় মাস পরে শোধ করা হইবে, তথা থাকে। টাকা না দেওয়াতে ফৌজদারচন্দ্রের নিকট টাকা চাওয়া হয়। তিনি বলেন আমি টাকা লই নাই, তাহার বিষয় কিছু জানি না। শেষে তিনি ফৌজদারী আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া বলেন, আমি একটী কথা লিখিয়া দি নাই, অতএব উহা মিথ্যা। এ সম্বন্ধে বাপার আমাকে ঠকাইবার চেষ্টায় করিয়াছে। সেশন মকদ্দমায় জিরী হইয়া যায়। এই মকদ্দমায় নিম্ন কুর অসাবধানে পরেই [illegible] আদালত প্রধান রহিমদ্দি নাম (যখন মকদ্দমার [illegible] হইয়া ছে) নবীনকৃষ্ণ ও একজন সাক্ষীর নামে ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত করেন। আদালত সন্দেহ করিল, কেবল নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নামেই মকদ্দমা চলিল। ১৮৮৩ সাল ২০ এ জুন বিচারালয়ে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট নিকটে এই মকদ্দমা হয়। অনেকবার মকদ্দমা মুলতবী থাকিয়া তিন

মাসের পর ১৮৮৩ র ২৫ এ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ২ ঘণ্টা
করিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর ২৬ সেপ্টেম্বর
মাজিষ্ট্রেটের নিকটে আবেদন
করা হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ দিবস
মাজিষ্ট্রেট বলিলেন যে আবেদন
করা
হইবে না।

করা হইয়াছে।

কমলা দাসী, প্রভৃতি
অনুসন্ধান করিল

প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিত্র ও বিচারপতি
ফেরুসিট বোডে

কিন্তু সে ধারা এখন নাই।

যে সকল দলিলের দ্বারা বন্ধক গ্রহণ করা সম্পত্তির কথা দেওয়া হয়, অথবা বিক্রয়ের কথা থাকে, সেই দলিলে ১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের ৪৪ ধারা অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

উপরি লিখিত তিনজন বিচারপতি যেরূপ মত দিয়াছেন তাহা এই—

সর বিচ বার্থ বলেন ৪৪ ধারার ৭ ও ৮ প্রকরণে বন্ধকের কথা আছে সত্য, কিন্তু এখানে বন্ধকগ্রহীতাকে ঐ বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, সুতরাং এখানে বিক্রয়ের দলিলে যেরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হয় সেরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। কিন্তু এই দলিল দ্বারা কেবল বন্ধক হইল, সুতরাং এখানে ৫ নং শ্রেণীর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

বিচারপতি মিত্র বলেন, যেখানে বন্ধকী টাকার প্রতিভূস্বরূপ বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার হস্তে অর্পিত হয়, সেই স্থলেই ৪৪ আইনের (৫) প্রকরণ খাটিবে। কিন্তু যেখানে বন্ধকদাতার নিকট হইতে বন্ধকী সম্পত্তি গ্রহণ করা না যায় করে, সেখানে ঐ প্রকরণ খাটিবে না।

বিচারপতি কীন্ত বলেন, ষ্ট্যাম্প আইন আর সংক্ষেপ নয়, এই মিমিত্তি আইনের এরূপ অর্থের বিষয় এই, সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্রজার হিতের যে অর্থ বিশেষ উপকারী হইবে, তাহাই গ্রহণ করা হইবে। যেখানে বন্ধকগ্রহীতাকে প্রথম কিস্তির সময় অবধি সমস্ত টাকা শোধ না করিয়া সেইখানেই ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া দিতে হইবে, সেখানে ঐ প্রকরণ খাটিবে না। কিন্তু যেখানে এরূপ বন্ধকগ্রহীতাকে প্রথম কিস্তির সময় অবধি সমস্ত টাকা শোধ না করিয়া সেইখানেই ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া দিতে হইবে, সেখানে ঐ প্রকরণ খাটিবে। কিন্তু যেখানে বন্ধকগ্রহীতাকে ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া দিতে হইবে, সেখানে ঐ প্রকরণ খাটিবে না।

বেঙ্গলেট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

বন বিভাগ।

১৮ই জুলাই।

নিম্নলিখিত সাহেবেরা বাবু শ্রীকৃষ্ণ সেনের স্থলে ডেপুটী কলেক্টর হইলেন।

মিষ্টর সদরল্যাণ্ড কলেক্টর মৌজা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সহকারে মহকুমা বিষ্ণুপুরে বদলী হইল।

এডমেড সি ডেপুটী কলেক্টর বাবু শশিভূষণ সেন স্থলে বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন।

মীর আবদুল আজাদ ডেপুটী কলেক্টর ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু বিনোদলাল মুখোপাধ্যায় সাহেবের স্থলে ঐখানে বদলী হইলেন।

মহকুমা মাজিষ্ট্রেটের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু দুর্গাচরণ সেন বর্দ্ধমানের সদর ষ্টেশনে অতিরিক্ত ক্ষমতাসহ সব ডেপুটী কলেক্টর বাবু ভোলানাথ রায় মাজিষ্ট্রেটের

মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, সি, বর্দ্ধমানের হোমচিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন।

সব ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু হরেন্দ্রনাথ সরকার হুগলীর

বাবু ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় অনুপস্থিতি বিষয়ক বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র ও ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য করিবেন।

শিক্ষাবিভাগের বিজ্ঞাপন।

বর্দ্ধমান এডওয়ার্ড সীতারামের এডিশিনাল এসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বাবু শ্রীকৃষ্ণ সেন ১৮ই জুলাই হইতে ৩০ দিন অনুপস্থিতি বিষয়ক ছুটি পাইলেন।

বর্দ্ধমান সবডিবিজনের এডিশিনাল এসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বাবু দুর্গাচরণ সেন ১৮ই জুলাই হইতে ৩০ দিন অনুপস্থিতি বিষয়ক ছুটি পাইলেন।

পুর্ণিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু শিবচন্দ্র সিংহ ৩০ দিন এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত সব ডিবিজনাল অফিসর এস পি বিশ্বাস ফেব্রুয়ারী মাসিকের ২৩ দিন অনুপস্থিতি বিষয়ক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু শীতলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মেদিনীপুরের সব ডেপুটী মুন্সেফ হইলেন।

বাবু অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী হুগলী সবর ডেপুটী মুন্সেফ হইলেন।

মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জজের সবর মুন্সেফ বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাবডিভিসনের ২য় মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

পরাণ প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বাবু মধুসূদন সেন এবং আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু শ্যামাচরণ সাহা ২ মাস ও সিউড়ির এডিশিনাল সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সি মহম্মদ এমদাদ ৩ মাস ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রন্থকার এখানে কমিশন সেলে পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে বাঙ্গালার জবওয়ার্ক হইতেছে। সলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত বাবতীয় চিঠি ও টাকার পত্রাদি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে বিনা লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীকালা।

চুঁচড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ গোপাল-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অঙ্গুল মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা। ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

"মহাজন বন্ধু" পত্রে যে সকল পত্র ইহার মুদ্রিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে যে সকল পত্র ইহার মুদ্রিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত আর একখানি মুদ্রণ পত্রের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু বে, সি, চাটার্জ্জি মহাশয় সমীপেষু

পুস্তকালয় গরাণহাটা

কলিকাতা।

মহাশয়! আমি বহুবিবসাবধি পারাক্রান্ত থাকায় দুঃসহ কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশয় আসনা উত্যাদি ব্যবহার করিতে ত্রুটী করি নাই কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ঐ সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া যত থাকিয়া ক্রমশঃ প্রবল অবস্থা হইয়াছিল, যে ব্যক্তি-সম্প্রতি আমার অবস্থা দেখিয়া জীবন সংশয় বিবেচনা করিয়াছিলেন। অদ্য দেব কৃপায় অতীব হর্ষ আমি মহাশয়ের আবিষ্কৃত "বিবাক্ষন ঘৃত" ব্যবহার করিয়া ঈশ্বরানুগ্রহে এই দুর্দ্দিবসের মধ্যে পীড়ার কোন চিহ্নই প্রকাশিত নয় নাই দেখিয়া নিশ্চয়ই আরোগ্য বিবেচনা করিতেছি এবং এই "বিবাক্ষন ঘৃত" যে সর্বরোগ পারাক্রান্তের অদ্বিতীয় মহৌষধ তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইতি তারিখ ২০ চৈত্রাব্দ সন১২৮১ সাল।

বিং শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সাং পাইকিপুর ডিং কাশী

জেলা মুরশিদাবাদ।

সর্দ্দিক সাংঘাতিক মহৌষধ।।

মহৌষধ কয় টাকা ও ঔষধের আদেশপত্রাদি-পারাক্রান্তের ৵ ডাকমাশুল পিতাদাতী কয় ঔষধালয়ে

নবলিখিত ঔষধালয়ে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড ডবলক্রাউন পেজী ৩ ফর্ম্মা, উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা, মূল্য ছাপি আনা। ১৬ খণ্ডে পুস্তক সম্পূর্ণ হইবে। অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা। মফস্বলে আট আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

নতুন লাইব্রেরী
১১৮ নং চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

উপেন্দ্রনাথ বসু
প্রকাশক।

বিনা মূল্যে বিতরণ। বিনা মূল্যে বিতরণ।।

ডাক্তার শ্রীমধুসূদন মু খোপাধ্যায় প্রণীত।

সরল চিকিৎসা।

পল্লীগ্রামবাসিদিগের বিশেষ আবশ্যক। ডাক মাশুল কেবল মাত্র ৵১০ পাঠাইলে পাইবেন।

সুবলচন্দ্র, চিৎপুরপাড়ি, তমলীপুর কলিকাতা।

(ডাক্তার ঘোষকৃত।)

পোদ, জলদোষ ও মলরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু-শোষক—ইহাতে পোদ ও তলাপেট বিশিষ্টরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অন্যান্য পুরাতন রোগ হইতে স্থানে স্থান আসিয়া হইলে এ ঔষধে আরোগ্য হয় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ৸০।

শীতলাস্ত্র—ইহাতে মলদ্বারোগ বিশিষ্টরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সর্দ্দিজন্যাণী বা দৌর্ব্বল্য হইতে উৎপন্ন হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশিরই ২৵০।

এই দুটী ঔষধে পারা ঘটিত প্রভৃতি কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা ৪৬ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার ঘোষের বিদ্যার্থীর চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

অদ্য দুই বৎসরে ন্যূনাধিক ২০০০ সহস্র ব্যক্তির ও ৬ জন উপযুক্ত ডাক্তার এবং দুই জন উপযুক্ত কবিরাজের প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত

মেহনাশক অমৃতবিন্দু।

ইহাতেই অমুক নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে, প্রত্যহ অর্দ্ধ ফোটা সেবনে যে প্রকার বাত পীড়াই হউক, যা যে প্রকার উপদর্গ থাকুক না কেন, আরোগ্য হইবে। প্রতি শিশি ৮ টাকা প্যাকিং ৵০।

পারাবিনাশক অমৃতারিষ্ট।

সকল পারাদোষ হইতে যতদিন মুক্ত হইতে চাহেন, তাহা হইলে অমৃতারিষ্ট ১ ফোটা সেবন করুন। পরীক্ষক সাধু মূল্য ফেরিবার প্রয়োজন নাই। প্রতি শিশি ৩, টাকা প্যাকিং ৵০।

৬৮ নং সোণাগাজার ষ্ট্রীট,
ডাক্তারখানা,
কলিকাতা।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র বসুর
"মূল চিকিৎসা ও ঔ
কার্য্যালয়"

অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ।

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন।।

ইহা অতীব অত্যাশ্চর্য্য গুণযুক্ত কিছুই নয়। ইহা, ও রক্তাবাশয়, মলদ্বারের আবাশয়, মলদ্বারের, অর্শ ও অন্ত্রশূলাদির পেটের পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৬ পুরিয়া এক টাকা প্যাকিং ৵০। অর্শরোগের অব্যর্থ ঔষধ। ৭ দিবসে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য দুই টাকা প্যাকিং ।০। ৩ রোগা না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা দেওয়া যায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকদ্বারা মুদ্রা বিক্রয়ার্থ।

চন্দ্রচূড় রস।

অজীর্ণচন্দ্রচূড়রসঃ প্রবেদব্যাধিনাশকঃ।
সারস্বতোমৃতস্যাস্য ন তোয়মুচ্যতে বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। উহা দ্বারা সকল প্রকার প্রস্রাব এবং বায়ুরোগের আশুরোগ্য আরোগ্য হইতেছে। ২১ দিবসের মূল্য ৫ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থা পত্র পাওয়া যায়।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ।

অর্থাৎ বাতাদিদোষ মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় তাহাদিগের ২১ দিবসের ঔষধের মূল্য ৫ টাকা।

শ্রীনন্দিকেশ্বর শর্ম্ম কবিরাজ।
কাশীকান্তিয়ার চন্দ্রবাড়ী।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থ।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মাশুল সহ মূল্য ১৸০। এই গ্রন্থের ১ ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে রোগের প্রকৃতি সংযোগ পঞ্চমবর্ষের সম্পাদকেরা লিখিয়াছেন ইহার বিশেষ প্রশংসা করিবার

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে পাইবে।

শ্রীহর্ষচরণ বসু—বাসেলোর।

"কনক-নলিনী" এবং "সরোজ-বাসিনী।"

(মনোরম উপন্যাস)

এই মনোরম উপন্যাসদ্বয় স্ত্রীজাতিকে সতীধর্ম্ম ও পতিভক্তি শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিনী; সাধুভাষায় ও সরস্বতী ডিপজিটারিতে আছে। ১। টাকা, ডাকমাশুল পরমাত্র সাধের দোকানে

ঐ ফার্মেসীতে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি-
ডোজের এক এক টাকা।

কস্তুরি মঞ্জরী।

বারেক ব্যবহারে অব্যর্থ মহৌষধ।

যে সকলে যে সকল স্ত্রী পাকস্থিদোষে রক্তে নিস্ত
হচ্ছেন, কিম্বা পূর্ব্ব কইবার পেটে বেদনা হয়ে পেটে
ঘিল ও ... হকারোগ, যদি প্রসব রক্ত প্রসব অল্প দিন

পীড়া ... ব্যাধি ... করিয়া গর্ভো-
... ২৫ দা। কলিকা ... সময় ... ব্যবহার করিতে হয়, তাহারা সত্বর পত্র লিখিবেন বিশেষ অনুবাদে, প্রতি ... টাকা মূল্য ২ টাকা পার্শি-
... আনা।

রতি বিলাস তৈল।

অতি সুগন্ধযুক্ত গোলাপী বিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথা ... ন, শির পীড়া,
মৃগীরোগ ... পাদে মালিশ করিলে অল্প সময়ে নিদ্রা যায়। অধিকন্তু সেবনে ... যোনি
... ন ঔষধ ... ৮/, ৮ ঔন্স ... ১ শিশি ৵, ৮ ঔন্স ... ১ শিশি ৸৵০, পার্শি ... ও শিশি সেবন ১৲ পার্শি ৸৵০। অধিক লইলে আলাদিনা বন্দোবস্ত।

মেহামৃত রস।

এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও মাথা
মিশ্রিত ... প্রস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র সোপিউল্স বস্তি ব্যথা
লাগা এবং এই সকল রোগজনিত অল্প বস্তিস্থ
উষ্ণতা, অল্প পরিমাণ দাহ পরীক্ষায় প্রস্রাব ও
সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। এক শিশি মূল্য
৸৵০ পার্শি ৵ আনা।

উদাসীন হইতে প্রাপ্ত।

সর্ব্বপ্রকার অল্প রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

উহা ... রূপ বৃক্ক অ ... না, আহারান্তে আম্লোদ্গার
ও বমন, অম্লসিত অজীর্ণ, উদরাময়, অম্লশূল,
বেদনা, আমাশয়, চক্ষু রক্ত পদাদির দাহ, রোমশ
অম্লপৈত্তিক স্রাব, প্রবাহিত উপসর্গ বিশিষ্ট অম্লসিত
ব্যাধি এই অপূর্ব্ব ঔষধ ব্যবহারে সপ্তাহের
মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য ১০, পার্শি
৵০ আনা। শ্রীহরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ৪৮ নং মধুরায়ের
লেন, কাঁসারিপাড়া, শিবপুর কলিকাতা।

অধ্যক্ষগণের তাবধারণের অনুরোধক।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত।

অভিরাজেন্দ্র নাথ অব বিবিধবিধ উপাধিধর।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দরুনাত্র ও মধুমেহ পীড়ার

মহৌষধ।

এই ঔষধ আরোগ্যার্থে নানা অনুসন্ধান করিয়া
... ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি। এই ঔষধ
... ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য
হইবে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার
... রোগের এবং উপসর্গ সকলের হ্রাসতা হইবে
... করে। যথা—পরীর দৌর্ব্বল্য, হস্তপদা
... পাদের জ্বালা, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য,
... মধ্যে ঘাম পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপ
... সমূহ ... নিশ্চয় হইয়া প্রস্রাব যাবে ও পরি
... তা হয়।

... বাদী মূল্য ৯ টাকা।

অল্প মাত্রায় ব্যবহারে অধিক উপকার হইবে। প্রথমতঃ প্রস্রাব
... বন্ধ রোগক ব্যবহার করিতে পারি নাই। যখন
... এক একবার ব্যবহার করিয়াছি ও কোন
... করা করি নাই। ঔষধ অতি অল্প ব্যবহার
করিতে হয়। ২৭ এ বৈশাখ সন ১২৯৮ সাল।

যশস্বর শ্রীকেশবচন্দ্র আচার্য্য কবিরাজ মহাশয়সমীপেষু।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী।

১৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত
পাঠ্যপুস্তক এবং নানাপ্রকার নাটক ও ... সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে।—

... বঙ্গবাসী ৸৵০ হেমলতা প্রথমভাগ ৵০, ... Nalini or The Christian Daughter ১৲, দেবী চৌধুরাণী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত) ১৲, প্রেম পরীক্ষা ৵০, কাব্যকুসুমমালা ৵০ বঙ্গ মহিলা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৸৵০, মেবারপতন ৵০ হেমলতা ১৲, পাষাণী ১৲, বিলাতের পত্র ১৲ পাঁচ পাগলের ঘর (প্রহসন) ৸৵০, সীতা-

... বিকা ৸৵০, আর্য্য গণি ৵০, অযোধ্যা ১৵০, ভারতিনী ৸০, উর্দ্দু উপদেশ ১৲, কবিতা কল্পতরু ৸০, মুক্তি এবং ... মধ্যে বিদ্যুৎলতার উপদেশ ১৵০, ফিটোগ্রাফি ... ১৲, ভাল বাসা ৸০, প্রকৃতিবাদ অভিধান ৫, ... অভিধান ৸০, সীতার বনবাসবিভূতি ৸৵০, ... ১৲, বাঙ্গালা সোবিল সাধন ৸৵০, Half hour with Nature ৸০, Ancient world ১৲, Modern world ৸৵০, Speeches of Lord Ripon ১৲, A calendar, (For ascertaining any day of the week for any given time within the present century ৸০, Students guide ৸০ ... ৵০, বাঙ্গালার ১ম ৵০, বহুবচনীয় ব্যাকরণ ১৲, ... ব্যাকরণীয় অবশ্যক ৸০। Model questions with answer on the companion reader By H C. Sur, B A , B. L. Price 1—8 Postage 1 Anna

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুকুর ডাকঘরের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক চিঠি যাহা অভ্যাস, তাহার অন্যথা ... হইবার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু আমার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে আপত্তি করিলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা বাঙ্গলা না লিখা পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

... এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ... ঐযুক্ত গ্রাহকদিগের সোমপ্রকাশ ঘরে ঐযুক্তবাবু ... চক্রবর্ত্তীর নাম প্রতি সোমবার ডাকঘরে ... প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৮ শ ভাগ। "ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদায়ইতীব পার্থিব পরমতো মূলমিদন্তু ধীমতা"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৯১ সাল। ১৪ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮৪। ২৮ এ জুলাই। | অগ্রিম বাঙ্গালিক ৫৷৷ আনার পর ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন

EASTERN BENGAL STATE RAILWAY

Consequent upon the assumption by the Government of India of the Administration of the Eastern Bengal Railway and the amalgamation therewith of the Ferozpur Branch and of the Calcutta & South Eastern State Railway which had effect from the 1st July 1884, it is hereby notified for General information that all communications which are intended for the Head of this new Railway Administration should be addressed to the Manager Eastern Bengal State Railway Sealdah This system includes also the working of the Bengal Central Railway

Sealdah By Station
15 th July 1884.

de Bourbel Col R. E.
Manager Protem
Eastern Bengal State Railway

EASTERN SYSTEM OF STATE RAILWAY

Consequent upon the assumption by the Government of India of the administration of the Eastern Bengal Railway and the amalgamation therewith of the Ferozpur Branch and of the Calcutta and South Eastern State Railway which have effect from that date, it is hereby notified for general information that all communications which are intended for the Head of this new railway administration should be addressed to the Manager Eastern Bengal State Railway, Sealdah This system includes also the Bengal Central Railway

de Bourbel Col R. E.
Manager protem
Eastern Bengal System of State Railways

Sealdah
Railway station
Dated 1st July 1884

ঈশ ঈষুক্ত ডাক্তারবাবুদের পরীক্ষার্থে ঔষধালয়ের মূল্য তালিকা ও অন্যান্য

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজের

আয়ি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৩৮ নম্বর বহুবাজারস্থিত বিডন ষ্ট্রীট,

কৌড়িয়াটী বাজারবাটী, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদের মতানুসারে যাবতীয় ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি এবং আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ সংস্কৃত মূল ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। বিদেশস্থ মফস্বলবাসিদিগের পীড়ার অবস্থা অবগত হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রেরিত হয়। আমি সকলের উপযুক্ত ব্যক্তির ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করি।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা ও বিবিধ ব্যবস্থা বিষয় সহ এই ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্যতালিকাপত্র পৃথক্ বিনা মূল্যে বিতরিত হয়।

স্বর্ণ ঘটিত ষড়্গুণ বলিষ্ঠকারিত মকরধ্বজ।

এই মহোপকারক ঔষধ আয়ুর্ব্বেদীয় বিশেষের মতিত দেখিয়া করিলে দীর্ঘজীবি পুরাতন প্রবলী,কোষ্ঠ স্থিত বায়ু, বলের অল্পতাজনা, অকাল বার্দ্ধক্য দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি চিন্তা ও অধিক অধ্যয়নাদি জন্য মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা এবং ধৈর্য্যের ও বুদ্ধিবলের হ্রাস সমস্ত পীড়াই আশু প্রশমিত হয়।

১ বার মাত্রার ৭ পুরিয়া মূল্য ১
২ তোলার মূল্য ৩৷

৭ বার মাত্রার তোলার ভাগ ৷৷ আনা।

বৈদ্যকল্পদ্রুমাবলী।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

এই সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থে নিম্ন লোক সমস্ত রোগের চিকিৎসা,পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ এবং সমস্ত ঔষধ ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে বিষয় বিশেষ মত পরিত্যক্ত হইয়া বিবিধ উপযুক্ত নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিম্ন লোকসাধিক কতিপয় রোগের আশু ফলপ্রদ বিবিধ ঔষধ লিখিত হইয়াছে।

মূল্য—৯ টাকা ও ডাক মাশুল— ৷৷ আনা।

মাদৃশ নিধনে সংস্কৃত মন ও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাদির মূল্য ১৷৷ আনার স্থলে ১৷৷ টাকা।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
আয়ি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়
কৌড়িয়াটী বাজারবাটী, ক লিকাতা।

৺ উমাচরণ কবিরাজের

ঔষধালয়।

১৩৮ নং বহুবাজারস্থিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদবিহিত যাবতীয় ঔষধ, ঘৃত,তৈল, বাদক প্রভৃতি সর্ব্বদা উচিত মূল্যে পাওয়া যায়।

সঞ্জীবনী রস।

প্রবলী ষোড় অবসন্নকারি ঔষধালয়, অল্প প্রতিষেধের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ কৌটার মূল্য ২ টাকা।

৩০ বৎসরের পুরাতন ঘৃত।

মূর্চ্ছা, উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি রোগে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকারক। এক তোলার মূল্য ৫ টাকা।

শ্রীউমাচরণ কবিরাজ কার্য্যাধ্যক্ষ।

অতি সুলভ গ্রন্থাবলী।

ভাল ভাল ১৮ খানি পুস্তক, মূল্য ২২৸৵০ স্থলে এক্ষণে
দশ টাকায় বিক্রয় হইতেছে।

পুস্তকের নাম।		
১। মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত—মহাভারতীয় মূল ইতিবৃত্তের বাঙ্গালা অনুবাদ ও শ্রীকৃষ্ণাবতার বহুবর্ণ কর্তৃক অনুবাদিত। প্রকাণ্ড পুস্তক, ডিমাই চারপেজী আকারের ৭২৭ পৃষ্ঠায় পূর্ণ।	৭	৷৵০
২। অমৃত বিন্দুবৎ। ডনকুইকসোটের বাঙ্গালানুবাদ। হাস্যরসময় গ্রন্থ। ৩৮০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ।		
৩। ভ্রমরাঙ্গনী—অক্ষরময়াত্মক বিয়োগান্ত নাটক। ১৭১ পৃষ্ঠায় পূর্ণ।		৷৵০
৪। হরধনুর্ভঙ্গ। আমাদিগের সাময়িক সমাদরণী।		৷৵০
৫। বীরবালা নাটক। মুদ্রাঙ্কন শ্রীক বার সিলিটস্ এবং সর্ব্বাবয়বসুন্দর সুচনাবলী।		
৬। বীর-কলঙ্ক নাটক। অতিমনোহর।		
৭। চিত্তবিনোদিনী। বিপাকবিবিক্রোড় সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ২য় ও ৩য় খণ্ডের প্রথম প্রথম সংবাদ পত্রের প্রশংসিত।		
৮। কথা সংবিধানক। অতি মনোহর মনোহর গল্প পরিপূর্ণ। ১ম খণ্ড ২৪০ পৃষ্ঠা ও ২য় খণ্ড ২৩৮ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। দুই খণ্ড একত্রে।		৷৵০
৯। কেশব-বিয়োগ। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের পর লোক প্রাপ্তি উপলক্ষে (বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত)	৷০	৷৵০
১০। আমি ও উদ্ভাবিনী নাটক। ২য় সংস্করণ।	৷৵০	৷৵০
১১। ভবভূতির মৃগয়াযাত্রা। বেহার থিয়েটারে অভিনীত। কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।		
১২। সচিত্র পারস্য উপন্যাস। অতি রমণীয় গল্প। এখনকার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া আর উঠা যায় না। উৎকৃষ্ট কাগজে অতি সুন্দর চিত্র আছে ৩৬৪ পৃষ্ঠা।	৷	১৷৵০
১৩। ঠকচাচা নাটক।	৷৷০	৷৵০
১৪। বামিনী উপন্যাস।	৷৷০	৷৵০
১৫। ছয়ের পাঁচের নক্সা। কলিকাতার ৭ম রকম, প্রকাশক। হাস্য রসময় গ্রন্থ প্রথম খণ্ড।	৷৷০	
১৬। ভাল প্রস্তাবনীয়। বঙ্গের সকল সংবাদ পত্রে বহুকর্তৃক প্রশংসিত।	৷৵০	৷৵০
১৭। গল্পাত্মক ভগবদ্গীতা। প্রাচীন কবির।		৷৵০
১৮। কলেরোর যুদ্ধ। উৎকৃষ্ট বীররসাত্মক কাব্য।		৷৵০

এই আঠার খানি গ্রন্থের মূল্য মূল্য ২২৸৵০, সুলভ মূল্য ১১৸৵০ ডাক মাশুল ১৷৵ প্রাহকগণ যদি এক সঙ্গে ঐ ১৮ খানি গ্রন্থ লয়েন তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট কেবলমাত্র ১০ দশ টাকা লইব—ডাক মাশুল লাগিবে না। এক একখানা গ্রন্থ লইলে, উপরি লিখিত সুলভ মূল্য এবং ডাকমাশুল লাগিবে। যদি পুস্তক না ফুরায় তবে ৮ পরবর্ত্তী মূল্য পর্য্যন্ত এই সুলভ মূল্যে দিব। সমস্ত পুস্তক লইবেন, তাঁহাদিগকে অনুপযুক্ত মূল্যের আমার ঔষধালয়ের আবশ্যকীয় পুস্তক দিব।

আজি কালি বঙ্গবাসীর মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি হইয়াছে,—বাঙ্গালীর পুস্তকের উপর টান দাঁড়িয়াছে, অনেকেই বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িবার ইচ্ছা আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু পুস্তকের মূল্য অধিক প্রযুক্ত অনেকেই ভাল গ্রন্থ কিনিয়া পড়িতে সক্ষম হয়েন। যাহাতে বাঙ্গালী অল্প সংখ্যায় অতি সামান্য ব্যয়ে ভাল ভাল পুস্তক পড়িতে পান, সেই জন্য এই সুলভ গ্রন্থাবলী প্রচারিত হইল।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
২৭ নং কলেজ্‌ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরীয়ান্।
২৯ এ শ্রাবণের বর্ষাধাসীর
সম্বাদ সৌরভ। ১২৯১।

"শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আমরা "সুলভ মূল্যের" আঠার খানি পুস্তক উপহার পাইয়াছি। পুস্তকের তালিকা বিজ্ঞাপনীর স্থানে আছে। এক একখানি গ্রন্থ [illegible] উপন্যাস গল্পগ্রন্থ—সকল প্রকারই [illegible]। আঠার খানি গ্রন্থের মূল্য ২২৸৵০—দশ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। আমরা সুলভ গ্রন্থের চিরকাল পক্ষপাতী। এই দশ মহার্ঘ বাজার। গ্রন্থের মূল্য অধিক হইলে লোকে কিনিয়া পড়িতে পারে না। আর মূল্য কম হইলে, গুণও কম, অতএব অধিক হয়, বিক্রেতা এবং পাঠক সকলের পক্ষেই লাভ ও সুবিধা। সুলভ মূল্যের গ্রন্থ প্রচার হওয়া একান্ত আবশ্যক।"

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরির নূতন পুস্তক।

ছাপা পরিষ্কার, কাগজ অতি উৎকৃষ্ট, লেখা চমৎকার পূর্ণ।

সাহিত্য সমাজের সুপরিচিত গ্রন্থকার বর্গের গ্রন্থ বলী—

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত—

১। মনোরমী নাটক।	মূল্য	১৷৵০
২। অশ্রুমতী নাটক।	"	১৷৷০
৩। স্বপ্নময়ী নাটক।	"	১৷৷০

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত—

১। প্রভাত সঙ্গীত।	মূল্য	৷৷০
২। সন্ধ্যা সঙ্গীত।	"	৷৷০
৩। বৌঠাকুরাণীর হাট। উৎকৃষ্ট উপন্যাস।		১৷৷০
৪। ভগ্ন হৃদয়।		১৲
৫। করুণা।		৷৷০
৬। ইউরোপ প্রবাসীর পত্র। যাঁহারা "ভারতী মহা" মাসিক পত্রিকা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন এরূপ পত্র একত্রে [illegible] ছিল। পাঠক! যদি যত্ন করিয়া ইউরোপীয় সমাজের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি [illegible] জানিতে চাহেন তবে একবার এই পুস্তক		

ধাত্রি পত্রম্।—ধাত্রী বসিয়া নাম করণ পর্যন্ত উহাদিগের যত্নী হইতে হইবে, হইতে দুর্গ সকল বন্দোবস্তের ভার আমিতে পারিবেন। শিশুদের প্রাতঃকৃত্য সোডার বিষয়ে ... আমিতে পারিবেন। বিলাত নিবাসীর পক্ষে ঘর্মী—ইহা সকলের অনুরোধে ঘটিতে পারে না;—তাই বলি এই ঘটি আনি ... ছ। ধাত্রী বসিয়া দাদের বিবিধ রোগ, তাহারা প্রকৃতি হইতে উহা সাধারণিকতার পরিচয় পর্যন্ত পাইবেন। যে মুসল বিলাত যাইতে উদ্যত তাহারা পথের ভাড়া প্রকৃতি অথবা তাহারা বিষয় সকল অবগত হইতে পারিবেন। কেমন করিয়া বিদেশে থাকিতে হইবে, কেমন করিয়া উহাদিগের বেশভূষা চিন্ত প্রসাদ সম্পন্ন করিবেন, তাহারও উপদেশ পাইবেন। এ সকল বন্দোবস্তের ভার ... পুস্তক খানির হইয়াছে সকলের চেয়ে এখানি মূল্য ভাল হইয়াছে। মূল্য ১৷৷০

১। বিবিধ প্রসঙ্গ। মূল্য ৷৷০

উক্ত কবিবরের নব প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। বৈশব সঙ্গীত। কবির বৈশবে কালের লিখিত কতকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতা। মূল্য ১৲

২। প্রভাতের প্র ... ধ। সুন্দর বাঁধা আছে। মূল্য ৷৷০

৩। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। প্রাচীন গ্রন্থ। বঙ্গবাসীর অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ৷৷০

৪। ছবি ও গান। মূল্য ১৲

৫। কবিতা। বাঁধা পুস্তক। মূল্য ৷৷০

রবীন্দ্র বাবুর কবিত্ব নূতন বয়সের। লেখা ললিত, মধুর ও সুখ পাঠ্য। কবিবরের সমস্ত গ্রন্থের সমালোচনা এই ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনে স্থানাভাব বলিয়াই ক্ষান্ত হইল; কবির প্রত্যেক গ্রন্থেই প্রচুর পরিমাণে মূলধন আছে।

কোন পুস্তকেরই ডাক মাশুল লাগিবে না। তবে সমস্ত পুস্তকগুলি একত্র লইলে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া যাইবে।

২১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা } শ্রীকৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কাদম্বিনীর সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোমপ্রকাশ ডাকঘরের অধীন চাকদিঘিপোতায় প্রকাশিত হইবেনা। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৯০ সাল, ১ লা চৈত্র } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা। চাকদিঘিপোতা সোমপ্রকাশ ডাকঘর বঙ্গদেশ।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	৫০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৶-	১০
৩ য় ভাগ	৵০	৩০
বিদ্বেষর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশে সকল বিষয় ধরে না বলিয়া আমাদের মনে ক্ষোভ থাকে, পাঠকগণের মনেও ক্ষোভ জন্মে, এই নিমিত্ত ইহাকে আপাততঃ পাঁচ ফরমা করা হইয়াছে। কিছুদিন পরে ইহাকে ছয় করমা করা হইবে এরূপ সঙ্কল্প আছে। যদি ঈশ্বর কৃপা করেন, দেশের লোকেরা সাহায্যদানে কার্পণ্য না করেন, পত্রপ্রেরক ও সংবাদদাতৃগণ কিঞ্চিৎ অধিকতর পরিশ্রম স্বীকারে উৎসাহী হন, তাহা হইলে এ সঙ্কল্প সিদ্ধি হওয়া বিচিত্র নহে। এবিষয়ে এখন অধিক আড়ম্বর করা বিফল।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র।

ভারতীয় মূলধনসম্বন্ধে বিনয়।

বন্ধু ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের দুরবস্থা দেখিয়া ভারতীয় উন্নতির নিমিত্ত যত্ন সহকারে করিয়া দেখাইতেছেন; কিন্তু সকলের মন ... কারণ এই, এ দরিদ্রদিগের হাতে যত এখনও প্রবল হয় নাই। মানুষের আকৃতিভেদে প্রকৃতি ভেদ প্রকৃতি ভেদে রুচি ও যত্ন ভেদ। কোন দেশেই উহার ব্যতিক্রম নাই; কিন্তু ইউরোপ খণ্ডে এ সম্বন্ধে একটী বিশেষ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় লোকের মত ভেদ থাকে বটে; কিন্তু কয়েকটী বিষয়ে তথাকার লোককে বিবাদ যেন একমনা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রসঙ্গ হইলে সকলে যেন মাতিয়া উঠে, এবং উন্নতিসাধন প্রসঙ্গ হইলে সকলের মন যেন এক হইয়া যায়। ইউরোপে ভারতীয় মূলধন সংগ্রহের প্রস্তাব হইলে এতদিন বহু লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইত। কলম্বস সমুদ্রের ভিতরে তমসাচ্ছন্ন মহাদেশ নিরাকরণের প্রস্তাব করিলে, তথায় যে সকল গ্রন্থ লক্ষ লক্ষ কাপী হয়, তাহার সংখ্যা পরস্পর একত্রিত নিকট না থাকিয়া মুদ্রিত কাগজের ন্যায় বি ... হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এ টাকা ... যায়। যদি নিজের ও নিজ সমাজের এবং বিশিষ্টরূপ বিশিষ্ট এই মূলধন আমাদিগের দেশের

পরম সৌভাগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু বিশেষ বিষয় এই যে ইহার একটী বিশেষ

অন্যথা পরমাণু একত্র সমবেত হইয়া যে এই কার্য্যটী ঘটে সমস্ত প্রমাণই ইহার বিপক্ষে হইতেছে, এমন কি জল বায়ু সমস্ত প্রস্তর ও কঠিনতর ভূত পদার্থ এবং উহা প্রাণিসমূহের জীবন রক্ষা করিতেছে। যদি মনুষ্য দৃষ্টি যেরূপ সকল অংশের বিযোগ করিয়া দেখিতে পায়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে অণুসমূহ সমবায়ে পৃথক পৃথক পদার্থের সাধারণে এই সুন্দর মানব-

এই সাধারণের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। কুসুম কুসুমকীট, পুষ্পক পতঙ্গগণ ভবে, সমস্তদিন যেন তত পরি ভ্রমিতেছে করে, যে মনুষ্য অনুসন্ধান করে সুধা উপভুক্ত উড়াণ প্রদান করে, তবে একটী পদার্থ অনুবিদ্ধ হয় এবং সেই পদার্থ অ ভ্রমিয়া মনুষ্য ও অপর কীট প্রাণরক্ষা করে। এমন কিছু লোকের ম ভাল যাইতে সংসারে কোন ক বাঁচি নিশ্চিন্ত হয় না। কোন ব্যক্তি একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করে, কিন্তু তাহা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কেহ উহার প্রস্তুত করে, কেহ লৌহস্তম্ভ কেহ বা কাষ্ঠের দ্বার উপরাংশ প্রস্তুত করে। কেহ তাহার কিয়দ্ভূমি খনন করে কেহ উহা প্রস্তুত করে, কেহ বা রঙ্গ আনয়ন করে—ইত্যাদি।

এইরূপ শত শত লোকে শত শত কার্য্য করিলে পর একটী অট্টালিকা প্রস্তুত হয়। মূল স্থপতি যদি সমস্ত প্রস্তুত না করে, কারণ প্রস্তুতকারী ব্যক্তি যদি

ব্যের অন্যান্য কার্য্য না করে, তাহা হইলে কি স্থপতির একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়? কুম্ভকার কুম্ভ প্রস্তুত করিয়া, বণিকের বাণিজ্য, ব্যবসায় ব্যবসায়ীর, পরিচালনের প্রয়োজন, রাজনিয়মের, পরিচালনের প্রয়োজন, রাজনিয়মের রক্ষণাবেক্ষণ, রাজনিয়মের রক্ষণাবেক্ষণ, ও আমির আস্বাদনের, বীরের বীরত্ব, ও জ্ঞানীর জ্ঞানীর সমবায়ের সমবায়, এ বিষয়ক লোকের কার্য্য ভোগন, এইরূপ সমস্ত প্রকার লোকের সমস্ত বিষয়ের সাহায্য দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অতএব একজনের যখন কোন এক পদার্থেরই সৃষ্টি করার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া প্রকাশ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন করিয়াছেন এবং কোন মনুষ্যকেই তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয় করিবার সম্যক শক্তি প্রদান না করিয়া পৃথক পৃথক

যাহাতে পৃথক পৃথক পদার্থের অধীন করিয়াছেন, তখন ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আমরা সকলে

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব, ইহাই ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অভিপ্রায় এবং নিশ্চিই নিয়ম। মনুষ্য যে পরিমাণে তাহার প্রতি এই নিয়মের প্রতিপালন করিতে পারে সেই পরিমাণে সুখের ভাগী হয় এবং যে পরিমাণে উহা লঙ্ঘন করে সেই পরিমাণে দুঃখভোগ করে। পৃথিবীর সকল দেশের লৌকিক অবস্থাই এ বিষয়ের

[illegible] দিতেছে।

পৃথিবীর কোন দেশীয় পুরাবৃত্ত [illegible] করিয়াছেন, তাহাতেই অবগত

এক স্থানে একত্রিত হইয়া নিবাস করে, এবং অনেক দেশ অধিবাসিগণ একটী হইয়াও এক জাতি বলে অভিহিত হয়, তাহারা আত্মরক্ষণ করিয়া তাহার প্রতিপালন করিতে পারে, এবং তাহাতে কোন দেশের লোক অন্য দেশের লোকের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত

আমরা পরস্পর বিরোধী ও বিসদৃশভাবে আলোচনা করাতে কোন ফল না দর্শা অনুভব করিতেছি। যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে আমাদিগের মধ্যে প্রতিবাদী হইতেছে, যাহা অবলম্বন করিলে আমাদিগের বুদ্ধি মুক্তি ও জ্ঞান পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিষয় করিতেছে এবং যে কারণে আমাদিগের মন কাতর হইতেছে ও যে অসুবিধা ঘটিতেছে আমরা পরস্পর বিরোধে সেই কারণের অনুষ্ঠান ও সেই কারণের উৎসাদন প্রয়াস করিতে হইতেছে। কি জ্ঞানবিষয়ে, কি ধর্ম প্রসঙ্গে কি অন্যান্য সমস্তুরে যে কোন বিষয়ই হউক তাহা তাহা এরূপ না করিলে তাহা যেমন দীর্ঘ সম্পন্ন ও যেরূপ সুসম্পন্ন সম্পাদিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যেরূপকারেই চেষ্টা করা যাউক তাহাদি যেরূপ তা ও সম্পন্ন হয় না। উপসংহারে বক্তব্য এই, আমাদের সময়ে চেষ্টা নাই বলিয়াই ও প্রস্তাব সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারিতেছেন না।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

স্বরূপ জ্ঞান করিয়া আমাদের ও অন্যান্য দেশীয় ব্যক্তির কথা সর্বদেশ প্রচলিত প্রথা অনুসারেই ও অন্যান্য ঘরনিদের বিবাহ সম্পাদন করিতেন। এরূপ হইলে বিবাহের অনুষ্ঠান অতি সহজ হইত। বিবাহের যত গোলযোগ ও অসুবিধা তাহা কন্যাপক্ষীয়দিগের। কন্যাপক্ষীয়দিগের অবস্থার বিষয় পূর্বে কহিয়াছি, তাহাতে তাঁহারা কোন মতে ঐক্য থাকিলে বেশ বিবাহাদি কার্য সম্পন্ন হইত না। কাজেই, আড়ম্বরাদি ও ঘুনবাদ প্রভৃতি বাজের দুর্বহ ব্যবস্থা বিবাহের প্রতি অত্যাচার করিতে বিলম্বণ ত্রুটি করে নাই। আমরা না বীর নৈষ্ঠা সাধন করিয়া বিবাহের উপর কি না করিয়াছিল, ব্যবসায়ী বিবাহিতের অনুরক্ষণের প্রতি যেরূপ ভাব করিয়া ফেলিলেন, আমাদিগের পবিত্র ভাবের মোহকে প্রাবিত করিয়া বিলেন, সত্য সত্য এই পর বিবাহকে বাণ বেচাকেনার সমুদ্র দাঁড়াইয়া করিলেন এবং আমাদিগের অভিভাবক মোহান্ধতায় বণিকের ঘোর করিলেন, এই রূপ আমাদের আর নীচা রহিল না, পরাক্রমের সহিত ব্যবসায়ের বিভেদস্থাপনা চতুর্দিকে উদ্ভাসিত হইল, সাধারণের মনে একবারে ঘুরপাক হইল। বিবাহাদি কর্ম ও ব্যবসায় কর্তৃক এরূপে সম্মিলিত হইয়া অন্তরে অন্তরে একতাবন্ধন করিতে লাগিল। এবং কন্যাদায় ভয়ে ভীত হইয়া মুক্তায় অধিক পুরস্কার সমর্পণক্ষেত্রে ব্যবসায়কে সন্তুষ্ট করিয়া অনেকের উদ্ধার হইল। মনুষ্য তাহাকে এক মুক্ত কণ্ঠস্বরে মত থাকায় সকলেই স্বাধীনভাবে অমূল্য রত্নলাভে উৎসাহিত হইয়া অনেকের অনুরোধে অনুযায়ী হইয়া অপ্রতিহত চিত্তে সমরক্ষেত্রে জয়ী হইল। মনুষ্যের ও বিবাহ ও কৌলবিধীর নিয়মের কেবল এক ঐক্যফলে ভিন্ন ভিন্ন এক প্রবল হইয়া উঠিল, যে সকলের ধারা হইতে ব্যবসায়িকার এককালে উঠিয়া গেল। একটির ও একত্রে নিষ্পত্তির সাধনে ব্যবসায়ের সংযোগের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হইল। পরাধীনতায় ব্যবসায়ী সকল মিলিয়া নির্ণয় করিয়াছিল, প্রবল প্রতাপান্বিত নিয়মের ভাল চূর্ণ করিল এবং পরে ব্যবসায়ে মোহান্ধকারে বদ্ধ করিয়া মুক্তার মোহিত ভাবে সেই সমস্ত মনিদের ভিত্তি ভেদ করিয়া দিল। এই সকল নিয়মই যে ব্যবসায়ীদিগের কু-কৌশল বিনুই ছিল না তেমন বলিতেছি না, একথা থাকায় তাহারা সুবিধা ব্যবসায়ের নিমিত্ত হইতে মুক্তিলাভ করে, বরঞ্চ তাহাদের অধিকাংশ ইচ্ছা ছিল তাহাদিগের অধীনস্থ হইয়া থাকে, কিন্তু পুরুষের যেমন নিয়মিত — স্বাধীন ভাবের কারণ কখনই বিনষ্ট

হইবার নহে, তাহারা সুবিধা পাইলেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিবে। অতএব ঐরূপ যে প্রথম বন্ধ তাহা যে আর বিলুপ্তপ্রায় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যবসায়ীরা এখনকার হইলে যে কর্ম করিতেছে ও অনুরাগের সহিত নির্বাহ করা যায়, একবার যদি স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করিলে নির্বিবাদের সে কর্ম সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। এখানে আমরা এই ঐক্যের অভাবে অনেক অসুবিধা ঘটিতেছে, এখনে এ বিষয়ের কারণ অনুভব করিয়া তাহা দূর করিবার উপায় অনেকের মনে হইতে পারে। আমাদের মনে হইতে পারে এখনে এ বিষয়ে জ্ঞান ও বিদ্যার প্রচার হইলে, যুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকের বুদ্ধি মার্জিত ও সকল প্রকার দোষ দূরীকৃত হইলে এরূপ ঘটনা এদেশের ঘটিবে। কাজেই বলি যে আমরা একটিকে অবলম্বন করিয়া অন্যটির প্রতি অবহেলা করিতেছি। কেহ বলিতেছেন তাঁহার ঐ কার্য আমরা, কেহ বলিতেছেন তিনি বিদ্যালয়ের ঐক্য

লোকের দেখাদেখি ভাল [illegible] ফলপ্রদ
দোষদুষ্ট বলে [illegible] উপর পতিত হয় তখন আর [illegible] তাহাতেও এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কে বারণ? তথাপি যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মন যারা উন্নত হইয়াছে এবং যে [illegible] দুরীতি মতের ও দুরীতি এবং আর বিবাহের কার্য বর্জনীয় হইয়াছেন, তাঁহারা যদি সোমপ্রকাশে প্রবিষ্ট হইয়া সকলে একত্রিত হইয়া এক মনে আপনাদিগের আধিপত্যস্থানে তৎপর হবেন, তাহা হইলে অবশ্যই এদেশের দুঃখ মনে অন্তর্হিত হয়—অনেক ব্যক্তি একাকী হইয়াই মনে মনে একবার দুরবস্থা দেখিয়াই ক্ষান্ত বিরক্ত করিয়া থাকেন—এবং সোম সংবাদপত্র সম্পাদক হইয়া সংবাদপত্রে ও সোম সুপ্রধান-দিগকে এক প্রকারে নিয়োগ করেন, কিন্তু বিজ্ঞ দেশহিতৈষী মাত্রেরই কর্তব্য যে সকল কথায় উপেক্ষা করিয়া দিব [illegible] তাহা বলবান হয়। ঐক্যের অভাবে বিবিধিত এ প্রকার দুরীকরণ ও নির্ণয় না করিয়া আপনাদিগের মনকে প্রশস্ত ও অন্যকে কলঙ্কিত করি, তবে আমাদিগের ভাগ্যবিধাতা বা [illegible] এবং দুরি পরিত্রাণের বা [illegible]

কল্পে ঘরনিদের এরূপে বিবাহের যে আধি [illegible] হইয়া ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ী দেখিয়ার পরে বিমুক্ত হইয়া এরূপ অবস্থা। এ সমাধানটী সম্পূর্ণ বিষয়। পুঁজিয়া ব্যবসায়ী হইতে এ সম্বন্ধে কোন পত্র আমি [illegible] এবং উক্ত পদস্থানী হইয়া আমি করিলে, বলিতে পারি না।

উক্ত কার্য সোমপ্রকাশের সম্পাদক অন্যের এরূপে সমাধান নিষ্পন্নের যে শ্রীযুক্ত ডাক্তার আনন্দময়ী [illegible] ১১৪ নং ফ্রেন্ড ট্রি ষ্ট্রে ইউ- [illegible] সভা করেক স্থাপন করিয়াছেন, আমি আমার অভিপ্রায়ের পরে নিযুক্ত হইয়াছি। এ সংবাদটি সম্পূর্ণ বিষয়। শ্রীযুক্ত ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার আদৌ আলাপ পরিচয় নাই আশা করি ভ্রম সংশোধন করিয়া দর্শিত করিবেন

এতদ্ব বশম্বদ
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক।

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই শ্রাবণ সোমবার।

ভারতের কবিতা সম্বন্ধীয়।

বিদ্যালয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরলের পদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া যে সময়ের অভ্যাসে,

ও তা বুঝি সম্ভাবিত। ক্রমেক্রমেই স্ত্রীর প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কা হইতেছে। এখন শুনিতেছি, লর্ড কিম্বার্লে ঐরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি সংবাদ আসিলে পর এই সংবাদটী দান করিয়া আমাদের

দেশের [illegible] রীতি সম্পূর্ণ
রীতি
অ[illegible] ন্যায়সঙ্গিনী। তিনি আমাদের পরিত্রাণ করিয়াছেন। চিরকৌমার্য্য আমার একটী প্রধান ধর্ম্ম। খ্রীষ্ট পুরাকালিদেরা ঐরূপে ঈশ্বরে অর্পিত হন, এটী [illegible] আমার নিজস্ব কথা, [illegible] আমার অনুরোধে ঐরূপ করেন নাই।

সভা। প্রজা [illegible] ঈশ্বরের ন্যায় কার্য্যকর্ত্তা হয়, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। তিনি কেবল বিদ্যা বিষয়ের উৎসাহদান করিয়াছেন।

লর্ড কিম্বার্লের রীতি যে বিদ্যার [illegible] বিষয়ে

বিদ্যালয় আছেন। বিদ্যার [illegible] অন্তর্গত আছে কিন্তু [illegible] এরূপ আছে। তিনি যে [illegible] করিয়াছেন, তাহার কারণ করিবার কারণ তিনি শুনিলেন। ঐরূপ করিলেই যে, শুনিবার বিষয় সম্পন্ন হইতেছে। শিক্ষা [illegible] বিদ্যে [illegible] কার্য্যে পরিণত হয় নাই। [illegible] প্রথা আজও [illegible] প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ইংলণ্ড যে অধিপতি যে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, তাহারও [illegible] শীঘ্র না হয় নাই। বিদ্যালিক্ষা প্রভাবে আমাদের বিদ্যের 'ইল বিল ছোঁ ঘুঘু' [illegible] দেখিয়া অনেক [illegible] চক্ষু টাটাইয়াছে। অনেক কই এদেশীয় বিদ্যের উচ্চাশিক্ষার প্রতিরোধ [illegible] করিতেছেন। লর্ড কিম্বার্লে যে তাঁহাদিগের সে [illegible] করিয়া দেন নাই, আমাদের সে বিশ্বাস নাই। তিনি [illegible] বিদ্যের প্রতি বড় প্রীত ও প্রসন্ন নহেন। বিদ্যে [illegible] পরাক্রান্তিদিগের বোঝাবুঝি করিবার [illegible] তাহার পরীক্ষা হইতেছে। এদেশীয়েরা আত্মশাসন বিষয়ে অধিকার না পায়, অনেক ইংরাজের এই মত। তিনি যে সেই মতে বিশ্বাস করেন না, ও [illegible] প্রমাণ নাই। যাহা হউক, লর্ড রিপন বাহু দ্বারা এত সত্বর [illegible] পরিষ্কার [illegible] করিবার জন্য ও [illegible] আমরা মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইলাম। লর্ড মেণ্টিঙ ও লর্ড ক্যানিঙ বিষ [illegible] যত উদারতার [illegible] দেখাইতে সাহসে অগ্রসর হন নাই।

এই প্রসঙ্গে ও [illegible] আর একটী কথা শুনিলাম, লর্ড কিম্বার্লে প্রতি বৎসর চারি মাসের অধিক শিমলাশৈলে বাস করিবেন না। এ প্রস্তাবটীর [illegible] ঠিক হয় নাই। শিমলাবাসে হইতে পারিবেন না, উহা হইতেই ঠিক হইল। চারি মাস অবস্থানের [illegible] শিমলা গমন নিষেধটীর উপর ঘটিয়া উঠিবে। কি [illegible] প্রস্তাবে এই নিষেধ দিলেন, তাহা [illegible] যে তাহাদিগের দুরবগাহ্য মর্ম্ম [illegible] কর্ত্তা ভাইসরয়ের বিলাত [illegible] হইবে।

[illegible] উৎসাহ [illegible] ও বিদ্যাবিবাহ।

[illegible] বিষয় চিন্তা করি, তখনই [illegible] [illegible]। বিদ্যাসাগর প্রথম যখন বিধবা [illegible] করেন তখনকার [illegible] যেরূপ দুর্দ্দিন আবহাওয়া করেন, [illegible] হইতে আজও [illegible] উদয় হয়। যে [illegible] হইল মনে হয় এ দেশের লোকে [illegible] বিদ্যাসাগর করুন না তখন সমাজসংস্কারে [illegible] করেন না। তাহাতে সমাজ অধঃপাতে যায়, [illegible] আমরা অধিকাংশ লোককে স্রোতী [illegible] দেখিতে পাই, কিন্তু যাহাতে দেশের মঙ্গল হইবে, সে বিষয়ে অল্প লোককে [illegible] দেখি। যাহা হউক, সরস্বতীর কৃপায় [illegible] বিদ্যাসাগর দেশবাসীর কার্য্য দেখিয়া [illegible] মনে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইতেছে। তিনি বিধবাবিবাহ বিষয়ে যেরূপ উৎসাহ অবলম্বনে [illegible] প্রদর্শন করিতেছেন, এদেশে তাহার [illegible] বহুল দৃষ্টান্ত। আমরা কাণে কাণে [illegible] একটী প্রমথভূষণ দেখিতে পাই, বিধবাবিবাহ কি দীর্ঘকাল অপ্রচলিত থাকে? বলা [illegible] বলা তাঁহার সাধন, বলা তাঁহার [illegible]। [illegible] দেশের উন্নতি সাধনের [illegible] আজ তাঁহারা অধিনায়ক [illegible] তাঁহার সংখ্যা দিন। দেশ মনে-প্রাণে [illegible] বল [illegible] দূর হইবে, তাহা নয়, সমাজের [illegible] প্রকৃত [illegible] হইবে। রাজা [illegible] সহায় পাইয়া একবারি পক্ষ [illegible] করিয়া [illegible] অন্য [illegible] উন্নত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ [illegible] করেন ও তদনুরূপ কার্য্য করেন এই আমাদের ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীহরি।

সরল।

বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক নিবেদনমিদং।—

জগতের সমস্ত পদার্থের ন্যায় সমাজও পরিবর্ত্তনশীল। যাহার পরিবর্ত্তন নাই, তাহার জীবন

নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈদিক সময় হইতে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যে, হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু নীতি ও হিন্দু সমাজ যুগপরিবর্ত্তনের সহিত [illegible] পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র [illegible], প্রমাণ দিতেছে যে যখন আর্য্য জাতি স্রোতের [illegible] সহিত আর গতির [illegible] রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন না [illegible] একটী অবস্থাপন্ন বলিয়া পরিচিত দিলেন, এবং তাঁহাদিগের সমাজ শ্রেষ্ঠের আবর্ণস্বরূপ ছিল, কিন্তু সেই আর্য্যজাতি [illegible] মূলস্থ সঙ্কীর্ণ [illegible] ন্যায় ক্রমে পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ [illegible] করিতে গেলে দেখা যায় যে [illegible] অপরিবর্ত্তনশীল শাস্ত্রকারেরা আমাদিগকে [illegible] করিয়া সমাজের মধ্যে বিভিন্ন পাপ স্রোত প্রবাহিত করাইয়াছেন। আমরা [illegible] অভিভূত হইয়া স্বাধীন চিন্তা [illegible] বলে, তাহা সম্পূর্ণরূপ বিস্মৃত হইয়াছি। যে সমাজ [illegible] আবদ্ধ করে, যাহার অন্তর [illegible] অনন্ত পাপরাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার কিছুতেই নিস্তার নাই। [illegible] বর্ত্তমান ভারতবাসী যে ইচ্ছা করিলে যে তাঁহারা আত্মসংস্কারে সমর্থ সংস্কারপ্রভাবে [illegible] হন।

সমাজবন্ধনের [illegible] পরিণামের, যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ঘটিয়া [illegible] যুগের জন্য যে ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা সমাজক্ষেত্রে অবলম্বিত না হওয়ায় এবং লোকে যুগধর্ম্মের [illegible] অনুকরণ না করায় প্রকৃত হওয়ার কালের স্বভাববশে বাধিতায় হইয়া পড়িয়াছে।

যে সমস্ত পাপদ্বারা সমাজ কলুষিত হইতেছে তন্মধ্যে বৈধব্যাবস্থাপ্রসূত পাপরাশি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। ঐ পাপ, বহুযুগ সঞ্চয় অপসরণ করিবার জন্য আমি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। ভরসা করি আপনারা আমার ন্যায় ব্যথাপ্রাপ্ত লোক আর [illegible] এই ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া বিশ্বনাথক্ষেত্রকে পবিত্রীকৃত করিবেন। সমাজসংস্কার [illegible] সাধ্য নয়। আপনারা ধার্ম্মিকচূড়ামণি, হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম আপনাদিগের নিকট বলা নিষ্প্রয়োজন হইলেও প্রসঙ্গক্রমে দুই চারিটী কথা বলা উপযুক্ত বোধ করিতেছি।

মনুষ্যকে ধার্ম্মিক এবং সমাজকে পবিত্র করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যদি ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা পাপ [illegible] তবে তাহা কখনই শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না। কিন্তু স্বাধীন চিন্তায় বঞ্চিত হইয়া আমরা এতদূর জড় হইয়া পড়িয়াছি যে এই অত্যাচার সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি না। যদি আমরা এই

সন্তা উপস্থিত করিয়া পাত্রান্তরের অধিকার, তবে এই পাপরোধ প্রভৃতির নিবারণার্থ হইত।

সন্তা, ভোগ ও ধর্ম্ম কুলে যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল না, তাহাই এ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাবহার বা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দিতে পারে না, ইহাও মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের গ্রন্থে বিধবাবিবাহের বিধি আছে, তখন ইহা নিঃসন্দেহ অনুমিত হইতে পারে যে, ঐ সময় যুগে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত ছিল না।

মনু লিখিয়াছেন।—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥

মনু, ৯ অ ১৭৫।

সাক্ষেদক্ষতযোনিঃ সাধ্বী পুনর্ভূরক্ষতযোনি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

মনু, ৯ অ, ১৭৬।

অর্থাৎ যে সাধ্বী পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অন্য ব্যক্তির ভার্য্যা হয়, তাহার গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলে; কিন্তু সেই সাধ্বী ক্ষতযোনি হইলে তাহার সংস্কারপূর্ব্বক বিবাহ হইবে।

যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন।—

মৃতায়া ঽ ক্ষতায়ৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।

অর্থাৎ কি অক্ষতযোনি, কি ক্ষতযোনি, যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

নারদ লিখিয়াছেন।—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

বিষ্ণু লিখিয়াছেন।—

অক্ষতা চুম্বিতা সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ।

অর্থাৎ অক্ষতযোনি স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

হারীত লিখিয়াছেন।—

পতিং বিক্রমতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি।

অর্থাৎ যে স্ত্রী পতির মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার বিবাহ করে, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

ইহাদ্বারা দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। এক্ষণে উহা কলি যুগের অনুপযুক্ত কি না তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

পরাশর কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহকর্ত্তা; যথা—

দ্বাপরে তু মানবাধর্ম্মাস্তেষামন্যে পৃথক্ পৃথক্।
বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥

অন্যত্রও পুরুষের ধর্ম্মের সংগ্রহকর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত

অর্থাৎ পারাশরঃ পন্থাঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যানুযায়িনাং।

অর্থাৎ মনু নিরূপিত ধর্ম্ম সত্য যুগের, গৌতম নিরূপিত ধর্ম্ম ত্রেতা যুগের, শঙ্খ লিখিত নিরূপিত ধর্ম্ম দ্বাপর যুগের এবং পরাশর নিরূপিত ধর্ম্ম কলি যুগের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব সত্য ত্রেতার কলিযুগ অনুচিত ধর্ম্ম ও আচার বর্জ্জন করিবে। কলিযুগে দ্বাপরের ও আচারের লোক যে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে তাহা কহিব।

ইহাদ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে পরাশর সংহিতা কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র। ঐ পরাশরসংহিতায় বিধবাবিবাহের বিধান আছে; যথা—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

অর্থাৎ স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। আর, যদি পরাশরের ব্যবস্থা গ্রাহ্য না করেন, তাহা হইলেও মনুর বিধানানুসারে অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মনু চারি যুগেরই ধর্ম্মশাস্ত্র, সুতরাং কলিযুগে স্ত্রীলোকের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকিবে।

অনেকে মূলপরাশরীয় ও আদিত্য পুরাণের দোহাই দিয়া বলেন যে কলিকালের জন্যে বিধবাবিবাহ আদি ভার্য্যা, [illegible] নিষিদ্ধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ সকল পুরাণের কোন স্থানেই বিধবা বিবাহের নিষেধ নাই (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের ১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখিয়া) সে দেখেন কইকজনা মাত্র। আর যদিও নিষেধ থাকা বলিয়া ক্ষণকালে স্বীকার করা যায় তথাপি শাস্ত্রানুসারে যে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না কারণ ব্যাস সংহিতায় লিখিত আছে।—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

অর্থাৎ, যেস্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর অনৈক্য হইবে তথায় বেদই প্রমাণ; আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর অনৈক্য হইলে স্মৃতিই প্রমাণ।

আমাদিগের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে ইতিহাস লেখার প্রথা প্রচলিত ছিল না, সাময়িক ইতিবৃত্তের ত কথাই নাই। সুতরাং বিধবা বিবাহের দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

রমণীপতি সমরতী যখন সমরে যুদ্ধার্থ যাত্রা ঘোষণা করিয়া অবসর হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন প্রাগজ্যোতিষ ভগদত্ত তাঁহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন। যদি বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকিত, তবে বিধবাবিবাহে [illegible] ভগদত্তকে বিবাহ করিতে [illegible]

[illegible]

কলির ৬৫৩ পরে পাণ্ডবেরা প্রাদুর্ভূত ছিলেন। অর্জ্জুন এই কলিকালে নাগরাজের বিধবা কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন যথা—

অর্জ্জুনস্তামুলূপীঞ্চ ঐরাবতসুতাং তদা।
তস্যাং যমুনাজলে জাতঃ পার্থেন ধীমতা॥
ঐরাবতেন সা দত্তা কামপত্নী যশস্বিনী।
পতৌ হতে স্বসুপর্ণস্য কৃপণা দীনচেতনা॥
তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং কৃচ্ছ্রাং পার্থঃ কামবশানুগঃ।

ভীষ্মপর্ব্ব ৯১ অধ্যায়।

কেহ কেহ তর্ক করেন যে মহাভারতের যে পৌনর্ভব পুত্রের উল্লেখ আছে, কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ, কারণ কলিযুগে ঔরস ও ক্ষেত্রজ ভিন্ন পুত্র নাই, অতএব পরাশর বিধবা বিবাহের বিধি দিলেও কার্য্যে তাহা পরিণত হইতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে কলিকালে পৌনর্ভব পুত্র নাই সত্য বটে, কিন্তু বিবাহিতা বিধবার পুত্র যে ঔরস পুত্র নহে তাহা কে বলিল? যাহাকে বিবাহ করা যায় সেই স্ত্রীর; এবং স্ত্রীর উৎপাদিত পুত্রই ঔরস পুত্র। যথা মনু—

যে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্তু পরপূর্ব্বাসু বৈ ক্বচিৎ।
পুনর্ভূরূঢ়ায়াং পুত্রো যথমক্ষিণঃ॥

অতএব শাস্ত্রকারেরা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত পুত্র ঔরস পুত্র। ইহার দৃষ্টান্তও আছে যথা—

অজায়ন্ত ততঃ পঞ্চাপি নিষ্কলং পুত্রমৌরসং।
জনাথ সবনে পুরাণ ব্রাহ্মণান ঊচুরুক্ষিণঃ॥

ভীষ্ম পর্ব্ব ৯১ অধ্যায়।

এখানে দেখা যাইতেছে যে নাগরাজের বিধবা কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে পঞ্চম বেদ অর্থাৎ মহা ভারতে ঔরসপুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

যে দেশে শাস্ত্রে না পরের উপরোধ আচারের দোহাই দিয়া থাকেন, বলেন যে শাস্ত্রসম্মত হইলেও যখন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, তখন বিধবার বিবাহ কোন ক্রমেই হইতে পারে না, একথা নিতান্ত অযুক্তিক।

মনু ৯ অ ৭৫ শ্লোকে লিখিয়া আছেন—

দোষো যস্যাং ন বিদ্যেতে বিবাহোবৈধবন্তু।

অন্যত্র দৃষ্টিতে দেখা আছে।—

দৃষ্টেবৈধ দোষিতং ধাত্রাংপুত্রেণ যে পরিত্যক্তেঽ।

যাহারা বালিকাবস্থায় বিধবা হয়, তাহাদিগের অন্য একবার স্বয়ম্বরা করণ।

আদ্যোপান্ত দৃষ্টান্তে দেখা যায় পূর্ব্বে সমাজ

যেসুন পুরুষেরা পাকা চুলে কলপ দিয়া দোকানদার বিবাহ করে, তাহাদিগের যে রক্তমাংসের শরীর, স্ত্রীদিগেরও সেই রক্তমাংসের শরীর, কিন্তু

পুরুষ বর্ণীয়ান ও শ্রেষ্ঠ [illegible] কি অবলাবালা

চাহে কি কখনও পুরুষের [illegible] এক স্ত্রীসহ অনুরাগসম্পন্ন কামী স্ত্রীবিয়োগ হইলে বিবাহান্তর করা। সেইরূপ বিপ্রকৃতিকা একনিষ্ঠা স্ত্রীর

দিয়া হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল
করা কয়ে একজনকে ব্রহ্মচর্য্যনিরতা

বিবাহ করুন বা কোথায় [illegible] সমাজের প্রতি [illegible] করা জন্য ব্রাহ্মণ অথবা কুল জন কন্যা দেওয়ার মধ্যে সমত্বরূপের [illegible] বিষ উদ্গার [illegible] করজনই বা স্বীয় চক্ষে দ্বারা স্বামী বিধুকে একনিষ্ঠের শিক্ষা দিয়া থাকেন? [illegible] উচ্চ বর্ণ দাম রূপের জন্য নহে, যে [illegible] স্ত্রী অন্যায় অবলম্বন করি [illegible] সে কখনও পতিকুল [illegible] কুল [illegible] সমাজের [illegible] করিতে [illegible] দিয়া [illegible] দেখুন দাদা [illegible] বিবাহ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] স্ত্রীলোক [illegible] আছে। বিবাহিত [illegible] এরূপের না থাকায় এই কয়েকটী দোষ [illegible]।

১। ভাই দাদা। ইহার [illegible] কেহ [illegible] চারিণী হইলে [illegible] [illegible] ইহাই কি শিষ্টাচার?

২। লক্ষ হইয়া। ইহাদের, বিবাহ এবং তাহার সহায়ভূত পিতা মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি ঘোর পাপে পতিত হয়, ইহাই কি শিষ্টাচার না ধর্ম?

৩। কলঙ্ক। কলঙ্ক রহস্য করা কি শিষ্টদিগের ধর্ম?

৪। ব্রহ্মচর্য্য। শিষ্টব্যক্তিরা কখনও তাহার প্রশ্রয় [illegible] করিতে পারেন না কেন?

৫। যে গৃহে এবং যে গ্রামে ব্যভিচারিণী বিধবা আছে (ঘোর [illegible] গ্রাম আর বিরল যেখানে বা [illegible] বিধবা নাই) তথাকার [illegible] বালক বালিকা [illegible] ব্যভিচার যে [illegible] এবং নরহত্যা দেখিয়া দেখিয়া উহা আর তাহাদিগের নিকট অন্যায় ও পাপ বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপ শৈশবকালে তাহাদিগের কুশিক্ষার সম্পূর্ণ একেবারে মূলে হয়।

[illegible] বাল্যে সব বয়সে বিধবা [illegible] তাহারা [illegible] যে অসৎ [illegible] ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে তাহার [illegible] ও জ্রূণহত্যা পাপের স্রোত বে [illegible] হয় [illegible], তাহা বোধ করি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

অতএব, যে মহোদয়গণ আপনারা, বিবাহিতা বিধবাদিগের [illegible] করিয়া [illegible], এমন স্থলে দেশাচারের দাস হইয়া [illegible] উপেক্ষা এবং পূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া, [illegible] যাবজ্জীবন অনন্য বৈধব্য যন্ত্রণাভোগ [illegible] করা এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রতি উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত? এখন দেশাচারের অনুগত না হইয়া [illegible] অবলম্বন পূর্ব্বক বিধবাবিবাহের প্রচলন করিয়া ইহার [illegible] বিধবাবিবাহের অনন্য [illegible] করা এবং ব্যভিচার দোষের ও [illegible] পাপের প্রতি বিরাগ জন্য উচিত? এ [illegible] আর মধ্যে কোন পক্ষ অবলম্বন করা [illegible] চক্ষে বিবেচনা করিয়া আপনারাই [illegible] না করুন। আর, আপনারা ইহাও স্থির [illegible] করিয়া দেখুন, আমাদের দেশের আচার [illegible] অপরিবর্ত্তনীয় নহে। ইহা কেহই [illegible] করিতে পারিবেন না যে খৃষ্টাব্দ অবধি [illegible] দিবস দেশে আচারপরিবর্ত্ত হয় নাই। [illegible] করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে পূর্ব্বপ্রচলিত দেশাচার ছাড়িয়া [illegible] এক একটী নূতন দেশাচার প্রচলিত হইয়াছে। [illegible] দুইটি তুলনা করিয়া দেখিলে, [illegible] ইদানীন্তন দেশাচারকে এক বিভিন্নপ্রকৃতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে।"

[illegible] সুপ্রসিদ্ধ লিখিত আছে যেসকলে [illegible] ব্রাহ্মণ জাতিকে [illegible], এবং পুরুষ [illegible] তাহার অবশ্য [illegible] জন্য হয়। পূর্ব্বকালে যে [illegible] বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য ব্যবসায়ে [illegible], তিনি ঈশ্বিতাবস্থাতেই মুক্তির প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু এখনে দেখুন, সকল [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] অধিকাংশ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও, সমাজ মধ্যে খ্যাতি প্রতিপত্তির সহিত বিরাজ করিতেছেন। [illegible] ভরানক পাপের কার্য্য [illegible] [illegible] থাকিলেও, তাহা এক্ষণে প্রায় লিখিত হইয়া [illegible]। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে এদেশের আচার ব্যবহার সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। [illegible] যাহা লিখিত আছে তাহা অবশ্য [illegible] বিধি, প্রতীত হয় যে সমাজমধ্যে চলিতেছে, কিন্তু [illegible] ফলের বিধি এই যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও, তাহা প্রচলিত করার পক্ষে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা। কি অধিকার! যাহা করিলে ঘোর পাপ [illegible] করিতে [illegible] নাই, কিন্তু যাহা না করায় ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যায় দ্বারা ঘোর পাপ উৎপন্ন হইতেছে এবং সমাজ কলুষিত হইতেছে তাহার অনুষ্ঠান করার পক্ষে শত শত প্রতিবন্ধক। [illegible] করিয়া দেখুক পতিবিয়োগ [illegible] হইলেই স্ত্রীজাতি [illegible] পাষাণময় হইয়া যায় না, [illegible] [illegible] । মিশ্রণ হইয়া যায় না। আপনারা বিজ্ঞ ও দূরদর্শী, এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসঙ্গত নহে তাহার মত নিষ্ঠের এবং তাহা প্রচলিত করিবার পক্ষে যত্ন করিবেন ইহা আমি সম্পূর্ণরূপে ভরসা করিতে পারি।

কলিকাতা রাজধানী
১৮ ১৯।
} বিং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

অদেশীয় অধীন ও পর্বত ও অন্যদেশের উন্নতি।

আমরা যে সময়ের উল্লেখ করিয়াছি আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বিষয় বিরোধ উপস্থিত হয়। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে কেপণ করিয়াছেন, বঙ্গদেশের কোন বিষয় তাঁর অবিদিত নাই। এদেশীয় যে প্রকৃত কোন অনুরক্ত অবকাশ আছে তাহাকে তিনি বিলেষরূপে জানিয়াছেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে বঙ্গদেশকে উন্নত করিয়া তুলা যায় এদেশে দীর্ঘবাস নিবন্ধন তাহাও তিনি সুন্দররূপ জানিতে পারিয়াছেন। তিনি কোটীল হইয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। বিশেষতঃ তিনি বহুকাল এখানে আছেন, দীর্ঘ সহবাসে এদেশীয়দিগের দুঃখে ও সুখে তাঁহার সহানুভূতি জন্মিয়াছে। তিনি এতকাল এদেশীয়দিগের অর্থে প্রতিপালিত হইতেছেন। অতএব তাঁহার হৃদয় এদেশীয়দিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছে। এই সকল ভাবিয়া আমরা স্থির করিয়াছিলাম, রিডাম উইলসন সাহেব আমাদের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন, বঙ্গদেশ বিশেষ উন্নতিশালী হইবে। কিন্তু বঙ্গদেশের দারুণ দুর্ভাগ্যদোষে আমরা তাঁহা হইতে একটী উন্নতিকর মূল দেখিতে পাইলাম না, প্রত্যুত, তাঁহা হইতে বহুতর অনিষ্ট হইতেছে। কি আক্ষেপের বিষয়। প্রথমসংস্কৃত তাঁহার পক্ষপাত। যাহাদিগকে স্নেহ করা তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম, তাহাদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহ নাই। তিনি কি বাঙ্গালিদিগের উন্নতির নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত কোন একটী কাজ করিয়াছেন? পক্ষান্তরে, তিনি বরাবর প্রতিকূল [illegible] পাইতেছেন। তিনি ইলবার্ট-বিলের সম্পূর্ণ বিপক্ষ হইয়াছিলেন। আক্ষালনময় প্রণালীর বিল তাঁহার অনুকূল মত নাই। তিনি এদেশীয়দিগের উচ্চশিক্ষারও পক্ষপাতী নহেন।

তিনি যে আক্ষালনময় প্রণালীর বিপক্ষ, তাহা কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে কমিশন বিরোধ প্রতিবন্ধকতাই সপ্রমাণ হইতেছে। [illegible] এতদ্দেশ

যাবে কলিকাতাবাসীদের ভাগ্যে কি ঘটিবে ও তাদের কি দুর্দশা হবে তাহা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে যে ঝড় হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার নিম্নভূমি সকল জলমগ্ন হইয়াছিল। তাহাতে কলিকাতার কমিশনরেরা কি করিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণ শুনিয়াছেন। তাঁহারা কেবল মিউনিসিপাল আফিসে বসিয়া কাগজে কলমে কতকগুলি আদেশ লিখিয়াছিলেন। যথা—খালের অবস্থা দেখা; পয়ঃপ্রণালী খুলিয়া দেওয়া; পানীয়জলের সরবরাহ করা; মশকদিগের তাড়নার বন্দোবস্ত করা, ইত্যাদি। (২) নূতন ভাঙ্গা করা, অথবা যে ভাঙ্গা আছে, তাহার বিস্তারের হ্রাস বা বৃদ্ধি করা উচিত।

সেপ্টেম্বর ৭ তারিখে যে বেতুবাসে কমিশনর নিয়োগ করিতেছেন এবং কমিশনরের যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন, এ উভয় দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের স্বাধীন কার্য্য সম্পন্ন করেন। মার্ক্ত ও এডেলফি কলিকাতার পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল কমিশনরদিগের প্রতি সে দোষের আরোপ করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। এডলফী না হইলে কি পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইত? কলিকাতায় যিনি যত লোক রাখে, কমিশনরেরা তাহাদিগেরই স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এডলফী দেখিতে আসিবার হইতে যে লক্ষ লক্ষ লোক আসিল, তাহারা যে সঙ্গে করিয়া পীড়ার অঙ্কুর আনিল, তাহার নিবারণার্থে কি সবস্বেলী বা এডলফীরাদ পূর্ব্বে কমিশনরদিগের বিশেষ সাবধান করিয়াছিলেন? বহু লোকের সমাগম হইলেই যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় এটী কি সত্য কথা। মেলাগুলি তাহার নিদর্শন। মেলাস্থলে অথবা মেলার পরে অল্পলোকেই পীড়িত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কমিশনরেরা কলিকাতার খালের নিমিত্ত কি চেষ্টা পান নাই? অথবা চেষ্টা পাইতেছেন না? আফীসেরা যে কলিকাতা দেখিয়াছিলেন, তাহার সহিত এক্ষণকার কলিকাতার তুলনা করিলে কি এ কলিকাতাকে সে কলিকাতা বলিয়া বোধ হয়? অর্থের ও সময়ের এত অভাব, অথচ কলিকাতা এত পরিষ্কার কলিকাতার কত প্রভেদ। কমিশনরেরা কি গঙ্গাপুষ্করিণী খুব ইয়া বেজায় খুঁড়িয়াছেন? ড্রেনগুলির কি ঢাকনিদার বৃদ্ধি করেন নাই? বেহালে টিকা প্রেরণ, সে কাজটাই যে সম্পূর্ণ হইয়াছে, 'অসম্পন্ন' বলিয়া না। কিন্তু সেই সেই কার্য্য করাইবার নিমিত্ত কি কমিশনর নিয়োগ করিয়াছিলেন? কমিশনরদিগকে সেই সেই কার্য্য করিবার অনুরোধ করিলে কি হইত না? কমিশনর নিয়োগকরার উদ্দেশ্য কি কমিশনরদিগের নিজেরা করা বা করিবার নিমিত্ত অন্যকে অনুরোধ করা?

সোমপ্রকাশ।

নিযুক্ত করা হয় নাই? পরন্তু দেখিতে পাই যে যে কার্য্যে মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের করেন, যদি সে সেপ্টেম্বরের ঘটনা একবার স্মরণে দেখিতেন, তাহা হইলে কলিকাতা মিউনিসি পালিটীর কমিশনরদিগকে ওরূপ অবসর দিতেন না। একজন 'মিউনিসি পালিটী'র মাথার সিরিঞ্জ প্রায় এক পয়সাও ব্যয় করেন না। আমরা মিউনিসিপালিটিকে টাকা দি, কিন্তু ব্যয়ভোগ করি। মাননীয়েরা একবার স্মরণে করুন 'কলমাতাদিগের দুরবস্থা যদি একবার স্মরণে হয়, তাঁহাদের চক্ষে জল আসিবে। বড় দুঃখের বিষয় মফস্বলবাসী মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের অবস্থা দেখিবার এমনতর লোক নাই। নতুবা তাঁহারা যে যে স্থানের মিউনিসিপালিটির ভার স্বহস্তে রাখিয়াছেন, তাহার অবস্থা যদি ভাল হইত, তাহা হইলে আমরা কলিকাতা মিউনিসিপাল কমিশনর বিষয়ে অবধানশূন্য হইতাম না। তজ্জন্য 'ষ্টাল' টমসন সাহেবের কার্য্য দেখিয়া আমাদের স্পষ্ট বোধ হয়, তিনি আমাদের উন্নতির একান্ত বিরোধী। তাঁহা হইতে যে আমাদের ও এদেশের উন্নতি বিশেষ ঘটিবে আমরা পূর্ব্বে এক পংক্তির বিশ্বাস করি নাই।

৮ অক্টোবর কৃষ্ণদাস পাল।

আর! পাঠক! কি দুর্ভিক্ষেই উপস্থিত হইল! সমস্ত লোকসমাজে হাহাকার হইতেছে, বিহ্বলতা জন্মিতেছে, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। আমরা যে কেবল নিজের পরমবন্ধুকে হারাইয়াছি, ইহাই নয় একজন আদর্শের ভাতৃবন্ধুকে হারাইয়াছি। ৯০ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময়ে দুঃসংবাদ একটী ছুরা তাড়িত পড়িয়াছে। বজ্রাঘাত হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত দিয়াছে। সমস্ত বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। আমরা নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে জানাইতেছি অমরেন্দ্র কৃষ্ণদাস পাল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা আর ব্যবহারশাস্ত্র সভার বা টাউনহলের সাধারণ সভায় তাঁহার অর্থপূর্ণ উদ্দীপন বক্তৃতা শুনিতে পাইব না। আর হিন্দুপেট্রিয়টে তাঁহার তেজস্বিনী লেখনীপ্রসূত মাসগর্ভ প্রবন্ধও পড়িতে পাইব না। অনন্তকালের মত তাঁহার সহিত আমাদিগের পরিচয় বিচ্ছিন্ন হইল ও মোহর্দ্দ ভঙ্গ হইয়া গেল। তাহাতেই চেষ্টা আর সেই মোহর্দ্দমন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ১০ ই শ্রাবণ কি কালরাত্রি প্রভাত হইয়াছিল যে বঙ্গভূমি একটী অমূল্য রত্ন হারাইয়া ফেলে। মনের বেদনা স্পষ্ট প্রকাশ করিলেও ঐ ভাবটী আর আমরা ফিরিয়া পাইব না। কৃষ্ণদাস পাল যেমন স্বদেশহিতৈষীর গৌরব ও স্বাধীনতার অধিকারে

৬১৩

প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে যত ঈশ্বরের ইচ্ছা তিনি তাহার মূর্তিমান ছিলেন। রাজদ্বারে যে কোন বিষয় জানাইবার প্রয়োজন হইত সকলে কৃষ্ণদাসের মুখ নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার যেমন মনস্বিতা ছিল তিনি তেমনি রাজা ও প্রজা উভয়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজপুরুষদিগের তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রকৃত হিতার্থে যে কথা বলিতেন রাজপুরুষেরা অবহিতচিত্তে কাণ পাতিয়া শুনিতেন।

তাঁহার মতগুলি অসাধারণ ছিল। তিনি অতিশয় ধীর ও স্থিরপ্রকৃতি ছিলেন। যে যে লোক তিনি তাঁহার মন্ত্রিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার রাজদ্বারে সম্ভ্রম, দেশের লোকের নিকটে যত্ন পর নাই মান্য। তিনি সামান্য কারণ অল্পপ্রকাশ করিয়া এতদূর সম্মানিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার মন আকাশে স্ফীত হয় নাই। তিনি কখন গর্হিত আচরণ বা গর্হিত ব্যবহার করেন নাই। তিনি অনেকবারই বিপদকালে আশ্রয় হইয়াছিলেন। তিনি কখন দেশের যথার্থ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারই চেষ্টায় দেশের অনেক অনিষ্ট নিবারিত হইয়াছে ও অনেক ইষ্ট সাধিত হইয়াছে। তাহা হইতে অনেকের উন্নতিদ্বার মুক্ত হইয়াছে।

তিনি যে কেমন বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ছিলেন হিন্দুপেট্রিয়ট ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগ তাহার পরিচয় দিয়া দিয়াছে। তিনি পেট্রিয়টে দেশের হিতার্থ যাহাদের নিন্দা করিয়াছেন কিন্তু তাহা তাঁহার উপর কুদৃষ্টি হয় নাই এবং প্রণয়ই ছিলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম তাঁহারও কীর্ত্তিস্তম্ভ চিরস্থায়ী রহিবে। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর হিন্দুপেট্রিয়ট যার যায় হইয়াছিল। তখন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহু পাইয়া কৃষ্ণদাস পালের হস্তগত করিয়া দেন। তাঁহার হস্তে পড়িয়া ইহাতে কেবল যে উহার জীবন রক্ষা হয় তাহা নয় অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে ইহার যে ক্ষতি হইয়াছিল কৃষ্ণদাস পালের লেখনীতেও সমানরূপ তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। কিন্তু এখন বোধ হয় সাধারণে কৃষ্ণদাসের বিয়োগজনিত হিন্দুপেট্রিয়টের ক্ষতি অনুভব করিবেন। আমরা যে দ্বিতীয় কৃষ্ণদাস পালকে দেখিতে পাইব আমাদের সে আশা নাই।

কৃষ্ণদাস পাল যে অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন সে বিষয় সন্দেহ নাই। বুদ্ধির আকারও তদনুরূপ ছিল। তাঁহার মস্তক বৃহৎ ও ললাট অতিশয় প্রশস্ত ছিল। লোকে বলে "বড় কপালে" তিনি

এ অঞ্চলে সেই বড় একজনের ছিলেন। তাঁহার দেহ দীর্ঘ ও দীর্ঘ ছিল। [illegible] হইয়াছে। এ দেশের জলবায়ুর গুণে সচরাচর এই ঘটনা ঘোর ও পাওয়া যায়। [illegible] হইয়া একখানি [illegible] থাকেন।

কৃষ্ণদাস পাল এদেশের বেশভূষার উপকারিতা প্রদর্শন করিয়া ছয় মাসের লোকেরা তাঁহার অনুকরণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। আমাদের মতে তাঁহার [illegible] হওয়া উচিত। এক দিনি অনুকরণ করিবেন। আমাদের মতে তাঁহার [illegible] হওয়া উচিত। এক দিনি অনুকরণ করিবেন স্থির করিয়াছ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

করিতে যে কুল বিচারপতির নিকট গমন করা বড় সামান্য দোষ নহে। ইহা দে লোকের মতিত্ব যে বালকাবধিকে এর তাহাতে পদে পদেই যে কেবল অপরাধ হইবার সম্ভাবনা আছে, আমরা এ স্থলে তাহার একটী প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। একজন [illegible] জমীদারের সম্পাদকের নিকট অনেক বিষয় বন্ধক ছিল। প্রজ লিখিত নালিশ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। কিন্তু বিচারপতির, জমীদার ও অন্যান্য [illegible] ঐ সকল কাগজে লিখিত প্রায় জমীদারের সাক্ষ্য লোককে সত্য বিবেচনা। জমীদার দেখিলেন যে [illegible] সাহেবকে বশীকৃত না করিলে তাঁহার জমীদারী রক্ষা করা ভার হইয়া উঠে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া, জানিলেন সাহেবের একজনের নিকট বিশহাজার টাকা ঋণ আছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার আর সন্দেহ না হয় এ জন্য কিছুতেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না, জমীদার সাহেবের অবস্থার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ পত্রখানি বেনামী করিয়া ক্রয় করিলেন এবং নালিশ করিয়া ডিক্রী করিয়া রাখিলেন। একদা সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া জমীদার সাহেবকে বন্ধক করিবার জন্য গোমস্তা পাঠাইয়া দিলেন। সে [illegible] বন্ধ হইয়া ফিরে গেল, অপর দিকে জমীদার ডিক্রীর টাকা লইয়া বাহির হইলেন। সাহেব সমস্ত অবগত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। জমীদার সাহেবকে বন্ধক করিবার জন্য গোমস্তা পাঠাইয়া দিলেন। সে [illegible] সাহেবের একজন সিভিলিয়ান। অমনি চক্ষু চড়িয়া আরক্তিম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে লিখিত সিটিতে লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার সকল ক্ষমতার অন্ত হইতে লাগিল। প্রজারা উৎসব করিল। জমীদার বিশ হাজার টাকা দিয়া বিশ লক্ষ টাকা লাভ করিলেন। উপস্থিত ঘটনায় আট কলম সাহেবের ঘরে সেরূপ কিছু হয় নাই এ পর্যবেক্ষণ এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করেন, উহা অ ম, হয়ের একান্ত অনুরোধ।

সৎ ও অসৎ সকল কার্য্যেই ইউরোপীয়ের সাহস অধিক। অসৎকার্য্য করিলে অভিযুক্তের যদি আমলা [illegible] থাকিত তাহা হইলে অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সাহস হইত না কিন্তু তাহা নাই বলিয়া অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠানকালে লোকের যেরূপ সাহস ও তাহাদিগের সেইরূপ সাহস হইয়া থাকে। ইউরোপীয়ের কুদিক হইলে অথবা কেহ বিপক্ষে কোন [illegible] করিলে তাহা তত্ত্ব করা অসাধ্য হইয়া থাকে এবং গবর্ণমেণ্টও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সমর্থ নহেন। আমরা এতদ্বিষয় [illegible] নরহন্তাকে [illegible] দেখ, তোমার সহিত একজন ইউরোপীয়ের বিবাদ হইলে সে তোমাকে অন্যায় করিতে আরম্ভ করিবে কিন্তু তুমি যদি সাহসে তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হও, তাহা হি সে যদি তোমার বাটীর নিকটে পায়চারি করে, তোমার [illegible] পরের পাছে থাকে, এই ভয়ে ভীত হইয়া তোমার সর্ব্বনাশ [illegible] হয়। কিন্তু তুমি সাহস হইলে তোমার তাহা তুচ্ছ করিয়া দিবে। এদেশীয়েরা ইউরোপীয়কে দেখিয়া যেরূপ ভয় করেন গবর্ণমেণ্টও তাহাতে ভীত করিয়া থাকেন এবং কুপ্রবৃত্তি থাকিয়া [illegible] প্রবল করেন না। [illegible] করিতে সক্ষম করিয়া থাকেন। তাই বা [illegible] বাক্তিদের মা ওয়ার সাহস ও অসৎকার্য্যে তোমাদের সাহস ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। তাহাতে আমাদিগে ফিরিতেছে, তিনি অবিচারক বলিয়া তাঁহাকে চট্টগ্রাম হইতে আলীপুরে আসা হইল কমিশনরকে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলা হইল তথাপি সে অবিচার সেই অবিচার। বিচারপতি যদি [illegible] করিলেন তবে আর তাঁহার সোপাত্তা কি? [illegible] যদি কাহাকেই ভয় না করিলেন তবে তাঁহার [illegible] কিরূপে সম্পোষন হইবে আমরা তাহা [illegible] করিতে পারিতেছি না।

[illegible] ১৯ এ জুলাই কলিকাতা [illegible] বিচার দেখে সন্তুষ্ট হইয়া আমিরুদ্দের [illegible] আমার নিস্তারণার্থ পূর্ব্ব টীকার [illegible] করিলেন। বাঁহারা [illegible] [illegible] বে. হা সকলেরা পূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট [illegible] আর একটী [illegible] [illegible] পক্ষের নিকট সাক্ষিদিগকে [illegible] লইলেন, যে ব্যক্তির [illegible] বিরোধ হইয়াছিল তাহা সাক্ষি পুনরায় বিরোধ [illegible] বলিয়া অপর ব্যক্তি [illegible] [illegible] এবং এই বিষয় [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া সাক্ষিদিগকে আবার [illegible] করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাজিষ্ট্রের [illegible] নিকট সেই অভিযোগপত্রখানি পাঠাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রের সাহেব নিজ [illegible] [illegible]

[illegible] পক্ষে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] উপস্থিত হন। প্রতিবাদী উকীলের [illegible] যে টাকা নিলিয়া' এই ডিক্রীদার [illegible] পারী [illegible] করেন। কিন্তু যে পরিমাণে [illegible] তাহাতে [illegible] টাকা দেয়। প্রতিবাদী [illegible] [illegible] যে কেন বিল হয় [illegible] [illegible] পারী-সুপ্রিম করিয়া [illegible]। প্রতিবাদী [illegible] অতিরিক্ত এই কথা বলেন প্রতিবাদী [illegible] পরিশোধার্থ [illegible] [illegible] পক্ষে [illegible] [illegible] [illegible]

বিবিধ সংবাদ

আমরা এবার অনারেবল কৃ[illegible]পালের সম্মানার্থ সোমপ্রকাশ ছয় ফর্মা বাড়াইলাম।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ছিল [illegible] অবস্থায় [illegible] ঔষধ দেওয়া [illegible] ছিল। [illegible] ঔষধ [illegible] ছিল। [illegible] ছোট [illegible] ছিল, [illegible] ছিল। [illegible] ছোট [illegible] ছিল। [illegible] ছিল [illegible] ছিল। [illegible] ছিল [illegible] ছিল।

ডাক্তারেরা [illegible] ছিল। [illegible] ছিল [illegible] ছিল। [illegible] ছিল [illegible] ছিল। [illegible] ছিল [illegible] ছিল। [illegible] ছিল [illegible] ছিল। [illegible] ছিল [illegible] ছিল। [illegible] ছিল [illegible] ছিল।

এ সময়ে [illegible] ছিল [illegible] ছিল। [illegible] ছিল [illegible] ছিল। [illegible] ছিল [illegible] ছিল। [illegible] ছিল [illegible] ছিল। [illegible] ছিল [illegible] ছিল।

ইংরেজ অনুপস্থিতিকালে সেতারের সাহায্যে, ইহাঁর স্থান অধিকার করিবেন।

কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ফারমুলের পরীক্ষায় ৬ জন ছাত্র, সি, ডব্লু আণ্ডারসী ইনেস্টিটিউসন হইতে বিদায় গ্রহণের প্রার্থনায় দরখাস্ত করিয়াছে।

প্রবীন উইলকক্স সাহেব যে বেঙ্গলীর, তাহাতে উপলক্ষ করিয়া ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেট টেলার সাহেবকে

। উক্ত

করিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে কিরূপ ইংরাজ ভাবাপন্ন সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠান। তাহাতে তিনি বলেন যে তাঁহার পক্ষে আপনার বিষয়ে কিছুই লিখিতে পারিবেন না। তবে তাঁহার সহিত যে কয়েক বার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে ভদ্র ও বিনীত বলিয়া বোধ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে পারেন না। এই পত্র পাইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আদালতে উপস্থিত হইয়া বলেন যে, তিনি এক্ষণে আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিতে ইচ্ছা করেন না। তবে ভবিষ্যতে আপনার আচরণ ভাল না হইলে তিনি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিবেন। আপনি তাঁহা লইয়া এক্ষণে আপনার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না। ইহাতে আপনার পক্ষে আদালতে উপস্থিত হওয়া বোধ হয় আর আবশ্যক হইবে না। আপনি তাহা লইয়া এক্ষণে আপনার বিশেষ অভাবমোচনের অতিরিক্ত কথা আরম্ভ করুন। যাহাতে পলায় হয় তাহা হইলে ভাল হয়। উহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে এই ভেড়াপয়, ভাহা হইলে ইহা ছাড়া হইলে আপনার

ছুঁ ইবার চরিত্র বিষয়ে আমার সন্দেহ যাইতে। এরূপ সহায়ে উহার প্রকৃতি লোক পূর্ব্বাবধি অভিবিদেশ।

পাটনার কয়েকজন একটী বল ফেলাইতে ৫ মিনিট সময়ে একটী বাক্স তাড়া পাইয়া থাকিত হয়। সেই বাক্সের সময়ে বেয়া করে দৌড়িয়া ৫ মিনিট ফেলিয়াছে আফিসের ভিতর প্রবিষ্ট হন, ৩৫ সাহায্যাভাবে সে খুব তখন কেহ ছিল ৫ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড হাত ঘড়ি ধরিয়া তাহাকে সাহায্য করিবার চেষ্টা হয়। অনেক কষ্টে যা ফটিকে ধরা গিয়াছে। ফেলিবার ফেলিবে প্রায়ই আপনার ধরা যায় না। আমার ধরা যায়ই ধরা করিয়াছে।

মাননীয় ফক আমোদকার পক্ষে প্রজাপতীয়াকে এক ভাল ঘড়ি উপহার দেওয়া হইয়াছে।

মহারাজ কলিকাতায় যে একটী নূতন ফেলফেলেন্স বিদায় হইয়াছে। তাহা এত বিদেশ ধরা ধরিয়া হাজার ৫০ পর্যন্ত ধরিয়াছে।

ত্রিবেণী তাড়ুয়ার মাজিস্ট্রেট সাহেব খাদ্যাধিকারে, ইহাতে আসিবার সময়ে সাহিত্যের পরিচয় ওজন হইয়াছে। সুখের বিষয় এই আসিবার প্রস্তাব নাই।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপক ডে, উনিশটী ন ডেব আপনার সেন্টেন্সের অধিক আছে, বহু বাদে ২০ বার ছুটী আসা হইলে আসা ছুটিবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসিবার সময় ঘড়ি ধরিয়া ৫ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড হাত ঘড়ি ধরিয়াছে। তখন এক জন ফেলুরী ম্যাজিস্ট্রেট একজন মুন্সেফ থাকিবেন। কিন্তু সেটী ৫

এটী আমাদের বিষয় নয়। আমরা ঘড়ি ধরি যত অত্যাচারিদের সেপ্রকার ঘড়ি ধরিতেছি

আদালত খুলিল ৫টা সেতার তখন আর কিছু আদালত একটীতে হইলে সন্তুষ্ট আদালতে উপস্থিত হইবে সাহেব নাই। ৫ মিনিট আসিবার সময় ৫ বাক্সের ছুটী সময়ে আদালতে ধরিবে।

পর সরকারের সভার সেলেক্টরে বিষয় সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটী হয়, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া ছেন ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট পত্রভারের বিভিন্ন পথ অধিকার না করিয়া ৫ মিনিট ধরিয়াই সুবিধা হয় সম্পাদন করিবেন এই ৫ নিয়ম ছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইল। এ পর্যন্ত আর কিছু ধরে করিয়া ঐ সকল করা আবশ্যক। ভারতবাসী প্রজাগণ অনেক বিষয়ের ভার হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। ইহার ফলে সেলেক্টরে বিস্তারের ব্যবস্থা হইলে কত যে অ-ই ঘটিত তাহা বলা যায় না।

গত ২১ এ জুলাই পর্য্যন্ত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ৫ সকল টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বোম্বাই সেলেক্টর সভ্যদের সহ ব্যবহার।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব।

সম্প্রতি উক্ত হাইস্কুলের একটী অতিরিক্ত সম্পাদক তাহার নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত ভারতের বিষয় বিষয় ভাবে যোগ ৩৮৩৬ মাইল রেল নির্ম্মাণ করিবার জন্য ২৭,৭৪০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিবার প্রস্তাব আবেদন করেন। ৫ মিনিট এই প্রকার রেল রাস্তা ভারতের উপকার হইবে

ছাত্র সকলের অভ্যর্থনা করিতেছে, তখন ভাবিবার বেশ কাল সময়ের অতিরিক্ত চীৎকার না হয়।" ইহাতে সমস্তদের কে কত কথা পাইবে সুখ হইবার আন্দোলন করিতে কাহারো সন্দেহ হয় নাই।

সম্প্রতি ম ব্রাহ্ম প্রেসিডেন্সি একটী শিক্ষক পদের ৫ ৫ টাকার মূল্যের ৫ পদ একজন পাওয়া যাবে বেঁধিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। তাহাকে নির্ব্বাচন করিয়া শিক্ষা বালা পুনরায় লইবার চেষ্টা পাইয়া কিন্তু বালা ছুঁ-আছে বলে পাঠাইয়া ঘটিয়াছিল ঘটিয়া ছুঁ-ছা আদালত

ঘটিবার আশঙ্কা হইয়াছে। 'চরনগর' নামক স্থানে আজকাল তদারকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

উক্ত পরগণার কতিপয় লোক দরখাস্ত করেন, তাহাতে এই বৎসর ঘোর দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা। ঐ স্থানে চাসের বিলক্ষণ উপকার দেখা যায়। মহাজনী ও তালুকদারী

[illegible] করিয়াছে। এই মহীয়ান্ [illegible] করিয়া তদন্ত হইয়াছে। ঐ ঐ তদন্তের ফল [illegible] উপস্থিত হয় এবং [illegible] সুখের বিষয় এই যে, এতদূর [illegible] হয় নাই। এতদ্ভিন্ন যে কোন প্রকার দুর্ঘটনা হয় নাই। প্রথম যে সময় দুর্ভিক্ষ হয়, সেই সময় পাক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে অধিক দিবস থাকেন না।

ঐ সময় [illegible] নামক একব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আমলা ছিল। সে পরে [illegible] পুলিস সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হয়। তাহাকে লইয়া [illegible] পুলিস তদারক করিতে যান। সে সময়ে তাহাদের [illegible] গলদেশ কাটিয়া নিহত করিয়া [illegible] রাখিয়া গিয়াছে। [illegible] করিয়াছে।

গত ১১ই জুলাই টোলার [illegible] ঐ [illegible] ৭১১ টাকা আদায় হয় (১৩ই জুলাই) অবধি ঐ [illegible]

মেহেরপুর হইতে আমাদের কোন বন্ধু লিখিতেছেন এখানে বৃষ্টির অভাবে আউষধান্যের [illegible] হইয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম যে কুষ্ণনগরের একজন সম্ভ্রান্ত সওদাগর [illegible] একটী স্ত্রীলোক খোরাকী বাবদে আদালতে ২৫৲ টাকার অভিযোগ করিয়াছে। বাদী অভিযোগে যে [illegible] সাহেব বর্ষা ঋতুতে বিবাহ করিয়াছেন।

গত [illegible] একজন মুসা টৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ নিজ মনঃপীড়ার [illegible] বিষয়ে [illegible]

মহিলা

সম্প্রতি বোম্বাই নগরে অন্তঃপুরিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়, তাহাতে আরবর্যার পরপ্রেরিত কোন প্রকার অর্থ সাহায্য না করেন না, তাহার পরপ্রেরিত ইহার উদ্যোগ কর্ত্রিদিগকে তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আরও সম্প্রতি চিকিৎসায় স্ত্রীলোক [illegible] ইহার মধ্যে আর চিকিৎসার বিশিষ্ট এক ব্যবস্থা কেন?

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, পরমাত্মা করুণাময়ী মহোদয়ার উদ্যোগের আশীর্ব্বাদ করিবেন। তাঁহার আত্মীয়গণ এই [illegible] করিয়া দীন দরিদ্রদিগের [illegible] এবং পুণ্যের [illegible] করিলে [illegible]

[illegible] কেন [illegible] স্থানে এ [illegible] পড়ায় [illegible] এক্ষণে আর বিস্তার [illegible]

ঢাকা —ঢাকা রাণীর [illegible] জন্য [illegible] সম্প্রতি স্থাপন হইয়াছে। [illegible]

ঢাকার [illegible] ডাক্তার [illegible] আবাদী [illegible] এক [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible]

[illegible] সাহেব আগম [illegible]

আবার সে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

পাবনা [illegible] [illegible] [illegible]

ব্যাপার কি প্রকাশ হয়। [illegible] আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিলাম না। ইহার মধ্যে বিস্তর কথিত আছে। এই উপলক্ষে উকীল মহাশয়কে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিয়া আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে তিনি আমাদিগকে ঐ সকল কথা বলিয়া দেন।

অধিকারী মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। তিনি কলিকাতা মেডিকেল গার্ডেনের কার্য্য দেখেন বলিয়া আমাদিগের অনেক পাঠক তাঁহাকে জানেন। তিনি কয়েকটি সহযোগী সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছেন শুনিয়া আমরা প্রীতি হইয়াছিলাম, ও মনে করিয়াছিলাম যে তাঁহারা কলিকাতা রাজধানীতে অবস্থিতিকালে যে সকল অনেক কথন সাধন করিয়াছিলেন তাহার প্রতি অনুরক্ত হইবেন। কিন্তু দুঃখিনীকে সেরূপ আশা করিয়াছেন। তাঁহারা অতি অকৃতজ্ঞ ইংরাজ এতটা তাঁহারা করিবেন।

প্রস্তাবিত বলের ১৯ ই জুলাই সোমবার প্রাতঃ সময় কলাণী সাধারণকর্ত্তাদিগের আদীয় উৎসব উপলক্ষে একটী সভা আহূত হইয়াছিল। উৎসবের দিন ৯॥ ঘটিকার সময় আগন্তুক ও সাধারণ সোসাইটীর বালক কর্ত্তাদিগের আসোয়ে বেদীতে গিয়া একটী উপাসনা প্রকাশ করে। একজন কলাণী ছাত্রের আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে বালক উপবীত প্রাপ্তিযোগ্য হইয়াছে। তিনি বালককে চক্ষুর দিকে চাহিয়া দেখেন। কিন্তু তখনকার ব্যাপার আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না। বালক ভয়ে ভয়ে ঐ দিকে চাহিয়া দেখিল। পরে তিনি প্রশ্ন করিলেন যে তাহার কি কি আছে। বালক উত্তর করিল যে তাহার [illegible] আছে। তিনি বলিলেন যে তাহার [illegible]

বিষয় বিষয় এমতাবস্থায় অনাবৃষ্টিজন্য অনাহারে মৃত্যু হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন অদ্য অনাবৃষ্টিজন্য ঈশ্বরের দয়া অদ্যাপিও এইদেশের বিষয় উদ্রেকে প্রতিবিমুখ হইতেছে না, আর কখন যে তাহার উদ্রেক হইবে তাহাও বলিতে পারি না। অতএব এমতাবস্থায় পুলিস সংক্রান্ত কথা উত্থাপন করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। তবে সম্প্রতি আমরা কেবল এই সকল কুলক্ষণ দেখিয়া পুলিস

উঠিয়া গেলে একপ্রকার ভাল হয়, এই লোকে অনেক প্রকার অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায়। আর তাহার সহিত এইরূপ একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী

পাপ নয় এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী আদিগ হইতে পূর্ব্বে আমিন্‌জুরের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের কতকগুলি বদমায়েস কুচলনাধারী করিয়া অত্যাচার প্রচার করিয়াছে। বলা বাহুল্য এরূপস্থলে পুলিসের কখন দেখিতে পাওয়া যায় না। তবিষ্যদ্বক্তা উক্ত অত্যাচারটী আদিম করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে যে কিছু হইবে এমন বোধ হয় না, এরূপস্থলে প্রায়-দের অভাব সমভাবই হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ।

আমরা যখন ভারতবর্ষের অবস্থা বিষয়ে কিছু লিখিতে বসি, তখন অনেকগুলি লোকের কথা মনে পড়ে, তৎকালীন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মার্ কর্জ্জ কুপার সাহেব অনীবন্ধ প্রকল আদিম অধিবাসিকে এইরূপ প্রচার করিয়া গেলে যে, তোমা একটী মুটে কথা পালি হই ল অন্যে কথনও আদি বিষয়ে যদি সই পথ প্রবল হয় তবেই ভারতবর্ষীয় ক্ষ অত্যাচার, এক পীড়ন এবং অন্যান্য ছিল তাহার হাদি হাদি প্রমাণ অন্যান্যদের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন। তেমনি তাহা আবার কখন কখন তাহা বলের পাশ্চাত্যদিগের আছে তাহাতে ভর করিয়া থাকে তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য ইতিহাস

স্বাধীন

তাহা নাই, কারণ ভারতবাসিরা

সাহেব পার্লিমেণ্টের সহিত একবারেও

প্রদেশে যে সকল আদিম জাতির বাস সেখানে তাহাদের অন্য কোনরূপ ব্যবসায় করিতে ও সেখানে তাঁহাদের মধ্যে যাহার যেরূপ ক্ষমতা হইল সেই সব অবলম্বন করিলেন, পরে তাহা হইতে কোন প্রকার সুবিধা করিয়া লইতে পারা যায়। সেই জন্যই ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের আবশ্যক নিমিত্ত কতকগুলি লোক তথায় রেখে দেন তাহাতে

আমরা যে ঘরে পাই এমন কথা

ভারতবর্ষীয় কোন আদিম জাতির

ভারতবর্ষীয় ঈ রাজে স্বয়ং করি

ন এমন

ন এখানে ঐ ইংরাজ প্রজার বিষয়ানীর

ঐ পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন তিনি একজন এদেশীয় সুহৃদ্‌ এ দেশবাসীদের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ সদ্ভাবও আছে। কিন্তু তাঁহার শিক্ষিত অদেশীয়েরা ইংরাজ সমাজের উপকারিতা বিস্মৃত হইয়া দেশীয় সংবাদপত্রে "ইংরাজের" কেবল দোষ ঘোষণা করিয়া থাকেন ইহাতে তিনি বড় ব্যথিত হইয়াছেন। তিনি একজন ইংরাজ-সমাজের মুখে

ঐ সংবাদপত্রে লিখিবার জন্য ঐ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। যাহাহউক পত্রপ্রেরক মহাশয় যে ইংরাজদিগের অনেক উপকার করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। যাঁহারা ভারতবাসির কোন অনিষ্ট করিতে চাহেন তাঁহারা ইংরাজদিগের সহিত ভারতবাসিদের বিবাদ বাধাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি আর যেন সেরূপ কোন কারণে আমাদের বিবাদবাদ এবং ইতিমধ্যে পরিচয় [illegible] এরূপ বিচ্ছিন্ন না হয়।

অতি অল্প দিন হইল এলাহাবাদে [illegible] হইয়া গিয়াছে। সেখানে ডিষ্ট্রীক্ট [illegible] বাবু [illegible] সাহেবের [illegible] আসিয়া কাহাকে কুপ মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে তাহা [illegible] এ সংবাদটী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত করিবার [illegible] এই, যে ঐ ব্যক্তি দুই দিন অবধি [illegible] কুপ মধ্যে পতিত হয়, এবং তাহার [illegible] ও [illegible] তাহার পরিবার পরিজন [illegible] সাহেবের উপর [illegible] ঈশ্বর বিষয়ে অবধারণ [illegible]

...ছেন। অবশেষে [illegible] উহা পুরীতে [illegible] উদ্যোগ করে। এমন সময়ে [illegible] ঘটে।

এবারকার প্রতিমা আকার [illegible] ঘটনায়, পীড়াপুরীর তত্ত্ব পূজনার উক্ত হইয়াছে—লোক সব [illegible] ভাবিত ভাবে দেখতা প্রতিমূর্তির মুখ [illegible] ছিল, এবারে তাহা অপেক্ষাকৃত [illegible] হইয়া পূজনার উক্ত তত্ত্ব উদিত হইতেছে। আমরা অবশ্য ঘটনার পূর্বেও দুই একবার মাত্র এই উক্ত প্রস্তাবের প্রতিধ্বনি শুনিয়াছিলাম। তাহা হউক, এক্ষণে যাহাদিগের বিশ্বাস এই যে "সীতা-লক্ষ্মি" পূজনার কৃপা করিয়াছেন, তাঁহার ভোজ পাক হইয়াছে।

...পুরের যুবকবর্গের আজকাল আমাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী দেখিয়া আমরা সুখি হইলাম। তিন চারিটি কল হইয়াছে। সকলেই প্রতিযোগিতা করিয়া কার্য্যের উন্নতিসাধন করিতেছেন।

আজকাল এখানকার বাবুদিগের থিয়েটার থিয়েটার এই এক ধুম বাধা। তাঁহারা যেমন অভিনয় শিখে, তেমনি ভেটে উঠি হচ্ছে। একদিকে যুবকদলের অভিনয় প্রশংসনীয়, অপর দিকে কিন্তু থিয়েটার কোম্পানির বাহির হইবার ভেটার রমাপুর একেবারে নরম হইয়া উঠিয়াছে। আমরা যুবকদলের থিয়েটার হইতে যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, তাহার বিপরীত হইয়া দেখিতেছি। আপনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ উহার পরিবর্তে সাধারণ হইয়া দাঁড়াইবার উপক্রম হইয়াছে।

...ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এ সময়ে বিশেষ মন্দ নহে। ব্রহ্ম স্পষ্ট পুরুষীকাশ্য বাবু এখান হইতে চলিয়া গেলে সকলে যখন সমাজের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা ঘটে নাই, সুখের বিষয় অতি শীঘ্র ঘুরুক্ষ হইয়া আসন ছ চারিটী বিষয়ী ব্যক্তি ব্যতীত সকল হইয়া এক্ষণে সমাজটিকে উজ্জ্বল রাখিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন ও তদর্থকে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

ইহা ইংরাজ যেমনতর কোম্পানি পরিষের মা বাপ। তাঁহারা যে সকল কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের উন্নতি তাহারা যেন চিরকাল তাহাদেরই সহিত হইয়া থাকে। আপনারাও তাহাদের যেরূপ সমাজ, যেরূপ ভাবাকর্ষণ, যেরূপ অন্যান্য ভরসা চরণ করিতেছেন। আমরা দেখিয়া অতি সুখ বিশিষ্ট হইলাম যে ইহারা যে ব্যক্তিকে যে যেরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি করিবেন না, আবার যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ [illegible] সমাজের [illegible] সমাজ [illegible] সমাজের [illegible] সমাজ [illegible] সমাজ [illegible] সমাজ

যৌবনা দূর হইয়া শরীর প্রফুল্ল যৌবনা প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে অম্ল-রোগ নিবারিত হয়। ভক্ষ্য দ্রব্য বৃদ্ধি ও জঠরাগ্নি উদ্দীপন হয়। মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল ৵০।

পারেরিয়া রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই চূর্ণ ব্যবহারে দন্তপ্রকার ধাতুর পীড়া নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এতদ্ব্যতীত যে কোন প্রকার দন্তরোগ হউক না কেন।

বহুমূত্র রোগের ঔষধ।

যে কোন আকারে যেরূপে এই রোগের উৎপত্তি

নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা ব্যবহার কোন প্রকার ভয় নাই।

রক্তদোষক বৈদ্য।

চর্ম্ম রোগের এ পর্য্যন্ত যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে দাদ, চুলকা, কুষ্ঠ অর্শবাদ, একজিমা, মুখের ব্রণ, ফুস্কুড়ি আরম্ভ হইবা মাত্র ইহা ব্যবহার করিলে ঐ সকল রোগের উপশম হইবে। ইহাতে রক্ত

প্রকাশ পায়। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ টাকা। ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার স্নেটের পাঁড়ার অব্যর্থ মহৌষধ।

এক ঘণ্টা খাইলে কোষ্ঠশুদ্ধি, মলের দুর্গন্ধ

অল্প, উদরাময় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। ৫।৭ দিবসে প্লীহারোগের বিশেষ উপকার হয়। পথ্য কবিরাজী কোটার সহিত মোরব্বা কাঁচা ফল। ছোট কোটা ২ টাকা, বড় কোটা ৩ টাকা। ডাকব্যয়াদি ৷৵০ আনা। মূল্য না পাঠাইলে ঔষধ ভালু পেবেল পোষ্টে পাঠান হয় না। অন্য অন্য ঔষধের মূল্য বে পত্রে লেখা আছে তাহা ডাক মাশুল সহ পাঠান যায়

C. H managers Jawahir okar medical Hall, near Mushhadra Talab Benares.

পাচুঠাকুর।

বঙ্গে অদ্বিতীয় অতুলনীয়। মূল্য ২,

অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিতে হয়।

পঞ্চানন্দের নাম পাঠকের নিকট অপরিচিত নাই। উনি হাস্যরসের আধার, বিদ্রূপের খনি, রঙ্গ রহস্যের উৎস, যিনি বাঙ্গালায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসিক লেখক বলিয়া পরিচিত,—তিনিই পঞ্চানন্দ-সম্পাদক, তিনিই পাঁচু ঠাকুর লেখক।

পাঁচুঠাকুর সম্বন্ধে বর্ণন।—সকলেই আপন আপন মুখ দেখিতে পাইবেন। সামান্য অর্থের ব্যয় করিলে এ চৌরঙ্গী পাইবেন, বিবাহ বিদ্যালয়ের পর চিত্তরঞ্জন [illegible] পরিশ্রমের পর শান্তিলাভ, কর সম্বন্ধে [illegible], অধিকার পাইতে পাওয়া যাইবে।

[illegible] পুস্তক মুদ্রিত হইতে আরম্ভ [illegible] আষাঢ় মাসে পুস্তক প্রকাশ টাকা মূল্য দিবেন, তাঁহারা দুই টাকায় ২৷৷ টাকায় পাইবেন। গ্রাহকগণ এখনে নাম পাঠাইবেন।

কলিকাতা ৫ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, বাঙ্গালা কার্য্যালয়। } শ্রীতারকনাথ প্রামাণিক, প্রকাশক।

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ।

[illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু) সম্পাদিত।

[illegible] প্রায় দশ বৎসর হইল পরিশ্রমপূর্ব্বক

[illegible] অর্থ ব্যয় করিয়া, সমধিক যত্ন ও পরিশ্রমে [illegible] বাঙ্গালা ভাষা উদ্ধার করেন। ১ম বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ২য় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ৩য় ভারতচন্দ্র, ৪র্থ [illegible] মঙ্গলকাব্য। এই পাঁচখানি পুস্তক [illegible] টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু মূল্য [illegible] বলিয়া অনেকেই ক্রয় করিতে অক্ষম হয়েন। এক্ষণে ঐ পাঁচখানি পুস্তক ৩৷৷০ টাকায় দেওয়া যাইবে।

এই মূল্যে মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ও সঙ্কুলান হইবে না। আমরা গ্রাহকগণের নিকট অধিক মূল্য চাহি না। গ্রাহকগণ এক্ষণে কেবল আপনাদের নাম ও ঠিকানা পাঠাইবেন। আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহে সমস্ত পুস্তক প্রস্তুত হইবে। আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে যাহারা নাম না পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে ঐ পুস্তক মূল্যে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে না। শ্রাবণ মাসে গ্রাহকগণ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস পদাবলী, ও মনসামঙ্গল, এই চারিখানি পুস্তক পাইবেন ৩৷৷০ টাকা দিয়া এই পুস্তকগুলি লইতে [illegible] ভাদ্র মাসে দিতে হইবে। যাঁহারা শ্রাবণ মাস মধ্যে ঐ ৩৷৷০ টাকা দিয়া পুস্তক না লইবেন,—তাঁহাদিগকে এক সময় গ্রন্থের মূল্য ৪ টাকা।

[illegible] } শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } প্রকাশক।

মহাকবি ঘনরাম প্রণীত।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,—বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

আর দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই মহাকবি ঘনরাম

অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মঠাকুরের মহিমা প্রচার করেন। এই ঘনরাম ধর্ম্মঠাকুরের কৃপায় অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন, সাধারণের অনুরোধে ইনি এই পুস্তক রচনা করেন। এক্ষণে ঐ পুস্তক অতি সুন্দর কাগজে, পরিষ্কাররূপে ছাপা হইয়াছে। বলাই বাহুল্য, ছাপাতে বাঁধাই। মূল্য [illegible] টাকা মাত্র।

যেমন শ্রীফল ছাপ ও তোমার, নাটীন ছাপার বাটির, সেইরূপ মজুমদার ঘনরাম। ২৫ এ চৈত্র ১২৮০ বঙ্গের সবিচারকের মন্তব্য, "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের উপাখ্যান অতি মনোহর। পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে নিদ্রিত হওয়া যায় না। আমরা বীর রসের কবিতা অনেক দেখিয়াছি কিন্তু এমন সুন্দর করুণরসের অতি সুন্দর সমাবেশ আছে" এই মহাকাব্য সমস্ত পুস্তকে পূর্ণ। শ্রীযুক্তবাবু হি [illegible] নিকট, কলিকাতা ৩৷৷১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে বঙ্গ বাসী কার্য্যালয়, এবং ১৫ নং কলেজ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

রেজিষ্টরি করা। Registered

সকল প্রকার মেহরোগের

পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা

মফস্বলে প্যাকিং ৷৷০ আনা।

এই আশ্চর্য্য ঔষধের নিয়ম পূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ [illegible] মূত্রকৃচ্ছ্র অম্বরোধ এবং শুক্রসংক্রান্ত ও অন্য প্রস্রাব [illegible] যাবতীয় জ্বালা যন্ত্রণা এক সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয় ও সপুষ্ট ধাতু নির্ম্মিত এবং প্রস্রাব দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। ধোঁয়া করা ও শুক্রসংক্রান্ত মালা ঘোরা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য জীর্ণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাতের পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন, সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা আমা প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন, আমাদের এই অনুরোধ।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপী দন্তমঞ্জন।

ইহা দ্বারা দন্তমূল, দন্ত কনকনানি দন্তের [illegible] দাঁতের ঘা, পুঁজ ও রক্ত পড়া ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা বিবিধ বর্ণ পুলতার অবিকলরূপে জন্মে, দন্ত মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়, মুখের দুর্গন্ধ একেবারে যায়।

মূল্য প্রতি কৌটা ৸ ছাড়ি [illegible] ১৷৹ আনা।
মাশুলাদি ৵ [illegible] ৵৹

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত ঠিকানাটি বলিয়া দিতে হইবেক।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—শ্রীহরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ মিত্রের গলি, বহু-বাজার, কলিকাতা।

সচিত্র মূল্যবান পুস্তক।

যিনি বিশুদ্ধ-প্রণয়ের রহস্য-

যিনাতক্ত চক্ষি দেখিতে চাহেন তিনি এই

পুস্তক নীঘ্র ক্রয় করুন।

রাজলক্ষ্মী—অদর্শনে।

(পাঁচ খানি অতিরিক্তকাগজে উৎকৃষ্ট মুদ্রিত।)

মূল্য ৸৹ দশ আনা মাত্র ডাকমাশুল লাগিবে না।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

" রাজলক্ষ্মী অদর্শনে—পুস্তকখানি আমরা আদ্যো পান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকার বাঙ্গালা প্রণয়ের এমন উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। উহাতে লেখক তাঁহার মনের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে পাষাণহৃদয় পাঠকের হৃদয়েও তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবে পড়িবে। ঘোর দুঃখদগ্ধ এবং একাকী সংসারে লইয়া যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বলিতে আমরা তাঁহার মত দুঃখভোগী নহি তথাচ আমরা সংবরণ করিতে পারি নাই।" আলোক ৭ ই চৈত্র সন ৯১।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীগিরিন্দ্রচন্দ্র বসু। কলিকাতা—৯৩ নং বলরামের ষ্ট্রীট।

সটীক সানুবাদ মনুসংহিতা।

মহামহোপাধ্যায় ৺ ভরতমল্লিক প্রণীত টীকা ও সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি-শাস্ত্রাধ্যাপক ৺ অজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত মনুসংহিতার সরলিত বঙ্গানুবাদে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড ফরমা ৮ সেলী ৬ ফর্ম্মা, উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা, মূল্য চারি আনা। ১৬ খণ্ডে পুস্তক সম্পূর্ণ হইবে। অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা। সকলে আট আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

নূতন আইরেলী ১১৮ নং চিৎপুর রোড কলিকাতা। } উপেন্দ্রনাথ বসু প্রকাশক।

"কনক-লতিকা" এবং "সরোজ-মালিকা।"

(মনোহর উপন্যাস)

এই মনোহর উপন্যাসদ্বয় ঐতিহাসিক ঘটনার

ও পরিচ্ছদে শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিনী। গোরক্ষপুরের 'অরুণ' ডিস্পেন্সারিতে আসিং পাওয়া যায়, ইংরেজবাজারে শ্রীযুক্ত বাবুর দোকানে ও অন্যান্য স্থানে এক এক টাকা।

বিনা মূল্যে বিতরণ। বিনা মূল্যে বিতরণ।।

ডাক্তার শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

সরল চিকিৎসা।

পল্লী গ্রামবাসিদিগের বিশেষ আবশ্যক। মাত্র আমাদের নিকট হইতে ১০ পাঁচটাকা পাইবেন।

ভবানীপুর, ভবানীপুর কলিকাতা।

(ডাক্তার ঘোষের।)

গোদ, জলদোষ ও ঘুষঘরে, গের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিদ্ধু-শোষক—ইহাতে গোদ ও জলদোষ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং যাহে কালে চর্ম্ম অত্যন্ত কঠিন ও ঔষধে তাদৃশ ফল দর্শে না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ৸৹।

শীঘ্রাস্রাব—ইহাতে ঘুষঘরে রিদ্ধিরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ অত্যন্তপুরাতন বা সৈন্দুক হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক প্যাকেট ২৷৵৹।

এই দুটী ঔষধে পরম চিকিৎসক প্রভৃতি রোগ বিনাশ হয়। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা ৫৬ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার ঘোষের বিদ্যার্থীর চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থ।

ভগ্ন প্রকাশে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা মাশুল সহ মূল্য ১৸৵৹। এই গ্রন্থের ১ ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে এদেশের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রসমূহের সম্পাদকেরা সাদরিগ্রহণে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তক কেবল ৯১ নং অনেকগুলি মোকদ্দমায় রিপোর্টিংএ আছে।

শ্রীগঙ্গাধর রায়—গ্যারেজার।

অল্প দুই বৎসরে ন্যূনাধিক ২০০০ পত্রস্থ বাক্তির ও ৩ জন উপযুক্ত ডাক্তার এবং ৪ জন উপযুক্ত কবিরাজের প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত

মেহনাশক অমৃতবিন্দু।

ধ্বজভঙ্গ অমৃত রোগের সাধকতা সম্পাদন করি-

যেরূপ প্রথমে অর্দ্ধ ফোটা দেওয়ায় ২য় দিবস মাত্র পীড়া হইত, সে যে প্রকার উপদর্গ থাকুক না কেন, আরোগ্য হইবে। প্রতি শিশি ৸৹ টাকা প্যাকিং ৵৹।

পারানাশক অমৃতারিষ্ট।

৪ দিন পারা বাহির হইতে থাকিলে যদি বন্ধ হইতে চাহেন, তাহা হইলে অমৃতারিষ্ট ১ ফোঁটা সেবন করুন। পরীক্ষিত পারা বন্ধ করিবার এমন ঔষধ আর নাই। প্রতি শিশি ৸৹ টাকা প্যাকিং ৵৹।

৪৯ নং সোয়াবাজার ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা। } শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষের "সুখ চিকিৎসা সার ঔষধালয়"

অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ।

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন।।।

টাকা রেশমীয় অতিশয় উত্তেজক বাজীকর কিছুই নয়। উহাতে রক্তাল্পতা, সায়ুদৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ ও অম্লশূলাদির পেটের পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৩ পুরিয়া এক টাকা প্যাকিং ৵৹। অশ্বগন্ধাদির অব্যর্থ ঔষধ। ৭ দিবসে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ৪ই টাকা প্যাকিং ।০। ৭ রোগ না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অবশ্যই শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩। মিরজাপুর চন্দননগর হুগলী বিক্রয়ার্থ।

চন্দ্রচূড় রস।

সাধারণের ও ডাক্তারের ও ডাক্তারের ঘরে ঘরে বৃদ্ধিতার বিষয়। এই ঔষধটী বহুপরীক্ষিত প্রকাশ হইয়াছে। ইহা

আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হইয়াছে। ১১ বিন্দুর মূল্য

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।
ভাগী কাঁকুড়িয়ার ডাক্তারী।

অনুমতীয় ডাক্তারদিগের অনুবাদক।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত।

কবিরাজ আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ চিকিৎসক।

কলিকাতা, ১১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া অনেকগুলি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি। এই ঔষধ বিশুদ্ধরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য

হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের অনেকাংশে হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীর চৌরলা, হস্তপদাদি জ্বালা যাওয়া কম্পন, নিদ্রিতের চীৎকার, পুনঃ পুনঃ দুঃস্বপ্ন দর্শনা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিদায় হইয়া প্রথম বারের ৪ পরিমাণ মাত্রা বর্দ্ধিত হয়।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী মূল্য ১ টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আপনার বহুমূত্র ও মধুমেহের ঔষধ ও রোগের দুই সপ্তাহ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। রোগ কবি আপনার উপদেশমত পথ্য নীয় নিয়ম রক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে অধিক উপকার হইত। প্রথমতঃ প্রত্যহ দুই বেলা রোগক ব্যবহার করিতে পারি নাই। ২য় ৩য় এক একবার ব্যবহার করিয়াছি। ৪র্থ বারে কিছু একবেলা করি নাই। ঔষধ অতি অল্প ব্যবহার করিয়াছি। ১৭ এ বৈশাখ সন ১২৯১ সাল।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র আচার্য্য ও মহাশয় মহাশয়েষু।

কুসুম মঞ্জরী।

বালক বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ।

এরূপ বেদনার যে সকল স্ত্রীলোক সন্তান হইয়াছে কি সন্তানের পূর্ব্বে বা পরে একবার সেই বেদনা হইয়াছে, সন্তান হইবার পূর্ব্বে এক মাস হইতে কখন কখন প্রতিদিন বেদনা হইয়া থাকে, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল কখন কখন দেখা দিয়া থাকে, এই ঔষধ সেবন করিলে বেদনা সকল বিনষ্ট হইয়া প্রসব বারে ৪ পরিমাণ মাত্রা বর্দ্ধিত হয়।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী মূল্য ১ টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আপনার বহুমূত্র ও মধুমেহের ঔষধ ও রোগক দুই সপ্তাহ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। রোগ কবি আপনার উপদেশমত পথ্য নীয় নিয়ম রক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে অধিক উপকার হইত। প্রথমতঃ প্রত্যহ দুই বেলা রোগক ব্যবহার করিতে পারি নাই। ২য় ৩য় এক একবার ব্যবহার করিয়াছি। ৪র্থ বারে কিছু একবেলা করি নাই। ঔষধ অতি অল্প ব্যবহার করিয়াছি। ১৭ এ বৈশাখ সন ১২৯১ সাল।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র আচার্য্য ও মহাশয় মহাশয়েষু।

কুসুম মঞ্জরী।

বালক বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ।

এরূপ বেদনার যে সকল স্ত্রীলোক সন্তান হইয়াছে কি সন্তানের পূর্ব্বে বা পরে একবার সেই বেদনা হইয়া থাকে, সন্তান হইবার পূর্ব্বে এক মাস হইতে কখন কখন প্রতিদিন বেদনা হইয়া থাকে, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল কখন কখন দেখা দিয়া থাকে, এই ঔষধ সেবন করিলে বেদনা সকল বিনষ্ট হইয়া প্রসব বারে ৪ পরিমাণ মাত্রা বর্দ্ধিত হয়।

রতি বিলাস তৈল।

অতি সুগন্ধযুক্ত বোম্বাই দিল তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথার ঘাম, চোখের পীড়া মাথা ধরা, মাথাঘোরা ও অনিদ্রা দূর হয়। মস্তিষ্ক শীতল, চুল ঘন, কোমল, কোঁকড়া লম্বা ও উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হয় গায়ে মাখিলে দুর্গন্ধ শরীর হইতে দোষ হয় না। অধিকন্তু সৌরভে মন মোহিত হয়। স্নান করিলেও সৌরভ নষ্ট হয় না। মূল্য ১ শিশি ।৵০, ৮ শিশি ৸০ ডাক মাশুল ৵০, প্যাকিং ৵, ৩ শিশি ডাকমাশুল ১৵০, প্যাকিং ৵০। অধিক লইলে আনাইয়া দেওয়া যায়।

মেহামৃত রস।

এই ঔষধ সেবনে প্রমাবকালীন জ্বালা ও বাহ্য

নির্গম, শেষ প্রস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র পোষিয়ারাগ বস্তি ব্যথা লাগা এবং এই সকল রোগজনিত অম্ল, অরুচিরোগ চৌরলা, চক্ষু পরার দাহ পরীক্ষিত চৌরলা প্রভৃতি সমস্ত ২ মাসে আরোগ্য হয়। প্রতি শিশির মূল্য ১।৵০ আনা।

উদাসীন হইতে প্রাপ্তব্য।

সকল প্রকার অম্ল রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

৬০ ধ মধু বৃদ্ধ আমলা, আমলকীর অরোগ্যকর ২০০ অনুলিখিত ঔষধীর, উদরাময়, অজীর্ণ, অম্ল, আমাশয়, চক্ষু দন্ত পরার দাহ, চৌরলা, ১ ডুক অম্ল, এবম্বিধ উপসর্গ বিশিষ্ট অনুলিখিত ধ এই আশ্চর্য্য অরোগ্য বাহ্যিক প্রয়োগে সপ্তাহের । নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য ১০, প্যাকিং ৵০ আনা। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ৩৮ নং বহুবাজারের লেন, বাঁশতলিপাড়া, সিমলা কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী।

১৭ নং অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সাহিত্যশাস্ত্র ও ইতিহাস অনুমোদিত বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি নূতন আমদানি হইয়াছে :—

এক সমস্যার ৸০ বেতালের বোতল ৸০, Durgesh Nandini or The Chieftain Daughter ১৲, বঙ্গ চৌধুরাণী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত) ১৲

এক বনিতা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৸০ বেণিয়া ব্যাকরণ ৵০, ভেদপ্রকাশ ১৲, পাষাণী ১৲, বিলাতের পত্র ১৲, পাঁচ পাঁচ পত্র পত্র (প্রথম) ৸০, মীমাংসিকা ৸০ আর্য্য লিপি ৵০, কর্ণবধ ১৵০, ভারতী ১০ পৌষ উপহার ১৲, কবিতা কল্পলতা ১০, মুক্তি এবং ১৲ সম্বন্ধ বিষ্ণুপুরাণের উপহার ১৷৷০, ভিক্টোরিয়া রোমান্স ১৲, তাল বাজা ৸০, প্রকৃতিরহস্য অভিধান ৫, সরল অভিধান ১০, সীতার বনবাসবিভূতি ৸০, বাঙ্গালা কবিতা ৸০ বাঙ্গালা পোষিত ভাষণ ১৵০, Half hour with Nature ১০, Ancient world ১৲, Modern world ১৲ Speeches of Lord Ripon ১৲, A calender, (For ascertaining any day of the week for any given time within the present century ১০, Students guide ১০ কবিতাবলী ৵০, পালাবদল ২৷৷ ৵০, বঙ্গবাসীর অভিধান ১৲, বাঙ্গালার অভিধান ১৲। Model questions with answer on the companion reader By H. C. Sen, B. A., B. L. Price 1—8. Postage 1 Anna

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহাশয়গণ ৫ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়—আকন্দবেড়িয়া ২১
" " গোপালচন্দ্র সেন—কাঞ্চনপোতাটোলা ২০
" " অন্নদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী জমীদার—বাঘাবারান্দ রঙ্গপুর ১২৷৷০
" মুন্সী গোলোকনারায়ণ রায় বাহাদুর—জয়দেবপুর ১০
" " রসময়কুমার সেন জমীদার—মাগুরাগ্রাম ১০
" " সুধাকুমার সেন—বেঁ- কুমারখালি ৭
" বেহারীলাল ব্রজনাথ পাল—কুষ্ণনগর ৭
" " গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—শিবগঞ্জ বগুড়া ৭
" " শ্রীরাম পালিত—ভালিয়াডাঙ্গা ৫৷৷৵৹
" বিষ্ণুপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদক ৫৷৷০
" " যদুনাথ মল্লিক—কলিকাতা ৫
" খুলনা সেমল ইংরাজির সম্পাদক— ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমস্তপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহিত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৲ টাকা অমনস্ক পক্ষে ডাকমাশুল সহিত ১২ টাকা। অমনস্ক পক্ষে ষাণ্মাসিক ত্রৈমাসিক বা বাঙ্গালিদের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা পত্র লিখিবার সময় যদি কলিকাতার বর্ত্তমান সোমপ্রকাশ ও কর্ম্মের শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্রবাবুর চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, চিঠি, ভ্যালু চিঠি, যদি পাঠান, তাহার আমাদের কার্য্যের সুবিধা হয়, তিনি সেই ঠিকানায় মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য ঠিকানায় অধিক সময়ের ঠিকই প্রেরণ করিলে সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। মূল্য কি পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রাহক হইলে অবশিষ্ট মূল্য কিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা বাহুল্য বা বিনা পয়সায় প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পয়সা গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ৪ আনা করিয়া পরে ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

এই এই পত্র কলিকাতার বর্ত্তমান সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ছাপা হইয়া ৩০।১ নং অপার সার্কুলার রোড সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্তবাবু দুর্গেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৮ শ বর্ষ। "ধর্ম্মনীতি সমুদীয়তাম্ ধর্ম্মনীতি দুর্নীতিরহিতা ন হীয়তাম্।" ৩৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ টাকা। বার্ষিক মূল্য ৯ নয় টাকা। | ১২৯১ সাল। ২১ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮৪। ৪ ঠা আগষ্ট। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

EASTERN BENGAL STATE RAILWAY.

Consequent upon the assumption by the Government of India of the Administration of the Eastern Bengal Railway and the amalgamation therewith of the Poradaha Branch and of the Calcutta & South Eastern State Railway, which had effect from the 1st July 1884, it is hereby notified for General information that all communications which are intended for the Head of this new Railway Administration should be addressed to the Manager Eastern Bengal State Railway, Sealdah. This system includes also the working of the Bengal Central Railway

Sealdah Ry Station. 15th July 1884. } do Bazebal Col R. E. Manager Protem. Eastern Bengal State Railway

ডাক্তার শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আদি আয়ুর্ব্বেদীয়

ভৃঙ্গরাজাদ্য তৈল।

মূল্য ১ টাকা ... ডাকমাশুল ... ছিটকা ...

... নিবারণ ... উপকারিতা ... মস্তিষ্ক ... শীতল ... নিদ্রাকর্ষণ ... ঘোর ... ডাক ... ছিটকা ...

এ তৈল বহিষ্কৃত হইলে মস্ত, চিকণ ও আস্তিবিশিষ্ট হয়। ইহা ব্যবহারে মস্তকবেদনা ও বিদ্যাধরনাদি সংযোগে পক্ষাঘাত এবং দুর্বিষহ ছিন্নিবেদনাদি দূরীভূত হইয়া থাকে।

সুধাবর্ষণ ভিস্পেন্সারি, ভবানীপুর কলিকাতা।

নূতন বঙ্গশিক্ষা।

প্রথমভাগ।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরত্নের

রচিত অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরত্নের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬ অথবা ৩১ নং সোয়ার সিংহপুর রোড,

কৌড়বাগী বালাখানা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে অ, সুলভ মূল্যের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি এবং আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ সংস্কৃত মূল ও তাহার বঙ্গানুবাদ সহিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। বিশেষ রোগিদিগের পীড়ার অবস্থা অবগত হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রেরিত হয়। আমি নির্জ্জনে উপবিষ্ট থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করি।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা ও বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সহ এই ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্যনির্দ্দেশক পত্র বিনা মূল্যে বিতরিত হয়।

স্বর্ণ ঘটিত বড়গুণ বলিষ্যারিষ্ট মকরধ্বজ।

এই মকরধ্বজ ঔষধ অজীর্ণ বিকারের সহিত শ্লেষ্মা অধিকে দীপন, পুরাতন জ্বরনাশ, কোষ্ঠ শিরঃ বায়ু, পাকের পক্ষাঘাত অবশতা, হার্দ্দিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি চিন্তা ও অধিক অধ্যয়নাদি জন্য মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা এবং শৈশব ও বৃদ্ধাবস্থায় প্রায় সমস্ত পীড়াই সুধায় প্রশমিত হয়।

১ বার মাত্রার ৭ গুটিকা মূল্য ১
১ সোলার মূল্য ১৫
৭ হইতে ১ সোলার ডাক মাশুল ।০ আনা।

ভৈষজ্যরত্নাবলী।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

এই সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-গ্রন্থে নিত্য-রোগ সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ এবং সমস্ত ঔষধ ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ হইতে বিবিধ উদ্ভূত পাঠ নিত্য-রোগচিকিৎসা ও অন্যান্য রোগের আরও কতকগুলি বিবিধ ঔষধ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

মূল্য—৩ টাকা ও ডাক মাশুল— ।০ আনা।

মাধব নিদান সংস্কৃত মূল ও আমার বঙ্গানুবাদ সহিত মূল্য ১।০ মাশুল ৶০।

আমার নামে পত্রাদি লিখিবেক।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়
কৌড়বাগী বালাখানা, কলিকাতা।

পাঁচুঠাকুর।

বঙ্গে অদ্বিতীয় অনুকরণীয়। মূল্য ৵

১৫ ই শ্রাবণ পাঁচুঠাকুর প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। মূল্য মেরু ডাক।

পঞ্চানন্দের ভাগ্যে পাঠকের মিষ্ট আদর ঘটে। উহা তাঁহাদের আহার, বিহারের খনি, রঙ্গ রসের উৎস। যিনি যে সময়ের সমাজের রসিক লেখক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তিনিই পঞ্চানন্দ সম্পাদক, তিনিই পাঁচুই কুর লেখক। শ্রাবণ মাসের মধ্যে কেহ টাকা দিয়া গ্রন্থ খানি পাঁচুইকুড় লইলে দ্বিতীয় খণ্ড ভাদ্র মাসে বিনা মূল্যে পাইবেন।

কলিকাতা ৩৮।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়। } শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রকাশক।

বিলাতের পত্র। দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীবিহারিলাল বসু এম এ, প্রণীত

(কলিকাতা কলেজের বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক,—বিলাতের কুবিজলেজের উপাধিধারী।

প্রথম ভাগ "বিলাতের পত্র" পুস্তক যেরূপ উৎসাহের সহিত গৃহীত হইয়াছিল,—তাহাতে এ দ্বিতীয় ভাগের কোন কথা লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগে, ইংলণ্ড স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ড—এই তিন দেশেরই বিবরণ বিবৃত হইবে। প্রথম ভাগে ইংলণ্ডীয় সমাজের এক অংশ উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র,—বিলাতী খেলা, বিলাতী ও দাম্পত্য বিলাতী মনস্তোষণের, সাধারণের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট চিত্র দর্শকের নয়নে ন্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে মহাচিত্রশালিকার সমস্ত চিত্রগুলি তখন অঙ্কিত হয় নাই। দ্বিতীয়ে বিলাতীসমাজের অবশিষ্টাংশে, স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ড পরিদর্শন—এই তিনটী বিষয় সন্নিবেশিত হইবে। পত্রগুলি অতীব মনোহর, জ্ঞানবর্দ্ধক, এবং শিক্ষাপ্রদ;—ইউরোপীয় মহিলাকুলের পদ্ধতি, রীতি, পরীক্ষা, নতীত্ব, বিলাস, আলাপ, প্রকাশ-সকলি পরিষ্কার হইবে।

মূল্য যথাসম্ভব সুলভ করা হইল। মূল্য বার আনা মাত্র,—ডাকমাশুল লাগে না।

শ্রাবণমাসের শ্রাবণ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত এই মূলধন মধ্যে গ্রন্থ দেওয়া হইবে। তার পর মূল্য ১৷৵০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় ৩৮।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা। } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু বিলাতের পত্র প্রকাশক।

মহাকবি ঘনরাম প্রণীত।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,—বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই মহাকবি কলম ধরেন। এত দিন তাঁহার মহাকাব্য হস্তলিখিত পুথি আকারে, সাধকগণের আলোচনে ছিল। এখনে অতি সুন্দর আকারে, সুন্দর অক্ষরে, পরিষ্কারকরণে ছাপা হইয়াছে। বলাই বাহুল্য, কাগজে ঝিকাই। মূল্য ৪৲ টাকা ৪৲ ৯০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ।

এই বৈশাখ মধ্যে সমবিভাকার হইবে, ঐশ্বর্য্যবন্ধনের উপায় এ অতি মনোরম। পাঠকদিগকে ধরিয়া কতদিন বিক্রয় করা যাইবে। আমরা বীর কলম হইবে মধ্যে মধ্যে বাসনাদের অতি সুন্দর সমাবেশ আছে। " কলিকাতা ৩৮।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট পাওয়া যায়।

কেত এণ্ড হেলাণ্ড।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি আমার কারখানায় সোকে ব্যবহার করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

বাতদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

এই ঔষধ এক সপ্তাহ ব্যবহার করিলে বাতু দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া শরীর প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। হাতে পায়ে-দোষ নিবারিত হয়। শুক্র ঘন ও বৃদ্ধি ও প্রমেহোৎপাদনের উপযোগী হয়। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৵০।

গণোরিয়া রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বাতুর পীড়া নিশ্চয় আরোগ্য হয়। একবার আরোগ্য হইলে পুনর্ব্বার হইবার আশঙ্কা থাকে না।

অজীর্ণ রোগের ঔষধ।

যে কোন কারণে যেরূপে এই রোগের উৎপত্তি হউক না, এই ঔষধ ব্যবহারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। ইহা ব্যবহারে কোন প্রকার কষ্ট হয় না।

রক্তশোধক ঔষধ।

চর্ম্ম রোগের এ পর্য্যন্ত যত ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে বিবেচনা করা যায়, দদ্রু, কণ্ডু, সুই, অর্শরোগ, অরুচি, মুখের দুর্গন্ধ, অম্ল উদ্গার, অগ্নি মান্দ্য ও বাতু ব্যবহার এই ঔষধের বিশেষ গুণ ঘোষণা করিতে সাহস হয়। প্রয়োজন হইলে যত্ন করিলে হয় তাহার ব্যবস্থাপত্র বিনামূল্যে প্রদান করা যায়। মূল্য প্রতি ঘোতল ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৸০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ।

এই বটী খাইলে কোষ্ঠশুদ্ধি, অম্লরোগের শান্তি, পেটকাঁপা, পেটে বেদনা, অপরিপাক, অগ্নিমান্দ্য, আমরক্ত, উদরাময় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। ইহা সেবনে শ্রীলোকদের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ধারণপত্র সহিত সেবনের নিয়ম লিখিয়া দেওয়া হয়। ডেরি বটী ১ টাকা, বড় ডেরি ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷০ আনা। মূল্য না পাঠাইলে ঔষধ অনুগ্রহ পোষ্টে পাঠান হইয়া থাকে। অন্য অন্য ঔষধের মূল্য যে পত্রে লেখা থাকে তাহা দ্বারা তাহা যাবতে পাঠান যায়।

G H. manager Jawahir akasir medical Hall, near Machhodri Talab. Benares.

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	৫০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	৫০
৩ য় ভাগ	৵০	৫০
বিদ্বেষর বিলাপ	।০	৫০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কয়েকদিনের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর লোণারপুর ডাকঘরের অধীন চাদড়িপোতার প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৯০ সাল ১ লা চৈত্র } শ্রীরামকালী শর্ম্মা। চাদড়িপোতা লোণারপুর ডাকঘর ২৪ পরগণা।

[redacted]

পাইবলদের উহাতে কোনই ক্ষতি, [illegible] বিধিত হইবে আপাততঃ পাঁচ বৎসর করা হইয়াছে। কিছুদিন পরে ইহাকে ছয় করিবার কথা হইবে এরূপ সংবাদ আছে। যদি ঈশ্বর কৃপা করেন, তাহাদের লোকেরা সাহায্যকল্পে কার্পণ্য না করেন, গ্রন্থপ্রেরক ও সংবাদদাতৃগণ কিঞ্চিৎ অধিকতর পরিশ্রম স্বীকারে উৎসাহী হন, তাহা হইলে এ সকল সিদ্ধি হওয়া বিচিত্র নহে। এবিষয়ে এখন অধিক আড়ম্বর করা বিফল।

শ্রীকৃপেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রেরিতপত্র।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বিদ্যাবিনোদ।

মহাশয়! গত সপ্তাহের মোহনপ্রকাশে সনন্দবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেব রায় বাহাদুরের বিদ্যা-বিনোদ সংক্রান্ত যে পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ মনঃ আকর্ষণকরায় পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। রায় বাহাদুরের "উপাধি ও অধ্যাপনা" কথা দুটি এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে তিনি সকলপ্রকার উপাধি, উহা অনেকে অনেকের প্রার্থিত ইচ্ছা করিতেছেন। উহাতে পক্ষে ঐ আপত্তি হইবার নহে। অধ্যাপনার সম্বন্ধে কথা সাধারণ প্রকাশিত থাকা দরকার। তবে প্রথম দর্শনে মনে হয়, তাহাতে বলি মাত্র আপত্তি হইতেছে এ সম্বন্ধে কার্য্য করা হইবার সম্ভাবনা। সনন্দরাজের অধিবাসিগণ অনেকগুলি কৃত কার্য্যে। তিনি একজন সুপণ্ডিত সন্দেহ ও বলী ব্যক্তি। অনেকেই উহার কথা শুনিবেন, উহার উপদেশে সকলেরই উপকৃতি হইবেন ও উহার উপরে অনেকের গভীর বিশ্বাস। তিনি যেরূপ বহু ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পুরাতন গ্রন্থ সকলের "বিদ্যাবিনোদ-পত্র-সনন্দবাসী" করিয়া উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাহা অতি কঠিন কার্য্যে পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা পূর্বেই এই বিদ্যাবিনোদ-পত্র-সনন্দ প্রকাশ করিয়া ইহা পাঠকের সমক্ষে বিদ্যমান। এখন সেই সনন্দ [illegible] পাঠকের [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ

রাস্তাটি নির্ম্মাণ করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহারা ঐ রাস্তার উপর টেবলে অবলাগমনের সুবিধা হয় এবং রেলওয়ের লাভ হইতে পারে।

ইংরাজিনবিশী বাবু পঞ্চানন বসুকে (যিনি একজন ব্রাহ্ম সমাজীয় লোক) এই রাস্তাটির বিষয় আমরা এই কবিতা শুনাইয়া ছিলাম যে উক্ত রাস্তা দিয়া যদি একটু ঢেলা করেন তাহা হইলে বোধ হয় বোড় সন্ধ্য হইতে রাস্তাটি তৈয়ার হইতে পারে, কিন্তু উঁহার কথা শুনিয়া এক্ষণে উপায় হইয়াছে। তিনি বলেন যে, যে স্থান দিয়া রাস্তা হইবে (যে স্থান দিয়া এক্ষণে লোকে যাতায়াত করে) ঐ সকল স্থান রোডসেস ফণ্ড হইতে করিয়া যে রাস্তা করিয়া দেয়, তাহার সম্ভাবনা অল্প। তবে যদি গবর্ণমেণ্ট নিজে রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দেন তাহা হইলে অনায়াসেই হইতে পারে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যদি কৃপা করিয়া ও টেবলের আয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ বিষয়ে মনোযোগী হন তাহা হইলে অল্পে আমাদিগের কষ্ট দূর হয় এবং উক্ত রেলওয়ের স্থায়ী হয়। বেশাল বেঙ্গলে যেরূপ হইয়াছে, তথায় রেলওয়েতে লোকের গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত রেলওয়ে কিরূপ করিয়া দিবার নিয়ম আছে। সেই নিয়মটি আমাদিগের প্রার্থিত হলে বলবৎ হওয়া আবশ্যক। কিন্তায় না হইলে রেলওয়ের কখনই সুবিধা হয় না। লোক জন ও গাড়ি পাল্কি প্রভৃতির গমনাগমনের সুবিধা করিয়া দিলেই রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কি? আমরা যে টেবলটির কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে আয় ব্যয় কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবের বলিয়া গবর্ণমেণ্ট টেবলটি করিয়াছেন কিন্তু কিস্তার না থাকাতে যদি আয় না হয় তাহা হইলে বাস্তবিক পরীক্ষা হইল না।

মগরাহাট টেবল হইতে যে রাস্তাটি (ঈশী-পোতা) পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে, তাহার অবস্থার বিষয় বোধ হয় আপনার পাঠকবর্গের অবিদিত নাই, কারণ উহার বিষয় সোমপ্রকাশে ২। ১ বার লিখিত হইয়াছিল। উহার অবস্থা যে দশা তাহাই আছে। এ যাবৎ উহার কিছুই পরিবর্ত্ত হইল না। কিন্তু আক্ষেপের এই যে বর্ষে বর্ষে উহার সংস্কার হইয়া থাকে। অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্টের যাহার নির্দ্ধারণ করা হয় না। এরূপ স্থলে অধিক না বলিয়া অল্পতায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধন্য কর্ত্তৃ ইচ্ছা। ধন্য তত্ত্বাবধিরায়!

এই ত গেল উহার দুরবস্থা বিষয়ক মগরাহাট স্কুলের ছোট ছোট বালকগণ আমাদিগকে বলিতে পারিতেছে না। স্কুলের ছাত্রসংখ্যার পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক কম হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এই স্কুলটির বিষয় আমি পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। আপনার সোমপ্রকাশে লিখিবার পরে আমার ন ছোটা ও বহু পরিশ্রমে ছাত্রসংখ্যা ৫। ৬ মাস হইল উক্ত স্কুলের ছাত্রসংখ্যা অনেকের ছয় মেবারিবেরী মহাশয়ের যত্নে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির পুনঃ উৎসাহ দানার্থীর তার গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষা-ভার পাইবার পরে ৫। ৬ মাস নিয়মিত শিক্ষা হইয়াছে। শ্রেণীটী ইনস্পেক্টর বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহার সাহায্য আদেশ হইতে ৩৫৫ হইবে নিশ্চিত হইয়াছে।

১৮৭১ সাল
১৮ ই মে

শ্রীশীতলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
ইস্কুলমাষ্টর।

সোমপ্রকাশ।

২১ এ শ্রাবণ সোমবার।

কলিকাতায় মফস্বলবাসিদের উপকারার্থে আইন।

কলিকাতার রাজপুরুষদিগের মেজাজটা ক্রমে সপ্তমে চড়িয়া আসিতেছে, তাহার এ দেশীয় প্রজাদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে স্বাধীনতা করিতেছে, তাহা না হইলে কতকগুলি রাজপুরুষ ও তার বাধ্যতে চেষ্টা করিতেছেন। এত দুঃখের বিষয় বলিতেছি যে সেক্টেরিয়ট গবর্ণমেণ্ট এবলম্বিত হইয়া ছেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে কমিশনর নিয়োগের প্রস্তাব করাতে তাঁহার অভি প্রায় স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। কমিশনর নিয়োগের প্রস্তাব করাতে কেবল যে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনরদিগের অবমাননা করা হইয়াছে তাহা নয় ঐ ব্যক্তিদের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপণ করা হইয়াছে। কলতঃ তাঁহাদিগের এতদ্রূপ প্রতিজ্ঞা বিলোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, বিবেচনা-বাসী করদাতারা গত ১৩ এ জুলাই পরিষদে এই কমিশনর-নিয়োগ-প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার জন্য এক সভা করিয়াছিলেন। প্রায় তিন হাজার লোক সভাস্থলে উপস্থিত হন। তিন ঘণ্টা সভার কার্য্য হইয়াছিল। বক্তাদের অধিকাংশ বক্তৃতা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বক্তৃতাগুলি সুদীর্ঘ বলিয়া আমরা সমুদায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সভার কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর সভাস্থ লোকেরা এই প্রস্তাব লিখিবার জন্য কয়েক জন বক্তাকে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা সভাস্থ লোকদিগের মতানুসারে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"যেহেতুক গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা মিউনিসিপালিটির যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনরদিগের ক্ষমতা অনেক খর্ব্ব করা হইতেছে, এবং কলিকাতা নগরের করদাতা প্রজাদিগের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপণ করা হইতেছে, অতএব এই সভা অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। এবং, যদিও কলিকাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে, তথাপি গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটির প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন সভা তাহাতে অনুমোদন করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, মিউনিসিপালিটী আপনা দিগের সাধারণ কার্য্য ও ব্যয়ের যে উন্নতিসাধন করিয়াছেন, অধিকন্তু মিউনিসিপালিটির উপরে সভার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।"

এবাইবাদ সাহেব এই প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া বলিলেন, তিনি একজন প্রাচীন করদাতা। তিনি কলিকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনার্থ সর্ব্বদাই চেষ্টা পাইয়া থাকেন। তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন মিউনিসিপালিটী সভার স্বাস্থ্যের বিষয়ে অনেক করিয়াছেন। কলিকাতা নগরকে স্বাস্থ্য-পূর্ণ করিয়া তুলা বাহুল্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ কোন্ নগরের হইয়াছে? যদি লণ্ডন, বার্মিংহাম, গ্লাসগো ও গ্লাসেষ্টার প্রভৃতি স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন নগরের মৃত্যুসংখ্যা কলিকাতার অপেক্ষা অধিক। ঐ ঐ নগরের লোকেরা যাহা করিয়াছে কলিকাতার লোকেরা তাহা অপেক্ষা অধিক করিবে এ আশা করা যাইতে পারে না। কলিকাতার লোকেরা কলিকাতাকে কি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন? পারেন না। কেন পারেন না? কারণ, তাঁহাদিগের নিকট হইতে অধিক ট্যাক্স লওয়া হইতেছে। তাঁহারা নগরের উপকারার্থ যাহা করা আবশ্যক, নিজেই তাহা করিবেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উচিত হয় না তাঁহারা যাহা করিতে না পারেন, তাহা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের উপর বল প্রয়োগ করেন। যদি গবর্ণমেণ্টের এইরূপ নিয়ম হইয়া থাকে যে নগরের স্বাস্থ্যার্থ অবশ্যই কিছু করিতে হইবে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের উচিত, করিয়াদিগকে অধিক টাকা দেওয়া।

[illegible]

এই প্রস্তাব করিয়া [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিয়াছেন।

করিয়া পাঠিয়া ও বিরক্ত হইতে লজ্জাবোধ করেন না।

রসীয় রাজপুরুষ বেশ জানেন যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেমন হউক করিলে তাঁহারা এদেশে ইচ্ছামত হইতে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহাদের অর্থবলও নাই লোকবলও নাই। যে কয়েকটী প্রজা লইয়া তাঁহাদের রাজত্ব, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে লইয়া যুদ্ধ করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু সকল চতুরতিতে ধূলি পড়িয়াছে। তাঁহাদিগকে বিদায় দোষ দূষিত করিতে পারিল ইংলণ্ডের লক্ষ বলী বুঝিয়া ইংরাজ সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা যা তা বলিয়া কলম চালাইয়া থাকেন। আমরা ইলবার্ট বিল প্রভৃতি পার্লমেণ্টের সম্পাদকের অনুরোধ রক্ষার বিষয় পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। ইলবার্ট অতি ধীর, তিনি বুদ্ধিমান ও প্রবীণ বটেন; তথাপি পার্লমেণ্ট ও টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক তাঁহার কুৎসা করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অপদস্থ ও অপমানিত করাই সকলের ইচ্ছা। উক্ত সম্পাদকেরা ইলবার্টকে যথেচ্ছাচারী ও প্রজাপীড়নবিষয়ে অংরোগে ধী বলিয়া অপবাদ দিয়াছেন। কিন্তু যোগে গেকেটের একজন লেখক ইলবার্টের রাজত্বসময়ে যে লিখিয়াছেন, তাহাতে এই অপবাদ স্পষ্ট বিপরীত বলা প্রমাণ হয়। এই লেখক বলেন যে কার্য বিল বৎসরের মধ্যে তাঁহার রাজত্বের প্রথম তিনটি বৃদ্ধি করিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহার আয় বিশ লক্ষ টাকা ছিল, এখন প্রায় ষাট লক্ষ হইয়াছে। তিনি প্রজাদিগকে করভারে পীড়িত করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করেন নাই। অরণ্যের পরিধি বৃদ্ধিতে আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বাসের অসুবিধা হেতু যে সকল প্রজা ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করে, ইলবার্ট তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন। তাহাদিগকে অল্প খাজনায় চাষ করিতে দেন। কৃষির সুবিধার জন্য চতু ষ্পাঠ খাল কাটাইয়া দিয়াছেন। মহারাজ কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতিতে বিলক্ষণ মনোযোগী। ইত্যাদি।"

পাঠক। কোন কথাটিতে বিশ্বাস করিবেন? টাইমস ও পার্লমেণ্টের লেখক সত্যবাদী অথবা যোগাই গেজেটের লেখক সত্যবাদী? বিজয়রাজগণের রাজ্যগুলি স্বর্গসুখের আধার, আমরা এ কথা বলি না। অন্যান্য রাজ্যে কিছুমাত্র দোষ নাই, আমরা এ কথাও বলি না। তবে এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি অন্যান্য রাজ্যবাসী ইউরোপীয় মহাপ্রভুরা ভিন্নে ভাল করিয়া ভুঞ্জিয়াছেন। যে যে ইংরাজ পর্যটক ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়াছেন, সকলেই প্রায় কলকাতার রাজপথে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন, সকলেই প্রায় কলকাতার রাজপথে বিনা পাসপোর্টে ভ্রমণ করিতে পারিতেন, সকলেই প্রায় কলকাতার বিচার ইংরাজগবর্ণমেণ্টের দোষ-দর্শন বাস্তবিক সেই রাজ্যগুলি কি সত্য? এদেশ বিজয়ের আমলের কতিপয় অনুভব ক্ষম লোক বিদ্বেষবশতঃ করিয়া থাকে। যদি কোন বিদেশীয় প্রজার ভারতের অধীন আসিয়া পাসপোর্ট, ভারতের অধীন আসিয়া ও প্রজার অবমাননা করিয়া [illegible] কি সত্যসত্য এই নিন্দাবাদ করেন না? [illegible] ভাবে নিন্দে [illegible] সাহা ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া আসা [illegible] রাজা সোপানোপরি [illegible] ইংরেজ বীর [illegible] লুপ্ত। [illegible] বিচারালয়ে রাজার [illegible] স্থাপিত হইয়াছে। সম্পাদক লিখিয়াছেন—

"ভূপতির রাজা অনেক বিষয় পর্যালোচনা করিয়াছে, রাজা [illegible] সকল [illegible] নির্দ্ধারিত হয় না। [illegible] দিকে দৃষ্টি রাখা ও ইহার প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান করা ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" [illegible] সিংহ দুর্গাদের অপর একটী প্রবন্ধে [illegible] তাহাদিগকে রেসিডেণ্টের [illegible] করিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের ক্ষমতা সঙ্কোচ [illegible] সময়ে অক্ষম বলিয়া পরিচিত হইতে হয়। [illegible] সাহেবেরা প্রায় অনুপযুক্ত লোক; [illegible] বিষয় বুদ্ধি তাঁহাদের অল্প আছে। [illegible] উপযুক্ত রেসিডেণ্টের অধীনে থাকিয়া [illegible] আপনাদের বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন। [illegible] পার্লমেণ্ট যখন পলিটিকাল এজেণ্ট ছিলেন, [illegible] নবের অবস্থায় সেই সময়ে কিছু পরিবর্ত্তন [illegible]। পার্লমেণ্ট যাহাকে প্রকৃত বিচক্ষণ ও [illegible] ছিলেন। তিনি বিকানির রাজ্যের [illegible] কারণের অনুসন্ধান করিয়া তাহার [illegible] করেন। বিকানিরে [illegible] এখন। তাহারা প্রায় ৪ লক্ষ লবণের [illegible] প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পার্লমেণ্ট তাহাদের [illegible] ৮০ বৎসরের রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহারা [illegible] করিয়া দেন। তিনি [illegible] বিস্তর জমের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। [illegible] হইতে [illegible] পূর্ণ অবস্থায় পতিত হইয়াছে। ইহা কি ইলবার্টের [illegible] ফলের উপরের মহারাজা [illegible] রাজা অনর্থক [illegible] ছিলেন, তাহা [illegible] সহজে [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে। [illegible] বিকানির রাজ্যে ঘড়ী, ঘড়ী, বিস্কুট। [illegible] রাজের প্রতি অবজ্ঞা [illegible] হইয়াছে এবং বিকানিরের [illegible] [illegible] বলা হইয়াছে।

আমরা সত্য বিপদের বিষয় প্রার্থনা করি যে [illegible] বিপদ হইলে [illegible] ভারতের [illegible] ভাহাতে [illegible] হয়। কার্য্য যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের [illegible] করিয়া অতি ধীর একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে [illegible] নিযুক্ত করিলে ভাল হয়।

আমরা বিজয়রাজগণের যে বিপদের বিষয় বর্ণনা করিলাম, ইহার আশঙ্কায় সকল উপায় দেখা যাইতেছে না। অন্য বিপদ [illegible] বিজয়ীর রাজার ইচ্ছা আসিয়া পড়ে। [illegible] আসিয়া যদি তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া যায়, তাহা হইলেও সর্ব্বনাশ হইবার হয়। কিন্তু তাঁহার নীর [illegible] পরিত্যাগ করিয়া যাইবার যে প্রকার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে সেই ভয় হইতেছে, যে অরাজকতার সম্ভাবনা হয়। বিজয়রাজগণের বিরুদ্ধে যেই কোন একটী কথা বলিলেই ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট যে বিরক্ত হন, ইহাই সব অনর্থের মূল হইয়াছে। বিজয়রাজগণ স্বাধীন, মুখে এই কথা বলা হয়। কিন্তু কার্য্যে অধীন রাজা ও জমীদারদিগের অপেক্ষাও তাঁহাদিগের প্রতি সব আচরণ করা হয়। এটী বড় বিড়ম্বনার বিষয়। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট বিজয়রাজগণকে যখন স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তখন সেই স্বাধীনতায় কর বসিতে দেওয়া উচিত। তিনি যেন তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ কথা বলুন না, তাহাতে কর্ণপাত দিয়া বিজয়রাজগণের বিরুদ্ধ ব্যবহার করা বিধেয় হয় না। বিজয়রাজগণ ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইয়া বিদ্রোহে আচরণ করিয়াছেন, পলিটিকেল এজেণ্ট যদি এ কথা গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া দেন, সেই সময়েই প্রধান গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধান করিয়া লেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এরূপ ব্যবস্থা না হইলে বিজয়রাজগণের স্বাধীনতা প্রদান নিষ্ফলতার বিষয় সন্দেহ নাই। অন্যে যদি কেহ তাঁহাদের দূষণ করে, প্রধান গবর্ণমেণ্ট যদি তাহা তাঁহার বিদ্বেষ বলিয়া করিয়া তাহার সংশোধনের সৎপথ বলিয়া লেন, তাহা হইলেই যথার্থ বিদ্রোহিতা কার্য্য করা হয়। অনুযোগ তার তাহার কথার মূল তার করিলে বিজয়ের সমুচিত কার্য্য করা হয় না। কলম, আমাদিগের উচিত এই, বিজয়রাজগণকে অসার ব্যবহার ও কার্য্যের অধীন করিয়া রাখা উচিত। এরূপ ব্যবস্থা করিলে বিজয়রাজগণ ইউরোপীয়দিগের চক্ষুশূল হইয়া কখনই সুখে থাকিতে পারিবেন না। তাঁহারা যদি পদে পদে ইউরোপীয় বিদেশীয়দিগের আশ্রয় লন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই স্বাধীন হইবেন এরূপ নয়, ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বিনা আদেশে হইতে পারিবে।

[illegible] ছাড়া [illegible] ছাড়া [illegible] [illegible] [illegible]

তার কর্তব্য এ কথা কহিবার চেষ্টা পায়, অথচ তাহাদিগকেই দুরন্ত ও বিজ্ঞ জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু উপযুক্ত সংসর্গে এই উভয় শ্রেণীর দোষ শ্রেণীভুক্ত করা না বলিলেও বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন।

এখনকি প্রণালীতে ছাত্রদিগকে শাসন করা হইবে, তাহা এ সময় বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এক দিকে তেলায় কি এক একটি লোকসোগ উপস্থিত করিয়া ছাত্রদিগকে তয় প্রদর্শন করা হইবে। অন্যদিকে হইয়াছে, চাকায় হইয়াছে তাহার অনুকরণে সমস্তদেশের হইয়াছে, এখন কৃষ্ণনগরে সেই রোগ লীলা করিতেছে। নদীয়া সেখানকার লীলা করুন। কৃষ্ণনগর সেই নদীয়া জেলাভুক্ত, সুতরাং এখানকার লীলার শেষ দেখিব। ইহার পরে কোথায় যে গতি পড়িবে, আমরা তাহাই তা বলা বাহুল্য হইয়াছি। যে সময়ে কৃষ্ণনগর মাজিষ্ট্রেটের কাছে এই—কয়েক কালেজের কতকগুলি ছাত্র তাহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের দ্বারা তাড়িত হইয়া পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিতেছিলেন। ছাত্রেরা বেঞ্চে দাঁড়াইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের কর্তৃত্ব তাহাদিগকে তথা হইতে উঠিয়া যাইতে বেঞ্চ ছাড়িয়া দেয়। ইহাতে ছাত্রের অবস্থানি দেয়। এই গোলযোগে বাদের মিশ্রিত দুই একখানি বেঞ্চ ভাঙ্গিয়া যায়। এই বিষয় লিখিতে পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টই প্রথম ন্যায়ালয়ে অপরোধ হয়েন। তিনি তাঁহার একজন প্রিয় সব ইনস্পেক্টরকে ছাত্রদিগের নামে অভিযোগ ও তাহাদিগকে ধৃত করিবার উপদেশ দিলেন। পর দিন অভিযোগ হইল মাত্র ছাত্রদিগের কৃষ্ণনগরের হোটেলে গিয়া অধিকাংশ ছাত্রকে ধরিয়া পুলিসে প্রেরণ করিলেন। আমিন দিয়া গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার চেষ্টা হয় নাই, কিন্তু সাহেবের প্রতিকূল,সুতরাং অভ্যর্থনা করা হয় নাই। অধিকন্তু তিনি অধীনস্থ কর্মচারিদিগকে ছাত্রদিগের সহিত ভদ্রোচিত ভদ্র ব্যবহার ও তাহাদিগের প্রতি সম্মানপ্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সীমা যে এই খানে সাঙ্গ হইল, তাহা নহে। ঢাকার ছাত্রদিগের সম্বন্ধেও এই সকলের ঘটনা হইল। কৃষ্ণনগরের দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু মহেশ নাথের নিকট এই সকল উপস্থিত করা হইল। ইনি যেরূপ ন্যায় ব্যবস্থা করিলেন, মাজিষ্ট্রেট টেমার সাহেবের নিকট তাহার আপীল হইবে। সুতরাং বালকদিগের নিরবিচ্ছিন্ন ভোগবাদী আদালতেই ঘুরিবে। এই সকলের ৪৬ জন ছাত্র অভিযুক্ত। বালকবন্ধু বাবু শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এই সকলের চালাইতে [illegible] এবিষয়ে সকলের [illegible]

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মাজিষ্ট্রেটের [illegible] সকলের জিজ্ঞাসিয়া লিখিয়া [illegible] অন্তরে ব করেন। কিন্তু এই [illegible] নহে, [illegible] তিনি আদালতে [illegible] তিনি সমস্ত সাক্ষীর [illegible] জিজ্ঞাসিয়া [illegible]

এই সকলের [illegible] বিশেষ অনেক সকলে [illegible] হইয়াছে। কিন্তু [illegible] রাখিতে না [illegible] বাবুটির [illegible] যে [illegible] অবধি [illegible] [illegible] [illegible] অসম্ভব নহে করিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

তিনি ঐ কথা বলেন বটে, কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ করিতে পারি না। তখন মেজিষ্ট্রেটসাহেব, বিচার ছিটাই করিবার জন্য আমাকে কতকগুলি বিভীষিকা দেখাইলেন।

মাজিষ্ট্রেট যে কীরকম প্রকৃতির লোক বলেন, সেই বীণচন্দ্র দাস বলেন, পাকটমারির জন্য যে টাকা জরিমানা হয় তাহা কুমারীটাকাতেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। ঘোষের মেয়ের বলে আসামীরা টাকা দিয়াছে কি না বলিতে পারি না। তবে ছাত্রদিগের হোষ্টেল হইতে এক টাকা পাইয়াছি। বারইয়ারি দর্শকদিগকে দর্শনী দিতে হয় না। ইত্যাদি।

এখন মকদ্দমা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে আমা দিগের অধিক কিছু বলা ভাল দেখায় না। উমেশ বাবুর ছাত্রদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার দক্ষতা স্বীকার বিষয় করিয়াছে কিন্তু ছাত্রগণের স্থিরতা যে যায়া পড়েন সেই বেদি। বিদ্যালয়ের ছাত্রের প্রতি রাজপুরুষদিগের যখন এত কোপদৃষ্টি, তখন ত লোকের সর্বনাশ। লোকে রাজার কোপদৃষ্টির জন্য যদি ছাত্র দলকে বিদ্যালয়ে না যেন, সভাগেরা দূর হইবে। পুত্র হইতে পিতার যে সকল সুখের আশা তাহা চুরমার হইবে এবং গৃহ সুখময় নিরবচ্ছিন্ন কলহময় হইয়া ঘরে ঘরে পর্ণ নাই কই পাইবে। কিন্তু এরূপ হইলে ইংরাজ শাসনে আমাদিগের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা অচিরে হ্রাস হইবে এবং যাহারা এ দেশীয়ের শিক্ষা বৈষম্যনিষ্টের মূল ভাব করেন তাঁহারা নিরাপদ হইবেন। এখন পাঠক! উমেশ বাবুর নীতি কি বুঝিতে পারিলেন? সাহেব চিল নিয়া চিল আছিলেছেন।

উপসংহারে পাঠকগণকে একটী কৌতুকের কথা শুনাইতে চইল। মকদ্দমার আদেশ প্রকাশের একটী অভিযোগ হইয়াছে। যে বারইয়ারি আদাই আদেশ প্রকাশের কল, সেই বারইয়ারির পাকাধিপের আদেশপ্রকাশে ঔদাসীন্য! এটী কি বাস্তবিক কৌতুকের কথা নহে? বিচারপতি মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই অভিযোগটী নিরাধী বিবেচনা করিয়া খণ্ডন করিয়া লইলেন। এটী কি অধিকতর কৌতুকের কথা নয়?

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ও কমিশনর মিউনিসিপালিটী।

আমরা গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে কলিকাতা মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সহ তাহার কথা পাঠককে কতক কতক জানাইয়াছি এবারও তদ্দ্বারাপারে ইউনিসিপালিটীর সভা উপলক্ষে কতক কতক আলোচনা করা হইয়াছে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কমিশনর মিউনিসিপালিটীর কমিশনরদিগকে অনুরোধ দিয়া করিয়া যে ৫৫ সুতরাং কমিশনর নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন সে বিষয়ের সামান্যরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। কমিশনরগণ বঙ্গের শাসনকর্তার প্রস্তাবে বিলক্ষণ অসন্তুষ্টচিত্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা সকলে ইস্তিফা দিবার সঙ্কল্প করিয়া লিখিবার পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে সকলের স্বাক্ষর লইবার জন্য, কমিশনার জনবাবু ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরের বাটীতে গমন করেন, কমিশনারগণ বাড়ীতে না থাকায় তাঁহারা সকলের স্বাক্ষর লইতে পারেন নাই। কলিকাতাবাসী বিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তি মিউনিসপাল ভোটার হইতে পারেন। বিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতার আভ্যন্তরিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। পথের দুই পার্শ্বে ময়লার স্তূপে এক পা অগ্রসর হওয়া ভার হইত। অতঃপর পল্লী পুষ্করিণী প্রভৃতির সংস্কারের ভার মিউনিসিপালিটীর হস্তে অর্পিত হয়। সেই কলিকাতা বিশ বৎসরের মধ্যে স্বর্গ হইয়াছে। এখানে বাস করা এখন সুখকর হইয়া উঠিয়াছে। জলের কল পায়খানা ও ড্রেন নির্মাণের পর এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় কলিকাতাবাসিদিগের কতদূর সুবিধা হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ সকল সুবিধা কে ঘটাইল? কমিশনারগণ আভ্যন্তরিক উন্নতির কারণ কে? নিশ্চয়ই মিউনিসিপালিটীর অযোগ্য কমিশনরগণ। নিশ্চয়ই তাঁহাদের যত্ন ও পরিশ্রমে কলিকাতার অবস্থা এত দূর উন্নত হইয়াছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইহা স্বীকার করেন না। স্বীকার না করুন, কিন্তু মিউনিসিপাল ও গবর্ণমেণ্ট গণকে কিছু না জানাইয়া নূতন কমিশনর নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন কেন? এ কথা টেনে না গবর্ণমেণ্ট ও বিচক্ষণ বলিয়া মান করি না। কিন্তু আমাদের সে বিশ্বাস অপসৃত হইল। কে। সার্জন জেনরল ডাক্তার শেন ও হাইকোর্টের জজ হলিডে সাহেব কমিশনার মিউনিসিপালিটীর বিরুদ্ধে এক রিপোর্ট করিলেন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহার বিচার না করিয়া নূতন কমিশনর নিযুক্ত করিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করি, হাইকোর্টের জজ মিউনিসিপালিটীর বিষয় কি বুঝেন, আর বুঝিলেই বা তাঁহার সময় কোথায়? তিনি যে কার্যের জন্য নিযুক্ত, সেই কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে যখন তিনি অক্ষম, তখন অপর কার্যের ভার দেওয়া যাইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে ভারাক্রান্ত হইতে হইবে। আমি না হাই কার্টের অবসরপ্রাপ্ত জজেরা কেন সময়ে সময়ে অধিকারচর্চা করেন। তাহা বা মহামান্য লর্ড রিপন বাহাদুরের আত্মশাসন প্রণালীর বিপক্ষে কেন উচিত হইবেন এবং লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকটে যে করিয়া কেন বা আপনা দের মহাদুর্ভাগ্য ও অযোগ্যতার পরিচয় দিলেন? তাঁহারা বাঙ্গালীকে আত্মশাসনে অক্ষম বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা পান, কিন্তু তাঁহাদের সে ভ্রম এখন স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। যে সকল স্থানে পরীক্ষার্থে আত্মশাসন প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানের অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতেছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, বিচারপতি কলিন্সার ও সার্জন জেনেরল পেইন সাহেব কখন কি ইহার অনুসন্ধান করিয়াছেন?

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণ যে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাবে বিরক্ত হইবেন ও আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিবেন তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। পত্র মুসাবিদার কমিশনরেরা একত্রিত হইয়া টাউনহলে পুনরায় সভা করিয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পত্রের পশ্চাৎ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগের নিবেদন পত্রের প্রত্যুত্তরে অপূর্ব পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। উহার চিন্তা করিয়া সকলেই বিস্ময় পন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা একবার স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে পুরস্কৃত না হইয়া তাঁহাদিগকে এই রূপে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে। উক্ত সভায় বঙ্গবাসী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সাহেব যে অনেক তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং বক্তৃতের দোষ ঢাকনা করিয়া বক্তৃতাটীর তথ্য প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। প্রথমতঃ তিনি বলেন ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট রাস্তার উন্নতির জন্য প্রতি বৎসর কলিকাতা মিউনিসিপালিটীকে ১৫০০০ টাকা ব্যয় করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। কিন্তু এবার কমিটী অতিরিক্ত ৫০০ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। উহার গবর্ণমেণ্ট উহা পরস্পর তত্ত্বাবধান করা কমিশনরদিগের মনোমত হয় নাই।" কমিশনরেরা এক বৎসর একটী বিষয়ে অধিক ব্যয় করিলেন বলিয়া পরবর্তী বৎসরে গবর্ণমেণ্ট অপব্যয় করিলেন এ সিদ্ধান্ত কখন যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কমিশনরদিগের মধ্যে সাধু সৎ বুদ্ধিমান লোক অনেক আছেন। তাঁহারা যদি এক বৎসর কোন বিষয়ে অধিক ব্যয় করিয়া থাকেন অন্য বৎসর প্রয়োজনমত অধিক ব্যয় করিয়া তাহার পূরণ করিতে পারেন। আবশ্যকমত ব্যয় কালে কোনরূপ অসদুপায়ের সম্ভাবনা থাকে না। সহযোগী ষ্টেটসম্যান কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ১৮৮৪ সালের যে আয়ব্যয়ের তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে কমিশনরগণ এ বৎসর প্রায় অন্য বৎসর অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। উক্ত সহযোগী বলেন "এ বৎসর

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর মোট আয় দশ লক্ষ টাকার কিছু অধিক। এই অল্পসংখ্যক টাকায় এত বড় সহরের সকল সাধ কি প্রকারে সম্পন্ন হইবে? কমিশনরেরা যখন এতদ্দেশে আসিয়া কমিশন বসাইয়াছিলেন তখন তাঁহারা এ প্রশ্নটি দেখিয়া দেখিয়া সন্দেহ করেন নাই। টমসন সাহেব আপনার ব্যবসাপক্ষ সভার যাইয়া আমাদিগকে ফাঁকি দিলেন। বিস্তর ফাঁকি দিয়া কিছু করিয়া লইবার সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি এইরূপ করিয়াছেন। [illegible] তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমরা কমিশনরদিগকে একটী প্রকাণ্ড প্রস্তাব প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। [illegible] কমিশনরেরা তাঁহার প্রস্তাবের [illegible] অধিকাংশ বিষয়ে মত দিতে [illegible]

এই [illegible] বিবাদ। কোন সময়ে [illegible] কমিশনরেরা স্বায়ত্তশাসন [illegible] বিস্তর কথা বলিয়াছিলেন, তাহা [illegible] কমিশনরেরা আমাদিগকে আর কোন [illegible] প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে [illegible] পক্ষে প্রশংসনীয় হইতে পারে। [illegible] পক্ষে প্রশংসনীয় নয়।

[illegible] পরিদর্শিতাসহকারে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া [illegible] বলিলেন, কাজেকাজে আমরা [illegible] পারিলাম না। কিন্তু [illegible] আমার বড় দুঃখ নাই কারণ তাঁহার [illegible] কার্য পক্ষপাতিত্বদোষে দূষিত ও [illegible] বিদ্বেষীত যুক্তিতে পূর্ণ ও অসংলগ্ন।

বক্তৃতা সাহেবের বক্তৃতার বিষয় [illegible] পাঠককে [illegible] বলিয়াছেন। এখন মিউনিসিপাল সভার আর একটী [illegible] কার্যের বিষয় বিবিধ প্রস্তাবটীর [illegible] সাহেবের। বক্তৃতা সাহেব একজন [illegible] টমসন সাহেবের [illegible] বিদ্বেষী, টমসন সাহেবের [illegible] বিদ্বেষী। অতএব আমরা যুক্তির আর [illegible] উচিত মনে করিয়াই যে ইনি স্বদেশীয় [illegible] অবলম্বন করিবেন, তাহা বিচিত্র [illegible] কিন্তু সহযশস্বিতা বিষয়ে স্বীকার করিতে হইবে যে টমসন সাহেবের পক্ষ হইতেই [illegible] বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার ভাব [illegible] আমরা যত [illegible] করিয়াছি। তিনি সেক্রেটারী [illegible] করিয়াছেন, সরল করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং যদি [illegible] মুদ্রিত কমিশন উহা মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের সহিত একত্র করিয়া ছাপ করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা থাকে তখন আমাদের বিরক্ত হইবার কারণ কি? সেক্রেটারী মহাশয় ভাল মনে এই কমিশন নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

[illegible] কমিশনরগণ কর্তব্যবিষয়ে ও অযোগ্য

[illegible] হইতে টমসন সাহেবের [illegible] মনে করুন আর এরূপ মনে করুন, আমরা মূলে কমিশন নিয়োগ বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করিতাম না। কিন্তু যখন কমিশনরদিগের সহিত পরামর্শ [illegible] করিয়া একটী নূতন কমিশন নিয়োগের [illegible] হইতেছে তখন ও যা ভাল মনে করিয়াছেন তাহা আমরা কিরূপ বিবেচনা করিব? যাহাতে যদি ভাল মনে করা হইয়া থাকে তাহা ন্যায় ও আইনবিরুদ্ধ হইয়াছে।

---

৮ অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পালের স্মরণার্থ।

অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি ভূয়োভূয়ঃ ভারতের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতের বন্ধু, তদ্ভিন্ন তাঁহার সহিত আমাদিগের বিশেষসৌহার্দ্দ ছিল। তাঁহার অসামান্য গুণে আমরা একান্ত মোহিত ছিলাম। তাঁহার প্রতি আমাদিগের যেরূপ মনের ভাব, তাঁহার অন্বর্থ ও সম্মানার্থ নিজে কিছু না করিয়া মনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছি না। ভারতেশ্বরীর পুত্র ভারতে প্রথম আগমন করিলে আমরা তাঁহার সম্মান ও স্মরণার্থ সোমপ্রকাশের মূল্য হ্রাস করিয়া অসমর্থ পক্ষে ৭ টাকা করিয়াছিলাম, আর আমাদের দেশের এত বড় একজন লোক ইহলোক ত্যাগ করিয়া অনন্ত-জীবনে লীন হইলেন, তাঁহার জন্য যদি আমরা নিজে কিছু না করি নিতান্ত দুঃখের কার্য্য হয়। কিন্তু আমাদের নিজের এরূপ কোন ক্ষমতা নাই যে আমরা স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি করি অথবা স্বর্ণমণ্ডিত একখানি ছবি অঙ্কিত করিয়া দিই। অথচ কিছু না করিলেও চিত্ত শান্তিলাভ করিতেছে না। এই নিমিত্ত এই স্থির করা হইল, বিদ্যালয়ের বিদ্যানুরাগী দরিদ্র পঠিক শিক্ষক ও সোমপ্রকাশ পাঠে সমর্থ ছাত্রেরা আজি অবধি বার্ষিক দুই টাকা মূল্য, ডাকমাশুল দেড় টাকা, সমুদায়ে সাড়ে তিন টাকা

দিনে মেয়রকোর্ট, প্রাইভিলিয়ে, সিটি কমিশন অথবা কাউন্টি কোর্টের ও প্রোবেট্রা পাইবেন না। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকে কুলের সম্পাদক বা ট্রেজারার ইনস্পেক্টরের প্রয়োজনীয় পাঠাইয়া দিতে হইবে।

যেবেরা যেমন তাঁহার কাহলের তেমনি। সকলে পুরুষ মাত্রেই তিনি গায়ের যেমন একটির লোক তাঁহার পুলিসকর্ম্ম দিয়া যেমনি একটির সেবক। গাইড যেমন সম্প্রতি কাজ মাথে থাকায় একজন গাড়োয়ান মাত্রেই তিনের মাঝির সমুখ দিয়া তাহার গাড়ি ঠীক চলা যাইতেছিল। ঘোড়ার দুটীর বা তিন, বিবিধিমে তা হা যেখিয়ে পাইয়া গাড়ি ও গাড়োয়ানকে সুজাবস্থের পুলিসে যেমন করিলেন। সবইনস্পেক্টর তাকলকে ঘোড়া দুটী ধরিয়া তাহাদিগের অপর পাশে তাড়িয়া দিতে বলিলেন ও ঐ ঘোড়ার চড়ীকে পুরুষীয় কাউন্টিতে নিয়ে করিলেন। ওকার তাহাই করিল। দুই তিন মিনি পরে সব ইনস্পেক্টার তাহাদিগের অপর পাশে আসিয়া তাহাদিগে বলিল ঘোড়া ছাড়। তাহিটেই উহাদিগের সব করিতে হুকুম দিয়াছেন। তাকল তাহাতে অসম্মত হইল। পুনরায় তিনি তাহার নিকট একখানি কুড়ার চাহিলেন। তাকল দিল না। ইহার পর সবইনস্পেক্টার তাকলকে তাড়িয়া ঘোড়াদুটীর লক্ষক ছেদন করাইলেন। এই ছিনে কি তাকলকে অপ্রতীতে অবসানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? তাকলের কি ইহাদিগের সকলকেই একইরূপে থাকিয়াছেন?

ডাইকোর্ট ইউজারাজের সুকুমার সবাধকার বিচারপতি মরিস ৫ টাইটেলার সাহেব তাকের সাহেবের মকদ্দমার উক্ত অংশের বিচার করিয়াছেন। আমার উপরোক্ত তাক তাকের সাহেবের একখণ্ড টীকা অবশ্যক উপযুক্ত হয় নাই বলিয়া তাকলকে একটি ঘোড়ার গাড়োয়ানকিলেন কিন্তু লর্ডশিপের উপরিউক্ত বিচারপতিগণ তাকের এ সকল যুক্তিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন। তাকের আপীল মতে তাই বলিয়া তাঁহারা তাহার একখণ্ড টীকা অবশ্যক ডিসমিস রাখিয়াছেন। তাকের সাহেবের উকীল বাবু হার বিলাতী যেন এই মকদ্দমাকারে বলিয়াছিলেন তিনি কোন কোন সাহেবদিগে যেখিয়াছেন তিনি মকদ্দমা কালে অনেক অন্যায় কর্ম করেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে নিন্দা করেন। এমিন সাহেব একজনকে তাহাকে ডাকিয়া সংবাদপত্র অনুরোধ প্রতি ইহা যোগ্য অন্যায় করিতে উপদেশ দেন, এবং এদেশীয় সংবাদপত্রে যাহা কিছু প্রকাশিত হয় তাকলকেই সুস্থ প্রজাদিগের যথার্থ উপযুক্ত বলিয়া মত দেন। এমিন সাহেব যেরূপ মকদ্দমার বাহির অন্যায়ধর্মি তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে।

বিজ্ঞানবার্ত্তা

রামধনু।

সুর্য্যের বিপরীত দিকে মেঘ বা কুয়াসা থাকিলে যে সময় সূর্য্যের কিরণ তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চক্ষে আসে, সেই সময় রামধনু দেখা যায়। সূর্য্যের কিরণ সাদা বটে কিন্তু তাহা সাতটি রঙ্গের সমষ্টি। বৃষ্টির জলবিন্দু সেই কিরণকে ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহাতে সাতটি রঙ্গ পৃথক হইয়া পড়ে। সেই সাতটি রঙ্গ বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। এই সাতটি রঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া সাদা রঙ্গ হয়। সূর্য্যের কিরণ সাদা বটে কিন্তু তাহা সাতটি রঙ্গের সমষ্টি। বৃষ্টির জলবিন্দু সেই কিরণকে ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহাতে সাতটি রঙ্গ পৃথক হইয়া পড়ে। সেই সাতটি রঙ্গ বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। এই সাতটি রঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া সাদা রঙ্গ হয়।

ইংরাজীতে রামধনুকে Rainbow বলে। ইহার অর্থ বৃষ্টিধনু। ইহাতেই বোধ হইতেছে বৃষ্টিই ইহার কারণ। অনেকে যে ইহাকে ইন্দ্রধনু বলি, ইহার ইন্দ্রকে বৃষ্টির কারণ বলিয়া জানায় অভিপ্রেত। কিন্তু সাদা ইন্দ্র যেন এ বৃষ্টির কর্ত্তা সূর্য্য এর ইন্দ্রধনু নামের কোন সম্বন্ধ নাই। ইংরাজী Rainbow নামের অর্থ বৃষ্টিধনু। ইহাতেই বোধ হইতেছে বৃষ্টিই ইহার কারণ। অনেকে যে ইহাকে ইন্দ্রধনু বলি, ইহার ইন্দ্রকে বৃষ্টির কারণ বলিয়া জানায় অভিপ্রেত। কিন্তু সাদা ইন্দ্র যেন এ বৃষ্টির কর্ত্তা সূর্য্য এর ইন্দ্রধনু নামের কোন সম্বন্ধ নাই।

রোম রাজ্য ডাইবল আকাশে ইংরাজী ধর্মশাস্ত্রে সাদা বহু ইন্দ্রের অধীকার সাদা বহু। এখন ইহা ইন্দ্রের অধীকার সাদা বহু। ডাইবলের মতে পৃথিবীতে পাপ প্রবেশ করাতে সমস্ত পৃথিবী একবার জলপ্লাবিত হইয়াছিল। এক এক লোক লইয়া ইন্দ্রের আ মনে এক খানি তাহাতে থাকিয়া তাহার উপর ভাসিয়া যাবে তাহার হিসেবে পর জল শুকাইল। তার এবার ইন্দ্র পৃথিবীতে আর জলপ্লাবিত করিবেন না অঙ্গীকার করিয়া, ঐ তার অঙ্গীকার পরিচয়স্বরূপ রামধনুকে আকাশে উঠিতে আদেশ দেন। তদবধি যখন আকাশে সাদা বাঙ্গা রামধনু দেখা দিবে তখনই পৃথিবীতে জল প্রলয় ঘটিবে না, ইন্দ্র মনুষ্যের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ঈ সকল ধর্মশাস্ত্রের এই কথা কতদূর সত্য অনুভবের কথা পাঠক বুঝিয়া লইবেন।

বাস্তবিক রামধনুর উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তাহার অনেক দিন কিছু স্থির হয় নাই। বিজ্ঞান নেতা নিউটন এবিষয়ে বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছেন। যে সূর্য্যকিরণ আমাদের শুভ্রবর্ণ বলিয়া বোধ হয় তাহা সাতটি রঙ্গের মিলন দিয়া দেখিলে তাহা সাদা বলে বিবেচনা হয়। তাহার কর্ত্তা ...র ভিতর যে সাত রঙ্গ মিশ্রিত আছে তাহা সাদা বর্ণ দেখা দিয়া থাকে, তাহা সূর্য্যকিরণের প্রভাবে উৎপন্ন হয়। কলের ভিতর দিয়া সূর্য্যের যে সাতরঙ্গে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেখা যায়। সোপনের যে সাদা সূর্য্যকিরণের সাদা বলে বিবেচনা করিয়া, সেই বিবেচনা সাদাকে এমন করিলে সূর্য্যের যেন বর্ণের মত উৎপাদিত হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সূর্য্যকিরণ বস্তু অনেকগুলি সুন্দর রঙ্গ একত্র মিলিত করিলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বিবেচনা হইয়া থাকে।

রৌদ্রের সময় সাদাসা বৃষ্টি হইলে রামধনুকের কার্য্য পূর্ণ হয়। সূর্য্যকিরণ এই কার্য্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিবেচনা হইয়া যায়। প্রত্যেক জলকণার ভিতর এইরূপ ঘটিয়া থাকে এবং তাহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী থাকাতে মনুষ্যের চক্ষে ও আকাশের মূর্ত্তিতোরণ হয়।

আমরা এই এক সময়ে প্রায় ৪টী রামধনু দেখিয়া থাকি। প্রথমটী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টী অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। তৃতীয় ও চতুর্থটী অতি ক্ষীণ। তৃতীয় ও চতুর্থটী অতি ক্ষীণ। তৃতীয় ও চতুর্থটী অতি ক্ষীণ। তৃতীয় ও চতুর্থটী অতি ক্ষীণ।

অতি সূক্ষ্ম জলবিন্দুর ভিতর সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিলে যে রামধনুর উৎপত্তি হয়, ইহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। সৌরের সময় ছাদ পড়ন্তী দিন অন্য কোন জলাশয়ের ধারে গিয়া দুই একটি লইয়া কুয়া করিলে, মুখ হইতে যে জল সূক্ষ্ম জলকণা বহির্গত হয় তাহাতে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করাতে রামধনু উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সময়ে পূর্ব্বদিকে দিকের দিকে জলধারা প্রতিবিম্বিত আকাশে থাকাতে দুই একবার সম্ভাবনা। দূরে হইতে উৎপাদিত জলকণাগুলি অতীব সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। অনেক সময় কিছু বড়

---

১ মেঘ কিরণের সময়ে ঐ পড়ে হইতে পারে।

২। ইহাকে চতুর্থ বলা গেল। তবে সূর্য্যকিরণবিশিষ্ট

৪ সময়ের মাত্র

মক্কার।

[...]

[...] ১৮৮৮। জুন ২১—২২ ও জুলাই ১১ ই।

[...] বাবু ক,৭৭ দাস আবেদনকারী।

[...] ২৭৫ ভাগের মিঃ আশ ওকালী।

(অনিবার্য্য ডাইরেক্টরের মতের অনুরোধে আপীল।)

বর্ত্তমান মকদ্দমার মোকাবেলায় মহারাজের ঢাকার সুরের কথা ছিল, বিভিন্ন সময়ে কিছু ধন ও [illegible] কা না দিলে আদিম ১২ টাকা সুদ দিতে হইবে, এ কথার ছিল। ডাইরেক্টর অবশ্য, ঐ

ইউরোপীয় সমাচার।

পারিস ২৩ এ জুলাই। মার্সেলিস ও প্রোভেন্স নিবাসীরা এমুর্তীন ব্রাস মহোৎসব।

ভারসেল্স ২৪ এ জুলাই। মন্ত্রিসভার প্রধান সুবিধাদল ইউনিয়নের সভাপতি প্রধানত্বে উদ্যম পাইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। আজ এডমিরালটি সভায় অভিষেকের হইবেক। আমীর ও ইংলণ্ড প্রতিনিধিতে এতদ্বি আজিকার বিষয় আলোচনা হইয়াছে। এই সভায় উভয়ে উভয় পক্ষপাতের মত বিজ্ঞাপন করিয়াছেন।

ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রের সম্পাদক আফগান যুদ্ধের অনুকূলে। বিশ্ব গবর্নমেণ্টের আশ্রিত অনুকূল আফগানিস্থানের স্বাধীনতা রক্ষিত হে। ১৭ ২০ সিপাহী ব্রহ্মদেশের চতুষ্পার্শ্বে ঘেরিয়াছে।

এক মাসের মধ্যে হইতে পরিমাণের আফগানস্থানের ও ঘুর্দিস্থানের সীমা বিষয় এ সম্বন্ধে এক গবর্নমেণ্টের ও এক আফগানস্থানের আমীরের যে পত্র লেখালিখি হইয়েছিল আজিকে তাহার সেখা সীমা সম্পূর্ণ হয় আই। সাত সিটার আফগানের ও এক গবর্নমেণ্টের একজন কর্মচারী আফগানের স্থানে সীমা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে এ এক। আমীর আফগান স্বাধীন সীমা নির্দ্দেশ-প্রকরণের অনুমোদন করিলেন কিন্তু তিনি এই এমার্থটি স্থায় পাইবার উপর তার বিশেষ আপত্তি দিয়ে এসেছে আই। সাত সিটার-সমস্ত আফগান মনে ই সত পাইলেন ঘুর্দিলেন।

ভারসেল্স ৩০ এ জুলাই। ডেপুটি সভায় মেসার্স ডি গ্রেসপারিয়ের প্রস্তাব হইয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই। ডেলিগ্রাফ আফগানের সংবাদ পাইয়াছেন ইংলণ্ড নাবক স্থানে ভয়ানক বিপ্লবের উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা অধিক অনুচর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। সেনাপতি নাম নাবক স্থান ও আর কতকগুলি স্থানে ও পাঠী অধিকার করিয়াছে। ঐ প্রদেশের মুসলমান সৈন্য বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছে।

ডেলিগ্রাফের বর্ণ ৩১ এ জুলাই। প্রায়ক নাবক স্থানে বলাইয়া আসর হইয়াছে।

কন্দহার ৩১ এ জুলাই। পরজন্য বিদ্রোহীরা সুবিধির আসন করিয়াছিল। কিন্তু পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করিয়াছে। ইহাতে সৈন্যের সহিতবিরোধে কই পাইয়েছে।

লণ্ডন ১ লা মার্চ। ডিসেম্বর অভিষেকের সভা সাধারণ সভা হয় নাই বলিয়ে। কয়ার্লী গবর্নমেণ্ট বিরুদ্ধ মতের এক ভা পাইল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন।

টাইমস প্রধান অভিযোগের সাধারণের সাথে যে মুদ্রাযন্ত্র পরিচয় ছাপা যে আফগানে হইয়েছিল তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রে সকল সামগ্রীর আসল কপি হইয়াছিল তাহা বিক্রয় করা হইবে।

বিবিধ সংবাদ

আফগানিস্থান হইতে আফগানে সংবাদ আসিয়াছে যে মুসলমানদিগের ইংরেজদের ও আর সাধারণের অবস্থা, পূর্ব্বে অবস্থার আসিয়া দিয়েছে।

---

১২২ টাকা মূল্যের যে অশ্ব সেখা ছিল, তাহা অশ্ব অশ্ব, উহা দিতে হইবে না। এই যে তর্ক আসা হয় তিনি

সাহেব, ও ৫০ টাকার প্রতি নিম্নতন উচ্চ শ্রেণীর মূল্য।

ইস্থর কুমারী হয় নাম সে মাসের আরম্ভ ১ সন ৭৫ মাসার ৫ ছাত্র একটী সেখা পড়া করিয়া যেন। মাসীর মৃত্যু হইয়াছে, মাসারও মাসেরও মৃত্যু হই ছে। মাসকিসের মাস মাস মল মাসের উপস্থিতি মাসী। তার মাস অন্তর কিছি কিছি টাকা দিবার কথা। কিছি সেপ্টেম্বর মাসারে মাস মাসারও ৮ ম মাসের নিকটে টাকা পাওয়া হয় তাহার নিমিত্ত মকদ্দমা উপস্থিত আরম্ভ। মাসী আরো অধিক টাকা সন্ধান করেন। মকদ্দমায় ২১৫৩৫৯ টাকা হয়। এই

মা ৫৮

কিছি কিছি ৩০০০০ টাকা করিয়া সেওয়া হই ৮ ১৮৭৩। ২২ এ ম ই কিস্তী হয়। ১৮৭৭। ১১ এ সেপ্টেম্বর প্রথম কিস্তির টাকা দিবার কথা কিন্তু হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সেওয়া হয় ৮৫। দ্বিতীয় কিস্তির অবশিষ্ট পক্ষে সেওয়া হইয়া ১৫। তিনটীর টাকা লইয়া ১৮৭৫। ১৮ সেপ্টেম্বর - মাস সেন। কিস্তি খেলাপ হইলে ১ টাকা শতের এ কথা থাকে সেই হিসাবে সুদ ধরিয়া ২১৮০ ৫ ৫। আসল এবং ৮৭১০ টাকা সুদ ৯ পণা ৫ সন ৮৭৯। ৫ ছয়। ১৮৭৬। ২৯ এ অ ই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়া সেওয়া হয়। সেখার কিস্তির হিসাব করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিলেন। অ ২৮৯ সুদ ৯১৮০। মকার অন্তরস্থ ৯ ই ৫ ৫ ৫ ৫ গণনা করিয়া হিসেব। দ্বিতীয় ২ সুদ ৯ ৫ ৫ লণ্ড করিয়ে অসম্ভব হয়। ৮ ৫ এ ই ৫ অ মাসের কথা সেওয়া হয়। সুদের কি ৯ ৫ ৫ ই। সেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সাল সে আসামের হইতে টাকা টাঁহারা সন।

১৮৭৭। ১৮ ই সেপ্টেম্বর উকিলের এম মাসের মন করেন, ঐ আসের এই আপী সন ৯ ৫ ৫ আসেরের কিস্তি ৩০৯১০ ই ৫ ৫ মাসের সাসা ৯ ৫ ৫ কিস্তি খেলাপ টাকা না সেওয়া। সে সময়ের টাকার উপর সরকার ১২ টাকা ৫ সন সুদ ধরা ঐ টাকা হইয়াছে। এ ফরাসী আসারে আপত্তি উত্থাপন করেন। সমার সময়ের ৮ ই ৫ ই মুলাই সে মাস সেম আসারে কিস্তি ৫ সন সোলেমায়ার আসে স্পষ্ট হয়া যাইতেছে। ৫ ৫ খেলাপ হইলে ডিক্রীদার সেওয়া কিস্তির না ৫ ৫ আসা সুদের পরিবর্ত্তে মাসিক এক টাকা ৫০ পাইবে। উকিল পক্ষ ঐ মাসের বিপক্ষে মাস আপী আপীল করিলেন। হাইকোর্ট ১৮৮০ সালের ১৫ এ ফেব্রুয়ারি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, কিস্তি খেলাপ হইলে ডিক্রীদার মাসারই মাসিক এক টাকার হিসাবে সুদ পাইবেন। কিন্তু সমুদায় সেখার উপরই এক টাকা করিয়া সুদ পাইবেন না। কিস্তি সেপ্টেম্বরের বিচারপতিরা হাইকোর্টের মতে ৫ ৫ ন ই। সেখাপড়াতে মাসিক এই আনা সুদের কথা আছে। কিস্তি খেলাপ হইলে এম টাকা সুদের মাসুল সিদ্ধ হয় ৫ মাসা হইয়াছে। আসলে মাসুল মাসী হইতে আদায়ের পাইতে

পারিলে, এই ব বুদ্ধি এর পরি এই বিচারপতিরা মাসার অনুরোধে মাসিক মাসী ৫ ৫ ৫ ৫ টাকা বার্ষিক সুদ ৬ টাকা সুদের মাসিক ৫ ৫ ৫ ৫

[illegible] [illegible] [illegible] [

ছিলি নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন। লোকটী মাদিক ৬৲ টাকা।

আরমিনি সাহেবের কার্য্য এক ব্যক্তি হাইকো

ক্ত সাহেব দুই। তাহার আহ্বান মেরে। কিন্তু তাহার সময় ভোট ইহার আপীল হইয়াছিল। তাহার বিচারে সেসন জজের রায় বহাল রাখিয়াছেন। এই বিষয় সোর্ট্‌ষিপ জজ্‌সাহেব ভোগ করিতেছেন। অন্যান্যের পরিবর্ত্তনের সোর্ট্‌ষিপ সাহেবদিগের সহিত সহানুভূতি নাই বলিয়া কি?

হাইকোর্ট এ তুলিয়াছেন, এ স্বীয় নিজের সাক্ষি পরীক্ষার্থীর ভার ও বায়ভার করিয়া দেওয়া উচিত আরমিনের এক হিসাব সওয়ালের ভার ইহা। তিনি তাহার সাহেবকে এতদ্বিষয় বিশেষ ভোট করিয়াছেন। তাহা যাহা হিসাবে তাহা ৬৲ টাকা হইয়াছে। এই টাকা সাহেব দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তাহা বিচারে ৬৲ টাকা দিতে হইবে।

পুলিসের [illegible] এই [illegible] বিষয় [illegible] বিষয়াছিলেন।

আমরা ও কথা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। [illegible] ভাহাতে যখন [illegible] হইয়া উঠিয়া [illegible] ভাহাতে কাল সপ [illegible] হইয়াছে। সে ভোরে পাইপুর [illegible] ৫ কাটে এরূপ [illegible] পাকড় [illegible] ভাহার মুখ [illegible] ভাহাতে মুখ [illegible] ছাড়ে ও [illegible] পাইয়াছে।

আমরা ও কথা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। [illegible] নাল বিষ ভাহে আরোগ্য হইয়াছেন। [illegible] ব্যক্তি একজন পুরাতন্ত্রবিৎ পণ্ডিত।

আর কাল দূর করিতে কিছু হয় না বলিয়া [illegible] লোকের এখন বুদ্ধি হইয়াছে। মারধর করিলে হত ও [illegible] পুলিস কাছে ভোর কথায় মার [illegible] পড়া সাধারণ লোকের পক্ষে হইয়াছে। যার [illegible] এক্ষণকার পক্ষে দূর করিয়া ভোলে। চালকিতে, তাহা ভাঙ্গাকাঠ, কবিরাজ এরাণ্ডের আঁটুরে ছুরিয়া ভোল ভোলের মুখে [illegible] হইয়াছে দেখিলে পাওয়া যাইতেছে। লোকে কথায় কথায় দূর করিতে বলিয়া থাকে। কিন্তু আসামিদের [illegible] কি ভোরে? এ [illegible] ভোলে যে আসামির এখনে আসী হয়ে, [illegible] সেই আসামির [illegible]

[illegible] করিয়াছে। [illegible] ইহা [illegible] ভাহার [illegible] ভাহার [illegible] ভাহার

[illegible] বিবাহ [illegible] ঘটিয়াছে। এ স্থলে বলা বাহুল্য, [illegible] ইহা বন্ধ, ইহা এরূপ ভাবিয়া [illegible] ছাত্রীদের বাসস্থানের [illegible] ছাত্রীরা ?

[illegible] ইহার পরিবর্ত্তে উপরোক্ত সর্ত্তগুলির [illegible] পাঠাইতে পরিবারে।

মেসোপুরের অধিবাসীরা ডাক্তারিদের [illegible] ছাত্র দুই [illegible] ইহারা মধ্যবিত্তশ্রেণীর [illegible], ধন [illegible] বিবাহ [illegible] জন্য লোক [illegible] করিয়াছেন।

দূরদর্শন অন্তর্গত কুমিল্লা হইতে আমাদিগের সংবাদদাতা লিখিতেছেন, কুমিল্লার [illegible] অপরাধে বিবাহ [illegible] হইয়াছে, [illegible] নিকট এজন্য নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে কন্যার [illegible] বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে কন্যার মতে বিবাহ হইতে পারে না, অথবা যদি কন্যার মাতার মতে বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহা দৃঢ়িত হইবে না, যেহেতু না পিতার মতানুসারে মাতার মতে বিবাহ হইতে পারে না। অনেক উকীল মোক্তার এ ব্যবস্থায় উৎসাহ দিয়াছেন। কন্যার বিবাহ অধিক হইলে দুঃখের কি তাহার বিবাহ হইবে ? পিতার অমতের লোক কি এ কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে ? " দুঃখের সম্মতে " বলিলে আর যে দুঃখের যায়।

বরোদার পরিসংখ্যা সভার অধিবেশনে পরীক্ষায় যত [illegible] বিবাহ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন [illegible] হইয়াছিল তাহাতে অনেক পরীক্ষার্থিনী উহার [illegible] দেখাইয়া অধিক বিবাহপ্রথা উৎপাটিত করিয়াছেন। [illegible] ২৯ জন মহিলা বলিয়াছেন, তাহা হইলে দুঃখিত কন্যাদের বিবাহ হওয়া কঠিন। প্রকৃতপক্ষে ইহা ভাল নহে। শিক্ষা দ্বারা দেখিয়া শুনিয়া বরের মতে বিবাহ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমাদী বারে একটি সভায় পাঠকদলের পাঠার প্রকাশ করা যাইবে।

বরোদার [illegible] সভায় এতদ্বারা বিবাহবিষয়ে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে।

বিবাহ সম্বন্ধে বালিকার [illegible] কন্যার [illegible] জন্য শিক্ষার একটি সভা হইয়াছিল। এই সভার সভ্যেরা তাঁহাদিগের কার্য্য [illegible] করিতেছেন।

আমাদী ১ লা আষাঢ়ের মিরাতে [illegible] বেগের ডাক্তারিখানার [illegible] ছাত্র [illegible] ছাত্রীদের একটি [illegible] হইবে। তিনি [illegible] তাহাদের [illegible] অভিমতি [illegible] সভায় [illegible] করিবেন। [illegible], [illegible], [illegible] বেগম [illegible] ডাক্তারি [illegible] [illegible] [illegible] করিবেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [

২১ এ জুলাই ওইলমুডিয়ে কর্ণেলসাহেবের সেরেস্তার ৭৫০ টাকা পুলিসে একটী গুরুতর অপরাধের বিষয় কাহে পত্র লিখা যায়, উক্ত প্রকারে অল্প অল্প বিস্তর করিয়া টাকা অপহরণ করিয়াছে। পুলিসের কিছুই এই কাণ্ড। পুলিসের তদন্তের ভারে বিভাবিত হইয়াছে।

অপহারিত ৭৫০ টাকার এক পি আনা হেড পুলিস করিয়া পুলিসার ট্রেজারি হইতে টাকা আনা টাকা দেয়। এখনে ঐ হেড আনা বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে।

ইন্সিডেন্টের প্রতিবাদ ডাকমুন্সি পত্র সময় পত্র-পত্র তদন্তুসারের সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। অনেক সমালাপের পর তুলাবলি তাহিতে প্রথা উঠাইয়া দিবার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন,পত্রের মর্ম পাকিলে আপনি পড়িয়া যায় তাহাই ভাল। তাঁচারবেলায় চেঁড়া ভাল নহে।

১৯ এ আগষ্ট শুক্রবার বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব অলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বলোহর ও খুলনা দেখিয়া ৩রা সেপ্টেম্বরে উপনীত হইবেন।

মৌলবিয়ে মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারি ও ইঞ্জিনিয়রকে বিনা দোষে কর্ম্মচ্যুত করাতে তিনি চারি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী দিয়া মিউনিসিপালিটীর নামে নালিশ করিয়াছিলেন। বিচারে চারি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন। এ সংবাদটীর অর্থ ও আমরা বুঝিতে পা। বিনা-দোষে কি কেহ কাহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন? মিউনিসিপালিটী হইয়া কমিসনারদিগের ও এই ক্ষমতা দেখিতে পাই, তাঁহারা পেটে ধরিয়া টাকা দেন,তার কতকগুলি লোকে দোষের পূরণ করেন।

উত্তর অ কটের অতি উচ্চ পাহাড়ের শিখরদেশে একটী বেধশালির আছে। গত গ্রীষ্মের সময়ে এই মানমন্দিরের কাছে কাছে অনেক গুলি ঘর হইয়া কাটিয়া গিয়াছিল। এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হয়। স্থির হইয়াছে পাহাড়ের শিখরদেশে সুবীয় কৌজ ভিন্ন আর কাহাকেই এরূপ ঘরটা হইবে না।

ফ্রন্স রুষ্ণ যুদ্ধের সময়ে অনেকেই পালাবের লাভ করিয়াছেন। পালাস রুষ্ণ দৈন্যবিদের দৈন্যপত্তা করিয়াছিলেন। ইঁহারা অতি অল্পকাল সহায় থাকি। বিবাহ পালা একজন জন্ম লোক। সুলতান তাঁহাকে বিশেষরী আদর করিয়া তাঁহার অভ্যন্তরবর্তিনী তাঁহাদের সহিত স্থানে নির্দ্দিষ্ট করেন এবং তদনন্তর পালাসে বিবাহ পালার পরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অতিশয়ে আদিবে যেন তাহা তাঁহার নিকট সংবাদ যেন। এরূপ প্রতিপন্ন

বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। তাহাতে তত্ত্ব লোকের মনে নিজ নিজ অবস্থা হারাম সাধারণ বুদ্ধি হইতেছে। এখানে ঐরূপ নিজ বেতন ও নিজ নিয়মের ঐ সাময়িক বিদ্যালয় থাকিলে ঐ অবস্থা হারাম এক প্রকার নষ্ট হয়, কৃষক শ্রেণীর দ্বারা করিয়া আইসে, পুলিস তত্ত্ব প্রকারের নাম হইলে এত লোক সেপাইগিরির তত্ত্ব না।

এতদ্দেশ চরিত্রোপযোগী চিকিৎসক ওয়াইজ সাহেব এত সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি নিজের অভিপ্রায়ের অনুসারে সহরাইয়া পাঁচ জন লোক ও আর নিযুক্ত করিয়াছেন। তদ্দেশোপযোগী এ বিষয়টীর শিক্ষা করিবে, যাহা এদী ওয়াইজের প্রকৃত গুণ বলিয়া গণ্য হয় তাহা হইলে অনুমান হয়,এতদ্দেশে অনেক বাসন সাধারণ হয়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

ফরাসডাঙ্গার বিবাহপ্রণালী বড় কৌতুকাবহ। বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রে বরের অনেক অর্থ ব্যয় হয়। কন্যা বরের অনেক অর্থ ব্যয় করে। কন্যাকে এরূপ অর্থ ব্যয় না করিলে বিবাহ হইতে পারে না। যদি কন্যার পিতা বিবাহের সময় অর্থ না পাইলে বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। এইরূপ বিবাহের একটী অর্থ আছে। বর যদি কন্যার পক্ষে অযোগ্য হয়, তাহা হইলে কেহ সেই অর্থ ব্যয় করিয়া কন্যাকে বিবাহ করে না।

এবারের বৃক্ষ বিবাহে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে রাত্রে কন্যাকর্ত্তার যেরূপ ব্যয় হইয়াছে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। গ্রামবাসিনী ৪০০ কাহার কর্ম্ম করিয়াছিল। পরদিন প্রত্যেককে ৩০০ টাকা টাকা দিয়াছেন। অন্যান্য ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলে এইরূপ বৃদ্ধির অভাবে পাঁচশত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

চীনেরা শিক্ষা ব্যবসায় উন্নত ছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, একবার দেখুন। ৪০ বৎসরবয়স্ক একজন চীনের প্রত্যহ মৃত্যু মাত্রা ঔষধি ছিল। মৃত্যু সময়ের ঔষধাবলম্বনে ঘরে না যা পুত্রকে প্রেরণ করিতেন। একদিন ঐ ব্যক্তি মাতার নিকট গমন করিয়া কোন ঔষধ অধিকক্ষণ ব্যবহার করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করাতে যে ব্যক্তি উত্তর করিল, মাতা আমাকে পুত্রে যেরূপ ঔষধ শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহা আমাকে বলিতে পারিবে না। তিনি আমাকে বলের প্রকার করিতে পারেন নাই। তিনি হইয়াছে সময়ে ঔষধ বলিতে হইতেছে, বুদ্ধি নীয় চীনদেশোপযোগী হয়।

অষ্ট্রেলিয়ায় একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এক কপিং আমেরিকার সময়ে একখণ্ড মহৎ পুরুষ একটী বেলুনারোহণ করিয়া ভাসমান হইতে ৫ মাইল উচ্চে উঠিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি নাম ঔষধ বেলুনে আরোহণ কর

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় সেণ্টরাল গবর্ণমেণ্ট

রের আসেসাপুসারী

বিজ্ঞাপন।

ব এবং এ সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন।

** এ মুদ্রাঙ্কনে দোষরহিত হইবে।

অতিরিক্ত জীবন ইন্সিওরেন্স কমিশনার ডব্লু. সি, এস মহাশয়ের বিনা বিলম্বে কার্য্য পরিচালনার অনুমতি হইয়াছে।

ন'ভেম্বর পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীপদী মজুমদী মোকদ্দমার শুনানী হইবেক।

ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত এম, এস মহাশয়কর্ত্তৃক পরিদর্শন নিমিত্ত বঙ্গদেশের অন্য জিলায় তৃতীয়শ্রেণীর বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন

তুর্কিস্তানের অন্তর্গত রাজধানের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এস, বি বিল এবীয়ার অন্তর্গত মেহেরপুর বদলী হইলেন।

পাবনা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমৃতলাল রায় পরিদর্শনার্থে অন্তর্গত রাজধানে বদলী হইলেন।

হুগলীর অন্তর্গত রাজধানের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায় উনিশ ১৭ ই জুলাই যে আদেশ হয়, তাহা ১৮ই তারিখে উহাদের কার্য্যালয়ে সমর প্রচার বদলী করা হইল।

বীরভূমের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজকৃষ্ণ বেল মহাশয় অন্তর্গত পাকুড়ের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গঙ্গা নারায়ণ চন্দ্র বীরভূমের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

বঙ্গদেশীয় ব রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি মেকেঞ্জি এস, সে ছেলেদের স্কুল পরীক্ষা ভেটের ভার গ্রহণ করিলেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের এডিসিনি সেক্রেটারি এ, সি মাকেঞ্জি ৯ দিন অনুপস্থিতি পরে বাহিরে এডিসিনি হইলেন।

আ, এস, ডাবলেস ৩ য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন। এ পর্য্যন্ত ২ য় আদেশ না হয় তাবৎ ইনি পাবনার ২ য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

২ য় শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই যে মুরে ১ ম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এম,এ বি ও সিবিল সর্ভিসের প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন কিন্তু কলিকাতা, বহরমপুর প্রেসিডেন্সি জেলের ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ষ্টেসনের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি, হো ওয়েলস ২ য় শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্তপদে অভিষিক্ত এবং অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডিপ্রিসেলস বিনা বিলম্বে বদলী ২ য় শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন কিন্তু ৩ মাস কাল কার্য্য করিবেন।

এস এস ডাবিসন বিনা বিলম্বে বদলী ২ য় শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। বিশ্ব ঔষধ, আর

ষ্টেসনে বিনা ও পাকুড়ের, ম্যাজিষ্ট্রেটের বিনা। যত যে ভেদ বিনা, ভূমিকম্পের বিনা যত দুর ও দুর ঘটিল না।

ডেপুটীবাবু ভবিষ্যতে কার্য্যের উন্নতির আশায় কহিলেন। তিনি কলেক্টরীর কর্ম্মচারীদের ভাল ও উৎসাহ। তাহারা সাহেব বিনাকে ডেপুটীদিগের ও জীবনের ভাল বাসেন না। তিনি তিনি অন্যায় দেখা। তিনি কি আমলাদিগকে ভাল বাসিতে পারিবেন এবং তাহার জীবনের উন্নতির আশা করিবেন? এইরূপ সন্দিগ্ধ আমলাদের অন্তরে ভাবে সৌহার্দ্দ্য আছে

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টে সিবিলিয়ানদিগের ভাল একটী বিজ্ঞাপনী নামল করিয়াছেন। অনুমোদন ও ডেপুটী কলিসনরদিগের অন্তরে মুন্সেফদিগের সহিত সরকারী তোল কার্য্য উপলক্ষে তোল ভাবে ব্যবহার আয়োজন হইবে তাহাদিগকে ৫ টাকার অধিক পাথের দান পাইবেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে তাহাদিগের দৈনিক পাথের দান মাসে মাত্র টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সাহেবের বঙ্গদেশীয় সামন্তরাজা নাবালী অবলম্বন করিয়াছে। তিনি বঙ্গদেশীয় বিষয়ে দানের অধিকার শীকৃত করিয়া তাহাদিগের টাকার উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদানের অভিপ্রায়ই বঙ্গদেশের নিবাহনে আয়োজন করিয়াছেন।

পাবনা ইসনা এবং পাবনা জেলার দুর্ভিক্ষপীড়ীত লোকেরা পাবনার সাঁথাজেলার গাজার মে. গ্রহণ করিয়া দুরন্তের জন্য কর্ম্মচারিদিগকে আক্রান্ত, দিয়াছে। দুরন্ত গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে বিনামিক করিবার জন্য ঐরীয় প্রজাদিগের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে অন্ন দুরন্তের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

পলায়নকারী জমাদার দুর্ব্বাসা নিবন্ধের পুত্র জমাদার বলাল নিবন্ধে দুষ্টি দিয়া কারাগারে উৎসবে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি নিজার নিরপরাধ কি ছিল বা ছিল কিছুই বলিতে পারেন নাই, পরে তিন জমাদার বলিয়া তাহার মেই সকল বলিতে পারেন এবং তাঁহার নিম্ন প্রজারা উত্তেজিত হয়, এই ভয়ে তাঁহাকে জমাদারের আফিসে রাখা হয় না। ষ্টেসনবাস করিবারের তিনি তিন চারি মাস হইল উত্তিয়া আসিয়াছেন পলায়নকারীকে তাঁহার ষ্টেসনে আসিবার জন্য একজন এজেন্ট ও একজন মসিনিটার নিযুক্ত করিয়াছেন।

গত বুধবারিবারের পূর্ব্বে দুরন্ত উপায় বেলা বারে বাজার সময়ে আমাদিগের ডেপুটী কর্ণেল বাবু বাবুর বেল মোকিতে যান। তিনি বেল আসার আসে ডাকাতের পরিচয় করেন। তাহাদের পরিচয়ের ভাব এই বেল ভীষণ দস্যু হইবে বোধ হয়। তাহারা বাবু ভবিষ্যতে ও তার ভীষণের ভার লয়।

গত ৩০ এ জুলাই ডাকিবারী বেল মহাশয় ডেপুটী ষ্টেসন মাসের এক এ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বিদেশ। তার পর এ এই বাবু দুর্ভিক্ষপীড়ীত ডেপুটী ও ৪ ডেপুটী ডেপুটী বাবুদিগকে ভিন্নভাবী ভিন্নার এ মাসের ডেপুটীরা ভীষণ সাহায্যে ভাবিয়া আসিবে এবং তাহা দিবার আগে যে অনেকের ভিন্ন আল হইবার ডেপুটী পাইবা ভিন্নাকে ভয় করে। ভিন্নার অনেক বীর ভিন্ন বঙ্গদেশ ছাড়িয়া পরিত্রাণের সহিত-আত্মাবাদের আশ্রয় লইয়াছে।

কলিকাতার টেলিগ্রাফের তুরীর ঘোষণাপত্র ভিন্নিতে না ভিন্নিতে ঘোষণাপত্রের টেলিগ্রাম তুরীর ঘোষণাপত্র ঈশ্বরিত হইয়াছে। গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে প্রায় ৩০০০ টাকার ঘোষণা তুরী দিয়াছে। তার বাইবেলে প্রথমে টেলিগ্রামে পাঠান ভিন তারাবিদেরই আশ্রয় একখানি তুরী করে। ঘোঃ ৩০০০ ঘোষণা ঘোষণা টেলিগ্রামের নিকটেই তুরীকার ভিন্নার পুরিয়া রাখিয়াছিল। পুরিয় অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছে, প্রহরীর আশ্রয়ের নিকটে কতক পরিমাণ ভিন্ন, তাহাও বাহির হইয়াছে। ইহা ভেই বলে যে তখন ভেই-তুরীকর।

বাবু বিনিবাসুর বাবু এডিসেন সেরীর তুরি বিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়া ভেপে ভিন্নার আসিয়া ভেন। বিনিন বহু পরীক্ষার ভিতর হইয়াছিলেন। ইসলামের প্রধান এডিসনপরেরে লোনাইয়ের পর যে স্থানে যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে ইনি সর্ব্বোচ্চ হইয়া প্রথম তুরি লাভ করেন এবং ভিন্নকালের জন্য এই সভার একজন সভ্য, হইয়াছেন। ইনি গত বারে ইহিয়ার্ড ও ব্রুনিংএর ন্যায় সভার পরীক্ষায় ভিন্নোয় পাঠিয়াছেন। গত পরীক্ষা ভিন্নিবার পরীক্ষার উত্তীর্ণ ভাল্যথকে পাঠ পত্র ও ছবি পত্র টাকার ছবি দু ও বিদায় বাবস্থা আছে। বিনিন বাবু এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম তুরিই লাভ হইয়াছেন ইহার নাম বাবু, যে ভারতবর্ষী ইংলণ্ডে বিদ্যাভিলেন, তিনি বাবুর ভেপে আসার এতদিনে এই ৩ দে ভেপে এমন পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। ইহার প্রত্যেক বিনিন লাভ হইয়াছে, এই কারণে উক্ত সাহেবের অনুরূপ ইহাকে অতিরিক্ত আর এক বৎসর তুরি দিবার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা আমরা করি ইসলাম সাহেব ইহাঁর উপকারার্থ আর এক বৎসর তুরি দানে ক্ষমাপত্র করিবেন না।

করেন যা হয় আমরা ইহা করিতেছি উহাতে ও তেমন করেন করিবেন।

রঙ্গপুরের প্রাইমারি স্কুল ইন্সপেক্টার এক, সে ডিস্ট্রিক্টে ১৪ জেলার মাইনর স্কুলের, ইহাদের এক ইন্সপেক্টার যা করেন তাহা করিতে গিয়া আমাদের এত খুব আর প্রতিদিন ৪ মাইল হাঁটিতে হইলে। ৪ জেলার মাইনর স্কুল ও পাঠশালা এইরূপ।

[illegible] আমাদের [illegible]

বিচারালয়ের বিবরণ।

বিচারালয়ের [illegible] ইহার সম্বন্ধে [illegible]

[illegible] ৪ বিচারে ৪ [illegible]

[illegible] ৪ বিচারে ৪ [illegible]

[illegible] ৪ [illegible]

[illegible] ৪ [illegible]

[illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible]
লিখিত চিকিৎসার [illegible]
[illegible]
ছাপড়িয়াপটী, কলিকাতা [illegible]
পুর ডাকঘর, খোলা ২৯ বৈশাখ।

তবে যাঁহারা বিনামূল্যে ঔষধালয় বা মাসিক পত্রাদি চেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ফলেজ ষ্ট্রীট ৮৭ নং মাণিকের পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনকারে আমাদিগকে জানাইতেছি, যাঁহারা মেয়াদকালের বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা মেয়াদকালের পরিচয় করিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। অথবা বিজ্ঞাপন প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵ আনা।

৺ উমাচরণ কবিরাজের ঔষধালয়।

১৩৫ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদবিহিত সর্ব্বপ্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃতাদি নমুনা উচিত মূল্যে পাঠান যায়।

সঞ্জীবনী রস।

প্রদর, পেটব্যথা, অম্বরোগ, আম প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ ফোটার মূল্য ২ টাকা।

৩০ বৎসরের পুরাতন ঘৃত।

মূর্চ্ছা, উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি রোগে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকারক। এক সের শিশির মূল্য ৫ টাকা।

শ্রীউমাচরণ রায় কবিরাজ।

রেজিষ্টরি করা। Registered.

সকল প্রকার রোগেরই

পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

ডাকমাশুল ৵০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে [illegible] [illegible] [illegible]

পুরুষদের স্নান, পিপাসা, অতি মদ প্রভৃতি উপসর্গ সকল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া "প্রফুল্ল হাদে ও পরিষ্কার" স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী মূল্য ১ টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আপনার ৬৪৪। ও মধুমেহের ঔষধ ও মোদক দুই সপ্ত ২ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। বোধ করি আপনার উপদেশমত ব্যবহার করিলে পূর্ণ রূপে অধিক উপকার হইত। প্রকৃতপক্ষে প্রস্রাব দুই বেলা মোদক ব্যবহার করিতে পারি নাই বলিয়া মনে এত একবার ব্যবহার করিয়াছি ও কোন বিষয় প্রকাশ করি নাই। ঔষধ অতি অল্প ব্যবহার করিয়াছি। ২১ এ বৈশাখ সন ১২৯১ সাল।

বশম্বদ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আঢ্য বি কবিরাজ মহাশয় সমীপেষু।

কুসুম মঞ্জরী

বাজীকরণ মেহমার অদ্বিতীয় মহৌষধ।

ইহা সেবনে যে সকল স্ত্রীলোকদিগের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে বা পরে কটিদেশ বেদনা হয় ও পেটে বিল ধরে, বক্ষোরোগ যত প্রবল, রক্ত প্রদর অধিক পরিমাণে বেতঃস্রাব ও অন্যান্য রোগের প্রাবল্য থাকুক ইহা সেবন করিলে সকল বিনষ্ট হইয়া শরীর অতি বাধাক দৃঢ় হবে, নষ্ট বিষয়ের অধিক শক্তি হইবে। মূল্য ১ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র ৵০ আনা।

রতি-বিলাস তৈল।

অতি সুগন্ধযুক্ত মোহনী ভিন্ন তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে বায়ু হাস, শিরঃ পীড়া আধাশিরা, আধাঘোরা ও অনিদ্রা দূর হয় অধিক শীতল, দুগ্ধ ফেন, ফোকল, ঘোড়া পক্ষ ও উদ্ধত কুঞ্চিত হয় গায়ে মাখিলে ছুলকনা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ থাকে না। অধিক মোহকে মন মোহিত হয়। ইহা ব্যবহারে মেহের অল্পতা হয় না। এক শিশি ১৷৵০, ৮ ঔন্স ২৷৵ ডাক মাশুল ৵০, পার্শ্বিং ১০, ২ শিশি ডাকমাশুল ১৷০, পার্শ্বিং ৵০। অধিক লইলে আলাদিয়া বন্দোবস্ত।

মেহাবৃতরস।

এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবজনীয় আলা ও জ্বালা নিবৃত্তি, ধাতু প্রবল, মূত্রকৃচ্ছ্র মোচিয়াছে যত্নে হ্রাস পাওয়া এবং এই সকল রোগজনিত জন্য, অধিকের দীর্ঘতর, হস্ত পদাদির দাহ পাণ্ডুরোগ মেহাদি রোগ সমূহ সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। এক শিশির মূল্য ১৷৵০ পার্শ্বিং ৵০ আনা।

উদাসীন হইবেন না।

সর্ব্বপ্রকার অল্প রোগের [illegible]

টহা ব্যবহারে বুক জ্বালা, [illegible] ও বমন, অম্লাধিক্য অরুচি, [illegible], বেদনা, অ মাশয়, চক্ষু হস্ত পদাদিতে [illegible], অম্লপেত্তিক জ্বর, প্রবিষ উপস্থিত [illegible] ও ঐ সকল আকার অল্পেই [illegible] মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য [illegible] আনা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ [illegible] লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ লিথোগ্রাফী।

১৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট মানচিত্র, ম্যাপ সংক্রান্ত এবং অন্যান্যপ্রকার মার্কিন্টাইল উপযোগী সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি মুদ্রিত প্রকাশিত হইয়াছে।—

ভারতসঙ্গীত ৷৵০, বেহুলা প্রথমভাগ ৵০, Durga Nandini or The Chieftain Daughter ১০, দেবী চৌধুরাণী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত) ১৷ এক পয়সা কি ? পাকা আনার ৵০, ছাদের পয়সা ১ এক মহিলা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৵০, মেহিনী [illegible] ৵০, মেঘনাদ ১৷, পাষাণী ১৷, বিবাহের [illegible] ১৷, পাঁচ পয়সার বই (প্রথমভাগ) ৷৵০, জীহা[illegible] আবশ্যকীয়তি ৵০, বর্ণশিক্ষা ১৷৵০, ভারতিনী ১৷০ উপদেশ ৷৵, কবিতা কল্পলতা ।০, মুক্তি এবং [illegible] সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ ১৷০, ভিক্টোরিয়া [illegible] ছাল বাসা ৵০, প্রকৃতিবাদ অভিধান ৫, সরল অভিধান ৷০, গৌতম মন্বন্তরবিবৃতি ৷৵০, [illegible] ৵০, বাঙ্গালা মোহিনী পুস্তক ৷৵০, Half hour with Nature ৷০, Ancient world ৷৵ Modern world ১৷০, Speeches of Lord Ripon ৵ A cal ndar, (For ascertaining any day of the week for any given time within the present century ৷০, Students guide ১৷০ মাইকেল ৷ ৵০, বালালতা ২২ ৵০, অন্নপূর্ণা, [illegible] ৵০, মাধবীলতা অর্দ্ধেক ৵০। Model questions with answer on the companion reader. By H. C. Sur, B. A B L. Price 1—8. Postage 1 Anna

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহাশয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ চাঁদপাল—মাইসাদ ১২
" [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]—
[illegible] ১৷০
" [illegible] মুখোপাধ্যায়—[illegible] ১৷০
" [illegible] নারায়ণ রায়—[illegible] ৬
" [illegible] মুখ—[illegible] ৭
" [illegible] কুমু—[illegible] ৭
" [illegible] রায়—[illegible] ৭
" [illegible] চট্টোপাধ্যায়—[illegible] ৭
" [illegible] ৫
" [illegible] মিত্রের কোঙর—[illegible] ৭
" [illegible] মিত্র—[illegible] ৭
" [illegible] বসু—[illegible] ৬
" [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়—[illegible] ৪৷০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।

সমধর্ম্মক সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহিত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা অগ্রিম পত্র ডাকমাশুল সহিত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে অগ্রিম ত্রৈমাসিক ও বাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে প্রকাশে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা যে যে সময় অঙ্ক পাই করিয়া লিখিয়া অধিকারের অগ্রিম সোমাপত্র কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত কুলেশকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, হুণ্ডি, অথবা টিকিট, মণি অর্ডার, টহার অন্যতর দ্বারাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অঙ্ক আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। এবং বিশেষ বিশেষ কারণ ব্যতীত প্রেরিত মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা পাঠান বা ফিরে পাঠাইবেন, তাঁহাদিগের সেই ঠিকানা প্রেরণ করা যাইবে না।

যেসব সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপন [illegible] তাহাতে প্রথম তিন বার পর্য্যন্ত [illegible] ৷০ দুই বারা পাঠাইবার পর ৵০ এক আনা [illegible]

[illegible] এই পত্র অধিকাংশ মুদ্রিত [illegible] প্রথমে ডাকমাশুলের মূল্য [illegible] ডাকমাশুলের মূল্য [illegible] ডাকমাশুল [illegible]

আয়ুপ্রকাশ।

২৮ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তয়তি প্রকৃতিহিতায় যোগঃ ক্ষেমপ্রাপ্তী ন চ বিঘাতকরী ন চ ভীরুতা।" ৩য় সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাতুল মহের ১০ টাকা। বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮১ বাংলা ২৮ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮৪। ১১ ই আগষ্ট। | অগ্রিম বার্ষিক ৪৮, অমনি ডাকে মাতুল মহের বার্ষিক ৭ টাকা আনা।

বিজ্ঞাপন।

নূতন বঙ্গ শিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীনিবারণচন্দ্র নিয়ে কর্ত্তৃক প্রণীত।

এই পুস্তকখানি বালক বালিকাদিগের প্রথম শিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহা সকল স্কুলের ষ্টাফ সোসাইটিতে আছে। মূল্য ৵০ এক আনা মাত্র।

শ্রীনিবারণচন্দ্র নিয়ে।

ভাব প্রকাশ।

(মূল ও অনুবাদ)

ভাবমিশ্র নামক জনৈক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত। এই গ্রন্থে যে সকল বৈদ্যকীয় উপযোগী কথা আছে, তাহাতে সুকল বালকই শিক্ষিত হইতে পারে। আমরা, আমাদের নিজের চিকিৎসা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদের আবশ্যকীয় কার্য্য সকল কি বিষয়ে সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা পড়িলে বুঝিতে পারিব, এবং ডাক্তারী ঔষধ ও প্রভৃতি বালকের কিরূপ পরিবর্ত্তনে আবশ্যক, তাহাও জানিতে পারিবে। ইহা ভিন্ন ভাবমিশ্র নামক জনৈক বিজ্ঞ পণ্ডিত আয়ুর্ব্বেদের যে সকল বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিক ভাগ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদের বিষয় সমূহ ভালরূপে জানিতে পারিবে। [illegible] ভাবপ্রকাশ পাঠে [illegible] ভাবমিশ্র [illegible] ভাবপ্রকাশ

হইতে এই তৈল সেবনে শীঘ্র শরীর সবল ও সুস্থ হয়। এক শিশি মূল্য ৩, টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৵৹ আনা।

অনঙ্গসুন্দরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথা-ভারভারি মাথাঘোরা, আরকপালে, অধিক রৌদ্রতা, চক্ষে জল পড়া মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া, মাথা হই এ মস্তক পর্যন্ত টেটেরা ও লক্ষকাদি এবং কর্ণে পূঁজপড়া প্রভৃতি যাবতীয় রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, মেহের পুষ্টিসাধন করে, ব্রহ্মরন্ধ্র নিয়ন্ত্রিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক শীতল রাখে। ছয় শোয়া এক শিশি মূল্য ৩, টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৵৹ আনা।

বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকা ও বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় এই ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের।
অতি মনোহর গন্ধবিশিষ্ট

ভুবারবিন্দু তৈল।

মূল্য ১ শিশি ১৷৹ টাকা, প্যাকিং ৷৹ আনা।

ইহা বিশুদ্ধ বাদাম তৈলে রীতিমত ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। শীতলতাকারক মহৌষধ। ব্যবহারে ব্যক্তি যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ও মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য চিরতরে প্রস্থান করে। ইহাদ্বারা মর্দ্দন করিলে শরীর স্নিগ্ধ ও কোমল বহিয়া হয়, চিকণ ও কান্তিবিশিষ্ট হয়। উক্ত গুণ সম্বন্ধে সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও বিদ্যোৎসাহী সম্পাদি এবং সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যাহা বলিয়া গেছেন তাহা আবেদনে জানিতে পারিবেন।

সুধাময় ফিসেলারি, ভবানীপুর কলিকাতা।

ঐশ শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বহুবাজারাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞায়

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজের
আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১০৩ অথবা ৩৮ নং লোয়ার চিৎপুর রোড,
কৌড়বাটী বাগবাজার কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় মতের যাবতীয় ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি এবং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ সকলের মূল ও তাহার বঙ্গানুবাদ সহিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। বিশেষ রোগিদিগের পীড়ার অবস্থা অবগত হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রেরিত হয়। আমি নিজে উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করি।

বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকা ও বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় এই ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়।

ধাতুঘটিত সকলপ্রকার

এই ঔষধালয়ে [illegible] বিক্রয় হয়। [illegible] প্রস্তুত করিবার জন্য [illegible] প্রেরণ করিলে উহা [illegible] প্রস্তুত করিয়া [illegible] ৬, বাসাখরচ ও [illegible] প্রেরিত হয়।

১ ঘর ধাতুর ৭ পুরিয়া [illegible] ২
তোলার মূল্য ২৪
৭ ঘর হইতে ১২ [illegible] আনা।

ত্রৈলক্যবল্লভাখ্যবটী।
(বিটীয় আবর্ত্তন)

এই সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে [illegible] সকল রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য [illegible] সমস্ত তৈল ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ বিশেষ তন্ত্র হইতে বিধি উদ্ধৃত পাঠ দিয়া নেত্রোক্তিরিক্ত কতিপয় রোগের আরও কতকগুলি বিধি ঔষধ পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

মূল্য—৩ টাকা ও ডাক মাশুল— ।৹ আনা।

এ মাস মাসে পত্রাদি লিখিবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবি
আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়
১০৩ অথবা ৩৮ নং লোয়ার চিৎপুর রোড,
কৌড়বাটী বাগবাজার, কলিকাতা।

কেশ রঞ্জন কেশরঞ্জ।

বিলাতিবিক ঔষধগুলি ব্যবহার করিলে চুলের যে [illegible] হইয়া থাকে, তাহা [illegible] দৌরভ্য প্রদান করিয়া ও [illegible] ব্যবহারে [illegible] সমস্ত দোষ [illegible] ১ম শিশি ব্যবহারে [illegible] ২য় শিশি ব্যবহারে [illegible] ৩য় শিশি ব্যবহারে [illegible] আশ্চর্য্য লাভ করিবেন।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

এই ঔষধ এক সপ্তাহ ব্যবহার করিলে ধাতু দৌরভ্য, দূর হইয়া শরীর প্রফুল্ল থাকে, মস্তিষ্ক [illegible] হইতে অন্যত্র [illegible] হয়। ইহা [illegible] ও সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হয়। মূল্য ৩, টাকা ডাক মাশুল ।৹।

গণোরিয়া রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই মূল ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার ধাতুর দৌর্ব্বল্য নিশ্চয় আরোগ্য হয়। একবার আরোগ্য হইলে পুনরায় হইবার আশঙ্কা থাকে না।

অজীর্ণ রোগের ঔষধ।

যে কোন কারণে যেরূপে এই রোগের উৎপত্তি হউক না, এই ঔষধ ব্যবহারে [illegible] বিশেষরূপ আরোগ্য হইবে। [illegible]

রক্তশোধক ঔষধ।

[illegible] এ পর্য্যন্ত যত প্রকার [illegible] আছে, ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে পারা নাই, বারু, দুষ্ট, বিষদোষ, বক্রতা, মুখের [illegible] অন্ন বৃদ্ধি, অরুচিদোষ ও চর্ম্ম ব্যবহার এবং গণোরিয়া বিষ-জনিত দৌর্ব্বল্য ইহাতে নষ্ট হয়। যেরূপে ইহা ব্যবহার করিতে হয় তাহার ব্যবস্থাপত্র শিশির গায়ে লেখা আছে। মূল্য প্রতি বোতল ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৹ আনা।

সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়ায় আরোগ্যকারক মহৌষধ।

এই ঔষধ খাইলে পেটকাঁপি, অম্লশূলের কষ্ট, পেটকাঁপা, পেটে বেদনা, অপরিপাক, অরুচি, আমদোষ, মন্দ, উদরাময় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। ইহা সেবনে রোগারোগ্যের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। প্রিয়জনের কৌতার মহিত মোকদ্দমা করিয়া সেবন করা যায়। ছোট কৌটা ২, টাকা, বড় কৌটা ৩, টাকা। ডাকমাশুল ।৹ আনা। মূল্য না পাঠাইলে ঔষধ ভিঃ পিঃতে পাঠান হইয়া থাকে। অন্য প্রকার ঔষধের মূল্য যে পত্রে লেখা আছে তাহা ডাকে পাঠান যায়।

G. H. manager's Jawahir akbar medical Hall, near Machhodri Talab. Benares.

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কয়েকদিনের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন চাদড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার মূল্য গ্রহণের অধিকারী হন তিনি আমার নিকটই পত্র লিখিলে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

[illegible] সাহা } শ্রীহরকালের পত্নী।
[illegible] রা টৈত্র } চাদড়িপোতা
সোনারপুর ডাকঘর ২৪ পরগণা।

শ্রীযুক্ত রাধানাথ বিদ্যারত্নের প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে [illegible] কলিকাতা ৩৯ নং, হরকরা

যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিশেষর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীকৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র।

স্বাভাবিকপ্রেমের ও ধর্ম্মপ্রেমের তুলনা।

যে স্থলে অন্বেষণ করা যায় ও শিক্ষা, যাহা, চাহা কিম্বা প্রার্থনা সহকারে করিয়া ঈশ্বরাবাধনা করিতে পারিলে ও বাস্তবিক হওয়া যায়, সেই স্থানকে আমরা ধর্ম্মস্থান বা ধর্ম্মের স্থান বলি। যাহা হইতে ও যাহা দ্বারা ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদিগকে যাচা শিক্ষা বলে। যে অন্বেষণ বা অনুষ্ঠানের সহিত ধর্ম্মের যোগ আছে ও থাকিতে হইবে, তাহাদিগকে যাচা ক্রিয়া বলে। ঈশ্বরোদ্দেশে চিত্তবৃত্তির কার্য্যারম্ভের অগ্রেতে আমরা ভালবাসা বা প্রেমের কার্য্য দেখিতে পাই। ভালবাসা বা প্রেম কি? তাহার যোগ, তাহা কি? তাহার সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-নিয়ন্তার ও ধর্ম্মোপদেষ্টার সম্বন্ধ কি? সমাজে সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে এই তিনটি বিষয়ের মীমাংসা করা আবশ্যক।

পরমাণু সমূহের যেরূপ আকর্ষণশক্তি আছে, আমাদের চিত্তেরও সেইরূপ আকর্ষণশক্তি বা মিলনেচ্ছা আছে। পরমাণু ও চিত্তের এই আকর্ষণশক্তি কোথা হইতে আসিল? এ বিষয়ে বিজ্ঞ যত জ্ঞানী আছেন, এখনে আমরা মীমাংসা তাহা কিছুমাত্র অথবা বিশেষ সন্ধান করিতে অক্ষম। তবে পরমাণু ও চিত্তের আকর্ষণশক্তি আছে, ইহা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণসিদ্ধ। সমস্ত পরমাণু যেরূপ বিশ্বকর্ত্তা হইতে বিভিন্ন হয়, সেইরূপ আত্মাদিগের চিন্তাকর্ষণের মধ্যেও ভিন্ন আকর্ষণে বিশেষ আছে। সেই বিশেষে ভালবাসা বা প্রেমের উৎপত্তি হয়। অতএব ভালবাসা বা প্রেমের উপাদান কারণ

[illegible], নিবিড় আকর্ষণ বিশেষশক্তি বা বাসনা।

বিশ্বকর্ত্তার সংসারে আমাদের প্রত্যেক ক্ষেত্র স্বতন্ত্র ভাবে। এখনে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেখিতে পাই যে আমরা কাহারও নিকট হইতে কিছু পাইলে বা কাহারও দ্বারা উপকৃত হইলে তাহাদিগের অন্তরবর্ত্তী ভালবাসার সেই পরিমাণে আমরা আকৃষ্ট হই। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক ভাবে পূর্ব্ব প্রথমে মাতার সহিত মিলিত হয়; সুতরাং সেইজন্যই আমরা সর্ব্ব প্রথমে ভালবাসি, স্বপনে জ্ঞানস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে মাতা, ধাত্রী, পিতা প্রভৃতি যে যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণতার সহিত অন্তরবর্ত্তী ঘনিষ্ট হন, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে সেইরূপ ভাবে ভালবাসিতে আরম্ভ করি। স্বভাবের জ্ঞান বৃদ্ধি সহকারে স্বভাবের এই পরতন্ত্রতা হেতু চিন্তাকর্ষণের বিস্তার হইলে ক্রম অনুসারে যে জাতিবাসী গ্রামবাসী, প্রদেশবাসী ও দেশের নিবাসীকে সেই আকর্ষণের বিষয়ীভূত করি অর্থাৎ প্রিয় জ্ঞান করি। এইরূপে দৈনন্দিন মানুষ অনুরাগ হইতে আমার হৃদয়ের প্রসন্নতা ও জ্ঞানোন্নতি বহুমূল বর্দ্ধিত ও ক্রমাগত হয়, আমার শ্রেষ্ঠ মনঃপরিচালক স্বভাবের প্রতি ভক্তির আধিক্য হয় এবং তাহাতেই আমরা স্বভাবিশ্রিয়। বলি। যা জন্মিলে বা হৃদয়ের প্রসন্নতা ও অন্ন অন্নতা হেতু চিন্তাকর্ষণের মাধ্যাকর্ষণানুসারে স্বভাবপ্রিয়তার বৃদ্ধি হয়।

বাল্যকাল হইতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে একটি জিনিষ আমাদিগের নিকট সর্ব্বদা দেখিতে পাই। তাহাকে আমাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার সাধক বলি। তাহাদিগের আমাদিগের বিনাশক ও ক্ষতিকারক। যেমন ঘরটা, জীবন ধারণ, প্রথম ঘটনা আহার প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয় কার্য্য আমাদিগের সুখের নিমিত্ত কারণ। পক্ষান্তরে, ভীষণ গোখরা সর্পাদি, দুর্গন্ধ পূর্ণ স্থান তাহার জল বায়ু, ঘৃণাকর বৃক্ষছায়া, রোগদায়ক বস্তু প্রভৃতি আমাদিগের দুঃখদায়ক ও ক্ষতিকারক। এইরূপ অভ্যাসের সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ হইয়া এই প্রকার নিয়ম আছে। এই নিয়মানুসারে সমস্ত হেতু অভ্যাসের উপর মানবপ্রকৃতির এক প্রকার নিগূঢ় আসক্তি ও বিশ্বাস আছে। আমরা আমাদের এক অভ্যাসপ্রকৃতিকে ভালবাসি ও তাহার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হই। যখন অসময় দুর্দিনাদিতে ও প্রথম বাল্যাবস্থাতে আমরা ভিন্ন হই, তখন নিজ জন্মদাতার মুখে আহার পাইয়া স্তন হইতে অন্য পাই, প্রথম শৈশবাবস্থাতে যখন বর্ণাক্ষরজ্ঞানের হই, তখন নিজ জননী বিদ্যার মুখের সুশীতল

চাহিয়া ধরিতে শিখাই, ভিন্নদেশিয় হইলে মধীপক সুশোভনাক্ষরে স্বোক্তার চিত্রপটে লিখি। এইরূপে বাল্যকাল হইতে ঈশ্বরাবাধনের প্রতিবিধ নিয়মে নিয়তই সুখদাতার ও হিতসাধক অভ্যাসপ্রকৃতি সর্ব্বত্রে আমাদিগের সংকীর্ণ চিন্তাকর্ষণের বিষয়ীভূত হয় এবং সেই হেতু সর্ব্ব প্রথমে পাইয়া নিজ জন্মদাতা ও জন্মদাত্রী অভ্যাসপ্রকৃতিকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করি। আবার বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন আমরা চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করি, আমার বিদ্যা আমার প্রভাব নিজ আত্মীয় স্বজনের সাধ্যে সঙ্গে ও কল্যাণকর আবাসভূমি ও জন্মদাতা অভ্যাসপ্রকৃতিবিশ্রিয়তা প্রসন্নতা লাভ করিয়া জন্ম-সহচারীদিগের সহবাসাকাঙ্ক্ষ হইতে, স্বপ্রদেশে ও স্বদেশে এবং অন্যান্য জন্মভূমি-প্রকৃতিতে পরিণত হয়—ইহাকেই আমরা স্বদেশানুরাগিতা বলি। স্বদেশের প্রসন্নতা ও সংকীর্ণতা হেতু চিন্তাকর্ষণ ও সহবাসানুসারে স্বদেশানুরাগিতার ন্যূনাধিক্য হয়। এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে অন্তঃকরণ নিজের অধিবাসিত বর্দ্ধিষ্ণু মাতা ও জন্মস্থানের বিশুদ্ধ ভালবাসা বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানোন্নতির সহকারে যেমন২ শ্রেষ্ঠত্বে পরিণত হইয়া স্বজাতি ও স্বদেশকে ছায়া দান করে,—সামান্য চিন্তাকর্ষণের নাম অতি দূরস্থ স্বজাতিকে ও দূরস্থ স্বদেশকে হৃদয়ে ধরিয়া রেখে। হৃদয়ের এই প্রেমকে আমরা বিশ্ব ভেদে স্বজাতিপ্রিয়তা ও

॥

প্রেম কি ও তৎসম্বন্ধে স্বজাতিপ্রিয়তা ও স্বদেশানুরাগিতার সম্বন্ধ কি তাহা দেখান হইল। প্রেমের গুণ কি? প্রেমের প্রথম গুণ—যাহাকে ভালবাসা যায় সে কিসে ভাল থাকে, তাহার কিসে উন্নতি হয়—কিরূপে প্রিয়বস্তুর সর্ব্ব প্রকার বিষয়ের কল্যাণসাধন হয়, প্রেমিক সর্ব্বদা সেই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান ও তৎপর হন। প্রেমের এই গুণ থাকাতে প্রসন্নহৃদয় স্বজাতি ও স্বদেশ প্রেমিক কিরূপে স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতি ও কল্যাণসাধন হইবে, কি উপায়ে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিনাশ হইবে এই সকল চিন্তায় ও কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। যে ব্যক্তির হৃদয় তদ্বিপক্ষে অপ্রসন্ন, তিনি কিরূপে স্বদেশের ও তাহার অধিবাসীর উন্নতিসাধনে যত্নবান হন। তিনি তদপেক্ষা অপ্রসন্নহৃদয় তিনি নিজ গ্রাম ও গ্রামস্থ স্বজাতির ঐ সম্বন্ধে অযত্নবান হন। তিনি নিতান্ত সংকীর্ণহৃদয়, তিনি নিজ ভবন ও পরিবারের উন্নতিসাধনে ও বিপক্ষেরও নীরবভাব করেন। কিন্তু অন্যেরা প্রেমের একটী প্রধান

যেমন দেখা যায়। ঐ রোগের নাম অজ্ঞতা। অজ্ঞতাদোষে দৃষ্টিশক্তি দীর্ঘ হইলে রোগের প্রথমাবস্থা না বুঝিতে পারা যায়,—বুঝিতে পারা গেলেও রোগের কারণ প্রকাশ পায় না। রোগপ্রকাশে ঔষধের অব্যর্থ গুণ দৃষ্টির উপযুক্ত কার্য্য হইতে পায় না। রোগের অন্ধকারে ঔষধ অন্ধকারেই দেখিতে পায় না। রোগের উন্নতি ও বিকৃতাবস্থার স্বরূপের বিজ্ঞানিতের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করে না। যিনি ঔষধি ও ঔষধপ্রয়োগ, তিনি ঔষধের উপরি ও ঔষধের বিকৃতাবস্থা, অথবা রোগের, অথবা চারিত্র ঔষধের বিকৃতাবস্থা বিবেচনা করেন না। অথবের প্রতি অত্যাচার করিয়া ঔষধি ও ঔষধের বিকৃতাবস্থায় দৃষ্টি করেন না। ঐরূপ দৃষ্টিশূন্য হইলে চিকিৎসক নিজ পরিবার ও নিজের পক্ষে যা বিবাহস্থানে প্রতিবাদী বা প্রাণঘাতী রোগ যাহার বিবাহিতের প্রতি দৃষ্টি করেন না, প্রত্যুত, অনেক স্থলে অত্যাচার করেন। রোগ ও ব্যক্তির নিজ পক্ষ দর্শন আদৌ থাকে না, সমদর্শিতার কথা তিনি পান না, সুতরাং, বিবেচনা বিচার ও ব্যবহার তাঁহা হইতে সম্ভাবিত হয় না। পক্ষপাতী বিচার ও ব্যবহার তাঁহা হইতে অনেক স্থলে অনুষ্ঠিত হয়। যিনি ঔষধি ও রোগ সম্বন্ধে প্রধান অনুযোগী। তিনি স্থান পরিবর্তনের জন্য সাধারণ বিশ্রামাগার, বিশ্রামাগার, নানাবিধ ঐহিক সুখসম্পাদক কার্য্যালয় প্রভৃতি সংস্থাপনে যত্নবান—রোগের ঐ সম্পাদন জন্য [illegible] প্রকার সুকোমল সম্পন্ন তুলনা অট্টালিকা, না। মনে রাখিবে চিকিৎসক পুষ্পোদ্যান, প্রশস্ত রাজপথ, সুবিমল বিশালজলের জলাশয় প্রভৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী—রোগের মন বুঝিবার স্বাধীন ব্যবস্থার মানিয়া সকলকে সমুৎসুক। এই সকল কার্য্য সম্পাদন জন্য যদি অপর রোগ ও ঔষধের পরিবর্তনে ঔষধকে বিষে ও বিষকে ঔষধে পরিণত করিতে হয়, তাহাতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন—ঔষধ সমবয়সে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন গ্রাম নগর মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া করিয়া দেন—সমরনীতির মূল সূত্রক মুরুব্বী, বালক বালিকার ঘোর আক্রমণে ঔষধপ্রয়োগ জন্য কিছুমাত্র বিচলিত বা কাতর হন না, বরং পৌরুষ ভাব করে, এবং সাধারণের নিকট পূজা ও সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হয়, অধিকাংশ ডাক্তারদিগের মুখমুখ রীতিকার্য্যের বিষয় হয়, অনেকে বাদিনী রীতিমতাদিগের মুখমুখ করে গীত হয়। আবার যিনি নিতান্ত সংকীর্ণহৃদয় রোগিক, তিনি নিজ ঔষধ রোগ রোগা বৃদ্ধির জন্য দরিদ্রের পর্ণকুটীর উৎসন্ন দিয়া ধনসম্পন্নী রোগকুলের নিকটে সমস্ত অর্থ্যাদা করেন। প্রথমিনীর অনুযোগাদির জন্য ভিন্ন ভিন্নীকে মুষ্টিভিক্ষার পরামর্শ করিয়া সমস্ত রোগস্থান ঔষধ, কর্ত্তন, সমাধি, মুক্তার অধিকারের সংরক্ষণে অসমর্থ হইয়া দূর স্থানান্তরে [illegible] হন, তাহার পরে যদি রোগী [illegible] থাকে, তবে ঐ রোগীর প্রাণাধিক ও রোগ-চক্ষুর [illegible] ঔষধ সম্বন্ধে ঔষধি ও ঔষধি আবশ্যক পরিচয় দিয়া ঔষধের [illegible] করিতে হয়। ঔষধের [illegible] ঔষধের [illegible] ঔষধের [illegible]

[illegible] এবং [illegible] বাস করা বিধেয় [illegible]

[illegible] এলাহাবাদ।
[illegible] ৩৫ শে শ্রাবণ

[illegible] বিদ্যোৎসাহিনী বিদ্যালয়।

আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার।

মাননীয় ও মহাত্মন্ আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার স্থাপয়িতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ সরস্বতি মহাশয়ের আগমন করিয়া আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে যেরূপ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে সভার উদ্দেশ্য যে অতি সত্বর সফল হইবে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। ইতিমধ্যেই আর্য্যসমাজগণমধ্যে অনেকগুলি গ্রাম্য কুসংস্কার দূরীকরণ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। শাস্ত্রের সম্যক্ তাৎপর্য্য সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য নানা প্রস্তাব হইতেছে; তেজ বক্তিতেরা বক্তিতায় এবং ধর্ম্মী ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া প্রতিদিন হইতে স্থানে স্থানে ধর্ম্ম উজ্জ্বল হইতেছে, ভেদ অবিদ্বেষের কুজ্ঝটি মহাসাগরে অবিলম্বে ডুবিয়া হইতেছে। আমি এতদূর অগ্রসর হইলেও তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

আমি প্রায় দশ বৎসর হইল, ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা অবগত হইয়াছি। ইহার অনেক পূর্ব্বে যুবক আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা স্থাপিত হয়, শুনা যায়। যে ঐ সময়ে সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। সভার নিয়ম ও অনুষ্ঠান সভা হইতে প্রকাশিত ধর্ম্মপ্রচারক পত্রে লিপিবদ্ধ আছে, উহাতে মূল মূল ও ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। (১) মুসলমান শাসনের নিমিত্ত একলক্ষ টাকা সংগ্রহ, (২) স্থানে স্থানে শাখা সভাদি স্থাপন, পুস্তিকিত পত্রিকা বন্দোবস্তাদি বিষয়ের। সভা বর্ষারম্ভে উৎসবে বহুসংখ্যক আসেন, ইতিমধ্যে অনেকগুলি স্থানে শাখা সভা ও ধর্ম্ম ও ধর্ম্মিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং সভা হইতে অনেক ব্রহ্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। উক্ত সভার পূর্ব্বপাদ বর্ত্তমান ও শ্রীযুক্ত ভবচন্দ্রমণি মহাশয় আমি কালি তাঁহার যথেষ্ট গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপরিপূর্ণ পত্রে ব্যাখ্যাসহকারে উদ্ধৃত করিয়া কলিকাতা মহাসমাজে [illegible] করিয়াছেন, এবং উহার প্রধানপুরুষ সুযোগ্য সম্পাদক ও সংস্থাপক শ্রীযুক্তবাবু [illegible] অতীব সুযশঃ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় জীবন [illegible] উৎসর্গ করিয়া [illegible]

...রো ঐক্যভাবের উদ্দীপনাপূর্ণক ভাবে প্রাণ সঞ্চারিত করিতেছেন ও ঘুমন্ত ন্যায় গ্রন্থকারেরা গ্রন্থে আছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় অধিকাংশ স্থলে আধুনিক কবিগণের ঐ ও ঐতিহাসিক বিষয়ে আকিঞ্চন উহার এক চতুর্থাংশ অর্থ সংগৃহীত হইবার কি না সন্দেহ। প্রথম বলা যাইতে যে, যে রীতিতে ...রো ভাষাকে ও ফলাশয়ী হইয়াছে। যাহাতে এরূপ সংস্কার উহা ও অনুপযুক্ত নয়, তাহা যে অতীব ঘৃণাকর ও বিবেচনা করিতে বিষয় অনুপযুক্ত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

আমার এরূপ বলা বলিবার কারণ আছে। যেরূপ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, আমাদের সকল সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবে, মূল সভার সহিত সে ভাব থাকিবে না, এরূপ হইলে সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অংশের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। প্রস্তাবকারী কমিটি এই একটী সভা স্থাপিত করা নিতান্ত আবশ্যক, ইহা ঐ স্থানীয় মূল সভা হইতে স্বতন্ত্র অবলম্বন করে ইহা কোন মতে প্রার্থনীয় নহে। অর্থাৎ ঐ সভা আপনার সকল সুবিধা করিতে পারিবেন না। যাহাতে সভার সেই অভাব মোচন হইতে পারে এরূপ সংশোধিত হয়, তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে, এরূপ হইলে কলিকাতাবাসিগণ যে উদ্দেশ্যে এই হইয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধ হইয়া অতিশয় ঐ যায় এবং সর্ব্বসাধারণ উহাতে যোগদান ও সুপ্রসন্ন আধারোপিত হইবে, তদ্ভিন্ন কখন সেরূপ আমাদিগের সেই শুভ দিন শীঘ্র সমাগত হইবে।

যশোহর

আর্য্য সভার—দুর্গাদাস।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

আমাদের খোঁড়া ভাইয়ের পত্র উত্তর সহ আগামী ... প্রকাশিত হইবে না। তিনি যে উত্তর দিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া কোন ফল নাই। "শ্যা—" এ লোকটা উত্তরটী ইংরেজকে জিজ্ঞাসা করিবেন, যে মাতে কথা করিবেন" ইত্যাদি।

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ শ্রাবণ সোমবার।

মহামান্য মেণ্টনেণ্ট গবর্ণর ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটী।

শ্রীযুক্ত ইডেন সাহেব যি যেরূপ কলিকাতার ...মেণ্টনেণ্ট ইতিপূর্ব্বে ২৯ পরগণা ও অন্য পরগণায় কি মেণ্টনেণ্ট ... আমরা কেন এ প্রশ্ন করিতেছি, তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে। গত ... এক ইলবর্ট বিলের প্রসঙ্গ ... তাকে যা বিয়াছেন। যাহা ... পীর কথা উঠিয়াছে, ... মুখের কোন কার্য্য আর ... না। উহাতে অহরীর ... সভাতে তাহাদিগের ... ব্রহ্মণ ও চন্দ্র চাহিয়া ... অভাবস্থ এ সকল, ... একটী ছল পাইয়া বহুকাল ... বহুদিনপুর অন্তঃপাতন প্রকাশ ... হন। মেণ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকটে ... মন। মেণ্টনেণ্ট গবর্ণর স্বাধীন ... করেন না। আবেদনকারি ... না পর হেন। তিনি কম ন ... ও কারিয়া মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের ... সহিত প্রবৃত্ত হইলেন। তুর্কী গণনের ... বিলম্ব করিলেই ক্রমে তাহার ... হয়। ... ন ... মেণ্টনেণ্ট গবর্ণর যেরূপ গণনের পক্ষিম ... উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি আবার ... । তাঁহার নিকের মন বুঝি বিলম্ব সুখকর হইতেছে। তিনি পরের বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার ... এই, মীমাংসাকারী ... হইল না যে ... বুঝিয়া ... বিবেচনা অনুসারে কার্য্য করিলে মঙ্গল হয়, পরের বুঝিতে গেলে বিপদে উপস্থিত হইতে পারে।

টমসন সাহেব যদি নিজ বুঝিতে কার্য্য করিতেন, ... উপস্থিত হইত না। তিনি যদি আবেদন ... কমিশনরদিগের ... পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের পর উপরোধ ... ইচ্ছার অবলম্বনের ভাব বিবেচনা ... উপস্থিত হইত না। কমিশনরেরা ... না, তিনিও ... অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া ... কলিকাতার ... উন্নতিসাধন ... আবেদন ? তাঁহারা কি ... ঘটিত ... আবেদন করা হইতেছে ? পীড়া ... করিতেছে, এ প্রমাণ কি করা ... ? ... এ প্রস্তাবের পীড়ার কথা ... উহা আবেদনকারীরা ... উহার বিবারণের ... উপায় করা ... যায়।

টমসন সাহেব কলিকাতার ... দেখিয়া, ... ব্রহ্মণ ... করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া আমরা ... বিউনিসিপাল আইনের অপেক্ষা ব্যয় এ ... পাঁচ লক্ষ টাকা অধিক হইবে। মেণ্টনেণ্ট গবর্ণরের কর্ত্তব্য কমিশনরদিগের অধিক ব্যয় করিয়া ... করের ভারের উদ্বাস হয়, তাহার ... দেখুন। কর্ম্ম ... বিজ্ঞাপনের ... হইয়াছে। এরূপে কর্ম্ম করিতে হইলে ... পাঁচ টাকা, ... কর্ম্ম করিতে হইবে। তাহাতেও ... টাকা সংগ্রহ হয় কি না সন্দেহ। মেণ্টনেণ্টগবর্ণরসাহেব বলেন, পরিশ্রম কর্ম্ম করিলে ... টাকা ... টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ... ও উদ্বাস প্রকাশ। ... মেণ্টনেণ্ট অভিপ্রায় নয় ... মেণ্টনেণ্ট গবর্ণরের ... মেণ্টনেণ্ট গবর্ণর ... ভোটের ... করিয়া ... ...

	আদায়ের আর।	নির্দ্ধারিত আদায়
আবাদ কর	১৮৩৯৮৫ টাকা	৯৮৫৭৭৩৫ টাকা
জল	৫০৪৫০০	৫৬২৩৩০
আবগারি	৭৪৯০০৮	৫৮১৩৭৪
পুলিস	৩৩৫৫৫৯	৩৯২৫৫৫
	৩১১৪৩৩	৩৩৩৩৩৩

এখনে আমাদিগের আর একটী মন্তব্য এই, করিকাতে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের আয়ের প্রধানতঃ ইহার উৎকর্ষসাধনের আর কেবল অন্নবয়স্কদিগের উপরে ন. রিয়া গবর্ণমেণ্টের নিজেরও ইহার উৎকর্ষসাধনের বিবিধ বিষয়ে সমধিকমনস্ক ও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নিমলাতে মুদ্রণ আর ৮.লী করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্যয়গুলি যদি পুরাতন সমাধারীর উৎকর্ষসাধনার্থ দেওয়া হয় তাহা হইলে কি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে বিবিধ করিকাতার যোগযোগ ফুলিয়াছেন তাহার আধি হয় না? করিকাতার অবস্থা কি বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা অন্য প্রকার হইয়া উঠে না? তাহাতে নিমলাপ্রিয় করিক হয় এবং নিমলাতে আরোগ্য যোগী করিবার নিমিত্ত যে ব্যয় করিবার কল্পনা হইয়াছে, তাহাতে সেই ব্যয় করিলেও পারেন উন্নতিসাধনার্থ দেওয়া হয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সেই চেষ্টা করুন। করিকাতাবিদেশের অন্যান্য চেষ্টা অপেক্ষা এ চেষ্টার অধিকতর ফল দর্শিবে পারেন যাই।

উপসাহারে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকটে আমাদের বিনীত নিবেদনীয় এই, তিনি সাধারণের নিমিত্তিপ্রিয় করিকাতে আসিয়া সাধারণী অধিকাম নিয়োগ করুন। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ গবর্ণর বিষয়ের কর্ত্তা, একজন ইউরোপিয়ান-সাধারণি যে কি করিতেছেন তাহা তাঁহার দেখা কর্ত্তব্য। না দেখাতে তিনি প্রকারান্তরে ঠকিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকটে কিছু প্রার্থনা করি না। অনেক নিমলাপ্রিয় গবর্ণর

নিমলাপ্রিয়ের মন্তব্য

এই নিম নিমলায় একটী সভা হইয়া গিয়াছে। করিকাতা নিবাসী করিয়াছেন বিচারসম্বন্ধীয় বিষয়ের সম্পাদক সভা করিবেন। এ চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এ চেষ্টার অর্থটী কেমনতর হইবে তিনি এ বিষয়ে বড় সংশয় আছে। তিন পুরুষে বাড়ী বেরেয়ারের অবস্থায় থাকিলে তাহার বেরেয়ার করা বেরেয়ার, বিচারপতিদিগের বেরেয়ার করা সেরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বেরেয়ারদি অবস্থায় তিন পুরুষে বাড়ীর বেরেয়ার করিতে গেলে তাহারা মুখর না করিলে আর চলে না। বিচারসম্বন্ধীয় বিষয়ের সম্পাদক করিলে লোকে যেরূপ যে অবস্থা আছে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত করিয়া একটী নূতন কাণ্ড করিতে না পারিলে বিচারসম্বন্ধীয় বিষয়ের সম্পাদক হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার প্রকৃত হইতে হইলে মূল পর্যন্তের অবস্থার করা আবশ্যক। পর্ণর সভা একজন ছুঁচ পেয়াদা পর্যন্ত বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ইয়াদের মূল বৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইয়াদের অধিকতর মূল্য-বৃদ্ধির পথ দেখাইয়া, অনুসন্ধান করিতেছেন আবশ্যক আছে যেরূপ [illegible] বিচার বিতরণ করা উচিত্ত গ্রন্থ, নিমলায় বিচার করাই উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে ছুঁচ পেয়াদা পর্যন্ত একমনস্ক হইয়া মীমাংসা অনুসন্ধান করিতেছে। তাহারা আদালত হইতে যে বেতন পায় তাহা বাদী প্রতিবাদিদিগেরই হস্ত অর্থ। কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের পরিতৃপ্তি নাই। তাহাদিগের উপার্জ্জনের কথা স্মরণ পর্ব্বক বিচারপতি হইতেন। আমরা দেখিয়া শিখিয়াছি তাই বলিতেছি।

আমরা চারিজন প্রজার নামে বাকি খাজনার একটী নালিশ করিলাম। ঐ চারি জন প্রজা মোট ৭৯ টাকা ৬ আনা বাকি খাজনার জন্য ডিক্রী পাইল। তাহাতে জমী জরিপের খরচ ছিল, আমীন তলিপ করিতে গেলেন। তাঁহার উহা বৃহৎ। তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে পূজা প্রাপ্ত হইলেন। পাঠক! এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন আমরা পূজা দিয়া আমীনকে বশীভূত করিলাম না কেন? তদুত্তরে আমরা যদি আমীনের এ প্রকার পূজাদানে আমাদিগের বড় অরুচি ও ঘৃণা আছে? আমরা প্রজাকে পূজাদানকে পাপ জ্ঞান করিয়া থাকি। কতকগুলি রাজপুরুষ প্রজাদিগকে ঠেঙ্গাইয়া বিলীত করেন। কিন্তু তাহারা ঠেঙ্গাইলে বেত খায়, বেতনাদি দিতে হয়। আমরা

বাঙ্গালিদের মধ্যে আমি আমলার আধিক্য আছি, তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিলে কার্য্য-ক্ষম করিতে পারে। তাহাদের আয়ের বেরেয়ার বেরেয়ার করিতে হইবে। এই বিবিধ তাহাদিগের জমী-জমাদারির নিকেশ রাখিতে হইবে। জরিপে জমী জমাদারের জমী নিকেশ করণ ও ঘটিয়াছিল। কারণ জমীদার প্রজার নিকট হইতে তাহারা যে জমী বেরেয়ার পেয়ে তাহাদিগের জরিপিত জমী ছিল না। জরিপে কম করিয়া থাকায় জমাবন্দীতে বেশী হইয়া যায়। আমরা আমাদের আমীনের পারিতোষিক যথেষ্ট প্রদান করিলাম। একশত টাকা অংশদার হইতে পারি অবশ্যবন্দি পায় আমীনের পুরস্কার ১৫ টাকা দেওয়া কি তাঁহার উচিত? প্রজাদিগের কমুলতিতে ছই বড় জমী বেশী ছিল, আমীন মহাশয় তাহা ভিন্ন বড় করিয়া লাল করিলেন। প্রজাদিগের যে কয় বিঘা জমী কম করিবার উহা ভিন্ন আমীন মহাশয় একবারে তাহা বাদ দিয়াই মুদ্রণ করিলেন। হাকিমের কাছে যতবড় উচিত প্রজারা নিজের বেরেয়ারের জন্য এই সংবাদ, তিনি সেই দিকেই যুঁকিলেন। আমীন যে অন্যায় করিয়াছেন বলা হইল, তিনি সে কথার কাণ দিলেন না। প্রজারা বেরেয়ার গেল প্রার্থনা করিলেন না।

৮.৫ সাল বিঘা ১৬৮ টাকায় হইল। প্রজাদের মধ্যে ডিক্রী হইল তাহারা সম্মতিপত্র যে ৫৬৮ টাকায় ডিক্রী হই লেও তাহারা জমীদারকে দিতে পারে। কিন্তু তাহারা নিজীব বেরেয়ারক। বলিয়া ডিক্রীর টাকা দিল না। সুতরাং বন্ধক করিতে হইল। কিন্তু ঐ চারি জনের মধ্যে একজনকে অধিকতর সম্পত্তি মনে দেখিয়া তাহার নামে বন্ধক করা গেল। এখন পাঠকগণ! পেয়াদা মহাশয়ের গুণ শুনুন। তিনি ওয়ারেণ্ট লইয়া আদায়ী করিতে গেলেন। আমাদের লোক সঙ্গে গেল, দিনাদিষ্টি করিল। উহার মধ্যে নিলোভ পেয়াদা মহাশয় হোল্ডে হবে বলিয়া কড়াকড়ি করিতে লাগিলেন। আমাদিগের লোক মিনামিনি করিয়া নিষ্ফল হইয়াছে সে স্থানান্তরে গেল, সেই অবসরে পেয়াদা-মহাশয় আসামীর নিকট হইতে দশ টাকা লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন।

পাঠক! কেমন চমৎকার দেখিলেন। অত' ব্যয় কত কষ্ট করিয়া বন্ধকনামা করা হইল, কড় মাস দিয়া ডিক্রী হইল, শেষে পেয়াদা-মহাশয়ের ভয়ে টাকা আদায়ের এই অবস্থা ঘটিল। যে বিচার-পদ্ধতির এই গতি, কেমন করিয়াই বা তাহার সংশোধন হইবে? আমরা অনুসন্ধান করিতে না পারিলে কাজ হইবে না।

পাঠক। বিচারপদ্ধতিতে এক হাত স্পর্শ করে নাই। বিলোপ-স্পর্শ করিয়াছে। আইনের দোষ, বিচারপতির দোষ, আদালতের সংখ্যা ও বিচার-পদ্ধতির সংখ্যা বৃদ্ধির পর অপর মতদোষ, আইনের জটিলতা ও কুটিলতা যত বৃদ্ধি হইতেছে, ততই বিচার-পদ্ধতির দোষ বৃদ্ধি হইতেছে। বিচারপতিগণের বৃদ্ধি ও বিবেচনার ক্রটিই যে কেবল অনর্থের মূল তাহা নয়, তাঁহাদিগের অধিকাংশের এক একটী অসহায় অবস্থাই অবিচার ঘটাইয়া তুলে। এক এক বিচারপতি এক এক দিকে এমনি ঝুঁকিয়া পড়েন, যে অপর দিকে ভার প্রমাণ থাকিলেও তিনি তাহা বুঝিয়া বিচার করিতে পারেন না। তাঁহারা নিরপেক্ষ অবস্থানে নহেন। তাঁহারা মনে করেন আমরা যেমন বুদ্ধি পৃথিবী মধ্যে বুদ্ধিমান এমন লোক নাই। তাহাতেই বল পড়িয়া যায়। আইনের জটিলতা ও কুটিলতা বৃদ্ধি আর মতের সংখ্যা ও বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে যে কিরূপ অনর্থ ঘটিতেছে তাহার আজ দুই একটী প্রমাণ দিতেছি। আর আর বিষয়ের কথা ক্রমে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

১৮৮৩। ২১—২২ এ জুন ও ১১ জুলাই প্রিভিকৌন্সিলে একটী মকদ্দমা হয়। বাদকিবের বাস এই মকদ্দমার আবেদনকারী ও হলধারাম 'দ আপত্তিকারী। কলিকাতা হাইকোর্ট ব.এর ঐ ১৮৲ টাকা সুদের যে কথা দেখা ছিল, তাহা মতবদ্ধ, তাহা দিতে হইবে না। কিন্তু প্রিভিকৌন্সিলের বিচারপতিরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উহা মতবদ্ধ নহে। উহা ৯৲ টাকার প্রতিনিধি মতব উক্ত শ্রেণীর সুদ।

এখন পাঠক দেখুন আদালতের বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে কেবল অনিষ্ট ঘটিতেছে। যদি কিনি কোনরূপে আপীলের বিধি না থাকিত তাহা হইলে হাইকোর্টের রায়ই যাহার হইত। কিনি যেমনি সুদের যাবতীয় দফা বলিয়াই পরিগৃহীত হইত। দশ হাজার টাকার মধ্যের মকদ্দমা হইলেও হাইকোর্টের রায় ঐ বিচারেই অন্তিম বলিয়া চিরীকৃত হইত সন্দেহ নাই। এখন অনেক মকদ্দমা হইতেছে, হাই-কোর্টের রায়ই আদালত বলিয়া গণ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রিভিকৌন্সিলে মকদ্দমার আর হইতেছে না। প্রিভিকৌন্সিলের রায় উল্টাইয়া দিলেন। পাঠক দেখুন, বৃদ্ধি, আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে কেবল অনিষ্ট ঘটিতেছে। [illegible] যে ১৮, টাকা সুদের কথা ভাল যে মত মতবদ্ধ নয় তাহা [illegible] যায় না। কিন্তু প্রিভিকৌন্সিলের [illegible] বুঝাইয়া দিলেন। এইরূপ [illegible] হইতেছে। অতএব আদালতের [illegible] সংখ্যায় বৃদ্ধি না করিয়া [illegible] পদ্ধতির সংস্কার করিলে [illegible] হইবে? আইনের জটিলতা ও [illegible] যে কেবল ৭-৮ ঘটিয়া বসে [illegible] ঘটিতেছে।

১৮৮৩। ২২ এ জুন [illegible]
চাঁদমণি মিত্র ও বিচারপতি [illegible]
বে বাদী, জানকীকুমারী প্রভৃতি [illegible]
কেদারনাথী আপীল।
বন্ধু, ৮৩ডিবিয়ে ১৫৩ ধারা।

উক্ত ধারানুসারে আদালতে অপরাধী [illegible] হইলে সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে (১) যে [illegible] করা হইয়াছিল। (২) দ্বারা যদি তাহা করিয়া [illegible] অপরাধীর উপকারার্থ করা হইয়াছিল। (৩) অপরাধীর প্রকৃত বিশ্বাস হওয়া আবশ্যক যে তাহা হইবার সম্ভাবনা আছে।

এক নীলকুঠির আমেজারের নামে ৮৩ডিবিয়ে ১৫ ধারা অনুসারে এই অভিযোগ করা হয়, যে, ঐ [illegible] সাক্ষ্যের সহিত নিকটবর্তী কোন কুঠীর প্রজাদিগের একটী দাঙ্গা করায় ঐ সাক্ষী এই আমেজারের উপকারার্থ [illegible] যে ঐ আমেজারের একটী বিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দৈব উপায়ে [illegible] পান নাই।

মকদ্দমাটা এই—[illegible] নীলকুঠির লোকদিগের সহিত [illegible] একটী দাঙ্গা চলিতেছিল। নীলকুঠির [illegible] করিয়া কৃষিগণ যখন করিয়া [illegible] নীলের বীজ বপন করে। এজন্য [illegible] করিয়া দিতে পারে। যে দিন দাঙ্গা [illegible] ঐ দিন পূর্ব্বে মকদ্দমা আদালতকর্ত্তাকে [illegible] প্রজাদিগকে প্রদান দিয়া যান। প্রদত্ত [illegible] নীলকুঠির একজন লোক তথায় উপস্থিত [illegible] প্রদান দিবার সময়ের দেখা যায় নীলের [illegible] হইয়াছিল। ১৮৮৩ সালে ৫ই আগষ্ট [illegible] কুঠির আমেজার দোড়া করিয়া কিছুদূর [illegible] যায়। তাহার সঙ্গে কতকগুলি লোকজন ছিল। নীল কিরূপ আছিয়াছে দেখা যায়। [illegible] প্রদত্ত ৮৯) টাকা সময়ে নীলকুঠির কতকগুলি লোক [illegible] করিয়া ঐ মকদ্দমা, একটী মতবদ্ধ করিয়া কিছুদূর [illegible] যায়। [illegible] তথায় [illegible] হইয়াছিল। [illegible] ঐ [illegible] সাক্ষ্যের [illegible] ঐ [illegible] ঐ [illegible] ঐ

বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে। ১৮৪৮ অব্দে তাহারা মার্কিন বন্দরে বাণিজ্য জাহাজ লইয়া যাইবার ক্ষমতা পাইয়াছিল।

চীনের আচার ব্যবহার কথা সামান্যরূপ বলা হইল। এখন ফরাসি বিষয় কিছু আলোচনা করিলে উভয় দেশের বৈলক্ষণ্য চিন্তা করা সহজ হইবে। ফরাসি সম্বন্ধে পাঠকগণের অনেকে অবি ক্ষেপ অবগত আছেন। সুতরাং যাহাতে উহার বিশেষ সকল সংক্ষেপে বলা যায় তাহা করিতে পারিব।

ফরাসের শাসনপ্রণালী সাধারণতন্ত্র। ছয় বৎসর অন্তর প্রজাকর্তৃক রাজকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং একজন সভাপতি রাজার ন্যায় সম্মানিত হন। ইহাঁহাকে সভাপতির নাম জনরল বোনাপার্টি। বিচারকার্য্য, রাজস্ব, ভূমি ও পূর্ত্তকর্ম্ম প্রভৃতির জন্য এক একজন মন্ত্রী নিযুক্ত আছেন।

ফ্রান্সের লোকসংখ্যা ৩৬০০৯৯১, ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক অল্প হইলেও চীনের ন্যায় এখানে অধিক লোক অধিকৃত নহে। লোকসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক সুন্দররূপ লেখা পড়া জানে। স্কুল ও কলেজের সংখ্যা প্রচুর। অধ্যয়নেচ্ছু ব্যক্তিরা সহজরূপে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে। সকলেই আপন আপন পুত্রকে সামান্যরূপ লেখা পড়া শিখিতে বাধ্য।

ফ্রান্স সাম্রাজ্যের প্রতি বৎসর মোট ১৮৯৯৩৩০ টাকার রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। ইহা চীন অপেক্ষা প্রায় ৯ গুণ অধিক।

সুবিদ্যায় ফ্রান্স পৃথিবীর অনেক জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজস্বের প্রায় ৮ভাগ অংশ, সৈন্য ও অন্যান্য প্রকৃতিতে ব্যয়িত হইয়া থাকে। সৈন্য দিগের বিলক্ষণ শিক্ষা নৈপুণ্য আছে। এ বিষয়ে চীন কিছুতেই ফ্রান্সের সমকক্ষ নহে।

ফ্রান্সের সৈনিকগণ তিন ভিন্ন বলে বিভক্ত। যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা ৩০২ এবং আরোহী প্রায় ১৮০০০ জনের আছে। এ বিষয়ে চীনের সহিত ফ্রান্সের তুলনা হয় না।

শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ে ফ্রান্সবাসীরা বিলক্ষণ পটু। পৃথিবীর সকল নগর ও বন্দরনগরে ফরাসি দিগের বাণিজ্যজাহাজ দেখিতে পাওয়া যায়। আসিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর ভারিখণ্ডে ও ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপ সমূহে ফরাসী উপনিবেশ ও ফ্রান্সের বিদেশীয় অধিকার বিদ্যমান।

বিদ্যা বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণে ফরাসিরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে শিক্ষা দিতে পারে। যে ইংরেজ আপনাদিগকে সর্ব্ব গুণাকর বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, সেই ইংরাজ মুক্তমনা ও বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিতে ফরাসি অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমরা ফ্রান্সের [illegible] দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ইহার [illegible] আলাতচিত্ত অবলম্বন অলোকসামান্য [illegible] তাহাই বলি এখানে হইবে, সুতরাং [illegible] বলিয়া বোধ হয় চীনের সামান্য [illegible] কথা প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইল।

—০০—

ফরাসের ম্যাজিষ্ট্রেটের কথকথা।

[illegible] সপ্তাহের সোমপ্রকাশে [illegible] ১৮৫৩ সালের ফরাসি আদালতের [illegible] অভিযোগের কথা পাঠকগণের [illegible] করা হইয়াছে। ঐ কথা আমরা যেরূপ বলিয়াছি, কিছু বিলম্বে হয় নাই, ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] বোধ ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত [illegible] করিয়াছেন, অবশ্য নিম্নে তাহা সংক্ষেপে [illegible] করিতেছি।

আগতের মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির [illegible] তাহাকে জেরা করায় ব্যারিষ্টরদিগের [illegible] না হওয়াতে বোধ, ম্যাজিষ্ট্রেটকে [illegible] আবশ্যক বোধ করেন কি না [illegible] করেন। সে অল্পেই অসম্মত হইয়াছে, [illegible] ঐ ব্যক্তি বলিয়াছিল যে ম্যাজিষ্ট্রেটের [illegible] প্রমাণ আছে এবং [illegible] দিবে বলিয়াছিল যদি ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] হইলে আমরা যাত্রা ভাঙ্গিয়া দিব। ম্যাজিষ্ট্রেট বোধ [illegible] বল প্রকাশ করে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] বল প্রকাশ করা হইয়াছে। বোধ [illegible], ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, ফরাসি বিচারালয়ে [illegible] ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল,

...ক্ষমতাবলে ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিল, তাহাদের ...ক্তিরা, তাহারা সব মহাজনী, কাঁসারী ইত্যাদি ...সায়ের ছবিয়েছেন, ইহা বিলুপ্ত প্রায়, অন্যান্যের একটী বেশ্যালয়ে। ...ছিলেন, তাঁহার সেখানে ...ীয়ের ...ন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে ...ন। মহাত্মা ...ন ...ন, তখনও ...হাদের কোন ভয় হইবে পারে না। তখনকার এরূপ ঘটনা খুব সত্য, কিন্তু আমি তাহার বিষয় বলিব না। মাজিষ্ট্রেট, আপনি যে অন্য আপত্তি করিয়েছেন, আমি সে সম্বন্ধে আমি ম্যাজিষ্ট্রেটকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না। যদি হইত, যখন আমি এরূপে কাজ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়েছি যে তাহাতে আপনার সাহায্য হইবে, তখন আপনি সম্পূর্ণভাবে কথা করিয়েছেন কেন? কৌন, আমি এক বিশিষ্ট হইয়েছি যে আপনি এরূপের ইহাতে অপরাধ মনে করিয়েছেন? পুর্ণিয়ার সাক্ষীর এজাহারটী লইয়া আপনি পরীক্ষা কোন অপরাধ হয় নাই বলিয়াছিলেন। ইত্যাদি। ১১ জন ভ'ল বুঝিলাছ করিয়াছে, অবশিষ্ট জুরিদিগের মতভেদায় পক্ষে ডিস পড়িয়াছে। ইহাতে ইহা মনের একটী অভিনয় বলিলে অসঙ্গত হয় না।

ভাগলপুর বিভাগের ১৮৮৩ অব্দের পরমা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্বারা অবগত হইলাম যে, ১৮৮৩ অব্দে ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণায় অধিকাংশ লোকেরই অবস্থা ভাল ছিল না। এই কারণে গত বর্ষে দুর্ভিক্ষের ভয়ে ৭০৮৩ জন সাঁওতাল পরগণা হইতে ৩৯০৭ জন কুলি চলিয়া গিয়াছিল। ১৮৮৪ অব্দে যে ভয় হইতে ১৮৩ জন সাঁওতাল পরগণা হইতে ২২৮৯ জন বিদেশে গমন করিয়াছিল। ভাগলপুরে বৃষ্টির সংবাদ বৃষ্টি হয় নাই। আমন ও পূর্ণিয়ায় আগেই কোন ফসল কুলি হইয়া বিশেষরূপ ফলন করে নাই। আমরা উপরে যে বৃষ্টির সংবাদ প্রদান করিলাম তাহাতে বৃষ্টি অনুসারে বিশেষ ফলন করিয়াছে কিন্তু অনেকেই অনেকে দেখা প্রকৃত হইয়া বিশেষে ...বৃষ্টি করিবার জন্য বিলম্বে। আমরা ইহাতেও বিশ্বা আশিতে পারিলে।

...ক্ষেত্রে এ দেশের লোকে সহীর ফসলের ...করে থাকে। যে বৎসর বাঁধা ভালরূপ না করে, সে বৎসর অন্য ফসলের ভালরূপ উৎপন্ন হয় না। ...ক্ষেত্রে বর্ষে মালদহ ও পূর্ণিয়ায় অধিকাংশের ...ন বিলকুল নষ্ট হইয়াছে। ভদর ও ...শ্রেণী ...ন বাঁধিয়া ও ফসলীপুরে যেরূপ হইয়াছে, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়ায় তদ্রূপ করা হয় নাই। ফসল ও ঘাস ...ন উপযুক্ত বাঁধারে ফেলিয়াও ও ফসল নিষ্ফল হয় নাই। অধিকন্তু ইহাতে ...ফসলের ...ন, যাহা পূর্ণ ...ন প্রয়োজন

...ন ...ন ...ন

করীদার বাবু কৈলাসচন্দ্র পাল চৌধুরী, জমীদার বাবু শরচ্চন্দ্র রায়, বাবু কীর্ত্তিনাথ মিত্র, বাবু ব্রজেন্দ্র নাথ শ্যামাপক, এক্‌টিক্‌টিউটিক উকিলিয়ন্ বাবু ভারকনাথ সরকার, ক্ষমতার বাবু নীলাম্বর চট্টো পাধ্যায়, বাবু ব্রজনাথ সোমার, বাবু রজনীকান্ত চট্টোপা , বাবু শ্রীনাথচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবীন্দ্র বাবু বনোয় ঠাকুরী দে চৌধুরী, খাড়িপুর ডিষ্টিবিসি লনিটীর ভাক্তর হেরাম্বনাথ বাবু রাজকৃষ্ণ শ্যামা ন্ত, বাবু অবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তবৎসিনীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, বুলেক বাবু যে শীতলচন্দ্র মিত্র বি এল, প্লীড র বাবু ভুবনমোহন মিত্র বি এল, বাবু যজ্ঞেশ্বোপাল মুখ এল এ, প্রধানবর্ত্তী প্লীড র বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবীণ বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ব ভূ স্টীয় মুখোপাধ্যায়, ভবানীচ র ব ন চৌধুরী, অনরেরি মাজিষ্ট্রেট বাবু

সব ডেপুটী মাজি ষ্ট্রেট বাবু প্রসন্নকুমার সান্যাল বাবু রাধাকান্ত দে চৌধুরী, অতিরিক্ত ক ম্যা ভক্ত বাবু, ডাক্তার যেগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ই ডাক্তার মি প্রসন্নকুমার সর্ব্ব, বাবু অম্বিকাপদ মুখোপাধ্যায়, ড ক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ সেন অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ, ভবানীবাবু যোগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ভূত , উকিলপ্রবর বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণী, বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ভ্রাতা বাবু হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, ডাক্তার বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায়, বাবু রাধাকান্ত দে চৌধুরী, ডাক্তার বাবু ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, অনরেরি মাজিষ্ট্রেট বাবু

আমাদিগের প্রধান বক্তব্য। উহাদিগের সকলের সহিত একত্র হইয়া আহারাদি করিলে সৌহার্দ্দ প্রকাশ পাইত, উহাদিগের ধর্ম্ম থাকে আমাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা হয়। এবারে সুতরাং উহাদিগকে দুইবারি আহ্বান করা হয়। অতএব মিউনিসিপালিটীর কমিশনর বর্গের, জেলার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ডেপুটি কমিশনর বর্গের, এবং অন্যান্য ভদ্রলোকদিগের ডেপুটি নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। মিউনিসিপালিটীর কমিশনরবর্গের ও অন্যান্যের অনুরোধে ছোটলাট সাহেব এই ও ক্রমে প্রকাশ করিলেন যে " রাজবাটীকে মিউনিসিপালিটীর নিয়মাধীনে আনা হইবে না, এই ভাবে অধিকার বিসর্জ্জন করিলে, তাহাতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইবে না, বিশেষ ব'লয়া তাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনি সকলের ভালই দেখি লন আর রাজবাটী মিউনিসিপালিটীর মধ্যে থাকিলে কার্য্য ভদ্রভাবে করিয়া যেতে হবে।" উক্তি ন্ত হইলে পর অভিনন্দনের উত্তর দানে ও হবে আমরা মুসলমানদিগের পাঠকবর্গকে পরে জ্ঞাত করিব। কমীদারদিগের অভিনন্দনপাঠ ন্তী মহাশয় ভাবে অভিনন্দনপাঠ করিয়া-ছিলেন, তাহা অনেকেই শুনিতে পাইয়াছেন, আমরা এ পত্র মুদ্রিত করিতে একটী ভিন্ন প্রকার হইবেক। মিউনিসিপালিটীর অভিনন্দন পত্রখানি সেরূপ (মুসাবিদা বর্ত্তার) ছিল তাহা মুদ্রিত অভিনন্দনপত্রে ১২ দেখিয়া সেখানিতে মুসাবিদাকারকের ধর্ম্মতা রহ করে, কিন্তু পত্রখানি শুনিতে পাইয়া, যে ইহাতে তেমন দোষ হয় নাই। তেমন নাই তথা অধিক বায় করিয়া সাহেব আসা হইতে মুদ্রিত করা হইয়াছিল। অবসর বুঝিয়া আমরা শেষ করিয়া ছোট লাট সাহেবকে মুদ্রিত করিয়া ছোট লাট সাহেবকে মুদ্রিত করিয়া ছোট লাট সাহেবকে মুদ্রিত

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, এই বিদ্যালয়ে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহার ছাত্রদিগের নিকট হইতে কোন বেতন লওয়া হইবে না। ইহার ছাত্রদিগের থাকিবার ও খাইবার বন্দোবস্ত আছে। ইহার ছাত্রদিগের নিকট হইতে কোন বেতন লওয়া হইবে না। ইহার ছাত্রদিগের থাকিবার ও খাইবার বন্দোবস্ত আছে।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের
ভারতবর্ষীয় আয়ুর্বেদ
বিদ্যালয় ও ঔষধালয়
৯০ নং বহু বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

কলিকাতা নগরের মধ্যে ৯০ নং বহু বাজার ষ্ট্রীটে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় অমূল্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটী অবৈতনিক আয়ুর্বেদীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাহারা বাঙ্গালা পড়িতে জানেন এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, এতদ্ব্যতীত যে কোন ব্যক্তির শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে, বিদ্যালয়ের সম্পাদক একটী উপযুক্ত আবেদন করিলে, বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় তাহাকে ১ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত ঐ মহাশয়ের বাটীতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দেন, যে সকল বিদেশীয় মহাশয় ডিস্পেন্সারি করিবার মানসে নিজ নিজ রোগ বিবরণ আবেদনপত্রে লিখিয়া আবেদন করিলে তাহাদিগকে ঔষধ ও প্রথম ১। আয়ুর্বেদোক্ত বিধি অনুসারে পুরাতন চাউলের মদ্য ও বায়ুনাশক ঔষধ সেবন করিতে হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা প্রদান করেন। ঔষধের মূল্য সুলভ রাখিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের নিয়মাবলি ও অন্যান্য বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে ৯ নং বহু বাজার ষ্ট্রীটে পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

পত্রাদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রী.....
ভারতবর্ষীয় আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।
৯০ নং বহুবাজার—কলিকাতা।

বিবিধ সংবাদ।

[illegible] অভিযুক্ত [illegible] বিচারে তাহার ২২ মাস ১৪ দিন কারাদণ্ড হইয়াছে। কবিরের এই [illegible] সাধারণ লোকে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহাঁরা এই [illegible] [illegible] সাহেবকে [illegible] পাঠাইয়াছেন। [illegible] ১৬ ই জুলাই তারিখে [illegible] তুলিয়া [illegible] পুলিস কর্ত্তৃক [illegible] কুটীর অনুসন্ধান করাতে [illegible] [illegible] পাওয়া যায়। সে সই [illegible] শোণিত [illegible] বলিয়া সিদ্ধ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

হাসপাতালে ৩৪০ টী অস্ত্রচিকিৎসা হয় উহাতে ৩৯ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ১৮৮২ অব্দে ৪১৯ জনের অস্ত্রচিকিৎসা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২৪ জনের মৃত্যু হয়। এই সকল রোগীর চিকিৎসার ব্যয় ১৩৯৫৫ টাকা হইয়াছিল। ১৮৮৩ অব্দে ৩৪০ জনের অস্ত্রচিকিৎসা হয়, তন্মধ্যে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়। এই সকল রোগীর চিকিৎসার ব্যয় ১৩৯৫৫ টাকা হইয়াছিল। ১৮৮৩ অব্দে ৩৪০ জনের অস্ত্রচিকিৎসা হয়, তন্মধ্যে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়। এই সকল রোগীর চিকিৎসার ব্যয় ১৩৯৫৫ টাকা হইয়াছিল।

[illegible] সংবাদ [illegible] [illegible] [illegible]

সম্পর্কে দিয়া গিয়াছেন, ত্রৈলোক্যবাবুর একটি কিন্তী তাঁহার অধিকারিণী হইতে পারিতেন না। বিবাহের পূর্ব্বে ঐ বাটী ও ত্রৈলোক্যমোহিনীর যাবতীয় অলঙ্কার বিষয় সম্পত্তি তাঁহাকে লেখাইয়াছেন। বাদিনী ও প্রতিবাদিনী উভয়ে সমান ওজনের ঐ বিষয় ৩০৫৩ মকদ্দমায় সমুদায় খরচা দেওয়া হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

[illegible] ও সাধারণ বিভাগ।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর [illegible] ৮০ আঙ্কের ৭ আইন অনুসারে [illegible] কমলেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] আলিপুর মাজিষ্ট্রেট কমলেক্টর সি [illegible] ষ্ট্রীট ৯ নং বাটীতে ডেপুটী কলেক্টর [illegible]।

[illegible] অস্থায়ী [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] ঐ ডেপুটী কলেক্টর এই [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] ঐ [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও [illegible]।

বিচার সংক্রান্ত [illegible]।

বাবু উমাকান্ত ঘোষাল সিপুরার [illegible] মনোনীত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর [illegible] ও পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible] বাবু কেশব নাথ বিশ্বাস অস্থায়ী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible]।

বিজ্ঞাপন।

৺ অন্বেষণ কৃষ্ণদাস পালের কথা মাত্র।

অন্বেষণ কৃষ্ণদাস পাল ভারতের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি তুখা ভাবে ভারতের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতের বন্ধু, অদ্বিতীয় বন্ধু। সাধারণতঃ আমাদিগের বন্ধু, তদ্ভিন্ন তাঁহার [illegible] আমাদিগের বিশেষ সৌভাগ্য [illegible] সামান্য ভাবে আমরা একান্ত মোহিত [illegible] আমাদিগের যেরূপ [illegible] তাঁহার স্মরণার্থ ও সম্মানার্থ [illegible] করিয়া মনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছি না। ভারতমাতার পুত্র তাঁহাকে প্রথম আগমন করিলে আমরা তাঁহার সম্মান ও স্মরণার্থ সোমপ্রকাশের মূল্য হ্রাস করিয়া অসমর্থ পক্ষে [illegible] টাকা করিয়াছিলাম, আর আমাদের [illegible] এত বড় প্রিয়জন-লোক ইহলোক [illegible] করিয়া অনন্ত-জীবনে লীন হইলেন, [illegible] তুলনা যদি আমরা নিজে কিছু না [illegible], নিতান্ত মনের কার্য্য হয়। কিন্তু [illegible] নের নিজের এরূপ কোন ক্ষমতা [illegible] যে আমরা স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার [illegible] প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি করি অথবা [illegible] গুণ এক্ষণানি ছবি অঙ্কিত করিয়া [illegible], অথচ কিছু না করিলেও চিত্ত [illegible] লাভ করিতেছে না। এই নিমিত্ত [illegible] স্থির করা হইল, বিদ্যানুরাগী দরিদ্র [illegible] শিক্ষক ও সোমপ্রকাশ পাঠে [illegible] ছাত্রেরা আজি অবধি বার্ষিক দুই [illegible] মূল্য, অগ্রিমমাত্র দেড় টাকা, সমু- [illegible] সাড়ে তিন টাকা দিলে সোমপ্রকাশ [illegible] বন। কিন্তু ধনিত অথবা ভাক্ত [illegible] পণ্ডিত ও ছাত্রেরা পাইবেন না। প্রয়োজন [illegible] তাঁহারিগকে স্কুলের সম্পাদক বা ডেপুটী ইনস্পেক্টরের প্রশংসাপত্র পাঠাইয়া দিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সকলে সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্যাদি কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা এ স্থানে পাঠাইবেন, পাঁচ সিকুক মধ্যে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন প্রকার [illegible] এ স্থানে কমিশন লেখে [illegible] বিক্রয়ার্থ জমা দিতে ইচ্ছা করিলে, [illegible] জানাও এখন করিয়া থাকি।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্র নানাপ্রকার [illegible] হইতেছে। সত্বর মূল্য ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপ সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঁদড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর জয়নগর, জেলা ২৪ পরগণা।

যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পরিচয় পাইবার পরের অগ্রিম জমা পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিবসের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা।

পাঁচুঠাকুর।

অতি অদ্ভুতীয় অনুকরণীয়। মূল্য ৸৹

[illegible] ও [illegible] পাঁচুঠাকুর প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড ৩০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। মূল্য দেড় টাকা।

পড়িলেই বার পাঠকের কিনিতে অভিলাষ যাই। ইহা হাস্যরসের আধার, বিদ্রূপের খনি, এবং [illegible] উৎস। যে যে মাসিকপত্র সম্পাদকে [illegible] লেখক পাওয়া যায় হয়, তিনিই [illegible] সম্পাদক, তিনিই পাঁচুঠাকুর লেখক। আমার [illegible] মধ্যে দেড় টাকা দিলে [illegible] ডাকমাশুল সমেত তিনি [illegible] ঘরে বসিয়া পাইতে পারেন।

শ্রীবিহারীলাল
[illegible] ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্তবাবু [illegible]
[illegible]।

বিনামূল্যে গল্প। বিজ্ঞাপনদাতৃগণের প্রতি।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible], [illegible]।

[illegible] কলেজের বিদ্যোৎসাহিনী [illegible] সম্পাদক,—বিনামূল্যে [illegible] উপহার।

প্রথম ভাগ "বিনামূল্যে গল্প" পুস্তকে তেইশটি ইংরাজীই ভাবি অঙ্কিত বর্ণিয়াছিল,—তাহাতে বা [illegible] কোন কথা লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগে, ইংরাজ ফটনস এবং ফ্রান্স—এই তিন দেশেরই বিষয় বিবৃত হইবে। প্রথম ভাগে ইংলণ্ডীয় গল্প গুলির এক অংশ উপন্যাসাকারে ছাপা হইয়াছিল মাত্র,—বিলাতী খেলা, বিলাতী দুর্গোৎসব, বিলাতী বসন্তোৎসব, সামাজিক স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি চিত্রই, উহাই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনের সমন্বয়ে বলা হইয়াছিল। কিন্তু সে মহাচিত্রশালিকার সমস্ত চিত্রগুলি তখন অঙ্কিত হয় নাই। দ্বিতীয়ভাগে বিলাতীসমাজের অবশিষ্টাংশ, স্কটলণ্ড প্রবন্ধ, এবং ফ্রান্স পরিবর্ণন—এই তিনটী বিষয় সন্নিবেশিত হইবে। গল্পগুলি অতীব মনোরম, ভাবময়, এবং শিক্ষাপ্রদ,—ইউরোপীয় মহিলাকুলের শিক্ষা, রীতি, পরীক্ষা, সতীত্ব, বিবাদ, আমোদ, প্রকাশ—সকলি পরিব্যক্ত হইবে।

মূল্য বহুত্ব সত্ত্বেও মূলত করা হইল। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র,—ডাকমাশুল লাগে না।

প্রাক্‌পদ ৩ শ্রাবণ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত এই মূলভ মূল্যে গ্রন্থ দেওয়া যাইবে। তার পর মূল্য ১৷৹ টাকা স্থির হইয়াছে।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় ৩৯।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা। } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভার বিনামূল্যে গল্প প্রকাশক।

মহাকবি মনরাম প্রণীত।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,—বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই মহাকবি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এত দিন তাঁহার মহাকাব্য হস্তলিখিত পুথি আকারে, সাধারণের অগোচরে ছিল। এক্ষণে অতি সুন্দর কাগজে, সুন্দর অক্ষরে, পরিষ্কাররূপে ছাপা হইয়াছে। মলাট রঙ্গীন, কাগজে বাঁধাই। মূল্য ২৷৹ টাকা মাত্র। ৯০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ।

২৪ এ বৈশাখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের মূল্যসহ শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের উপাখ্যান প্রভৃতি মনোনীত পাঠ করিতে পাঠাইলে, তাহাদিগে বিনামূল্যে একখণ্ড গ্রন্থ দেওয়া যাইবে। আমরা বাঁহার মঙ্গল মনের মধ্যে মনে ধারণাদের প্রতি [illegible] আমরা [illegible] কলিকাতা ৩৯।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে, এবং ১৮ নং [illegible] ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত [illegible] পাধ্যায়ের নিকট পাঠাইতে পারেন।

ডাক্তার দুর্গাচরণ কবিরাজের

ঔষধালয়।

১৪৫ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদবিহিত সর্ব্বপ্রকার ঔষধ, মৃত, তৈল, মোদক প্রভৃতি সমধা উচিত মূল্যে পাওয়া যায়।

সঞ্জীবনী রস।

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লপিত্ত এবং যাবতীয় উদরাময়, অম্ল প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ কৌটার মূল্য ২ টাকা।

৩০ বৎসরের পুরাতন ঘৃত।

খুস্কী, উপদংশ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি যে কোন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। এক সোয়ার মূল্য ৩ টাকা।

শ্রীদুর্গাচরণ রায় কবিরাজ।

রেমিটারি ফিবর। Remittent

সকল প্রকার মেহরোগের

পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ টাকা

মফস্বলে প্যাকিং ।৹ আনা।

এই ঔষধটী মহৌষধ। নিয়ম পূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মূত্রের ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, ধ্বজভঙ্গ এবং শুক্রসংক্রান্ত অ-, অজ্ঞাতসারে জলা বা প্রস্রাবের সহিত শুক্রপাত হয় ও সমূল ধাতু নির্ব্বলতা এবং প্রস্রাব দাহা থরির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও শুক্রসংক্রান্ত দাহা ঘোলা, পারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাতের পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন, সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানা প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন, আমাদের এই অনুরোধ।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপী দন্তমঞ্জন।

ইহা দ্বারা দন্তমূল, দন্ত কনকনানি দন্তের মাড়িতে ঘা, পুঁজ ও রক্ত পড়া ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা নিয়মিত রূপ ব্যবহার করিলে দন্ত, দন্তমূল ও মাড়ির উপকার হয়, মুখের দুর্গন্ধ একেবারে যায়। মূল্য প্রতি কৌটা ।৹ আনা, ডাকমাশুল ।৹ আনা।

সাধারণ। সাধারণ ৸ আনা ডাকমাশুল ৸৹ আনা

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখাইয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—শ্রীহরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ পিকুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

মহিলা সমাজ পুস্তক।

যিনি বিশুদ্ধ প্রণয়ের সুখময় বিষয়ক ছবি দেখিতে ভালবাসেন তিনি এই পুস্তক শীঘ্র ক্রয় করুন।

রাজলক্ষ্মী—অদর্শন।

(পাঁচ খানি অতিরিক্তকালের জীবন মূল্য সহিত।)

মূল্য ৸৹ দশ আনা মাত্র ডাকমাশুল লাগিবে না।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

"রাজলক্ষ্মী অদর্শন—পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী বাস্তবিক এখন উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। ইহাতে লেখক তাঁহার হৃদয়ের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে পাষাণহৃদয় পাঠকের হৃদয়েও তাহার প্রতিবিম্ব পাত না পড়িবে। রোগ মৃত্যুশয্যা এবং একাকী সম্বলে লইয়া যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বণিত আমরা তাঁহার মত সুলেখিকা কবি তাহাকে অল্প সময়ে করিতে পারি নাই।" আলোক ৭ই চৈত্র সং ৯১।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু। কলিকাতা—২৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

(ডাক্তার গোবিন্দ।)

গোদ, জলদোষ ও যবনারের গোর

উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু শোষক—ইহাতে গোদ ও জলদোষ মিশ্রিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং স্থানে স্থানে চর্ম্ম অসাড় হইলে এ ঔষধে তাদৃশ ফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২৷৹।

নীরাঞ্জন—ইহাতে যবনদোষ বিশিষ্টরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বা ভৈষজিক হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত ৪৬ পয়সার ৭৷৹।

[redacted]

ঔষধটী ঔষধে পারা হরিতাল প্রভৃতি কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। এই ঔষধ কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার মোহের বিখ্যাত চিকিৎ

অনুবাদকের ভাগবতকাশের অনুরোধক্রমে।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত।

কবিরাজের আয়ু ধাম বিবিধবিধি ঔষধালয়।

কলিকাতা, ১১১ নং চিৎপুর ষ্ট্রীট, ঘড়িহাতায়।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই সৌম্য আয়োগ্যকর নানা অনুসন্ধান করিয়া অনেকটী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপ ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য পাইবার সম্ভব বলা। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সমূহের ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীর সৌষ্ঠবতা, মুখশুষ্কতা, পুরুষত্বের ন্যূনতা, অতি ঘর্ম প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণ ক্রমশঃ উনট হইয়া "প্রত্যহ বারে ও পরিমাণে" আরোগ্য হয়।

এই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৩ টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আমার বহুমূত্র ও মধুমেহের ঔষধ ও মোদক এই সপ্তাহ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। বোধ করি আপনার উপরোক্তরূপ নানা বিষয় লক্ষ্য করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিলে অধিক উপকার হইত। প্রথমে প্রত্যহ দুই বেলা মোদক ব্যবহার করিতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে এক একবার ব্যবহার করিয়াছি ও কোন বিষয় একথা করি নাই। ঔষধ আমি অদ্য ব্যবহার করিয়াছি। ইং ৫ বৈশাখ সন ১২৯১ সাল।

বশম্বদ শ্রীকেশবচন্দ্র আচার্য্য কবিরাজ মহাশয়। [redacted]

কুসুম মঞ্জরী।

বালক বেহালার অদ্বিতীয় মনোরম।

ইহা সেবনে যে সকল স্ত্রীলোকদিগের মৃতবৎসা দোষ থাকে, সূতিকা বা পরে তাহাদের সেই দোষ যায়, যন্ত্রাঘোষ, শ্বেত-প্রদর, রক্ত প্রদর অত্যন্ত পরিমাণে বেতরোগ ও অন্যান্য রোগনাশ পীড়া ইত্যাদি রোগ সকল বিনষ্ট করিয়া গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত মূল কারণ, নাশ বিষয়ের অধিক লেখন করিতে হয় না। অনেক বিশেষরূপ লক্ষণ উল্লেখ করিলে এক পৃষ্ঠা লিখিতে বিশেষ অনুরোধ, এক বোতল মূল্য ৩ টাকা ৵০ আনা।

রতি-বিলাস তৈল।

অতি অপরূপ রোগনাশক তৈল

এই তৈল ব্যবহারে [redacted] ১০ । মাথাঘোরা ও অনিদ্রা দূর হয়। শরীর ১ দণ্ড, ঘোবন, প্রফুল্লতা পক্ষ ও উৎসাহ হয় ৭ দিন গায়ে মাখিয়া স্নান করিলে ৫ দিন ব্যবহার করিতে হয়। অতিরিক্ত যৌবনে ধর্ম যোনির ১২। ক্ষয় অনিদ্রার যৌবক ৯ দিন হয় না। মূল্য ১ তোলা পিসি ৷৵০, ৮ তোলা ১৷৵ ডাক খরচা বোতল ৵০, প্যাকিং ৵০, ও পোষা বোতল ১৷৵, প্যাকিং ৵০। অধিক লইলে আলাদিয়া পাঠাইতে হয়।

মেহামৃত রস।

এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও বাত নাশ, শ্বেত প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র শোণিতাদক বন্ধ হয়। এবং এই সকল রোগজনিত জ্বর, অরুচির ঔষধ বল পরাক্রম হয় পাকীয়িয়া যৌবনা প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। এক শিশির মূল্য ১৷৵০ প্যাকিং ৵০ আনা।

উদাসীন হইতে প্রাপ্তব্য।

সমস্ত প্রকার অন্ন রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা ব্যবহারে মুখ জ্বালা, আহারান্তে অম্লোদ্গার ঢেকুর, অম্লশূলিত অজীর্ণ, উদরাময়, অম্লপূর্ণ, বমন, অ মাখন, চক্ষু হস্ত পদাদির দাহ, যৌবনতা, [redacted] এবং উপসর্গ বিশিষ্ট অম্লশূলিত আদি এই আশ্চর্য্য অব্যর্থ মহৌষধ ব্যবহারে সমস্তের ৮ দিন নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৵০, প্যাকিং ৵০ আনা। ইংরেজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ৪৮ নং মধুরায়ের [redacted], ২ নং বাবুপাড়া, সিমলা কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ ডিসপেন্সরী।

৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে সমস্তপ্রকার ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থপুস্তক এবং সামান্যপ্রকার ষ্টেশনারি দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে।—

জীবনচরিত ৸০, বেহুলা প্রথমখণ্ড ৵০, Durgesa Nandini or The Chudhrain [redacted] ৵০, দেবী চৌধুরাণী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত) ১৲, এবে বলে কি ? পাকা আমের ৵০, বাহুড়ে গল্প বহু মহিলা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৵০, মেহিনী মালিকা ৵০, বেহুলা ১৷০ পাগলী ৵০, বিজয়া ৵০ পাঁচ পাগলের ঝড় (প্রহসন) ৵০, নীহারিকা ৵০, আলপিনি ৵০, পাগলা ১৷৵০, অভাগী ১৷০, উর্দ্ধ উদ্যম ১৲, অমিয় মধুরতা ৵০, মুক্তি এবং [redacted] সমস্ত বিদ্যালয়ের উপযোগ ১৷০, বিদ্যোপায় ১৲, ভাল বাসা ৵০, প্রকৃতিবাদ অভিধান ৪, [redacted] অভিধান ১০, পৌরাণ উপাখ্যানাবলি ৵০, [redacted] ৵০, বাঙ্গালা সোপিক সাহস ৵০, Harmony with Nature ৷০, Ancient world ৵, Modern world ৵০, Speeches of Lord Ripon ১৲ A calender, (For ascertaining any day of the week for any given time within the present century ৷০, Students guide ৷০ আইন ৵০, বাঙ্গালা ২য় ৵০, বঙ্গবাসীর সুশিক্ষক ১৲, রাজনীতির অবতার ৷০ Model questions with answer on the companion reader By H C Sen, B. A , B L. Price 1—8. Postage 1 Anna

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সর্ব্বসমেত সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ৯০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৪৷০ টাকা অগ্রিম পাঠে প্রত্যবায়ন মহেশ ৭ টাকা। অগ্রিম পাঠে বার্ষিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কখনো সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম গ্রাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোপাড়ায় ডাকঘরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, কড়ি, বরাত চিঠি, যদি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে পাঠান সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। নমুনা বিনামূল্যে বিতরণ হইবার পুস্তক কেবল সোমপ্রকাশ প্রকাশক হইতে অর্দ্ধেক মূল্য দিয়াছিয়া লেখা হইবে না।

যাঁহারা বারম্বার না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার পর্য্যন্ত পংক্তি ৵০ ছয় আনা আনায় পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

[redacted]

সাম প্রকাশ।

২৮ শ ভাগ ১ম সংখ্যা। ১২৯১ সাল। ৩য় ভাদ্র। ইং ১৮৮৪। ১৮ ই আগষ্ট। ৪০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহিত ১ টাকা। বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা।

অগ্রিম বাষ্মাসিক ৸৹, অসময়ে নমুনা সহিত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

৩০ নং কমু টোলা কলিকাতা।

ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় অমূল্য আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটী আয়ুর্ব্বেদিক আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞান থাকুক বা না থাকুক যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, এজন্যে কোন পারিতোষিক দিতে হইবে না। এখানে শিক্ষা করিতে হইলে বিদ্যালয়ের সহিত একটী ঔষধালয় আবশ্যক। এইজন্য বিদ্যালয়ের সহিত এই ঔষধালয়টী সংস্থাপিত হইল। এই খানে বিদ্যার্থী অধিকাংশ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয় স্বয়ং রোগী ও ঔষধ দিবেন। সকাল ৮ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত ঔষধালয়ে রোগীদিগকে ব্যবস্থা পূর্ব্বক বিনা মূল্যে ঔষধাদি প্রদান করেন। বেলা ১ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত সহকারী চিকিৎসিকগণ আয়ুর্ব্বেদানুযায়ী রোগীদিগের ব্যবস্থানুসারে আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র শিক্ষা দেন। এ এক অপূর্ব্ব নিয়মাধীন চিকিৎসিক হইবার অধিকারে বিনা ব্যয়ে যে কোন বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের বিনয়, ব্যবহারানুযায়ী ঔষধালয়ের প্রধানের আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধি অনুসারে ঔষধ ও প্রধানদিগের সমুদয় ব্যবস্থা পাঠান হইবে, ঔষধ ইহাতে ঔষধালয়ের চিকিৎসকগণ সর্ব্বদা উপদেশ দিতে। বিদেশ অঞ্চলে ঔষধের মূল্য পূর্ব্বাপর দিবেন।

আমিও ইহা ভাল না জানায় নিজেই ইহা ব্যবহার করিয়া আমিতে পারিলাম।

স্থানাদি বিশেষ ঠিকানার লিখিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

কবিরাজ।

ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়

৩০ নং কমুটোলা—কলিকাতা—

জ্ঞান প্রকাশ।

(মূল ও অনুবাদ)

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদের পরিপুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ যে কেবল চৈকাদি ঔষধোপযোগী তাহা নহে, ইহাতে গৃহস্থ মাত্রেরই উপকার আছে। তাহাতে, রোগ আরোগ্য বিষয় নিত্য চৈত্র আমাদিগের আবশ্যক কার্য্যসকল কি নিয়মে সম্পন্ন করিলে শরীর সুস্থ থাকে, গর্ভবতী স্ত্রী ও প্রসূত বালকের কিরূপ পরিচর্য্যা আবশ্যক, কোন ঋতুতে কি রূপ কোন্ প্রকৃতে কিরূপ নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ ঋতুর সহিত কোন ঋতু মিশ্রিত করিয়া চলন করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা এই গ্রন্থে তাহা বিশেষরূপে বিবৃত আছে। প্রসবাত্তীত গর্ভোৎপত্তিকর গর্ভে পুত্র কন্যা ও নপুংসক জন্ম হইবার কারণ, আয়ু বৃদ্ধি ও হ্রাস শিরা প্রভৃতি শারীরিক উপাদানের বর্ণনা ও বিশিষ্ট জ্ঞান, বেদনা বায়ুর উৎপত্তি, বৈদ্য প্রকরণ ও ঔষধ ও কৃষি যোগী ও বৈদ্যের লক্ষণ, চিকিৎসা অভিজ্ঞতা ও বাদ্য রোগের লক্ষণ, রোগের বিচার, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্যবিচার এবং ঔষধ, ঘৃত ও তৈলাদি প্রস্তুত করণের বিষয় প্রভৃতি বৈদ্যের অবশ্য জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় ইহাতে লিখিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক

দেখ হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ঐ ডাকমাশুল ৵৹ আনা। তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা ২৭ নং তলেন্ট ষ্ট্রীট গোবরডাঙ্গা ডিসপেন্সারিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীদুর্গাচরণ রায়

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

নূতন বর্ণশিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীবিদ্যাভূষণ সিংহ কর্ত্তৃক প্রণীত।

এই পুস্তকখানি বালক বালিকাদিগের প্রথম শিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এর নমুনা কলেজ ষ্ট্রীট গোবরডাঙ্গা ডিসপেন্সারিতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৵৹ এক আনা মাত্রম ৵১০।

শ্রীদুর্গাচরণ রায়।

কেত এণ্ড হেলথ।

বিলাতিয় ঔষধগুলি রোগীর রোগের লক্ষণ বুঝিয়া ব্যবস্থা করা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ

এই ঔষধ এক সপ্তাহ ব্যবহার করিলে ধাতু দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া শরীর প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে ইহাতে অন্য দোষ নিবারিত হয়। ইহা অতি বলিষ্ঠ ও বলবীর্য্যোৎপাদনের উপযোগী ঔষধ। মূল্য ৫৲ টাকা ডাক মাশুল ৵০।

গণোরিয়া রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই ঔষধ ব্যবহারে নবপ্রকার ধাতুর পীড়া নিশ্চয় আরোগ্য হয়। একবার আরোগ্য হইলে পুনরায় হইবার আশঙ্কা থাকে না।

বাতরক্ত রোগের ঔষধ।

যে কোন কারণে যেরূপে এই রোগের উৎপত্তি

...ঔষধ, এই ঔষধ ব্যবহারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ...নিবারণ আরোগ্য হইবে। ইহার ব্যবহারে কোন ...ঔষধের বই হয় না।

রক্তশোধক ঔষধ।

ইহা রোগের এ পর্য্যন্ত যত প্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদ্বারা পক্ষাঘাত, দাদ, কুষ্ঠ অর্শ রোগ, জড়তা, মুখের দুর্গন্ধ, অন্ন বৃদ্ধি, অরিচেন্স ও চক্ষু ব্যবহার এবং ঘনোরিয়া নিঃসরণ রোগসমূহ উহাতে নষ্ট হয়। বেহারে ইহা ব্যবহার করিতে হয়, তাহার ব্যবস্থাপত্র বিশিষ্ট রূপে ছাপান আছে। মূল্য প্রতি রোতল ৩ টাকা। ডাক মাশুল ৸০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়ার আরোগ্যকারক মহৌষধ।

এই ঔষধ খাইলে কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজমের দরুণ, পেটের পা,পেটে বেদনা,অপরিপাক,অগ্নিমান্দ্য, আমাশয়, অম্ল, উদরাময় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। ইহা সেবনে শ্রীরামরোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ব্যবস্থাপত্র ছোটার সহিত মোড়ক করিয়া দেওয়া হয়। ছোট কৌটা ১ টাকা, বড় কৌটা ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৵০ আনা। মূল্য না পাঠাইলে ঔষধ কাহাকে পেয়েরল পোষ্টে পাঠান হইয়া থাকে। অন্য অন্য ঔষধের মূল্য এই পত্রে লেখা আছে তাহা ডাকমাশুলে পাঠান যায়।

G H manager's Jawahir ekasr mahal Hall, near Machhodri Talab. Benaras.

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

৭৯ অপর ৩৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কৌজদারী বালাখানা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদের মতের সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি এবং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি মূল ও তাহার বঙ্গানুবাদ সহিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। বিশেষ রোগিদিগের পীড়ার অবস্থা অবগত হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রেরিত হয়। আমি সর্ব্বদা ঔষধালয়ে থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করি।

বর্দ্ধমান রাজের পরিবার ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক বিশেষ এই ঔষধালয়ের ঔষধাদির ভূয়োভূয়সী প্রশংসা পত্র দিয়া মূল্যে বিক্রীত হয়।

স্বর্ণ ঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত [illegible]

এই মহোপকারক ঔষধ [illegible] সেবন করিলে শীঘ্রশিরঃ [illegible] ধাতু প্রবল, শুক্রতারল্য, [illegible] দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি চিন্তা ও দুশ্চিন্তা [illegible] দুর্ব্বলতা এবং হৈপত্য [illegible] সমস্ত পীড়ার তাহা প্রশমিত হয়।

১ ঘর মাত্রার ৭ পুরিয়া মূল্য ১ টাকার দশা ১ ঘর হইতে ১ তোলার ডাক মাশুল ৵০ আনা।

ভৈষজ্যরত্নাবলী।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

এই সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ [illegible] রোগের সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য [illegible] এবং সমস্ত রোগ ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার [illegible] বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে [illegible] পত্র বিশেষ ভঙ্গ হইতে বিবিধ উপকৃত পাঠ দিয়া [illegible] ও কতিপয় রোগের আর কতকগুলি বিশিষ্ট [illegible] হইয়াছে।

মূল্য—৩ টাকা ও ডাক মাশুল—।০ আনা।

ঘ ঘর বিধান সংক্রান্ত মূল ও তাহার বঙ্গানুবাদ [illegible] মূল্য ১৷০ মাশুল ৵০।

আমার নামে পত্রাদি লিখিবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়
ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রীবিনোদলাল মুখোপাধ্যায়ের।
অতি মনোহর গন্ধবিশিষ্ট
তুষারবিন্দু তৈল।

মূল্য ১ শিশি ৷০ টাকা, প্যাকিং [illegible]

ইহা বিশুদ্ধ বাদাম তৈলে শ্রীবিনোদ [illegible] সংযোগে প্রস্তুত। শিরঃপীড়ায় মহৌষধ। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বশতঃ পরিষ্কার নাড়ী ও মস্তিষ্কের [illegible] ইহা প্রযুক্ত হয়। মুখমণ্ডলে মর্দ্দন করিলে [illegible] ও কেশ [illegible] হইয়া ঘন, চিক্কণ ও কান্তিবিশিষ্ট হয়। উক্ত তৈল সম্বন্ধে নানা প্রশংসিত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রভৃতি এবং সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা [illegible] তাহা আরোগ্যরূপে করিতে পারিবেন।

মুখবন্ধ, বিশেষজ্ঞ, তমলীপুর [illegible]

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কয়েকজনের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর [illegible] সেরাজগঞ্জ ডাকঘরের [illegible] প্রকাশিত হইবে না। যদি [illegible] ইহার অন্য প্রচলের অভিলাষী হন, [illegible] আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ [illegible] জানিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
ডাকঘর সোনাখোলা
সেরাজগঞ্জ ডাকঘর ২৩ পরগণা।

১ খানি টেক্স

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২য় ভাগ	৵০	৫০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩য় ভাগ	৵০	১০
বিদ্যেশ্বর বিলাপ	।০	২৫০

কয়খানি একত্র লইলে মফস্বলে ডাক মাশুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীকৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র।

বিদ্যুৎপূর্ণ প্রস্তাব।

বেহের করতল লোক বিদ্যুৎপূর্ণ করিতে পারে? আমার শিরিষের মতোই যা কয় তার লোক প্রস্তুত হইতে পারে? সম্ভব হইলে, অনেক ঔষধ সকল রোগের প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অধিকাংশ ব্যক্তির বিদ্যুৎপূর্ণ লোক লইবার লোভ, ইহাদের উপরি যা অবস্থানুসারে রোগের উপরি ও অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিতে পারে। বিদ্যুতের তাদৃশ রোগের প্রতীকার ক্ষমতা আছে, কিন্তু অনেকের মনে [illegible] পরিমাণে বিদ্যুৎপূর্ণ [illegible] সম্ভাবনা নাই এবং বিদ্যুতের সম্বন্ধে আমাদের [illegible] রক্ত ও স্নায়ুবিকারের [illegible] পারে না।

এখনে দেশীয় ভদ্র ও সুশিক্ষিত, [illegible] আমাদের যে আশা আছে, অশিক্ষিত দেশের [illegible] তাহা [illegible] পরিমাণে আমাদের নাই।

দেশের বিদ্যের এখন যেরূপ অবস্থা ও যাহা-দৈনিক কালের বিদ্যেই আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে এখনে আমরা ঐ উভয় কালে বঞ্চিত। তাহাতে আমরা পারীরিক ও মানসিক দুই প্রকারে অবনতির দিকে যাইতে বসিয়াছি। রোগ, শোক, দারিদ্র্য, অকাল মৃত্যু ও অপমৃত্যু সকলের এই অবস্থার ফল। চতুর্দিকে এই ভয়ানক বিপদ, অথচ আমাদের ছাত্রবৃত্তি পড়া অতি [illegible] বিদ্যা আপনার স্বভাবের দোষে ইংরাজদের বড় করিয়া আনিয়াছেন, অন্যান্যদেশে যেমনতর ছাত্র পড়াশুনা করিয়া এখনও বিদ্যা শেষ করিতে পারেন না, এমন লোককে অসভ্যদিগের আদর্শে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। দেশের কি দেশোচিত দশা—দেশের এই দারুণ দুঃসময়ে বিদ্যা ধর্ম ও রাজনীতি প্রভৃতি যাহা লোক শিক্ষা কার্যে নিযুক্ত, লোকের বিপথগামিনী মোহান্ধ বুদ্ধির যেন ফিরাইতে পারিতেছে না, তিনিই দেশের প্রকৃত বিভীষণ ও দেশের শত্রু।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ বিদ্বদ্বর্গ প্রচারে নিযুক্ত, বিদেশীয় জাতির সংসর্গে জাতীয় ধর্মের অবনতিকে লক্ষিত দেশের যাহাদের হৃদয় দগ্ধ দেখিয়া উদ্যোগ হইয়াছে, তাই তিনি ভারত ভীত দেশে সনাতন ধর্মের মহিমার কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিতেছেন। সেই একাগ্রচারী নিষ্ঠাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের নিকট ভিক্ষা করিতেছেন না, প্রচারের বেতন আমাদের নিকটও তাহাকে গ্রহণ করিতে হইতেছে না। কিন্তু দেশের কেমন দুর্ভাগ্য, কলুষ-কালি-লিপ্তচক্ষু জাতী ঈশ্বরের বিরোধী হইলে ইহাদের কেন, দুই তর্ক ও বাগ্‌জালে তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া ছাড়াইয়া দিতে পারিলে যেন তাঁহারা চরিতার্থ মনে করেন।

যে যেমন বুঝে, ঈশ্বরের দেবত্ব তাহার, যে তত্ত্ব হৃদয়ই জানী আমরা বলে, তুর্কানলি মহাশয়ের লোক লোক কথা দুই ঘণ্টা বক্তৃতায় যুক্তিবিচারে স্থির করিয়া লোক দিল, দেশের শিক্ষিত বিদেশী ভাবিয়া নিরীক্ষণের কি উহারা সেই ঈশ্বর মহাশয়ের কথা মাত্র ও ? [illegible] বিদ্যাবাগীশ, কি আমার ভাল লইয়াই বা এত আন্দোলন হইতেছে, এক বিদ্যা বিদ্যাপতি দেশে, [illegible] যাহার [illegible] হইতেছে [illegible] ঈশ্বরের [illegible] [illegible] দেশের [illegible] [illegible] যাহা যে তুর্কানলি [illegible] হইতেছে তাহাও দেশীয় [illegible] ?

আমরা বলিব। যেমন কবিতা বুঝিবা দেব, ইংরাজের বিদ্যুৎবজ্রকে, এখনও বিদ্যুৎবাহনী; তবে বিদ্যুৎবজ্রন বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র, এই মাত্র বিশেষ। অমরত আনন্দাদিগকে এই মহা-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যখন পরার্থ মনে করিয়া এখন নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকতায় ভিতর চক্ষে দেখিতে না। যেমন এই যে—যে প্রেম, পবিত্রতা দয়া প্রভৃতি যাহা মানব শিক্ষার সারভূত, যে সব তাহারা বিদ্যিতেছে কি না। তোমরা প্রেম প্রেম আমি বলি, প্রেমের তত্ত্ব তোমাদের বিদ্যুৎশ্রেণীর শিক্ষকগণীরাও সেইরূপ প্রচারে অনুরাগী হইয়া। পরমপদার্থ দেবে পরার্থ ও পর আত্মার প্রতিষ্ঠিত করিলে আমাদের সর্বনাশ হইবে।

বিদ্যুৎবজ্র প্রচারে প্রকাশ প্রার্থনীয় হইলেও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তুর্কানলি মহাশয় যেন যেন স্থান পাত্র বিবেচনা করিয়া ধর্মপ্রচার করেন। উপযুক্তরূপ বিবেচনা না করিয়া ও লোকের অবস্থার দিকে না তাকাইয়া বক্তৃতা করিলে কোন ফলই হইতে না। দুই দশ জনকে স্বপক্ষে ও নিজে দেখিয়া বিপক্ষীয় আক্রমণীয় হওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত। তুর্কানলি তুর্কানলি দেখিয়া আমরা দুইটি মাত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে না।

যখন বিদ্যুৎবজ্র স্বাধীন ছিলেন, সেই বহু সভাপতির অনেক বিবিধবিদ্যা এই পরমপদার্থের দেশে চালাইবার চেষ্টা করা বিফলমনোরথ। তিনি সকল চেষ্টা করিলেও বিদ্যার যখন ও বিদ্যাবিদ্যার করিতে পারিতেন না। তাহাতে যত যে বুদ্ধ বহুল বিবিধ হইয়া গিয়াছে, আর তাহা সমুচিত হইবার নহে। বর্তমান দেখাইয়া বিদেশবাসী করিয়া কবিবার পরামর্শ এখন দেশের অনুচিত। যুক্তিসঙ্গত হইবে এখন যে দোষার জাতির দোষ হইয়াছে, আপনাদের ঈশ্বরের প্রীতি নিবেদন (আরত) এখন যেন দোষা দিতে অভিলাষে, দোষা এখন ইউরোপ ও আমে বিদ্যার করিতে বিহিত।

এখন প্রার্থনা এই, দোষ শিক্ষার প্রচার উপায় স্বরূপ প্রচার কার্যে দোষের যেন বিশেষ অনুরাগ হয়, এবং দেশের দোষে প্রচারে সম্প্রদায়ের দোষিত পাত্র না হয়ে এবং বিদেশীয় লোকের মধ্যে যদি কোন সম্প্রদায় থাকে, তাহার নিবিবাদে যেন পায়। আমি আর্যসন্তান বলিয়া বিদেশ প্রীতি উদ্রেক করিতে যেন আমাদের অন্যায় বোধ হয়।

শ্রীঃ—

হিন্দুর পরম্পর তর্কচূড়ামণি ও তাঁহার বিপক্ষগণ।

গত ৩০ এ জুলাই বুধবার মেডিকেল কলেজগৃহ প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় "আর্য-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা" বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ সভ্যগণ (উপস্থিত সভার অনেকেই ব্রাহ্ম) তাহার সারাংশ মুদ্রিত করিয়া সর্বসাধারণের জ্ঞানার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মনুষ্য জীবনের সকল ধর্ম ধারণ করে, ইহাই আমার মত, সৌরধর্ম মত, এ পৃথিবী যাহা কিছু দিতে পারে, তাহার কিছুই নয়। কেবলমাত্র ঈশ্বর কিছুতেই আত্মা-পরিতৃপ্ত হয় না। আত্মা আরও কিছু চায়। ব্রহ্ম আত্মার সখা, ব্রহ্ম আত্মার গতি ধাম। আর্য ঋষিরা ব্রহ্ম সাধন জীবনের সার করিয়া সেবার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! আমরা এখন সেই সকল ধারাইয়াছি, দেশের যত কিছু দুর্গতি কেবল ব্রহ্মকে হারাইয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া।"

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার এই সার উদ্ধৃত দেখে এই সময়ে দেশের সকলে গ্রহণ করিতে পারেন এবং তদনুরূপ কার্য করিতে দেশ উদ্যোগী হইলে ব্রহ্ম নাম দেশের সকল স্থানে কীর্তিত হইবে এবং তাঁহার সিংহাসন সকল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহা হইলেই দেশের মঙ্গল।"

আমরা তাঁহাদিগের এইরূপ বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। কারণ, গত ২ রা আশ্বিন শনিবারে যখন তাঁহারা "আর্যের প্রতি বিদেশী" সভাতে শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উপর উক্ত "আর্যধর্মের শ্রেষ্ঠতা" বক্তৃতার [illegible] বাদ করেন, তখন তাঁহারা সকলেই তর্কচূড়ামণি কত লিখা কাহারছিলেন, তিনি সাহিত্যিক প্রচার করিতেছেন বলিয়া কত ধোর বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। আর আজ তাঁহাদিগের সভাপতি মহাশয় পরিবর্তনের বলেন "আমি কাহারও সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। শশধর তর্কচূড়ামণি একজন বড় লোক। তবে তিনি যে সাহিত্যিক প্রচার করিতেছেন, তাহাতে আমাদিগের কোন অনুপকার বা কিছুই উপকার হইবে না। ইহার পরিবর্তে যদি তিনি সভাপতির প্রচার করেন, তাহা হইলে আজ আমরা তাঁহাদিগের এই বিবিধ মত দেখিয়া অতি-শয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। একবার বিজ্ঞাপনে তাঁহা বলিতেছেন যে "তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার এই সার উদ্ধৃত দেখে এই সময়ে দেশের সকলে গ্রহণ করিতে পারেন এবং তদনুরূপ কার্য করিতে দেশ উদ্যোগী হইলে ব্রহ্ম নাম দেশের সকল স্থানে কীর্তিত হইবে এবং তাঁহার সিংহাসন সকল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহা হইলেই দেশের মঙ্গল।" আমরা প্রতি-বাদ কালে বলা হইতেছে "তিনি যে সাহিত্যিক

করেন" ইত্যাদি। এই ব্যক্তিই আস্তিকতা নাস্তিকতা উভয় প্রচার করিতেছেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বিনি বলেন "ব্রহ্ম আছেন বলা, ব্রহ্ম আছেন বলিয়া সর্ব্বসাধারণকে ব্রহ্মের সত্তা প্রচারার্থ আহ্বান করা হইতেছে" তিনি কিরূপে নাস্তিকতা প্রচারক বলিয়া নিন্দনীয় হইতেছেন? "ব্রহ্ম আছেন বলা, ব্রহ্ম আছেন বলিয়া জানা" ইহা কি নাস্তিকতার কথা হইল? ইহা বলিলে কি নাস্তিকতা প্রচার করা হইল?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ।

৩ রা ভাদ্র সোমবার।

আমরা শুনিলাম, বারইপুর মহকুমাটী উঠিয়া যাইতেছে। বারইপুরে যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরি ছিল, তাহা পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছে। এখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ডমিনিয়নের মহকুমারী হইয়াছেন। এক্ষণে মহকুমার পূর্ব্বে দুই জন মুন্সেফ আছেন। তাঁহারা উঠিয়া গিয়া সদরে যাইবেন। আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ডায়মণ্ডহারবের মেজষ্ট্রেটী আদালতটি উঠিয়া গিয়া সদরে আসিবে। এরূপ হইলে আবাদক যদি এক আধ ঘণ্টা চড়, কয়েকটি লোকের অনিষ্ট করা ও মার খাওয়ান হইবে। কিন্তু মুন্সেফের সদরে আসিলে আমাদের এই বিষয়ের

হইয়াছে, বিচারপতি বিচারাসনে বসিয়া, যত করিয়া যায়, ততই রহস্যের ঘনীভূত হইতে থাকে। বিচারালয় ও আইনের সংখ্যা বহু, উকীলেরা ও মুহুরিরা বহু বাড়িয়াছে, মকদ্দমা ঘটিতেছে। মকদ্দমা করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া হইলেই মকদ্দমাসংখ্যার সংখ্যা করিয়া আসিতে।

আদালতগুলি একত্র হইলে আর একটী বিশেষ লাভ এই, উপস্থিতপক্ষ বিচারাধিকারের নিজ আদালতের কার্য্যের কথা যেরূপ জিজ্ঞাসিতে পারে, তাহা শুনিলে আমাদের রায়পুনর্ব্বেচনা করা হইল না হইল পাঠকগণ বিশ্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। এক জন এক দিন আসিয়া বলিলেন যে তাঁহার মকদ্দমা হারিয়াছে, মাসকাবারে মুন্সেফ ও নিষ্পন্ন করা মকদ্দমার সংখ্যা উপরে প্রকাশ দেখাইতে হইবে, অতএব তিনি সাবকোর্টে একটা ডিক্রী মকদ্দমা ফুঁড়িয়া দিয়াছেন। কি না মকদ্দমার সাক্ষির জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে, আসামী কয়িয়াদির এজেহার হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ের তর্ক বিতর্ক শুনা হইতেছে। [illegible] সাক্ষি সাবুদ গাঁড়াইয়াছে।

[illegible] বাবু আলাদিগকে উৎকর্ণ করিতেছেন। [illegible] বোর্ট তুলিয়া কি আদীয়াটের আপার মনে [illegible] পুলকের হাত ধরিয়া মহা পাঠ ও তাহের [illegible] প্রকাশ করা বিষয় হয়; কিন্তু মুন্সেফ [illegible] বিলম্ব নাই। পাঠক! এ প্রকার বিচারকে কি বিচার বলেন? উপরের কেহ যে বলিবেন কি করব এরূপ হইতে পারে?

পরন্তু পাঠক! নিম্ন আদালতে এরূপ, সদরের [illegible] যাহে যে তাহার সংশোধন [illegible] এরূপ আশঙ্কা। উপস্থিতপক্ষ মকদ্দমাদিগের বিশ্বাস এই রূপ দাঁড়িয়াছে যে কোর্ট ফি দিয়া হইবার সত্ত্ব বলা আছে? যাঁহারা প্রবীণ, প্রথম মুন্সেফী পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহারা প্রায় আমলাদা লোক। তাঁহাদের বয়স অল্প। তাঁহারা মনের বিচারাসন [illegible] মনেন, চতুর্দ্দিকে পাইক পেয়াদা, আসামী ফরিয়াদী, সাক্ষী ও উকীল প্রভৃতিকে দেখিতে পান, সকলে ভয়ে ভয়ে কথা কহিতে থাকে, তাঁহারা বিদেশীয়া হইয়া বসেন। তাহাতে আর তাঁহারা থাকেন না, মনে করেন, তাঁহারা পৃথিবীর কর্ত্তা ভর্ত্তা বিধাতা হইয়াছেন। তাঁহাদের বিচারে ভুল হওয়ার নাম থাকে না; তাহাতে কি সম্ভব, কি অসম্ভব, সব সমান হইয়া যায়। তাঁহাদিগের

একটী মকদ্দমার কথা বলি। একটী মকদ্দমায় আইনের নজীর মানা যায়। আমীন ফরিয়াদীর পক্ষে রিপোর্ট দিয়াছিলেন। পীড়া হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট দিবে আদালতে উপস্থিত হইলেন না। মকদ্দমা মুলতবী রহিল। তাহিদের মুহুরী ফীস, মুলতবী পক্ষ ফিরিয়া দিতে হইবে। পাঠক! কেমন বিচার দেখিলেন? হাকিমের যদি ঐ দিবস পীড়া হইত, তাহা হইলে দোষ হয়, আমী ও প্রতিবাদী উভয়কেই মুলতবী পক্ষ ফিরিয়া দিতে হইত। হাকিম এই ফরিয়াদ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। এক জন টিকা আমীন করে দেন, তিনি এই মকদ্দমার আমীন দিলেন। তিনি আপনার দোষ ঢাকিলেন, হাকিম বাবাজীবনের দোষ দিবার উপায় হইল না। কেমন পাঠক এটীও কি একটী সংস্কার নয়? টিকা আমীন ঐ দিবস অন্যান্য কাজ করিলে কি রোজ পাইতেন না? এক মুন্সেফী বিচারে দিন পড়িল, টিকা আমীন কী পাইবেন না বলিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তিনি যদি কী না পান আসিবেন না। তাহাতে হাকিম রুষ্ট হইয়া বলিলেন, তাঁহাকে হাজতে দিবেন। দেখিলেন পাঠক! হাকিমের কেবল আইনজ্ঞান ও ভদ্র লোকের সাধারণ। বোধ হয়, হাকিমটী বেশ পড়ুয়া ছিলেন। উপরের হাকিমেরা যদি মাঝে মাঝে আসিয়া এই প্রকৃতিদের কার্য্য দর্শন করেন, অনেক সংশোধন হয় সন্দেহ নাই। আদালতগুলি একত্র হইলে সেই সংশোধনের উপায় যে সুলভ হইবে, তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

শ্রীযুক্ত নাসরোজ মোসের পার্লিয়ামেণ্ট যাত্রার প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের মনের ভাব ও কার্য্য-প্রণালী ভারতের রাজনীতি ও শাসনপ্রণালী এবং ভারতবাসিদিগের বিদ্যাবুদ্ধিবিবেচনা বিষয় বিষয়ের পরিবর্ত্ত দেখিতে দেখিতে, তাহাতে স্পষ্ট অনুমান হইতেছে, এই সকল বিষয়ের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া যদি একটী নূতন অবস্থা না হয়, ভারতবাসিদিগের মহাবিপদ ঘটিবে, ইংরাজজাতির হাতে থেকে রাজত্ব করিতে পারিবেন না। যাবৎ ভারতস্থ ইংরাজদিগের মনে ভেদবুদ্ধিবিষয়ে প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকিবে, তাবৎ তাঁহারা অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান ও অন্যায় আচরণ হইতে বিরত হইবেন না। পক্ষান্তরে, ভারতবাসীর অন্যায় সহিষ্ণুতা শক্তির ক্রমে ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। একজন অত্যাচারী, আর একজন অত্যাচার বিষয়-বর্ণনী, উভয়ের সম্পর্ক প্রতিদিন বিষম সম্বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে পক্ষটী ভারতবাসিদিগের উপর

জেলসকলের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। ১৮৮৩ সালের রিপোর্ট দেখিয়া বাহির হল যে কয়েদিগণের অবস্থা ফিরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে কারাগারের ও কয়েদিগণের অবস্থা যেরূপ ভয়ানক ছিল এখন তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। বন্দীগণ আহারাভাবে ও কর্ম্মচারীদিগের পীড়নে জীবন্মৃত হইয়া থাকিত এবং মৃত্যুসংখ্যার সম্বন্ধে, বিলক্ষণ অধিক ছিল। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা গত বৎসরের মৃত্যুসংখ্যা অনেক কম। এটী অতি সুখের বিষয় বটে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর জেলের ও দাতব্যবিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগী ও সদুপায় সেই জন্য যে এইরূপ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাস্তবিক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সমস্ত কার্য্য তৎপর হইয়াছিলেন বলিয়াই এরূপ কার্য্য আমাদের অনেক বিষয়ে মঙ্গলের আশা পরিষ্কার।

গত বৎসর ২৯৭০৩ জন লোক বন্দী হয়। পূর্ব্ব বৎসরে সেই সংখ্যা ৩১৭১০ লোক বন্দী হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে গত বৎসর লোকের সংখ্যা অনেক কম। গত আট বৎসরের রিপোর্ট দেখিয়া আমরা প্রতি বৎসর বন্দীর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে বুঝিতে পারিতেছি। সভ্যতা ও শিক্ষা বিষয়ের উন্নতি যে ইহার কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। গত ৮ বৎসরে যে সকল দোষী অপরাধের জেলে বন্দী হয়, তাহার মধ্যে শ্রেণী শ্রীরামপুর পড়িয়া ২০৫, মুসলমান ৪০০৮২, খ্রিষ্টান ৪৪০১২, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ৩০০১ অবশিষ্ট সকল অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী। খৃষ্টিয়ানের সংখ্যা অতি সামান্য। আমাদিগকে প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিত করিলেও ইহা কিন্তু হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীর সহিত আমাদের তুলনা হয় না জানিলে আমাদের বিস্ময় অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়। তবে একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে খ্রীষ্টানেরাই বিশেষতঃ ফিরঙ্গী ও ইংরাজেরা অধিকতর দোষে দোষী হইলেও, তাহার সেই দোষ সপ্রমাণ হইলেও অনেক স্থলে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। এখানকার ইংরাজের অধিকতর উদ্ধত ও কুকার্য্যরত, সুতরাং অধিকতর পাপী, আমাদের এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া চিরদিন বিশ্বাস থাকিবে।

গত বৎসর জেল অপরাধের সংখ্যাও অনেক
৮৭৯ অঙ্কে ৮২৩২ জন কয়েদীর যেখানে
কিন্তু ১৮৮৩ সালে জেলর ৩৩১ জনকে
এই দোষ করিতে দেখিয়াছিলেন। গত বৎসর
সাহেবের আজ্ঞা লঙ্ঘনে ২৩৮৫ জন বন্দী হইয়াছে। ১৮৮০ সালে ১৩৩১৬ জনকে উক্ত অপরাধে দণ্ড

করিতে হইয়াছিল। এ সকলকে আমরা উন্নতি বলিয়া মনে করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় [illegible] পুর, ভাগলপুর ও বহরমপুর জেলে উন্নতি [illegible] হয় নাই। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

১৮৮৩ সালে বন্দীদিগের মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা ইহা পূর্ব্বে কখন হইয়াছে। কয়েদিদিগের পীড়ার [illegible] আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। মৃত্যু সংখ্যা [illegible] বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১৬ ও জন [illegible] হইয়াছে বন্দীদিগের আয়ু বিষয়। মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে [illegible] সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

[illegible] কারাগৃহবাসী বন্দীদিগের পীড়া ও [illegible] তিন হইতে গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসা বিষয় হইয়াছে। কয়েদীগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন [illegible] সুফল প্রকাশ পাওয়া গিয়াছে। কারাগৃহ [illegible] অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে। কয়েদি[illegible] পরিমাণ বৃদ্ধি ও সময়ানুসারে [illegible] পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। তাহাদের পায়ের [illegible] অনেক বন্দোবস্ত আছে। কয়েদের [illegible] সম্বন্ধে লাঘব করা হইয়াছে। জেলের ডিরেক্টর [illegible] উপস্থিত হইলে বিশেষরূপে [illegible] করা হয় এবং পীড়া তাহার [illegible] উপায় করা হইয়া থাকে।

অতএব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে এই সকল বিষয়ে [illegible] অবশ্য ধন্যবাদ দিই, কিন্তু ইহাও [illegible] হইতেছে যে, চতুর্দ্দিক হইতে কয়েদী [illegible] প্রভৃতিপূর্ব্বক আহারাদান উচিত না [illegible] গবর্ণরকে ইহাতে মনোযোগী [illegible] করিতে হইবে। তাহা হইলে কয়েদীদিগের [illegible] কারাগৃহ পরিবর্ত্ত হইবে না। রিফরমেটরি [illegible] অনেক বিষয়ে সংস্কার করিতে হইবে, ইহা অধিকতর আলোচনের [illegible] তাহাদের জন্য আমরা অধিক বলা ক্ষান্ত [illegible] করি। জেলের বন্দীদিগের মুক্তির [illegible] বিষয়ে সহানুভূতি নাই।

আমরা গত বৎসরের জেল রিপোর্টে এবারে [illegible] বিষয়ের উন্নতি দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। পাঠকগণের মধ্যে অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন যে আলিপুর ও আলিবাগ জেলের সন্নিকটে এক একটী [illegible] বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালক অপরাধিগণ এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল বালকদিগকে কর্ম্মকার সূত্রধর প্রভৃতির কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। গত বৎসরের রিপোর্টে আমরা এ বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি দেখিয়াছি। কিন্তু একটী দুঃখের বিষয় যে, সমস্ত বালক [illegible] বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করান হয় না। অপরাধিদিগের অপরাধানুসারিতা বিবেচনা করিয়া এইরূপ করা উচিত। আলিপুর জেলে ১০০ জন বালককে [illegible] বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইবার বন্দোবস্ত আছে। [illegible] গত বৎসর পূর্ব্ব জেলে যত বালক [illegible] বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বালক কয়েদীদিগের জন্য উক্তরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। জেল কর্ম্মচারী ও বিচারপতিগণ যে কেন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে পরাঙ্মুখ, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট কি ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিশ্চয়ই কষ্ট করা হইবে। বাস্তবিক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এরূপ ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পষ্ট বলিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত এই দুই বিদ্যালয়ে স্থান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কখন অপরাধিদিগকে অন্যরূপে বন্দী করা হইবে না। এ বিষয়টী পরিষ্কার হইলে বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা। জেলচরিত্র-সংশোধক বিদ্যালয়গুলি যে যেরূপ গবর্ণমেণ্টের গৌরবের বস্তু, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছি। অন্য অন্য গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুকরণ করুন এই আমাদের ইচ্ছা।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সহিত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। প্রায় সকল সংবাদপত্র সম্পাদক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রতি বরাবর দোষারোপ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইলি পাঠক ও মুর সকলের নিন্দা ভাজন হইলেন। বঙ্গের সিংহাসনে আসীন হইয়া বৃদ্ধ বয়সে যে ইহাঁকে এরূপ অপ্রীতিকর বিষয়ে লিপ্ত হইতে হইবে, ইহা আমরা মনেও ভাবি নাই। প্রথম হইতে সকল কার্য্যেই ইলি পক্ষপাতিত্ব ও অবিমৃষ্য কারিতা দোষে দূষিত, সকল বিষয়ে বিপক্ষের বিরুদ্ধাচারী, তজ্জন্য আমাদের অসন্তোষ পাত্র। কতকগুলি ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী বন্ধু কেন ইহাঁর প্রশংসা করুন না, বড়ই কেন ইহাঁকে আমাদের সুহৃদ্বর বলিয়া ঘোষণা করুন না; কিন্তু যাঁহারা ইহাঁর কুত কার্য্যের দোষ কখন ক্ষমিতে পারেন না, স্বদেশী ব্যবসায়, [illegible] ইহাঁর অপমান করিতেছেন না; আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে ইহাঁর অভিপ্রেত আমাদের [illegible] মঙ্গলের জন্য; তবে এই ইলি [illegible] হইতে অবসর [illegible] ভালই আমাদের [illegible]

[illegible] ...ধারে, [illegible] ...ক্রমে, [illegible] ...করিতে [illegible] ...পরের অনুরোধের [illegible] ...করেন। [illegible] ...লর্ড [illegible] ...করিয়াছে। [illegible] ...সম্পূর্ণ [illegible] ...হইয়াছে। [illegible] ...সম্পাদকের [illegible] ...যান নাই। [illegible] ...করে [illegible] ...বাঙ্গালীদিগের [illegible] ...করিতেছেন। [illegible] ...তাঁহার [illegible] ...করিয়াছে।

বাস্তবিক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অনুগ্রহপ্রকাশ বস্তুতঃ বাঙ্গালা দেশ একপ্রকার অনাবৃত হইয়াছে। আমাদের চতুর্দ্দিকে বিভাট্। আমাদের হাস্যরস অশ্লীলতাপূর্ণ ও বিকৃতাকার। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এই সময়ে কি চিত্তবৈকল্য! বাস্তবিক আমরা উৎসব আমোদের প্রাবল্য ও আধিক্য দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। যাঁহার হৃদয়ে সমস্ত সমাজ লোকের সমবেত পাপভার বিনি যে চক্ষুতেই পাপিষ্ঠদর্শনে পরামর্শে ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া সকল কথা সমান বোধ করিতেন, ইহা যে বিশ্বাস করিবে? ইংরাজ সভ্য, ইহারা আমোদ ও বৃদ্ধিমান্। আমরা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে সেইরূপ বলে জানি। কিন্তু আমাদের আশঙ্কাস্থলে তিনি যেরূপ বল। সত্য ত্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে একজন রীতিজ্ঞ পরিবেক্ষক ন্যায়পর অপক্ষপাতী ব্যক্তির হস্তে বাঙ্গালার শাসনভার থাকে, কখন হয়। আমরা পরাধীন হইলেও আমাদিগকে বিধিমতে রক্ষা করা ইংরাজের কর্ত্তব্য মতে। তাহাতে তাঁহাদিগের লাঘবাদি হইবার সম্ভাবনা। বড় দুঃখের বিষয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ও তাঁহার বহুতর বন্ধু অন্ধ ভাবে অধিকাংশ কার্য্য বর্ম্মবিদ্ধ করিতে ছেন। যখন তাঁহাদিগের সেই অন্ধতা দূর হইয়া চক্ষু পরিষ্কৃত হইবে তখন এ দায়িত্বের দুরূহ প্রকাশ করিবার বাস্তবিক কারণ পরিবারে কি না; তাঁহারা দেখ বুঝিতে পারিবেন। তখন তাঁহারা আপনাদের ব্যবহারে আপনারাই লজ্জিত হইবেন।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ও পদ লইয়া কতকগুলি অনুগামী ব্যক্তির আবেদনপত্র পাইয়া অভিযোগ্য মিউনিসিপালিটীর অধিনায়কদিগকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। অভিযোগের আবশ্যকতা ও মূলও আমরা একপ্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছি। [illegible] ...করিয়া [illegible] ...করিয়া [illegible] ...করিয়াছেন। [illegible] ...করিয়াছেন।

[illegible] ...করিয়াছে যে পেস সাহেব ইলাহাবাদ মিউনিসিপাল কার্য্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ; অথচ তাঁহার যুক্তি ও মত প্রবাবক, কমিশনরগণ কমি তাহার কথা কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন ও তাঁহা দের কার্য্যের কোন্ ত্রুটি —। রাজযোগিক পেস সাহেব যখন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেখেন নাই তখন তাঁহার মত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া কিরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে? পেস সাহেব মত মাই ও প্রয়োগ সাহেব বিশূচিকা রোগের বৃদ্ধির কথা লিখিয়াছিলেন, সে বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন করা হইয়াছে। কমিশনরেরা সে সময়ে পীড়া শান্তির জন্য কিরূপ যত্ন পাইয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহারা বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া ছিলেন, রাস্তা ঘাট কিরূপ পরিষ্কার করান হইয়া ছিল, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে তাঁহারা সে বিষয় বুঝ করিয়া জানাইয়াছেন। আমরা শুনিয়া ছিলাম যে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ঐ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়া কমিশনরদিগের প্রতি বিদ্যা দোষারোপ করিয়াছেন।

কমিশনরগণ কয়েক বৎসরের আয় ব্যয় হিসাব আনিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট পেশ করিয়া ছেন। তাঁহাদিগের যেরূপ আয় তাহার অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়াও কলিকাতার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। মিউনিসিপাল আইনে তাঁহাদের যে সকল কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাঁহারা তদপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়াছেন। এই সকলই বিষয় [illegible] ...করিয়াছেন।

আমরা [illegible] ...করিয়া [illegible] ...ছেন। লেপ্টেনেণ্ট [illegible] ...করিয়া [illegible] ...করিয়াছেন। ইহা কি ন্যায়সিদ্ধ? [illegible] ...ইহা কি [illegible] ...করিয়াছেন? কিরূপে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মিউনিসিপাল আইনের ৫৮ ধারানুসারে ইহার কমিশনরদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন, ইহা তাঁহারা আপনারা স্থির করিতে পারেন নাই।

ফলতঃ কমিশনরগণের উপরই যে অভিযোগ হইয়াছে সে বিষয় সন্দেহ নাই। এদেশীয়েরা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পাইলে যে কেমন সুফল ফলে কার্য্যপ্রণালীর কমিশনরগণ তাহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। বড়বাজার কমিশনরগণ ইতিপূর্ব্বে দৃষ্টান্ত স্থলে করিয়া মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে অভিযোক্তাদিগকে দিতে পারেন। তাহাতে দেশের বিশেষ মঙ্গল হইতে পারিবে।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অসন্তোষ কারণ।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাঙ্গালার পীড়ার, তিনি হুকুম জারী বিভাগ। যা ইচ্ছা তাই করিতে পারেন। তাঁহার কার্য্যের শাসনকর্ত্তা কেহ নাই। তিনি প্রজাদিগের হস্ত আর্থ লইয়া ফেলিয়া দিন, তাহাদিগের উপকার বা যার করুন আর আপনার বিদ্যাবলকার্য্যে নিয়োগ করুন, কেহই তাঁহার নিবারণ কর্ত্তা নাই। প্রজারা মরুক তাঁহারা মরুক, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। তাঁহারা ইচ্ছা হইল, গার্ডেনরিচে চলিয়া গেলেন; ইচ্ছা হইল জলা হইতে চলিয়া আইলেন। তাঁহার মনের ভাব লাগে না; সুতরাং তাহাতে কিছুতেই হয় না। সকল তাহারই উপরি আছে। প্রাতিনিধিত্বে দায়িত্বের সময়ে যখন হইতে একজন লবণটী হইয়া যায়। এই স্বরূপে উপকার পাওয়া অপকার আছে, তাহার গণনা করাই অত্যাবশ্যক এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

ছোটলাট যাহারা সর্ব্বদা দায়িত্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন বিদ্যাবিস্তরণে আইনসংক্রান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্ধানের দায়িত্বে বিদ্যাবিস্তরণে যে যার হইয়াছে, তাহাতে কি কম হইয়াছে? তিনি বঙ্গদেশের কর্ত্তা, অধীনস্থ একটী প্রদেশে গমন করিয়াছেন, তথাকার অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহার সমুচিত সম্বন্ধ না রহিল, কেবল যে

[illegible] প্রকাশ পায়, তাহা নহে; উহা হইতে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এই হেতু রাণাঘাটবাসিরা প্রথমেই উহাকে দমনপূর্বক নিরস্ত্র করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ ব্যয় হইয়াছে। আমাদিগের সংবাদদাতা যদি তাহার তালিকা দেখ, পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। রাণাঘাটবাসিরা যে পরিমাণে ব্যয় করিয়াছেন, সেই পরিমাণে কি তাঁহাদের ফললাভ হইয়াছে?

কর্তাদিগের প্রবন্ধন প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কি? মফঃস্বলে সুশাসন আছে কি না? প্রজাদিগের কোন প্রকার কষ্ট আছে কি না? তাহাদিগের কোন প্রকার নূতন ও আবশ্যকীয় আইন আছে কি না? আর রাজপুরুষদের যে কোন প্রকার পুরুষের কোন প্রকার আচরণ আছে কি না? ইহার অনুসন্ধান করা, আর যদি ও হা প্রকাশ হয়, তাহার নিবারণের উপায় করা কর্তাদিগের প্রবন্ধন প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের সংবাদদাতা যে প্রকার সংবাদ দিয়া হুগলি ও হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট প্রকার কোন অনুসন্ধানের কথা বা তাহার প্রতিবিধানের কথা লিখেন নাই। সাধারণতঃ যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা ও এই বোধ হয়, সেপ্টেম্বরী পরগণে করিবার অবসর সমভিব্যাহারে যে আমোদ করিতে গিয়াছিলেন, প্রমোদ ভোজন করিলেন মুখে ২ । দুই একটী বালককে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন, তাহার উত্তর চলিয়া গেলেন। ইহাতে কেবল যে তাঁহাদের উপকার হইল, তাহা ও অবশ্য বুঝিতে পারিতেছ না।

তবে পাঠক এক কথা বলিতে পারেন, যাহা পুরুষেরা প্রজাদিগের সহিত মিশিয়া বা যোগ প্রমোদ করিলে প্রজার অনুরাগ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। আমরা সে কথা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমাদের সংবাদদাতারা যেরূপ সংবাদ দিয়াছেন, তাহাতে ও বিপরীত ফলই ফলিয়াছে। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর আসিতেছেন, তাঁহার অভিপ্রায় চরিতার্থ হইবে ভাবিয়া অনেকে বিলক্ষণ ব্যয়াদি করিয়া সাজিয়া গুজিয়া আইলেন, কিন্তু তোপধ্বনি হওয়ার উদ্যোগিদিগের সাধের ছুটা ছিট কথা কহা দূরে থাকুক, একবার দৃষ্টপাত করিলেন না। দৃষ্টপাত করিলেও তাঁহারা কৃতার্থ হইতেন। সে কথা বলিয়া গাত্র দুলে গেল, উদ্যোগ যায় পর নাই দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। যে পরিমাণে উৎসাহ লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই পরিমাণে বিষাদ লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন। রাজপুরুষদিগের সহিত প্রজাদিগের বিলক্ষণ হেলু পাইলে যে ইষ্ট ফল আশার আশা করেন, ইহাতে কি তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে? অনাদরের বিদ্বেষবাদ ইহাতে [illegible] এবং বিপক্ষ ফল ফলিয়াছে। [illegible] যাহারা চাটুকার বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, তাঁহারা অবসর পাইয়া চাটুকারিতা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা অবসর পাইয়া যে প্রকার চাটুকারিতা করিয়াছেন, তাহা ও সকলে দেখিতে পাইয়াছেন। সন্দেহ নাই।

অবশেষে যুবকগণই এরূপ প্রবন্ধ করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন বর্ষাবিলম্বের আশঙ্কায়, ছাত্রি বন্ধ, আর্যাবর্ত প্রচারিণী সভা, ভবিষ্যদ্বংশ সভা, সাধারণ সুহৃদয় ও আত্মিয়রঞ্জনী ইত্যাদি নানা [illegible] সংস্থাপন ও দেশ ধন্যবাদিত করিয়াছেন। অবশ্য সভাগণ ছাত্রি "পরিত্যাগের পর পূর্ব [illegible] তাহার কি করিলেন? যুবকগণ বর্ষা [illegible], কিন্তু বর্ষার প্রধান লক্ষণ যে গর্জন, [illegible] তাহাকে বলবীর্য সম্পন্ন করিবার, [illegible] হইবেন কি করিলেন? মাসেনিয়া যে [illegible] করিতেছে, স্ত্রীলোক ও দীনদরিদ্র [illegible] সন্তানেরা যে পরাধীন [illegible], [illegible] কাপুরুষ বলিয়া যে ঘৃণায় [illegible], [illegible] এ সকল বিষয় হইতে উদ্ধার হইবার কি করিতেছেন?

আমরা উপরে যে সকল সভার কথা করিলাম, তাহার কোন সভা হইতেই বঙ্গের প্রধানপাবন [illegible] উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। আজ অমুক [illegible] সভার বার্ষিক উৎসব হইল, বক্তা খুব [illegible] গেল। আজ অমুক স্থানের [illegible] সভা হইল সভার বার্ষিক হইল, অনেকের দীক্ষা [illegible]। এ সংবাদগুলি শুনিলে আমাদের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। যুবকগণ [illegible] যোগদান করেন, সভাপতি হইবার চেষ্টা পান, [illegible] ভোজ করেন, ইহা আমাদের বিলক্ষণ কারণ নয়। বিলাপের কারণ এই, [illegible] কথা শুনিলেই আমাদের মনে পড়ে ইউরোপ [illegible] আর্যেরা [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], এই সব [illegible] করিয়া যে [illegible] বীর সমাজ করিয়া যান এবং পৌরাণিক [illegible] [illegible] হইতে মহর্ষি ব্যাস [illegible] করিয়া যেই বীজকে অঙ্কুরিত ও ফলপুষ্পে সুশোভিত [illegible] [illegible] করিয়া ও অন্য অন্য [illegible] [illegible] করিয়াছেন তাহা প্রচুরপরিমাণে বাহির করিয়া তাহার [illegible] করিতেছেন। [illegible] যুদ্ধকার্যে বা [illegible], ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য ও [illegible] অবলম্বন করিলেন; ফ্রান্সেরা [illegible] হইলেন। এরূপ [illegible] [illegible] ও [illegible] নিশ্চিত হইলে। [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] পরীক্ষা করিতে হইবে। [illegible] পারিবারিক উন্নতিসাধন করিতে গেলে পারিবারিক ঐক্য রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। এ উদ্দেশ্য সাধনার্থ সময়ে সময়ে আমাদের সমবেত অধিবেশন করিতে হইবে। পারিবারিক পরিচ্ছদ করিতে গেলে আমাদের প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে। যেমন ঘুরু ঘোমটার ঘুন ও গরু চাউলের ভাতে চলিবে না, পুরীষ্ট্র জন্য ভোজন করিতে হইবে।

আমাদের শরীর রক্ষিত হইলেই আমরা প্রতিবন্ধক বাল্যবিবাহ। অল্পবয়ে বীর্য্য কখন বর্দ্ধনীয় বৃক্ষ জন্মে না। বাল্যবিবাহের ইহাপেক্ষা আর অনিষ্টকারিতা নয়; তার পরে বিবাহ হইলে আর ৩'লের মধ্যে কতকগুলি সন্তান সন্ততিকে বিনষ্ট হইতে হয়। তাহাদের সম্পূর্ণ আসন পালন হয় না। তাহারা ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যেরূপে ইহাদের মৃত্যু ঘটাইবার কারণ হয়, অল্পবয়ে বালকদিগকে বিবাহ দিলে সেই চেষ্টা পাইলে হয় না? তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে আর যেরূপ বিধবা বিবাহের উদ্যোগী হইয়াছ, তেমনি যদি সুবক্ষণ বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহাদি নিবারণের ও যত্নী হও, আমরা যে সামাজিক উন্নতিসাধনের প্রস্তাব করিতেছি, তাহা কি সহজে সম্পন্ন হইয়া উঠে না?

অষ্ট্রেলিয়া ও তথাকার অধিবাসী।

গত ১১ই অক্টোবর সন্ধ্যার পর মুবর্ণ সাহেব কলিকাতায় ফিরিয়া সভাগৃহে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মুবর্ণ সাহেব সাউথের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। এইজন্য তাহার বক্তৃতা হইতে অষ্ট্রেলিয়ার বিষয় অনেক অবগত হওয়া যাইবে বলিয়া আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানকার ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিগণ অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া বাস করিলে কিরূপ সমুদয় বাধাবিঘ্ন পরিহার করিতে পারিবেন, তাহা তিনি অতি সুন্দর বুঝাইয়াছেন।

মুবর্ণ সাহেব বলেন, অষ্ট্রেলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা ইংলণ্ডাভিমুখে গমন করিতেছেন, তাঁহারা অনেকেই পরিশ্রম করিতে ভয় পান। [illegible] ইংলণ্ডে গমন করিলে তাঁহাদের অনেকের অনেক অসুবিধা ঘটিবে। তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়ায় যেরূপ স্বাধীনভাবে থাকিতে পারেন, ইংলণ্ডে সেরূপ পারিবেন না। ইংলণ্ডে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বিলক্ষণ সম্ভ্রান্তভাবে [illegible] করিয়া থাকেন। সেখানে কেহ ভার বহিতে অসম্মত হইলে তাহাকে এমন ব্যবস্থা হয় যে যাহাতে তাহার দুখিয়া হয় তাহার সংস্থান করা হইয়া থাকে। ফিগুলি ক্রমিক বিনম্রভাবী ও পরিশ্রমী ব্যক্তি সীয় সন্তান সন্ততি ও সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন। ইংলণ্ড হইতে আমীর কুপরার মাহেবের একজন কৃষক আসিয়া অল্প দিনের মধ্যে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করে। স্বাধীনতার মাধ্যমেই অষ্ট্রেলিয়াবাসিদিগের অদৃষ্টের বিলক্ষণ পরিবর্ত্ত হয়। সেখানকার সামান্য মজুরীও সন্তোষজনক। ফোরিদিগের এখানকার ন্যায় সেখানেও দুর্দ্দশা।

অষ্ট্রেলিয়ায় অবাসাধীর সংখ্যা অতিশয় অল্প তাহাদের অবস্থাও শোচনীয়। বাস্তবিক যেখানে ইউরোপীয় কৃষকের সমাগম সেই খানেই মনের ফুর্ত্তি। তথাপি ইউরোপীয়গণ সভ্য ও বুদ্ধিমান অষ্ট্রেলিয়ার বিশেষ একটী বাধা এই যে, এখানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অল্প। সকলেই আপনার কার্য্য আপনি করিয়া থাকে। সুতরাং মানবের সাহায্যে আমরা বড় চলে না। আপনাকেই অনেক সময়ে সকল দুঃখ পরিহার ও সুখের কার্য্য করিতে হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। এখানকার পরিমিত জলের সংখ্যা প্রচুর। পাথুরিয়া কয়লা, লৌহ, টিন, তাম্র, ও স্বর্ণের অনেক খাদ আছে এবং ঐসব হইতে অষ্ট্রেলিয়া বাসিদিগের বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার জল বায়ু অতি সুন্দর। এখানে ম্যালেরিয়া নাই। আকাশ প্রায় সর্ব্বদা পরিষ্কার। গ্রীষ্মকালে বড় বৃষ্টি হয় না। শীতকালেই বর্ষা হইয়া থাকে।

গম, যব ও অন্যান্য সকল বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়া ফলিগণ চিরদিন সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া থাকে। এখানে পরিশ্রমের ফল যথেষ্ট। আমাদের একটি বিঘা জমিতে যে পাঁচ ছয় টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ায় অনেক ইংরাজ আছে। কিন্তু [illegible] ইংরাজেরা [illegible] ইংলণ্ডে [illegible] ইংলণ্ডে [illegible] ইংলণ্ডে

Bodra, Mahalbaridi, Jagulgatcha, and the adjoining places, situate in the Paulatty Pergunnah in the sub-division of Alipore, Thana Bisnagore, District 24 Pergunnahs.

Most respectfully sheweth,

That your humble petitioners beg to express their sense of regret and dissatisfaction at the manner in which the roads in their respective villages are looked after

That while yo humble petitioners have been since the enactment of the Bengal Road Cess Act, paying the cess regularly and unceasingly they did never benefit by the proceeds of the cess, except on two occasions during the incumbency of Mr D L. Gupta as subdivisional officer of Barripore. Your petitioners beg to state that even on those two occasions, the money devoted to the purpose of improving and constructing roads was quite small, and the work done was not satisfactory

That your humble petitioners are led to attribute this most lamentable state of things mainly to the absence of a representative of your petitioners at the Road Cess Committee—a circumstance which your humble petitioners venture to observe, should be regretted Your humble petitioners venture further to say that inasmuch as they pay the cess, they have a right to reserve their money's worth, in the way of improvements of their roads

That your humble petitioners tell the bare truth when they say that the existing roads are simply unfit for use during the rainy season.

Your humble petitioners therefore pray that in making the next allotments the Committee be requested to direct their attention to the facts stated above, that adequate amount be set apart for the construction and improvement of roads in the villages named above, and that a gentleman be given a seat in the Committee as the representative of your humble petitioners.

And your humble petitioners as in duty bound shall ever pray

আবেদনকারিগণ দুই বিষয়ের প্রতিবাদ করেন। এক, তাঁহারা যে রোডসেস দিতেছেন, তাহা [illegible] দিতেছেন, কিন্তু তদনুযায়ী [illegible] রাস্তা ঘাটের যেরূপ দুরবস্থা দেখিতে পাইতেছেন তাহা [illegible] যে, এক, তাঁহারা যখন [illegible] তখন দুইবার মাত্র সেসকমিটির [illegible] কিন্তু পরিমাণে [illegible] তাহা যথেষ্ট হয় নাই, কারণ কাজ হয় নাই।

দ্বিতীয়, আবেদনকারিগণ বলেন, রোডসেস কমিটিতে তাঁহাদের প্রতিনিধি নাই, সুতরাং তাঁহাদের [illegible] বিষয়ে নিবেদন করিবার কোন সুযোগই তাঁহারা পান না।

তদন্ত সম্বন্ধে বক্তব্য, আবেদনকারিগণের দুই আপত্তিই সঙ্গত। তবে কেন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের [illegible] প্রতি কটাক্ষপাত হয় না? আমাদের [illegible] অন্যায় ও অত্যাচারের কথা বলে এমনটি হইতেছে। [illegible] সাহেবের চিত্ত আকর্ষিত হউক। [illegible] করা, তাঁহার বিবেচনার [illegible] উচিত নয়।

প্রজাগণের কথা সাহেবের কাছে কেহ যে [illegible] তাহাদিগের অবস্থা আদৌ [illegible] হইয়া উপস্থিত হইলে যেমনটি মাজিষ্ট্রেট [illegible] তাহাদের [illegible] দেখিয়া এই রাস্তার [illegible] একটা মন্তব্য [illegible] লিখিয়া [illegible] পাঠাইয়া দিবেন। [illegible] হউক, ইহাতে সাহেবের বড় কখনও [illegible] হইবে। তিনি [illegible] তদন্ত পুলিসে [illegible] পুলিসের কর্মচারীরা [illegible] তদন্ত করিয়া [illegible] তদন্ত করিয়া [illegible] করিলে [illegible] আসিয়া [illegible] উপায়ও [illegible]। যেখানে [illegible] একটী [illegible] তাহাতে [illegible] অবস্থাজ্ঞ [illegible] তদন্তের [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] অসন্তুষ্ট [illegible] তাঁহা [illegible] করেন। [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] [illegible] বিবেচনা [illegible] [illegible] [illegible]

ইংরেজীর সমাচার

লণ্ডনে ৫ই আগষ্ট। মুদ্র সচিবের কল লাহুর কথন আর্থ-আমেরিকার পক্ষে সংবাদ বিভাগ বর্ণন করিয়াছেন। তিনি আমেরিকার উপনিবেশ সমাজের সহ ব্যবসায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

ফরাসিসদের সেনাপতি সংবাদে যে বিবরণী প্রকাশ হইয়াছে তাহার বিষয় উপরে লিখিত হইয়াছে ১৮৭৯ অব্দে ফরাসিসদের যে সকল বন্দর ছিল তাহারই প্রতি সেনাপতির দৃষ্টি ছিল। সেনাপতি বুদ্ধি বল পূর্বক এখন অধিকার করিতে না পারিয়া উপায় অন্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি এ সময় ফরাসিসদের যুদ্ধজাহাজ সকল সজ্জা করিয়া ইংলণ্ডের আক্রমণ করিত তবে ইংলণ্ড বড়ই বিপদে পড়িত। সেনাপতি আর অধিক দিন অপেক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহার অধিক সৈন্য আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু সৈন্য সংগ্রহ করা বড় সহজ কর্ম নহে। সেনাপতি সৈন্য সংগ্রহের জন্য ফরাসিস রাজ্যে ৫০ লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন। ইহার মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা ফরাসিস রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে যে ফরাসিসরা সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। ফরাসিস সেনাপতি ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় পাইতেছেন। ফরাসিস সেনাপতি ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় পাইতেছেন। ফরাসিস সেনাপতি ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় পাইতেছেন।

লণ্ডনে ৫ই আগষ্ট। ফরাসিস সেনাপতি ফরাসিস রাজ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। ফরাসিস সেনাপতি ফরাসিস রাজ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। ফরাসিস সেনাপতি ফরাসিস রাজ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না

রাণী কুমুদা যাই মাজ্রাজের অন্তর্গত বেলারীর রাজা মুদ্রণের পত্নী। ইঁহার বয়স রাজা বহাদুরের আয়ন অপেক্ষা অনেক কম। এই সময়ে লোকে, যাবৎ তাঁহার ঐ সন্তানেরা শিক্ষিত গবর্ণমেণ্টের অনুগত থাকিবেন, তাবৎ তেজ অপুত্রক হইলে অতি নিকট সম্পর্কীয় কাহাকে দত্তক লইতে পারিবেন, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুমোদন করিবেন। এই সনদে দত্তকের সম্পত্তির বা বৈষয়িক রাজ্য বিষয়ের অধিকারী হইতে পারিবেন না বলিয়া উল্লিখিত আছে।

রাণী কামাক্ষী যেকালে তেজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, তখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারেন নাই। রাণী কুমুদা বাই এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই, এক্ষণে রাণী গবর্ণমেণ্টের নিকট দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ... করা হইলে ... বালুর এবার তাঁহার ... করিবেন।

... ...

[illegible] ছুটির আবেদন করিয়া [illegible] ছুটি বিভাগ করিয়া [illegible] ছুটি দিতে [illegible] ছুটি দিতে [illegible] ছুটি দিতে

[illegible] ঐক্য [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ১৯ এ শ্রাবণ [illegible] ১৯ এ শ্রাবণ [illegible] ১৯ এ শ্রাবণ [

[illegible] ঘোষ [illegible] ঘোষ [illegible]

[illegible] ঘোষ [illegible] ঘোষ [illegible] ঘোষ [

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী বিজ্ঞাপন।

ডাকঘর ও মাসুলাদি বিষয়ক।

পঞ্চায় প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু সদানন্দমুখার বহু ১৮৮০ সালের ৭ আইন অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন

১১ গবর্ণমেণ্ট অবগত আছেন যে প্রতিনিধি অফীট ডেপুটী মুন্সীর পোষেস্তুক ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি অফীট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি এ সিমলে'ন্ড সে সেসন মাজিষ্ট্রেট ও অফীসীয় হইলেন।

মজঃফরপুরের অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ ডব্লু ব্যার কালেক্ট বিচুবিদ্যের জন্য পাইলার ক্ষমতা হইলেন।

আরাহের অবগত মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহাদেব সহ সেরেস্তাদারের সমস্ত ক্ষমতা এবং সমস্তীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু গুরুপ্রসাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ক্ষমতা হইলেন।

বাবু অম্বিকা মুখোপাধ্যায় সাময়ারী বিচারক ভিন্ন ভিন্ন জন্য সমূর্ণ ফৌজি সমস্তীপুরী কালেক্টরের ক্ষমতা অর্পিলেন

ভিন্ন সমস্তীপুরী কালেক্টর বাবু প্রসন্নকুমার বসু ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ আইন অনুসারে পাটনার কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার অতিরিক্ত সমস্তীপুরী কালেক্টর আর, সি মুখার্জি সাময়ারী বন্দী হইলেন

রাজমহলীর অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, এস হার্ট সাময়ারীরূপে নিযুক্ত হইলেন

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

ভাগলপুরের অবগত বাবু মহেশচন্দ্র বসুকর্তৃক বাবু মহেশ বসু ও ২ প্রতিবাদি মাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে ফৌজদারী আইনের ৪৭৭ ধারানুসারে বিচার প্রার্থনা হইয়াছে।

বাবু মহেশচন্দ্র বসু ও ২ প্রতিবাদি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ ডব্লু ব্যার কালেক্ট বিচুবিদ্যের জন্য পাইলার ক্ষমতা হইলেন।

আরাহের অবগত মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহাদেব সহ সেরেস্তাদারের সমস্ত ক্ষমতা এবং সমস্তীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু গুরুপ্রসাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ক্ষমতা হইলেন।

বাবু অম্বিকা মুখোপাধ্যায় সাময়ারী বিচারক ভিন্ন ভিন্ন জন্য সমূর্ণ ফৌজি সমস্তীপুরী কালেক্টরের ক্ষমতা অর্পিলেন

ভিন্ন সমস্তীপুরী কালেক্টর বাবু প্রসন্নকুমার বসু ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ আইন অনুসারে পাটনার কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার অতিরিক্ত সমস্তীপুরী কালেক্টর আর, সি মুখার্জি সাময়ারী বন্দী হইলেন

রাজমহলীর অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, এস হার্ট সাময়ারীরূপে নিযুক্ত হইলেন

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

ভাগলপুরের অবগত বাবু মহেশচন্দ্র বসুকর্তৃক বাবু মহেশ বসু ও ২ প্রতিবাদি মাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে ফৌজদারী আইনের ৪৭৭ ধারানুসারে বিচার প্রার্থনা হইয়াছে।

হইলে তুমিও তাহাদিগকে "দেশী" বলিবে। তখন বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়। তুমি এই সকল টাকা পাইলেও এবং আপনার আশা বাহা ছড়িয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। তুমি এক দল বুঝা পুরুষ, এবং যে অপরাধের জন্য আজ তুমি দণ্ডনীয় হইতেছ, তাহা তোমার ভবিষ্য জীবনের পক্ষে একটী ভয়ানক অন্তরায় হইবে, কিন্তু উহার পর হইতে যদি তুমি সাধুপথে চলিতে পার, তাহা হইলে বেশে বা অন্য বেশে হউক তুমি সৎ উপায়ে আপন জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবে। সত্য বটে, তুমি যে ৫ টী করিয়া টাকার লোভে এক বৎসরের মধ্যে তোমার ছাত্র ভিন্ন পঞ্চ টাকা খাইয়াছ, তাহার সহিত তুলনা করিতে হইলে তোমার বেতন অতি সামান্য বলিতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া তুমি কখন বিদ্যাদানকার্য্যের ভার করিতে পার না। যাহা হউক, এক্ষণে তোমাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৯ মাসের এবং উচিত পূর্ণ তুমি যে তিন মাস চাকরি ভিন্ন তাহা লইয়া ১২ মাসের এবং দ্বিতীয় অপরাধী ঈশ্বর তোমেসকে ৩ মাসের বিনা বেতনে দেওয়া হইল।

বিজ্ঞাপন।

৺ অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল সাহেব স্মরণার্থ।

অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল আমাদের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি তুল্য ভাবে ভারতের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতের বন্ধু ছিলেন বটেন সাধারণতঃ আমাদিগের বন্ধু, তদ্ভিন্ন তাঁহার সহিত আমাদিগের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। তাঁহার অসামান্য গুণে আমরা একান্ত মোহিত ছিলাম। তাঁহার প্রতি আমাদিগের যেরূপ মনের ভাব, তাঁহার স্মরণার্থ ও সম্মানার্থ নিজে কিছু না করিয়া মনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছি না। ভারতেশ্বরীর পুত্র ভারতে প্রথম আগমন করিলে আমরা তাঁহার সম্মান ও স্মরণার্থ সোমপ্রকাশের মূল্য হ্রাস করিয়া অসমর্থ পক্ষে ৭ টাকা করিয়াছিলাম; আর আমাদের দেশের এত বড় একজন লোক ইহলোক ত্যাগ করিয়া অনন্ত-জীবনে লীন হইলেন,

তাঁহার জন্য যদি আমরা কিছু না করি, নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য হইবে। আমাদের নিজের এরূপ ক্ষমতা নাই যে আমরা স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি কিম্বা স্বর্ণমণ্ডিত একখানি ছবি আঁকিয়া দিব, অথচ কিছু না করিলেও চিত্ত শান্তিলাভ করিতেছে না। এই স্থির করা হইল, বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শিক্ষক ও সৌমপ্রকাশের গরীব ছাত্রেরা আজি অবধি বার্ষিক দুই টাকা মূল্য,ডাকমাশুল দেড় টাকা, মফঃস্বলে সাড়ে তিন টাকা দিলে সোমপ্রকাশ পাইবেন। কিন্তু কল্লিত অবধি তাঁহারা পণ্ডিত ও ছাত্রেরা পাইবেন না। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকে স্কুলের সম্পাদক বা ডপুটী ইনস্পেক্টরের প্রমাণপত্র পাঠাইয়া দিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

৯, বা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয়ে পূর্ণিমারাত্রি পর্য্যন্ত আমরা সেই স্থানে থাকি। অতএব সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতার পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মফঃস্বলের গ্রাহকেরা এখান কমিশন লইয়া পুরাতন বিক্রয়ার্থ মূল্য দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার মুদ্রণকার্য্য হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা

সোমপ্রকাশের মূল্য, মুদ্রাঙ্কিত চিঠি ও কমিশন পত্রাদি শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাইপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনামূল্যে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি দেখ, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০

পাঁচুঠাকুর।

যন্ত্রে অধিতীয় অনুকরণীয়। মূল্য ৸৵

১৮ ই শ্রাবণ পাঁচুঠাকুর প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড ৩০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। মূল্য মেড় টাকা

পত্রাদির সহিত পাঠকের নিকট অধিক নাই। উহা বাঙ্গালার আবার, বিজ্ঞাপন খুলি, যত হইবার উহল। যিনি বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসিক লেখক বলিয়া পরিচিত, তিনিই পত্রাদির সম্পাদক, তিনিই পাঁচুঠাকুর লেখক। শ্রাবণ মাসের মধ্যে মেড় টাকা দিয়া প্রথম খণ্ড পাঁচুঠাকুর লইলে দ্বিতীয় খণ্ড আর মাসে বিনা মূল্যে পাইবেন।

কলিকাতা ৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়। } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু, প্রকাশক।

বিলাতের পত্র। দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, প্রণীত।

(কটক কলেজের বিদ্যাদানকার্য্যের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক,—বিলাতের কর্ম্মকলেজের উত্তীর্ণ।)

প্রথম ভাগ "বিলাতের পত্র" পুস্তকে যেমন ইংলণ্ডেরই ছবি আঁকিত, দ্বিতীয় ভাগে ভূতলের কোন কথা বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে, ইংলণ্ড ব্যতীত আর কোন দেশেরই বিবরণ বিবৃত হইবে। আশা আছে, এই

চিন্ত রায়,—বিবাহে বৈবাহিক শ্রীসম্পর্কে মুখোপাধ্যায়, বিলাতী বন্দোবস্তের, সামাজিক চিত্রিকা, প্রভৃতি ৭ খণ্ডগুলি উৎকৃষ্ট, উহাতে চিত্র দিবার স্থানগুলি খালি রহিয়াছিল। কিন্তু এখন ঐসকলপাঠকদিগের মনস্তুষ্টি চিত্রগুলি থাকায় অধিক কাটতি হইবে। বিলাতীবন্দোবস্তে বিলাতীবরযাত্রের অবশিষ্টাংশ, ৩৪৭৩ প্রবন্ধ, ৫০ ফ্রাঙ্ক পরিবর্ত্তন—এই তিনটী বিষয় সন্নিবেশিত হইবে। পত্রগুলি অতীব মনোহর, ভাষাময়, এবং শিক্ষাপ্রদ,—ইউরোপীয় অভিভাবকদের শিক্ষা, দীক্ষা, পরীক্ষা, নবীন, বিলাস, আচার, প্রভৃতি—সকলি পরিষ্কার হইবে।

মূল্য মাত্র ১৲ নগদ মূল্যে প্রদত্ত হইবে। মূল্য ৸০ ১৫ আনা মাত্র,—ডাকমাশুল লাগে না।

এতদ্ভিন্ন শ্রাবণ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত ৪ খানি মূল্যে গ্রন্থ দেওয়া হইবে। তার পর মূল্য ১৲ টাকা স্থির হইয়াছে।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় ৩৪।১ নং মুন্সী বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যাভূষণ পত্র প্রকাশক।

মহাকবি ঘনরাম প্রণীত।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,—বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই মহাকবি এই গ্রন্থ রচনা করেন। এত দিন উহার অনেকগুলি হস্তলিখিত পুথি আকারে, সাধারণের অগোচরে ছিল। এখনে আজ মুদ্রণ কার্য্যে, মুদ্রণ অক্ষরে, পরিষ্কাররূপে ছাপা হইয়াছে। বহুটী রহীন, কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য ২৷৷০ টাকা মাত্র। ৯০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ।

২৪ এ বৈশাখের সঞ্জিবনীতে এসম্বন্ধে,"শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের উপাখ্যান অতি মনোহর। আট আইনের আইন কারণে বিমুখ হওয়া যায় না। আমরা বীর নায়ক লাউসেন মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালীর অতি সুখের সমাবেশ দেখিতে পাই।" কলিকাতা ৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে, এবং ৩৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

৺ উমাচরণ কবিরাজের

১০৫ নং মনোহরপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকলপ্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক প্রভৃতি উচিত মূল্যে পাওয়া যায়।

সঞ্জীবনী সুরা।

এ সোম, অরিষ্ট, আসবাদি ঔষধালয়, আর প্রভৃতি [illegible] ঔষধ। ১ নং বোতল মূল্য ২৲ টাকা।

ঔষধ ব্যবসায়ের পুরাতন খুষ্ট

কুষ্ঠ, উপদংশ, আতঙ্কজনক প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ ও আশ্চর্য্যজনক আরোগ্যে চিরদিন উপকারক। এক শিশির মূল্য ৫ টাকা।

শ্রীহরেন্দ্রপ্রসন্নোহন রায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

রেজিষ্টরী করা Registered

সকল প্রকার মেহরোগের

পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২৲ টাকা

মফস্বলে পাঠাইতে ৷৷০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক মাত্র তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মূতন ও পুরাতন মেহ, মেহজন্য, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রদোষ এবং তৎসম্পর্কীয় অন্য প্রস্রাবসম্বন্ধীয় জ্বালা যা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপুয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব পাত্রে ধরিলে ন্যায় থোলা থকথা ও তৎসম্পর্কীয় অন্য যে যা, পারীষিক দৌর্ব্বল্য, অক্ষীবত্ত এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বাহ্যের পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গযুক্ত রোগই হউক, অল্প দিন মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। কবিরাজ মহাশয় যাহাদিগকে ঔষধ সেবন করাইয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন, আমাদের এই অনুরোধ।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপী দন্তমঞ্জন।

ইহা দ্বারা দন্তমূল, দন্ত ক্ষয়কারক দন্তের কালিমা, দুর্গন্ধ ও দন্ত পড়া ইত্যাদি সমস্ত দন্তরোগ অল্প দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা দিবসে দন্ত পরিষ্কার করিয়া রাত্রে দন্তে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়, মুখের দুর্গন্ধ একেবারে যায়। মূল্য প্রতি কৌটা ৷৷০ চারি আনা মফস্বলে প্যাকিং ৷০ আনা।

সাবধান। সাবধান।। সাবধান।।।

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—শ্রীহরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ মিত্রের গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

মূল্য ৷৷০ আনা।

বিনি বিনামূল্যে প্রদানের জন্য।

বিজ্ঞাপক ইচ্ছা করিলে, আমরা তিনি এই পুস্তক নীচে প্রদান করিব।

রাজলক্ষ্মী—আদর্শলিপি।

(পাঁচ খানি আদিবয়বাদের উপর ছাপা পড়িবে।) মূল্য ৷৷০ দশ আনা মাত্র ডাকমাশুল লাগিবে না।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

"রাজলক্ষ্মী আদর্শলিপি—পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্তা প্রণয়ের এরূপ উচ্চতর ছবি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। উহাতে লেখক তাঁহার মনের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে পাঠকের হৃদয়ের তারগুলি প্রতিধ্বনি দিবেই দিবে। ভাষা মৃদুমধুর এবং এত কবি কবি নহিলে এ সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ আমরা তাঁহার গ্রন্থ সুসভ্যে যে মহি তাহাতে আর সন্দেহ করিতে পারি না।" আনন্দবাজার পত্রিকা ৭ই বৈশাখ ১৩২১।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। কলিকাতা—৯১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

অধ্যবসায়ীর সাধ্যপ্রকাশের অনুষ্ঠাতক।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত।

কবিরাজ ও আয়ুর্ব্বেদ শিরোমণিকৃত ঔষধালয়।

কলিকাতা, ১১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বহুবাজার।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার

মহৌষধ।

এই সৌম্য আরোগ্যদান নানা অনুসন্ধান করিয়া কবিরাজ একটী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ৮টী সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সমূহের প্রবল হ্রাস হইতে থাকিবে। তৃষ্ণা—অতীব দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের চুলকানী, অরুচিভাব, দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বের হ্রাস, শির শির, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিদূরিত হইয়া "প্রস্রাব যাহে ও পরিষ্কার" স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আমাদের বহুমূত্র ও মধুমেহের ঔষধটী ও বেদনাহর ঔষধ ২ সপ্তাহ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। বোধ করি আপনার উপরোক্তমত ব্যব-

জীর বিষয় জানা করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিলে পারিলে অধিক উপকার হইত। এপর্যন্ত প্রকার দুই বেলা রোগক ব্যবহার করিতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে এক একবার ব্যবহার করিয়াছি কিন্তু কোন দিবস একবা ভাবি নাই। বটীকা অতি অল্প ব্যবহার করিয়াছি। ২৭ এ বৈশাখ সন ১২৯১ সাল।

বশম্বদ শ্রীকেশবচন্দ্র আচার্য্য ভিষিগ্রত্ন ময়মনসিংহ।

(ডাক্তার রোগক্ত।)

গোদ,জলদোষ ও অণ্ডবৃদ্ধির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিদ্ধ রোগক—ইহাতে রোগ ও ভক্তদের নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অন্যান্য পুরাতন এবং স্থানে স্থানে চর্ম্ম অসাড় হইলে এ ঔষধে তাদৃশ ফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২।০।

নেত্রাঞ্জন—ইহাতে যকৃৎরোগ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বা দৈত্যিক হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২।০।

এই দুটী ঔষধ পাওয়া যাইবার প্রকৃতি কোথায় বিক্রয় হয় নাই। এই দুটী ঔষধ কলিকাতায় এক মাত্র বিক্রয় হইবে শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ বিশ্বাসের চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

কুসুম মঞ্জরী।

(বালক রোগদের অবশ্য ব্যবহার্য্য)

যাহা সেবনে যে সকল স্ত্রীলোক গর্ভের মধ্যে নিশ্চয় গর্ভের পূর্ব্বে বা পরে কষ্টকর পেট বেদনা হয় ও পেটে বিল ধরে, বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠে প্রহর, রক্ত প্রদর অকালে অধিক পরিমাণে বেরোনোর ও অন্যান্য রোগাদীর পীড়া হইবার রোগ সকল বিনষ্ট করিয়া গর্ভ পাকের বলাধান হয় করে, সাধ বিষয়ের অধিক লেখা করিতে হয় না। যাহা নিয়মরূপের সময় ঔষধ সেবন করিতে হয়, তজ্জন্য সপ্তাহ পূর্ব্বে পত্র লিখা ও বিশেষ অনুরোধ, এক কৌটার মূল্য ২ টাকা পাঠাই আনা।

মেহামৃত-রস।

এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও ধাতু নির্গম, শ্বেত প্রদর, মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যতায় মস্তকে ঘাম লাগা এবং এই সকল রোগজনিত স্বপ্ন, অনিদ্রের দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির ঘাম পাণ্ডুরোগ দৌর্ব্বল্য-প্রভৃতি সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। এক শিশির মূল্য ১৫০ প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ব্যতীত আমার নিকট যে সকল ঔষধ আছে, তাহা পত্র দিলে আগামী সপ্তাহের ডাকে পাঠাইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। [illegible]
বাঁশরিপাড়া নিবাসী

সোমপ্রকাশ ডিস্পেন্সিটরী।

২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক এবং নানাপ্রকার [illegible] ক্রয়ের সুবিধা নিমিত্ত ও [illegible] এক পুস্তকালয় নূতন প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] The Chieftain [illegible] (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত) ১৷৷, ৫ টাকা কি ? পাকা আমের [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০, [illegible] ১৷৷, পাষাণী ১৷৷, বিবাহের [illegible] (প্রথম) ৷৷০, সীতা- [illegible] ৵০, [illegible] ১৷৷০, ভারতী [illegible] ১৷৷, [illegible] ৷৷০, [illegible] [illegible] ১৷৷০, শীতার বনবাসবিভূতি ৵০, [illegible] ৷৷০, আমাদের গোবিন্দ সামন্ত ৷৷০, [illegible] with Notes ৷৷০ Ancient world ১, [illegible] ১৷৷০, Speeches of Lord Ripon [illegible], (For entertaining any day [illegible] for any given time within the [illegible] century ৷৷০, Students guide ৷৷০ [illegible] ৵০, [illegible] ৵০, [illegible] ১৷৷, [illegible] ৷৷০। Model questions with [illegible] companion reader By H C [illegible] B A, B L. Price 1—8. Postage [illegible]

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা নিম্নলিখিত মহাশয়দিগের নিকট হইতে মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং তাঁহাদের নাম ও ধামের সহিত সোমপ্রকাশের মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু [illegible]—

৫	কৃষ্ণধন [illegible]	৷৷৷৷
"	"	যোগীনাথ চৌধুরী—নলিয়াপাড়া	১৷৷০
"	"	নবেন্দ্রনারায়ণ দে—কলিকাতা	১৷৷০
"		মুন্সী খাদেম আলী চৌধুরী—	
		বাড়ী এক্ষা	১৷৷
"		[illegible]	৷৷৷৷
"		[illegible]	৷৷৷৷
"		[illegible]	৷৷

সাধারণী

২৮ শ ভাগ।] "ভবতাদ্ভাষ্যমিদমুদ্ভাবয়তু ভারতী ভবিষ্যন্তী ভূতিবর্ত্তমানী চ ভাবনা।" [৪১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা। ১৩২৯ সাল। ১৩ ই ভাদ্র। ইং ১৯২২। ২৫ এ আগষ্ট

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সহিত বার্ষিক ৩॥০ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

পতাকা।

নূতন সাপ্তাহিক পত্র।

আগামী ২ রা কার্ত্তিক শুক্রবার হইতে প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গবাসির কৃতবিদ্য সম্পাদক, অধুনা বেঙ্গলি পত্রিকার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টসের (অনুমোদের) সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রলাল রায় এম, এ, বি; বি, এল মহাশয় ইহার সম্পাদক।

লেখকগণের নাম।—

রাজনীতি ও আইন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু, M A. B L Vakeel of the Cal. High Court. কৃষ্ণনগর। এডুকেশন বিষয়, Barrister-at-Law, "বঙ্গবাসি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল রায়, M A. B.L. Barrister-at-Law "বঙ্গবাসি" সম্পাদক। ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ বিশিষ্টরূপে খ্যাত, M. A. B. L. শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল, M.R.A.S. বঙ্গবাসি।

সমাজনীতি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, "বঙ্গবাসি" সম্পাদক, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, B. A. "বঙ্গবাসি" সম্পাদক, শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদক।

Indian Antiquary ও ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি ও ইণ্ডিয়ানের লেখক-প্রবন্ধবিশারদ, Professor Bibliophilian Institution। শ্রীযুক্ত [illegible] "প্রবাসী" সম্পাদক। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী "বিশ্বকোষের জননী" প্রভৃতি সম্পাদক ও পাঠকগণ যাঁর ভাষিকা, Prof. Metropolitan Institution অধ্যাপক বিনোদবিহারী, বেদান্তরত্ন এম" বহুল সংখ্যক প্রবন্ধ।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব।—ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "এসিয়াটিক সোসাইটি" "সাহিত্য" প্রভৃতি সম্পাদক। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, "Bibliotheca Indica" এর মহাশয় সম্পাদক।

বিজ্ঞান। Jagadish Chandra Bose, D. A, Mathematics Science, prof Bilhpore Engineering College. (বেঙ্গল ন্যাশনাল বিজ্ঞান সভার সভাপতি।) শ্রীযুক্ত [illegible] অধিকারী B, A, Principal Met. Institution, Fellow, Cal. University, শ্রীযুক্ত [illegible] M, B, ও অন্যান্য সুধী।

বিজ্ঞাপন বর্ণনা।—শ্রীযুক্ত [illegible] M.A, Calcutta University, B A, with Honours, Cambridge University। বিজ্ঞাপন [illegible] B A সহকারী সম্পাদক।

আকার।—সাধারণ ও নবপ্রভাতের সমান চারি পৃষ্ঠা হইবে। সুন্দর মসৃণ কাগজের ঝলাট থাকিবে, ছাপা ভাল হইবে, পরিষ্কার ছাপা হইবে।

মূল্য। অগ্রিম বার্ষিক ৩৲ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ২৲ ([illegible] পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।—প্রতি পংক্তি ৸০ আনা মাত্র।

টাকা, মনি অর্ডার, পত্রাদি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়ের নামে এবং ২৬ নং শুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ঐ ঐ নাম ব্লক করিয়া লিখিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার লাহিড়ী—কার্য্যাধ্যক্ষ।

ভাবপ্রকাশ।

(মূল ও অনুবাদ)

ভাবপ্রকাশ নামক প্রাচীন আয়ুর্বেদের পরিচয় অনাবশ্যক। এই গ্রন্থ যে কেবল বৈদ্যব্যবসায়ের উপযোগী তাহা নহে, ইহাতে কৃষক গোপালেরও উপকার আছে। কারণ, গ্রাম অঞ্চলের চিকিৎসা-বিদ্যা বৈদ্যকুল প্রভৃতি আয়ুর্বেদের আবশ্যক অধিকাংশ কি বিষয়ে সম্পন্ন করিতে পারেন, অধিকন্তু গ্রী ও অন্যান্য বালকের কিরূপ পরিচর্য্যা আবশ্যক, কোন রোগের কি ঔষধ কোন্ অনুপান কিরূপ নিয়ম আহার পালন করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ রোগের পরিচর্য্যা কোন রূপ বিধি বিহিত করিয়া তখন অধিকে পীড়া হইবার সম্ভাবনা এই গ্রন্থে তাহা বিশেষরূপে লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত গর্ভোৎপাদকগণ গর্ভে পুত্র কন্যা ও এপ্রকার হয় ইহার কারণ, আদি ঋতু ও যুগ বিভাগ প্রভৃতি পারীরিক উপাদানেরও লেখা। ঔষধিবিশেষ বলা, রোগ বাতু। উৎপত্তি, রোগ আরোগ্য লক্ষণ ও দুষ্টি রোগী ও বৈদ্যের লক্ষণ, চিকিৎসার প্রণালিকা ও যাগ যোগের লক্ষণ, এতদ্ভিন্ন ঔষধের ঔষধিগুণ, পথ্যাপথ্যবিচার এবং ঔষধ, অন্ন ও ঔষধাদি প্রস্তুত করণের বিধান প্রভৃতি বৈদ্যকের আবশ্যক বিষয়

বিষয় ইহাতে লিখিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক দেয় হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য প্রতি, ডাকমাশুল ৵০ আনা। তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা ফেলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু
ম্যানেজার।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

৩০ নং কমু টোলা কলিকাতা।

এ সময়ে সময়ের বহুমুখি কল প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় আমুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটী আয়ুর্ব্বেদিক আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বঙ্গদেশস্থ যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, প্রত্যহ তথায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের সহিত একটী ঔষধালয় আবশ্যক। এতদর্থ বিদ্যালয়ের সহিত এই ঔষধালয়টী সংস্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে বিদ্যাবারিধি কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয় স্বয়ং বসিয়া ১৮ টা হইতে ১৮ টা পর্য্যন্ত রোগীদিগের চিকিৎসা করেন। ইহাতে যাবতীয় পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা শিক্ষার্থী মহোদয়গণের সহিত ছাত্রবৃন্দও আয়ুর্ব্বেদের সার শিক্ষা লেন। যে সকল বিদেশীয় মহাশয় চিকিৎসিত হইবার অভিপ্রায়ে নিজ নিজ রোগ বিবরণ আমাদিগকে লিখেন, অথবা সাক্ষাৎ প্রার্থনায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধি প্রদর্শন পূর্ব্বক ছাত্রদিগের সম্মুখে ব্যবস্থা প্রদান করেন এবং ঔষধের উপযুক্ত চিকিৎসক সমভা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা প্রদান করেন। ঔষধের মূল্য পূর্ব্ববৎ

বিদ্যালয়ের নিয়মাবলি ও অন্যান্য বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে আমার নিকট পত্র করিলে জানিতে পারিবেন।

পত্রাদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়
৩০ নং কমুটোলা—কলিকাতা—

কেত এণ্ড কেলপ।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি হাজার হাজার রোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ব্যবহার করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

এই ঔষধ এক সপ্তাহ ব্যবহার করিলে দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া শরীর প্রফুল্ল হইবে। ইহাতে স্বপ্নদোষ নিবারিত হয়। ইহা সর্ব্বাঙ্গীন বলের উপযোগী ঔষধ। মূল্য ১, ডাক মাশুল ৵০।

গণোরিয়া রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই ঔষধ ব্যবহার করিলে একদিন বাহ্যে পরিষ্কার হইবে। এক সপ্তাহ ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা।

প্রস্রাবের রোগের ঔষধ।

এই ঔষধ কোন কারণে যেরূপে এই রোগের উৎপত্তি হউক না, এই ঔষধ ব্যবহারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার ব্যবহারে কোন প্রকার অপকার নাই।

রক্তশোধক ঔষধ।

এই ঔষধ এ পর্য্যন্ত যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে পারা খাওয়ান, দূষিত রোগ, অরুচি, মুখের দুর্গন্ধ, অম্ল উদ্গার ও পেটের পীড়া প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া শরীর সুস্থ হয়। যেরূপে ইহা ব্যবহার করিতে হয়, তাহার ব্যবস্থাপত্র বিশিষ্ট রূপে লিখিয়া দেওয়া হয়। মূল্য প্রতি বোতল ৩ টাকা। ডাকমাশুল

পেটের পীড়ার আরোগ্যকারক মহৌষধ।

এই ঔষধ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি, অম্লরোগের শান্তি, ক্ষুধার বৃদ্ধি ও বেদনা, অপরিপাক, অরুচি, আমাশয়, অম্ল, বমন প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। বিশেষ বিবরণ প্রত্যেক শিশির মোড়কে লিখিত থাকে। ছোট ছোট ১ টাকা, বড় বোতল ২ টাকা। ডাকমাশুল ৵০ আনা। মূল্য না পাইলে ঔষধ ভি পিতে পাঠান হইয়া থাকে। ঔষধের মূল্য যে পত্রে লেখা হইবে সেই পত্রে মূল্য না পাঠাইলে ভি পি যায়।

C. H. Managers Jangalia Hall, near Machhoura Taluk.

নূতন বর্ণশিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীবিহারীলাল মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত।

এই পুস্তকখানি বালক বালিকাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এক সময় অনেক স্কুলে সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে আছে। মূল্য মাশুল ৵০।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু।

মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি দ্বারা
রাজমোহিত ও পরিচালিত
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সেন কবিরাজের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৯৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ প্রিন্টিং প্রেস,
পৌরাণী বাটীনিবাসী কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ প্রোক্ত যাবতীয় খাঁটি ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রস্তুতি এবং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ সহজ মূল্য ও ডাকের মাশুলাদি সহিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। বিশেষজ্ঞ রোগিদিগের পীড়া অথবা অবস্থা জানিতে উপযুক্ত অবস্থা প্রেরিত হয়। আমি সকলের উপস্থিত থাকিয়া আবশ্যক মতে ঔষধাদি প্রদান করি।

বর্ত্তমান সময়ের পত্রিকা ও বিবিধ ভাষায় বিষয় এই ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্যনির্দ্ধারণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়।

স্বর্ণ রজত বহুমূল্য মণিমাণিক্য মকরধ্বজ।

এই মহোপকারক ঔষধ আমার বিশেষ রূপে প্রস্তুত করিলে দীর্ঘজীবন, পূর্ণযৌবন প্রদায়ী, ক্ষোভাজিত ধাতু, প্রমেহ, শুক্রতারল্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, প্রস্রাব চিনি ও অধিকন্তু অন্যান্য রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

১ বর মাত্রার ৭ পুরিয়া মূল্য ১
১ তোলার মূল্য ৭৸
৭ বর হইতে ১ তোলার ডাক মাশুল ৷৷০ আনা।

ত্রৈলক্যসঞ্জীবনী।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

এই সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-গ্রন্থে নিদান রোগ সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ এবং সমস্ত ঔষধ প্রস্তুতির অত্যুৎকৃষ্ট প্রণালী বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ বিশেষ স্থল হইতে বিবিধ উপযুক্ত পাঠ নিবা (রোগচিকিৎসা, অতিসার রোগের আরও অনেকগুলি বিবিধ ঔষধ পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

মূল্য—৩ টাকা ৩ ডাক মাশুল—৷৷০ আনা।

আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

আমার নামে প্রাপ্তব্য।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কথা এবং উপাসনার অর্থ সকলেরই জানা আছে। যথা:—" উপাসনাদি, নতশিরস্কাদিবিষয়ক রাজসম্বন্ধীয়াপাসনাদি স্তুতিজাপিকা বাণী, উপাসনা" চৈতন্যাগ্রাহ্য (বেদান্তসার) চিত্তের একাগ্রতা সাধনই উপাসনা। " রাজার আপনার সিংহাসন অধিকার করিতে পারে না। কাজেই ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধনের বিধান হচ্ছে থাকে এবং সেই পদার্থে যে প্রত্ন নয় তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, রাজসম্বন্ধীয়ের আসন বসাটাই ভাল প্রত্ন নয়। প্রত্ন " অবাঙ্মনসগোচরং" বলা উচিত যে " মেরু বিন্ধ্যপর্বতে " এই শব্দ যে ক্রমে সমূহে প্রযুক্ত হইয়াছিল, সেই প্রাচীন কালে প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল না। সে সময়ে ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়াই " ঈশ্বর " শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কাজ প্রতিমাতে যে ব্রহ্মপদার্থ ঈশ্বর সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রতিমা ঈশ্বর জ্ঞান ব্রহ্মপদার্থ বলিয়াই তাহাকে উপাসনা করিবা পক্ষে বলা সাহস যে " উপাসনা " চিত্ত হয় এবং প্রত্ন।

সাধে প্রতিমাতে পূজা করিবার বিধি নাই কিন্তু প্রতিমাতে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের পূজার বিধান আছে। সাকার উপাসক তাহাই করেন, তাহার পক্ষে করেন না। ঈশ্বর জল স্থল অন্তরীক্ষ সর্ব্বত্র আছেন, প্রতিমাতেও আছেন। এই মহান ভাব। কিন্তু আমরা সাকার উপাসনার প্রাণ ও ঈশ্বরকে সাকারে দ্বারা পদার্থ অতীত বেদান্ত অধি ধর্ম্ম অন্য প্রভৃতি, তখন বাস্তবিক বেইকল অবস্থানের সম্ভাব উপলব্ধি করা সম্ভাবিত নহে। এই হেতুই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে " কুম্ভেষু কুম্ভেষু বিচিত্রা মৈত্রা " ইত্যাদি।

অতি প্রাচীন ব্রাহ্মিকা প্রভৃতি গ্রন্থিকল এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক শ্রীমদ্ভাগবত বেদ সাকারো [illegible] লেন। সাকার কি উক্ত মন্ত্রগুলবলম্বের অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠ মনে করেন? তাহিলে [illegible] রিতে পারেন, কেন না ঈশ্বর সাধ বেদের ব্যাখ্যা উপাসনা বেদের অন্তর্গত না বলেছা [illegible] " ঈশ্বর আছেন " এই সাধারণ জ্ঞানই [illegible] প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরীক্ষা [illegible] ভাব ঘরে অনন্তা নয়। বেদের আর অন্যান্য [illegible] শোনা হয় [illegible], বড় দুঃখের বিষয় যে, আজ কাল কতিপয় [illegible] অনুকরণী মুগ্ধক এই জ্ঞানবর্দ্ধিনী অনেক প্রথাগুলি [illegible] কলিকাতার সম্পাদক [illegible] মুখের বিদ্যুৎপ্রকাশ নিন্দা ও [illegible] প্রভৃতিতে পূর্ণিতে পাওয়া যায়। কিন্তু [illegible] আচার ব্যবহার [illegible] ইহা যে

অতীটিনিয়ের সম্পূর্ণ অনুবাদ এ বিষয় [illegible] বুঝিতে পারেন না। উক্তি—

সোমপ্রকাশ

১৩ ই ভাদ্র সোমবার ৫

[illegible] আদালতের দ্বিতীয় [illegible] বাবু কৃষ্ণদাস [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]। [illegible] ১৮৮৫ ইংরাজী [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible], [illegible] [illegible]। সংবাদটী [illegible] বড় [illegible] কথা। কৃষ্ণদাসবাবুর [illegible] [illegible] কি উপযুক্ত [illegible]? [illegible] আদালতের জজ বাবু [illegible] [illegible] উচিত নয়? ইনি [illegible] [illegible] করিয়া আসিয়াছেন। যদি ইনি [illegible], দ্বিতীয় পদ [illegible] না করেন, [illegible] অনেক উপযুক্ত [illegible] আদালতের [illegible] আছেন, তাঁহাদিগের একজনকে [illegible] করিবেন না? তাঁহারা সকলেরই এক [illegible] আদালতের বিচারাধীন মকদ্দমার [illegible] করিয়াছেন, কলি[illegible] তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি কি লোপ [illegible]? যদি কোন ব্যারিষ্টার ঐ পদে [illegible], ব্যবহারজীবিদিগের উৎসাহ ভঙ্গ [illegible]। এদেশ ব্যারিষ্টার উৎসাহ ভঙ্গ করাই [illegible] [illegible] করিতেছে। ইহাতেই বিশেষ ক্ষতি কি [illegible]?

[illegible] [illegible] পদ।

এ পদটী আমাদের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। ইহা যে কেবল কৃতকর্ম্মের নাম রাখন করিয়া আমাদের [illegible] বিশেষ আশা [illegible] করিতেছে, তাহা নহে এ দেশের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছে। ১৮৮ সাল ১৮ আগষ্ট ভারতেশ্বরী মহারাণীর স্বহস্ত [illegible] পদবী নিয়োগের আদেশ দেন। [illegible] অনেকের মনে যে, তাহাতে এদেশ [illegible] পদবী হবে। তদবধি কিছুদিন উদ্দেশ্য সাধের [illegible] অনেক গুলি [illegible] পদবী হইয়া গেলেন, কিন্তু এক প্রাণী সাধের [illegible] আশা হইয়াছে যে [illegible] বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে নাই। প্রাণী সাধারণ [illegible] বিনা পক্ষপাতে কার্য্য করিয়া নীচ [illegible] আচার [illegible] পদবী করিয়াছিলেন। তাহা

[illegible] [illegible] পদবী [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও রাজনীতিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইংরাজ যদি আফগানিস্তানে রুশের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমীরের রুশের সহিত যোগ দিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমীর যদি ঐ রাজ্যের সহিত যোগ দেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষেরই তাঁহাকে বলে বা ভয়ে অথবা ও কুকৌশলে নৈতিক ধর্ম্মের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিবেন। পক্ষান্তরে রুশদেশ পক্ষ অবলম্বন করিলে ইংরাজেরা তাঁহাকে কোন্ হাতের অধিক টান করিবেন। অতএব আমীরের উভয়সঙ্কট। এখন এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে যাহাতে তাঁহার উভয়পক্ষ পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর। ইংরাজের কর্ত্তব্য তাঁহাকে আপনাদিগের পক্ষীকৃত করিয়া রাখেন। যাহাতে তিনি রুশের পক্ষ অবলম্বন না করেন বিধিমত সেই চেষ্টা পান। ইংরাজ বরাবর এই নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন এখন তাহাকে বলবতী করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য।

এখন যদি সে নীতি পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে যত দিন আমীরকে যে টাকা যে পরিমাণ দেওয়া হইত তাহা যে কেবল বিফল হইবে তাহা নয়, কিন্তু রুশের সহিত যোগ দিলে তাঁহার সাহায্য ইংরাজের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বকার্য্য প্রকৃতির সম্বন্ধে আমরা সাহেব অনেক কথা বলিয়াছি। কিন্তু এদেশে ভারতবর্ষে থাকা অবস্থা প্রকৃতি যে সকল কার্য্য হিতকর বলিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দ্বারা কখনও হিতসাধন হইতেছে আমরা বলিতে পারি না। এ কথা বড় মিষ্ট লাগে না। পূর্ব্বকার্য্য প্রকৃতির কথা যে কত অপ্রিয় রূপে ব্যক্ত হয় তাহার গণনা করা দুষ্কর।

পার্লামেন্ট ও এদেশীয় সংবাদপত্র।

এদেশীয়দিগের কোন প্রকার উপকার হউক অথবা এদেশীয় সংবাদপত্রে কোন বিষয় লিখিত হইলে পার্লামেন্টের সভ্য উপকার করা থাকেন। সেটা কি ঐ কার্য্য স্বভাব? অথবা তাহা নৈমিত্তিক কারণে ঘটিয়া থাকে? উহার স্বভাব বলিয়া গ্রাহ্য নিম্নের উল্লেখ করা উচিত অন্যথা সর্ব্বদা যেমন সর্পের বিষ লইয়া উপহাস করিয়া থাকে তেমনি পার্লামেন্টের উপরোক্ত বিষ আমাদিগের উপকারক হইতেছে বলিয়া আমরা আদর করা কর্ত্তব্য? কটু কথা শুনিলে অপরাধ্য বহন বোধ হয় বটে, কিন্তু পার্লামেন্টের উক্ত সাহেবের পরিণামে আমাদের উপকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপাতত ক্লেশকরমূল বিষম বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে উহা হইতে বিলক্ষণ উপকার পাত হইয়া থাকে। পার্লামেন্টের যেমনকে বলে এবং উদ্দেশ, তাহা কেবল তাঁহার নিজের জন্য, যে শ্রেণীর ইংরাজের সাধ্য বুদ্ধি ও ক্ষমতা তাহা পরাধীন করিয়া রেখে প্রভুত্ব করিবার উপযুক্ত, পার্লামেন্ট ভাবেন, পার্লামেন্টের বাক্যালাপ দ্বারা সাধারণের মুখ [illegible] সাক্ষাৎভাবে প্রজাদিগের দ্বারা পাঠক। এই ভেদ বিচার করিয়া লন।

[illegible] এদেশীয়দের অবস্থার উপরে [illegible] তাহার বিষয় ইহা আবশ্যক। অন্যান্য [illegible] ইংরাজদিগের [illegible] ইহা [illegible] ইংরাজদিগের [illegible] ইহা [illegible] ইংরাজদিগের [illegible] ইহা

[illegible]

নবজীবন। একখানি নূতন মাসিক পত্র। ইহার প্রথম বর্ষের 'ভারতী' আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দেশের [illegible] ইহার লেখক। আমাদের [illegible] ন [illegible] নবীন আড়ম্বর, না [illegible] নবজা [illegible] [illegible] হইবে [illegible] [illegible] পত্রিকা [illegible] [illegible] [illegible]

এইরূপে সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ ঘোর নিদ্রাগত থাকিয়া কালের গতির উপায়ও নির্দ্দেশ হইয়াছে। যথা— " আমাদের বোধ হয় যে, সমাজ শরীরের এরূপভাব অবলম্বন করিলে এবং চতুর্দ্দিকে সমস্ত শরীরতত্ত্বের প্রচার করিলে পূর্ব্বোক্ত দুরবস্থার অনেকাংশে সংশোধন হইবে। + + + + + শরীরী পদার্থ স্বাভাবিক নিয়ম বলে ভাগাদিগে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিভাজিত হইয়া থাকে। কোন অঙ্গ মস্তক হয় এবং মস্তকের যে কর্ম্ম,কাহাকে ও করে, কোন অঙ্গ বা উদর নাম ধারণ করিয়া থাকে। উদর হয় কথা করে কোন অঙ্গ বা হস্তাকারে পরিণত হইয়া উদরের উচিত কার্য্য করে। একণে যদি মস্তক মস্তকের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পদাঙ্গুলির কার্য্য প্রবৃত্ত হইতে চাহে তাহা হইলে শরীরী পদার্থের উদ্দেশ্য নীতই সম্পাদিত হয় কি যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম্ম করে, তাহা হইলে সমস্ত অবয়বের সুস্থতা সমভাবে পুষ্টি হয় এবং শরীরও সুস্থ থাকে। সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সমাজশরীরস্থ কোন অঙ্গ মস্তকরূপে কোন অঙ্গ হস্তপদাদিরূপে অবস্থিতি করিতেছে। যদি সমস্ত সম্প্রদায়ের নিজ নিজ কর্ম্ম নিজেই করে, তাহা হইলেই অবয়বের সুস্থতা সমভাবে পুষ্টি হয় এবং সমাজশরীরও কোন অঙ্গ মস্তকরূপে কোন অঙ্গ উদররূপে কোন অঙ্গ হস্তপদাদিরূপে অবস্থিতি করিতেছে। যদি সমস্ত সম্প্রদায়ের নিজ নিজ কর্ম্ম নিজেই করে, তাহা হইলেই অবয়বের সুস্থতা সমভাবে পুষ্টি হয় এবং শরীরও সুস্থ থাকে। সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সমাজশরীরস্থ

[illegible] ; [illegible] ; [illegible] ; [

উত্তর না দিয়া অন্যাগণের উত্তর দিল, তিনি কেবল শোক ; কৃষ্ণ শিশুসমান বিবেচনা করিয়া অপরাধ সহ্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ; পক্ষান্তরে দ্রৌপদীর এরূপ কোন প্রতিজ্ঞা ছিল না। এখন প্রশ্ন এই কাহার মত অধিক ? যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত ধর্ম্ম শিখাইয়া দিয়া এবং তাঁহার দুর্দ্দশাগমনের কারণানুসন্ধানের সময়ে আপনার উপরে আঘাত করিয়া তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মাইয়া কৃষ্ণ কি আপনার সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহপাত্রীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন ? সকল কৃষ্ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নহেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের যেখানে বিবেচনার ত্রুটী হইয়াছে, সেইখানেই সকল স্নেহময়ে সর্ব্বগুণাধার ও সর্ব্বজনাদৃত লোক ঘটিয়াছে। উপসংহারে বক্তব্য এই, ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ না করিলে বোধ হয় আমরা মহাভারত ও মহাত্মা কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতাম না।

পালিয়ামেণ্ট সভার কথোপকথন।

পালিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যেরা ১৮৪৫ সালে আপনার হেট সেক্রেটারিকে নিম্নলিখিত বিষয়ে ১ লিখিত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ঐ সালের ১৩ মার্চে যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কমিসনর ১৮৪৩ সালে বিলাতে যাইতে মনে মনে করেন। ঐ সময়ে তাঁহার বিষয় আপনার সেক্রেটারিকে কিছুই জানিতে দেন নাই। তিনি এই বিষয় তাঁহার নিকট কেন প্রকাশ করিলেন না, তাহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আমার সেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে ১৮৪৩ সাল এবং ১৮৪৪ সাল অবধি একপ্রকার পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই বর্ষের কোন কোন সময়ে বিলাতে যান আসেন বা কমিসনরের প্রত্যাগমন হয় এবং এই বর্ষে গবর্ণমেণ্টের বিলাতে যাতায়াতে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাহার জন্য আমাদিগের নিকট কত টাকা লওয়া হইয়াছে, এবিষয়ে আমাকে আপনি লিখিয়াছেন কি না এবং তাহা প্রকাশের সভ্যদিগের দেখিবার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে কি না, তাহি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ইহার বিষয় কিছুমাত্র জানান হয় নাই। বিলাতে যাইবার জন্য কমিসনর যে পত্র লেখা হইয়াছে, তাহাতে তাহার প্রকৃত কারণ লেখা হয় নাই। বিলাতে প্রকৃত কারণ জানিতে পারিলে এবং সাক্ষাৎ হইলে প্রধানীয় বিষয় চালিবার পূর্ব্ব বিষয় উক্ত প্রধানীয়ের প্রকৃতরূপ হয় নাই।

ইহার পর মহাত্মারা কারণ জিজ্ঞাসা করেন, এক, যি ব্রাইট মাসেশ্বরের ১৮৪৩ সালে ভারত পর্য্যটন ও এবং লোকমান্যবাবু মাক্রাজী ইণ্ডিয়ান

জাহাজে লেফ্টনেণ্ট ১৮৪৩ সালে মাসের ৩০ তারিখে ডেপুটী কমিসনর ডেভিস সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী ডেভিস ওয়াটসন প্রভৃতি ইংরাজদিগকে লইয়া বোম্বাই হইতে বিলাতে যাত্রা করিয়াছিলেন। সমুদ্রে কিছু দূর আসিলে পর জাহাজের কাপ্তান ডেভিস সাহেবকে বলিলেন, আমার জাহাজে কয়লা অল্প আছে, অতএব আমাকে মোকা বন্দরে কয়লা লইতে হইবে। ডেভিস সাহেব তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কাপ্তান ডেভিস সাহেবকে কিছুই বলেন নাই। ডেভিস সাহেব মোকা বন্দরে উপস্থিত হইলে পর কাপ্তান তাঁহাকে বলিলেন, আমার জাহাজে কয়লা অধিক লইবার স্থান নাই, অতএব আপনি এখানে অবতরণ করুন। ডেভিস সাহেব তাহাতে সম্মত হইয়া তীরে অবতরণ করিলেন। কাপ্তান জাহাজ লইয়া চলিয়া গেলেন। ডেভিস সাহেব তীরে অবতরণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গে যে সকল দ্রব্য ছিল, তাহার কিছুই জাহাজে নাই। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, কাপ্তান তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া গিয়াছে। তিনি তখন মোকার শাসনকর্ত্তার নিকট গমন করিয়া আপনার দুরবস্থা জানাইলেন। শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, আপনি ভাবিবেন না, আমি আপনার দ্রব্য আনাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ডেভিস সাহেব তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, আমার দ্রব্য আনিয়া দিলে আমার ক্ষতি পূরণ হইবে না। আমার যে সময় নষ্ট হইল, তাহার কি হইবে ? তখন শাসনকর্ত্তা কহিলেন, আপনি ক্ষতিপূরণের নালিশ করিবেন, আমি তাহার উপায় করিয়া দিতেছি। তখন ডেভিস সাহেব কহিলেন, আমি নালিশ করিব না, আমি কাপ্তানের নামে কোন অভিযোগ করিব না। আমি কেবল আমার দ্রব্য ফিরিয়া পাইলেই সন্তুষ্ট হইব। তখন শাসনকর্ত্তা কহিলেন, আপনি ভাবিবেন না, আমি আপনার দ্রব্য আনাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ডেভিস সাহেব তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, আমার দ্রব্য আনিয়া দিলে আমার ক্ষতি পূরণ হইবে না। আমার যে সময় নষ্ট হইল, তাহার কি হইবে ? তখন শাসনকর্ত্তা কহিলেন, আপনি ক্ষতিপূরণের নালিশ করিবেন, আমি তাহার উপায় করিয়া দিতেছি। তখন ডেভিস সাহেব কহিলেন, আমি নালিশ করিব না, আমি কাপ্তানের নামে কোন অভিযোগ করিব না। আমি কেবল আমার দ্রব্য ফিরিয়া পাইলেই সন্তুষ্ট হইব। তখন শাসনকর্ত্তা কহিলেন, আপনি ভাবিবেন না, আমি আপনার দ্রব্য আনাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ডেভিস সাহেব তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, আমার দ্রব্য আনিয়া দিলে আমার ক্ষতি পূরণ হইবে না। আমার যে সময় নষ্ট হইল, তাহার কি হইবে ? তখন শাসনকর্ত্তা কহিলেন, আপনি ক্ষতিপূরণের নালিশ করিবেন, আমি তাহার উপায় করিয়া দিতেছি। তখন ডেভিস সাহেব কহিলেন, আমি নালিশ করিব না, আমি কাপ্তানের নামে কোন অভিযোগ করিব না। আমি কেবল আমার দ্রব্য ফিরিয়া পাইলেই সন্তুষ্ট হইব।

[illegible] কমিসনর সাহেব ও কমিসনরের [illegible] বিবাহ হইবার পর তিনি [illegible] সেক্রেটারির উপর যে বিলাতি [illegible], তিনি [illegible] সেক্রেটারির [illegible] [illegible] [illegible]

বিবিধ সংবাদ

ইউরোপীয় সমাচার

[illegible] ও [illegible] ...

[illegible] ...

[illegible] ...

[

[illegible] সভার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। [illegible] পাঠকগণের সুবিধার জন্য প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইল না। প্রতিনিধিগণের [illegible] সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যের [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার [illegible] হয়, তন্মধ্যে বিদেশাগতদের [illegible] ছাত্র প্রবন্ধপুরস্কার [illegible] ও বিদেশাগতদের [illegible] ইংরাজী ভাষায় লিখিত এ সভার বিবরণী [illegible] উপস্থিত করা হইয়াছিল। একটী [illegible] বিবেচিত হয়। কোন প্রস্তাব [illegible] না করিয়া বার্ষিকপত্রের [illegible] "হিন্দুবালা বিধবাদের [illegible] উক্তি" ইত্যাদি। উহা [illegible] না, এ প্রস্তাব সম্বন্ধে [illegible] হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত [illegible] নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ [illegible] বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ। [illegible] বলী ও হইজনে বিরুদ্ধ [illegible] উহার মর্ম্মের বিচার [illegible] কি না, তাহার একটী [illegible] উচিত ছিল।

বোধে অনেক অন্ধকারে [illegible] যে অতি সোভাগ্যের অবস্থা হইয়াছে [illegible] প্রকাশ করিয়াছি। এবার [illegible] অন্ধকারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার [illegible] হয়, তন্মধ্যে বিদেশাগতদের [illegible] ছাত্র প্রবন্ধপুরস্কার [illegible] ও বিদেশাগতদের [illegible] ইংরাজী ভাষায় লিখিত এ সভার বিবরণী [illegible] উপস্থিত করা হইয়াছিল। একটী [illegible] বিবেচিত হয়। কোন প্রস্তাব [illegible] না করিয়া বার্ষিকপত্রের [illegible] "হিন্দুবালা বিধবাদের [illegible] উক্তি" ইত্যাদি। উহা [illegible] না, এ প্রস্তাব সম্বন্ধে [illegible] হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত [illegible] নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ [illegible] বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ। [illegible] বলী ও হইজনে বিরুদ্ধ [illegible] উহার মর্ম্মের বিচার [illegible] কি না, তাহার একটী [illegible] উচিত ছিল।

বোধে অনেক অন্ধকারে [illegible] যে অতি সোভাগ্যের অবস্থা হইয়াছে [illegible] প্রকাশ করিয়াছি। এবার আমরা

ভাগ্যাদিষ্টে ভাবিয়া উঠাবিদলে বাহির করিয়া বিচার ভূষণ বিলম্ব। উকীল ব্যবসায়েরা এইরূপে অবসায়িক হইয়া চিট্টাই ভাবের নিকট বিচার প্রার্থনা করেন। ভব সাহেব বিচার করিতে অস্বীকার করায় ও উকীলেরা এবিষয় হাইকোর্টের গোচর করিয়াছেন। এরূপ সাধারণস্থান অধোগতের উচিত ও না সভ্যতা যদি সভ্য হয়, তাহাহইলে সর্ব্বত্রই গড়ায় না হয় কেন? বিচারপতিদিগের এরূপ ব্যবহার কোন বিচারালয়ের অযোগ্যকর নয়, বিশেষ মাদ্রাজের অসভ্যতর।

ভাবেন্দ্রবর্ষ হইতে দুই বল মিউনি টৈদ্যা বিলাতে পাঠাইবার উদ্যোগ করা হইতেছে। ২৮ এ আগষ্ট ৪ বা সাহেব আসাম কতকগুলি ইউরোপীয় টৈদ্য

১ ই সেপ্টেম্বর ভাবেন্দ্রবর্ষ হইতে বিলাত যাত্রা করিবে। উহার সমুদায় ব্যয় ভারতবর্ষীয়কে কি বহন করিতে হইবে? মেহারত না করিলে বাহী বলা হয় না। এমিমিত্ত অধীনায় প্রজার নিকট হইতে

১৯৮ কি

মাদোলাল ও টৌলমের যে সকল ধরিদ সেই কল ইত্যা রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে উহা ৪ ষ্টেট আসাদিগের সাহায্যার্থ ৭০,০০০ টাকা, ৮ (রক্ষা বিশেষ) দান করিয়া ছন সেপ্টেম্বর ১,০০০ ফ্রাঙ্ক দিয়া ছন। কিন্তু এক ৬ বৎসর বা অন্যান্য এই রোগে পরেদ করিয়া ভাবণায় করিতেছে। ফ্রোরেন্স ও ফ্রেনোয়ার অন্য আন্তঃ স্পিনিয়ারও এই পীড়া ধরিয়াছে। বাদ্য লিম ও টৌলনে সমস্তত ১৮০০ লোক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

পূর্ণ নায়ক ভাবে স্বীকার করিতে বিরক্তিবোধ অনেকদিবস বিষয় হইতে পরিত্রাণ ৪০ উহার পত্রের এতদ্বারা অস্থি ভাঙ্গিয়া দিয়া ৬। ফাঁসির মঞ্চকেও আঘাত লাগিয়াছে। এই সকল কারণে তিনি আপাততঃ বড় যাত্রাযোগ করিয়াছেন।

আদিমদের সুবন্দিবেই এত রোগী সমস্ত সাধি ইত্যা পী সত সর্ব্বসাধারণের অধীনে বিনয়ে ভার স্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্ব সর্ব্বসাধারণ এতদ্বারা প্রয়োগীয় মূলন সাহসে চাহিয়া পাঠান। সার অকল্যাণ কলম্বিন উহাকে সম্মোলীত করেন। উনি ২ বা রোগাই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মূল প্রেসনার উপলক্ষার্থ অনেকে সাহিত্যের এ সব করা আবশ্যক করেন, কিন্তু [illegible] এরূপ

হয় না। টৌলমিয়াসির সাধারণ [illegible] দুর্ভিক্ষবশতা রোগ হইতে ভাবে [illegible] একটী উপায় বাহির করিয়াছেন। [illegible] এরূপ ভয় উপায় হইতে উদ্ধারের [illegible] দ্বারা বিনে মূল বেসনার [illegible] সাধারণ সরকার এইরূপ [illegible] বেসনা দাস করিয়াছেন। [illegible] ভয় উপায় সকল আবিষ্কৃত না [illegible] বিশেষত বঙ্গদেশের মঙ্গল নাই। [illegible] ভাবে [illegible] ঘটিয়া দাঁড়াইতেছে।

এক [illegible] রোগীর [illegible] ভক্ত [illegible] বিভাগের পরীক্ষা [illegible] ১,৮০ ই ২৫ ভক্ত করিলে ভবিষ্যতে [illegible] এক [illegible] রোগ আসিতে হয় না।

[illegible] ভাব ও ভলার [illegible] ভক্ত [illegible] করিবার একটী যন্ত্র প্রস্তুত [illegible] এক প্রকার বলা যায়, [illegible] ১ ঘটিতে যে আঁশ বাহির হয় তাহাতে [illegible] বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা, [illegible] অনেক। এই সম্বন্ধে আঁশ পাই ও রোগ আরোগ্য হয়। এ [illegible] আমরা একটী কথা বলি, মহুষ্য [illegible] হই পঁচিশ গাছের আঁশ বাহির করা যায়, [illegible] গাছে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। উহার [illegible] ৮ গাছ। ইহিতাপাত অল্প পরিমাণে প্রয়োগে

[illegible] বলা রোগাই পর্যায় টৌলমাসের ভায় বলা [illegible] বলা আবশ্যক যাঁর নিকট মূল প্রেরণ [illegible] করা হয়।

[illegible] ইহিতার অথবা ভাবেন্দ্রবর্ষ অল্প রোগ হয় নাই। সম্প্রতি তথায় এই রোগ প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণীয় রাজিকেরা অষ্টইন্দ্রিয়ের বাহিরা করিতে সাধারণের তথায় এই রোগ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নিরাশ করা হইতেছে। আমাদের প্রার্থনা এই আমাদের সন্নিকটস্থিত তথায় প্রবেশের [illegible] হইবে অথবা ভারতে [illegible] এই রোগ প্রবেশিতে না পারে এরূপ চেষ্টা পাওয়া হইবে।

করিলের কার্য্যবিভাগে [illegible] নিয়ম নিয়ম নাই। সম্প্রতি [illegible] হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় এই [illegible] ভক্ত পাইলে একজন ডাক্তার [illegible] প্রস্তাব করিবেন সম্মত করিয়াছেন। [illegible] এক একজনে এ সময় ভিন্ন ৭ [illegible]।

ভাবুলের আদীয় আমত্ত [illegible] [illegible] [illegible] মুক্তাহা করিবার অভিলাষ [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(... ১৯৮৩। ১৪ ই ডিসেম্বর।

প্রথম বিচারপতি শ্রী ও বিচারপতি ভট্টাচার্য্যি।

মধ্যেশ্বর বসাকের (নিম্নাম্য পরিবারভুক্ত) বিরুদ্ধে

শ্রী দুর্গা মুখার্জী আদি।

গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য 'ডিক্রিদার) এবং অন্য পক্ষ

ব্যক্তি (দেখান) প্রতিবাদী।

'বেঙ্গল রেন্ট করিবার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইতে পারে না। তবে যদি এরূপ হয় যে বেঙ্গলরেন্ট কার্য্যবিধির ২১৮ (৩১) কিম্বা ৩৩৩ ধারা অনুসারে ঐ আদেশ দেওয়াহিল ভাল হইলে আপীল হইতে পারে। বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে যদি কোন কথা গোপন থাকে কিম্বা প্রকৃত বিষয়ের অবাস্তব বর্ণন থাকে, যাহা দেখিয়া ক্রেতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে তাহার মূল্য তাহার অপেক্ষা অধিক মূল্য দেওয়া হইয়াছে। (প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া প্রতারণা হেতু ৩৮) উহা বেঙ্গলরেন্ট কার্য্যবিধির ৩১৩ ধারানুসারে ঐ বিক্রয় অগ্রাহ্য করিবার হেতু হইতে পারে না। ৩১৩ ধারার অর্থ এই যখন কোন সম্পত্তি ডিক্রিজারিতে বিক্রয় হয়, আর ক্রেতা যদি তাহা ক্রয় করে, পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সম্পত্তি আদৌ নাই তাহা হইলে আদালত ৩১০ ধারানুসারে সে বিক্রয় অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

মকদ্দমাটি এই—

'ডক্রিজারিতে দুই নম্বরে ভুক্ত দাবার সম্পত্তি বিক্রয় হয়। মধ্যেশ্বর বসাক নামে এক ব্যক্তি ৭০০ ৩৫০ টাকায় ঐ দুটী দাগ ক্রয় করে। ঐ 'ডক্রী অনুসারে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করা হয়,তাহা একটী কবলা অনুসারেই করা হইয়াছিল এবং বন্ধকী সম্পত্তি হইতে ঐ টাকা আদায় হইবার আশা ছিল, ডিক্রী অনুসারে বিক্রয়ের একটী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যখন ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তখন বন্ধকী কবলার সম্পত্তির চেয়ে বিষয় ছিল বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ঠিক সেইরূপ থাকে। বেঙ্গলী ৩ ধারাবিধির ২৮৩ ধারানুসারে বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। ১৮৮২। ৩ রা ৩১ জানুয়ারি তারিখে ক্রেতা সেখেটে উহার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপন বিধানিত সময়,ডিক্রীদার প্রতারণা করিয়া বিক্রয় বিধানিত করে বেঙ্গলরেন্ট কার্য্যবিধির ৩১৩ ধারানুসারে সম্পত্তির ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে এই নালিশ।

প্রতারণার যে যে কথা বলা হয় তাহা এই—(১) 'ক ক্রয়ের প্রকৃত বিষয় গোপন রাখিয়া বিক্রয় বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়াছিলেন। ঐ সম্পত্তি বন্ধকী আদায় উহার প্রতি প্রকাশ্য আদালত বেঙ্গলরেন্ট ও অন্যান্য বিধি - [illegible] বেঙ্গলরেন্ট যে বিজ্ঞাপন দেওয়া [illegible] বাদ দেওয়া হয় নাই। (খ) [illegible] দেওয়া হয়। (গ) বিক্রয়ের [illegible] ছইয়াছিল দ্বিতীয় নাই সম্পত্তির [illegible] হয় ঐ সম্পত্তির [illegible] হইবে।

সম্পত্তির পরিমাণ [illegible] ৭ বর্ণনামতে পাওয়া যায় নাই।

ঐ ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্রেতা [illegible] 'তুমি [illegible] দিবসের ডিক্রিদার যে সম্পত্তি [illegible] সে সম্পত্তি তাঁর কথা মতে আমি ৭০০ টাকায় ক্রয় করিয়াছি কিন্তু সম্পত্তির উহার উপরে না কয়া মোকের হইতেছে, তাহা নয়। [illegible] উহার দ্বিগুণ [illegible] যে সময়ে সম্পত্তি বিক্রয় হয়, তখন পরিমাণের যে সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ [illegible] হইয়াছিল। [illegible] দেখিয়াই, বিজ্ঞাপন দেখিয়া যদি তাহার ক্রয় করিবার [illegible] তাহা কিনিতেই ইচ্ছা করিত, তখন দেখিয়া দেখিয়া [illegible] ক্রেতা সম্বন্ধে ঐ প্রতারণার বিষয় প্রকাশ [illegible] পারে নাই; সম্পত্তিতে বিজ্ঞাপনের [illegible] কথা বলার যা। এরিয়েল বিজ্ঞাপন [illegible] ঐ অংশের অগ্রাহ্য করেন। আদালতই [illegible] বিক্রয় পরিবর্তনের ফাইকোর্টে আপীল হয়। [illegible]

[illegible] পক্ষের ৭ আপিলদার [illegible] হয়ে [illegible] দিনাদির করিয়া দেন।

১৮৮৪। ১১ ই জানুয়ারি।

[illegible] বিচারপতি মর বিচার আর ও

বিচারপতি মাকিনজন।

গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আদি।

[illegible] ও অন্য অন্য ব্যক্তি প্রতিবাদী।

ডোক উচ্ছেদ।

সময় কোন ব্যক্তি এরূপ প্রার্থনা করিবে যে, প্রতিবাদী ৫ কোন নালী আদালতে [illegible] করিয়া যখন অধিকার করিয়াছে, তাহা হইলে বাদীকে এই প্রমাণ করিতে হইবে যে, সকলকে অন্যান্য [illegible] ২৫ বৎসরের অধিক বাদী বাদার মধ্যে অন্যান্য আদালত যে বাদীর যখন ছিল। ঐ নিম্নে ডোকের [illegible] হইলে ৫ বৎসর [illegible] বাদীদিগের ডোক উচ্ছেদ [illegible] নালী চলিবার আদালত সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা বাদী বাদার মধ্যে [illegible]

১৮৮৪। ৮ ই ফেব্রুয়ারি।

বিচারপতি পিগট ও বিচার করেন আদালত বিরুদ্ধে

আপীল।

অপীল এইরূপ বলে, কলিকাতা [illegible] [illegible] ডোক ১৫০ নং বাটী। ১৮৮৪ সালে [illegible] [illegible] ছিল। ঐ বাটীর [illegible] [illegible]

[illegible] বাদীর [illegible] [illegible] ১৮৮৪ সালে [illegible] [illegible] ১৮৮৪ সালে [illegible] [illegible] ১৮৮৪ সালে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] এ সাজাহার বিবরণ।

[illegible] এস, এই আসনে বসপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

তথায় এডিসনাল ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ পূর্ণ, এস, ডিগবি চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

তদ্ভু, এস, সেন ঢাকার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন-জজ হইলেন।

বিচার বিভাগীয় বিবরণী।

১৮৭৩ অব্দের ৮ আইনের ২ ধারানুসারে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত কেন্দুলী অভিযুক্ত ১৫,৫৫ ও ১৬ ধারা অনুসারে কেন্দুলী কমিসনরের নিকট অভিযুক্ত হইয়াছিল।

বসপুরের সংবাদদাতা জয় বাবু নরীমাল্লা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হেড আসানতের জন্যে অপরাধানুসারে ১০০ টাকা হারীর মচলকায় ৬ মাস কারাদণ্ড করিলেন।

এতদ্ভিন্ন কেন্দুলী অভিযুক্ত বাবু হিমাংশু মল্ল চৌধরাণী অভি-যোগে ঐ স্থানের মুন্সেফ হইলেন।

ঐ বিভাগের মুন্সেফ বাবু রামনারায়ণ অধিকারী, বসপুরের সদরী হইলেন। ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, অপরাধানুসারে ৫০ টাকা হারীর মচলকা তলব করিতেন।

বসপুরের মুন্সেফ বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলমগঞ্জে এডিসনি হইলেন।

রামপুর মুন্সেফ বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ নরীমার অন্তর্গত মুরইয়ার এডিসনি হইলেন।

মুরইয়ার মুন্সেফ বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ বিদ্যাসুন্দরের অন্তর্গত বাবুহাটে বদলী হইলেন।

নারায়ণের আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এস, ডব্লু, ডি, কার্টর ২ য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বসিরাবাদের সদর্ণীয় মোহাম্মদপুরী মুন্সেফ বাবু হরিমোহন সেন ঐ স্থানের অন্তর্গত কাশিয়ার বদলী হইলেন। ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অপরাধানুসারে ৫০ টাকা হারীর মচলকা তলব করিতেন।

কাশিয়ার মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় নারায়ণের এডিসনি হইলেন।

সংবাদদাতার গল্প।

[illegible]

[illegible] ভাগলপুরের [illegible] ডেপুটী কমিশনর সাহেব [illegible] আসামি [illegible] [illegible] [illegible] আসামি [illegible] [illegible] [illegible]

যদ্যপি সাধারণতঃ আমাদিগের বন্ধু, তদ্ভিন্ন তাঁহার সহিত আমাদিগের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। তাঁহার অসামান্য গুণে আমরা একান্ত মোহিত ছিলাম। তাঁহার প্রতি আমাদিগের যেরূপ মনের ভাব, তাঁহার স্মরণার্থ ও সম্মানার্থ নিজে কিছু না করিয়া মনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছি না। তাবাতত্ত্বজ্ঞ পুত্র ভারতে প্রথম আগমন করিলে আমরা তাঁহার সম্মান ও স্মরণার্থ সোমপ্রকাশের মূল্য হ্রাস করিয়া অগ্রিম পাঁচ ৭ টাকা করিয়াছিলাম, আর আমাদের দেশের এত বড় একজন লোক ইহলোক ত্যাগ করিয়া অনন্ত জীবনে লীন হইলেন তাঁহার জন্য যদি আমরা নিজে কিছু না করি, নিতান্ত দুঃখের কার্য্য হয়। কিন্তু আমাদের নিজের এরূপ কোন ক্ষমতা নাই যে আমরা স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি করিয়া স্বর্ণমণ্ডিত একখানি ছবি অঙ্কিত করিয়া দিই, অথচ কিছু না করিলে তাঁর শান্তিলাভ করিতেছে না। এই নি[illegible] এই স্থির করা হইল, বিদ্যালয়ের [illegible] শিক্ষক ও সোমপ্রকাশ পাঠক সমস্ত ছাত্রেরা আজি অবধি বাৎসরিক দুই টাকা মূল্য,ডাকমাসুল দেড় টাকা, সমস্ত দাম্ সাড়ে তিন টাকা দিলে সোমপ্রকাশ পাইবেন। কিন্তু কলিজ অথবা স্কুল পণ্ডিত ও ছাত্রেরা পাইবেন না। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকে স্কুলের সম্পাদক বা ডেপুটী ইনস্পেক্টরের প্রশংসাপত্র পাঠাইয়া দিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন,আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। গ্রাহক গ্রন্থকার এখানে কবিরত্ন মেসো পুস্তক বিক্রয়ার্থ রাখা দিবেন, ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও দেখা করিয়া দিব।

শ্রীদুর্গাপ্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
সোমপ্রকাশ যন্ত্রে আমাদিগের জন্য ওয়ার্ক হইতেছে। সমস্ত মুদ্রণ ও অন্য সময়ের মূল্য সার্থী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ সমাদি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঁদনিপোতা,কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কিন্তু যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনিময়কারে সাধারণকে জানাইতেছি, যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অংশ মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, দ্বিতীয় বার ৵০ আনা।

মহাকবি ঘনরাম প্রণীত।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,—বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই অদ্ভুতকবি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার স্বরচিত আর কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না, সমস্ত অক্ষরে, পরিষ্কারবরণে ছাপা হইয়াছে। বাঁধা বাঁধাই। মূল্য ২ টাকা মাত্র। ৯০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। সমালোচক বলেন,"শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের উপাখ্যান অতি অমোঘময়। পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে বিরত হওয়া যায় না। আমরা বীর রসের মধ্যে সর্ব্বত্র হাস্যরসের

৺ উমাচরণ কবিরাজের
ঔষধালয়।
১৩৫ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদবিহিত সর্ব্বপ্রকার ঔষধ, ঘৃত,তৈল,মোদক প্রভৃতি সকলই উচিত মূল্যে পাওয়া যায়।

সঞ্জীবনী রস।
প্রদর, শোথ, অম্লশূল ইত্যাদির, অম্ল প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ তোলার মূল্য ২ টাকা।

৩০ বৎসরের পুরাতন ঘৃত।
বৃদ্ধা, ঐরাম, অপস্মার প্রভৃতি ও রোগে বাতিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। এক সোণার মূল্য ৫ টাকা।
ঔষধাদি রেজিষ্টারি করা। Regist[illegible]

সকল প্রকার মেহরোগের
পরীক্ষিত মহৌষধ।
প্রতি শিশির মূল্য ২ টাকা
মফঃস্বলে পাঠাইতে ।০ আনা।
এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মূতন ও পুরাতন মেহ রোগ প্রস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রদোষ এবং সংসর্গজ ও অন্য প্রস্রাবকালীন জ্বালা যন্ত্রণার সহিত পোনিস প্রাব ও নপুংসকতা দূর হইয়া শরীর বলিষ্ঠ এবং প্রফুল্ল থাকে। ধাতুর ন্যায় ঘোলা হওয়া ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্বালা যন্ত্রণা পারীরিক দৌর্ব্বল্য স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও গর্ভের পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উগ্র বা পুরাতন হউক না কেন, সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানা প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন, আমাদের এই অনুরোধ।

[illegible]

[illegible] ৪৷৷ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী মূল্য ১ টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আপনার বহুমূত্র ও মধুমেহের পরীক্ষা ও রোগের দুই সপ্তাহ সেবন করিয়া আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। রোগ কমি আপনার উপদেশমত যাবতীয় নিয়ম রক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে আমার উপকার হইবে। এতদিন প্রয়ন্ত এরূপ সোমরস আমাকে করিতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে এতদিন ব্যবহার করিয়াছি ও রোগ বিলক্ষণ কমিয়া যায়। মহীলা অতি শুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছি। ১৫ বৈশাখ সন ১২৯১ সাল।

শ্রীযুক্ত শ্রীকেশবচন্দ্র আচার্য্য কবিরাজ বরাবরেষু।

(বিজ্ঞাপন দেখুন।)

গোদ,জলদোষ ও ধবলরোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সন্ধু শোধক—ইহাতে রোগ ক্রমশঃ নিঃশেষরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই ঔষধ ব্যবহার পূর্ব্বাঙ্গ এবং স্থানে স্থানে দেহ অসাড় হইয়া এই ঔষধে ৩ দিন ব্যবহার করিলে ফল হয় না।—মূল্য—প্রতি শিশি ১ মাত্র এক শিশি ২।০।

শীতোল্লন—ইহাতে অবশ্যই নিশ্চিত আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সঙ্কটাপন্ন, ৭ দিন ব্যবহার করিলে ফল হইতে পারে না। মূল্য—প্রতি শিশি ১৫ দিনের ঔষধ প্যাকেট ২৷৷০।

এই দুটী ঔষধে পাকা কবিরাজি করার কোন বিশেষ ক্রিয়া নাই। এই দুটী ঔষধ অতি সাধারণ এবং সকল শ্রেণীর লোকের বিশেষ হিতকারী।

রমণী-বিলাস তৈল।

(এক মাত্র মুখরক্ষক রোগনাশী তৈল)

এক তৈল ব্যবহারে বাতরোগ, শিরোবেদনা মাথাঘোরা ও অনিদ্রা রোগ, অবসাদ, চুলকম, ঘোরন, ঘোড়া শক্ত ও কুকর্ম্ম এই গাত্রে মাখিলে চুলকনা প্রভৃতি রোগ হয় না। অধিক ঘোরনে ঘন হয়। স্নান করিলে ঘোরক নষ্ট হয় না ও ঠাণ্ডা লাগে না, ও ঘোরন ঘোরক পাকি ৷৷০। অধিক লইলে আলাহিদা বন্দোবস্ত।

উদাসীন হইতে প্রাপ্ত।

(সর্ব্বপ্রকার অন্ন রোগের একমাত্র মহৌষধ।)

ইহা ব্যবহারে মুখ আসা, অম্বলপিত্ত অজীর্ণতা, উদরাময়, অমরোগ, উদরাময়, অম্বলপিত্ত, বেদনা, আমাশয়, চক্ষু ও পলাশির রোগ, বেদনা, অম্লশূলাদি রোগ, এবং উপদংশ বিষাক্ত ধাতু ঐ সকল রোগ আরোগ্য হইয়া শরীর সুধা নিশ্চয় আরোগ্য হয়, ইহা সুনিশ্চিত।

ইহা আমার নিজের ঔষধ আমার কোন ব্যক্তি বা কোন আমানী মহাশয়ের নিকট যেখিবেন পাইবেন।

শ্রীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ৪৯ নং মেছুয়াবাজার লেন, পাড়া, কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ বিক্রয়ার্থ

এই সংখ্যাগুলি অতিরিক্ত।

এখানে সর্ব্বপ্রকার উপাধী, সার্টিফিকেট ও সনদ ও সকল প্রকার মাসিক ও উপন্যাস মূল্য বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি মূদ্রিত প্রকাশিত হইয়াছে।—

ভাগবতী (ইহাতে অনেকগুলি বিবাহ প্রকরণ চরিতচরিত আছে) মূল্য ।০। সরল অভিধান (ইহার মূলের কেবলটী ইংরাজীতে শ্রীযুক্ত বাবু হর কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত) মূল্য ৷৷০, পাকশাস্ত্র ৷৷০, Model question মধুসূদন বাবু মূল্য ১৷০ খ্রীষ্টি মাইয়াবলী আমাদের নিকট ৷৷০। ইহাতে ছয়খানি পুস্তক একত্রে মূল্যস্বরূপ (একত্র লইয়া ৫) মূল্য ১৷০, স্ত্রীর সহিত কথোপ ৷৷০, বিধবা ১৷০, নারীদেহের ৷৷০, সরল ব্যাকরণের অনুবাদক মূল্য ৷৷০।

IN THE PRESS.

[illegible] the Sketch Book, [illegible] Entrance [illegible] to 86, containing explanations of difficult passages, meanings, [illegible] and historical notes, historical [illegible] and other allusions, [illegible] sentences, model questions, [illegible] papers, short arguments of [illegible]

[illegible] of the most distinguished graduates of the Calcutta University. Written by [illegible] teachers of high standing and large [illegible] The whole work is being carefully [illegible] by a Professor of the Presidency College.

[illegible] 2. postage [illegible] 2. With a copy Book [illegible] 2—4. postage

[illegible] Street [illegible] Bazar } Durga Charan Ray

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কতকগুলি গ্রাহকের নিকট কিছু পাইতেছি, কিন্তু বিশেষ অনুরোধসত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত তাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ৭ মা—মুর্শিদাবাদ ১০
[illegible] মধুসূদনের পাল চৌধুরী—
[illegible] ১০
" " রসিকচন্দ্র ঘোষালবাড়ী—মুক্তাগাছা ১০
" " গোপীনাথ বসু—সমসপুর ১
" " পরেশনাথ বসু—উমেদ মধুর ভাঙ্গা ৭
" " যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো—কুচবিহার ৭
" " চিন্তামণি ঘোষ—কাশীপুর ৭
" " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—রাজসা
" " গোপালচন্দ্র রায়—পাইকুড় তাজারি ৭
" " গোকুলচন্দ্র ঘোষ—রাজসাহী ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সর্ব্বসাধারণ সোমপ্রকাশের গ্রাহক হইয়া আমাদিগের সহায়তা করিবেন, এই আশায় সোমপ্রকাশের মূল্য অগ্রিম ৩ টাকা ধার্য্য করা গিয়াছে। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ও লিখিয়া আমাদিগের নিকট সোমাসপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত কুলদাকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন, কোন বাজে চিঠি, যদি আমার, তাহার আমাদের

[illegible] করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য বিশেষ [illegible] সোমপ্রকাশ প্রেরণে অনিচ্ছুক হইলে অবশ্যই মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাসিকপত্র ফিরা পাঠাইতে প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে প্রথম ফির বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৷৷০ করিয়া দিতে হইবে।

এই পত্র

[illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] শ্রীযুক্তবাবু চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা আমি সোমাসপুর ডাকঘরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সাম্য প্রকাশ।

২৮ শ ভাগ। "সাম্যমেবাস্রয়ন্তি প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সাম্যিকী ধরণ্যুদ্ধরতি ধরণীধরঞ্চ সাম্যম্।" ৪র্থ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৯১ সাল। ১৮ই ভাদ্র। ইং ১৮৮৪। ১ লা সেপ্টেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৪৵০, ডাকমাশুল সমেত ষাণ্মাসিক ১ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

ভূত। প্রেত। পিশাচ!

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল আমি একটী "ঐতিহাসিক মাজাজী সাহেবের সহিত এক সাহেবের বড় তর্কযুদ্ধ দেখিয়াছিলাম। ঐ দুই বৈদেশিক তার্কিক লইয়া আমি সময়ে সময়ে অনেক হাসিয়াছিলাম, এবং ঐরূপ তার্কিক দেখিবার নিমিত্ত অনেক ব্যগ্র হইয়াও অনেক বিফল মনোরথ হইয়াছি। ঐ তর্কিকদ্বয় মহামনীষী ঈশ্বর সম্বন্ধে এক ঐতিহাসিক তার্কিক সাহেব আমিনাহিমের ও তৎপক্ষসমর্থনকারী বিদেশ পার্শীর অনেক সোপাদ্বিদ্য বিষয় অনেকক্ষণে সেখাইয়াছেন কিন্তু ঐ সময়ের আমার ঐতিহাসিক ইতিহাস সম্বন্ধের অধিক তুলনা করিতে গেলে একথা পরিষ্কারভাবে আমাদিগের বিশ্বাস হয়।

সম্প্রতি ঐতিহাসিক দুই একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া আমি অতিশয় কৌতূহল উদ্দীপ্ত, এবং অনেকদিনের ভূতের অস্তিত্বসম্বন্ধে আমি প্রকৃত অভিপ্রায় উপস্থিত ঐতিহাসিক পাঠকদিগের সমক্ষে প্রকাশ করিতেছি। এই পুস্তক সমালোচনের নিমিত্ত আমার প্রকৃত আবশ্যক নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক সমাজে [illegible] আমি "ভূত। প্রেত। পিশাচ।" প্রভৃতি [illegible] এক [illegible] ভূতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত [illegible]

[illegible] ভূত। প্রেত। পিশাচ। [illegible]

[illegible] ভূত। প্রেত। পিশাচ। [illegible]

[illegible] ভূত। প্রেত। পিশাচ।

সৌজন্য, ভদ্রতা, পরিশ্রম এবং ব্যবসায়িক চিন্তার ছিটে ফোঁটায় উহা মুকুর বলের সকাশ আছে।

সকল প্রকার ঔষধ এবং প্রসাধন সামগ্রী বিক্রয়ে সকল দল বিক্রেতা চেষ্টায় যে সকল লোক, এইরূপ ব্যবসায়ে তাহার অধিক লোভ প্রলোভনময় আকর্ষিত ব্যবসায়ের আবশ্যক আলোচনা হইয়াছে, উহার সমস্ত বিজ্ঞাপনপত্র দেখুন।

সকল প্রকার স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খেলার জন্য আকর্ষিত ব্যবসায়ের ব্যবহার করুন। এ সকল সৌখিন উহা নিম্ন আর কলপ্রদ কিছু নাই। চিকিৎ

অনুরোধ করেন। কে এ প্রকার ব্যবসায়ে, পরিবর্তে বা উপরোক্ত যৌন এরূপ আছে কলপ্রদ কারণ আকর্ষিতই এতদ্বারা প্রকৃতি করত লোক।

এই ব্যবসায়-সুযোগ আকর্ষিত ব্যবসায়ের ই নাগাল আবিষ্কৃত হইয়া যে সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত কেন বাকি হইতেছে এরূপ কি আর যে না কারণ-প্রক্রিয়ে যে বলেছ সবার কি ল কাকের ব্যবসা প্রস্তুত করিতেছে ও যেন কে আমাদের এ,এম ব্যবহার করিতেছে। তাহার তথ্য আকর্ষিত ব্যবসায়ের ক্রয় করিবার ক্ষ দেখিয়া লই বন। আমাদের প্রকৃত সকল আকর্ষিত ব্যবসায়ের একবার করিলে আগতের ভিতর থাকে, ঐ কারণের কাজে কি টেমাক ও আকর্ষিত সবজীর আর ৮,৯৫ যে ও ব্যবসায়ের মাটি কিনিই আছে।

মূল্য প্রতি ছবির ছবিসমাকর্ষিত একবার এক তথ্য ৩৯০। ১ টা হইতে ১৫ পার্কি

পত্র লিখিলে সম্পাদকের ঘর ৩৯ কি ক সকলের ও যোগীদিগের প্রশংসাপত্র দেখিতে পাই ১।

শিলবার্ট এণ্ড কোং।

আয়ুর্বেদ ঔষধ ও অন্যান্য বিক্রেতা

চন্দননগর।

পতাকা।

নূতন সাপ্তাহিক পত্র।

আগামী ২রা শ্রাবণ শুক্রবার হইতে প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গবাসির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, অনুজ্ঞা মেট্রপলিটন ইন্সটিটিউসনের (কলেজের) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম :—

রাজনীতি ও আইন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, M. A. B. L. School of Pol. Cal.

ইতিহাস। প্রবন্ধাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত Ba "ভারতবর্ষ" প্রবন্ধের। সোমপ্রকাশ M. A, B. L. Behars in [illegible] ব্যবস্থাপক "বঙ্গদর্শন" প্রভৃতি প্রবন্ধের। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র M. A. B. L., শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত B.L, প্রবন্ধের।

সমাজনীতি। শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] "ভারতবর্ষীয়" সম্পাদক। [illegible] মুখোপাধ্যায়, B. A, " উপাসনার " প্রবন্ধের " প্রবন্ধের ব্যবস্থাপক। শিবনাথ শাস্ত্রী, M. A " ভারতবর্ষীয় " মুখপত্র সম্পাদক। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় [illegible]

সাহিত্য।—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, " [illegible] " প্রবন্ধের, " বান্ধব " সম্পাদক। [illegible] মুখোপাধ্যায় M. A. Medalist in English [illegible] ও উপন্যাস সাহিত্য ও ইতিহাসে প্রেসিডেন্সী কলেজ, Professor Metropolitan Institution। [illegible] মুখোপাধ্যায় " প্রবন্ধ " সম্পাদক। নরেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যারত্ন " ভিক্টোরিয়া ভারতিকা " [illegible], ও সম্পাদক ও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচয়িতা, Prof. Metropolitan Institution অক্ষয়কুমার বিদ্যারত্ন, গোবিন্দচন্দ্র রায় " মধুমতী নবমী প্রবন্ধের।

সাময়িক সমালোচন।—[illegible] মুখোপাধ্যায়, " ঐতিহাসিক রহস্য " " রহস্যসন্দর্ভ " প্রভৃতি [illegible]। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত। সম্পাদক সাহিত্যরথী, " *Bibliothica Indica* " পত্রের [illegible] সম্পাদক।

বিজ্ঞান।—শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ, M [illegible], Medalist in Physics, Prof, Shibpore Engineering College, ([illegible]) [illegible] অধিকারী B, A, Principal Mid [illegible] School, Calcutta University, [illegible] অধিকারী M, B, [illegible]।

বিবিধ বর্ণনা।—শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী [illegible] A Calcutta University, B A, [illegible] Honors, Cambridge University। [illegible] [illegible], A " আর্য্যকথা " প্রবন্ধের। উপরোক্ত [illegible] ও সম্পাদকগণ।

হরেন্দ্রলাল রায় B A সহকারী সম্পাদক।

আকার।—সোমপ্রকাশ ও নবপ্রকাশের আকারের ন্যায় চারি পৃষ্ঠা হইবেক। মূল্যের রঙ্গীন কাগজের মলাট থাকিবে। মূল্য আগামে, পরিষ্কার ছাপা হইবে।

মূল্য। অগ্রিম বার্ষিক ৩, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ২, । নমুনা [illegible] দিতে হইবে না।

[illegible]—[illegible] পাঠাইতে হইবে। [illegible], অফিস-অর্ডার, পোষ্টাল অর্ডার, শ্রীযুক্ত [illegible] রায়ের নামে প্রথম ২৬ নং [illegible] [illegible] ডা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র—কার্য্যাধ্যক্ষ।

পূজার অতিরিক্ত সংখ্যা

বৈদন্তিকতত্ত্ব

অবকাশোপযোগী না। আবশ্যক ও প্রয়োজনীয় বিষয় ও চিত্তাকর্ষক ছবি সহিত সাময়িক সাহিত্যের [illegible] কৌতুক, বিজ্ঞান ও রঙ্গব্যঙ্গাদিতে পূর্ণ থাকিবে। মূল্য ৵০ সিকি-অগ্রিম আনা মধ্যে মূল্য পাঠাইলে ।০ আনা যাবে।

বৈদন্তিকতত্ত্বের অধিক মূল্যবান্ গ্রাহক যাহাতে উহা বিনামূল্যে পাইবেন। বৈদন্তিকতত্ত্বের বিজ্ঞাপন সহকারী গ্রাহক মধ্যে বিতরণ আরও অতিরিক্ত ছাপিয়াছি। ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রদাতার বিশেষ সুবিধা। প্রতি পংক্তি ৵০ আনা। প্রবন্ধ, কৌতুক উপন্যাস ও বিজ্ঞাপনাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন ২০ এ ভাদ্র মধ্যে মুদ্রিত হইবে।

ভবপ্রকাশ যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদ্রিপুর-(রাজসাহী)। প্রকাশক।

ভাব প্রকাশ।

(মূল ও অনুবাদ)

ভাবপ্রিয় পাঠক পাঠিকা আমাদের পরিচয় অনুরোধ নিষ্প্রয়োজন। এই [illegible] ভাব [illegible] উপযোগী ভাষা পাবে, ইহাতে [illegible] মাসের উপন্যাস থাকে। আমরা, ভাব আমার বিষয় নিয়ে [illegible] প্রভৃতি আমাদিগের আবশ্যক আলোচনা কি বিষয়ে সম্পন্ন করিলে পাঠক সুখ পাবে, সর্ব্বদাই তা ও প্রকৃত ব্যবসায়ের বিষয়ে পরিচালিত আলোচনা, এবার [illegible] [illegible] কৌতুক বিষয়ে [illegible] [illegible] [illegible] পাঠান হয়। [illegible] [illegible] [illegible]

প্রেরিত পত্র।

বিজ্ঞাপিকা।

[illegible] আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে বঙ্গমহিলার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর উহা আর সোণারপুর অন্তঃপুরের অধীন চারুচিলোচার প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন, তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৯০ সাল ১লা চৈত্র } শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী দাসী। প্রকাশিকা। সোণারপুর অন্তঃপুর ৯৯ পরগণা।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ভাক্তারখানায় কলিকাতা ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা।	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	[illegible]	[illegible]

বিশেষত্ব বিজ্ঞাপন

[illegible] মাশুল ৵০ আনা।

[illegible] বিজ্ঞাপিকা।

[illegible] আমাদের আনন্দ হইতেছে। সে দিবস বীরসিংহের [illegible] প্রকাশ করিয়া [illegible] আমাদের [illegible] কলিকাতা [illegible] কিন্তু [illegible] বিষয় [illegible] বিবাহ [illegible] বিবাহ [illegible] বিবাহ

সমাজের কল্যাণ হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না। উহা চলিলে অবশ্য ঐ দোষগুলির বিনাশ হইতে পারে বটে, কিন্তু তৎস্থানে ঐ প্রকারের আর কতকগুলি গুরুতর দোষ অধিষ্ঠাতী হইয়া উঠিবে, যথা —

১। ভ্রমপ্রমাদিনী নারী জাতীয় অভাবে আর্য্য গৌরবহানি। বিধবাবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধাচারস্বরূপ পরিত্যক্ত না হইয়া সাধুসমাজসম্মতিরূপে অনুষ্ঠিত হইলে এদেশে এযাবৎ প্রথা একবারে বিলুপ্ত হইবে। অসাধারণ আর্য্য বলিয়া পরিচিত হইলে যে কতদূর অনর্থ সংঘটন করিবে? ইহাদিগের আর্য্য বিশেষ একটী খেতাবমাত্র। যে সমাজে সাধারণ লোক ঐ সংজ্ঞা লাভ করে না, তাহা পাষণ্ড। সেই পাষণ্ডদিগের প্রধান নাম।

২। কুমারী বিবাহ বন্ধ। এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সময়ের পূর্ব্বকাল অবধি 'অবশ্য বিবাহ' পাত্রস্থ করিবার অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা কন্যা ... করিবার বিশেষতা অদ্যাপি যাহা দেখিতে পাওয়া যায় ... বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে এখন পাত্র পাওয়া এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিবে।

৩। ব্যভিচার। বয়স্কা কন্যা আবশ্যক বিবাহে ক্রমে ব্যভিচারিণী হইবে। সহজে বি ... পতি ... এই দুটী দোষ হইতে পারিবে।

৪। কলহ।

৫। নরহত্যা। স্বামী মনোমত না হইলে, কামুক স্বামিসমাজের আধিক্যে এই ... এ কথা সকলেই স্বীকার করেন, যেখানে এ ঘটনা প্রায় আছে, এ প্রকার ঘটনা অনেক হইতে পারে।

৬। কলঙ্ক।

৭। রাজদণ্ড।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে বিধবাবিবাহ এ প্রচলিত হইলে সমাজের মঙ্গল না হইয়া বরং সমূহ অনিষ্ট হইবে। কিন্তু বহুদর্শী অনেক পণ্ডিত বলেন, যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি বিধবাবিবাহে পক্ষ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের উক্ত দোষগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক, যাঁহারা এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া এ বিবাহে দোষ দেখেন না, তাঁহারা ও বাদিদের নিকট নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকেন।

এখন কথা হইতেছে, তবে কি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে? আমি ঠিক এ কথা বলিতেছি না, তবে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, যাহা প্রত্যেক হিন্দুসন্তান সমাজের মুখরক্ষা এবং পাপাচরণ নিবারণের জন্যও বাধ্য বিধবাবিবাহকে তথা বিধিবদ্ধ প্রচলিত করাইতে পারিবেন তাহা হইতে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধারণের হইবে। কিন্তু এখন কেবল [illegible] সভায় কিছুদূরে থুয়ে এসেন। কমিটী আমাদের [illegible] টাকা এবার [illegible] রাজকীয় নামালিখিত বিধবার [illegible] যেরূপ বৈধব্য ও সমাজ কর্তৃক [illegible] করিল, আমাদিগের সমাজ অধিবাসী [illegible] নাই [illegible] ... বলিয়া) সম্প্রদায় মধ্যে অধিকাংশ [illegible] ... ব্যবহারে অসাধ্য বুদ্ধি [illegible] ... ব্যক্তিগণ বিধবাবিবাহের [illegible] ... অল্প ... উক্ত আশা দুরাশা মাত্র। আরও যখন ... যাইতেছে যে, অধিকাংশ অভিজাত কন্যারা ... আবশ্যকের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার 'পরে' আবশ্যক নাই। তাঁহা এখন প্রচলিত করিয়া [illegible] করিবার জন্য যাঁহারা আমাদিগের [illegible] ... করিতেছেন, তাঁহাদিগের আবশ্যক।

আমার আশঙ্কা বুদ্ধিতে বোধ হয় বিধবাবিবাহ ... সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যের অপর এইরূপ দোষ প্রচলিত হইবে উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার ... সম্ভব।

... ব্রহ্মচর্য্যাবিহতা বিধবা এখনও পূজনীয়া। ... উক্ত প্রথাই বলিয়া পরিগণিত হইবে। ... প্রকারিণী ব্রহ্মচারিণী বিধবা ও বিতীয় ... আর্য্য একাসনে বসিবার যোগ্য নহে।

২। বিধবাবিবাহ ... প্রচলিত বিয়ে এক ... হইবে। তাঁহারা আর হেলেন হইয়া ... তাহাদের এবং ... বিবাহের ... বিবাহকারীদিগের ... দোষের যে বিষয় আছেই তাহাও ...

৩। আর্য্য সমাজ (অবিবাহিতা কন্যাতে অভাবে) সন্তান যে কম হইবে। আমাদের ও পৌরবের সম্ভব এক প্রকার।

মনু। ৯। ১৬০।

১। আয়ুষ্কাল কম প্রচলিত হইবে।

মনু। ৪।১৬৩।

যে সকল বিধবাবিবাহপক্ষপাতী মহাশয়, প্রচলিত দোষগুলির প্রতি প্রণিধানপূর্ব্বক তৎপ্রতিবিধান করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, দূরদর্শী ও সমাজহিতৈষী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে, আমাদিগের নিবেদন তাঁহারা এই সকল দোষ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেন, আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিব।

এতদ্বারা বক্তব্য

আর্য্য সন্তান

ঘাটিলবাড়ী।

সোমপ্রকাশ।

১৭ই ভাদ্র, সোমবার।

বঙ্গবাসীর সেপ্টেম্বর সংখ্যা যে অধিবেশন বিবরণের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগকে অপরাধিক বোধ করিয়া অধিকাংশ ৩২ জন রিফরমিস্টগণ ও মনমত পরস্তাপ করিয়াছেন। এ দেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে " চোরের উপরে রাগ করিয়া ভূঁয়ে ভাত খাওয়া। " অধিবেশনকারিগণ পরস্তাপ একটী নূতন উপায়রূপ হইয়া এই প্রবাদ বাক্যটীর সমর্থন করিল? অথবা কিছু আজ কাল? অধিবেশনেরা স্বাধীন-পুরুষ। উঁহারা সংবর্দ্ধনোৎসবের যেরূপ ধার ধারেন না, যদের টাকা পয়সা করিয়া ও সময় নষ্ট করিয়া সাধারণের মনস্তুষ্টি করেন। তাহাদের পুরস্কার দূরে থেকে, এই অধিবেশন। যাঁহারা স্বভাবতঃ ভেড়ুয়া পুরুষ, তাঁহারা কখন এ অধিবেশন সহ্য করিতে পারেন না। এ কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু বাঁধাবিধির-পরস্তাপে যেন কিছু বলা করিয়া গেল, আমাদের এই আশঙ্কা হইতেছে। পরন্তু

(১) পূর্ব্বোক্তের অনুরোধে এই প্রথমী কথা বলা ইচ্ছা হইল। বিধবাবিবাহ এদেশে চলিত নহে, লোক একটী বিষয় পুরুষ চলিত করিতে গেলে বলা প্রকার আছে উপস্থিত নয় কিন্তু চলিত হইলে কি কল ফলে পরে যে আমাদের তাহা না। যে বস্তুটি আমাদের, লোক বলিয়া যেন হয়, সে তাহি পরে ভাল হইয়া পিড়ায়। পরমেশ্বর ও সম, সমাজের যাঁহা শ্রেণিতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং ... বিধবাবিবাহ অভিলষ, তাঁহারা মীমাংসা করিয়া পারিবেন বটেন। এখনে কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে সমাজের পুরুষেরা পাষণ্ডিনেরা হইতে দিন পর বয়সে বিবাহ করেন এবং এক ব্যক্তি বয়সে বিবাহিতা বিধবা অভিলষ পারেন, স্ত্রীর পরিবর্ত্তনের হইলে তাহাদের বিধবা অভিলষ এই সমাজ কি উচ্চ? আমাদের অনুরোধ কথা অভিলষে যে সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত অভিলষ কি সমাজসমূহ অপেক্ষাকৃত বিধবাবিবাহ প্রচলিত কথা হইল না? পতিবিয়োগ হইলে বিধবার কি কষ্টের বৃদ্ধি হোক পাইয়া যায়? আমরা বুঝিতে [illegible] পারিতেছি না। এখন যত যত পুরুষ আমাদিগের বিধবা বন্ধুবান্ধবী প্রচলিত হওয়াতে ... প্রচলিত হওয়াতে? [illegible] ... সমাজ ... এখন কিছুই পারেন না [illegible] বিধবাবিবাহের ... [illegible] ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হয় হইয়া উঠিয়াছে। যে খাজনা দেয়, সেই প্রজা। জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রজা আর যাহারা জমীদারকে খাজনা দেয়, তাহারা জমীদারের প্রজা। এখন এই প্রজা শব্দের অর্থে বিস্তর পরিবর্ত্ত হইয়াছে। যাঁহারা নিজে জমীদার, তাঁহারা আপনার বিষয়বিশেষে অন্য জমীদারকে খাজনা দেন। গবর্ণমেণ্টও অনেকানেক জমীদারকে খাজনা দিয়া থাকেন। যাহারা অনেক কৃষিকর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহারাই প্রজা, এখন প্রজা শব্দের যে অর্থ নাই। যাহারা অত্যন্ত বিদ্বান, অনেক কৃষিকার্য্য সম্পাদন করে না, তাহারা অনেক খাজনা পায়। যাঁহারা অনবরত হইয়া লাঙ্গল চালনের শ্রম করেন, তাঁহারা অনেক খাজনা দিয়া থাকেন। [illegible] যে অনুচ্চার্য্য [illegible] ছইয়া উঠিয়াছে। এমন সে [illegible] দিগের মিমিত্ত কিছু করিবার আবশ্যক [illegible]

জমীদার লইয়াই যে গোল হয়, তাহা নহে। [illegible] বৎসর কোন কারণে জমীদারের [illegible] আইন করা হইল। সেই জমীদার [illegible] ব্যবস্থা করা হইল। এখন বিবেচনা করিয়া দেখা হউক, যাহাদিগের নিমিত্ত এই ব্যবস্থা করা হইল, বাস্তবিক তাহাদিগের উপকার [illegible] বিশেষ নির্দ্ধারিত অনেক [illegible] কৃষির ভার আবাদ করিয়া জমীদার অধিকার হইতে পারে না। অধিকাংশের কোন কৃষি করিয়া [illegible] ভার আবাদ করিতে পারে না। তাহা কি পর জন্য আছে, উহারা তাহাদিগের অনুগত হইয়া [illegible] করিল থাকে অথবা আপনে যে কিছু [illegible] দিবে, সেই টিনেলাদারেরাই তাহার ভাগী হইবে, যাহারা জমীদারদিগের সহিত বাদ করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম মন্ত্রণা ও বিবাদ-বিসম্বাদ করে, তাহারা কিরূপ প্রজা? যাহারা অন্য-ভক্ষ-পরিপুষ্ট, তাহারা কি তাহাদের সহিত বিবাদ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে? যাহারা বিলক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন পূর্ত্ত ও অর্থশালিক লোকদিগের সহায় পাত্র নহে, তাহারা আবাদের যোগ্য অধিকাংশ ভূমি তাহাদিগেরই হস্তগত। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, প্রজা বলিয়া আইনে যে কিছু সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে, তাহারাই তাহার ফলভোগী হইবে। কিন্তু যাহা দিগকে উপলক্ষ করিয়া নূতন আইন করা হইতেছে, তাহাদিগের যে দুর্দ্দশা, সেই দুর্দ্দশাই থাকিবে।

তাহাদিগকে প্রকৃত জমীদারের হস্তগত থাকিয়া চির দীনদশায় কালিন হইতে হইবে না কি?

এরূপ অবস্থায়, কৃষক অর্থাৎ যে [illegible] দিগের [illegible] তাহাদিগের [illegible] নহে। [illegible] কুলীনদের [illegible] নয়, [illegible] নিজ [illegible] পীড়িত ব্যক্তিরই [illegible] প্রয়োজন। যাহার পীড়া নাই, তাহার ঔষধে [illegible] কি?

খাজনা সম্বন্ধে আইনে যে বিষয় উপস্থিত করা হইতেছে, তাহাতে যেরূপ মাথাপেটা [illegible] দেওয়া হইবে, তদ্বিষয়ে বিশেষ উপকার লাভ হইবে না। এক্ষণে এ বিষয়টির বিশেষরূপ আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা অনেক করিয়া পূর্ব্বাপর রীতির অন্বেষণ করিয়া এক পক্ষের অত্যন্ত প্রবল করিয়া অপর পক্ষের প্রতি পক্ষপাত করিয়া সেই প্রবলদিগের দেওয়া হইতেছে। জমীদারপক্ষীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মুসলমান নহে। তাঁহারা মুসলমান অধিকারে ছিলেন; হিন্দু অধিকারের ছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন তাঁহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন, তখন তাঁহারা কৃষকদিগের বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা ইচ্ছামত কৃষির যিনি যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন। এখন তাঁহাদিগের সেই স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে, এটী কি অন্যায় নয়? যাঁহারা ন্যায়ের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহারা নিজে যদি অন্যায় করেন, তবে কে ন্যায়ের সংস্থাপন করিবেন? এমন কি দুর্ঘটনাই না উপস্থিত হইয়াছে, যে আপনাদিগের সংস্থাপিত ন্যায়ের রক্ষক পরস্পরা হনন করিতে হয়? প্রজারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া জমীদারের নিকটে জমী লইয়া থাকে। তাহাতে জমীদারেরা ৪ টাকা পাইলে, আর এক পাইল, তাহারাই [illegible] লাভ করিবার অধিকারী। এখন তাঁহাদিগের সেই লাভ করিবার অধিকারী করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, [illegible] তাহাদিগকে কার্য্যে বাধা দেওয়া হইতেছে, [illegible] না থাকিলে কি প্রজারা [illegible] প্রবল হয়? তাহারা যেরূপপূর্ব্বক [illegible] করে, তাহা অতিরঞ্জক হইবার প্রয়োজন [illegible] কৃষির প্রজাদিগের পরস্পর প্রতিযোগিতা হয়, কিন্তু এক কৃষক অন্য [illegible] তাহা বিলক্ষণ করিবার সময় জমীদারের [illegible] চলনসহিত টৈল দিতে হয়। যাহারা কৃষকদিগের জমীদার ও প্রজা সম্বন্ধের বিষয় পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারা বোধ হয়, বিষয়ের গুরুত্ব ভালরূপ বুঝি।

এই কারণে বিলাতীয়েরা [illegible] বিষয়ের বিশেষরূপ হইয়া, তাহা হইলেই এতদ্দেশীয় কৃষকদিগের [illegible] হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এখানে আর একটী কথা বলি, প্রজাপক্ষপাতী রাজপুরুষেরা মনে করেন, জমীদারদিগকে অধিক খাজনা দিতে হয় বলিয়াই প্রজারা পিড়ন। এটী বিলাত ভ্রমমাত্র কথা। সকল স্থলের জমীদার অবস্থা সমান নয়। অনাবাদেরে খাজনা তাহার উৎপন্ন বিশেষ আছে। বোধ কর, একজন কৃষক এক বিঘা ভূমির খাজনা বার্ষিক দুই টাকা দিল। ঐ ভূমিতে ১২ মুড়ি ধান্য জন্মিল। ধান্যের মূল্য ১২ টাকা ও খড়ের মূল্য তিন টাকা ষোলসিকা। কেবল হাল দেওয়া অবধি ধান্য ঘরে আনা পর্য্যন্ত মনুষ্যের বিঘা ভূমিতে ৪ টাকার অধিক খরচ হইল না। জমীদারকে ২ টাকা খাজনা দিতে হইল, ১৫ টাকা হইতে এই ৬ টাকা বাদ দিলে কৃষকের ৯ টাকা লাভ হইল। এ লাভ কি সামান্য। জমীদারকে ২ টাকা খাজনা দিল বলিয়া কি কৃষক দুঃখে হইল? তাহার দারিদ্র্যের অন্য অনেক কারণ আছে। কৃষকদিগের ঘরে খাবেতেই অলস। তাহারা ভূমিতে ধান্য উৎপাদন ভিন্ন অন্য কাজ করে না। এই এক ধান্যের উপরেই তাহাদিগের স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার পালন ও গৃহকর্ম্ম নিমিত্ত নৈমিত্তিক সমুদায় ব্যয়ই নির্ভর করে। এক ধান্য ভিন্ন তুলা-টুকা দিবে। সুতরাং অনেক কৃষক দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কৃষকদিগের মধ্যে যাহারা পরিশ্রমী, অন্য প্রকারে বাড়িয়া ১০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহারা ধনিক হয়। তাহারা বিলক্ষণ সচ্ছল। অতএব আমার বোধ হইতেছে, কৃষক জমীদারের খাজনার ভারে দরিদ্র নয়, দরিদ্র নিজের অন্যান্য দোষে। আইনে কি তাহার সেই সকল দোষের নিবারণ করিতে পারিবে? জমীদারেরা খাজনা বাড়াক, যদি এই ব্যবস্থাই করা হয়, তাহাতেও প্রজা মারা যাবে না। যে জমীর খাজনা ২ টাকা আছে, জমীদার খাজনা বৃদ্ধি করিয়া ২৫০ টাকা করিলেন, তাহাতে কি প্রজা অবসন্ন হয়? আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যে জমীর ২ টাকা খাজনা আছে, কোন কৃষক অতি যোগিতা করিয়া তাহা বাড়াইয়া ১০ টাকা করে, তাহা যে দেখে জমী, সে তাহার খাজনা যোগাতে [illegible] দিবে। যে জমীতে ৫০ টাকা উৎপন্ন হয়, তাহার আট আনা খাজনা হওয়া কি উচিত? পরিষ্কার বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রজারা সব থাকিলেও যে জন, সে থাকিলেও সেই জন। জমীদার পুরাণ প্রজা তাড়াইয়া নূতন প্রজা বসাইলে নূতন প্রজা তখন পুরাণ প্রজার অপেক্ষা ১০ গুণ বা ১৫ গুণ

[illegible]

[illegible] এই ধারা।

যদি কর্ম্মচারীর অধিক ও অবসর [illegible] হয়, আমরা বলিব যে আমাদের পরিচারকদিগের, তাহা অপেক্ষা পরিশ্রম কঠিন। তাহা আমরা পরিশ্রম করিবার যোগ সকলেই আহরণ করিবার অবসর পাইবে না। যে অবসরটী পাই, সে যেমন তাহা, অগ্রে তাহার অবস্থার বিধি করিতে হইবে। তাহার পর চুরিকার্য্যের ভয় ও কৃষকের পরিশ্রম, জমীদারের খাজনা ও কৃষকের খাদ্য, এই সকল বিষয় চলা করিয়া প্রজার মধ্যে জমীদারের খাজনার একটী খাটী, সম্বোষজনক করিয়া দেওয়া হইবে। তাহা হইলে প্রজার খাজনা দিবার আর কিছু মুখন মুখন বিবাদও উপস্থিত হইবে না। অকস্মাৎ দাবো করিয়া যাইবে, সেই সঙ্গে আমাদেরও সংখ্যা কমিয়া আসিবে। পরস্পরেই দোষ করিয়া জমীদারের সব [illegible] প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া আমরা এ আমাদের অবস্থার প্রবৃত্ত হইয়াছি।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যে নিয়মে জমীদার ও প্রজাসম্বন্ধের বিষয় উপযুক্ত বলা হইয়াছে, তাহা গীত পরস্পরেই অধিকারের ভেদ বিশেষরূপ হইয়াছে। জমীদারের খাজনা আদায়ের সুবিধা করিয়া দিতে না পারিলে আমাদিগের আয়ই দোষ হইয়াছে, ব্যবস্থাপকদিগের সমুদায় আমাই সফল হইবে। আমরা পক্ষ পক্ষের উপযোগ দেখিয়াছি, প্রজার পারক পক্ষে খাজনা দিবার ভার যে বলে কোন দোষারোপ নাই, সেরূপক আমারা খাজনা দিতে দোষারোপ করে। যেরূপে দোষারোপ নাই, সেরূপে যে প্রজা কিছুই কিছুই খাজনা না দিবে, তাহা তাহার সঙ্গে থাকিতে না, এমিকে জমীদার অবশ্য ও সাই আইন না হইলে জমীদারের খাজনা আদায়ের কষ্টের এক হইতে পরিশেষে পারিবে পারিবেন না। যে আইন সকল পক্ষে সমভাবাপন্ন না হয়, তাহা সাধারণ হয়, সে আইন আইনই নয়।

বিদ্যুৎবাহক পরিচালন।

যাহার সাধারণতঃ নাই, তাহাকে আমরা [illegible] মূক বা বোবা বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ আমাদের [illegible] বলিয়া আমরা অনেক স্থানে এই বিশেষণ দিয়া থাকি। কিন্তু যে সকল প্রকৃত মানুষ [illegible] বোবা নহে, তাহাদের মধ্যে কথা বলিবার [illegible] আছে। আমরা দেখিতে পাই [illegible] বলিবার [illegible] তাহাদের [illegible] বোবা [illegible]

[illegible] বিদ্যুৎবাহক [illegible] বিদ্যুৎবাহক [illegible] বিদ্যুৎবাহক [

[illegible] করা যায় তাহাই আবশ্যক, তাহার অধিক নহে। কিন্তু এখন তাহা নাই। আবশ্যক, তাহার সাত গুণ পাঁচ গুণ লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে, ইংলণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ ব্যয়। গৃহ ও অন্যান্য বিষয়ে অন্যের যত পরিমাণে অধিক ব্যয় হয়। এ ব্যবস্থা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নহে। তাহারা বিলাতে গিয়া বিদ্যালয়ে অধিক দিন থাকিতে পারে না। তাহারা বিবাহ করিতে পাইতেছে না এবং তাহাদের পুত্র কন্যার বিবাহ হইতেছে না। অতএব সুখের কিছুই অসদ্ভাব নাই। বিলাত গমন করিলে যত অর্থ ও জ্ঞানলাভ হয় না হউক, কেহ তাহাদিগকে যদি কন্যা সম্প্রদান না করিবে, তবে ইংলণ্ড গমনে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিবে না। এখন যাহাই কেন বিঘ্ন থাকুক না, 'বিবাহিত' হওয়া অনেকেই ইংলণ্ডে যাইবার বিঘ্ন সমাজ আর তাহাদিগকে ঘরে বসিয়া খাইতে দিবে না। অতএব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা না করিলে ফল হয় না।

এখন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ তাহা দেখা বর্ত্তমান প্রবৃত্তি ও [illegible] — আমরা ইংরাজ দেশে থাকিয়া কন্যা [illegible] বিদ্যাশিক্ষা ও বাণিজ্যের জন্য [illegible] যাইব। ভারতবর্ষের হিন্দু, পার্সী ও [illegible] আমরা সহানুভূতি করি। [illegible] বাস্তবিক বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের [illegible] তাহা বোধ হয়। যে বিষয় এই কয়েকটী উদ্দেশ্য [illegible] অনুকূল, তাহা তাহারা থাকিবে। যে বিষয় উহার প্রতিকূল, তাহা তাহারা লোপ পাইবে। এখন এই কয়েকটী প্রস্তাবের উপকারিতা এবং [illegible] আমাদের সকল আত্মীয়ের বিরূপ বিরোধ এ [illegible] বিচার করিয়া দেখা চাই। তাহা হইলে [illegible] হিন্দুত্ব চালাইতে কি না, আমরা নিশ্চিত [illegible] পারিব।

এখন প্রস্তাবিত ইংরাজদেশে থাকিয়া অধ্যয়ন বিষয়ে কর্ত্তব্য করিতে হইবে। এ দেশের অধিকাংশ লোকেই এখন চালুচালুনী হইয়াছেন। চালুনী না করিলে হিন্দুত্বের বিষ নির্গত হওয়া কঠিন। কিন্তু চালুনী করিতে গেলে এখন ইংরাজদের মধ্যে থাকিতে হয়। ইংরাজ, সরকারের সঙ্গে এক নাম হিন্দুসমাজিদিগের আর কোন [illegible] সংস্রবের হিন্দুত্ব রক্ষণের প্রবৃত্তি অল্প [illegible] ইংরাজের সঙ্গে [illegible] ও জলপানের [illegible] পৌত্তলিক ব্যবহার [illegible] পরিবার পরিজন [illegible] কিন্তু তাহারা যেখানে সাহেবদের সহিত [illegible] বিষয় স্পর্শ করিতেছেন, [illegible] রেলের কামরা পর্য্যন্ত [illegible] হইতে হইবে যে সময় [illegible] আসিয়া [illegible] না করিলে চলে না। [illegible] একটী সমুদ্র পার হইয়া [illegible] আশা করা [illegible] হিন্দুত্ব [illegible] হইবে [illegible] করি তাহারা [illegible] আশা [illegible] হিন্দু মত বিষয়ে [illegible] কথা [illegible] কোন প্রকারে [illegible] হিন্দু রক্ষা করিয়া [illegible] হইয়া উঠিবে। আমাদের [illegible] আমরা হিন্দুত্ব রক্ষা করিতে [illegible]

[illegible] বিষয় দেখিলেই তাহা শিক্ষা করিবে। সকলেরই অভ্যাসের ইচ্ছা হয়। এখন বিলাতে এমন অনেক বিদ্যা আছে, যাহা এদেশে [illegible] এদেশে বসিয়া তাহা শিখিবারও যো নাই। [illegible] বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিল্প কর্ম্ম চিকিৎসাশাস্ত্র [illegible] প্রধান। তাহাদের যদি কখন অর্থ ছিল, [illegible] করিয়াছে, [illegible] তাহারা ইউরোপ ও আমেরিকায় [illegible] বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। তাহারা যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় [illegible] বিদ্যা [illegible] তখন [illegible] অবশ্যই [illegible] এই দেশে শিল্পবিদ্যার [illegible] হইতে পরিবেষ্টিত, সেই স্থিত আমাদের তাহা [illegible] হইবে। আমরা আমাদিগের বিলাতী ভ্রাতা [illegible] করি। যত দোষের [illegible] কারণ, [illegible] কলহ, কারা, ঈর্ষা, দেশান্তরে [illegible] ৫ একটী চিহ্ন [illegible] কেন, ঐ [illegible] ? এখানে [illegible] উপকরণ কি [illegible] ? [illegible] করিবার বিদ্যালয়, [illegible] নাই, সেই [illegible] হয় না। [illegible] বিদ্যা [illegible] মত [illegible] ও [illegible] নাই। [illegible] আছে, কিন্তু [illegible] [illegible] তাহা [illegible] হয় না। [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] হইতে [illegible] বিশেষ [illegible] ১৮৬৯-৭০ [illegible] বিশেষ [illegible] ছিল। [illegible] ছিল। [illegible] ছিল।

৩ খৃ টী স্কুল এবং চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশে ১৪ টী বিদ্যালয় ও ৮৬৮ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে চট্টগ্রামস্থ ৫০৭ টী বিদ্যালয়ে ৩৭১৪০ টী ছাত্র, ময়মনসিংহের ১১০৫ টী বিদ্যালয়ে ৪৪৫৫২ টী ছাত্র, ত্রিপুরা ২৩১০ বিদ্যালয়ে ৯০৫০৯ টী ছাত্র এবং চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের ১৩ টী বিদ্যালয়ে ২২৭ টী ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। ১৩৮২ সাল অপেক্ষা সাহিত্য ফুলবায় ১৮৮৩৪ অঙ্কে স্কুল ও ছাত্রের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। এটী রাজকর্ম্মচারীর গুরু যত্নের ফল জানা। বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধিই যেশের উন্নতির [illegible] নহে। অতএব তাহার হ্রাস হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] ২২ এ আষাঢ়। কলিকাতা হইতে [illegible] ৬ বস্তা কতকগুলি সেনা ৪০০ অনুচরের সহিত [illegible] যোগদান করিয়াছে।

৪৫ এ আষাঢ়। পঞ্জাব উত্তরপশ্চিম সিন্ধুদেশীয় ইউরোপীয় সম্প্রদায়ী সৈন্যগণ বাইবেল ও গীতা পাঠে আসক্ত বা হওয়া সে বাইবেলের বিরুদ্ধ [illegible] দূষণ করা হইবে স্থির হইয়াছে।

যোধপুর, বিকানীর, ইন্দির ও জেসলমীর অঞ্চলে ঘোর আকাল হইয়াছে।

[illegible] সমাচার দূরে পরাজয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছে। [illegible] ৮ লক্ষ টাকা [illegible] করিয়াছেন।

৫৫ এ আষাঢ়। আফ্রিকার [illegible] ৪ লক্ষ লোক ক্ষুধা অস্থায়ী ও [illegible] হইয়াছে। ১৮৯ জন এক [illegible] উপনীত হইয়াছে। ৬০০ জন এখন লোকাভাবে আসক্ত কালে [illegible] করিতেছে।

সপ্তদশ [illegible] এ আষাঢ়। [illegible] ও ইংরেজ [illegible] ও চতুরঙ্গ বাহিনীর [illegible] হইয়াছে।

[illegible] পঞ্জাবের [illegible] হইয়াছে। [illegible] ও খাদ্য সামগ্রী অনবরত [illegible] হইয়াছে। দুই খানি [illegible] ৪৫ [illegible] পর্যন্ত অবিরত গোলাবর্ষণ করা হইয়াছিল। তদ্দর্শনে [illegible] যে সময়ে গোলাবর্ষণ করে তীরের একজন আফগানি সৈন্যও সেই সময়ে গোলাবর্ষণ করিয়াছিল। আফগানিদিগের এক [illegible] কামানের আঘাতে নষ্ট হইয়াছে। এই ঘটনায় তীরের এক [illegible] লোক হত ও ৩০০ লোক আহত এবং আফগানিদের ৬১ জন হত ও আহত হইয়াছে।

সপ্তদশ ২১ এ আষাঢ়। [illegible] সিমলের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছেন। ইনি শীঘ্রই আফগান সীমা পরিদর্শন করিবেন।

আফগান ৫৮ এ আষাঢ়। [illegible] বিদ্রোহ আফগানের সংখ্যা [illegible] ৩ দিন যুদ্ধের পর তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। [illegible] ১১ টী আফগান বিদ্রোহীদিগের [illegible] আক্রমণ করিয়াছিলেন। আফগানেরা সহজে উঁহাদের মুখ হয়। সেই সুযোগে বিদ্রোহীদিগের দুই জন অধিনায়ক পলায়ন করিয়াছে।

সপ্তদশ ২৮ এ আষাঢ়। [illegible] ও [illegible] আফগানী

[illegible] করিবার আয়োজন করিতেছেন। সেনাপতি [illegible] যেরূপ বিভাগ বিভাগ সুবন্দোবস্ত করা হইবে, আফগান [illegible] প্রকার যোগ করা হইয়াছে।

সাহেব ২৮ এ ৪ [illegible] বিদ্রোহ [illegible] প্রকার যে সকল [illegible] করিয়াছিল [illegible] করিয়া দিয়াছে।

[illegible] অনেক [illegible] আফগান হইতে [illegible] যেরূপ পাকা [illegible] বিদ্রোহ ৫৮ এ [illegible] সুবন্দোবস্ত [illegible] হইয়াছেন। [illegible] বিদ্রোহীদিগের [illegible] করিয়াছে।

বিবিধ সং[illegible]

[illegible] ডাক্তার [illegible] ৪ টী বিবাহ করেন, তিনি [illegible] ও খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। "এখন [illegible] নাই, আছে পাপের বেশা।" এই [illegible] পাপ করিবার অবসর নাই, সাধারণ [illegible] বিদ্রোহীদিগের [illegible] আর কত দিন

গত সপ্তাহে [illegible] একখানি [illegible] ৯৫ টী [illegible] হারা [illegible] করিয়াছে। [illegible] নিজ গবর্ণমেণ্টের [illegible] করে; কিন্তু [illegible] তাহার [illegible] হয় নাই এবং এখন [illegible] পলায়ন করিতেছে।

[illegible] সাহেব [illegible] ৪ টী [illegible] হইতে [illegible] আসিয়া [illegible] ৮ [illegible] ৪ [illegible] ও [illegible] একখানি [illegible] করিয়াছে। [illegible] ৪ [illegible] ৪ [illegible] ৪

[illegible] ও কার্যকরী [illegible] [illegible] [illegible]

উপায় দেখে হইয়াছে। সাহেবটিকে ছাড়িয়াছি ইনি সাহেবের ছাত্র ও অন্যান্য উপায়ের উপায় ছিল অন্য অন্য যাই দিয়া রহিয়া দেওয়া হইয়াছে ছিল

ছাপাখানা। আমরা এখিয়েটি প্রথমে পাঠাইয়া দিয়া দেখি প্রথমটীতে ও ছাপাখানে উপরে ভুল হইয়াছে।

এ আখরই যে পঞ্চাননের দেখা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে দুই এ পরীক্ষা সংক্ষেপ :—

এ প্রদেশের পঞ্চম আখরেই আর ও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। সেখানে অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে সেখানে অনেক সময়ের অবস্থা ছাড়া আর সেখানে অল্প বৃদ্ধি হইয়াছে সেখানকার সময়ের অবস্থা ছাড়া — এ আরও এ অধিক আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। ছাড়া উপরে ম সার অবস্থা অধিক পোড়াদীন। সর্ব্ব সর্ব্ব যথাবর্ষণ চলিয়াছে সময়ের অবস্থা ছাড়া হইয়া সেখানেও যথাবিধরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ছাড়া সময়ানুযায়ী ও যথাক্রমে সময় বৃদ্ধি হয় উপরে ছাড়া ও নিম্ন অধিক হইয়াছে। সেখানে ও যে ছাড়া,সে অল্প বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু ম সার ও ম। অন্য ছাড়াবর্ষের অপেক্ষা ম সার সর্ব্ব হইয়াছে কিন্তু কোন কোন স্থানে বৃদ্ধি বিশেষ সার হইয়াছে। সকল স্থানের ছাড়া ও সমান হইয়াছে। সকল স্থানের ছাড়া ও সমান হইয়াছে। সকল স্থানের ছাড়া ও সমান হইয়াছে।

আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম যে, এই সকল বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন কেবল বায়ুর উষ্ণতার তারতম্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি হইলে বায়ু লঘু হয় এবং লঘু বায়ু উপরে উঠিয়া যায়। সুতরাং নিম্নস্থ বায়ু আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করে। এই নিমিত্তই ছাড়া বৃদ্ধি হইয়াছে। ছাড়া বৃদ্ধি হইলে বায়ু লঘু হয় এবং লঘু বায়ু উপরে উঠিয়া যায়। সুতরাং নিম্নস্থ বায়ু আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করে। এই নিমিত্তই ছাড়া বৃদ্ধি হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

বৃত্ত হইল তিনে অধিকোত্তর। তাহার শিরঃপর্বের উপর বিলক্ষণ আশা আছে। অদ্য সভা বসা প্রবণে আনন্দান্বিত হইলেন। তিনি বলেন যাহার ক আছে তাহার যে সকল উপদেশ লাভ আবশ্যক, তৎসমুদায়ই গ্রন্থে আছে। শিক্ষিত লোক অতি অল্প আয়াসেই সেই সকল উপদেশ লাভ

[illegible] হইল বিশেষ

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] ই [illegible] ই [illegible] ই [illegible]

[illegible] ই [illegible] ই [illegible] ই [illegible]

[illegible] ই [illegible] ই [illegible] ই [illegible]

আপীল করিবে তাহারও [illegible] হুকুম দেন।

১৮৬১। ৫ই ফেব্রুয়ারি।

বিচারপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর ঘোষাল।

রামকুমার সেন ও অন্য ব্যক্তি (বাদী)

বনাম

রামকমল সেন প্রতিবাদী।

বাদী ও প্রতিবাদী দোঁহে জাতুকির্ণে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। তন্মধ্যে বাদী রামকমল সিংহের প্রতিনিধির নামে নালিশ করিলেন, কিছুদিন গত হইল সেই সিংহ বাবি ঠকিয়া রামকুমার বিক্রয় করিয়াছেন। রামকুমার বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইবেন তাহাতে তাঁহাদের কারবার সংক্রান্ত দেনা পরিশোধ করিয়া উদ্বৃত্ত টাকা দম্পতিকে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিবেন। সেই টাকা আদায় করিবার জন্য তাঁহারা আপনাদিগের একজন কারী কর্মিয়া নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা, বাদীরা যাহা চাহেন তাহা দিতে আদালতে আদেশ হয়, এই প্রার্থনা করিয়াছেন। আর যে এক আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহা ছোট আদালতের বিচারাধীন আছে।

১৮৭১। ৫ই মে। বাদী রামকুমার সেন প্রতিবাদী রামকমলের নামে দুইটার দুকেদ আদালতে এই নালিশ উপস্থিত করেন যে, প্রতিবাদী হিন্দুস্থান ব্যবসায়ের মিথ্যা ছুতা করিয়া তাঁহাকে ঠকাইয়াছে, বাদী তাহার নামে আদায় ডিক্রিদারী। প্রতিবাদী ১৮৭১। ২ই মার্চ বাদীকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়ন করিয়াছে। এই মকদ্দমা বাটকোট পর্যন্ত হইয়া বাদী ডিক্রী পায় এবং ১৮৭৮। ৩রা আপীল করিলে আপীল আদালতের [illegible]

উপরিলেখা হিন্দুস্থান ব্যবসায় প্রতিবাদী রামকমল সেনের নামে বাকি থাকায় নালিশ করিয়া ডিক্রী করেন। রামকমল সেনের নামে বাকি থাকায় নালিশ হইবার কারণ এই, ব্যবসায়ের মোকদ্দমার সেবন প্রতিবাদির নাম আছে। রামকুমার রামকমলের নিকটে ৮০০ টাকায় বিক্রয় করেন, তাহাতে ৮০০ টাকা দিবেন, তাহার অর্দ্ধেক পাইবার জন্য নালিশ উপস্থিত করেন। কিন্তু তিনি আপোষে এই বলিয়া তাহাতে অসম্মত হয়েন যে, তাহাকে বাকি ব্যবসায়ের [illegible] আদায়ী দিতে হয়। তাহার পর তাঁহারা [illegible] আপীল করিলে তাহারও নিষ্পত্তি হইয়াছে, এই নিমিত্ত [illegible] পরিমাণ [illegible] তাহার [illegible] [illegible]

সুপ্রীমকোর্ট [illegible]

রামকমল মোকদ্দমার ডিক্রী

সের আপোষানুসারী

ডিক্রীদান।

রামকমল ও রামকুমার বিবাদ।

রামকমল সিংহের [illegible] ও সেন্সরী আদালতে বাবু গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]

এস, এস, বিনু পরকাশ করাতে রামকমল প্রতিনিধি প্রতিপক্ষের এস এস আদালতের ঐ পরে ৮পরিশোধ প্রতিনিধি হইলেন।

রামকমলের প্রতিনিধি রামকুমার ও রামকুমার ই, ডি সেন্সরীর উক্ত পরে প্রার্থনাপত্র আদালতে দাখিল করেন।

বাদীপক্ষের প্রতিনিধি প্রতিপক্ষের পক্ষে এই উত্তরদান ; ও সেন্সরী দাখিলপত্রে ও কপোলেখ হইলেন।

রামকুমার দাখিলপত্রে ও কপোলেখ হুকুম, এই যে, তাঁহার উকিল [illegible] [illegible]

বাদীপক্ষের প্রতিনিধি [illegible] এস, আর এস, দাখিলপত্র হুকুমীয় আদালতে [illegible] হইলেন ; ইনি ১ম সেন্সরী আদালতে দাখিলপত্রে ও কপোলেখ হইলেন।

[illegible] [illegible]

হুকুম, যে, হিন্দুস্থান ব্যবসায় সম্বন্ধে [illegible] এস এস [illegible] [illegible] হইয়াছে। ই, ই, ১৮৪ বিনু নিমিত্ত [illegible] [illegible]

[illegible] সেন্সরীর [illegible]

[illegible] [illegible] ৫ই ফে ও ৪ মার্চের পরে বাবু দুর্গাচরণ [illegible] পরে বাবু রামকমল [illegible]

৪ সেন্সরীতে।

বাবু [illegible]।

বিনুনিমের জন্য ১ম [illegible]

সৌজন্য বিনয়বাবু এমের আদালত, বাবু উমাচরণ [illegible] রামকমল বাবু বিনোদলাল উকিলের।

৪র্থ সেন্সরী ২ রামকমল প্রতিনিধি।

বাবু [illegible] , বাবু [illegible] [illegible] এস, এ সে, [illegible] বাবু [illegible] সে, এ, [illegible], সে [illegible]

[illegible] [illegible] ৪র্থ সেন্সরীতে।

সৌজন্য [illegible], [illegible] [illegible] বি, এল ব্যারিস্টার, বাবু [illegible] হয়, বাবু [illegible] [illegible] বাবু [illegible] হয়।

৫ সেন্সরীতে রামকমল প্রতিনিধি।

বাবু [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বিনুনিমের জন্য ১ম সেন্সরীতে।

বাবু [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৪র্থ সেন্সরীতে রামকমল প্রতিনিধি।

বাবু [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কার এখানে কমিশন দেলে পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীকৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ নানাপ্রকার [illegible] হইতেছে। সকল মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের সম্পর্কীয় সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্র শ্রীযুক্ত কৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা কলিকাতার দক্ষিণ [illegible] পুঃ আফিস, জেলা ২৪ পরগণা

তবে যাঁহারা বিনামূল্যে [illegible] মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা [illegible] কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং [illegible] পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে নিবেদন [illegible] সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন [illegible] সোমপ্রকাশের [illegible] পত্রের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া [illegible] বিজ্ঞাপন প্রতি পংক্তি [illegible] আনা।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

৩০ নং কলুটোলা কলিকাতা।

কলিকাতা নগরের [illegible] শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় [illegible] আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। [illegible] ইচ্ছা করিলে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, প্রকৃতরূপে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে বিদ্যালয়ের সহিত একটী ঔষধালয় আবশ্যক। এতদর্থ বিদ্যালয়ের সহিতই ঔষধালয়টী সংস্থাপিত হইল। এই স্থানে বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয় স্বয়ং বৈদ্য ও চি[illegible]

[illegible] হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত বীরাবলম্বনে [illegible] পূর্ব্বক বিনা মূল্যে ঔষধাদি [illegible]। বেলা ১ টা — — ৪ টা পর্য্যন্ত [illegible] আয়ুর্ব্বেদোক্ত মতোপদেশের [illegible] ঔষধালয়ে [illegible] ঔষধ বিনা মূল্যে দেওয়া [illegible] বিদেশীয় [illegible] ঔষধালয়ে ঔষধ [illegible] রোগের বিবরণ আবশ্যকীয় [illegible] ১৫২ নং গ্রেমবাজারের আয়ুর্ব্বেদীয় [illegible] ঔষধালয়ে [illegible] ঔষধ মূল্য পূর্ব্বক

বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী [illegible] ঔষধালয় [illegible] ইচ্ছা করিলে [illegible] ও নিকট পাইবেন।

পত্রাদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

ব্যবস্থাপক।

ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় ও ঔষধালয়

৩০ নং কলুটোলা—কলিকাতা—

কেশ এণ্ড হেলথ।

বিভিন্নবিধ ঔষধগুলি [illegible] ব্যবহার করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

এই ঔষধ এক সপ্তাহ ব্যবহার করিলে ধাতু দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া শরীর প্রফুল্ল অবয়ব প্রাপ্ত হইবে ইং যে কত লোক বিশ্বাসিত হয়। শুক্র রক্ত পরিষ্কৃত করিয়া সকলের ব্যবহারের উপযোগী হয়। মূল্য [illegible] ডাক মাশুল ৸৹।

পালোয়ারিয়া রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এক দুই ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার [illegible] নিশ্চয় [illegible] হয়। ঔষধের আরোগ্য [illegible] ব্যবহার করিবার আবশ্যক থাকে না।

[illegible] রোগের [illegible]

যে কোন কারণে যেরূপে এই [illegible] উপস্থিত [illegible] এই ঔষধ ব্যবহারে অতি [illegible] আরোগ্য হইবে। ইহার [illegible] হয় না।

শুক্রশোধক ঔষধ।

১৫ দিবস এ পর্য্যন্ত ইহা [illegible] করিয়াছে, ইহা [illegible] সন্দেহ নাই। ইহাতে [illegible] বা, বায়, দুষ্ট, অপ্রমেহ, অরুচি, মুখের [illegible] বৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও চক্ষু [illegible] এবং [illegible] নিশ্চয়

ঔষধ সেবনের উপযোগী নিয়ম [illegible] ঔষধালয়ে [illegible] ডাক মাশুল ৸৹ আনা।

সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] ঔষধ [illegible] কোষ্ঠশুদ্ধি, [illegible] ক্ষুধা, [illegible] বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, আমদোষ, [illegible] বিনষ্ট হইয়া [illegible] ব্যবস্থানুসারে [illegible] সেবন করিলে [illegible] হয়। ছোট কৌটা ১ টাকা, বড় কৌটা ৩ টাকা। ডাক মাশুল ।৹ আনা। মূল্য মনি পাঠাইলে [illegible] ভালু পেয়েবল পোষ্টে পাঠান হইয়া থাকে। অন্য অন্য ঔষধের মূল্য যে পত্রে লেখা আছে, তাহা তাহা মাশুল পাঠান যায়।

K. K. manager's Jawahir okaur medical Hall, near Machhodri Talab. Benares.

ডাক্তার শ্রীমন্মথলাল দত্ত কবিরাজের

অতি মনোরম সর্ব্ববিধিষ্ট

মুখারবিন্দু তৈল।

মূল্য ১ শিশি ১৷৹ টাকা, প্যাকিং ৵ আনা।

ইহা বিশুদ্ধ বাদাম তৈলে [illegible] ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। শিরঃপীড়ায় মহৌষধ। ব্যবহারে মাথার যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ ও মস্তিষ্কের শৈত্যতা জন্য চিত্ত প্রফুল্ল হয়। মুখমণ্ডলে মর্দ্দন করিলে শরীর স্নিগ্ধ ও কোমল বর্দ্ধিত হইয়া বল, চিক্কণ ও কান্তিবিশিষ্ট হয়। উক্ত গুণ সমূহে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ও বিজ্ঞাপনাদির সংবাদ পত্রাদি এবং মুদ্রিত [illegible] ভাহা আবেদনে জানিতে পারিবেন।

[illegible] বিশেষজ্ঞ, জগদীশপুর কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ যদুনাথাদিপতি মাহাশয়ের আনুমোদিত ও আহূত

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজের

[illegible] মনোরম সর্ব্ববিধিষ্ট

মুখারবিন্দু তৈল।

মূল্য ১ শিশি ১৷৹ টাকা, প্যাকিং ৵ আনা।

ইহা বিশুদ্ধ বাদাম তৈলে [illegible] ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। শিরঃপীড়ায় মহৌষধ। ব্যবহারে মাথার যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ ও মস্তিষ্কের শৈত্যতা জন্য, চিত্ত প্রফুল্ল হয়। মুখমণ্ডলে মর্দ্দন করিলে শরীর স্নিগ্ধ ও কোমল বর্দ্ধিত হইয়া বল, চিক্কণ ও কান্তিবিশিষ্ট হয়। উক্ত গুণ সমূহে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ও বিজ্ঞাপনাদির সংবাদ পত্রাদি এবং মুদ্রিত [illegible] ভাহা আবেদনে জানিতে পারিবেন।

[illegible] বিশেষজ্ঞ, জগদীশপুর কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ যদুনাথাদিপতি মাহাশয়ের আনুমোদিত ও আহূত

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজের

১৪৩ অপার [illegible] নং মেছুয়া বিডন রোড,

সৌভাগ্যশালী ঔষধালয়, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের [illegible] ঔষধ, তৈল ও [illegible] ঔষধ [illegible] ঔষধালয়ে [illegible]

সর্ব্বোৎকৃষ্ট তোষালে হস্তমার্জ্জন।

[illegible] গাত্র পরিষ্কার, শরীর সুকোমলকারী অথচ [illegible] ম, পুঁজ ও ঘর্ম্ম পরিষ্কার [illegible], দর্শকমাত্রেরই [illegible] সম্পূর্ণ আকর্ষণ করে, উহা [illegible] বিবিধ বর্ণ প্রস্তুত করিবার [illegible] করে, বস্ত্র ধুইলে [illegible] যায়, উহার রং, [illegible] কখনই [illegible] না, মূল্য [illegible] ছাড়ি আনা [illegible] আনা।

সাধারণ। মাঝারি। সাধারণ।

উহার পরিবর্ত্তে নমুনা উৎকৃষ্ট মাঝারিমূল্যি দেখিতে পাইবেন।

উহা পাইবার ঠিকানা—শ্রীহরিদাস, নং ১২ নং মুর্গীহাটা পিছুড়ির গলি; মহম্মদ বাজার, কলিকাতা।

মফিস মুদ্রণ পুস্তক।

যিনি বিশুদ্ধ-প্রণয়ের সুখময়-

বিবাহের যদি দেখিতে চাহেন তিনি এই

পুস্তক পাঠ করুন।

রাজলক্ষ্মী—অনুবাদ।

(পাঁচ খানি অতিরিক্তকালের উৎকৃষ্ট মফিস।)

মূল্য ৸৵ দশ আনা মাত্র ডাকমাশুল আধুলির নহে।

সংবাদপত্রের সুমালোচনা দেখুন।

" রামলক্ষ্মী-অনুবাদ—সুকবিবাবু আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থের বাল্যকাল প্রণয়ের প্রথম উদ্ভাই চিত্র আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। ইহাতে লেখক তাঁহার মনের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে পাষাণহৃদয় পাঠকের হৃদয়েও ভাবের প্রতিবিম্ব পতিতেই পড়িবে। ভোগ বুভুক্ষায় এবং একাকী পরদেশে সঙ্কটে যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বণিত আমরা তাঁহার বস্তু সুকবিত্বশক্তি সহি ভরসা করিতে পারি নাই।" আদোক ৭ই চৈত্রসংখ্যা ৮১।

পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল। কলিকাতা—৯০ নং মদনমোহন ষ্ট্রীট।

চন্দ্রচূড় রস।

এ নামমাত্রেরই [illegible] প্রমেহরোগনিবারক।

মাত্রাভেদে সুমিষ্টের ন্যায় [illegible] বিধি।

এই ঔষধটী দুষ্টপুরুষ [illegible] হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং আনুষঙ্গিক [illegible] আরোগ্য হইতেছে। ৭২ দিনের মূল্য ৫ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাঠান যায়।৵

✓ উমাচরণ কবিরাজ

ঔষধালয়।

১৩৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদবিহিত সর্ব্বপ্রকার ঔষধ [illegible] প্রভৃতি সকলই বিহিত মূল্যে পাওয়া যায়।

সঞ্জীবনী বটী।

প্রদর, শোক, আমবাতাদি [illegible], অম্ল প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ বটীর মূল্য ২ টাকা।

৩০ বৎসরের প্রাচীন মূত।

মূর্চ্ছা, উন্মাদ, অপস্মার [illegible] রোগে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ [illegible] এক তোলার মূল্য ৫ টাকা।

[illegible]

সকল প্রকার লেহরোগের

পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা

ডাকমাশুল সহিত ৸৵ আনা।

[illegible] আমরা মহৌষধ বিষয় পুরাতন নাম বিষয় [illegible] করিলে সকল প্রকার [illegible] ও পুরাতন রোগ, [illegible], [illegible] পরিপাক [illegible] ও [illegible] অম, [illegible] জ্বালা, যা প্রভৃতির সর্ব্বত্র [illegible] প্রায় এক [illegible] বাত [illegible] ও [illegible] বাধা [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু ঔষধ।

অর্থাৎ বায়ুদোষের বল পরিষ্কার না হইয়া প্রায় প্রত্যহ ২,৩ বার ভেদ হইয়া পেটের বেদনা ও টাটকা।

শ্রীশশিভূষণ সেন ভট্টাচার্য্য
কাশী, অহিরিয়ার চক্রবর্ত্তী।

(ডাক্তার ঘোষক।)

পেট-জলদোষ ও মধুমেহে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিদ্ধ সোমক—ইহাতে পেট ও জল প্রভৃতি নিশ্চিতরূপ আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অন্যান্য পুরাতন এবং স্থানে স্থানে দুই অবস্থায় হইলে ঔষধে তাদৃশ ফল হয় না —মূল্য—পাকা ঔষধ সেবের এক শিশি ২৷৷০

জীবাত্রন—ইহাতে যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধি আরোগ্য হয়। কিন্তু যদি প্লীহাযন্ত্রটী একেবারে ভাঙ্গিয়া ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—৫ তোলা সেবের এক শিশি ২৷৷০।

এই দুটী ঔষধে পেটা চিকিৎসার কি কি বিশেষ ফল পাই। এক দুটী রোগী ডাক্তার দেখাইয়া ও নানা বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঔষধ বিক্রীত হয়।

কুসুম গন্ধটী।

(মাথায় দেওয়ার অভ্যাস আছে।)

ইহা সেবনে যে সকল ভ্রান্তিজনক গন্ধ [illegible] মস্তকের পূর্ব্বে যা পরে অবস্থার [illegible] বিশেষ বলে, বন্ধুবান্ধবের সেহ-সম্ভাষণ এবং অধিক পরিমাণে [illegible] পরীক্ষা ইহাদি হেতু সকল বিষয় [illegible] পাকার যাবার পূর্ব্বে, নাম বিশেষে [illegible] কারণে [illegible] করিতে হয়, পরন্তু [illegible] বিশেষ অনুরোধে, এক তোলার মূল্য ৫ টাকা পাকিট ৸৹ আনা।

মেহামৃত রস।

এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও যাতনা নিবৃত্ত, মেহ প্রায়, মূত্রস্থ শ্লেষ্মাংশ যায় আসা এবং এই সকল রোগজনিত ক্ষত, অণ্ডকোষের বীর্য্যবল, এবং পরিণামে যাবতীয় দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি সত্বর মূলে আরোগ্য হয়। এক শিশির মূল্য ১৷৷০ ডাকমাশুল ৸৹ আনা।

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ

[illegible]

ঔষধ সেবনে বেদনা, [illegible] বাত রোগের বল-প্রকাশ [illegible] মূলের চরক সাধ্য মূলক [illegible] ও রোগ হয়। মূল্য এক [illegible]

ইহা রাজীব প্রভৃতি [illegible] ঔষধ সেবনে [illegible] হয়। ঔষধ বিক্রয় [illegible] ও পাইবেন।

বিশেষরূপ [illegible] ঔষধ [illegible] কলিকাতা।

সোমপ্রকাশে ছিন্নিবিটি।

১৭ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বপ্রকার [illegible] ও ভাইটস পাঠ্যপুস্তক এবং [illegible] সাহিত্য ও ইতিহাস ন্যায় মূল্যে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে লিখিত পুস্তকগুলি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে :—

আদর্শলিপি ([illegible]) মূল্য ।৷০ ; সরল অভিধান ([illegible]) মূল্য ।৷০ ; [illegible] ([illegible]) মূল্য ৸৹, [illegible] ([illegible]) মূল্য ১৷৷০, [illegible] ১৷৷০, [illegible] ১৷৷০, [illegible]

সাধনপ্রকাশ।

২৮ শ ভাগ। "ধর্ম্মসাধন প্রচারার্থায় মাসিক পত্রমুদ্রী প্রতিজ্ঞতাং ন, ভীষাতা।" ৪৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৯১ সাল। ২৪ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮৪। ৮ ই সেপ্টেম্বর। | অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৷০, অনগ্রিম সাধারণ মূল্য সমেত মাসিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

পরীক্ষা করিয়া দেখ।

নবাবিষ্কৃত ও নবপ্রকাশিত ছয়'১৩-খানি ভারিত ব্রহ্মকবচ ঔষধালয়ের অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা কত গুণে উৎকৃষ্ট সর্ব্বসাধারণসমক্ষে তাহা নিবেদনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক, এমন কি যে রোগের আর কোন ঔষধে আশা নাই তাহাই আশু হইয়াছে। প্রমাণপত্র দেখুন।

বিনা ঔষধ সেবনে নবাবিষ্কৃত ব্রহ্মকবচ ধারণে নিম্নলিখিত পীড়ার ইহা অব্যর্থ ফল দেখা গিয়াছে, যথা ব্রহ্মকবচ ধারণ করিলে, ঐ ব্রহ্মকবচ ধারণ করে, অপরিমিতাচারে অথবা অনিয়মে যাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, বহুকাল স্থায়ী পীড়া মানসিক পরিশ্রম, স্ত্রীসম্ভোগ বেশী বাস বেশী, এবং বহুদিন ব্রহ্মকবচের যোগে আরোগ্য হয়, সে সকল অবস্থায় ইহা অব্যর্থ ঔষধ ও শক্তি প্রকাশ করে প্রমাণপত্র দেখুন।

ব্রহ্মকবচ ধারণ করিলে ব্রহ্মকবচ ধারণ করিবে নাই। পরীক্ষা ঔষধালয়ের সকলের হয়, তাহার ভাড়ার একটী প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। হাতীর দৌর্ব্বল্য, অগ্নির পরিশ্রম ঔষধ মানসিক চিন্তায় ছিন্ন পরীক্ষা করিয়া ইহা মূল্য ফেরত দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ঔষধ ঔষধালয়ের নিয়মাবলী ব্রহ্মকবচ ঔষধালয়ের নিয়ম সেরূপ নহে, ব্রহ্মকবচ ধারণ করিয়া যদি কাহারও উপকার দর্শে, তবে তিনি ব্রহ্মকবচ ধারণ করিয়া ইহা ফেরত দিবেন, তাহার মূল্য ফেরত দেওয়া হয় না,

বৈদ্যহিতৈষীর অগ্রিম মূল্যদাতা গ্রাহক মহোদয়গণ ইহা বিনামূল্যে পাইবেন। বৈদ্যহিতৈষীর নিয়মিত গ্রাহক ব্যতীত বিজ্ঞাপন দাতাগণ, ঔষধালয় ও চিকিৎসা ব্যবসায়ীর নিকট ইহা বিনামূল্যে পাঠান হইবে। প্রতি পংক্তি ৵০ আনা। বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কোনরূপ উপন্যাস ও বিজ্ঞাপনাদি বিষয়ে যাহা লাগাইতে হইবে এ আফিস পর্য্যন্ত মূল্য দিতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ বৈদ্যহিতৈষী

ভাদ্রকুল (হাওড়া) শ্রীযদুনাথ বসু।

পতাকা।

নূতন সাপ্তাহিক পত্র।

আগামী ২রা কার্ত্তিক শুক্রবার হইতে প্রকাশিত হইবে।

স্বদেশহিতৈষী কৃতবিদ্য সম্পাদক, অধুনা মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের (কলেজের) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম —

রাজনীতি ও আইন। ইণ্ডিয়ানভূষণ বসু M A. B L. Vakeel of the Cal High Court কলিকাতা। রাজকার্য্য বিষয়, Barrister-at-Law "ভারতবন্ধু" প্রভৃতি প্রবেতা। যোগেন্দ্রনাথ বসু, M A, B L Honors in Law, "বাঙ্গালার ইতিহাস" "বঙ্গের ঐতিহ্য" প্রভৃতি প্রণেতা। গিরীন্দ্রভূষণ বসু, M, A, B, L, । শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ B,L, এ,দাহড়া।

সমাজনীতি। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভূতপূর্ব্ব "বঙ্গবাসীর" সম্পাদক। হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, B, A, "ভিক্টোরিয়া কলেজ" প্রণেতা, বহরমপুর। শিবনাথ শাস্ত্রী, M, A," সমদর্শী" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক। মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্য।—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, "প্রভাতচিন্তা" প্রণেতা, "বান্ধব" সম্পাদক। প্রসন্নকুমার সান্যাল, M A, Mallalist in English সাহিত্য ও ইতিহাস সাহিত্য ও ইতিহাসে প্রোফেসারিয়াল, Professor Metropolitan Institution। গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "প্রবাহ" সম্পাদক। নবীনচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, "ভিক্টোরিয়া প্রতিভা" প্রভৃতি গ্রন্থের ও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রতিভা, Prof. Mitropolitan Institution অধ্যক্ষকুমার বিদ্যাবিনোদ, যোগিন্দ্রচন্দ্র সেন" বসুমতী প্রণেতা।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব।—শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সেন, " ঐতিহাসিক রহস্য " " রহস্যসন্দর্ভ "প্রভৃতি

[illegible]

B, Mahalist in Sanskrit [illegible] গ্রন্থকার ([illegible] নিবাসী) সুবিখ্যাত অধিকারী B.A. Principal Mo Institution, Fellow, Cal. University, বিদ্যাভূষণের পারিষদ M, R, [illegible] পারিষদ।

বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুক্ত বাবুদেব চৌধুরী B A Calcutta University, B A, with Honors Cambridge University। বিজ্ঞাপন দাতা, M [illegible] আফিসার" মহাশয়। ঔষধেই অনুরাগ [illegible] পরিচয়।

হেমেন্দ্রলাল রায় B.A, সহকারী সম্পাদক।

আকার।—সোমবারের ও বুধবারের ডাকে ১৬ পৃষ্ঠার বড় আকার হইবে। তদ্ভিন্ন ১৫ দিনের কাগজের মূল্য ৵৫ আনা, পরিচয় ডাকমাশুল।

মূল্য। অগ্রিম বার্ষিক ৩, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ২,। নমুনার জন্য ডাকমাশুল লাগিবে না।

বিজ্ঞাপন।—প্রতি পংক্তি আট আনা মাত্র। টাকা, মুদ্রি-অর্ডার, পত্রাদি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়ের নামে এবং ২৯ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীসরৎকুমার সান্যাল—ম্যানেজার।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরাদি অন্য ঔষধের অনুমোদিত ও প্রচারিত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৯৩ অথবা ৭৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, চৌরাস্তা বাজার কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের মাননীয় বাবু যতীন্দ্র সেন চৌধুরী ও তদ্ভিন্ন প্রভৃতি এই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ সমূহ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যথাযথ সহিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। বিশেষ যোগবিশেষ পরীক্ষার ফলদায়ক আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র সেনের দ্বারা ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান বর্ষের পরিচয় ও বিবিধ আবশ্যক বিষয় এই ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্যতালিকার সহিত বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

এই ঔষধালয়ের ঔষধ সমূহের বিশেষত্ব।

এই ঔষধালয়ের ঔষধ সমূহের বিশেষত্ব বিশেষরূপে দেখিতে পাইবেন, ঔষধালয় প্রস্তুত ঔষধ সমূহ বিশুদ্ধ ও সুন্দর প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিজ্ঞানসঙ্গতরূপে বিধিবদ্ধ আছে। এই বিধির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ঔষধ হইতে বিবিধ উপকার পাইয়া রোগমুক্তির ভূরিভূরি প্রশংসা পত্র ও ফলপ্রদ বিবিধ ঔষধ পরিচয়ী দেখা হইয়াছে।

মূল্য—৬ টাকা ও ডাক মাশুল—।৵ আনা। ডাকব্যয় বিষয় অগ্রিম মূল্য ও ডাকব্যয় সমেত মূল্য ১৯৵ আনা ৶।

আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন কবি

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়

চৌরাস্তা বাজার, কলিকাতা

১৯৩

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, আমা কার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কয়েকদিনের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন চাকদিঘিপ্রতাপ হইতে প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার বর্ষ গ্রাহকের অভিলাষী হন, তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১৯৯৯ সাল, ১ লা চৈত্র } শ্রীহরিসাধন দত্ত। চাকদিঘিপ্রতাপ। সোণারপুর ডাকঘর ২৪ পরগণা।

শ্রীযুক্ত [illegible] নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে বিক্রয় করিবেন। ঐ সকল পুস্তক শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় [illegible] যায়।

উপন্যাস।	মূল্য	ডাকমাশুল
১ম ভাগ	৵০	১০
২য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার।		
১ম ভাগ	৵০	১০
২য় ভাগ	৵০	১০
৩য় ভাগ	৵০	১০
বিদেশের বিলাপ	।০	২০

কয়খানি একত্র লইলে মাসুলের ডাক মাসুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রেরিতপত্র।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব কেন গৃহীত হয় না?

এ কথার উত্তরে আমরি এই বলিতে চাই যে আইনের অবলম্বনেই বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত না হইবার একমাত্র কারণ।

মহাত্মা [illegible] শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় [illegible] আইনের আশ্রয় লইয়া যে একটী আইন সম্বন্ধ করাইয়াছেন, তাহাতে বিধবা পুনঃ বিবাহিতা হইলে পূর্ব্ব স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, এই একটী বিধি প্রবর্ত্তিত হওয়াতে [illegible] অধিকাংশ "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের" আইনের সম্পূর্ণ মত হইয়াছে। বিধবা পুনর্ব্বি আইনের প্রভাবে পূর্ব্ব স্বামীর সম্পত্তি অধিকারিণী থাকিবে, এইরূপ একটী বিধি যে আইনে [illegible] সেই আইনের [illegible] বিবাহে [illegible] আইনের [illegible] [illegible] [illegible]

আমি বলেছিনু যাও আমরা ঘর ই।
তোমরা দেশের প্রতি চিরদিনের
জন্য মুখ-লজ্জাহীন করে দিলে,
কলঙ্ক সাগর মাঝে কাদের কলঙ্কী।
সাহেবের মুখে সদা শুনিবে বচন।
"এমন কেন আর যেখায় সেখায়?"
এখন তা সমস্ত বঙ্গ আছি ছেয়ে ফেলে।
সাধারণে বলে ধর্ম্ম তত তোমা থাকে?
অথবা বালার দেখ কি দুর্দ্দশা ঘটে।
আমি হ'ন কুল্য ঘরে দুই দিন পরে—
তোমাদের ঘরে যেথা হবে অন্তঃপরে।
কি করিবে কি সহতি পর যাবে মনে
তোমাদের ধর্ম্ম আর বলে না যে মুখে।
হায় এ সময় তোরা কেনে কুলজ্ঞ ম?
সুখের যেমনি সঙ্গে না কি দুখ ফুটে?
দেখে শুনে কেন তবে না কর উপায়?
ওমিয়া উন্নতি আর তোমাদেরি পরে,
কি ভবে যে নিন্দা যাও বুঝি বাঙ্গালায়?
বিষম সঙ্কীর্ণ তম প্রতি ঘ ন ঘর।
এমনি অন্ধকারময় তাহে একবার
ঘরে ঘরে সর্ব্বনাশ কি যেন্ধিব আর?
তোমা এমা বধির কেহ এম একবার
আজি ও বিধার যান যাই কুহু ক যে।
অন্তরের মাঝে কেন ভ্রম ছিন্ন করে?
প্রকৃত ঘটনা পার যাও তত তারে।
তবনি উপায়তাই। তুমি কিন্তু পারে
এমন নিরক্ষর বাঙ্গা তোমার ভবে
কেহ কি উদ্ধার ক তে পারে,রে পারে?
তুমি না চাহিলে মাগো আমার কল্প ন,
হীন জন কার কথা শুনিবে আমার?
চতুরালী বড় প্রতি ভাল এবারে।
মুলমন্ত্র বুদ্ধিবলী বুদ্ধ ওবিদ্যি
এই কি তাদের মাগো আমার ভিতর?
এই কি তাদের হৃদে জ্ঞান নিবাসিত?
এই কি তাদের প্রাণে মমতা অমর?
পরহাতে আত্মাধারী যেজনীপরাণী
এ কথা কহিতে হায় ধরি যে লজ্জায়।
এই কি সো সুতদের কীর্ত্তি রাশি রাশি,
অত্যাচার অবিচারে ভারত ধ্বংস ব?
কি কহ দুখিনি মে সো কেঁদে উঠে প্রাণ
সমস্ত নিয়ন্তাগণে ব্যাপ্ত বর্ত্তমান।
যত মনে ছিল আশা করিনু প্রকাশ
ভাইকোঁটা প্রস্তাবের করিবে বিস্তার।
কিন্তু উদ্ভি ক্যক্তি পাইবে দুর্ব্বল।
এ ভারের ভার কুল কুলান সবার,
ক্ষুণ্ণ ন হইবা বিদায়।

কি ক'রে কি ক'ল যায় এ কি প্রতিজ্ঞা?
এই কি ইংলণ্ডেশ্বরী ন্যায়ের আলয়?
সমরে অন্যায়াচার-পূর্ণ অভিযান?
বল দেখ দুই দল প্রতিবাদে ধরে
উচ্চারিতে এমেরিকার স্বাধীনতার...
না হ'য়ে থাকো কার্য্য নিজে স্বাধীন।
আমো তব উচ্চ শিরে আসন আসিবে,
অথবা কণ্টকাসনে প্রাণান্ত নিশিবে।
অন্যায় ধনিত্র হস্তে আসি যদি কার্য
কলঙ্কীত, তবু তাহাকেও পূজনিয়,
কিন্তু যেন তেমন কাহাকেও পূজ্য কলঙ্ক—
আজি যিনি ভারতীয় ঈশ্বরে মস্তকে
এই বুঝি বিধাতার নিকট প্রার্থনায়।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

প্রাচীন ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিক্ষার তুলনা।

প্রাচীন ভারত ও ইউরোপ খণ্ডিলে আমরা অনেক কারণের সমস্ত ভারতও ইউরোপ খুঁজিতে হইবে না। যে সময়ে ভারতবর্ষ যে ভাবে শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা অধিবাসিগণ উন্নতি হইয়াছিল, ও যে সময় ইউরোপের যেরূপ যেরূপ শিক্ষাদীক্ষার অনুসরণ হইয়াছিল, সেই সময়ের সেই ভাবের ও সেই ভাবের অনুসরণেই আমরা প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন ইউরোপ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। প্রাচীন ভারতে উচ্চ বেদ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিবরণবাদী ইংরাজ যে সময়ের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে হইতে পারে না। তাহারা যে সময়ে চিরকালীন আর্য্যসভ্যতাবিদেশের অনুসরণ করিয়া চলিত সে সময়ে সমস্ত ইউরোপ ঘোর প্রাচীনতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই চিরকালীনতার প্রাচীনত্বে যে উভয় দেশে বিস্তর ভাবগত আছে, তাহা পুনঃপুনঃবিধ পণ্ডিতগণ দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যেমন উভয় দেশের পুরাতন চিরায় উল্লেখের সমস্তটাই নাম্নিকভাবে প্রাচীন বলা যেন। একণে এইরূপ প্রাচীন শিক্ষা কোন দেশে কি ভাবে চলিয়াছিল এবং ঐতিহাসিক কোন্ কোন্ বিষয় কতদূর পর্য্যন্ত প্রমাণিত হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই সম্বন্ধে যে দুই খণ্ড, আমি যোগ্য ব্যক্তি আমাদের কথা পরিষ্কার বুঝাইতে সমর্থ না। বিশেষ ভূমিকা করিয়া উঠে, তখন তখনপরিচ্ছেদে ফিরে যাব। তবনীতনে নিজে যে অবস্থাতেই থাকুক, ভূমিকা হইয়াই প্রাকৃতিক বিবরণে যে, যে ভাবাপন্ন ভাবে, তাহার পরিচায়ক। তোমা নিজে তখন ভূমিকা হইয়া আমাদিগকে আমা করে না। এইজন্যে এই শেষ ভাব, নিজে যে প্রকৃতি লইয়া হইয়া

এই প্রবন্ধে যে উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়াছি, তাহা [illegible] এইরূপে সৌন্দর্য্যময় ভাবে আমরা ও [illegible] আমাদিগের সাধারণ [illegible], তখনি এই সকল অভাব ও দুঃখ নিবারণ করা [illegible] উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। [illegible] এইরূপ অবস্থায় দুঃখের সহিত সহানুভূতি আমাদের অত্যাবশ্যক। তাহার এরূপ নিকাশ করা যাইতে পারে, যুগান্তরে আমাদের ও ইউরোপের যখন চিরকালীন অধিবাসিগণের [illegible] যাইবে, তখন সমস্তই মনুষ্যত্বের এই সমস্যার এই প্রকৃতির অধিবাসী দুঃখ ও অভাব তাহাদিগের মনোযোগ চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। উভয় দেশের চিরকালীন ব্যক্তিগণ স্বাধী সুখসাধিনীদের উপায় নিরূপণ করা প্রয়োজন এই [illegible] এবং একমাত্র প্রার্থনীয় সুখাবহ লাভের জন্য অন্য বিষয়ের [illegible] সকলেরই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উভয় দেশের চিরকালীন ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্য একই ছিল, কিন্তু তাহা সম্পাদন করা বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। অবস্থাভেদে [illegible] হইয়াই থাকে, ভিন্নদেশস্থ বিভিন্নরূপ পথে সমস্ত হইয়া-ছিলেন এই দেখা, তোমরা [illegible] তাহাদিগের দেখা উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। উভয় দেশের অবলম্বিত পথের অবস্থাভেদে পরিচয় আমরা দেখিতে পাইব, পরিশেষে সমস্ত বিষয় একত্রে দেখিলে দেখা-শুনা দূরিয়া দেখা যাবে। তোমাদের একত্ব, তোমাদের অবস্থাভেদ, অবশ্য তোমাদিগের ভিন্ন মতে। অবশ্য অবস্থাভেদের ভিন্ন অনুসারে উপায় বিভিন্ন হইবে। এই সমস্ত সমালোচনায় বিষয় ও বিষয়ের ভিন্নতা দর্শনের সমালোচনা অবলম্বনের অবশ্যকর্ত্তব্য। এখনে ভারতীয় আর্য্যদিগের অবলম্বিত পথের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

চিরকালীন আর্য্যসভ্যতাদের দেখিতেন, এই সংসারে মনুষ্যজীবনে যতটা সুখের অধিক তোমাই অনুভব করিতে পারিবে যায়। তোমা দুঃখের নিবারণ চেষ্টাই উন্নতির বিষয় বলিয়া অবলম্বনের প্রধান উপায় আমাদের চেষ্টাকে পরিচালন পাইবার প্রধানক অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনুসন্ধান আমাদিগের [illegible] সমস্যার আমরা সুখের অধিকার পরিচয় আমরা [illegible] যাইতেছি, [illegible] সকলে [illegible] সমস্যা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] উপাসনার জীবনপাত করিল [illegible] পাইয়াছি তাহার সমাধানের জন্য [illegible] কিছু পাওয়া যায় তখন [illegible] বিশেষরা করা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ইহার [illegible] ইহার [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ১১ই আগষ্টের কাগজ ১৪ই তা[illegible] ১৯ এ আগষ্ট, ও ১৪ তারিখ ১৮ই আগষ্টের কাগজ ১১ই তারিখ ২৩ এ আগষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। ১০ই ভাদ্র এ আগষ্টের কাগজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, কিন্তু ১৯ তারিখ পর্য্যন্ত পাই নাই। ঐ সময়ে আমি বাটী তাহিরপুরে কালীঘাটে ছিলাম। এখন বাটীতে পোষ্টমিষ্ট্রেসে কি না তাহা জানি না, তোমরা জানিবে পাইবে, আমা পক্ষে [illegible] নিবিলে এক সপ্তাহের কাগজ তাহার পর সপ্তাহে সাইলে কাগজ পাওয়া ও না পাওয়া উভয়ই সমান। এজন্যে কাগজ পাইলে তাহার সংবাদ দিবার প্রয়োজন নাই। মফস্বলের যদি এরূপ পক্ষে না [illegible] হয় যে মফস্বলে যেসা ১০ টাকা মাত্র বাইবে উহাতে কোন সন্দেহ নাই, বোধ হয় কোন ডাকঘরে পোষ্ট মাষ্টার কাগজ দেখিয়া [illegible] মফস্বলে পাঠান।

আমরা প্রতি সপ্তাহের যে তারিখে [illegible] সেখানে খুব ঠিকভাবে মফস্বলের মধ্যে তাহা [illegible] টি। সোমাপুর হইতে মফস্বলে [illegible] কাজের [illegible] তাহা [illegible] [illegible] কোন দলই এ নিয়মের বিপরীত [illegible] তবে [illegible] ডাকঘরের নিয়মিত দিনে [illegible] পোষ্ট মাষ্টারমহাশয় [illegible] না। আমাদের অনুরোধে এই ডাকঘরের [illegible] বিলের [illegible] দুই রাখেন। ডাকঘরের যে [illegible] যদি গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশ পরিত্যাগ করেন যে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব তাহা বলা বাহুল্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

ভারতবাসীদিগের ইংরাজ হইবার আশা।

যেদিন হইতে ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব [illegible] সেই দিন হইতে ভারতবাসীরা ইংরাজের ন্যায় [illegible] অনুরোধ ও [illegible] ভারতবাসিদিগকে [illegible] দিবার চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু ইংলণ্ডে যে সকল ইংরাজ বাস করেন তাঁহারা কখনই তাহা দিবেন না, তাঁহারা স্পষ্ট বলেন যে ভারতবর্ষ চিরকাল ইংলণ্ডের অধীন থাকিবে, ভারতবাসীরা কখনই ইংরাজ হইতে পারিবে না। [illegible] ইংরাজ হইবার আশা করিয়া [illegible] করিতে সমর্থ হইয়াছেন? [illegible] অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। [illegible] হয় দর্শন করা। ইংরাজদিগের [illegible] পুত্র [illegible] অধিকার আছে, [illegible] দিগকে [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া [illegible] হইবে না [illegible] [illegible] কাহার [illegible] সাধারণতন্ত্রে [illegible] [illegible] হইল। একজন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিরা চক্ষুদান করিয়া ৫ জনকে অন্ধত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছেন। মনুষ্য সমাজের যাবতীয় প্রকার ধর্ম্মের মূলে একেশ্বরের নিকট [illegible] বলে প্রার্থনা করিলে [illegible] যায় তাহাকে [illegible] বিশ্বাস করিতে না পারেন, অথবা যাহারা [illegible] করিতে পারেন না, তাহারা [illegible] ধর্ম্মের [illegible] ধর্ম্মের [illegible] ধর্ম্মের

বিবিধ সংবাদ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] পুথা উপলক্ষে [illegible] হইতে ১৫ ই মধ্যে পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

[illegible] পরীক্ষা হেতু [illegible] ইউরোপীয়ে [illegible] কয়েকটী [illegible] সিদ্ধান্তে [illegible] কী [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ...ছিলেন। ...ছিলেন। ...ছিলেন।

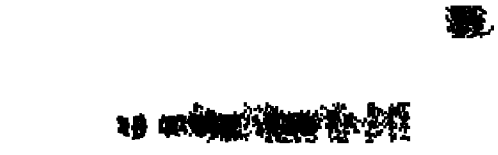

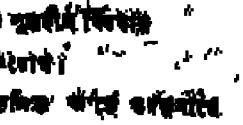

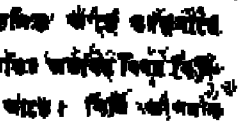

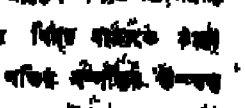

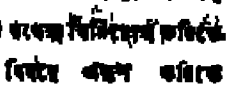

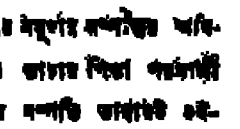

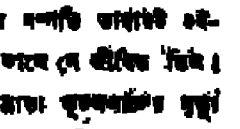

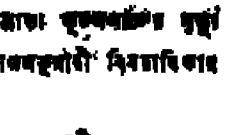

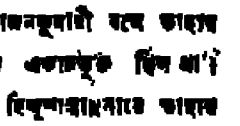

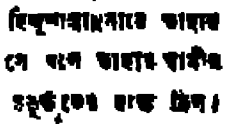

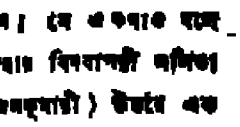

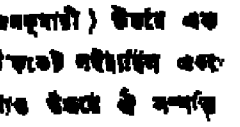

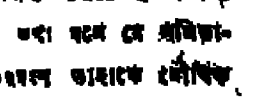

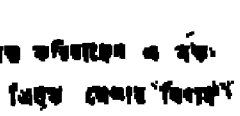

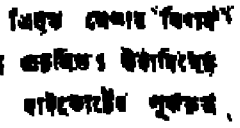

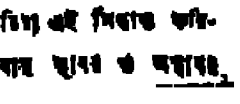

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আজ্ঞানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বন্ধুবান্ধবের সহিত [illegible] আমোদ করিতেছেন। [illegible] ছাড়িয়া [illegible] ঘরে [illegible] ঘরে [illegible] ঘরে

মার্থ জমা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সকল মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের এজেন্সি সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও টাকা কড়ি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

যাঁহারা বিনিমূল্যে বা সাধারণকে উপহার দিবার জন্য কলেরা ঔষধ লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে অল্প মূল্যে পাইবেন। নিম্নে প্রত্যহ ডিমরার প্রতি শতাংশ ৩০ আনা, ১০০ ১০ আনা।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের
ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ
বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।
৩০ নং কলুটোলা কলিকাতা।

কলিকাতা নগরের মধ্যস্থলে বহু সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় অমূল্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটী অবৈতনিক আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মফঃস্বলের যুবকগণ ইচ্ছা করিলেই এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, এজন্যরূপ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করিবেন। বিদ্যালয়ের সহিত একটী ঔষধালয় আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রিদিগের এই ঔষধালয়টী সংস্থাপিত হইল। এই কার্য্যে বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয় স্বয়ং বেলা ৭টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত রোগিদিগকে ঔষধ

পূর্ব্বক বিনা মূল্যে ব্যবস্থা করিবেন। বেলা ১ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহাশয়েরা ছাত্রদিগকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দিবেন। যে সকল বিদেশীয় মহাশয় চিকিৎসার্থে ঔষধ লইবেন, তাঁহারা পত্র লিখিলে আমাদিগের নিকট হইতে, তাঁহাদের রোগের অবস্থা জানিয়া ঔষধ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। ঔষধের মূল্য পূর্ব্ববৎ রহিল।

বিদ্যালয়ের নিয়মাবলি ও ঔষধালয় বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে আমরা চিঠি দিলে জানিতে পারিবেন।

পত্রাদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।
ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়
৩০ নং কলুটোলা—কলিকাতা—

ফেভ এণ্ড হেলথ।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি আমরা আমাদের পরিবারে ব্যবহার করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

এই ঔষধ এক সপ্তাহ ব্যবহার করিলে ধাতু দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া পরীক্ষা করিলে অবশ্য প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে সহজ শোষ নিবারিত হয়। ইহা বল বর্দ্ধক ও মস্তিষ্কের উপযোগী হয়। মূল্য ৫০ টাকা ও ডাঃ মাঃ ৫০।

পালোরিয়া রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই চূর্ণ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বাতিক বেদনা নিশ্চয় আরোগ্য হয়। একবার আরোগ্য হইলে পুনরায় হইবার আশঙ্কা থাকে না।

যকৃতভঙ্গ রোগের ঔষধ।

যে কোন কারণে যেরূপে এই রোগের উৎপত্তি হউক না, এই ঔষধ ব্যবহারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। ইহার ব্যবহারে কোন প্রকার কষ্ট হয় না।

রক্তশোধক ঔষধ।

চর্ম্ম রোগের এ পর্য্যন্ত যত প্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম রোগ, যথা; দাদ, খোস, পাঁচড়া, আমবাত, একজিমা, মুখের ব্রণ, ফুস্কুড়ি, অগ্নিবিসর্প ও চক্ষুরোগ এবং বাতরোগ প্রভৃতি

সমস্ত রোগের ঔষধ লইতে হইবে। [illegible] ব্যবহার করিতে হয়, সুতরাং ডাকমাশুল বিশেষ লাগে না। মূল্য প্রতি ঔষধের ৩টাকা। ডাকমাশুল ৮ আনা।

সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়ার আরোগ্যকারক মহৌষধ।

এই ঔষধি খাইলে কোষ্ঠশুদ্ধি, অম্লব্যাধির শান্তি, পেটফাঁপা, পেটে বেদনা, অপরিপাক, অরুচি, আমশূল, অম্ল, উদ্গার সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। ইহার সেবনে শ্রীরামবাবুর বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ব্যবস্থানুসারে ঔষধ মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে কখনও রোগ হয় না। ছোট ছোট ৪ টাকা, বড় ছোট ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। মূল্য না পাঠাইলে ঔষধ ভ্যালু পেয়েবল পোষ্টে পাঠান হইয়া থাকে। অন্য অন্য ঔষধের মূল্য যে পত্রে লেখা আছে তাহা ডাক মাশুলে পাঠান যায়।

O H manager's Jawahar ekasr medical Hall, near Machhodri Talab. Benares.

ডাক্তার শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের।
অতি অল্পদিন প্রচারিত
ভৃঙ্গারবিন্দু তৈল।

মূল্য ১ শিশি ১৷৷০ টাকা, পাকিং ।০ আনা।

ইহা বিলাত আমদানি তৈলের ন্যায় উৎকৃষ্ট। শিরঃপীড়ার মহৌষধ। ব্যবহারে মাথার যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ ও অনেকদিন পর্য্যন্ত চক্ষুর জ্যোতি প্রখর হয়। মুখমণ্ডলে মর্দ্দন করিলে পরীর স্নিগ্ধ ও কোমল মর্দ্দিত হইয়া বর্ণ চিক্কণ ও কান্তিবিশিষ্ট হয়। উহা শুষ্ক মস্তকের মহৌষধ ও স্নিগ্ধতাসাধক। মস্তকের পক্ষাঘাত এবং মুর্চ্ছা প্রভৃতিতে ব্যবহার করিলে ভাল আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন।

মুখরক্ষ বিশেষজ্ঞ, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা।

৺ ঈশ্বরচন্দ্র কবিরাজের
[illegible]।

[illegible]

[illegible] প্রয়োজন বিনের উপকারক। এক [illegible] ১ টাকা।

[illegible]

—•—

[illegible]

শোক,জলদোষ ও ঘষলরে.গের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু শোষক—ইহাতে শোক ও অজীর্ণরোগ বিশিষ্টরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অন্যান্য পুরাতন এবং স্থানে স্থানে চর্ম্ম অবধি হইলে এ ঔষধে তাদৃশ ফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২।০।

পীড়ানাশক—ইহাতে যকৃৎরোগ বিশিষ্টরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বা চৈত্রক হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক আনেকটী ২৷০।

এই দুটী ঔষধে লাভ প্রভৃতির অন্য কোন বিধান করা নাই। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা ৩৩ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট আমার রোগের দ্বিতীয় চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

রেজিষ্টরি করা। *Registered.*

সকল প্রকার মেহরোগের

পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ টাকা।

ডাকমাশুল প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ সিবন পূর্ব্বক যাবৎ বিধান সেবন করিলে নবীন প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র বেদনা, বেগবহুত্ব, মূত্রস্রাব, অন্তর্দাহ এবং উপদংশজাত অর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত পৌরিষ আব ও বহুমূত্র বাধু নিবিষ এবং প্রস্রাব পরীক্ষা করিলে যে কোন ১প্রকার বা একাধিক সাংঘাতিক দোষ, শারীরিক দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধিতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও যাবতীয় পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার ভীষণ বা দুরারোগ্য বা রোগ কিম্বা বয়স কিম্বা পুরাতন হয়। তাহারা সহজে ইহার ঔষধ সেবন করিয়া বিনা কষ্টে বিনা মূল্যে আরোগ্য হইয়াছেন, তাহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ্য আরোগ্যের ঔষধ মূল্য করিয়া দেওয়াতে, আমাদের এই মহৌষধ।

মূর্চ্ছা ও মৃগী রোগাদীর মহৌষধ।

ইহা দ্বারা মৃগুল, হস্ত কম্পকাদি রোগের নিবৃত্তি হয়, মুখ ও রক্ত পড়া ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্কের বিকারই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা বিবিধ রক্ত দূষণের অতিরেকে অর্শ, রক্ত দূষণের দোষ উপশম হয়, মুখের দুর্গন্ধ একেবারে যায়। মূল্য প্রতি শিশী।০ চারি আনা মহাশুলে প্যাকিং ।০ আনা।

মাশুলাম। মাশুলাম ।। মাশুলাম ।৷০

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—শ্রীহরিদাস সে ১২ নং দুর্গাচরণ মিত্রের গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

সচিত্র মূল্য পুস্তক।

যিনি বিশুদ্ধ-প্রণয়ের সুখময়-

বিকাশ প্রতি দেখিতে চাহেন তিনি এই

পুস্তক খানি একবার পাঠ করুন।

ব্রহ্মচর্য্য—ব্রহ্মচর্য্য।

(নীল পাখি পরিবেষ্টনকারী উজ্জ্বল চূর্ণ অঙ্কিত।)

মূল্য ৪৵০ ডাকমাশুল সহ ভিঃপিঃতে পাঠাইব না।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

"ব্রহ্মচর্য্য—ব্রহ্মচর্য্য—পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকর বাল্যকাল প্রবেশের পর উপযুক্ত ভবি আমরা যতি অল্পই দেখিয়াছি। উহাতে লেখক তাঁহার মনের ভাব প্রথম হইতে চিত্রিত করিয়াছেন যে পাঠকমাত্রেরই পাঠের ফলের তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হইবে। লেখক মুক্তকণ্ঠে এবং প্রকাশ্য ভাবে যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া যদিও আমরা তাঁহার মত মুক্তকণ্ঠে নহি তথাচ এখা সরল করিতে পারি নাই।" আলোক ৭ই বৈশাখ ১২৯১।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীযোগিন্দ্রনাথ বসু। কলিকাতা—৩৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

চক্ষুচড় রস।

অনেকপ্রকারের চক্ষুরোগনিবারক।

নানাপ্রকারের[illegible] অমূল্যিক বিদ্যা।

এই ঔষধটী মুক্তিমুক্তি প্রকার বটিকারে। ইহা দ্বারা নবীন প্রকার কাশের এবং বাতুরোগের চিকিৎসা করা যায়। ২১ দিনের মূল্য ১টাকা। ঔষধের প্রশংসাপত্র পাওয়া যায়।

[illegible]

—•—

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১১০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট সিমুলিয়া, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদমতে সর্ব্বপ্রকার রোগের মারাত্মিক ধাতুঘটিত ঔষধ তৈল ও মূত প্রভৃতি এবং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ সন্তুষ্ট মূল্যে ও সাধারণ ব্যবস্থানুযায়ী সহিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মফস্বলস্থ রোগীদিগের পীড়াদি আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে উপযুক্ত ঔষধাদি ব্যবস্থাপূর্ব্বক ডাকে পাঠান যায়। ঔষধের মূল্যের সিকিদর্শক মাশুল উপরি দিলে ভারতের যে কোন স্থানে পাঠান যায়। ডাকমাশুল প্রভৃতি ব্যতীত দীন দরিদ্র রোগীদিগকে ব্যবস্থাপূর্ব্বক বিনা মূল্যে ঔষধাদি দান করা যায়।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা সিমুর সর্ব্বপ্রকার আধাশাস, রক্তাশাস, অরিশাস, অর্শাংশাস, প্রবাহী, শুষ্ক প্রবাহী, মুষ্টিকপ্রবাহী, অর্শঃ, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অতি কঠিন উদরাময় রোগ সকল, রোগ ও অগ্নি উপদর্গ সমূহ থাকিলেও, ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। ইহা সেবন ব্যাধির প্রতিষেধক মহৌষধ, অগ্নিবর্দ্ধক ও বলপুষ্টিকারক। ২ দিবস ব্যবহারে অত্যন্ত ফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহা নিরীহ বালক বৃদ্ধ এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ।০ আনা।

হেমাংকুশম।

হৈমন্তিকরোগে এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থানুযায়ী সেবন করিলে নবীন ও পুরাতন রক্তপিত্ত ঔষধ ও শরীরের রক্তাদি উষ্ণতা করিয়া ক্রমে নবীন রক্ত সঞ্চালনের সহায় ও আরোগ্য করে। শিরঃপীড়া হৃৎকম্প শূল, দাহ বমন ও প্রবলপিত্তের হ্রাস উৎসাহহীনতা তৃষ্ণা এবং অম্লোদ্গার প্রভৃতি পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবন স্থলভ-২৫ বর্ষবয়স্ক যুবকগণ, বহু বিষয়ের অত্যাচার, অধিক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা কারণে ধাতুর তরলতা ও বায়ু নির্গম, পুরুষত্ব হীনতা প্রভৃতি রোগ সকলের আক্রান্ত হইয়াছেন, এবং অধিক ইন্দ্রিয়শক্তি

ছুটি করে। অন্তঃপুরে এরূপ বল বীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য ৩ টাকা মাত্রিক ৸৹।

সর্ব্বমঙ্গলা মুক্ত।

এই বহুমূল্যপ্রদ মুক্ত সেবনে নিশ্চয় সমস্ত প্রকার বাত রোগ প্রশমিত হয় এবং তুর্বল শরীরকে সবল করে। মুক্ত ব্যবহার করিলে যৌবনাবস্থা শরীর ধারণ করে। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা ও হ্রাস হয়তঃ, মস্তিষ্কের রোগে, পক্ষাঘাত, এবং সায়ুদৌর্ব্বল্য রোগ সমূহ একান্তপক্ষে বিদূরিত হইয়া শরীরস্থ শোণিত ও রক্তিমা বৃদ্ধি করে। ইহা প্রকৃত পীড়াতে না ব্যবহার করিলে শরীর তুর্বল হইলে এই মুক্ত সেবনে শীঘ্র শরীর সবল হয়।

মূল্য ৩ টাকা।

অনঙ্গমঞ্জরী চূর্ণ।

এই চূর্ণ ব্যবহারে [illegible], ধাতু, [illegible], শুক্রতারল্য, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, [illegible] ও অতিশয় তুর্বল শরীরে বল বৃদ্ধি করে। অল্পদিন ব্যবহারে শরীর সবল হয়। ইহা সেবনে শরীর তুর্বল হইবার আশঙ্কা নাই। ইহা সেবনে শরীর সবল হয়।

মূল্য ৩ টাকা, মাশুলাদি ৸৹ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী ও সর্ব্বমঙ্গলা একত্র লইলে মূল্য ৫৲ টাকা মাশুলাদি ৸৹ আনা। অনঙ্গমঞ্জরী ও সর্ব্বমঙ্গলা একত্র লইলে ঔষধ সকল বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

রমণী বিলাস তৈল।

(অতি তুর্লভ তুর্লভ গোলাপী খিল তৈল)

এই তৈল ব্যবহারে বায়ুরোগ, শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, মাথাঘোরা ও অনিদ্রা দূর হয়। মস্তিষ্ক শীতল হয়, চক্ষুর, কোমল, ও উজ্জ্বল হয়, মনে আনন্দের তুলনা প্রকৃতি হয়। ইহা সেবনে মস্তিষ্ক রোগ জন্মে না। অধিকন্তু মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয়। স্নান করিলে মোক্ষ নষ্ট হয় না। মূল্য ও তৈল শিশি ৸৹, ৮ শিশি ৬৲ ডাক মাশুল ৸৹, ১২ শিশি ৮৲, মাশুলাদি ৸৹, ও ছোট শিশি ১২ শিশি ১৲, মাশুলাদি ৸৹ অধিক মূল্যে অসাধিলা অসম্ভব।

উদাসীন হইতে প্রাপ্তব্য।

(সর্ব্বপ্রকার ঔষধের অত্যল্প মূল্যের তালিকা)

ইহা বাতের তুঃখ আলা, আঘাতের অব্যর্থ ঔষধ, অম্লশূল, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, [illegible] ও অম্লপিত্ত

সাম প্রকাশ

২৮ শ ভাগ। "প্রকৃতিরিজ্ঞানায় যাবিধি সবরূপী মূলিজ্ঞানী ন জীবনা" ৪র্থ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। সাময়িক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৯১ সাল। ৩১ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮৪। ১৫ ই সেপ্টেম্বর। | অগ্রিম ডাকমাশুল ৪৷৷০ আনার পক্ষে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

পরীক্ষা করিয়া দেখ।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বপ্রকারের দুরারোগ্য-রোগ নাশিনী মহৌষধ জীবনীশক্তির অভাব সর্ব্ব। পর হইতে উৎপন্ন সর্ব্বরোগোপশমে ও বিনাবারণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন, এরূপ কি যে রোগের আর কোন ঔষধ সেবন করিয়া কোন ফল পায় নাই তাহাই আশু ফলদায়ক হইয়াছে। প্রমাণ-পত্র দেখুন।

বিনা ঔষধ সেবনে যদ্যপি রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন তবে, ঠিক মনের ঔষধ অর্থাৎ জীবনীশক্তির সঞ্চারক ধারণ করুন, ইহা সাধারণ দৌর্ব্বল্য নাশ করে, অপরিমিতাচারে অথবা অনিয়মে যাহার স্নায়ুমণ্ডল দুর্ব্বল হইয়াছে, বহুকাল যাবৎ পীড়া মানসিক পরিশ্রম, চিন্তাপরায়ণ রোগে যার ভেঙ্গে, এবং মনুষ্য যতপ্রকার রোগে আক্রান্ত হয়, সে সমস্ত অবস্থায় ইহা সঞ্জীবনী ও শক্তি প্রদায়ক করে। প্রমাণপত্র দেখুন।

ধারণের সময় জীবনীশক্তির সঞ্চারক ধারণ করিলে সমস্ত শরীরে জীবনীশক্তির সঞ্চারণ হয়, কারণ ইহাতে একটী প্রবল আকর্ষণিক শক্তি। স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য, মস্তিষ্ক পরিশ্রম এবং মানসিক চিন্তায় ক্লিষ্ট শরীরে ইহা মুহূর্ত্তে মনের সঞ্চার করে।

সকল প্রকার উদরে এবং পরাণ প্রদাহ-বিহীন সকলরোগে বিশেষ চেষ্টায় যে সকল রোগ আরোগ্য হয় নাই, উহার অধিকাংশ রোগের সময় জীবনীশক্তি ব্যবহারে আরোগ্য হইয়াছে, বিশেষ সময় প্রমাণপত্র দেখুন।

সকল প্রকার স্নায়বীয় ও পুরাতন রোগে, যাহা রোগের মূলে জীবনীশক্তির অভাব হয়। সকল

বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের অগ্রিম মূল্যাদায় গ্রাহক মাত্রেই উহা বিনামূল্যে পাইবেন। বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে বিবিধ বহুতর গ্রাহক মাত্র বিবরণ গ্রাহক আছে, অধিক চরিত্রোদ্ধার হত হাসা হই ব। উপহারোপযোগী প্রকাশের বিশেষ চেষ্টা। প্রতি পংক্তি ৵ আনা। প্রত্যহ, কোমুক উপনা ম ও বিজ্ঞাপনাদি বিনি ব ল্য পাঠাইবার ২৩ এ ফাল্গুন পর্য ত গৃহীত হইবে।

১৮৫ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট শ্রীবরদাচরণ মজুমদার
কলিকাতা (বৌবাজার) প্রকাশক।

পতাকা

নূতন সাপ্তাহিক পত্র।

আগামী ২রা ফাল্গুন শুক্রবার হইতে প্রকাশিত হইবে।

এ সপ্লিটিটনমের (কাগজের) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, বি, এল মহাশয় সম্পাদিত

সম্পাদকগণের নাম,—

রাজনীতি ও আইন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু, M A B L Vakeel of the Cal High Court ও সম্পাদক। প্রবন্ধনাম বিষয়ে Barrister at Law " ও সম্পাদক " প্রবন্ধ। যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় M A, B,L Honors in Law " বাবসা-সহায় " ও সম্পাদক চিন্তিকা " প্রভৃতি প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত ভগ, M, A, B, L, । শ্রীযুক্ত ই মধ্যস্থ যোগ I I, ও পাইবে।

সমাজনীতি। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম এ সম্পাদক " বঙ্গবাসী " সম্পাদক। ব্রহ্ম শর্মা মধ্যে পাধ্যায়, B, A, " উপাসকের " যোগেন্দ্র বসুর পুত্র। শিবনাথ শাস্ত্রী, M, A " নবজীবন " কৃষ্ণপূর্ব সম্পাদক ' যোগেন্দ্রনাথ চট্টী পাধ্যায়।

সাহিত্য।—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, " প্রভাতচিন্তা " প্রণেতা, " বান্ধব " সম্পাদক, ও সতীশচন্দ্র সাহিত্যী, M A, Mehanist in English, সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্য ও ইতিহাসে যেমন ই বহু অভ্যাসী, Professor Metropolitan Institution। বাবোদর মুখোপাধ্যায় " প্রবাস " সম্পাদক। নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, " ভিক্টোরিয়া ভক্তিকা " প্রভৃতি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচয়িতা, Prof Metropolitan Institution অক্ষয়চন্দ্র বিদ্যা-বিনোদ, রাধিকারঞ্জন রায় " বঙ্গের নারী, প্রণেতা।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব।—উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়, " ঐতিহাসিক রহস্য " " মহাভারত " প্রভৃতি প্রণেতা। ইযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ, ব্রহ্ম শাস্ত্রী, " Bibliotheca Indica " প্রভৃতি প্রণেতা।

বিজ্ঞান।—শ্রীযুক্ত [illegible], [illegible] M A, Medalist in Science, [illegible] gineering College, ([illegible] নিম্ন ম) পূর্ণচন্দ্র অধিকারী M, A, Principal, Met Institution Fellow, Cal. University, বিনয়েন্দ্রনাথ সাহিড়ী M, B, । ভবানীপ্রসন্ন সাহিড়ী।

বিলাত বর্ণনা।—শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী M A Calcutta University, M.A. with Honors Cambridge University বিবেক রায়, M, A, " আর্যগাথা " রচয়িতা। ইঁহারই অনুজ ও সত্যপ্রসন্ন।

হরেন্দ্রলাল রায় B A মহকারী সম্পাদক।

আকার।—সোমপ্রকাশ ও, ডবলিউলিনের ন কাগজের ন্যায় চারি কলম হইবেক। অর্থাৎ রঙ্গীন কাগজের মলাট থাকিবে। অগ্রিম ক ণ ম, পরিষ্কার ছাপা হইবে।

মূল্য। **অগ্রিম বার্ষিক ৩, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ২,।** নমুনা গ্রাহকগণকে পাঠাইবে না।

বিজ্ঞাপন।—প্রতি পংক্তি আট আনা মাত্র।

টাকা, মনি-অর্ডার, পত্রাদি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়ের নামে এবং ২৬ নং বুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীমন্মথকুমার সাহিড়ী—কার্যাধ্যক্ষ।

এই ঔষধালয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে স্থাপিত।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজের

আদি আয়ুর্বেদ ঔষধালয়।

২৬ অথবা ৩৬ নং মোহন বিশ্বাসের লেন,
মেছুয়াবাজার বাজারপাড়া, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্বেদের মতের আমাদিগ বাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি এবং আয়ুর্বেদ শিক্ষার উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ সাধ্যত মূল্যে ও ডাকমাশুল সমেত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। বিশেষত মেডিকেলের পরীক্ষার আসন্ন অথবা উপস্থিত হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রেরিত হয়। আমি সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করি।

নবীনচন্দ্র [illegible] ঔষধালয়ের [illegible] বিনা নগদ এই ঔষধালয়ের [illegible] মূল্যে [illegible] বিনা মূল্যে বিতরিত হয়।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় পরিচালক, শ্রীযুক্ত।

এই মহোপকারী ঔষধ [illegible] বিশ্বাসের [illegible] লেনের [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু, এবেশ, ওজস্বিনীয়, বাজীকরণ, বাতরিক [illegible], প্রবাহ বিন্দু ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি [illegible] ঔষধালয় [illegible] এবং টৈলিক ও ঘৃতাদিরও আর সমধিক পরিপাটী হওয়ায় অধিকতর হয়।

১ ঘর বাজার ও পুরিয়া মূল্য ১
১ ডোজার মূল্য ১৪
৭ ঘর হইতে ১ ডোজার ডাক মাশুল ।০ আনা।

বৈদ্যকল্পাবলী।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

এই সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থে বিবিধ রোগে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী সমস্ত বৈদ্যক ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ বিশেষ বহু হইতে বিবিধ উদ্ভূত সংগ্রহ লোকপ্রিয়তার কারণ যে যে আর কতগুলি বিবিধ ঔষধ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

মূল্য—৬ টাকা ও ডাকমাশুল— ।০ আনা।

যাহার নিকট সংস্কৃত মূল ও ভাষার অনুবাদ সহিত মূল্য ১৷০ টাকা ৵০।

আমার নামে পত্রাদি লিখিবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
আদি আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়
মেছুয়াবাজার বাজারপাড়া, কলিকাতা

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, বাবা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কয়েকদিনের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোণাপুর ডাকঘরের অধীন চাকদিঘোরায় প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার পর গ্রাহকের অভিলাষী হন, তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ কৃতার্থ জানিতে পারিবেন।

১৩১৩ সাল
১লা চৈত্র

শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্মা।
চাকদিঘোরা
সোণাপুর ডাকঘর।

শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ বিদ্যারত্ন প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	১০

তিনখানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীকৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র।

অনন্তনগরের মিউনিসিপাল ইলেক্সন।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়! এই পল্লীগ্রামটী রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত। প্রায় ৮।৯ বৎসর হইল গ্রামটী উক্ত মিউনিসিপালিটীর অধীন হইয়াছে, কিন্তু এই দীর্ঘকাল মধ্যেও কেহ ইহার তাদৃশ তত্ত্ব লয় না। রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখিলে কেহ ইহাকে মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতে পারেন না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে যে গ্রামে মিউনিসিপালিটী অধিষ্ঠিত হয় নাই, সেই সেই গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থা ইহার অপেক্ষা ভাল। এ গ্রামে যখন মিউনিসিপালিটী ছিল না, তখন বরিঞ্চ ইহার রাস্তাঘাটের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সহীর্ণ ছিল তথাপি এত অধিক অসুবিধা হইত না। গ্রামের কর নির্দ্ধারণের পর কয়েকটী পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখনকার মিউনিসিপালিটী প্রথমে তাহা এককালীন বন্ধ করিয়াছিলেন। গ্রামের কতকগুলি লোক একটী দোল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সেই দোল বাঁধা হইলে তাহার উপর দিয়া [illegible] করে, এবং তাহার কোন কোন অংশ [illegible] পড়িয়া [illegible] এক্ষণে [illegible] সেই [illegible] সেতু [illegible] সেতুর [illegible] সেতুর [illegible] সেতুর

আবার আসিই করিলেন, তাহাকে বাহিরায় বসিয়া থাকিতে হইল। তিনি সাধারণ কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাকে জনসমবেদীয় হইয়া সাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাঁহার এ জ্ঞান নাই। তিনি মনে করেন, মিউনিসিপালিটী তাঁর ভায় পৈতৃক সম্পত্তি। অতএব তাঁর যা ইচ্ছা তাই করেন।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন কমিশনরেরা তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা কিরূপে তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন না কেন? আমরা উপরে মিউনিসিপাল আইনে কমিশনরদিগের অধিকার ও কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিয়াছি। সমুদায় ক্ষমতা এক চেয়ারম্যানের হস্তে কেন্দ্রীভূত। অতএব কমিশনরেরা স্বতন্ত্রভাবে চেয়ারম্যানের মতের বিরুদ্ধাচারিতায় নিরোধ করিতে পারেন না। আমাদের গ্রামের প্রথম কমিশনর শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য চেয়ারম্যানবাবুর দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কমিশনরি পদ পরিত্যাগ করেন। তাহার পর দ্বৈপায়ী গ্রামের অনুরোধে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কমিশনর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও দেখিলেন, চেয়ারম্যানের চক্ষু এড়াইয়া কার্য্য করা বা কমিশনরি রক্ষা করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। চন্দ্রকীর্ত্তিপোতার এখন একটি ড্রেণের যে প্রয়োজন আছে, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। গ্রামটী বড় জলা, পুরাতন নির্গমের পথ নাই। বৃষ্টির [illegible] পূর্ণ। বোধ হয়, ম্যালেরিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে এই গ্রামে টানিয়া বেড়াইতেছে।

[illegible] পাঠক এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না যে কমিশনরদিগের হিত চিন্তা বা স্বজনে ঢেলা কমিশনর নাই কিন্তু কমিশনরদিগের সকলেই চেয়ারম্যানের অসদ্ব্যবহারের প্রতিরোধ করিতে অক্ষম। তাঁহারা কথা কহেন না কেন? তাহারও একটী প্রতিবন্ধ উপস্থিত হইয়াছে। চাইনচেয়ারম্যানবাবু পলিশ্চন্দর মুখা হাকিমের [illegible] পরিবর্ত্তন হইয়া নবাগত অধিকারীর মন, তত্র খুব বুদ্ধিমান মন কমিশনরেরা কেহ স্পষ্ট কেহ বা ভয়ে আপত্তি করেন না। যদি দুই একজন প্রমক্রমে আপত্তি করেন, অধিক সংখ্যক মতে কার্য্য হইবার সম্ভাবনা; তাঁহাদিগের কথা থাকে না। চেয়ারম্যানের জয় হয়। তাঁহার একচেটিয়া ক্ষমতার বিঘ্ন ঘটে না। তাঁহার উদ্ভাবিত কার্য্যপ্রণালীর বা অত্যাচারের বাধা জন্মে না। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। তাঁহার [illegible] দেখুন গ্রামের উন্নতিসাধন দূরে থাক, [illegible] অর্থ ভক্ষণ করিবার [illegible] কমিশনরেরা টাকার যে বিরূপ অপব্যয় হয়, তাহার [illegible] বিস্তর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা [illegible] ইচ্ছা করিয়াছিলাম। [illegible] মাত্র, তিনি চাইনের [illegible] ব্যয় করেন। [illegible] চেয়ারম্যানবাবুর [illegible] আবেদন করিয়া [illegible] ডাক্তারের আবেদন ফাঁসিয়া [illegible] ৭৫৭ টাকা হইল চন্দ্রকীর্ত্তিপোতার মিউনিসিপালিটী [illegible] প্রথম, যদি এ পর্য্যন্ত পাকী [illegible] করিয়া থাকেন। অথচ, আইনে [illegible] চেয়ারম্যান যখন [illegible] দেন, কমিশনরেরা তাহাতে [illegible] করেন। এ ছলে যে [illegible] কমিশনরেরা [illegible] করিতে পারেন, তাঁহার অপরাধ কি? কমিশনরেরা প্রতি বৎসর তাঁহাকেই মনোনীত করেন; পাঠক [illegible] করিতে পারিলেন না। কারণ এই ৫৬ জন প্রভৃতি লইয়া চাইনবাবুর একটী দল আছে। চেয়ারম্যান মনোনীত কমিশনর সেই দলের লোক। সুতরাং এরূপ স্থলেই প্রতি বৎসর মনোনীত হইবার কথা। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করি, যে উদ্দেশে মিউনিসিপালিটী সৃষ্টি, চাইনবাবু হইতে যদি সে উদ্দেশ সিদ্ধ না হয়, তিনি যদি মিউনিসিপালিটীর টাকা নষ্ট করেন, তিনি যদি মিউনিসিপালিটীর টাকা অপব্যয় করেন, তবে তিনি কমিশনরদিগের আদরের মিউনিসিপাল আইনের বিরুদ্ধ কার্য্য করেন, তবুও তিনি [illegible] থাকিবেন? আইন কি তাই?

উপরে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আমাদের পরিচয় দিয়াছি, যখন কোন বাঙ্গি চাইন বাবুর অত্যাচার বিষয় তাঁহার গোচর করিবেন, তিনি তাঁহার কথার ভাব চাইনবাবুর উপরে না দিয়া নিজ পক্ষ বিজ্ঞ বুদ্ধিমান তৃতীয় ব্যক্তির উপরে ভার দিয়া তত্ত্ব তদারক করেন। তাহা, হইলেই যথার্থ বৃত্তান্ত হাকিমের গোচর হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয় বক্তব্য এই, আমরা [illegible] চেয়ারম্যান বাবুর যে সকল দোষের কথা কহিলাম, তাহা যথার্থ কি না, তাহার অনুসন্ধান লও। তৃতীয় বক্তব্য এই, যে ব্যক্তি চাইন বাবুর মন যোগাইয়া চলিবে, তিনি তাদৃশ ব্যক্তিকে কমিশনর করেন কি না, তাহারও সন্ধান লও।

[illegible] মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত গ্রামবাসিদিগের মিউনিসিপাল অধিকার যে কেবল [illegible] তাহাই [illegible] বাসির সহিত [illegible] সে পক্ষপাতি [illegible] করিয়াছি।

[illegible] মিউনিসিপালিটী [illegible]।

এ পর্য্যন্ত বিস্তারিত উপযোগিতা [illegible] আমাদের নাই। এক গ্রামে সাহেবদের পরিবার করিলে যেরূপ মেউনসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে, সেরূপ বিস্তর উইলসন হয় নাই, হইবেও না; প্রত্যুত, অনিষ্ট ঘটিয়াছে ও ঘটিবে। বর্ত্তমানে যে বিষ ঘটিতেছে না, ভবিষ্যতে যে বিষ ঘটিবে না, বিজ্ঞ উইলসন সাহেব তাহার প্রমাণ। তিনি উপযাচক হইয়া এক কোম্পানি বাগানের জন্যই উপস্থিতি [illegible] করিয়াছেন, এবং আমূল সংস্কার প্রণালীতে বাগি দিতে বসিয়াছেন। তাঁহার [illegible] এজন্য, যে প্রজার মনের গতি যে প্রকার অধীনস্থ দেশের মঙ্গল চেষ্টা প্রভৃতি এবং তাঁহার উপরে সংস্থাপনের [illegible] উপযোগপ্রকাশ দেখিতেছি, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তাঁহা হইতে মফস্বলের যে বিশেষ মঙ্গল হইবে সে সম্ভাবনা নাই। বড়বাজারীয় [illegible] মিউনিসিপালিটীর অধিক হইতেছে, তাহা নয়, অর্থাকর্ষণ বিষয়ক হইতেছে।

মফস্বলের [illegible] বার্ষিক ৮০০০ টাকা আয়। ইহার মধ্যে এই ৩ বৎসরে এক লক্ষ টাকা। উইলসন সাহেবই সেক্রেটরি আবেদন, তিনি মাসে ১২০০ টাকা পান। তাঁহার একজন [illegible] সেক্রেটরি, ডাক্তারখানার খরচ, পাতের ব্যয়, ইহা ভিন্নসেই [illegible] ও অন্য অন্য খরচ আছে। এত ব্যয় করিয়া আমাদের কোন অভিষ্ট সিদ্ধ হইতেছে। [illegible] মিউনিসিপালিটীর [illegible] পরিষ্কার হইবে, তাহা নয়; আমরা আমাদের অসংখ্য নাম হইবে। এজন্য আয় ব্যয়াপেক্ষা [illegible] গরীব উঠিয়া যাইবে। স্বাস্থ্যকর করা নিয়া মুখের আবেদন করিয়া আমাদিগকে [illegible] করিয়া তুলিয়াছেন। আইন বড় কঠিন; উহার কঠিনতা ও দুর্নিবারতা বশ করিয়া কার্য্য, তুলাই মেরের মতন।

এখন এখন এই, [illegible] মিউনিসিপালিটী [illegible] গরীব উঠিয়া যেরূপে [illegible] হইবে? আমরা ইহার উত্তরে বলি, ইহার সাধারণ কার্য্য [illegible] গরীব মেম্বরদের [illegible] দেওয়া [illegible] হইবে। [illegible] মিউনিসিপালিটীর [illegible] কার্য্য আমাদের নিকটে [illegible] আমাদের [illegible] ভাবিয়াছি। [illegible] হইতে [illegible] [illegible] পারিবে [illegible] [illegible] [illegible]

আমরা উপরে কহিলাম, বিক্রমাদিত্যের সহিত বিক্রমের সম্বন্ধ নাই। তিনি ৩১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহা ৭৮ খৃষ্টাব্দে ফুরাইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিক্রমের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে।

উজ্জয়িনীর রাজবংশে আদ্যে গন্ধর্বসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র। তাঁহারা উজ্জয়িনীর রাজা হইয়াছিলেন। একজনের নাম বিক্রম। কনিষ্ঠ বিক্রম কতকগুলি সৈন্য লইয়া মুসলমানদিগের অধিকৃত স্থান অধিকার করিয়া সেই খানেই উপনিবেশ করিলেন। বিক্রমের পুত্র ভেদবিক্রম পিতার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার পুত্র ভোজরাজ উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য এই নাম রাখা হইল। বিক্রমাদিত্য ভোজরাজ বিক্রম তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভর্তৃহরি অপেক্ষা ১৮ বৎসরের বড় ছিলেন। বিক্রম যখন একজন অধিকৃত প্রদেশের রাজা হইলেন, তখন তিনি [illegible] করিলেন যে উজ্জয়িনীর নাম বিক্রম হইবে। তাহাতে বিক্রমের নাম হইতে মুসলমান নাম লোপ হইল। ঠাকুর রাজপুত সিংহ [illegible] বিক্রম হইতে সকলেই এবং বিক্রমাদিত্যের [illegible] সম্বৎ রাজা বলিয়া বিক্রম হইতে গণনা।

বিক্রমাদিত্য রাজা পাঁচ বৎসর বিক্রম। বিক্রমাদিত্যের বিক্রমাদিত্যের পূর্বে ৫ বৎসর [illegible] বলিয়া পরিগণিত হইতে [illegible] বিক্রমাদিত্য রাজ্যের সহিত মিলিত হওয়ায় এই ৫ বৎসর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বিক্রমাদিত্য রাজা হইলে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ভোজ হইতে রাজ্যের ৬০ কড়া পাইয়া থাকেন। ১৮৯৯ সম্বতে মহারাজ [illegible] সিং স্বইচ্ছায় ঐ ভোজার ৫০০০১ টাকা [illegible] অবধারিত করিয়া দেন। তাঁহার ঔরসজাত [illegible] মহারাজ সিং ১৯১৩ সম্বতে ঐ খাজনা ইং [illegible] খাবিত রাখেন এবং ঐ মুদ্রাঙ্কিতকে উহার সমস্ত প্রদান করেন।

১৮৯৯—৭০ অব্দে মহীশয়ের মহারাজ সিং আপনার [illegible] প্রজার মনোরঞ্জন করিয়া বিক্রমাব্দ ভোজ হইতে ৬০ ০০ টাকা খাজনায় খাড়া করেন। কিন্তু মহীশয়ের মন্ত্রণাকর্তা ভোজরাজের সহকারী এজেন্ট কাপ্তেন সি, তখনও আইনেই মহারাজকে খাজনা বৃদ্ধির মতলব পরিত্যাগ করিতে বলেন। ১ [illegible] ২১০ টী গ্রামের মিলিত যে ৫০০০১ টাকা দিয়া আসিতেছিলেন তাহাই দেন। আরোহণকারী [illegible] ভোজার ২৯০ টী গ্রামের মধ্যে ১৫ টীর অধিকারী। কাপ্তেন সাহেবই বিক্রমাব্দের জন্য [illegible] অন্য ঠাকুরদিগের সহিত ১০ বৎ বন্দোবস্তের [illegible] একটী বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু তিনি [illegible] কার্যান্তরে ঐ বন্দোবস্ত হইতে [illegible] ভোজের কার্যকারীদের জন্য [illegible] ঠাকুরদিগের [illegible] পত্র লিখিয়া [illegible] ভোজের [illegible] ১৮৮৬ সম্বতে [illegible] ভোজরাজের [illegible] ৬০০০১ টাকার পরিবর্তে [illegible] ১ [illegible] এজেন্সীর আপনার সহিত করিয়া [illegible] [illegible] ভোজরাজের [illegible] ভোজের [illegible] ঠাকুরদিগের নিকট হইতে বলপূর্বক [illegible] লইবার [illegible]

[illegible] ঠাকুর যে অন্য অন্য ঠাকুরের [illegible] নহে, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। [illegible] আছে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, [illegible] ও বিক্রম উজ্জয়িনীর রাজার [illegible] এই নিমিত্ত বিক্রমাদিত্য পরিত্যক্ত [illegible] বিক্রমাদিত্যের মহারাজের সহিত আছে [illegible] ঠাকুরদিগের [illegible] ভোজের [illegible] বন্দী করিয়া [illegible] পাঠাইয়া [illegible] এই বন্দী প্রথার অবশ্যম্ভাবিত পরেই ভোজরাজ গবর্ণর জেনেরলের এজেন্সী সেণ্টেনারী [illegible] আর, সি ব্রাডফোর্ড [illegible] এই [illegible] করা হয়। তাহাতে এই প্রস্তাবিত [illegible] আর [illegible] ঠাকুরদিগের এরূপ দুর্দশা করা হইবে [illegible] তাহা নির্দ্ধারিত করা হয়। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল [illegible] এজেন্সী সাধারণের ভারতীয়দিগের বিষয় বলিয়া ব্রাডফোর্ডের নিয়ম করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করেন নাই। আরোহণকারী রাজারা দুর্দান্ত আপত্তি করিয়াছিলেন এই মাত্র। অধিক তাঁহারা আর আর অসন্তোষ নাই, আর যে [illegible] [illegible] করিয়াছেন তাহা তিনি [illegible] কাপ্তেন পাটণ্ডাটের ১০ লাখ [illegible] ১৮৮৩ অব্দে মহারাজ ১ঠা [illegible] বিক্রমাদিত্যের অন্য অন্য ঠাকুরকে এই কথা বলেন যে ভোজরা এতদিন ৫০০০১ টাকা [illegible] দিতেন এখন তাহার পরিবর্তে ৮৭০০০ [illegible] [illegible] ঠাকুরদিগের সহিত [illegible] বিক্রমাদিত্যের [illegible] ঠাকুরদিগের [illegible] ভোজের [illegible] ঠাকুরদিগের [illegible] ভোজের [illegible] ঠাকুরদিগের [illegible] ভোজ

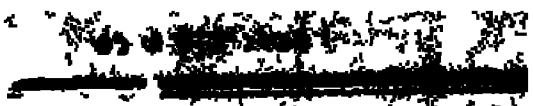

কিন্তু অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এই উকীলটিকে কোন কথাই বলিলেন না। উকীল বেচারা মনের বিরক্তি মনে মনে চাপিয়া রাখিয়া ও নৈরাশ্যের উপর নিরাশা লইয়া ফিরিয়া যাইবেন। এমন সময়ে, উকীলেরা কাহাকে টাকা দিবার জন্য ডাকিতেছেন, আশ্চর্য্যকারী তাহা দেখিতে পাইল না। যখন উহার উপরে চোখ পড়িল, তখন দেখিল তিনি এক টাকা লইয়া আসিতেছেন। আশ্চর্য্যকারী ভাবিল, এক টাকা দিয়া তিনি কি করিবেন? যাহা হউক, তিনি আসিয়া আশ্চর্য্যকারীকে এক টাকা দিয়া বলিলেন, "আপনি এখনই বাটী যান, আপনার আবশ্যক নাই।" আশ্চর্য্যকারী ভাবিল, উকীলের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি আমাকে টাকা দিবেন কেন? তিনি টাকা লইতে অস্বীকার করিলেন। তখন উকীল বলিলেন, "আপনি টাকা লউন, আপনার আবশ্যক আছে।" আশ্চর্য্যকারী ভাবিলেন, বোধ হয় উকীল মহাশয় আমার কোন আত্মীয়কে পাঠাইয়াছেন, তাই টাকা দিতেছেন। এই ভাবিয়া তিনি টাকা লইলেন। উকীল তখন বলিলেন, "আপনি বাটী যান

himshum I saw my elder sister, Hemi, and Benj were on bad terms. Umesh Mookerji fell on Benj of mine I cut it also Umesh prepared to bonds in the names of Hemi and Benjamin. The Lu I and I help Hemi I did not give the case was dismissed Hemi was in 10th or 11th Heat of this case Umesh Mookerji threatened me that they three, I will kill the five in a case The police challaned Gib in this case [illegible] after one and half months in [illegible] never did any work for Bidhyabhushan Mukhyabhushan about these cases. I have no him about this case, after my release I [illegible] to see Bidhyabhushan but did not speak I have given no advice to him about this [illegible] twice took my evidence, I cannot [illegible] what were those or three occasions. After [illegible] ment, not about slaves to the police. [illegible] here on the Tuesday and chalaned [illegible] I mentioned the case to this court. [illegible] I told Umesh Mookerji when that morning about my slaves [illegible] I do not go that night to Bidhya- [illegible] I was prese when the Daroga arrived [illegible] usual I forgot whether I then told

at the time I take ganja. I was taken [illegible] this last time I pay my own ganja hire, I here yesterday with my mother and Bidhab. but know who gave my [illegible] the case. I was then in bigot Jo. Lal [illegible] I home the people made to beat me and so I myself up in the house as my mother told

[illegible] Ghose struck here on the [illegible] the others were struggling round him [illegible] rope with any one, when I was going to [illegible] he assured me was standing up. I did not [illegible] any other position. The assault took [illegible] up I had in front of Abdul Kamir- [illegible] I did not notice whether all the people [illegible] or who I was away or not.

I cautioned to witness or statement recorded.

Sd H.C.T Maguire

এডিঃ জি মেজিষ্ট্রে

23 4-84.

উপরি লিখিত সাক্ষীর জবানবন্দী মোকদ্দমার সোপর্দ্দ হইবার পূর্ব্বে লওয়া হইয়াছিল।

Sd H.C.T Maguire

এডিঃ জি মেজিষ্ট্রে

23 4-84.

a third pe

is that I wen

Un

and two other I a

ad Hira Bhattacharj

stone off They did not

s up I cannot say

her mother and mu

stopped the

[illegible]

lying in the street near Radha Gobinda Mitter's house He was dead, at about 8 a.m. the police came. I told this story at 7 a.m. to Bidyabhusan [illegible] to the police Jemadar and at Sub-Inspector When I went to Bidya-

সাক্ষী পূর্ব্বোক্ত মত।

পাহাড়ে ৬ বছর বয়স

ভিন্ন জবানী ৫ ৫

সাহেবের নিকটই প্রথম আমোক্তার পাইল [illegible] পরে কবিয়া পূর্ণচন্দ্র বসু এই মোকদ্দমার [illegible] ইহার বয়স ৩৬ বৎসর।

আমার নাম পূর্ণচন্দ্র বসু আমার পিতার নাম [illegible] আমাদের বাস, সাকিম কলিকাতা। আমরা সোণাপুর, জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী সৌদে চন্দ্রদিগোড়া গ্রামে আমার বাটী। আমার কোন ভগ্নি নাই, আমি সোদরে ৩ জন। ইহার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আমি মেসী কক্ষাইয়ের ছিলি। ২১ এ মাঘ আমি উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [illegible] বড় তিনি অন্য সেই দিন সন্ধ্যাকালে মেসীর [illegible] বিয়া বড় ঘনিষ্ঠার কথা বলি এবং তাহাকে [illegible] আমিয়া ঐ বড় ঘরি। সে ১ টা ১০ টা [illegible] বাটী যাই বলিয়া চলিয়া যায়। পরে আমি শুনিতে পাইলাম, বড়ুর বলিল সে যায়? [illegible] পরে মেসী বলিল আমি মেসী কক্ষাই; পরে বড় বলিল যে ঠাকুরের আশপাশে বড়। পরে মেসী বলিল, দুই কোটি লোক। তাহার পর ৭৫৬ ঠ [illegible] মেসী এবং আর একজন পুরুষ আমি [illegible] আমি চিনিতে পারিলাম না। ইহারা [illegible] কলিতে আসিয়া কলিল। আমি [illegible] আসিয়া ১০। ১২ হাত দূর হইতে দেখিলাম। সে দিন জোছনা রাত্রি। আমি [illegible] এবং মাহিনার [illegible] আমি ভয়ে [illegible] আমি [illegible] আমাকে [illegible] আমি [illegible] সে না [illegible] [illegible] আমি [illegible] আমার [illegible] আমি [illegible] [illegible] পরে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] আমি বিদ্যাভূষণ [illegible] একবার খুঁজিয়া [illegible] সহিত সন্ধান দিলাম। উহাদের দ্বারা একটি চাকর পড়ার বেলী সেই বাড়িখানি আনিয়া দেয়। আমরা উহাকে বেলী ও আরার বিদায় দিলে পর তাহারা ৫।৬খানি আসবাব আনে। উহাদের আনি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করি, কিন্তু সাক্ষ্য দিই নাই। আমি মকদ্দমা ১৯ এ অক্টোবর তারিখে দায়ের করিয়াছি। পুলিশ সর্বদা এই মকদ্দমার খবরা উহাদের নিকট চাহিত, কিন্তু উহাদের কাহারও দেখা পাই নাই। আমি এক ফৌজদারী মকদ্দমার ৫ টাকা ফি দিয়াছি। এই মকদ্দমার আমি পুলিশ চালানি দিই। আমি ১৪০ সালের পর হাজত-হাজতে পরিচয় পাই।

আমি যখন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ি যাই। এবিষয়ে আমি বিদ্যাভূষণকে সমস্ত বলিয়াছিলাম। হাজত হইতে খালাস হওয়ার পর আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে যাই, কিন্তু তাঁহাকে বোধ করি পাই নাই। এই মকদ্দমার বিষয়ে উহাকে কোন পরামর্শ দি নাই। পুলিশ হইবার আমার আশঙ্কার কারণ নাই। যে সময়ে যে যে ছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই। মকদ্দমা দিবার আমি ঐ সময়ে উহাদের [illegible] কিনা তাহা মনে নাই। আমি মকদ্দমার একবার ও শীঘ্র যাই এবং দুইবার চালান দিই। আমি মুন্সেফ কথা ও বাদীকে উহাদের করিয়াছি। উহাদের পূর্বে আমি উহাদের করিয়াছি কিনা আমার স্মরণ নাই। আমি অনুসন্ধানে জানা [illegible] বিদ্যাভূষণকে বাড়ি। আমি যে দরিদ্রের বাড়িগুলে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকটে যাই যাই। আমা হইতে যখন মকদ্দমা আইসেন, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। আমা আমি মুন্সেফ বিষয় [illegible] আমি মকদ্দমা আদালতে ৫৩ দিয়াছি। আমি [illegible] আমি মকদ্দমার বিষয়ে [illegible] আমার দ্বারা এই উহাদের [illegible] আমি যাই। [illegible] বাড়ি [illegible] [illegible] [illegible]

possible to say, which of the six persons whom Purna says he saw there killed Ram or indeed to say that Umesh remained there to the end. The only possible charge against Umesh would be one of assault. But as the medical evidence shows that there was no mark of beating on Beni's breast even this must fall to the ground.

The long and short of the matter is that I have paid much attention to the case and that I altogether disbelieve the story told by Purna Kupali and the evidence of all the village witnesses. What really happened is very difficult to say, but as there is no reliable evidence against Umesh Ghose, I direct that he [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৪ঠা ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অপরাহ্ণ ৫টা ঘটিকার সময়ে, ইণ্ডিয়ান্ মেসের অবস্থান এবং বাঙ্গালা পরিষদের বিশেষ একটী সাধারণ অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়

১। সর্ব্বসাধারণ বিধিমালার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন।

২। বিবিধ।

আদেশক্রমে
শ্রীনারায়ণচন্দ্র মিত্র
ম্যানেজার ও সহকারী সম্পাদক
সম্মিলনী।

বিবিধ সংবাদ

গত ফুলাই মাসে ডাকঘরে ১১০৭১৫ টাকা মনোঃ অর্ডার আদায় হয়। এতদ্ব্যতীত ৭৮০০ টাকা মূল্যের অন্য প্রকারে আদায় হয়। এবছরের ৭১০৩১০ টাকার মোণ্ড আদায় ও ১৯০৩১৫ টাকার মোণ্ড প্রদানী হইয়াছে।

কয়েকজন ফুল পুরুষ অপরাধের জন্য আমাদিগের দণ্ডিত হইয়াছে, নিম্ন তাহার কারণ। প্রদত্ত হইল যথা:—

(১) বাবু রামকানাই মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধী (২) বাবু বিশ্বেশ্বর মিত্র প্রভৃতি মূল্য বর্দ্ধিত (৩) বাবু রামকানাই মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধী (৪) বাবু রামকানাই মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধী (৫) বাবু রামকানাই মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধী (৬) বাবু রামকানাই মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধী (৭) বাবু রামকানাই মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধী (৮) বাবু রামকানাই মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধী (৯) বাবু রামকানাই মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধী (১০) বাবু রামকানাই মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধী

[illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় সেণ্টনকে আবশ্যক

বে: অ,সেনাপুরবাসী

নিয়োগ।

প্রধান ও সাধারণ বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নোক্ত সর্ত্তে নিম্নোক্ত বিভাগে কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও অনুমোদিত হইলে, ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ২য় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ও সেণ্ট্রাল ডিপার্টমেণ্টে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণ ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে সেণ্ট্রাল ডিপার্টমেণ্টে ৩য় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হইবেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, ৫, ইণ্ডিয়া অফিস শ্রেণীর ও মহাশয়ের আসিষ্টাণ্ট পি, মোহন ৩য় শ্রেণীয় আসিষ্টাণ্ট হইবেন। কিন্তু যদি ২য় অথবা যদি হয়, তবে মোহন সাহেব তিনটী শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তীরূপে কার্য্য করিবেন।

এ ছাড়া, পদ ১ম শ্রেণীর অনেক আসিষ্টাণ্টের পদে স্থায়ী হবেন আসিষ্ট হইবেন কিন্তু যদি অন্য অবস্থা না হয় তাহার মেজিষ্ট্রেটের ইচ্ছামত মেহেরম বদলিবেন।

আর, অধিক কিছু লিখন অন্য ১ম শ্রেণীর অনেক আসিষ্টাণ্ট হইবেন। [illegible] হয়, তাহার মোকদ্দমাসমূহ আসিষ্টাণ্ট এ-সিভাই ১০ করা সাইবেন।

যি ছিলেন ২য় শ্রেণীর অনেক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইবেন।

যে যি অন্য বিচারালয়ে অন্য ২য় শ্রেণীর অনেক আসিষ্টাণ্টের পদে নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু যদি অন্য অবস্থা না হয়ে ২য় শ্রেণীর অনেক আসিষ্টাণ্টের কার্য্য করিবেন।

বাবু অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধারণ ডেপুটী-দলের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন। তিনি ৩য় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্টের কার্য্য করিবেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ফৌজদারি আপীলের আদালত এই বিষয় বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হইলেন।

১৮৬৪। ২৫ এ জানুয়ারি।

বিচারপতি ও বায়লিস ও বিচারপতি মরিস।

মনরের নাম গজন্ (ফিরাদী) আপীলকারী।

অন্যান্য দরখাস্তকারী ও অন্য অন্য ব্যক্তি (বেকার) প্রতিবাদী।

ডিক্রিজারি—ক্রয়ধন—ডিক্রিদার যে বিষয় বিক্রয় হইয়াছে তাহা ক্রয় করিবার প্রার্থনা।

বেপারে এরূপ প্রকাশ হইয়াছে যে ডিক্রীদার ডিক্রিজারিতে ডিক্রীকৃত বস্তু পরে ক্রয় করিবেন এবং ডিক্রীদার প্রার্থনা করিয়া অনুমতি লেখা যেন বিষয় বিক্রয় করাইয়াছেন, এই প্রমাণে বেপারে আবেদনক্রমে আদালত বিক্রয় স্থগিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, সেজন্য এই বিচার করা হইয়াছে যে বিক্রয় বেআইনী আদালতি (১৮৫২ সাল ১৬ আইন) ৪৮৮ ধারা অনুসারে ঐ মকদ্দমা আপীলের যোগ্য না হয়, তথাপি ঐ আইনের ২ ধারা ও ২৪৪ ধারা অনুসারে আপীলের যোগ্য।

ডিক্রীদার প্রার্থনা করিয়াছে এই যে অনুমতি বিক্রয় স্থগিত করিবার আজ্ঞা বিষয়ে এই ৩ দফা। ডিক্রীদার যখন বিক্রীত বিষয় ক্রয় করেন এবং তিনি বেপারকে তাহার দেনা পরিশোধ করিবার সময় দেন। তাহা সত্ত্বেও বিষয় বিক্রয় হইবার উদ্যোগ হইয়াছিল। বেপার প্রথম আদালতে এই আবেদন করে যে, বিক্রয়ের যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহাতে এরূপ ভ্রম আছে বিষয়ে আপত্তি হইয়াছে। অথচ বেআইনী আদালতি ১৬ ধারানুসারে বিক্রয় স্থগিত হইতে পারে না। কিন্তু আদালত এই বিষয়ে স্থির করেন যে এরূপ অনিয়মটনা প্রকাশ হয় নাই। সুতরাং, ডিক্রীদার প্রার্থনা করিয়াছে বলিয়া তুমারী ১৫ ই ডিসেম্বর তারিখের মকদ্দমা অগ্রাহ্য বেআইনী বিক্রয় স্থগিত করিয়া রেখা। ডিক্রীদার হাইকোর্টে আপীল করেন।

হাইকোর্টে বিচারপতিরা যে রূপ বিবেচনা করিয়া এই—১৮৬৪। ৩১ এ জানুয়ারি। ডিক্রীদারটির যে সম্পত্তি বিক্রয় হয়, ডিক্রীদার তাহা ক্রয় করিয়াছেন। সেই ডিক্রীদারই আপীলকারী। এই ডিক্রীর পরবর্তী ডিক্রীদার বেপার। সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ডিক্রীদার [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিয়া এই বিষয়ে করিয়াছেন, [illegible]

ডিক্রীর কথা বলে তাহা প্রমাণ হয় নাই এবং [illegible] বিষয় ডিক্রীদার যে তাহা ক্রয় করিয়া বিক্রয় স্থগিতাদেশ তাহাও প্রমাণ হয় নাই। [illegible] যদি তাহা পাইত তবে বিষয় বিক্রয় [illegible] ডিক্রীদার পীড়াপীড়ি করিতে পারিত। সুতরাং ডিক্রীদারের আপীল গ্রাহ্য হইল, বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া যেখানে যেখানে আপীল খরচ দিতে হইল।

১৮৬৪। ৮ ই ফেব্রুয়ারি।

বিচারপতি বিবেশন ও বিচারপতি ওয়েস্টরপ।

মহম্মদ বাকী (ডিক্রীদার) আপীলকারী।

পশ্চিমভূষণ বিশ্বাস প্রতিবাদী।

ঔইল প্রমাণ করিবার চেষ্টা—তাহার বাধা দেওয়া।

ক, কতক সম্পত্তি খ, কে বন্ধক দেয়। খ, ১৮৮১ সালের ২৮ এ আগষ্ট ঐ বন্ধকী সম্পত্তির উপরে ডিক্রী পায়। খ, ঐ ডিক্রী জারি করিয়া ১৮৮১। ৫ ই সেপ্টেম্বর বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করে এবং বিক্রয়ের অনুমতি পায়। ঐ মাসের ১৯ই সেপ্টেম্বর মহম্মদাবাদের মুন্সী মহম্মদ ফাজিল ঐইল করিয়া রিসিভরের বরিয়া তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা পায়। ঐ মাসের ১৩ ই সে মহম্মদাবাদে আসিয়া মুন্সী হয়। ঐইলকারিণী তাহার সম্পত্তি বন্ধকদারের হাতে দিয়া যায়। ঐইলে যে সম্পত্তি বিক্রয় করা আছে বন্ধকীসম্পত্তি তাহার অন্তর্গত। সুতরাং খ, ঐইল প্রমাণ করিয়া তাহা প্রমাণ করিবার বাধা উপস্থিত করে। সে বাধা আদালতে কাঁহি রিসার্চ সিদ্ধিষ্ট ঐ প্রমাণ ঐইল গ্রাহ্য করা হইয়াছে। এখনে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খ, ঐইল প্রমাণ করিবার বিষয়ে বাধা দিবার অধিকারী।

মকদ্দমা বাকী ১৮৮১ সালের ১৯ ই সেপ্টেম্বর ২৩ পরগণার জজের নিকটে ঐইল প্রমাণ করিবার প্রার্থনা করে। আবেদনকারিণী বলে যে, তখনকী ক্রয় স্বামের স্ত্রী। তখনকীক্রয় খাকেমদি বাকীর পুত্র। খাকেমদির মৃত্যুর পূর্বে ১৮৮১ সালের ১২ ই সে ঐইল করিয়া যায়। আবেদনকারিণী সেই ঐইলের ঔইলকারী। মকদ্দমা সেই ঐইল প্রমাণ করিবার বিধিমত আবেদন করে। বিপক্ষপুত্রের পশ্চিমভূষণ বিশ্বাস ঐ মাসের ২ রা তারিখের ঐ ঐইল রহিত করিবার প্রার্থনা করে এবং একটী দরখাস্ত দিয়া তাহাদের রহিতে চেষ্টা।

এই দরখাস্ত মধ্যে সে এই কথা বলে, খাকেমদি [illegible] যে সম্পত্তির কথা তাহা তাহার [illegible] ঐইলে সে সম্পত্তি বিষয় কথা আছে মকদ্দমাসম্পত্তি তাহার অন্তর্গত। সুতরাংপুত্রীরা খ, ঐইল ভাব পশ্চিমা আরা প্রমাণ করিবার বাধা উপস্থিত করে। সে বাধা আদালতে কাঁহি রিসার্চ সিদ্ধিষ্ট ঐ প্রমাণ ঐইল গ্রাহ্য করা হইয়াছে। এখনে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খ, ঐইল প্রমাণ করিবার বিষয়ে বাধা দিবার অধিকারী।

মকদ্দমা বাকী ১৮৮১ সালের ১৯ ই সেপ্টেম্বর ২৩ পরগণার জজের নিকটে ঐইল প্রমাণ করিবার প্রার্থনা করে। আবেদনকারিণী বলে যে, তখনকী ক্রয় স্বামের স্ত্রী। তখনকীক্রয় খাকেমদি বাকীর পুত্র। খাকেমদির মৃত্যুর পূর্বে ১৮৮১ সালের ১২ ই সে ঐইল করিয়া যায়। আবেদনকারিণী সেই ঐইলের ঔইলকারী। মকদ্দমা সেই ঐইল প্রমাণ করিবার বিধিমত আবেদন করে। বিপক্ষপুত্রের পশ্চিমভূষণ বিশ্বাস ঐ মাসের ২ রা তারিখের ঐ ঐইল রহিত করিবার প্রার্থনা করে এবং একটী দরখাস্ত দিয়া তাহাদের রহিতে চেষ্টা।

এই দরখাস্ত মধ্যে সে এই কথা বলে, খাকেমদি [illegible] যে সম্পত্তির কথা তাহা তাহার [illegible] ঐইলে সে সম্পত্তি বিষয় কথা আছে মকদ্দমাসম্পত্তি তাহার অন্তর্গত। সুতরাংপুত্রীরা খ, ঐইল ভাব পশ্চিমা আরা প্রমাণ করিবার বাধা উপস্থিত করে। সে বাধা আদালতে কাঁহি রিসার্চ সিদ্ধিষ্ট ঐ প্রমাণ ঐইল গ্রাহ্য করা হইয়াছে। এখনে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খ, ঐইল প্রমাণ করিবার বিষয়ে বাধা দিবার অধিকারী।

১৮৭০, ১৮৭৪ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে বাদির বিরুদ্ধে ডেমোরিং তারিখে মকদ্দমা করে। ঐ মকদ্দমা বিচারে আদালত বলেন যে তাহার বিবেচনায় ১৮৭৪ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে মকদ্দমা করিবার অধিকারী হইয়াছে। ১৮৭৮। ৮ ই ও ৯ ই জানুয়ারি ঐ সমুদায় সম্পত্তি মুন্সীমহম্মদ মুজফ্ফরের নিকটে বন্ধক রেখে। মুন্সীমহম্মদ ঐ সম্পত্তি পশ্চিমভূষণের নিকট বন্ধক দেন। পশ্চিমভূষণ ১৮৮১। ৫ ই জানুয়ারি ঐ সমুদায় সম্পত্তির উপর মকদ্দমা উপস্থিত করে এবং ১৮৮১। ২০ এ আগষ্ট ডিক্রী পায়। ঐ ডিক্রী জারি করিয়া ঐ মাসের ৫ ই সেপ্টেম্বর সম্পত্তি ক্রোক করা হয় এবং ঐ মাসের ১৩ ই সেপ্টেম্বর তখনকীক্রয়কে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ঔইলকারিণী বলে যে, সম্পত্তি ক্রোক করিবার পূর্বে ঐইল করা হয়, সে সম্পত্তি লইয়া মকদ্দমা উপস্থিত করা বাস্তবিক তখনকী ক্রয়কারী সম্পাদ। বাদিপক্ষ যে ঐইল দেখাইতেছেন উহা কৃত্রিম। মকদ্দমা বিষয় বিক্রয় না হয়, এই উদ্দেশে ঐ ঐইল করা হইয়াছে।

জজ দেখিলেন যে সাক্ষী দ্বারা ঐ ঐইল প্রমাণ হইল না। সুতরাং তিনি ঐইল প্রমাণ করিবার আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। হাইকোর্টে এ বিষয়ের আপীল হইলে তথায়ও বিচারপতিরা ঐইল প্রমাণ হয় নাই বলিয়া মকদ্দমা ডিসমিস করিয়াছেন।

প্রবন্ধকারির পত্র।

আমি উদ্ভিদ্যার নামা স্থানে ভ্রমণ করিতে পুরী গোকাবে আসিয়াছি। যাহা যাহা দেখিতেছি তাহা সাধারণে প্রকাশ করিবার প্রবন্ধ প্রায়ন করিয়াছি। কিন্তু সমস্ত উদ্ভিদ্যার বিবরণ সামান্য একটী প্রবন্ধে প্রকাশ হইবার নহে। অতএব পুরীর বিবরণ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম।

[illegible] একটী প্রধান তীর্থস্থান। অতি পূর্বকাল হইতে নানা দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী

[illegible] করিতেছেন। ঐতিহাসিকদিগের উহার বিস্তারিত বর্ণন আছে, এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য, বর্ত্তমানে পুরীর বর্ণা [illegible] ক্রোশ দেখিতেছি, তন্মধ্যে [illegible] যে সম্পত্তি আছে আছে, তদপেক্ষা বেশী ও তত মধ্যের সম্পত্তি [illegible] বহুতর বড় বড় অট্টালিকা আছে। ঐ সকল মঠের আবশ্যক এত একজন [illegible]। বহুতর মঠের [illegible] কেহ কেহ উদাসীন কেহ কেহ গৃহী। গৃহী হইলে আর উদাসী হইলে মঠের বিষয় আছে, ঐইলে [illegible]

যে যে সৎকার্য্য করেন, তাহা সাধিতে বিশেষ বিলম্ব হইতে পারে, বটের সম্পত্তি সাধারণের উপকারার্থ অর্পিত হওয়াই উচিত। কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানিতে পারিলে তাহা সাধারণের [illegible] সম্পত্তি। এখন কুড়িটী বাজারের [illegible] ইচ্ছা করা যাইতে পারে। তাহার [illegible] ও সব টাকা পাইলে পরিশ্রমী [illegible] বলিয়া বাসিক বন্দোবস্তের [illegible]

এখন [illegible]

[illegible]

[illegible] ছাত্রের [illegible] সমান [illegible]। কোন কোন স্থলে [illegible] হইয়াছে, কোন স্থলে বিলম্ব হয়।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ সুবিধা।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব মফঃস্বলের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়। তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত বা শুভঙ্করী বাঙ্গলা পুস্তকাবলির পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রন্থ-কার এখানে কমিশন দেলে পুস্তক বিক্রয় করা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইয়া থাকে। সত্বর মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত সাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঁদড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর আকবর, জেলা ২৪ পরগণা।

[illegible] বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বিজ্ঞাপনের অধিক প্রচার করা পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বারের প্রতি পংক্তি ৴ আনা, তাহার পর ৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

৩০ নং বহু বাজার কলিকাতা।

কলিকাতা নগরের মধ্যস্থলে কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় অধুনা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটী অতি উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সাধারণের সুবিধার জন্য তিনি এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার নিয়ম করিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের শিক্ষা করিতে ইহার অধিক আবশ্যক নাই। এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের সহিত এই ঔষধালয়টী সংযোজিত রহিয়াছে। এই স্থানে বিদ্যার কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয় স্বয়ং বেলা ৯ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত দীনদরিদ্রদিগকে ঔষধ পুস্তক বিনা মূল্যে ঔষধার্থ প্রদান করেন। বেলা ১ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত সরকারী শিক্ষানবিশ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহোদয়দিগের সহিত ছাত্রবৃন্দকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দেন। যে সকল বিদেশীয় মহাশয় চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্যের পর নিজ নিজ দেশে বিদায় আসিবেন, তাহাদিগকে তত্তদ্রোগ প্রশমনের আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধি প্রদর্শক পুস্তক তাহাদিগের নিকটে অল্পমূল্যে বিক্রয় করেন এবং ঔষধ উপযুক্ত চিকিৎসার সমাধা উপদিষ্ট করিয়া যাবতীয় ব্যবস্থা প্রদান করেন। ঔষধের মূল্য পুস্তকের তালিকা।

বিদ্যালয়ের নিয়মাবলি ও আমরা বিদ্যা প্রার্থিদিগকে জানা করিলে আমরা নিজে তাহা লিখিয়া পাঠাইতে পারি।

পত্রাদি বিদ্যালয়ের ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ
ঔষধালয়।

(আবশ্যক হইলে)

গোদ, জলযোগ-প্রবণ সন্তাপের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু শোষক—ইহাতে রোগ ও ঔষধের সিন্ধিস্থলে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ আবার পুরাতন এবং যাদের তাদের চর্ম্ম অন্যান্য চর্ম্মের ন্যায় ঔষধ ব্যবহার করা যায় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ১৷৷০।

শীরাঞ্জন—ইহাতে ঔষধসেবন নিশ্চিন্তরূপে না রোগা হয়। কিন্তু রোগ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বা দৈনন্দিন হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা ১ মাস এক শিশির ১৷৷০।

এই দুটী ঔষধে পরম অভিজ্ঞ অনেক ডাক্তার বিদ্যায় হয়ে যান। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা ৮ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার রোগের বিদ্যালীয় চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

রেজিষ্টরি করা। Registered

সকল প্রকার মেহরোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা

মফস্বলে প্যাকিং ৷৷০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক প্রাতে বিকাল সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মূত্রের ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, অন্ত্রবেদন এবং শুক্রশোণিত সহ, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শ্লেষ্মিক স্রাবে ও সপূয় বাহ্য নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা ধমনির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও শুক্রশোণিত দ্বারা ঘোলা, পীড়িত মৈথুনে অক্ষমতা এবং ইন্দ্রিয়াকর্ষিদের শ্বেতস্রাবের ন্যায় বাহ্যের নীচা প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ বাহ্যে না কেন, সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা আমা প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন, আমাদের এই অনুরোধ।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফোঁড়াদি রক্তশোধক।

ইহা দ্বারা রক্তদুষ্ট, রক্ত কলঙ্কাদি ফোঁড়া সারিবে না, পুঁজ ও রক্ত পড়া ইত্যাদি সকলপ্রকার রক্তদোষ নিশ্চয়ই বন্ধ আরোগ্য হয়, ইহা ব্যবহার করিলে পুনরায় ফোঁড়া হইবে না, ইহা অতি অল্প দিবস ব্যবহারে সকল প্রকার রক্তদোষ নষ্ট হয়, মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ৷৷০ আনা, মূল্য এককালীন ৷৷০ চারি আনা পাঠাইলে ডাক মাশুল ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান। মাধবচন্দ্র ও মাধবচন্দ্র।

ঔষধ সম্বন্ধে পত্র লিখিলে উত্তর প্রাপ্তির জন্য ডাকটিকিট দেওয়া আবশ্যক।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—শ্রীহরিদাস দে ১২ নং ভূপীচরণ শিকদারের গলি, বহু বাজার, কলিকাতা।

সচিত্র মূল্য পুস্তক।

যিনি বিশুদ্ধ প্রণয়ের সুখ-

বিলাসক ছবি দেখিতে চাহেন তিনি এই

পুস্তক শীঘ্র ক্রয় করুন।

রাজলক্ষ্মী—আদর্শন।

(পাঁচ খানি অভিনয়োপযোগী উৎকৃষ্ট নূতন সহিত।)

মূল্য ১৷৷০ এক আনা মাত্র ডাকমাশুল লাগিবে না।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

"রাজলক্ষ্মী অদর্শন—পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্তা আমাদের এমন উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। ইহাতে দেখক তাঁহার মনের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে গ্রন্থপাঠকের পাঠকের সুখেরও তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবেই পড়িবে। লেখক মুক্তহস্তেরা এবং এখানি সমাদরে আদায় যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বলিতে আমরা তাঁহার ন্যায় সুলেখকের নহি তথাপি অক্ষম লেখনি করিতে পারি নাই।" আলোক ৭ই বৈশাখ সন ৯১।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। কলিকাতা—৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

চন্দ্রচূড় রস।

অমোঘ রসায়ন, প্রমেহবজ্রবিধানক।

মাত্রা মাত্রানুরূপ ও ২ দুই রতি হইতে ৪ চারি রতি।

এই ঔষধটী মুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নবীন প্রকার প্রমেহ এবং ধাতুদৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হইতেছে। ২০ দিনের মূল্য ৪ টাকা। ঔষধের ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

ফোটাঁক্রান্ত বাতুর ঔষধ।

অর্থাৎ যে রোগিদের রক্ত পরিষ্কার না হইয়া সর্ব্বদা ফোড়া রোগ জন্মায় তাহাদিগের ২০ দিনের ঔষধের মূল্য ৩ টাকা।

শ্রীপশুপতিচন্দ্র সেন কবিরাজ।

কাশী, আলিসিরাই মুঙ্গের।

ডাক্তার শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

স্বাতি-অমৃতারিষ্ট।

ক্ষুধারবিন্দু তৈল।

মূল্য ১ শিশি ১৷৷০ টাকা, প্যাকিং ৷৷০ আনা।

ইহা বিলক্ষণ ব্যবহার করিলে ক্ষীণদিগের ঔষধ সেবনের পরে। বিরলপীড়ার অনেকের ব্যবহারে ক্ষুধাবিহীন হইয়া পরিপাক শক্তি ও মলের দৌর্ব্বল্য জন্মিয়াছে এমন ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা অমৃত স্বরূপ। ইহার ব্যবহারে অতি অল্প দিনের মধ্যে শরীর স্নিগ্ধ ও কান্তিবর্দ্ধিষ্ণু হয়। ইহা ব্যবহারে অজীর্ণ ও বিস্বাদযুক্ত মলের পরিবর্ত্তে সুস্বাদ ও সুস্নিগ্ধ চিকিৎসকগণ দ্বারা বলিয়াছেন তাহা সহজেই জানিতে পারিবেন।

মুখার্জ্জি ফার্ম্মেসী, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা।

৺ উমাচরণ কবিরাজের ঔষধালয়।

১৩২ নং মনোহরপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদবিহিত সকলপ্রকার ঔষধ, যথা বল,যোগক প্রভৃতি সকলা উচিত মূল্যে পাওয়া যায়।

সঞ্জীবনী মলম।

প্রথমী রোগ, অরম ক্ষিতি ঔষ অন্য প্রকার রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ কৌটার মূল্য ৪ টাকা।

বৎসরের পুরাতন দুষ্ট।

সকল উপদংশ, অপরাপর প্রকৃতি রোগে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকারক। এক রোগ টাকা।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

কুসুম মঞ্জরী।

ইহা সেবন করিলে ২ সকল স্ত্রীলোকদিগের যতো নিয়ম পূর্ব্বে বা পরে হউক সেই রোগা হয় ও সেটী ফিরে না, বন্ধ্যা দোষ দূর হয়,রক্ত প্রদর,রক্ত অজীর্ণে আশ্চর্য্য ফলদায়ক ২৫ সাত ও অন্যান্য যে পর্য্যন্ত নীরা ঔষধাদি যে কোন সকল বিনষ্ট করিয়া সন্তোষজনক ফল দেয়, সাত দিবসের অধিক সেবন করিতে হয় না। পত্র লিখিলে সকল ঔষধ সেবন করিতে হয়, তজ্জন্য অন্যান্য পত্রে পত্র লিখিবার বিশেষ আবশ্যক, এক কৌটার মূল্য ২ টাকা প্যাকিং

মেহামৃত রস।

[illegible]

সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ

মহৌষধ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ।

১৮ শ কাণ্ড। "প্রবর্ত্তয়ন্ মনুষ্যহিতায় ভারতী ধর্ম্মনীতী ও বীরতা।" ৪৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র সহযোগ মাসুল। বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৯১ সাল। ৭ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮৪। ২২ এ সেপ্টেম্বর। { অগ্রিম বার্ষিক ১৷৷, অসময়ে সহযোগ মাসুল বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সম্পাদক শ্রীজগচ্চন্দ্র সরকার

সম্পাদিত।

প্রথম খণ্ড বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, এবং সভাসারায়ণের পুঁথি এই পাঁচখানি গ্রন্থ আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে অবিকল দুই খানি থাকিবে।

প্রথম খণ্ড অর্থাৎ ঐ পাঁচখানি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের মূল্য যার ডাকমাসুল ৸৵০ টাকা ছিল। মূল্য কিছু বেশী হওয়ায় এই উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি অল্পমূল্যে ভাল প্রকারে দেওয়া যাইত। ডাকাইনের প্রাদুর্ভাব-নিবন্ধন এই সুলভ মূল্যও সর্ব্বসাধারণ সাধারণ হইবে। উপরন্তু ভারতবর্ষীয় ডাকমাসুল বৃদ্ধি হয় নাই। বিদ্যাপতির প্রকৃত কবিত্ব, গোবিন্দদাসের ললিত পদ, চণ্ডীদাসের ভক্তিপূর্ণ ভাব, সভারায়ণের অপূর্ব্ব ভাষা এমন মনোহর কাব্য আর কোন গ্রন্থে নাই। অথচ বাঙ্গালা ভাষা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বঙ্গভাষার পবিত্র রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা এই কাব্যগুলি অধিক আদরের সহিত পাঠ করিবেন—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, সভারায়ণের পুঁথি এই পাঁচখানি গ্রন্থ আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে অবিকল দুই খানি থাকিবে। প্রথম খণ্ড অর্থাৎ ঐ পাঁচখানি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

বিনে লাভি মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র—৵০।

প্রেরিত—১৶০

ছাপা বহুল ও প্যাকিং প্রভৃতি ।০

১৷৵ এক টাকা ছয় আনা যায়।

যা একেবারে এই আঠার আনি ছবি ৵০ টাকা / ১ । পাঠালেই ঔষধগুলি ছবি দিব। কখন ডাকমাশুল লাগে না। ৫ ছবি ঔষধের, ৵০ আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

শ্রীমহেশচন্দ্র দাস।

ই ক ঁ ল ঁ ঁ ঁ ঁ ঁ ঁ ঁ—ক্যালকাটা

পরীক্ষা করিয়া দেখ।

[illegible] ঔষধের ডাক মাশুল ইত্যাদি [illegible] ১৫ পয়সা ডাকমাশুল ও ঔষধের মূল্য ১৷৵ এক টাকা ছয় আনা [illegible] ১৷৵ এক টাকা ছয় আনা যায়। [illegible] ডাকমাশুল লাগে না। [illegible]

গ্রন্থ প্রকাশক, "Bibliotheca Indica" পত্রের অন্যতম সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুক্ত ললিতপ্রসাদ ঘোষ, M A, Medalist in Sanscrit, prof, Shibpore Engineering College, (কেবল মাত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখিবেন) ভূবনকুমার অধিকারী B, A, Principal Met Institution Fellow, Cal University, বিমলযোগেশ মাহিতী M, B,। অধ্যাপক মাহিতী।

বিলাত বর্ণনা।—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী M A, Calcutta University, B A, with Honors, Cambridge University। বিরজা রায়, M A, "আর্য্যগাথা" রচয়িতা। উভয়েই অমৃতবাজার পত্রিকার লেখক।

হরেন্দ্রলাল রায় B A সহকারী সম্পাদক।

আকার।—সোমপ্রকাশ ও অবসরিকাদ্বয়ের আকারের বর্ষান্ত চারি কর্ম্মা হইবেক। মূল্যের বর্ষীয় কাগজের মলাট থাকিবে, মূল্য ৩ টাকা, পরিবর্ত্তে ডাকা হইবে।

মূল্য। অগ্রিম বার্ষিক ৩, অগ্রিম ষান্মাসিক ২,। মূল্য ডাকমাসুল লাগিবে না।

বিজ্ঞাপন।—প্রতি পংক্তি আট আনা মাত্র।

টাকা, মনি অর্ডার, পত্রাদি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায়ের নামে এবং ২৬ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী—কার্য্যাধ্যক্ষ।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কল্পদ্রুমের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন চাঙ্গড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যদি কেহ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন, তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১২৯০ সাল ১লা চৈত্র। } শ্রীদ্বারকানাথ পাল। চাঙ্গড়িপোতা সোণারপুর ডাকঘর ২৪ পরগণা।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাসুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	৫০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিদেশের বিলাপ	।০	৫০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ৳ ডাকমাসুল ৵০ লাগিবে।

শ্রীকপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র।

এই কি দেশের স্বাধিরক্ষা?

স্বাধি কি? স্বাধি কাহাকে বলে তাহা ত আমরা এপর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। আর স্বাধিরক্ষা কিসে হয় তাহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। আজকাল এদেশে যেরূপ অরাজকতা উপস্থিত তাহাতে যে কেন সুখে থাকে এরূপ আশা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও আমাদের মনে স্থান পায় না। বর্ত্তমান কাল হইতে ১ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ডাকযোগেতাহার সম্বন্ধে যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রায় ৪ বৎসর অতীত হইল চাঙ্গাকুলা কাঁড়ির অন্তর্গত পাঁচগাছিয়া নামক গ্রামে ধান কাটা উপলক্ষে একটী খুন হয় তাহাতে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষই ধরা পড়িল। কিন্তু পরিশেষে সমস্ত চুকিয়া গিয়া মকদ্দমা তিন দিন হইল, তাহারও কিছু হইল না, যেমনকার তেমনি রহিল। এইরূপ ১২৮৯ সালে মধুডাঙ্গার থানার অন্তর্গত মধুসূদনপুর গ্রামে একটী খুন হয়,তাহাতেও বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষই নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্ত হয়। এখন জানিতে ইচ্ছা করি যদি বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষই নির্দ্দোষ, তবে খুন কোথা হইতে হইল? যদি সে ব্যক্তি আত্মহত্যাই করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাই বা প্রমাণ না হইবার কারণ কি? তদিনে পাই এই সমস্ত খুন বাদী প্রতিবাদী ও রাজা গোপনে হইয়াছে, যদি তাহাই হইয়া থাকে তাহা হইলে যে স্থানে অন্যূন ১০ জন লোক থাকা সম্ভব, ১০ জনের মধ্যে এক জনের নিকট হইতেও কি ইহা প্রকাশ পায় না? অপরাধই বা কারণ কি? ইহাতে কে না পুলিসের উপর সন্দেহ করে? কে না বলিবে যে পুলিস তাহার স্বার্থসাধনে তৎপর নহেন? আমরা আজি পর্য্যন্ত যত খুনের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি তাহার অধিকাংশ পুলিস সাহেব নিজে তদন্ত করিয়াছেন এবং ইহাদ্বারা ন্যায়বিচার, যদি ১জনের সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ হইতে সাধিল হয়ে আর ইহা দ্বারা কি? সম্প্রতি ডাঙ্গাকুলা নিবাসিনী এলোকালীর যে স্বামীর খুনের কথা [illegible] সেই খুনের মকদ্দমায় ইহার সাক্ষ্য লওয়া হয় এবং সেসনের একটী মকদ্দমা উপস্থিত হয়, এইবার আমাদিগের বিশ্বাস হয় যথা মুক্ত হইবে। কিন্তু মুক্ত হইয়া তাহাদের কতি নাই কিন্তু যাহারা খুন ও চুরি ডোমাদের কি হইল? এ সব কি ইহা অনুসন্ধান করিবার কেহ নাই? তাহা না কেন বোধ হয় অনুসন্ধানেরও বিশেষ প্রয়োজন হেতে না। পরন্তু মনের যেরূপ অবস্থা অনেক মনে করিলে মাদারা যায় কি তখনই নদী পরপারে অবস্থান করিতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষ প্রতিকার না হইলে তাহারা সহজে প্রশ্রয় পাইয়া এক বৎসর মধ্যে গ্রাম কাটিয়া যাইবে। আর এই গ্রাম কাটিতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম

এই চিঠিখানি [illegible] লিখিয়া শেষ করা যায়। কাটোয়ানিবা হইতে দাঁইহাটপর্য্যন্ত যে এদেশের একমাত্র অতি জীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ রোডসেসের রাস্তা ছিল, তাহার এখন খানখাৎ হইয়াছে, সুতরাং গ্রামবাসিদিগের গ্রামান্তরে যাওয়া দুর্ঘট। খাল যদি আশ্বিনমাসের মধ্যে খোঁড়া না হয় বোধ হয় তাহা হইলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিদিগকে গ্রামান্তর আশ্রয় করিতে হইবে, এবং অল্পকাল তাহাদের প্রাণ বিয়োগ সম্ভব। এক্ষণে ডাকঘর ডাকবাহকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিকট সাহায্য বিষয়ে [illegible] অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বিপন্ন পল্লীবাসিদের দুরবস্থা দূর করিয়া উহার দুরবস্থা দূর করিয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করুন।

বশম্বদ।
শ্রীবিনোদবিহারী বসু
ডাকবাহক।

শ্রীযুক্ত বাবু বিদ্যাসাগর শাস্ত্রী মহাশয়,
ও তাঁহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে
কতিপয়।

সম্প্রতি [illegible] আন্দোলন আরম্ভ [illegible] আমাদের [illegible] শাস্ত্রীয় [illegible] হইয়াছে। কয়েক বৎসর [illegible] ইহা [illegible] হইয়া [illegible] ইহার [illegible] ইহা [illegible] ইহা [illegible] ইহা

সোমপ্রকাশ।

৭ই আশ্বিন, সোমবার।

সোমপ্রকাশের জন্ম অবধি যেরূপ হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ আগামী সোমবার ও তাহার পর সোমবার দুর্গোৎসব উপলক্ষে দুই সপ্তাহকাল সোমপ্রকাশ প্রচার বন্ধ থাকিবে।

শিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের মধ্যে যাঁহারা অতিশয় চিন্তা করেন, তাঁহারা প্রায় বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন, এটী অনেকেরই লক্ষ্যগোচর হইয়াছে। কে, কি ভাবে কত, উ, এ বিষয় লইয়া ম মহাশয় আন্দোলন করিয়াছেন, তিনি এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকদিগের সংগ্রহ করিয়াছেন। বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই রোগে দুঃখ পাইতেছেন। ইহার নিদান ও প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত তিনি চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহারা বিষয়ের যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন, তৎসহ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিপ্রায় প্রকাশিত হইবে।

কে কি ভাবের এই উদ্যম সংক্রান্ত সংবাদ রাখেন, তাহা বলা যায় না। এ বিষয়ে সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। ডাক্তার ঘোষ এ বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

TO THE EDITOR OF THE
SOMPROKASH

Sir,

I shall be greatly obliged if you be so good as to publish the following appeal to educated natives of India

Yours faithfully,
K. D. GHOSE, M. D.

The increasing prevalence of diabetes among the educated Bengalees who are employed in much mental work has for some time engaged my attention, and I have col-

...আমাদের মান্য অধ্যাপকের আর একবার এই প্রস্তাবের সত্য নিরূপণ করিয়াছিলেন। পত্রখানি ১৯ ই ভাদ্রের তত্ত্ববোধিনীতে লিখিত হইয়াছিল যে " শ্রীকৃষ্ণবাবু আমিষের-পক্ষপাতী এবং মাংসাহারিদিগের উপরবিধিই বর্ণকারক বলিয়া বিশ্বাস করেন; তুমি ইহা দেখা যে, প্রাচীনকালে ও না হইলে আমরা অধ্যাপকের বিদ্যার আশা দেখিতেছি না।" আমরা " যদি শ্রীকৃষ্ণবাবুরা অথবা দেশের অন্য যাবতীয় বর্ণ প্রভৃতি অধিক প্রবল হন এবং অধ্যাপক ব্রাহ্মণ তাঁহার অধীন হইলে তাঁহারা বিদ্যের প্রয়োগিত দক্ষিণ আর্য্যবর্ণের ঘোরতর ঘটিবে।" এতদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণবাবু যেরূপ মনে করিয়া ১৯ ই ভাদ্রের তত্ত্ব ও আমিন সংখ্যের পত্রে তাহাকে লিখিয়াছিলেন যে " তাঁ ই। (অধ্যাপকের) কৃপাই আর, ধর্ম্মের রক্ষা; সমাজ ও সম্মান, ... আর্য্যদলের ও শীর্ষাদের ও ধর্ম্মের কৃপায় সমাজ

বিস্তারের সম্ভব নাই। ব্রাহ্মণকে উদ্ধারণ দিয়া ধন বলিয়া তাঁহার আশা ভরসা হইতে পারে

তিনি যে সকল প্রমাণ নির্দ্ধারিতেন এবং আর যাহা যাহা বলিয়া ছ পন, তাহাতে তাঁহার অতি বিলক্ষণ

কথন যখন তাঁহারা বোধহয়েন যে, পাঁচ বৎসর কাল অহীত হইতে না হইতে তাঁহার বাক্যবিন্যাস চলিল, তখন তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া দুই আইবা প্রবোধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তিনি " অধ্যাপক " ছিলেন, এখন তিনি " বিদ্যাবাচি " " ধীন আছি " বলিয়া বিখ্যাত হইলেন; আর্য্যের পূর্ব্বাভাস যখন্ত্র মহাশয় সকলকে নিক্ষেপ করা হইল, উহা যে আইবা তত্ত্ব করিবার আবেদন কেহ্যা হইল যখন্ত্র পূর্ব্বাপায় দুরাবাধি মহাশয় মাহিত

বলিতে ইচ্ছা ক র না, তবে উপরোক্ত আবেদনের তাহাদের মনের ও পক্ষপাতের কথার উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলে, " সে হয় আর্য্যশাস্ত্র সম্বন্ধে নিতান্তই মূর্খ, নয় সে আপনার আর্য্যত্বের অভিমানে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গোপন, করিয়া অন,ত্ত লোকদে প্রতারিত করে।"

প্রথম ১২৭১ সাল। } একাদশ বৎসর।
দ্বিতীয় ৮০ এ ভাদ্র। } অধ্যাপনা।

দশা হয় কারণ। দেশের লোকের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। পুলিসের এ লোকটীর অবস্থা পরিবর্তন হইবার সময় বয়া যাই। অবস্থার বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গদেশ এখনও পূর্ণে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। পুলিসের গারদখানা দর্শন করি, তাহা পুলিসের লোক দেখিলে প্রতিবাদ করিয়া তাহার মানে দেয় না। যায় মাত্র অন্যায়কারী পুলিসের সহায়তা করিয়া থাকে, আমাদিগের গ্রামেই লোকের এই অবস্থা দেখিতে পাই। আমাদের গ্রাম ও অধিকাংশই নিরক্ষর। দুরন্ত গ্রামবাসিদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ। পুলিসের দোষ করিয়া দিলে যে কেবল সাধারণের উপকার দর্শে তাহা নয়, ব্যক্তিগত অপকারেরও উপকার আছে, অনেকের এ জ্ঞান নাই। তাহারাই পুলিসের দোষ সংশোধন হইতেছে না। কই দেখি, কি পুলিসের এই অবস্থা থাকিবে? এবং গ্রাম ও নিরক্ষর হইয়া গ্রাম তাহে কতদিন কালযাপন করিবে?

কি উপায়ে পুলিসের বর্তমান বলোর অন্য পরিবর্তন হয়, তাহার উপায় করা রাজপুরুষদিগেরই কর্তব্য। এক্ষণে পুলিসকর্মচারি নিয়োগের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাই পুলিসের দোষের প্রধান কারণ হইয়াছে। যাহারা পুলিসে কর্ম শিক্ষা করে, তাহারা পুলিসে কর্ম পায় না। প্রথম কনষ্টেবল, তাহার পর হেডকনষ্টেবল, তাহার পর সব ইন্সপেক্টর ইত্যাদি ক্রমে উন্নতি হয়। ঐ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদেরী শিক্ষারও উন্নতি হইয়া থাকে। এই রীতির পরিবর্তন করিলে পুলিসে দুশ্চরিত্র লোক প্রবেশের বড় ব্যাঘাত ঘটে। কোন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কত বেতন হইতে যাইবেন? এ রীতি পরিবর্তে পুলিসে অধিক সংখ্যক ভদ্রলোকের প্রবেশ সহজ হয়। পুলিসে অধিক সংখ্যক ভদ্রলোকের প্রবেশ না করিলেও পুলিসের দোষ সংশোধিত হইবে না। ভদ্রলোক হইলেও পুলিসে শিক্ষা আবশ্যক। তখন অবধি শিক্ষা না, হইলে বয়স্কদেরদিগের অধিক বয়সকালে উন্নতি হইবে। বয়স্কদেরদিগের এত দুর্দশা ও নীচতা আছে, যে তাহারা পুলিসকর্মচারী হইলে ভদ্রলোক পরিত্রাণ পায়। সুতরাং প্রথম অবধি পুলিসের কার্য্যে থাকিয়া বয়স্কদেরদিগের কার্য্য দর্শন করিয়া তাহাদিগের বয়স্কদেরী বুদ্ধিকে লইবে, তাহাদিগের বিবেচনায় কনষ্টেবল অবধি করিয়া উচ্চ শ্রেণীর পুলিস কর্মচারী পর্যন্ত বেতনের উচ্চ গ্রাম নির্দিষ্ট করা কর্তব্য। তাহা করিলে পুলিস মধ্যে গ্রামে শিক্ষিত ও ভদ্র, কিন্তু লোক প্রবেশ করিতে পারিবে। এখন যিনি বিদ্যালয়ের কলেজে আর বেতনে সন্তোষ নিযুক্ত থাকা পাইবেন, তাহারা পুলিসে কর্ম পাইলে

noted some facts connected with it, which seem to throw some light toward the cause of such prevalence. But the death of two or my illustrious countrymen Baboos Kashub Chunder Sen and Kristo Das Pal, within a few months of each other, of the fell disease drabet makes me feel that it has become a question of serious consideration to the race. It would be true wisdom to take lessons from such irremovable calamities [illegible] re fore resolved to prosecute the enquiry further and if possible more [illegible] suggest such remedies as would enable the evil from an impotent sentiment the Indian Community. The pestilence confined to an isolated people who will [illegible] sure feel the [illegible] of all considerate and help me in [illegible] which may avert [illegible] threatened to [illegible] the final advance [illegible] the [illegible] of questions for [illegible] will [illegible] apply for them to

[illegible] here and what may generalise some [illegible] sections of remedies of a preventive [illegible] at my nature, submit them to [illegible] observations of the [illegible], and then publish [illegible] with their opinions and [illegible] for the benefit of all concerned.

I hope that gentlemen of all Indian [illegible] may be affiliated with the [illegible] answer me as it will enable me to [illegible] whether it is equally prevalent among [illegible] of all races.

K. D. GHOSE, M.D. M.R.
Offg. Supt. of Vaccination

Deputy Sanitary Commissioner
Metropolitan Circle.
61 Lower Circular Road
Calcutta September the 14th 1884.

পুলিসের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

পুলিসের হস্তে পল্লীগ্রামবাসিদিগের যে প্রাণ

মন্দ মনুষ্যের হস্তের ভার, সেই পুলিসের অবস্থা অতি শোচনীয়। আড়াই হাজার ভিন্ন ভিন্ন হাজার জন পুলিসের পুরাতন পুরুষকীয় বাহিরে আমরা পুলিসের যে অবস্থার পাই অধিকাংশ, অর্থ মান পুলিসের সেই অবস্থা দেখিতেছি। শীঘ্রপুরুষ [illegible] আবশ্যক হইবে। আমরা সেই অবস্থা করিয়া পরিত্র হইয়া আমিলাম তাহারাও অতি-শেন। আমাদের কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া [illegible] অন্যের অন্যায় আচরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের দুরিবার বিবিধ অত্যাচার অত্যন্ত পুলিসকর্মচারী বলিলেন। চতুরক্ষ সাধক পুলিস কর্মচারী সকলেই আমাদের উপকার করিয়া গেলেন, আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তিনি অকর্মণ্যতা অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। এখনকার পুলিসকর্মচারিরা পদে পদে অকর্তব্য করেন। তবে নিশ্চয়ের মধ্যে এই চতুরক্ষ পূর্বে আমাদের অনেক অন্য অধিবাসিদের আমাদের উপরে চতুর করা ভক্তি অধিকাংশ, তাহার আকৃতি দেখিয়া সেই ভক্তি অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। কনষ্টেবল উচ্চশ্রেণি কর্মচারিদের চতুরক্ষ বৃদ্ধ হইয়া আমাদের ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু এখনকার পুলিসকর্মচারিরা তখন বর্ধীয়ান হইবার লোক নাহন। তখনের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি নাই। তাঁহারা লোকের ইহাদের নিকটে যেমন, তেমনি। ইহারা অর্থ বলেই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

আমাদের একজন পদপ্রদর্শক লিখিয়াছেন, যাহা হোলপ ও চেহারের সময়ে দুটী গ্রামে দিবা ভাবে লোকসমক্ষে দুটী খুন হইয়া গেল। উভয় দলের কাহারই দণ্ড হইল না। অর্থাৎ অবধি খুনদুটী উড়িয়া গেল। কেহ দোষী হইল না। পাঠক একথা পুলিসের কেমন অবস্থাজ্ঞান! বিনের বলায় খুন হয়ন উড়িয়া যায়, তখন আর গ্রামবাসি [illegible] সম্ভাবনা কি? রাত্রিকালে দুষ্টেরা আসিয়া যাহা চতুর হইয়া সর্বস্ব লুটিয়া লইয়া যাইতে পারে, খুন করিয়া যাইতে পারে, তাহা যে আশঙ্কায় [illegible] নিবারণের উপায় করিবে, তাহার উপায় নাই, তবে আর দুই বার দুরে থাকুক, একবারি ধারায় যা পাকার [illegible] বঙ্গদেশের প্রধান অঙ্গে পুলিসিদের নয়। [illegible] তাহাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু সেই পুলিসের এই দোষটীর নয়। পুলিসের এ অবস্থা [illegible] চতুরক্ষ হইয়া আমাদের রাম করিব না সন্তাবনা কি? এই নিমিত্তই আমরা বলি, পুলিসের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, দেশের লোকের দোষটীর বর্তমান অবস্থা পুলিসের এই দোষটীর

হত হইবার আশঙ্কা। যে পুলিসকর্ম্মচারীর দোষ প্রকাশ হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা ঐ অপরাধানুরূপ দণ্ড করিতে হইবে। যথাবিধি তদন্ত হয় না বলিয়া অনেক পুলিসকর্ম্মচারী বিলক্ষণ প্রশ্রয় পায় এবং সাধ্যানুসারে অত্যাচারিণী করিয়া থাকে।

অ্যাক্ট বৃদ্ধি আইনে নই ইউরোপীয় বিচারকের অধিকার হয়।

নূতন ডফরিন আমাদিগের মুখে গর্ব্বের হেতু হইলেন। তাঁহারই ইউরোপীয়দিগের আনুষঙ্গিক ইংরাজীপত্রগুলি বঙ্গীয় গায় ও প্রহারে ই হার স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। এটী বড় সন্দেহের কথা, আমে বুঝা যাইতে পারে নূতন ডফরিন তাঁহারই ইউরোপীয়দিগের প্রতি নয় ও অনুকূল হইবেন। তাহা হইলে তিনি যাহাদিগের প্রশংসাকারী হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা ঘটিবে। তাহা নিশ্চয় থাকে। পক্ষপাতী অনুচরদিগের পক্ষে অনুচরবৎসল প্রভু তাঁহার সর্ব্বনাশ করেন। তিনি কখন দেশীয়দের মঙ্গলকামনা করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে সম্বাদপত্র সম্পাদকেরা বলিয়াছেন নূতন ডফরিন কানাডায় বড় সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। হইতে পারে, কিন্তু কানাডা ও ভারতে বহু অন্তর। এখানকার কল আমে বড় ঢক। এইখানেই লক্ষ্য। একটা বড় রব প্রচার হইতেছে। আমরা অত এবং বলিতে ইচ্ছা করি না। এখনিই মহাপ্রভুরা আমাদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া তুলিবেন। তাহাতে আসিয়া উঁহার পূর্ব্বকৃত যে অপরিবর্ত্তিত করিবে, আমাদিগের অমঙ্গল ঘোষিবে না। এখানকার সকলেরা যে উপদেশ দেন তাহার ধারার বড় মর্ম্ম।

আর একটী অতুল মজার এই, পাওনিয়র, ইংলিসম্যান ও নূতন টাইমসের কলিকাতার সংবাদ দাতা বলবদ্ধ হইয়া এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের দোষ ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নূতন টাইমস্ও তাঁহাদের সহায় হইয়াছেন, আমার নব লিটনের নব মেকলে ন্যায় এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের মুখবন্ধকারী আইন প্রণয়ন করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইতেছে। তাই আমরা জিজ্ঞাসিতেছি, আমরা বুঝি তাহাতে বড় লিটনের অধিকার হয়

আমরা বড় দুঃখিত হইলাম, মাদ্রাজের হিন্দু নামক পত্র দূরতে পরিচালন তিনি লিখিয়াছেন "ভারতবর্ষের বাঙ্গালিদেশীয় সংবাদপত্রের সংখ্যার বৃদ্ধি বিশেষ আবশ্যক। বিশেষতঃ যাহারা বিদেশ হইতে লিখা দোষ রাশি রাশি প্রকাশ করিতেছেন এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র প্রচারিত হয়, তাহাতে এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র লিখিবার দোষ সংশোধন করিবার জন্য ও

বেরূপ ভাবে বঙ্গদেশীয় সংবাদপত্র লেখা হইতেছে, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইতেছে, এমন কি কখন কখন উঁহারা ইহা ও এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রে কি লেখা হয় আদৌ তাহার সংবাদই রাখেন না। তখন নির্ভীক ও নির্দ্দোষ লেখকশ্রেণী এরূপ লেখার দ্বারা যে উপকারের আশা করিতেছেন তাহা বিপরীত ফল প্রসব করিবে। এই শ্রেণীর লেখক হইতে এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র সাধারণের উপর কর্ত্তৃপক্ষের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইতেছে এবং এরূপ লেখা, এতদ্দেশীয়দিগের বিদ্বেষী ইউরোপীয়দিগের এতদ্দেশীয়দের অধিকারসাধনে অন্তরায়স্বরূপ কাজ করিবে। ইত্যাদি।"

আমরা হিন্দুসম্বাদপত্রসম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বঙ্গদেশীয় সম্বাদপত্রের লেখার কোন স্থানে ঐরূপ দেখিয়াছেন? কখনই এরূপ অথবা পর ও সত্যের লেখা? তিনি যদি "সাধারণ লোকের কথা বলিয়া থাকেন তাহা হইলে ভ্রমে পড়িয়াছেন। এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে যে সকল অত্যাচারের কথা লিখিত হয় তাহার একটীও অমূলক নয়। প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিলে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার অত্যাচারী ব্যক্তি করিতে পারে করিয়াও থাকে। তুমহার অত্যাচারিত ব্যক্তির চীৎকার বই আর কি সম্বল আছে? তাহা তুল ও তাহার প্রতীকার করা যাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাঁহারা সহজে সেই চীৎকার শুনেন না, তাহার প্রতীকারও করেন না। সুতরাং অত্যাচারিত ব্যক্তিকে বারম্বার চীৎকার করিতে হয়। মানুষের ধৈর্য্য কত দিন থাকে। বারম্বার চীৎকার করিতে করিতে কখন কখন মুখ হইতে নির্গত হইয়া পড়ে। কখন কখন নির্গত হইলেই রাজদ্রোহের ধারা বলিবেন, অমনি রাজদ্রোহী বিদ্রোহী; কিন্তু অত্যাচারিত ব্যক্তি কেন যে কর্কশভাষা বলিতেছে, তাহার অনুসন্ধান ও প্রতীকার করিবার চেষ্টা নাই। রাজপুরুষেরা যদি সহজে তাহার প্রতীকার করেন তাহা হইলে একথা তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ শুনিতে হয় না। একথা পুনঃ পুনঃ শুনিতে পেলে তাহা ভিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা তাহার একটী উদাহরণ দিতেছি। আমাদিগের গ্রামে প্রায় ৮। ১০ বৎসর হইল, মিউনিসিপালিটী হইয়াছে। কিন্তু মিউনিসিপালিটির কর্ত্তারা কর্ম্ম প্রায় কিছুই করেন নাই। যা কিছু হইয়াছে, তাহাতে বাহা। প্রায় অঞ্চলের ও দুর্গন্ধের পূর্ণ। কেবল যে কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগ তাহা নয়, তাইসনোয়ারদিগের বাবুর অত্যাচার ও অপব্যয়ও আছে। আমরা ১৮৮৩ সালের ১ লা মার্চ অবধি এই অত্যাচারের বিষয় ছোটলাটের কোয়ারমাস্টার জেনেরলের নিকটে ও সেক্রেটারী ও

পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছি; সে অত্যাচারের ও নিবারণ হইল না, আমরা এই অত্যাচারের নিবারণ চেষ্টা পাই বলিয়া আমাদিগের প্রতি মুসলমান অত্যাচার করিবার চেষ্টা হইতেছে। আপনার দোষ ঢাকিয়া পরের দোষ ঘোষণা করা হইতেছে। আমরা কি করি, কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকি? যদি চুপ করিয়া থাকি, তাহাতেও ভয়ের হয়। এমন অবস্থায় কি করি? আমরা পাওনিয়র ইংলিসম্যান ও নূতন টাইমসের কলিকাতার সংবাদদাতাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি করিব? এই বাঙ্গালা এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়েরই লিখা হইয়া থাকিতেছে। তাঁহার হেমাবকাশবাবু অত্যাচার করিতেছেন, বাজিয়েই সেই অত্যাচারের নিবারণ না করিয়া আমার সমালোচনা করিতেছেন। আমরা কি চুপ করিয়া থাকিব? তাহাও দোষ বলিল না? আমরা কি সত্যস্বরূপ নিবারণ মিউনিসিপাল ইন্সপেক্টর? আমরা যে সব কিছু করিতে পারি? এই সকলই রাজপুরুষদিগের এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের উপরে রোষের কারণ।

রাজপুরুষ সম্পাদকবাসনা সফলবতিনী। রাজপুরুষেরা যে কাজ করেন, লোকে তাহাতে তাঁহাদিগের ভুল দেখে, তাঁহাদের এ ইচ্ছা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঘটনায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। এখনও ভুক্তভোগীর প্রতি প্রবলের অত্যাচার; তাহাতে তাহার উপরে সাধারণে ইউরোপীয়ের অত্যাচার, সেদিকে দৃষ্টির অযোগ্যতা ও অনবধানতা, অপরাধিপক্ষসমর্থিনী ভ্রম অনেক স্থলে বিচারে দোষ। এটি ভারতবর্ষের চৈরঙ্গিক হইয়া হইয়া উঠিয়াছে। এদেশে সম্বাদপত্রের বৃদ্ধি হইবার সম্বাদপত্র দেশের লোকের স্বভাবের দুঃখ আর ও বাড়াইবে। দেশের লোকের বদন হইতে কালিমা সম্বাদপত্রে ঐ সকল অত্যাচারের বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। সুতরাং রাজপুরুষদিগের কার্য্যে সুখ্যাতিলাভের যে বাসনা আছে তাহা পূর্ণ হয় না। ইহার অনুরূপ কোন না হইলেই মনে অসন্তোষ জন্মে, অসন্তোষ বিদ্বেষ ও দোষের কারণ। পাঠক! দোষ বঙ্গ বাসি ও দেশের রাজপুরুষের যে কারণে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের উপর দৃষ্টি। রাজপুরুষেরা সকলেই ভাল এমন নয়। তাঁহারা পাঁচরকম লোক প্রকার। পাঁচ জনকে লইয়া তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হয়। তাঁহাদের পাঁচ রকম লোক। সুতরাং তাঁহারা অত্যাচারের নিবারণ করিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু অত্যাচারের কথা তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে মন উচাটন হইয়া উঠে। রাজপুরুষ অত্যাচার করেন, তাঁহারা আমাদিগের হস্ত ধরিতে পারেন না। যাহারা সেই

[illegible] ছিয়া বলেন। [illegible] দোষের [illegible] বিরাগ [illegible] সকলের [illegible] সকলের [illegible] [illegible] [illegible]

তাঁহার হস্তে কোন ক্ষমতার ভার অর্পিত হয় না। প্রিভিকৌন্সিল ভিন্ন স্বাধীন গবর্ণমেণ্টের হস্তে স্বাধীন ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহারা আর বড় গবর্ণর জেনরলকে গ্রাহ্য করেন না। বরং তাঁহারা গবর্ণর জেনরলের গতির বিরোধ করিয়া চলিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হিউম টমসন সাহেব তাহার প্রমাণ। গবর্ণর জেনরল যে পথের পথিক হন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রায় তাহার বিপরীতপথগামী হইয়া থাকেন।

এরূপ স্থলে হয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর না হয় গবর্ণর জেনরল উঠাইয়া অন্যতরের একজনের পদ লোপ করা অনায়াসসাধ্য। তাহার লোপ করাও আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণর জেনরল ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যদি এরূপ পরস্পর বিরোধী হন, প্রজার হিত না হইয়া অহিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কার্য্যেও অনেক ঘটিতেছে।

সকলের আদি আমাদের পক্ষের এই গবর্ণর যে বল পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যোদ্ধাই ও মন্ত্রীত্বের নামে বঙ্গদেশে একজন স্বতন্ত্র গবর্ণর হইল। তিনি বিলাত হইতে আগমন করিবেন। এখন বঙ্গদেশের সুযোগ্য কর্ম্মচারির দ্বারা হইতে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইয়া সকলে। এই রীতির সহিত তুলনা আবশ্যক। এই রীতির গুণ অনেকের বুঝা হইয়াছে। এতদিন থাকিয়া ক্রমে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া যিনি লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর হন, তিনি যার পর নাই দূরদর্শী হইয়া উঠেন। হেমিতে সাহেব অবধি যে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরদিগের দুরান্তে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এদেশে দীর্ঘবাস নিবন্ধন এদেশীয়ের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ দৃঢ়বদ্ধমূল করিয়া যান। তাঁহারা প্রায় এদেশীয়দিগের প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন করেন। কিন্তু বিলাত হইতে যদি আনকোরা গবর্ণর আইসেন, আর যদি তিনি ভাল লোক হন, তাঁহার অনেক পক্ষপাত দূর হইয়া অনুবিগতভাবে হইবার শীঘ্র সম্ভাবনা থাকে না। সহজেরা দুরদর্শিতা বিশেষ তাঁহার মনে অনধিরোহা করিবার সম্ভাবনা অল্প থাকে। নব বিলাত যাহাদের তাহার প্রমাণ স্বরূপ। কার্য্যে ক্রমপ্রবেশ করিবার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এ পর্য্যন্ত তাঁহার মন অপরিষ্কার হয় নাই। অতএব হয় গবর্ণর জেনরল নয় অন্যতর লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পদ রহিত হইয়া বঙ্গদেশে একজন বিলাত হইতে আগত স্বতন্ত্র গবর্ণর হউন, অথবা লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পদটী উঠিয়া যাউক, গবর্ণর জেনরল সাক্ষাৎসম্বন্ধে বঙ্গদেশের শাসনভার গ্রহণ করুন। শেষোক্ত কল্প অবলম্বিত হইলেও অনেক বিলক্ষণ সুফলের সম্ভাবনা। [illegible]

মধ্যস্থলের পদের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। অতএব লর্ড গবর্ণর হউন, কিম্বা গবর্ণর জেনরল থাকুন, তাঁহারা যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বঙ্গদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, প্রেসিডেন্সি কমিশনরের পদটী অনায়াসে উঠিয়া যাইতে পারে। অতিরিক্ত কমিশনরগণ স্থায়ী হইয়া কমিশনরের এবং ডাইরেক্টরের স্থায়ীর হইয়া ডাইরেক্টরের ইত্যাদিই কার্য্য অনায়াসে করিতে পারেন। অন্য অন্য বিভাগে কমিশনরের যেরূপ প্রয়োজন, প্রেসিডেন্সি বিভাগে সেরূপ প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। কারণ প্রেসিডেন্সি বিভাগের কার্য্যভার আমাদের প্রস্তাবিত গবর্ণর বা গবর্ণর জেনরলের হস্তে সাক্ষাৎসম্বন্ধে থাকিতে পারে। অন্য অন্য বিভাগে যে প্রকার সাক্ষাৎসম্বন্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের এই সাহসিক প্রস্তাব অনেকের [illegible] অসাধ্য বলিয়া বোধ হইবে কিন্তু ঐ কার্য্য যদি কিয়দংশ পাঁচ ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার সংযোজন করেন, সহজে উহার উপযোগিতা অনুভূত ও অস্বীকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যার সংক্ষেপে যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম, তাহা কার্য্যে অবলম্বিত হইলে তাহাতে অনেক ইষ্টসাধন হইবার সম্ভাবনা।

কথন যুদ্ধ।

অনেক দিন অবধি ইংলণ্ডীয়গণের মেজাজটা সপ্তমে চড়িয়াছিল। এক এক জাতি ইংরাজের সংসর্গদোষে বাক্যবল বলিষ্ঠ হইয়া তাঁহাদিগের অধিকৃত ভূমি আয়তনে বৃদ্ধি করিতে থাকে। তাঁহাদিগের এখানকার নাম না প্রভার বৃদ্ধ আমাদের এক কথায় [illegible] অনুযায়ী মনে-মনে বুদ্ধ আমাদের [illegible] বেলা ছুইটার সময়ে খোলা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। নিকটস্থ অস্ত্রাগার, অষ্ট দিকে দুর্গ, বাহিক ও প্রাচীনকের প্রতি অনবরত খোলা নিক্ষেপ করা হয়। বেলা ৪টা পর্য্যন্ত এই ব্যাপার চলে। তাঁহারা তীর হইতে যে যাহা কিছু আনয়ন করে বেলা ৪টার সময়ে তাহা নিবৃত্ত হয়। তাঁহা অস্ত্রাগারগুলি ভস্ম করিয়া বেলা ছইয়াছে। বিস্তর লোক জলমগ্ন হইয়াছে। আশ্রয়ার্থীদিগকে আশ্রয় দেওয়া হয় নাই।

তাঁহারা যে পরাজিত হইবে, প্রথমতই তাহার নিদান আছে। যুদ্ধকরণে যে পক্ষ দুর্ব্বল, তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবি। ইউরোপীয়েরা কেবল যে বল [illegible] আসিয়ার লোকদিগের অপেক্ষা প্রবল, তাহা নহে, বুদ্ধি বলেও সকল লোককে

হত করা যায় বিজ্ঞানবলে তিন তিন ইউরোপে এইরূপ মনের সৃষ্টি হইতেছে, আসিয়ার এরূপ বিজ্ঞান নাই, এরূপ অনুসন্ধান নাই। অতএব ইংরাজ পরাজয় আমরা বিশ্বাসযোগ্য নহি। আমরা ইউরোপীয় সভ্যতা দেখিয়া বড় বিস্মিত হইয়াছি; তাঁহার ভেতি ইংরাজ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল না। যে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত নয়, তাহার সহিত যুদ্ধ করা কিরূপ সভ্যতা? [illegible] ইউরোপখণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সভ্য? আশ্রয়ার্থীদিগকে যে আশ্রয় দেওয়া হয় নাই, এটিও সামান্য সভ্যতার কার্য্য নহে। যাহারা বেলা ৩ টার সময় [illegible] পরিত্যাগ করিয়া বসিল, তাহাদিগের উপর ৪ টা পর্য্যন্ত খোলা বর্ষণ করা কিরূপ সভ্যতার কার্য্য? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোদ্ধার্থী অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহাতে [illegible] হইল এ ঘটনা ঘটিয়াছে। [illegible] আশ্রয়ার্থীদিগের অবরোধযোগ্য করিয়াছে, আর এই সভ্যতম সময়ে সভ্যতম জাতি হইতে এই পশুবৎ ব্যবহার। কি শোচনীয় কাণ্ড।

যাহা হউক, ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদিগের অনেক [illegible] করিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার [illegible] হইয়া প্রথম আক্রান্ত হয়, তাহারা বড় অপরাধী। এরূপ আমাদের প্রায় এই, কে প্রথম অপরাধী? সীমা উল্লেখ করিতে গিয়াছে? আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার [illegible] একটী চমৎকার লক্ষণ দেখিতেছি, যাহারা ইহাতে [illegible] হয় তাহাদিগের ক্ষয় উপায় হইয়া উঠে। উপযুক্তরূপ যাহাতে দুর্ব্বলের প্রতি ক্ষমতার [illegible] হয়। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতা তাহার বিপরীতভাব প্রধান করিয়া দিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যদিগের চক্ষুতে উপরেই সব আক্রমণ।

চীনেরা কত পাদ্রিদিগের [illegible] প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে তা বলিতে [illegible] পারেন। [illegible] উহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। উহারা [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া বিবাদের মীমাংসা করিতে [illegible] ছিল। তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। ইউরোপীয় সভ্যতার আর একটী চমৎকার [illegible] এই, একজন প্রবল যাহা অপর দুর্ব্বল [illegible] করিবে অন্য তাহারা তাহা [illegible] করে না। যদি অন্য অন্য জাতিরা [illegible] হইতে তাহা নিবারণ চেষ্টা করেন, [illegible] পারে না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি অন্য জন, রাজ্য নিবারণ চেষ্টা পাওয়া দূরে থাকুক, তাহা তাহারা দেখেন। [illegible] [illegible] দিকে [illegible] যুদ্ধ হয়, তখন যদি ইংলণ্ড, ইটালী

[illegible] প্রকৃতির রাজত্বের সমাবেশ ঘটে, বিধাতার নীলাকাশ [illegible] বিরিঞ্চি ছিন্ন করিলেন কখনই মুখ ঘটিত না। কপ [illegible] যুরোপের যুদ্ধের সময়ও ইউরোপীয় কোন [illegible] অকপটে স্বীকার দি [illegible] বীরাচারের ঢেউ পার হই। বিশেষত, আমরা যে ঘরে পাইয়েছি তিন [illegible] বলবতী আসিয়ার রাজগণ পর প্রকৃতি ইউরোপীয় [illegible] ন [illegible] ন [illegible] ন

any waste of time in applying individual impressions. If, therefore, I beg the reader to study carefully the following statements it is because I am firmly convinced that the apathy and indifference of the English people with regard to India cannot fail to bring about, ere long, a fearful economical and political catastrophe and for this they ought to be prepared.

I pass over for the present the bogus surplus and the matters about which there is no difference of opinion or on which, at any rate, the highest official authorities are agreed —

1 The population in the countries under direct rule amounts to 200,000,000, and is rapidly rising.

2 The total gross income of the various provinces of India is not more than £3 per head of population or £600,000,000 in all. Even in the richest parts the best authorities place it at not more than £10 per head of population or £2,000,000,000 in all.

3 The gross Revenue, including the return from Railways, Opium, and the Land, amounts to over £70,000,000.

4 The amount sent home from India to England without any return — be drawn or invisible — is at least £30,000,000 yearly. Reckoning profits, freight and insurance, this is now nearer £40,000,000; but it is enough to take the estimate of Sir John Strachey and Sir Lewis Mallet.

5 The soil is being seriously impoverished and returning less crops each year over a large and [illegible] population, the inhabitants are worse and worse fed, famines are more frequent than in former times and more dangerous when they come.

These points I say are agreed upon, even by the official apologists of our present rule, and they are worthy of the most earnest consideration. For they prove clearly that a poor people are getting poo[rer]

how great their poverty already is we may judge from the fact that at least one-third of these 250,000,000 of the human race,— the figures are startling—are according to official statistics, going through life on insufficient food. It is from such starvations as these that we England content to take every year and bring home to this country, for the benefit of our upper and middle classes, about one twelfth of their total agricultural produce!

But let us take the recent Secretary statements of the Under-Secretary of State for India when he brought in the Indian Budget during the last week of this [illegible] and paraded the dangerous optimist fallacies before half-a-dozen worn out legislators. India is the lightest taxed country in the world, said Mr Cross not only actually, but relatively For see, the taxation is but 1s 6½d head, absurdly small, is it not? But now is the [illegible] possible [illegible] how there is in India a t Land Tax which amounts in the gr with another to £21,000,000, or about 8s. Th head of population outside of the Provinces o Bengal This sum is taken for purposes of Govern ment. But our middle-class wiseacres at the India Office and at Calcutta chose to lump this amount, and then say that such rent is not taxation at all. Just consider that in black and white. As if it made the slightest difference to a starving man whether the food which he has had to forego for Government purposes be called rent or tax! We do won't fill his belly It is almost trifling with the readers of Justice in fact to waste their time in exposing the baldersdash which passes for wisdom in the books of C

The truth is, leaving details for examination hereafter the people of India are very heavily taxed indeed The taxation per head is at least 6s. Now if a man has £1,000 a year to pay £100 a year for taxation is evidently not deprive him of any of the necessaries of life But if a man has only £10 a year to live upon, to take £1 out of that means an [illegible] ment £ Now the total income per [illegible] is not more at the outside than £10 a year From this magnificent sum then 2s. to 30s a year at the least or more, is taken for purposes of Government (outside of Bengal) or from 12½ to 15 per cent Who we bear in mind, therefore, that nearly all taxation in India falls on the poorest class, we can only marvel at Mr J K Cross unscrupulous impudence in saying that India is lightly taxed

But this is not all by any means We take out of India every [illegible]

[illegible] maintain and our retired officials should live in ease and luxury on the starvation and misery of the unfortunate ryots of India The class which rules the Anglo-Indian English empire [illegible] name of England a mere shroud. For £ 50,000,000 [illegible]

call out of with a poor country as India means and most mean, continued impoverishment—ruin now and for generations to come, unless it be stumbled [illegible] at the present time so far from relieving the miser

[illegible] New European officials are being creat[ed] [illegible] fitted to eat up what little wealth there is left in country, more railways are being built, to act as [illegible] appliances to drain away a greater amount of produce

catastrophe is being [illegible] ally prepared [illegible] ing here. This last may however, I will add

[illegible] purpose yet [illegible], to call the attention of our countrymen to the shameful wrongs that were being done in our name all through India, even from the agricultural districts of many races, nations and languages who were formerly our best friends the fame given there is coming to be undeserved. An insurrection, not of a nation or race but of a ruined people, is certain [illegible] this [illegible] next months or years. This is the opinion of Englishmen and of such even know the country best Are we prepared, when it comes, to fight, in order to maintain, for the benefit of a small and unscrupulous minority, the wicked and wretched system which has been since the days of ancient Rome We, Socialists, at any rate will I trust, raise the cry—We are not

H M Hyndman

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

বিবিধ সংবাদ।

যাইবেন। তাহাতে সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য তিনি পত্রখানিও তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। সেখানি পাঠে সাহেব যে সকল পরস্পর বিপরীতার্থের কথা বলিয়াছেন, তাহাই সকল পর্যন্ত তাঁহাতে বাধি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ছেন। কিন্তু অসন্তোষের ফল কথা বড় কঠিন।

রাজকার্য্য ম্যাজিষ্ট্রেট একজন সাহেব তাঁহাকে একটি চাকরিরও বিধান করিয়া দেয় আছিল করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু বিধাতা বুঝি তাহাতে প্রতিবাদী হইলেন। সাহেব যাহা প্রকার ভিক্ষা করিয়া ইহার জন্য টাকা আদায় করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ বুঝ কর্পোরেশনের ১৭০০০ টাকার পাওনায় উহা বিক্রয় করা যায়। কর্পোরেশন তিনি

যখনও সাহেব ফাঁসাদীয়ির হইয়াছেন। তিনি একণে তাঁহার আশা করিতেছেন, তিনি উপায় সাহ কৃতন করিয়া টাকা আদায় করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁর যখনও সাহেবদের সাহায্যে আসা, সব চাঁদাদল বিক্রয় করা যাইলে কর্পোরেশনের উপায় নাই।

মহরমদিনের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ব্রেডি সাহেব সাহেব কাসু মেখের প্রজাকর্তা মোকদ্দমা সাহেবকে ডাঁড়িয়া দিয়া কাসু ও যে কারাগারে থাকিত করিয়াছেন, তাহা কেন না অন্যায় বলিয়া অন্যায় হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ও বাবু কালীনারায়ণ ঘোষ হাইকোর্ট হইতে কলিকাতা একটী রুল বাহির করাইয়াছেন। প্রকৃত রুল হেবে মহরম হইয়া সুবিচার করা একান্ত আবশ্যক। সুবিচার না হইলে প্রজাদিগের উপরে ইউরোপীয়ের উৎপীড়নের অন্যায়ের বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বোসমহাশয় ও প্রহসন বিদ্যা আগর জাপী হইতে লিখিয়াছেন। "আগামী পূর্ণিমাতে যে চন্দ্রগ্রহণ হিসাবিত হইয়াছে, তাহাতে কোন বিপদ নাই, এজন্য বিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের জ্যোতির্বিদগণ এজন্য হইয়া চন্দ্রগ্রহ অন্তগামী হইবেন ইহা নিরূপণ করিয়াছেন, আমরা যদি রাত্রি অর্দ্ধদণ্ড থাকিতে অর্থাৎ ইং ১২ সিপ্টেম্বর মধ্যে চন্দ্রগ্রহ মুক্তিলাভ করিবেন। তখন এখন অবিশ্বাসপূর্ব্বক লিখিয়া। এজন্য বিষয়ে আমাদিগের যে বক্তব্য আছে, পূর্ব্বে তাহা আমরা প্রকাশ করি, কিন্তু পরিশেষে যে কি হয়, তাহা জানিতে পারি না, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। যখন ভবিষ্যৎ ইহার প্রকৃতির পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়, তখন ঐ এ আমোদ পরিত্যক্ত হইলে [illegible] উপরে আমোদের

যাইবার বিষয়ে প্রকাশ করেন। এজ বিষয়ে অধিকের মধ্যে আমরা "উপনিষদ" করিলাম, অতএব বিশেষ মন্তব্যের প্রয়োজন নাই। রাজনীতি-বিশারদ মহাশয় করেন, তেমনি পরিহাসীতির উপর দৃষ্টি করিলে আমাদিগের ভ্রম সকল হয়।"

আমরা পত্রখানে "সমর্পণযোগ্যের হল বিচার" বলিয়া যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, তাহা পাঠ করিয়া একজন লিখিয়াছেন, তাহাতে আমা দিগের ভ্রম হইয়াছে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আবেদনক্রমে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এদেশীয়দিগের তার্কি শিক্ষার্থে যেরূপে একটী স্কুল হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এদেশীয়ের প্রবেশ নিষেধ নাই। নিষেধ নাই সত্য; কিন্তু যে নিম্ন শ্রেণীর ভাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ নিকা দেওয়া হয়।

কলিকাতা

নিম্নশ্রেণীর ভর্ত্তাদির নিমিত্ত নয়, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উচ্চতম পদে এদেশীয়দিগকে নিয়োজিত করা হয়, এই আমাদিগের ইচ্ছা। পত্রলেখক একটী উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন, সেরাম্পুরে স্কুল থাকাতে সকলের পক্ষে সুবিধা হইতেছে না। স্কুলটী কলিকাতের কিছু নিকটে আনিলে ভাল হয়।

বোবাজারের অধীন ভবানীকলিকে একটী বড় বাটীর নিম্নতলটী গুরুকর্ম করিতেছিল, এমন সময় তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী দর্শ বর্ষীয় ভবে। তাহার স্বামী তাহার পা ধরিয়া তাহাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে। ঐ ঘরে ১২ টী মুরগির পালক আছিল বলে। তাহা আনা হইলে এক একটীর এক এক পালক তাহিয়া এক স্ত্রীলোকটির অঙ্গ পালের নিকট ধরা হয়। ইহাতে ঐ মুরগিগুলা বিবাক হইয়া জীবন ত্যাগ করে। আরো একটী মুরগির পালক আনা হয়। উহাও ঐ রূপে অঙ্গ পালে ধরা হইয়াছিল। কিন্তু এবার তাহারা বাঁচিয়া রহিল। তাহা এইরূপে আরোগ্য করিলে পুলিস আসিয়া স্ত্রীলোকটিকে ইংলণ্ডপালে পাঠাইতে বলে। স্ত্রীলোকটী পাঁচ ঘণ্টা তথায় থাকিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

১২ ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার অন্যান্য পুলিস ইনস্পেক্টার বিদেশীয় অনেক কতকগুলি ভদ্র লোককে সভায় আগমনের নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন। সাহেব ভদ্রলোকগণ কিছুক্ষণে আইস করেন। অনেকক্ষণ ভদ্রলোক সকলে চাকরের সাজা দেখিতেছিলেন। সাহেব সব ঘোষণা করিবার জন্য বারম্বা ঘোড়ায় আসিয়া চাবুক মারিতে আরম্ভ করিলেন। ভদ্রলোকেরা অবমানিত হইয়া এই বিষয় মাজিষ্ট সাহেবে বেই ঘোড়ার করেন। তিনি তাহার তদন্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু বিদেশীয় চাবুক মারা কথা কীকার করেন না। তথাপি তিন ৪ ৫ মাস

কীকার করিয়াছিলেন তাহার জন্য ভদ্রলোকদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

কলিকাতা পুলিসের আর্থিক বৃদ্ধি হওয়াতে এবং কি প্রকারের সাহেবের অতিরিক্ত বেতনবৃদ্ধি করিবার পরে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই পদটির সৃজন সৃষ্টি করা হইল।

গত বর্ষে মহিষদের বিক্রয় হইতে গবর্ণমেণ্টের যায় প্রায় ১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। এই বর্ষে ৭ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকা আদায় প্রকাশ হইয়াছে।

গত মহিষদের মহারাজকুমারদিগের জন্য বিদ্যালয় বিশেষরূপে অভিপ্রায় হইয়াছিল। অভিপ্রায় বর্ণনে যত দে বেশ সমাগম হয়। আশ্চর্যরূপ উদ্যোগ ও সমারোহের অভিপ্রায় উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু

সময়ে সময়ে বিরক্তিজনক হইয়াছিল। গানগুলি অতিই মাতৃভাষাপন্ন সম্পূর্ণ হওয়া অপ্রয়োজন বোধ হয়। আমরা অনেক অতি বক্তৃতাগুলির অপেক্ষা মাতৃক বিক্রয়া ঘটোর অভিনয় উপযুক্ত বোধের ভাল দিয়া অভিনয় সম্পাদনক করিবেন।

১৮৮৭ অব্দ ভারতবর্ষের জনপদে যে সকল আয়ের পরিমাণের করে আদায়ে মোট ৩৫ টী দুর্ভিক্ষ হয়। উহাতে আদায়ের প্রাপ্তাদি হয় নাই। মোকার মৌকায় সংখ্যা ৯৩। উহার মধ্যে শ্রেণীর নাবিকদিগের অবস্থাসম্পন্ন দেখায় ১১ টী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। গত বর্ষে ফরাসী ভিয়ার কোটি মের সহিত অন্য একখানি আহাজের ধাক্কা লাগাতে কোটির অনিষ্ট হয়। কিন্তু কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। দুর্ঘটনার বিষয় হইতে সমুদ্রে ১০৪৮১৩৩ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

আমরা ডক্টরিনের প্রকৃত নাম কেডারিক টেম্পল হ্যারিংটন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৫০ বৎসর হইবে। ইনি প্রথমে ইটন বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তৎপরে অক্সফোর্ডের কালেজে ভর্ত্তি 'বিদ্যালয়ে আগমন করিয়া বিদেশ কিন্তু কখনও ডিগ্রি উপাধি না পাইয়া উহা পরিত্যাগ করেন। ১৮৪১ অব্দে ইনি টেম্পল উপাধি লাভ করেন এবং ৫৫ বর্ষে নব মহিষকালে মহারাণীর একজন বিশেষ কর্ম্মচারী মধ্যে পরিগণিত হন। ৬৫ বৎসরে আর সংসে ঘোড়ার চড়িতে উপস্থিত হন সেই সময়ে ইনি কোন ঘরে সজিত হইয়া উপস্থিত হন এবং প্রচারবিভাগ করিয়া দুর্ঘিক্ষদক্ষোক একটী সর্ব্ব প্রধান করেন। ১৮৭৫ অব্দে প্রথমে মন্ত্রী হন মহেশ ডিসরেলির এক বিশেষ কার্য্যের ভার দিয়া ভারতে পাঠাইয়া দেন। ১৮৭৬ অব্দে ইনি ভারতের পর্যবেক্ষণার্থ আইসলণ্ড প্রকৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। ১৮৮০ অব্দে মীতিবার কতকগুলি শ্রীরামকে একবার বিবাহ করা হয়। তাহাদের মধ্যে

[illegible] ইতি বিশেষ অধিকরণ করিয়া [illegible] এবং সেই আদেশ বিশেষ পত্রের দ্বারা জেলায় [illegible]। ইতি মিউনিসিপাল আইনের অধীন মেজেষ্টরিকোর্টের অধিকার বিশেষ। ১৮৭৬ খৃ [illegible] ১৮৭৭ খৃ [illegible] ৫ই বৎসর ঐ ২ খণ্ড অধিকার [illegible]

[illegible] ২ খণ্ড [illegible] ৪ ইংরাজকন্যার প্রতিনিধি [illegible] সমর্পণ উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় [illegible] আদালতের প্রথম ২ জন [illegible] সিবিলিয়ন [illegible] ৪ জন [illegible] বলিয়াছেন

[illegible] ২৫শে [illegible] ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে [illegible] ৪ জন [illegible] ৪ জন [illegible] ৪ জন

...ইংরাজ ডাক্তারের ডাক্তারেরা ...ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহার ঠিক ঔষধ পাওয়া যায়। আমি কয়েকটী রোগী দেখিলাম, ইহাদের ...ডায়েরিয়া, ডাইসেন্ট্রি ও কোলিরাপ্রায় সকল রোগীর ...চিকিৎসা হইয়াছিল। কিন্তু সকল রোগীরই মৃত্যু হইয়াছে। সকলেরি পেট ফাঁপিয়াছিল। ...নাড়ীর একটী ধমনীর প্রবাহ চিকিৎসা হয় না। ...হই দণ্ড অবধি ফুটিয়া উঠে। এখন যে সিবিল ...কোলিরাপ্রায়িক চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে ছিলেন ...তাহাদের রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহার পর ...এলোপ্যাথিক সিবিল চিকিৎসকের হস্তে ৩।৪০ দিবসের অধিক আর থাকেন। প্রায়ে সকল আরোগ্য হইল। চিকাগোস্থিত মধ্যে একজনমাত্র মৃত্যু করিতে পারিয়াছিলেন। একজন বড় অপরাধী ধরিয়া আনিয়া হাজির করিল, তখন তাহার ...সেবকাবস্থা, তখন তাহার নাড়ীর মধ্যে ক্রীড়ন বর্ত্তমান। ...চিকিৎসা করিয়াও চিকিৎসা নিষ্ফল হইল, ...কোন লোক বুঝাইয়া বলিয়া দেয় যে বিলাতীয় ...লোকের একটী কলিকাতার হাসিয়া তাহার উপর ...দিয়া ঔষধ ইঞ্জেক্সন করিবার মত ...দিবসে ৩।৪ বার ঔষধ প্রয়োগ করিলে ...এই লোকটির চিকিৎসাধীনে বিলাতীয় ঔষধ ...হইতে দিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ...ঔষধ ব্যবহার করিয়া ৩।৪ বার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ...এই লোকটির চিকিৎসাধীনে বিলাতীয় ঔষধ ...হইতে দিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ...ঔষধ ব্যবহার করিয়া ৩।৪ বার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ...এই লোকটির চিকিৎসাধীনে বিলাতীয় ঔষধ ...হইতে দিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

...ঔষধ ব্যবহার করিয়া ৩।৪ বার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ...এই লোকটির চিকিৎসাধীনে বিলাতীয় ঔষধ ...হইতে দিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ...ঔষধ ব্যবহার করিয়া ৩।৪ বার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ...এই লোকটির চিকিৎসাধীনে বিলাতীয় ঔষধ ...হইতে দিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

...ঔষধ ব্যবহার করিয়া ৩।৪ বার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ...এই লোকটির চিকিৎসাধীনে বিলাতীয় ঔষধ ...হইতে দিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ...ঔষধ ব্যবহার করিয়া ৩।৪ বার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ...এই লোকটির চিকিৎসাধীনে বিলাতীয় ঔষধ ...হইতে দিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া বিচারার্থ নীত হয়। এ সংবাদটী যে কেবল ঐ গ্রামের অধিবাসিদিগের আশঙ্কার কারণ হইয়াছে, তাহা নহে, ইহাতে গ্রামবাসিদিগের আনন্দেরও কারণ হইয়াছে। কেবল এই একটী ঘটনা নহে, অনেক অনেক স্থলে এরূপ ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

[illegible] পূর্ণিয়া হইতে বঙ্গবাসীতে এক ব্যক্তি [illegible] পূর্ণিয়া হইতে বঙ্গবাসীতে এক ব্যক্তি [illegible]

[illegible] বিচারাধীন অবস্থায় ঐ ব্যক্তি [illegible] কর্তৃপক্ষ [illegible] পরিবার [illegible] পরিবার [illegible] পরিবার

[illegible] ইহাতেই দেখা, তিনিও [illegible] পড়িয়া [illegible] পূর্ণিয়া তাঁহাকে না দিয়া অন্য ডাক্তারকে টাকা আনিয়াছেন। আমাদের বিজ্ঞাসা এই, পূর্ণিয়া যদি টাকা দিতে অঙ্গীকার না করিতেন তিনি কি করিতেন, তখন তাহা গবর্ণমেণ্টে গাঁইয়া ফিরিয়া দিতেন না।"

আমাদের একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেন, তাঁহার গ্রামে সিবিল সার্জ্জন, প্রধান এম, ডি, ইণ্ডিয়ান্ সভ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারস্ গ্রেজুয়েট, কবিরত্নের কৃতপূর্ব্ব ব্যবসায়ী সিবিল সর্জ্জনের মহাশয় ডাক্তার, ডোমাসার্থ যন্ত্রের উপরে মন্তব্যানুসারে ঐক ইঞ্জেক্সন যন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া (অদ্য) শ্রীযুক্তা সর্ব্বমঙ্গলা দাসী এবং অদ্য শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার মেডিকেল কালেজের অন্যান্য ডাক্তার কোটস মহোদয়ের সমক্ষে, ঐক ডাক্তার যন্ত্র বর্জ্জন বিনাশ করিয়া আনীত বহুমূল্য একটী এনার পম্প, একটী পামস্ ফ্যামিল্ ব্যাণ্ডেজ, একটী ষ্টেথস্কোপ একটী পোলারিস্কোপ, দুটী স্বর্ণ মেডাল, দুটী রৌপ্য মেডাল, একটী বৃহৎ মন্ত্রোক্ত পুস্তক রৌপ্য মেডাল, ও এক সহস্র টাকার একখানি কোম্পানির কাগজ, সমর্পণ করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে মেডিকেল কালেজের ছাত্রদিগকে বৃত্তি বা পারিতোষিক দেওয়া হইবে। পূর্ব্বোক্ত দুটী স্বর্ণ ও দুটী রৌপ্য মেডাল ডাক্তার যন্ত্রকে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করিয়াছিলেন। আর মুখোপাধ্যায় পুরস্কার মেডালটী বিগত বিশ্ব যুদ্ধের সময় (তিনিয়ান ডার্ডানেলস্ যুদ্ধের সময়) তাঁহার বন্ধু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় সেণ্টলণ্ট গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী বিরোগ।

ডাকঘর ও সাধারণ বিভাগ।

বালেশ্বর এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী ও সেক্রেটারী কলেক্টরী সৈয়দ মহম্মদ হোসেন ডিপুটেশন সম্পন্ন করিয়া বদলী হইলেন।

৭ সেক্রেটারী নিযুক্ত বাবু অক্ষয় লাল ঘোষাল, ডিপুটী কলেক্টর, পূর্ণিয়া অদ্য ১ লা মার্চ্চ হইতে বাবু পরিদর্শন, ডিপুটেশন কর্ম্ম নিমিত্ত ৩ মাসের জন্য সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু অক্ষয় লাল ঘোষাল পূর্ণিয়ার ডিপুটী কলেক্টর বাবু [illegible] অনুরোধে [illegible] ডিপুটেশন কর্ম্ম নিমিত্ত ৩ মাসের জন্য সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু [illegible] ডিপুটী কলেক্টর বাবু [illegible] ডিপুটেশন কর্ম্ম নিমিত্ত ৩ মাসের জন্য সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু [illegible] ডিপুটী কলেক্টর বাবু [illegible] ডিপুটেশন কর্ম্ম নিমিত্ত ৩ মাসের জন্য সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইলেন।

বিচারালয়ের বিভাগ।

মেদনী কলেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ দাস ১ বৎসর ৩ মাস মেদনীপুরের অস্থায়ী সবজজ নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার এডিশনাল জুডিসিয়েল জজ বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র ১৮৮০ সালের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে পাটনা জেলার অস্থায়ী সবজজ নিযুক্ত হইলেন।

ভাগলপুরের অস্থায়ী সবজজ বাবু নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় অনুমতি ৪ মাসের জন্য অস্থায়ী-বাবুর কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

ভাগলপুরের অস্থায়ী সবজজ বাবু নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় অনুমতি ৪ মাসের জন্য অস্থায়ী-বাবুর কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরের অস্থায়ী সবজজ নিযুক্ত হইলেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রন্থকার এখানে কমিশন দেলে পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে বাদাগ্রকার প্রবণতার্থ হইতেছে। সমস্ত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিলম্বসহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। বিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোদপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি লেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনদাতৃগণ সমীপে অবগতার্থ, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের সংখ্যা পাঠাইয়া দিবেন। তাহার বিজ্ঞাপন প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵৯

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

৯০ নং কলুটোলা কলিকাতা।

কলিকাতা সমাজের সুপরিচিত-যশ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় অধুনা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটী অবৈতনিক আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে যুৎপন্ন হইতে ইচ্ছা করিলে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হইলে বিদ্যালয়ের সহিত একটী ঔষধালয় আবশ্যক। এতদর্থ বিদ্যালয়ের সহিত এই ঔষধালয়টী সংস্থাপিত হইল। এই স্থানে বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয় স্বয়ং বেলা ৩ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত রোগাবস্থার ব্যক্তিবিশেষকে পূর্ব্বের ন্যায় বিনা মূল্যে ঔষধাদি প্রদান করেন। বেলা ১ টা হইতে ৩ টা পর্য্যন্ত সহকারী শিক্ষার্থিগণ মহোদয়গণের সহিত ছাত্রমণ্ডলকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দেন। যে সকল বিদেশীয় মহাশয় চিকিৎসিত হইবার অভিপ্রায়ে নিজ নিজ রোগ বিবরণ আমাদিগকে লিখেন, অথবা পত্রদ্বারা স্বয়ং এখানে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধি প্রদর্শিত পূর্ব্বক আমাদিগের সমক্ষে থাকিয়া প্রধান ২টীর উপযুক্ত চিকিৎসক সমীপে ঔষধাদি ব্যবস্থা প্রদান করেন। ঔষধের মূল্য পূর্ব্বেবৎ রহিল।

বিদ্যাসাগরের সিদ্ধহস্তলিখিত ও অকৃত্রিম বিষয় হইতে উহা ব্যতিরেক অন্যরূপ সিদ্ধ হইলে মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

পত্রাদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত রামকুমার সেন কবিরাজ
ভবানীপুর।

ঐ ঔষধালয়ে সেন কবিরাজ
কৌশলী, এলাচী, কলিকাতা—

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
১০০ মাণিকতলা ষ্ট্রীট মিউনিসিপ, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত যাবতীয় রোগের নানাবিধ বাতুবটিক ঔষধ তৈল ও ঘৃত প্রস্তুত এবং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ সহিত বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা আছে। অকৃত্রিম রোগিদিগের পীড়ার আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে উপযুক্ত ঔষধাদি ডাকে পাঠান যায়। ঔষধের ব্যবস্থা বিষয়ক সন্দেহ উপস্থিত থাকিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা প্রদান করেন। প্রত্যহ প্রাতে সমাগত দীন দরিদ্র রোগীদিগকে ব্যবস্থাপূর্ব্বক বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করা যায়।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আধাশায়, [illegible] সংযুক্ত থাকিলেও, ও বিষম এই রোগের সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হয়। ইহা কেবল বায়ুর প্রতিবন্ধক নহে, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতানুলোমক। ইহা ব্যবহারে প্রত্যহ ফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহা নিশ্চিন্তে বালক বৃদ্ধ এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক কেহ সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা পাঁচসিং ৵০ আনা।

হেমাঙ্গসুন্দর।

এই রসায়ন এই রোগের বহুপূর্ব্বক ব্যবহারে রোগের শরীরে নূতন রক্তসঞ্চালন উৎপন্ন হয় এবং শরীরের যে যে অংশ দুর্ব্বল করিয়া দুর্ব্বল শরীর সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। পিত্তপীড়া হৃৎকম্প বৃদ্ধ রোগ দর্শন ও প্রবলশক্তির ন্যায় উৎসাহশূন্যতা রোগিনী এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ রোগের পরবর্ত্তী মুখকরোদ্ভব অস্বাভাবিক শুষ্কতা, বক্ষ বিশেষের প্রবেশ, অতিশয় দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত কাহারো ধাতুর তরলতা ও বায়ু নির্গম, মুখরস রোগজন্য প্রভৃতি রোগ সকলের শান্তি হয়, এবং সবিশেষ ইন্দ্রিয়শক্তি

বৃদ্ধি করে। অধিকন্তু ইহা দ্বারা বীর্য্যের ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য ৩ টাকা, পাঁচসিং ৵০ আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহুমূল্য ঘৃত সেবনে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ সম্বন্ধীয় দুর্ব্বল এবং দুর্ব্বল শরীরস্থ সকল সবল ও কার্য্যক্ষম হইয়া যৌবনারম্ভে শরীর উদ্ভাসিত করে। বিশেষতঃ উন্মাদাদি শিরোরোগ, কর্ণরোগ বিনাশক, মস্তিষ্কের প্রবেশ, পক্ষাঘাত, এবং বাতব্যাধি রোগ সমূহ একত্রকালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কোন প্রকার পীড়াতে বা অত্যাচারে শরীর দুর্ব্বল ও কৃশ হইলে এই ঘৃত সেবনে পীড়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়। এক শিশির মূল্য ৪, টাকা, পাঁচসিং ও ডাকমাশুল ৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথা ঘোরা, মাথা অত্যন্তরাদি মাথাব্যথা, আরক্ত [illegible] চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন ও [illegible] ১, টাকা, পাঁচসিং ও ডাকমাশুল ৵০ আনা।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা ও বিবিধ ঔষধ বিনামূল্যে এই ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্যনিরূপণ পত্রের সহিত বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

ডাক্তার শ্রীমহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের
অতি মনোহর গন্ধবিশিষ্ট
ভৃঙ্গারবিন্দু তৈল
মূল্য ১ সিসি ১৷৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

ইহা বিশুদ্ধ বাদাম তৈলে রাসায়নিক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। শিরঃপীড়ায় অব্যর্থ। ব্যবহারে মাথার যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ও মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া মস্তিষ্ক সুস্থ হয়। ইহাতে মর্দ্দন করিলে শরীর স্নিগ্ধ ও কোমল বর্দ্ধিত হইয়া বল, ক্ষিপ্রতা ও কার্য্যক্ষমতা হয়। উহা গুণ গৌরবে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ও বিদ্যাসাগরাদি সংবাদ পত্রাদিতে এবং মুদ্রিত চিকিৎসাপত্রাদি দ্বারা বহুসংখ্যক ভাগ্যবানেরা ব্যবহারে জানিতে পারিবেন।

মুখরোচক চিকিৎসাপুস্তক, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বিনোদলাল সেন কবিরাজের
চন্দ্রোদয় আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
৬ নম্বর [illegible] লেনের হিন্দুস্থান হোটেল
[illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়নাদি [illegible] ও ঘৃত প্রভৃতি এবং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ [illegible] বিনামূল্যে ঔষধের ব্যবস্থা [illegible] ঔষধ ডাকে পাঠান যায়।

ঘটিত অকৃত্রিম রসিকপ্রিয় কেশরঞ্জক

এই [illegible] কেশের [illegible] পুরাতন [illegible] কেশ [illegible] করিলে ইহার [illegible] কেশ [illegible] প্রস্তুত, [illegible] ও [illegible] ইহা [illegible] ও [illegible] প্রকাশিত হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা।

কেশরঞ্জনী।

(বিনা ক্ষারজন্য।)

এই [illegible] কেশের [illegible] ব্যবহারে [illegible] কেশ [illegible] ঔষধ প্রস্তুত করিবার [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] আছে। এই বিশেষ সংস্কারের [illegible] ইহা [illegible] ও [illegible] ঔষধ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

মূল্য—৵ টাকা ও ডাকমাশুল—।০ আনা।

[illegible]

([illegible])

এই [illegible] মাথাধরা, মাথাঘোরা ও [illegible] দূর হয়, [illegible] চক্ষু বর্দ্ধন, [illegible] ও [illegible] দূরকরণক্ষম, [illegible] ঔষধ [illegible] ইহা সেবন করে না; [illegible] ঔষধ [illegible] হয়। ডাক মাশুলের [illegible] নাই। মূল্য ১ টাকা সিসি ৸৹, ৮ টাকা ৷৷৹ ডজন ৷৷৹, পার্সিল ১০, ৩ শিশি ডজন ১৷৹, পার্সিল ৷৷৹। অধিক লইলে আমদানির [illegible]

উদাসীন হইতে প্রাপ্ত।

(সর্ব্বপ্রকার অন্ন রোগের [illegible])

ইহা সেবনে মুখ [illegible] ঢেকুরওঠে [illegible] ও বমন, অম্লোদ্গার, [illegible] অজীর্ণ, [illegible] আমাশয়, চক্ষু হয় [illegible] দৌর্ব্বল্য অনুপস্থিত হয়, এবধির উপকারী সিদ্ধি অনুভবিত হয়। এই আশ্চর্য্য [illegible] ঔষধ [illegible] ব্যবহার করা নিশ্চয় আবশ্যক হয়। মূল্য ১৷৹, পার্সিল ৵৹ আনা।

ইহা ব্যতীত আমার নিকট যে সমস্ত ঔষধ আছে তাহা পত্র লিখিলে আমাদী সপ্তাহের মধ্যেই দেশবিদেশে পাঠাইতে পারিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ৩৮ নং মধুরায়ের লেন, কাঁসারিপাড়া, শিবপুর কলিকাতা।

চন্দ্রচূড় রস।

অনৌষধমূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্যকারিণ্যাদিগুণযুক্ত।

আরোগ্যোপযুক্তিতেও ও [illegible] বিষ।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং বাতপ্রধানীয় আস্তরাগ্নি আরোগ্য হইতেছে। ২৩ দিবসের মূল্য ৩ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাঠান হয়।

ঘোটাস্রিত বাতুর ঔষধ।

অর্থাৎ বাতারিদের মল পরিষ্কার না হইয়া বমন প্রভৃতি [illegible] ইহা [illegible] ২১ দিবসের ঔষধের মূল্য ৩ টাকা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এই ঔষধসেবনে [illegible] ও [illegible] হয়। মূল্য—প্যাকিং [illegible] সমেত এক শিশি ২৷৹।

এই দুটী ঔষধ ৩ শিশি একত্রে লইলে বিশেষ সুবিধা হয়। এই ৩টী ঔষধ একত্রে ৩৩ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ঠিকানায় [illegible] ডিপজিটারে বিক্রীত হয়।

রেজিষ্টারি করা। Registered.

[illegible] প্রকার [illegible]

পত্রীলিখিত [illegible]

প্রতি শিশি মূল্য ২, টাকা

মাশুলাদি ৵৹ আনা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BY

Some of the most distinguished graduates of the Calcutta University The writers are all teachers of high standing and large experience. The whole work is being superintended by a PROFESSOR of the PRESIDENCY COLLEGE

Price Re 2 Postage annas 2 With a copy of the sketch Book Re 2—4, postage annas 8 To be had at the Somaprokas Depository No 97 College street Calcutta.

Subscribers are requested to send the other part of their subscription

IN THE PRESS

The Elements of Mensuration and Plane Surveying

By

Babu Bipin Behari Gupta M, A Assistant Professor of Mathematics Presidency College

IN THE PRESS

A

Treatise on the Astronomical portion of Geography

Containing,

Solutions of numerous questions on Local Time, an easy explanation on Latitude, Longitude &c, the Calcutta University Entrance Examination papers on Geography, By a DISTINGUISHED Graduate. Price 2as—6 pie Post free 3 annas 37 College street Bungabasan Spy-Manager Calcutta Somaprokash Depository

JUST PUBLISHED

A KEY TO THE SKETCH BOOK THE ENTRANCE COURSE For 1885— 86

PART I

Containing—explanations of difficult passages, meanings, derivations and histories of words grammatical biographical and critical notes, historical, mythological and other allusions analyses of sentences, model questions, University papers, short arguments of sketches and very valuable appendix of pre-medical and Literature Courses &c &c.

সোমপ্রকাশ

১৫শ খণ্ড। ১৮ সংখ্যা। মঙ্গলবার। ভাদ্রপদস্য ত্রয়োদশীতিথৌ বারেন্দ্রী ভূমিজন্মা ও পাঁচালী। ৪৩ সংখ্যা

বিনা মাসিক মূল্য অগ্রিম দেয় টাকা। ডাকমাসুল ১/০ আনা। } ১২৯১ সাল। ২৬ আগষ্টবিংশতি, ইং ১৮৮৪। ১৩ ই অক্টোবর। { অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাসুল ৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন

পণ্ডিত শ্রীঈশ্বর তর্কচূড়ামণি।

প্রণীত।

পদ্য ব্যাখ্যা। ১ ম খণ্ড।

মূল্য মাশুল ছাড়া আনা।

বিজ্ঞাপন মতন মূল্য পাঠাইবেন। ভিঃপিঃ যোগে লইলে ৵ আনা মূল্য বেশী

বিদ্যা কথা কি, বিদ্যা কথা কি, পাত্র কি, তুমিতে বিদ্যা করে, কি কি অনুষ্ঠান করিলে বিদ্যা হয়, সেই সকল। ইহাতে আর্য্য মতের বিদ্যা দেওয়া হইয়াছে। আমাদের বিদ্যার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ব্যয়ের বিবরণ হইয়াছে, আমাদের যে সকলের সাহায্য পাই, তাহা প্রকাশ করিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি বিদ্যালয়ের ৭ বৎসর, যা করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি হইয়াছে; এবং সকল উপকার, যাহে আমাদের উন্নতি আমাদের, উহাদের এ সব পাই, কথা আমাদের আমাদের। আমাদের ইচ্ছা এ সকলের করিয়া প্রতিষ্ঠাকারী আমাদের ৩/ ও অনুষ্ঠান ইহাই আমাদের শ্রীযুক্তবাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঠাইবেন।

পরীক্ষা প্রার্থীর প্রতি

[illegible]

বিদ্যা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান, বিদ্যা হইতে বিমুক্তি পাইবেন কিনা তাহার কারণ, ইহার প্রকার উপায় তাহার সকল আছিল, তাহা করিয়া, যাহা করিয়া; ইহা সাধারণ যে দেখিবা এবং পড়ে, তাহাতিরিক্তরূপে অথবা অনিবার্য্য যাহার সাধারণ হইয়াছে, তাহারা যাহা পীড়া হইয়াছিল পরিষ্কার, ইহা করিয়া যে সব হেতু, এবং বলিয়া সকলকার যোগে আমাদের যে সকল আমাদের ইহা সকলের ও প্রতিষ্ঠা আমাদের হয়, তাহারা পড়ুন।

আমাদের যাহা আছিল সকলের ইহার আমাদের সকল পরীক্ষা পরীক্ষা ইহাদিগকে আমাদের করা, পরীক্ষা আমাদের প্রকার আমাদিগকে আমাদের। আমাদের যে, ইহাদের, আমাদের পরিষ্কার এবং আমাদিগকে ইহা পড়ুন সকলে সকলে আছে।

সকল সকলে ইহাকে এবং পরীক্ষা ইহাদের বিদ্যা সকলকার বিদ্যার যেখানে যে সকল, যেখানে, আমাদের যে আই, আমার অধিকাংশ আমাদের যাহা আছিল, পড়িবার আমাদের আমাদের আমাদের ইহা, আমাদের আমাদের ইহা পড়ুন।

এমন সকল আমার আমাদের ও আমাদের পড়িবার আমাদের যেখানে যাহা আছিল ও আমাদের আমাদের আমাদের, যে আমাদের পরীক্ষা আমাদের ইহা ভিন্ন আর সকল ভিন্ন আই। বিদ্যালয়ের ইহা আমাদের করিয়া ও ইহাদের আমাদের আমাদের। যেখানে আমার সকলের, পরিষ্কার ও আমাদের ইহার আমার আমার আমাদের, আমাদের আছিল ইহা আমাদের আমাদের আমাদের।

ভাব প্রকাশ।

(মূল ও অনুবাদ)

আমাদের আমার সকলের আমাদের পরিষ্কার আছিল বিদ্যার। এই আমি যে সকল ইহাদিগের ইহাদের আমাদের আমার সকলে, ইহাদের সকল আমাদিগের আমাদের। আমার, যে আমার বিদ্যার বিদ্যা ইহাদের, ইহাদিগের আমাদের আমাদের আমাদের আমাদের, ইহা বিদ্যার সকল আমাদের সকলে আছে, ইহাদের আমাদের ইহাদের আমাদের আমাদের, আমাদের আমাদের আমাদের আমাদের

প্রভৃতি পাক্ষিক উপন্যাসের সংখ্যা ও বিক্রি বাড়ে, [illegible]
[illegible] বাড়ুর উৎপাত.ওয়ে [illegible]
রোগী ও বৈদ্যের সঙ্গম, চিকিৎসার অনুকূলতা ও
আশা রোগের লক্ষণ রোগে। নিদান, [illegible],
পরীক্ষাপদ্ধতিবিচার এবং ওষধ দান ও উপশম প্রভৃতি
করণের বিষয় প্রত্যেক বৈদ্যের স্বরণ রাখা আবশ্যক
বিষয় উহাতে সন্নিবেশিত আছে। তিন খণ্ডে পুস্তক
শেষ হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হই-
য়াছে। মূল্য ঐ ডাকমাশুল ।৵০ আনা। প্রত্যেক
খণ্ড স্বতন্ত্র।

সারস্বতকাব্য টিপনিটীয়ারিতে আছে।
টিপ্পনিকরণ বাবু

পতাকা।

নূতন সাপ্তাহিক পত্র

আগামী ২ কার্ত্তিক শুক্রবার হইতে
প্রকাশিত হইবে।

[illegible] ।, আনা [illegible]
[illegible] [illegible]) আগামী
[illegible] [illegible] ৩, ১৭ এর [illegible] সংখ্যা
বিক্রয়ার্থ [illegible]

সম্পাদকগণের নাম —

রাজনীতি ও আইন। [illegible] M A B L Vakeel of the H C High Court কলিকাতা। প্রবন্ধাদি বিষয়ে Barrister-at-Law, "ভারতবন্ধু" প্রণেতা। ধর্ম্মসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত M A, B.L. Honors in Law, "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" "ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি" প্রভৃতি প্রবন্ধের লেখক। বিজ্ঞানবিষয়ে শ্রীযুক্ত B A, ১, L, । শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ L,L, ও অন্যান্য।

সমাজনীতি। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ [illegible] "ভারতবর্ষীয়" সম্পাদক। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, B, A, "উদ্ভিদতত্ত্বের" গ্রন্থকার, ভারতপুর। বিদ্যারত্ন পাণ্ডে, M. A," সারস্বতীয়" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্য।—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, "প্রভাতচিন্তা" প্রণেতা, "বান্ধব" সম্পাদক। প্রমথনাথ তর্কভূষণ, M. A., Mahabat in English, সম্প্রতি ইংরাজি কবিতা ও বিবিধবিষয়ে [illegible] Professor Metropolitan Institution। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম [illegible] "প্রকৃতি" সম্পাদক। কবিবর বিহারীলাল "[illegible]" "সারদামঙ্গল" "বঙ্গসুন্দরী" "নিসর্গসন্দর্শন" "বাউল" প্রভৃতি অনেক সুন্দর ও মনোহর [illegible] Metropolitan Institution [illegible] বিদ্যেশ্বর, গোবিন্দচন্দ্র [illegible] "ভারতী" [illegible] "[illegible]" ঐ তারিখ [illegible] প্রকাশ। বিষয়, [illegible] সম্পাদক, "Bibliotheca Indica" [illegible] সম্পাদক।

বিজ্ঞান।—শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ, M A Medalist in [illegible], prof. Shibpore Engineering College, [illegible] বিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখিবেন)-শ্রীযুক্ত [illegible] Principal Met. Institution, Fellow, Cal. University, নিকুঞ্জবিহারী [illegible] M. B. [illegible]

বিলাত বর্ণনা।—শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী M A, Calcutta University, B A, with Honors, Cambridge University। বিষয়ের নাম, M. A," আমাদের" হইবে। উহাই অমূল্য উপহারপ্রদায়ী।

হরেন্দ্রলাল রায় B.A সহকারী সম্পাদক।

আকার।—সোমপ্রকাশ ও অবসরকালের আকারের ন্যায় তাহা হইবে। মূল্য রঙ্গীন কাগজের মলাট থাকিবে, মূল্য ৵ আনা, পরিষ্কার ছাপা হইবে।

মূল্য। অগ্রিম বার্ষিক ৩, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ২, [illegible] পাঠান যাইবে না।

বিজ্ঞাপন।—[illegible] পাঠান যাইবে।

টাকা, কার্য্যাধ্যক্ষ, পত্রাদি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়ের নামে এবং ২৬ নং কুপিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ম [illegible] স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীশরৎকুমার সাহিড়ী—কার্য্যাধ্যক্ষ।

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি, নানা কারণের অধীন হইয়া আমাকে কয়েকখের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর ইহা আর সোমপ্রকাশ অবসরের ন্যায় চারিপৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইবে না। [illegible] ইহার আর [illegible]

[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] ।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ বিদ্যালয়ে পাঠান যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	৫০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	৫০
৩ য় ভাগ	৵০	৫০
বিদ্যেশ্বর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে মাসুলে ডাক মাশুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীকৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র।

[illegible]

হৃদয়ের ভাষা।

কি ভাষা তার যে বেদে হৃদয় আবেগ
[illegible]
কাঁপিয়া উঠিল হৃদে,
অকস্মাৎ বিদ্যুতের [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ আশ্বিন মোমবার।

পাঠকগণ! আজ আমাদিগের [illegible] বন্দনী। আমরা জগদীশ্বরকে [illegible] এবং আপনাদিগকে ও কার্য্যসহায় [illegible] প্রভৃতি অনেকানেকদিগকে সাদর সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রার্থনা এই, আপনারা সুখী হউন, জগৎ সুখী হউক এবং মহাকবি কালিদাস—

"প্রবর্ত্তন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং।"

রাজা প্রজার হিতে প্রবৃত্ত হউন এবং বিদ্যার হ্রাস না হউক।

এই বলিয়া যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা সফল হউক।

পাঠক! এই অবসরে বলিতে হইল, [illegible] সম্প্রতি যেরূপ উপায় প্রার্থনা [illegible] এবং প্রার্থনা [illegible] সুখী [illegible] হিতসাধন [illegible] হইলেও [illegible] রাজাকে প্রজার হিতসাধনে [illegible] নিবেশ করিতে হয়। [illegible] প্রার্থনা করিতে হইবে, [illegible] প্রার্থনা সহজে ঘটে থাকে, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের বর্ত্তমান রাজা, আমাদের রাজা! [illegible] নীতি প্রভাবে সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ [illegible] মনোনিবেশ করা তাঁহারও কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

[illegible]

গত ১ লা অক্টোবর পূর্ব্বপক্ষ মেসেঞ্জর [illegible] মোকদ্দমা [illegible] হইয়াছে। আমরা মোকদ্দমার [illegible] শ্রবণের সুবিধা হয় নাই, বিশেষ মনোযোগ [illegible] করিতে পারি নাই। আমাদের এ দুঃখের শেষ। মেসেঞ্জর [illegible] প্রজার অনেক উপকারিণী, এবারেও অনেক উপকার [illegible] করিয়াছিল, এবার আবার [illegible] নিরাশ্রিত, এবার আবার [illegible] প্রায় অনেক উপকার করিয়াছে। কত লোক [illegible] ধন্যবাদ করিয়া কিছু বলা যায় না। [illegible] কত লোক [illegible] পারিয়াছে, [illegible] সে ক্ষমতা নাই। কেহ যে কত [illegible] পূরণ করিয়া দিবে আমরাও সন্তাবনা [illegible] পূর্ব্বে উক্ত মেসেঞ্জরের [illegible] হইয়াছে। [illegible] যদি অতিপূরণ করিয়া দেন, তবে [illegible] কারণ হইল, কত লোক মারা পড়িল, [illegible] করিয়া গণিয়া দেখা হইল। যে [illegible] কত লোক উপস্থিত ছিল, পরে যে [illegible] কত লোক আসিয়াছিল, মফস্বলে [illegible] সংগ্রহ করিয়া গণিয়া দেখিলে এবং কত লোক [illegible] আসিয়াছে, আমার আন্দাজ হইয়াছে, তাহা [illegible] দেখিলে, বুঝিতে এক প্রকার সংখ্যা হয়। [illegible] গণনা করার সময় নাই।

[illegible] মেসেঞ্জর আফিসে [illegible] হইতে [illegible] হাজিরাদিগ, সেই আফিস [illegible] বন্দরাধ্যক্ষ কমিসরিয়ট হইতে যে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

অ রে বিলিতের ইউরেন সমান হয়ে, তাই কর্মিদের, তখন তাদিগের বিলাত যিনিস্টার-ভবন গাইবে প্রতিষ্ঠা করা। একটী গাইন দিয়া গাড়ি যাইবে ও অপর একটী গাইন দিয়া গাড়ি আসিবে, এরূপ ব্যবস্থা করিলে ঐ বিপদের ঘর সহজে নিবারণ হইতে পারে, এখন আর কিছুতেই হইবে পারে না।

আমাদের নূতন সমর-সেক্রেটরি ও ভারত-অধিকারে যে যে ঘটনার সম্ভাবনা।

বিলাতের তারযোগে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, আমাদের নূতন সমর-সচিব সেরেফোর্ড নর্থ ব্রুক্‌কে 'ব্রুক্‌ টেনত পরিত্যাগ করিবেন,' ইংলণ্ডনিবাসী এই বিষয় বাহাদুরের সহিত যোগাযোগ করিবার পরই পাঠ করিয়া সকলের একটী শ্লোক আমাদের মনে পড়িল।

যাবো'ভক্তোহ্যুদ্ধিসরং পরিহোষধীনা
যাবি
হকে ঘরন্যগণং বাসনোহরাত্যাং
সে কোনিরমাহইবেব দনাহরেমু।

এক দিক চন্দ্র অস্ত যাইতেছে অন্য দিকে সূর্য্য অকণরূপে উদয় হইয়া উঠিতেছে। সুপথে সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন দ্বারা দেশের দশান্তর ঘটিবার নিয়ম দেখান হইতেছে।

ইংলণ্ডের সমাচারপত্রসম্পাদকেরা যেরূপ করিতেছেন, তাহাতে সত্য করিয়া বলা উদারনীতি ভারতের ন হয় এবং সত্য বিপদের নীতরশ্মি চক্ষের সহিত উপমা দেওয়া অসঙ্গত হয় না।

চন্দ্রের অস্তগমন ও সূর্য্যের উদয় দ্বারা যেমন যে লোকের দশান্তর ঘটিবার নিয়ম প্রবর্তিত হইতেছে তাহা নয়, উহার দ্বারা অন্য অন্য অনেক বিষয়ও সাধিত হইতেছে। পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয় ও অস্তগমন দ্বারা জগতে সত্য ধর্ম্মাদির বল বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। আমাদের রাজপুরুষ গণেরও পর্য্যায়ক্রমে রাজপদ লাভ ও রাজপদ হইতে অবসরগ্রহণ দ্বারা প্রজার হিতাহিত সম্পাদিত হয়। তবে একটু বিশেষ আছে। সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয় ও অস্তগমন দ্বারা সর্ব্বকালে সকলের নিত্য লাভ হয়, তাঁহারা অনায়াসে নিয়ত বিরাজ করিয়া সকলকেই পরিতর্পণ করেন। কিন্তু রাজপুরুষদিগের উদয় ও অস্তগমন দ্বারা সুবিধাজনক প্রজার [illegible] হয়না। এক রাজপুরুষের অস্তাচলে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণকারী অপরপারে সম্পাদিত হইল, এরূপটা ঘটনা হয়। তিনি এদেশের, আর একটীর উদয়গিরি [illegible] হইলেন, তাঁহার [illegible] ও [illegible] সাধারণকারী সমাধিত সম্পাদিত হইল, এরূপ ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু [illegible] মাহাত্ম্যের আবির্ভাবে আমাদের বিশেষ অবস্থা ঘটিবে অনুমানকরে আমরা নিম্নে [illegible] উদ্যোগ। সম্প্রতি সমাচার পত্রসম্পাদকেরা ডফরিন বাহাদুরের ভূরি প্রশংসা করিতেছেন; তিনি এক স্থানে নিমেই বলিয়া ছেন, "কিসের" কৃত্রিম [illegible] তাঁহাকে আছে। এই কথা টির মানে, তিনি যে প্রজাদিগের আমাদের সাধনকারী নির্দ্ধার করিবেন, তাহা [illegible] আসিয়া পড়িয়া আছে। আমরা সহজে অবধি ইংলণ্ডের এই রাজনীতি পরিবর্ত্তনটি দিনি ইংরাজ-জাতির উপর [illegible] করিয়া শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাহাতে পক্ষপাতের প্রকাশই হউক, অন্যায়ই হউক, তিনি ইংলণ্ডের সহ ইংরাজ

তিনি যে তার ও ম নিয়া ইংরাজ এ ইউরোপীয় দিগের পক্ষে [illegible] টান টানিয়া কাজ করেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। তবে যদি উহাই অবলম্বিত পাইয়া পক্ষটী অবলম্বন এদেশীয়দিগের হয়, সত্য। তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন, তিনি একজন [illegible]। এতদ্ব্যতীত বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার অন্য সমাজিদিগেরও আছে। অন্য অন্যান্য দিগের বলিয়াই ইংরাজেরা "কিসের" এই উপনাম পাইয়াছেন। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া [illegible] কার্য্য করিয়া সুখ্যাতিভাজন হইয়াছেন, এই কথা বলিয়া প্রশংসা করাতেও আমাদের [illegible] করিতেছে। কারণ এ আদি অধিবাসিদিগের হিতার্থে যে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হয় হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি যখন অনারেবল মেম্বর ছিলেন, তখন তিনি ইংরাজ ও অন্য অন্য ইউরোপীয়দিগের সুবিধা করিয়াই কার্য্য করা হইয়াছে। সে বিষয়ের [illegible] হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় বিদ্রোহের ও এত গোলযোগ থাকিত না। তিনি বিরোধী পক্ষদিগের স্বার্থের আবশ্যক করিয়া যে কত করিতে পারেন, এতদ্ব যে প্রমাণ হয় নাই।

এখন পাঠক দেখুন অনুমানের চক্ষে তাকিয়া দেখুন, ডফরিন বাহাদুর কিরূপে ভারত শাসন করিবেন। তিনি বাহাদুর মাদেশিক মন্ত্রী হইয়াছেন ইংরাজেরা ও অপর করিয়া উঠিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগের হে যাহা নিবারণ হয় নাই। তাঁহারা নির্ব্বাণে সমর্থ, এমন এমন লোক আদি দেখেন। সে দোষের শাস্তি করিতে গেলে মাহাত্ম্যের [illegible] হয়, সেইরূপে কাজ করিতে হইবে। যে সুবিধার অন্বেষণ করিবে, সেখানে এদেশীয়দিগের স্বার্থ উপস্থিত হইবে।

ইংরাজদিগের [illegible] আদেশ করিয়া যেরূপে আদর পালন করিতে হয়, গত কিছু সপ্তাহ সে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংরাজজাতির পূর্ব্ব ইতিহাসের [illegible] আকর্ষণে খুব উদারতা করা হইল; কিন্তু বারতা আমাদের [illegible] হইল। ডফরিন বাহাদুর যেরূপ উদারপথের পথিক হইবেন না, আমরা সে বলিয়া পরিচয় দিয়াছি বাহাদুর এ দেশীয়দিগের ও দীক্ষাপ্রদানের অনেকগুলি ভার্ত্তার আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক বিষয় পক্ষপাত দূষিত ও বর্ণীয় সমাচারপত্রের মুখরক্ষা করিবার জন্যই নীতি মতপ্রকাশ। যাহাতে বলপূর্ব্বক কার্য্য করিতে হয় কেন সেই ঘটনা [illegible] যুদ্ধ উপস্থিত না পারে, এরূপ উপায় করিয়া কার্য্য করা ও [illegible] হইয়া উঠে। ডফরিন বাহাদুর যে সে পথের পথিক হইবেন না, আমাদের সে বোধ হয় না। সেবার যে রূপের আক্রমণরূপ ভয় ছিল, এবার সে ভয়টী প্রবল। সেবার এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদক সকলে বিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, এবারও সে চেষ্টা হইতেছে। এবার এ চেষ্টাটি কিছু গুরুতর। এদেশীয়দিগের সম্পাদিত ইংরাজী সমাচারপত্রের সম্পাদকদিগকে লইয়াও টানা পড়া হইতেছে। এবার দুই অবলা চুরি সুদ্ধি সকলেই দ্বারা পরিবেষ্টন যোগ হইতেছে। এবার যে প্রকার দুঃখ ও ধন আসা পাওয়া হইতেছে কেহ যে আঁহারে রেহ কেহ না হয় হইতে পলায়ন করিবেন, আসার যো নাই। আমরা অকৃতজ্ঞতার পরিচয় আমাদিগে কিছু অধিক আসিতেছি। সেবার ঐ পরিচয় কতকগুলি উপাধী অস্ত্র বলে দাসন করিয়া নিস্তার পাইয়াছিলেন, এবার এ পথ পাই সেরূপ যোগ হইতে না। এবার এদেশীয়েরা বড় হইতেছে যে অস্ত্র দ্বারা হইলে কিছুতেই নিস্তার নাই। চতুর্দ্দিকে সেরূপ অস্ত্র চড়ান হইতেছে, কোন দিক দিয়া পলাইবার পথ থাকিবে না।

স্বদেশীয় ও বিদেশীয় রাজার অধিকার।

অনেকের এ কথা বলিবার স্বাধীন হইয়াছে যে, এদেশীয় লোকের যে কেমন যে কেমন উন্নতি হয়, বিদ্যা ও ধর্ম্ম বহুদূরাবলোকন ও কথা দ্বারা কাজ সম্পাদন হইতেছে, চতুরা চূড়ামণি সাহেবদিগকে উহাদিগের পক্ষে সুবিধা করিয়া দিবার পরামর্শ করিয়া। তাঁহারা বিদ্যুৎ [illegible] দ্রুত গতির দ্বারা পলায়ন করিয়া [illegible] উহাদিগের বিদ্যা পূর্ব্বপুরুষ আবিষ্কার পারিয়াছিলেন ও আজ এই তিনি একজনকে পারিয়াছেন এবং পাছে পলায়নের পথ বন্ধ করিয়া তিনের নিকট এই

মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে
সহ যদুনিশিষ্ট, পরাক্রান্ত পাণ্ডবা যম ও বায়ুর ন্যায়
ক্ষিতিপতী।"

আমরা এখন যে পাণ্ডবী কথার আলোচনা দেখিতে পাই, তাহার সহিত উহার বড় বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। কেবল তাহাদের দুষ্ট উক্তি [illegible], সেও বহু স্থলে। যদিও কিছু অতিরঞ্জন প্রকাশের হইবে। কারণ, সেই সৌকাখাদি বাল্য পরিহাস বেশে গমন করিয়াছিল। মহাভারত [illegible] তাহাদের ক্ষিপ্রকারিতার আধিক্য পরাক্রান্ত পরাক্রান্ত দেখিয়া তাহা করে। তিনি [illegible] নিশ্চয়ই করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। [illegible] কি করা যাইবে, তাহাতে একটি [illegible] সন্দেহ নাই। কিন্তু পাণ্ডবদিগকে [illegible] করিয়া [illegible]

[illegible]

[illegible] তাহার [illegible]
[illegible] ছিল [illegible]
[illegible] সকল [illegible]
[illegible] ২৫ [illegible] হইয়াছিল।
[illegible] পরাক্রান্ত
[illegible] আধিক্য, [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] করিয়া [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

সোমপ্রকাশ আপন কাজ করিতে লাগিল। অনুবাদ চলিতে লাগিল, ছাপাখানা চলিতে লাগিল, ডাক বিলি হইতে লাগিল। কেবল একটি কাজ বন্ধ হইল। সম্পাদক আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন করিতে পারিলেন না। সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ। তাঁহার সম্পাদন-গুণে সোমপ্রকাশ কোন প্রকার নূতন ভাব গ্রহণ করিতে বিরত হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল, তিনি সর্বদা সেই চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার এতদ্দেশ পরিচালনের পদ্ধতি আকবরবাদশাহের শাস্তি ছিল। তিনি এতদ্দেশীয়দিগের উন্নতি সাধনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এতদ্দেশীয়েরা যে কোন নিয়ম প্রস্তাব করেন, তিনি স্বাধীন মতে তাহা গ্রহণ করিবার আদেশ দেন। যে সকল যুক্তির উদ্দেশে অগ্রিম না করিতে নিষেধ করেন। যে কারণ দ্বারা এতদ্দেশীয় সমাজের পক্ষের মুখ বন্ধ করা হয়, তিনি তাহা রহিত করিয়া দেন। শিক্ষা কমিশন নিয়োগ, আদালতসকলের প্রবর্তন, মেডিকেল ও কৃষিবিদ্যার উপকারার্থ ব্যয় করণ এতদ্দেশীয়দিগের অর্থ লইয়া যে ঐই বঙ্গের প্রতিপোষণ করা হয়, তাহার প্রতিবাদ, সম্বাদের কর হ্রাস, এতদ্দেশে তাবের প্রস্তুত করিবার বিষয়ে উৎসাহ দান ইত্যাদি অনেকগুলি মেপ বিষয়কর কার্যের অনুষ্ঠান তাঁহা হইতে হয়। সকলে বাঙ্গা বাস্তবিক সাধারণতন্ত্র ও কর্তব্যনিষ্ঠ হইলে যেরূপ প্রজাপালন করিতে হয়, তাঁহার সে সকল সদুপায় জানে। তিনি কার্যের তাহা সম্পূর্ণ রূপে ঘটাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁর কতকগুলি বার্থপর ইউরোপীয় বিঘ্ন করাতে সমুদয়ে ফলে পরিণত হয় নাই। কিন্তু সেটী তাঁহার নিষ্ঠার কারণ নয়। যাহা বা বাধা দিয়াছে সে তাঁর নিজেই নিন্দা। বলিতে কি বাক্যে শব্দটী তাঁহাতে অর্থে হইয়া ছিল। তিনি প্রজারঞ্জন করিতে পারেন, কিন্তু রাজা। তাঁর হইতে প্রজারঞ্জনের বিঘ্নপাত কখনো হয় নাই।

বড় দুঃখের বিষয়, ইংরাজসমাজে, ভারতবর্ষীয় ইংরাজবাসীসমাজে এবং ইংলণ্ডের সমাচারপত্র সম্পাদক মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভ হয় নাই। যে প্রতিষ্ঠা লাভ না হইবার বিশেষ কারণ আছে। বর্তমান ইংরাজ রাজনীতির পদ্ধতি অন্য প্রকার। ইংরাজেরা সাধারণের আপনাদিগের রাজ্যবৃদ্ধি ও আত্মবৃদ্ধি ভাল বাসেন। কোনো প্রকারে ইউক ধন উপায় তাহাদিগের করে আসিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন। যাহা হইতে তাহা না হয়, তিনি তাঁহাদিগের প্রিয় হইতে পারেন না। সত্য ন্যায়পরতার প্রতি কাহার দৃষ্টি আছে? তিনি ইংরাজজাতির সুখবিধানই আবশ্যক করিয়াছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় বিদ্যালয় সকলের ছাত্রদিগকে বলপূর্বক ইংরাজিবিদ্যার দিকে টানিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজদিগের ন্যায় এতদ্দেশীয়দিগের উপর কর স্থাপন করি

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

- [illegible] আক্রমণের সুযোগ করিল।
বলা বাহুল্য, [illegible] বলা কোন পক্ষ
[illegible] পরিচালনা করিল সেখানে বেশের,

[illegible]

৫। অশ্বারোহী সেনা (১) এখানি ইংরাজ-খানি। সেনা সুন্দর গঠন হে। ইহাদের [illegible] ছাবক। পায়ে অধিকে ইংরাজের অংশ। ইহারা [illegible] গুণপনার বড় প্রধান পরিচায়ক। পরিচন [illegible] নিশ্চিত অন্য আক্রমণ বিফল।

ইউরোপীয় সমাচার।

ফ্রান্স ১৮ এ সেপ্টেম্বর। সেনাপতি [illegible] ৯ এ জুলাই ও ৫ আগষ্ট বিপক্ষ দলকে [illegible] পরাজয় করিয়াছিলেন তাহাদিগের [illegible] ধরিয়াছেন।

সপ্তম ২১ এ ৯ সেপ্টেম্বর। [illegible] ও [illegible] [illegible] আরম্ভ হইয়াছে। সেপ্তমে [illegible] ৩০০ সৈন্য আসিয়াছে।

অষ্টম ২৩ এ সেপ্টেম্বর। আলেকজান্ড্রিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে। ইহারা [illegible] [illegible] করিয়াছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ব্রাজিল ২১ এ সেপ্টেম্বর। [illegible] [illegible] [illegible]

অষ্টম ২৪ এ সেপ্টেম্বর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আফ্রিকা ১৮ এ সেপ্টেম্বর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegal]

[illegal]

[illegal]

নজীর।

১৮৮৪ খৃঃ ২ আ ফেব্রুয়ারি।

বিচারপতি মাকডোনাল্ড ও বিচারপতি কিন্স।

বিপক্ষপক্ষের ওকালতী (বেনামে) নাহী।

বিপক্ষের অধিকারী ওকালতী (বিনিময়ে)

প্রতিবাদী।

বিপক্ষপক্ষের নকল ওকালতী বাতিল বিষয়।

[illegible]

১৮৮৪। ১১ এ ফেব্রুয়ারি।

বিচারপতি মাকডোনেল ও বিচারপতি কিন্ড।

রামানুজমণি দাসী বনাম দিগম্বরী।

কৃষ্ণচন্দ্র ঘর ও অন্য একজন ব্যক্তি

প্রতিবাদী।

রেজিষ্টরি করা দানপত্র—রেজিষ্টরির বিরুদ্ধ

হইবার পূর্ব্বে মৌখিক বিলির ক্ষমতা।

মকদ্দমার বিবরণ—বাদিনী ও ৭ম প্রতিবাদী নিম্ন আদালতে নালিশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ সালের ১৭ই জুলাই এই মকদ্দমা ডিক্রী হয়। ৮ম প্রতিবাদী এই ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করেন। ১৮৮৪ সালের ১৭ আইন অনুসারে ঐ আপীল ডিক্রীর সহিত রেজিষ্টরি করিবার আদেশ করা হয়। কিন্তু ১, ২, ৩ ও ৯ নম্বর প্রতিবাদী দিগের পক্ষে আপত্তি করা হয় যে, ঐ আইন ১৮৭৬। ৩ আইনের ৫ ধারানুসারে রেজিষ্টরি করিবার আদেশ করা যাইতে পারে না। ৬১ ধারানুসারে দ্বিতীয়বারি মাত্র এই ব্যবস্থা করিতে পারে।

হাইকোর্টের এ বিষয়ে এই স্থিরীকৃত নিয়ম আছে যে, আপীল আদালত অতিরিক্ত মকদ্দমা গ্রহণ করিতে অতিশয় বিমুখ হইয়া থাকেন। বিশেষ কারণ ব্যতীত এরূপ করা হয় না।

১৮৮৪। ১১ এ ফেব্রুয়ারি।

বিচারপতি মাকডোনেল ও বিচারপতি কিন্ড।

রামানুজমণি দাসী বনাম দিগম্বরী।

কৃষ্ণচন্দ্র ঘর ও অন্য একজন ব্যক্তি

প্রতিবাদী।

রেজিষ্টরি করা দানপত্র—রেজিষ্টরির বিরুদ্ধ

হইবার পূর্ব্বে মৌখিক বিলির ক্ষমতা।

মকদ্দমার বিবরণ—বাদিনী ৭ম প্রতিবাদী নিম্ন আদালতে নালিশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ সালের ১৭ই জুলাই এই মকদ্দমা ডিক্রী হয়। ৮ম প্রতিবাদী এই ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করেন। ১৮৮৪ সালের ১৭ আইন অনুসারে ঐ আপীল ডিক্রীর সহিত রেজিষ্টরি করিবার আদেশ করা যাইতে পারে না। ৬১ ধারানুসারে দ্বিতীয়বারি মাত্র এই ব্যবস্থা করিতে পারে।

হাইকোর্টের এ বিষয়ে এই স্থিরীকৃত নিয়ম আছে যে, আপীল আদালত অতিরিক্ত মকদ্দমা গ্রহণ করিতে অতিশয় বিমুখ হইয়া থাকেন। বিশেষ কারণ ব্যতীত এরূপ করা হয় না।

১৮৮৪ সালের ১৭ আইনের ৫ ধারানুসারে ঐ আপীল ডিক্রীর সহিত রেজিষ্টরি করিবার আদেশ করা যাইতে পারে না। ৬১ ধারানুসারে দ্বিতীয়বারি মাত্র এই ব্যবস্থা করিতে পারে।

হাইকোর্টের এ বিষয়ে এই স্থিরীকৃত নিয়ম আছে যে, আপীল আদালত অতিরিক্ত মকদ্দমা গ্রহণ করিতে অতিশয় বিমুখ হইয়া থাকেন। বিশেষ কারণ ব্যতীত এরূপ করা হয় না।

১৮৮৪। ১১ এ ফেব্রুয়ারি।

বিচারপতি মাকডোনেল ও বিচারপতি কিন্ড।

রামানুজমণি দাসী বনাম দিগম্বরী।

কৃষ্ণচন্দ্র ঘর ও অন্য একজন ব্যক্তি

প্রতিবাদী।

রেজিষ্টরি করা দানপত্র—রেজিষ্টরির বিরুদ্ধ

হইবার পূর্ব্বে মৌখিক বিলির ক্ষমতা।

মকদ্দমার বিবরণ—বাদিনী ৭ম প্রতিবাদী নিম্ন আদালতে নালিশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ সালের ১৭ই জুলাই এই মকদ্দমা ডিক্রী হয়। ৮ম প্রতিবাদী এই ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করেন। ১৮৮৪ সালের ১৭ আইন অনুসারে ঐ আপীল ডিক্রীর সহিত রেজিষ্টরি করিবার আদেশ করা যাইতে পারে না। ৬১ ধারানুসারে দ্বিতীয়বারি মাত্র এই ব্যবস্থা করিতে পারে।

হাইকোর্টের এ বিষয়ে এই স্থিরীকৃত নিয়ম আছে যে, আপীল আদালত অতিরিক্ত মকদ্দমা গ্রহণ করিতে অতিশয় বিমুখ হইয়া থাকেন। বিশেষ কারণ ব্যতীত এরূপ করা হয় না।

১৮৮৪। ৭ ই ফেব্রুয়ারি।

বিচারপতি কিন্ড ও বিচারপতি কিন্ড।

মেসার্স আলী এবং অন্য অনেক ব্যক্তি বাদী।

ইন্ডিয়ান মেসন প্রতিবাদিনী।

৯ ইঞ্চি-ওই বন্ধিত করিবার বিষয়।

১৮৮৪ সন আইনের ৫০ ধারার বিধানানুসারে যে নালিশ ওই মেয়াদ হয় বলিয়া করিয়া বন্ধক আদালতে মূলধন মাটিফিকেট দিবার আবেদন করা হয়, তখন আবেদনকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে এরূপ করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ আছে।

বন্ধক মেসার মহাজনের তরফে আবেদন হইল যে মূলধন ও সুদ সমেত টাকা দিয়া বন্ধক খালাস করিয়া লইবার জন্য মহাজনকে নোটিস দেওয়া হয়। মহাজন নোটিস পাইয়া টাকা লইতে অস্বীকার করে। তখন বন্ধকদাতারা নালিশ করিয়া টাকা আদালতে জমা দিয়া বন্ধক খালাস করিয়া লয়। মহাজন তখন আপীল করে।

কর্ণেল মেসার্স আলী খাঁ বাহাদুর ১৮৮১ সালে ফুলঝিলাস মেসন ওরফেমেসার্স নামে দুই স্ত্রী, রমাসংখ্যাবিহারিণী নামে এক কন্যা এবং একটী শিশু পুত্র ও আমার নিকট শিশু কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। ফুলঝিলাস মেসন ১৮৮৩ সালের ৫ই অক্টোবর ১৮৮৪ সন আইনের অনুসারে আদালত সমীপে

৯০ বাবীর বিরুদ্ধ তফসিলোক্তসম্পত্তি নিলাম হইবার জন্য মর্টগেজের ক্ষমতানুসারে আবেদন করেন এবং সার্টিফিকেট পান। ১৮৮৪ সালের ৫ই মে আমী ও কন্যা ফুলঝিলাসমেসন এই সার্টিফিকেট দেওয়া হয় বলিয়া করিয়া আদালতে মূলধন ও সুদ বিবাদ তফসিলোক্তসম্পত্তি নিলাম হইবার সার্টিফিকেট পাইবার আবেদন করেন। ঐ বিবাদ ফুলঝিলাস আদালতে এই আপীলকারীদের বিরুদ্ধে আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে নালিশ করে। [illegible]

[illegible]

সংবাদপত্রের কথা।

অমৃতবাজার।

অমৃতবাজার পত্রিকা। সাপ্তাহিক সংস্করণে মুদ্রিতহয়ে থাকে। এখানা আজ কিছুদিন—

[illegible] colonists as soon as a Radical Parliament begins to appreciate that they are obstacles in the path of natives who wish to enter the service."

এবার পর্যবেক্ষণের আমরা অনুবাদটি বিশ্লেষণ করিতেছি। পর্যবেক্ষণের প্রথমেই এতদ্বেশীয়দের [illegible] প্রতুলনা দেখানো হইয়াছে, এবং দুই [illegible] পরের কিছু পরেই তাহা [illegible] এবং [illegible] পদের বিশেষ উপযোগী করিয়া। কিন্তু বীজ হাবিলের [illegible] [illegible] হইয়াছে। যাহা হউক সমস্যাটির বিশ্লেষণ করিলে এবার প্রয়োজনের [illegible] বিষয়ে আলোচনা।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় সেণ্টরল্ট গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

ডাক্তার ও সাধারণ বিভাগ।

১৪ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৪। বাবু আশুতোষ বসু মেডিসীপুরের অধিসের জন্য সব ডেপুটী কালেক্টরদের পদে অভিষিক্ত হইলেন।

সব ডেপুটী কমলাক্ষ বাবু গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ ছাত্র অবসর গ্রহণ করিলে বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের পদবী প্রাপ্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথির ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ আব্দুল করিম ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে সবডেপুটী কালেক্টরের পদবী প্রাপ্ত হইলেন।

মজঃফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের অতিরিক্ত সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি. বে. মিত্র পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় বদলী হইলেন।

বাবু শশীভূষণ ভাদুড়ি এম.এ পূর্ণিয়ার সব ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

১২ ই সেপ্টেম্বর। বর্দ্ধমানের ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] [illegible] কার্য্য গ্রহণ করিতে বাবু [illegible] [illegible] ও ডেপুটী কালেক্টরের পদবী প্রাপ্ত হইলেন।

বেহারের সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] [illegible] বদলী হইলেন।

পাটনার সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] [illegible] হইলেন।

মৌলবী মহম্মদ আমির হুসেনের জন্য ভাগলপুর বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টরের পদবী সৃষ্টি হইবে। যখন পদটী খালি থাকে না তখন ইনি অতিরিক্ত ডাক বিভাগের কার্য্য করিবেন।

বাবু [illegible] [illegible] বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু [illegible] [illegible] বিভাগের [illegible] ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত হইলেন।

[illegible]

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অন্যান্য যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইলে বড় সহজ হয়। বা ডাকমাশুল আমাদের পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। ডাকের কথা এখানে অধিকাংশ লোকে পত্রাদি বিনা মূল্যে পাইয়া থাকেন।

পৌষমাঘা সোমপ্রকাশ অধিক মুদ্রিত হইতেছে। সকল মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুস্তক আমরা ঐখানে সর্ব্বদা বিক্রয় করিব।

বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

৭০ নং বহু বাজার কলিকাতা।

কবিরাজ মহাশয় বহুদর্শী সহ প্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত [illegible] সেন কবিরাজ মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্যা দান করণ একটী আয়ুর্ব্বেদিক আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞানে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ইহা অধিকার করিয়া এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিদ্যা প্রদান করিবার মানসে বিদ্যালয়ের মধ্যে একটী ঔষধালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। এতদ্বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার ঔষধালয়ের [illegible] শ্রীযুক্ত হরকিশোর সেন মহাশয় স্বয়ং [illegible] ১ টা পর্য্যন্ত নিজালয়স্থ ব্যক্তিদিগকে ঔষধাদি বিনা মূল্যে প্রদান করেন। বেলা ১ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত সকলকে বিনা মূল্যে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের পরিচালন ভার মহাশয়ের হাতে দিয়া থাকেন। যে সকল বিদেশীয় মহাশয় চিকিৎসার সময়ে [illegible] ও বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ আমাদিগকে বিশেষ অনুগ্রহপূর্ব্বক ডাকযোগে প্রেরণের জন্য মূল্যের টাকা বিনা কমিশনে ঔষধালয়ে দিলে ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হইবে। ঔষধের মূল্য ও ডাকমাশুল ভিঃ পিতে পাঠান হইবে।

বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী ও অন্যান্য বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে [illegible] জানিতে পারিবেন।

শ্রীহরকিশোর সেন কবিরাজ
অধ্যক্ষ।

৭০ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত মহারাজ বরাহ বিনোদ সিংহজি বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে ও অনুজ্ঞায়

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজের

আদি আয়ুর্বেদ ঔষধালয়।

১১ নম্বর ১৮ নং সদার হিদুর রোড,

বেলগাছিয়া। শোভাবাজার ষ্টীমার ঘাটের নিকট।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্বেদোক্ত মতে সমস্ত ব্যাধি বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ সহকারে চিকিৎসা করা হয়। এবং আয়ুর্বেদের বিধানানুযায়ী বিশুদ্ধ ঔষধ সকল প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ঔষধ সকল যাহাতে বিশুদ্ধ ও সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে। ঔষধ সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে, বিদেশস্থ ব্যক্তিদিগের ঔষধ আবশ্যক হইলে ডাকযোগে পাঠান যাইতে পারে, অথবা ভিপিতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। ঔষধ ও পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বহুদর্শী সুযোগ্য পণ্ডিতগণ ও বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ লোক এই ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্যনির্দ্ধারণ পুস্তক দেখিয়া বিচার করিবেন যে

[illegible] ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্য অতি সুলভ [illegible]

[illegible] ঔষধালয়ের ঔষধ অকৃত্রিম [illegible] যত্ন সহকারে [illegible] সেবন করিলে কাশরোগ, পুরাতন জ্বরাদি, ও [illegible] প্রভৃতি রোগ অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। [illegible] ও অম্লপিত্ত রোগে [illegible] পাঁড়ায় ব্যবহার করিলে [illegible]

[illegible] ১

[illegible] ১

[illegible] ১

ঠিকানা—বেলগাছিয়া ডাকঘর কলিকাতা।

ত্রৈলক্যরক্তাবলী।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

এই সুপ্রসিদ্ধ ও দুর্ব্বোধ্য চিকিৎসা গ্রন্থ [illegible] যাবতীয় রোগের চিকিৎসা, পথ্য ও অপথ্য বিষয়ক [illegible] তৈল ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী সরলরূপে লিখিত আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে [illegible] গ্রন্থ হইতে বিশেষ [illegible] ঔষধ লিখিত হইয়াছে।

[illegible] ১০ আনা।

[illegible] ১ ডাকমাশুল— ১০ আনা।

[illegible] ১ ডাকমাশুল ও ভালুর বন্দোবস্ত সহিত [illegible] ১০।

আমার [illegible] দ্বিতীয়।

[illegible] রোগনাশক ঔষধ

[illegible] ঔষধালয়

[illegible] কলিকাতা

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ [illegible] ষ্ট্রীট, বিডন্ স্কোয়ার।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্বেদোক্ত মতানুসারে [illegible] ঔষধ সকল ও তৈল ও ঘৃত, লবণ ও এবং আয়ুর্বেদ বিধানে বিশেষোপযোগী বিবিধ প্রকার ঔষধ সকল ও তাহাদের ব্যবস্থানুযায়ী সহিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মফস্বলস্থ রোগিদিগের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধাদি প্রেরণ করা যাইবে। ঔষধের তালিকা ও ব্যবস্থা প্রার্থনা করিলে ডাকমাশুল সহ পাঠান যাইবে। ঔষধ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পত্রাদি [illegible] ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মহীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা শিশুর সমস্তপ্রকার আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, রক্তমিশ্রিত, কফযুক্ত, আম সংযুক্ত দুর্গন্ধযুক্ত, অতীসার, প্রভৃতি সমস্তপ্রকার অতি কঠিন উদরাময় রোগ সকল, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য উপসর্গ সংযুক্ত থাকিলে, ও শিশুর এই সকলরোগ সেবনে সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হয়। ইহা সেবনে বায়ুর প্রতিরোধক হয়ে, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতানুলোমক। ২ শিশুর ব্যবহারে অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহা নিশ্চিন্তে বালক বৃদ্ধ এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য ২ টাকা পার্শ্বিং ৶০ আনা।

হেমবাতারি।

হৈমবাতারিতে এই ঔষধের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত করিলে শরীরে যুবক বয়স্কদিগের [illegible] এবং শরীরের যে কোন স্থানে [illegible] হয় সমস্ত প্রকারে সরল ও আরোগ্য করে। পিত্তপীড়া হৃৎকম্প মুখে মেঘা দর্শন ও প্রাতঃকালিক ছর্দ্দি উৎপন্ন, [illegible] শীতলতা এবং অগ্নিমান্দ্য এই সকল পীড়া সকল প্রকারে প্রশমিত হয়। [illegible] সেবন করার পূর্ব্বে [illegible] কফাদি ও [illegible] নির্গত, পুরাতন শীতলতা প্রভৃতি রোগ সকলও আশু শান্তি হয়, এবং সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বলকান্তি বৃদ্ধি করে। অজীর্ণরোগে [illegible] ঔষধ অতি হিতকর।

এক শিশির মূল্য ৩ টাকা পার্শ্বিং ৶০।

রক্তমঞ্জরী ঘৃত।

এই ঘৃতসেবনে শিশুর [illegible] বায়ুরোগ [illegible] এবং দুর্ব্বল, শরীরের [illegible] ও [illegible] বর্দ্ধিত হয়, এবং [illegible] পরিপাক [illegible] বিশেষরূপে [illegible] ক্ষুধাবৃদ্ধি, [illegible] ও [illegible] রোগ সমূহ এবং [illegible] বিনষ্ট হইয়া [illegible] প্রাপ্ত হইবেন।

অমৃতমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল প্রয়োগে [illegible] ব্যাধা, [illegible] ব্যথা [illegible] ব্যথা, [illegible] [illegible] চক্ষে জল পড়া, [illegible] [illegible] মাথা ঘোরা, শিরঃপীড়া, [illegible] [illegible] এবং [illegible] পুরুষত্বহীনতা প্রভৃতি রক্তিকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া থাকে বিশেষ রূপে অনুভব করে, চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয় মেধের পুষ্টিসাধন করে [illegible] নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে এবং [illegible] শীতল হয়। অই সোহা এক শিশির মূল্য ১ টাকা, পার্শ্বিং ৶০ আনা।

[illegible] ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্যনির্দ্ধারণ পুস্তক বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

ডাক্তার শ্রীমহেন্দ্রলাল মু খাসনবীশের

আদি মনোহর পঞ্চবিংশতি

তুষারবিন্দু তৈল।

মূল্য ১ শিশি ১৷৷০ টাকা, পার্শ্বিং ৶০ আনা।

ইহা বিশুদ্ধ বাদাম তৈলে [illegible] ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। শিরঃপীড়ায় মহৌষধ। বাধরমে ব্যবহার করিলে পরিষ্কার লাভ ও মনোহর সৌন্দর্য্য লাভ হয়। [illegible] [illegible] ও [illegible] বর্দ্ধিত করিয়া [illegible] ও [illegible] করে। উক্ত [illegible] [illegible] [illegible] পত্রাদি এবং মূল্যাদি [illegible] [illegible] ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ডাকমাশুলের আবশ্যক আমাদিগকে [illegible]

কুসুমমঞ্জরী।

[illegible]

সর্ব্বপ্রকার রাজরোগের অব্যর্থ

চন্দ্রচূড় রস।

✓ উমাচরণ কবিরাজের

সকল প্রকার বেদনাদায়ক

রাজলক্ষ্মী—অদ্বিতীয়।

PROFESSOR of the [illegible]
[illegible]RSITY COLLEGE.

Price [illegible] R. [illegible]

With [illegible] copy of the [illegible]

R. 2—[illegible] annas 8. To [illegible]

at the Sanskrit Depository House, [illegible]
College Street, Calcutta.

Subscribers are requested to send [illegible]
the other part of their subscription.

IN THE PRESS.

The Elements of Mensuration and Plane Surveying.

BY

Babu Bipin Behari Guha, M. A.
Assistant Professor of Mathematics,
Presidency College.

IN THE PRESS.

A Short Treatise on the Arithmetical portion of Geography

containing

Solutions of numerous questions on Local Time; an easy explanation of Latitude, Longitude, &c., the Calcutta University Entrance Examination questions on Geography &c. &c.

BY A

DISTINGUISHED Graduate

Price 2 and 3 [illegible] Part of the [illegible] annas
[illegible] Colleges street. Depository [illegible] Manager
[illegible] Sanskrit Depository

JUST PUBLISHED

A KEY TO THE SKELETCH BOOK OF STRANG COURSE FOR [illegible]

PART I

containing—explanations of difficult passages, accounts of, short dynasties and histories of [illegible] grammatical, biographical and critical notes, historical, mythological and [illegible] questions, analyses of sentences, model questions; University papers and arguments of sketches and [illegible] table appendix of pronunciation and [illegible] phrases &c &c

BY

Some of the most distinguished graduates of the Calcutta University. The writers are all teachers of high standing and large experience. The whole work is being [illegible]ined by

সোম প্রকাশ।

১৮ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তনায় প্রতিনিবিত্তনায় নার্থিব বরত্রয়ী পূর্ণিমাবতী ন জীবনা" ৪র্থ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৪১ সাল। ৫ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৮৩। ২০ এ অক্টোবর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৷০, অগ্রিম ত্রৈমাসিক ৭৫ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি
প্রণীত।
বর্ষ-ব্যাখ্যা। ১ ম খণ্ড।
মূল্য মাত্র চারি আনা।

পাঠকগণ সত্বর মূল্য পাঠাইবেন। অন্যথায় বা ২খানির এককে লইলে চারি আনা মূল্যে দেওয়া যায়।

যিনি বলা কি, হিন্দু বলা কি, কাহা কি, বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তিনি "বর্ষ-ব্যাখ্যা" খানি পাঠ করুন। ইহাতে আর্য্য বর্ষের মহিমা যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যগণ কিরূপ বিজ্ঞানমূলে প্রতিষ্ঠিত, তাহা কীর্ত্তিত হইয়াছে, আর বর্ষ যে কালচক্রের নাভি স্বরূপ, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম না বুঝিয়া, না জানিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধ, এবং অনর্থক উপহাস, ঘৃণা করেন উপর শ্রদ্ধাবান, তাঁহাদের এ গ্রন্থ পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক হিন্দু ২ খানিয়া করিয়া অন্ততঃ কলিকাতা সমবাসী আর্য্যমাত্রে অন্য ৫০ টাকা হিসাবে শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণির নিকট পাঠাইবেন।

পরীক্ষা করিয়া দেখ

মহাবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানিগণ যাহাকে-যাহা অতি ঘৃণাজনক বীভৎসাদিত বলিয়া কখন ঘৃণা করেন নাই, উপরন্তু অতীব যত্নসহকারে ও বিশ্বাসের সহিত পালন করিয়াছেন, এমন কি যে লোকের হীন প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি তাহাই ভাল বলিয়াছে, এমনও

বিনা ঔষধ সেবনে যদ্যপি রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন তবে, ঠিক বর্ত্তমান ঔষধ ব্যবহার করুন অতি সহজ উপায়ে আরোগ্য লাভ করুন, ইহা আমরা বহু পরীক্ষা দ্বারা বলিতেছি, অনেকানেক রোগী আমাদের নিকট আসিয়া বলিয়াছেন, ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়া কিছু করিতে পারেন নাই, আপনার ঔষধ সেবনে আরোগ্য হইয়াছি, এমন অনেক রোগী আমাদের নিকট আছে। ঔষধের মূল্য ৩ টাকা মাত্র, ডাকমাশুল ৫০ আনা। ঔষধ সেবনের প্রণালী ও পথ্যাপথ্য বিষয় পুস্তিকায় লিখিত আছে। ঔষধ সেবনে কোন প্রকার অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। ঔষধ সেবনে কোন প্রকার অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।

ডাক্তার ও কবিরাজগণ যে সকল রোগ আরোগ্য করিতে পারেন নাই, তাহার অধিকাংশ স্থলের রোগ আমাদের ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে, ইহার সহস্র সহস্র প্রমাণ দেখুন।

সকল প্রকার দারুণীর ও পুরাতন রোগে ঔষধের ৩৩ টাকা মাশুল ব্যতীত ডাক্তারের আবশ্যক হইবে না। ইহা সকল পীড়ায় ঔষধ ভিন্ন আর কোনরূপ নিয়ম নাই। চিকিৎসকগণও ইহা ব্যবহার করেন ও ইহার ব্যবহার অনুমোদন করেন। কোন প্রকার কুপথ্যের, পরিবর্ত্তে বা ঔষধের কোন রূপ নিয়ম নাই, আমাদের ঔষধ, ডাক্তারী ঔষধের ন্যায় ক্রিয়া করে।

এই ঔষধের ব্যবহার আরম্ভ হইতে ইং ১৮৮২ পর্য্যন্ত আমাদের হইয়াছে, যেরূপ আর পর্য্যন্ত অনেক রোগী আরোগ্য হইয়াছে, এখন কি আমরা যে সে ঔষধ বিক্রয় করিতেছি, এরূপ কোন ব্যক্তি কখন প্রমাণ করিতে পারেন নাই। ঔষধের ৩৩ টাকা মাশুল ব্যতীত ডাক্তারের ফি ভিজিটের কোন কথা আমাদের নাই। ঔষধ সেবনে কোন প্রকার অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। ঔষধ সেবনে কোন প্রকার অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।

ডিস্পেপ্সিয়ার ঔষধ মূল্য ৩ টাকা মাশুল ৫০ আনা মাত্র।

ভাবপ্রকাশ।

(মূল ও অনুবাদ)

ভাবপ্রিয় মানব মাত্রেরই ভাবুকতাপূর্ণ গ্রন্থের আদর বিলক্ষণ। এই জন্য যে কোন বিদ্যাবিশেষ উপযোগী ভাষা নহে, ইহাতে সকল শ্রেণীরই উপযোগ আছে। তাহা, যার আছার নিদ্রা নিত্য, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আমাদিগের আবশ্যক আধীনতাধী, কি নিয়মে পালন করিলে শরীর সুস্থ থাকে, গর্ভবতী স্ত্রী ও প্রসূত বালকের কিরূপ পরিচর্য্যা আবশ্যক, রোগ হইলে কি রূপ রোগে কিরূপ নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য এবং রোগ হইলে সহিত রোগ হইতে মুক্তি হইলে তখন কিরূপে শীঘ্র সুস্থ হইবার সম্ভাবনা এই গ্রন্থে তাহা বিশেষরূপে বিবৃত আছে। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বোৎপত্তিকর গর্ভে পুত্র কন্যা ও নপুংসক করাইবার উপায়, যদি কন্যা বা নপুংসক হইয়া থাকে, যদি কন্যা বা নপুংসক

পতাকা।

নূতন সাপ্তাহিক পত্র।

২ ... ক ... ক শুক্রবার হইতে

প্রকাশিত হইবে।

... ...

... ...

... ...

...গণকে জানাইতেছি, তাঁহা আমাদের ... হইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি ... করা পরিত্যাগ করিতে হইল। ... ইহা আর লোপাপত্তির আশঙ্কায় ... চাঁদড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যিনি কেহ ইহার পর গ্রাহকের অভিলাষী হন, তিনি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১৯০ সাল
১লা চৈত্র

শ্রীনবকুমার পাল।
চাঁদড়িপোতা।
মোবারকপুর ডাকঘর, পাবনা।

প্রেরিতপত্র।

সম্পাদক মহাশয়! ইংরাজ পুরুষ স্বজনী সভায় গত পরীক্ষায় উত্তরার্থে কুমিরা ইংরাজি স্কুলের হেড মাষ্টার এই প্রবন্ধটী লিখা করেন।

স্বয়ম্বর প্রথা ভাল কি মন্দ?

স্ত্রী পুরুষ পরিণয় সম্বন্ধে সমাজের দুই সম্প্রতি মত দেখা যায়। স্ত্রী পুরুষের উপর নির্ভর করে। তত্ত্ব হওয়া না হওয়া ভবিষ্যতের সৃষ্টি ও আমাদের দুর অজ্ঞাত। তাহাদের নিজ প্রকৃতি স্ত্রী পুরুষের প্রধান কর্তব্যাকাঙ্ক্ষী। এই সমস্ত কর্তব্য কার্য্যের ভার লইয়া সম্পত্তিগণ সংসারে প্রবেশ করেন। কিন্তু কে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাহা তাঁহাদের অন্তরগত ভাব বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে যে কোনো অবধারিত হইতে পারা যায়। সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি এতদ্ভিন্ন নির্ভর। বিনা যৌবনকালে বাহির হয় না এবং সেই সাময়সমাজ দুরস্থ উপস্থিতিগুলি, তখন মূল সম্পত্তির একবারে উন্নতির মূলিভিত্তি বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিবাহ সম্পাদনকালে স্ত্রী ও পুরুষকে একত্রিত করা হয়। তখনকার আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও প্রেমের আশায়, পরিণয়, সমাধা বাসরে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিদায়ী হইয়া উঠে। কারণ দুইটী বিভিন্ন মনের অবস্থা এই সময়ে এই বিষয়ে সমানে সমান। বিবাহ কিন্তু প্রেমিক পাই, প্রেমিক কিন্তু পাত্রীকে প্রেমিকা পাই, প্রেমিকা কিন্তু পাত্রকে প্রেমিক পাই, এমন অবস্থায় বিবাহ প্রেমিক প্রেমিকা [illegible]

[illegible] উপরে [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] বিষয় [illegible] মনোনীত। যাঁহারা স্ত্রীর সাধিনী প্রকৃতি [illegible] পরের মুখরক্ষা পাঠে বলিয়াছেন তাঁহারা সম্পূর্ণ অবগত আছেন, কি উপায়ে দুটী হৃদয় মিলিত হইতে পারে। কোন প্রণালী অবলম্বনে হৃদয়ের প্রথম ভাবাই দেখা যাইত। পরিণয় দুই হৃদয়কে এক করে, আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে অনেক প্রকার বিবাহের প্রণালী প্রচলিত ছিল, স্বয়ম্বর প্রথা এবং যে প্রথা আমাদি চলিয়া আসিতেছে তাহাই উল্লেখযোগ্য। অবশিষ্ট অনির্দ্দিষ্ট বলে একটীর ব্যবহারও বা বিবাহের উদ্দেশ্যের পরিপোষক নহে। স্বয়ম্বর প্রথা এই আধুনিক প্রথা নিজ প্রথা হইতে বিচার করিয়া দেখিলে স্বয়ম্বর প্রথাই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বোধ হয়। অতি সহজেই হৃদয় পর সৌন্দর্য্যের আকর্ষণই প্রধানতঃ [illegible] কারণ হয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাই যদি সমস্ত সুখের আধার হয়, তাহা হইলে নিজে বাছা বা আমাদের মতে এই অবস্থাবলম্বন বিবাহিত দম্পতিগণের সম্পূর্ণ [illegible] অতিরিক্তে পরিচালনা [illegible] তাহা [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible]

সোমপ্রকাশ।

৫ ই কার্ত্তিক সোমবার।

এই প্রস্তাবের সহিত কি কি কাগজের সম্বন্ধ আছে তাহার পরিচয়ের নিমিত্ত লিখিত হইবে।

আমাদের এদেশে ঐ বিষয়ের প্রচার উচিত নয়। যিনি এ সম্বন্ধে আপত্তিপত্র আনয়ন করিবার নিমিত্ত বলেন, উপস্থিত অধিবেশনে তাহার অবসর দেওয়া যাইবে।

ঐ প্রস্তাবের সহিত সম্বন্ধ আছে, এমন কোন কাগজ উপস্থিত করিতে কাহারও ইচ্ছা থাকিলে, তিনি তাহা উপস্থিত করিতে পারেন।

এই বিষয়ের মধ্যে কোন কাগজ উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত সভাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কেহই কোন কাগজ উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

তখন সভাপতি কহিলেন, আমি যে কাগজ উপস্থিত করিয়াছি, তাহা সকলেই শুনিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, বলুন।

শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু কহিলেন, আমি এই কাগজের সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আমার বিবেচনায় এ কাগজটী সভায় পাঠ করা উচিত নয়। ইহাতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সভার উপযুক্ত নহে। ইহাতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সভায় পাঠ করিলে, সভার গৌরব নষ্ট হইবে। আমি সভার গৌরব রক্ষার নিমিত্ত এই কাগজটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি না।

শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কহিলেন, আমি এই কাগজটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সভায় পাঠ করিলে সভার গৌরব নষ্ট হইবে, এ কথা আমি স্বীকার করি না। ইহাতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সভায় পাঠ করিলে সভার গৌরব নষ্ট হইবে, এ কথা আমি স্বীকার করি না। ইহাতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সভায় পাঠ করিলে সভার গৌরব নষ্ট হইবে, এ কথা আমি স্বীকার করি না।

শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু কহিলেন, আমি এই কাগজের সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আমার বিবেচনায় এ কাগজটী সভায় পাঠ করা উচিত নয়। ইহাতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সভার উপযুক্ত নহে। ইহাতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সভায় পাঠ করিলে, সভার গৌরব নষ্ট হইবে। আমি সভার গৌরব রক্ষার নিমিত্ত এই কাগজটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি না।

শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কহিলেন, আমি এই কাগজটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সভায় পাঠ করিলে সভার গৌরব নষ্ট হইবে, এ কথা আমি স্বীকার করি না। ইহাতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সভায় পাঠ করিলে সভার গৌরব নষ্ট হইবে, এ কথা আমি স্বীকার করি না।

উপস্থিত সভ্য মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন

আমাদের এই সোমপ্রকাশ পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ৩ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। নমুনার জন্য ১ খানি পত্রিকা পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল সহ ৴৩ আনা পাঠাইতে হইবে। ইহার বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পংক্তি ৴৩ আনা। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

১। বিজ্ঞাপন দিবার পূর্ব্বে মূল্য দিতে হইবে।

২। বিজ্ঞাপন ১ পংক্তি হইতে ১০ পংক্তি পর্য্যন্ত লওয়া যায়।

৩। বিজ্ঞাপন ১ পংক্তি হইতে ১০ পংক্তি পর্য্যন্ত লওয়া যায়।

৪। বিজ্ঞাপন ১ পংক্তি হইতে ১০ পংক্তি পর্য্যন্ত লওয়া যায়।

৫। বিজ্ঞাপন ১ পংক্তি হইতে ১০ পংক্তি পর্য্যন্ত লওয়া যায়।

৬। বিজ্ঞাপন ১ পংক্তি হইতে ১০ পংক্তি পর্য্যন্ত লওয়া যায়।

৭। বিজ্ঞাপন ১ পংক্তি হইতে ১০ পংক্তি পর্য্যন্ত লওয়া যায়।

৮। বিজ্ঞাপন ১ পংক্তি হইতে ১০ পংক্তি পর্য্যন্ত লওয়া যায়।

৯। বিজ্ঞাপন ১ পংক্তি হইতে ১০ পংক্তি পর্য্যন্ত লওয়া যায়।

১০। বিজ্ঞাপন ১ পংক্তি হইতে ১০ পংক্তি পর্য্যন্ত লওয়া যায়।

[illegible]	১৪৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঢাকা	৭৩১	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চট্টগ্রাম	১১৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]
পাবনা	৭৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রাজসাহী	৬১	[illegible]	[illegible]	[illegible]
উড়িষ্যা	৩০	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ছোটনাগপুর	৩২	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	১১	[illegible]	[illegible]	[illegible]

এখন পাঠক। প্রতি হাজারের বাকিরা মাদ্রাসার ৩ লিখা [illegible] অন্তত ৬ বছর করিয়া শিক্ষা করিবে। বাকিরা আর ৪ বছরে মেডিসেন প্রাপ্ত হইবে, আর [illegible] অন্তরাল ৫

হইতে চলিল। আমাদের কাগজ বাহির হইবার পর হইতে ... ৮ই ফাল্গুন তারিখে ... হইল। ... ইহার মধ্যে আমাদের অনেক ... হইল। ... ছাপা হইবার পূর্ব্বে ... ছাপা হইয়া ... ছাপা হইয়া ... ছাপা হইয়া

অনেক বেরিয়ে চলিয়া এই সময়ে এখানে এসেছেন, সন্দেহ নাই।

যুদ্ধের সময়ে প্রজারা বেশ্যা হইত এবং আমাদিগের আনুকূল্যে। এখানে এখন তাঁহারা বেশক বৃদ্ধন, অথবা বেশ্যা বৃত্তি বন্ধ করা যায়, তথাপি আমরা একটী কথা বলি, মহাকবি কালিদাস দুই চারিটী বংশের শেষে এই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"প্রবর্ত্তন্তে হ্যতঃ কুলস্য পার্থিবাঃ
নরদেবাঃ পরিক্ষয়ী ন হীতরাঃ।"

যাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ চেষ্টা করুন এবং বিধাতা হাস্য করিবেন।

এখন মুখ ফুটিয়া অধিক কিছু বলিবার উপায় নাই। বুকের ভিতরে কি যাতনা হইতেছে, তাহা আমরা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারিতেছেন না।

আমাদের মত কেহ কেহ বলিতেছেন, এ বিষয়ে এ সময়ে অধিক কিছু বলা নিষ্ফল। ঐ কথা কোন্ সময়ে কিরূপ পরিণত হয় কিছুই বলা যায় না। আমরা যে সময়ে যে কথা বলিয়া থাকি, তাহা অনেক সময়ে আপন মনঃ প্রণীত অনেক বিষয় আমাদের ঐরূপ বিশ্বাস করিয়া লইলে, এই কথার বিষয়টিকে বিশদ করিয়া বুঝিলে, এই কথার বিষয়টিকে বিশদ করিয়া বুঝিলে, এই কথার [illegible] আমরা অনিষ্ট [illegible]। কিন্তু তিনি এখানে থাকিলে বিশেষ সাহসে বিধায় ঘটাইতে পারিবেন না। যত দূর চেষ্টা [illegible] তিনি সহজে আমাদের প্রস্তাবের ত্রুটি ধরিতে পারিবেন।

এ কথা এখানে [illegible] যে সকল আবশ্যক ছিল [illegible] যে কোন [illegible] সে সকল এখনো [illegible] সময় হয় নাই এ কথা [illegible] সে সকল বিষয়ের উপর [illegible] উপস্থিত করিলে [illegible] হইবে। আমরা আমরা আমাদের [illegible] কথন শিক্ষা, লোক সৈন্যের ও আর [illegible] বিদ্যালয়ের একটী অথবা [illegible] আর [illegible] কোন্ হাস্যাস্পদ ব্যক্তিই এ অবস্থায় ব্যক্তিগত [illegible] এরূপ অবস্থায় মাজিষ্ট্রেট হইতে পারেন না। সেপ্টেম্বর আসুক, তখন প্রস্তুত না হইয়া কেহ একবার আপনার সেন পরি হইতে পারেন না। বালক প্রথম ভূমিষ্ঠ হইয়া, তাহার পর উপযুক্ত হইয়া, তাহার পর দুই এক পা করিয়া হাঁটিতে শিখে, তাহার পর হাঁটিতে শিখে। সভ্য ইংরেজ যদি প্রজাদিগকে অল্পে, অল্পে, অল্পে প্রভৃতি উপায় প্রয়োগ করিয়া না থাকেন, আজ কি আমরা ঐ ঐ পদে প্রজাদিগের আবশ্যকতা অনেক [illegible] করিতে পারিতাম? [illegible] কার্য্যকর। বিলাতে [illegible] নাম মাত্র ব্যক্তি জুরীর কার্য্য করিয়া থাকেন। তাহাদের সম্মুখে এই আন্দোলনের প্রস্তাবগুলি [illegible] উপস্থিত করিলে [illegible] লোক হইবার [illegible] নাই।

[illegible] সিভিল সার্ভিস বিভাগের অন্তর্গত [illegible], প্রেসিডেন্সি, [illegible] নিমিত্ত [illegible] ৮ই আগষ্ট কলিকাতা [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমরা পাঠক [illegible] নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম [illegible]

যে সকল ব্যক্তি মত দিবে তাহাদিগের [illegible] বিষয়।

১। পরম আত্মীয়তে ইণ্টেলাকে [illegible] পারিবে না। যে ব্যক্তির [illegible] পূর্ণ এক বৎসর কাল তিনি [illegible] মধ্যে বাস করিবেন, তিনি [illegible] অধিকারী হইবেন। ১৮৭৪ সাল [illegible] অনুসারে তিনি [illegible] দিতে পারিবেন।

২। উক্ত নিয়মের অধীন হইয়া যে সকল ব্যক্তি রিপোর্টের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৪০ টাকার ন্যূন না হয় এরূপ টাক্স দিয়াছে তাহারাই মত দিবে।

৩। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে যদি কোন ২ জন উক্ত নিয়মের বর্হিভূত হইয়া ১৪০ টাকা টাক্স দেয়,তাহার ঐ পরিবারের মধ্যে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কিম্বা উকীল ও [illegible] প্রবাসী হয়েন), কিম্বা মাসিক ৫০ টাকা বেতনভোগী কোন ব্যক্তি থাকেন, আর যদি তিনি উক্ত নিয়মের বর্হিভূত হন, তাহা হইলে তিনিও মত দিতে পারিবেন।

মতদাতাদিগের রেজিষ্টরি।

৪। এই নিয়মগুলি প্রচারিত হইবার পরেই [illegible] মাজিষ্ট্রেট মতদাতাদিগের একটী রেজিষ্টরি [illegible] যে সকল ব্যক্তিকে ঐ রেজিষ্টরি প্রস্তুত [illegible] অভিপ্রায় নিম্নোক্তিত করা হইবে, তাঁহারা মতদাতাদিগের তালিকা রেজিষ্টরি করিয়া [illegible] ঐ রেজিষ্টরি প্রস্তুত করিবেন। সময়ে সময়ে ঐ রেজিষ্টরি সংশোধিত করা হইবে এবং নূতন ট্যাক্স অনুসারে তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক হইবে। মিউনিসিপালিটীর [illegible] মাজিষ্ট্রেট অথবা উপনিবেশীয় কমিশনরের আবশ্যকমত ঐ সময়ের সংবাদ দিবেন।

৫। নিষ্পন্ন করিবার নিমিত্ত যে দিন নির্দ্দিষ্ট হইবে, অন্ততঃ তাহার একমাস পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যক্তির [illegible] তাহার [illegible] মতদাতাদিগের তালিকা প্রকাশ করিয়া [illegible] হইবে।

[illegible] নির্দ্দিষ্ট দিনে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা [illegible] মতদাতাদিগের তালিকা প্রস্তুত করিয়া [illegible] হইবে।

৬। যে সকল ব্যক্তি মত দিবার যোগ্য, তিনি অন্য যোগ্য ব্যক্তিকে পদপ্রার্থী বলিয়া মনোনীত করিতে পারেন।

৭। নির্দ্ধারিত আরম্ভ হইবার অন্যূন ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট পদপ্রার্থীদিগের নির্দ্ধারিত নিমিত্ত মোটীস জারী করিবেন,ঐ মোটীস জারির দিন হইতে চৌদ্দদিনের মধ্যে মনোনীত ব্যক্তিদিগের নাম দিতে নিষ্পন্নস্থান আদালতে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। ঐ সময়ের পরে কোন পদপ্রার্থীর নাম আর গ্রাহ্য করা হইবে না।

৮। যে সকল ব্যক্তি পদপ্রার্থী হন এবং যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগকে মনোনীত করেন, তাঁহারা নিষ্পন্নের নাম নির্দ্ধারিত করা আরম্ভ হইবার অন্যূন সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে এখানে নিষ্পন্নস্থান আদালতে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। ঐ সময়ে পদপ্রার্থিদিগের প্রতি আপত্তি করিবার নিমিত্ত করিয়া [illegible] ঐ দিন মোটীস জারি করিবার অন্যূন [illegible] সপ্তাহ পরে স্থির করিতে হইবে।

৯। মাজিষ্ট্রেট যদি তিনি আপনার নিয়োগিত করেন,সেই পদের নিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি আপত্তি না করেন ও আপনি মনোনীত করিবেন, ঐ নিয়োগের পূর্ব্বে অবশ্যক [illegible] বেজেষ্টরি [illegible] নিয়োগ করিতে [illegible]

১৩। নির্দ্ধারিত [illegible] পক্ষের [illegible] আপত্তি [illegible] ঐ সকল [illegible] আপত্তি [illegible] কোন [illegible] তাহা [illegible] দেখা যায়।

যেরূপে নির্দ্ধারণ করা হইবে তাহার বিষয়।

১৪। প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য নির্দ্ধারিত দিবসে [illegible] ওয়ার্ডের নিমিত্ত [illegible] করিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। ঐ দিবসে [illegible] হইবে।

১৫। প্রত্যেক ওয়ার্ডে যে [illegible] নির্দ্ধারিত হইবে, মাজিষ্ট্রেট তাহা স্থির করিবেন।

১৬। প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য নির্দ্ধারিত দিবসের [illegible] এক মাস পূর্ব্বে [illegible] করিয়া এবং [illegible] পিটিয়া সকলকে জানান হইবে।

১৭। প্রত্যেক মফস্বলবাসী যে ওয়ার্ডে বাস করেন, তিনি সেই ওয়ার্ডের নিমিত্তই মত দিতে পারিবেন। অন্য ওয়ার্ডের নিমিত্ত পারিবেন না। ঐ ওয়ার্ডে যতগুলি পদ খালী হয়, তিনি ততগুলি [illegible] নিমিত্ত মত দিতে পারিবেন।

১৮। যে সকল ব্যক্তি মত দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে নির্দ্ধারণকালে উপস্থিত থাকিতে হইবে। তাঁহারা প্রতিনিধি দ্বারা অথবা লিখিয়া মত পাঠাইতে হইবে না।

১৯। মাজিষ্ট্রেট অথবা তিনি যাহাকে লিখিয়া দিবেন, সেই ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়ার্ডে নির্দ্ধারণ কালে অধ্যক্ষতা করিবেন। মাজিষ্ট্রেট পাত্রাধিকারকে মনোনীত করেন, তিন জনের কম না হয়, এবং পাঁচ জনের অধিক না হয়, এরূপ করিয়া ঐ বা তত সদস্যতা করিবেন।

। যে সকল মফস্বলবাসী তথায় উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা, নির্দ্ধারণকালে তথায় উপস্থিত তাঁহাদের নিকটে কার্য্যের উদ্দেশ্য ও বৃত্তান্তাদি বুঝাইয়া দিবার জন্য তাহার পর তিনি পদপ্রার্থী-দিগের নাম এবং তাহাদিগে প্রস্তাবকদিগের নাম উচ্চৈঃস্বরে সকলকে জানাইবেন।

২১। প্রত্যেক মফস্বলবাসী পদপ্রার্থীর নাম যদি [illegible] ব্যক্তি তাহার পোষকতা করিবেন। কার্য্যাধিকৃত মফস্বলবাসী প্রত্যেক পদপ্রার্থী এবং তাহার পোষকতাকারী উপস্থিত মফস্বলবাসিদিগের নিকটে তাহার পদপ্রার্থিতার বিষয় জানাইবেন। যে সকল পদপ্রার্থীর [illegible] পোষকতা [illegible] তাহার নাম তালিকা হইতে [illegible] করিয়া দেওয়া হইবে।

২২। যে সকল [illegible] পোষকতা [illegible] সম্ভবমত [illegible] করিয়া [illegible] পারেন যে, [illegible] কোনরূপে [illegible] উপযুক্ত [illegible] তাহা [illegible] উপযুক্ত [illegible] তাহা [illegible] করিয়া দিবেন যে, ঐ পদের পদপ্রার্থী বলা [illegible] হইবেন।

২৩। অন্যান্য পদপ্রার্থীর [illegible] পোষকতা করেন, তাহাদিগের [illegible] করিয়া [illegible] অন্যূন [illegible] হইবেন। ঐ [illegible] পোষকতাদ্বারা [illegible] করিবার [illegible] করাইবেন। যদি কোন [illegible] বিষয়ে [illegible] আবশ্যক বোধ না করেন, তাহার করিয়া দেওয়া হইবে তিনি যথাবিধি [illegible] হইবেন।

২৪। যদি কোন [illegible] যথোচিত না হয়, তিনি তখনই পোষকতাকারীকে তাহার অনুকূলে এবং উক্ত নির্দ্ধারণানুসারে [illegible] পদপ্রার্থীর বিপক্ষে হাত তোলাইতে পারিবেন।

২৫। যদি হাত তোলান হয়, তখন কার্য্যাধ্যক্ষ [illegible] দিবার [illegible] করিবেন। মফস্বলবাসিদের [illegible] যে পদপ্রার্থীর [illegible] উপস্থিত হইবেন, কার্য্যাধ্যক্ষ তাহাদিগের [illegible] করিয়া লইবেন। [illegible] করিয়া দেখিবেন।

২৬। যে সকল [illegible] বিষয়ে অধিক সংখ্যা [illegible] হইবে, কার্য্যাধ্যক্ষ তখনি তাহার করিয়া দিবেন, যে ঐ সকল পদপ্রার্থী যথাবিধি মনোনীত হইলেন। যে সকল মফস্বলবাসী হাত [illegible] তাহাদিগের [illegible] হয় [illegible] তাহা [illegible] করিয়া [illegible] না দেন, তাহা হইলে কোন পদপ্রার্থী মনোনীত হইবেন না।

২৭। ওয়ার্ডের তালিকাভুক্ত মফস্বলবাসিদিগের [illegible] যদি [illegible] উপস্থিত হইয়া থাকে [illegible] তাহা হইলে আইনের ২৯ [illegible] হইবে যে, নির্দ্ধারণকারীরা [illegible] নির্দ্ধারণদ্বারা [illegible] করিতে পারিবেন [illegible]

২৮। [illegible] পদপ্রার্থীর বিষয় [illegible] হইবে, এবং [illegible] বলিয়া [illegible] পারিবেন, [illegible] [illegible] পদপ্রার্থী আছে, [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

ভক্তি দেখাইবার সুবিধা হইবে। ঐ সকল সৈন্য হইতে তৎকালে মুসলমান ব্রিটীশ রাজ্যের উপকার সাধনেরই সম্ভাবনা অল্প। অতএব আমাদের বিবেচনায় ব্রহ্মরাজ্যের সৈন্য আনাইয়া বিদায় প্রদান সংপ্রতি বিধেয় নহে। সৈন্য আনাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্তমনের প্রতি আবশ্যক করা হইবে। এ অধি যান করা কেন? তাঁহারা কি কখন অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছেন?

এস্থলে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক। দেশীয় রাজগণের সৈন্য তাঁহাদিগের মান ও শোভার নিমিত্ত। এই সকল সৈন্য হইতে তাঁহাদিগের নিজের বিশেষ উপকারলাভ দেখা যায় না, সময় বিশেষে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টেরই অতুল উপকার সম্ভাবনা আছে। অতএব ঐ সকল সেনার নিমিত্ত ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের এক পয়সাও লাগে না এমত সুযোগে রাজ্য রক্ষা করিতে থাকে। এমন যে চমৎকার এক যুক্তি পরিত্যাগ করা কি উচিত

এখানে আরো একটী বিষয়ের উল্লেখ করা

করা [illegible] পূর্ব্ব পরাধীনগণকে সাধারণে অর্পিত [illegible] তাঁহারা মনে করেন, এদেশীয়দিগকে [illegible] ইহাতে ঐ অবিশ্বাস [illegible] তাহাদিগকে [illegible] সেনিকদিগের নিকট [illegible] ভারতবাসীরা যার অকৃতজ্ঞ হউক, এদেশীয় লোক কখন [illegible] গবর্ণমেণ্টের অনেক অনিষ্ট [illegible] নাই সিপাহি বিদ্রোহ হইবার অনেকগুলি কারণ ছিল। কয়েকজন রাজপুরুষের [illegible] ঐ সময়ে হইবার প্রধান কারণ ছিল। ঐ বিদ্রোহ কিন্তু অন্য কোন সময়ে কি এদেশীয় সৈন্যগণ ব্রিটীশ জাতির অপকার আরম্ভ করিয়াছে? বিশ্বাসযুক্ত কার্য্যযুক্ত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট এদেশীয় সৈন্যেরা যখন সমরে নীত হইয়া তখন তাহারা কি উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছে? তখন তাহারা এবম্প্রকার এদেশীয় সেনাগণ [illegible] মাত্র লইয়া যাওয়া হয়, তখন কি অন্য [illegible] পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল? সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে ইহার সমর্থক [illegible] বিপক্ষ হইয়াছিলেন, দেশীয় রাজগণ সেই সময়ে সিপাহির না ব্রিটীশ জাতির কাহার সাহায্য করিয়াছিলেন? যে সকল রাজা ব্রিটী জাতির এরূপ বশ্য ও বন্ধু হইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে অকারণ বিশ্বাস করিয়া কুণ্ণ করিলে কোনক্রমে কর্ত্তব্য নয়।

অবশেষে বক্তব্য।

এতক্ষণকার আমার ঠাট্টা ছিল। যে অতি গুরুতর। যে বিষয়ের আমি আলোচনা করিলাম তাহার গুরুত্ব সাধারণ বিষয়ের মত নহে। ইহার উপর ভারতবর্ষের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। ইহার উপর ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। যে [illegible] বিষয়ের উপরে পড়িলে। যাহা হউক, বিষয়ের গুরুত্ব দেখিয়া ভয় পাইবেন না। পাঠক! ইহাতেও ভয় পাইবেন না। ভয় পাইলে কোন কার্য্য হয় না। ভয় পাইলে কোন কার্য্য হয় না। ভয় পাইলে কোন কার্য্য হয়

বিবিধ সংবাদ

ইষ্টরেলওয়ের সমাচার।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] বিলাতে [illegible] ইংরেজ [illegible] ইংরেজ [illegible] ইংরেজ

...

...

...

১৯ ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৪টার সময় আহিরাগঞ্জে পৌঁছিয়া আমি দেখিলাম, ষ্টেশনে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছে। অনেকেই আমার পরিচিত। তাহারা আমাকে দেখিবার জন্য এবং আমার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আসিয়াছিল। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সেখানে একটি বিরাট জনসভার আয়োজন হইয়াছে। সভাস্থলে পৌঁছিয়া আমি দেখিলাম, সেখানে প্রায় ৫০০০ লোক সমবেত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তাহার পর আমি বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। বক্তৃতা প্রায় ১ ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল। সকলে আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শুনিয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সভাভঙ্গের পর আমি ডাকবাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে আহিরাগঞ্জের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। তাঁহারা চলিয়া গেলে আমি আহার করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি আহিরাগঞ্জ ত্যাগ করিয়া পরবর্তী ষ্টেশন নবীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নবীনগরে আমার জন্য কোন সভার আয়োজন করা হয় নাই। ষ্টেশনে কয়েকজন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। বৈকালে ৪টার সময় আমি নবীনগর ত্যাগ করিয়া পরবর্তী ষ্টেশন রামপুরহাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

রামপুরহাটে আমার জন্য কোন সভার আয়োজন করা হয় নাই। ষ্টেশনে কয়েকজন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তাহার পর আমি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি রামপুরহাট ত্যাগ করিয়া পরবর্তী ষ্টেশন শিবপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শিবপুরে আমার জন্য একটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। সভাস্থলে পৌঁছিয়া আমি দেখিলাম, সেখানে প্রায় ৩০০০ লোক সমবেত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তাহার পর আমি বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। বক্তৃতা প্রায় ১ ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল। সকলে আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শুনিয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সভাভঙ্গের পর আমি ডাকবাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে শিবপুরের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি শিবপুর ত্যাগ করিয়া পরবর্তী ষ্টেশন কাঁকুড়িয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কাঁকুড়িয়ায় আমার জন্য কোন সভার আয়োজন করা হয় নাই। ষ্টেশনে কয়েকজন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি কাঁকুড়িয়া ত্যাগ করিয়া পরবর্তী ষ্টেশন মহিষাদলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মহিষাদলে আমার জন্য একটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। সভাস্থলে পৌঁছিয়া আমি দেখিলাম, সেখানে প্রায় ৪০০০ লোক সমবেত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তাহার পর আমি বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। বক্তৃতা প্রায় ১ ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল। সকলে আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শুনিয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সভাভঙ্গের পর আমি ডাকবাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে মহিষাদলের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি মহিষাদল ত্যাগ করিয়া পরবর্তী ষ্টেশন তমলুকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তমলুকে আমার জন্য কোন সভার আয়োজন করা হয় নাই। ষ্টেশনে কয়েকজন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি তমলুক ত্যাগ করিয়া পরবর্তী ষ্টেশন কাঁথিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কাঁথিতে আমার জন্য একটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। সভাস্থলে পৌঁছিয়া আমি দেখিলাম, সেখানে প্রায় ৫০০০ লোক সমবেত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তাহার পর আমি বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। বক্তৃতা প্রায় ১ ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল। সকলে আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শুনিয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সভাভঙ্গের পর আমি ডাকবাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে কাঁথির কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি কাঁথি ত্যাগ করিয়া পরবর্তী ষ্টেশন রামনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রামনগরে আমার জন্য কোন সভার আয়োজন করা হয় নাই। ষ্টেশনে কয়েকজন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি রামনগর ত্যাগ করিয়া পরবর্তী ষ্টেশন পটাশপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পটাশপুরে আমার জন্য একটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। সভাস্থলে পৌঁছিয়া আমি দেখিলাম, সেখানে প্রায় ৩০০০ লোক সমবেত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তাহার পর আমি বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। বক্তৃতা প্রায় ১ ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল। সকলে আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শুনিয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সভাভঙ্গের পর আমি ডাকবাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে পটাশপুরের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি পটাশপুর

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় জেণ্টলমেণ্ট গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী বিজ্ঞাপন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৬৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি।

বঙ্গদেশীয় জেণ্টলমেণ্ট গবর্ণমেণ্টের জেলা আলিপুরে ডেপুটি কালেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা হুগলির ডেপুটি কালেক্টর বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা বর্দ্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও জেলা বীরভূমের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা বাকরগঞ্জের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা ফরিদপুরের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা যশোহরের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা নদীয়ার ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা মুর্শিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা পাবনার ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা রাজসাহীর ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা দিনাজপুরের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা রঙ্গপুরের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা বগুড়ার ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা পাটনার ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা গয়ার ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা শাহাবাদের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা সারণের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা চম্পারণের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা মজফরপুরের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা দারভাঙ্গার ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা মুঙ্গেরের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা ভাগলপুরের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা পূর্ণিয়ার ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা কটকের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা পুরীর ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা বালেশ্বরের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা সম্বলপুরের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা মানভূমের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা হাজারিবাগের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা লোহারডাগার ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা পালামৌর ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা সিংভূমের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা ছোটনাগপুরের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা ধলভূমের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা কামরূপের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা গোয়ালপাড়ার ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা নওগাঁর ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা শিবসাগরের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা লখিমপুরের ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা দরঙ্গের

[illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] পাস হইলেন।

[illegible] বাবু গোপাল [illegible] বাবু [illegible] বাবু [illegible] বাবু

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনামূল্যে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, গোপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী সংক্রান্ত সাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত কৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ গোপাল-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি লেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং মাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

যাঁহারা গোপ্রকাশে পত্র পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

ঠিকানা। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তুষারবিন্দু তৈল

মূল্য ১ শিশি ১৷৷০ টাকা, প্যাকিং আনা।

ইহা বিশুদ্ধ বাদাম তৈলে রীতিমত ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। বিলাতীকায় মনোহর। ব্যবহারে স্নায়ুর দৃঢ়তা হইতে পরিষ্কার আরাম ও মনোহর সৌরভ হয়। স্নানসময়ে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ তৈল ও ফেন বহির্গত করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও কোমল করিয়া মর্দ্দন করিবে। ঔষধ গুণে সমস্ত দুঃখ দূরীভূত ও বিশ্রামসুখের সঞ্চার হইবে। আরোগ্যের আশা করিতে পারিবেন।

প্রস্তুতকর্ত্তা কিশোরীলাল, ভবানীপুর কলিকাতা।

রমণী-বিলাস তৈল।

(নবীন কুসুমের সুগন্ধময় স্নিগ্ধ তৈল।)

এই তৈল ব্যবহারে মস্তিষ্কের, স্নায়ুর দৃঢ়তা, চক্ষুর জ্যোতি ও শরীর সুস্থ হয়। অনিদ্রা দূর হয়। অধিক পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা, রোগ, শোকাদি জনিত শরীরের ক্লান্তি, অবসন্নতা, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি সমস্ত দূর হয়। ইহার সৌরভে মন প্রফুল্ল হয়। অধিক কি বলিব, ইহা ব্যবহারে সকল রোগের শান্তি হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷০ আনা ডাকমাশুল ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, ৩৯ নং মদনমিত্রের লেন, কলিকাতা।

উদাসীন হইতে প্রাপ্ত

(মর্ম্মপ্রকাশ আর গোপন করা উচিত নহে।)

ইহা ব্যবহার মুখ জন্মে, আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ, অজীর্ণ, উদরাময়, অম্লপূর্ণ বেদনা, আমাশয়, চক্ষু-জল পর্য্যন্ত পান, বোধন অষ্টপ্রহরিক জ্বর, এবম্বিধ ইতরাদি বিশিষ্ট অজীর্ণ ব্যাধি এই আশ্চর্য্য ঔষধ ৭ মাত্রায় ৭ আনায় সকলের মনো নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৷০, প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ব্যবহার আমার নিজেই যে সময় ঔষধ প্রাপ্ত, ৭ দিন পর কিম্বা আপনার সন্তুষ্টের কারণ ঘোষণা করিতে পারিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ৪৮ নং মধুরাপুরের লেন, কাঁসারিপাড়া, সিমলা কলিকাতা।

চন্দ্রচূড় রস।

অর্শোরক্তকুকুরস্য অব্যর্থমহৌষধম্।

মাত্রাবেদনাবিহীনের ন হৈদ্যেরপ্যুপেক্ষিতা বিদ্যা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা অব্যর্থরূপে কার্য্য করিতেছে। ৭২ বিন্দের মূল্য ৫ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগে।

ডেপুটীমিষ্ট্রেস্ বাবুর ঔষধ।

অর্থাৎ বাহারিদের অর্শ লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছেন তাহারিদের ৭২ বিন্দের ঔষধের মূল্য ৩ টাকা।

ঔষধপ্রয়োগের নিয়ম অবিকল।

শ্রীযুক্ত, ভবানীপুর কলিকাতা।

(বিজ্ঞাপন দেখুন।)

গোপ-জলদোষ ও যকৃৎ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পিত্ত-শোধক—ইহাতে যেরূপ ও মাত্রায় চিকিৎসকগণ ব্যবস্থা করেন, ঠিক সেই রূপ ও সেই মাত্রায় ব্যবহার করিলে, যকৃৎ ও প্লীহার সমস্ত দোষ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে পিত্তের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, অম্লরস নষ্ট করে, ও পিত্তের অধিক ক্ষরণ করায়। ইহাতে পিত্তের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, অম্লরস নষ্ট করে, ও পিত্তের অধিক ক্ষরণ করায়।

শীতলাক্ষ—ইহাতে ইহাতে চিকিৎসকগণ নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবস্থা করেন। ঠিক সেই রূপ মাত্রায় ব্যবহার করিলে, যকৃৎ ও প্লীহার সমস্ত দোষ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে পিত্তের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, অম্লরস নষ্ট করে, ও পিত্তের অধিক ক্ষরণ করায়।

এই দুইটী ঔষধে সমস্ত রোগিকাল কুইনাইন বিষাক্ত করা যায়। এই দুইটী ঔষধ কলিকাতা ৫৩ নং বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার যোগেন্দ্র, বিজয়ীয় চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

সকল প্রকার মেহরোগের

পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা।

মফস্বলে পাঠাইতে ১৷৷০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সপ্ত দিবস সেবন করিলে সমস্ত প্রকার মূত্রের দুষ্টতা ও পুরাতন বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত এবং মূত্রযন্ত্রের অন্য প্রকারের যাবতীয় যন্ত্রণা একেবারে নষ্ট হইয়া শরীর সুস্থ ও সবল হয়। ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও শুক্রতারল্য রোগের পক্ষে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা সেবনে ধাতু নির্দ্দোষ এবং শুক্রাদি গাঢ় হইয়া শরীর সুস্থ ও সবল হয়

IN THE PRESS.

A

Short Treatise on the Astronomical portion of Geography

Containing,

Solutions of numerous questions on Local Time; an easy explanation of Latitude, Longitude &c; the Calcutta University Entrance Examination papers on Geography By a DISTINGUISHED Graduate.

Price 2 as—6 pie Post free 3 annas

97 College street, Durgadas Roy Manager Calcutta. Somprokash Depository

---

JUST PUBLISHED.

A KEY TO THE SKETCH BOOK, THE ENTRANCE COURSE FOR 1885—86.

PART I

Containing—explanations of difficult passages; meanings, derivations and histories of words; grammatical, biographical and critical notes, historical, mythological and other allusions, analyses of sentences, model questions; University papers; short arguments of sketches and very valuable appendix of proposition and idiomatic phrases &c &c.

BY

Some of the most distinguished graduates of the Calcutta University The writers are all teachers of high standing and large experience The whole work is being superintended by a PROFESSOR of the PRESIDENCY COLLEGE

Price Re 2 Postage annas 2 With a copy of the sketch Book Re 2—4, postage annas 8 To be had at the Somprokash Depository No. 97 College street Calcutta

Subscribers are requested to send the other part of their subscription.

IN THE PRESS

The Elements of Mensuration and Plane Surveying

BY

Babu Bipin Behari Gupta M. A, Assistant Professor of Mathematics, Presidency College.

সাম প্রকাশ

কাশ। "ধর্ম্মসাধন" অনুষ্ঠিতোনায় মাসিক ধর্ম্মতত্ত্বী অনিত্যকর্ম্মী ও জীবনী ৪র্থ সংখ্যা।

অগ্রিম মাসিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৸৹ আনা। মাসিক মূল্য এক টাকা। } ১২৯১ সাল। ১২ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৮৪। ২৭ এ অক্টোবর। { অগ্রিম বাণ্মাসিক ৪৹, অনগ্রহ লইলে ডাকমাশুল সমেত বাণ্মাসিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

(১৮৫) মেদিনীপুরের অধীন ঘাঁটালস্থ হেডমাষ্টার পদে নিযুক্ত একজন মাষ্টার ও তদ্ভিন্ন মুহুরির আবশ্যক। পূর্ব্বকার্য্যকারকতানুসারে মাষ্টারের মাসিক বেতন ৩০ হইতে ৭৫ টাকা ও মুহুরিগণের বেতন ১৫ হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। মাষ্টারদিগকে ৪০০ টাকার ও মুহুরিদিগকে ৫০ টাকার জামিন দিতে হইবেক, প্রার্থীগণ পূর্ব্ব কার্য্যের বিবরণ সহিত ঘাঁটালস্থ হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মিত্রের নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন। যাঁহাদিগের জামিনদার আছে ও অন্যান্য পারদর্শিতা আছে, তাঁহাদের আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই।

হেডমাষ্টার আবশ্যক। শ্রীবিপিনবিহারী বসু
সভ্য ঘাঁটালস্থ। মুন্সি।

এই সভ্য উপন্যাস-প্রণেতা

শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত

বিজয়বসন্ত (সামাজিক উপন্যাস দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
সন্ন্যাসী (পারস্যীয় উপন্যাস দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৲
বেদেনীকন্যা (সামাজিক উপন্যাস) ১৲
বিদেশী (সামাজিক উপন্যাস) ১৲
[illegible] ১৲

[illegible] ৩০ টাকা মূল্য [illegible]
[illegible]

প্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় প্রণীত

আমাদের মূল্য ডাকমাশুল সমেত

কল্পনার স্বপ্ন অর্থাৎ সপ্তস্বপ্ন নাটক ১৲ ১৲
হেমলতা নাটক ১৲ ১৲

এই দুইখানি পুস্তক মূল্য ব্যতীত দেওয়া যাইবে না।

পঞ্চপাণ্ডব অর্থাৎ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর নাটক ১ ৷৹
সমের স্বপ্নাবস্থায় নাটক অর্থাৎ পরিমার্জ্জিত দ্বিতীয়
কর্ণার্জ্জুন যুদ্ধ ১৲ ৷৹
চন্দ্রহাস নাটক (অপ্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নাটক) ১৲।

এখানে ডাকমাশুল সহিত টাকা পাঠাইলে ভি, পি, যোগে পাঠান যায়।

শ্রীহরলাল চট্টোপাধ্যায়
দেবেন লাইব্রেরি,
৯৭ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
১ লা কার্ত্তিক, সন ১২৯১ সাল।

পণ্ডিত শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি
প্রণীত।

ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা। ১ ম খণ্ড।

মূল্য মাত্র চারি আনা।

ডাকমাশুল সমেত মূল্য পাঠাইলে দেওয়া যায়।

যিনি বলেন কি, হিন্দু ধর্ম্ম কি, পাঠক কি, বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তিনি "ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা" খানি খণ্ডে পাঠ করুন। ইহাতে আর্য্য ধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত বিদ্যাভিমানিগণ প্রতিদিন, হাতা কীর্ত্তিত হইতেছে; আর্য্যধর্ম্ম যে তাঁহাদের কাছে ধর্ম্ম নামের অযোগ্য হইয়াছে। যে অমূল্য রত্নরাজি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে নিহিত, তাহা তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মবিহীন ইংরাজ পাঠকের, তাহা জানিবার জন্য ইংরাজ ঐতিহাসিক, দার্শনিক, ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ইহা কি কম লজ্জার কথা? এই লজ্জা নিবারণের জন্য "ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা" প্রণীত হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মের প্রয়োজন কি, ধর্ম্মের উপকারিতা কি, ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কি, ধর্ম্মের সাধন কি, ধর্ম্মের ফল কি, ধর্ম্মের সহিত সমাজের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত শিল্পের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত ব্যবসায়ের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত কৃষির সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত বাণিজ্যের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত ব্যবহারের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত সংসারের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত পরিবারের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত জীবনের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত মৃত্যুর সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত পরলোকের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত মুক্তির সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত সৃষ্টির সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত স্থিতির সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত প্রলয়ের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অনন্তের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অসীমের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত সসীমের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত নিত্যের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অনিত্যের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত সত্যের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত মিথ্যার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত পাপের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত পুণ্যের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত স্বর্গের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত নরকের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত দয়ার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত ক্ষমার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত সহিষ্ণুতার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত বিনয়ের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত নম্রতার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত সরলতার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত সাধুতার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত সততার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত ন্যায়ের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অন্যায়ের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অসাধুতার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অসততার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অসত্যের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অসরলতার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অনম্রতার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অবিনয়ের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অসহিষ্ণুতার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অক্ষমার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অদয়ার সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অপ্রেমের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অভক্তির সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত নরকের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত স্বর্গের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত পুণ্যের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত পাপের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অনিত্যের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত নিত্যের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত অসীমের সম্বন্ধ কি, ধর্ম্মের সহিত সসীমের

সকল পীড়ায় উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। চিকিৎসকদিগের উহা অতি আবশ্যক ও উহার ব্যবহার অনুমোদন করেন। কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য, পরিবর্ত্তন বা উত্তেজক ঔষধ একেবারে সহ্য করিতে পারে না, তাহারা অনায়াসে এই ঔষধ সেবন করিতে পারিবেন।

এই ঔষধের ক্রয় বিক্রয় ইং ১৮৮২ সালের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং কি আশ্চর্য্য যে অল্প দিনের মধ্যে ইহার ব্যবহার করিতেছে। কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন ও কেহ কেহ আমাদের ব্যবহার করিতেছে। ঔষধের মূল্য সর্ব্বসাধারণের সুবিধার নিমিত্ত অতি সুলভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের নিকট ঔষধের মূল্য তালিকা ও প্রশংসা পত্রাদি ও পাঠাইয়া দিতে পারি। ইহা কাগজে আমাদের ঠিকানার বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইবেন।

ঔষধের মূল্য প্রতি ফ্লাস্কের ডাক্তি সমেত ১৲ টাকা। ১ টাকা হইতে ৩টাকা পর্য্যন্ত ভি: পি: যোগে পাঠান যায়। ঔষধ বিক্রয়ের এজেন্সী দিবার নিয়ম আমাদের নিকট জানিতে পারিবেন। ঔষধের মূল্য ও পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ম্যানেজার।

ভারতী ফার্ম্মেসী।

৩৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভাব প্রকাশ।

(মূল ও অনুবাদ)

ভাবপ্রকাশ নামক অতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী করা হইয়াছে, ইহাতে মূলের অবিকল বঙ্গানুবাদ, স্থানে স্থানে আবশ্যক টীকা টিপ্পনী ও আমাদিগের আবশ্যক কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিতে যতদূর মূল থাকে, পরীক্ষার্থী ও ছাত্রদিগের বিষয় সহজবোধ্য আবশ্যক, তাহাতে কোন কোন স্থানের বিষয় নিম্নে প্রশ্নাকারে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং কোন কোন স্থানের কোন কোন বিষয় বিস্তৃত করিয়া লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থ ৩ খণ্ডে বিভক্ত হইবে। প্রথম খণ্ড পুস্তক ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।—

রাজনীতি ও আইন। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু, M. A. B. L. Vakeel of the Cal. High Court. কৃষ্ণকুমার। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, Barrister at Law, "ভক্তিসুধা" প্রণেতা। যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, M, A, B,L, Honors in Law, "ব্যবস্থাকল্পতরু" "হরক চন্দ্রিকা" প্রভৃতি প্রণেতা। গিরীন্দ্রকুমার গুপ্ত, M, A, B, L, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ B,L, বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাজনীতি। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর "বঙ্গবন্ধু" সম্পাদক। ব্রজেশ্বর মুখোপাধ্যায়, B A, "উদ্যানতত্ত্বের" প্রণেতা, বরাহনগর। শিবনাথ শাস্ত্রী, M, A "ব্রহ্মবাদীর" কৃষ্ণনগর সম্পাদক। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভূবিদ্যা।—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, "প্রত্নতত্ত্ব" প্রণেতা, "বান্ধব" সম্পাদক। প্রমথনাথ সান্যাল M A Medalist in English সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্য ও ইতিহাসে প্রেসিডেন্সী কলেজ, Professor Metropolitan Institution। যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "প্রবাস" সম্পাদক। মহীমচন্দ্র বিদ্যারত্ন "ফিজৌরিয়া চন্দ্রিকা" প্রভৃতি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণেতা, Prof. Metropolitan Institution অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ, গোবিন্দচন্দ্র রায় "মধুমতী মহিমা" প্রণেতা,

---

পতাকা।

নূতন সাপ্তাহিক পত্র।

২রা কার্ত্তিক শুক্রবার হইতে

প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবাদীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, অধুনা মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টীটিউসনের (কালেজের) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।—

ব্রাহ্মসমাজের সকল লোকের সহিত, চিকিৎসা,

ব্রাহ্মসমাজের বিষয় প্রকৃতি বৈজ্ঞানের অবলম্বন অনুসন্ধান করিয়া বিশদ ইহাতে লিখিত আকারে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এখন ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এখন ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা ও মফঃস্বল ষ্টাফ সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

শ্রীহরিচরণ রায়

ম্যানেজার।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব।—ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে, "ঐতিহাসিক রহস্য" "মহারাজা নন্দকুমার" প্রভৃতি প্রণেতা, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নমহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, "Bibliotheca Indica" পত্রের অধ্যক্ষ মহাশয়।

বিজ্ঞান।—শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ঘোষ, M A, Medalist in Science, prof, Shibpore Engineering College, (কেমিক্যাল বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ) ভূবিদ্যা সম্বন্ধে অধিকারী B, A, Krnanpal Met, Institution Fellow, Cal. University, বিদ্যুৎযোগে লাহিড়ী M, S,) জলবায়ু লাহিড়ী।

বিলাত বর্ণনা।—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী M A, Calcutta University, B A with Honors, Cambridge University। বিলেত যাত্র, M, A, "আত্মকথা" রচয়িতা। উভয়েই অধুনা ইংলণ্ডপ্রবাসী।

হরেন্দ্রলাল রায় B A. সহকারী সম্পাদক।

আকার।—সোমপ্রকাশ ও অবসরিকার আকারের ন্যায় চারি পৃষ্ঠা হইবে। কাগজ রঙ্গীন কাগজের মলাট থাকিবে, অক্ষর অপরিষ্কার, পরিষ্কার ও ছাপা হইবে।

মূল্য। অগ্রিম বার্ষিক ৩, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ২,। নমুনা জন্য মূল্য লাগিবে না।

বিজ্ঞাপন।—প্রতি পংক্তি আট আনা মাত্র।

টাকা, মনি অর্ডার, পত্রাদি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়ের নামে এবং ২৬ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী—কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

৩৬।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কবিরত্ন মহাশয় বহুদর্শিতা-গুণ সহকারিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় অধুনা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটী আয়ুর্ব্বেদিক আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। সদ্বংশজাত যুবকগণ যাহারা ইচ্ছা করিলে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, এখানে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে বিদ্যালয়ের সহিত একটী ঔষধালয়

[illegible] ১ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত মহকারী বিদ্যালিপুরে আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ী মহোদয়গণের অধিক অনুরূপ আমাদের আয়ু নিকা দেন। যে সকল বিদেশীয় মহাশয় চিকিৎসিত হইবার অভিপ্রায়ে নিজ নিজ রোগ বিবরণ আমাদিগকে লিখেন, অথবা সাক্ষাৎকারে সমুৎসুক প্রকাশের আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধি প্রদর্শন পূর্ব্বক ঔষধের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করেন এবং ঔষধ উপযুক্ত চিকিৎসক দর্শনে ঔষধির ব্যবস্থা প্রদান করেন। ঔষধের মূল্য পূর্ব্ববৎ রহিল।

বিশেষ বিবরণ ও অন্যান্য বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের নিকট পত্র করিলে জানিতে পারিবেন।

পত্রাদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্রোপচার বিদ্যালয় ও ঔষধালয়
৩৫ নং কলুটোলা— কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সিদ্ধান্তিমহাশয় প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশে ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৵০
২ য় ভাগ	৵০	৵০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৵০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	৵০
বিদেশের বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে মহুলাদের ডাক মাশুল /১০ লাগিবে।

শ্রীহরপ্রসাদকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র।

ঘাঁকুড়ার প্রজাগণের দুরবস্থা।

সুখের বিষয় অদ্য কাল সংবাদপত্র প্রকাশক মহাশয়দিগের অধিকাংশই ব্যবহারিক ব্যাপারের সমালোচনে ভূরিপাত করিতেছেন। দুঃখের বিষয় [illegible] কার্য্যের গোচরীভূত হয় না। এজন্যই বোধহয় ভূমিকার মীমাংসা এবং ভূমির রেট ও অন্যান্য। আমরা যাহারা পরাধীন পশু ও ভূমিজীবী, তাহারাই প্রজা ও সাধারণ। প্রজাগণের বিষয় অধিক লিখিলে অপরাধির হয়, তুমি এ দেশের শ্রেষ্ঠ ভূমি। যদি বিশেষবিবরণ লিখিলে সংবাদ হইতে পারেন, তথাপি আমরা আমাদের দুঃখের বিষয় অল্প হয় না। কিন্তু অদ্য ভূমীসমূহ লিখিবার হস্ত চালনা না করিলে সম্পাদক প্রজাগণ উপস্থিত হয়। তবে অধিকাংশ ভূমিকর্ষণ যে অধিকার এবং আমাদের ভূমিকারোর অবস্থা যে নিতান্ত মন্দ হইয়াছে তাহাও স্বীকার্য্য বটে। কিন্তু যে রোগ প্রজাগণের হয়ে। যেরূপ দুঃসময়ের ও নিষ্ঠুর কর্ম্মচারীর হস্তে পড়িলে ইহার আর যে আশা ও সান্ত্বনার সম্ভাবনা নাই। অতএব এই বিষয় ও যথাযোগ্যরূপে লিখিবার মহোদয়গণ আমাদের জীবনের [illegible] পূর্ব্বাপর না জানিতেছেন, তত দিন আর রোগের কথা ১ ও আশা থাকিবে না। রোগ ও রোগীর দুঃখের কথার সোচনীয় দুরবস্থা তাহাতে আবার উপসর্গ। পরি অনাবৃষ্টি যখন আমিনগণের হেড় হইল উঠিয়াছে। অতএব আপনার পাঠকবর্গের নিকট আমাদের বাঁকুড়া জেলার অন্যান্য সোনামুখী থানার কৃষকগণের অবস্থা বর্ণন করিয়া বিষয় ও মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে করিব। ১২৮৯ সালে অল্প [illegible] দুই সকল পাওত ছিল। ১২৯০ সালে [illegible]য় আবাদ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভাদ্র মাস হইতে শীতলের নিম্নিত ধানের অভাবে প্রায় সমস্ত ভূমির বাদা রহিয়া যায়। আশ্বিনস্থ ভূমি অনাবৃষ্টির আশঙ্কায় অনাবৃষ্টি হইয়া বিস্তরণ পরা সমুৎপাদন করিয়াছে। বর্ত্তমান ১২৯১ সাল আজ ৫ দিনের বদলে। বৈশাখ মাস হইতে লোকের কষ্টের অবধি নাই। এক আধ বেলা খাইয়া অনেক স্থলে দিন কাটাইতেছে। আমন ধান্য কোথাও কোথাও বন্যার জলে অতি সামান্যরূপ আবাদ হইয়াছে। আর যাহা আবাদ হইয়াছিল, তাহাতে কেবল দুই তিন সপ্তাহের জন্য প্রাণধারণের উপায় হয়। সম্প্রতি প্রায় প্রত্যেক গ্রামই ধান্যশূন্য ও হাহাকারে পরিপূর্ণ। অনেক লোক দেশের অবস্থা ভাবিয়া ভিটায় ঘুঘু চরাইতে বাহির হইয়াছে। কয়েকপরিবারী সম্ভ্রান্ত কৃষকসন্তানগণ ধানের খাতিরে গ্রামে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, তাঁহাদের আয়কষ্টের পরিসীমা নাই।

মহাশয়! আমাদিগের দুঃখ কষ্টের কথা বিস্তারিত লিখিতে গেলে। বিদি উপযোগ অধিকারিত, তিনিই বুঝিতে পারেন। সম্পাদি আমি কিন্তু আমার বিদ্যার যাহাই হউক না কেন, বুঝিতে পারিলে।

আমরা একদিন অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হওয়ার ন্যায় হঠাৎ ভূমির রাজস্বের নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রত্যুত্তরে এইরূপ কোন প্রতীকার চেষ্টা দেখিতে পাই নাই। কথা প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহার কোন প্রতিকার বিহিত না হইলে অচিরে তাঁহা মহো মহা অনিষ্ট সংঘটন হইবে।

বশম্বদ

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল।

১৮৮। ১৯ এ আষাঢ় বং। ভারপুর

——:০:——

বিজ্ঞাপন *।

১। যাহারা এই সকল গ্রন্থের উত্তর পাঠাইবেন তাঁহারা অগ্রসর করিয়া আপনার নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। কোন মুদ্রিত পুস্তক হইতে কোন আদর্শ গ্রন্থের উত্তর মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায়, সেই সেই পুস্তক ও নাম এবং পত্রাদি উল্লেখ করিতে পারিবেন। উপরে যা লিখিলে আমরাই দেখিয়া লইতে পারিব।

৩। এখনে যাহা চলিত নাই, সেই সকল বিষয়ই লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। এবং যে সব বিষয় সকলেই জানে (যেমন কৃষি কাহাকে বলে, কৃষির প্রয়োজন কি) সেই সব বিষয়ও লিখিবার প্রয়োজন নাই।

৪। আমি কেবল অনেকগুলি বাঙ্গ পদ্যপ্রবন্ধ গ্রন্থ পাইয়াছি। ইহা ছাড়া যত প্রকার চলিত শব্দ আছে এবং যাহা দ্বারা দেশের আধুনিক অবস্থার সহিত পূর্ব্বের অবস্থা উপমিত হইতে পারে, সেই সব বিষয় যতই পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন ততই বাধিত করিবেন।

৫। যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সহজে বোঝায় হয় না, সেই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিবেন এবং বিকারের নিয়মাবলী যতদূর পারেন আলিয়া করিবেন।

(১) অকর।

১। বাঙ্গালা অক্ষরের কিরূপে সৃষ্টি হইল

* শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার বড়াল এক খানি মাসিকপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাহাতে উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রত্যেকটি বিষয় লিখিবার জন্য তিনি আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা সাধারণের সুবিধার জন্য তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি, তাহার ফল পরিণামে দেখা যাইবে। আমরা সাধারণের সুবিধার জন্য এই প্রকাশ করিলাম সো—র।

THE POST

SIR :

I could show a saving of Rs 400 per month, but I could not ascertain by no notice was taken by him and what order was passed on it

Unfortunately few days before the expiration of a attacked with dysentery and fe reported the c the unfit for a

Paresh Nath Pal can be permitted to school certificate will be re him" In addition to this order I being a illness after the submitted a certificate and prayed him to order me to duty but he informed me "In-perior (il be) you leave for eight months without

In the meanwhile my health was reduced to such a bad state that under medical advice I prayed my Supdt to transfer me either to C, B.C, or Dr would the Post master Gl, Bl depu of Casual pay, and if I was not transferred to any of the places I had no other alternative but to ... my resignation but the Supdt wrote me several endeavour Lay ... made by me to ... transfer for you, telling in which ... Saturn ... accepted although two of the Head clerks ... agreed to our proposal transfer I then moved to Director ... relinquish me as I shall not ... by refusal ... ator ... letter ... these qualities

the case, but Mr Hyams Asst ... ed me that Director Gl declines

Paresh Nath Pal

pplied by the

15 to Be Given within ... on which the Dir ... Gl Perhaps

ছুটি দেওয়া হয়। [illegible] হইল না। যদি কখন [illegible] অধিক কাল ছুটিতেই অতিবাহিত করা হইত। অতএবপক্ষে সে [illegible] কি দশা দাঁড়াইত, [illegible] পারিবে।

যাহা হউক, [illegible] কেরাণীকে [illegible] যদি সহৃদয়তার সহিত [illegible] তাহা হইলে ঐ [illegible] সমাধান হইতে পারে, কিন্তু তাহা [illegible] আছে। [illegible] পাঠক যে বিষয়টি [illegible] করিবেন। [illegible] স্থানে স্থানে [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছে। [illegible] পাঠক বুঝিতে পারিবেন। [illegible] হইবে যে উপরের [illegible] হইবে। অধীনস্থ [illegible] যাইবে।

[illegible] যে [illegible] হইবে [illegible] হইবে। [illegible] হইয়া [illegible] হইবে। [illegible] তুলিবার ইচ্ছা [illegible]

[illegible] হয়, তাহার [illegible] করা কর্ত্তব্য। [illegible] দেওয়া আবশ্যক এবং [illegible] যাহা [illegible] হয়, [illegible] কাজে [illegible] হইবে। [illegible] স্থানে [illegible] করিয়া [illegible] হইবে। [illegible] ৫ হইতে পাঁচশতের [illegible] হইবে না।

২৫শে [illegible] বঙ্গ, [illegible] সোমপ্রকাশ।

[illegible]

কলিকাতার [illegible] ব্যাপারে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] যান এই [illegible] ঘটিয়াছে, তাহা [illegible] করিয়াছে, তাহা [illegible] হয়। ঐ [illegible] বিষয় করিয়া [illegible]

পাওয়াইতে হইবেক। [illegible] ছাড়িবেক। [illegible] ছাড়িবেক। [illegible] দিবেক। [illegible] প্রকার উৎসবদিবস ও [illegible] পারণা দিতে থাকে এবং [illegible] দিবে। [illegible] ছাড়িবেক। [illegible] ছাড়িবেক। [illegible] ছাড়িবেক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] যে সব প্রকাশ করেন, তাহা উহাদিগের [illegible] মত নহে, দেশের লোকের মত নহে। এমন অবস্থায় [illegible] কোন্ ব্যক্তিকে আমরা ভরসা করিতে পারি এদেশীয় সংবাদপত্র [illegible] একদিনকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। [illegible] সংবাদপত্রের বিষয়ে আমরা [illegible] করিতে পারি [illegible] করে না। ইহা স্বাধীনভাবে [illegible] করিয়া থাকে, তার জন্য আমরা [illegible] সম্পাদকের শ্রেণীর লোক, দোষগ্রাহী [illegible] সম্পাদকের শ্রেণীর লোক। অতএব উহাদের [illegible] অনেকের হইবার সম্ভাবনা নাই। উহাদের [illegible] ইচ্ছা হইলে ঘটিয়া থাকে। একজন আর একজনের ইচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এই স্থলেই অনুসন্ধানের শেষ। সম্পাদকের কর্তব্য এই, ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ [illegible] করিয়া অনুসন্ধান করেন। তাহা না করিলে রাজপুরুষদিগের অবজ্ঞা ভাজন হইয়া থাকে।

রাজপুরুষেরা এদেশীয় সংবাদপত্রের উপর [illegible] চটা কেন, তাহাদের দুই একটি কারণের নির্দেশ করা আবশ্যক। রাজপুরুষদিগের [illegible] অনেক বিষয়ে [illegible] প্রকার পক্ষপাত ও [illegible] আছে। ইংরাজ সেগুলির পরিচয় [illegible] পারেন না। এদেশীয় সংবাদপত্র তাহার পরিচয়ার্থ উদ্যোগী [illegible] করা থাকেন। রাজপুরুষেরা মনে করেন আমরা এত বড় লোক, আমরা যাহা [illegible] তাহার উপর এদেশীয় লোকে কথা কয় এ বড় আস্পর্দ্ধার বিষয়। এই ভাবিয়া তাঁহারা এত বড় সাহস পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এদেশীয় সংবাদপত্রের উপরেই [illegible]।

রাজপুরুষেরা এদেশীয় দুই চারি জন কৃষককে [illegible] সুখে পান খিলে দেখিয়া সিদ্ধান্ত [illegible] করেন কৃষকেরা সুখের হইয়াছে। উহাদিগের আমরা কৃষকদিগের মধ্যে থাকিয়া [illegible] অবস্থা দেখিয়াছি। বস্তু [illegible] ছাড়া আমাদের বিশ্বাস ও [illegible] পারে [illegible] তাহার কত দিন যৌবনকাল হইতে [illegible] দিন যাইয়া তাহার নিজেই থাকে [illegible], তাহার কাছে [illegible] কৃষকদিগের [illegible] কাছে লাগিয়াছে। বিলাতী [illegible] ও [illegible] এত সস্তায় ছাতি জুতা হয় [illegible] সেখানে হইয়াছে অতএব কৃষকেরা [illegible] পরিত্যাগ করিবে কেন? যদি তাহাদিগের ধন বৃদ্ধি হইবে তবে দুই এক বৎসর উপরি [illegible] হইতে তাহাদিগের গৃহে হাহাকার রব উঠে কেন? রাজপুরুষেরা নিশ্চয় জানিবেন যাহারা [illegible] বিলাতী [illegible] করিয়া [illegible] এদেশীয় [illegible] সংবাদপত্র [illegible] দুঃখ দিবার [illegible] দুঃখ তাহা নিশ্চয়

[illegible] সম্পাদকেরা [illegible] ভরসা করিয়া [illegible] এদেশীয় [illegible] দুঃখ তাহা নিশ্চয়

[illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] এদেশীয় [illegible] দুঃখ তাহা নিশ্চয়

[illegible] সম্পাদকেরা [illegible] ভরসা

[illegible] পার্থ না হয় তাহাতে ইংরাজ অধিকারে [illegible] তাহার [illegible] আমাদিগের উপরেই [illegible] প্রকাশ করেন।

বঙ্গদেশীয় অধিবাসীর ন্যায় প্রজার [illegible] আইনের পাকু নথাটী লইয়া সদা [illegible] এ বিষয়ে স্বাধীন প্রজার [illegible] করা হইয়াছিল। তাহাদিগের [illegible] যেরূপ আইন আছে, তাহা [illegible] বিরত হইয়াছে। ছই সপ্তাহ তাঁহা [illegible] দিগের মত পরিবর্ত্তন করিতে [illegible] বিশেষ, আমরা এজন্য আন্দোলন [illegible] ধর্ম্মঘটের উপায় অবলম্বন করিতে [illegible] ন ৬ন হয় তথাপি ঐ অধিবাসী [illegible] পক্ষে পরিবর্ত্তন সাধন করিল না, [illegible] ৬৯০ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে। যাহা হউক, কাজে কাজেই [illegible] হইয়া আমরা যে [illegible] হইল তাহাতে আমরা [illegible] পারি, সাধারণ [illegible] পক্ষ সমর্থনের বিষয়ে [illegible] করিয়াছেন, তাঁহাদের মতবিরুদ্ধ [illegible] যদি পরিত্যাগ করা [illegible], তাহা হইলে আর কিছু [illegible] না। অধিবেশনে বিশেষই [illegible] দেখিয়া উহার অনেক [illegible] করিয়াছেন। এ অবস্থায় বিপক্ষ [illegible] ইহাদের উদ্যমই বিশেষ [illegible] অকৃতকার্য্যতাবে [illegible] করিয়া ও ৬ন আমাদের এ [illegible] নয়। মধ্যে একটী [illegible] কৌতুক ৬ন সংবাদ শুনা [illegible]। অধিকাংশ [illegible] হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি [illegible] বিচার প্রার্থী [illegible] বিষয়ে মত প্রকাশ করিয়াছেন [illegible] বলিয়া [illegible] মাসের ৭ই [illegible] বিচার হেতু তাঁহাকে [illegible] হইতে অবসরিত করা [illegible]। অন্যের অধিকার [illegible] হইল, সত্য বিপক্ষ [illegible] আছি [illegible] আমাদের [illegible] বিশ্বাস [illegible] নাই। ধর্ম্মদেবী মত [illegible] করিয়াছিলেন, তিনি [illegible] তাহাতে তিনি অপরাধী [illegible] পারেন না। যাহা হউক [illegible] সাধুস্বভাবী [illegible] ৬ন করিয়া [illegible] করিয়াছেন, তাহাতে [illegible] পক্ষ পাবেন নাই।

আমরা অদ্য আবেদনিক [illegible] আমাদের [illegible] ৺হরচন্দ্র [illegible] বাবু পূর্ণচন্দ্র [illegible] হইতে ৬ন পাইয়া [illegible] লিখিয়াছেন। তিনি [illegible] ৺হরচন্দ্রের [illegible] করিয়াছেন। তিনি [illegible] ৺হরচন্দ্রের [illegible] ভাবী [illegible] বুঝিয়াছেন। তিনি [illegible] ৬ন পরিশ্রমী [illegible] ও [illegible] বুঝিয়াছিলেন [illegible] লোক। তাঁহার [illegible] ও [illegible] আমরা [illegible] ৺হরচন্দ্রের [illegible] আইন [illegible] ঘটিয়াছে। [illegible] লইলেন [illegible] মূলে [illegible] ৺হরচন্দ্র

[illegible] ঘটনার [illegible] হইয়াছে। [illegible] ৺হরচন্দ্র [illegible] ও [illegible] বর্ণন করিয়া [illegible] ৺হরচন্দ্রের [illegible] ও [illegible] করিয়াছেন। [illegible] তাহা করিয়া [illegible] ও [illegible] বিলাতীয় [illegible] করিলেন [illegible] ৬ন ছন্দের হইয়াছে।

মু [illegible] ৬ন [illegible] ৺হরচন্দ্র [illegible] মৃণাল [illegible] ৬ন [illegible] আইনে [illegible] আমাদিগের [illegible] যে উকীলদিগের ৬ন [illegible] দেখিয়া [illegible] ছাপ [illegible] না ইহার [illegible] দিবে। বিচার [illegible] বিচার [illegible] যেরূপ প্রভু [illegible] ৬ন [illegible] ধর্ম্মদেবী যে [illegible] কাড়ারি ও [illegible] ৬ন [illegible] ৬ন [illegible] উপস্থিতমাত্র [illegible] করিতে পারেন না এরূপ [illegible]। তথাপি [illegible] যে [illegible] না তাহা [illegible] আমরা [illegible] ও [illegible] না। তিনি [illegible] ৬ন [illegible] তাঁহার [illegible] ৬ন [illegible] না হইলে [illegible] ৬ন [illegible] ও [illegible] উদয় হয় না। আমরা [illegible] দেখিয়াছি [illegible] ৬ন [illegible] মুন্সেফী [illegible] হাকিমের [illegible] ছিল। তিনি [illegible] যে [illegible] [illegible] দেখিতেন। তিনি [illegible] ৬ন [illegible] ও [illegible] ৬ন [illegible] ৬ন [illegible] ৬ন

হইবে না। পাঠক দেখুন বীমাকার্য্য বিষয়ক ও বিদ্যা চোরার আলোচনায় এখনে এই বিষয়ের অবতারণা হইবে। ইদানি পরম কল্যাণের অধীন করিয়া। এখনি কি এইরূপ ব্যাপার হইয়া অন্যান্যদের জেলুসী থাকিবেই থাকে [illegible] হইয়া [illegible] ইউরোপীয় এই এইরূপ উপায়।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] এক [illegible]
[illegible] ২ ই সকল ২

[illegible] এক ই বা। এই তথ্য।
[illegible] ইউরোপীয় ব্যাপারের

[illegible] ও ইই বী এতদ্বারের সাক্ষ্য সব।
[illegible] ২২ এ আইনে। ফলস্বরূপে পাল [illegible]
[illegible] এক [illegible] করিয়াছিল বিষ
[illegible] আমরা দুঃখ হইয়াছে।
[illegible] ২ সংবাদে। ব্যাপারের সাহেব বীমাকার্য্যের [illegible]
[illegible] অনেক [illegible] বাবৎ লো-লেখের আবশ্য। পরীক্ষা
[illegible] এবং। আপনী বন্দের মাদে [illegible] ও সমাজে
আর ২ অধিকার বর্ণনা করিলেন।

[illegible] ভাবের ২৮ এ আড়াই। [illegible]
[illegible] চরীর অবাক [illegible]
[illegible] ভাবের পরিচয়।

বিবিধ সংবাদ।

[illegible] ২ [illegible] ও [illegible] ২ [illegible] ও [illegible] ভাবের [illegible] ২ [illegible] ভাবের [illegible] ভাবের [illegible] ভাবের

নাবার্য হইবেই যে এবার বঙ্গবাসীর উদ্যোগ ও ক্ষমতা দুই পরীক্ষায় অধিক উপযোগী হইবার সম্ভাবনা। ঐ অনুমান। (আমাদের দুর্ভাগ্যে ঐরূপ হইলে অধিকাংশ স্থলে কিন্তু উপযোগের আশা যায়।)

ইহার মধ্যে একজন ছাত্র একখানি ইংরাজী উইল বাহির করিয়া এইরূপ দাবী করিয়াছিল যে আদালত তাহাকে পুলিসের খুড়া বা বিড়া বেতন অবধারণ করিবে, অমনি মহা পরিহাস বিধি ঐরূপ আদেশ করিয়াছে।

বিবাদী ও উকিলদিগের অনুরোধে বিচারপতি অনেক সময়ে বেহিসা আর্জিদারের ভিতরে এই ভাব বলের বিবেচনা করিবার জন্য কখনো কখনো একদিন দুই দিন সময় দিয়াছিলেন। কোন কোন স্থলে যে বিবাদী

[illegible] হয় তখন যে এডেলীডিগের উন্নতি হয়, তাহা নহে; প্রবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য চাহিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট সকল বিষয়ে দেশীয় লোকের সন্তোষ জন্মাইতে সদা যত্নবান, এই নিমিত্ত ইহাদিগের ১৫০০ টাকা মাসিক বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১৮৭৩ সালের জানুয়ারি অবধি দেশীয় সাইস পুনর্বার নিযুক্ত করিতে হইয়াছে।

গতবর্ষে বঙ্গদেশে বলীলাদি ফ্রেঞ্চিহারী হইতে ২৭৯৭১৩ টাকা আদায় হয়। তন্মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের খরচ বাদে গবর্ণমেণ্টের ৪৬৯৯৪৫ টাকা লাভ হইয়াছে।

১৮৬ [illegible] বিষয় ক্রয় বিক্রয়াদি করিলে বলীলে ফ্রেঞ্চিহারি করিবার নিয়ম আছে। তাহা না করিলে সে বলীলে স্বত্ব থাকে না। অতএব এরূপ বলীলের ফ্রেঞ্চিহারি হইতে ৩৩১৭৩৬ টাকা। ১০০ টাকার ন্যূন মূল্যের বিষয় ক্রয় বিক্রয়াদি

[illegible] করিবার, তাহাদিগের হইতে ৯৩৯৬ এবং উইল ও নিয়োগপত্র প্রভৃতি ফ্রেঞ্চিহারি হইতে ১০৩৪৩৩ টাকা আয় হইয়াছিল। আমরা উপরে যে ভিন্ন প্রকার ফ্রেঞ্চিহারির কথা বলিলাম তাহার মধ্যে এক লক্ষ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের বিষয় ক্রয় বিক্রয়াদি নিবন্ধন ৩৩১৩৬ বলীল ফ্রেঞ্চিহারি হয়। পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা গতবর্ষে ৪১৪৯০ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এক লক্ষ টাকার ন্যূন মূল্যের বিষয় ক্রয় বিক্রয় বা বন্ধক নিবন্ধন ১৩৩৩৩৩ খানি বলীল ফ্রেঞ্চিহারি হয়। পূর্ব্ববর্ষের অপেক্ষা তুলনায় প্রত্যাবিত বর্ষে এরূপ বলীল ফ্রেঞ্চিহারির সংখ্যা ৪৩২১ বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত ১০৫৮৩২ খানি বিয়োগপত্র ও উইল ফ্রেঞ্চিহারি হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষের অপেক্ষা তুলনায় গতবর্ষে এরূপ ফ্রেঞ্চিহারির সংখ্যা ১৩০ হ্রাস হয়।

পূর্বোক্ত বলীলের ফ্রেঞ্চিহারির সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি হইয়াছিল, তেমনি কম ফ্রেঞ্চিহারির সংখ্যা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। প্রত্যাবিত বর্ষে সমস্তশুদ্ধ ২৩৪০ খানি পাট্টা হয়। ইহার মধ্যে ১৭৪১৯ খানি

গতবর্ষে এতদ্ব্যতীতে এরূপ সম্পত্তির সনদ রেজিষ্টরি হয় ৪৯৯৩, সম্পত্তির মূল্য ১১২৩ ৫০৩৫ পাউণ্ডের, ২৩৪৫৩ পত্তন ও ৭৮৯১ অন্য ১৩৮২৪ বিনা বিক্রয় ছিল। ইহার দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয়গুলি এদেশীয়,সাহেবদিগেরি হইয়াছে ও পত্তনগুলি প্রজা ও পত্তনিদারে ভোগ করে। বিক্রীত সম্পত্তি সমূহের ফ্রেঞ্চিহারির মধ্যে ১০৮৯৩ মূল প্রজা, ৩৩৮২ মধ্যম ও ১১৯০ অধীনের।

প্রত্যাবিত বর্ষে ৪১০৩টি মাইনরটী বন্ধ সহ [illegible]

[illegible] বেসরকারি সম্পত্তির অভাবে [illegible] করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে [illegible] করিয়াছেন। ইতি।

[illegible] [illegible] বিক্রীত [illegible] [illegible] [illegible]

...

...

...

১৮৭৯ সালে তুলাবনি ঐ বাটীর সম্পাদক উকীলের নিকট বকেয়া ইনকমের জন্য দিয়াছিলেন। এই ডিক্রী অনুসারে তুলাবনি ১২৮৮ সালে ঐ বাটীর পরিমাণের পাওনা পেয়।

তাহার পর পৌষ মাসে ঐ বাটী বিক্রয় হয়। বাবুরা কলিকাতা ছোট আদালতে তুলাবনি ও মিস্তারিণীর নামে ১৩৩২ টাকার ঐ বাটী টাকা পাওনা পাইবার নালিশ করে। ঐ টাকা ১২৮৮ পৌষ হইতে ১২৯০ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত প্রাপ্য।

ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজ এই বিচার করিলেন যে তুলাবনিই প্রকৃত প্রভু। মিস্তারিণী কেবল রক্ষকস্বরূপা। অতএব তিনি মিস্তারিণীর নামের বকেয়া ডিক্রিয়া তুলাবনির নামে ডিক্রী দিলেন। কিন্তু সাহেব এই কথা লিখিলেন, যখন দাবী কে করা হাইকোর্টের মতানুসারে স্থির করা হইবে। পার্থ তারা এই—

যেহেতু তুলা ঐ বাটীর রক্ষকস্বরূপা যে সেই পাইবার জন্য যে সে রক্ষকস্বরূপাই

ঐ বাটীর সম্পাদক উকীল

যদি

আসিয়াছে, অতএব [illegible] পাওনা দাবী। তুলাবনি নামের বকেয়া ডিক্রীর হইবে।

সম্পাদ্য কার্য্যের কারণ ও আইনের ৮ ধারা দেখিয়া ছোট আদালতের জজ ভ্রম করিয়াছেন। ঐ ধারার বক্তব্যপ্রণালীর বিষয় বলা আছে এবং ৫২ ধারায় বক্তব্যস্থান নির্দ্দেশ বিষয় বলা আছে; কিন্তু ঐ দুই ধারায় কোন আদালতে বর্ত্তমান মকদ্দমার ন্যায় মকদ্দমা প্রয়োগ করা যায় এমন কোন নিয়ম নাই। ঐ সকল মকদ্দমার সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিচার হইবে। হাইকোর্টে কিন্তু সাহেব যে পক্ষ লইয়া তারা প্রতিবাদিনী বিদ্যা নিশ্চয় নিকট হইতে পাইবে।

১৮৮৯। ৩ ই [illegible]।

বিচারপতি সর বিচার্ড গার্থ ও বিচারপতি কনিংহাম।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী (প্রতিবাদী) আপীলকারী।

আডোরমল (বাদী) আপীলের প্রতিবাদী।

কর্ত্তব্যকর্ম্মের উপযুক্ত হেতু কলিকাতা মিউনিসিপালিটির দায়িত্ব।

১৮৮৩। মার্চ মাসে এক্সপিরিউটর ইন্সিনিয়র সেখিবার মকদ্দমার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কমিশনারের মিউনিসিপালিটীর বিরুদ্ধে এই অনুযোগ আনিলেন যে ডেমরা হইতে বাজার পর্য্যন্ত রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহা মেরামত করিতে হইবে

মুলাবে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ আদালত চাহা পারেন, আবেদন করিলে কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইবে না। এইরূপ স্থলে এই নিয়ম করা হইয়াছে যে অংশীদারের নামে বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার জন্য দরখাস্ত করিলে তিনি আদালতে টাকা দিতে পারিবেন। তাহা হইলে আর বিক্রয় হইতে পারে না। যদি এরূপ দরখাস্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ টাকা [illegible] দিতে পারে। অথবা বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার জন্য আবেদন অগ্রাহ্য হইলে তাহার পর আপীল করিলে বিক্রয় অসিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এই উভয়ের কোন প্রকারই [illegible] এইরূপ স্থলে ক্রেতাকে [illegible] সেখানে যদি খাজনার [illegible] বলিয়া [illegible] করিয়া রেখে [illegible] রায় দিয়াছেন, তাহা [illegible]

তিনি বলেন এই [illegible] পড়া করিয়া [illegible] যে [illegible] ২৯ ধারার [illegible] ভূমিতে [illegible] জমীদার। [illegible] নালিশ করে। [illegible] প্রজা, জমীদারি [illegible] করা আছে। [illegible] বিক্রয় করিলেন। কিন্তু [illegible] সংবাদ জমীদারকে দেওয়া।

বিচারপতিরা [illegible] সংবাদ দেওয়া হয় নাই বলিয়া বাদীর আপীল [illegible] ডিক্রি করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

ষ্টাম্প ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮১ সালের ১২ই ফাল্গুন।

[illegible] বঙ্গাব্দ, ডি, এল, ও বিহার সরকারের [illegible]

আদেশ পত্রের পাঠ:- বাবু [illegible] এল, এল, [illegible]

[illegible] হইতে [illegible]

[illegible] ১৮৮০ ইং [illegible] বিবেচিত হওয়াতে [illegible] ১৮৮১ সালের প্রতিদিবি [illegible] ও [illegible] প্রতিবাদন পত্রে [illegible] ও [illegible]

[illegible] এল প্রতিনিধি কমিশনর আর, এল, উইলসন [illegible] ৫ সালের ২ মার্চ অবধি [illegible]

এতদ্দেশে [illegible] ডিক্রি [illegible] ৫ টাকা [illegible] ১০ টাকা [illegible] ১০ টাকা [illegible] ১৫ টাকা [illegible] ২০ টাকা [illegible] ২০ টাকা [illegible] ২৫ টাকা [illegible] ২৫ টাকা [illegible] ৩০ টাকা [illegible] ৩০ টাকা [illegible] ৪০ টাকা [illegible] ৪০ টাকা [illegible] ৫০ টাকা [illegible] ৫০ টাকা [illegible] ৬০ টাকা [illegible] ৬০ টাকা [illegible] ৭০ টাকা [illegible] ৭০ টাকা [illegible] ৮০ টাকা [illegible] ৮০ টাকা [illegible] ৯০ টাকা [illegible] ৯০ টাকা [illegible] ১০০ টাকা [illegible] ১০০ টাকা [illegible] ১২০ টাকা [illegible] ১২০ টাকা [illegible] ১৪০ টাকা [illegible] ১৪০ টাকা [illegible] ১৬০ টাকা [illegible] ১৬০ টাকা [illegible] ১৮০ টাকা [illegible] ১৮০ টাকা [illegible] ২০০ টাকা [illegible] ২০০ টাকা [illegible]

ইহারা মোদক আহ্লে বিজ্ঞাপন দিবার দরুণ করেন, তাঁহারা মোদকপ্রকাশের পরিচি পরিচী বিজ্ঞাপনের অধিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপন প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাঁহার পর /০ আনা।

ডাক্তার শ্রীযদুলাল মুখোপাধ্যায়ের।
পরীক্ষিত ও অব্যর্থ

জ্বরারিচূর্ণ।

ইহা সেবনে মুহুর্ত্ত মধ্যে, পালা ও কম্প প্রভৃতি সমস্তপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা যকৃৎ ও বাসী-সংযুক্ত জ্বর আশু আরোগ্য হইয়া যায়। ইহার গুণাগুণের বিষয় অধিক বলা বাহুল্য। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার মহিমা বুঝিতে পারিবেন। এই ঔষধে সমস্ত সমস্ত লোক পীড়ার হস্তাক্ষর মন্তব্য চইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এখনে এই ঔষধ ব্যবহারের প্রায় সকলেই সমাধরে গ্রহণ করিতেছেন।—মূল্য এক প্যাকেট ৸০ আনা।

হরিমোহন ভিষ্পেন্সারি, ভবানীপুর কলিকাতা।

কুসুম মঞ্জরী।

(বালক বালিকার অব্যর্থ মহৌষধ।)

ইহা সেবনে বালক বালিকার বহুপ্রকার, যেমন জ্বর, রক্ত জ্বর অকালে আমক পরিমাণে বেদনাদি ও অন্যান্য পোষণীয় পীড়া সমূলে বিনষ্ট করিয়া দন্তোৎপত্তির সাহায্য করে, অথচ শিরদাঁড়ের সময় হইতে ঔষধ শেষ দিবস সেবন করিতে হয়, এক কৌটার মূল্য ২ টাকা পাকিং ৵০ আনা।

মেহামৃতরস।

এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও যন্ত্রণা বিনষ্ট, শ্বেত প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র সেবিবামাত্র বন্ধ হয় ও এই সমস্ত রোগবলিত হয়, বলিবার বীর্য্যবল, রক্ত পরিষ্কার ও শারীরিক পোষণ প্রভৃতি সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। এক শিশির মূল্য ১৸০ পাকিং ৵০ আনা।

সর্বপ্রকার বাতরোগের অব্যর্থ

মহৌষধ।

ইহা সেবনে পেটে বাত, উরুসন্ধি বাত, হৌড়ি বাত, পোষ্টের বাত প্রভৃতি বাত রোগ মাসেই সমূলে বিনষ্ট হইয়া আর মূতন চইবার বিষয় বিষয়ের মধ্যে গণ্য হয়। মূল্য এক টাকা পাকিং দুই আনা।

ইহা ব্যতীত আমার নিকট যে সমস্ত ঔষধ আছে, তাহা পত্র লিখা আবশ্যক মাত্রেই তালিকা দেখিলেই জানিতে পারিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ৬৮ নং মধুরায়ের লেন, কাঁসারিপাড়া, শিবপুর কলিকাতা।

(ডাক্তার ঘোষকৃত।)

গোদ, জলদোষ ও অণ্ডকোষরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিদ্ধ-শোধক—ইহাতে গোদ ও অণ্ডকোষ সিদ্ধিকরণে আরোগ্য হয়। সিদ্ধি এই ৩টী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং ভাহে ভাহে ঘর্ম অবাধ হইতে এ ঔষধে আরোগ্য না হয় না।—মূল্য—প্যাকি করা সমেত এক শিশি ২৲০।

শীঘ্রাকুল—ইহা দ্বারা ৭ দিবসের মধ্যে সিদ্ধিকরণে আরোগ্য হয়। কেবল রোগ সম্বন্ধীয় বা শোষক সম্বন্ধে এক পাকেটী ১৲০।

এই ৪টী ঔষধে পারা ঘটিত প্রভৃতি রোগ বিনাশ হয়। এই ৪টী ঔষধ কলিকাতা ৩০ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার ঘোষের চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

রেজিষ্টরি করা। Regatered.

সকল প্রকার মেহরোগের

পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ টাকা
ডাকমাশুল প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মূতন ও পুরাতন শ্বেত, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, পরমেহ এবং শুক্রদোষ অর্থাৎ প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শ্বেতবর্ণ ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা ধাতু ক্ষয় হওয়া ও শুক্রদোষ দ্বারা ধাতু ক্ষয় হওয়া, মানসিক দৌর্ব্বল্য অধিকতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন, সমস্ত দিবস নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ঔষধ সেবন করিবার সময় কোন বিষয় বিচার করিতে হইবে না, ইহা সর্ব্বাবস্থায় সেবন করিতে পারিবেন, আহারের কোন অনুপযোগ নাই।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপী দন্তমঞ্জন।

ইহা দ্বারা দন্তমূল, দন্ত ও মুখগহ্বরাদি রক্তের ন্যায় লাল হয়, দুর্গন্ধ ও মুখ পচা ইত্যাদি দন্তরোগ মাড়িতে ঘা, পুঁজ ও রক্ত পড়া ইত্যাদি মুখরোগ নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা দিবিধ দন্ত পুনরায় মুক্তাবৎ, মসৃণ, দন্ত মূলের দৃঢ়তা ও উজ্জ্বল হয়, মুখের দুর্গন্ধ একেবারে যায়। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ চারি আনা মাশুলে পাঁচকৌ ৵০ আনা।

সাধারণ। সাধারণ॥ ডাকমাশুল

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত শ্রেণিবদ্ধটি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—শ্রীহরিদাস দে ১২ নং কৃষ্ণচরণ শিকদারির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

মহিম মূহুরি পত্তন।

যিনি বিশুদ্ধ-প্রণয়ের সুখময়
বিবাহিত হইয়া দেখিতে চাহেন তিনি এই
পুস্তক শীঘ্র ক্রয় করুন।

রাজলক্ষ্মী—অদর্শন।

(পাঁচ খানি অভিনবনাটকের জীবন মূল্য সহিত।)
মূল্য ৸০ ছয় আনা। বহু ডাকমাশুল লাগিবে না।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

"রাজলক্ষ্মী অদর্শন—পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থের এমন উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। ইহাতে লেখক যাঁহার মনের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে পাষাণহৃদয় পাঠকের হৃদয়েও আঘাত লোমহর্ষ পড়িবেই পড়িবে। রোগ মুক্তুসয়া এবং একাকী শয়নের লইয়া যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বর্ণিত আমরা উহার মত সুকবিত্বপূর্ণ অতি অল্পই দেখিতে পাই।" আলোক। ১ই বৈশাখ ১২৯৩।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসে। কলিকাতা—৩০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

চন্দ্রচূড় রস।

অজীর্ণরোগসমূহের প্রবেশবারণিলাপকারী।

বারম্বারোগমুক্তিদের ন ভেদ বায়ুমিশ্রিত বিষম ।
এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা

nation papers on Geography. By a DISTINGUISHED Graduate.

Price 2 as—3 pie Post free 4 annas.

97 College street. Bangabasi Roy Manager Calcutta. Somprakash Depository

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কলিকাতা সহরে বাঁহার বাটিতেছি, তিনি ভিন্ন ভিন্ন মফঃস্বলস্থ গ্রাহকদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য গ্রহণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়—৭ মুরারি ১০
" " কৃষ্ণকমল দাস—বেলারি ,
" শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ সাহিত্যরত্ন সম্পাদক ১০
" " কালীপ্রসন্ন সরকার—রাজশাহী ৭
" " ভগবান চন্দ্র বসু—ভাগলপুর ৭
" ব্রজনাথ দাসের—বাঁকিপুর ৭
" " অক্ষয়নাথ রায়—বেহরমপুর ৩৷৷০
" শ্রীযুক্ত বাবু রসময় লাহা—আগরতলা ৮,
তাঁহার মূল্যের জন্য ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত পরিবর্ত্তন

বিশেষ জ্ঞাপন।

অনেক গ্রাহক সোমপ্রকাশের ৭ম বর্ষ হইতে ১০ম বর্ষের মধ্যে অগ্রিম ১০ টাকা এবং ১১শ বর্ষ হইতে ১৩শ বর্ষের মধ্যে ৭ টাকা অগ্রিম দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ১৪শ বর্ষ হইতে ১৬শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৭ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৭শ বর্ষ হইতে ১৯শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৮ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২০শ বর্ষ হইতে ২২শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৯ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৩শ বর্ষ হইতে ২৫শ বর্ষ পর্য্যন্ত ১০ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৬শ বর্ষ হইতে ২৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত ১১ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৯শ বর্ষ হইতে ৩১শ বর্ষ পর্য্যন্ত ১২ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৩২শ বর্ষ হইতে ৩৪শ বর্ষ পর্য্যন্ত ১৩ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৩৫শ বর্ষ হইতে ৩৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত ১৪ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৩৮শ বর্ষ হইতে ৪০শ বর্ষ পর্য্যন্ত ১৫ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৪১শ বর্ষ হইতে ৪৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত ১৬ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৪৪শ বর্ষ হইতে ৪৬শ বর্ষ পর্য্যন্ত ১৭ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৪৭শ বর্ষ হইতে ৪৯শ বর্ষ পর্য্যন্ত ১৮ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৫০শ বর্ষ হইতে ৫২শ বর্ষ পর্য্যন্ত ১৯ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৫৩শ বর্ষ হইতে ৫৫শ বর্ষ পর্য্যন্ত ২০ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৫৬শ বর্ষ হইতে ৫৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত ২১ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৫৯শ বর্ষ হইতে ৬১শ বর্ষ পর্য্যন্ত ২২ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৬২শ বর্ষ হইতে ৬৪শ বর্ষ পর্য্যন্ত ২৩ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৬৫শ বর্ষ হইতে ৬৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত ২৪ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৬৮শ বর্ষ হইতে ৭০শ বর্ষ পর্য্যন্ত ২৫ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৭১শ বর্ষ হইতে ৭৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত ২৬ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৭৪শ বর্ষ হইতে ৭৬শ বর্ষ পর্য্যন্ত ২৭ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৭৭শ বর্ষ হইতে ৭৯শ বর্ষ পর্য্যন্ত ২৮ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৮০শ বর্ষ হইতে ৮২শ বর্ষ পর্য্যন্ত ২৯ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৮৩শ বর্ষ হইতে ৮৫শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৩০ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৮৬শ বর্ষ হইতে ৮৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৩১ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৮৯শ বর্ষ হইতে ৯১শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৩২ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৯২শ বর্ষ হইতে ৯৪শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৩৩ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৯৫শ বর্ষ হইতে ৯৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৩৪ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ৯৮শ বর্ষ হইতে ১০০শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৩৫ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১০১শ বর্ষ হইতে ১০৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৩৬ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১০৪শ বর্ষ হইতে ১০৬শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৩৭ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১০৭শ বর্ষ হইতে ১০৯শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৩৮ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১১০শ বর্ষ হইতে ১১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৩৯ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১১৩শ বর্ষ হইতে ১১৫শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৪০ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১১৬শ বর্ষ হইতে ১১৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৪১ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১১৯শ বর্ষ হইতে ১২১শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৪২ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১২২শ বর্ষ হইতে ১২৪শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৪৩ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১২৫শ বর্ষ হইতে ১২৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৪৪ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১২৮শ বর্ষ হইতে ১৩০শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৪৫ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৩১শ বর্ষ হইতে ১৩৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৪৬ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৩৪শ বর্ষ হইতে ১৩৬শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৪৭ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৩৭শ বর্ষ হইতে ১৩৯শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৪৮ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৪০শ বর্ষ হইতে ১৪২শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৪৯ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৪৩শ বর্ষ হইতে ১৪৫শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৫০ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৪৬শ বর্ষ হইতে ১৪৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৫১ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৪৯শ বর্ষ হইতে ১৫১শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৫২ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৫২শ বর্ষ হইতে ১৫৪শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৫৩ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৫৫শ বর্ষ হইতে ১৫৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৫৪ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৫৮শ বর্ষ হইতে ১৬০শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৫৫ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৬১শ বর্ষ হইতে ১৬৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৫৬ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৬৪শ বর্ষ হইতে ১৬৬শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৫৭ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৬৭শ বর্ষ হইতে ১৬৯শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৫৮ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৭০শ বর্ষ হইতে ১৭২শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৫৯ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৭৩শ বর্ষ হইতে ১৭৫শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৬০ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৭৬শ বর্ষ হইতে ১৭৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৬১ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৭৯শ বর্ষ হইতে ১৮১শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৬২ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৮২শ বর্ষ হইতে ১৮৪শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৬৩ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৮৫শ বর্ষ হইতে ১৮৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৬৪ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৮৮শ বর্ষ হইতে ১৯০শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৬৫ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৯১শ বর্ষ হইতে ১৯৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৬৬ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৯৪শ বর্ষ হইতে ১৯৬শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৬৭ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৯৭শ বর্ষ হইতে ১৯৯শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৬৮ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২০০শ বর্ষ হইতে ২০২শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৬৯ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২০৩শ বর্ষ হইতে ২০৫শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৭০ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২০৬শ বর্ষ হইতে ২০৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৭১ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২০৯শ বর্ষ হইতে ২১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৭২ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২১২শ বর্ষ হইতে ২১৪শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৭৩ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২১৫শ বর্ষ হইতে ২১৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৭৪ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২১৮শ বর্ষ হইতে ২২০শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৭৫ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২২১শ বর্ষ হইতে ২২৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৭৬ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২২৪শ বর্ষ হইতে ২২৬শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৭৭ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২২৭শ বর্ষ হইতে ২২৯শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৭৮ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৩০শ বর্ষ হইতে ২৩২শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৭৯ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৩৩শ বর্ষ হইতে ২৩৫শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৮০ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৩৬শ বর্ষ হইতে ২৩৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৮১ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৩৯শ বর্ষ হইতে ২৪১শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৮২ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৪২শ বর্ষ হইতে ২৪৪শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৮৩ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৪৫শ বর্ষ হইতে ২৪৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৮৪ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৪৮শ বর্ষ হইতে ২৫০শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৮৫ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৫১শ বর্ষ হইতে ২৫৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৮৬ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৫৪শ বর্ষ হইতে ২৫৬শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৮৭ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৫৭শ বর্ষ হইতে ২৫৯শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৮৮ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৬০শ বর্ষ হইতে ২৬২শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৮৯ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৬৩শ বর্ষ হইতে ২৬৫শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৯০ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৬৬শ বর্ষ হইতে ২৬৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৯১ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৬৯শ বর্ষ হইতে ২৭১শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৯২ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৭২শ বর্ষ হইতে ২৭৪শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৯৩ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৭৫শ বর্ষ হইতে ২৭৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৯৪ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৭৮শ বর্ষ হইতে ২৮০শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৯৫ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৮১শ বর্ষ হইতে ২৮৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৯৬ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৮৪শ বর্ষ হইতে ২৮৬শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৯৭ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৮৭শ বর্ষ হইতে ২৮৯শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৯৮ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৯০শ বর্ষ হইতে ২৯২শ বর্ষ পর্য্যন্ত ৯৯ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ২৯৩শ বর্ষ হইতে ২৯৫শ বর্ষ পর্য্যন্ত ১০০ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে।

এই এই সমস্ত গ্রাহকদিগকে সোমপ্রকাশ প্রতি বৎসর ১২ খানি করিয়া দিবেন। ইহাতে ইহাদিগের মূল্য-বৃদ্ধি সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কোন কারণ থাকিবে না।

ধাত্রী শিক্ষা প্রকাশ প্রায়ের ... পাঠ্য পুস্তক। ... টাকা। ডাকমাশুল ... পাওয়া যায়।

... ঔষধালয়ে ...

... ঔষধালয়ের সেল অফিসার।

... সোমপ্রকাশ ... পাওয়া যায়।

... ঔষধালয়ে ...

... ঔষধালয়ের ... ঔষধালয়ে ...

... ঔষধালয়ে ...

... ঔষধালয়ে ...

সাম্যপ্রকাশ।

২৮ শ ভাগ। "প্রবর্ত্যতাং প্রকৃতিহিতায় যাবদ্বী শ্রুতবৃত্তী খলিতলবায় ন ধীমতা" ১৩ সংখ্যা।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাস যাবৎ সাম্যের মূল্য ১ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৯১ সাল। ১৯ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮৪। ৩ রা নবেম্বর। | আশ্বিন কার্ত্তিক সংখ্যা ডাকমাশুল সমেত ১ টাকা। মাসিক ১ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন

যেকোন রোগী-পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক রোগের অভিজ্ঞাপিত অন্তর্গত ঔষধের জন্যে নিম্নে একখানা মাসের ও অতিশয় দুর্ব্বল আবশ্যক। পূর্ণ কার্য্যকারকতাপ্রদানে মাসিক বেতন ৫০ হইতে ৭৫ টাকা ও বহুবিপদের বেতন ১৫ হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে মাসেরকে ৫০০ টাকার টাকার আমিন নিয়ে হইবেক, আবশ্যক পুরুষ আমার নিম্নস্থ পত্রদ্বারা অভিজ্ঞাপন হইবেক মাসেরকার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বিদ্যার নিকট আবেদন করিবেন। যাঁহাদিগের অভিজ্ঞাপি আদৌ অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা নাই, তাঁহারদের আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীউমেশচন্দ্র আমিন
পত্র ঠিকানা।

শ্রীবিপিনবিহারী বসু
মুন্সি।

OLD EYES MADE NEW !!

Spectacles and Surgical operations rendered useless.

Throw away your rock Pebbles, Brazilian, & Italian Crystals,

FOR THE CURE OF ALL EYE DISEASES,

Dr CHASE'S JORDAN DROPS.

A reviving and strengthing "Eye-water," or lotion for the eyes, is guaranteed to cure partially weak, congested or inflamed Eye, Inflammation of the Eyelids, watery and overwrought eyes, Intolerance of light, Obscurity of vision, Cataract Eyes, Far and Short-sightedness, weakness of the retina and optic nerve &c. and the worst diseases of the Eye

It is Entirely a new scientific discovery combining many of the most powerful restorative agents in the vegetable kingdom. Instead of cutting out the cataract and thus causing intense agony to the patient it can now be gradually worked out by means a few days applications. By applying one Drop of Jordan in the Eye three daily the muscles are revitalized, and invigorated, the circulation of the blood in the capillary vessels restored the paralysed nerves expanded and the cause of the difficulty specially removed. Its beneficial effects are experienced from the very first applications; it subdues all pain and inflammation immediately. Best of Oculists or Doctors that have failed in many cases Dr Chase's Jordan Drops has cured them successfully Test and you will be satisfied

Per Bottle Large	...	...৳	0 0
" Small		2	0 0
Cathartic Alterative		1	0 0

RECEIPT CERTIFICATE OF CURES.

CHRONIC OPTHALMIA

Dindigul, Madras, 24th January 1884.

A friend of mine was suffering from Chronic Opthalmia. His case was declared to be hopeless even by the skilful officers of Eye-Infirmary Madras. After applying the Drops for Christmas in accordance with the printed Directions which accompanied the small Jordan I find there is decidedly an improvement to the better the aching of water from the Eyes has ceased, the inflammation of the Eye-lids disappeared and the excessive pain in the Eye-Ball has been relieved.

(Sd.) T RAJAGOPAUL NAYUDU, PLEADER.

Wanted 1,000 Agents in every City & Town.

VAN ETTEN & Co.

CALCUTTA.

অভিজ্ঞ উপন্যাস-প্রণেতা

শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত

নির্ম্মলা (সামাজিক উপন্যাস, দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৷৷

নবাবী (ঐতিহাসিক উপন্যাস, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রফুল্লকমল (সামাজিক উপন্যাস)

ভিখারী (সামাজিক উপন্যাস)

বে পাগ—অনুবাদ (বিবিধ-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ)

ঐতিহাসিক পারস্যাধিপতি শাহ্ আব্বাস মহান্ ও উইলিয়ম ৩, ইংরাজ সিংহাসন অধিরোহণ অবধি রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত ইতিহাস।

এই ত্রিবিধ প্রকারের ছয় খানার উপন্যাস ১ ম ও ২, ৩ খানা পুনর্ব্বার ছাপান হইয়া এখন বাহির হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানা দেওয়া হইবে।

প্রসিদ্ধ মাইকেল শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দাস দত্ত

প্রণীত দুই খানা নূতন নূতন গ্রন্থ

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক সচিত্র বাঁধা ১৷৷ ১৷৷

পদ্মাবতী নাটক ১ ১৷৷

এই দুইখানি পুস্তকের পুনঃ পুনঃ ছাপা হইয়া গিয়াছে।

শর্ম্মিষ্ঠার অর্দ্ধেক মূল্যের কাগজে ছাপা বাঁধা ১৷৷ ১৷৷

অবশ্য প্রাপ্তিস্থান নাটক অর্থাৎ বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে

বর্ত্তমান বঙ্গ ১৷৷ ১৷৷

পদ্মাবতী নাটক (মাইকেল প্রণীত) ১৷৷ ১৷৷

প্রত্যেক ৫ খানা অধিক ক্রেতাদিগকে ১৷ টাকায় ১৷ খানা।

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যস্থ।

৯১ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১ লা কার্ত্তিক, সন ১২৯১ সাল।

পণ্ডিত শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি
প্রণীত।
ধর্ম্ম ব্যাখ্যা। ১ম খণ্ড।
মূল্য মাং ৫।৵ আনা।

প্রাচীনগণ সরল ভাষায় শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতেন। তাহাতে সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার হইত। এক্ষণে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা হ্রাস হওয়াতে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অনেকেই অবগত নহেন। ধর্ম্ম কি? হিন্দু ধর্ম্ম কি? শাস্ত্রে কি, বলিতেছেন? এই বিষয় লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার মীমাংসা হইতেছে না। আর্য্য শাস্ত্রের মহিমা ঘোষিত হইতেছে। আধুনিক কিরূপ সংস্কার-স্রোতে পতিত, তাহা কি বলিব? ধর্ম্ম, অধর্ম্মরূপে পরিণত হইতেছে, অধর্ম্মই ধর্ম্ম বলিয়া, ধর্ম্মের প্রতিপোষক হইয়া উঠিতেছে। যে সকল ব্যক্তি 'সনাতন ধর্ম্ম' রক্ষার্থ হিন্দুসমাজে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য অনেকেই ব্যগ্র হইয়াছেন। এই সকল ব্যক্তির জন্য এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সকল সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের লক্ষণ কি? ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? ধর্ম্মের উপায় কি? ধর্ম্মের ফল কি? ধর্ম্মের সাধন কি? ধর্ম্মের সাধক কে? ধর্ম্মের সাধনার কিরূপ প্রণালী? ধর্ম্মের সাধনার কিরূপ ফল? এই সকল বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মের সাধনার কিরূপ প্রণালী? এই সকল বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মের সাধনার কিরূপ ফল? এই সকল বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারপ্রকাশ।

(... অনুবাদ)

... ...

সাধারণ হইয়াছে, যেটী করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। তাহাতে আমার বিশ্বাস আছে, বিশেষ আছি খুব—তাহাতে লোক, ও যার তাহা সোম সম্বন্ধে প্রমাণে পারকৃত হ'ত।

তারপর আমাকে দুই, তত ধুমধাম, তোমরা প্রভৃতি অপূর্ব্ব সাধু ভাষা প্রয়োগ করিয়াছ। সংসা যের লোকে সকল কথাতে যে ঐ সকল সাধুভাষের পরিচয় দিয়া থাকে তাহা আমি বুঝি না, তেমন খুঁজিতেই দুঃখকাশের কোথায় হতে তাহা পাওয়া যায় তোমার সমস্ত। আমি ক্রমে মোটামুটি হতে দুইয়া কিছু কিছু কথা করিয়া করিয়া বলি, লিখিতে চাই প্রবন্ধ করিয়া অপূর্ব্ব দিয়া আমোদের তত। এর পরে যাহা, যাহা যাহাতে, যে যে দিনে সকলেই সকল মুকরা তাহাদি করিয়া দিয়ে দিয়ে আমাদিগে লিখে করিয়াছে। পরে যাহা বলাতে তাহার পাড়ার উচিত যে যাহার বলিতে তোমাদিগে

করিয়া সত্য সত্য গ্রাম সমস্ত উৎসন্ন করিয়া; ইহা প্রভাদিগের কুৎসনের কর্ত্তব্যের দৃষ্টি করিয়াছে।

পরে সমুদ্রে

তোমাদের তোমার কারণে অপরাধপক্ষের আমার দীর্ঘ ভরে সকল কথাতে সমস্তেই স্বাধিক অধিকার। আর এমন তোমাদিগকে আমা যাহাতে, যাহাদিগে বিশ, প্রম এ প্রভৃতি অমার উপর এ সে দেখে উচ্চ, তোর চতুরী উহাদের আমা দুর কারণে আছিয়াছে যে পর্ব্ব সর্বদা তোমা তে যে আমা বলাতে মন আছিয়াছে; যে । চিত্ত বলাতে মন পরের কথা ছিল তোমা করিয়া দিয়াছ। তোমাদিগের প্রথা

তোমাদিগ

ইচ্ছা করি, তবে তা হয় এই যে তোমাদের ঈশ্বর, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমি করি।

তোমরা কিন্তু বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে [illegible] পরিত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছ—এমনকি পালকীর কাঁধ দিবার জন্য পর্য্যন্ত তোমরা চেষ্টা করিতেছ—অর্থাৎ বিধবাবিবাহের উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছ—সাধু! সাধু! সাধু! ইহা অপেক্ষা অধিকতে বন্ধুত্ব আর কি আছে আমি জানি না। কিন্তু ঐ ব্রতসাধন জন্য তোমরা যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছ ও করিতেছ, তাহার মধ্যে একটি তোমরা আমার এই পরিষদ মন্দিরে সভ্য বলিয়া বোধ হয় না। আমার প্রথম কথা এই— বালবা বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণে এত কষ্ট কেন? অনেক কষ্ট, পরিশ্রম, অর্থব্যয়ই বা কেন স্বীকার কর? আমি নিশ্চয়রূপে বিশেষরূপে করিয়াও বুঝিতে পারি না যে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণে তোমাদের কি ফল বা উপকার

[illegible] এইরূপে বিবাহ পর তাহার মুখদর্শন করে না সে কল করিলে। আমাদের মত হিন্দুস্থানে অনেক, উহাদের নিকট যে এই কারণে করিবে সে তাহাই পাইবে। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা যখন বিধি [illegible] উহার অনাবশ্যকতা [illegible] কোন বিষয়ের যৌক্তিক মীমাংসায় কিছুতেই উপস্থিত হওয়া যায় না। বিপক্ষে বিচার কর নিশ্চই উহার প্রত্যেক যে কোই সময়ের উপস্থিত কর। যারা কহিত তারা বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ করিল, আর এখন আমার নাম বিদ্যাসাগর, মহারাজ, ইত্যাদি [illegible] করিল, তাহা হইলে তোমরা কি এমন বলিতে পার যে হিন্দুস্থানে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় [illegible] চলিবে? তাহা কোন কালে চলিবে না। ইহাতে অন্য সমাজে আমাদিগের অপেক্ষাও এক অবস্থা নিম্নেই অবস্থা দেখা যাইতে পারে, যে তাহারা কিছুতেই উহা চলিতে দিবে না। সে সকল অপূর্ব্বে শাস্ত্রের বার যারে না, নায় ও যুক্তিরও ধার ধারে না। তাহারা যে কি অদ্ভুত আবোধার তাহা তোমরা কিছুতেই ভাবিয়া উঠিতে পারিবে না। তোমাদিগের যুক্তি ও ঈশ্বরবরে সে অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি কিছুতেই অঙ্কিত করিতে পারিবে না; আমিয়া দেখ দেখি, বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রীয় কোন্ বিষয়ই বা এত আছে এবং আমাদের কোন্ বিষয়ই বা শাস্ত্রসঙ্গত আছে? এখনকার হিন্দুসমাজ

একটি অন্ধকূপের মধ্যে সমাধি হইয়াছে। তোমরা সমাজসংস্কারী পণ্ডিত উহার প্রকৃতি বিচারে সক্ষম হইলেও না। আমাদের বিবেচনায় সমাজের এরূপ দুর্দ্দশায় বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা অথবা অশাস্ত্রীয়তা আর নূতন করিয়া বিচারের তোমার প্রয়োজন নাই। কারণ, উহার শাস্ত্রীয়তা বিচারে সিদ্ধ হইলেও তোমার কিছু লাভ পাইবার প্রত্যাশা নাই। যে সকল দুর্বিনীত ব্যক্তি উহার অশাস্ত্রীয়তা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্রের অপেক্ষা করেন না; সুতরাং উহার শাস্ত্রীয়তা বা অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ ঐ দাবিদের পক্ষে তোমার কার্য্যকারক নহে। আর যদি আমাদের এমন দুরদৃষ্ট হয় যে উহার অশাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ হইলেও [illegible] বিধবাবিবাহের সম্ভাবনা আছে। কারণ আজ কাল স্বাধীনতা সমাজস্রোতের [illegible] ও দুর্দ্দিন পর সমস্ত উহার কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া প্রচলিত করিবার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত করিবেন, ও সমাজের যে ভাবে বুঝাইবেন, উহারা তাহা বুঝিবে প্রতিপন্ন হইলে ঐ দায় একেবারে কঠ

[illegible] যদি যে ঐ প্রয়োজন হইতে উত্তীর্ণ হয়, তাহা সে সময়ে সম্ভ সভাই থাকে, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া [illegible] অথবা তদপেক্ষা হয় না; আর যদি সে ঐকীর্ণ হইতে না পারে তবে চিরকালের জন্য অসারবস্তু এরূপ অবস্থায় হইয়া যায়—কঠিন যন্ত্রের তাহিনা পরীক্ষার জন্য তপ্তলৌহ আঘাত করিলে যদি সে তাহে হবে যে কঠিনত্ব সেই অবস্থাই থাকিল, আর যদি ফাটিয়া যায় তবে একেবারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণের ফলাফলও ঠিক ঐরূপ, ইহা অবশ্য ও কার্য করিবে ইহা নয়। অতএব বিধবাবিবাহ যদি [illegible] সহকারে সাধনীয়—ঐ ব্রত সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত সাধনীয় —কার্য সহজে হইবে বাস্তবিক ও উহাতে সর্ব্বতোভাবে পরিণাম।

আমার দ্বিতীয় কথা—যদিও আমাদের মান সম্ভ্রমের এখন আমরা মৌখিক রাজা প্রজাস্বরূপ দেশ রাজের নিন্দাবাদ করি কিন্তু অন্তরে তাঁহাকে ঐকান্তিকভাবে আশীর্ব্বাদ করি—তাঁহার মঙ্গল সাধু উদ্দেশ্য যে আমরা বুঝি না এমন নহে। আমাদের বুঝ কাণ্ড, তথাপি বুঝ কোটে না। দেখ,—আমার চতুর্থ কাজ উপস্থিত, এতকাল যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছি, ইহাতে এখনে তাঁহাদিগের তথায় নাম দিলে এই সভার সভ্যদিগের কি আমার কথা থাকিবে? আমার সহকর্ম্মিদের বিরোধী উৎসন্ন যাইবে, তখন সভীর উপস্থিত [illegible] আমাকে প্রাণ করিবে। কারণ এই ব্রত বরণে এরূপ ঘোর বিপদসাগরে [illegible] হইতে আমার মাহেশ ধর্ম্ম বিপদ্ধতি উপযুক্ত [illegible] আমার নাই। আর তোমাদিগেরও [illegible] তোমাদের উপযুক্ত [illegible] নহে। তোমরা [illegible] বিধবাবিবাহের [illegible] বিষয়ে [illegible] আমাদের [illegible] তোমাদের [illegible] আমি [illegible] তোমাদের [illegible] আমি [illegible] তোমাদের [illegible] তোমাদের [illegible] তোমাদের

[illegal] [illegal]

[illegal] [illegal]

[illegal] [illegal]

সোমপ্রকাশ।

কার্ত্তিক সোমবার।

[illegible] পারেন কারণ সম্প্রতি [illegible] অনেকেরই প্রতীতিগোচর হইয়াছে

[illegible]

[illegible]

যে নিয়মে [illegible] আমাদের মনে [illegible] ভয় হইতেছে। অধিকাংশ নির্বাচনের জন্য একজনে যে সকল বিষয় জানা [illegible] তন্মধ্যে দুই একটী অতিশয় দুরূহ। [illegible] কঠিন নিয়ম পালন করিলে না পারিলে বাস্তুত ফললাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। কলিকাতার ন্যায় মফস্বলে আসিয়া লিখিয়া [illegible] দাতাগণ ঘর বসিয়া পারিবেন না। [illegible] এক স্থানে আসিয়া [illegible] কোন গবর্ণমেণ্টের পরিচিত কর্ম্মচারি [illegible] করিবেন। কেহ [illegible] প্রতিনিধি [illegible] পারিবেন না। কৌতুহলী ও দেখাদেখি দিয়া [illegible] প্রতিনিধি পরীক্ষা হইয়া [illegible] আছে সেই সকল কার্য্যেই গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধি লইয়া থাকেন, কিন্তু [illegible] প্রথম কি আশা যে গবর্ণমেণ্ট [illegible] প্রহণ [illegible] করে সম্মত হইলেন না? যিনি [illegible] সংস্থাপকালে পীড়িত বা বিদেশে [illegible] তিনি মিউনিসিপালিটিকে বলিয়া কেন [illegible] করা। অথবা, মিউনিসিপালিটির উচিত [illegible] কেন বহুদর্শী হইল না, তিনি নিজে [illegible] প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সুতরাং এ প্রকার নিয়মে অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক [illegible] হইলেন। যাঁহারা হিন্দুস্থানী, যাঁহাদের [illegible] বিদেশে যাইতে ইচ্ছা না এবং যে [illegible] পদ প্রার্থীগণ অল্প বিস্তর [illegible] পারিবেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রায় [illegible] কালে নিষ্ফল উপস্থিত হইবেন। [illegible] যাইতেছে যে তাদৃশ লোকের [illegible] সম্ভাবনা। বোধ হয় [illegible] এই কঠিন নিয়ম করিয়াছেন। কিন্তু যদি [illegible] প্রতিনিধি আসিয়া [illegible] তাহাতে [illegible] আমরা জানিতে পারে না। যাহা হউক [illegible] মিউনিসিপালিটি [illegible] পাইবার জন্য [illegible] হবারে আসা কর্ম্মচারিদের [illegible] পাইলে আর [illegible] না হয়, ইহাই আমাদের বাসনা। আর একটী [illegible] করা হইয়াছে যে [illegible] অন্যূন [illegible] হইবে তদ্ভিন্ন [illegible] সংস্থাপকগণের [illegible] লোকের [illegible] নিয়ম [illegible] হওয়া চাই। আমাদের

উহার আর একটী আপত্তি [illegible] যদি [illegible] মিউনিসিপালিটী এই নিয়ম [illegible] অনেক [illegible] দাতা [illegible] বিমুখ [illegible] পারে।

[illegible] নিয়ম [illegible] হইবে। [illegible] বিদেশে [illegible] [illegible] [illegible]

বিক্রয়ের আশা। তাহারা সব পাইয়া থাকেন এমন-ভাবে থাকে তাহাদের আয়।

২। আমরা আরম্ভে দেখিয়াছি উত্তর পশ্চিমা-ঞ্চলের দরিদ্র লোকেরা যে সকল দ্রব্য আহার করে তাহা মানুষের খাদ্য নয়। তাহাদিগের বিলাস ভোজ্যদ্রব্য দুষ্টী ও তমাকু। আমরা দেখ কোন কোন ব্যক্তিকে পা বা হাতের দশা ফুলিয়া মরিয়া যাইতে দেখিয়াছি। সে দশাগুলা আদৌ সিদ্ধ হয় না। দরিদ্রেরা পেটের অন্ন পায় তাই খায়। তাহা দাল সহিত মূলা খাইয়া থাকে। যে কোনরূপে হউক উহা পূর্ণ হইলেই হইল। এই সকল দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় তাহাদিগের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে যে ওলাউঠা ও বসন্ত রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব হয়, আমার-বোধ তাহার প্রধান কারণ।

৩। কায়াদিগের পরিধান ও বাসস্থান। তাহারা একবার যে বস্ত্র পরে তাহা আর রজকালয়ে যায় না। তাহার দুর্গন্ধে দুঃখ পলায়। এ মনুষ্যের বাসোপযোগী নয়। তাহাতে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পায় না।

এ সকল কি উন্নতিসূচক চিহ্ন? আমরাই যে কেবল বিহার ও উত্তর পশ্চিমবাসিদিগের দারিদ্র্য বর্ণন করিয়াছি তাহা নয় বাঙ্গলা হাট তা পড়ি-য়াছেন স্বাহার পাঠকদিগের পাঠযুক্ত হইবে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন পাঠক। তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন, বিহার ও উত্তর পশ্চি-মাঞ্চল প্রভৃতির লোকের কেমন অন্ন জন্ম করে। উহারা ঘুমি হইয়া দেশ দেশান্তরে গিয়া যেটুকু দুঃখ পতিত হয়, উহাদিগের অবস্থা দারিদ্র্য বশতঃ কি তাহার কারণ বল? আমাদের লক্ষ্মীমান রাজ-পুরুষেরা উচ্চ স্বরে থাকেন, উচ্চ স্বরে ভোজন করেন, আস্ফালিয়ার বাস করেন, উঁহাদিগের চক্ষুশ্চিকে বিলাসদ্রব্য ভোক্তাভাবী হইয়া বিরাজ থাকে। অতএব উঁহারা ঐ দরিদ্রদিগের কষ্ট অনুভবই করিতে পারেন না। একজন কবি কহিয়াছেন,—

"দেখে বস্ত্রাভাবে কেহ আছয়ে প্রিয়া।
লক্ষ্মীবন্তো ন জানন্তি দারিদ্র্যং পরমেশ্বরম্।"

যেন সর্প এক বৃদ্ধিহীন জনকে দংশন করিতেছেন, তাহাতে ভ্রান্ত হইয়া আছেন,এমন উপরে আবার ঐ ব্যক্তি সর্পকে ধরিয়া আনিতেছে। যেন এ পর্য্যন্ত যে কষ্ট তাহা কিছি বুঝিতে পারেনাই। বুঝাইয়া দিলেও আপনি তাহার উপায় করিয়া তাহাতে কষ্ট দিবেন না। কারণ লক্ষ্মীবন্তেরা দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া বুঝিতে পারেন না।

এই বিষয়ের উপর মনুষ্যদেরা দোষারোপ করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসিরা অতিশয় মদ্যপায়ী হইয়াছে। তাহারা মুখ ও নির্দ্দয় লোক, মনুষ্যের জীবন অনায়াসে নষ্ট করিতে পারে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের দুঃখ ও দারিদ্র্য বশতঃ কি তাহার কারণ নয়? আমাদের লক্ষ্মীমান রাজ-পুরুষেরা উচ্চ স্বরে থাকেন, উচ্চ স্বরে ভোজন করেন, আস্ফালিয়ার বাস করেন, উঁহাদিগের চক্ষুশ্চিকে বিলাসদ্রব্য ভোক্তাভাবী হইয়া বিরাজ থাকে। অতএব উঁহারা ঐ দরিদ্রদিগের কষ্ট অনুভবই করিতে পারেন না। এমত কবি কহিয়াছেন,—

"দেখে বস্ত্রাভাবে কেহ আছয়ে প্রিয়া।
লক্ষ্মীবন্তো ন জানন্তি দারিদ্র্যং পরমেশ্বরম্।"

যেন সর্প এক বৃদ্ধিহীন জনকে দংশন করিতেছেন, তাহাতে ভ্রান্ত হইয়া আছেন,এমন উপরে আবার ঐ ব্যক্তি সর্পকে ধরিয়া আনিতেছে। যেন এ পর্য্যন্ত যে কষ্ট তাহা কিছি বুঝিতে পারেনাই। বুঝাইয়া দিলেও আপনি তাহার উপায় করিয়া তাহাতে কষ্ট দিবেন না। কারণ লক্ষ্মীবন্তেরা দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া বুঝিতে পারেন না।

এই বিষয়ের উপর মনুষ্যদেরা দোষারোপ করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসিরা অতিশয় মদ্যপায়ী হইয়াছে। তাহারা মুখ ও নির্দ্দয় লোক, মনুষ্যের জীবন অনায়াসে নষ্ট করিতে পারে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের দুঃখ ও দারিদ্র্য বশতঃ কি তাহার কারণ নয়? আমাদের লক্ষ্মীমান রাজ-পুরুষেরা উচ্চ স্বরে থাকেন, উচ্চ স্বরে ভোজন করেন, আস্ফালিয়ার বাস করেন, উঁহাদিগের চক্ষুশ্চিকে বিলাসদ্রব্য ভোক্তাভাবী হইয়া বিরাজ থাকে। অতএব উঁহারা ঐ দরিদ্রদিগের কষ্ট অনুভবই করিতে পারেন না। এমত কবি কহিয়াছেন,—

"দেখে বস্ত্রাভাবে কেহ আছয়ে প্রিয়া।
লক্ষ্মীবন্তো ন জানন্তি দারিদ্র্যং পরমেশ্বরম্।"

যেন সর্প এক বৃদ্ধিহীন জনকে দংশন করিতেছেন, তাহাতে ভ্রান্ত হইয়া আছেন,এমন উপরে আবার ঐ ব্যক্তি সর্পকে ধরিয়া আনিতেছে। যেন এ পর্য্যন্ত যে কষ্ট তাহা কিছি বুঝিতে পারেনাই। বুঝাইয়া দিলেও আপনি তাহার উপায় করিয়া তাহাতে কষ্ট দিবেন না। কারণ লক্ষ্মীবন্তেরা দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া বুঝিতে পারেন না।

এই বিষয়ের উপর মনুষ্যদেরা দোষারোপ করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসিরা অতিশয় মদ্যপায়ী হইয়াছে। তাহারা মুখ ও নির্দ্দয় লোক, মনুষ্যের জীবন অনায়াসে নষ্ট করিতে পারে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের দুঃখ ও দারিদ্র্য বশতঃ কি তাহার কারণ নয়? আমাদের লক্ষ্মীমান রাজ-পুরুষেরা উচ্চ স্বরে থাকেন, উচ্চ স্বরে ভোজন করেন, আস্ফালিয়ার বাস করেন, উঁহাদিগের চক্ষুশ্চিকে বিলাসদ্রব্য ভোক্তাভাবী হইয়া বিরাজ থাকে। অতএব উঁহারা ঐ দরিদ্রদিগের কষ্ট অনুভবই করিতে পারেন না। এমত কবি কহিয়াছেন,—

"দেখে বস্ত্রাভাবে কেহ আছয়ে প্রিয়া।
লক্ষ্মীবন্তো ন জানন্তি দারিদ্র্যং পরমেশ্বরম্।"

যেন সর্প এক বৃদ্ধিহীন জনকে দংশন করিতেছেন, তাহাতে ভ্রান্ত হইয়া আছেন,এমন উপরে আবার ঐ ব্যক্তি সর্পকে ধরিয়া আনিতেছে। যেন এ পর্য্যন্ত যে কষ্ট তাহা কিছি বুঝিতে পারেনাই। বুঝাইয়া দিলেও আপনি তাহার উপায় করিয়া তাহাতে কষ্ট দিবেন না। কারণ লক্ষ্মীবন্তেরা দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া বুঝিতে পারেন না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সোনারগাঁও	১৪৮৭০
রসপুর	৩৬৮১৫
মুর্শিদাবাদ	
পাইনা	
পুরা	
ব আকর	
ফরিদপুর	
নিংহপুর	
ত্রিপুরা	
পাইনা	
পূর্ণিয়া	
ঢাকা	
বঙ্গ পরগণা	
বেঙ্গ পুর	

ছাগল			
হরণী			
ভাতা			
মহিলা	২ ১০	১ ৫৩০	৫৮৫০
বীরভূম	৫০	২১০৭	৮২৩
পুরী	১১,০০০	৩৮১	৮৮১
বর্দ্ধমান	১৬,৮০	৪২১৪	১১৯৫
অমরাবতী	৪২১৮০	৮১ ১	৬৪১১
মু ঘর	৫১৯৩২	৮ ৫৫	২ ৭
বঙ্গ ফরাসুর	১৯৯৭০	৩৮১৮	১০৩
বঙ্গভা	১ ৩০০	৮৮১০	৮০
আসাম	২১ ৫	২১১৭	৭১১
আরকুর	৩৭	৮ ৮৭০	৩৬৭
আম	৮৭ ৭০	৩৮৮১	১ ৮
আরাবী ঘ	২ ৪৮৮	১০০৮০	৫৮
আরপাড়া	৩৮৭৪৮	৩৮ ৮১	৩১

আমন ধানের বাজারে আগামী সপ্তাহে এই বিষয়ের ওপর নজর রাখা হবে। চালের দাম কমলে আমন ধানের দাম আরও কমতে পারে। তবে সরকার যদি সময়মতো ধান কেনার ব্যবস্থা করে, তাহলে কৃষকরা কিছুটা লাভের মুখ দেখতে পারেন। এই বিষয়ে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা বাজার পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

৯ই ১৮ তারিখে। এক বর্ষীয়ান ব্যক্তি মারা যান

৭ মিনিট ১৮ সেকেন্ড। তাহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন তাহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারি। ডাক্তার ও নার্সদের ধর্মঘটের ফলে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রোগীদের ভিড় বাড়ছে।

সংবাদ।

বিমানের [illegible] ঘোষণা করেছে। [illegible] কৃষিমন্ত্রী মাহমুদ [illegible] ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ইহাদের সহিত তাহার বিবাহের কথা কিরূপ হইতে পারে? তাহারা এ মূর্খিবাহাদের সীমার ভাবের সহিত ইহাদের তত্ত্ব আকাশ-পাতাল। ইহারা কখনই রমিজদিগকে জামাতারূপে স্বীকার বা তাহাদিগের কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে পিতেছে না। তাহারা ইহাদের প্রতিবেশীও হইতে চাহে না। ইহাদের কি অধিকার হইতেছে? অবস্থাবৈগুণ্যের পরিচয় পাইলে তাহারা যেরূপ ঘৃণা করিয়া থাকে, [illegible] সেরূপ ঘৃণা করিতে হইলে ইহাদের কি ভাবের দাসত্ব বিরোধ করিতে হইবে?

১২ এ আষাঢ় হইতে ১৪ শ্রাবণের শেষ হইয়াছে-মোট দশটা দিন তাহাদের নিরুদ্দিষ্ট থাকার দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্যে। মাঝারে ঘরমুখ (বাবুশিকার) আরম্ভ হইয়াছে। বেলারি ও অন্যান্য স্থানীয় আমন ধানের দাম অবস্থা ভাল। বর্ষিষ্ণু ও পতুর দুটি হইয়াছে। জমা কমে আশা হইতেছে। কুর্শ দুটি হওয়াতে দাম অবস্থা ভাল হইয়া। পুনা বোম্বাপুর বেলপেথম ও বাংলা হে দুটির প্রয়োজন। [illegible] পাতা ও ছাতা [illegible] বিলক্ষণ দুটি হইয়াছে। কেবল ফালাবিশিকে দুটির বিশেষ [illegible]। [illegible] ও আমেরিকা আঁকড়াই বিলক্ষণ [illegible] হইয়াছে। বেলারি ও [illegible] মহারাষ্ট্রের বর্ষা ও রাজপুর [illegible] আশে দুটি হয় নাই। কিন্তু সপ্তাহ অবস্থা ভাল। পরে, উত্তর [illegible] ও আবোহার দুটি হয় নাই। পরে [illegible] অবস্থা ভাল। উত্তর [illegible] ও আর [illegible] ও অনুটি বিলক্ষণ বর্ষিল সপ্তাহ [illegible] [illegible] ও অবস্থা ভাল হইতেছে। [illegible] কুর্শ হয়, তার অবস্থা [illegible]। পরে [illegible] আশে দুটি হয় নাই। কুর্শ দুটি বিলক্ষণ [illegible] হইয়াছে। [illegible] আমাদের [illegible] অবস্থা ভাল। [illegible] দুটি হইলে অধিক উপকার হয়।

[illegible] পুরু হয় নাই। [illegible] অন্তে, [illegible] হাবিলে [illegible] বড়ই [illegible]। [illegible] ছাঁদোকের চুবিয়াছে। এই কারণে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

ব্যবসায়ে লক্ষ্য নিবেদন

আপনার ব্যবসা সম্পর্কে
যে ইচ্ছাই করুন

ব্যবসায়ে প্রবেশের পূর্বে
যে বিষয়গুলি বিবেচনা

ব্যবসায়ে প্রবেশ | প্রথম স্তর

সম্বন্ধে | বৃদ্ধাবীন গমনিত হই ৫৫ বিন্দু অঞ্চলন ফেলিয়া
ডিমার বিন্দুর কাছে বিন্দু হইবে না।

এ সম্বন্ধে সকলের
মত প্রকাশ করেছেন।

ে এই সকল ব্যবসায় সাহেবের মতভেদ
—ন। ফেলী পুলিস সব ইন্সপেক্টার
সরকার বিভাগিলেন তখন তাঁহার যে
অভিজ্ঞতা দ্বারা বিশ্লেষণ করা যিয়াছিল।
বার সরকার প্রোপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার
ব্যবসায়ী আইনের ২২০ ৪৫০ ৫০০ ক ৫০
করিয়াছে। তিনি চার ঘরের
কথা কাহিন দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। তা ছাড়ার
পরাম ফোরাইট ব্যবহার তাঁহার পক্ষ
হরণ করিবেন। তলি ব্যবসায় প্রাপহারী তবের
ডিন্স প্রকল করটী ধারার অভিযুক্ত হইবা
ন?

অভিযুক্তরা তাহার সর্বাংশের সার ব্যবহৃত মাক্তি-
মানের নিকট গিয়াছিল। মেজাপ্তি ট্রাফারের
সৈন্যগণ কর্মিগণের যে ন প্রবেশ করিয়াছে। কেহ
তাহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে না।
স্যাভিলাস পলায়ন করিয়াছে। সে এখন কোথায়
গিয়াছে, তাহা কেহ অবগত

কেন্দ্রী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র কর্ম গ্রহণ
অবসর গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টে আবেদন
করিয়াছেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে
কেহই ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে
চাহেন না। আমরা যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি,
তাহা কেবল অনুসন্ধান দ্বারা।

আমাদের বিশ্বাস যে

এই প্রথা ব্যবসায়ের প্রবর্তিত না হইলে ব্যবসায়ে
এই বৃদ্ধি হোমাদিগের অবস্থাপন্ন। তাহা হইলে
ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা কর্ম ও চাকর প্রভৃতি দিয়া ব্যবসায়
বর্তীয় ব্যবসায়ীদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। ব্যবসা-
হীনী যে কার্য তাঁহাদিগের ব্যবসায় ব্যবসায়ের
বৃদ্ধি হয় যে চেষ্টা করিবেন, না— ব্যবসা-
হীন ব্যবসায়ে ব্যবসায়ে অবস্থাপন্ন হয় তাহা করি
হেতেন। অতএব ইহা ন ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের
উন্নতির ব্যবসায় সহ[illegible] এ অনুসন্ধান করিবার
অভাই তাঁহাদিগের কর্তব্য। আমরা পরম সন্তোষের
উন্নতির ব্যবসায় হইতে প্রবাহি কর্ম বিক্রয় করিবার
ব্যবস্থা করিলে ব্যবসায়ী যেমন লাভবান হ ই এম
প্রথা তেমনি বিক্রেতার অনেকাংশে অর্থ সুলভ
হয়া কর করিতে পারিবে। কুহরাং না
ব্যবসায়ের ব্যবসা হয় সাহারী প্রতিপালন
হইবে। নগ্ন বিশ্বস ব্যবহার সকলেরই ভাই
তিনি এই ব্যবস্থা করিতে ন অন্যান্য ব্যব
সায়ীদিগের উহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করা কর্তব্য
নহে। আমরা আশা করি কর্তৃপক্ষেরা এই অন্ন
আপত্তি গ্রহণ করিবেন ন। তবে আপত্তিদের
একটী কারণ এই, ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায়ের
অতি হইলে কয়েকজনি গরিব দেশী অবাসীর অন্ন
মারা যাইবে।

বর্তমানে চর্তিত ঘটনার সম্ভাবনা যে ব্যব
সায়ের উকীল ও ব্যারিষ্টারেরা করিয়া লোকদিগের
সাহায্যার্থ আপনা আপনি টাকা তুলিতে আরম্ভ
করিয়াছেন।

সেতারাটুলি ষ্টেশন পাহারাওয়ালা পর্যন্ত যে সেন
ওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে, উহা ইংরাজী সম্বৎসরে পর্যন্ত
খোলা হইবে।

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার এই সপ্তাহে সদলে
রাঁচি নগর হইতে কলিকাতায় আগমন করিবেন।

২৪ এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই
সপ্তাহে কলিকাতায় সর্বসুদ্ধ ২২৫ জন লোকের
মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ওলাউঠা ৯ ১১ জন ও
জন বসন্তে ৪ ৮১ জন জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

অতএব ইহাতে আমাদের সংবাদ আসিয়াছে
বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল থিয়েটার রূপে একটী ভোজ
দিবে। সেই ভোজ উপলক্ষে তাহা যখন লোকটী
ন্যায় তাহার সকল সভ্য মহাসভায় আগমনের
বিষয় বাহাদুরি আবার আন্দোলন হয় সে বিষয়ের
প্রস্তাব করেন। আগামীবার ভোজ মহাসভার সভাতে
সভ্য হয় সে বিষয়ে উদ্যোগিদের বিশেষ যত্ন আছে।
আগামীবার ভোজ সাহায্যে মহাসভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত
হয় তাহার পুরস্কারার্থ বিলাতে একটী কমিটী হই-
য়াছে। এজন্য পীম একটী সাধারণ সভা হইবে।

ব্যবসায়ে প্রবেশের পূর্বে যে বিষয়গুলি বিবেচনা

[illegible] ৯ই ফাল্গুন হইতে উহার বিচার হইবে।

মোকদ্দমার এজলাসে সমাগত লোকদিগের [illegible] স্থান দিবার জন্য বেঞ্চ ছাড়িয়া দিয়া [illegible] বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। [illegible] সাক্ষীদিগকে বসিবার জন্য চেয়ার দেওয়া হইয়াছে। [illegible] বিচারে আসামীর [illegible] হইবে। এই বিচারে আসামীর [illegible] হইবে।

[illegible] ৯ই ফাল্গুন হইতে [illegible] বিচার

...ছংস লোকের খুব ঘনিয়াছে, এই বিষয়ে

...ছিল, পরিষদে খুব হইয়াছে। সেনাপতি ও তাঁহা...ছের সৈন্যগণ আবশ্যকমতে প্রায়ই আসে উপস্থিত হইতেছে। খুব খুব প্রাণের দুর্বল লোকেরা অনেক প্রকার পরীক্ষায় অধিক পরিশ্রম করিয়া পরিশেষে পলায়ন করিতে ...ছিল। তাহার ভিতর হইতে ১০০০ লোক ১০০০ ...ছের ৫০০ টাকা পাইয়াছে। এই এই আদেশের দ্বারা হইতে সাধে ৫ আনিয়াছে ২৩ এ ঘর স্বাধীন করা ...ছি লোক ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া ...ছে। এই যুদ্ধ তাহাদের ৫ জন হত এবং ২০ জন আহত ও বন্দীভূত হইয়াছে। ব্রিটিশ পক্ষে ৪ জন পলায়নের পলায়ন সৈনিকদলের কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

...ত উপনিবেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া যে যুদ্ধের বিজয়ন...ছে ঘোষণা করিয়াছেন। তাহাতে ৬০০ ব্রিটিশ ও ১০০ ...ঔপনিবেশীয় সৈন্য আসিয়াছে। উপনিবেশ যুদ্ধির কেন্দ্রস্থলে বিশেষ ...ছ করিয়া অধিক আসিয়াছেন। তবে যে এই ব্যবস্থা লইয়া ...ছিল হইতে চলিয়া ...ছেন এবং সাধারণে ইহা অত্যন্তবর্ষে প্রশংসা করিতেছেন। ১০ জন ...ঔপনিবেশীয় বাসীয় পরিচালনা করিবেন। ইংরেজ সৈন্যগণ পরিবর্তে কয়েক দল বাছা পুলিস কমরেডগণ রাখিয়া যুদ্ধ আর সাহিত্যিক করা হইবে ইতিমধ্যেই এরূপ বন্দোবস্ত করা হইল? যুদ্ধের কি অবস্থায় পর হইতেছে?

...ত্তবর্ষস্থ ইউরোপীয় সৈন্যকর্তৃপক্ষগণ ...ণ্ডে সহ পার পরিচয়াদি করে তাহার বিষয়ে ...ছেন পাইবার জন্য একটী সভা আছে। এই সভা ...ধারণের উপনিবেশের ইতিহাসিদের চেষ্টায় সৈনিকদিগের সম্মানের প্রবৃত্তি ক্রমে হ্রাস হইতে ছে। এই সভার সম্পাদক হেডকোয়ার্টার্স বে, কি প্রেসিডেন্সি গবর্ন, কি করা ...ছিয়াছেন ১৮৭৯৮৮ অঙ্কে বম্বেপ্রেসিডেন্সি হইতে পাঁচ সৈনিকপুরুষের, ২ ৩৪৩৩ গ্যালন, মাদ্রাজপ্রেসি হইতে ...ছেন্সীয় সৈনিকপুরুষের, ২৩৮৩৭ ও বোম্বাইপ্রেসিডেন্সি হইতে...ছেন্সীয় সৈনিকের, ৩০৪৯৫ গ্যালন রম সরবরাহ হইয়াছে।

বর্ষে ৪ সৈনিকের ৮২০৪৩, মাদ্রাজের ২০৩৮ এবং বাম্বাইয়ের সৈন্যকর্তৃপক্ষের ২২৪৬২ গ্যালন রম ...ছিল।

আমরা বেশি করি, গবর্ণমেণ্টের অপরাধ বা অত্যাচার সম্বন্ধে আন্দোলনেই বিশেষ ...ছের বিরুদ্ধে দীর্ঘায়তির ব্যক্তিদের যুক্তিসঙ্গত ...ছে। আমাদের গবর্ণমেণ্টবিশেষের বিরুদ্ধে যাহা নিবেদন করে তাহা অনেক অংশে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু ...ছের স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলন করিবার প্রবৃত্তি ...ছে। ইহা ...ছে ...ছে ...ছে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সংবাদদাতার পত্র।

[illegible]

[illegible] দিবস এখানে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়
[illegible] বৃষ্টির অভাবে ধান্য সকল শুকাইয়া
[illegible] এক্ষণে বৃষ্টি হওয়াতে সকলের আহ্লাদ
[illegible] হইয়াছে। এক্ষণে সমস্ত
[illegible] বৃষ্টির অনুরোধে আর আর [illegible]
[illegible] হইয়াছে। ধান্য অধিক
[illegible] বৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অধিক
আহ্লাদ, তাহার অধিক হইতেছে। [illegible]
[illegible] মহাশয় হইয়াছেন। আমাদের [illegible]
[illegible] দিনে বৃষ্টি বন্ধের সম্ভাবনা
[illegible]।

এখানে অত্য [illegible] হইয়াছে। প্রতি
[illegible] সময় [illegible] থাকে।

উদয় গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ৩৫ [illegible]
[illegible] বিস্তর অর্থ ব্যয় [illegible]। অনেক অন্যান্য
[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegal]

[illegal]

[illegal]

ও অন্যান্য গ্রন্থ। গার্হস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা ও পাকপ্রণালী প্রভৃতি।

সুলভ যন্ত্রালয়, ভিক্টোরিয়া প্রেস, কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ ও ডিপজিটরি।

২০ নং কলেজ ষ্ট্রীট ও কলিকাতা।

সম্প্রতি নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

সংক্ষিপ্ত ভারতবর্ষ। ও সংক্ষিপ্ত ইংলণ্ডের।

ভারতবর্ষীয় ও ইংলণ্ডীয় পুস্তক সাহেবেরই সদা দেখা থাকায়, সাধারণ বালকগণের পক্ষে পড়িয়া পাঠ করা কঠিন হইয়া থাকে। এই জন্য বিদ্যা মুদ্রণার্থ উক্ত "সংক্ষিপ্ত ভারতবর্ষ" ও "সংক্ষিপ্ত ইংলণ্ডের" নাম সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দুইখানি [illegible] মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকদ্বয়ের নাম সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইলেও ইহাতে ভারত ও ইংলণ্ডের সমস্ত [illegible] আবশ্যকীয় কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাদের [illegible] সহজ করা হইয়াছে। ভাষাও অতি [illegible] হইয়াছে। এক এক খানি ইংরাজী সোমপ্রকাশ ডাকমাশুল সহিত মূল্য ১৷৵০ আনা।

বিদ্যালয়ের পুস্তকগুলি [illegible] ডিপজিটরী হইতে [illegible] পাওয়া যাইবে। যথা—

[illegible]
[illegible]
ভারতবর্ষীয় [illegible] ১৷০ আনে
ব্যাকরণ (অক্ষরপাত) ১৷০
ভারতবর্ষীয় ইতিহাস
আমেরিকার
এবং ইংলণ্ডের পুস্তক
পাওয়া যাইবে।

JUST PUBLISHED

A KEY TO THE SKETCH BOOK FOR THE ENTRANCE COURSE FOR 1885—86.

PART 1

Containing—explanations of difficult passages; meanings, derivation and histories of words, grammatical, biographical and critical notes, historical, mythological and other allusions analyses of sentences, model questions, University papers, [illegible] arguments of sketches and very valuable appendix of prepositions and idiomatic phrases &c &c &c.

BY

Some of the most distinguished men of the Calcutta University The writers are all students of high standing and large experience The whole work is being superintended by a PROFESSOR of the PRESIDENCY COLLEGE.

Price Re. 1, Postage annas 2 With a copy of the sketch Book Re 2—4, postage annas 8. To be had at the Someprokas Depository No 97 College street Calcutta.

Subscribers are requested to send the other part of their subscription

IN THE PRESS

The Elements of Mensuration and Plane Surveying

BY

Babu Bipin Behari Gupta M, A, Assistant Professor of Mathematics Presidency College.

IN THE PRESS

Short Treatise on the Astronomical portion of Geography,

Containing,

Solutions of numerous questions on Local Time, an easy explanation of Latitude, Longitude &c, the Calcutta University Entrance Examination papers on Geography By a DISTINGUISHED Graduate

Price —6 pie Post free 3 annas 97 College street. Dugsbaran Roy-Manager Calcutta. Somprakash Depository.

[illegible]
[illegible]—[illegible] ১৷০
[illegible]—[illegible] ৷৵০
[illegible]—[illegible] ৷৵০
[illegible]—[illegible] ৷৵০
[illegible]—[illegible] ৷৵০
[illegible]—[illegible] ৷৵০
[illegible]—[illegible] ৷৵০
[illegible]—[illegible] ৷৵০
[illegible]—[illegible] ৷৵০
[illegible]—[illegible] ৷৵০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ নিয়ম।

[illegible] সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য [illegible]

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কখনও সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা যে যে মাস মাস স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া অধিকারীর নিকট সোমপ্রকাশ পাঠাইবেন ঐ সেই মাসের সোমপ্রকাশ প্রেরিত হইবে। [illegible] মূল্য, ডাকমাশুল, ভি পি, [illegible] যদি আমার [illegible] পাঠাইতে [illegible] হয়, তিনি সেই টাকায় যত মূল্য সোমপ্রকাশ পাঠাইবেন। অর্থ আমার অধিক থাকিলে টাকা সোমপ্রকাশ পাঠাইবে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে সোমপ্রকাশ [illegible] অধিক [illegible] সোমপ্রকাশ অধিকারী মূল্য [illegible] করিবেন না।

[illegible] বাহারা [illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] প্রকাশ করা যাইবে না।

[illegible] [illegible] [illegible] [

সোমপ্রকাশ

১৮ শ খণ্ড । [illegible] ৫ম সংখ্যা ।

[illegible], অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৲ টাকা (অগ্রিম দেয়) ৸৯ টাকা। ১২৮৩ সাল। ২৬ এ কার্ত্তিক। ইং [illegible] ১৫ ই নবেম্বর। [illegible] প্রত্যেক নূতন পংক্তি ৵ আনা

বিজ্ঞাপন

নূতন ধরণের নূতন রোপনাই।

(একবার করিয়া দেখ।)

কলিকাতার [illegible] (বাবু [illegible]) মহাশয় নূতন নূতন আলোক দ্বারা যত্ন করা [illegible], [illegible] পুরাতন হইল, এখন কলিকাতার সকল মুদির (যদি কাহার কাছে [illegible] দেখি নাই) এই রোপনাইগুলে আছে ৫- আনিবিশিষ্ট প্রতি আনাজের মূল্য ৵ আর বাজনাবা (এক মাইল দূরাইতে ১০ হইতে কাহা'কাহার ১৫ টাকার টোকা যায় ধরিতে পারে) এই একআনার বাক্সির আলোক হয়, তাহা করিলা [illegible], অনেকদিন যাবৎ বহু, বাজার সাধ্যে ও [illegible] তাহা সকল করিবার [illegible]। অধিকন্তু কলিকাতে হইলে [illegible] আমাদের পত্র লিখিবেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

উপরিউক্ত পুস্তকগুলি পুস্তক প্রকাশের মূল্য ৩০ টাকা হিসাবে ৩৫ টাকা বিক্রয়ে হইবে। অধিক মূল্যে আমাদের দায়ী নহে।

মফঃস্বল হইতে যে সকল ব্যক্তি ভি, পি, যোগে পুস্তক লইবেন তাহাদিগকে ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হইবে না। সমালোচনার্থ পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করা যায় না।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় প্রণীত

সরলতা অর্থাৎ পল্লীবালা নাটক	১	১০	/০
সেলেম নাটক	১	১০	/০

এই দুইখানি পুস্তকের মূল্য হ্রাস করা গেল না।

পরমহংস অর্থাৎ হোমিওপ্যাথী মেডিকেল নাটক	১	১০	/০
৺ রাম কৃষ্ণদেব নাটক অর্থাৎ রামকৃষ্ণ বিবিধি			
মন্ত্রক সমাধি	১	১০	/০

এখানে ও প্রাপ্তি স্বীকার হোমিওপ্যাথিক ও মেলেরি হইবেক।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

মেসর্স মেডিক্যাল লাইব্রেরী

৩৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

১ লা ফাল্গুন সন ১২৮১ সাল।

পণ্ডিত শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি

প্রণীত।

ধর্ম্ম ব্যাখ্যা। ১ ম খণ্ড।

মূল্য মাত্র ৪ আনি আনা।

এবং

যা তবিষ্যতি এতদ্বারা সকলে জানিতে পারি আনা মূল্যে দেওয়া যায়।

যিনি ধর্ম্ম কি হিন্দু ধর্ম্ম কি, শাস্ত্র কি, শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তিনি "ধর্ম্ম ব্যাখ্যা" খণ্ড ক্রয় করুন। ইহাতে আর্য্যধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হইবে। আর্য্যগণ কিরূপ বিজ্ঞানমূলে প্রবিষ্ট, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। আর্য্যধর্ম্ম যে জগতের সমস্ত ধর্ম্ম তাহা প্রমাণ করিতে পারিবে। যে সকল ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা অনভিজ্ঞ বিদ্যুপ্রসূত উপর বীতশ্রদ্ধ এবং অপর উপধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের এ গ্রন্থ পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। প্রাক্তন ১৷৷ টাকা মানিঅর্ডার করিয়া কলিকাতা ৬৭ নং বাগবাজার কার্য্যালয়ে পাঠাইলে প্রকাশক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের নিকট পাঠাইবেন।

ভাবপ্রকাশ।

(মূল ও অনুবাদ)

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত হইবার আয়ুর্বেদীয় শরীর

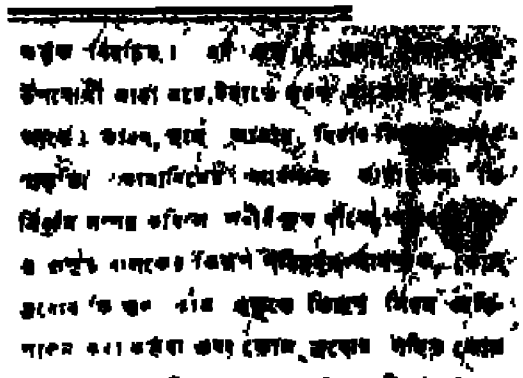

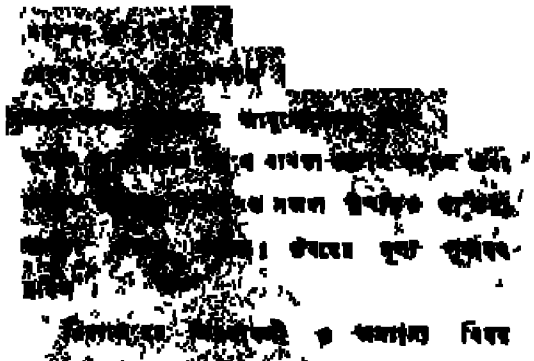

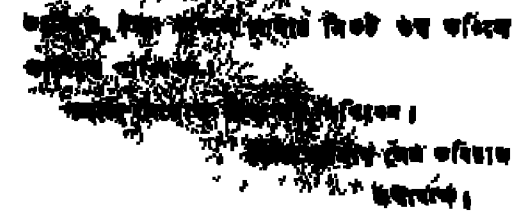

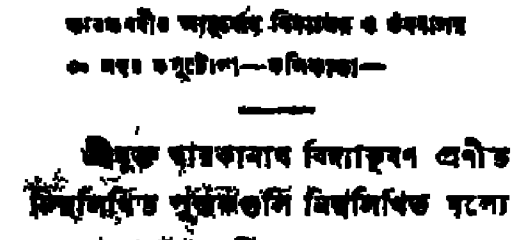

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিক্যাল লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

উপক্রমণিকা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ		৫০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিদ্যেশ্বর বিলাপ	।০	১০

কলখানি একত্র লইলে মাশুলে ডাক মাশুল /১০ লাগিবে।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র।

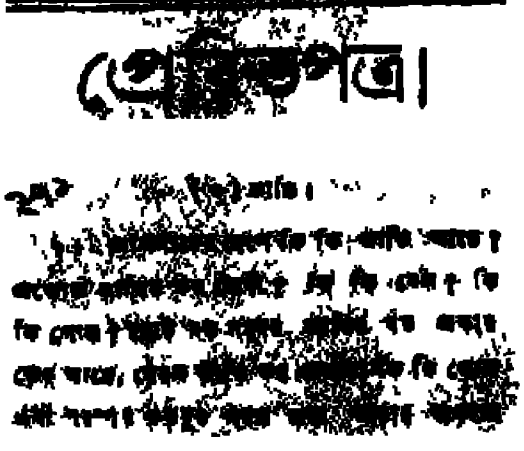

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...ভাবে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যায় এবং পূর্বে কি কি বিষয়ে ছিল ? কি কি কারণে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে ?

৩। তার প্রকার অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ কর ? এখন কি কি নাম আছে ? আমু এক বেড় দশ কাপড়ে কি কি নাম দেওয়া যায় ? এ' ক'টি কি ধরনের ? উহার মধ্যে কি কি প্রাচীন কা...ই এর কাপড়ে দেখিতে

যাওয়া আসিয়া দি করেন।

...ন বিশ্ব আকাশের সময় কর ।
...ি ? এবং কি কি পরিবর্তন ?

৪। আপনার নিজস্ব ...ই...
পুরাতন অধিবাসী আপনি ...তে পূর্বের

বিশ্ব আকাশের সময় কি প্রথা ছিল ? এবং কি কি প্রকার ?

৩। প্রথা এবং কুসংস্কার মধ্যে কাহাকে কি কি বলা যায় ? কুসংস্কার আমাদের ...ন, বিশ্ব আকাশের সময় কি কি ক্ষতি হইতেছে ? আপনার দেশের কত প্রকার আছে ? এর ...ন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে ? ি-র কত বি...ন্যের কি কি পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তাদি বিষয়ে হয় ?

৭ কাপেন্টার ও অধিবাসী নিবাস ও ...ন্য অন্যোন্যের আ মধ্যে অধি এবং অধিক সত্য ন করা ...ক ? ...য়ে

কি নাম ? এবং কি কি বিষয় প্রত্যেক ধরনের লিখিত থাকে ?

৮ অধির অবস্থা, আয়, সীমানা ও উহাদি সম্বন্ধে কি কি বিশেষ লক্ষ্য করিতে হয় (যেমন ...ন ও ...ন উত্তর) কি অর্থ এবং কি মূল্যবান ?

৯। অধি সম্বন্ধে কি কি কর্মচারী কি কি ...ন্য দেখিতে পাওয়া যায় ? কি কি নাম এবং ...ন অধির ইহাতে ও সম্ব ?

(১৩) কৃষি ।

১। ...ন সমাজের দেশের কৃষি সম্বন্ধে কি কি উপকরণ আছে ? প্রত্যেক ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন আমের কি কি বিশেষ নাম (যেমন আউসের আমন, বোরো ইত্যাদি)

২। কি কি ফসল কি কি জমিতে জন্মিয়া থাকে ? প্রত্যেক ফসলের জন্য কিরূপ ...ন উপযুক্ত হয় এবং কি কি বিশেষ ...ন্য আবশ্যক হয় ?

৩। ...ন্য কি কি ফসল কি কি জমিতে জন্মিয়া থাকে ? প্রত্যেক ফসলের জন্য কিরূপ ...ন উপযুক্ত হয় এবং কি কি বিশেষ ...ন্য আবশ্যক হয় ?

৪। ...ন্য পরিষ্কার করিবার সহায়তাকারী কৃষিকার্য্য কি কি প্রথা অবলম্বন করে ? কি কি বন্য ব্যবহার করে ? প্রত্যেক প্রকারের ...ন্যের কার্য্যের বিষয় বিশ্লেষণপূর্বক লিখিবে।

৫। কৃষিকার্য্যে কি কি যোগ কি কি কার্য্য করে ? কৃষি সম্বন্ধে মনুষ্যের মধ্যে কত প্রকার বিশেষ পদ আছে প্রত্যেক লিখিবে।

৬। এদেশে কৃষির উন্নতির কি ? পূর্বে কিরূপ ছিল ? এখন কত প্রকার নূতন প্রথা এবং ভাব এদেশে ও ...ন্য বিশেষ করিয়া লিখিবে।

(১৪) শিল্প বাণিজ্য এবং ব্যবসায়।

১। যোগাযোগ কি কি পথ কি কি উপকরণ ? ২ মাত্র আর প্রকারের কি কি ? কি কি বহুল উপাদি বিষয়ে উন্নতি আছে ? এখন এই সম্বন্ধে কি কি বিশেষ পদ আছে ?

২। এইরূপ ডাকঘর, যোগাযোগ, তুলিবার, আমিরী যে ...ন্য হইতে ইত্যাদির বিষয় পরিচালনে ...ন্য এখন (যেমন কত প্রকার নিশানা ? কি কি

আধুনিক টীকাকেতন কি কি কি ...ন্য
পূর্ব। ...ন্য ?

৩। কি কি ব্যবসায়ী আপনাদের দেশে আছে ? প্রত্যেক ...ন্য পরিষ্কার বিবরণ (যেমন প্রত্যেক ...ন্য যোগাযোগ ...ন্য বিষয়ে কিরূপে ...ন্য বিশেষ পদ আছে ? ...ন্য প্রকার এর ভিন্ন ভিন্ন ...ন্য কি কি প্রকার ...ন্য এবং কিরূপ ...ন্য ? কি কি উপকরণ ...ন্য এই সব বিষয়ে ...ন্য বলিতে পারে)

(১৫) আকাশে, বাতে, যোগাযোগে, কৃষি অধিবা কি কি বিশিষ্ট বিশেষ ...ন্য ? ...ন্য বিশেষ ...ন্য ?

কি কি বিশেষ ...ন্য ? ...ন্য ...ন্য ...ন্য

সোমপ্রকাশ।

২৩ এ কার্ত্তিক সোমবার।

[illegible] ও অতিথি সৎকার।

যাহারা ভারতে জাতিভেদ দেখিয়া নিরাশ হইয়াছেন, মনে করেন জাতিভেদ থাকাতেই ভারতের যত অবনতি ও দুর্দশা, তাঁহারা এবার দেখুন ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞগণ কত ভেদ। এই ভেদ থাকাতে ভারতের কেবল যে অবনতি হইতেছে এমন নয়, রাজনীতির সম্বন্ধে [illegible] সম্বন্ধে ও রাজ্য সম্বন্ধে [illegible] ভেদ ঘটিতেছে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত রাজপুরুষগণের মধ্যে চিহ্নিত ও অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদের ভেদ থাকা আর উচিত কি না? উহা বিলুপ্ত করিবার [illegible] হইয়াছে কি না? ঐ প্রথা থাকাতে পক্ষপাতাদি দোষ [illegible] কি না? পরীক্ষা করিয়া দেখিবার [illegible] আমরা এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে [illegible] মনে করিলাম। সেক্রেটরি অবধি সামান্য [illegible] ভেদজ্ঞান ও মমতাকে পরাভব [illegible] প্রধান কর্ম্মিদিগের [illegible] বড় [illegible] ঐ

অনেকেই সিবিলিয়ানদিগের অধীনে [illegible] করিয়াছেন। সিবিলিয়ানেরা অধিকাংশ [illegible] ঐ কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া [illegible] বলে করিয়াছেন, যেমন প্রতিদিন সংবাদ [illegible] করিয়া অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই সংস্কার হওয়াতে তাঁহারা বড় দুঃখিত হইয়াছেন। সাধারণের সোভাগ্যক্রমে ভেদজ্ঞান এ বিষয়ে অধিক দূর সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহাতে [illegible] ঐ [illegible] বলিয়া [illegible] ঐ [illegible] বিষয়ে [illegible] ঐ [illegible] ঐ [illegible] ঐ

[illegible] Judge, [illegible] the Hon. Judge, established and [illegible] unfitted for duty, he be allowed to [illegible] the [illegible] of present employ and [illegible] I [illegible] [illegible] Hon'ble the Lieutenant-Governor [illegible] [illegible] [illegible] that he will do as he will, the thing he sees to be just, that makes a difficult duty less difficult.

2. It so happens at this particular time by the particular [illegible] assigned to me under the new arrangements, that I am not personally affected by the Deputy's advancement; but this is a matter of accident. The appointment of an extra Assistant Commissioner to a permanent post, which ranks above mine in the Service, is to all intents and purposes a supersession in the summary way of promotion, and as such it must, by all concerned, be considered a grievance.

3. I would willingly however, take no advantage of any appearance of discourteousness attended by any particular circumstances, to urge that the [illegible] upon me is a grievance to all Civilians in the Commission below the permanent rank of District Judge that the prospects of actual promotion now present to them are miserably poor compared with

[illegible] Charles
[illegible], will infallibly [illegible] that be
a little of the promotion given
mine.

Such plans deal with the more fact of appointment, but there are other still more powerful reasons arising from the character of this particular appointment. The public reasons given in explanation by His Honor the [illegible] remarks a new departure in the mode of promotion which [illegible] [illegible] [illegible] The expediency of giving [illegible] to Natives of [illegible] is under [illegible] a better morality and a higher professional standard among the many [illegible] admitted, but I urge it with all [illegible] expediency of [illegible] injustice when [illegible] above superiors, and this I [illegible] the case now. I therefore challenge the [illegible] that many of [illegible] are [illegible] not merely equal, but superior to Deputy Ram Nath in every point the case to [illegible] official of high grade. Then [illegible] appointment [illegible] customarily [illegible] well as [illegible].

5. Sir Charles Aitchison has shown [illegible] [illegible] of special legislation by taking my [illegible]

[illegible] of appointment
Province will be found
[illegible] to this, given, I have to say it is [illegible] and unreliable. It will be [illegible] that while I [illegible] wrong (as it appears to me) personally, the [illegible] thing of the appointment lies in the [illegible], because of the untruth of the reasoning on which it is based. It can never be [illegible] [illegible] to put them stronger—it can never be sound to promote any one but the very best man, as he who may [illegible], it is obvious that the reasoning employed by His Honor would, if carried out vigorously, lead to a reduction and absurdity. If it be right ever to promote a man inferior to the best man available to open the door of hope to an inferior and [illegible] on their consideration of interest that the most inferior the man promoted the stronger is the hope afforded, and so the element [illegible] may wander down as a mere matter of fortuitous expediency without any [illegible] as using to personal fitness or efficiency.

[illegible] are to urge one more thing
[illegible] fully if His Honor
adopt our inquiry. There is no sign that
[illegible] meet any sense of justice among
[illegible] They look on it [illegible] favor, given [illegible]
that I have conversed with recognises
[illegible] righteous concession. It is unexpected
and [illegible] shocked, and though I feel sure that
would not be the attitude [illegible] Sir Charles
Aitchison, it is, I believe, my despicable fate.

The reply to this letter was as follows:—

No. 781, S.

Dated Simla, the 25th October 1864.

From C. L. Tupper, Esq., Officiating Secretary to Government, Punjab,

To J. B. Macnaghten, Esq., Lahore.

I am desired by the Lieutenant-Governor to acknowledge the receipt of your letter of the 21st instant, in which, with all due respect, you protest against the recent appointment of Deputy Ram Nath to be a District Judge in the Punjab. You explain that you have been led to take this step by a sense of duty towards the junior Bengal Civil Servants employed on your [illegible] differs in the Punjab Commission.

2. In reply I am to say that it is far from the intention of the Government in framing, and [illegible] the [illegible] of the Punjab Judicial and Executive Administration, to [illegible] the Uncovenanted Service, and [illegible] Deputy Ram Nath to be a District Judge [illegible] the [illegible] Uncovenanted Officers. They have already [illegible] the Lieutenant-Governor's opinion, [illegible] of regulations, because one of these gentlemen has been [illegible] on the Officers of the Uncovenanted Service.

3. For the same reason, the question stands as to the relative merits of Deputy Ram Nath and the Assistant Commissioners. No competitive test [illegible] is necessary between [illegible] [illegible] services and qualifications. The appointment has been made in pursuance of the general intention of the re-organization of the Punjab Administration.

4. The subject is dealt with more at length in the Minute by the Lieutenant-Governor of this date, of which I am to enclose a copy for your information.

Minute on the Re-organization of the Punjab Administration, dated 25th October 1864.

An idea appears to be [illegible] generally, as to the exclusive claim of the Covenanted Service to District and Divisional Judgeships under the new re-organization scheme and in particular as to the appointment of Deputy Ram Nath to be a District Judge. I deem it proper to place on record the following remarks.

2. The re-organization of the Judicial and Executive Administration of the Province is, from every point of view, both immediately and prospectively an immense boon to the Covenanted Service, and I have spared no effort efficiently and unflinchingly, to press for the sanction which has at last in part been accorded to this much-needed improvement of its pay and prospects. But if the Uncovenanted Service is to be altogether excluded as some appear to suppose, from District and Divisional Judgeships [illegible] of the Service will suffer very

[illegible] be made

	Rs.	Covenanted
	15,	[illegible]
[illegible] Scale	20,30,-[illegible]	Rs 1,25,[illegible] a year.
[illegible]	— [illegible]	Taking the work-
[illegible]	1,21,[illegible]	ing strength of the
		Commission, the

the lower ranks [illegible] been reduced; the [illegible] Commissioners; 1st Class, [illegible] Rs [illegible] and the pay [illegible] 500 to [illegible] higher grades, 50 Officers or more than half are working strength of the Service, have [illegible] pay at once raised by [illegible] a month. The [illegible] of appointments

	Rs.
	9,3,500
	10,500
	9,000

[illegible] [illegible] [illegible] [

নতুন পুস্তক

বিবিধ সংবাদ।

ইউরোপীয় সংবাদ।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় রেজিষ্টরী গবর্ণমেণ্ট আদেশানুসারী

বিজ্ঞাপন।

রেজিষ্টরী ও দলীলাদি বিষয়ক।

১৮৬৯ সালের ২৭ আইন।

বঙ্গদেশের অন্যান্য রেজিষ্টরী আফিসের ন্যায় রেজিষ্টরী আফিস সমূহে দলীল রেজিষ্টরী করিবার ফি ও দস্তুরী ১ লা অক্টোবর হইতে নিম্নলিখিত মতে আদায় হইবে।

১ টাকার ন্যূন মূল্যের দলীলের রেজিষ্টরীর ফি ৴৩ আনা।

১ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের দলীলের রেজিষ্টরীর ফি ১৲ এক টাকা।

১০০ টাকার অধিক মূল্যের দলীলের রেজিষ্টরীর ফি ১৲ এক টাকা, এবং ঐ মূল্যের উপর প্রতি ১০০ টাকা বা তাহার ভগ্নাংশে

পরে, আমাদের পুস্তকের আকার ও মূল্য কত হবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। এখন যে ইংরেজীতে [illegible] বিক্রেতারা ঐ পাঠ্যপুস্তক যেরূপ অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন, তাহাতে [illegible]

[illegible]

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ সুবিধা।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৯ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব বাঙ্গালিদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হইল। তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রের শ্রীকৃষ্ণদাস বাবুর পুস্তকাদি পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রন্থ আমাদের এখানে তালিকায় দেখিয়া পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার কার্য্যভার হইতেছে। সত্বর মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাকরিপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, চব্বিশ পরগণা।

যদি কোন বিক্রেতা বিক্রয়ের সংবাদপত্র বা ক্যাটলগ পাঠাইতে চাহেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৯ নং বাটীতে [illegible]

কুসুমমঞ্জরী।

(বালক যেমনই অবাধ্য হউকনা।)

ইহা সেবনে বালক বেমন বশীভূত হয়, এমন-এমন, ও-সকল অভ্যাস ঔষধির পরিবর্ত্তে সেবনমাত্র ও অন্যান্য রোগনাশে নীরা অমুপান বিশেষ অধিক প্রশস্ত। ইহা সিদ্ধসেবন সময় হইতে ঔষধ পান বিষয় সেবন করিতে হয়, এক শৌশীর মূল্য ৭ টাকা পাকিং ৵০ আনা।

মেহামৃত রস।

এই ঔষধ সেবনে পক্ষাঘাতরোগীর আশা ও বাক শিক্ষি, হেম অবশ, বৃদ্ধত্ব শোণিতাভাব বলে বার আনা এবং এই সকল রোগজনিত আর অধিকের ঔষধনে, অন্য পক্ষাঘাত বাত শারীরিক দৌরবতা প্রভৃতি সমস্ত রোগে আরোগ্য হয়। এক শিশির মূল্য ১৸৵০ পাকিং ৵০ আনা।

সর্বপ্রকার বাতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সেবনে বেটে বাত, উরুসন্ধি বাত, হৌবনি বাত, হোমরের বাত প্রভৃতি সাত রোগ সমস্তই পুরাতন কঠিন আর নূতন সহজ চিকিৎসা বিশেষে অবশ্য আরোগ্য হয়। মূল্য এক টাকা, পাকিং ছই আনা।

ঔষধ বাড়ীর আমার নিকট যে সমস্ত ঔষধ আছে, তাহা পত্র লিখা আসামী সপ্তাহের ডাকে রেজিষ্টরি করিয়া পাঠাইব।

শ্রীযোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চন্দ্রোদয় রস।

আমাশয়ের যন্ত্রণা ও রক্তাতিসার।

আমাশয়ের যন্ত্রণা ও রক্তাতিসার বিনাশ করিতে এই ঔষধটী মুক্তিসঙ্গত এবং অব্যর্থ। ইহা দ্বারা সকল প্রকার রক্তের সহিত বাহ্যাভ্যন্তরীণ আমাশয়ের যন্ত্রণা ও রক্তাতিসার আরোগ্য হইয়াছে। ১২ দিবস সেবন। ৩ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগে না।

(অবশিষ্ট ভাগ)

গোদ, জলবায়ু ও রক্ত দূষিত রোগ

সিদ্ধ গোবর—

গোঁজ-গুল—

এই ঔষধ সেবনে [illegible] আরোগ্য হয়। [illegible]

[illegible]

রেজিষ্টরি করা।

সকল প্রকার রোগের

[illegible]

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী—অপূর্ব্ব।

ইহা সেবনে [illegible] আরোগ্য হয়। [illegible] ঔষধ-ব্যবহার-প্রণালীর [illegible]

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী—অপূর্ব্ব।

ইহা সেবনে [illegible] আরোগ্য হয়। [illegible] ঔষধ-ব্যবহার-প্রণালীর [illegible]

যৌবন পাইবার ঔষধ—অদ্বিতীয়।

যে ১২ টী মুক্তাবলম্ব [illegible]

যিনি বিশুদ্ধ-প্রকৃতি অবলা-

[illegible]

মুখরোচকী—অদ্বিতীয়।

[illegible]

মুখরোচকের সমালোচনা দেখুন।

[illegible] ঔষধ [illegible] ঔষধ [illegible]

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—[illegible]

JUST PUBLISHED:

A KEY TO THE TEXT BOOK THE ENTRANCE COURSE FOR 1885—86.

PART I

Containing—explanations of difficult passages; meanings, derivations and histories of words grammatical, biographical and critical notes, historical, mythological and other allusions, analyses of sentences; model questions, University papers; short arguments of sketches and very valuable appendix of prepositional and idiomatic phrases &c &c

BY

Some of the most distinguished graduates of the Calcutta University. The writers are all teachers of high standing and large experience. The whole work is being superintended by a PROFESSOR of the PRESIDENCY COLLEGE.

Price Re. 1 Postage annas 2. With a copy of the sketch Book Rs. 2—1; postage annas 4. To be had at the Somaprakash Depository No. 97 College street Calcutta.

Subscribers are requested to send the other part of their subscription.

IN THE PRESS

The Elements of Mensuration and Plane Surveying

BY

Babu Bipin Behary Gupta, M. A. Assistant Professor of Mathematics, Presidency College.

Treatise on the Astronomical Geography

Containing,

Solutions of numerous questions on Local Time; on easy explanation of Latitude, Longitude &c, the Calcutta University Entrance Examination papers on Geography By a DISTINGUISHED Graduate

Price 2 as.—6 pie Postfree 3 annas

College street Durgacharan Roy Manager Calcutta. Somprakash Depository

সোম প্রকাশ

১৯ শ সাল। "প্রবন্ধরত্না অকপটচিত্তের বাক্যরূপা ভূতহিতৈষিণী ও বীরভদ্রা।" [illegible]

[illegible] ১২৯৯ সাল। [illegible]

বিজ্ঞাপন।

অতি সুলভ মূল্যে পুস্তক বিক্রয়।

[illegible] "সোমিনী" যন্ত্রালয়ে বাবু [illegible] নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থে [illegible]। নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে পুস্তকগুলি ক্রয় করিলে ডাকমাশুল লাগিবে না।

নাম	[illegible] মূল্য	[illegible] মূল্য	[illegible]
[illegible]	।৵	৵০	১০
[illegible]	।৵	৵০	১০
[illegible]	৸০	।৵০	১০
[illegible]	১	৷৵	১০
[illegible]	১	৷৵	৵০
[illegible]	১	৷৵	৵০

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]।

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[

sing of wind from the Pain but moved the
the ... of the Pain ... appeared and the
swelling pain in the Head all has begun to yield.
(Sd.) T. RAJARATNAM VANDERPUTTEN etc.
Wanted Local Agents in every District
VAN DUTTEN & Co
CALCUTTA.

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... তর্কচূড়ামণি
প্রণীত।
গর্ভ-পরীক্ষা। ... মূল্য ... আনা।
... আনা ...
... ...
... ...
...

[illegible] সংবাদ।

বিজ্ঞাপন।

আমরা ৺ সারদা প্রসাদ ষ্টীট ৩ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহারা পুস্তক ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা ঐ স্থানে, অথবা ১৩ নং কলেজ ষ্ট্রীটে বাবু [illegible] মহাশয়ের নিকট পাঠাইবার প্রার্থনা করিবেন। [illegible] আমরা তাহাকে [illegible]

শ্রীকৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী।

[illegible] সংক্রান্ত [illegible] হইয়াছে। সকল [illegible] মধ্যে আমরা [illegible] দেওয়া যাইবে।

[illegible]

[illegible] হইয়াছে, [illegible] সংক্রান্ত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] লিখিত [illegible]

[illegible]

[illegible] পুনঃ [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

(ভগ্ন-হৃদয়ের)

গোপন-জলদোষ-জর্জ্জর হৃদয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সন্তু সোপারক—১০ ই পোয়া ও অন্যান্য ম ি ন ০০ ন আ ই ন ভয় বিন্তু এই ঔষধি ঔষধ ভক্ষণে পুরু নয় ন ত ন ন ন

ar ments of sketches and very valu-
ble appendix of propositions and
various phrases &c. &c.

BY

one of the most distinguished
writers of the Calcutta University
writers and all the boys of high
standing and long experience. The
whole work has been compiled by
PROFESSOR of the PRESI-
DENCY COLLEGE

Price Re. 1 Postage annas 1
With a copy of the sketch Book
Re 1—4 postage annas 5 To be had
at the Sanskrit Depository No 97
College street Calcutta

Subscribers are requested to send
the other part of their subscription

IN THE PRESS

The Elements of Mensuration and
Plane Surveying

BY

Babu Bipin Behari Gupta, M. A.,
Assistant Professor of Mathematics,
Presidency College.

IN [illegible]

Short Treatise on [illegible]
cal portion of Geography

Containing

Solutions of numerous questions
on Local Time, on easy applications
of Latitude, Longitude &c. &c.
Calcutta University Entrance Exami-
nation papers on Geography By a
DISTINGUISHED [illegible]

Price 2 annas Postage [illegible]

JUST PUBLISHED.

A KEY TO THE SKETCH BOOK FOR
ENTRANCE CANDIDATES FOR 1883—84.

PART I.

Containing—explanations of diffi-
cult passages; meanings, derivations
and histories of words; grammatical,
geographical and optical notes, histo-
rical, mythological and other allu-
sions; grammatical analyses; model
paraphrases; [illegible]

[illegible] Price [illegible]

[illegible] Price [illegible]

[illegible] Price

১৩ ই ফাল্গুন ।

বিজ্ঞাপন ।

বিজ্ঞাপন প্রেরিত ।

বর্ত্তমান আমাদের মাস সোমপ্রকা
শের মত নহে । এই সময় হইতে পত্রক
আমোদপ্রমোদে, বিলাসিতায় ধনের মূল
দিয়া আমোদিদের উৎসাহিত করিয়া
আসিতেছেন । আর এক শ্রেণির ব্যবসা
দারে সময়ের অনুরোধে এই দুই তিনমাস
এই সময়ে যে যে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিলে
আমাদিগের অনুরোধ রক্ষিত হইবে ।

১৩১৪ সালের ফাল্গুন মাসে ... বাজারে ...
... ...
... ...
... ...

OLDLY'S MADE NEW !!

[illegible] restoration [illegible]

[illegible]

Throw away your [illegible] Pebbles,

[illegible]

Powerful Crystals,

FOR THE CURE OF ALL

EYE INFIRMITIES

By OLDLY'S EUROPEAN DROPS.

A soothing and strengthening [illegible] solution for weak, irritable, [illegible] ally weak, irritated and inflamed Eyes, [illegible] tion of the Pernicious watery and [illegible] Eyes, Insensitiveness of [illegible] Gutaract eyes, Far and Short-sightedness weakness of the retina and optic nerves, and the worst diseases of the Eye.

It is Entirely a new system to those [illegible] combining many of the most powerful restorative agents in the vegetable [illegible] instead of irritating on the external [illegible] agency to the pulse. It can now be [illegible] ally established by means of their application. By [illegible] drying one Drop [illegible] in the Eye [illegible] daily the muscles are revitalized and [illegible] the circulation of the blood in these [illegible] controlling the paralysed nerves, quickly and the cause of the disability speedily removed. Its [illegible] tal effects are experienced from the very first application, it subdues all pain and [illegible] immediately. Use of Goggles or Spectacles [illegible] tained in many cases Dr. Oldly's Invisible Drops [illegible] dered them unnecessary. Trial and you will be satisfied.

Per Bottle Large [illegible]

" Small [illegible]

Cathartic Alterative [illegible]

RECENT EXTRAORDINARY CURES.

CHRONIC OPHTHALMIA.

Bhadreswar Hooghly, 24th January 1868.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ।

১৮ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

[illegible] বিবরণী বিষয়ে [illegible] অনেক ভদ্রলোক [illegible] আমরা বন্ধুবান্ধবদিগের কাছ করিয়া [illegible] দেখি, তাহার [illegible] হইতে হয়। পূর্বে যে কারণে [illegible] বড় আর [illegible] বিষয়ই এক প্রকার [illegible] [illegible] অনেক আকেক্ষিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

বিবিধ সংবাদ।

ইউরোপীয় সমাচার।

ডাক্তারখানায় ইংরাজ সাহেব ১১ টি ছেলেকে নিয়া বসিয়াছিলেন। এর মা তার মুখ দিয়া দেখার ইচ্ছা করি। [illegible] এই পথে আসেন কম লোক নয়। [illegible] ডাক্তারখানা আরও সাহেব আসে উপনীত হয়। ডিস্পেন্সারের ডাক্তারদের আর পরিচালক করিয়া [illegible] করিয়াছে। ডাক্তারদের অবস্থান [illegible] দেখার ইচ্ছা করিয়াছে।

১৮৬৮।৬৯ সালে বঙ্গদেশের বিভিন্নবিদ্যালয়ে ব্যয় হয় ৭৬৯৯১৮৮৮ টাকা। ইহার ৮ ভাগ ডাক্তারখানা, তিনটি দল এই ৭৬৯১১৯৯ টাকা খরচ করিয়াছে।

বঙ্গদেশের খাদ্যদ্রব্য ওই [illegible] সালের [illegible] হইয়া [illegible] ছিল। [illegible] শিল্পের [illegible] সালের [illegible] ডাক্তারখানা [illegible] পাঠাইয়াছেন।

ইংলণ্ডের [illegible] সালে ৫ টাকার [illegible] হইয়াছে। ডাক্তারখানা [illegible] করিয়াছে। ডাক্তার [illegible] বিশেষ [illegible] করিয়াছিল। [illegible] সালের [illegible] ডাক্তারখানা [illegible] করিয়াছিল। [illegible] ডাক্তারখানা [illegible] করিয়াছিল। [illegible] ডাক্তারখানা [illegible] করিয়াছিল।

[

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় জেণ্টলমেন্ট গবর্ণমেণ্টের আফিসে নিয়োগ।

ডাক্তর ও সাধারণ বিভাগ।

৫ নবেম্বর ১৮৩৯। বাবু রমাপতি বাচস্পতি দুই শত টাকা বেতনে তথা সাধারণীয় সংস্কৃতজ্ঞ অনুবাদকের কর্ম্ম করিলেন।

১৪ ই মে পর্য্যন্ত। ৺পুরী মাজিষ্ট্রেট ও জেণ্টুরী কালেক্টর বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র একমাসের ছুটী প্রাপ্ত হইলেন।

১৫ ই নবেম্বর। পরিচারিণী বিভাগের আরবিদি ইন্সপেক্টর জেনরল এ, ডব্লু পল সাহেব ৪৫ পরগণার মাজিষ্ট্রী ও কালেক্টরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের ১ জেণ্টুরী মাজিষ্ট্রেট ও জেণ্টুরী কালেক্টর বাবু বিশ্বেশ্বর মিত্র ছয় মাস ছুটী প্রাপ্তহওনে ঐ পরগণার আরবিদি ডবলউ মার্শিয়েট ও জেণ্টুরী কালেক্টরের কর্ম্ম করিবেন।

হাবড়ার এডিসিনি মাজিষ্ট্রেট ও জেণ্টুরী কালেক্টর সি, এ, লাসলেস সাহেব ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরী কর্ম্মে

ঐ এক পদি সাহেবের ছুটী হওয়াতে মিডিলটনের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ এল, শীলর ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও জেণ্টুরী কালেক্টর এ, এ, ডেভিস ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিবেন।

সাহেবগঞ্জ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত এসিষ্টেণ্ট এডিসিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও জেণ্টুরী কালেক্টর এফ, এম, সাহেব ১৮ ই মে হইতে ৯০ দিন ছুটী প্রাপ্ত হইল।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও জেণ্টুরী কালেক্টর সি, আর, ম্যাকিন্টির মুঙ্গেরে বদলী হইলেন। ইনি ১ ম অক্টোবর অবধি ১ ম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও জেণ্টুরী কালেক্টরের কর্ম্ম করিবেন।

১৭ ই নবেম্বর। ডবলিউ ডিগিন্সনের অনুপস্থিতিকালীন বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও জেণ্টুরী কালেক্টর এফ, এল, এম ফ্রান্স সাহেব মিডনাপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বীরভূমের ২ জেণ্টুরী মাজিষ্ট্রেট ও জেণ্টুরী কালেক্টর বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সাঁতারামপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৮ ই নবেম্বর। ফরিদপুরের এডিসিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও জেণ্টুরী কালেক্টর বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র ৫ মাস ছুটী প্রাপ্ত হইলেন।

রাজস্ব বিভাগ।

১৫ ই নবেম্বর। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মেন মেজের আফিসে নিযুক্ত বঙ্গদেশীয় সেরিস্তাদার পদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ৫,৫-টাকার বেতনে নিযুক্ত করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়।

২য় শ্রেণীর জেণ্টুরী মাজিষ্ট্রেট ও জেণ্টুরী কালেক্টর রোসনী আলু ও ওকয়া, এ, ডি, সাবডেপুটী, ঘাস সমস্তরাম ধাস ৭,৫০০

বিজ্ঞাপনসম্বন্ধীয় বিভাগ।

১৮ ই নবেম্বর। ঢাকার জেণ্টুরী মাজিষ্ট্রেট ও ৺জেণ্টুরী

[illegible] জেণ্টুরী মাজিষ্ট্রেট ও জেণ্টুরী কালেক্টর এ, ডব্লু পল ১ ম শ্রেণী [illegible] এবং সাধারণ বিভাগ

[illegible] ছুটী ও জেণ্টুরী কালেক্টর বি, আর, ম্যাকিন্টির মুঙ্গেরে বদলী হইলেন এবং ১৭ই ডিসেম্বর অবধি ১ ম শ্রেণীর [illegible] কর্ম্ম করিবেন।

১৭ ই নবেম্বর। [illegible] বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র ৫ মাস ছুটী প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সাঁতারামপুরের ২য় জেণ্টুরী কালেক্টর বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮ ই নবেম্বর। বাবু গোপীনাথ কৃষ্ণ পালের দুই বৎ-

[illegible] ১৫ ই নবেম্বর যে পক্ষের শেষ মহাজন সেই মহাজন পূর্ব্বপক্ষবর্ত্তীর হেনরিয়েটা নামক স্থানীয় এজমালীর মাসুলে ৮৭৫০৩৩৯/৭ টাকা আদায় করিয়াছে। পূর্ব্ব বর্ষের ১৫ ই নবেম্বর যে মহাজনের শেষ হয় সেই মহাজনে ৮৯৩৭১৯৮৮ টাকা ১১ পাই আয় হইয়াছিল।

১৮৮৩৮৪ অব্দে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের টাঁকশালে স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্য ধাতুর যে সকল মুদ্রা প্রস্তুত হয় তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

১৮৮৩৮৫ অব্দে কলিকাতা টাঁকশাল বাটীর বিশেষের নিমিত্ত ৩৫৫৩ ১৮৮৩৯৮ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ক্রয় করে, পূর্ব্ব বর্ষে ১৮৮২১৬ টাকার স্বর্ণ ক্রয় করা হইয়া ছিল কিন্তু বাজার হইতে এতদূর ক্রয়ের অসুবিধা হওয়াতে প্রকৃত স্বর্ণ ক্রয় করা যায় নাই। বোম্বাইয়ের টাঁকশালেও এই বর্ষে মোহর হয় নাই। গবর্ণমেণ্টও এই বর্ষে মোহরের জন্য স্বর্ণ ক্রয় করেন নাই। ১৮৮৩৮৪ অব্দে ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪৮৩১৫৬ টাকার স্বর্ণ আমদানী হয়। উহার পূর্ব্ব বর্ষে ৪১৩৮৭১৫ টাকা মূল্যের স্বর্ণ আমদানী হইয়া ছিল। স্বর্ণ রাজীয় কলিকাতার টাঁকশালে লোকে ৯১১৯৫ টাকা মূল্যের রৌপ্য বিক্রয় করিয়া যায়। ১৮৮২৮৩ অব্দে লোকে ৮১৮০৪৩ টাকা মূল্যের রৌপ্য আনয়ন করিয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষে ৮৮৫১০০ টাকার রৌপ্য ক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের টাঁকশালে ১৮৮৬৮৪ অব্দে লোকে ৪৮৭ লক্ষ টাকার রৌপ্য বিক্রয় করিয়া যায়। উহার পূর্ব্ব বর্ষে ৩ লক্ষ সাড়ে ৪৫ লক্ষ টাকার রৌপ্য ক্রয় করা হইয়াছিল। ৩৪৮ টাঁকশাল হইতে ১৮৮৩-৮৪ অব্দে টাকা প্রস্তুত করাইবার জন্য ২৩৩৪৪৫৫ টাকার রৌপ্য প্রদত্ত হয়। পূর্ব্ব বর্ষে ৪১৪৮৩৪৯৮ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৮৩৮৪ অব্দে ১২০২৫০ টাকার অপ্রচলিত মুদ্রা পাওয়া যায়। উহার মধ্যে অধিকাংশ টাকাগারে টাঁকশালে ৪০৪৩২৯ টাকা আইসে। অপ্রচলিত টাকা প্রদান নিমিত্ত বোম্বাই টাঁকশালে ৩০৩৩ ও কলিকাতা টাঁকশালের ৫৪৭৮০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। পোর্ট ব্লেয়ারনিবাসিদের প্রেরিত ১৩৯ ৭৬ টাকা মূল্যের পুরাতন মুদ্রা ও বোম্বা হইতে ইংলণ্ডবাসিদেরই মুদ্রাদিত ১৫৫৮ টাক পদ বর্ষে বোম্বাইয়ের টাঁকশালে আইসে। এতদ্ভিন্ন পদ বর্ষে কলিকাতা টাঁকশাল ১১৫৪২৫৫ টাকা ও

কলিকাতার জিনিসের বাজার দর।

বিলাতি কাগজ।

রোয়াকি	১ পলা	৸৴৩
২২ নং	"	৸৴
৭৭ নং	"	৸৵৶
২২২ নং	"	৸৵৹
১৪৪ নং	"	৸৶
৪৮০ নং	"	৸৵
৭৭ নং	"	৵
১৪০ নং	"	৸৵৹
	১ পলা	৵৵
	৩ পলা	৸৹
	৪ পলা	৸৵

দাঁড়া ঘুড়ি পাকড়াসা

১৩০ নং	"	৵৵
১১ নং	"	৸৵৹
১০২ নং	"	৸৵৹৹
৪৩০ নং	"	৸৵৵
১৪৭ নং		৸৵৹
৩১০ নং		৸৵
পাতাবাদুড়		
১০১৪ নং		৸৵
১৩৩ নং		৸৵
১৩৩ নং		৸৵
পাতু মাছি		
শ্রিংগিলাস-পীল		
৭১০ নং		৸৵

ঢাকার কাগজ।

রোয়াকি	১ পলা	৸৵৹
২২ নং	"	৸৵৹
৭৭ নং	"	৸৵৹
২২২ নং	"	৸৵৹
১৪৪ নং	"	৸৵৹
৪৮০ নং	"	৸৵৹
৭৭ নং	"	৸৵৹
১৪০ নং	"	৸৵৹
	১ পলা	৸৵৹
	৩ পলা	৸৵৹
	৪ পলা	৸৵৹

দাঁড়া ঘুড়ি পাকড়াসা

১৩০ নং	"	৸৵৹
১১ নং	"	৸৵৹
১০২ নং	"	৸৵৹
৪৩০ নং	"	৸৵৹
১৪৭ নং		৸৵৹
৩১০ নং		৸৵৹
পাতাবাদুড়		
১০১৪ নং		৸৵৹
১৩৩ নং		৸৵৹
১৩৩ নং		৸৵৹
পাতু মাছি		
শ্রিংগিলাস-পীল		
৭১০ নং		৸৵৹

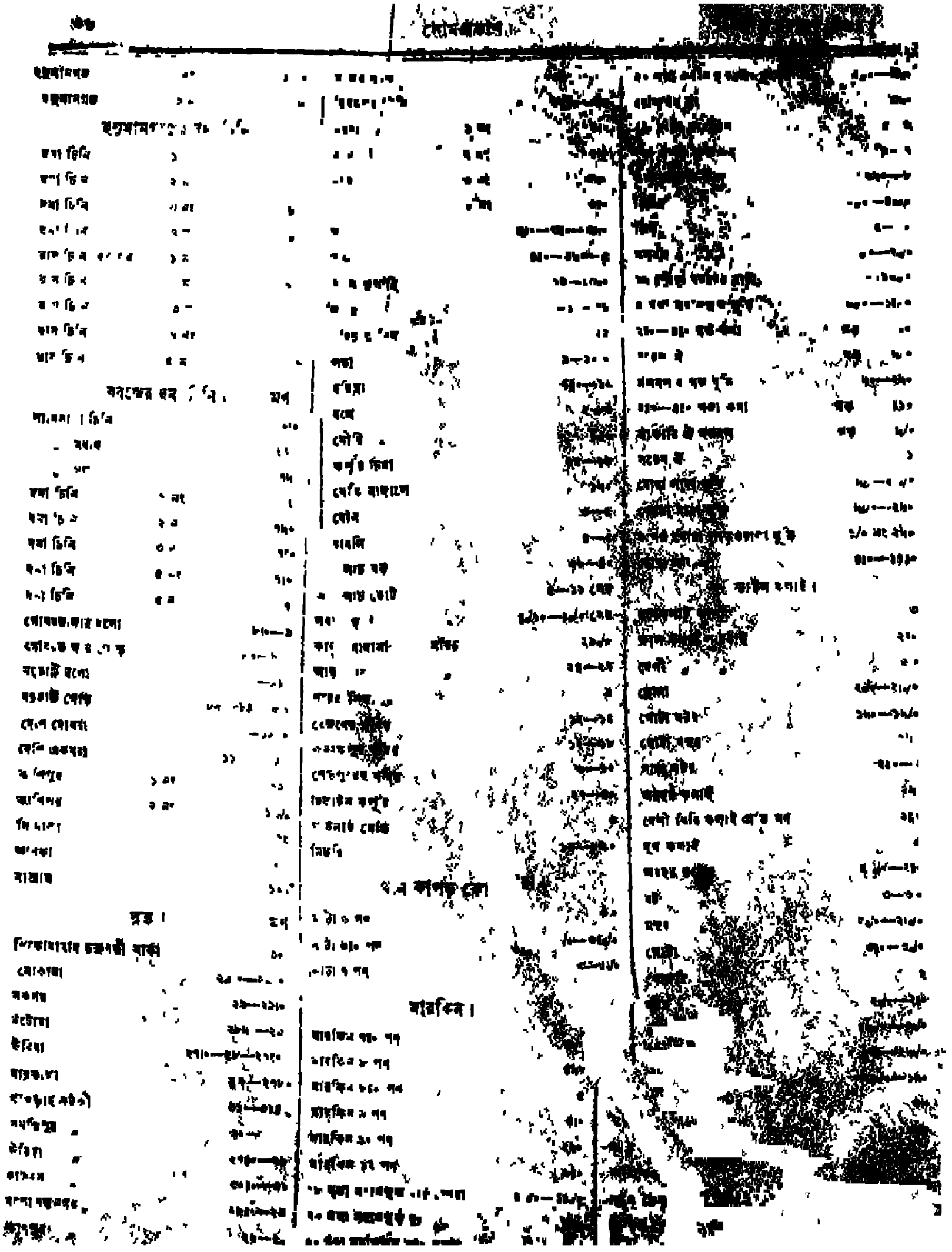

[illegible]

[illegible] কলা [illegible] হইয়াছে। [illegible] চৌধ নুকলের [illegible] বাড়ী। অধিবেশন যে [illegible] [illegible], যেখানে [illegible] [illegible] [illegible], যেখানে [illegible] [illegible] [illegible], যেখানে [illegible] [illegible] [illegible]

আমরা আরোগ্যতা লাভের [illegible] হইতে পুস্তকখানা পড়িয়াছি। আমরা সর্ব্বদা চোখে ব্যথা পাই। সুতরাং তাঁহাদিগের চোখের প্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ ঠিকানায় পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কোন গ্রন্থকার এখানে কমিশন চোখের পুস্তক বিক্রয়ার্থ জন্য দিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

(আকার বোধগম্য।)

গোদ, জলদোষ ও অণ্ডকোষের রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু শোষক—ইহাতে রোগ ও ক্ষতস্থান বিশিষ্টরূপে আরোগ্য হয়। ১৮ এই ৪টী রোগ আরাম পুরাতন এবং স্থানে স্থানে ৪৫ অনাত্ত হইলে এ ঔষধে আশুফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ৯৷৷০।

শীতাকর্ষণ—ইহাতে অণ্ডকোষ বিশিষ্টরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সদ্যোজাতাবস্থা বা বৈশাখ হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক প্যাকেট ৸৷৷০।

এই ২টী ঔষধে অতি ভীষণ প্রকৃতি রোগ বিনাশ হয় বা যাইবে এই ২টী ঔষধ কলিকাতা ৫৩ নম্বর বিডন, ষ্ট্রীট আমাদের বোটের বিদ্যালয়ে বিক্রীত হয়।

চন্দ্রচূড় রস।

অণ্ডকোষবৃদ্ধিকর অন্যান্য ঔষধাদি সেবনে যাহাদের [illegible] হয় নাই তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে [illegible]

এই ঔষধটী মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগে [illegible] ইহা সেবনে প্রস্রাবের জ্বালা ও যন্ত্রণা [illegible] ১৷৷০ টাকা।

কফের ঔষধ।

(বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী সকলের ব্যবহার্য্য।)

ইহা সেবনে কফের বেগ বৃদ্ধি হয়, পেট ভার ও অম্বলে পেটের অস্বস্তি দূরীভূত হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, মুখে রুচি জন্মে, কফ সহজে উঠিয়া যায়, অতি সহজে নিঃশ্বাসের সহিত কফ বাহির হইয়া যায়, ইহাতে কোন কুপথ্য নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷০ প্যাকিং ৵৷৷০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সেবনে বে ৩ বাত, উরুস্তম্ভ বাত, চোরাদি বাত, কোমরের বাত প্রভৃতি যতই প্রবল হউক আর পুরাতন হউক তিন দিবসের মধ্যে আরোগ্য হয়। মূল্য এক টাকা পাঠাদি ৸৷৷০ আনা।

ইহা বাতীত আমার নিকট যে কোন ঔষধ আছে, তাহা পত্র লিখা আবশ্যক মতে মূল্য পাইলেই পাঠাইতে পারিবেন।

শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী। ৪৮ নং মধুরায়ের লেন, কাঁসারিপাড়া, শিবপুর কলিকাতা।

রেজিষ্টরি করা। Registered.

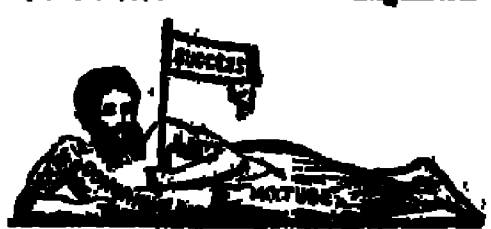

সকল প্রকার মেহরোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশি মূল্য ২ টাকা

মাশুলাদি ৵৷৷০ আনা।

এই পাকযন্ত্র সংযোগে [illegible] সাত দিবস [illegible]

[illegible] ঔষধ সেবনে [illegible] মূত্র ও মূত্রাশয় [illegible] ও বস্তিদেশের [illegible] ও বস্তিদেশের [illegible] ও বস্তিদেশের

IN THE PRESS

A

Treatise on the Astronomical [illegible] of Geography

Containing

Solutions of numerous questions on Local Time, an easy explanation of Latitude, Longitude &c. with Questions to University Entrance Examination papers on Geography. By DISTINGUISHED Graduate.

1 anna 8 as.—6 pice Post free 3 annas

67 College street Dasgoba and Roy Manager Calcutta Sanskrit Library

বোধপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী নিবেদন।

[illegible] বোধপ্রকাশের [illegible] বোধপ্রকাশ [illegible] বোধপ্রকাশ [illegible] বোধপ্রকাশ

সোমপ্রকাশ।

২৯ শ ভাগ। "প্রবর্ত্যতা প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাম্।" ৩ য় সংখ্যা।

১ ।। ১৭ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮৩। ১ লা ডিসেম্বর।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ সমীপে।

মাঘমাস অগ্রিমমূল্য লয় সোমপ্রকাশের ৩য় বর্ষ যায়। এই সময় হইতে প্রায়ই মহোদয়গণ বিনামূল্যে আর মূল্য দিবা আমাদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছেন। অতএব এক্ষণে মহোদয়গণকে সানুনয়ে অনুরোধ এই যে তাঁহারা এই সময়ে স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

সোমপ্রকাশ গ্রন্থের আমাগ্রকাশ অবধি কি হইতেছে। সকল মুদ্রের ও গ্রন্থকারের মতে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হইবে।

মূল্য পাঠাইবার প্রকরণ।

বিনামূল্যে পাঠাইবার প্রকরণ।

সোমপ্রকাশের ... সম্বন্ধীয় চিঠি ও কাগজ পুস্তকাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবা দিবেন।

ঠিকানা।

... ৭০ নং সোমপ্রকাশের নিকানায় বিনামূল্যে পাঠান হইবে, ... আমাদিগের আরও কিছু সাহায্য বিশেষ। এখন বিনামূল্যে ... পুস্তক ... আনা, ডাকমাশুল ... আনা।

যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশসম্বন্ধীয় মূল্য কলিকাতায় আসিয়া দিবার প্রয়োজন হয়, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ডিসপ্লিটীচিত্রে পাঠাইবেন, আর মফস্বলের মধ্যে যা ডাকঘরে মাশুল পুস্তকাদিতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভবন ঝাঁপনী

(অথবা প্রবন্ধমালী বা নবিনিমাই ৮)

শ্রীযুক্ত ... বিদ্যা প্রণীত ... (মূল্য ... আনা, ডাকমাশুল ... আনা) মূল্য মুদ্রিত। বিশেষ আবশ্যক বলিয়া ... শ্রীযুক্তবাবু ... এবং পরিশ্রমপূর্ব্বক বিদ্যা ... বিশেষ পারদর্শিতা ... প্রত্যেকের মূল্য ... আনা। ... আনা, ডাকমাশুল ... আনা। ... আনা, ডাকমাশুল ... আনা।

... ঔষধালয়

... ঔষধ সকল পাওয়া যায়, যথা, ... ইত্যাদি। ... ঔষধ সকল ... ঔষধালয়ে ... ঔষধ ... ঔষধ ... ঔষধ

অথবা অর্দ্ধাবাত ও অন্যান্য অবয়বের যে কোন রোগবিশেষ হউক।

ঔষধের মূল্য—প্রতিশিশি ১ টাকা ডাকমাশুল ৵১০ আনা ইহা ৩।৪ বার ব্যবহার করিলে, রোগ প্রায় নিবৃত্তি হইবে।

—:০:—

(বিজ্ঞাপন)

গোদ, জলদোষ ও যকৃদ্রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু-সোমরস—সর্ব্বপ্রকার গোদ ও অণ্ডকোষ বৃদ্ধি রোগে ব্যবহার করা আবশ্যক। কিন্তু এক শিশি গোদ রোগের পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং যত দিন রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় তত দিন ব্যবহার করিতে হইবে। এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ৵১০ আনা।

শীতাকৃতি—ইহাতে অণ্ডকোষের বৃদ্ধি রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু গোদ সম্বন্ধে যদি বা গোদের উপরে ইহাতে ফল হয়। মূল্য—প্রতি শিশি ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ৵১০ আনা।

এই দুই ঔষধে পারা ও বিষাক্ত ধাতুটি গোদ বিনাশ করা নাই। এই দুটী ঔষধ ব্যবহারে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। ইহা ব্যবহার করিতে হইলে কোন বিশেষ নিয়মের প্রয়োজন নাই।

—:০:—

চক্ষুশ্চড় রস।

[illegible]

এই ঔষধটী ব্যবহারে [illegible] ইহা ব্যবহারে [illegible] বিষয়ে কোন আশঙ্কা নাই।

শ্রীবিশ্বনাথ [illegible]
কাশী, কবিরাজের মহল্লা।

—:০:—

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের রায়বাহাদুর খাতুর্দ্ধর্ব্ব

বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

[illegible] ধাতু ও ধাতুঘটিত ঔষধালয়।

[illegible] ধাতু ও ধাতুঘটিত ঔষধালয়।

এখানে এই প্রকারে [illegible] ঔষধ প্রস্তুত করিয়া [illegible] ঔষধ বিক্রয় করা যায়। [illegible] ঔষধালয়ে [illegible] ঔষধ বিক্রয় করা যায়। বিস্তারিত [illegible] ঔষধালয়ে [illegible] ঔষধ বিক্রয় করা যায়। আমার নামে ঔষধ ক্রয় করিলে পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হয়।

শ্রীচন্দ্রকিশোর সেন [illegible]।

—:০:—

OLD EYES MADE NEW !!

[illegible] and Surgical operations rendered unnecessary

[illegible] know every year such Pebble, Stone,

[illegible] & Italian Crystals,

FOR THE CURE OF ALL

EYE DISEASES,

[illegible] HASEB JORDAN DROPS.

[illegible] and strengthening "Eye-water" for [illegible] the eyes, so grievously to some persons [illegible] congested or inflamed Eye, Inflamed [illegible] Lachrymose watery and enervated Eyes, [illegible] of light, Obscurity of vision, Constant [illegible] and bloodshotedness, weakness of the vision and quite averse the and the worst diseases of the Eye

[illegible] is a new scientific discovery, containing [illegible] of the most powerful restorative [illegible] the vegetable kingdom. Instead of entering [illegible] the stomach and thus causing [illegible] by the pupil of the eye acts [illegible] by [illegible] the optic nerve, [illegible] by applying one drop [illegible] in the Eye three [illegible] the [illegible] revitalized, and invigorated, [illegible] the blood in the capillary vessels [illegible] paralyzed nerves expanded and the [illegible] effective speedily removed, the beneficial effects are experienced from the very first application [illegible] subdues all pain and inflammation [illegible] out of Hundreds of Doctors that have [illegible] Chemist Jordan Drops has [illegible] usually Test and you will be [illegible]

For	the Large	৳	0 0
"	Small	৳	0 0
	Catharic Alterative	৳	0 0

[illegible] CERTIFICATES OR OTHER [illegible]

CHEMIST [illegible]

[illegible] Medical Hall, Jessore [illegible]

[illegible] Original [illegible] [illegible] Ethiopic Ophthalmia, [illegible] Inflammation, [illegible] Weakness of the Eyes, [illegible] Dimness of sight, [illegible] for the restoration [illegible] of the natural Brightness and Vigour to the Eyes by [illegible] an improvement to the latter, the sinking of water from the Eyes has ceased, the inflammation of the Eyes has disappeared and the complete pain of the Eye itself has been relieved

(Sd) † RADHIKAGOK MUKHOPADHYAYA Physician.

Wanted 1,000 Agents throughout India to sell

VAN ETTEN & Co.

CALCUTTA.

প্রেরিতপত্র।

[illegible]

মহাশয়! আমার [illegible] যে [illegible] রোগবিনাশক [illegible] ঔষধালয়ের [illegible] ঔষধ [illegible] বিক্রয় [illegible] পাই। [illegible] ঔষধালয়ের [illegible] পাইবার [illegible] ঔষধালয়ের [illegible] ঔষধালয়ের [illegible] ঔষধালয়ের

অনুরোধে নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পড়িয়া অবাক হলি ন দু:খের বাহিরে স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যেরূপ আন্দোলন হইতেছে, সেই বিষয়ে স্বাধীনতা দিব না, ইহা কাহারও বিবেচনসিদ্ধ বলা যাইতে পারি না। তবে কি আমরা এখন এইরূপ আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া ইংলণ্ডের মতন হইতে চাই? তাহা কখনই নয়। তবে কি আমরা এখন যেমন আছি তেমনি থাকিব? তাহাও হইতে পারে না। আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, তাহা কোনমতেই নিবারণ করিতে পারিব না। তবে আমাদিগের কর্তব্য কি? আমাদিগের বিবেচনায় এই বলি যে "অন্তর্যামিনি নীরন্ধ্রং ইত্যাদের পরে সব ও পরাস্ত উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হয় না।" তবে ও দুটী লইয়া আমরা বড়ই বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছি। ইংলণ্ডের [illegible] এক প্রকার হইতে পারে। আমাদিগের অবিকল ইংলণ্ডের মতন হইলে, আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে পথে যাইতেছি সে পথে যাইতে পারিতাম না

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

[illegible] ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্ব্বাচনফল ২৫ এ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষ ও রাজকুমার ভট্টাচার্য্য [illegible] ছাত্রদিগের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্ব্বাচনফল ২৫ এ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষ ও রাজকুমার ভট্টাচার্য্য [illegible] ছাত্রদিগের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্ব্বাচনফল ২৫ এ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষ ও রাজকুমার ভট্টাচার্য্য [illegible] ছাত্রদিগের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্ব্বাচনফল ২৫ এ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষ ও রাজকুমার ভট্টাচার্য্য [illegible] ছাত্রদিগের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্ব্বাচনফল ২৫ এ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষ ও রাজকুমার ভট্টাচার্য্য [illegible] ছাত্রদিগের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্ব্বাচনফল ২৫ এ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষ ও রাজকুমার ভট্টাচার্য্য [illegible] ছাত্রদিগের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্ব্বাচনফল ২৫ এ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষ ও রাজকুমার ভট্টাচার্য্য [illegible] ছাত্রদিগের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্ব্বাচনফল ২৫ এ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষ ও রাজকুমার ভট্টাচার্য্য [illegible] ছাত্রদিগের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্ব্বাচনফল ২৫ এ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষ ও রাজকুমার ভট্টাচার্য্য [illegible] ছাত্রদিগের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। [illegible] ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

এখানে লিখিয়াছিলাম, পাঠক। [illegible] উহাদের তার কি [illegible]

ইহাদিগে [illegible] দেখিয়া বাস্তবেরা পলায়ন করিতে পারিত। তিনি ভাহাদিগকে মনোযোগ করিয়া করিলেন, তুমি ভাহাদিগকে তোমার ভয় পরিত্যাগ কর। আমাদের যে সকল পুরু ইংরাজী ঐতিহাসিক তুল বিবরণ করিয়াছে, তাহারা তোমাদিগের দেহে পরিচিত হইতে আমরা তোমা যায়। তিনি প্রত্যেক বাক্যে সময় ব্যয় করিয়াছেন, সেই স্থানের আমি অন্বেষণ করিতেছি।

পাঠক বেথুন তোমার বীরত্বের কথা। বীরেরা তুচ্ছবিষয়ক একান্ত উপেক্ষা করেন। ইহাদিগে আপনার সমস্ত বীর বাক্যের সহিতই ধরাধরি রহিয়াছেন।

পাঠক। আর একটী বীরবর্ণ শুনুন—

আমি রাবণ, আমার শত্রু। এই ত আমার বিবাহ। শত্রু যদি আমার সমকক্ষ হোক হইত, তাহা হইলে কথা ছিল না, সে একজন রাজপুত্র সেই রাজস যদি ঘুরে থাকিত, তাহা হইলেও তত দিন কথা ছিল। সে ঘুরে ভণ্ড, এই সভাতে আসিয়া দাই উপস্থিত হইয়াছে। সে সভাতে আসিয়া চুপ করিয়া রাই, রাজস তত করিতেছে। তাই একটী রাজস এই সভাতে আছে নয়, রাজসংশ ঘরে করিতেছে। কি আশ্চর্য, রাবণ একজন বীরিয়া মরিয়াছে। ইহাদিগের পত পত বিদ্ বাঙ্গুক কুকর্মকীর্ত্তি জানাইয়া কি কল হইল? পথিকে একটী ক্ষুদ্র প্রস্তরের ন্যায় স্তূপ করিয়া তুলা প করিয়াছে যে আমরা এই বারজনকে, ইহাদের বা প্রয়োজন কি?

এইরূপ সমুদায় ইতিহাসই করিয়াপাঠে চিত্ত প্রফুল্ল হয়। আলঙ্কারিকেরা কাব্যের অলঙ্কার রীতি ও গুণালঙ্কারাদির সৃষ্টি করিয়া কাব্যকে অবকাশ চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। মনুষ্যের পাঠকালে লেখকদিগের বিবেচনাগুণ, তখনও ও বৃদ্ধি কৌশল বর্ণন করিয়া চিত্ত আনন্দরসে মগ্ন করিতে থাকে। কলতঃ সভ্যতা যাহা অতি অপূর্ব পদার্থ বলিয়া ইউরোপের যে সকল পণ্ডিত সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাঁ হারা মোহিত হইয়া যান এবং সহস্র ভ্রমকলাপ গুণপক্ষী হইয়া উঠেন অতএব এমন অপূর্ণ নয় বলিয়া লোপ হয়, সভ্যতা সমাজের যে কত কাজ করে বলিয়া শেষ করা যায় না।

মুসলমানদিগের অধিকারে বঙ্গের ভাগ্যের পুনর্বার পরিবর্তন হয়। ঐ সময়ে মুসলমান বিদেশীয়, সমর পটু ও ধার্মিক, অধিকন্তু অট্টালিকাপ্রিয়, রাজ্য রক্ষণোপযোগী, দুর্গম দুর্গনির্মাণে সুনিপুণ, ইত্যাদি মহাগুণগ্রামালঙ্কৃত ছিলেন, তখন বঙ্গের সুখের সীমা ছিল না, সন্দেহ নাই।

[illegible] ও বিদেশীয় [illegible] পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের অধিক আদরপূর্বক গ্রহণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে ইংরাজী শিক্ষা সম্পূর্ণ দেশ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, অবশেষে ইংরাজ কবি কেশের ভাষি হইতে বাঙ্গার ভাষি হইয়া উঠিলেন। ইংরাজ বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম প্রচারও করিলেন; কিন্তু এই দুরূহ কার্য্যে কাহাকে তাঁহার সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে হইল না। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ এদেশে রাজত্ব করিতে হইলে বহুকাল পর্য্যন্ত ইংরাজ দেশীয় সাধারণের সহিত অসাধারণ ভদ্র ব্যবহার করেন। কিন্তু সে দিন আর নাই। ক্রমে ইংরাজ ক্রমশ বিকৃত হইয়া উঠিতেছেন। রাজপুরুষকালের ও রাজীয় ইংরাজগণের ভাব ও প্রকৃতি দেখিয়া ইহাদিগকে পৃথকরূপ প্রাচ্যদেশীয় ইংরাজগণের স্বভাব ও সমশ্রেণীর লোক বলিয়া চিনিয়া উঠা দুষ্কর।

এই ঘোর পরিবর্ত্তন কিসে হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ করা কিছুই কঠিন নহে। যখন ধর্ম্ম প্রচার ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তখন দেশীয় ভদ্র সাধারণ ইংরাজ সমাজের অভিশয় সমাদরের ছিল। ইংরাজ মাত্রেই ও প্রধানগণ চতুর্দ্দিকস্থ দেশীয় রাজা সমূহের প্রধানবর্গ ও পক্ষ সংসর্গে সমধিক সুখ শান্তি উপভোগ করিত। সুতরাং তাহারা সুচতুর শ্রেষ্ঠী, বা বিদ্যাবুদ্ধির [illegible] ন হইলেও রাজপুরুষের অধীনতা অপেক্ষা ইংরাজের সহিত সংসর্গে শ্রেষ্ঠ [illegible] ও সমশ্রেণীর লোক বলিয়া চিনিয়া উঠা দুষ্কর।

এই ঘোর পরিবর্ত্তন কিসে হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ করা কিছুই কঠিন নহে। যখন ধর্ম্ম প্রচার ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তখন দেশীয় ভদ্র সাধারণ ইংরাজ সমাজের অভিশয় সমাদরের ছিল। ইংরাজ মাত্রেই ও প্রধানগণ চতুর্দ্দিকস্থ দেশীয় রাজা সমূহের প্রধানবর্গ ও পক্ষ সংসর্গে সমধিক সুখ শান্তি উপভোগ করিত। সুতরাং তাহারা সুচতুর শ্রেষ্ঠী, বা বিদ্যাবুদ্ধির [illegible] ন হইলেও রাজপুরুষের অধীনতা অপেক্ষা ইংরাজের সহিত সংসর্গে শ্রেষ্ঠ [illegible] বিদেশীয় রাজাকে তাঁহার রাজ্যের প্রথম অবস্থায় নূতন প্রজাদিগের মন যোগ করিয়া চলিতে হয়, না হইলে রাজ্য রক্ষা করা হয় না। ক্রমে কালেই ইংরাজ রাজপুরুষগণ তাঁহাদের সমধিক রাজ্যের প্রজাসাধারণের প্রতি বিদ্বেষ বহার প্রদর্শন করেন। সমর কার্য্যকারীগণ এই সময়ে মুক্ত হস্তে তাঁহার বিনিময়ে ধনীয় আদর ও ক্ষমতা প্রদান করেন। সুতরাং সেই সময়ে ইংরাজগণ ও দেশীয় সাধারণে বিদ্বেষ প্রীতি ও সদ্ভাব হইয়াছিল। এই প্রীতি ও সদ্ভাবের আর একটী কারণও ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায় যে সকল ইংরাজ ভিন্ন ভিন্ন রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকেই অতি সদ্বংশজাত ভদ্রসন্তান ছিলেন। তখন ভারতের নিয়ম পরিবর্ত্তন হয় নাই; তাঁহারা আজীবন রাজকর্ম্ম করিয়া [illegible] ভাগী হইতেন। [illegible] তুলনায় সমালোচনা করিয়া তখন আবশ্যক প্রথম বর্ষ ইংরাজ শাসনের ভাবার্থ অতি উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পায়। ইহাতে ইংরাজের প্রতি তাহ যেন স্বভাবতই প্রথম হইতে তাঁহার [illegible]। ইংরাজও অপর দিকে দেশীয়দিগের সঙ্গে সদ্ভাবে [illegible]। বিদেশীয় রাজাকে তাঁহার রাজ্যের প্রথম অবস্থায় নূতন প্রজাদিগের মন যোগ করিয়া চলিতে হয়, না হইলে রাজ্য রক্ষা করা হয় না। ক্রমে কালেই ইংরাজ রাজপুরুষগণ তাঁহাদের সমধিক রাজ্যের প্রজাসাধারণের প্রতি বিদ্বেষ বহার প্রদর্শন করেন। সমর কার্য্যকারীগণ এই সময়ে মুক্ত হস্তে তাঁহার বিনিময়ে ধনীয় আদর ও ক্ষমতা প্রদান করেন। সুতরাং সেই সময়ে ইংরাজগণ ও দেশীয় সাধারণে বিদ্বেষ প্রীতি ও সদ্ভাব হইয়াছিল। এই প্রীতি ও সদ্ভাবের আর একটী কারণও ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায় যে সকল ইংরাজ ভিন্ন ভিন্ন রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকেই অতি সদ্বংশজাত ভদ্রসন্তান ছিলেন। তখন ভারতের নিয়ম পরিবর্ত্তন হয় নাই; তাঁহারা আজীবন রাজকর্ম্ম করিয়া [illegible] ভাগী হইতেন। [illegible]

ঐরূপ পাঠান্তে ঐরূপ চতুষ্পাঠী করিয়া উৎসাহ আরম্ভ হইতেছে। পরন্তু সেটির সেইরূপ অধ্যাপকদিগের দীক্ষিকা নিম্না প্রাপ্তোপযোগী বৃত্তি বিধান করিয়া [illegible] পরন্তু পূর্ব্বের নিয়মিত আয়ের হইতে এবং [illegible] নিয়মিত সাহায্য না পাইলে, অথবা [illegible] কেহই সংস্কৃত শাস্ত্রের আলো [illegible] করিবেন না। ফলতঃ অনুশীলন ব্যতিরেকে সংস্কৃতের রক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই।

[illegible] যে উন্নতি হইয়াছে তাহা গাঢ় রূপ অনুশীলনের ফল। অধ্যাপক মহাশয়েরা সকল কার্য্যের মূলীভূত। অধ্যাপক হইবে বলিয়া যেরূপ অধিকাংশ লোকের ইংরাজী শিক্ষাতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। অধ্যাপকদিগের বর্ত্তি নিয়মিত অর্থাগমের উপায় না হয়, তাহাদের মনে ভঙ্গ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মনোভঙ্গ হইলে সংস্কৃতের যে চেষ্টা পাই ভেবেছেন তাহা সফল হইবে না।

ভারতে প্রাচীন ও অধুনাতন ইংরাজশাসন।

আজ প্রায় দুই শতাধিক বর্ষ হইল ইংরাজগণ এদেশে সর্ব্বপ্রথম পদার্পণ করেন, কিন্তু এই অপেক্ষা [illegible] দীর্ঘকাল হইলেই ভারতবাসিদের অধ্যবসায়প্রভাবে যে সর্ব্ব [illegible] হইয়াছে, তাহা ভাবিলে [illegible] হইবে। পরন্তু [illegible] সেইরূপ অধ্যাপকদিগের দীক্ষিকা নিম্না প্রাপ্তোপযোগী বৃত্তি বিধান করিয়া [illegible] পরন্তু পূর্ব্বের নিয়মিত আয়ের হইতে এবং [illegible] নিয়মিত সাহায্য না পাইলে, অথবা [illegible] কেহই সংস্কৃত শাস্ত্রের আলো [illegible] করিবেন না। ফলতঃ অনুশীলন ব্যতিরেকে সংস্কৃতের রক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই।

[illegible] যে উন্নতি হইয়াছে তাহা গাঢ় রূপ অনুশীলনের ফল। অধ্যাপক মহাশয়েরা সকল কার্য্যের মূলীভূত। অধ্যাপক হইবে বলিয়া যেরূপ অধিকাংশ লোকের ইংরাজী শিক্ষাতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। অধ্যাপকদিগের বর্ত্তি নিয়মিত অর্থাগমের উপায় না হয়, তাহাদের মনে ভঙ্গ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মনোভঙ্গ হইলে সংস্কৃতের যে চেষ্টা পাই ভেবেছেন তাহা সফল হইবে না।

ভারতে প্রাচীন ও অধুনাতন ইংরাজশাসন।

আজ প্রায় দুই শতাধিক বর্ষ হইল ইংরাজগণ এদেশে সর্ব্বপ্রথম পদার্পণ করেন, কিন্তু এই অপেক্ষা [illegible] দীর্ঘকাল হইলেই ভারতবাসিদের অধ্যবসায়প্রভাবে যে সর্ব্ব [illegible] হইয়াছে, তাহা ভাবিলে [illegible] হইবে। পরন্তু [illegible] ঐরূপ চতুষ্পাঠী করিয়া উৎসাহ আরম্ভ হইতেছে। পরন্তু [illegible] সেইরূপ অধ্যাপকদিগের দীক্ষিকা নিম্না প্রাপ্তোপযোগী বৃত্তি বিধান করিয়া [illegible] পরন্তু পূর্ব্বের নিয়মিত আয়ের হইতে এবং [illegible] নিয়মিত সাহায্য না পাইলে, অথবা [illegible] কেহই সংস্কৃত শাস্ত্রের আলো [illegible] করিবেন না। ফলতঃ অনুশীলন ব্যতিরেকে সংস্কৃতের রক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই।

[illegible] যে উন্নতি হইয়াছে তাহা গাঢ় রূপ অনুশীলনের ফল। অধ্যাপক মহাশয়েরা সকল কার্য্যের মূলীভূত। অধ্যাপক হইবে বলিয়া যেরূপ অধিকাংশ লোকের ইংরাজী শিক্ষাতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। অধ্যাপকদিগের বর্ত্তি নিয়মিত অর্থাগমের উপায় না হয়, তাহাদের মনে ভঙ্গ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মনোভঙ্গ হইলে সংস্কৃতের যে চেষ্টা পাই ভেবেছেন তাহা সফল হইবে না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

...এবং ছাত্রদিগের ...ধারণ করা উচিত। এতদ্ব্যতীত ...ছাত্রদিগের ...ঘাটির জন্য ...ধি আবার ...ন করা হয়, তবে ...বিশেষ ...হইবে ...টেনার ...ন্য এক ...ন্য ...করিয়াছেন ...হইবে ...যে, ...ছাত্রদিগের ...ছিল ...ছিল ...ছাত্রদিগের ...ছিল ...ছিল ...ছাত্রদিগের ...ছিল ...ছিল

আদেশ এবং কৃতাপরাধ ব্যক্তিদিগের ফিরিস্তি সহিত উহা ঐ আদালতের সিরিস্তাদার বিভাগের নিকটে, এবং সেই কৃতীয়াদেশ আসামী হাজীর নিকটে পাঠান যাইবে। এক্ষণে এই বিষয় জানা হইতেছে যে, কুর্ণলাম খাঁর অপরাধে ঐ মোকদ্দমা কত কালীন হইবে। এই সিদ্ধান্ত জানা হইলে বিবেচনা হয় আর অধিক কালের জন্য সময়ের স্থির নির্দ্দিষ্ট হইবে না। এই মকদ্দমায় কর্ণেলবাসী ফৌজদারী আসামী প্রায়ের মত প্রার্থনা করেন। ঐ প্রার্থনা এ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য হয় নাই, কিন্তু আসিষ্টেণ্টরা বিবিধ বিলম্ব হইলে এতদ্বিষয়ে পাইয়াছিলেন। আসামীরা এই আদেশ করে, তাহার আশী প্রত্যেক যাবজ্জীবনী বাস। ঐ সময় প্রায় তাহার কাহিনী মাই অতএব সে আশী পাইয়া দিতে পারে না। কাজ যা কুর্ণী এ ঈদৃশ সময়ের উপর নির্ভর করে। ঐ সময়ে আসামি প্রার্থিত করেকটী যৌথার তাহার আশী টাকা জমা দিতে পারে। তাহা মসিদের মেরামতী ও অন্যান্য ব্যবহারে নিযুক্ত এবং ২০৮ সালের জন্য জমা দিবার ৭ দিন হইবে।

হাইকোর্টে এ বিষয়ের আপীল হইলে বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন আসামী এক ক প্রাণের অধিকারী মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ হইবে না। মধ্যে তাঁহার ঐরূপ সম্পত্তির যে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে ঐ পরিমিত আয় ঐরূপ বিষয়েই অর্পিত হইবে। কারণ অনুমান হইতেছে, ঐরূপ বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দেন।

১৮৮৩। ২ ৫ ফেব্রুয়ারি।

বিচারপতি ম্যাকডোনাল্ড ও বিচারপতি ফৈজ।

কৃষ্ণকিশোরীর প্রবণ আপন (বাদীপক্ষকারী) (আপীলকারী)।

বনাম

রাজকুমার সরকার ও ৪ জন আসামী (বাদীপক্ষকারী) (আপীলকারী)।

বিচারপতি ম্যাকডোনাল্ড ও বিচারপতি ফৈজ।

এই মকদ্দমা আসামীর আপীলের অধিকারী। বিচারার্থে আদালতে উপস্থিত আসামিদের মধ্যে ৪ জন ফৌজদারী বিধান মোকদ্দমা অনুসারে ঐ মকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। ফরিয়াদীরা এই আদেশ করে, তাহার আপীল গ্রহণের জন্য আপীল করে। ঐ সময় ঐ ৪ জন আসামী আদালতে উপস্থিত ছিল না। তাহারা কোন আপীল করিতে পারে না। তাহা কুর্ণী ঐ ৪ জন সম্বন্ধে ডিসমিস করেন। ঐ সময়ে আসামি প্রেরিত করেকটী যৌথার তাহার আপী টাকা জমা দিতে আদেশ। তাহা মসিদের মেরামতী ও অন্যান্য ব্যবহারে নিযুক্ত এবং ২০৮ সালের জন্য জমা দিবার ৭ দিন হইবে।

হাইকোর্টে এ বিষয়ের আপীল হইলে বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন আসামী এক ক প্রাণের অধিকারী মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ হইবে না। মধ্যে তাঁহার ঐরূপ সম্পত্তির যে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে ঐ পরিমিত আয় ঐরূপ বিষয়েই অর্পিত হইবে। কারণ অনুমান হইতেছে, ঐরূপ বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দেন।

১৮৮৩। ২ ৫ ফেব্রুয়ারি।

বিচারপতি ম্যাকডোনাল্ড ও বিচারপতি ফৈজ।

কৃষ্ণকিশোরীর প্রবণ আপন (বাদীপক্ষকারী) (আপীলকারী)।

বনাম

রাজকুমার সরকার ও ৪ জন আসামী (বাদীপক্ষকারী) (আপীলকারী)।

এই মকদ্দমা আসামীর আপীলের অধিকারী। বিচারার্থে আদালতে উপস্থিত আসামিদের মধ্যে ৪ জন ফৌজদারী বিধান মোকদ্দমা অনুসারে ঐ মকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। ফরিয়াদীরা এই আদেশ করে, তাহার আপীল গ্রহণের জন্য আপীল করে। ঐ সময় ঐ ৪ জন আসামী আদালতে উপস্থিত ছিল না। তাহারা কোন আপীল করিতে পারে না। তাহা কুর্ণী ঐ ৪ জন সম্বন্ধে ডিসমিস করেন। ঐ সময়ে আসামি প্রেরিত করেকটী যৌথার তাহার আপী টাকা জমা দিতে আদেশ। তাহা মসিদের মেরামতী ও অন্যান্য ব্যবহারে নিযুক্ত এবং ২০৮ সালের জন্য জমা দিবার ৭ দিন হইবে।

হাইকোর্টে এ বিষয়ের আপীল হইলে বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন আসামী এক ক প্রাণের অধিকারী মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ হইবে না। মধ্যে তাঁহার ঐরূপ সম্পত্তির যে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে ঐ পরিমিত আয় ঐরূপ বিষয়েই অর্পিত হইবে। কারণ অনুমান হইতেছে, ঐরূপ বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

সপ্তম ২২ এ মার্চ্চ। ফ্রান্স ইউনিয়ন পুনর্বার সভা নিয়োগ সম্বন্ধে সম্পাদীয় সাহেবের সহিত বড় সাহিমর্যাদার কথোপকথন হইয়াছিল।

৫ই মার্চ্চে আসেম্বলির সভায় বড় সভা উঠাইয়া বিবাহ সম্বন্ধে আলোচিয়াছিলেন। ইহার অনুকূলে ৭১ ও প্রতিকূলে ১০ ভোট দ্বারা স্থির হইয়াছে।

সপ্তম ২৩ এ মার্চ্চ। ইংলিশ ইনসলভেন্ট আইনানুসার ১৫৫ ঋণী।

পঞ্চম ৩০ এ মার্চ্চ। ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে ফরাসীর ইংলণ্ডেশ্বরের সমুদ্রপথে পলায়ন করিয়া মুখ প্রকাশ করিয়াছে। এডমিরাল ফ্রেমেল্ড ইংলণ্ডে পঁহুছিয়াছেন। ফরাসীদিগের ৮ খানি রণতরী ও ২৫ খানি সমুদ্রে রহিয়াছে।

সেপ্টিমের ৩৫ এ সেপ্টেম্বর। আর একটি সভার আজ ইংলণ্ড-নিবাসীদের আবাসে [illegible] সময়ে অনেক ঐশ্বর্য্যবান হইয়াছেন।

অক্টোবর ৯৩ এ অক্টোবর। এডমিরাল সার্জিনের ইংলণ্ড আসিয়া পরিবারস্থ করিয়া পরিপক্কতিতে গিয়াছে। [illegible] বিলম্ব হইবে। ১৫ হাজার ইংলণ্ড পরিবারে, চতুর্দিকে অনেক [illegible]

নবেম্বর ৫ এ নবেম্বর। ইংলণ্ডেশ্বরের আজ [illegible] ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ

[illegible] ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ

[illegible] ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ

[

বিবিধ সংবাদ।

[illegible] বিশেষ [illegible] ভাবে [illegible] ভাবে [illegible] ভাবে

পাকাবাঁধানো		৯/০
ইমারত বাধানোর ইট।		
ইটের খোলা	শেয়ে	১৸/৫
পাকার ইটের	"	১৸/৫
খোয়াইয়ের	"	১৸/১০
ইটের খোয়া	"	১৸০
পাকার	"	১৸০
ঘোটোয়ারী	"	১৸/১০—২০
খোয়াইয়ের	"	১৸/১৫
পাকাবাড়ি খোয়া	"	১৸০
ছোট পাকাবাড়ি	"	১।১০
৪ পদে ছোট	"	১ ৸০
৩ পদে ঐ	"	১।৵১০
ছাদার বাগানের ঘর।		
পাকার খোলা	শেয়ে	১/৫
ঐ ফুল	"	১/ ৫
ঐ ইট	"	১/৫
ঐ খোয়াইয়ের	"	১৸/৫
ঐ পাকাবাড়ি	"	১৸/০
গাড়োয়ান।		
		ঘর ছাদা
১ নং		৭৸০
২ নং		৩৸০
৩ নং		৪।০
আস্তাবল		৸৵
ভিস্তিখানা		১৸
মিস্ত্রি		১৸ । ১৸০
মিস্ত্রি।		
ভিসের মিস্ত্রি		৸৬
মিস্ত্রাপুরে "		৸১
মুরা।		
আমদার মুরা		৵৸৵
ছাদা		২৸
খোয়া		১৸৵
ঘর ছাদিবার খরচ।		
মুরি, ভিসের মিস্ত্রি	শেয়	৸৵০ ৸৵
[illegible]	[illegible]	৸৵০ ৸৵
[illegible]	[illegible]	৸৵০ ৸
[illegible]	[illegible]	৸৵০

৪ পদা		১৸৵০
৪॥ পদা		১৸৵০
১ নং মুরি		১৸৵০
২ নং পাতা		১৸৵০
৩ নং মুরি		১৸৵০
৪ নং পাতা		১৸৵০
৫ নং বাবুপাতা		১৸৵০
৬ নং পাতা		১৸৵০
৭ নং মুরি		১ ৵০
৮ নং পাতা		১।৵০
৯ নং পাত মুরি		১।০—১।০
১০ নং মুরি		১ ৵০
১৬ নং		১।৵০—১।৵০
৪ পদ		১৸৵০
৩৪০ পদ		১৸০—১৸০
১০ নং মুরি		১৸৵০
৮ নং ৪॥ পদা		৸৵০
৮ নং ৩ পদা		৸৵০
৮ নং ৩॥ পদা		৸০
৮ নং ৪ পদা		৸৵০
৮ নং ৪॥ পদা		১৸৵০
কিস্তোরী মার্কা।		
২৩০ নং মার্কা মুরি		১।১০
৭০ নং মাদামুরি		১।৵০
৫১ নং মুরি		১৸০
২৩ নং মুরি		১ ৵১০
১০০ নং পাতা		১৸০
পাতা ১১০ নং মাদা খোয়া পাতা		১৸৵০
ছাদা ৪৯ নং খোয়া		৸০
দাদাবুড়ি		
১৪৮ নং খোয়া দাদাবুড়ি		২৸০
৪৯ বড়বুড়ি খোয়া		৫৸১০
৪২ নং খোয়া দাদাবুড়ি		৪৸১০
বিভিন্ন দাদাদের ঘর।		
মিস্ত্রি সরার পাতা		৸৵
ভিসের চাদা	খড়ি	শেয় ৸৵১০
খাঁসবেড়ে	খড়ি	৸০
চাদা পাতনি	"	" ৸৵০
মাদরাই	"	" ৸৵০
চাদু	"	" ৸৵১০
ছাদের দাদনা		৸৵১০ । ১।০
ভিসের কলাই		৸৵০
ভজনখোলা		৸৵১০
কাটোয়ার খোল খোলা		৸৵১০
ধাদা		৸৵০
[illegible]	[illegible]	৸৵০

৪ নং		১৸০
৪॥ নং		১৸০
১ নং মুরি		১৸০
২ নং পাতা		১৸০
৩ নং মুরি		১৸০
৪ নং পাতা		১৸০
৫ নং বাবুপাতা		১৸০
৬ নং পাতা		১৸০
৭ নং মুরি		১ ৵০
৮ নং পাতা		১।৵০
৯ নং পাত মুরি		১।০—১।০
১০ নং মুরি		১ ৵০
১৬ নং		১।৵০—১।৵০
৪ পদ		১৸৵০
৩৪০ পদ		১৸০—১৸০
১০ নং মুরি		১৸৵০
৮ নং ৪॥ পদা		৸৵০
৮ নং ৩ পদা		৸৵০
৮ নং ৩॥ পদা		৸০
৮ নং ৪ পদা		৸৵০
৮ নং ৪॥ পদা		১৸৵০
কিস্তোরী মার্কা।		
২৩০ নং মার্কা মুরি		১।১০
৭০ নং মাদামুরি		১।৵০
৫১ নং মুরি		১৸০
২৩ নং মুরি		১ ৵১০
১০০ নং পাতা		১৸০
পাতা ১১০ নং মাদা খোয়া পাতা		১৸৵০
ছাদা ৪৯ নং খোয়া		৸০
দাদাবুড়ি		
১৪৮ নং খোয়া দাদাবুড়ি		২৸০
৪৯ বড়বুড়ি খোয়া		৫৸১০
৪২ নং খোয়া দাদাবুড়ি		৪৸১০
বিভিন্ন দাদাদের ঘর।		
মিস্ত্রি সরার পাতা		৸৵
ভিসের চাদা	খড়ি	শেয় ৸৵১০
খাঁসবেড়ে	খড়ি	৸০
চাদা পাতনি	"	" ৸৵০
মাদরাই	"	" ৸৵০
চাদু	"	" ৸৵১০
ছাদের দাদনা		৸৵১০ । ১।০
ভিসের কলাই		৸৵০
ভজনখোলা		৸৵১০
কাটোয়ার খোল খোলা		৸৵১০
ধাদা		৸৵০
[illegible]	[illegible]	৸৵০

৪৯০ নং	"	১৸০
৭১ নং	"	১৸০
১৪০ নং	"	১৸০
	২১ পদা	৵০
	৩ পদা	৸০
	৩৸ পদা	৸৵০
	৪ পদা	১৸০
	৪৸ পদা	১ ০
মাদা মুরি পাত ছাদানো।		
		১।৵১০
১৫০ নং	"	০৵১—১ /১০
৭১ নং	"	১৸০
১৫ নং	"	১৸৵০
৩৫০ নং	"	১ ৵০
১৪১ নং		২৵০
৩১০ নং		১ ৵০
পাত দেখে		
১০১৫ নং		২৵০
২৮৮ নং		২
বাবু পাতা		১৸৵০
গিরীশচন্দ্র শীল		
৭১০ নং		১৸০
বাবুপাতা		১৸
মহাজনক ঘরে		
খোলাবাড়ির খোয়া		
৪১ নং	"	৩৸৵১০
১৪৯ নং	"	৪৸৵০
২৪২ নং	"	৪৸৵০
২০১২ নং	"	৪৸৵১০
১০০০০ নং	"	৪৸০
১ নং	"	২ ৵০
৭৭৭ নং	"	৩।৵০
১ ০০০ নং	"	২৵১৫
১৩০০০ নং	"	১।০
২৮০ নং	"	৵০
১৮০ নং	"	৩১
৮৮০ নং	"	১৸৵ ০
৬ ০০ নং	"	১৸০
৩১ ০০ নং	"	২৸০
৪০০০ নং	"	১৵
কুলটীয়ার পাত মার্কা		
১৪ নং	৩ পদা পাতা	৸৵০
১৪ নং	৪ পদা পাতা	১ ৵০
মুরি ৮ নং		
	২। পদা	১৸১০
	৩ পদা	৸১০
	৩৸ পদা	৸৵০

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	১/ খণ্ড	৪৯৯/১০ ৩
ইউরপ মেডিটারেনিয়ান স্টীমার	১ খণ্ড	১৫/ ২১৫/
ঐ কাগজ		২৭/ ২৯/
ওরিয়েন্টাল	১/ খণ্ড	২ / ২৫

ঔষধের কারখানা।

O দার্শা	৩ টাকা
I	৮
M O	
M A	
M H	১ ৩
M H ৩৬ গুণ	৫ ৩
M	৩ ৩০
E F	
L I	৪ ৩০
S O	৭৮০
স্বাস্থ্য পিল্স	৭ ৩
ঐ মলম	৩ / ৩
বিশুদ্ধ ঘৃতকুমারী	৭

কাগজ

শ্রীরামপুর ও সেরাই কাগজ	৩/— ১০ ৩
শ্রীরামপুরের সাদা	৩/০— ৩
শ্রীরামপুর ঐ রঙ্গ	৩— ৩
শ্রীরামপুরের সাদোকাগজ	।৩— ৩
শ্রীরামপুরের ঘড়ির ৩৩৭ ৩৫ ৩	৩/০—৩১০ ৩
শ্রীরামপুরে ৩ ৩৩ ৩	৩/০— ৩
শ্রীরামপুর ৩ রঙ্গ	৩— ৩
শ্রীরামপুর মুদ্রার ব্যবহার মোটা	৩১০—
শ্রীরামপুরে ঐ রঙ্গ	।০— ৩
বাজার মাল ভবল ক্রাউন	৩ — ৩
বাজার ডবলডি	৩০— ৩
ঘড়ির ৩৩৭৩	৩/০—
বাজার সাদা	৩/০— ৩
ইংরেজের বাজারি	৩/০— ৩
ইংরেজের সাদা	৩/৫—
মুদ্রাঙ্কণ	।০— ৩

কাঁসার ভিনি।

		ইকরা আনা
বড়বাজারের	১ মণ	৩০৩
মধ্যবাজারের	১ ৩০	২৩
ছোটবাজারের	৩ ০০	২৩০

বড়বাজারের দরা ভিনি।

বড় ভিনি	১ মণ	৩
মধ্য ভিনি	৩ মণ	৩৩০
ছোট ভিনি	৩ মণ	৩
[illegible]	৩ মণ	৩৩০

দরা ভিনি	৩ মণ	৩
ছাম ভিনি বড়বাজার	১ মণ	১০।০
ছাম ভিনি	৩ মণ	১০
ছাম ভিনি	৩৩ মণ	১১০
ছাম ১ মণ	৩ মণ	১৩০

গরুজের দরা ভিনি।

সাধারণ দরা ভিনি		১৩
„ মধ্যম		১
„ সরেস		১৩০
দরা ভিনি	১ মণ	১
৩৩ ভিনি	২ মণ	৩৩০
৩৩ ছাম	৩ মণ	৩৩০
দরা ভিনি	৩ মণ	৩৩
৩৩ ভিনি	৩ মণ	৩

বাবতের ৩ ৩ ঘণ্টা	১৩০—১
৩৩০ঘণ্টার ৩ ৩ ঘণ্টা	১৩০
বড়বাটি ঘণ্টা	৩
৩ ৩ টি ৩৩৩	১৩৩০—১৩—১৩০
৩ ৩ ৩৩৩৩	১১৩০
ঘণ্টি ৩৩৩৩৩	১১
ভাগিপুর ৩ মণ	১২
ভাগিপুর ৩ ৩৩	১১৩০
ঐ ৩৩৩	১১৩০—১১৪
৩৩৩৩৩	১০৩০
৩৩৩৩৩	১০৩০

ছুত

শিবকালীবাবু চক্রবর্ত্তী ৩৩৩	৩৩৩০
৩৩৩৩৩	২৩ —২৩৩০
৩৩৩৩	২৩
ঐ ১৩৩৩	২৭৩০
৩৩৩৩	২৭
৩৩৩৩৩৩	২৭০
৩ ৩৩৩ ৩৩৩৩	৩৩
৩৩৩৩৩৩ ৩	২৩
৩৩৩৩ ৩	২৭৩০
৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩	৩৩৩০
৩৩৩৩৩৩ ৩	৩৩৩০—২
৩৩৩৩৩৩ ৩	২৩—২৭
৩৩৩৩৩ ৩৩ ৩	২
৩৩৩৩৩৩৩৩	৩৩—৩৩
৩৩৩৩৩	৩৩
৩৩৩৩	৩ ৩০
৩৩৩৩	৩১
৩৩৩৩	৩৩/১০

৩৩৩৩	৩ মণ	৩
৩৩৩৩	১ মণ	৩৩৩০—৩৩৩০
৩৩৩৩	১ মণ

ঝিনুক	৫—১৲
ঝিনুকী	১৶০—৩৶০
ঝুড়ি চাঁদনের মাটী	—১৸৹
ঝুড়ি মাদুরের ঝুড়ি	৸৹—১৬৶০
৭৶—৪৷০ গজ ঝালর	প্রতি ৷৷০
ঝালর ছাট	প্রতি ৸৹
ঝালর ৫ ফুল ঝুড়ি	৸০—১৷০
৪৷০—৪৷০ গজ ঝালর	প্রতি ৷৷৹
ঝুলকারি ঐ মলমল	প্রতি ৸৹
নলম ঐ	১
ঠোকা মাথা ঝুঁড়ি	৸৹—১৷৶০
ঠোকা মাথা ঝুঁড়	৸৹—১৷৹
৫ ফল ঠোকা পাড়ওয়ালা ঝুঁড়ি	৷৹ মং ৫৷৹
ঠোকা মাদুরের	৷৷০—১৭৷৹

তামিল তমাকু।

তামাকপাতী আলী	২৷৹—৩
পাতীমারী	২৷৶৷৹
তামা তমাকু পাতীমারী	৷৷০—৩৷০
তেজী ,, ,,	২—২৷০
তেজপাত	৸৹—১৷৶০
তেজী মটর	১৷০—১৷৶০
তেজী মহুল	১৷৵
তামা মটর	১৷০—৩
তামাক তমাকু	৷৷৹
তেলী সিরি তমাকু প্র ৬ মং	২ ৹—৩৷৵
তুষ তমাকু	৷
তামার তামিল	২ ৶০—৩৷০
তুঁতে ,,	৩—৩ ৹
তদ্দর ,,	২৶০—২ ৶০
তে তী ,,	৩৷০—৩৶০
তেলাকি ,,	৷
তর্জ্জন ,,	৸৶০—১৷০
তিতিলির তামিল	৭৷৶০—৩৶০
তলাটের তামিল	৷৷০—১৷৶০
তাল তলাটিয়ের তামিল	২৷৶০—৩১৷০
তুটিক তামিল	৩—৩ ৹
তালা মটর	৷৷ ০—৩৷০
তাবকেল টৈল	১২
তর্পিন টৈল	৷৷১৷০
তেঁতিয় টৈল	৷৷৷০

সংবাদসারের পত্র।

পাতিয়ল—১২ ই অক্টোবর।

...যে পাতিয়ল ষ্টেট নিবাসীদিগের, অথবা ...এতদ্দেশে অবস্থিতি করিয়া ...

এখান হিতৈষিণী সভার ... হইয়াছে। এখন পীড়িতদের ... ৭ই তারিখ সভা একটী বড় ... পীড়িত সকলে যেন বিস্মরিত ...

এখন দুই সপ্তাহাধিক ... বাবু প্রসন্নকুমার ... ঘরে চিকিৎসা করিয়া ... যায়া ইনি অনেকগুলি পীড়িত লোকের ... হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি ... পাতিয়ালার দুই একজন ... মহত্ত চিকিৎসকগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ... আসার করিয়া সকলকে আরোগ্যদান করিয়াছেন। ... বাবু অযাচিত ও পারিশ্রমিক লোভে। পীড়াবস্থায় পাছে ইহাঁর বিশেষ ... এবং ইহাঁরা যত দিবস ... ব্যয়ন করিয়া থাকেন।

গত সপ্তাহ অর্থাৎ ১১ ই ... পাতিয়ল মিউনিসিপালিটীর ... পরলোক নিবন্ধন ... হইয়াছেন। লোকের আলস্য ও উৎসাহের ... ছিল না। সভাস্থ ... দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। নির্দ্ধারিত ... ঘড়ি অতিক্রমণে সভা হইয়া ছিলাছে। ১ নং ওয়ার্ডের ভোটারের সংখ্যা ৩৩ জন, তন্মধ্যে ৭১ জন, ২ নং ওয়ার্ডের ভোটারের সংখ্যা ৪০ জনের মধ্যে ১১৩ জন, ৩ নং ওয়ার্ডের ভোটারের সংখ্যা ৯৩ তন্মধ্যে ১০ জন, ৪ নং ওয়ার্ডের ভোটারের সংখ্যা ৯০ তন্মধ্যে ৭০.৮ জন, ৫ নং ওয়ার্ডের ভোটারের সংখ্যা ৩০ তন্মধ্যে ১৩ জন ও ৬ নং ওয়ার্ডের ভোটারের সংখ্যা ৩০ তন্মধ্যে ১৩ জন মেম্বর উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে আর অধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল। ১ নং ওয়ার্ডে, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সেন, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ ভট্টাচার্য্য, ২ নং ওয়ার্ডে শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রকুমার পাকাশী শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী পাল, এবং শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ ঘোষ, ৩ নং ওয়ার্ডে শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু ... ঘোষ, ৪ নং ওয়ার্ডে শ্রীযুক্ত বাবু ... মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত বাবু ... সেনমহাশয় যে, শ্রীযুক্ত বাবু ... হইয়াছেন। ৫ নং ওয়ার্ডে শ্রীযুক্ত বাবু ... পাকাশী নামা ব্যক্তি, ... শ্রীযুক্ত বাবু ... ৬ নং ওয়ার্ডে শ্রীযুক্ত ... হইয়াছেন।

... শ্রীযুক্ত বাবু ... শ্রীযুক্ত বাবু ... শ্রীযুক্ত বাবু

[illegible] ব্যয়ের ভার [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

ভাব প্রকাশ

সোমপ্রকাশ

সোমপ্রকাশ।

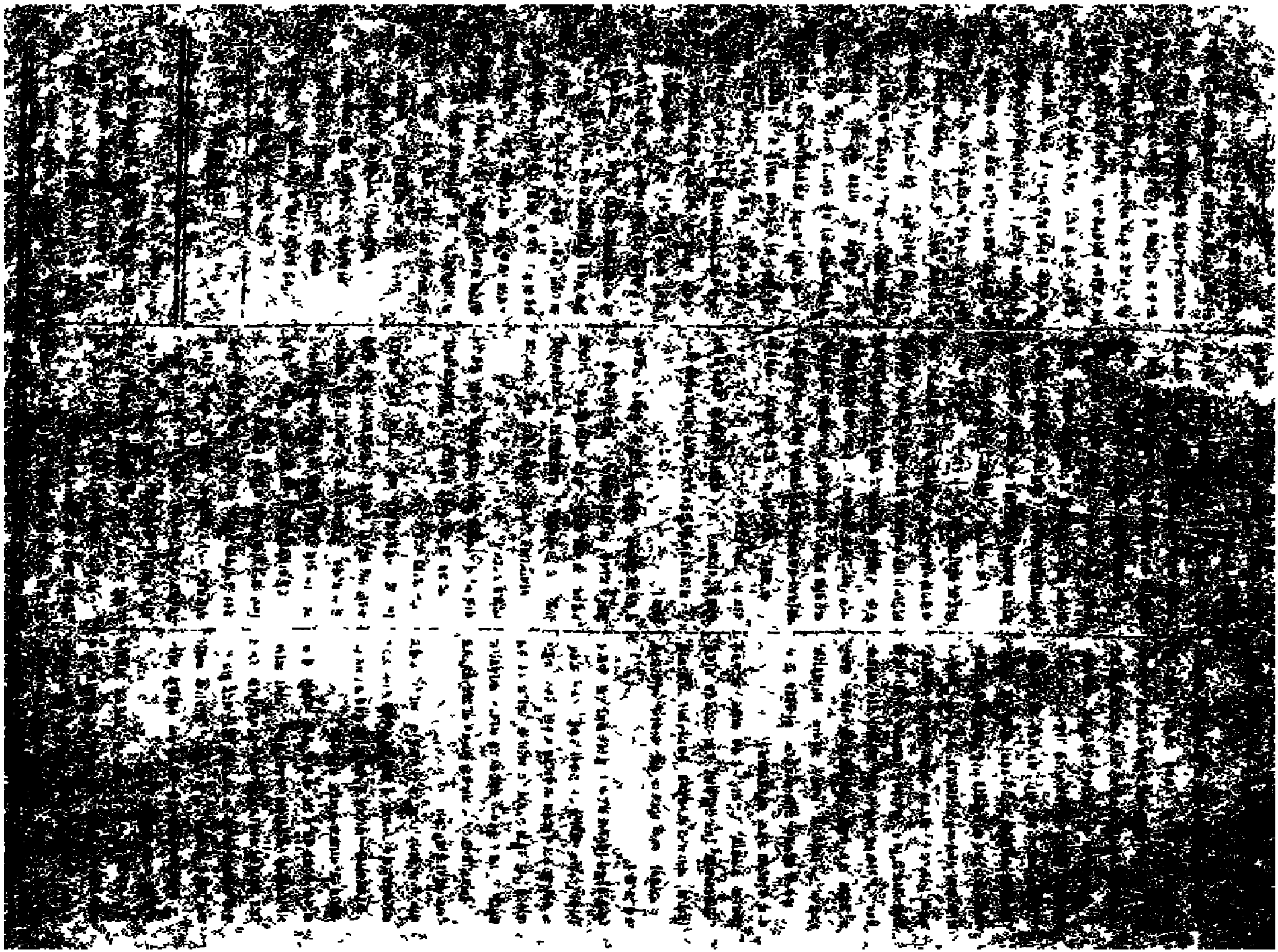

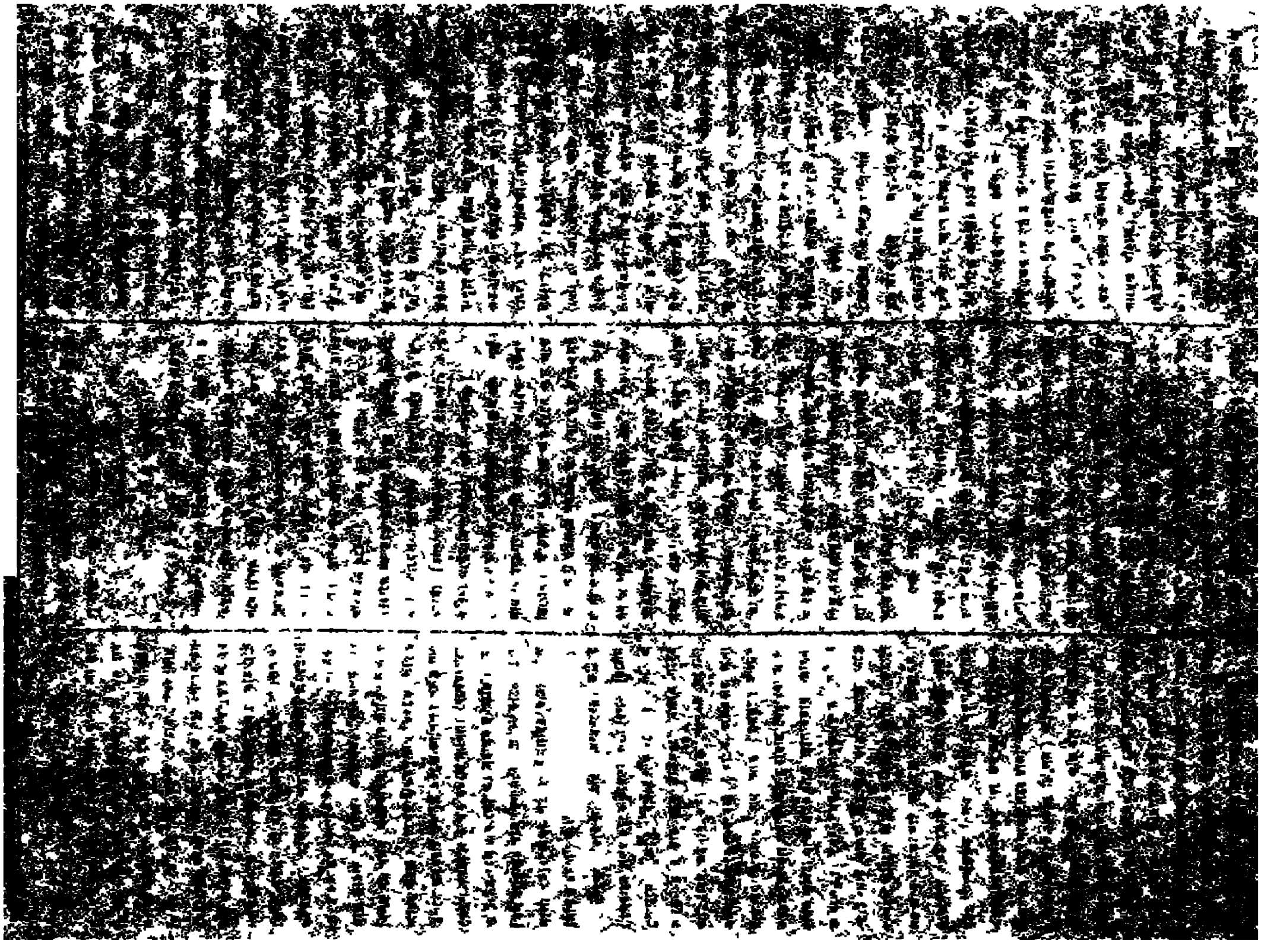

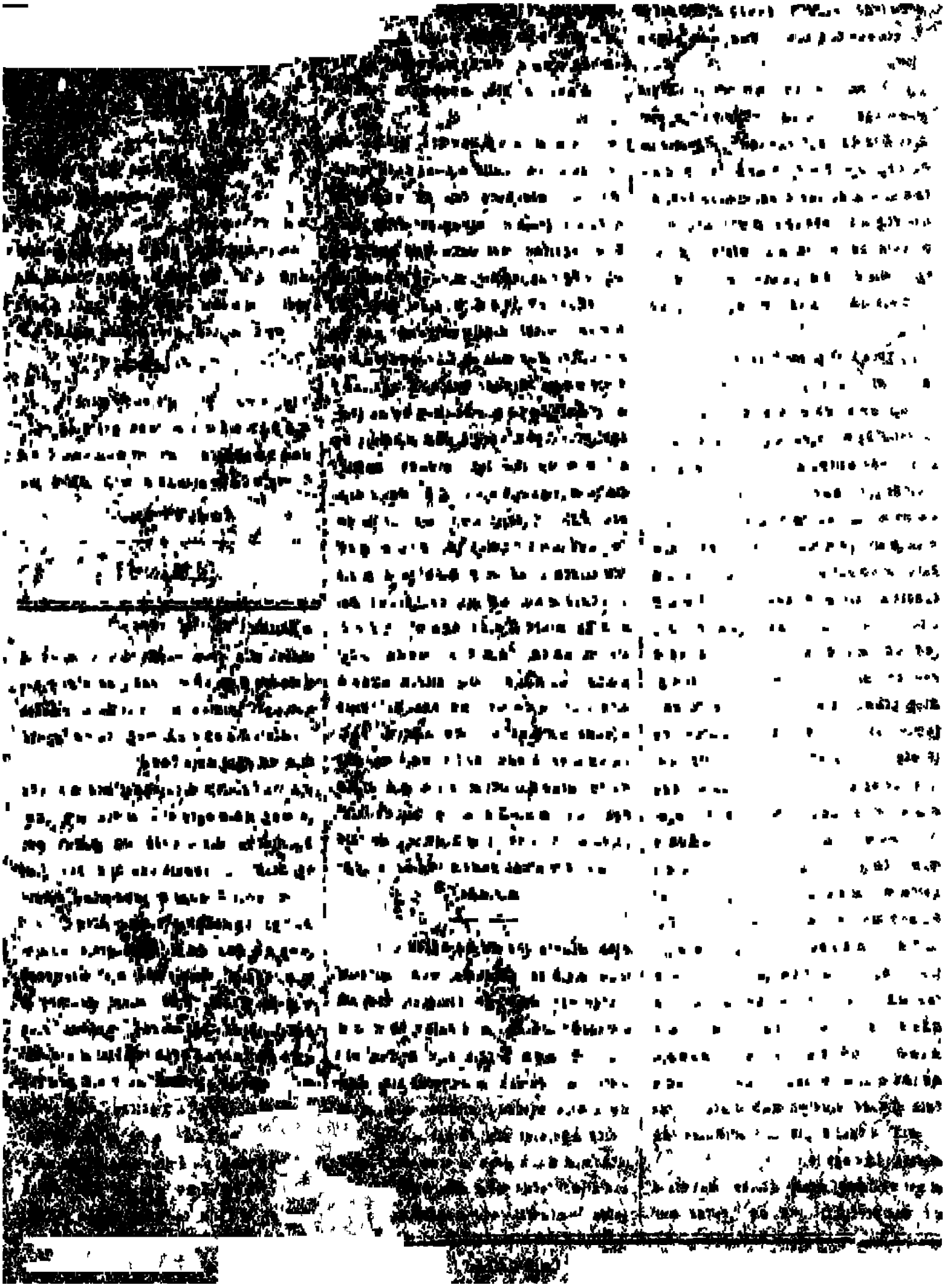

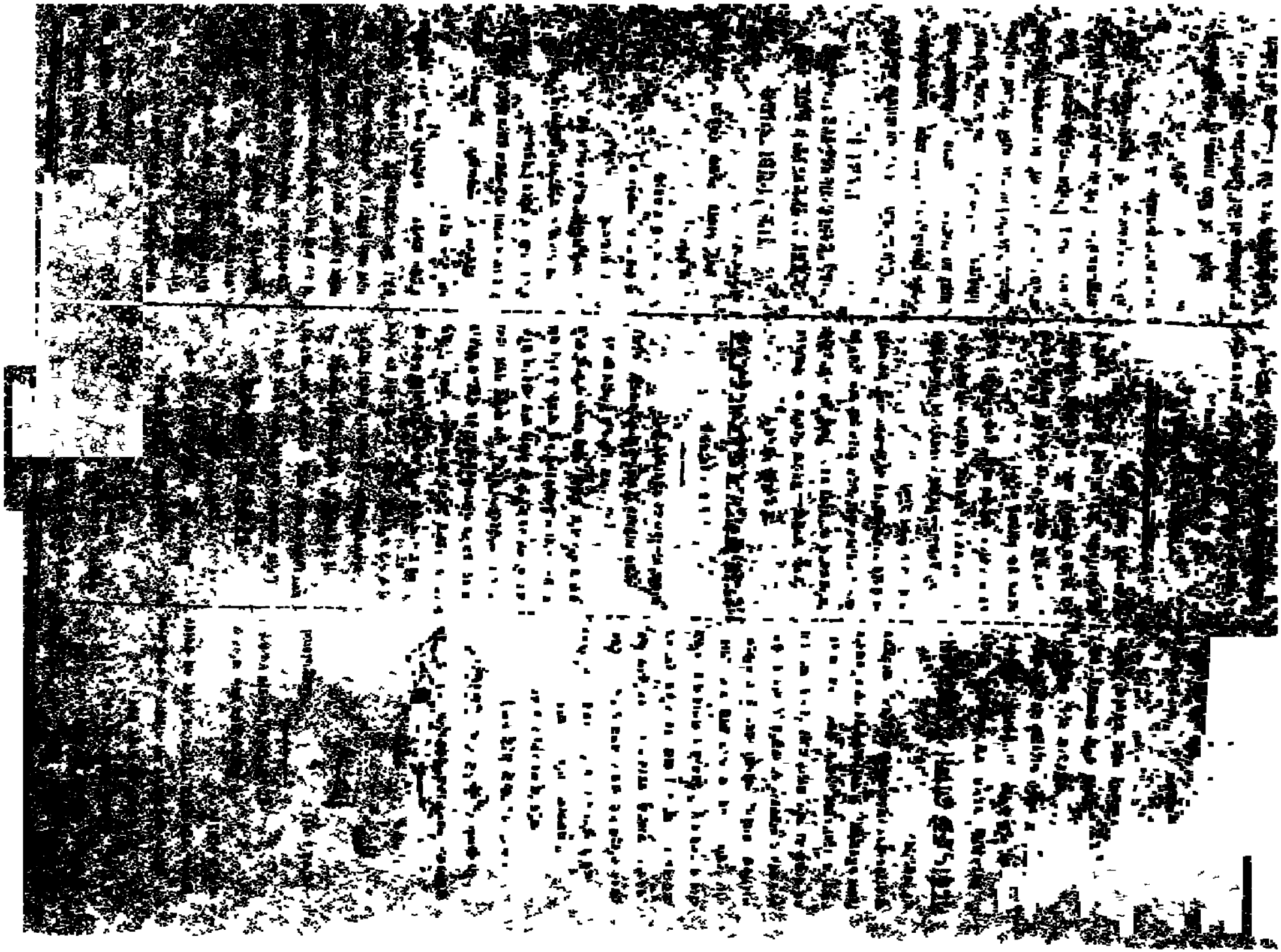

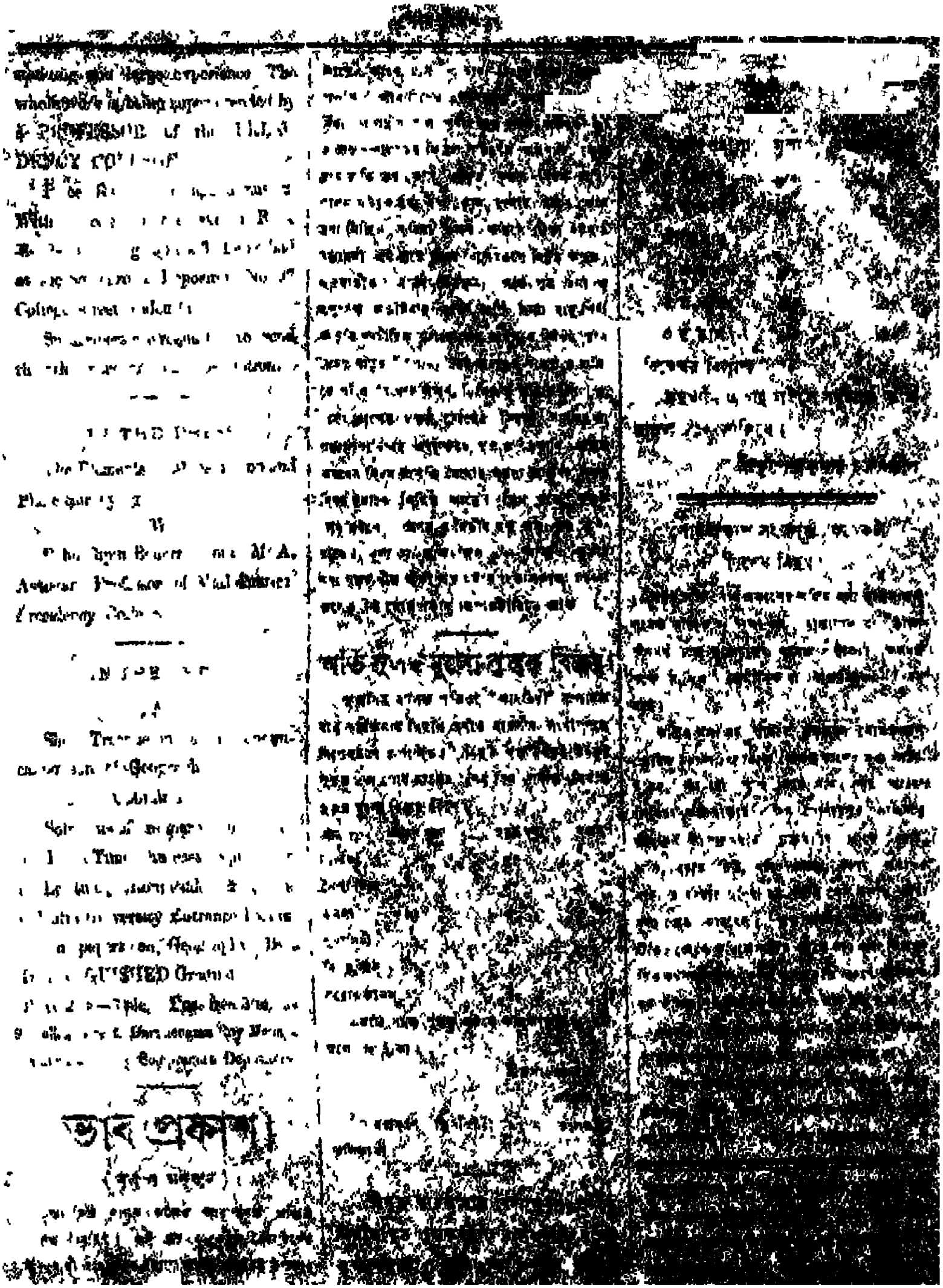

সোমপ্রকাশ।

২৯ শ কাণ্ড "প্রকাশঃ প্রজানিধিনায় পার্থিব জরতী অনিলজনী ন জীবনা।" ৫ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ টাকা। মফস্বল মূল্য ১ এক টাকা।

১ লা পৌষ। ইং ১৮৮৪। ১৫ ই ডিসেম্বর।

অগ্রিম বাণ্মাসিক মূল্য, ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অগ্রহায়ণ মাস সোমপ্রকাশের ঋণমাস। এই সময় হইতে গ্রাহক মহোদয়গণ নিয়মানুসারে অগ্রিম মূল্য দিয়া আমাদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া থাকিতেছেন। অতএব গ্রাহক মহাশয়গণকে সানুনয়ে অনুরোধ এই যে তাঁহারা এই সময়ে স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জরুরী কর্ম্ম হইতেছে। সত্বর মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ভাগীরথীপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

যাহারা বিজ্ঞাপনদ্বারা আমাদের কার্য্যোন্নতি, [illegible] বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পাকা পরিষ্কা বিজ্ঞাপন অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিবসের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵ আনা।

যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ৩৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা শুকুলাল দত্তের পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

J. N. MANDAL & CO'S
CURATIVE MEDICINAL WOOD

This is an excellent medicinal food quite agreeable to the taste. It possesses great nutritive and blood purifying qualities. It is an alterative and tonic to Scrofulous children as an emmenagogue to women of similar constitution affected with irregularities of the Catamenia Leucorrhœa and other functional and organic diseases of the Uterus and Ovaries. In chlorosis, in Piles, in Secondary Syphilis, in phthisis, in Amenorrhœa, in Diabetes, in Chronic Cutaneous diseases and in debilitated Scrofulous patients, it is invaluable.

Price Re. 2 Per Phial

VITAL ELIXIR.

Is held in high repute for the cure of Puerperal fever accompanied with Diarrœa or Dysentery, Loss of appetite, Nervous debility and disinclination for work. As a general tonic, it possesses appetite promotes nutrition and imparts health and vigour to the human system. It can fairly be recommended in cases of chronic Diarrhœa of both sexes.

Price Re. 3 Per Phial.

ANTI HYSTERIC PILLS.

These invaluable pills are highly beneficial in cases of Hysteria, Restlessness of mind, Sinkings, Ajaddiacy, Epilepsy, and Desire to commit suicide.

Price Re. 4 Per box.

THE SUBHRAS DISPENSARY,
BHOWANIPORE,
Calcutta.

চরুণ তাপসী

(অথবা প্রভাবতী বা পরিণিতা।)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রণীত তাপসী, সংসার-বাসিনী এবং তরুণ রমণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা গ্রন্থ। মুগ্ধা যুবতীর বিশেষ আদরের ধন; ইহাতে স্ত্রীজাতিকে সংসার এবং পরিবারভুক্ত শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিতা, গ্রন্থকারের মূল্য ১ এক টাকা। সমস্ত ও সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে, সাধারণের ও ক্যানিং লাইব্রেরিতে, টীনবাজারস্থ সন্ধ্যাকুমারের দোকানে পাওয়া যায়।

ক্যান্সার্‌কিউরাক্স

মৃত সঞ্জীবনী ঔষধ।

এই রস খাদ, ক্ষার দগ্ধ, অস্ত্রচিকিৎসা নাড়ু দৌর্ব্বল্য রোগ মধুমেহ, গণোরিয়া, পুরাতন, ক্ষতসমূহ, ব্রণ ফোঁড়া ও অর্শরোগের বিকার, অতিরিক্ত রোগ ভোগ করায় উপকারী এবং পুরাতন রোগী ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পক্ষেও উপকারী। ডাক্তারিতে ইহার বৈদ্যুতিকবাদ ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত। এক

OLD EYES MADE NEW !!

Spectacles and Surgical operations rendered useless.

Throw away your rock Pebbles, Swiss, Brazilian & Italian Crystals,

FOR THE CURE OF ALL EYE DISEASES,

DR CHASE'S JORDAN DROPS.

A soothing and strengthing "Eye-water," or lotion for the eyes, is guaranteed to cure permanently weak, congested or inflamed Eyes, Inflammation of the Eyelids, watery and overworked Eyes, Intolerance of light, Obscurity of vision, Cataract Eyes, Far and Short-sightedness, weakness of the retina and optic nerve &c. and the worst diseases of the Eye.

It is Entirely a new scientific discovery, combining many of the most powerful restorative agents in the vegetable kingdom. Instead of enfeebling out the patient and thus causing intense agony to the patient it can now be fully established by mere a few days applications. By applying one Drop of London in the Eye thrice daily the muscles are revitalized, and invigorated, the circulation of the blood in the capillary vessels restored the paralyzed optics expanded and the cause of the difficulty speedily removed. Its beneficial effects are experienced from the very first application; it subdues all pain and inflammation immediately Most of Oculists or Doctors that have failed in many cases Dr. Chase's Jordan Drops has cured them successfully Use and You will be satisfied,

Per Bottle Large ... 0 0
" Small ... 0 0
Cathartic Allowance ... 0 0

RECENT CERTIFICATE FROM CHRONIC OPTHALMIA.

Triplicane, Madras, 24th January 1894.

A friend of mine was suffering from Chronic Opthalmia. His case was declined by the Medical

[illegible] applying the Drops for a [illegible] with the physical Examination [illegible] to speak Italian I did [illegible] decidedly an improvement of the [illegible] seeing of water from the Eyes his enemy the inflammation of the Eyes has disappeared and the excessive pain in the Eye-Ball has been relieved.

Rev. [illegible] MOOPAUL BAYEDU, Missionary.

Wanted 1000 Agents in every City & Town

VAN ETTEN & Co,
CALCUTTA.

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সুধাকর মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় আপনার ২৫ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে [illegible] "ভারতীয় চক্ষুচিকিৎসা" শীর্ষক যে প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার [illegible] ভারতীয়চক্ষুচিকিৎসা বিজ্ঞান সুধাকর ও [illegible] করিতে পারিলাম না। তিনি [illegible] ইংরাজীর [illegible] প্রকাশকের নিকটেও [illegible] নিবারণে এবং তিনি ভারতবর্ষের নিকটেও [illegible] ৫৮৯ বেধিয় নিশ্চিন্ত হইবার জন্য [illegible] ভারতবর্ষ [illegible] ও [illegible] অধিবাসিদিগের যে [illegible] বিজ্ঞান [illegible] করিতে পারিবেন না। যদি [illegible] ভারতবর্ষীয়দের [illegible] প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে কি [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] বিজ্ঞানকে [illegible] ও [illegible] উপযুক্ত [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পোষ্টাফিসের বিলাতের একটী অসুবিধা দূর করিবার প্রস্তাব।

কলিকাতা। আমরা বিলাতের পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাহারা আমাদিগের সহিত যেরূপ ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা কখনই বিস্মৃত হইব না। তাহারা আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুপকার করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহারা আমাদিগের যে অসুবিধা করিয়াছেন, তাহা দূর করিতে আমরা তাহাদিগকে অনুরোধ করিতে পারি। [illegible]

[illegible] আমরা

[illegible]

[illegible] সেবারার।

কলিকাতার আগামী অর্থাৎ বড়দিনের সময় প্রতিযোগিতা ক্রিকেটখেলার প্রতিযোগিতা হইবে এবারে খেলার ভার লইয়াছেন। প্রতিযোগিতা আরম্ভের পরদিবসে তাঁহার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলিয়াছেন যে, ভারতের অধিবাসিগণ ক্রিকেটখেলার কিরূপ উন্নতি করিয়াছে তাহা প্রদর্শনই এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে যাহাতে সকল শ্রেণীর খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভারতের অধিবাসিগণ ক্রিকেটখেলায়

আপত্তি আছেন। অন্তঃবিষয়ের [illegible]
[illegible] প্রভৃতি অনেক সভ্য [illegible] বিষয় [illegible] আবশ্যক বোধে [illegible]। এ কারণেই [illegible] তাঁহার স্বাস্থ্যকালে তিনি এই [illegible] সংস্কার-কার্য্য সাধন করিয়া যাইতে পারিলেন না। কিন্তু এ গুরুতর বিষয়ে তিনি যে একেবারে উদাসীন ছিলেন না এবং এই বিষয়ে তাঁহার সমুদয় যে বিফলে আয়াস পায় নাই তাহা [illegible] তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষার [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

বিপন বাবুর যাইবারকালে আর একটী [illegible] সুযোগ ঘটিয়াছে, ইলবার্ট বিলের সহিত আর [illegible] এ দেশীয়দিগের [illegible] আর সে সময় নাই। [illegible] এই বিলের এ [illegible] বিচার অধিকার বিষয়ে [illegible] প্রকাশ [illegible]।

পরীক্ষা দেয় সাধারণের বিদ্যালয়ের তিন ভাষা [illegible] বিষয় পড়িয়া একজন সভ্য [illegible] একখানি পত্র বিতরিয়াছেন, তাহা আমাদের [illegible]। অন্তর্বিষয়টি যে কি [illegible] আমাদের শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণই অনেক [illegible] করিবেন। তিনি তাঁহাদের [illegible] যে প্রস্তাব করিয়াছেন; তাহা আমাদের অতি [illegible] বলিয়া বোধ হইল, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করিতেছি এবং এই অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা কর্তৃপক্ষগণ যেই প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য করিবার আদেশ দেবেন। এজন্য [illegible] ছাত্রদের অনেক [illegible] সুবিধা আছে।

আশিপুরের [illegible] বাবুর [illegible] বলোবস্তে বন্দী হইয়াছেন এবং [illegible] আবার মোবারকপুরের [illegible] অনেক দিন হইল মধুবাপুর বন্দী হইয়াছেন। আমরা [illegible] দেশীয় সম্পাদকই ও পুলিস [illegible] অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যদি [illegible] করেন ঐ দুই বাবুর প্রতি [illegible] এ অবস্থায় বন্দী, ঘরে বাসী [illegible] দিনই না থাকিবেন। [illegible] নাম মুখোপাধ্যায়, ইঁহাদের [illegible] তাহা হইতে তাঁহাদের অব্যাহতি [illegible] দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের [illegible]

মেজেষ্ট্রি [illegible] বিপিনবাবুদের [illegible] অধীনে [illegible] কর্ত্তাদিগের [illegible] বিষয় জানা [illegible]। কারণ, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের [illegible] বিধান। আশা [illegible] যদি [illegible] করিয়া [illegible] সাহেবের সমক্ষে আছে, বিপিনবাবু [illegible] মন যোগাইয়া [illegible] কহিতে [illegible]।

[illegible] [illegible] ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীর [illegible] একটী আবশ্যক।

[illegible] কবরের [illegible] প্রায় ৩০।৩১ একজন [illegible] সম্বন্ধে চিঠি ও [illegible] বিলি করে। কোন কোন প্রদেশের [illegible] বাদপত্রও আইসা থাকেন। একজন [illegible] এ প্রকারের [illegible] চিঠি ও সংবাদ [illegible] পারে না। তাহা [illegible] [illegible] করা হয়। [illegible] বিলি [illegible] দৈনিক সংবাদপত্র আইসা থাকেন, [illegible] পড়া [illegible]। [illegible] না পাইলে পাঠকেরা [illegible] [illegible] সর্ব্বত্রই [illegible] [illegible] চিঠি বিলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। [illegible] ডাকঘরের [illegible] গ্রামে দুই [illegible] চিঠি বিলি করিবার ব্যবস্থা। এই [illegible] কবরের [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ভারতবর্ষের অবস্থা যেরূপই থাকুক, তাহা এস্থলে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে এবং বোধ হয় উহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে [illegible] ভারতের সেসময়কার অধিবাসীদের অবস্থা যেরূপ ছিল, মুসলমান রাজত্ব সর্ব্বাংশে তদপেক্ষা সমধিক উন্নত হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈদেশিক অধিকারে প্রধান প্রধান, অর্থাৎ, ভারতের, হিন্দুসমাজের মুসলমান রাজাদিগের অধীনে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী যেরূপ অল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারেন তাই বলা সত্যতা, বৃদ্ধি, ব্যবসায় প্রভৃতি বহু বিষয়ই অধিকতর প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতের সর্ব্ব স্থলেই অর্থাগমের বোধ অত্যন্ত বলবান হইয়াছিল—ভারতের পণ্য পুঞ্জে অমাত্তি, অন্যান্য অধিকাংশ রাজ্যবিভাগ ধনপূর্ণ ছিল—সাধারণ ভারতবাসীর হৃদয় নীতিপরতা ও নীতিশিক্ষায় অলঙ্কৃত হইয়াছিল। এইরূপ বোধ হইবার সময় ইংরাজ জাতির সহিত ভারতবাসীর সাক্ষাৎ হয় এবং ফলতঃ পরস্পরোন্নত ভারতের উপর ইংরাজ সাম্রাজ্য সংস্থাপনের অন্তর পরিবর্তনে সাধিত হইয়াছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

ইংরাজ পূর্ব্বতীয় অন্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সাধারণিচতা, উদ্যমতা, স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য বর্দ্ধিতা, স্বদেশচিন্তা, উন্নতিপ্রিয়তা ব্রিটিশ জাতির প্রধান অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত। বর্ত্তমান সময়ে, সর্ব্বাঙ্গীন অসভ্যতা অপেক্ষা সমধিক প্রবাহমানে একটী সভ্যতম জাতির যে সকল উপকরণ থাকা আবশ্যক ইংরাজ জাতির সে সকলই প্রচুর পরিমাণে আছে।

যে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী ভারতেশ্বরী ভারতশাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন পার্লামেণ্টের মহাসভায় ভারতেশ্বরী ভারতশাসন সম্বন্ধে জাতীয় অভিপ্রায় [illegible] কোম্পানি কোম্পানির প্রধান কর্ম্মচারিদিগের। ঐ কোম্পানির কি প্রণালীতে কি কি উদ্দেশ্য সাধিত হইত, তাহা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ কোম্পানির প্রত্যেক উদ্দেশ্য, প্রত্যেক কার্য্যপ্রণালী দ্বারা ইংরাজজাতির ইষ্টসাধনের [illegible] হইয়াছে। কোন জাতি কোন সময়ে কোন উন্নত [illegible] দ্বারা সাধারণের প্রভূত উন্নতি [illegible]

"সকলের [illegible] কোন [illegible] বিদেশী হস্তে [illegible] পরিচ্ছেদে [illegible]

ইংরাজ-শাসনাধীনে ভারতবাসীদের ইষ্টের অনেক আশা ও উন্নতির [illegible] ও ভারতবাসীর [illegible] ইংরাজ সমাজেরই বাধা হইয়াছেন। বিস্তার অপিচ অনেক আইনে [illegible] ভারতবাসীদিগের [illegible] হিতে হয়, পূর্ব্বশাসন তাহা বিবেচনের। সময়ে, সময়ে [illegible] সংস্থাপন করিয়া [illegible] ভারতবাসীর [illegible] তাহা [illegible] ভারতবাসীদের [illegible] সাধারণ [illegible] ভারতবাসী [illegible] ভারতবাসী [illegible] ভারতবাসী

[illegible] ভারতবর্ষে, যে [illegible] ঘটিতেছে, তাহা [illegible] দেখান যাইতেছে।

ইংরাজগবর্ণমেণ্ট কহেন, ভূমি [illegible] প্রভৃতি সর্ব্বত্র [illegible] সমধিকারের বিষয়ীভূতের উপায় করিয়া, [illegible] হিন্দু রাজত্বকালে [illegible] অধিকার ছিল না। [illegible] ভারতের [illegible] বিষয়ে [illegible] ছিল না। [illegible] ভূমির [illegible] করা [illegible] ইউরোপীয় [illegible] ভূমির উপর [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছেন।

কিন্তু এ [illegible] কথা [illegible] যা উহার [illegible] কথা [illegible] প্রকার [illegible] করিয়াছে। [illegible] অধিক [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

(২) Yet streamline machinery, you increase the total of wealth, but what becomes of the labour you displace? Montagu.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] দিয়াছিলেন। [illegible] এই [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]

	৩৸৹
	৩৸৹
	৩৸৹

মাসিক।

মাসিক ৭৷৷০ পণ	৫৶০
মাসিক ৮ পণ	৫৷৷০
মাসিক ৮৷৷০ পণ	৫৷৷০
মাসিক ৯ পণ	৬৶৩
মাসিক ১০ পণ	৬
মাসিক ১০ পণ	৬৷৷০
৮ গজা মসী পুরু ১৷৷০ ৫ রী	১৷৷০—১৷
২০ গজা নরাজপুর	৸
১০ গজ নরাজপুর ১৷৷০ রাজী	৸০
১০ গজা নরাজপুর ১২ রাজী	৸০ —৸৶
৫৫৷ ৮৷৷০ ৫	৩৷৷০
৫ রাজা রা রিজ	১৷৷০
৯ রাজা ১৷৷০৶৩	৬—৭
১ রাজা, ৭ ১ ফুল	৸৶০—৮৶০
নিউজ	৸৶০—৪৶০
রিজ	৪—১০
নরাজ	৶০—৮৶০
১ গজা মসীপুরের ১ রী	১—১৸৶০
গজা মসীপুরের দুই	৮৶০—১৪৶০
১ — ফুল করা	গজ ৷৷০
১৫৫৭ রী	গজ ৸৶০
নরাজ ২ ৩ পুর ৪	৸০—১৸৶০
১৫— ১ নরাজ করা	গজ ৫১০
১৷৷০ ফিনি রী নরাজ	গজ ৸৶০
১৫৫৭ রী	-
৪ রা মাসা নরাজ	৸৶০—১৸৶০
৫৫৷ নরাজ রী ফুল	৸৶০—১৸৶০
১৫— ১ নরাজ করা	৸৶০—১৸৶০
১৷৷০ ফিনি রী নরাজ	১৸৶০—২৸৶০
৫৫৷ ৮৷৷০ ৫	১৸৶০—২৸৶০
৫ রাজা রা রিজ	২৸৶০—৩৸৶০
৯ রাজা ১৷৷০৶৩	৩৸৶০—৪৸৶০
১ রাজা, ৭ ১ ফুল	৪৸৶০—৫৸৶০
নিউজ	৫৸৶০—৬৸৶০
রিজ	৬৸৶০—৭৸৶০
নরাজ	৭৸৶০—৮৸৶০
১ গজা মসীপুরের ১ রী	৮৸৶০—৯৸৶০
গজা মসীপুরের দুই	৯৸৶০—১০৸৶০
১ — ফুল করা	গজ ১৷৷০
১৫৫৭ রী	গজ ১৷৷০
নরাজ ২ ৩ পুর ৪	১০৸৶০—১১৸৶০
১৫— ১ নরাজ করা	গজ ১১৸৶০
১৷৷০ ফিনি রী নরাজ	গজ ১২৸৶০
৫৫৷ ৮৷৷০ ৫	১২৸৶০—১৩৸৶০
৫ রাজা রা রিজ	১৩৸৶০—১৪৸৶০
৯ রাজা ১৷৷০৶৩	১৪৸৶০—১৫৸৶০
১ রাজা, ৭ ১ ফুল	১৫৸৶০—১৬৸৶০
নিউজ	১৬৸৶০—১৭৸৶০
রিজ	১৭৸৶০—১৮৸৶০
নরাজ	১৮৸৶০—১৯৸৶০
১ গজা মসীপুরের ১ রী	১৯৸৶০—২০৸৶০
গজা মসীপুরের দুই	২০৸৶০—২১৸৶০
১ — ফুল করা	গজ ২১৸৶০
১৫৫৭ রী	গজ ২২৸৶০
নরাজ ২ ৩ পুর ৪	২২৸৶০—২৩৸৶০
১৫— ১ নরাজ করা	গজ ২৩৸৶০
১৷৷০ ফিনি রী নরাজ	গজ ২৪৸৶০
৫৫৷ ৮৷৷০ ৫	২৪৸৶০—২৫৸৶০
৫ রাজা রা রিজ	২৫৸৶০—২৬৸৶০
৯ রাজা ১৷৷০৶৩	২৬৸৶০—২৭৸৶০
১ রাজা, ৭ ১ ফুল	২৭৸৶০—২৮৸৶০
নিউজ	২৮৸৶০—২৯৸৶০
রিজ	২৯৸৶০—৩০৸৶০
নরাজ	৩০৸৶০—৩১৸৶০
১ গজা মসীপুরের ১ রী	৩১৸৶০—৩২৸৶০
গজা মসীপুরের দুই	৩২৸৶০—৩৩৸৶০
১ — ফুল করা	গজ ৩৩৸৶০
১৫৫৭ রী	গজ ৩৪৸৶০
নরাজ ২ ৩ পুর ৪	৩৪৸৶০—৩৫৸৶০
১৫— ১ নরাজ করা	গজ ৩৫৸৶০
১৷৷০ ফিনি রী নরাজ	গজ ৩৬৸৶০
৫৫৷ ৮৷৷০ ৫	৩৬৸৶০—৩৭৸৶০
৫ রাজা রা রিজ	৩৭৸৶০—৩৮৸৶০
৯ রাজা ১৷৷০৶৩	৩৮৸৶০—৩৯৸৶০
১ রাজা, ৭ ১ ফুল	৩৯৸৶০—৪০৸৶০
নিউজ	৪০৸৶০—৪১৸৶০
রিজ	৪১৸৶০—৪২৸৶০
নরাজ	৪২৸৶০—৪৩৸৶০
১ গজা মসীপুরের ১ রী	৪৩৸৶০—৪৪৸৶০
গজা মসীপুরের দুই	৪৪৸৶০—৪৫৸৶০
১ — ফুল করা	গজ ৪৫৸৶০
১৫৫৭ রী	গজ ৪৬৸৶০
নরাজ ২ ৩ পুর ৪	৪৬৸৶০—৪৭৸৶০
১৫— ১ নরাজ করা	গজ ৪৭৸৶০
১৷৷০ ফিনি রী নরাজ	গজ ৪৮৸৶০
৫৫৷ ৮৷৷০ ৫	৪৮৸৶০—৪৯৸৶০
৫ রাজা রা রিজ	৪৯৸৶০—৫০৸৶০
৯ রাজা ১৷৷০৶৩	৫০৸৶০—৫১৸৶০
১ রাজা, ৭ ১ ফুল	৫১৸৶০—৫২৸৶০
নিউজ	৫২৸৶০—৫৩৸৶০
রিজ	৫৩৸৶০—৫৪৸৶০
নরাজ	৫৪৸৶০—৫৫৸৶০
১ গজা মসীপুরের ১ রী	৫৫৸৶০—৫৬৸৶০
গজা মসীপুরের দুই	৫৬৸৶০—৫৭৸৶০
১ — ফুল করা	গজ ৫৭৸৶০
১৫৫৭ রী	গজ ৫৮৸৶০
নরাজ ২ ৩ পুর ৪	৫৮৸৶০—৫৯৸৶০
১৫— ১ নরাজ করা	গজ ৫৯৸৶০
১৷৷০ ফিনি রী নরাজ	গজ ৬০৸৶০
৫৫৷ ৮৷৷০ ৫	৬০৸৶০—৬১৸৶০
৫ রাজা রা রিজ	৬১৸৶০—৬২৸৶০
৯ রাজা ১৷৷০৶৩	৬২৸৶০—৬৩৸৶০
১ রাজা, ৭ ১ ফুল	৬৩৸৶০—৬৪৸৶০
নিউজ	৬৪৸৶০—৬৫৸৶০
রিজ	৬৫৸৶০—৬৬৸৶০
নরাজ	৬৬৸৶০—৬৭৸৶০
১ গজা মসীপুরের ১ রী	৬৭৸৶০—৬৮৸৶০
গজা মসীপুরের দুই	৬৮৸৶০—৬৯৸৶০
১ — ফুল করা	গজ ৬৯৸৶০
১৫৫৭ রী	গজ ৭০৸৶০
নরাজ ২ ৩ পুর ৪	৭০৸৶০—৭১৸৶০
১৫— ১ নরাজ করা	গজ ৭১৸৶০
১৷৷০ ফিনি রী নরাজ	গজ ৭২৸৶০
৫৫৷ ৮৷৷০ ৫	৭২৸৶০—৭৩৸৶০
৫ রাজা রা রিজ	৭৩৸৶০—৭৪৸৶০
৯ রাজা ১৷৷০৶৩	৭৪৸৶০—৭৫৸৶০
১ রাজা, ৭ ১ ফুল	৭৫৸৶০—৭৬৸৶০
নিউজ	৭৬৸৶০—৭৭৸৶০
রিজ	৭৭৸৶০—৭৮৸৶০
নরাজ	৭৮৸৶০—৭৯৸৶০
১ গজা মসীপুরের ১ রী	৭৯৸৶০—৮০৸৶০
গজা মসীপুরের দুই	৮০৸৶০—৮১৸৶০
১ — ফুল করা	গজ ৮১৸৶০
১৫৫৭ রী	গজ ৮২৸৶০
নরাজ ২ ৩ পুর ৪	৮২৸৶০—৮৩৸৶০
১৫— ১ নরাজ করা	গজ ৮৩৸৶০
১৷৷০ ফিনি রী নরাজ	গজ ৮৪৸৶০
৫৫৷ ৮৷৷০ ৫	৮৪৸৶০—৮৫৸৶০
৫ রাজা রা রিজ	৮৫৸৶০—৮৬৸৶০
৯ রাজা ১৷৷০৶৩	৮৬৸৶০—৮৭৸৶০
১ রাজা, ৭ ১ ফুল	৮৭৸৶০—৮৮৸৶০
নিউজ	৮৮৸৶০—৮৯৸৶০
রিজ	৮৯৸৶০—৯০৸৶০
নরাজ	৯০৸৶০—৯১৸৶০
১ গজা মসীপুরের ১ রী	৯১৸৶০—৯২৸৶০
গজা মসীপুরের দুই	৯২৸৶০—৯৩৸৶০
১ — ফুল করা	গজ ৯৩৸৶০
১৫৫৭ রী	গজ ৯৪৸৶০
নরাজ ২ ৩ পুর ৪	৯৪৸৶০—৯৫৸৶০
১৫— ১ নরাজ করা	গজ ৯৫৸৶০
১৷৷০ ফিনি রী নরাজ	গজ ৯৬৸৶০
৫৫৷ ৮৷৷০ ৫	৯৬৸৶০—৯৭৸৶০
৫ রাজা রা রিজ	৯৭৸৶০—৯৮৸৶০
৯ রাজা ১৷৷০৶৩	৯৮৸৶০—৯৯৸৶০
১ রাজা, ৭ ১ ফুল	৯৯৸৶০—১০০৸৶০

সংবাদদাতার পত্র।

বনমালী আবাদ।

সে ১৫ই বনমালী আবাদ রাজবল্লভ [illegible] একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। অনেক [illegible] সভার উদ্দেশে এই সভাটী আহূত হয়। [illegible] সভাস্থলটীকে অতি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। [illegible] স্থানে পতাকা সংস্থাপিত হওয়াতে আবাটী বড় [illegible] দেখা যাইত হইয়াছিল। পুষ্পমালা ও পুষ্প [illegible] স্থানটীর অপূর্ব শোভা সম্পাদিত হয়। উক্ত বিষয়বর্দ্ধনীর [illegible] উদ্যান বিরাজ করিতেছিল, মিষ্ট সঙ্গীত [illegible] হাতে ফুলপ্রবেশদ্বার অদ্ভুতপূর্ব মনোহারিত্ব [illegible] হয়, বিশেষতঃ অসংখ্য লোকের সমাগম [illegible]—এ সকলদ্বারা সভার সভ্যবর্গের লোক হিসাবে। সভার কার্য্য ৫ঃ অপরাহ্ণ সময়ে [illegible] হইবার সময় আরম্ভ হয়। শ্রোতিবন্দুদের বিপুল [illegible] ভূমি কিছুতে [illegible] মহোদয়ের প্রস্তাবে মহারাজ কুমার [illegible] বাহাদুর সভাপতির আসনপরিগ্রহ করেন। তিনি একটী সুললিত বক্তৃতা করিয়া সভার উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত করিলে দুটী সংগীত হয় ও একটী বালক একটী পদ্য আবৃত্তি করে। গান দুটী সময়োপযোগী হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গের এমন কাহাকেও দেখা যায় নাই যে, যাই বা অমনযোগী এই সময়ে আকৃষ্ট না হইয়াছিল, আবৃত্তি তত শ্রোতের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিল। তৎপরে কতিপয় প্রস্তাব প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত হইল। প্রস্তাবগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। সভাস্থলের সময় সময়ে সকলেই বলিয়া উঠিলেন "হিপ্‌হিপ্ হর, হিপ্‌হিপ্ হর, হিপ্‌হিপ্ হর"।

প্রস্তাব।

১। হিপ্‌হিপ্ হরোধ্বনি—সাধারণকাল পূর্ব্বে এই শেষে সকলে সমস্বরে করিবেন,এবং এ সভা শোক প্রকাশ করিবেন।

প্রস্তাবকারী—ঐতিহাসিক বাবু যোগীন্দ্রনাথ রায়।

অনুমোদনকারী—ব্যবহারাজীব বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী।

এ৪ অনুমোদনকারী—ঐ মুন্সেফী আদালতী।

বনমালী আবাদ রাজবল্লভীর মুন্সেফী—

২। হিপ্‌হিপ্ হরোধ্বনি যে সময়ে সভাপতি প্রস্তাবের সমর্থনসূচক উদ্দেশে করিবেন, তাহার পরে এ সভা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিবেন।

প্রস্তাবকারী বাবু যোগেন্দ্রনাথ [illegible]

[illegible]

অনুমোদনকারী—[illegible]

[illegible]

৩। এ অঞ্চলে হিপ্‌হিপ্ হরোধ্বনি সকলে [illegible] অবলম্বনে থাকেন এই বলিয়া প্রস্তাব [illegible] (সাধে পুরস্কারের সংস্থাপিত হয়।

প্রস্তাবকারী বাবু পর্ব্বতীয় চট্টোপাধ্যায়।

[illegible]

বনমালী আবাদ রাজবল্লভ।

অনুমোদনকারী—বাবু যাদবলাল সরকার [illegible]

বনমালী আবাদ রাজবল্লভ।

প্রতি অনুমোদনকারী বাবু বিহারীলাল রায়বাহাদুর কুমার বাহাদুরের বাসভবনের শিক্ষক।

৪। ঔপনিবেশিক প্রস্তাবেতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া হিপ্‌হিপ্ হরোধ্বনির সিকট প্রেরিত হয়।

প্রস্তাবকারী ও অনুমোদনকারী [illegible]

[illegible]

অনুমোদনকারী বাবু গোকুলবিহারী [illegible]

[illegible]

বনমালী আবাদ রাজবল্লভী।

কৃষ্ণনগরে হিপ্‌হিপ্‌হিপ্‌হরের আয়োজন।

গত ৪৮এ নবেম্বর [illegible] নিমন্ত্রিত হিন্দুস্কুলগৃহে [illegible] অনুষ্ঠিত হিন্দুবিবাহবিধান সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার জন্য এ,ডি, [illegible] সভার অধিবেশন হয়। সভ্য ও [illegible] নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সুলেখক, সমালোচক, [illegible], সমাজপতি, [illegible] ব্যবহারাজীব, [illegible] ব্যবসায়ী, [illegible] সম্পাদক, [illegible] সকলেই [illegible] সমস্ত শ্রেণীর লোক সমবেত হইয়াছিলেন। সভাস্থলের চতুষ্পার্শ্ব [illegible] পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে, অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে [illegible] হইয়াছিল এবং বহুসংখ্যক লোক আসনাভাবে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবশ্রবণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশ্য, [illegible] সভাস্থলের অনতিদূরবর্ত্তী [illegible] নিকায় প্রবেশ [illegible] হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোক [illegible] প্রভৃতি আগ্রহসহকারে [illegible] সভাস্থলে [illegible] [illegible] আনন্দমোহন [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible] ডাক্তার [illegible] সংরক্ষক [illegible] প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভদ্রমহিলা, [illegible] ও [illegible] উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ [illegible] হইলে সভা পূর্ণ হইবে দেখে শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু রামকমলসিংহ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহাশয়ের অনুরোধে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বিএল মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়া বলিলেন আজ যে [illegible] আমাকে অভিশয় করা হইল, তাহার কারণ আমি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয় বিবেচনা করি [illegible] ছাড়িয়া দিবার না, যখন আমরা [illegible] সভা হইয়া যদি সমবেতের কোন বিশেষ সভাপ্রথম আলোচন উপস্থিত করিতে [illegible], তাহা হইলে আমরা তৎক্ষণাৎই সভাপতির করা উচিত। অতঃপর এবার সভা সভাকক্ষের বসা করুন। [illegible] হইল আমরা [illegible] ছিলু [illegible]। বর্ষের উদ্ধার করে বিধবা সভার [illegible] করা হইবার এবং [illegible] আমাদের বিবেচনা প্রস্তাবের সভাপতি [illegible] এবং [illegible] করিয়াছেন। সভাপতির আমি সভাপতির এমন কথা আর বেশি নাই এক্ষণে প্রার্থনা করি সভাস্থলিত সভার সকলে কার্য্যে অগ্রসর হউন। সভাপতি মহাশয় উপবেশন করিলে পর সভাস্থলে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিবেচিত হইয়াছিল।

প্রথম প্রস্তাব।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত প্রফেসর পূর্ণচন্দ্র বৈদ্য বি,এ।

বাঙ্গালার পরিত্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব রায়চৌধুরী [illegible] বাবু [illegible] মাননীয় আইনের [illegible] বঙ্গদেশের প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সভাস্থলের মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা [illegible] বাহাদুরের [illegible] পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া হিন্দুবিধবাবিবাহের [illegible] সম্বন্ধে যে সকল অকাট্য এবং অবশ্যনীয় [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অবধারণ করিয়া এই সভা স্থির করিতেছেন যে হিন্দুজাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ [illegible] হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রস্তাবক—[illegible] শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর।

এই সভা স্থির করিতেছেন যে, [illegible] হিন্দুবিধবাবিবাহে [illegible] সেনসমাজ [illegible] অথবা অন্য বিষয়ে [illegible] প্রমুখ করেন, তাঁহাদিগে সমাজে পতিত হইতে পারেন না, তেমে পতিত করিবার চেষ্টা করিলে আমরা ব্যবহার-আদান ও [illegible] অন্য চার বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং বিধবা বিবাহ না করিলে এই সকল [illegible] সমাজে যেরূপ চলিতেন, বিধবাবিবাহ করিলেও তদ্রূপ চলিবেন।

তৃতীয় প্রস্তাব।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় (অধিবাস ও অনরেরি মাজিষ্ট্রেট)।

অনুমোদক—উকীল শ্রীযুক্ত [illegible] বসু, এম, এ, বি, এল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে [illegible] বর্ষ মাস সাময়িক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, বিধবাবিবাহ-বর্তমান সময় হয় সম্পূর্ণ উপযুক্ত। অতঃপর এই সভা স্থির করিতেছেন যে, হিন্দুজাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ পুনঃ [illegible] বর্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক এবং তাহা যুক্ত, বেদ, কাল ও পাত্রের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

চতুর্থ প্রস্তাব।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রফেসর যোগিন্দ্রনাথ [illegible] বি, এ,।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত প্রফেসর [illegible] মুখোপাধ্যায়, এম, এ,।

এই সভা স্থির করিতেছেন যে, হিন্দু বিধবাদিগের উপর বিধবাবিবাহের বিপক্ষতাচরণকারী হিন্দুসমাজের পুরোহিত যে সকল অবৈধ অত্যাচার করিয়া থাকেন তাহা সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয় এবং হিন্দু বিধবাবিবাহ প্রচলন করায় তাহা উৎসাহ ও বল [illegible] করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চম প্রস্তাব।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়।

অনুমোদক—অধিবাস শ্রীযুক্ত সত্যনাথ [illegible], বি, এ।

এই সভা স্থির করিতেছেন যে, বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজ-প্রচলিত বিধবাবিবাহের উৎসাহকল্পে পণ্ডিত প্রবর মহাত্মা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সমাজোন্নতিকারিণী রাজা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র দেব রায় বাহাদুর প্রভৃতি অধ্যবসায় অধিক এবং বিশেষ যত্ন, উৎসাহ ও পরিশ্রম করিয়া যে সকল হিন্দুসমাজের অবশ্য মানুষের পাত্র এবং তাহারা এই সভা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রাজপুরের ৺ গোবিন্দলাল ডাক্তারখানার পরিত্যক্ত সম্পত্তি।

উক্ত মৃত ব্যক্তি উপরে লিখিত অবস্থায় পীড়া পরায়ণে (অবস্থায়) নীচের আইন বিরুদ্ধ উইল করিয়া গোপালের নামে করিয়াছেন। অতএব সম্প্রতি সাধারণের-গোচর করা যাইতেছে যে, যাহার সম্পত্তি অন্যায়রূপে চক্রবর্ত্তীর (উইল উক্ত মৃত ব্যক্তির ভাবে ও অভাবে সম্পত্তি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা) করে না করেন। যদি কেহ করেন তাহা হইলে আইন বিরুদ্ধ তাহা করিয়া আপনার মূর্খতা আপনি নিজে লইবেন। সে কেহুক উক্ত মৃত ব্যক্তি আইনের বিপরীত কার্য্য করিয়া ও মুখোপের পরামর্শ করিয়া আপন আপন অভাব ও অসাধ্যতাকে এবং অসাধ্যতাকে করিবার-অধিকারের ঐ মতের কার্য্য করিয়াছেন। ইতি—

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
রাজপুর।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের ক্লান্তবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ
বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

৩০ এবং ৩১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মফস্বলবাসী রোগিগণ এই বিদ্যালয়ে বিনা ব্যয়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত এই বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় স্বয়ং প্রত্যহ বৈকালে উপস্থিত থাকিয়া মফস্বলস্থ রোগী এবং অন্যান্য রোগীদিগকে ঔষধ ও ব্যবস্থা দান করেন, স্ত্রীরোগিদিগকে অধ্যাপক ও বিশেষীয় মেডিসিনিষ্টে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিশেষীয় রোগীগণের আনুষঙ্গিক রোগ বিবরণ লিখিয়া ঔষধ রেজিষ্টরী করিয়া আমার নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

কেশরঞ্জন তৈলম্।

এই কেশরঞ্জন তৈল ব্যবহারে মস্তিষ্কের উত্তেজনা রোগ সকল দূরীভূত হইয়া মস্তিষ্ক সবল সতেজ হয়। চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন মস্তিষ্কের উষ্ণতা বৃদ্ধি, মস্তক ঘূর্ণন, মস্তকে বেদনা, নিদ্রাকর্ষণ, অনিদ্রা, স্মরণশক্তির হ্রাস, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন মস্তিষ্কের উষ্ণতা বৃদ্ধি, মস্তক ঘূর্ণন, মস্তকে বেদনা, নিদ্রাকর্ষণ, অনিদ্রা, স্মরণশক্তির হ্রাস, [illegible] মূল্য ৩ টাকা।

[illegible]

সকল প্রকার বেদনাদায়ক
পরীক্ষিত মহৌষধ।

ব্যথা বিনাশক মূল্য ৸০ আনা।

মফস্বলে ভিঃপিঃ ৷৷০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ [illegible] সাধু বিদ্যা সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার [illegible] বেদনা, বেদনাসহ, [illegible] প্রসবকালীন [illegible] ব্যথা ও অন্যান্য [illegible] ব্যথা ও বেদনা [illegible] ব্যথা বেদনা সকল [illegible] ব্যথা বেদনা [illegible] ব্যথা বেদনা [illegible] ব্যথা বেদনা

হইলে ইহাতে কল হয় না। মূল্য—পাকিং খরচা সমেত এক পাইকেই ৸০

এই দুটী ঔষধে পারা ঘটিত না প্রকৃতি রোগ বিনাশ হয়। এক একটী ঔষধ একাকিও ৪৫ দিবস ব্যবহার করিলে রোগের বিনাশ হইতে পারে।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি

(সংবাদপত্রের প্রতিনিধি।)

সম্প্রতি নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে নূতন আমদানি হইয়াছে। যথা—

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রাঙ্কণের সুবিধা হওয়াতে অনেক [illegible] ছাপা হইতেছে। এই সকল পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করা একজন ছাত্র বা সাধারণ লোকের পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে হইলে ছাত্রদিগকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে এই সকল পুস্তক অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে। ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য এই সকল পুস্তক ডিপজিটরিতে রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে এই সকল পুস্তক ডিপজিটরিতে আনিয়া পাঠ করিয়া যাইতে পারিবেন। পুস্তকগুলির নাম ও মূল্য নিম্নে প্রকাশিত হইল। ডিপজিটরির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহাশয়ের উপর পুস্তক বিক্রয়ের ভার অর্পিত হইয়াছে।

ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম ভাগ)	৸৵
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রথমাংশ	৸০
ঐ দ্বিতীয়াংশ ১০ আনা	৵০
ঋজুপাঠ (অক্ষরার্থ) ১ম ভাগ	৵০
[illegible]	৵০
ঐ দ্বিতীয়ভাগ	৵০

এই টাকার পুস্তক লইলে ডাকমাশুল লাগিবে না।

ভাবপ্রকাশ।

(মূল ও অনুবাদ)

[illegible] ভাবপ্রকাশ নামক আয়ুর্বেদের গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্ট। এই গ্রন্থে যেমন চৈদ্যবিদ্যের উপযোগী তাহা নহে, ইহাতে মূলে প্রায়ই [illegible]

[illegible] বিদ্যা।

১১৩ আয়ুর্বেদের আলোচনা করিলে [illegible] নিরোগ সন্তান লাভে সমর্থ হয়, গর্ভিণী স্ত্রী ও প্রসূত বালকের কিরূপ পরিচর্য্যা আবশ্যক, এসব [illegible] তাহা জানা [illegible] নিরোগ শিশুর প্রসূতি করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ রোগের সহিত কোন রোগ মিশ্রিত করিয়া তখন ঔষধ দিলে পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়, এই গ্রন্থে তাহা বিশেষরূপে লিখিত আছে। গর্ভাবস্থায় [illegible] প্রয়োজন, গর্ভে পুত্র কন্যা ও নপুংসক জন্ম হইবার কারণ, অস্থি ভগ্ন [illegible] প্রভৃতি পারীক্ষিক উপায় যেরূপ লিখিত আছে, [illegible] যেরূপ আছে [illegible], ঔষধ প্রস্তুতের [illegible] ও মূর্চ্ছা, [illegible] প্রকরণ, চিকিৎসা পদ্ধতি [illegible], [illegible] রোগের লক্ষণ, [illegible] নিদান, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্যবিচার প্রভৃতি ঔষধ, মদ্য ও [illegible] প্রস্তুত করণের নিয়ম প্রভৃতি ঔষধোপযোগী [illegible] সমস্ত বিষয় ইহাতে লিখিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক দেখ হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৩, ডাকমাশুল ৵০ আনা। তৃতীয় খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা ২৭ নং বহুর ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য।

অতি সুলভ মূল্যে পুস্তক বিক্রয়।

সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা "বামাবোধিনী" সম্পাদক বাবু [illegible] বিদ্যারত্ন মহাশয়ের যাবতীয় সংস্কৃতগ্রন্থ বিক্রয়ার্থে সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে প্রেরিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলি পৌষ মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিম্নের সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে

নাম	আসল মূল্য	সুলভ মূল্য	মাশুল
বিবিধার্থ সংগ্রহ			
চৈতন্যবিহার	৵০		
[illegible]	৸০		
[illegible]	১	৵০	১০
[illegible]	১	৵০	৵০
[illegible]	১০	৸০	৵০

অনেকে সমস্ত পুস্তক একত্রে লইলে কলিকাতায় ৫ টাকা স্থলে ৪৷৷০ টাকা।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি, সংস্কৃত কলেজের, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible]

ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়।

উপক্রমণিকা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ম ভাগ	৵০	১০
২য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার।		
১ম ভাগ	৵০	১০
২য় ভাগ	৵০	১০
৩য় ভাগ	৵০	১০
বিশ্বেশ্বর বিদ্যাপ	৷০	১০

কয়খানি একত্র লইলে মফস্বলের ডাক মাশুল ৵০ লাগিবে।

শ্রীকৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী নূতন নিয়ম।

সমবৎসরের সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত মফস্বলে ত্রৈমাসিক ১৷০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৩৷০ টাকা অন্যত্র পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। অন্যত্র পক্ষে ত্রৈমাসিক ষাণ্মাসিক বার্ষিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব গ্রাম নাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটস্থ ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী নামে পাঠাইবেন, ঠিকানা ভিন্ন, টাকা অন্যের নামে পাঠাইলে, টাকা অন্যের হাতে পড়িয়া যায়, তিনি সেই টাকা আত্মসাৎ করিলে আমরা মূল্য পেয়ন করিতে পারি না, তজ্জন্য আমাদের অধিক মনোযোগী হইতে হইবে। অন্য লিখিত ৩ বার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ জন্য অনুরোধ করিলে অনেকেই প্রায় বিরক্ত হইয়া থাকেন।

যাহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

[illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible]

সোমপ্রকাশ

[illegible] কাব্য। "ধর্ম্মলভ্য অনুবিধিরস্তে অর্থিক ভবত্যেব প্রতিলভ্যতে ন চাঽন্যথা।" ৬ ষ্ঠ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। অগ্রিম মূল্য ১ এক টাকা। | ১২ সাল। ৮ ই পৌষ। ইং ১৮৮৫ সাল। ২২ এ ডিসেম্বর। | অগ্রিম বাষ্পীয় ডাকমাশুল ৩০ আনা, অগ্রিম বাষ্পীয় ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অগ্রহায়ণ মাস সোমপ্রকাশের জন্মমাস। এই সময় হইতে গ্রাহক মহোদয়গণ নিয়মানুসারে অগ্রিম মূল্য দিয়া আমাদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া থাকিতেছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণের সানুনয়ে অনুরোধ এই যে তাঁহারা এই সময়ে স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে বাষ্পীয়প্রকার কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে। সত্বর মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে ছাপা ইত্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিজ্ঞাপনকর্ত্তাদিগের সাধারণের সোকর্য্য জন্য বলিতেছি, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি সাধারণ যাবতীয় চিঠি ও কাগজ আমাদিগের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

[illegible] ২৩ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

বিজ্ঞাপনদাতা মহাশয়েরা বিজ্ঞাপন দিবার কালে বলিয়া দেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের সংখ্যা গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বারের প্রতি পংক্তি৵০ আনা, দ্বিতীয় বার ৵ আনা।

যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

মিত্র এণ্ড কোং।

উপর বিজ্ঞাপনী ও আমাদের [illegible]

[illegible]

উপরোক্ত পাঠাইবার ঠিকানা,

মিত্র এণ্ড কোং।

৯৭ নং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] ঠিকানা।

[illegible] ঠিকানা।

মূল্য প্রতি বোতল ১৷০ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

ষ্টেট ফেণী সাবলম্বা।

কেতাবখানা সাবধান! পৃথিবীতে কেবল মিত্র কোম্পানীর ঔষধের ফেণী নামক আছে। আমাদেরও একটি সাবলম্বা "ফেণী সাবলম্বা" উহা যেন উক্ত "ফেণী সাবলম্বা" কখনই আমাদিগের ব্যবহার দিবে।

ফেণী সাবলম্বা একফেণী ঔষধ [illegible] ব্যবহার মাত্রেই প্রতীত হইবে। ইহা ব্যবহারে দেহের যাবতীয় পুরাতন রোগ দূরীভূত হইয়া পরিণত বয়সের সম্পূর্ণ সুস্বাস্থ্যসম্ভোগ ও বলবীর্য্যের উদয় হয়।

বিলাত ও ভারতের [illegible] ফেণী সাবলম্বা ব্যবহারে যে মহিলার একফেণী মাত্রায় প্রকৃত ঔষধের [illegible] ফলের সমান উপযোগী হয় না। সাবলম্বা ব্যবহারকারিণীমাত্রেই স্বীকার করেন যে, তাহার ব্যবহারে [illegible] দূর না হইলে, রোগীর রোগ উপশম হয় না। আমাদিগের সাবলম্বা তিন সময় ভক্ষিত হয়। প্রথম ১ম সেবন করিয়া দেখা হইলে পরে ২ য় ও ৩ য় সেবন করিবে। তিন পরিমাণ ৩ মাত্র (সেবনবিধি)

প্রত্যহ প্রাতঃ উপকারী ও বহু মূল্যবান "ফেণী সাবলম্বা" অবশ্যই ব্যবহার্য্য।

মূল্য প্রতি বোতল ৩৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা।

হেয়ার রিনিউয়র।

(কেশ পরিবর্দ্ধক।)

"কেশ পরিবর্দ্ধক" কথায় [illegible] কেশ কেবলমাত্র পরিবর্দ্ধিত হইলে [illegible] কেশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া [illegible]

ডাঃ ঘোষ, কেমিষ্ট।
কলিকাতা চন্দ্র মহা, বেহালাটুবের ষ্ট্রীট,
১৮ নং বাটী।

প্রেরিতপত্র।

ফর্দিকাবোর ঔষধ।

মহাশয়,

বহুবিধ ঔষধ বিবিধ প্রকারের ব্যবহার করিয়া অনেক পাই ঔষধিতেই ফল কুফলের মধ্যে কিন্তু ফল পাইয়াছি, কিন্তু ঐ ঔষধ কোন ঔষধিতে ফল পাই নাই। আমার এক পুত্র পায়ে গিয়া ঘাবপাল হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। অনেক ঔষধ ব্যবহার করিলাম কিছুই ঐ যন্ত্রণার কমিল না। আমার এক বন্ধু ঐ ঔষধের উপকার পাইয়াছেন বলিয়া আমাকে ঐ ঔষধ আনিয়া দিলেন। ঐ ঔষধ ব্যবহার করিবামাত্র ঐ যন্ত্রণা কমিয়া গেল। ঐ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমার পুত্র সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার এক ঔষধের উপকার পাইয়াছি, তাহার কোন ঔষধ আছে কি না, এজন্য ডিপো এ কথা লেখা হইল।

এ প্রকার রোগ ঐ ঔষধালয়ে আর দুই একবার প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে এই বিষয় সম্বন্ধে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত ঔষধালয়ের ডাক্তার (ডাক্তার ঘোষাল) তাহার ঔষধ, ঔষধালয়ের উদ্দেশ্য ইত্যাদি প্রকাশিত করায় ঐ বিষয় লিখিয়া, বিশেষতঃ আমিও ঐ ঔষধালয়ের সন্ধান করিয়া, তাহার লাভ করিয়াছি, আর কাহারও ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় না। আমি ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহারে, আমার পত্নীর, আমার পুত্রের, আমার কন্যার, আমার ভগিনীর, আমার ভগিনীপতির, আমার ভাগিনেয়ের, আমার ভাগিনেয়ীর, আমার ভাতার, আমার ভাতৃবধূর, আমার ভাতুষ্পুত্রের, আমার ভাতুষ্পুত্রীর, আমার ভাতুষ্পুত্রবধূর

ভাসিয়ে আমার ভাসিয়ে দেয়,
তবে সবে চাহে আমি কি করে?
বাহিবার তরে তুলাই তোমায়,
ভরসার তরী ভরিতে আমার,
এ আমার এত স্নেহ কে কোথায়,
তবে এত ধন আমি লব হায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বসুন্ধরা।

নিরবধি আমি পৃথ্বী আছি এ ধরায়;
শত শত শিশু এল গেল প্রাণ লয়ে
মোর বক্ষোপরি খেলা করিবার তরে;
কত কাল ধরি মাতৃস্নেহ রসধারা
করিতেছি পান সুখে সকল সন্তান;
তবু দিন দিন আমি হতেছি শীর্ণা,
তবু নব নব শত নব উপহারে
ভরিছে আমার ধন ধান্য ফুল ফলে;
আমার মৃত্তিকা হতে রত্ন লয়ে যায়,
তবু দিন দিন আমি হতেছি দরিদ্রা।
কত কাল ধরি আমি করিতেছি আশা
আমার সন্তান যত সকলে মিলিয়া
এক সাথে বসি এই বিপুল ভবনে
আমার সকল ধন করিবে ভোগ।
কেহ বা ঘুমায় পড়ি আমার কোলেতে,
কেহ করে খেলা, কেহ করে কোলাহল,
কেহ করে আমারে আঘাত অবিরত,
কেহ করে আমারে বিদীর্ণ।
কেহ বা আমার বক্ষে দিয়ে মুখ
করিছে অমৃত পান সুখে নিদ্রাগত।
কেহ বা আমার পানে তুলিয়া নয়ন
করিছে আমার রূপ সুধা দরশন।
কেহ বা আমার তরে করিছে রোদন,
কেহ বা আমারে করিছে উপহাস।
কেহ বা আমার তরে করিছে বিবাদ,
কেহ বা আমারে করিছে সাধন।
কেহ বা আমারে করিছে অনাদর,
কেহ বা আমারে করিছে আরাধন।
কেহ বা আমারে করিছে অবিশ্বাস,
কেহ বা আমারে করিছে নির্ভর।
কেহ বা আমারে করিছে অপমান,
কেহ বা আমারে করিছে পূজা।
কেহ বা আমারে করিছে অবহেলা,
কেহ বা আমারে করিছে সাধনা।
কেহ বা আমারে করিছে অবিশ্বাস,
কেহ বা আমারে করিছে নির্ভর।
কেহ বা আমারে করিছে অপমান,
কেহ বা আমারে করিছে পূজা।
কেহ বা আমারে করিছে অবহেলা,
কেহ বা আমারে করিছে সাধনা।
কেহ বা আমারে করিছে অবিশ্বাস,
কেহ বা আমারে করিছে নির্ভর।
কেহ বা আমারে করিছে অপমান,
কেহ বা আমারে করিছে পূজা।
কেহ বা আমারে করিছে অবহেলা,
কেহ বা আমারে করিছে সাধনা।
কেহ বা আমারে করিছে অবিশ্বাস,
কেহ বা আমারে করিছে নির্ভর।
কেহ বা আমারে করিছে অপমান,
কেহ বা আমারে করিছে পূজা।
কেহ বা আমারে করিছে অবহেলা,
কেহ বা আমারে করিছে সাধনা।

সোমপ্রকাশ।

৮ই পৌষ সোমবার।

গত সোমবার প্রাতে দশ ঘটিকার সময় ক'লকাতাবাসিদিগের হৃদয় অন্ধকার করিয়া মহামতি প্রিন্স বাহাদুর কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মুহূর্ম লাট লর্ড রুক্ষ প্রিন্স বাহাদুর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

যুবরাজ রাজপ্রতিনিধির বিষয় সাধারণে এই কয় মাসে যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের কথঞ্চিৎ আশা হইয়াছে। কিন্তু সাহেবদের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণের দ্বার পড়িয়াছে। রাজভক্তিবিহীন ইংরাজগণের মনে প্রাণে যতদূর আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে সমস্ত উপায়ের তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রিন্সপ্রতি প্রীতি ও শাসনপ্রণালী বিপর্য্যস্ত করিবেন তাহা অবধারণ ও হাইনের প্রথম উক্তিতেই তাঁহাদের মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। যে আশায় তাঁহারা একবাল বুক বাঁধিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তিমূল ক্রমে ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। সভ্য ইংরাজদের ভাব স্বভাব যতটুকু এই অল্পকাল মধ্যে জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে আমাদের ভীত বা বিষণ্ণ হইবার কারণ নাই।

সভিবার অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় সভ্য ইংরাজিগণ কলিকাতার পদার্পণ করেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই মাননীয়গণের অভিনন্দনার্থ স্থানীয় মিউনিসিপালিটী তাঁহাকে একখানা অভিনন্দন প্রদান করেন। মিউনিসিপালিটীর সভাপতি রাজপ্রতিনিধির কর্ণগোচরার্থে মুখপাত্র হইয়া অভিনন্দনখানি পাঠ করেন। এই অভিনন্দনের উত্তরে ডক্‌রস বাহাদুর বলিয়াছেন যে, তাঁহার আগমনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ভিন্ন বিদেশ প্রীতি উদ্রেক করা, যে প্রজাবর্গ পরস্পর বিবাদী হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিদিগের পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে আসিয়া মহীয়সী তাঁহার [illegible]। তদনন্তর রাজপ্রতিনিধি [illegible] বাহাদুর তাঁহার [illegible] করিয়া ও [illegible] উপস্থিত [illegible] করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার মুখে [illegible] করিলেন, তদবধি তাঁহার [illegible] করিবার চেষ্টা করিবেন এবং তাঁহার [illegible] ও মুখোজ্জ্বল হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবেন। অবশ্যই [illegible] রাজপ্রতিনিধির নিকট হইতে ইহাই চাই। তাঁহারা যদি প্রিন্স বাহাদুরের শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্য করেন, তবে তাঁহার মুখোজ্জ্বলের সম্ভব যে তাহার এইরূপ কি দিবে ইহা নিশ্চিত।

মহামতি প্রিন্স বাহাদুর রাজধানীর সম্বন্ধে একটী নূতন ব্যবস্থা দিবার নিরাকৃত করিয়া উহা সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন। আমরা অবকাশ হইয়াছি যে নিয়মটী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রিন্স বাহাদুর কতিপয় অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে আপনার মতামত নিপিবদ্ধ করিয়া নিয়াছেন। এ অভিপ্রায় সাধারণে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

একদিন পরে পার্লামেন্ট প্রভৃতি ইংরাজ সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ প্রিন্স-পাশ্চাত্যের প্রকৃত মর্ম্ম ও মূল্য বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রিন্সের শাসন রীতি সমালোচনা করিয়া পার্লামেন্ট পত্রের এক জন চিন্তাশীল লেখক একটী অতি বারপর্ব এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সাদরে এই প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনা করিলাম।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক উইলসন সাহেব পুনরায় পত্রের মাঠে আপনার তীক্ষ্ণ লেখিনী ভাষায় লেখা ইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতি বৎসর শীতকালেই ইনি একবার কলিকাতায় আসিয়া সদরআলিদের নিকট হইতে রাশি রাশি অর্থ লইয়া যান। আপত্ত না পরিলে ঋণে না, তাই আমরা বিদায়ী আপত্ত কিনিয়া থাকি। দেশী কাপড়ের এত মূল্য যে সকলে তাহা কিনিয়া উঠিতে পারে না। এইরূপ প্রয়োজন বশতঃ বিদায়ী অনেক দ্রব্য আমরা কিনিয়া সাহেবদিগের অর্থাগমের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকি। কিন্তু যদি সেদিনের সমস্ত টাকা পর্য্যন্ত বাকির করিয়া দেওয়া কি কর্ত্তব্য নয়? বিশেষতঃ সময়ে সময়ে এই সমস্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা ধরচ করিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া থাকি। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদিগের কখন কখনও মনে হয় যে এই সকল পরাধীন ভারতবাসী ভোগীদের অপেক্ষা স্বাধীন ইংরাজ কত উন্নত।

বিদায় বিদায়।

বিদায়-প্রার্থনা: [illegible] প্রাতে কলিকাতাবাসি হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি উপহার সঙ্গে লইয়া, রাজপথসমূহের পার্শ্বদেশ অন্ধকার করিয়া, প্রিন্স বাহাদুর কলিকাতা-ত্যাগে যাত্রা করিয়াছেন। সুদক্ষ রাজপ্রতিনিধির বিদেশ সমারোহ এবং সৌজন্য সহকারে মহামতি প্রিন্স বাহাদুরকে বিদায় দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত সমস্ত রাজপথ সৈনিকবলে রক্ষিত হইয়াছিল। পথপার্শ্বে অতি প্রত্যূষ হইতে ভদ্রবাসিগণ দলে দলে গিয়া অবস্থিতি করিয়াছিল। যুবক রাজপ্রতিনিধির অভ্যর্থনার জন্য রাজপথ যেরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল, সুরপুরী রাজপ্রতিনিধির শেষ সম্বর্দ্ধনার জন্য সেগুলি প্রায় সেই ভাবেই রক্ষিত হইয়াছিল। হাবড়া ষ্টেশনে বহুসংখ্যক কলিকাতাবাসী উপস্থিত ছিলেন, সম্ভ্রান্ত মুসলমান বিদায় দিবসমগর, মেডিকা প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকেও দেখা গিয়াছিল। প্রাতে নয় ঘটিকার সময় প্রিন্স বাহাদুরের পকট প্রকোষ্ঠেই ষ্টেশন পরিত্যাগ করে। পথিমধ্যে তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দৃষ্টি গোচর হইবামাত্র জন-সঙ্ঘ কণ্ঠ এক সঙ্গে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। হাবড়া ষ্টেশনে পতাকা দ্বারা সমস্ত সামরিক যুবক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রিন্স বাহাদুরের গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। প্রিন্স বাহাদুর ষ্টেশনে প্রবেশ করিবামাত্র, ইংরাজের একতান আনন্দধ্বনি ষ্টেশন গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। চারি দিক হইতে প্রিন্স বাহাদুরের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তিনি অল্পক্ষণ সমাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ষ্টেশনপ্রাঙ্গণে যোড়ার যাত্রা করিলেন। গাড়ী ধীরে ধীরে চলিল। সমবেত লোক সকলীয় প্রাণে বিষবর্ষণ করিয়া তাঁহাদের প্রিয়তম প্রিন্সকে লইয়া চলিল। সিমলার আত্মীয় লোক প্রিন্সকে বিদায় দিবার সময় লোক যেমন বিদায় সূচক ধীরে ধীরে মস্তকটি নেত্র পল্লবের সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎ দূর গমন করিয়া থাকে, কলিকাতা সমাজের সেই বর্ষীয়সী সেইরূপ ভাবে প্রিন্স বাহাদুরের [illegible] সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু ধারায় কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিল। ক্রমে গাড়ির বেগ বৃদ্ধি হইতে, লাগিল। অবশেষে প্রিন্স বাহাদুর গাড়ি হইতে উঠিয়াছিলেন, তাহা দেখা যতক্ষণ করিয়া বিদায় দিয়াছিল। প্রিন্স বাহাদুরের গাড়ী তীরবেগে [illegible] হইল [illegible]

ছাড়িল, তুমি ভক্তপ্রবিষ্ট হইলে সকলের জন্য সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে ট্রিপলের জয়ধ্বনি করিতে অনুরোধ করিলেন। ট্রিপলের পিতৃ নামে যেমন প্রথম অভিষিক্ত হইয়া ছিলেন। তাঁহাকালাবাসি-দিগকে কাঁদাইয়া তাঁহার চির বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণি ট্রিপল ফলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যেমন মৃত সংস্কারার্থে নগর প্রান্তরে [illegible]

[illegible] ও তৎপ্রতি [illegible] বাহাদুরের প্রতি।

[illegible] ও [illegible] উপর শুভাশীর্ব্বাদ [illegible]। [illegible] করিয়া অথচ [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ভারতের [illegible] ইংরাজ [illegible] ভারতের [illegible] ইংরাজ [illegible] ভারতের [illegible] ইংরাজ [

শ্রীযুক্ত উমেশ

[illegible] বিবাহের [illegible] ৬ ৪ ১

এখন কথা হইতেছে বালবিধবা প্রায় [illegible] লক্ষ বিবাহিতা কন্যাদিগের মধ্যে কত সংখ্যক বালিকা বিধবা হইবে তাহা কে বলিতে পারে? বাল্যবিবাহ প্রথা যদি নিবারিত হইয়া যায় তাহা হইলে বালবিধবার সংখ্যা হ্রাস হইয়া যাইবে। আমাদিগের দৃঢ় ধারণা যে বৈধব্য-নিবারক ব্যবস্থাদি অবলম্বনে যদি বাল্যবিবাহ প্রথার বিশেষ সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন। এই দিকে সামাজিক নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে বিশেষ উপকার হইবার

আমরা একজন আমাদিগের নিজের কথাই বলিলাম। কিন্তু তাহাদেরই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। বাল্যবিবাহ নিবারণ প্রস্তাব সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা পরবারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভাব পরিবর্ত্তন।

ইংরাজ বিদেশ হইতে এদেশে আসিয়া, কর্ত্তৃত্বের যে পদবীতে তাঁহারা আসীন হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের মনে ক্রমে বিপরীতভাবের সঞ্চার হইতেছে। এই বিষয়টী যাহারা বিশেষ বাঙ্গালুরাগ সহকারে পর্য্যালোচনা করিতে পারেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ইংরাজ কুলায় আজ বিশেষরূপে ভারতবাসিদিগের হইতে বিদায় দিয়া তাঁহারাও তাঁহার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যখনই ভারতীয় ইংরাজসমাজের ভূতপূর্ব্ব খুলিয়া যাইবে, যখনই তাঁহারা বর্ত্তমানের ধীরা অধিকার করিয়া ভূতের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে শিখিবেন, তখনই তাঁহারা বিপন্ন-সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিয়া, আজ যাহা প্রতি বিষয়ে ঘৃণা ও বিদ্রূপভাবে পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ করিতেছেন, তাহা সহকারে ও হাসিই চরম সময় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করিবেন। বিপন্ন ভারতভূমি পরিত্যাগ করিতে না করিতেই আমাদিগের এই ধারণার যাথার্থ্য এখন ঈষৎ হইতেছে। এই দীন ভূমি [illegible] উদারচরিত বিপনের সাম্রাজ্যরক্ষিণী [illegible] করিতে পারিতেন, [illegible]

[illegible] ভারতবাসিগণের [illegible] ইংরাজ সমাজের ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। [illegible] বিভিন্নশ্রেণীস্থ ভারতবাসিদিগের মুখপত্র স্বরূপ সংবাদপত্রসমূহে বিপনের উদারনীতির পক্ষ সমর্থনকারী-প্রবন্ধ দীর্ঘ এবং সমধুরভাবপূর্ণ প্রবন্ধাবলি দিন দিন হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আশান্বিত হইলাম।

ভারতবাসী যেমন অনুরক্ত হন, ভারতবাসিগণ যেমন সদাবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, এ পৃথিবীতে আর কোন জাতি তেমন হন কি না সন্দেহ। প্রতিকূল ঘটনাস্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে এবং সমসাময়িক বর্ণের বিজাতীয় অত্যাচারে আমাদের জাতীয় চরিত্রের যতই কেন পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকুক না, আমরা যে আজও এই ভগ্নীভূতে সরল শান্ত এবং অকপট, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ কথা আমাদের ভায়ে [illegible] না। এই [illegible] সরলতা দেখিয়া এবং বিনয় ভাব সমাদিত করিবে [illegible] আশা করা যায়। যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষীয় আমাদের জাতীয় চরিত্রের বহিরাবরণের নিম্নে [illegible] আমাদিগের এই সকল ভাব সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছেন, [illegible] তাই তাঁহারা ভারতবাসিদিগের [illegible] হইয়াছেন। মহাত্মা লর্ড ক্যানিং ও তদ্বংশীয় ভারতীয় চরিত্রের এই নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আজ তাঁহাদের ক্যানিং-মের নাম ভারতে ইংরাজ শাসনকর্ত্তৃগণের গৌরবময় করিয়া রহিয়াছে। মনকষ না করিয়া কেবল বিদ্বেষভাবে ভারতবাসিকে দেখে রাখ যায় এই জন্য [illegible] ক্যানিং [illegible] বুঝিতে [illegible] ভারতবাসিগণের [illegible] প্রদর্শিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, লর্ড ক্যানিং যদি সেই ভাবে কার্য্য করিতেন, সেই স্থায়ীত্ব ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হইত না। লর্ড ক্যানিং যে ইলবার্ট [illegible] আমাদের বিরুদ্ধে সেই ভীষণ সময়ে অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারী আমাদের যথোচিত [illegible] করিয়াই [illegible] সেই সকল ইংরাজ [illegible] সিপাহী [illegible] ভীষণ আগুন ইংরাজ [illegible] [illegible] ছিল, তাই [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[redacted]

আশিয়া পড়িতে থাকে। এ সময়ের কথা হইতেছে না। ইহাতে কেবল, কেবল তাহাই বলা হইল। এইরূপে বহুক্ষণ নীচে আসিয়া এবারের মত স্থির হইল। পর্বতের উপত্যকা অবলম্বন করিয়া এই নদী বহুদূর নীচে পর্যন্ত আসিয়াছে। উপরে যে রেখা আঁকা হইয়াছে তাহা নদীর গতি নির্দেশ করিতেছে। ঐ রেখা ধরিয়া আমরা নদীর উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত যাইতে পারি। কিন্তু তাহা হইলে আমাদের অনেক অসুবিধা আছে। আমরা যে-কয়দিন বরফের নদীর উপরিভাগ দিয়া যাই। কখনও বা বরফের নদী ভাঙিয়া তাহার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। সে স্থানে বরফের নদী অত্যন্ত বন্ধুর হইয়া পড়ে। কোথাও বা বরফের নদী ভাঙিয়া অসংখ্য খাদ হইয়াছে। সে খাদ কোথায় কতদূর পর্যন্ত গিয়াছে তাহা কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। এই সকল খাদের মধ্যে পড়িলে আর রক্ষা নাই। বরফের নদীর উপরিভাগ দিয়া যাইতে হইলে এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। বরফ কুঠারের আঘাতে যে স্থানে এক প্রকার চক্ষু সহ্য হয় সেই স্থানে পা ফেলিয়া যাইতে হয়।

যখন চতুর্দিক নদীর মধ্যে হইয়া নীচে আসিয়া আশ্রয় করিলাম। তখন বেলা বলিয়া বোধ হইল, তাহার কিন্তু তখন সন্ধ্যা হইতে অনেক বিলম্ব আছে। এখানে বরফের নদী নাই। কিন্তু বরফের নদীর উপরিভাগ হইতে যে সকল ক্ষুদ্র নদী সকল আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে, তাহারা এখানে বড় বড় পাথর আনিয়া ফেলিয়াছে। এখানে পাথরের অভাব নাই। বরফের নদীর উপরিভাগ হইতে যে সকল ক্ষুদ্র নদী সকল আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে, তাহারা এখানে বড় বড় পাথর আনিয়া ফেলিয়াছে। সে পাথর কোথাও বা পর্বতের মত উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা সমতল ভূমির ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে। এখানে বরফের নদীর উপরিভাগ হইতে যে সকল ক্ষুদ্র নদী সকল আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে, তাহারা এখানে বড় বড় পাথর আনিয়া ফেলিয়াছে। সে পাথর কোথাও বা পর্বতের মত উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা সমতল ভূমির ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে। এখানে বরফের নদীর উপরিভাগ হইতে যে সকল ক্ষুদ্র নদী সকল আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে, তাহারা এখানে বড় বড় পাথর আনিয়া ফেলিয়াছে। সে পাথর কোথাও বা পর্বতের মত উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা সমতল ভূমির ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে।

[redacted]

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

১৮৬৪। ২১ এ ফেব্রুয়ারি।

বিচারপতি সিম্পি।

আবাসবলয়া বস্থ (মাতা) বনাম ফোরেস (অভিযোগী) আসামীপক্ষের অভিযোগী।

আদালত মন্তব্য।

যদি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আদালতে যদি কোন বিষয়ের জন্যআবেদন দিয়ে করিয়া থেকে, আমার মত তাহার কোন না কোনরূপে আমারই সেই বিষয়ের আবেদনের অধিকার আছে বলিয়া গ্রাহ্য করিতে আবেদন।

আবাসবলয়া বস্থ ও আবেদনকারী কোম্পানীকে একটি চুক্তি হয়, কোরেস সাহেবকে চুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে বলেন এবং একরার লিখিয়া দেন যে, যদি ঐ চুক্তি অনুসারে কার্য্য করিলে ক্ষতি হয়, তিনি কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ ও রক্ষা দিবেন। কোরেস এক রাজার, তিনি সাহেবে আবাসবলয়া ও অন্য অধিবাসীর চুক্তি করিয়াছে। তিনি ঐ চুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে লাগেন। সেবে কোম্পানি বন্ধ হইল। বাদী কোরেসের নামে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা আনিল করেন। কোরেস উত্তরে এই কথা বলিয়া যে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবার সেখাপড়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তখন বাজার বড় খারাপ হয় এবং তখন কোরেস বুঝাইতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি ঐ চুক্তির এক আর একজন অধিবাসীর নিকট পাইবেন না।

আবাসবলয়ার বিপক্ষে আমানুসার উপস্থিত হইলে এটর্ণিজেনারেল সিক্‌ডনহি এই স্থির করিয়া যেন যে, কোন মুদ্রিত্বান অধিবাসী যদি কোনে যে বিষয়ে চুক্তি করিয়া থাকে, তাহার সেই বিষয়ের আবেদনের অধিকার আছে।

ইংলণ্ডীয় সমাচার।

১৭ ই ডিসেম্বর। ফ্রান্সিসদেশে এখন হইয়াছে যে, পার্লিয়ামেন্টের অধিবেশন বসাইবার পরিবর্তে সম্রাটের ইচ্ছা হইয়াছে। ইহাতেও ২ই পক্ষ লোক খুব সন্তুষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল কারণে ৫ই তারিখে ভারত হইয়াছে।

[illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

১৮ ই ডিসেম্বর। ফ্রান্সিসদেশে [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

১৯ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২০ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২১ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২২ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২৩ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২৪ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী বিজ্ঞাপন।

মাদক দ্রব্যবিক্রয় বিষয়ক।

১১ ই ডিসেম্বর ১৮৬৪। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

[illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

১২ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

১৩ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

১৪ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

১৫ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

১৬ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

১৭ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

১৮ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

১৯ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২০ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২১ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২২ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২৩ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২৪ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২৫ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২৬ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২৭ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২৮ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

২৯ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

৩০ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

৩১ ই ডিসেম্বর। [illegible] ঐ তারিখে সমাটের [illegible]

বিবিধ সংবাদ

[illegible]

[illegible] সম্পাদক মোহাম্মদপুরে প্রত্যাগমন করিয়া [illegible] করিয়া [illegible] বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

২। আহারে পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রীর অভাবে দীর্ঘ দিনে অত্যধিক পরিশ্রম নিবারণের ও রোগাদি নিবারণ হয়।

৩। মিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় লিম্বুতে পুষ্টিকর এবং সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিবে পরে সেবনে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হইয়া জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মেজাজ প্রফুল্ল হয়। পরমবন্ধুর ন্যায় উপকারী।

৪। বিভিন্নরূপ মরুময় পানে পিপাসা ও ক্লান্তি নিবারণ হয়।

৫। দাঁড়ি হয় ভাল পূর্ণ অর্থের লোকের উপকার হয়।

৬। পকেটে পাকস্থলীস্থ করে বিশেষ অতি পূর্ণ হয়।

অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] লিখিত লিখিয়া পড়িয়াছিলেন যে মহিলাগণ নিজ-নিজ গৃহে অবসর সময়ে নিরক্ষরা দেবী উপার্জনের অনুষ্ঠান ও শিক্ষা ও মহিলাগণ মহাশয়া ছিটেফোঁটার [illegible] আবশ্যক [illegible] প্রকাশের আবশ্যক [illegible] [illegible] উপরোক্ত [illegible] [illegible] [illegible]

পড়িয়া থাকে, সোই মাঠোয়ারে কিনারা করার বালকের বিদি হয় না, ইহাতেই অনুমান হয় যে সেকেই পড়িবার সে ব আই। বিশেষ প্রমাণ এই যাহার উদরে একখানিও পড়িল, আইসে না। তবে পরে ঐ সকল ছেলেরা ... কেহ কেহ ... আবার ... কেহ ... কেহ ... কেহ

সংবাদপ্রভাকর পত্র।

অমরকারী।

সংবাদপ্রভাকর পত্র।

যেন আমাদের দেশের অনেক উপন্যাসের নায়ক, কিন্তু তিনি এত গুণে ভীষ্মকে পরাস্ত করিতেন যে ভীষ্মবিনাশের পর যেন পাণ্ডবেরা সুখে নিষ্কণ্টকে রাজ্যশাসন করিতে পারিতেন তাহাকে সেইরূপ করিয়া রাখিয়াছি। তাহার পর একজন ব্রাহ্মণ ও এক শূদ্রকন্যার বিবাহ হয়। তাহার পর একজন ব্রাহ্মণ ও বিধবার বিবাহ হয়। তাহার পর একটি শূদ্রকন্যার বিবাহ হয়। তাহার পর একটি ব্রাহ্মণ

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

অনুপমাখ্যান কাব্য।

শ্রীবিজয়চন্দ্র বসু প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল লাগিবে না।

"অনুপমা বর্ণন কাব্য" দেখিবার প্রত্যাশা করিয়া এ গ্রন্থখানি ক্রয় করিবেন না। ইহাতে কিছু পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। অথচ এখানির ঐতিহাসিক ঘটনা পরিবর্ত্তে আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে। ০ ০ কর্ণাবর্ণে পুরাবৃত্ত-প্রবন্ধ পুরাতন ও অর্বাচীন ভাবসম্বন্ধে পাঠিক উপন্যাস ও নভেলের রচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রবন্ধ ও বিভীষণ অর্থে আখ্যায়িকাবলীর আদর ও বিশুদ্ধরূপের রচিত ভিন্নার পরম্পরে আদর ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থবিস্তারের রচিত মুদ্র ও ব্যবহার পরাজয় ও আদর বিস্তার ঘটিয়াছে। ইহা প্রমাণ নির্ণয়িত হইয়াছে।

সৈরন্ধ্রিনী উপন্যাস।

শ্রীভবশঙ্কর গোস্বামী প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল লাগিবে না।

প্রথম সোমপ্রকাশ আফিস। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ
এবং আর সকল পুস্তকালয়ে আছে। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স।

DR. NANDALAL MUKERJI'S
CURATIVE MEDICINAL FOOD.

This is an excellent medicinal food quite agreeable to the taste. It possesses great nutritive and blood purifying qualities. It is an alterative and tonic to Scrofulous children, an emmenagogue to women of cachetic constitution, effected with irregularities of the Catamenia, leucorrhœa and other functional and organic diseases of the Uterus and Ovaries in children, in Piles, in Spermatorrhœa, in phthisis, in Albuminuria, in Diabetes in Chronic Cutaneous diseases and in debilitated Scrofulous patients, it is invaluable.

Price Rs 2-8 Per Phial.

VITAL ELIXIR.

It holds no high regards for the cure of Puerperal fever accompanied with Diarrœa or Dysentery, Loss of appetite, Nervous debility and disinclination for work. As a general tonic, it imparts vigor, stimulates nutrition, and deepens the color of the human system. It acts daily on the [illegible]

ANTI-HYSTERIC PILLS.

These invaluable pills are highly beneficial in cases of Hysteria, Restlessness of mind, Insanity Apoplexy, Epilepsy, and Bodies to commit suicide.

Price Re 4 Per box.

THE SUBEDAR DISPENSARY,
BHOWANIPORE,
Calcutta.

OLD EYES MADE NEW !!

Spectacles and Surgical operations rendered useless

By throwing away your rock Pebble lenses,
Bavaria & Italian Crystals,
FOR THE CURE OF ALL
EYE DISEASES.
By Dr CHASE'S INDIAN DROPS

A soothing and strengthening 'Eye-water,' or lotion for the eyes, is one sure cure to cure permanently weak, congested or inflamed Eyes, Inflammation of the Eyelids, watery and overworked Eyes, Intolerance of light, Obscurity of vision, Cataract, Eyes, Far and Short-sightedness, Weakness of the retina and optic nerves &c. and the worst diseases of the Eye

It is Entirely a new scientific discovery containing many of the most powerful restorative agents in the vegetable kingdom. Instead of cutting out the cataract and thus causing intense agony to the patient it can now be gradually washed out by a few days applications. By applying one Drop of Jordan in the Eye three daily the muscles are revitalized, and invigorated, the circulation of the blood in the capillary vessels controlled the paralysed nerves expanded and the cause of the difficulty speedily removed. Its beneficial effects are experienced from the very first application, it subdues all pain and inflammation immediately. Best or Oculists or Doctors that have failed in many cases Dr. Chase's Jordan Drops has cured them successfully. Test and you will be convinced.

For Bottle Light ... 4 ... 0 0 0
" Small 2 8 0
Invaluable Alterative ... 1 0 0

[illegible] CERTIFICATE OF CURES.

[illegible] OPTHALMIC [illegible]

[redacted] Expedition which accompanied the small bottle I-Rid there is decidedly one improvement to the better, the seeing of smoke from the Eyes has ceased, the inflammation of the Eyelids has disappeared and the excessive pain in the Eye-Ball has been relieved

(Sd.) T RAMAGOPAUL NAYUDU, PLEADER

Wanted 1,000 Agents for every City & Town

VAN ETTEN & Co

CALCUTTA.

উরুণ তাপসী।

(অথবা প্রমাদকারী বা পরিচিতা।)

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত প্রণয়ী সংসার-বাসিনী এবং প্রমোদ-প্রমিলার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেম কাব্য। মুখচ্ছবি বিশেষ ও অন্যের ঘর, ইহাই এ গ্রন্থকারের সর্ব্বপ্রথম এবং পরিচয়ক্ষি শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিনী; এ ভাবের মূল্য ১ এক টাকা। মাশুল ৫ পাঁচ আনা ভিপিতে পাঠাইলে ১৫ আনায় পাইবেন, ইহার কম মূল্যের ভি পি পাঠান যায় না।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত

মৃত সঞ্জীবনী সুরা।

এই সুরা বাত, বাত রক্ত, হৃৎপিণ্ড, বায়ু দৌর্ব্বল্য রোগ, মন্দাগ্নি, বহুমূত্র পরিপাক, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ও অম্লপিত্তের বিকার, অনিদ্রার রোগে অত্যন্ত উপকারী এবং সুরাপান রোগী ও অধিক ব্যক্তিদিগের পক্ষেও উপকারী। কলিকাতার শ্রীযুক্ত ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবিরাজের নিকট প্রাপ্তব্য। ৩০ ত্রিশ দিবসের মূল্য ৪৲ টাকা। আর ই ত্রিশ দিবসের মূল্য চারি টাকা। বিদেশে ঔষধ পাঠাইতে হইলে মাশুল স্বতন্ত্র। আমা অতিরিক্ত পাঠাইলে অবশিষ্ট পয়সা পোষ্টে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। রোগ ও রোগীর অবস্থার অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত প্রেরিত হইবে।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয়ের ঔষধালয়।

[illegible] এই বিদ্যালয় বিনা [illegible] ঔষধালয়ে [illegible] কবিরাজ মহাশয় [illegible]

এই ঔষধালয়ে [illegible] ঔষধ প্রস্তুত হইয়া [illegible] ঔষধালয়ে [illegible] ঔষধ [illegible] ঔষধালয়ে [illegible] ঔষধ [illegible] ঔষধালয়ে [illegible] ঔষধ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সোমপ্রকাশ।

২৯ শ খণ্ড। "মতমতা" মনুষ্যত্বিদ্যালয় পারিত্র মতমতী পরিচালনী ঈশ্বরা। ৭ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহিত ৩ টাকা। বার্ষিক মূল্য ১ টাকা ৮ আনা ডাকমাশুল

১৯ সাল ১৫ ই পৌষ। ইং ১৮০৪। ২৯ এ ডিসেম্বর।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, ডাকমাশুল সহিত ৩ টাকা মাত্র মফস্বল বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

বিশেষবিজ্ঞপ্তি।

অগ্রহায়ণ মাস সোমপ্রকাশের জন্মমাস। এই সময় হইতে গ্রাহক মহোদয়গণ নিয়মানুসারে অগ্রিম মূল্য দিয়া আমাদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে সানুনয়ে অনুরোধ এই যে তাঁহারা এই সময়ে স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। অল্প মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিজ্ঞাপনদাতারা সাধারণের জ্ঞাতার্থ জানিতেছেন, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

বরদাপ্রসাদ বসু, কলিকাতার দক্ষিণ সেণ্ডারিয়া [illegible] নং ভবনে, বেলা ২৪ পরগণা।

[illegible] সোমপ্রকাশের মূল্য বাদে [illegible] বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে [illegible] ডিপজিটারিতে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্র বা ঔষধালয় হইতে পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে সাধারণকে জানাইতেছি, যাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণনা করিয়া পত্রের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিবসের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা।

এখন দেখিয়া যে সকল ব্যক্তিরা বিজ্ঞাপন দিবার আবশ্যকতা করিবেন, তাহা হইলে বিনামূল্যে তালিকা পাঠাইব। তালিকা পাঠাইবার মূল্য এক পয়সা পাঠাইবেন।

আমাদের ছাপাখানায় পত্রের শুদ্ধাশুদ্ধ করিয়া দিবার পরিশ্রম ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের জন্য অনুচ্চ বাহুল্য মাসুল আনা সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ ছাপাখানায় সুন্দরক্রপে ছাপার [illegible] আছে। ইচ্ছানুরূপ ছাপাখানার পত্র লিখিলে বিশেষ ছাপার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

বাণিজ্য।

কৌরবাদী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল [illegible] ১৮৮৭ সালের ১০ আইন) অনুসারে [illegible] আইন অনুসারে, ১৮৮৪ সালের ৩ আইন।

শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্ত ও ঐ ভাগিনেয়।

কলিকাতা, মধে, মান্দ্রাজ, বোম্বাইয়ের [illegible] ডাইরেক্টরের সমক্ষে [illegible] বাবসা করিতেছে।

ফ্রাঙ্কো ষ্টেশনে [illegible]

দেশের ভরসা [illegible]

ডিপজিটারি পরীক্ষায়ন্ত্রসমূহের [illegible] তাহা টেষ্টিমনি সার্টিফিকেট [illegible] সম্বলিত ডিপজিটারিতে ২৭ নং [illegible] ডিপজিটারিতে এবং সমস্ত [illegible] ষ্টাই নং ২২৯ মোকামে পাঠাইবেন।

কাশীধাম ও উৎকলদর্শন স্টীমার।

বাঙ্গালা ১২৯৭ সালের [illegible] ১৮৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি হইতে, কাশী প্রভৃতির পথে [illegible] স্থান একরূপ করিয়া বৎসরে ১২ বার [illegible] হইবে। ডাকমাশুল সহিত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও এই অগ্রিম মূল্য দিলে এক বৎসরে ১২ বার [illegible] পাইবেন। প্রত্যেক বারের [illegible] টিকানায় ও যাত্রির বিষয় মূল্য প্রেরণ করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণনাথ বসু অপারেশন।

কাশী, বরাহনগর।

GAUMAULT & CO.

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS RUE VIVIENNE. 8 PARIS

[illegible] ঔষধ ব্যবসায়ের বৃদ্ধি, [illegible] ঔষধের [illegible] আমদানি হয়।

[illegible] ঔষধি উক্ত পীড়ায় এ [illegible] ব্যবহার করিয়াছেন।

এই বিষয় ব্যবহারে [illegible] যন্ত্রণা [illegible] হয় এবং [illegible] ঔষধ [illegible] ব্যবহারে [illegible]

[illegible]

[illegible] ঔষধালয়ে [illegible] পাওয়া যায়।

[illegible] কোম্পানির পরাণা।

[illegible] পীড়া [illegible] ঔষধ [illegible] বিশেষ উপকারী। [illegible] ব্যবহার করিলে [illegible] হয়। [

[illegible] ৯৯ [illegible] ১২৯৯ [illegible] ১৯ [illegible] ১৯ [illegible] ১

জ্ঞানশিক্ষার আধার (মনুষ্যের শিক্ষার অন্তর্গত)। এতদ্ভিন্ন হইতে, শিক্ষক হইতে, অবস্থা হইতে, আলোচনা হইতে, অনুকরণ হইতে যে শিক্ষা লব্ধ হয়, তাহার সহিত অধ্যয়ন জ্ঞানের সম্বন্ধ আছে এবং প্রত্যেক শিক্ষাকেই বিদ্যাশিক্ষা বলা যাইতে পারে। বিদ্যা এবং শিক্ষা যেমন একার্থক নহে, এক একটী বিষয় এক একটী বিদ্যা। স্বতঃশিক্ষা বা আত্মশিক্ষা বলা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সাধিত হয় বা যাহা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়। অনুকরণ শিক্ষা—যাহা অপরের দেখিয়া শিক্ষালাভ হয়। পরিবারবর্গদ্বারা শিক্ষা বা বহুবর্গদ্বারা শিক্ষা—এতদ্ভিন্ন হইতে যেরূপ যে প্রকারে শিক্ষা পাওয়া যায়। এক্ষণে এতদ্ভিন্ন বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে কবির কোন না কোনটী শিক্ষা আবশ্যক; সুতরাং শিক্ষার অভাবে বহুস্থা কবি কি—মনুষ্যই হয় না। কবির বর্ণিতব্য অন্তর্গত নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। কার যাহা দেখিবেন, তাহার সমালোচনা পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। কবির মন উন্নত ও প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। ভোগ প্রধান কবির ধরা ভালরূপ বোঝা উচিত, পরে অপরকে তাহা বুঝাইলে শোভা পায়। উক্ত শিক্ষা অন্যের সময় নির্দ্দেশের স্থান বিশেষে অন্তরূপ লক্ষ হইয়া যায়। অশিক্ষিত কবি ও বহুশিক্ষিত, দুই উভয় সমান। কবি আকৃষ্ট না হইলে অন্য কবির অন্তঃকরণের অভিপ্রেত মর্ম্মে প্রবেশ করে না বা আদৌ ইহার অন্তর্নিহিত ও বিশদভূত পথে বিচরণ করে। অনেক কবির শিক্ষাবস্থির অভাবে নানা দোষ, ভ্রান্ত পথ বিচরণ করিয়া পড়ে। কবিদের আধিপত্য বহু চর্চ্চার অধীন; কবিদের আধিপত্য অধিকাংশ কবিকে কবি বলা যায়, অন্যথা কবিতা প্রবর্ত্তনকারী অনেক কবিদিগকেই কবিনামাভিধায়ী না কবি পদাভিধেয় বলা যাইতে পারে। যেই যেই কারণে কবিত্বশক্তি স্বতঃ আবির্ভূতা হয়না উহা বাহ্য করণীয়। কারণ, কোন বিষয়ে যদি চর্চ্চার অভাবে কখন স্বতঃ আবির্ভূত হয় না; উত্তেজনার অভাবে হয়ত পরিশেষে উক্ত চর্চ্চার কথা পরিস্মরণে স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। কবিত্বশক্তি আদি কারণ বীজরূপে প্রকৃতি কোন মনুষ্যকে স্বতঃ দান করেন। কবি হইবার বয়সে যেমন কোন মনুষ্য কবিতা, অনুপযুক্ত সময়ে কখন কোন মনুষ্য এতদ্ভিন্নে কবিত্বের প্রাদুর্ভাব করিতে পারে না।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

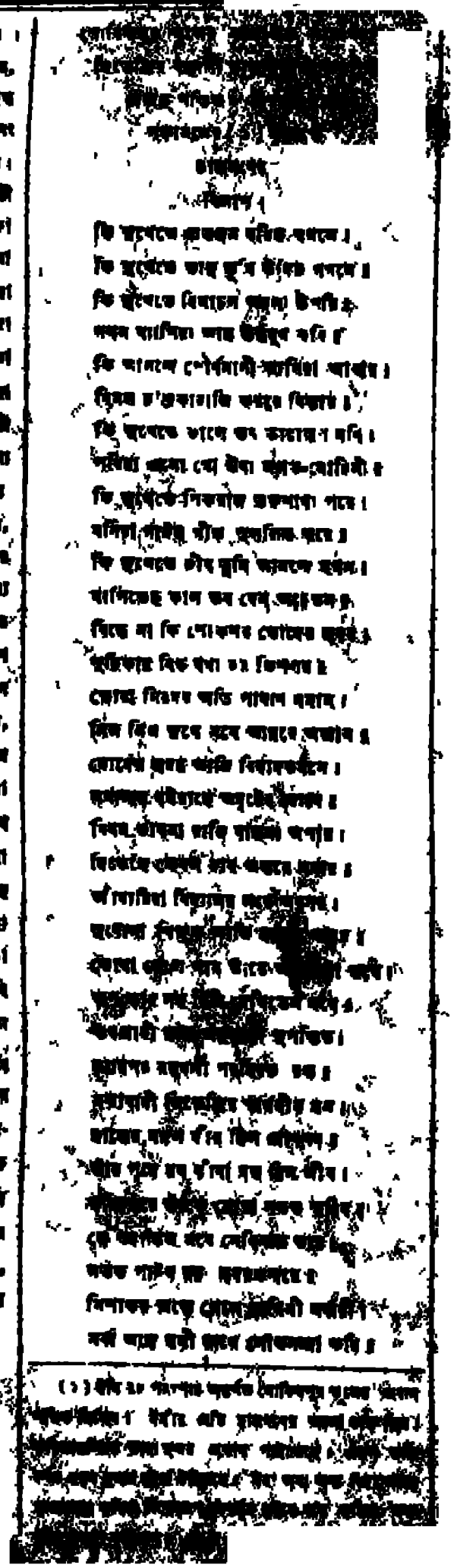

বিলাপ।

কি দুঃখেতে প্রাণসখা ত্যজিনু তোমারে।
কি দুঃখেতে তাহা দুঃখ কহিব কাহারে॥
কি দুঃখেতে বিধাতার লিখন উলটি।
নবীন যৌবনে আমি হইনু দুখিনী॥
কি আনন্দে পৌর্ণমাসী আসিবে আবার।
বিনয় চাঁদের কাছে কহনু বিস্তার॥
কি দুঃখেতে তাহে তব করোনা কহি।
ভাবিয়া দেখনা যে উহা মনের দোষিনী॥
কি দুঃখেতে শিবরাত্র উপবাসী পরে।
বলিয়া পাঠাই বীজ তুলসির তরে॥
কি দুঃখেতে চাঁদ তুমি আসনে বসিয়া।
বাসিলেছ ভাল তব যেন অনুকূল॥
কিন্তে না কি লোকের ভোগের ভূমিতে।
ভূমিকায় বিক যথা হয় নিশ্চিতে॥
ভোমা বিনে সব আমি পাষাণ সমান।
বিনা বিষ ভবে ভবে আছয়ে অজ্ঞান॥
ভোগের প্রবর্ত্ত আমি নিবারকহীনে।
অনাথার পরিত্রাণে অধুনা বিহনে॥
বিনয় বাঁচায় আমি পাইনু অনাথে।
বিনয়ের প্রেমরসে আছে অনুরাগে॥
অনাথিনী বিনয়ের অনাথিনীপনে।
ভাবনা নিবারণ আমি করিনু যতনে॥
ইহারা পুরুষ নয় তাহে [illegible]
অনাথার পক্ষ [illegible]
অবলারি [illegible]
ভূমিকায় মনুষ্যেরা পরিচিত হয়॥
ভূমিকায় বিনয়ের আমিনীর ধন॥
ভাবিয়া দেখিনু আমি তিন প্রকারে।
বীজ পুষ্প ফল তাহা সব ভিন্ন ভিন্ন॥
[illegible]
যে অবধি এবে সেবিনাম তারে।
অবধি পাইনু ফল ভবসাগরে॥
বিনয়ের সঙ্গে ভোগ হইনু বর্জ্জিতা।
অর্থ আমি বড়ই ভাবে প্রতিজ্ঞা করি॥

(১) ইহার ২য় পংক্তির অন্তর্গত [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

১৫ই পৌষ রোববার।

[illegible] পূর্ণ সভিবার [illegible] পরিবর্ত্তিত [illegible] পরিবারে [illegible] ব্রাহ্মসমাজ [illegible] ব্রাহ্মসমাজ [illegible] পরিবারে

আপত্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। চন্দ্রশেখর বাবু উকীল শ্রেণীর অগ্রণী, তাঁহার ব্যবহারে সমাজের অনিষ্ট হয়, এমন হাইকোর্ট বিবেচনা করিবেন না। তাঁহার নিয়োগে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

পাওনিয়র সম্বাদপত্র [illegible] বলিয়া বোধ হয় না। [illegible] যাহাতে [illegible] করিয়া একটী সুদীর্ঘ সমালোচনা [illegible] করিয়া ও সমালোচনায়, পাওনিয়রের দুই মূর্খ [illegible] একদিনে খুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু [illegible] পাওনিয়রের পূর্ব্বে [illegible] ছিল। মধ্যে এক [illegible] পাওনিয়র [illegible]

[illegible] পরিবর্ত্তন করিয়া বড় অন্যায় ব্যাপার, সেজন্য পাওনিয়র বলিয়াছিলেন যে সভ্য ব্রিটিশ জাতি কখনই বিশ্বাস [illegible] যে মুসলমান উপন্যাস [illegible] তাহা পরিহাসচ্ছলে লেখিতে পাইয়া বুদ্ধিমান্ পাঠক এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে ভিন্ন রাখিয়া আবশ্যকমতে গঠন না করিলে আমাদের ইংরাজ প্রভুদিগের মানসিক অনিষ্ট হইবে। তাহা হইলে তিনি আত্মশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এ কথা পাওনিয়রের মুখে এ কথা শুনিয়া আমরা যত না বিস্মিত হইয়াছিলাম, তদপেক্ষা অনেক অধিক আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাওনিয়র এই সুন্দর স্থানটী পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি পুনরায় পূর্ব্ববৎ আক্ষেপ সহকারে বিদ্বেষী সম্পাদকের পৃষ্ঠপূরণ করিতেছেন।

কলিকাতার পরিচয় করিয়াই মুসলমান রাজপ্রতিনিধি [illegible] কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সভ্যগণের নিকট হইতে একখানি অভিনন্দন গ্রহণ করেন। তিনি এরূপ পাপ কাজ করিয়াছেন দেখিয়া পাওনিয়র পত্র বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। অতএবপক্ষে রাজপ্রতিনিধির প্রতি অভিনন্দনপাঠ করিতে ত্রুটী করেন নাই। পাওনিয়রের এ কথা মনে রাখিবেন যে সভ্য ইংরাজিনবিস বিদেশ [illegible] এইরূপ শ্রীচরণে আশ্রয় করা [illegible] পাইয়াছিল [illegible]

মান্য আলমাস্তের দোষের পাওনিয়রেই প্রবেশের পর শুদ্ধই পরিচয় হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি শ্রীল উইলের নিবারণের কলিকাতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা [illegible] বিষয় সম্বন্ধে [illegible] করণ কলিকাতা সেরূপ যে জিহ্বানাথ বাবুকে চটাইতে পারেন নাই তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জিহ্বানাথ বাবু যাহাদের লোক, এই জীবন প্রতিযোগিতার সময়ে সিভিলিয়ান কলিসমাজের মধ্যে তিনি নীচ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহার মত শ্রেণী ছোট আর কেহ নাই। জিহ্বানাথ বাবু রুষ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন, তাহাতে কলিকাতাবাসিদিগের মনোভাব প্রকাশই হইয়া গিয়াছে, আমাদের কোন বিশেষ আপত্তির কারণ নাই। তবে কাগজপত্রে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ইডেন সাহেব এ সম্বন্ধে ঠিক ন্যায়ের সোপানপথ ধরিয়া চলিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

পাঠকগণের অবিদিত নাই যে কিছুকাল হইল কলিকাতার কয়েকটি অবলম্বন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটী সংস্কৃত বিদ্যুপের ব্যাখ্যা ও প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর নূতন উপন্যাস দেবী চৌধুরাণীতে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া গিয়াছিলাম। তৎপরে নূতন মাসিকপত্র প্রচারিত প্রকাশিত হইলে, তাহাতে বঙ্কিম বাবু ইংরাজ বিদ্বেষী বাঙ্গালীর কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ করেন, তৎপরে [illegible] বিদ্বেষ [illegible] প্রকাশ [illegible]

[illegible] প্রবন্ধে [illegible] ভাবদর্শিনী পত্রিকায় [illegible] হয়। [illegible] সংখ্যায় [illegible] উহার একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটী [illegible] বাবু আদি [illegible] সমালোচনা [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] ভাবে, [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বেতনে বৈদেশিক বিভাগে, সেইরূপ পূর্ণ বিদ্যা [illegible] উচ্চতম পদগুলি ইউরোপীয়দিগের একচেটিয়া হইয়া আছে। কিন্তু এদেশের ইহা নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চীর্ণ ছাত্রগণকে একবারে বঞ্চিত রাখা যাইতে পারে। সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট এই বিভাগের কতটা অল্প বেতনের কর্ম্মের দ্বার দেশীয়দিগের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন। কিছুকাল পরে দেখা গেল, ইংরাজের এদেশীয় কর্ম্মপ্রার্থীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় ক্রিশ্চিয়ানদিগের কলেজের ছাত্রগণই প্রায় এই সকল পদ পাইতেছেন। এই কারণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের মধ্যে ঘাঁহারা এই নিয়ম করেন যে, আর ভারতবাসিদিগের অপর কেহ এদেশের ইঙ্গিনিয়ারিং বিদ্যালয় সমূহের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ সকল পদ পাইবে না। তাহারিগকে বিলাতে গিয়া তথায় তুপারভিসিয়স বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষীয় পূর্ত্তবিভাগে প্রবেশ করিতে হইবে। এইজন্য কোন কোন ক্রিশ্চিয়ান সমাজ আপনাদিগকে এদেশের লোক বলিয়া পরিচয় দান করেন। ইহারা ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের এই বিধিকে বিশেষ আঘাতের কারণ বোধ করিয়াছেন। ইহা বোধ করিয়া যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথমে মুখে ইহা বলা হয় তাহার সমুদয় উচ্চীর্ণ ছাত্রদিগের জন্য মুখ্যরূপে প্রধানতঃ পদ নির্দ্দিষ্ট ও বিশুদ্ধ শ্রেণীর ও ক্রিশ্চিয়ান ইতর সমাজের লোকদিগকেই এই সকল পদপ্রার্থী হইয়া পরীক্ষা দিবার অধিকার দিতে রাজি নহে, এই মর্ম্মে ঠোট সেকেটারীকে [illegible] ঠোট যে ভারতীয় মুসলমান [illegible] বিদ্যালয় সমূহের [illegible] ভারতবর্ষীয়

[illegible] পরীক্ষা বিষয় [illegible] পরবর্ত্তীকালে [illegible] সেইজন্য ইহাতে [illegible] নাই।

গত সেপ্টেম্বর মাসান্তে [illegible] প্রতিনিধি মহাশয় [illegible] প্রভৃতি কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে উক্তপদাভিষিক্ত লর্ড মুসব সাক্ষাৎপ্রার্থিনিধি রিপণ উপস্থিত হন। মহারাজ মহীয়াসোরের অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করেন। অভিনন্দন অনাবশ্যক; তথাপি তাহার সঙ্গে [illegible] ছিল। [illegible] অভিনন্দন পাঠান্তে তিনি তাহাতে [illegible] শাসন সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন, তাহাই যে কোন [illegible] বলেন। তিনি সাধারণতন্ত্রের অধীনস্থ সমাজ ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছেন। লর্ড রিপণের বন্ধুত্বাদির আকাঙ্ক্ষা আছে। এই সকল বন্ধুতার দ্বারা তিনি যে অধিক সময় এদেশীয়দিগের সমাজে ও রাজনীতিতে অতিবাহিত করিবেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

[illegible] সাধারণ সভায় [illegible] নিমন্ত্রণ করেন। [illegible] অনুরোধ। মহাপতি [illegible] সম্বন্ধে [illegible] এই অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করিয়াছিলেন তাহার সভায় অভিনন্দনপত্র অপেক্ষা দীর্ঘ, এবং [illegible], [illegible], মাঁ'মহেটের মাজিষ্ট্রেটী কার্য্যে ও বিচার কার্য্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রদর্শন, শুশ্রূষার নিকট, এদেশীয়দিগের [illegible] অতি [illegible] বিষয়ের উল্লেখ ছিল। মাদ্রাজিদিগের [illegible] এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার [illegible] তাহা [illegible] পরের উত্তর বিবরণে, তাহা [illegible] বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। [illegible] পরের উত্তর বিবরণে, তাহা [illegible] বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। [illegible] তিনি [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]

পুরের মহাসভোপলক্ষে[illegible] বাইবলিয়ে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আর্য্য বর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রায় তিন চারি শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সমক্ষে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যতগুলি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন—যেরূপ তর্কের অবতারণা করে এবং যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাহাতে অল্পতঃ সংক্ষেপে প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করা উচিত। কারণ, সাধারণ সমক্ষে যখন কিছু মাত্র বক্তৃতা করা হইয়া থাকে তখন সাধারণ শ্রোতৃবর্গের জ্ঞানোন্নতির জন্য তাহার যথাসম্ভব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন [illegible] বলিতেছেন—[illegible] প্রেম, আর্য্যজাতি প্রেম, আর্য্যই শ্রেষ্ঠ। আমাদের [illegible] মনুষ্য [illegible] কিরূপ [illegible] এই [illegible] আর্য্য জাতিকে সভ্যতম করিয়া তাহাদের বংশ [illegible] আর্য্যজাতি [illegible] পৃথিবীর অন্যান্য [illegible] অপেক্ষা [illegible] পূর্ব্বে কুমারের [illegible] শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন [illegible] করিয়াছিলেন। পৃথিবীর অন্য কোন জাতির কথা অদ্যাপি সেরূপ হয় নাই। এই ভিন্নটি বিষয়ই প্রকৃতপ্রস্তাবে গত ভাদ্র মাসের [illegible] সোমপ্রকাশ পত্রিকায় "প্রাচীন ভারতীয় ও ইউরোপীয় চিন্তার তুলনা" প্রবন্ধে সমালোচিত হইয়াছে। পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলে অধিকতর বুঝিতে পারিবেন।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বলিতেছেন—আর্য্যবর্ম্ম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, আর্য্যধর্ম্মের সমস্ত নিয়ম ও কর্ত্তব্যতা তাহার অধীন হওয়া। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর [illegible] বন্ধুত্বসম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থ। ধর্ম্মের উপর [illegible], বিজ্ঞানের উপর প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রধান। কিন্তু [illegible] প্রয়োজন হইলে—তবেই তর্ক [illegible] তর্ক [illegible] করা যে উচিত নিষ্প্রমাণ, তাহা কখন প্রামাণিক নহে। সুতরাং অনুমান ও বিশ্বাসের আশ্রয় [illegible] হইবে, অন্যথা [illegible] থাকিতে পারে না। যদি অনুমান বিশ্বাস কাহাকেও বিশ্বাস ও অনুমান করিতে অনুরোধ করে না। যুক্তি ও ঘটনাদ্বারে ধর্ম্ম—পরীক্ষা করে, প্রত্যক্ষ করে, গণনা করে; বিনা পরীক্ষায় সমস্ত [illegible] গ্রহণযোগ্য [illegible] বলিয়া [illegible] হয়, সত্যস্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, [illegible] অনিদ্য [illegible] বিজ্ঞানের এই উপায়, পাশ্চাত্যেরা যাহাকে [illegible] বলেন। এরূপ স্থলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আর্য্যধর্ম্মের পরীক্ষা এবং তখন উহার সত্যতা নাই, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

আর্য্যদিগের প্রত্যক্ষ [illegible] বৈজ্ঞানিক অভিপ্রায় ছিল, তাহাই দেখাইবার জন্য কুমার বলিতেছেন—রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় শরীরের তৈজস পদার্থের হানি হয়, তাহা পূরণ করিবার জন্য প্রাতঃকালে উষ্ণ মস্তক [illegible] হইয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকাপ্রদেশ স্পর্শ করিয়া "মমাস্থিমজ্জমাংসে" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বকে প্রণাম করিবে। এই আদ্য বিধানে দেখাইতেছে যে আর্য্যগণ বিজ্ঞান ভাবিতমস্তক ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন পূর্ব্বরাত্রি নিদ্রার অবসর। সেইজন্য প্রাতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকাপ্রদেশ স্পর্শ করিলে, ঐ অঙ্গুলি সংযুক্ত স্নায়ুবিশেষের তাড়িত পদার্থ নাসিকাপ্রদেশ দ্বারা শরীর গ্রহণ করিয়া তাহার তাড়িক অভাব পূরণ করে। সুতরাং মস্তক পূর্ব্বে তাড়িত পদার্থ আছে এ কথা স্বীকার করি, কিন্তু অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নাকের তলা দিয়া ঐ তৈজস পদার্থটী গ্রহণ করিয়া শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক তৈজসাভাব পূরণ করে, এ কথা কোন্ আর্য্যগ্রন্থে অবলম্বন হইয়াছেন অথবা কে না পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পুস্তকে পড়িয়াছেন? তাহার অনুরাগ ও পাশ্চাত্য নামটা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের জ্ঞান সোপানটা প্রশস্তিত করিয়া দিতে পারিত করিবেন।

আর্য্যদিগের দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক অভিপ্রায়ের বিষয়ে বলিতেছেন—আর্য্যেরা প্রাতঃস্নানের বিধান করিয়াছেন তাহারও কারণ নিদ্রাবসানে তৈজসাভাব পূর্ণ। কুমার যুক্তি দেখাইতেছেন—কোন লোক-যদি যে পরিমাণে অধিক পরিমাণে তাড়িত বা তৈজস পদার্থ আছে, তেজ না তাহে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হয়, সেইজন্য তৈজস পদার্থ অধিক। আর্য্যেরা শরীর লোমের দিকে অনুলোম দিয়া স্নান ও তাড়িক বর্দ্ধনের বিধান করিয়াছেন; তাহার কারণ অনুলোমে স্পন্দনাধিক্য সম্ভবে, সেইজন্য তাহাতে তৈজসাধান শরীরে ত্বরিত হইতে পারে না। প্রতিলোমার্থে নাকের তলা, অঙ্গুলির অগ্রভাগ, তাহাতে [illegible] যে অধিক পরিমাণে তৈজসাধান শরীরে [illegible] হয়। [illegible] আর্য্যেরা [illegible] তৈজসাধান শরীরে [illegible] বিধান করিয়াছেন।

[illegible] তাড়িত পদার্থ [illegible] তাহাতে [illegible] তাড়িত পদার্থ [illegible] তাহাতে [illegible] তাড়িত পদার্থ [illegible] তাহাতে [

[illegible]

[illegible] ঘরের [illegible] ঘরের [illegible] ঘরের [

এখনো কেহ কেহ পুরাণ ইতিহাস কথা শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে সকলেই সকল বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসু হন, সেইজন্য যেন মহাশয় বড় ও সারগর্ভ হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান 'সাগর পার হইতে অকাতরচিত্তে' করে আনিয়া দেশ উৎসন্ন দিয়াছেন" এই কথা বলেন। একথার উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাসবিচিত্রতানুসারে ঈশ্বরতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের বিষয় কোন্‌টি সমধিক হৃদয়গ্রাহী হইবে বিচার্য্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেকগুলি [illegible] বিষয় হইতে পারেন না। অথবা [illegible]—এ দোষারোপ অসঙ্গত বিবেচনা করি না, যে আর্য্যেরা ঈশ্বর সম্বন্ধে অতি উচ্চ ও বিশুদ্ধ ধারণা করিয়াছেন, ও তাঁহাদিগকে ঋষি ও ব্রহ্মজ্ঞানী বলেন তিনি [illegible]। কিন্তু আমরা বলেন আর্য্যেরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন বলিয়া [illegible] ঈশ্বরের [illegible] তাহাতে যিনি যে শক্তি [illegible] তিনি [illegible] উপাসনা করিতেন বলিয়াছি। [illegible] এই যে, আর্য্যেরা যদি সকল মনের [illegible] একেই উপাসনা করিতে পারিতেন, তবে [illegible] বলিয়া কেবল একমাত্র [illegible] ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতে পারিবেন না? যেন মহাশয়ের কথা এখন প্রণালীর হইয়াছে আমরা যখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেন, তখন ব্রাহ্মেরাও অবশ্য পাইবেন।

প্রথমে এ আপত্তি বলি—যিনি পূজ্যপাদেই অর্থাৎ দৈবত সম্বন্ধের আর্য্যবিষয়ে অভিজ্ঞ না হইলে তিনি কখনো এরূপ আপত্তি করিতে পারেন না। আর্য্যেরা ঈশ্বরকে একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেন, এ কথা যে কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন, তিনি আর্য্যদিগের ধর্ম্মের ইতিহাস কিছুই জানেন না। আর্য্যেরা যে সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহারা ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেন না, ইহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, তাঁহারা যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ঈশ্বরকে একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেন না। তাঁহারা তখন ঈশ্বরকে বহুদেবতা বলিয়া উপাসনা করিতেন। ঈশ্বরের এক এক শক্তি অনুসারে এক এক দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের

[illegible] আপনি আমাদের [illegible] আমাদের [illegible] আমাদের [illegible]

[illegible]

২। ব্যক্তিবিশেষে যখন [illegible] যখন মনোযোগ করিয়া দেখিবার তাহার চিত্রের চিহ্নের কাপড় কোথা হইতে উঠিয়াছিল। উহার অর্থ এই যে,ব্যক্তির চিত্রের কাপড় যেমন 'টান' দাগিয়াছিল, চিত্রের চিহ্নের কাপড় তাহাতে সেইরূপ 'টান' দাগিয়াছিল। 'টানে' কাপড় ঢলকে না। টানে ঢলকে। এই দুইটী কথা হইতে এই বুঝিতেছি যে তোম চিত্রিতের ব্যক্তিটিকে তাহার ব্যক্তির দিকে 'টান' এবং চিত্রের দিকে 'টান' পড়ে।

৩। বিশ্লেষের অনেক স্থলে নীলের ভাগ সুক্ষ্ম ভাবে যেন করিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে। অনেক স্থলের পরে দেখা যায়,যে সেই ভাগ একটু নীলের দিকে সরিয়া আসিয়াছে। যে সকল লোকের চিত্রে নীলের ভাগ বেশী ছিল,সে সকল বাঁকিয়া বসিয়াছে। ইহার একটি কারণ তাহাদের স্বভাব। তাহা তাহাদের কিঞ্চিৎ সুক্ষ্ম। প্রীতির সময় স্বভাবতঃই সাধারণ মিশ্রণানুসারে হাতের আয়তন একটু বাড়ে। নীলাংশ যখন আসিল তখন আয়তন সঙ্কুচিত হয়। বাড়িবার সময় তাহার একভাগ আসল হাতের মূলে যায়। সঙ্কোচের সময় এতগুলি আসল হাতের মিলিতে চাহেনা। তাহার মধ্যে যাহাতে উপরের দিকে একটুকু সরিয়া যাইত, প্রীতের ভাগ নীলের দিকে প্রীতি অনুভূত করিয়া আসিত। অনুরূপ কারণেই প্রেমাদি পদার্থগুলি নীলের দিকে সরিয়া যায়। সুতরাং যখন যদি নীলের দিকটি বেশী হয়, অর্থাৎ উপরের ভাগ উপরের দিকে একটুকু সরিয়া, নীলের দিকে তাহার আসল সরিয়া সরিয়া, [illegible] হইয়াছে। [illegible] নীলের ভাগ [illegible] সরিয়া যায়। [illegible] হয়। তখন যে ব্যক্তির চিত্রে [illegible] একটুকু নীলের দিকে একটুকু নীলের ভাগ [illegible] উপরের দিকে [illegible] উপরের দিকে [illegible] নীলের ভাগ [illegible] যায়—সুতরাং নীলের [illegible] উপরের ভাগ নীলের দিকে [illegible] সেই সকল [illegible] নীলের অনুভূত হইবে। [illegible]

গলে [illegible]
অনেক [illegible]
আসিয়া থাকিবে।

এখন এই চিত্রের কথা [illegible] যাইতে পারে। অনেকে নদীর উপরিভাগের [illegible] দেখিয়া থাকিবেন। [illegible] একটা ছবির উপর [illegible] ছবি [illegible] তাহার দুই দিক দুইদিকে [illegible] কিন্তু [illegible] আমরা আমি চারিদিকে দুই খণ্ড বরফ একত্রিত করিয়া যায়। বরফ যখন 'ঘাঁকিয়া' [illegible] তখন তাহার নীলের দিকে টান পড়ে, উজানের দেখিলাম [illegible] পারে না—এ জন্যে বরফগুলি [illegible] সংযুক্ত হয়। পর্বতের উপত্যকা [illegible] বরফ আসে আসে তাহার মধ্য দিয়া নীলের দিকে অগ্রসর হয়। আমি বরফের অবতরণের কথা বলিয়াছি। কিন্তু বরিতে দেখে প্রতি দিনই কিছু কিছু অগ্রসর হয়।

হিমালয় পর্বতে এইরূপ বরফের নদী আছে। কৈলাসবিজয়ীর বরফের নদীগুলি এখনই আসিয়া [illegible] আসিয়াছে। ঐ সকল নদীর মুখ পর্বতগাত্র [illegible] বাহির হইতে পারে। পর্বতের উপত্যকা [illegible] একটা হ্রদের উপর [illegible] পানি [illegible] তাহার দুই দিক দুইদিকে [illegible] [illegible] ঐরূপে ঐ প্রকার [illegible] [illegible] হিমালয়পর্বতে [illegible] তাহাতে [illegible] আমরা আমি চারিদিকে দুই খণ্ড বরফ একত্রিত করিয়া যায়। বরফ যখন 'ঘাঁকিয়া' [illegible] তখন তাহার নীলের দিকে টান পড়ে, উজানের দেখিলাম [illegible] পারে না—এ জন্যে বরফগুলি [illegible] সংযুক্ত হয়। পর্বতের উপত্যকা [illegible] বরফ আসে আসে তাহার মধ্য দিয়া নীলের দিকে অগ্রসর হয়। আমি বরফের অবতরণের কথা বলিয়াছি। কিন্তু বরিতে দেখে প্রতি দিনই কিছু কিছু অগ্রসর হয়।

হিমালয় পর্বতে এইরূপ বরফের নদী আছে। কৈলাসবিজয়ীর বরফের নদীগুলি এখনই আসিয়া [illegible] আসিয়াছে। ঐ সকল নদীর মুখ পর্বতগাত্র [illegible] বাহির হইতে পারে। পর্বতের উপত্যকা [illegible] একটা হ্রদের উপর [illegible] পানি [illegible] তাহার দুই দিক দুইদিকে [illegible] [illegible] ঐরূপে ঐ প্রকার [illegible] [illegible] হিমালয়পর্বতে [illegible] তাহাতে [illegible] আমরা আমি চারিদিকে দুই খণ্ড বরফ একত্রিত করিয়া যায়। বরফ যখন 'ঘাঁকিয়া' [illegible] তখন তাহার নীলের দিকে টান পড়ে, উজানের দেখিলাম [illegible] পারে না—এ জন্যে বরফগুলি [illegible] সংযুক্ত হয়। পর্বতের উপত্যকা [illegible] বরফ আসে আসে তাহার মধ্য দিয়া নীলের দিকে অগ্রসর হয়। আমি বরফের অবতরণের কথা বলিয়াছি। কিন্তু বরিতে দেখে প্রতি দিনই কিছু কিছু অগ্রসর হয়।

হিমালয় পর্বতে এইরূপ বরফের নদী আছে। কৈলাসবিজয়ীর বরফের নদীগুলি এখনই আসিয়া [illegible] আসিয়াছে। ঐ সকল নদীর মুখ পর্বতগাত্র [illegible] বাহির হইতে পারে। পর্বতের উপত্যকা [illegible] একটা হ্রদের উপর [illegible] পানি [illegible] তাহার দুই দিক দুইদিকে [illegible] [illegible] ঐরূপে ঐ প্রকার [illegible] [illegible] হিমালয়পর্বতে [illegible] তাহাতে [illegible] আমরা আমি চারিদিকে দুই খণ্ড বরফ একত্রিত করিয়া যায়। বরফ যখন 'ঘাঁকিয়া' [illegible] তখন তাহার নীলের দিকে টান পড়ে, উজানের দেখিলাম [illegible] পারে না—এ জন্যে বরফগুলি [illegible] সংযুক্ত হয়। পর্বতের উপত্যকা [illegible] বরফ আসে আসে তাহার মধ্য দিয়া নীলের দিকে অগ্রসর হয়। আমি বরফের অবতরণের কথা বলিয়াছি। কিন্তু বরিতে দেখে প্রতি দিনই কিছু কিছু অগ্রসর হয়।

হিমালয় পর্বতে এইরূপ বরফের নদী আছে। কৈলাসবিজয়ীর বরফের নদীগুলি এখনই আসিয়া [illegible] আসিয়াছে। ঐ সকল নদীর মুখ পর্বতগাত্র [illegible] বাহির হইতে পারে। পর্বতের উপত্যকা [illegible] একটা হ্রদের উপর [illegible] পানি [illegible] তাহার দুই দিক দুইদিকে [illegible] [illegible] ঐরূপে ঐ প্রকার [illegible] [illegible] হিমালয়পর্বতে [illegible] তাহাতে [illegible] আমরা আমি চারিদিকে দুই খণ্ড বরফ একত্রিত করিয়া যায়। বরফ যখন 'ঘাঁকিয়া' [illegible] তখন তাহার নীলের দিকে টান পড়ে, উজানের দেখিলাম [illegible] পারে না—এ জন্যে বরফগুলি [illegible] সংযুক্ত হয়। পর্বতের উপত্যকা [illegible] বরফ আসে আসে তাহার মধ্য দিয়া নীলের দিকে অগ্রসর হয়। আমি বরফের অবতরণের কথা বলিয়াছি। কিন্তু বরিতে দেখে প্রতি দিনই কিছু কিছু অগ্রসর হয়।

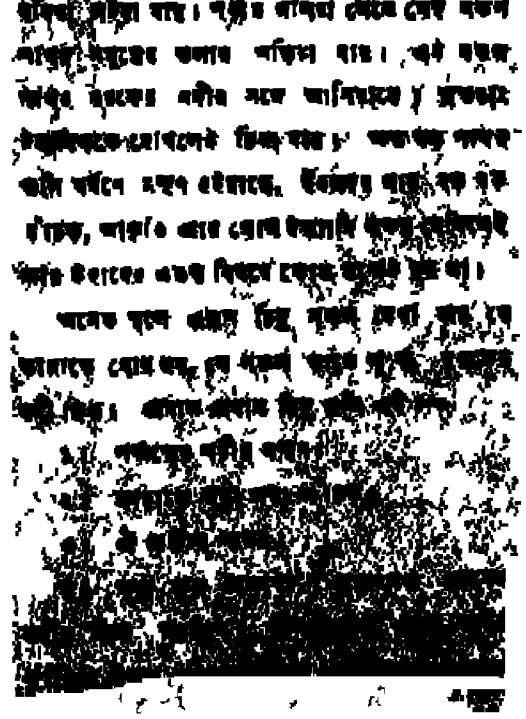

[illegible] হইলে [illegible] কি বিবাহ করিতে হইবে? বিবাহ সময়ে। যে সময়ে সমুদ্রে গমনের পক্ষে তাদৃশ আমার তখন [illegible] যাইতে পারা যায়। তবে আর কি। ঐ সময় যেই তোর দিন সমুদ্রের শীঘ্র দিন এবং সেই সমুদ্রে গমন দিন বরফের পর্বত ভাসিবে। আমাদের ছাপাখানে পত্রাদি এই আকার প্রকার সকল পাওয়া যিবাবে। ঐরূপ এক খণ্ড প্রস্তর খাদীপুর হইতে আমাদের বিডনষ্ট্রীটস্থ আসিয়া রাখা হইয়াছে। যাঁহার দেখিতে ইচ্ছা হয়, তিনি যে সময়ে ইচ্ছা তথি রাখা হইয়াছে—বিডিনষ্ট্রীটস্থ প্রস্তর যে সময়ে আছে, যাহের আপিসে যে সময়ে আছে—সে সময় এতটা দূরের ইনসুর আমাদের পাইবেন। ইহাদের কি বিবাহ করিতে হইবে? খাদীপুর তোর দিন সমুদ্রের শীতে ছিল, এবং সে সমুদ্রে গমন করিবার পর্বত ভাসিল।

নজীর।

১৮৭৭। ২৬ এ ফেব্রুয়ারি।

বিচারপতি মাকডোনাল ও

বিচারপতি কন্ড।

আসীলকারক ,মন (প্রতিবাদীদিগের মধ্যে একব্যক্তি) আসীলবাদী।

আদিকর্তার মৃত্যুর পর বাবু আদি বোস চৌধুরী (বাদী) আসীলের প্রতিবাদী।

যেস্থলে দুইজন মৃতব্যক্তীর কোন সম্পত্তির অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করিয়া বন্টন হইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় করিয়া ঐ সম্পত্তি তোক যেন অন্যের উহার মধ্যে একব্যক্তি সেই সম্পত্তি বিক্রয় করায়, সেস্থলে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, মৃতব্যক্তীর সমুদায় স্বত্ব বিক্রয় করাইয়া লওয়া বিক্রয়কারকের অধিক অধিকার হয়, কিন্তু সে অর্দ্ধেকের অধিক পাইবে না। যেহেতুক্রমী জাস্টিসবিহি ২৩৫ ধারা অনুসারে বিক্রয়কারককে সম্পত্তির অর্দ্ধেক বিক্রয় করাইবার বিষয়ে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু অন্য প্রকারে সে উপদেশ না দেন, আপীলকারক সে দোষে অন্যের স্বত্ব হানি হইতে পারে না।

এই মোকদ্দমা বৃহদাদালী বিচারপতি পীকক্রের সমক্ষে আনীত হইয়াছে, তাঁহা এই :—

[illegible] ১২৭৯ সালের ২৫ এ আষাঢ় [illegible] ১৮৭২ সালের ৮ই জুলাই) বাবু আদি-[illegible] বাবু আদী বোস চৌধুরী [illegible], এলাহাবাদ চৌধুরীর বিপক্ষে [illegible] এই দুই ভ্রাতাতে সমান অংশে বিভাগ হইয়াছিল। তাহাতে [illegible] ভাগে পড়িয়াছিল। [illegible] ১৮৭৬ সালের ২৪ এ আষাঢ় [illegible] ১৮৭৬

বিবিধ সংবাদ

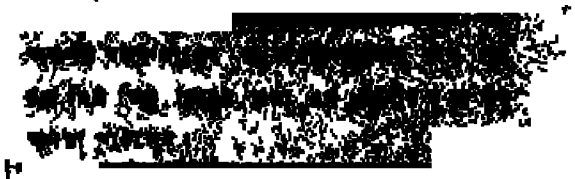

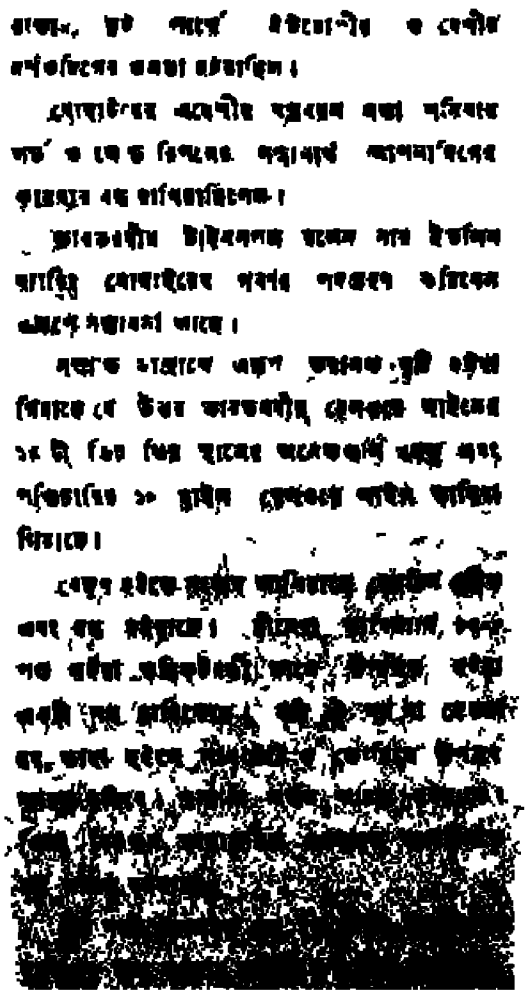

[illegible]

[illegible] ষ্টীমার [illegible] ষ্টেশনে [illegible] ষ্টেশন [illegible] ষ্টীমার [illegible] ষ্টীমার [illegible] ষ্টীমার

কিন্তু তোমার। অতএব আমার নিবেদন এইবার-এই উপায় অবলম্বন করিবে।

৩। এখানে একটি অন্ধকার [illegible] বিদ্যমান আছে। [illegible] ঐ স্থানে [illegible] বিদ্যুতিকায় [illegible] ঐ প্রকার বিদ্যুৎ আসিয়া তোমা দিগকে সংহার করিবে।

৪। আমাদের 'এইবর্ড' তোমার ঘাটে এক-খানি নাইয়ার আছে তাহা [illegible] করিয়াছে। নাইয়ার এখনও পারে যাই নাই তথায় দাঁড়াইয়া রোদিতেছে, তাহার [illegible] হইয়াছে, উহার এখনও মুক্তির সময় রহিয়াছে।

৫। কিন্তু কিন্তু হইয়াছে যে এখানে যে অগ্নি-ন নার ভাঙ্গা নাই পরীক্ষাগার পরীক্ষা হইবে। তোমা-দের মধ্যে কাহার কি [illegible] হইবে? যদিও তব, তোমাদের [illegible] বালকের মধ্যে ২ টী পুরস্কার দিবার ন নিয়ম আছে, তাহার কি ব্যবস্থা হইবে? তোমরা কি উড়িয়া যাইবে?

কলিকাতার জিনিসের বাজার দর।

বিলাতি আমদানি।

ধুতি জোড়া জোড়াদাকী।

[illegible]	১৷৹	৩ গজা	৷৶৹
[illegible]	৸৹	৩½ গজা সরেস	১৶৹
৭ গজ	১	৪ গজা মহিন	১৷৶৹
[illegible]	১৷৶৹	৪৫১ নং	১৶৹
[illegible] গজা	৵৹	২৬ নং	১৷৶৹
২০ নং	৵৹	২৮ নং	১৷৶৹
৭৭ নং [illegible]	১৷৶৹	১৫০ নং	১৷৶৹
৬৬০ নং	২৶৹	২৪০ নং পাড়ী	১৷৶৹
১৫৫ নং [illegible]	১৷৶৹	২৭৫ নং পাড়ী	১৷৶৹
১০১৫ নং [illegible]	১৷৶৹	২৭৮ নং পাড়া	২৶৹
[illegible] নং পাড়ী	২৷৶৹	১৪৫ নং পাড়ী	২
[illegible] নং ২ বুনা			১৷৶৹

বিলাতি আমদানি বাবুপাড়া ২

জোড়া পাড়া ধুতি।

১	২৷৹	[illegible] নং	১৶৹
১৪০ নং	১৷৶৹	৭১ নং	১৶৹

জোড়া ধুতি।

১৭০ নং	২৷৹	৩৮ নং	১৷৶৹
১৯০ নং	১৷৶৹	৩৯০ নং	১৷৶৹
২২ নং	১৷৶৹	৩৯১ নং	১৷৶৹
৫০০			৩৷৹
৮১ নং	জোড়া মাঝারি		৩৷৹

জোড়া কাপড় ফুল বহর।

[illegible] ধুতি ৬ নং জোড়া	৩৷৹
[illegible] ধুতি ৪ নং জোড়া	৩৷৹
[illegible] ৪ নং	৩৷৹

[illegible]			৩৷৹
[illegible]			৩৷৹
[illegible]			৩৷৹

[redacted]

[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

	১৯৲—১৯৲
	১৲—
	—৪৲
	১৲৲—১৲৲
	৲৲—১৲৲
	৫৲—৪—৫
	২৲৲—২৲৲
	৯৲৲—২৲৲
	৩৲—৩৲৲
	১৲৲—
	২৲৲—২৲৲
	৪ ৲—৪
	২৲—২৲—
	২৲৲—২৲৲
	৪—৪৲
	২৲—২৲৲
	১২
	১১৲৲
	২৲৲
	৩৲৲
	৩৲৲
	৪৲৲
	৫৲৲

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

অমৃত্য রতন কাব্য।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল লাগিবে না।

"অমূল্য রতন কাব্য" হেমবাবুর অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অনেক বিষয়ে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি সরল ও মধুর, ভাব সকল অতি উচ্চ ও পবিত্র, ইহার কবিতা সকল অতি সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী। ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠা পাঠ করিলে হৃদয় পবিত্র ও উন্নত হয়। ইহার প্রত্যেক কবিতা পাঠ করিলে হৃদয় পবিত্র ও উন্নত হয়। ইহার প্রত্যেক কবিতা পাঠ করিলে হৃদয় পবিত্র ও উন্নত হয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১ টাকা। ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীযুক্ত [illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible]

VITAL ELIXIR.

In bold in high repute for the cure of Puerperal fever accompanied with Diarrœa or Dysentery, Loss of appetite, Nervous debility and disinclination for work. As a general tonic, it increases appetite, promotes nutrition and imparts health and vigor to the human system. It can fairly be recommended in cases of chronic Diarrhœa of both sexes.

Price Rs. 3 Per Phial.

ANTI-HYSTERIC PILLS.

These invaluable pills are highly beneficial in cases of Hysteria, Restlessness of mind, Insanity Apathy, Epilepsy, and Debility to attendant upon.

Price Rs. 4 Per box.

THE SUBBRAH DISPENSARY,

BHOWANIPORE,

Calcutta.

OLD EYES MADE NEW !!

Spectacles and Surgical operations rendered useless.

Throw away your rusk Pebbles, Stones,

Barnets, & Inglish Crystals,

FOR THE OUTSIDE SKILL,

EYE INFIRMARY.

Dr CHASTE'S JOVIAN DROPS.

A soothing and invigorating "Eye-water" for the eyes, if prescribed by their proprietary want, composed of balanced Eye, Infirmary of the Eyelids watery and overworked Eyes, Intolerance of light, Obscurity of sight, Cataract, Eyes, Ear and Short-sightedness, weakness of vision and many more diseases of the eyes.

RECENT CERTIFICATE OF CURES.

CHRONIC OPTHALMIA.

Tandigal, Madras, 24th January 1866.

A friend of mine was suffering from Chronic Ophthalmia. His case was declared to be hopeless by the medical officers of Ophthalmic Hospital, Madras. After applying the Drops for a fortnight in accordance with the printed Directions which accompanied the small Bottle, I find there is decidedly an improvement in the lachrymal discharge from the Eyes has ceased, the inflammation of the Eyes has disappeared and the vascular coats in the Eye-balls have become white.

(Signed) RAJAGOPAUL RAYNOR, Assistant Surgeon to the Hon'ble Court of Wards.

Upwards of 1,000 Agencies in every City & Town.

VAN ETTEN & Co.

CALCUTTA.

For Bottle Large	..	0 8 0
" Small	..	0 4 0
Catharic Alterative	..	0 1 0

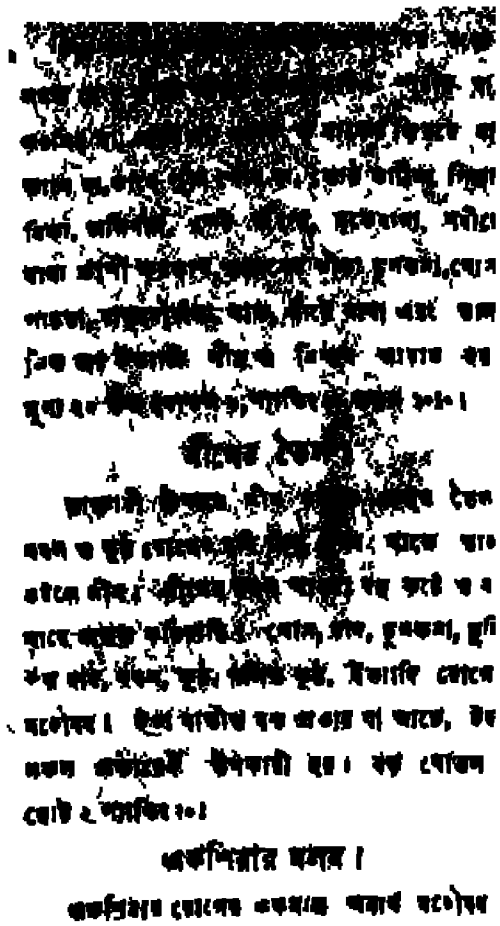

বাতের ঔষধ।

একজিমার মলম।

অম্লশূলের জলবায়ু।

পামাকিক চিকিৎসালয়।

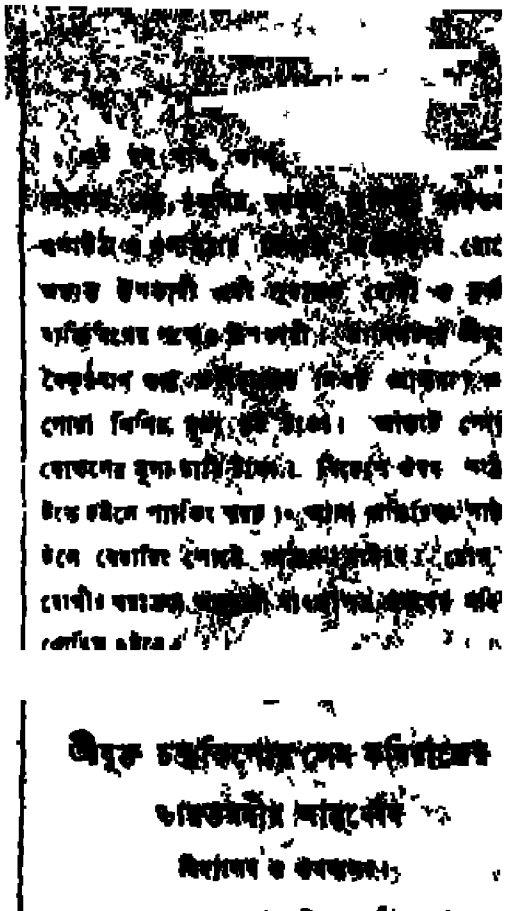

শ্রীযুক্ত চন্দ্রবিনোদ সেন কবিরাজের

চক্ষুরোগের অব্যর্থ ঔষধ

বিনামূল্যে ও ডাকমাশুলে।

৯০ এবং ৯৩১ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ কবি বিদ্যালয়ের বিদ্যা যেরূপে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে অধ্যয়ন করিয়াছেন।

এক্ষণে এই স্থানেই সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত চন্দ্রবিনোদ সেন কবিরত্ন মহাশয় ঘরের বসিয়া বিনা ডাকমাশুলে ঔষধ ও ব্যবস্থা দান, চাক্ষুষিকের আরোগ্য ও বিশেষতঃ রোগীদিগকে স্বয়ংমুখে ব্যবস্থা করেন। বিদেশীয় রোগীদিগের আরোগ্যবিষয়ে যেরূপ বিশ্বাস জন্মিলে ঔষধ সেবন করিতে পারেন, তাহার নমুনা উপরি উক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাইবেন।

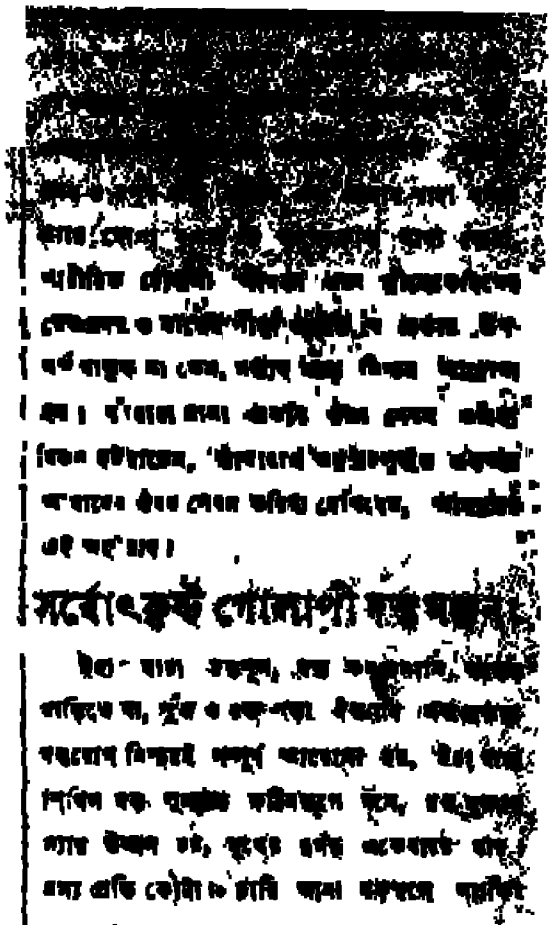

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোরক্ষণী মলম।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—

রাজলক্ষ্মী—অদর্শন।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

তরুণ তাপসী।

(ঐ প্রকাশকের নিকটে)

ইহাতে ১২টী বর্ণ সন্নিবেশিত আছে, সর্ব্ব সমেত ৭ কলমে ধরে। ইহার সাহায্যে অতি দুরূহ বহুতর বিষয় অনায়াসে লিখা যায়, ইহাতে সাঙ্কেতিক চিহ্নের প্রয়োজন হয় না, এবং পাঠকেরও বিলম্ব হয় না। প্রত্যেকের মূল্য ১ এক টাকা। ডাকমাশুল ৵ এক আনা। সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে, ভবানীপুরে ৯ কালি মাইতির নিকট, চীনাবাজার পত্রিকাসম্পাদকের নিকটে পাওয়া যায়।

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত)

গোদ জলদোষ ও হরবলরোগের

উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নিম্নে গোদরোগ—ইহাতে গোদ ও অণ্ডকোষ বিশ্রিরূপে আক্রান্ত হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ একত্র সমুদ্ভূত হয় এমন কথা নহে, কখন কখন একটী অন্যটী হইতে এক বা দুই বৎসর পরেও হয়। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২।০।

শ্লীপদরোগ—ইহাতে সমস্তরোগ বিশ্রিরূপে আক্রান্ত হয়। কিন্তু রোগ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইতে ১বৎসর কি তাহার কম বেশী সময় লাগে। মূল্য—প্যাকিং খরচা সমেত এক শিশি ২।০।

এই দুই ঔষধে পারা ইত্যাদি কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা ১৭ নং বিডন ষ্ট্রীট ভারতী যন্ত্রের বিদ্যোৎসাহী প্রিণ্টারমহাশয় বিক্রীত হয়।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি।

১৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

মুদ্রিত পুস্তাবলী। মূলক গ্রন্থাবলী।

ঐ সকল গ্রন্থাবলী পুস্তকালয়ের সম্পাদকের অনুরোধক্রমে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্ন মাসুল দ্বারা মুদ্রিত হয়া থাকে যথা—

১ম

ভারত বর্ষ (ঐতিহাস) অতি সুন্দর পুস্তক ৸৹ স্থলে ৩ টী মাসুল ।৵৹ আনা।

কথাসরিৎসাগর ১ম ও ২য় খণ্ড ৭ স্থলে ১৲ টাকা মাসুল ৵৹ আনা।

পাণ্ডবগণ রোমে গমন ৸৹ ১ ,,

ঐতিহাসিক রহস্য ৸৹ ১ ,,

ঐতিহাসিক রহস্য ২য় ভাগ ৸৹ ১ ,,

নিত্যানন্দের উপন্যাস ৸৹ ১ ,,

ভগবিদ্যা পরিচয় ৸৹ ১ ,,

বিদ্যাতী নদী ৸৹ ১ ,,

বিদ্যেশ্বর বিলাপ ৸৹ ১ ,,

রাজনির্বাসন ৸৹ ১ ,,

ভূবিবরণ ১ ১ ,,

গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ৵৹ ১ ,,

বিদ্যার্থিবন্ধু ১ ১ ,,

আলী আলম ৸৹ ১ ,,

আবিষ্কারক-বিদ্যোৎসাহী ১৵ ১ ৸৹

বিদ্যেশ্বরিকর কাব্য ৸৹ ১ ৸৹

৭৷৵৹ ,, ৩৵৹ ,, ৫৹

২ নং পুস্তকগুলি সমস্ত লইলে মাসুল লাগিবে না।

১৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে

শ্রীদুর্গাচরণ রায় ম্যানেজার।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাসুলে কলিকাতা ১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা।	মূল্য	ডাকমাসুল
১ ম ভাগ	৵৹	৫০
২ য় ভাগ	৵৹	৫০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵৹	৫০
২ য় ভাগ	৵৹	১০
৩ য় ভাগ	৵৹	১০
বিদ্যেশ্বর বিলাপ	।৹	১০

একখানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাসুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

অতি সুলভ মূল্যে পুস্তক

বিক্রয় হইবে।

বাবু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ডাকমাসুল লাগে না। যে কোন পুস্তক লইতে মূল্য পাঠাইলে তৎক্ষণাৎ পুস্তক প্রেরিত হইবে।

	মূল্য	ডাকমাসুল	পাওয়া।
	৸৹		১০
	৵৹		১০
	৸৹	৵৹	১০
	১	৸৹	১০
	১	৸৹	।৹
	১	৸৹	।৹

একত্রে সমস্ত পুস্তক লইলে ডাকমাসুল ৫ পঞ্চ আনা। মূল্য ২।০ টাকা।

শ্রীদুর্গাচরণ রায়,
ম্যানেজার।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি, ১৭ নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী

বিশেষ নিয়ম।

সমস্তপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কখনই সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্পষ্ট রূপে গ্রাহক শ্রেণী লিখিয়া পত্রিকাপ্রাপ্তির বর্ষের সোমপ্রকাশ ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী নামে মেই ডাকঘরে পাঠাইবার সুবিধা হয়, তিনি সেই ডাকঘর হইতে মূল্য প্রেরণ করিবেন। অগ্রিম মূল্যের টাকা প্রেরণ করিলে পত্রিকা প্রাপ্তির পর কোন গ্রাহক পত্রিকা লইতে অস্বীকার করিলে তাহাকে পত্রিকা মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে না।

যাহারা গ্রাহক না হইয়া [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ

"ইদমপ্যমৃতং তাতাধিগম্যতাং ভগবতী ভারতী তদীয়রহস্যং চ হৃদয়ঙ্গমতাং।" ৯ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মফস্বল সহর ৩ টাকা। অগ্রিম মূল্য ৯ আনা। | ১১৯১ সাল। ২৯ এ পৌষ। ইং ১৮৮৪। ১২ ই জানুয়ারি। | প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ পয়সা। মফস্বল সংবাদ প্রতি ১ পয়সা।

বিজ্ঞাপন

নিবেদন।

অগ্রহায়ণ মাস সোমপ্রকাশে জন্মমাস। ঐই সময় হইতে গ্রাহক মহোদয়গণ নিয়মানুসারে বর্ষগ্রন্থ মূল্য দিয়া আমাদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয় গণকে সানুনয়ে অনুরোধ এই যে তাঁহারা এই সময়ে ব ব দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে যাবতীয় ছাপাকার্য্য হইতেছে। সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সোমপ্রকাশ ক্রয় করিতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

[illegible] কলিকাতা, [illegible] ষ্ট্রীট [illegible] নং ভবন। বেলা ২৯ পর্যন্ত।

কাছায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয় ঠালারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

এখন হইতে যে সকল কার্যালয় বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, প্রথম ছইবার বিনা মূল্যে প্রকাশিত হইবে। তাহার পর বিজ্ঞাপনের মূল্য ধরা যাইবে।

আবশ্যক হইলে পাসের পরবর্ত্তী রবিবার বিজ্ঞাপন ও প্রাপ্তিস্বীকার ছাপা যাইতে পারে। ইহার সোমপ্রকাশের সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ ছাপাখানার সুচারু অক্ষর বিনা মূল্যে প্রস্তুত আছে। প্রয়োজনবান ব্যক্তিদিগের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] মূল্যের জন্য একটী টিকিটের প্রয়োজন [illegible] বেলা ৫ টার পর। আবিনের স্থান [illegible] ঠিকানা। বিনি একটী স্থান পা [illegible] পাঠাইবেন, তাঁহার সকলেরই আবশ্যক হইবে।

আবশ্যকানুসারে নিম্নলিখিত স্থানে চিঠি ও যোগাযোগ পত্রিকা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বেহালা, কলিকাতা ইং ডাক
বেলা ৭টা।

কাশীখণ্ড ও উৎকলখণ্ড মূল।

এতদ্বারা সাধারণ সমীপে ১৮৮৪ সালের জানুয়ারি হইতেছে, কাশী প্রকাশক যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি মাসে একখণ্ড করিয়া বৎসরে ১২ খণ্ড প্রকাশ হইবে। অগ্রিম সহিত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩। এই অগ্রিম মূল্য দিলে এক বৎসরে ১২ খণ্ড পুস্তক পাইবেন। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও যাবতীয় নিকট মূল্য প্রেরণ করিবেন।

শ্রীহরনাথ মুখোপাধ্যায়।
কাশী, প্রকাশক যন্ত্রালয়।

সভা

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অর্থাৎ (১৮৮২ সালের ১০ আইন) এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন সাত এক আইন অর্থাৎ ১৮৮৪ সালের ৩ আইন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি, এল কর্ত্তৃক
সংশোধিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা, বঙ্গে বাঙ্গালা, এলাহাবাদ প্রভৃতি ও হাইকোর্টের সকল জজীয়, সদর ও মফস্বল আদালত সমূহ।

মূল্য ধার্য্য	৫৩০
পোষ্টেজ মাসুল	৫৬০

হিন্দুস্থানের পঞ্চদশ সংখ্যক ফোজদারী কার্য্যবিধি আইন, পঞ্চদশ সংখ্যক ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের সংশোধক আইন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ছুটি পড়িবার যে সৌভাগ্য [illegible] হইয়াছে [illegible] সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া [illegible] আরম্ভ করিলাম। [illegible] ছুটির [illegible] বিষয়ে [illegible] অভিপ্রায় [illegible] করিতে [illegible] বিষয়ে [illegible] ছুটি [illegible] ছুটি [illegible] ছুটি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কিন্তু সে বন্দুকের [illegible] তাহা'দিগের [illegible] বিশেষ আপত্তি করে নাই। আমাদের সংবাদদাতা [illegible] তাহার [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই অপরাধী ধরা পড়িবে, অবশ্যই শাসনের প্রারম্ভিক ত্রুটির মধ্যে অনুসন্ধান।"

৺ ডফরিনের প্রতি।

সভার প্রস্তাব

মহামান্য গবর্ণমেণ্ট সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে আপনাকে দুই একটী কথা বলিয়াছি; বর্ত্তমান সিভিল সার্ভিস পরিবর্ত্তন ও মঙ্গলজনক সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত করিয়াছি। সিভিল সার্ভিসের আমূল সংস্কার না করিয়া ভারতশাসনের বিশেষ সংস্কারসাধন সম্পূর্ণ অসাধ্য, ইহাও উল্লেখ করিয়াছি। এখন সেই সংস্কারের উপর হাত দেওয়া বড় বিষম ব্যাপার। তাঁহাদের একটু অন্যায় আপত্তি পর্য্যন্ত দূর করিতে গিয়া সিপাহী বিদ্রোহের ন্যায় ভয়ঙ্কর অগ্নি ভারতবর্ষের ত্রিশ লক্ষ বিজাতের শাসনকর্ত্তা মহাত্মা এডিসন সাহেব যে রূপ অবস্থাপিত হইয়াছেন, সময়াভাবে ঘটনাবলি তাহা উদ্ঘাটনে প্রয়াস করা হয় নাই, তবে জানিয়াছি আপনি না কি বড় শক্ত লোক, আপনি যদি এ বিষয়ে কিছু করিতে চান, তাহাতে সকল বল হইতে পারিবেন, এরূপ আশা আছে।

সিভিল সার্ভিস সংস্কারের প্রথম কর্ত্তব্য এই, এদেশীয় ইংরাজে বহুল পরিমাণে এই সার্ভিসে প্রবেশ করিতে দেওয়া। এ স্থানে আমরা ইলবর্টের অনুরূপ প্রার্থনা করি না। কোন বিষয়েই আমরা রাজনৈতিক বিদ্রোহের বেগোদ্গমকারীদিগের ন্যায় উচ্চ দিক হইতে নত্বর করি, আমাদের প্রার্থনা অল্প, তাহার উপর আমাদের প্রকৃত প্রার্থনার অর্দ্ধেক আমরা এখন চাই, তাহার বেশি চাই না, সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিবার আমাদের অধিকার আছে। আমাদিগের মাতৃভূমির শাসনভার যতটুকু আমরা বহন করিব, এই আমাদিগের উপযুক্ত অধিকার। এই অধিকারের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি। সিভিল সার্ভিসে ভারতের প্রবেশদ্বার আমাদিগের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়া অন্য দেশের ন্যায় ভারতশাসনভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার অধিকার যেরূপ আমাদেরই আছে। [illegible] পদগুলিতেই অধিকার বর্ত্তিয়াছে, [illegible] শাসনকার্য্যে [illegible] করিয়া। তবে মাত্র যোগ্যতর হইবে, [illegible] আমাদের [illegible]

[illegible] সার্ভিস [illegible] হইবে। [illegible] ইংলণ্ডে পরীক্ষা দিতে [illegible] আমরা ভরসা করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ বহুল আমরা ইংলণ্ডের অনুপযোগী, বিলক্ষণ আপনাদিগের কার্য্যকারক প্রধান করিতেছি, তখন কি আর ইংলণ্ডের আমাদিগের এই ন্যায়সঙ্গত ও মহত্তম পদার্থ হইতে বঞ্চিত রাখা উচিত? এক সময়ে সিভিল সার্ভিসের প্রবেশদ্বার ছিল, আজ আর নাই। তথাপি আমরা তাহার মূল উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা করি না। আমরা কেবল এই চাই, আমাদিগের জন্য মাত্র কতকগুলি সিভিলিয়ন মহাশয়কে কেবল এই বলি,—ইংরেজীয় সেবা তাহারা হইল, ইহাই আপনি চাহেন এবং তাই বলিয়াই আমাদিগকে এই কার্য্যের অনুপযুক্ত দেখিয়া দারিদ্রের লোকের ছাড়িয়া আসিয়া আমাদিগের মধ্যে কর্ম্ম করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য আপনি দোষী নহেন। কিন্তু এখন আমরা এই শিক্ষালাভ করিয়াছি, এই কার্য্যের জন্য বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণের যেরূপ যে যা [illegible] আছে, আমরাও তদনুরূপ যোগ্যতা লাভ করিয়াছি। যোগ্যতার প্রমাণ গ্রহণ করুন এবং আমাদিগকে যোগ্যতা দেখিয়া আমাদিগকে আপন সার্ভিসের এই উপযুক্ত অধিকার ছাড়িয়া দিউন।"

কিন্তু এই প্রার্থনা অতি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হইলেও আপনি সহজে তাহা পূর্ণ করিবেন, অন্তর। সভ্য হিসাব গ্রহণের এ বিষয়ে কর্ত্তব্যের চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং যে একেবারে কৃতকার্য্য হইবেন, আমরা সহসা বড় মনে করি না। তবে, বহিরঙ্গ করিবে [illegible] পারেন অবশ্যই বল, কারণ তুমুল বিদ্রোহ ও বিপ্লবের [illegible] ইংরেজের সুবিধার জন্য [illegible] পারেন এই বুদ্ধিই সুবিধাজনক মনে করিয়াছি যে আপনি সিভিল, ষ্টাটুটরি, নন-সিভিলিয়ান প্রভৃতির বিষম, তরঙ্গীয় কর্ত্তব্যের, বিদ্রোহ, [illegible] করিবার চেষ্টা করুন এবং আমাদের [illegible] ভারতের অর্দ্ধ উচ্চ স্থানে এই সার্ভিসে, তাহার [illegible] পরীক্ষা দিয়া হয়, আমরা বিলাত [illegible] ভারতবাসীর [illegible]

[illegible] বিদ্রোহের অগ্নি। [illegible] আমাদের সমাজাদিত, [illegible] ভয়ঙ্কর সাধারণ [illegible] বহুল [illegible] এবং [illegible] রাজভক্তি [illegible] ভারতবাসীর [illegible] কিন্তু এখন [illegible] আমাদের [illegible] ভারতবাসীর [illegible] আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে। এই উপলক্ষে আমরা দেখিয়াছি যে যোগ্যতা ও আত্মাদের যে মহত্তের মহোপকারের [illegible] পারিয়াছে, তাহার সহিত যে তুলার তুলা সৌরব লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন বিশেষ চেষ্টা না করিলে, বাঙ্গালীরা আর ইংরাজদের তুল্য বীর্য্যবান হইতে পারিবেন না। বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সঙ্গে তুলিত হইলে, বাঙ্গালীর যে কত অপকর্ষ আসিয়াছে তাহা বোম্বাই ও মাদ্রাজকে অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ যেরূপ ক্রতবেগে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, বেরূপ গাঢ় উৎসাহ সহকারে রাজসেবায় নিযুক্ত হইতেছে, বাঙ্গালায় সেইরূপ ক্রতবেগে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হউক এই আমরা মনের ইচ্ছা।

যাঁহারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপ বোম্বাই ও মাদ্রাজ বাঙ্গালার [illegible] করিতে শিখাইবেন, তাঁহারাই [illegible] করিয়াছেন, তাহার [illegible] বিশিষ্ট [illegible] আমাদিগের [illegible] বিশেষ [illegible] করেন। [illegible] পড়িবে, এই জন্য ইংলণ্ডের [illegible] বিষয় [illegible] [illegible] [illegible]

রাজপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান নির্ব্বাচন।

১০ই জানুয়ারি মঙ্গলবার বেলা ১টার সময় রাজপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। কমিশনর ১৮ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৯ জন কমিশনারের মধ্যে ১৮ জন কমিশনর। ১৯ জন কমিশনার ছিলেন মাত্র। আর দুই জন কমিশনার অনুপস্থিত ছিলেন। এই আঠার জনের মধ্যে একজন অনুপস্থিত ছিলেন। কমিশনারগণের মধ্যে একজন সিভিল সার্জন। একজন কমিশনার অফিসিয়েটিং চেয়ারম্যান হিসাবে, আর একজন ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবে। এই আঠারজন কমিশনার মহাশয়গণ রাজপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, সভাস্থলে কোন চেয়ারম্যান নাই। তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনিই সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। তদনুসারে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তিনি সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে সভাস্থ সকলকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া যে কার্য্যের জন্য সমবেত হইয়াছেন, সে কার্য্য অতি গুরুতর। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যাহাকে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করিবেন, তিনি যেন সকলের সহিত সমভাবে ব্যবহার করেন, কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন না করেন।

[illegible]

[illegible] ছেলেটি মরুক বেঁচে থাকুক [illegible] ঈশানের প্রাণরক্ষার জন্য এরা উভয়েই সমান পরিশ্রম ও সমপরিমাণ যত্নপ্রকাশ করিয়াছিল। এখানে কেবল ঘটনাপরম্পরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব, বিশ্লেষণের ভার পাঠকের উপর রহিল।

ঈশান যখন ছয় বৎসরের, তখন তাহার মাতার মৃত্যু হয়। তাহার পিতা ভূবনমোহন বাবু তাহাকে ও তাহার বড়ো ভগিনী হেমাঙ্গিনীকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ভূবনমোহন বাবু ধনী লোক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার অবস্থা ভালো ছিল। তিনি ঈশানের জন্য একটি শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কুমুদিনী। কুমুদিনী ঈশানকে যেমন যত্ন করিতেন, তেমনি শাসনও করিতেন। ঈশান তাঁহাকে ভয় করিত, ভালোবাসিত, এবং তাঁহার কাছে কোনো কথা গোপন করিতে পারিত না।

ঈশানের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাহার পিতা ভূবনমোহন বাবু তাহাকে ও তাহার ভগিনীকে কুমুদিনীর হাতে সমর্পণ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। ভূবনমোহন বাবুর ভ্রাতা নবীনমোহন বাবু ভাতুষ্পুত্র ও ভাতুষ্পুত্রীর অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। নবীনমোহন বাবু ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তাঁহার বাটীতে অনেক লোকজন, দাসদাসী, আত্মীয়কুটুম্ব ছিল। ঈশান ও হেমাঙ্গিনী সেখানে গিয়া বাস করিতে লাগিল। কুমুদিনী তাহাদের সঙ্গে গেলেন।

নবীনমোহন বাবুর পুত্রকন্যা ছিল না। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তিনি নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার পত্নী হরসুন্দরী ঠাকুরানীও তাহাদিগকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। কিন্তু তাঁহার স্নেহ কিছু অন্যরূপ ছিল। তিনি ঈশানকে যেমন ভালোবাসিতেন, তেমনি ভয় করিতেন। ঈশান তাঁহার নিকট ঘেঁষিতে সাহস করিত না। হেমাঙ্গিনীর প্রতি তাঁহার স্নেহ ঈশানের প্রতি স্নেহের সমান ছিল না। তিনি হেমাঙ্গিনীকে ঈশানের ন্যায় ভালোবাসিতেন, কিন্তু ঈশানের ন্যায় ভয় করিতেন না। সুতরাং হেমাঙ্গিনী তাঁহার নিকট যেরূপ আব্দার করিতে পারিত, ঈশান সেরূপ পারিত না। হেমাঙ্গিনী তাঁহার নিকট যেরূপ আদর পাইত, ঈশান সেরূপ পাইত না। হেমাঙ্গিনী তাঁহার নিকট যেরূপ অনায়াসে আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিত, ঈশান সেরূপ পারিত না। হেমাঙ্গিনী তাঁহার নিকট যেরূপ অনায়াসে আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিত, ঈশান সেরূপ পারিত না।

[illegible] ঈশানের সহপাঠিবর্গের মধ্যে [illegible] সুতরাং সাধুচরণ ঈশানের [illegible] সাধুচরণের [illegible] নাম কুণ্ডু, [illegible] সাধুচরণের [illegible] দীর্ঘকায় এবং বলিষ্ঠ। [illegible] ঈশানের [illegible] উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] ঈশান [illegible] তাহাকে [illegible] উৎপাত করে নাই, তাহাকে [illegible] ঈশান [illegible] সাধুচরণ [illegible] ঈশানের [illegible] সাধুচরণ [illegible] ঈশান [illegible] সাধুচরণ [illegible] ঈশান [illegible] সাধুচরণ [illegible] ঈশান

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। উদ্ভিদ (১)। উদ্ভিদ সম্বন্ধে আর উপক্রমণিকা প্রস্তাবের স্থলে যে একটী পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায় আছে এ গ্রন্থখানি তাহার [illegible] করিবে। লেখক যদি উৎসাহ পান, তাহার অভিপ্রায়ানুরূপ গ্রন্থও হইবে। উপস্থিত গ্রন্থে বহুল প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে উদ্ভিদগণ ভেদজ্ঞান রহিত, চীন, তাতার, সিংহল প্রভৃতি প্রদেশে নিবদ্ধ ছিল না, ভারত, ইউরোপ, কুদ্র আমেরিকা প্রভৃতি সকল প্রদেশে সমান করিয়া ছিল। ঐ যোড়শখণ্ড কাল ও অবস্থা ভেদে ভিন্নরূপ পরিবর্ত্ত হইয়াছে। তাহার বৃহত্তার এক প্রকার স্পষ্টীকৃতই বলিয়াছেন, ভিন্নরূপ জলবায়ুতে যোড়শখণ্ড। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি। ইহার অনেকগুলি ছবি হইয়াছে। গ্রন্থের আকার কুদ্র বটে, কিন্তু ইহাতে যে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা কুদ্র নহে।

২। পদার্থবিদ্যা-সোপান (২)। লেখক প্রণীত [illegible] কতকগুলি পরিভাষা পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি এখন ও অধিক লিখিত হইয়াছে। আমরা

(১) [illegible] শ্রীযুক্ত রামসাধন [illegible] প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য [illegible] মাত্র।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা [illegible] মূল্য [illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

...

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় সেণ্টেনিক গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী বিজ্ঞাপন।

...

বিবিধ সংবাদ।

...ভবিষ্যতে ...ছাত্রীদের ...হইবে। ...এই বিদ্যালয়ে ...ছাত্রীরা ...হইবে। ...এই বিদ্যালয়ে ...ছাত্রীরা ...হইবে, এই উদ্দেশ্যে ...করিয়াছেন। ...ছাত্রীরা ...হইবে? ...বাবু গোপালচন্দ্র ...করিয়াছেন। ...ছাত্রীরা ...হইবে? ...

...ছাত্রীদের ...হইবে। ...

...ছাত্রীদের ...

...

...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

যেওয়া হয় নাই। এই পর্যন্ত এই আদালতের চাঁদা বিষয় ... কোন কথা হইতে পারে না।

... সাহেবের বিরুদ্ধে এখন অভিযোগ বিচার ... বিচারে উপস্থিত থাকিয়া অভিযোগ ... সাহেব ... এই সংবাদ ... ছাড়া ... সাহেব ... সাহেবের ... বিচার ...

প্রাপ্তিস্বীকার পত্র।

সম্পাদকের কর্মচারিবর্গের ও কর্মকর্তাদিগের।

... ঠিক সময় বলিয়াই পরিস্কার্থ অভিযা ... ঘর ... এই ... ঘরে ... ঘরে ... ঘরে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সংবাদদাতার পত্র।

কাশী।

[illegible]

৬। সাধারণতঃ একটের পরিমাণ এক ড্রাম হইতে আধ আউন্স পর্য্যন্ত হইবে। ইহার অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে বমন হইতে পারে।

৭। ব্যবহারকালে ঔষধটী [illegible] করিয়া লইবে।

বিজ্ঞাপন।

BEAUTY & CO.

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS RUE VIVIENNE. 8 PARIS.

[illegible]

এই ঔষধ ব্যবহারে নয়ন, জ্যোতি, বৃদ্ধি [illegible] পীড়া সমূলে বিনষ্ট হয়। এই ঔষধের উপর [illegible] সর্ব্বত্র সমান রূপের সুখ্যাতি করিয়াছেন। [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া [illegible] পীড়ার এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিলে [illegible] হয়। এই ঔষধ সাধারণ [illegible] করিয়া থাকে।

[illegible] ঔষধ [illegible]

[illegible]

দুঃখিত ব্যক্তিগণ [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিবেন। [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিলে [illegible] ঔষধ [illegible] ব্যবহার করিবেন।

এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরের রক্ত দূষিত না হয়। [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিলে [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিলে [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

[illegible] ঔষধ ব্যবহার করিলে [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিলে [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ক্রিমর্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান বিভাগের।

এই বিভাগের ব্যবস্থায় ইংলণ্ডীয় চিকিৎসক কর্ত্তৃক [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ক্রিমর্ট কোম্পানির পরিচয়।

এই ঔষধ সেবন [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ক্রিমর্টের ঔষধ মূল্য [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

উপরিউক্ত ঔষধ সমস্ত কলিকাতার [illegible] কোম্পানি, [illegible] কোম্পানি, বম্বেপ্রেসিডেন্সির [illegible] কোম্পানি, [illegible] কোম্পানি, [illegible] কোম্পানি,

[illegible]

[illegible] ১৷

[illegible] ডাক্তার [illegible] ঔষধালয়ের পুরাতন অম্ল বা ঢেকুর তিক্ততার লেশমাত্র, বিস্বাদ উদ্গার প্রভৃতি [illegible] বিনি ব্যয়ে, আরোগ্য করিবার [illegible] ডাক্তার ই হেমেন্দ্র, ৫০ আনা পাঠাইলে [illegible] পাঠান যায়।

শ্রীনগেন্দ্রযোগেন্দ্র সেন কবিরাজ
ডাক্তার, কার্ত্তিকিয়ার ঔষধালয়।

তরুণ-তাপসী

(অনন্য-সাধারণী শ্রীমতী [illegible])

শ্রীযুক্তবাবু [illegible] প্রণীত [illegible] নবেল-নাবিনী' প্রভৃতি [illegible] নবেলগুলি [illegible] শেষ হয়; মুগ্ধ যুবতীর বিশেষ আদরের ধন, ইহা [illegible] নবীনত্বে [illegible] বিলাসিনী বিরহিণী পাঠকবর্গের, প্রত্যেকের মূল্য ১ এক টাকা। [illegible] [illegible] ডিস্‌ট্রিবিউটারদিগের

পত্রলিখনে [illegible] পাওয়া যায়

রেজিষ্টরি করা। Registered

সকল প্রকার মেহরোগের

পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশি-মূল্য ২ টাকা

ডাকমাশুল প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিন সেবন করিলে নবীন প্রমেহ সমস্ত ও পুরাতন মেহ, মেহজন্য মূত্রকৃচ্ছ্র, পরিষেক এবং অণ্ডকোষের অম, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত ধাতুপতন জন্য দুর্ব্বল ধাতু নির্ব্বলন এবং প্রস্রাব দ্বারা পতিত আর্দ্র ধোলা ওজন ও অণ্ডকোষের ফোলা ঘোলা, পায়ীর [illegible] শীঘ্রতা এবং স্ত্রীলোকদিগের [illegible] ও যাবতীয় পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিলে না সেরে, মহৌষধ সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। [illegible] এক প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া [illegible] আরোগ্য হইয়াছেন, আমাদের [illegible] দেখিবেন, আমাদের

পাঁচ।ছয়ের মেহরোগহর মহৌষধ।

ইহা [illegible] নবীন [illegible] বাহির হয়, পুরাতন [illegible] পরিষেক, অণ্ডকোষের [illegible] বহুযোগ নিশ্চয়ই [illegible] হয়, ইহা [illegible] শিশির [illegible] মূত্রযন্ত্রের [illegible] করে, [illegible] মূত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হয়, মূত্রের [illegible] যায়। মূল্য প্রতি বোতল ।০ চারি আনা ডাকমাশুলে প্যাকিং ।০ আনা।

সাবধান। সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—শ্রীহরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ মিত্রের গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

নূতন নূতন পুস্তক।

নিম্নে বিশুদ্ধ প্রণয়ের অমর-

বিদ্যাপতি কবি যেরূপে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করেন।

রাজলক্ষ্মী—অদর্শন।

(পাঁচ খানি অতিরিক্তকালের ফটোগ্রাফ সহিত।)

মূল্য ৸৵০ দশ আনা মাত্র ডাকমাশুলে লাগিবে না।

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

"রাজলক্ষ্মী অদর্শন—[illegible] আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থের [illegible] এবং উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। ইহাতে লেখক তাঁহার মনের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে পাঠকগণের পাঠকের অবসরে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হইতে পারিবে। লেখা [illegible] এবং একাকী মনের সহিত যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পাঠক আমরা তাঁহার এত [illegible] এই [illegible] অল্প সময়ে করিতে পারি নাই।" আনোয়ার ৭ই বৈশাখ সং ৯১।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসে কলিকাতা—৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আয়ুর্ব্বেদোক্ত

বৃক্ষ লতাদির গুণ।

এই সব ধান, ডাল, তরকারি, ফলমূল, বাতুলোদ্ভব, মেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বাতরক্ত, পুরাতন, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ ও অম্লপিত্তের বিবরণ, ঔষধিকার রোগে আহার উপযোগী এবং পুরাতন রোগী ও প্রবল ব্যক্তিদিগের পক্ষের উপযোগী। বাহিরহতে শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] ডাকমাশুল ৵০ আনা। [illegible] [illegible] ডাকমাশুল ৵০ আনা। একত্রে [illegible] ডাকমাশুলে ১৷০ আনা।

নূতন সালসা। নূতন সালসা।

প্রতি বৎসরে প্রায় ২০,০০০ বোতল বিক্রয় হইতেছে।

ইহাতে কোন প্রকার রোগনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হয় নাই। ইহা কেবল বাছা বাছা [illegible] বিলাতী সালসা যে যে মশলায় প্রস্তুত, ইহাতে তাহার সমস্তই আছে। তদ্ব্যতীত [illegible] [illegible] ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা বিলাতী সালসার [illegible]। ইহা সকল বয়সেরই সেবন করা যাইতে পারে। [illegible] গর্ভবতী স্ত্রী, [illegible] প্রভৃতি সকলেই ইহা নির্ভয়ে সেবন করিতে পারে।

ইহা ব্যবহারে পরীক্ষা হইতে সাধারণ ঘর সংসার সমস্ত খোর পীড়ার নির্দ্দোষ হওয়া যায়। পারদ ঘা, পরদির ঘা, মাসি ঘা, বসন্ত ও গাত্রের বিস্ফোটক, বাত, গাত্র ফুলা, পায়ে ফুল রোগ ঘা, ঘোর ফাটিয়া পিত্তা দিকা, অম্লিপত্তা, পেট কাঁপা, বুকধড়ফড়ানি, পরীতে ব্যথা কাশী অরুচি, প্রস্রাবের পীড়া চুলকানি, ঘোষ, পাচড়া, বাতরোগজন্য, বাত, পিঠে ব্যথা এবং [illegible] অম্ল উদ্গারাদি সীঘ্র ও নিশ্চয় আরাম হয়। মূল্য ২৲ টাকা বোতল, প্যাকিং ।০ আনা ১৷০।

নীলের তৈল।

আফ্রিকা উপনিবেশে নীল [illegible] প্রস্তুত তৈল। বলবান ও কৃশ রোগের যদি কিছু ঔষধ খাইতে ভাল হইলে নীল। নীলের তৈল আমরা বহু কষ্টে ও বহু টাকা প্রস্তুত করিয়া [illegible]। বোগ, দাদ, চুলকনা, মুখ পড়া দাগ, [illegible] কৃষ্ণ পড়িলে কৃষ্ণ, ইত্যাদি রোগের মহৌষধ। ইহা ব্যবহার [illegible] প্রকার হয় না আছে, ইহা সকল প্রকারেই উপকারী হয়। বড় বোতল ও ছোট ২ প্যাকিং ।০।

একশিরার মলম।

একশিরার রোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা রোগীর উপরিভাগে প্রয়োগ, এবং খাইবার সময় কিছু অন্যান্য রোগনাশক পদার্থের [illegible] নাই। ইহা মালিস করিলে রোগ, যন্ত্রণা, [illegible] আরাম হয়। একটী ২ প্যাকিং ।০।

অমৃতসঞ্জীবনী ঔষধালয়।

ইহা ব্যবহারে এক মাত্র ৫ দিবসে আরোগ্যলাভ হয়। দুরন্তজ্বালা, আমাশয়, অজীর্ণতা, সকল প্রকার অম্লরোগ, পেটে বাথা, মুখে-জল, পেট নামা, পাকস্থলীর বেদনা ও আমাশয়, উদ্গারিত হওয়া ইত্যাদি যেদীয় উপকরণে প্রস্তুত শুদ্ধ মাত্র ৵০ আনা মূল্যের মাশুল পৃথক লাগে না। প্রাপ্তি স্থান ১৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া মিক্শ্চার।

ইহা ব্যবহারে সাত দিবসে যাবতীয় বিষম, চর্ব্বিকর্ম, জ্বাল কুনা ও যকৃৎ প্লীহা সমেত জ্বর, ৫৭ বৎসরের পেটে বাথা, যাবতীয় জ্বর, পালাজ্বর, প্রভৃতি আরাম হয়। প্রতি

ঐক্ত শীঘ্র, সকল শীঘ্র উপলব্ধ করিবার জন্য রিজিষ্টারী করিবার ঔষধ, ৪০টী রিজিষ্টারী ও ঔষধ ১।

ঞঃ ঘোষ, কেমিষ্ট।

কলিকাতা চন্দ্রাবলী, বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ৪৭ নং বাটী।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

৯০ নং ১৭১ নং বহুবাজার কলিকাতা।

এই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারেন।

এখানে এই স্থানেই মুদ্রাঙ্কিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় প্রণীত এবং বৈদ্যকে উপস্থিত থাকিয়া সমাগত রোগী দরিদ্র ও অন্যান্য রোগীদিগকে ঔষধ ও ব্যবস্থা দান, তাহাদিগকে অভয় ও বিনামূল্যে রোগীদিগকে ব্যবস্থার অভ্যাবধান করেন। বিদেশীয় রোগীগণের আনুপূর্ব্বিক রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে ব্যবস্থা লেখিত হয়। আনার নামে ঔষধি ঔষধ ডিকাবরে পাঠাইবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন অধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি।

১৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

মূলভ গ্রন্থাবলী। মূলভ গ্রন্থাবলী॥

অনেকের বা সাধারণ পুস্তকালয়ের সম্পাদকের অনুরোধক্রমে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি তিন বৎসর জন্য সুলভ করা হইল।

পার্থসখা ভেলে মাইক	৷৹	ডাকে	।৹	মাশুল ১০
ইংলণ্ডের মাইক	১	„	৷৹	„ ১০
ডিমিত্রিয়স প্রথম	৷৹	„	।৹	„ ১০
বিদ্যুৎলতা উপন্যাস	।৹	„	।৹	„ ১০
ভূপর্য্যটন পরিচয়	৷৹	„	।৹	„ ১০
বিদ্যাবতী নভেল	৷৹	„	।৹	„ ১০
বিবেকের বিলাপ	৷৹	„	।৹	„ ১০
ভারতবিলাপ	৷৹	„	।৹	„ ১০
ভূপরিভ্রমণ	১	„	৷৹	„ ১০
আত্মসমাধান	৷৹	„	৷৹	„ ১০
নিসর্গসুন্দরী	১৷	„	৷৹	„ ১০
কাশী রহস্য	৷৹	„	।৹	„ ১০
আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী	১৷	„	১৷৹	„ ৷৹
নিবেদনবিলয় কাব্য	।৹	„	১৷৹	„ ১০
	৭৷৵	„	৩৷৵	„ ৷৹

২ য় পুস্তকগুলি সমস্ত লইলে মাশুল লাগিবে না।

১৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি } শ্রীদুর্গাচরণ রায় ম্যানেজার।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৷৹	১০
২ য় ভাগ	৷৹	১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৷৹	১০
২ য় ভাগ	৷৹	১০
৩ য় ভাগ	৷৹	১০
বিদ্যেশ্বর বিলাপ	।৹	১০

কয়খানি একত্র লইলে মাশুল লাগিবে না।

মৃত গ্রাহক।

কার্য্যের ভারাক্রান্ত বশতঃ ইতিমধ্যে [illegible] বিষয় সোমপ্রকাশের ৫ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য [illegible]

[illegible]	[illegible]	৷৹
„	ঈশ্বরচন্দ্রিকা বহ—পুলিন [illegible]— পাইকপাড়া	১০
„	„ বিহারীলাল বাবু—উত্তর বরাহনগর	১০
„	„ বিনোদবিহারী চৌধুরী—বারাসিপুর	৭
„	„ কেদারনাথ [illegible]—বরাহনগর	৭
„	„ ব্রজপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—কাঁকাপুর	৭
„	„ ভারতীলাল বসু—বাগবাজার	৭
„	„ [illegible]নাথ দে—ইন্দ্রাণীপুর	৭
„	„ বাসিনীমোহন রায় চৌধুরী হাজরা— তমলুক	৩৷৹

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

মফস্বলের বার্ষিক ১০ টাকা মূল্য ডাকমাশুল ৫৷৹ টাকা অগ্রিম ৭ টাকা ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অগ্রিম পত্রে মাসিক বৈষয়িক ও ডাকমাশুলের বিষয় বলা যায়।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোমপুরস্থ ডাকঘরের [illegible] উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোহর, [illegible], ড্রাফ্ট [illegible] পাঠাইবেন। [illegible] পাইলে ও তাঁর [illegible] হয়, তিনি সেই টাকার ডাক মূল্য [illegible] করিবেন। [illegible] টাকার টিকিট প্রেরণ করিলে গ্রহণ করেন না। মূল্য নিঃশেষিত [illegible] পূর্ব্বে [illegible] [illegible] করিলে [illegible] মূল্য [illegible] [illegible]।

[illegible]

সোমপ্রকাশ

২৯ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তনা" মফঃসলিবাসের মাসিক সংবাদী অনিলবাসী ও বীরভূমি। ১০ শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮০ সাল। ৭ ই মাঘ। ইং ১৮৮৩। ১৯ এ জানুয়ারি। অগ্রিম মাণ্ডাসিক ৫৷০, অগ্রিম মাসিক ১৷ মাসুল সমেত মাসিক ৭ সাত আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়ের নিকট সানুনয়ে অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন নিয়মানুসারে স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার কর্ম্ম হইতেছে। সমস্ত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিলম্বনিবারণার্থে মাসাদির সোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও টাকা পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ভাবজিজ্ঞাসা, কলিকাতার মেডিকল লোসাইটী হল ভাবনা, লেন ২য় পরমহংস।

[illegible] সোমপ্রকাশের মূল্য লইবার [illegible] দিবার সুবিধা হয়, এজন্য [illegible] ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ [illegible] পাঠাইবেন। [illegible] টাকা [illegible]

এবম ৯ইতে যে সকল কর্ম্মধ্যক্ষের বিজ্ঞাপন কর্ম্মধ্যক্ষের নিকট থাকিবে; প্রথম দুইবার বি।- মাত্র প্রকাশিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

অনুরোধ কৃষ্ণনগর থাকের পরলোকগত কবিবর শিক্ষক পণ্ডিত ও ভাত্রদিগের জন্য ভাক মাসুল সমেত ৩৷০ টাকায় সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ ছাপাখানায় সুন্দরতম অক্ষর বিজ্ঞাপন প্রস্তুত আছে। প্রয়োজনানুসারে আমাদিগকে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে নানাস্থানের আমাদিগের যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত হরকান্ত বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাসুলে কলিকাতা ৯৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়।

উপক্রমণিকা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	৫০
৩ য় ভাগ	৵০	৫০
বিশেষণ বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাসুল ৵১০ লাগিবে।

বিজ্ঞাপন।

পত্র মূল্যের জন্য একটী বিষয়ের প্রস্তাবের মাসিক মেকদম ৮ টাকা মাত্র। মাসিকের জন্য আবার লেখা যাইবে। কিন্তু একটী [illegible] পড়িয়াছেন, তাঁহার আবেদনই আবশ্যক। আবেদনকারীর নিম্নলিখিত নামে চিঠি ও [illegible] তার পরিচয় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দেব মাইনর, কুমিল্লা ষ্টেট ত্রিপুরা
দেবা পুনশ্চ।

হিন্দু বিধবাবিবাহ সভা।

(নলডাঙ্গা—যশোহর।)

সভাপতি—রাজা প্রবলকৃষ্ণ দেব রায় বাহাদুর।

সহকারী সভাপতি—রাজা সৌরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব রায়।

ও রাজা রাধাকৃষ্ণ দেব রায়। (ষ্টাইপেণ্ডিয়ারি)

প্রচারক—বাবু রাজেন্দ্রনাথ বসু।

তত্ত্বাবধায়ক—[illegible] সভার সভ্যগণের অনুমত্যনুসারে।

সম্পাদক—পণ্ডিত বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদ্যার্থী পাত্র ও পাত্রীগণ সম্পাদকের নামে পত্র লিখিবেন।

কাশীখণ্ড ও উৎকলখণ্ড মুদ্রণ।

[illegible] সহিত [illegible] সভার [illegible]

হইতে, কাশী প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি মাসে একখণ্ড করিয়া বৎসরে ১২ খণ্ড প্রকাশ হইবে। ডাকমাশুল সহিত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩। এক অগ্রিম মূল্য দিলে এক বৎসর ১২ খণ্ড পুস্তক পাইবেন। গ্রাহকেরা যদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় নিজ নামের বাকির নিকট মূল্য প্রেরণ করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়।
কাশী, প্রভাকর যন্ত্রালয়।

চিত্র প্রভা কেশ্যা।

ঔষধ বিক্রেতা ও সাধারণসমীপে সবিনয়নিবেদন এই যে, ৫২ নং লর্ড-সীট, কলিকাতা।

উদ্ভিজ্জীয় সংযোগপক্ষে প্রধান সিদ্ধ,

অথের ওষধালঙ্কৃত

চিত্রাঙ্কিত পুষ্প কেশর তৈল।

এই কেশ তৈল সহজে—

ছাঁচ, সর্দ্দি মুছাকি বলাদুস্থ হইতে প্রস্তুত / ওয়া / মনে করিলে মহীতে এতদ্রূপ সুগন্ধ কদাচ। সেই কেশতৈল ও আবশ্যক এবং মস্তক সুশিতল থাকে কুকুর কেশরাশিতে পূর্ণ হয়। যাহা ও নিত্য যত্ন করিয়া ব্যবহার ও মস্তক ঠাণ্ডা, নিদ্রা নীত্ব ও মস্তক ঘর্ম নিবারণ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই—মনের ওজস্বা, বালিনা, কর্ণিয়া কাশ্মি অনিদ্রা, চিত্তচঞ্চলা প্রলাপ, মূর্চ্ছা, অবসাদ, অকালপক্ক ভোগ-ভাব প্রভৃতি দূর হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা, ডজন (১২ টা) ১০ টাকা এবং পা. মা ৵০ আনা।

ট্রেড মার্ক দেশী সাবলা। মার্ক

কেহ কেহ সংবাদ পৃথিবীতে কেবল বিদ্ধ কোম্পানীর একমাত্র দেশী সাবলা আছে। অন্য কাহারও প্রস্তুত সাবলা "দেশী সাবলা" নহে, যে হেতু ঐক্য "দেশী সাবলা" কথাই আমাদিগের ব্যবসায় চিহ্ন।

দেশী সাবলা ওষধিসমীপ কতকগুলি ঔষধে প্রস্তুত, তাহা ইহার লেবেলে প্রকাশ। ইহা দ্বারা যে কত যে ৫৫ বাবুদীর পুরাতন রোগ দূরীভূত হইয়া গায়ীর স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ সুস্বচ্ছন্দতা হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না।

বিলাত ও অন্যান্য হইতে যে সকল সাবলা প্রতিদিন সে বস্তুতঃ এতদ্রূপ সাবলা প্রস্তুত হওয়ায় মনুষ্যের শরীরে সহ্য উপযোগী হয় না। সাবলার এতদ্রূপ কতকগুলি ঔষধই পদার্থ আছে যে, তাহার দ্বারা ক্রমশঃ দুটি না করিলে চৌরীর রোগ উপকার হয় না। আমাদিগের সাবলা বিশ্বাস করিয়া

প্রস্তুত। প্রথম ১ বার সেবন করিয়া মূল্য ফেরত দিলে ২ য় ও তাহাতে ৫১ দিন পর্য্যন্ত ৩ বার সেবন করিবে।

এরূপ ঔষধালী ও অন্য কুত্রাপি "দেশী সাবলা" অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

মূল্য-প্রতি বোতল ১।০, ডজন ১০।০ ও পার্শ্বিক ৮০ আনা।

কেয়ার বিনিউর।

(কেশ পরিবর্ত্তক।)

"কেশ পরিবর্ত্তক" কখন নহে, অর্থাৎ ইহাতে কোন ঘৃণনীয় পদার্থ নাই। আপনি যুবা বা প্রবীণ হউন, কেশ অকালপক্ক বা সমস্তপক্ক হউক, ইহার বিধিপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে আপনার কেশ ভিন্ন ভিন্ন হইতে অল্পকালের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ হইবে এবং মস্তিষ্ক শীতল রাখিয়া সাধারণরূপ কেশরে ন আরোগ্য করিবে। মূল্য প্রতি ৩ আনা সিসি ১।০, ডজন ১৪ টাকা ও পার্শ্বাকর ৸০ আনা।

কলেরা ডপ্‌স্।

(বিসূচিকা বিন্দু।)

অধিক এবং পূতন যদি ওলাউঠা হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বিদ্ধ কোম্পানীর "বিন্দু চিকা বিন্দু" ক্রয় করুন। ওলাউঠার এরূপ আশুকারী ঔষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। উক্ত ঔষধে বিসূচিকা উদরাময়, অতিসার, বামকাস, বামনালীর প্রদাহ, বায়ুশূল, হৃদ্‌শূল প্রভৃতি অতি আশুধারণে আরোগ্য হয়। মুদ্রিত পুস্তিকার প্রায় ইহা প্রতি গৃহে দাখা উচিত। মূল্য প্রতি ১ আনা সিসি ১, ডজন আনা সিসি ৸০ আনা ডজন ১০।০ ও ৬ ডজন টাকা এবং পার্শ্বাকর ১০ আনা।

মহাবিদ্যা ডর, ইতিহাস ডরো, ইতিহাস অন্নদাচার, ভাক্তার, উইলস ও অন্যান্য তত্ত্ব সংবাদপত্রের প্রশংসাপত্র যাবতা প্রভৃতি বিদ্ধ কোম্পানীর মহৎ নামের—

পত্রিকায়

দেখুন। ঐ পত্রিকা [redacted] আমার একখানি চিঠি পাঠাইবেন। অনুগ্রহ সহকারে অনুগ্রহপত্র আমাদিগের পাঠিয়ে দিয়া করিলে দেখিতে পাইবেন।

আমাদিগের আবিষ্কৃত ঔষধ ভিন্ন অন্যান্য [redacted] বাহুল্যকার বিদ্যাতি ও প্রশংসা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঔষধ এবং চিকিৎসকদিগের [redacted] অনুগ্রহ আমাদিগের [redacted]

সন ১২৮৬ সালের

পঞ্জিকা চাহ। ঐ পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের পত্র বিজ্ঞাপন শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ৪৯ নং অপার সিমলিয়া কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

ভ্রমসংশোধন

প্রকাশ। বিগত ফাল্গুনের অন্তর্গত প্রকাশ্যে পরেশবিহীনী শ্রীযুক্ত রাধা প্রসন্নকুমার এবং রায় মহোদয়ের উদ্যোগে 'বিধবা বিবাহবিবাহ সভা' প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত কাল পর হইতে, অথবা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনবিষয়ে যে সকল প্রতিবন্ধক, যখন যেরূপ ঘটিয়াছে, তাহা এর যথা সময়ানুসারে সাধারণ সমীপে অবশ্য প্রকাশ করিতে পারি নাই; অথচ সেই সকল বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিয়া ভবদীয় তত্ত্বাবধায়ক সোমপ্রকাশ পত্রের ৫ আমরা যথাসময়পূর্ব্বক, যত্ন করিতে ত্রুটি করিয়াছি। ইহাতে আমাদিগের প্রতি পাঠকবর্গের অশ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, সুতরাং সৌজন্যরক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় পূর্ব্বে হইতেই অন্বেষণ করিয়া রাখি নাই বলিয়া আমাদিগের প্রতি অনেক পাঠকবর্গের অশ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সুতরাং সৌজন্যরক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় পূর্ব্বে হইতেই অন্বেষণ করিয়া রাখি নাই বলিয়া আমাদিগের প্রতি অনেক পাঠকবর্গের অশ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, বিধবাবিবাহ বিষয়ক আন্দোলন উপস্থিত হইলে, আমরা ঐ বিষয়ের পক্ষ হইয়া, অনেক পরিশ্রমে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া, অনেক ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিয়া, অনেক অর্থব্যয় করিয়া, অনেক সংবাদপত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, অনেক সভা করিয়া, অনেক বক্তৃতা করিয়া, অনেক বিধবাবিবাহ দিয়াছি। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদিগের যে কিছু বক্তব্য আছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই বিবেচনায় আমরা এই পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

[redacted]

[illegible] ১৬৫

[illegible] ১৬৫

[illegible] ১৬৫

[illegible]

[illegible] প্রাচীন সম্পাদকদিগের দেবতাচর্চা ও দেবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা পরিচয় হইবে।" এই সকল বিষয়ে, যিনি উহাদের একপ্রধান নায়ক সায়ণের অনুসরণ করিয়া বাণী ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং (বৈদিক মন্ত্রের অর্থসম্বন্ধে এইখানে ম পর্যন্ত) এইরূপে আমাদিগের পর অনুসৃষ্টিত এই সকল দেবতাচর্চার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। যখন "সাধারণে তাঁহাদের সম্মান প্রাপ্ত করিবে না" দেবতত্ত্ব নির্দিষ্ট হইবে তখন "তাঁহারা আছে" এই [illegible] সাধারণেই তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিবে এবং করিতেছে, ইহা [illegible] প্রমাণিত হইয়াছে, যে হেতু [illegible] তাঁহাদের অনেকেরই "চটাপট" নামে [illegible] ইহাতে, [illegible]

[illegible] কুসংস্কারিক সম্প্রদায়, ইহা "আর্য্য [illegible] ইহাদের না তাঁহারা [illegible] এসব, [illegible] এ কথা সত্য। [illegible] এই [illegible] অবশ্য আছেন যে [illegible] সায়ণ ভর্তৃহরি মণি [illegible] মুখার্থ [illegible] গ্রন্থের পরিচয়ের মধ্যে, তবে কেন যে [illegible] করা হইয়াছে, [illegible] ইহা [illegible] কিন্তু [illegible] বলিয়াই বোধ হয়। [illegible] এই [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] বলিয়াই [illegible] ইহাদের [illegible] যে [illegible] ইহা [illegible] যাহা [illegible] ইহা [illegible] করিয়াছেন, তিনি এই [illegible] চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই উক্ত [illegible] উপস্থিত ও বিদ্বিত হইয়াছেন, ইহা বিচিত্র নহে। যাহারা বৈদিক শব্দ "প্রত্নোপাসনা" ও [illegible] করে, এবং "দেবতাতত্ত্ব ও বেদমর্ম্ম" বেদমন্ত্রে নিহিত বলিয়া আর্য্যধর্ম্মের অবতারণা করেন, আমি পাশ্চাত্যদেশে তাঁহারা নাস্তিক প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত হইয়াছেন; এখনি লোকের আর্য্যধর্ম্মে [illegible] কোন সম্পর্ক নাই, তখনি এই [illegible]

অনুমান, প্রায় বেদ সাহেব আর্য্য যাহাতে প্রত্যয় করিতে চাহেন না, এ জন্য বৈদিক পদ যে "প্রত্নোপাসনা" এবং তাহা বেদাধ্যয়ন বিধিতে আর একজন সাহেবের বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল (১)।

(1) The deities invoked appear, on a cursory inspection of the Veda, to be no realities at all, mere things of the system elaborated by priests; but according to the most highest [illegible]

[illegible] সম্পাদক, [illegible] ইহা [illegible] মন্ত্রের [illegible] ইহা [illegible] যে [illegible] ইহা [illegible] করিয়াছেন, [illegible] ইহা [illegible] ইহা [illegible] ইহা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যায় তেমন দেখেন। ইউরোপীয়ান এসাইলামে সেদের নিবারণে একটী দুর্বহ সমাধান দিল। মিউনিসিপালিটীর আদেশ কলিকাতার রাজপথে যে সমুদায় ষাঁড় স্বতন্ত্র হয়, সমুদায় এই গুরুতর দুঃখ করে। এই ষাঁড় সেখ ছকুরটোলা নামক এলাকার অন্তর্বর্তিতে ১৮৮৩ সালে আগস্ট মাসে মিউনিসিপালিটীর নামে অভিযোগ করে। অলিক ষাঁড় গুরু বিক্রয়ের প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তির পরিচয় দিয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর কথা উপলক্ষ করিয়া সেই ষাঁড় কলিকাতায় পথে ঘাটে সকলকার অনিষ্টের নিদান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই ঘটনাই পরামর্শে পথের রাজপথ গুরুর ঘুরাইতে আরম্ভ করা হয়। ইহা হইতে ১৮৮৩ সালের অক্টোবর হইতে সেই সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিশেষরূপ রাশি ভিন্ন গুরুর সংখ্যার ইতরবিশেষ জানা কোন পথ পাওয়া যায় না। গুরুর ঘুরাইতে হইলে মিউনিসপালিটীতে রাশি রাশি টাকা ঘুষাইতে হয়। এই সকল কারণে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিয়া ছিলেন।

সেদিন হাইকোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ মহাশয় এলগিন মার্বেল মাসে আসন গ্রহণ করিবেন। সার রিচার্ড গার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। সার রিচার্ড গার্থ বিলক্ষণ বিদ্যা বুদ্ধি ও পক্ষপাতী, তিনি ইউরোপ খণ্ডের বিশেষ প্রশংসার বিষয়ীভূত। সেখানে আসিয়া তিনি কলিকাতার সকলের প্রতাবাহুরূপ আশা ভরসার সঞ্চার করিয়াছেন। এই সময়ে সার রিচার্ড গার্থ কোন বিষয় বিশেষ উপযুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তিনি কোন অন্যায়পক্ষ পক্ষপাতী হইবেন না, এ কথা সকল হইতে তাঁহার সামান্য বিষয়ে প্রকাশ পাইবে, এ বিশেষ উপকার হইবে, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক সেদের সমাধান যাহা দিয়ে দিয়া ডাক্তার সকল সাহেব আপনার কথায় আপনি উত্তর করিতেন দেখিয়া তাঁহার বহু বিচারপতি কলিকাতার আর যাহা কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে সাহস হইল না। কিন্তু যাহা কমিশনের অবশেষে নিরোক্ত সমাধান বিচারপতি কমিশনের মত হবে না ও পক্ষপাতিশূন্য ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে বিশেষ সমুৎসুক হইয়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কলিকাতার সাহেবের বিরুদ্ধে [illegible] সাক্ষ্যগ্রহণ

[illegible] করিয়াছেন, [illegible] সেইরূপ হইবে, তাহাদের মুখে বিউনিসিপালিটীর সমর্থন করিয়া উঠিবে নাকা হইলেন, তখন তাহারা সাহেব যে ভেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে?

আমরা গত সপ্তাহেই একটু একটু শুনিয়াছিলাম যে ডায়রেক্টর জেনরলের প্রস্তাবের ফিল্ম সোভাবাজারের রাজা ও ভেক্টরায় রণ বেন বাহাদুর কোন বিষয়ের মতভেদকারীর মতে অভিমত অপক্ষালিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা লইয়া একটা আন্দোলন করা এতটা সুযোগ করা ভাল বোধ হয় নাই। তাহাতেই আমরা ইচ্ছা করিয়া সে কথা তুলিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে অপরাপর সংবাদপত্রগণ এই বিষয় লইয়া নানা গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদিগের পাঠকবর্গকেও এই ঘটনার যথার্থ বিবরণ জানান কর্তব্য। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেশচন্দ্র চন্দ্র এবং ডেপুটির কুমারসিংহ বাবারিষ্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র সেন প্রভৃতি কারণের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক রাজদেবের হইতে যে গাড়ী [illegible] করিয়া কলিকাতায় আসিবার কথা ছিল, তার ও একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া আসন গ্রহণ করেন। তখনও গাড়ী ছাড়িতে আর আধ ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। ইহা গাড়ীতে বসিয়া কথা বা করিতেছেন এমন সময় রেলের সাহেব একজন পুলিস কর্মচারী আসিয়া তাঁহাদিগকে সেই গাড়ী হইতে উঠিয়া যাইতে বলে। কোন বিশেষ গাড়ীতে যে সাধারণ নিয়মিত ভদ্রলোকদিগকে আসিতে দেওয়া হইবে না, এ কথা তাঁহাদিগকে বলা হয় নাই। এই পুলিস কর্মচারী যখন তাঁহাদিগকে গাড়ী হইতে উঠিয়া যাইতে বলিল, তখন তাঁহারা স্বভাবতই তাহাকে আপত্তি করিয়া সাহেব কারণ জানিতে চাহেন। ইহার কোন উত্তর না করিয়া, পুলিসকর্মচারী তাঁহাদের সেই মুহূর্তে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিবার জন্য জানিয়া দাঁড়াইয়া রেলের বহির্দিকে গমন করেন। তখন সেই বৃদ্ধ রাজা মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গিগণ অগত্যা ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া আপনাদের [illegible] নামিতে নামিতে যে গাড়ী [illegible] তাহার [illegible] সকল লোক [illegible]

[illegible] প্রথম শ্রেণীর [illegible] ইংরাজ [illegible] কলিকাতায় [

[illegible]

[illegible] অনেকে [illegible] ঘরে [illegible] ঘরে [illegible] ঘর

বিশেষ লাভ, আপনাদিগের লাভ ও পরপরিশোধের পক্ষে বিশেষরূপ করিয়া প্রত্যহ নিশ্চিত একটী নির্দ্দিষ্ট হারে পাকা বন্দোবস্ত করুন। আরো এটুকু এখা বিশেষ দরকার যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে, কাহাদিগের প্রজাপীড়নব্যবসায় বন্ধীভূত হইল।

পরপরিশোধের [illegible] একটী অকাট্য কারণ। প্রজা বিশেষ অধিক,সেই মূল [illegible] কিন্তু আপনা বিশেষ আয়ত্তাধীন হয় তাহা নহে। তাহারা

[illegible]

[illegible] মুর্শিদাবাদ [illegible] সেই সময়ের শেষ হইয়া গেল। তাহাদের [illegible] হইল, তাহারা [illegible] মুর্শিদাবাদের আমলদার [illegible]

আসিয়াছিলেন। এখন [illegible] প্রজা [illegible] প্রবীণ হইয়াছে, নৃতনগুলি [illegible] এজাদিগের [illegible], তিন শ্রেণী [illegible] সেই সকল প্রজা [illegible] পারে, পরপরিশোধ তাহার উপায় বিধান করুন।

উপসংহারে বক্তব্য এই প্রজাদি [illegible] সংস্কৃত হয় এবং আমাদিগের [illegible] পড়ে, তাহা আপনারাই আপনাদিগের [illegible]

জমীদার ও কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের এ বিষয় [illegible] পরম হিতকর বলা যাইতে পারে। প্রজা যদি তাঁহাদের সহযোগে উন্নত হয়, উন্নত অন্ন ভোজন, পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান ও পরিষ্কৃতভাবে [illegible] করিতে পারে, তাহাদের মন প্রফুল্ল হইবে, শরীর বলিষ্ঠ হইবে পীড়ার উপদ্রব আপনা হইতেই [illegible] আসিবে। পরপরিশোধকের [illegible] সংখ্যা চিকিৎসালয় করিয়া অতিশয় হইতে হইবে না। [illegible] চিকিৎসালয় করিয়া যেরূপ পীড়ার আকর স্থান, এই পরিচয় দেওয়া হইতেছে। কিন্তু প্রজারা যখন আপনা আপনি স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া [illegible] হইবে,তখন আর [illegible] চিকিৎসালয়ের প্রয়োজন হইবে না। বঙ্গদেশ যে পীড়ার আকর স্থান [illegible] বিদেশের লোকে তখন এ পরিচয় পাইবে না। গ্রামগুলি [illegible] বলিষ্ঠ হইলে পীড়া আপনা আপনিই দূরে প্রস্থান করিবে। একটী প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক আছে "আতুরস্য যথা ঔষধং স্বাস্থ্যস্য কুতো ঔষধং" আতুর যেমন ঔষধের [illegible] স্বাস্থ্যের তেমন ঔষধের [illegible] আমরা অনেক পাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িতেছি [illegible] পীড়া। আমরা [illegible]

[illegible]

গবর্ণমেণ্টের [illegible] বন্দোবস্ত করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সে [illegible] ব্যবস্থার [illegible] আমরা [illegible] না পড়ে,এই প্রস্তাব করাই আমাদের [illegible] প্রস্তাবের মূলা উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত পদ্যগুলি পাঠ করিলেই পাঠক ও রাজপুরুষগণ আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন। পদ্যগুলি এই—

দুর্ভিক্ষ।

[illegible] বঙ্গের অন্তর্গত পূর্ব্ব [illegible] প্রায়ে প্রতিবৎসর [illegible] করিয়া উপস্থিত হইয়াছে এই সকল প্রদেশে উৎপন্ন শস্যের মধ্যে আউস [illegible] প্রধান। কিন্তু এতদ্ভিন্ন শস্যের অনুরূপে ইহা একেবারে নষ্ট হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল কৃষক অন্যান্য বৎসর ২। [illegible] মণ ধান্য পাইত, এবার তাহারা ১০। ১২ মণ করিয়া ধান্য পায় নাই। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতদ্দেশের কৃষকেরা পূর্ব্ব ৩ বৎসর [illegible] বৎসরের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখে, যা এক কথায় বলিতে গেলে তাহা সকলেরই এরূপ অবস্থা যে চেষ্টা করিলেও [illegible] পারে না। তাহাদের যে শস্য উৎপন্ন হয় [illegible] দ্বারা [illegible] হয়, তাহাদের বেতন ও পূর্ব্ব ঋণ শোধ করিয়া পরবৎসরের খরচ নির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন হয়, সুতরাং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্ব্বাহ অধিকাংশ উৎপন্ন শস্যের উপরেই নির্ভর করে। আশ্চর্য্যের [illegible] এ প্রদেশে অতি অল্প পরিমাণেই উৎপন্ন হয়। এবার তাহাও উক্ত পতঙ্গের আক্রমণে এবং বারি অবর্ষণে গিয়াছে,আশ্বিন মাসের শেষ [illegible] সমুদায় নষ্ট হইয়াছে। কৃষকদিগের অন্য উপায় না থাকায় তাহারা আপন জীবন রক্ষার জন্য [illegible] করিতেছে। কেহ কেহ [illegible] পরিবর্ত্তে মাটী ও ছাই বা চাউল খাইয়া [illegible] করিতেছে। তাহাদের [illegible] দেখিলে [illegible] হয়। তাহাদের হাড়কাটিনী [illegible] নির্দ্দয় ব্যবহারে চক্ষে জল আইসে। মুর্শিদাবাদ [illegible] সেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া উপস্থিত দুর্ভিক্ষের [illegible] এত দিন কত দীন দুঃখীকে তাহার [illegible] পতিত হইতে হইত, তাহার বর্ণনে অক্ষম। কিন্তু বিদ্যোৎসাহী [illegible] প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহাশয়ের যত্নে এবং তাহারা এতদ্দেশ [illegible] তাহা হইতে পায় নাই। তিনি দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াই [illegible] করিয়াছিলেন এবং [illegible] নিকট হইতে [illegible] আপনারি আবশ্যক না হইলেও [illegible] [illegible]

[illegible] ১ম পদ্য।" [illegible] দেখা যাইতেছে যে নিম্ন শ্রেণির [illegible] অন্ন না হওয়া কারণে প্রজা [illegible] পড়িত হইয়াছে, এই নিমিত্ত আপনাকে দেখাইতে ইচ্ছা করে যে, যে পর্য্যন্ত আউস ধান্য না হয়, সে পর্য্যন্ত আট আনা [illegible] আদায় করা [illegible] হইবে। আর যে সকল প্রজার নিকট [illegible] অর্থ ও অন্ন, বস্ত্র, মৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি যাচিয়া কোন কার্য্য করিতে আমরা আপনি যে [illegible] পারে করিবেন। তারিখ ২৪ এ [illegible]। ১৮৬৪ সাল।"

গৌড়রাজমালার সার।

পরপরিশোধকের সার।

" [illegible], [illegible], [illegible],

[illegible] ৺কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ সভা।

ইংরাজরাজের এ বিপদের, ও রাজি নিজের প্রজাদের এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণে এই দৃঢ় বে কি মুসলমান উপস্থিত হইয়াছে, তার সমিলনের পূর্ব পশ্চিমস্থ সাম্রাজ্য অকৃত্রিমরূপে প্রদান পাইয়া গিয়াছে। যে রোগে আমাদিগের অবনতীত কাল হইতে জাতি গত হইয়া আসিতেছে, যে রোগ দমনে প্রাচীন আমার ব্যবহারের প্রতি পক্ষপাতিত্বারোপ সুপ্রসিদ্ধ, যে রোগের এ চীন সভ্যতা বহু শতাব্দীর পর প্রতি পার সেই রোগ ও কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের স্মরণার্থ সভা একটী বিশেষ ঘটনা। রাজপুরুষদিগের সম্মানার্থ সভা এইরূপ সভা এদেশে অনেক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পরিবারের পূর্ব পরিবার অধিবাসীরা ইউরোপখণ্ডে যে সভা হইয়াছিল, তাহার অনুরূপ সভা আর পর্যন্ত এদেশে যে কয়টি হইয়াছে, তাহার কোনটি [illegible]

ছিলেন, কিন্তু বঙ্গবাসিগণের নিকটে সভার কথনরোধ তাঁহাকে সভাস্থলের অতি নিম্ন স্থানে অবস্থিতি করিতে হইত। সে দিন আর নাই। সভ্যতা অনুরাগের বল, অন্য ব্যক্তির অটলেই প্রতিপালিত হও তোমার নিজের জন থাকিলে যে সমস্তরূপ শীঘ্রকালে আরোহণ ন করে পারিবে, কৃষ্ণদাস পালের জীবন তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ সভা যখন হইয়াছিল, তাঁহার মৃত বন্ধুর প্রতিকৃতির পার্শ্বে সভার কার্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত মাননীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এসাইক্লোপ্‌ বিষয়ক বলিয়া বসিয়াছিলেন; যখন দেখিলাম মহারাজ মহেন্দ্রকৃষ্ণ, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজ সার, মহারাজ, মুক্তাগাছার মহারাজ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ একের পর অন্যে প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইয়া কৃষ্ণদাস পালের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, যখন মুর্শিদাবাদ ঈশানচন্দ্রিকা ও [illegible] সভাস্থ এদেশে কি যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তখন মুর্শিদাবাদ এদেশে আর হইতে পারিবে না; তখন মুর্শিদাবাদ এদেশের লোক যাহাদিগের প্রকৃত অনুরাগী হইয়াছেন। এ শিক্ষা সামান্য শিক্ষা নহে।

৺ কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ সভার আর একটী অঙ্গ দেখিয়া আমরা আনন্দ হইয়াছি। সভা রিপণ ইমলন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মহতর পরে আমরা ইংরাজ এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া এদেশীয় সম্ভ্রান্তদিগের সহিত একযোগে এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ৺কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ সভা যদি কেবল জমীদারশ্রেণীর সভা হইত, তাহা হইলে তাহাতে ইংরাজী ও রাজনীতি সম্বন্ধে যোগিকা দেখিয়া আমরা বিশেষ বা বিস্ময় প্রকাশ করিতাম না। [illegible] সভায় রাজনীতি সম্বন্ধে [illegible] সভা হইয়াছিল। [illegible] ৺কৃষ্ণদাসপালের [illegible] বিশেষরূপে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। [illegible] সভায় বলিয়াছেন—

[illegible] চক্ষুরোগের চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। [illegible] স্মরণার্থ তাঁহার নামে চক্ষুরোগের একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিবেন স্থির করিলেন, তাহা ভাল করিয়া চালাইয়া তুলিতে পারিলেই ভাল। চক্ষুরোগের চিকিৎসালয় কলিকাতা সহরে একটীও নাই, তাহাও নহে; সহরের দক্ষিণাংশে একটী আছে, তাহাই যেন হয় পর্যাপ্ত। [illegible] চক্ষুরোগের চিকিৎসালয় করা আবশ্যক হয়, তাহাতে প্রস্তাব করি, যেখানে এ চিকিৎসালয় হউক, সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের আরও প্রার্থনা এই, তাহার অনুষ্ঠান সভার একজনকে যেন কথা বলিয়াছেন, তৎপ্রতি সকলে বিশেষরূপে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। তাহারই সভায় বলিয়াছেন—

চক্ষুরোগের চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। [illegible] স্মরণার্থ এই কার্য করিলেই [illegible] উচিত নহে। ডুবার্ট সাহেব যে প্রকার [illegible] স্মরণার্থ কৃষ্ণদাস পালের একটী প্রতিমূর্তি [illegible] হইবে, অথবা এই স্থলেই একটী প্রতিমূর্তি [illegible] হউক, তাহা কার্যে পরিণত করিবার [illegible] বিশেষ চেষ্টা পাওয়া উচিত।"

লর্ড ডফরিন বাহাদুরের ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও কার্য্যপ্রণালী।

আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরল লর্ড ডফরিন বাহাদুর ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও কার্য্যপ্রণালীর প্রসঙ্গে প্রকৃত হইবার পূর্বে আমাদের দেশের রাজনীতির কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা আবশ্যক হইল। এইজন্য আমরা ও'বর্ণ প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলাম।

সাধারণে ইংরেজরাজনীতির গতি কীদৃশ দিকে। এই কারণে ইংরেজরাজনীতি আলোচনা করিয়া অন্য রাজ্যের রাজনীতি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই ইংরেজ রাজনীতি সমাজে অনেক পরিবর্তন হইয়া [illegible] আসিতেছে। [illegible] ইংরাজের যে উচ্চ উদার নীতির জন্য [illegible] বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, তাহাও [illegible]

হইয়া থাকে। আমেরিকার কাবুল ও বিদেশের রাজনীতিতে এই ভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছে। আমেরিকীয় মিত্রশক্তিগণ সম্বন্ধের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে। এ প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন হইতেছে না। কাবুল ও বিদেশ প্রত্যেকের সহিত আমার সমান সম্পর্ক নাই। পাঠকের সঙ্গে আমার যে ব্যবহার তাহা সম্পূর্ণ আপনার। তাঁহারা এ ব্যবহারের বিষয় হইলে আমি সুখী হইব। কিন্তু কাবুল ও বিদেশ প্রত্যেকের বিষয় হইয়া পড়িলে সুখী হওয়ার আশা অল্প করেন, সে [illegible] সহজ এরূপ সভা কেহ [illegible] ভরে যে দুই একজন সময়ে সময়ে পাঠিয়াছেন [illegible] বিষয় উপস্থিত করিয়াছেন সে [illegible] অনুগ্রহ মাত্র। অনুগ্রহ লইয়াই [illegible]

[illegible]

[illegible] এই [illegible] প্রত্যেক [illegible] রাজনীতির [illegible] রহস্য [illegible] সময়ে [illegible]

কাবুল, [illegible] [illegible] যোগে [illegible] বিষয় [illegible] [illegible] [illegible] পরিচয় [illegible] কাবুল [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] মহারাণী স্বর্ণময়ীর ছাত্রী নিবাস।

[illegible] মহারাণী স্বর্ণময়ী [illegible] ছাত্রী নিবাস স্থাপনের [illegible] ছাত্রীদিগের জন্য [illegible] ছাত্রী নিবাস [illegible] ছাত্রীদিগের

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর
বেঙ্গ আজ্ঞানুসারী
বিজ্ঞাপন।

বাবু [illegible]

বিবিধ সংবাদ

আমরা অতীব শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে ৺রাজকীয় ব্যারিষ্টার বাবু [illegible] ৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইল। তিনি উচ্চ বংশের একজন কবি ছিলেন তিনি এরূপ সুকবিত্ব ছিলেন যে কোন ব্যক্তি রাজদ্রোহ হইয়া রাজত্ব করিতে সমর্থ হইতেন না।

সংবাদপত্রের সম্পাদকতা কার্য্য কত কঠিন মুক্তকণ্ঠে তিনি সকলকে বুঝিতে সমর্থ হইতেন। যাহারা বিবেচনা করেন, সেখার প্রাচুর্য্যদিগের মনস্তুষ্টি ও মূলত মূলত রাজনীতি বিষয়ের আন্দোলনায় অনুরক্ত তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে সম্পাদকতা কার্য্য কত কঠিন। তিনি এই সকল কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিতে না পারেন তিনি সে কার্য্যের উপযুক্ত নহেন। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটী সম্পাদকের বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সম্প্রতি এডিনবরা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় আসনে এক জন কেবল বাগ্মিতার গুণের জন্য মুক্তির স্বাধীন আর সমস্ত লেখা কাগজে বাহির হয়। সম্পাদক সেই সাধা আসন নিয়ে এই বলিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন, ঐ স্থানে যে সাধারণী সম্পাদক নিযুক্তির দেখে দেখিলেন, তাহাতেই প্রকাশ হওয়া সম্পাদক মুক্তকণ্ঠে বাধ্যতা আসন কাহারই নাই। এই সম্পাদকের বক্তৃতার বিষয়টি আমরা বিস্তারিত করিয়া [illegible]

[redacted]

[redacted] ছিল। [redacted] ছিল। [redacted] ছিল। [

বিদেশী কিরূপ কিনা এক শিপাহী বিদ্রোহের ভাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমার সম্প্রতি সাক্ষাতের কয়েকটি শিপাহী অ পর্যুক্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়া বিশ্ব ইইয়া ও সুধা-ব্যবসায়িদের সমস্ত জিনিসপত্র কাড়িয়া লইল। আমার নিকেশ করিতে বেশ। বিশ্বাসের আর এ বিষয়ে কোন

বিগত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম মাসে প্রাতঃকালে ম ন্য বেলা একটা ই ৫ ৫ ৷ ৷ ৷ ৷ প্রকাশ করিয়া বেড়াইতেছে, ইহা শুনিয়া বেলা ৯টার সময় পিতা, ভগিনী ও আমি ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন মুসলমান পূর্ব দরজায় আসিয়া ডাকিতে লাগিল। আমি দরজা খুলিয়া দিলে সে আমাকে বলিল, "আপনি শীঘ্র ঘরের ভিতর যান, আজ সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহারা সাহেব দেখিলেই মারিয়া ফেলিবে।" আমি তাহার কথা শুনিয়া ভয়ে ভয়ে ঘরের ভিতর গেলাম। ক্রমে ক্রমে ৫ ৫ ৫

[illegible]

[illegible] ফেব্রুয়ারী ১৮, [illegible] ১১, জন।

পাঠক পাঠিকা এতোক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা [illegible] ভাঙ্গিবার জন্য [illegible] ইহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। পুর্বে এক বার এ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ফল হয় নাই। বোধ হয় উদ্যোক্তাদিগের অসাবধানতা দোষ ঘটিয়াছিল। আমরা শুনিলাম পুনরায় ইহাতে অধিবার চেষ্টা হইতেছে, এবার যেন উদ্যোক্তারা বিশেষ সাবধান হন।

আজ কাল অধিকাংশ বড়ো বাড়ী সন্ধ্যার পর পথিকদিগের উপর গোয়েন্দিগের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে পুলিস বড় বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

কলিকাতা ও আশুতোষ বিশ্বাস ইয়ঙ্গ সাহেবের কিছুই এই আবেদন করিয়াছেন যে, [illegible] সিঁদেল চোর ধরিবার ক্ষমতা পাইয়াছে, পুলিসেরই যেন তথায় কোন হাকিম ও কর্ম্মচারির পরে ও নালীশ না করেন। এরূপ হইলে অধিবাসিগণের যাতনার [illegible] আশা করি সেণ্টমেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এ আবেদনের বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন ও করিবেন না। অধিবাসিরা যদি স্বাধীনভাবে তাহা করিতে না পারেন; স্বাধীন রক্ত হওয়া আর না হওয়া তুল্য।

সন্ধ্যার ঈশানচন্দ্রের নিমন্ত্রণার্থে ঘরে দালানায় ৩০ জনার উপর লোক জমা হইয়াছেন এমন ১ জনার উপর আসিবার সম্ভাবনা আছে। সব টাকা না উঠিলে অবশ্যই ঋণে দিবেন না।

এক জন লিখিয়াছেন—" ঈশ্বরদীপের রাজধানী কৃষ্ণনগরে সম্প্রতি একজন ব্রাহ্ম বাবাজির উদ্যোগে বিধবা বিবাহোপযোগিনীদিগকে যে বিবাহ সভার অধিবেশন হয়, তাহার বিষয়ে অনেকের অসন্তোষ হয়, অনেক পত্রে, [illegible] সংবাদপত্রে তাহার প্রতিবাদ হয়। পরন্তু সম্প্রতি একটী সভা বাহুল্য করিয়াছিলেন। সভাস্থলে প্রবীণ হিন্দু [illegible] দেখা গেল, সাত জন মাত্র উপস্থিত ছিল। তাহার মধ্যে, একজনের পক্ষপাতে বেদনা এবং [illegible] কাশী যাত্রা [illegible] সভাপতি [illegible] করিয়া [illegible] সভার [illegible] আরম্ভ করিলেন। [illegible] আসিয়া [illegible]

[illegible] "বিধবারি" এবং পরে পরে "বিধবাদের দুঃখের" প্রতিকারে বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হইবে না।"

আমাদিগের আশঙ্কাটীর কথা সম্প্রতি এক-খানি ইংরেজীর [illegible] [illegible] ইং ১৮ একটী মুসলমান স্ত্রীলোক ধরিবে [illegible] হয় না। হগলীর [illegible] [illegible] মোসলমানী মধ্যে [illegible]। পরদার অত্যাচারে নানা অনিষ্টের পথ হইতেছে। বিশেষ, সূতিকা কার্য্যাদির জন্য [illegible] [illegible] হইতে পারে। সম্প্রতি [illegible] [illegible] কোনো প্রসূতিকে এরূপ ভাবস্থায় [illegible] [illegible] হইয়াছে যে [illegible] [illegible] গমন করিলেও কেহ পতি অনুভব [illegible] না। রাত্রিকালে [illegible] আলোক [illegible] হয়। ঐ ল্যাম্পের আলোকে পাছে অন্যান্যের [illegible] ইচ্ছা হয়, তাহার নিবারণেরও উপায় করা হইয়াছে।

গঙ্গাসাগর দর্শন

গত শুক্রবার হইতে সমবারের পর্যন্ত গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মহাযেলা হইয়া গিয়াছে। লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে পথ যাত্রীরা দলে দলে গিয়া সাগরসঙ্গমে এই কয়দিবস নগরে পরিণত করিয়াছিল। প্রায় ১০। ১২ লক্ষ লোক যে মেলায় সমবেত হইয়াছিল, পাঠক! বোধহয় সে কথাটায় অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছে, সে আমার ইচ্ছা করে। আমরা শুনিলাম একজন ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে কতকগুলি স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ষ্টীমার হইতে নৌকারোহণে কূলে গিয়া উঠিলেন, কিন্তু হিন্দু ভদ্রলোক তাঁহাদিগের একটী রাস্তা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে নৌকা চলিয়া গেলে তাঁহাদিগের মধ্যের একজন বলিয়া উঠিল। ভদ্রলোকটী তাহার অনুসন্ধানে দেখেন, বাঙ্গালীর গাইলেন। ঐ যাত্রীর মধ্যে তাঁহাদের সকলের চিনিতি ছিল। তাঁহার প্রত্যাগমন পথে একটী খুব ধরা দিয়া তাহাকে ধরিয়া হইয়াছিল। তিনি একখানি নৌকায় যাত্রিকে তাঁহাকে পায় করিয়া দিতে বলিলেন। সে সম্মত হইয়া তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইল; কিন্তু তাঁহার ধরিয়া যাবে তাঁহাকে না লইয়া গিয়া এক নিকট প্রবাসের দিকে লইয়া চলিল। [illegible] হইতে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

গ্রাম কাপড় কোরা।

ঘাটী ৯ পণ	৩—৩৵৹
ঘাটী ৩২০ পণ	৩৵৹—৩৷৹
ঘাটী ৭ পণ	৪—৪৵৹

মারকিন।

	৪৷৹—৫৷৹
	৫৷৹—৫
মারকিন ১২০ পণ	৫৷৹
মারকিন ৯ গজ	৫৷৹
মারকিন ১০ পণ	৬৷৹
মারকিন ১২ পণ	৭৷৹
১৮ গজা মধ্যমপুরক ৭৷৹ পোড়া	৭৷৹—১৪৷৹
২০ গজা মধ্যমপুরক ৭৷৹	৮৷৹
২০ গজা মধ্যমপুরক	১৪৷৹—১৫৷৹
২৷৹ গজা মারকিন	৯—৯৷৹
২৷৹ গজা মারকিন	৯৷৹—১০
৩ গজা মারকিন	১৩৷৹—১৪৷৹
মিহীন	১৫৷৹—১৭৷৹
ঝিনা	৫—১৩৷৹
মলমল	১৫৷৹—১৯৷৹
১৮ পোয়া বহরের ঘাটী	১—১৷৹
৫ গজা মধ্যমপুরক মুর্শি	১৫৷৹—১৯৷৹
২৫—৩৷৹ গজ ঝিনা	গজ ৫৷৹
মাঝারি ঐ মলমল	গজ ৬৷৹
মলম ঐ	১
পোয়া পাতুরা মুর্শি	৯৷৹—১১৷৹
পোয়া মিহীন কুর্ত	৯৷৹—২৷৹
৫ গজ পোয়া পাড়ওয়ালা মুর্শি	১৷৹—২৷৹
পোয়া মাদ্রাজ	৪৷৹—১৭৷৹

ছাউস কমাই

ব্যাণ্ডকমাই আলী	২৷৵—২৷৹
পাইকাই	২৷৹৷৹
ছাল কমাই পাইকাই	২৷৵—২৷৹
দেশী	২—২৷৹
পোয়া	২৷৵—৩
মোটা বহর	—১৷৹
মোটা মলম	১৷৹—৷৹
মাঝ বহর	—১৷৹
অবহর কমাই	২—১৷৹
দেশী ঝিনি কমাই প্রতি গজ	২—২৷৹
মূল কমাই	৷৹—৷৹—৷৹
অবহর ছাউস	২৷৵—২৷৹
মলম	২৷৵—৩
	৷৹—৷৵৹
	১৷৹—৷৹
	২—২৷৹

কাশীর চিনি।

টাকা

কুসমানন্দ	২ সের
কুমারানন্দ	২ সের
রঘুনাথানন্দ	৩ সের

রঘুনাথগঞ্জের দমা চিনি

দমা চিনি ১ সের ৮ দমা চিনি ৯ সের
দমা চিনি ৩ সের ৭ দমা চিনি ৪ সের
দমা চিনি ৫ সের
রাম চিনি বহরের ১ সের
রাম চিনি ২ সের ৷৹ রাম চিনি ৩ সের
রাম চিনি ৪ সের ৷৵ রাম চিনি ৫ সের

বহরের দমা চিনি।

পাথরমাড়া চিনি	৷৵৹	ঐ মধ্যম	
" সরেস	৷৷৹	দমা চিনি ১ সের	
দমা চিনি ২ সের	৷৷৹	দমা চিনি ৩ সের	
দমা চিনি ৪ সের	৷৷৹	দমা চিনি ৫সের	
মোরব্বামার্কা দমা		৷৷৹	
মোরব্বামার্কা মোড়	৷৷৹	বহরাটি মলো	
বহরাটি মোড়		৷৷৹—৷৷৷	
মে ন মোরবা	১২৷৹	মেসি মরবা	১১
আদিপুর ১ সের	১৷৷	আদিপুর ২ সের	১৷৷৹
সি মাকা ১১৷৹—১২৷		আমরা	১০৷৹
বাদ্রোধ			১০৷৹

গ্রাম

সিকোয়াদার চিনি	২৷৷৹
মোরবা ২৷৹—৩৷৷৹	মরবা ৷৷৹
ইরোমা ২৷৷৹—৩৷৷৹	আইনা দুর ১৷৹—২৷৷৹
গুরোডাকা ২৫৷৹—৩৷৷৹	আমকাই নর মা ৷৷
মমজিপুর মইদী ২৷৷৹	ঘোড়াকাই ১৷৹—১৷৷
মোরপুর ৷৹ ৷৷	মুরাদাবাদ মইদি ১৷৹—১৷৷
বিজয়পুর মইদি	
কলমা ৩ সের ৷৷৹	মরবা ২ সের ২৷৷৹
মরবা ২ সের	২৷৷৹
আটা	১ সের ৷৷৹
মুরি	১৷৷৹
	২৷৷৹—১৷৷৹
	১৷৷৹
	৷৷৹—১

বাঙ্গালোর ছাউস।

O মইদী	৷৷৹	I	
M-O	৷৷৹	M E	৷৷৹
MH	৷৷৹	M E অতি বারিক	৷৷৹
M	৷৷৹	E E	১২৷৹
E I	৷৷৹	S O	১৷৹

ছাউসের আমদানী।

O মইদী ৷৷৹ I
M-O ৷৷৹ M E ৷৷৹
MH ৷৷৹ M E অতি বারিক ৷৷৹
M ৷৷৹ E E ১২৷৹
E I ৷৷৹ S O ১৷৹

ছাউস বাদামী ছাউস।

সিরসি	২৷৷৹—৷৷৷৹	২৷৷৹
ঐ মাঝা ঘাটী	৷৷৷৹—৷৷৷৹	৷৷৷৹
ভাজোরী মোটা ঘাটী	২৷৷৹—৷৷৷৹	২৷৷৹

ছাউসের আমদানী।

O মইদী	৷৷৹	I	
M-O	৷৷৹	M E	৷৷৹
MH	৷৷৹	M E অতি বারিক	৷৷৹
M	৷৷৹	E E	১২৷৹
E I	৷৷৹	S O	১৷৹

ছাউস বাদামী ছাউস।

সিরসি	২৷৷৹—৷৷৷৹	২৷৷৹
ঐ মাঝা ঘাটী	৷৷৷৹—৷৷৷৹	৷৷৷৹
ভাজোরী মোটা ঘাটী	২৷৷৹—৷৷৷৹	২৷৷৹

ছাউসের আমদানী।

O মইদী	৷৷৹	I	
M-O	৷৷৹	M E	৷৷৹
MH	৷৷৹	M E অতি বারিক	৷৷৹
M	৷৷৹	E E	১২৷৹
E I	৷৷৹	S O	১৷৹

ছাউস বাদামী ছাউস।

সিরসি	২৷৷৹—৷৷৷৹	২৷৷৹
ঐ মাঝা ঘাটী	৷৷৷৹—৷৷৷৹	৷৷৷৹
ভাজোরী মোটা ঘাটী	২৷৷৹—৷৷৷৹	২৷৷৹

ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়।

৬৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ

ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়।

৬৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে, ইহাকে একটী আয়ত্ত করা বিদ্যার বিদ্যালয় আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদ [illegible] শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় সেই অভাব দূরীকরণের সহিত একটী আয়ুর্ব্বেদীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। [illegible] করিয়া ইহা ঘরিদ করিবেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ছাত্রগণকে দেখিয়া বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা। এই কার্য্যে অনু [illegible] রোগের প্রকৃতি সকলেরই সহজে বুঝিতে পারা যায় যে সকল বিষয়ের আবশ্যকীয় [illegible] প্রতিষ্ঠানে নিম্ন নিম্ন রোগ বিবরণ আমাদিগকে [illegible]

ভারতবর্ষীয় চক্ষুর	৫	১৫
বীরবল	১	
যৌগন্ধ যোগিনী	১	
পাষাণপ্রতিমা	১	৵
বাজীকরী	১৷৹	৵১৹
৬। তারিণীকৃত	৷৹ ৵৹	১৹
	২৷৹	৵৸৹ ৷৹

এই ছয়খানি পুস্তক একত্রে ক্রয় করিলে ডাক মাশুল ও প্যাকিংয়ের না লাগে তদরুণ ৵৸৹ টাকা হইতে আরও ৷৹ আনা কমা যাইবে। ৬ খানির কম লইতে অর্দ্ধ মূল্য পাইবেন এক অতিরিক্ত পুস্তকের মূল্য ডাক মাশুল লাগিবে। মাশুল না পাঠাইলে পুস্তক ভিপিপোষ্টে যাইবে। কোন পুস্তক হারাইলে তাহা পুনর্ম্মুদ্রিত হওয়ার আর সম্ভাবনা নাই। রেজিষ্টারি আবার মাসে পাঠাইবেন এবং অভিধানের রূপ, ম ম মাস বাদ ও অতিরিক্ত পুস্তকের মূল্য লিখিতে ভুল বিস্মৃত হইবেন না।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র পুস্তকালয় } শ্রীকেদারনাথ
১৫ নং মাহাপলী ষোষের ষ্ট্রীট } ভট্টাচার্য্য।

[illegible]	৷৹—৸৹
[illegible]	৵৹—৷৹
[illegible]	০—৵৹
[illegible]	২৷৹—৷৹
[illegible]	১২
[illegible]	১১৷৹
[illegible]	১৷৹
[illegible]	৩৷৹—৩৷৹
[illegible]	৩৷৹
[illegible]	৩৷৹
[illegible]	৩৷৹
[illegible]	৩৷৹

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনদাতাগণ।

[illegible] ডাক্তার [illegible] সাহেব [illegible] পুস্তক মধ্যে [illegible] যে [illegible] ডাক্তার [illegible] ঔষধালয়ে [illegible] ঔষধ

Eyes, Fearful Inflammation, soreness of the eyelids and eyeballs are but the worst diseases of the Eye.

It is Entirely a new scientific discovery, containing many of the most powerful restorative agents in the vegetable kingdom. Instead of cutting out the cataract and thus causing intense agony to the patient it can also be gradually washed out by using a few days applications. By applying one Drop of Jordan in the Eye thrice daily the circulation is revitalized, and invigorated, the circulation of the blood in the capillary vessels controlled the paralysed nerves expanded and the cause of the disease speedily removed. Its beneficial effects are experienced from the very first applications, it subdues all pain and inflammation immediately. Best of Oculists or Doctors that have failed in many cases Dr Chase's Jordan Drops has cured them successfully Test and you will be satisfied.

Per Bottle Large	,	..4	0 0
" Small	..	..3	0 0
" Cathartic Alterative		..4	0 0

RECENT CERTIFICATE OF CURES.

CHRONIC OPTHALMIA.

Madagal, Madras, 24th January 1884.

A friend of mine was suffering from Chronic Opthalmia. His case was declared to be hopeless even by the medical officers of Eye-Infirmary Madras. After applying the Drops for a fortnight in accordance with the printed Directions which accompanied the small Jordan, I find there is decidedly an improvement to the better, the oozing of water from the Eyes has ceased, the inflammation of the Eyes has disappeared and the prominent pain in the Eye-Ball has been relieved.

(Sd.) S. RAJAGOPAUL NAYUDU, Planter.

Wanted 1,000 Agents in every City & Town.

VAN ETTEN & Co.

CALCUTTA.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমুকে দোক

মূত্র পীরনী রস।

[illegible]

[illegible]

[illegible] সমালোচনা।

[illegible]

বিজয়ন্ত হুংকেরে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নীলের তৈল।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ

১৯ শ ভাগ। "প্রবলতা দুর্ব্বলতিরায় বার্ত্তিব জগতের অনিত্যবস্তুর ন্যায় দীপ্যতে।" ১১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহিত ৩ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১ টাকা ৮ আনা। | ১২৯১ সাল। ১৪ ই মাঘ। ইং ১৮৮৫। ২৬ এ জানুয়ারি। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৵০, অগ্রিম ত্রৈমাসিক মাশুল সমেত বার্ষিক ২ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়ের নিকট সানুনয় অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন শিরস্তাদুস্যারে স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও বাঁধান পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ছাপড়িপোতা, কলিকাতায় বর্ত্তমান সোমপ্রকাশ আফিস, জেলা ২৪ পরগণা।

যেসকল অঞ্চলের গ্রাহক কলিকাতায় [illegible] এবং সহরের গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন [illegible]

বার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডর কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অনাথের ভরণপোষণে সাধারণের সহায়তা প্রার্থনা।

এই এক অনাথিনী বালিকা ও তাহাদিগের মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৩৷০ টাকায় সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ ছাপাখানায় খুব কম অক্ষর বাকি আছে। গ্রাহকেরা আমাদিগকে পত্র লিখিলে বিশেষ বুঝাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বারের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা দ্বিতীয় বার ৵০ আনা।

এখন হইতে যে সকল বিজ্ঞাপনের মূল্য আমাদিগের নিকট আসিবে, প্রথম দুইবার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে। তাহার পর বিজ্ঞাপনের মূল্য গণনা করা যাইবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপক্রমণিকা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০

[illegible]

১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিদ্যেশ্বর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৵১০ লাগিবে।

ভারতসন্তান গণের অমরকীর্ত্তি উপকৃষ্ণ।

আদি ব্রহ্মসমাজ, সংস্কৃত ডিপজিটরি, সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি, চীনাবাজার পত্রালয়ের পুস্তকালয়, ওরিয়েণ্টাল সাউথ সুবর্ণরাম স্কুল এবং কলিকাতার দক্ষিণ কোণাস্থিত পরাণিক স্কুলে প্রাপ্তব্য। মূল্য পাঁচ আনা।

সতর্কতাপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন।

শান্তিপুর হিতকরী যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী মহাশয় বিগত প্রায় এক বৎসর কাল যাবৎ দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় পীড়িত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিলক্ষণ সুস্থ হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি যন্ত্রের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। অতএব উক্ত যন্ত্রালয়ের কোন পাওনাদার কোন ব্যক্তি যেন ভ্রমে পড়িয়া দুরভিসন্ধিকারী ৺হরিনাথ মজুমদারকে আমার প্রদত্ত ঋণ করেন এবং উক্ত ৺ হরিনাথের নিকটে হইতে যেন কোন বস্তু বা অর্থাদি কিনা পাওয়া আমার প্রতিভূ স্বরূপ না করেন। ইহাতে বহুত না হইবেন।

শান্তিপুর। ৮ই মাঘ ১২৯১।

শ্রীনবকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতভূমি ও "ভূবনমোহন" সম্পাদক।

JUST OUT
SPEECHES
BY
LALMOHUN GHOSE
PART II
[illegible]
ASUTOSH BANERJI
Price Re. 1
Mo [illegible] & Co
Mo
Messrs S [illegible], Lahuri & Co
Messrs Sanyal & Chunder ady & Co
Chemmy Library
People Library
Modern Library
Bompas [illegible] Depot
AND
Other Principal Booksellers
IN
Calcutta
AND
THE INDIAN MIRROR OFFICE
PART I
Price (both Parts) Re. 1
apo
had of
MESSRS. EB. ROY
Part I together with Part II to
MESSRS THACKER SPINK &

মিত্র এণ্ড কোং।

ওয়ার্ল্ড ফিলসফার ও সাধারণসমাজের সমস্তাবক
৭ নং ওল্ড সেণ্টমেণ্টাট, কলিকাতা।
উক্ত প্রণীত সংবাদপত্রে প্রকাশিত,
অপূর্ব্ব ওষধিযুক্ত
কুন্তলি পুষ্প কেশরঞ্জন তৈল।
ব্যবহারে কেশ নষ্টে—
অধিক, নব ও, অতীব মনোহর কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত
হইবে, মাথা ঘোরা, মাথা ধরা, মাথার ঘা, খুস্কি, চুল উঠা, চুল পাকা, মাথা ঠাণ্ডা করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্ক, স্নায়ু, চক্ষু ও শিরা সবল করিয়া বলবর্দ্ধন ও রক্তবর্দ্ধন করে। ইহা পরীক্ষা, মস্তক ঘূর্ণন নিবারণ করে। ইহা ব্যবহারে ব্রহ্মতালু—মনের কষ্ট, ধারণাশক্তি, স্মরণশক্তি বৃদ্ধি, চিন্তাকুলতা, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, অজীর্ণ, অকালে কেশ পাকা প্রভৃতি দূর হয়।
মূল্য প্রতি ১ শিশি ১ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা এবং প্যাকিং ৵০ আনা।

ষ্টেণ্ড দেশী মাসলা। ষ্টার্চ।

ব্রেকফাষ্টের বাজারে। পৃথিবীতে যেখানে যত কোম্পানীর এতদ্দেশে দেশী মাসলা আছে। কিন্তু আমাদের এরূপ মাসলা "দেশী মাসলা" নাই, যে এই ষ্টেণ্ড কিনে "দেশী মাসলা" কথাটি আমাদিগের একচেটে।

দেশী মাসলা এতদ্দেশীয় অনেকগুলি ঔষধে প্রয়োজন হয়। ইহা দ্বারা মাসল রোগে যাবতীয় পুরাতন রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে। গৃহস্থের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকারক ও রক্তপরিষ্কার করে।

বিলাত ও আমাদের হইতে যে সকল মাসলা আসিতেছে সে সমুদয় এতদ্দেশীয় বাজার প্রস্তুত করিবার সকলের পক্ষে সমান উপযোগী হয় না। মাসলার এরূপ অনেকগুলি বিষয়ই সমান থাকে যে, তাহার মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি না করিলে রোগীর কোন উপকার হয় না। আমাদিগের মাসলা ভিন্ন প্রকার করিয়া প্রস্তুত। প্রথম ১ নং সেবন করিয়া সহ্য হইলে পরে ২ নং ও তাহার পর ৩ নং সেবন বিধি। এরূপ উপকারী ও সহজ মূল্যের "দেশী মাসলা" অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

মূল্য প্রতি ১ কৌটা ১৲, ডাকমাশুল ৵১০ আনা।

কেয়ার বিনিউর।

(কেশ পরিবর্দ্ধক।)

"কেশ পরিবর্দ্ধক" কথন নহে, অথবা ইহাতে কোন ঘৃণিত পদার্থ নাই। আপনি ঘৃণা না করিলে, কেশ অকালপক্ক বা সময়পক্ক হউক, ৫৬ বিন্দু সহযোগে ব্যবহার করিলে আপনার কেশ দিন দিন সহজে নষ্টোদ্গমে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ হইবে এবং [illegible] রাখিয়া ব্যবহারে কেশরোগে আরোগ্য [illegible]। মূল্য প্রতি ৬ আনা সিসি ১৲, ডজন ১৪৲ ও প্যাং ৵০ আনা।

ওলেরা ড্রপ্স।

(বিন্দু ঔষধ।)

অতি [illegible] যদি ওলাউঠা হয় ও পরিষ্কার পাত্র [illegible] করেন, তবে নিজ কোম্পানীর "বিন্দু ভিক্টোরিয়া বিন্দু" এর ওলেরা। ওলাউঠার এরূপ আশ্চর্য্য ঔষধ এখানেই আবিষ্কৃত হয় নাই। উক্ত ঔষধে বিসূচিকা, উদরাময়, অতিসার, বমনকাস, পরাণাদীর জ্বালা যাতনা, বক্ষস্থল প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়। সুচতুর পরিচালক ইহার ইহা অতি দুইটী ছোট ছোট। মূল্য প্রতি ১ ড্রাম শিশি ১, ডাকমাশুল ৵১০ আনা।

ও প্যাকিং ৵০ আনা। ডজন ৬ ড্রাম শিশি ৬৲ টাকা ডাকমাশুল ও প্যাকিং ১৲ টাকা।

ব্রেকফাষ্টের বাজারে। পৃথিবীতে যেখানে যত কোম্পানীর এতদ্দেশে দেশী মাসলা আছে। কিন্তু আমাদের এরূপ মাসলা "দেশী মাসলা" নাই, যে এই ষ্টেণ্ড কিনে "দেশী মাসলা" কথাটি আমাদিগের একচেটে।

দেশী মাসলা এতদ্দেশীয় অনেকগুলি ঔষধে প্রয়োজন হয়। ইহা দ্বারা মাসল রোগে যাবতীয় পুরাতন রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে। গৃহস্থের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকারক ও রক্তপরিষ্কার করে।

বিলাত ও আমাদের হইতে যে সকল মাসলা আসিতেছে সে সমুদয় এতদ্দেশীয় বাজার প্রস্তুত করিবার সকলের পক্ষে সমান উপযোগী হয় না। মাসলার এরূপ অনেকগুলি বিষয়ই সমান থাকে যে, তাহার মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি না করিলে রোগীর কোন উপকার হয় না। আমাদিগের মাসলা ভিন্ন প্রকার করিয়া প্রস্তুত। প্রথম ১ নং সেবন করিয়া সহ্য হইলে পরে ২ নং ও তাহার পর ৩ নং সেবন বিধি।

এরূপ উপকারী ও সহজ মূল্যের "দেশী মাসলা" অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

মূল্য প্রতি ১ কৌটা ১৲, ডাকমাশুল ৵১০ আনা।

কেয়ার বিনিউর।

(কেশ পরিবর্দ্ধক।)

"কেশ পরিবর্দ্ধক" কথন নহে, অথবা ইহাতে কোন ঘৃণিত পদার্থ নাই। আপনি ঘৃণা না করিলে, কেশ অকালপক্ক বা সময়পক্ক হউক, ৫৬ বিন্দু সহযোগে ব্যবহার করিলে আপনার কেশ দিন দিন সহজে নষ্টোদ্গমে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ হইবে এবং [illegible] রাখিয়া ব্যবহারে কেশরোগে আরোগ্য [illegible]। মূল্য প্রতি ৬ আনা সিসি ১৲, ডজন ১৪৲ ও প্যাং ৵০ আনা।

ওলেরা ড্রপ্স।

(বিন্দু ঔষধ।)

অতি [illegible] যদি ওলাউঠা হয় ও পরিষ্কার পাত্র [illegible] করেন, তবে নিজ কোম্পানীর "বিন্দু ভিক্টোরিয়া বিন্দু" এর ওলেরা। ওলাউঠার এরূপ আশ্চর্য্য ঔষধ এখানেই আবিষ্কৃত হয় নাই। উক্ত ঔষধে বিসূচিকা, উদরাময়, অতিসার, বমনকাস, পরাণাদীর জ্বালা যাতনা, বক্ষস্থল প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়। সুচতুর পরিচালক ইহার ইহা অতি দুইটী ছোট ছোট। মূল্য প্রতি ১ ড্রাম শিশি ১, ডাকমাশুল ৵১০ আনা।

ও প্যাকিং ৵০ আনা। ডজন ৬ ড্রাম শিশি ৬৲ টাকা ডাকমাশুল ও প্যাকিং ১৲ টাকা।

পত্রিকায়

দেখুন। ঐ পত্রিকা আবশ্যক হইলে অদ্য আমার একখানি চিঠিটী পাঠাইবেন। অপরাপর বহুসংখ্যক প্রশংসাপত্র আমাদিগের আপিসে গুপ্ত ও ইচ্ছে দেখিতে পাইবেন।

ইহা আমাদিগের আবিষ্কৃত ঔষধ ভিন্ন আমার [illegible] নাক্তকার বিলাতি ও অন্যান্য যেসব খেতাঙ্গ ঔষধ এবং চিকিৎসকদিগের চিকিৎসার উপযোগী অন্যান্য এতদ্দেশীয় ঔষধ সকল সুলভ মূল্যে সরবরাহ করি।

ভিন্ন এক ভাগের

সন ১২৯২ সালের

পঞ্জিকা প্রস্তুত। ঐ পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপন দাতাদের [illegible] বিজ্ঞাপন শীঘ্র পাঠাইয়া দিন। বিজ্ঞাপন হাল আমি [illegible] প্রস্তুত। ৫৪ নং কলুটোলার কলিকাতা।

বিশেষদ্রষ্টব্য।

কলিকাতার প্রধানপ্রধান সাধারণ পুস্তকালয়ের যে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের "সিরাজদ্দৌলা" পুস্তক সাধারণের সমক্ষে যে কতদূর সমাদর, তদ্বিষয়ের যে সকল আরোগ্য-পত্র ইহার পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়াছে, অত্যাশ্চর্য্য, আর একখানি ছাপানো হইলেও তাহার ইংরাজি পত্রের অধিকাংশ নিয়ে প্রকাশিত হইতেছে। এই পুস্তক ঐতিহাসিক উপন্যাস ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর পাওয়া যায় না। ইহার টাইটেল উপরে সাধারণালিয়ে যে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের ইংরাজি স্বাক্ষর দেখে সকলে যেন [illegible] নয়।

ইহার অন্যান্য বাবু যে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের "সিরাজদ্দৌলা" পুস্তক, যে অবধিমহীর সাধারণের ঐকান্তিক সমাদর আরো অধিকতর বৃদ্ধি হইতেছে। বহুসংখ্যক অন্যান্য প্রধান পরীক্ষার যা যায় প্রকাশ হইয়াছে, যে ঐ সকল [illegible] ও প্রকাশকগণ, এবং সেই জন্য চট্টোপাধ্যায়ের সাধারণ [illegible] যে, তাহারা যেন এই [illegible] সিরাজদ্দৌলা পুস্তক ভিন্ন অন্য কোন [illegible] দিতে [illegible] সাধারণ [illegible] ইহা [illegible] প্রকাশ [illegible] সাধারণ [illegible]

অনুরোধ করিতেছি। আর এই [illegible] সাধে [illegible]
এবং পারাবোপ [illegible] সাধে [illegible]

[illegible] চট্টোপাধ্যায়।

[illegible] চেরিয়ট্ মিসন ইয়ার
৯ ই ফাল্গুন— [illegible] এক ডোর কলিকাতা
সন ১৮৮৪ সাল— [illegible] ষ্ট্রীট ইউনিয়ন ৯ নং সিমলাক ষ্ট্রীট
পণি ডোরার্ণিয়ো কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

নিম্ন শিক্ষার বিস্তারণময় প্রার্থনা।

মহাশয়দিগের কাল অতীত হইল, আমাদের [illegible] অন্তরে [illegible] অধিবাসী অনেক ব্যক্তি বিদ্যার [illegible] উহা নিম্ন শিক্ষার দুই বৃদ্ধি আপনের এই প্রকার [illegible] বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট অনেক আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ [illegible] যায়, এ [illegible] যে [illegible] এ পর্য্যন্ত অনুমোদন করেন নাই। তিনি প্রস্তু বিষয় [illegible] সম্বোধ প্রকাশ করিয়া বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] শিবপুর ও কৃষ্ণনগরের এবং [illegible] নানা শিল্পকার্য্যদিগের [illegible] আমাদের শিল্প [illegible] অবিলম্বে [illegible] উপায় হইতে পারে। [illegible] [illegible] এই উত্তরে সন্তুষ্ট হই নাই। উপযুক্ত [illegible] [illegible]

অক্টোবর মাসের [illegible] বিদ্যার বহুতর উদ্যোগী পুনরায় এ বিষয়ে [illegible] আবেদনপত্র [illegible] [illegible] [illegible] নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ আবেদনপত্রে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
সোমবার সন্ধ্যে ৭। বার্ষিক মূল্য।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা ও তাঁহার ভাতা।
কলিকাতা—৫ সংখ্যক।

সোমপ্রকাশ।

১৯ ই মাঘ সোমবার।

[illegible] রাজধানীর [illegible] ৫ বৎসর যে রাজধানীর স্থানে [illegible] অবকাশ হইবে, পূর্ব্বেই জানা ছিল। [illegible] একবার স্বাধীন রাজধানী। [illegible] লাভ করিয়া সে [illegible] পরম

[illegible] সহরে যে বিশেষ [illegible] সে যাহা হউক, [illegible] বিশেষরূপে [illegible] ভরের [illegible] কেলা-মিউনিসিপাল [illegible] ফেলা-মিউনিসিপাল [illegible] স্থানে স্থানে [illegible] হইয়াছে,

[illegible] সম্বন্ধে একখানি [illegible] প্রকাশ [illegible]

[illegible] স্থানে [illegible] হইবে [illegible]

[illegible] পূর্ণিয়া হইতেই [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible] স্থান উপযুক্ত হইয়াছে। [illegible] সময় এ [illegible] এই সকল অস্বাস্থ্যকারিণী হ্রস্ত [illegible] সাধারণের [illegible] করা কর্ত্তব্য। [illegible] স্থানে থাকিলে [illegible] আমরা চলা ফেরা [illegible] স্থানে উপযুক্ত [illegible] আমাদের [illegible] স্থানে উপযুক্ত [illegible] আমাদের দেশে এক [illegible] অভাবে কত লোক [illegible] হইয়াছে। এ সময়ে [illegible] এই দুর্ভিক্ষনী [illegible] সাধারণ [illegible] করা কর্ত্তব্য। [illegible] এ বিষয়ে [illegible] বিশেষ [illegible] এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করিলে [illegible] অনেক [illegible] হইতে পারে।

[illegible] সময় [illegible]

সোমপ্রকাশ।

[illegible] আহারের ও [illegible] অবস্থা সম্বন্ধে যে [illegible] প্রকাশ [illegible], [illegible] হইতে আমরা [illegible] সেনসরদিগের [illegible] স্থানে স্থানে [illegible] প্রবিষয়ে [illegible] ক্রমে [illegible] হইতেছে, [illegible] কোন কোন [illegible] সে [illegible] সকলের [illegible] হইতেছে। [illegible] কোথাও আইস [illegible] জন্য [illegible] খনন [illegible] হইতেছে এবং [illegible] ধারা [illegible] হইতেছে। কোন কোন [illegible] সে [illegible] প্রাদুর্ভাব [illegible] হইতেছে, [illegible] সে [illegible] উপযুক্ত [illegible] নহে। চাউলের [illegible] কোথ [illegible] মূল্যবৃদ্ধি, কোথাও বা [illegible] হ্রাস [illegible] হইতেছে। [illegible] ই প্রেসিডেন্সি [illegible] তা [illegible] সে [illegible] রাজপুতনার [illegible] কোন কোন [illegible] সামান্য [illegible] বৃষ্টি [illegible] হইয়াছে। [illegible] উত্তর পশ্চিমাঞ্চল [illegible] অযোধ্যার [illegible] বৃষ্টি হইয়াছে। মান্দ্রাজের [illegible] ও [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible] কোন [illegible] বৃষ্টি [illegible] হয় নাই। [illegible] [illegible] অনন্ত উপায়।

[illegible] ইহাদিগের দুই একটী [illegible] [illegible] উপায়। [illegible] [illegible] [illegible] উপায়।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] দুই [illegible] [illegible] সকলেরই [illegible] ভাল। [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] হইবে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible] ঐ উপায় দর্শান পূর্ব্বে উহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের [illegible] হাতে এক [illegible] হইতে হয় যে যে ব্যক্তি [illegible] সাহেবদিগের রাজত্বসময়ে যে যে [illegible] এক ব্যক্তি অন্নসত্র স্থাপন ও তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে আর পঁচিশ বৎসর হইল, ভবিষ্যদ্বাদে প্রসিদ্ধ নাম্নক অন্য এক ব্যক্তি দক্ষিণ অঞ্চল প্রভৃতির নিমিত্ত কার্য্যে প্রায় চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। পাঁচ ছয় বৎসর হইল, নবীনগোপ দাস নামক এক রাজাবৎ বৈভবশালী ঐশ্বর্য্যবান পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কলিকাতায় করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মা গণের কেহ মৃত্যুকালীন কি কৃতজ্ঞতাকারী ছিলেন না, কেবল ভিক্ষা এই মাত্র তাঁহাদিগের জীবনের ছিল। সম্প্রতি যেরূপ উপায় দ্বারা যে ঔদ্ধিদিক সাহায্য কার্য্য সমাধা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে যে কেহ তখন যে ক্রিয়াকর্ম্ম ও দেবপূজা দিয়া, বর্ত্তমানে তাহা সেইরূপ আয়োজন হইয়াছে। বিশেষতঃ মহাশয়দিগের মধ্যে সমাপন ও বর্ষপর্য্যায়ে যাঁহা যাহা হয়, ঐ সকল মধ্যে অন্যান্য সামান্য সামান্য কর্ম্মে কত সহস্র টাকা ব্যয় হইতেছে, কিন্তু যাঁহারা মনে করিলে এই একটী অবশীলা ক্রমে সমাধা করিতে পারেন, সে মহাত্মারদের যে কিছু কিছু দিতে হইবেক, তাহা বিষাদের বিষয় নহে। বরং কিছুমাত্রেই উৎসাহপূর্ব্বক আপনাদিগের অভিধান করিয়া এতদ্বিষয় রক্ষা বিষয়ে যত্নবান হইবেন। আমি ঐ অন্নসত্র যেরূপ ক্ষুদ্র পিপীলিকা ভোজনার্থ করিয়া থাকে, সেই মত ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া তাঁহা অন্নোদ্যমগণের দানশক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক এ মহাকর্ম্মে পাণ্ডোত্তীর্ণ হইবার আশায় মহাশয়দিগকে নিবেদন করিতেছি যে আপনারা এ বিষয়ে যত্নবান করিতে মানস করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র হয়, আমাকে লিখিয়া পাঠাইবা বাধিত করিবেন। যে যেরূপ অভিপ্রায় তাহা আমার হইলে নিবেদন ইতি।

বিদ্যাবিভাগের কার্য্যেরই অন্তর্গত আমের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে বিলাত গমন করিবেন। ইনি বিলাত গমনে ইচ্ছুক হইলে উনি মাসের প্রতিবিধি তাইরেক্টর হইবেন। ফ্রান্স সাহেব আসামের বিদ্যালয়সমূহের ইন্সপেক্টর হইয়া থাকিবেন। সার্টিন ও এণ্ডিসন সাহেব ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে আসিবেন। ইহারা আসিলে প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপকদিগের [illegible] হইবে।

[illegible] হইবে, [illegible] সেই উপায় [illegible] সেই উপায় [illegible] সেই উপায়

[illegible] করিয়া [illegible]

[illegible] করিয়া [illegible]

[illegible] করিয়া [illegible]

[illegible] ইংরাজগণের নিকটই [illegible] হইতে হেবে। ইংরাজগণের নিকটই [illegible] হইতে হেবে, আমীরেরা কিছুতেই [illegible] করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অ নকতে খোয়াক দিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা সময় বা অবসর পাইবামাত্র যে উহাত হইবেন না, তাহার প্রমাণ কি? এখানি মহম্মদ আর্মাদের কিরূপ মিত্র, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যুদ্ধের সময় তিনি ইংরাজদিগকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু যে আশায় সাহায্য প্রদান করা তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই সুতরাং তাঁহার অন্তরে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত রহিয়াছে। সর্দার বহাদর হামিদ খাঁ একজন ক্ষমতাপন্ন লোক। তিনি যুদ্ধের পর হইতে সেই মেসেদ নামক স্থানে বাস করিতেছেন, পরন্তু তাঁহার সহায় কুলাবের হুসেনখাঁ একজন বড় ক্ষমতাপন্ন লোক। তিনিও অসন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতেছেন। তাঁহারা যে সুযোগ প্রাপ্ত হইলে মাদ কুকুর সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। আমীরের আজ্ঞা পালন করিবেন তাহার প্রমাণ কি? আর তাঁহারা যে এইরূপ আদেশ অমান্য করিয়া গোপনে গোপনে এ কথা হামিদখাঁ আমীরের পক্ষপক্ষকে উৎসাহিত করিতেছেন না তাহারই বা নিশ্চয় কি? সেনেপের সর্দার [illegible] বিদ্বেষ উপর গবর্ণমেণ্টের চক্ষু নাই এরূপ নহে, কিন্তু তাঁহারা কি ভাবে কার্য্য করিতেছেন, তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমীরও যে স্বয়ং এই অসংখ্য ক্ষুদ্র শত্রুদলে নিশ্চিন্তভাবে রাজকার্য্য করিতেছেন এবং করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। কোন উপায়ে ইহাঁদিগের সহিত যেন আফগানির মেল সহজে দূর করা যায়, তাহা হইলেই যে আপদ চুকিয়া যাইবে তাহা নয়। সুতরাং ভাবে চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে কয়টিলা অপেক্ষা ও মুল সৈন্য সংখ্যা অত্যন্ত ন্যূন। সুতরাং আমীরই পরাস্ত হইবেন। অথবা সময়ের আবশ্যক হইবামাত্র এই সমস্ত শত্রু আমীরের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইবেন। তাহা হইলেই একটী প্রকাণ্ড ঘটনা হইয়া উঠিবে। আরও শুনা যায় যে কোন কোন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই রুষ দেশে পলাইয়াছেন। ইহারই বা অর্থ কি? আসল এক কথা এই, ইংরাজগবর্ণমেণ্ট আমীরের এরূপ পক্ষপাতী যে তিনি যখন যাহা বলিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাই অম্লানবদনে সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে খুসী করিতেছেন। আমরা যদি এতদূর ভালবাসা কিছু নহে। আমীরই দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি যাহা ইচ্ছা,তাহাই করিতেছেন। তিনি কখন প্রজাদিগকে এই ভয় প্রদর্শন করিতেছেন, যে "আমার অধীনতা স্বীকার না করিলে তোমাদিগকে দাসত্ব ব্যবসায় মুখ-

[illegible] ও [illegible] ও [illegible] ও [

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [

...

...

...

বিবিধ সংবাদ।

বিবিধ সংবাদ।

নঙ্গীত।

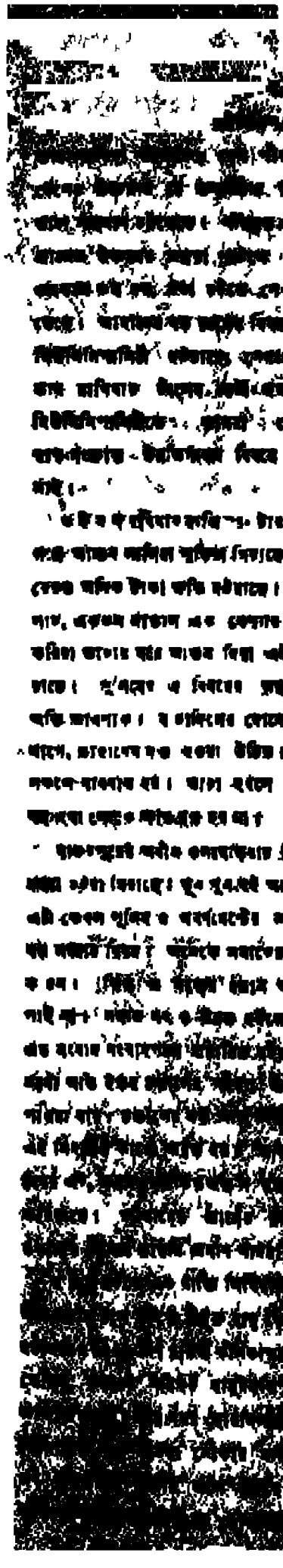

১৮৮৭ | ২৫ এপ্রিল ৫ |

ফৌজদারী এপীলেট হুকুম কিতাব নং।

বিচারপতি ই মিত্রমহাশয় ও বিচারপতি

পরিমল।

আসামেদারী নাজিমী।

বাদী ৫৮ ও অন্যান্য প্রতিবাদী।

দলিল রেজিষ্টারী করাইবার অন্যে বিবাদী।

রুলিং।

যে স্থলে কোন ব্যক্তি দলিল রেজিষ্টিকারকের সম্মুখে তাহার সেখ ফয়সালাপত্রক বিক্রয় করিয়াছে মর্ম্মে অপরাধী হয়, সে স্থলে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ঐ আইনের ৭৩ ধারা অনুসারে যে কার্য্য করা উচিত, তাহা না করা যদি সে ধারা অনুসারে দণ্ডার্হ হয়, তাহা হইলেও অপরাধী রেজিষ্টারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রেজেষ্টারের অতিরিক্ত কার্য্যের কৃত অভিযোগ না করে, তাহা হইলে রেজিষ্টার ঐ আইনের বিধানানুসারে ফৌজদারি-বিচারকালে যোগ্যতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া অপরাধী হইবে উপায় নাই ৭ না। আর এরূপ অবস্থায় আরোপকারী আপীলের যদি হেতু-বুদ্ধবাদ না করে, যে আপীলের কথা ঐ আইনের ৭৩ ধারায় আছে, আর তাহলে যে ফৌজদারি আপীলের অধিকার হইয়াছে বুঝ হইতে পারিবে না। (১) রেজু ও রেজেষ্টারের, আসামেদারী ও বিচার হুকুমের (২) বিচারের ও যোগ্য ঐ রেজেষ্টারের (৩) আসামেদারী ও বিচারে (৪) আসামেদারী ও বিচারে (৫) যে মকদ্দমা হয়, সেই আপীল এ মকদ্দমায় আপীল দেওয়া হইয়াছে। এ মকদ্দমায় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ৩৭৩ ও ৪ আইনের ৮২ ধারায় যে আদেশ দিয়াছে, সেরূপ আসামীকে আপীলের। এরূপ কথায় নাই যে, বিচারকারী আসামেদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আসামেদারের বিরুদ্ধে আপনার নিকট আপীল করিতে পারেন।

মকদ্দমার বৃত্তান্ত এই—[illegible] এক ব্যক্তি হাইকোর্টের মহাশয়ের নামে এক দরখাস্ত দিয়াছিল। [illegible] তাহার উপস্থিতির প্রয়োজন হওয়াতে তাহাকে উপস্থিত হইতে বলে, সে অনুপস্থিত (দরখাস্ত দেয় নাই) হইলে, মহাশয়ের এক জন [illegible] তাহাকে আপীল করিয়া আপীলকারের নামে [illegible] লিখিয়া দেয় যে, এই দরখাস্তে আমি [illegible]

১৮৮৮ | ৩১ মে এপ্রেল।

বিচারপতি মাকডোনেল ও বিচারপতি [illegible]

বাদী।

বাদেন আমি (আসামী) আপীলকারী।

আমিনুদ্দিন [illegible] আসামী

১ (অভিযুক্তগণ) [illegible]

আপীলের প্রতিবাদী।

[illegible] আইনের [illegible]

[illegible] ১৮৮৮ ৩১ আইন অনুসারে

[illegible] করিয়া বিচার [illegible] আসামীর নামে [illegible] আসামী [illegible] বিচারে [illegible] আসামী [illegible]

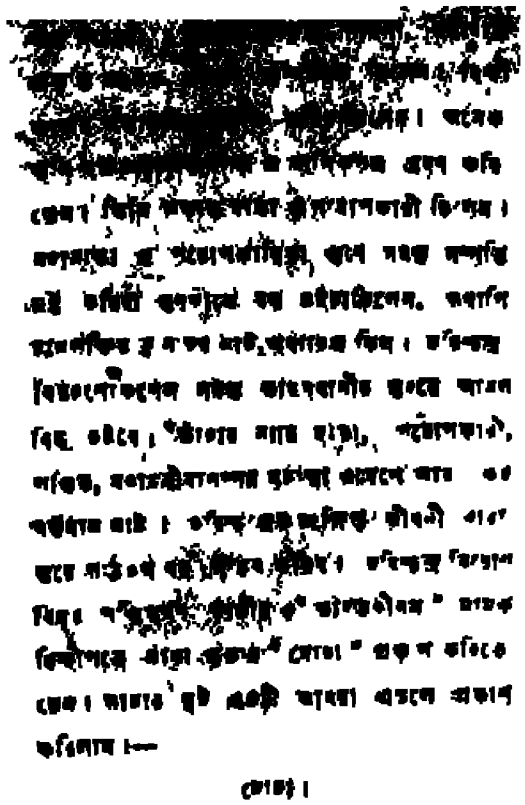

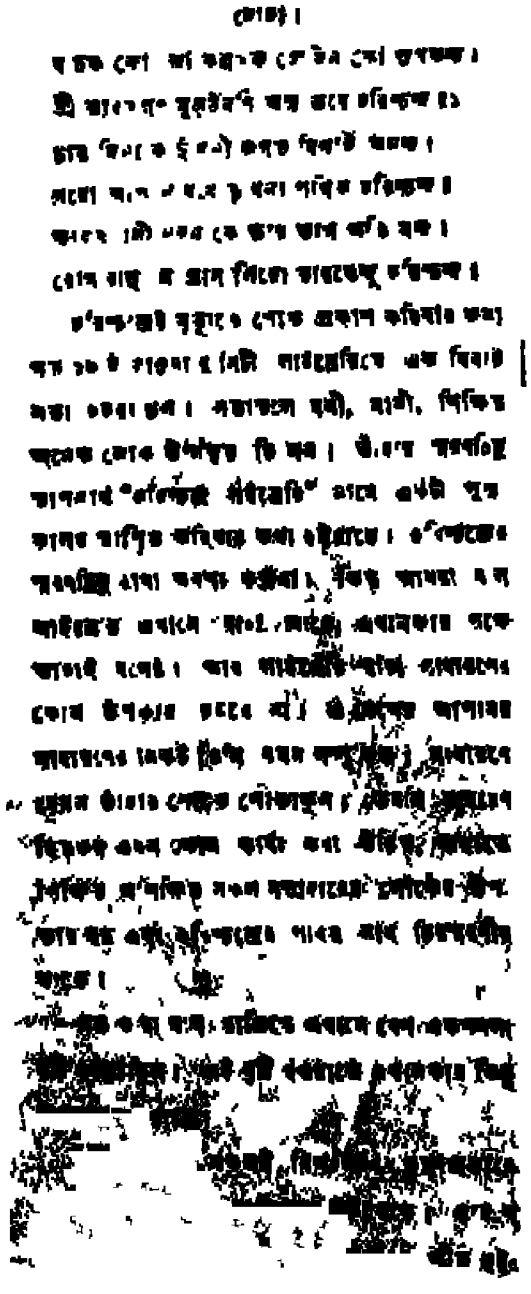

খাদ্য দ্রব্যাদি।

গৃহপরিচ্ছদ।

ছাউনি কলাই।

কাশীর চিনি।

মজুমদারদের দরের চিনি।

বরজের দরের চিনি।

মুদ্রা মূল্য

আল্‌ম ফল ঔষধের ষ্টাইম	২৸০—৩৲০
ঘণ্টে ষ্টাইম	৩—৩৸০
কৃষ্ণজীরা	১৸০—১৲০
সাহিত্যের তৈল	১২
লবঙ্গ তৈল	১১০
রেড়ির তৈল	৸৹

বিজ্ঞাপন।

GRIMAULT & CO.

PHARMACEUTICAL CHEMISIS,

PARIS RUE VIVIENNE, 8 PARIS

যখন কার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানির বিষয় অত্র পত্রে প্রকাশ হইয়া অধ্য আইল।

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্দ্দি, কাসি জ্বর, [illegible] পীড়া আশুশান্ত না আরোগ্য হয়। এই [illegible] ঔষধাদির শক্তি বর্দ্ধনে বর্ণ বাদের মূল [illegible] ঔষধি ঔষধ পীড়ার এই ঔষধ ব্যবহার [illegible] করা যায়। যে পীড়ায় ঔষধাদারা প্রকৃত উপকার [illegible] করিতে পারে না।

এই সকল ব্যবহারে পীড়িত ব্যক্তির কাসি ও [illegible] ২ দণ্ড মধ্যে হয় ও রাত্রি বিশ্রাম হয় এবং জ্বর [illegible] মূল হ্রাস হইতে থাকে। বৈদ্যক উক্তি মতে এই সকল ঔষধ বিক্রয় করা যায়। এই ঔষধ সাম [illegible] কোম্পানি বিনা বিক্রয় থাকে।

যা ঔষধে আরোগ্য হইবে এবং নিষ্ফলারি

বিষয়ে ঔষধ।

ভূরিপরি ঔষধসকল গ্রিমল্টের ম্যাজিক্যা [illegible] ২ দণ্ড মধ্যে ও পরাক্রম রোগে বাধা করে। [illegible] ঔষধের সার বিরেচনাকরে [illegible] সকল রোগে নিষ্ফলারি বিষয়ে ঔষধ প্রদান [illegible] ও বাগানিটিক ব্যবস্থা।

ভূলাইয়ের বিক্রে এক ৮ ঔ ফলকাটে ঘুমাইবে।

এই ঔষধ সকল করিলে পরীরে ছক হয় ও বলা [illegible] করে। ইহা সেবন পীড়ার বিশেষ উপকারী। ঔষধাদি সকল অধিকময় হয় এবং আহার করিলে উত্তমরূপ পরিপাক হইয়া রক্তে মূল করে। বাতের ও বলের কলাকট এর লাইম ফ্লাস হয় এই সকল ঔষধ সেবন না করিলে উত্তরোত্তর পীড়ার বৃদ্ধি হইতে থাকে। দুর্বল, বৃদ্ধ ও [illegible] সকল ব্যক্তির পক্ষে এমন ঔষধ আর নাই। ইহাদ্বারা ভগ্নোদ্যম ব্যক্তিদের মুখে অমৃত সমান বোধ হইবে ঔষধের মূল্য অতি সামান্য।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান-ডিপোজিট।

পদ্ম মূলমূল, মহৌষধ, স্বাস্থ্যকর ও আনন্দদায়ক ও [illegible] পিত্ত পীড়া জন্মে শান্তি হইয়া থাকে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির পত্রিকা।

এই ঔষধ সেবনে পীড়া পীড়া-ও [illegible] নিয়মিত ব্যবস্থা মূল হয়। অন্যান্য ডাক্তারখানার ডাক্তার ষ্টাইম, ইহার অনুকূল গুণ বর্ণনে বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

গ্রিমল্টের পত্রিকা মূল্য সকল ডাক্তারে বিনা পীড়া বিক্রয় আরোগ্য হয়। ইহাদ্বারা উহাদের প্রকৃতি সেটের যে কোন পীড়া ষ্টাইম আরোগ্য হয়।

ইণ্ডিয়ান ঔষধ সকল ডিপোজিটার ব্যবসায়ে এক কোম্পানি, যথা টাক ষ্টাই এক কোম্পানি, [illegible] এক কোম্পানি, মহীয়ন্ত্র কী এক সকল, [illegible] এক কোম্পানি, [illegible] ষ্টাই এক কোম্পানি, [illegible] এক কোম্পানি, [illegible] এক কোম্পানি, [illegible] এক কোম্পানি, বাজারোগের [illegible] এক কোম্পানি এতদ্ভিন্ন সকল বিখ্যাত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

[illegible] সুবিধার জন্য সুপরিচিত [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মু বাগবাজার [illegible] নিম্ন [illegible] ও আমি এক [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] মূল্যে বিক্রীত হইবে। ইহার বিস্তর বিবরণ ৭ ই মাঘ তারিখের সোমপ্রকাশে দেখুন।

পুস্তকের নাম	আকার	মূল্য	ডাক
	মূল্য	মূল্য	মাসুল
১। [illegible]	২	৸৹	৵৹
২। [illegible]	১	৷৹	৵৹
৩। [illegible]	১	৷৹	৵৹
৪। [illegible]	১	৷৹	৵৹
৫। [illegible]	১৷৹	৷৹	৵৹
৬। [illegible]	৷৹	৵৹	১০

এই ঔষধালি পুস্তক একত্রে [illegible] করিলে ডাক মাসুল ও [illegible] মূল্য মূল্য ৩৷৹ টাকা হইতে [illegible] ১৷৹ মূল্য [illegible] দেওয়া যাইবে। এ [illegible] মূল্য [illegible] পাইবেন [illegible] পুস্তকের [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

" ছায়াময় অমনি— পুস্তকখানি আদ্যন্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থের বাক্যের প্রথম উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। উহাতে লেখক তাঁহার মনের ভাব এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন যে পাঠকমাত্র [illegible] ইহার প্রত্যেক ছাপার ভুল পড়িতে [illegible] হবে। ছোট মুক্তাগাছা এবং [illegible] সমালোচনার পরিচয় [illegible] ছাপা পাই করিয়া রহিল আমরা তাঁহার [illegible] [illegible] পত্র পাইলে [illegible] পারি নাই [illegible] ৭ই বৈশাখ ১২১।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীদাবিত্রকুমার [illegible] ভবানীপুর—১৯ নং বড়বাজার ষ্ট্রীট

নূতন সালসা। নূতন সালসা।

প্রতি বৎসর প্রায় ১০,০০০ বোতল বিক্রয় হইতেছে।

ইহাতে আর কোন প্রকার [illegible] পারদ পর্য্যন্ত নাই ইহা খেলে আর উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি। বিলাতী সালসা খেয়ে মলমূত্র প্রভৃতি, ইহাতে তাহার সমস্তই [illegible] ইহা বিলাতী উপায়ে প্রস্তুত। ইহা [illegible] ১৫ দেখন করা যাইতে পারে। বৃদ্ধ-পোষা বালক, গর্ভবতী স্ত্রী, দুর্ব্বল-প্রকৃতি মহুষ্য, সকলেই ইহা নির্ভয়ে সেবন করিতে পারে।

ইহা ব্যবহারে শরীর [illegible] পারদঘটিত ঔষধের [illegible] ঔষধ খাইতে হয় না। পারদ যে, পারদের ঘা, না [illegible] পারদের ও মাকের ভিতরে ঘা, [illegible] ঘা, [illegible] ঘা, কোঁড় কাটিয়া [illegible] ফিকা, অস্থিপর্ব্বা, পেট কাঁপা, মুখেঘাঁ, পায়ের [illegible] ঘা, [illegible] ঘা, [illegible] ৮৬১, [illegible] ঘা, [illegible] [illegible] [illegible]

সোমপ্রকাশ

"প্রবলতা" পূর্ব্বপক্ষিতায় পাক্ষিক সমবাদী প্রতিপক্ষতায়ী ও ঈক্ষনতা ১২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১ টাকা। বার্ষিক মূল্য ৩ তিন টাকা। | ১২০১ সাল। ২১ এ মাঘ। ইং ১৮৮৫। ২ রা ফেব্রুয়ারি। | অগ্রিম মাসিক ৫০ আনার্থ পক্ষে মাসুল সমেত পাক্ষিক ৩ টাকার স্থলে।

বিজ্ঞাপন

গ্রাহকের কৃপাদৃষ্টি।

গ্রাহক মহোদয়ের নিকট সানুনয় অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন নিয়মানুসারে স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সকল বৃদ্ধে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনকারে সাধারণের গোচর করিতেছি, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন

ঠিকানা।

চাঁদনিপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

যেসকল মফস্বলের গ্রাহক কলিকাতা আসিবেন এবং সহরের গ্রাহক যে প্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৯৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন যদি মফস্বল অফিস ডিপজিটারিতে

ব্যয় প্রয়োজক নাই। যদি অর্ডর কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অনাথবন্ধু কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ দরিদ্র শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৩০ টাকা মূল্যের পুস্তকাদির মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ ছাপাখানায় পুরাতন অক্ষর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। প্রয়োজনগণ আমাদিগকে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ডাকমাসুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	৫০

নীতিসার।

১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
নিবেদন বিলাস	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে স্বতন্ত্রভাবে ডাকমাসুল ৵১০ লাগিবে

Wanted a competent man to fill up the Second Mastership of the Middle English School at Habibpur (three miles to the west from the Ranaghat Station, E B S, Railway) on a salary of Rs. 15 fifteen) only Pecuniary [illegible] expenses may probably be defrayed from private tuition charges. The candidate should at least hold a University Certificate, be any one but a Musalman or very low cast Hindu and send up application with the testimonials and [illegible] of his passing the Entrance examination to Babu Srinath Dutt Secretary to the School (at Habibpur via Ranaghat) Habibpur is a healthy large village has a Post office, a Good Bazzar three large tanks and one Channel of pure water and a population including a good number of rich Hindu families.

Habibpur,
The 30th January
1885

Tara Charan Ray
Head Master to the
School.

Those wishing to purchase Part I and Part II, together, are requested to apply to Messrs. THACKER, SPINK & Co.

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

বর্দ্ধমানাধীশের তুষিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর কলিকাতার প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র নিম্নলিখিত ৬ খানি গ্রন্থ ৩০ টাকা মূল্যের পরিবর্ত্তে অতীব সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইবে। উহার বিস্তৃত বিবরণ ৭ই মাঘ তারিখের সোমপ্রকাশে দেখুন।

পুস্তকের নাম	ডাকমাশুল	ডাকব্যয়	মূল্য
১। সচিত্র ফিরোজিয়া রাজপুত	৫	২৷৷০	৵০
২। বীরব্রত	১	৷৷০	৵০
৩। যৌবনে যোগিনী	১	৷৷০	৵০
৪। পাষাণপ্রতিমা	১	৷৷০	৵০
৫। রাজলক্ষ্মী	১৷৷০	৷৷০	৵১০
৬। কাবিননামা	৷৷০	৵০	১০
	১৷৷০	৩৷৵০	৷৵০

এই ছয়খানি পুস্তক একত্রে ক্রয় করিলে ডাক মাশুল ও আনিবেই না বলা অসঙ্গত ৩৷৵০ টাকা হইতে আরও ৷৵০ আট আনা বাদু দেওয়া যাইবে। ৬খানির কম লইলে অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন এবং অতিরিক্ত পুস্তকের ডাক মাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। যাহারা না পাইলে পুস্তক ফেরতি পোষ্টে পাইবে। কোন পুস্তক ফুরাইলে তাহা পুনর্মুদ্রিত হওয়ার আশু সম্ভাবনা নাই। মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন এবং অতিরিক্তের মূল্যের ৵ ৵ আনা ডাক ও অতিরিক্ত পুস্তকের কথা লিখিতে কেহ বিস্মৃত হইবেন না।

কলিকাতা সাহিত্য যন্ত্রের পুস্তকালয় } শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র
১৯৮ A, বহুবাজারী মোড়ের উত্তর } বসুস্য

যোগবাহী সালসড়া।

অল্পের মূল্য ৷ সওয়ালের ৩ টাকা পাঠাইবেন।

এই পরীক্ষিত ঔষধে, রাজারাজার পুরাতন রোগ বিনা যন্ত্রণায় বেমালুম বিনষ্ট হয়। যিনি একবার খাইয়া পরে করিবেন তিনিই যোগবাহী, ৩০ আনা পাঠাইলে ঔষধালয় পাইবা মাত্র।

শ্রীনিবারণচন্দ্র কবিরাজ।

যাহিপাড়া মুরিয়া অর্থাৎ ঔষধের নিম্নে ঠিকানায় বিক্রীত

মাসিক ৭ টাকা বেতন পাইবেন। যিনি ইংরাজী কোন পুস্তক পড়াইতে বেশ সক্ষম না হইলে ক্লাস পর্য্যন্ত অবশ্য অধ্যাপন করিয়াছেন, টেড মার্কযুক্ত এতদ্দেশজাত বেতাকলম পাঠাইবেন, তাঁহার আবেদনপত্র [illegible]

[illegible]

সম্পাদক।

কুলিয়া পাই (খুলনা)।

[illegible] একজন আসু [illegible]। তাঁহাকে ২০০ টাকা মাসিক বেতন দেওয়া যাইবে। বিজ্ঞাপনদাতা মাসিক অন্যূন [illegible] পাঠাইবেন। আবেদন করিলে [illegible] পাঠাইতে পারিবেন। ঠিকানা পো— [illegible] পাইকপাড়ার নূতনবাজার চন্দননগর, হুগলী। আবেদনকারি।

বিনা মূল্যে বিতরিত।

এখানা গ্রন্থ সুখ স্বচ্ছন্দার ঔষধ।

শ্রীনিবারণচন্দ্র সরকার।

নং ৯, বেনেটোলা লেন, শ্যামবাজার। ১২ ঘণ্টা যোগে।

সতর্কতার্থে বিজ্ঞাপন।

[illegible] আমিনী [illegible] ৫ টাকা বেতনে [illegible] ঠিকানা [illegible] ৬ টাকা মূল্যের [illegible] ৬ টাকা মূল্যের [illegible] ৬ টাকা মূল্যের

প্রেরিতপত্র

বিশ্ব এডুকেশন কনফারেন্স ও ইউনিভার্সিটি
কনফেডারেশন।

বর্তমানে প্রায় সকল সভ্যদেশেই বেতারের ব্যবহার আছে, এবং জীবন্ত ভাষা অভিধানের ন্যায় অধিকারী-ভেদে কেবল তত্ত্বত বেতারের অধিকারী ভেদেরই উহা বেতারে সকলের আশা বা দুরাশাকারী। ইংরাজ গবর্মেণ্ট প্রথমতঃ এই সমস্যাটিকে ও তৎসম্বন্ধীয় ব্যবস্থার বৃদ্ধি ও সম্পত্তির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ভার ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় শৌখিন বেতারের পরিদর্শকতা করা হইতেছে বলিয়া দুইটি রাজকীয় কমিশনে গবর্মেণ্ট ১৯৩৬ সালের ২০ আগষ্ট তারিখে ও ৯৩ মহাযান্ত্রিক ফোর্টের ভঙ্গ হইতে পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয় এবং প্রত্যেক কেন্দ্রের মধ্যে একজনপ্রতিনিধি অধিকন্তু দেশীয় বেতারের ব্যবস্থা করিতে এক কি তদতিরিক্ত অধিকারী সংযোগের ব্যবস্থা করিয়া উক্ত কমিটির হস্তে বেতারের পরিচালনভার ন্যস্ত করেন। আমাদের দেশে বেতারের অধিকারী কে হইবে? যে কোন্ না কোন প্রকার বেতার যন্ত্রাদি ব্যবহার করে, সেই সকল ব্যক্তির অধিবেশনে কি তদতিরিক্ত ব্যক্তি কমিটির হবে? বিষয়টি হইবে? বেতারের প্রকৃত সমবেত হইয়া বেতার বিষয়ে কি বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তদনুসারে বেতারকেন্দ্র কার্যালয়াদি সম্পাদিত হইবে। বেতারের দ্বারে কোন্ কার্য সম্পাদন কি কার্যালয়ের পর প্রথম করিতে পারিবেন না। তাহাদের অধীনে যে এক শ্রেণীর ইহা কি সাধারণের যাহা বলা যাইতে পারে, তাহাদের আবেদনক্রমে তাহাদিগকে বেতারের ব্যবস্থা সম্পাদন করিবেন ও আবশ্যকের ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিবেন। বেতারের সাধারণের কি ইহা বেতার কার্যের ভঙ্গ দ্বারা ও ক্রিয়াদি পর্যবেক্ষণ করিবেন। কোনপ্রকার অযোগ্যতা অথবা অসদাচরণ প্রকাশ না হইলে বেতারের আজীবন ও যে পদে নিযুক্ত থাকিতে পারা যাইবে। বেতার ইহা কি সাধারণের কর্তৃত্ব হয় তাহা কি আহ্বান কি বেতার ও পাঠ্য অথবা ও ব্যবস্থাপন সম্বন্ধে বেতার প্রকাশ বিষয়ের উপস্থিত হইলে বেতারের যে বিষয় অনুচিত, সেই বিষয় সর্বসাধারণ বেতারের আবেদনের অনুরূপ তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে। গবর্মেণ্টের কি স্থানীয় বেতার কার্যালয়ের নিযুক্ত এই সকল

$\frac{১০৮\text{ ঈঃ}}{১২—৯০}$ নং সরকুলার

[illegible]

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীযুক্তবাবুর ডেপুটি সেক্রেটারী মারফতের ১৯৩৪ সালের ৩১ জুলাইর ১০৫ নং পত্র,

ব্রহ্মদেশের পক্ষে শ্রীযুক্তবাবুর ডেপুটি সেক্রেটারী মারফতের প্রতি ১৯৩৪ সালের ৩০ আগষ্টের ৯০৮ নং পত্র,

স্থানীয় সকল গবর্মেণ্টের ও শাসনকর্তৃপক্ষের প্রতি ১৯৩৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তারিখ $\frac{১০৮\text{ ঈঃ}}{১২—৯০}$ নং সরকুলার,

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীযুক্তবাবুর ডেপুটি সেক্রেটারী মারফতের প্রতি ১৯৩৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখ ১০ নং পত্র,

স্থানীয় সকল গবর্মেণ্টের ও শাসনকর্তৃপক্ষের প্রতি ১৯৩৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখ $\frac{১০৮\text{ ঈঃ}}{১২—৯০}$ নং সরকুলার,

ব্রহ্মদেশের গবর্মেণ্টের প্রতি ১৯৩৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখ $\frac{১০৮\text{ ঈঃ}}{১৯—৮}$ নং পত্র

পাঠ করা যেন।

ভারতীয় ও ব্রহ্মদেশের অধীনে, নতুন সরকার, ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারতে বেতার বিষয়ে আলোচনার জন্য যে সভা বসিবে তাহাতে যোগ দিবার জন্য যে সভা বসিবে তাহাতে যোগ দিবার জন্য যে সভা বসিবে তাহাতে যোগ দিব

[illegible]

[illegible] কোন সংবাদ পাইবেন না, এই সমস্ত ঠিক আপনার মুখ দেখিবেন।

প্রস্তাবিত আইন জারি হইলে দেবীয় দেবসেবকের দ্বারা পরিচালিত দেবদেবীর ভক্তবৃন্দ, এই সমস্ত দেবালয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য [illegible] প্রণালীতে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন এবং ইহার দেবালয় সকল পরিচালনের কি অবশ্যম্ভাবী অবনতি উপস্থিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। [illegible] ভক্তবৃন্দের মনে যে একটা ঘোর নৈরাশ্য আসিয়া পড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। [illegible] দেবালয়ের সহিত যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাই [illegible] পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। এই প্রকার [illegible] না।

[illegible] দেবালয় আছে, [illegible] ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কৃষ্ণনগর রাজবাটীর একজন বিলক্ষণ সম্বতিপন্ন সাধু ছিলেন। তাঁহার দেবতার উপর ও তাহার অনুগত যে কিছু সম্পত্তি ছিল তাহা তিনি আপনি উপাসনা [illegible] করিতেন। [illegible] পরলোক প্রাপ্তিকাল [illegible] দেবালয় সহ ও যে হইয়া [illegible] হইয়া আসিয়াছে, তাহার আর [illegible] করিতে হইলে প্রত্যহ বাহুল্য হইয়া [illegible] অতীত হইলার যে অনেক সম্ভবিত [illegible] পর প্রায় [illegible] সম্ভব আছে, কেবল [illegible] প্রত্নপূজক [illegible] সহিত বর্ত্তমান অবস্থার [illegible] করিয়া সম্ভবপর [illegible] উপস্থিত হয়।

[illegible] আইনে যে কমিটী সংস্থাপনের [illegible] মধ্যস্থ [illegible] প্রধানতঃ বকলম নিবাসী রায় [illegible] (ডাক্তারবাবু) ও বরাহনগর মুন্সেফী (কালেক্টরীর কর্ম্মচারী [illegible]) প্রভৃতি প্রধান প্রধান [illegible] কমিটীর মধ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা [illegible] কমিটীর মধ্যে নিযুক্ত হইয়াও তত্ত্বাবধানের [illegible] না দেখায় ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছিল। ৺ রাধাকান্ত দেবের পরলোকপ্রাপ্তির পর কৃষ্ণনগর [illegible] চৌধুরী [illegible]) ও বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় (কালেক্টরীর কর্ম্মচারী [illegible]) ও বাবু শ্যামাচরণ মজুমদার (কৃষ্ণনগর অবৈতনিক [illegible]) এই তিন ব্যক্তি ও ঠাকুর দেবের বিষয় [illegible] রাখিবার জন্য আদালতের [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] ভক্তবৃন্দের [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছিল।

পাল বন্দ্যোপাধ্যায় (যশ হরিবোলা কুড়ুলিয়া [illegible]) এবং বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ঠাকুরদের পরলোকপ্রাপ্তির পর বাবু শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, (এক আদালতের বর্ত্তমান মেম্বরসাহেব) এই এই ব্যক্তি পর পর কমিটীর মুক্তম দেবর নিযুক্ত হন। আর পরাণচন্দ্র দেবর পার্শ্বচৌধুরী মহাশয়ের ঠাকুরদের সহযোগী ছিলেন। মদ বিদেশাগত দেবর ৺ রাধাকান্ত জীবদ্দশায় পুত্রে বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় আসবার প্রধান দেবর ছিলেন। তদীয় সঙ্গে বাবু নাথ দেবের ষ্টেটের তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধই নাস্ত ছিল। অম্বিকাচরণ বাবু ইংরাজী ১৮৭৯ সালের মার্চ্চ মাসে ঠাকুরদের ৪৮০০০ টাকার প্রতিমাসিক মোট ও নগদ ৩ লক্ষ টাকা উত্তরাধিকারিত্বে প্রাপ্ত হইয়া [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু যোগিন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কার্য্যে ঠাকুরদের তত্ত্বাবধানের [illegible] রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিয়ৎদিবস পরে অম্বিকা বাবু মানবলীলা সম্বরণ করেন। তদীয় পরলোকপ্রাপ্তি সময়ে [illegible] ছিলে মুক্তম দেবর রামলাল বাবু আসেই হন [illegible] খানা হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রতিমাসিক মোট ও নগদ টাকাদি বাহির করিয়া লইয়া আসিয়া হস্তগত করেন। তদবধি রামলাল বাবু ঠাকুরদেবতার সম্পত্তির সম্বন্ধে [illegible] হইয়া বসিলেন। তাঁহার আবেশ ও উপদেশক্রমে অধিকার কার্য্যকলাপ সম্পাদিত হইতে লাগিল। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনা তাদৃশ সন্তোষজনক হইতে পারে নাই। রামলাল বাবু এক দিকে যেমন সমধিক আয় সম্বন্ধে মেম্বরসাহেবের [illegible], অন্য দিকে তদুপযুক্ত বিবেচনার বিপুল সম্পত্তির দেবর, সুতরাং ব্যয় ও প্রতিপত্তির পরিমাণও তাই। দেখিতে দেখিতে রামলাল বাবুর ভাগ্য ফিরিল। আদালতের কার্য্যে অনেকগুলি নূতন মাহিনা বহাল করিয়া [illegible] শ্রীযুক্ত রাজ সাহেব বাহাদুর চাকরী পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন, আর মুকাইলা দিলেন যে চাকরী ছাড়িয়া না দিলে, তিনি আইন অনুসারে তাঁহা বরখাস্ত করিতে বাধ্য হইবেন। রামলাল বাবু অগত্য চাকরী পরিত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর না দেখিয়া ত্যাগপত্র লিখিয়া দাখিল করিলেন। এইরূপে দেবসেবাধারী হইতে অবশ্য ও হইলেন বটে, কিন্তু দেবতীর্থের অনুগ্রহ করিয়া গেল। চাকরীতে [illegible] হইয়া [illegible] বিষয় ও দেবোপলক্ষে রামলাল বাবু অনেক টাকা ঘরে আনিতে [illegible] করিয়াছিলেন। সেইজন্য, অথবা তাঁহার [illegible] ঠাকুরের সম্পত্তির অধীনতার [illegible] কারণে ঘটিয়া [illegible] সময়ে আবশ্যক পুরুষাদি, দেবোচিত [illegible] দেবসেবী আদালতে ঠাকুরের বিষয়ের একটী [illegible] উপস্থিত করেন। [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সোমপ্রকাশ।

২১ এ মাঘ সোমবার।

—

—

—

—

—

[illegal] [illegal] [illegal] [

করিয়া থাকে। [illegible] ১৮৮৩ সে পর্যন্ত ১৫ বর্ষ অবধি কলিকাতা [illegible] হয় নাই। কিন্তু ১৮৮৪ সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পর্যন্ত ১৪৩৯১৪ বর্ষ ছাত্রের অধ্যয়ন হইতে অব্যাহতি হইয়াছে। [illegible] ১৯১৮৫ বর্ষ অবধি কলিকাতা হইতে [illegible]। আমাদের বাঙ্গালার উদ্যমে [illegible] বিশেষ নাই ২০ ।

[illegible] সংবাদ [illegible] সম্পাদকীয় [illegible] ১৮৮৩ সালের [illegible] ১৮৮৪ সালের [illegible] ১৮৮৫ সালের [illegible] ১৮৮৬ সালের [illegible] ১৮৮৭ সালের [illegible] ১৮৮৮ সালের [illegible] ১৮৮৯ সালের [illegible] ১৮৯০ সালের [illegible] ১৮৯১ সালের [illegible] ১৮৯২ সালের [illegible] ১৮৯৩ সালের [illegible] ১৮৯৪ সালের [illegible] ১৮৯৫ সালের [illegible]

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয়ে [illegible] থাকে, কিন্তু সাধারণ সাধারণ [illegible] ছাত্রদের [illegible] এই আদর্শ ইংরেজদিগের [illegible] যে সকল [illegible] বিদ্যালয়ের বিশেষ অভাব দেখিবে, তাহা লিখিত হইল।

শিক্ষিতেরা কি কি বিষয় শিখিতে পারেন? এখন অনেকে মনে করেন, যাহারা অল্প বয়সে ইস্কুল ছাড়িয়া বসিয়াছেন, কিংবা যাহারা আপন আপন ব্যবসায় পুঁথির অপেক্ষা অন্য রকমের বই পড়িয়াই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িবার যোগ্য নহেন; তাঁহারা নিতান্ত নবীন নহেন। এই কারণে [illegible] বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন। এই কারণেই [illegible] বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। ডাক্তারখানার [illegible] যেমন এখন ইংরেজি [illegible] বিদ্যালয় আর এদেশে নাই। এ বিদ্যালয়টি উঠিয়া গেলে নিম্নতর শিক্ষা কার্য্যের বিশেষ অসিধা হইবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা মাদ্রাসা। এখানে অধ্যয়ন করিয়া যে শিক্ষালাভ হয়, মফস্বলের স্কুল ও কালেজে পড়িয়া সে শিক্ষা আজ কাল দুষ্কর। আমরা আজি কলিকাতার বড় বড় আদালতের হাকিম সাধারণ বিদ্যালয়ের অধ্যয়নে আমোদজনক ছাত্রদের অনেকের উন্নত। কলিকাতায় শিক্ষিত একজন বি এ, উপাধিধারী যুবক ও মফস্বলের বা ডাকার বা অন্যান্য শিক্ষিত একজন বি এ, উপাধিধারীকে সর্ব্বাংশে তৌলদরে ইহা না। অধিকাংশ স্থলে ইহা বিপরীত। এই কারণে [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] এই বিদ্যালয়ে [illegible] পড়িতে আসিয়া অনেকে [illegible] বিদ্যালয়ে পড়িতে আসিয়া অনেকে [illegible] বিদ্যালয়ে [illegible] বিদ্যালয়ে [illegible] বিদ্যালয়

যেরূপ সীমাংসা করি আমরা সীমাংসা করিয়া দিয়াছি তাহা হইলে এই মূল উদ্দেশ্যই অধিকতর সুখে সিদ্ধ হইয়া যাইবে। কোনও মতে সাক্ষি তলব করিয়া আনিতে পারিলে তাহার উপায় নাই। এজন্য মুন্সীফ এপর্য্যন্ত ক্ষমতার এ বিষয়ে বিশেষ বিলম্ব হইবে।

বহু সময়ের দেখা যায় কোনও কর্ম্মচারীর উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণের অকর্ম্মণ্যতা দোষ প্রযুক্ত তাহার সমধিক অসুবিধা হয়। উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণের সাক্ষিগণকে তলব করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। সাক্ষীগণকে উপস্থিত করিতে কি কি বিঘ্ন হয় তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। এজন্য উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণের সাক্ষিগণকে তলব করিবার পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করা উচিত। তাহা করিলে তাঁহারা অনেক সময় সাক্ষিগণকে তলব করিতে বিরত হইতে পারেন। তাহা হইলে সাক্ষিগণ অনেক কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পায়। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, সাক্ষিগণ তলব হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং তাহাদিগকে বিনা কার্য্যে বসিয়া থাকিতে হইয়াছে। কোনও কোনও সময় তাহারা সমস্ত দিন বসিয়া থাকিয়া বিনা কার্য্যে চলিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় সাক্ষিগণ যে কিরূপ বিরক্ত হয় তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ অবস্থায় সাক্ষিগণ যাহাতে উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্যই ফৌজদারী আইনের ১৮৭ ধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কমিশন সাহেবের মতে শেষোক্ত ধারাটিই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট হইতে এই ধারার অনুসারে সাক্ষির নাম লিখিয়া লইবার ক্ষমতা নাই। তাঁহার সে ক্ষমতা নাই। অথচ বহু বারের বিচারে এরূপ সাক্ষি-টুটি থাকিলে অপরাধীদিগের দুরবস্থা হইবে বিবেচনা করিয়া কমিশন সাহেব সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি বলেন কি প্রকারে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবে? অবাধ্যতা আর কাহাকে বলে? আইন করিয়া অবাধ্যতা করা এটি বড় অন্যায় কথা। সত্য হউক এরূপ হইলে ন্যায় প্রকাশ পাওয়া অনেক স্থলে কি মনে করিবে?

কমিশন সাহেবের মতই যে সর্ব্বাংশে সেষ বাক্যের ন্যায় অধিকারির ন্যায় গ্রহণ করিবেন, তাহা সম্ভবিত নয়। এ বিষয়ে হাইকোর্ট কি মীমাংসা করেন, তাহাও দেখা আবশ্যক। তাহা হইলে, দেশীয় সম্প্রদায়ের বাস্তবিক প্রকৃতপক্ষে কোন এ বিষয়ে উদাসীন হইয়া না থাকেন। উপরোক্ত তিন বিষয়ের না হওয়াতে দেশের যত না ক্ষতি হইয়াছে, কমিশন সাহেবের এই মীমাংসার পরিবর্ত্তন সম্পাদন করিলে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্ষতি হইবে। সকল থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত।

ব্যবস্থাপক সমাজ।

১৮।

উপরোক্তপ্রকারে একটী বিষয় ভাল বোঝা আমরা প্রথমে সমাজ আইনের বিধির ও আইনের ব্যাখ্যা করিলাম। সেই আইনের প্রণয়নকর্ত্তা

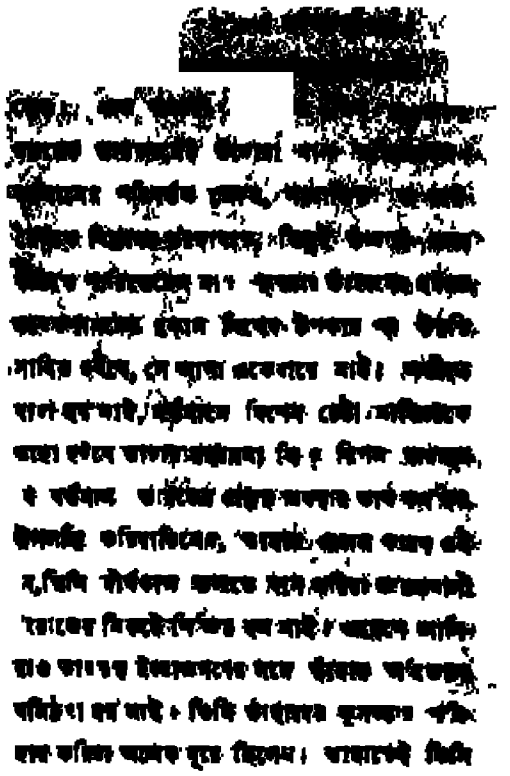

ইউরোপীয় সমাচার।

লেপ্টিস নগর ৭ম এ জানুয়ারি। বিদ্রোহী সকলের ছবি এই নগরের এক সমাধি সংগ্রহ করিয়াছেন।

রোম ২৩ এ জানুয়ারি। ইতালীয় পরমেশ্বর আসনে হুত্ব বাজার এক সমাধি সংগ্রহ করিয়াছেন।

৪ঠা ২৩ এ জানুয়ারি ফরাসিসমাট যারা সমাধি করিয়া করে, তাহারা যে অপরাধিত আছে তাহারা আছে এবং তাহাদের সমাধি ফলস্বরূপ ফোরেন্স এই বিষয়ের পূর্ব সমিতি একসমাধি ছিল নির্দিষ্ট হইয়াছে, পরমেশ্বর সেই নির্দিষ্টদিনে পাইয়াছেন।

ফিরেঞ্জেলির সংবাদপত্রে সমাধি তাহারা হইতে জানা যায় যে, ফরাসি ইংরেজ বিদ্যা সমিতি নিজে করিয়াছে। ঐ ঘটনা সমাধি সংগ্রহের সমাধি এ বিষয়ের যুদ্ধি বিদ্যার বিদেশ উপর অবলম্বন করা করিয়া। সমাধির সংবাদপত্রসমূহের সমাধির ইংরেজের করিয়া, এ বিষয়ের বিদ্যালয়ে সমাধির সমাধি ফলস্বরূপ।

রোম ৩০ এ জানুয়ারি। ইউরোপীয় পরমেশ্বর সোসিত সমাধির বিদ্যালয়ে সেনা সমাধি সমাধির সমাধিসমূহ বিদ্যার সমাধি ফলস্বরূপ সমাধিসমূহ সমাধির করিয়াছে, ইহা একসমাধি স্থির হইয়াছে।

ফ্লোরেন্টিন ৩১ এ জানুয়ারি। যে ঘটনার ফলস্বরূপ সমাধি-সমূহ সমাধি সমাধি সমাধি সমাধি করিয়াছে।

রোম ৩১ এ জানুয়ারি। ফরাসীয় সৈন্য সমাধি সমাধি ফলে ফিলিপিনোর সমাধিসমূহ সমাধি করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে ইতালিকের পরিসমূহ সমাধিসমূহ। ইতালিকসমূহ বিদ্যা সমাধি হইয়াছে।

ফ্লোরেন্স ৩১ এ জানুয়ারি। সমাধি হইতে সমাধির পর সমাধি-সমাধির সমাধিসমূহ সমাধি সমাধি-সমাধি হইয়াছে। সমাধি সমাধি-সমাধির সমাধি সমাধি-সমাধি সমাধি সমাধি সমাধি। সমাধি-সমাধি-সমাধি সমাধি সমাধি সমাধি

বিদ্যাসাগরোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর।

২৩ এ জানুয়ারি। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সিমলাড়ির কিছু বিলম্বে আর আর তেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও তেপুটী কালেক্টার বাবু রাজেন্দ্রনাথ পাল মেজিষ্ট্রেটের হুকুম দিয়া আসিয়া পঁহুছিবেন।

২৪ এ জানুয়ারি। বীরভূমের কিছু দূরের সাব সাথে তেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও তেপুটী কলেক্টার সি, আসিয়া ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল কিছুদিনের জন্য সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্য করিবেন এবং সেরেস্তার উক্ত বিভাগের সব হেডের কার্য্য করিবেন

মহীসার তেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও তেপুটী কালেক্টর বাবু কালিদাস দত্ত ৩ মাস ছুটিতে ৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে ৭ই [illegible] বিদায় করিয়াছেন।

১৭ এ ফেব্রুয়ারি। বাবু ঈশ্বর চন্দ্র বসু এম এ বি এল সিলেটের মুন্সেফের কার্য্য করিতে এবং বাবু বিপিনবিহারী বসু বারিসাল যাইতেছেন।

চন্দ্র বংশের অন্তর্গত বেতীয়ার কিছুদিন ভারপ্রাপ্ত সব তেপুটী কালেক্টার মুন্সী মহম্মদ ওমেদ কুরীর মোট ৩ মাস ছুটীর আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে।

হুগলীর অন্তর্গত মুন্সীপুরের প্রথম মুন্সেফ বাবু চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য আমাদের প্রধান ১ম মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বর্দ্ধমানান্তর্গত অন্তর্গত ইন্দ্রানীপুরের প্রথম মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন চৌধুরী, বিনি ছুটি লইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরে কার্য্য করিবেন এবং সেখানে মুন্সীপুরে থাকিবেন। ৩ মাস ৫০ টাকা পঞ্চাশের মকদ্দমা একবার্ষে হুগলী আদালতের জেলা জজের আপীল হইবেন।

হরিপাল-পুরের প্রতিবিধি মুন্সেফ বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

বাবু কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় বিএল বর্দ্ধমানে মুন্সেফের ৪ মাস করিলেন এবং বিতীয় অবসর গ্রহণ মাসাবধি সদর দেওয়ানী কার্য্য করিবেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলাইলের তেপুটী কালেক্টর ৪২ তেপুটী কালেক্টর বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন এবার সেখানে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

(১০ টাকা পুরস্কার) অনুদ্দিষ্ট বালক।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত মূলাজোড় গ্রামের অধিবাসী ৺ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য নামক একটী বালক ৪ঠা তারিখ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। ইহার বয়স আন্দাজ ১৬ বৎসর; বেহারে মুখশ্রী, গৌরবর্ণ, চুল অল্প কটা ও পাতলা, পৃষ্ঠে কাল তিল, গায়ে ১টী আঁচড়ের দাগ, নমুনের দন্ত উচ্চ ও বড়, কথায় ঈষৎ তোতলা আছে, পিতার নাম শ্রীউমাচরণ ভট্টাচার্য্য। অনুদ্দিষ্ট হইবার সময় ইহার পিতার নিকট ৪৪ টা অন্নদাসী ব্রাহ্মণস্থানী ছিল। এই বালক সাইকের পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় আসিতেছিল। ইহার সন্ধান যে ব্যক্তি দিবে, তাহাকে ১০ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শ্রীউমাচরণ ভট্টাচার্য্য
বোড়িকপুর পোঃ আঃ ; ৪৫ পং।

ইণ্ডিয়ান আইস কোম্পানি লিমিটেড্।

কলিকাতা ও উপনগরের অন্তর্গত শিবপুর, ফোর্ট উইলিয়ম, বড়বাজার, বিডনষ্ট্রীট, বহুবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহ, সৌখারি বাগান, আহিরীটোলা, চোরবাগান, আমবাজার, কলিজা, রাধাবাজার, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, মেকলীড, মাকু ইসষ্ট্রীট, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, রসা ষ্ট্রীট, থিয়েটার রোড, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, 'বহিরপুর, রামকৃষ্ণপুর, মেটেবুরুজ, কাকড়া, শিবপুর, রামকৃষ্ণপুর, পালকিয়া এবং উলাবেড়িয়ার বৃহৎ বাজারে বুঝরা যাহা বিক্রয়ার্থ কন্ট্রাক্টরগণকে আহ্বান করা যাইতেছে।

এজেন্ট কন্ট্রাক্টরের নিকের একটী আফিস বা ডিপো সংস্থাপন করা আবশ্যক এবং উহাদের আপন ব্যয়ে কোম্পানির কারখানা হইতে বোঝ বাদ গ্রহণ করিতে হইবে।

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তি দ্বারা বায়না পত্র গৃহীত হইবে। আর আর বৃহৎ উপরি উক্ত ব্যক্তির নিকট আবেদন করিলে জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

২৩ ফ্রীওয়েল্ড।
কলিকাতা ২৮ এ জানুয়ারি।
১৮৮৩ অব্দ

} বাম ডিকন
ইণ্ডিয়ান আইস
কোম্পানির প্রতি-
নিধি কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিবিধ সংবাদ

[illegible] মুসলমান বর্দ্ধমানবাসী ইউরোপীয় এলাকা বাবে বিলিতে মুসলমানবর্গ এবার অধিক সেরাই ভোজন। ইহাদের একজন ৫৩ ঘণ্টায় ৭৩ টি উদরিণে অর্দ্ধে পরাপর করিয়াছে। ইহারা বাঁধ দর্শনে উৎসুক হইয়া অর্থ সাহায্য পাইবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। মহম্মদটি যে তেমন বিজ্ঞ, ইহাদের আচার ব্যবহার দ্বারা তাহা হইতেছে।

মুসলমানমাত্রই অবশ্য ফেব্রুয়ারি মাসারফতে একবারি অভিবন্ধনপত্র এবার করিয়া মুসলমানদিগের বর্ত্তমান অবস্থার মানসে উন্নতি-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। অভিবন্ধনপত্রের [illegible] মহারাজ অধিরাজেন, তিনি অভিবন্ধনপত্রের [illegible] মহারাজের উত্তরোত্তর [illegible]

[illegible] উপনগর হইয়াছে। এ বিষয়ে [illegible] পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই অভিবন্ধনপত্রের [illegible] দিতীয় আন্দোলনের পরিচয় দিয়া এখন আমাদের [illegible] এবং [illegible] অভিবন্ধনপত্রের [illegible] করা যায়?

উত্তরপ্রদেশ ইউরোপীয় মহোদয়, দেশবাসীগণ দুঃখ বিদেশীগণের এতদ্দেশে আগমনী দুঃখিতে এই উদ্দেশ্যে এক সভা হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে সকল শিল্প করা হয়, তাহার অবস্থা ও উন্নতিসাধন বিষয়ে উপায় স্থির করা যাইবে। সাধারণের নিকট এতদ্দেশীয়দিগের একটী প্রতিপত্তি হইবে। উপায় দুরাশা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। শিল্পের ও স্বাধীন ব্যবসায়ের এরূপ প্রচার না হইলে ভারত কখন উন্নতিশালী হইতে পারিবে না।

চতুর্দিক হইতে যেরূপ দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ মনোযোগী না হইলে প্রজাবর্গের আর রক্ষা হইবে। বর্দ্ধমান বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, পুরী, পাটনা বিভাগের কথা আমরা প্রতি সপ্তাহে প্রায় প্রকাশ করিতেছি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বেলারি জেলাটি ভারতের অন্যতম শস্য ভূমি গণ্য হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ ভারতেশ্বরীর হস্তে ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত পরিবারের বিতরণার্থ গবর্ণমেণ্ট নিজের উপযুক্ত চাউল দিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার ভারতপুরের মহারাজ কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থ ১৭ টি তোপধ্বনি হইয়াছিল। মহারাজ বেলঘরিয়ার টেসনে উপনীত হইলে মেজর ফোর্ড সি, বি, ডি, কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া [illegible] আরোহণ করিয়া ১৩ নং পার্কষ্ট্রীটে উপনীত হন।

গতমঙ্গলবার কলিকাতা ডিভিটী এক্সচেঞ্জ করিয়াছেন, অনেক মাসের স্ত্রীলোকেরা খুব চলাচল বিষয়ে উহা খুলিয়া ছাউস সাজসজ্জা করিয়াছে বিক্রেতা হয়, পরে উহা ফিরিয়া-ছিলেন তখন ভাঙ্গে। এই কার্য্যটী সমাধানার্থ আপনারে হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ হইতে [illegible] বিলাতে [illegible] বন্দরে আসে অনেকে [illegible] বিদেশগমনে [illegible] হয়, এখানকার [illegible] আসার [illegible] করিতেছেন দেখিয়া পাইতেছিলেন [illegible] হইয়াছেন। তাই করিয়াও সব [illegible] [illegible]

আদালত।

(১৮৮৩। ২৩ এ এপ্রেল।

বিচারপতি উইলসন ও বিচারপতি

ট্রেভিলিয়ান।

মহারাজাধিরাজ সিং এবং অন্য অন্য

আপি (প্রতিবাদী।)

বনাম

আপীলকারী

মধুসূদন সিং (বাদী) আপীলের প্রতিবাদী।

এক সম্পত্তির উপরে দুই ডিক্রী।

একজন মহাজন তাহার দেনাদারের উপরে দুই ডিক্রী পায়। একটী চকলী সম্পত্তির উপরে, অন্যটী কেবল টাকার উপর। তাহার পর সে টাকার ডিক্রীটী বাকি রাখিয়া চকলীসম্পত্তি বিক্রয় করায়। ক্রয়কারী ব্যক্তি তাহা ক্রয় করে। শেষে সে আবার ডিক্রীর চকলী সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারি করিয়া উহা খরিদ করিবার বিক্রয় পত্র লয়। কিন্তু যে ক্রয়কারী ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি টাকার ডিক্রীর বিক্রয়ে খরিদ করিয়াছিল, সে আপত্তি উপস্থিত করিয়া মহাজনের খরিদের নাদিল করিল।

এক্ষণে এই নিষ্পত্তি করা হইয়াছে, যাহাকে এই বিষয় জানাইয়া যাইতে, তাহাকে বিচারপতি মহাশয়ের হোকিল দেওয়া হইয়াছিল, ইহা প্রমাণ হইতে পারে না। মকদ্দমা দুরূহ এই,—

হরনাম সিং নামে এক ব্যক্তি এই মকদ্দমার বাদীর নিকট হইতে ২ খানা কর্জ্জ লয়। একখানা ১২৭৩ (ফসলি) এই অগ্রহায়ণ ৭৭ ; দ্বিতীয় খানা, ১১ ই অগ্রহায়ণ। ঋণ পরিশোধ না করাতে বাদী মহারাজ সিংহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী চন্দ্রমন্দন সিং ও অন্য ব্যক্তির নামে আদালত করিল। ১৮৭৩। ৩১ এ ডিসেম্বর মোকা সাহেবপুর মহালের ৪ আনা অংশের ৪ আনা অংশের উপরে ৯ পরগণার পর দেওয়ানী ডিক্রী করিল। ঐ বাকী ১৮৭৬। ১৬ ই জুলাই চন্দ্রমন্দন ও অন্য ব্যক্তির নামে টাকার ডিক্রী পায়। ১৮৭৮। ৭ ই ফেব্রুয়ারি ঐ টাকার ডিক্রীর নিমিত্ত উক্ত মৌজার আট আনা অংশ বিক্রয় করায়। তাহার পর সম্পত্তির বন্দোবস্তের যে দেনা ছিল, তাহা আদায় করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয়

তাহার বিচারাধীন এই মোকদ্দমা বহু বিলম্বে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার আদালতের একটী পিয়ন ৫। ৬ টী টাকা ও দেশ ছিল লইয়া যদি পলাইতে পারিবে। এ সংবাদটী অনেকের আদালতের হইবে সন্দেহ নাই।

মাদ্রাজে ডলাইটনের একজন প্রাচীনতম ব্যবসায়ী গত ৯ ই জানুয়ারিতে বেলগ্রাহ শেষ হয় আবাসে ৮৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে।

ডাইলাহা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন " গত মুহরম মহরমের পূজা উপলক্ষে ডাইলাহা গ্রামের টোলের ঢোলেরা বেণীমাধবের সাক্ষাৎ সম্মুখে ঘাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় কার্য্য টী সমাক সুন্দর হইয়াছিল।

আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে বিহুনিথিয়ার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ৬ ই ফেব্রুয়ারীর ও মাসিক ছাত্র বৃত্তি দিয়া দুই জন ছাত্রকে বাঁহার ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর দান হয়	৫০০
" ডাইরেক্টর নিজাম	৩০০
" ফরক্কাবাদের মহারাজা	২০
" ই ডি ডে কলার কোং এণ্ড সি, এস	৩৩
" ডিয়ার কেস মাসেল যে এজেন্ট ২	১০০
" বাবু জানকীনাথ সেন	১৫
" এস আর্ডাই কোম্পানি	২৫
চন্দননগরের বিজয়কালী সভা	২৫

মাসিক দান।

হেইলাহাম কাম্পানির	৩০
বাবু ব্রজেন্দ্র চৌধুরী	১০
" কালীকৃষ্ণ দত্ত	৫
" প্যারীমোহন সাউই	১৫

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন কলিকাতা ইষ্ট ডিভিশনাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষ এক্ষণে কলিকাতা কর্পোরেশনের আফিসের হেডক্লার্কের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি এক জন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ও কর্ম্মঠ লোক এবং দীর্ঘকাল বিবিধ উচ্চ পদে কর্ম্মের সহিত কার্য্য করিয়াছেন। ইনি সদাশয়, কার্য্য পটুতায়, ও বিচক্ষণতায় অনেক মহৎ মহৎ ইংরাজ বিদেশ নিবাসী হইতে এক সুখ্যাতিপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন বোধ হয় এতদ্ব্যতীত কোন বাঙ্গালী এরূপ অধিক প্রাপ্ত হন নাই। এই ব্যক্তি ত্রিশ বৎসরের ও তিনটী পুত্র পরিবারবর্গের কলিকাতায় আগমন কালে তাঁহাদের ভরণপোষণ হইবে ভাবিয়া ভবিষ্যৎ সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদের অনুরোধে ও ইচ্ছায় তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের ভরণপোষণের ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছে। ইনি বিদ্যালয়ের কার্য্য করিতে করিতে ওকালতী পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ইনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে ইনি ওকালতী ব্যবসায় করিবেন। ইনি যেরূপ বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ লোক, তাহাতে ইনি যে এ ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট জজ মিঃ ওয়েষ্টমেকট সাহেব ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট জজের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে মিঃ ব্রডহর্ষ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ ব্রডহর্ষ্ট ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট জজের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিবার কালে মিরজাপুরে অনেক ফলাফল করিয়াছেন। অতএব ইনি একজন উপযুক্ত ও কার্য্যদক্ষ লোক, অবশ্যই উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। " আমরা শুনিলাম, কালীকৃষ্ণ বাবুর প্রস্তুতকৃত প্রশংসাপত্র একখানি কুড়ি পৃষ্ঠা ফারে মুদ্রিত হইয়াছে। আমাদের অনেক এক পত্র

মেঃ ঐ প্রশংসাপত্রখানি আমার পরিচয় দিয়া [illegible]। তিনি এক্ষণে যে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহার কার্য্য পরল ও বিশুদ্ধভাবে নির্ব্বাহ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, ইহাই বক্তব্য।

নিরোগকৃষ্ট বস্তুপ্রদায়ক ঔষধ আনন্দই মা ঔষধ উহার অনুষ্ঠানবর্গের সহিত ১৬ এ ডাক্তার বেমুপ যৌবনবর্ধ প্রদায়ক বর্দ্ধক অতি [illegible] হইয়াছেন। ইনি আমাদের এখানে এ বক্তৃতা করিয়া বহুসংখ্যক লোকের মনো-

ম হেক্টর গার্ডিয়ান নামক পত্রের

যে একটী সভা করিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য এ নিযুক্ত পাইতে সংগ্রহ ও করার প্রার্থনা করিয়াছেন। যে ঘরটী নির্দিষ্ট হইবে উহা বসিবার ২৫ জনের বসিতে পারে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া শীঘ্রই [illegible] জানান হইবে।

তাবকবরীর গবর্ণমেণ্ট এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত যে কোন কার্য্যকর্ত্তার যোগ্য ও উপযুক্ত বলিয়া যাইবে, তাহাকে সম্মানী ডাক টিকিট দেওয়াইবার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা এক্ষণে উঠিয়া যাইবে।

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তৃপক্ষ ও ডাক্তার ধারের খাজনার হার বৃদ্ধি করায় যে প্রজাগণ অসন্তোষ করেন, তন্নিমিত্ত প্রজারা হাইকোর্টে যে আপীল করে, বিচারপতি ইটেলহাম ও মলিস সাহেব তদ্বিষয়ে [illegible] পর মফস্বলাদালতের প্রজারা পাইয়া এবং আইনসঙ্গত কার্য্য হয় নাই বলিয়া প্রজাদিগকে ডিক্রী দিয়াছেন। তবে প্রজাদিগের সহিত এই জোতদারদিগের বাকীতে সমস্ত খাজনা হয় তাহার জন্য অনেক উকীলমুক্তার আদিষ্টারের সম্মতিক্রমে এক আম সমন দিয়াছেন।

বহরমপুরের অধিবাসীরা কলিকাতার সোসাইটীর পাঁচ বৎসর আবাসের আদেশ হইয়াছে।

সংবাদসারসংগ্রহ।

সংবাদপত্র।

গত ২৫ এ জানুয়ারি বুধবার বেলা ৪ ঘটিকার

সংবাদদাতার পত্র।

আসামপত্র।

গত ২৫ এ জানুয়ারি বুধবার বেলা ৪ ঘটিকার

[illegible] ছাত্রাবাস একটি [illegible] নির্মাণের [illegible] ছিল। [illegible] ছাত্রাবাসের [illegible] বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের [illegible] চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের [illegible] এতদ্ভিন্ন [illegible] ছাত্রাবাসের [illegible] ও মহাশয়গণ [illegible] বলের [illegible] ছাত্রাবাস [illegible] হইল।

পরে [illegible] ছাত্রাবাস [illegible] নির্মাণকার্য্যের [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] ছাত্রাবাস [illegible] ছাত্রাবাস [illegible] ছাত্রাবাস

চিনের মিছরি ... মণ ... বিলাতের মিছরি ... ৫০ মূল্য

আমদানি মূল্য ১৬ টাকা ২৭
লাভ ১০৯

ষ্টেটদের শুল্ক।

বৃদ্ধি সরেস ছাড়া— ১/ মণ ৩ ৩/০
আড়া ছাড়া ১/ মণ ২৪/০ ২৪/ ৩০/ ৩/
ঐ ২৯/০

মাদ্রাজপত্তনের ছাড়ি ১/ মণ ১৮০ ৩
বম্বাইয়ের ছাড়া ১/ মণ ৩ ২৯/
ব্রহ্মদিগরের বাদি ১/ মণ ৩/ ৩/১০ ৩১০ ৯/
ঐ ৩/০

আটনপুরের বাদি ১/ মণ ২৪/ ২৬/
ইউরপ বাদি ১/ মণ ২৪/০ ২৪/১০ ২৬৲
ইউরপ খেয়ারি বাদি ১/ মণ ২/ ১৭
ঐ ছাড়া ২৪/০ ২/ ১ /০
ব্রহ্মদিগরের সরেস বাদি ৩/—৩/০—৩ ০
আফ্রিকার বাদি ৩—৫৲—৩৲০
আরমানী ফুটিয়া সরেস ব দি ২৮০ ২৯/১০ ৩৮/০
বাঙ্গে যে প্রকার বিশেষ ব দি ২৮০ ২৯১০ ২৯/
সরেস ছাড়া ৩ ছাইটে ৩/০
মাঝারি ছাড়া ২/০ সইটে ২৮০
খেয়ারি ব দি ২৮০ ৫/০ ২৮০
সইল ছাড়া ২ /০ ৩ /১০

খেজা'পর্ব্বার ছাড়া ছাইটের মত।

ইউরপ সরেস ১ টা ৩/০ ৩ /০ ৩১/০
সরেস মাঝা ১ ৬ টা ৩ ১/০ ৩৬/০
মাঝু বি ছাড়া ৩৫/০-৩৮০
বিলেত ছাড়া ২৪/০ ২৫/০ ২৬০

ছুরত আদায় ছাইল।

খিরনি ২৯/০ ২৯/১০ ২৬০
ঐ বাটা ছাঁটা ২৬/০ ২৬/১০ ২৬/০
আজমী কোষ্ট ছাড়া ২৪/০ ২৪/১০ ২৫/০

ছুরতের ছাপড়।

O মার্কা ৭৮০ I ৮ ০
M O ৮ ০ M A ১০৮০
MH ৭৮০ M H অর্দ্ধ থান ৫৮০
M ১১/০ E F ১২৮০
E I ১৪/০ S O ১৩
সাদা ছিট ৭৪/০ আর্দ্ধ মকল ৭২/০
ইন্দু বাঙ্গলা ৭৪০

কারণ	আদা পাই পণ
শ্রীরামপুর ও ঘোট ছিদাই	/৩—/১০ ৯
শ্রীরামপুরে সরাব	/০— ৯
শ্রীরামপুর ও উইরপ	৷০— ৯
শ্রীরামপুরে গন্ধোপকুই	৷৫—৷৯৯ ৯
শ্রীরামপুরে খেরিয়া ওরফ সরাব	/০—/১০ ৯
শ্রীরামপুরে সরাব	/০— ৯
শ্রীরামপুরে উইরপ	৷০— ৯
শ্রীরামপুরে ঘুপায় সরাব ওরফে	/১০— ৯
শ্রীরামপুরে উইরপ	৷০— ৯
সাদির আদায় ওরফ সরাব	/০— ৯
	/০— ৯
	/০— ৯
	/০— ৯

ষ্টেটদের বলাদি	/০— ৯
ষ্টেটদের সাদা	/৩— ৯
কুলিসরেস	৷০— ৯

কাশীর চিনি।

	টাকা আনা
চতুরানন্দ ১ নং	১০৷০
চতুরানন্দ ২ নং	১০
চতুর্ব্বানন্দ ৩ নং	৯৷০

হনুমানবক্সের ঈগা চিনি।

দশা চিনি ১ নং	৮	ঈগা চিনি ২ নং	৭৷০
৮৷৷ চিনি ৩ নং	৭	ঈগা চিনি ৪ নং	৬৷০
ঈগা চিনি ৫ নং			৬
গোল চিনি বাক্সের ১ নং			১০৷০
ঐ গোল চিনি ২ নং	১০	গোল চিনি ৩ নং	৯৷০
গোল চিনি ৪ নং	৯	গোল চিনি ৫ নং	৮৷০

বাক্সের ঈগা চিনি। মণ

প্যাকাড়া চিনি	১৯৷০	ঐ ওরফে	৯
ঐ সরেস	৮৷০	ঈগা চিনি ১ নং	৮
৮৷৷ চিনি নং	৭৷০	ঈগা চিনি ৩ নং	৭৷০
ঈগা চিনি ৪ নং	৭৷০	ঈগা চিনি ৫ নং	৭
দেশ ওরফে ঘু লো			৷৷—৯
লোকড় ম ঘ দেশ ঘু ৮৷০		বড়ডাটি লো	৯
বড়ডাটি লোড়			৮৷ —৭৷০—৭ ০
দেশ লোকরা ১২৷৷০		দেশি লোকরা	১১
কা লপুর ১ ম ১২		কাশিপুর ২ ম	১ ০
সি ধাক্কা ১২৷০—১১৲		আমক্তা	১০৷০
কাস্তাল			১০৷০

ঘৃত মণ

শকীলাল মার্কা	১ নং		২৮—৩০
শিকারাবাদ হরকরী মার্কা			২৭৷০
জোকারা ২১—২৩৷০		ঘরসল	২৭৷০
ইটোরা ২৬৷০—২৬৷০		অরিজা ঘর	২৬—২৬৷০
ঘাসরাজা ২৫—২৫৷০		খাণ্ডোয়াই ঘর্ড়কী	২৭
নরসিংপুর ঘর্ড়কী ২৬৷০		মনোহরসরস	২৬—২৭
ব নপুর ২৫৷—২৭		মুহেরের ঘর্ড়কি	২৯—৩০
বিহরপুর ঘর্ড়কি			৩৫—৩-৷০
মহলা ১ নং ৩১/০	৩২/০	৩৩/০ মহলা ২ নং ৩৯০	৩৫/০
মহলা ৩ নং ৩১৷০		মহলা ৪ নং ৩১০	৩৫/১০
আটা ১ নং ৩২/০	৩৪০	২ নং ৩৪০	৩৫/০
ঘুগি ৪০০—৫		দেশি ঘুগারি ১৩—১৩৷০	
ঘিয়ে ১০—১১—১৪		মহিষ রাঘিম	২৪।২৭
সরা ৯— ১০৷০		মুহিয়া	৭৷০—১০
ব ন ২—৩		মৌঁরি	৯
ওলাউ ঘিয়া ২৫—২৬		দেশি বাঙ্গালে	১৬৷০
মোম ৩—৫		রাবরি	৩—৫
ওলাউচ মহ ৩৬—৪০		ওলাউচ ছোট ৩—১১ সের	
নবদ ৯/১০—৯৷০ সের		ওলাবাদা অরিজ ২৯৷০	
আমড়া-পরিমা অরিজ ২৪		অরিজ সিকাপুর	৯
মেহুদের অরিজ ১২—১৩		ওলাবপুর অরিজ ১২— ৮	
মেহদপুরের অরিজ ৩—১০		সিকাইল ওপুর ১১—৪০	
দাইরাবি মেহি ও সিন্ধুরি			১০—১১০

খাম কাপড় কোরা।

মাটা ও পণ	৩—৩৷০
মাটা ৩৷০ পণ	৩৷/—৷৷/

মুটা ৫ পণ ৷৷—৯৷০

মাদ্রাজি।

মাঝারি ৮৷০ পণ	৷৷৷০—৯৷০
মাঝারি ৮ পণ	৯৷০—৯
মাঝারি ৮৷০ পণ	৯৷০
মাঝারি ৯ পণ	৯৷৷০
মাঝারি ১০ পণ	৯৷৷ ৷৷
মাঝারি ১২ পণ	৭৷৷৷
১৮ পণা মাঝারি ওজন ৫৷০ পোয়া	১২৷০—১৯৷০
৯০ পণা মাঝারি ৫ ০	১৯৷০
৯০ পণা মাঝারি ৫৷০ ঘাসা	১৯৷০—১৯৷০
১৷০ ঘাসা মাঝারি	৯—৯
২৷০ ঘাসা মাঝারি	৯—৭
৩ ঘাসা মাঝারি	৯৷০—৯৷০
সিরিস	২৷০—৯৷০
ফিত	৯—১০
মসলন	১৷০—৯৷০
১৮ পোয়া মরদের ঘাটা	১—১৯৷০
৫ পণা মসলন ঘুগি	৯৷০—১৯৷০
১৷০—৯৷০ পণ ওজা	পড় ৷৷০
মরেস ঐ	পড় ৷৷/০
মসলন ৫ পণ ঘুগি	৭৷০—৯৷০
৫৷ —৯৷০ পণা ওজা	পড় ৫১০
মাঝারি ঐ মসলন	পড় ৯৷০
মসলন ঐ	১
মে গা ম ঘা ঘুগি	৭৷০—৫১৷০
মোটা সাদা ঘু ন্ত	৯৷০—২৷০
৫ পণ মোটা পাড়ওয়ালা ঘু'ন্ত	১/০—২৷০
মোটা লাক্ষ্ণৌ	৯৷০—১৭৷০

ছাইল কলাই।

বাদকলাই কাশী	২৪৷০—২৬০
পাইনার	২ ৷৷০
ছাল কলাই পাইনাই	২ ৷৷০—২৷০
মেথী	৯—৯ ০
ছোলা	৯৷০—২ ০
মোটা মটর	—১৯০
মে টা মহুর	১৷০—
সাদা মটর	—১৷০
অড়হর কলাই	২—১৯০
মেথী বিণ কলাই প্রতি মণ	২—২৷০
মুগ কলাই	৩৷০—৪—৫
অড়হর ছাইল	২৷৷০—২৯০
মহুর ঐ	২৷০—৩৷০
মে টা ঐ	৩—৩৷০
খেসারি	১৯০—
মটর ঐ	২—২৷০
পাইনার ও মৈল	২৯০—৩০
কলায় ছাইল	২৷০—২৯০—
কাল কলাই ছাইল	২৷৷০—২৬০
ঘুটে ছাইল	৩—৩৷০
ছকমুল	১৷৷০—১৯০
নারকেল তৈল	৩২
সরিষা তৈল	১১৷০
রেড়ির তৈল	৯৷৷০

বিজ্ঞাপন।

মিত্র এণ্ড কোং।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভূবনমোহিনী-কবচাবলী।

ও, মস্তকের উপরিভাগ, ললাট, চক্ষু, কর্ণমূল, গণ্ডস্থল, চিবুক, গলা, বক্ষঃস্থল, হৃদয়, পৃষ্ঠ, বাহু, কনুই, মণিবন্ধ, হস্ত, অঙ্গুলি, নখ, নাভি, কটি, উরু, জানু, জঙ্ঘা, গুল্ফ, পদ, পদাঙ্গুলি ও পদতল এই সকল স্থানের দুষ্টক্ষত বিনষ্ট করিয়া বিশুদ্ধ করে। অতিরিক্ত ইহা দ্বারা মানসিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট এবং স্থির হয়। ভাগ্যবানীর পক্ষে বিলাতি কবচের অপেক্ষা ইহা বিশেষ উপকারী। এই সকল এরূপ কালসহিষ্ণু পরীক্ষাদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে যে, সকল সময় ও সকল ঋতুতে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ইহা যেরূপ অল্পে ফল দায়ক, সেরূপ মূল্যও অল্প। এক টাকা মূল্যে ইহা পাওয়া যায়।

শ্রীহরিদাস সেন—কবিরাজ।

OLD EYES MADE NEW !!

Spectacles and Eye-glasses rendered

In

PERFECT LIKE OF ALL

EYE DISEASES.

Dr CHASE'S JORDAN DROPS.

A soothing and strengthening "Eye-balm" for ... yes, guaranteed to cure permanently ... Congestion or Inflamed Eye, Inflammation of the Eyelids watery and overworked eyes, Intolerance of light O scurity of vision Cataract Eyes, Far and short-sightedness, weakness of the retina and optic nerve &c. and the worst diseases of the Eye.

It is Entirely a new scientific discovery, containing many of the most powerful restorative agents in the vegetable kingdom. Instead of cutting out the cataract and thus causing intense agony to the patient it can now be gradually washed out by mere a few days applications. By applying one Drop of Jordan in the Eye three daily the muscles are re-inforced, and invigorated, the circulation of the blood in the capillary vessels restored the paralyzed nerves stimulated and the cause of the difficulty speedily removed Its beneficial effects are experienced from the very first applications; it subdues all pain and inflammation immediately. Most of Oculists or Doctors that have failed in many cases Dr Chase's Jordan Drops has cured them successfully Test medicines will be furnished.

Per Bottle Large	.	৳	0 0
" Small	..	৳	8 0
Catharic Alternative		4	0 0

RECENT CERTIFICATE OF CURES.

CHRONIC OPTHALMIA.

Madigul, Madras, 24th January 1884.

A resident of mine was suffering from Chronic Opthalmia. His case was declared to be hopeless even by the medical officers of Eye Infirmary Madras. After applying the Drops for a fortnight according with the printed Directions which accompanied the small Jordan I find there is a certainly an improvement to the better, the watering from the Eyes has ceased the inflammation of the Eyes has disappeared and the

(Sd) T RAJAMANICKAM NAYUDU, PLEADER.

Wanted 1,000 Agents in every City & Town

VAN ETTEN & Co

CALCUTTA.

রেজিষ্টরী করা। Registered

সকল প্রকার মেহরোগের

পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ টাকা

মফস্বলে পার্শ্বিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার নূতন ও পুরাতন বেগ, বেগপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অন্য প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সমূহ বাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা বস্তির ন্যায় বোধ হওয়া ও তৎসংক্রান্ত নানা রোগ, পারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণত্ব এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও অঙ্গের পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করুক না কেন, সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যে সকল মান্য প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন, আমাদের এই অনুরোধ।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপী দন্তমঞ্জন।

ইহা দ্বারা দন্তমূল, দন্ত মজবুত, মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট, ও মুখ পরিষ্কার হয়, ইহা ব্যবহারে দন্তের কোন পীড়া আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা দন্তের পীড়া হইতে পারে না, দন্ত মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়, মুখের দুর্গন্ধ একেবারে যায়। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ চারি আনা মফস্বলে পার্শ্বিং ।০ আনা।

১ কৌটা। ২ কৌটা।। ৩ কৌটা।।।

ঔষধ পাইবার সময় উপরি উক্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—শ্রীহরিদাস সেন ১২ নং দুর্গাচরণ পিকুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

সর্ব্বত্র সমাদৃত পুস্তক।

যিনি বিশুদ্ধ-প্রণয়ের হৃদয়-

বিদারক ছবি দেখিতে চাহেন তিনি এই

পুস্তক নীঘ্র ক্রয় করুন।

রাজলক্ষ্মী—অদর্শন

(পাঁচ খানি অতিরিক্ত ছবির মূল্য সহিত।)

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে না

সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখুন।

"রাজলক্ষ্মী অদর্শন—পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী বাঙ্গালা গ্রন্থের একজন উপযুক্ত কবি আমরা অতি অল্প দেখিয়াছি। ইহাতে লেখক তাঁহার মনের ভাব এমন সুন্দর ভিত্তির ও বর্ণনাচ্ছলে যে পাষাণহৃদয় পাঠকের হৃদয়ের তারের প্রতি ঘন ঘন আঘাত করে। ঘোর দুঃখ সময় এবং একাকী একান্তে বসিয়া যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বাস্তবিক আমরা তাঁহার মর্ম্ম ভুক্তভোগী বহি অন্যের অত্র সমধিক করিতে পারি নাই।" আর্য্য ক ০ ই চৈত্র সং ৯১।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রী রাধিকাপ্রসন্ন কাব্য। কলিকাতা—২৩ নং বেচারাম চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট

নূতন সাবান। নূতন সাবান।

প্রতি বৎসরে প্রায় ১০,০০০ বোতল

বিক্রয় হইতেছে।

ইহাতে কোন প্রকার ক্ষারের বা ঘাতক পদার্থ নাই। ইহা ব্যবহার মাত্র ফেনযুক্ত হয়। বিলাতী

আছে। অত্যুৎকৃষ্ট এসেন্স দ্বারা সুগন্ধিত করণ

উক্ত পীড়া যখন যে উপসর্গ করিয়াছে তখন পিচকারী দেওয়ার ব্যবস্থা, এজন্য পিচকারী ও ঔষধ ১৲

এঃ ঘোষ, কেমিষ্ট।

কলিকাতা চিৎপুর-রোড, বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ৪৭ নং বাটী।

সীটীকি।

কৌষধারী ও ষ্ট্যাণ্ডিং আইন অর্থাৎ (১৮৮২ সালের ১০ আইন) সহিত যে সকল ঔষধ ও ষ্ট্যাণ্ডিং আইনের অধীন ৮৮৪ সালের ৩ আইন।

শ্রীউমাচরণ সেন এম, ডি, এল কর্ত্তৃক প্রস্তুত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা, মেডিকেল, এণ্ড সার্জ্জিকেল প্রেসে শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশ চন্দ্র মিত্রদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফর্ম ১৷৷৷৷৷	৫৷৷
পেপার মলাট	৷৷৷

ঐ সকলের পত্র মাসুলসমেত মোকামে ছয়টি টাকা পেষ্ট আপিসে সংযুক্ত ডলফিটারিনের ২০ নং আমহর্ষ্ট রোড-প্রকাশ ডিস্পেন্সারিতে এবং সহর কলিকাতা অন্যান্য ষ্ট্রীট নং ২১ মোকামে পাওয়া যাইবেক।

তরুণ তাপস।

(অথবা প্রভাবতী বা পতিব্রিয়া।

শ্রীযুক্তবাবু তারাচরণ রায় প্রণীত তাপসী সরোজ-বাসিনী এবং কনক-প্রতিমার সর্ব্বে বক্ষ শেষ আর্য্য। মূলক মূলতীর বিশেষ আলাপন ধন; ইহা যা স্ত্রীজাতিকে সতীধর্ম্ম এবং পতিভক্তি শিক্ষা দান বিষয়ের পারদর্শিনী; প্রত্যেকের মূল্য ১ এক ৲ টা। সম্পত্ত ও সোমপ্রকাশ ডিস্পেন্সারিতে, নিমাইচরণ ও কালিং আইত্রেরিতে, চীনাবাজার সংস্কৃতযন্ত্রের দোকানে পাওয়া যায়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কতকগুলি অক্ষরে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল চক্রবর্ত্তী—চাঁদাবেড়িয়া; ১৷ / আমাদিগের

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ঘোষ—[illegible] ১৷৷
" " গোবিন্দচন্দ্র রায় শ্রীধরী—[illegible] ১৷৷
" " ওয়াইজন ডোরান—[illegible] ১৷৷
" " রাধাচরণ মুখোপাধ্যায়—কাশীধাম ৷
" " মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়—সাধারণের কাছারি ৷
" মাষ্টার সাধারণ পুস্তকালয়ের সম্পাদক ৷
" " পরেশনাথ চাটুর্য্যে—হরিপুর ৷
" " দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কল্যাণপুর ৷৷৷
" ঢাকা লাইব্রেরির সম্পাদক—ঢাকা ৷
" " রাধাগোপাল নিয়োগী—কলিকাতা ৷
" " রাজনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা—পশিচাটী ৷৷৷
" " যোগা [illegible] মুখোপাধ্যায়—মাকেন [illegible] ৷৷৷

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমস্তপক্ষে সোমপ্রকাশ, পত্র ও [illegible] মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৷ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৷৷ টাকা। ঐসমস্ত পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭

সোমপ্রকাশ

৯৩ এ ভাগ। "প্রবর্ত্তয়ন্ ; ধর্ম্মনিধিমাত্রের বাহ্যিক: ভবেদ্রক্ষী মলিনমনী ন ভীষতা।" ৯ ই ফাল্গুন।

অগ্রিম বার্ষিক ৩ তিন টাকা মফস্বলে ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা। মাসিক মূল্য ৷৷০ এক আনা। | ১২৮১ সাল। ২৮ এ মাঘ। ইং ১৮৮৫। ৯ ই ফেব্রুয়ারি। | অগ্রিম বার্ষিক ৩৷৷০ তিন টাকা আট আনা মফস্বলে বার্ষিক ৪ চারি টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মফস্বলের নিকট সানুনয়ে অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন নিয়মানুসারে স্ব স্ব মের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার অসুবিধা হইতেছে। সমস্ত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কাগজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের সুবিধার জন্য সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও মূল্যাদি পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ঠিকানা।

চারুচিন্তামণি, কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

সোমপ্রকাশের গ্রাহক কলিকাতার [illegible] গ্রাহক [illegible] ইচ্ছা করেন, [illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] পাঠাইবেন।

বার প্রয়োজন নাই। "ধনি অর্ডর কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

যে যে স্থলে সোমপ্রকাশ পাঠান সংখ্যার অধিক বিক্রয় দেখিব ও তাহাদিগের জন্য তাহে মাসুল সমেত তা০ টা০ সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ গ্রন্থাধ্যক্ষের পুস্তকের অনেক বিজ্ঞাপন প্রকাশ আছে। বিজ্ঞাপনকারী আমাদিগের পত্র লিখিলে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পাঠিকা করিয়া বিজ্ঞাপনের অধিক মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বারের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, দ্বিতীয় বার ৵০ আনা।

এখন হইতে যে সকল বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহার মূল্য বিজ্ঞাপনের সঙ্গে মূল্য পাঠাইতে হইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাসুলে ঠিকানায় পাঠাইলে পাওয়া যায়।

	উপহারের মূল্য	ডাকমাসুল
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	৫০

বীজগণিত।

১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	৫০
৩ য় ভাগ	৵০	৫০

বিক্রয়ের নিয়ম।

অগ্রিম এককালে ৩ টাকা দিলে মফস্বলে ডাকমাসুল [illegible] লাগিবে।

অঙ্কপাতে-পাটীগণিত।

[illegible] ইহাতে [illegible] অঙ্কপাতে পাটীগণিত [illegible] ৷৷০ আনা। ডাকমাসুল [illegible] আনা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫ নং বীডন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

(১০ টাকা পুরস্কার) অনুসন্ধিৎসু বালক।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের [illegible] ৮ আটবৎসর বয়স্ক একটী বালক ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়ঃক্রম আন্দাজ ১০ বৎসর, রোগিতে দুষ্টী, গৌরবর্ণ, চুল অল্প কটা ও পাতলা, পুষ্ঠে কাল জড়ুল, গালে ২টী খাঁদ ও দাগ, মস্তকের গড়ন উচ্চ ও বড়, কথায় ঈষৎ তোতলা আছে। সিকার নাম শ্রীউমাচরণ ভট্টাচার্য্য। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে উমাচরণ সিকার মহাশয় ২৪ পং অন্তর্গত বারইপুরে ছিল। এই বৎসর ৮ বালক পরীক্ষা দিবার কথা ছিল। সিকার হইয়াছে। যদি কোন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট সংবাদ দেন, উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
গোবিন্দপুর সোনাপুর পো আ। ২৪ পং।

বিজ্ঞাপন।

বহুমূল্য ঔষধ মূল্য চেয়ারের উপর।

ডাক্তার [illegible] ঔষধালয়।

[illegible] অধিকারী ডাক্তার [illegible] নং ১২ ব্রডওয়ে।

বিজ্ঞাপনের।

ডাক্তার [illegible] ঔষধালয়ের [illegible] ডাক্তার [illegible] ঔষধালয়ের [illegible] ডাক্তার [illegible] ঔষধালয়ের [illegible]

[illegible] ১৩ [illegible] ১৩ [illegible] ১৩ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ

২৮ এ মাঘ সোমবার।

গত রিপন মহাত্মার দেশীয় ভাষার উন্নতির জন্য যে আইন বহিত করিয়া ভারতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। সমাচার চন্দ্রিকা সেই মহা মহাত্মার প্রধান সংবাদী। সমাচারচন্দ্রিকা আমাদের দেশের উন্নতির প্রধান দ্বার। অতএব সমাচারচন্দ্রিকা সম্পাদকদিগের সেই মহাপুরুষের স্বরূপ কোন স্বরূপচিহ্ন স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই বোধ হওয়াতে আমাদিগের একজন পত্রপ্রেরক রিপনাব্দ প্রচলন করিয়া যে স্বরূপচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করিয়া এই মাঘ মাস হইতে রিপনাব্দ প্রচলিত করিলাম। এই মাঘ প্রথম মাঘ হইল। আগামী মাঘে দ্বিতীয় অব্দ হইবে।

গত সপ্তাহে বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে মেডিকেল পুলের সময় ধর্ম্মার স্থানে ফলে অনেকের অতি সামান্য এবং কাহি উপলক্ষে ওলাউঠার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। এক্ষণ এ বিভাগের সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল দিয়াছে।

রাজধানীবিভাগের মধ্যে কেবল বনোয়ার মেডিকেল পুলে একটী ওলাউঠা রোগী দৃষ্ট হয়, অন্যত্র অদ্য সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল ছিল।

রাজসাহীবিভাগের মধ্যে কেবল রাজসাহী জেলার অন্য জেলার বিশেষ আনুকূল্য দৃষ্ট হইয়াছে, অন্যত্র অদ্য সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যের অবস্থা অতি উত্তম।

ঢাকা বিভাগে ফরিদপুরে এক একটী ওলাউঠা রোগী দেখা দিয়াছে, এবং ত্রিপুরাবিভাগে চট্টগ্রামের স্থানে স্থানে ওলাউঠা, ও অন্যত্রস্থানসমূহে স্থানে স্থানে ওলাউঠা ও অন্যত্রস্থানের সংবাদপত্রে আছে তাহা ভিন্ন এই দুই বিভাগে অদ্য কোন বিশেষ দেখা যায় নাই।

[illegible] গত সপ্তাহে [illegible] ওলাউঠা [illegible]

[illegible] ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের একটী বিষয় আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে আন্দোলনের পর আর আমাদিগের কোন কথা নাই। অধিকাংশ বাঙ্গালী ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। অনেকস্থলে কেহ কেহ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে ডিষ্ট্রিক্ট জজ বা সেসন জজ বলিয়া উপহাসিত হইয়াছেন। লোকের যে স্বাধীনতাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা তাহারই ফল।

কুমিল্লা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ৮ই মাঘের ডিষ্ট্রিক্ট বিলিমিশনাল সভাপতি হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট সভাপতির স্বাধীন কার্য্যপ্রবৃত্তি বিলক্ষণ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

আমরা কুমিল্লা স্থানীয় সভাপতি বোধহয় আমিয়া একটী রাজনৈতিক সভা করিয়াছেন। সার জেমসেটজি জিজিভাই ব্যারোনেটের সভাপতি হইয়াছেন। এরূপ প্রোগ্রামের সভা উদ্যোগী [illegible] হয়। বোধাই হইতে তাহাদের অনেক উন্নতির আশা করিয়াছি।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট হার রাজপদ সেন বাহাদুর শীঘ্রই পেনসন গ্রহণ করিয়া কার্য্য হইতে অবসর লাভ করিবেন। আমরা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম যে, রাজপদবাবুকে উপযুক্তরূপ ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপালিটীর সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার উদ্যোগ হইতেছে। আমরা আশা করি, এই প্রস্তাব যে কার্য্যে পরিণত করা হইবে। আর বিষয়েই রাজপদবাবু এই পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

বাবু দুর্গাচরণ সাহার দুর্ভাগ্যের বিষয় করিয়া পাইকপাড়ার [illegible] নিযুক্ত হন [illegible] রাজিতে মাই ডিজিজ ইবলস বাহাদুরকে একটী সম্বর্দ্ধনা দিয়াছেন। ইবলস বাহাদুর [illegible] সভায় মহাত্মাকে শিক্ষিত [illegible] প্রতি যেরূপ সাধু আশা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার [illegible]

[illegible] ডিষ্ট্রিক্ট বিলিমিশনাল কমিটীর সভা [illegible] স্থানীয় ডাকবাংলোতে ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট বিলিমিশনাল সভা নির্ব্বাচিত করিবেন, আমরা শুনিতে পাই [illegible] ঐক ব্যক্তি [illegible] প্রাতঃস্মরণীয়মাত্র রামনাথ কবিরাজ মহাশয় অন্নদান, বস্ত্রদান, আশ্রয়দান, বিদ্যাদান, ঔষধদান প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা পৃথিবীর কত উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহাশয়ের ও সোমপ্রকাশের পাঠক বর্গের অবিদিত নাই। বর্দ্ধমান সমাজে অনেক প্রকৃত কীর্ত্তিমান মহাত্মার পুণ্যচিহ্ন স্থাপন করিবার নিমিত্ত অনেক মহাশয়কে যত্নবান্ দেখা যাইতেছে। এ সময়ে স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের পুণ্যচিহ্ন স্থাপনার্থ উদ্যোগ না হয় কেন? আমরা বলি আপনি আপনার সম্পাদিত পত্রে এই প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য কিছু লিখিবেন ও এ বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন। সমাজস্থ অন্যান্য মহাশয় কবিরাজ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তান ও সহধর্ম্মিণীর উপকারার্থ কতযত্নোদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহাও [illegible] করিয়াছিলেন, আমরা শুনিয়াছি। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইবেন, এ আশা বিলক্ষণ রহিল। কবিরাজমহাশয়ের ন্যায় ও সমাজহিতৈষিকের [illegible] থাকাও উচিত নহে।" লেখক আর উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করিলাম। উক্ত কবিরাজের [illegible] শিক্ষিত [illegible] ও প্রধান উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা উদ্যোগী হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিলিয়া আজ প্রায় ৪ বৎসর হইল, একটী রাজনৈতিক সভা করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষ বিশেষ অভাব যে [illegible] চেষ্টা করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সভা কিছুকাল চলিল, পরে নবগঠিত পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে লাইনে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রিদিগের গাড়ীভাড়া ও মাশুলের অসুবিধা দূর করিবার জন্য আন্দোলন করেন। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে লাইনে যাত্রিদিগের [illegible]

৬ষ্ঠ শ্রেণির কষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ দ্বিতীয় শ্রীলোকদের ছেলেপুলে থাকে না। বিদেশ হইতে যে সকল ধনিক শ্রীপুরুষ কলিকাতায় আসিয়া থাকে, তাহাদের কষ্ট বর্ণনা করা যায় না। রেল গাড়ীর বেঞ্চগুলার নির্মাণ ও তাহাদের অবস্থিতি অর্থাৎ ও আড়াই ও তেপায়া করিলে ভাল হয়। সংবাদপত্রে বহু দিন হইতে এ বিষয়ের অনেক আলোচনা ও আন্দোলন হইয়া [illegible] কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই সকল [illegible] পূর্ব্বাবস্থা এ বিষয়ে [illegible] আমরা আর এই কথা তুলিব না। একটি কিছু দিন এ বিষয়ে আন্দোলন করিলে বড় ভাল হয়।

পূর্ব্বকার রেলওয়ে সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া আমরা বিষয়ে এককালে অনেকগুলি কথা মনে পড়িয়া গেল, পুরাণ কথা ভাল ছিল। যখন কোম্পানীর হাতে এই রেলওয়ে আইন ছিল, তখন যে বন্দোবস্ত ছিল সমস্তাংশের যাহা লিখা যে কোন অবস্থেক্ষা ভাল ব্যবস্থা হইবে না। মূলে যতটুকু সুবিধা ছিল, এখন তাহা ও নাই। পূর্ব্বে মাত্রিকালে দর্শকেরা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আসা যাওয়া করিত। এখন তাহা হয় না। এ শ্রেণীর ভদ্রলোক মণ্ডলের মধ্যে অধিকাংশই পরদায় অন্ত ১৫ তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিয়া থাকেন। যাত্রীদের উপযুক্ত পয়সা আছে, তাহারাও প্রায় সেই পুরুষদিগের কষ্টে এখন যা তিনি শ্রেণীতে যাতায়াত করেন না। বিশেষতঃ পরিবার লইয়া যাতায়াত করিবার সময় অনেকে একেবারে একটা আসন ছাড়া করিতে না পারিয়া প্রায়ই তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করেন। এ অবস্থায় ছোট ছোট শিশু সন্তান, স্ত্রী ও পরিবারের মহিলাগণকে লইয়া মাঝি-কাজে একটা মহতার মোকদ্দমা [illegible] করিয়া ইহারা অধিকাংশ যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আসন পাওয়া যাইত। সরকারের হাতে গিয়া সেটি [illegible] হইয়া গিয়াছে। এই কি উন্নতির লক্ষণ?

যা হউক পূর্ব্বকথা তুলিয়া এ বিষয়ের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কথা যায়, এখন হইতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর আসনের বন্দোবস্ত হইবে। সাইবাজার সংবাদের আমরা [illegible] কর্ত্তা মেজর গফ ও আরও লিখিয়াছেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী আরামদায়ী না করিলে গাড়ীবারা [illegible] পথে বহুতর লোক মারা যাইবে। [illegible] হয় ও হয় আশ্বিতেছিলেন। [illegible]

[illegible] তৃতীয় শ্রেণীর [illegible] ও যোগাই করিতে [illegible] করে নাই। [illegible] গাড়ীতে [illegible] ও [illegible] ইহাতে যাত্রিদিগের যে কত সুবিধা হয়, তাহা লেখা যায় না। বিশেষতঃ স্ত্রীযাত্রীদিগের সুবিধার ত কথাই নাই। এই সাইবাজার সংবাদ পড়িয়া [illegible] পূর্ব্বকথা মনে পড়িয়া গেল। এ অবস্থায় পূর্ব্বকথার গাড়িতে যাইবার কথা [illegible] কেন যে অমন ধরিয়া গড়ন গাহের নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আ মরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে পাইখানার বন্দোবস্ত করা সম্পূর্ণ সঙ্গত। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। রেলের গাড়ীর বাহারি বসুন না কেন, স্বর্গবিশেষ এ বিষয়ের [illegible] ভুক্তভোগী হইয়াছেন। বোধ হয় পূর্ব্ববিভাগ হইতে এ বিষয়ে প্রথমে [illegible] প্রকাশিত হইবে।

[illegible] বিশেষ [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছে, [illegible] [illegible] [illegible]

যেমনিক যোগ আইন, তাহাতে উপযুক্ত কর্ত্তাদিগের হাতেই বল পাওয়া যাইবে। তাহাতে ভারতবাসীর কোন অধিকার পরিবর্ত্তন হইবে না।

কর্ত্তব্য কি?

সাহেব সম্প্রদায়িনী সভা যথাসাধ্য আমাদিগকে উত্তাক্ত ও উৎপীড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যেরূপ ভাবে কাজ করিতেছেন, তাহাতে আর সাহেবের ও বাঙ্গালীতে যে সকলসময় হয়, তাহার ভরিষ্যতে লাভের আশা অতি অল্পই আছে। এখনই ও সাহেবের সহিত বাঙ্গালীর সকলসময় ভরিষ্যতে বড় একটা হয় না। যে আশাটা ভরিষ্যতে হইবার আশা আছিল আছে, সাহেব-সম্প্রদায়িনী সভার কার্য্য কলাপ দেখিয়া আমাদিগের সে আশার ক্রমে নির্মূল হইয়া যাইতেছে। উঁহারা যেরূপ ভাবে কাজ করিতেছেন তাহার ফল এই হাড়-হিম-করা এ শ্রেণীরেরা সাহেব দিগের কর্ত্তৃক যোর অত্যাচারিত হইলেও আর বিচারালয়ের সমক্ষে উপস্থিত হইবে না। অত্যাচারী কর্ম্মচারিগণও আর সাহেব অপরাধিগণকে শ্রেপ্তারাদি করিতে সাহসী হইবে না। কোন্ পরিষ বাঙ্গালী কর্ত্তৃক শ্বেতাঙ্গ সাহেবের বিরুদ্ধে ফৌজদারী করা অপেক্ষা আপনি আপনার উপজীবিকা হইতে বঞ্চিত হইবে? আর ভরিষ্যতের আশা যখন ক্রমে এত হ্রাস হইয়া যাইতেছে, তখন কে আর টাকা খরচ করিয়া ও অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া সাহেবের অত্যাচার বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইবে? সাহেব সম্প্রদায়িনী সভা প্রকৃতপক্ষে ক্রমে ভারতীয় অত্যাচার পরিত্রাণ হইয়া সমস্তলকে রাজাধিকার মত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দিতেছেন।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? সাহেবেরা যেরূপ ভাবে আমাদিগের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন, তাহাতে আমাদের কি আর নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য? আমরা কি নির্ব্বাক্, নির্ব্বিবাদে তাহাদিগকে করিব বাঙ্গালী দিগের উপর অবাধ অত্যাচার করিতে দিব? এই প্রস্তাবের আদি ব্রহ্মীয় সমাজের বিরুদ্ধে-নীতাবাদ্যের বীজ হইয়া সমুপস্থিত। ব্রহ্মীয় শিক্ষিত সমাজ ইহার যে মীমাংসা করিবেন, তাহার উপরেই প্রত্যেকের প্রবিত লোকদিগের গ্রহ দ্বার নির্ভর করিবে। যদি আমরা বাস্তবিকই এতদেশের গরিব, অসহায়, প্রজাবর্গের মঙ্গল কামনা করি, তবে সকল আমাদেরই একটী দেশীয় সংরক্ষিণী সভা করা কর্ত্তব্য। উপযুক্ত পরামর্শ, অর্থ ও উকীল সাহায্যের অভাবে কৃষকদিগের এবং অন্যান্য দুর্ব্বলদিগের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে অত্যাচারে যেরূপ, আমাদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত অভিজ্ঞ উকিল পাওয়া যাইবে, সাহেবদের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার সময় সাহেব জজ পাওয়া যাইবে, এবং সাহেব জুরি পাওয়া যাইবে। এই অত্যাচারের হস্ত হইতে যদি মুক্তিলাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগের সকলকে একটী দেশীয় সংরক্ষিণী সভা করিতে প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। এই সভা কি প্রণালীতে হওয়া উচিত, ইহার উদ্দেশ্যাদি ও কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। বারান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

প্রাপ্ত।

ব্রহ্মমূর্ত্তে প্রহ্লাদ ও চৈতন্যের অভিনয়।

পুরাবৃত্ত প্রহ্লাদচরিত্র অভিনয়ের পরা ভাষা প্রদর্শিত হইয়াছে। অভি কলুষ উদ্ভাবিনী হয়, পার্থিব বিষয়ের মরুভূমি ও প্রলোভন দ্বারা মা হইয়া, অন্তর্দর্শনে চাকুষ মা দেখাইয়া, মানব ভক্তির সাহায্যে কতদূর উর্দ্ধে উঠিয়া ব্রহ্মীয় প্রেম ভাব ব্যাখ্যাতাকারে নিহিত হইতে পারেন, তাহা প্রহ্লাদচরিত্রে সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। প্রেম ভক্তির পূর্ণতা, সাধনার গভীরতা, নিষ্ঠার দৃঢ়তা, ও চিত্তসংযমের একাগ্রতা দেখাইবার জন্য ভগবান কবি আপনার হৃদয়ময়ী কল্পনার বলে প্রহ্লাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রহ্লাদ বালক হইয়াও ভক্তির তেজ-বিতায় ত্রৈলোক্য-বিজয়ীনে মুকুন্দ কোমলমতি হইয়াও বিবেকের আধারীয় অবলম্বন এবং অকপটতার হইয়াও অসাধারণ দৃঢ়সঙ্কল্পিতার আশ্রয়। পিতা তাড়না করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে প্রহ্লাদ বিচলিত হন নাই, শিক্ষকের প্রহ্লাদের বিশ্বভক্তির ভ্রান্ত শিক্ষা দিবার চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু তাহাতেও প্রহ্লাদ অবিচলিত ভাবে থাকেন। প্রহ্লাদ নিজের বিপদ্ধারে ও ভক্তির আশ্রয়ে আপনার সাহায্য করিতে লাগিলেন। ভগবান স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। প্রহ্লাদ ভক্তির জয় ঘোষণা করিয়া ভক্তিতে বিভোর হইয়া ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন—

"ব্রহ্মাদ্যে বিবিধৈর্ব্বপুষ্ট দৈবিপক্ষবাদাদ্যে।
অন্তরে যে প্রবন্ধাদি যাচি মুকুন্দবিগ্রহে॥"

"ও মুকুন্দ! আমার শত্রুপক্ষের কথা ছাড়িয়া দাও, আমি এখনও তোমার অন্তর বিগ্রহে। তুই আপনার মুক্তি প্রকাশ করিব না। ও অন্তরে প্রহ্লাদের হৃদয়ে তোমার আবির্ভাব হইল না, তখনই বীর গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন—

"তত্র তত্রাদাবপ্যাবির্ভি বিগ্রহে
মমসাদরে যদি কৃষ্ণ বিদ্বিষি।
ততস্ত্বং মুঞ্চ তদ্ভক্তবান্ধবাদি
তদাদি সর্ব্বাপদ্ভ্যো ভবেঃ॥"

শিব। যে ভাবে তব করিলে তব প্রহ্লাদের মুক্তা প্রকৃতি সমুদায় তব হয় হয়, সেই ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান তখন অন্তরাকাশে অবস্থিতি করিয়া তাহার সন্তাপনা কি?"

প্রহ্লাদ এইরূপ অপূর্ব্ব ভক্তিবলের বলে নাস্তিক দিগের মস্তক ছিন্ন করিয়াছেন। মুক্তির কোনপ্রকার তাঁহার মুক্তা দূর হয় নাই, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার তাঁহার ইচ্ছা বিরুদ্ধ হয় নাই এবং ভক্তির মুক্তাকে তাঁহার প্রকৃতি সমুদায় তব হইয়া যায় নাই। এরূপ ভক্তিবলে মুক্তা ও অমূল্য ভক্তির অসাধারণ উজ্জ্বল দেখাইবার জন্য ভগবান কবি অপেক্ষা অধিকতরকক্ষমতে উঠিতে পারে না। যাঁহার হৃদয় এরূপ ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়াছে, এ মর্ত্ত্য ব্রহ্মাণ্ডে—এ ভীষণতার কলকারখানা কবির বিকাশে তাহারও মস্তিষ্ক তাঁহার তুলনা হয় না। প্রহ্লাদ মহান কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

চৈতন্য প্রহ্লাদের ন্যায় কবির কল্পনায় চিত্রিত হন নাই। চৈতন্য আমাদের এই দরিদ্র বাঙ্গালার এমন ধনী ঘরের সন্তান। সুতরাং তাঁহার জীবনের সকল ঘটনাই প্রকৃত। তাঁহার কবির কোনরূপ অপরিচিত কাল্পনিক অবাস্তব বিষয়ের সংযোগ নাই। চৈতন্য প্রকৃত এই সত্য ভক্তির মহিমায় সাধারণ কবিত্বের অপ্রাকৃতভাবে পরিপূর্ণ। তিনি ভক্তিতে বিভোর হইয়া সকলকারী অবতার হন। তিনি ভক্তিতে প্রমত্ত হইয়া সকলকে ভক্তিতে মাতাইয়াছিলেন। তাঁহার ভাবে আবিষ্ট হইয়া সকলেই ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছিল। তাঁহার ভাবে আবিষ্ট হইয়া সকলেই ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছিল। তাঁহার ভাবে আবিষ্ট হইয়া সকলেই ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছিল। তিনি প্রাহ্মণ, শূদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ভদ্র, ইতর, হিন্দু মুসলমান, সকলকেই এক ভক্তির আলিঙ্গন করিয়া ভক্তিপ্রেম

বিষয়ের উপযুক্ত। ইংরেজ সওদাগরী করিয়া যেরূপ অর্থোপার্জন করিয়াছেন, যেরূপ উদারভাবে পরিচয় দিয়াছেন, যেরূপ ঈশ্বরভক্তির ভাবোদ্দীপক বেদাইয়তগুলি, তাহা সমস্তবরূপ ভাষা ও রীতির সহিত বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইংরেজ লাবণ্য ও পরিপাট্যের অনুরোধে ইংরেজ লেখকদিগের বহুদর্শিতা আবশ্যক। এরূপ স্বাধীনতাপ্রিয়, এরূপ ঈশ্বরভক্তি আমাদের দেশের নয়।

অধ্যাপক ব্রাডলি ও ইংরেজের চরিত্র নাটকাকারে বিবৃত করায় বড়ই ফলোপধায়ক হইয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রভাবতীর অনুবাদ করিয়াছেন। অধ্যবসায়ের সহিত ইংরেজীর অনুবাদ করিলে এরূপ ফলোপধায়ক হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ অধ্যবসায়ের বিষয়ের অভিনয় করা সচরাচর দেখা যায় না। রাজকৃষ্ণ বাবু প্রভাবতীর চরিত্র যে ভাবে আঁকিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দক্ষতা, ভাবজ্ঞতা ও চিত্রকৌশল যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। বিমল বাবুর ইংরেজী ভাষায় আমরা বিশেষরূপে পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু অভিনয়সময়ে ইংরেজ ইংরেজী অপেক্ষা যেন প্রভাবতী অনেক ভাল হইয়াছে। কবির চমৎকার লেখনীর গুণে প্রভাবতী যেরূপ উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, যেরূপ বিদেষীদের প্রভাবে যে উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছে। এ প্রভাবতী যেন ইংরেজদিগের সর্বনাশই বিধেয়, ইহার প্রত্যেক কথাই যেন অভিপূর্ণ ভাবের আবরণ হইতে বাহির হয়। প্রভাবতী সাধক, ধর্মে অভিজ্ঞ ও দৃঢ়বিশ্বাসী পরিচয়ের তিনি যে উচ্চাসন, তাহাতে যেন সেই ভাব ও কথাগুলি উহার অভিজ্ঞতার ফল বলিয়া বোধ হয়। এ প্রভাবতী যেন ভক্তির আবেশে প্রভাবতী ও সরীর আবেশে 'ভয়ঙ্কর' যম পর্যন্তের ধ্যান করিয়া, অমরত্ব ও ঐহিক ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিতেছে ও ভাই। অধ্যবসায় ইংরেজ বিদেষীদের প্রভাব ও সর্বনাশের কারণীভূত করিতে চারী হইয়াছে। ইংরেজদিগের এরূপ উপযুক্ত ঘটনা, ঈশ্বরভক্তির এরূপ অনুপম উদ্দীপন আমরা দেখিতে পাই না। পক্ষান্তরে তাঁহার বিদেষীদের ইংরেজের এরূপ ভক্তির ভাব চরিত্রে পাওয়া যায় না, সর্বদা এরূপ ধর্ম ও পরীক্ষার ভাব দেখাইতে সমর্থ হয় না। ইংরেজের কথা যেন তাহারা ভাবে ভাবুক হয়া বলে। উহা যেন তাহার হৃদয় হইতে বাহির হয় না, মুখমাত্রে মোসাহিবের মতন ভাবুকতার ভাণ করে। ইংরেজ যখন সমাধি মগ্ন হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান করে, তাহার অব্যবহিত পরেই তাহার ইংরেজ বীর যেখানে পারে সেখানে ইংরেজের অভিসন্ধি ও ইংরেজের সমস্ত আশার মূলে উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। এ সময়ে যেখানে ঈশ্বরের বিশেষ প্রয়োজনীয়, সেখানে ঈশ্বরের যেরূপ ভক্তি, সেরূপ ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরেজ ঈশ্বরের ভক্ত, ইংরেজ ঈশ্বরের প্রিয়, ইংরেজ ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

আমরা ২৮ এ জানুয়ারি। ১৭ ই জানুয়ারি অবধি যে খবর হয়, তাহাতে ব্রিটিশ পক্ষে ৭৩ জন মরে এবং ১০৪ জন আহত হইয়াছে। বুয়রদিগের মধ্যে মরে ইয়ানি, লেফটিন্যান্ট, লেফটেনান্ট বর্থরি (এই ব্যক্তি ১৭ ই যে আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন) লেফটেনান্ট ফ্রেঞ্চ, লেফটেনান্ট যো লেফটেনান্ট ফিলিপ্সের। ইঁহারা ১৯ এ তারিখে বিদ্ধ হইয়াছেন। ১৯ তারিখে যুদ্ধস্থল, তাহাদের সকলদিগের সঙ্গে তাহার যোগ উপস্থিত ছিল। তাহার মধ্যে দুই জনার মরণাপন্ন হইয়াছে।

ইংরেজেরা সব একদিকে তাহার সেনাবলের সকলকে 'মহিম ধন্যবাদ দিয়াছেন। কর্নেল লর্ড ডানডী ইহাঁর মধ্যে একটি যেরূপ ভেসেছেন পরে উদ্ধার হইয়াছেন।

সেনাপতি আরল সাহেব সংবাদ দিয়াছেন, বার্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষতাচরণ সম্বন্ধে। কর্নেল ইয়ার্টের হত্যাকারীরা অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

তারিখে ২৯ এ জানুয়ারি। সেবেরা তারের সংবাদ এই, তার আসিবার আগের অবধি মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। লেফটেনান্ট আরলি, ফ্রেঞ্চ, মিলিস ইহার হত হয় নাই, যেরূপ আগের সুসংবাদ। সব ইংরেজদিগের আরল বর্ণনা করেন।

তারিখ ২৯ এ জানুয়ারি; ব্রেবিডিগের তারে এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে আরলসাহেবের সীমা নির্ধারণ ইই গবর্ণর উপস্থিত হিলেন, তাঁহাদিগের তারের সংবাদের পরে ইংরেজ সাহেবদিগের।

তারিখ ৩০ এ জানুয়ারি। কিন্তু প্রাতিনিধিগণ কথা বলিবার অনুরূপ করিয়া আরিফ ইংরেজ দুষ্টি ও ব্রিটিশ সাধন নিকারের প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং উপনিবেশের সংবাদপত্রিক ইংরেজীসাহেব মুখ খোলা হইয়াছে, তাহাতে ইংরেজ [illegible]

[illegible] ইংরেজ [illegible] ইংরেজ [illegible] ইংরেজ [

ডিপুটিবাবু তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হইলেন।

৯ই জানুয়ারি। বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুন্সী মহাশয়, ৭ ও ৮ টাকার পদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নৌকরী পরীক্ষা করিয়া মুন্সেফীর জন্য মনোনীত এবং নিযুক্ত হইলেন।

২৩, এপ্রিল, ডেপুটিবাবু দুর্গা নারায়ণ ২ য় আসিষ্ট্যান্ট ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বদলি হইলেন, ইহাঁর স্থানে বাবু শ্যামাচরণ সরকার নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি মজুমদার তত্ত্বাবধারণ করিলেন।

২ রা ফেব্রুয়ারি। বর্দ্ধমানের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় (যিনি দুই বৎসর ছুটি পাইয়া বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের ভার ত্যাগ করিলেন।

মহিষাদলের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এস, বি, এস, ন্যায়ের ২ য় আসেশ পদস্থ ১ ম ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

মেদিনীপুরের ডিপুটিবার তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কালেক্টরির কার্য্য করিবেন।

৩ রা ফেব্রুয়ারি। রাজমহিষাদ রাজার ভূতপূর্ব্ব ১৮৭৮ অব্দের (আবগর আইনের) ১ আইন ভিন্ন অন্য অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতা পাইলেন।

মজঃফরপুরের কালেক্টর ই, মরেলকে আসেসরের ক্ষমতা দেওয়া হইল।

রাজসাহীর মুন্সেফ,তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ে বদলী হইলেন এবং সদরেই থাকিয়া সদর মুন্সেফী করিবেন।

মেদিনীপুর সাউথের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী আবদুল করিম উক্ত বিভাগের ভার পাইলেন।

৪র্থ পরগণা প্রতিনিধি অবৈত্তনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এবং ডায়মণ্ডহারবের ঐ পদের এস ই, গার্ডনার ২ য় আসেশ পদস্থ সহকারী পরগণেকের পদের ভেকেন্সীর ভার করিলেন।

মেদিনীপুর সিবিলের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কেদারনাথ দত্ত অবসর গ্রহণ করায় উক্ত পদে বাবু হরিপদ ভট্টাচার্য্য নিযুক্ত হইলেন।

মালদহের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ ২ য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

মজঃফরপুরের এস, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু বিহারীলাল ২ য় আসেশ পদস্থ ১ ম ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর (দ্বিতীয় দুই বৎসরের) বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের ভার গ্রহণ করিলেন।

মেদিনীপুরের পূর্ব্বিত ইবেন্সটার বাবু প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ২ য় আসেশ পদস্থ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন এবং কটক যাইবেন।

বাবু ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ২ য় আসেশ পদস্থ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর কার্য্য করিবেন এবং তমোলুকে থাকিবেন।

[illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। [illegible] ৩, তারিখে [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। [illegible] ৩, তারিখে [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। [illegible] ৩, তারিখে [illegible]

ডিপুটিবাবু ৩ রা ফেব্রুয়ারি, ৩, তারিখে [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি, ৩, তারিখে [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি, ৩, তারিখে [illegible]

ডিপুটিবাবু ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible]

ডিপুটিবাবু ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible]

ডিপুটিবাবু ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible]

ডিপুটিবাবু ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible]

ডিপুটিবাবু ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible]

ডিপুটিবাবু ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible]

ডিপুটিবাবু ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible]

ডিপুটিবাবু ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible]

ডিপুটিবাবু ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible]

ডিপুটিবাবু ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible] ৩ রা ফেব্রুয়ারি। যে স্ত্রী লোক [illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী বিজ্ঞাপন।

জাহাজ-ও সাধারণ বন্দর।

৪র্থ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩। বাঙ্গালার অন্তর্গত পোর্টব্লেয়ার

বাবু ভূতনীচরণ পাল ৫ ঘণ্টায় পনর মেম্বরী আমিন্টী ও মেম্বরী আসেসীয়ের কার্য্য করিবেন এবং বাসস্থান থাকিবেন।

নিম্নের আসনাদি মেম্বরী আসেসীয়ের অভাবে, যেমন (বুদ্ধিমান) ফরিদপুরের আসেসীয়ের দ্বারা সম্পন্ন হইবেক।

বাবু মাইকেল যোষ দুই সপ্তাহের ২ য় আসেন পনর বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেম্বরী মাজিষ্ট্রী ও মেম্বরী কালেক্টরের ক্ষমতা ৩২ ধারা এবং ৪৪ ধারা ব্যতিরিক্ত ফরিদপুরের পাবনাদির অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচারপতির কার্য্য বিভাগ।

২৯ এ জানুয়ারি। ৪ মেম্বরী অতিরিক্ত মেম্বরী মাজিষ্ট্রী ও কলেক্টর বাবু রাজেন্দ্রলাল ঘোষ ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রীটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৯ পরগণা অন্তর্গত মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রনাথ সরকার বাবু তারাপ্রসাদ সরকার অনুপস্থিতি কালে পনর দিনের জন্য ফরিদপুর মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু ভূতনাথ বিশ্বাস বি এল ২৯ পরগণার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং মজিলপুরে থাকিবেন।

৩০ এ জানুয়ারি। অবসরপ্রাপ্ত মেজিষ্ট্রেট মেম্বরী মাজিষ্ট্রীট ও মেম্বরী কলেক্টর ৩ শ্রেণীর ক্ষমতা অর্পিত হইল। ২ য় শ্রেণীর ক্ষমতা পাইলেন।

২ রা ফেব্রুয়ারি। ৩ এ ডিসেম্বরের হুকুম অনুসারে ৬ষ্ঠ-প্রাপ্ত পার্জরীর সবডিবের সমুদয় ও হুগলির সহকারী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মি, এস, পি, নিকলস কিছু বিষয়ের জন্য ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মিরজাপুরের প্রতি নায় বেঞ্চের মাজিষ্ট্রীট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু এন, নরেন্দ্র দেওয়ানী প্রক্রিয়ার ১০ এবং ১০৩ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

কিছু বিষয়ের জন্য ৩ য় শ্রেণীর মুন্সেফ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যকে ঐক্য পদে স্থায়ী করিলেন।

কিছু বিষয়ের জন্য ১ ম শ্রেণীর মু সদর বাবু শ্রীনাথ পনর ঐক্য পদে স্থায়ী হইলেন।

মজঃপাকী মুন্সেফের ২ য় মুন্সেফ বাবু ভগবতীচরণ রায় কিছু বিষয়ে ৩য় ১ ম শ্রেণীর মুন্সেফের পদের উপযুক্ত হইলেন।

মিরপুরে ঐক্যপুরের ২ য় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর আশী (যিনি ছুটী লইয়াছেন) কিছু বিষয়ের জন্য ১ ম শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

কিছু বিষয়ের জন্য ২ য় শ্রেণীর মুন্সেফ বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ ঐক্য পদে স্থায়ী হইলেন।

কিছু বিষয়ের জন্য ১ ম শ্রেণীর মুন্সেফ বাবু পরমেশ্বর ঘোষাল ঐক্য পদে স্থায়ী হইলেন।

মজঃপাকীর অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র এবং মিরপুর শ্রেণীভুক্ত মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র চৌধুরী কিছু বিষয়ের জন্য ২ য় শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

কিছু বিষয়ের জন্য ৩ য় শ্রেণীর মুন্সেফ বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘে ও বাবু রজনীনাথ ঘোষ (যিনি ছুটী লইয়াছেন) ঐক্য পদে স্থায়ী হইলেন।

৮ ম বিশেষ জেলার অতিরিক্ত মুন্সেফ, বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এবং ফরিদপুর জেলা কলেক্টরীর ২ য় মুন্সেফ বাবু রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস কিছু সময়ের জন্য ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

৪ র্থ শ্রেণীর কিছু কিছু কার্য্যভার মুন্সেফ বাবু রজনীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য ছুটী লইলে বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ঐক্য পদে স্থায়ী হইলেন।

৮ই ফেব্রুয়ারি। বাবু জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়, মুন্সেফ ছুটী লইয়াছেন, ২য় আসেন পনর বাবু কৃষ্ণকান্ত সরকার পরগণা মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং মজিলপুরে থাকিবেন।

বাবু নবীনচন্দ্র বিশ্বাস, মুন্সেফ ছুটী লইয়াছেন, ২য় আসেন পনর বাবু ভূতনাথ বিশ্বাস বি এল ২৯ পরগণার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং মজিলপুরে থাকিবেন।

ডাকা জেলার এসিষ্টেণ্ট সরকারী মাজিষ্ট্রীট ও কলেক্টর এস, পি ডেভিস ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ফরিদপুর অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রীট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সেফের প্রতি মিঃ ডেপুটী মাজিষ্ট্রীট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভূতনীচরণ মুখোপাধ্যায় ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাখরগঞ্জের প্রতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রীট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভূতনীচরণ ঘোষাল ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গদেশের বিদেশস্থ ৬০ উচ্চ পদস্থ পুরুষ মধ্যে ৪র শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাই যে কেমন সুখসাধ্য কার্য্য করে এরূপ নয়, বিলাতের স্ত্রীলোকেরাও যে কেমন ভাই সাধ্য কার্য্য সম্পাদন করে, পাঠক নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ইংলণ্ডের ৬৯৭ স্ত্রীলোক আফিসের কার্য্য করে। ১১০৬ স্ত্রী লোক ষ্টেটকের পালের মাপ পরিমাণের অন্য ছোট ছোট দোকান কার্য্য করে। ১,০৯৯ স্ত্রীলোক পুস্তক বাঁধাই করে এবং ৫৯০২ স্ত্রীলোক মুদ্রাযন্ত্র কার্য্যের সাহায্য করে। অধ্যাপনা কার্য্যে ১৫৩৯৮ স্ত্রীলোক নিযুক্ত আছে। ধর্ম্মযাজন কার্য্যে ৪১৬১, ডেপুটীগিরি কার্য্যে ৬৫০, চিত্র কার্য্যে ১১৮০, ফোটোগ্রাফি কার্য্যে ৬৪০১১১, চিকিৎসা ও ধাত্রী বৃত্তি ৩৪৩, পুস্তকাদি প্রকাশ কার্য্যে ১০৯, স্ত্রীলোক নিযুক্ত আছেন।

চীন ও জাপানি বিদ্যালয় অধ্যাপি সংস্কারের মুখ কাহারে নিযুক্ত আছে ৫১ লাখ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

LALMOHUN GHOSE.

PART II

COMPILED BY

ASUTOSH BANERJI

Price Re. 1

Apply to

Messrs Thacker, Spink & Co.,

Messrs Newman & Co.,

Messrs. S. K. Lahiri & Co.,

Messrs. Bhuban Chunder Ady & Co.,

Canning Library,

People's Library,

Medical Library,

Bamprakash Depository,

AND

Other Principal Booksellers

OF

Calcutta.

AND AT

THE "INDIAN MIRROR" OFFICE,

PART I.

Price (cloth bound) Re. 1 4

" (paper cover) Re. 1 0

To be had of

MESSRS. THACKER SPINK & CO.,

Sole Agents.

Those wishing to purchase Part I and Part II. together, are requested to apply to Messrs. THACKER SPINK & Co.

প্রেরিতপত্র।

[illegible]

এ কথা বলিতে পারেন না, বিদ্যাসাগর তাহা প্রকাশ করেন নাই। "অল্পদোষে বিদ্যাসাগর মহাশয়" এই "বিদ্যাসাগরকে" যদি বিধবার পক্ষিত প্রণয়করণ হইত, তাহে প্রণয়করণ ও অন্যান্য প্রকৃতি বিষয়ে বিধবাবিবাহ, অন্যান্য সংস্কার অনায়াসে লোক মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এখন, বিদ্যাসাগরীয় ও এই সকল গ্রন্থাবলির পরিবর্তে পাদ্রীগণি আসিয়া ও যদি তাহা হইলে কি সমাজের বিশেষ উপকার হইবে? কখনই না। বাস্তবিক এ প্রকার সমাজ সংস্কারে (১) প্রবৃত্ত হইলে কেবল বিদ্বেষ ফলই উৎপন্ন হইবে, ইহা নিশ্চয়। তাই বলি, তাঁহাদের ন্যায় সুবক্তা, সুশিক্ষিত, হেদোইটবী, লাহুক, সমাজসংস্কারক আমরা দেখি না; আমাদিগের অপরিজ্ঞ বিদ্যুমাত্রেও সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং এ সমাজের লোকদের গতি বিধানে তাঁহাদের কিছু মাত্র অধিকার নাই। এরূপ "হেদোহারী" আন্দোলনে এক দিন না একদিন ফুলুল করা উপস্থিত হইবে।

অপরীদের "বৃত্তিবাস্তবিধানের বুৎপত্তিকলনী?" "অর্থের যোগায়" "বার প্রকাশ" "ইত্যাদিরীতি অনুসারে পুস্তিকাদ্বয়ের অবলোকন করিয়া" প্রকাশ, উহাতে হেদোহারী সমাজের পাদ্রীমহাশয় বিধবার অবলোকনে তাহার করিয়া "সংস্কৃত কালে কোন ব্যুৎপত্তি ছিল" মহাশয় অনেক যুক্তি দিয়া ছেন। "তাইলে" কেবল "বিধবার বুৎপত্তি" প্রাপ্ত করিবারের অবশ্য নহে," এক অনুমানে" অন্যান্য পুস্তিকাদ্বয়ের (অবশ্য বিধবা বিবাহ পক্ষপাতী পক্ষিত মাত্রেই) প্রাপ্ত করিয়াছেন। বিচারে যে সকল বিষয়ে আর বলিয়া এবং যাহার অন্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছে এ সমস্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় একজন পারদর্শী পক্ষিতের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করা তোমার মতের লোকদিগের ইহা না অন্যায়, তাহা তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় করিবেন। ইহা না অন্যায়, বিদ্বেষ এবং স্বার্থই সাধারণতঃ মানুষের বিবিধ ব্যবহার মূল, তাহার অবশ্য অনেক অন্যায় ব্যবহার [illegible] থাকার কথা, তাহা তাহাদের [illegible]

[illegible] বিদ্বেষ কেন, এমন বিষয়ে [illegible] মহাশয় যাহাদের পুস্তি বিদ্যমান [illegible] পুস্তি বিদ্যমান ও সত্য [illegible] অন্যায় হয়। এরূপ দুরূহ বাক্যের [illegible] পুস্তিকাদ্বয়ে। পুস্তি বিদ্যমানী [illegible] যায়। অতএব পাদ্রি মহাশয় [illegible] ৫৫—৯

বিদ্যাসাগর মহাশয় [illegible] বিধবাবিবাহ প্রচলিত [illegible] পুস্তিকাদ্বয়ের [illegible] "ইত্যাদি" এই উপমায় তাহার [illegible] যে, সমস্ত পক্ষিত [illegible] পক্ষপাতী হইলেও [illegible] বিধবাবিবাহ প্রচলিত [illegible] পুস্তিকাদ্বয়ের [illegible] পক্ষপাতী পক্ষিত [illegible] পুস্তিকাদ্বয়ের [illegible] পুস্তিকাদ্বয়ের [illegible] পুস্তিকাদ্বয়ের

পরীক্ষার বিষয়ীভূত করা হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার ঐরূপ অবস্থায় অবস্থানের সম্ভাবনা না করিয়া বাঙ্গালাবাসীর অনুরোধে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা অন্যান্য করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা নির্দ্ধারণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া প্রধান গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছেন। এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বাঙ্গালিগণ বহু ডেপুটির নিকট আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। অল্পকাল মধ্যে যেরূপ তাঁবে বাঙ্গালার লোকের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া ইহাঁদের কার্য্যক্ষমতার উপরেও আমাদের বিশ্বাস আসিয়াছে। এ বার আশা করি, বঙ্গ ডেপুটির বাহাদুর ইহাঁদের সংযুক্তিপূর্ণ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।

আজ প্রায় দুই বৎসর হইল, বঙ্গ বিপণ বাহাদুরী কর্ত্তৃক প্রকাশ্য-পরীক্ষা-গ্রহণান্তর উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার রীতি প্রচলন করিতে প্রয়াসী হন। সেই বৎসরই ইংরাজি গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কর্ম্মসমূহে ৫০ পা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া কর্ম্মচারি নিয়োগ করিতে আরম্ভ করা হয়। প্রায়ে শিক গবর্ণমেণ্টসমূহও এই রীতি অবলম্বন করেন, প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের এই রূপই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাঙ্গালার কর্ত্তাদিগের কৃপাগুণে এই উৎকৃষ্ট রীতি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া বাঙ্গালী কর্ম্মপ্রার্থীগণের বিশেষ সুবিধা হইল না। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পরীক্ষা সকলপ্রথমে বঙ্গ ভূমি ক্যাম্বেল প্রবর্ত্তিত করেন। সর ডব্লু ক্যাম্বেল প্রবর্ত্তিত রীতি তাঁহার পদত্যাগের পরও কিছুদিন প্রচলিত ছিল। কিন্তু ক্রমে এই পরীক্ষাটী একরূপ তুলিয়া দেওয়া হয়। গবর্ণমেণ্ট আমাদের ইচ্ছা নয় যে যে ব্যক্তিকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিতে আবশ্যক করেন। বঙ্গ বিপণ হইতে এই পরীক্ষা প্রথা পুনর্জ্জীবিত হয় সত্য, কিন্তু তাহা হইতে বড় একটা বিশেষ সুফল উৎপন্ন হয় না। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নানা কারণ প্রদর্শন করিয়া আজি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষাপ্রথাটী প্রবর্ত্তিত করেন নাই। সর্ব্বপ্রথমে এক বৎসর কাল ইহা মুলিম রাখি যেন বলা হইয়াছিল। এক বৎসর, দেখা দ্বিতীয় বৎসরেও এই পরীক্ষাপ্রথাটী সম্পূর্ণরূপে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পরীক্ষাগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালিদিগকে উপযুক্ত স্থানে নিযুক্ত করা হইয়াছে, বাঙ্গালার অন্য কোথাও তাহা করা হয় নাই। অন্য দিকে গবর্ণমেণ্টসমূহ, যোগ্য লোক বাছিয়া লইয়াছেন। এখনো এই পরীক্ষাপ্রথাটী সম্পূর্ণরূপে প্রবর্ত্তিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু এখনো তাহা হইল না। এখন পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের কথা তো দূরে থাকুক, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের পুনর্নিয়োগ পূর্ব্ব বন্ধ হইল। ইহাতে আমরা ঐ পুরাতন প্রথাই পুনর্নিয়োগ গবর্ণমেণ্ট তাড়াতাড়ি আসিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট লোক নিযুক্ত করিতেছেন।

বাঙ্গালার প্রজাগণের অধিকাংশই কৃষিব্যবসায়ী। কৃষিব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে বহু কাল গবর্ণমেণ্টের একটী দৃষ্টি প্রদান ও যত্ন আবশ্যক। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট প্রদেশে অধিকারস্থাপনীয়। কৃষির উন্নতি সাধনের পথই সর্ব্বপ্রধান। এ অবস্থায় কৃষির উন্নতি সাধনে ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি আছে। এই সকল কারণ সত্ত্বেও যে গবর্ণমেণ্ট কেন এতকাল একটী কৃষিবিভাগ করিয়া এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, এতকাল পরে যে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে এবং তাঁহারা যে একটী কৃষিবিভাগ করিয়াছেন, ইহা পরম বিশেষ আনন্দের বিষয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, এ যেন ঔষধের যে সকল গুণবিশিষ্ট গাছ গবর্ণমেণ্ট বৃক্ষ পাইয়া বিলাতে কুঁড়িয়ে

[illegible] হয়া উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের এত সময়ে এই বিভাগের শীর্ষস্থানে নিযুক্ত করা কি উচিত ছিল না? কিন্তু ডিরেক্টর সাহেব এই সময়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। ডিরেক্টর সাহেব বাঙ্গালার রাজার সরকারে কিছুকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ যত্নোদ্যমের ভাবে কিছুকাল ন নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাহাতেই বিলাত প্রত্যাগত কৃষিবিদ্যা বিশারদ শিক্ষিত বাঙ্গালিগণ অপেক্ষা তাঁহার যোগ্যতা কি এত বেশী হইল।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সি নিম্নশ্রেণীর ও বাঙ্গালিগণ ছেলেদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ডাক্তারিবিদ্যার বহুল শিক্ষা করিবার জন্য যে টাকাবাড়ি আছে, তাহার শিক্ষকদিগের বিশেষ হইতে সম্প্রতি সরকারী সার্জ্জিন জন্য আমরা বিস্মিতচিত্তে অবগত হইলাম, ২৪ ঘ ডাক্তারি এক পরীক্ষার সময় করেকজন ছাত্র নাইট্রেট কর্ত্তৃক করিয়াছিল, এবং সময়ে সিনিয়র টাকাবাড়ি হইতে একটী বাড়ি তুলিয়া আনিয়া এরূপ তুলির উপর ও উপরোক্ত ছেলে করে। ডাক্তারদের ছেলে ডাক্তারি এই সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের কাণে করেন ও অপরাধ ডাক্তারিকে হাসপাতালে প্রেরণ করেন। এই স্থানে পূর্ব্বে একটী গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। বড়দিন মধ্যে মধ্যে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। এবার এই সংবাদ প্রকাশ হইবামাত্র ডাক্তারি ছেলেদের মধ্যে একটা ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহারা বলে যে, ডাক্তারি ছেলেরা ডাক্তারি করিবে, তাহাদিগকে ডাক্তারি শিখান হয় না। অতএব তাহাদিগের হইতে এরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহাদিগের ছেলের নিকট যাইয়া বন্দুক নিকাশ করিতে বলা ছেলেদেরই বিহিত নয়। যে কর্ত্তাদিগের মতানুসারে উক্ত শিক্ষার্থী ডাক্তারিবিদ্যার প্রণালীবদ্ধ ছেলের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের উচিত, উহাদিগকে প্রহার করিয়া ছেলে।

ব্যবস্থাপক সভা।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপকতাবলি ছেলেদের প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা গবর্ণমেণ্টকে তাহার বিস্তৃতের বর্ত্তমান প্রার্থি, বর্ত্তমান ব্যবস্থাপকসভা তদ্বিষয় সংস্কার যে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় [illegible] ছেলেদের [illegible], [illegible] করিয়াছেন। ঐ নিয়ম [illegible] সভায় প্রকাশ হয় এবং ঐ সভায় যেমন [illegible] শিক আর হার বর্ণনের অধিকার আছে, এখনকার ব্যবস্থাপক সভাগণের সেরূপ অধিকার নাই, এখনকার ব্যবস্থাপক সভাগণ [illegible] প্রকাশ করার অধিকারী নহেন। এখনকার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা কেবল বক্তৃতা করা ছাড়া আর কিছু করিতে পারেন না। সভ্য গণের ইচ্ছামত কাজ করিবার কথা। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত কার্য্য করিবেন ও মনোমীত ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী রাখিবেন। অধিকাংশ সভ্য গবর্ণমেণ্টকর্ম্মচারী। রাজপুরুষের সভায় সত্য কথা সাধারণ মাত্র। গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত পক্ষ কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদাই গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করেন। তাঁহারা প্রজাপক্ষসমর্থন করেন, তাঁহারা সাধারণ ভয় খাইয়া তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিতে পারেন।

এখন এরূপ ব্যবস্থাপক সভার আর চলে না। এখন ব্যবস্থাপক সভা মধ্যে যাহাতে প্রজাপক্ষ সভ্য অধিক হন, তাহার বিধান হওয়া আবশ্যক। বঙ্গ বিপণ বাহাদুর স্বীয় আক্ষালনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া সভা [illegible] বেঙ্গলের যে নিয়ম করিয়া গেলেন, ব সকল ব্যবস্থাপক সভাগুলিতেও সেই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা উচিত। এক্ষণে ছয় তৃতীয় অংশ এবং গবর্ণমেণ্ট এক তৃতীয় অংশ সভ্য মনোনীত করিবেন। এরূপ ব্যবস্থা হইলে আন্দোলনপ্রণালী দীর্ঘ উন্নতি হইবে। ব্যবস্থাপকসভার [illegible] করা আমরা অনেক

আন দেশের আবহাওয়া-সম্বন্ধে রিপোর্টিনিগণের অভিমত অবগত হইবেন। তাহাতে রিপোর্টিনিগণের চিন্তার ঊন্নতি হইবে; অপরদিকে প্রাদেশিক শাসন কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে। ব্যবস্থাপকসভার প্রতিনিধি সংখ্যা অধিক হইলে তাঁহারা প্রজার অভাব সহজেই বুঝিতে পারিয়া অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

ব্যবস্থাপক সভা এইরূপে সংগঠিত হইলে তাহার উপরে প্রাদেশিক আয় ব্যয় দর্শনের ভার অর্পিত হইলে দেশের যথার্থ প্রজার মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা বলেন তা, তাঁহারা যদি আপনা দেশের মঙ্গল করে ব্যয় দর্শন করিবার অধিকার পান, অর্থের অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা অল্প হইবে কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে সহজে যে এ অধিকার দিবেন আমাদিগের সে বোধ হয় না। ইংলণ্ডে এ বিষয়ের বিশেষরূপ আন্দোলন করিয়া বলাতে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি বিলাতে সে চেষ্টা পাইতে হইবে। প্রজাবোধের [illegible] করিবেন। আমাদের প্র

যাহাতেও এ প্রস্তাব উত্থিত হইয়াছে। [illegible] এ বিষয়ের বিশেষ আন্দোলন হওয়া উচিত। ইতিমধ্যে এদেশ,নিবাসিগণ সভা এ প্রস্তাবটী সভ্য ভবদিগের, বিশেষতঃ সভাপতি মহাশয়কে উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি এক জন ভারতের মঙ্গলাভিলাষী সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ। তিনি ভারতীয় প্রজাগণের উক্ত অভাব নিবেদন করিয়া যাহাতে অনিষ্টপাত না হয়েন, আমাদের সে বোধ হয় না।

ভারতের রাজনীতিঘটিত সকল বিষয়েরই এখন বিলাতে আন্দোলন হওয়া আবশ্যক।

অনুকূল প্রজার রাজার প্রতি কর্ত্তব্য কি? [illegible] প্রজার প্রতি রাজারই বা কর্ত্তব্য কি? উহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে অনেকগুলি বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়। সে সমস্ত অনুসন্ধানসাধ্য। অথচ আমরা সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়াছি, বিনিময় করিয়া রাজপুরুষদিগকে ইহাপেক্ষাও কিছু অধিক বলা আবশ্যক, তাহা না থাকে এবং প্রজারা নীতি বিষয়কে যেরূপ বুঝিয়া যে বিষয়ে কর্ত্তব্য করেন, তাহাও না করেন। সে জন্য তাঁহাদিগকে সেরূপ বুঝাইয়া পরিচালন করিতে হইবে। প্রজারা এবং যে এ বিষয়ের রক্ষিত থাকেন, তাঁহাদিগকে তাহাতে অনেকাধিকার দিতে হইবে। প্রজারা রাজার প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

[illegible] আছে। [illegible] রাজার ইচ্ছা [illegible] না হইবার অনেকগুলি প্রতিবন্ধক, তাহার মধ্যে প্রধান প্রতিবন্ধক, ইংলণ্ডবাসি রাজনীতিজ্ঞদিগের ভ্রম দ্বারা শাসন করিবার নীতি আতির পরিজ্ঞান করেন নাই এবং শাসন, কার্য্যে প্রজাকে দোষ দায়ীক করিতে জেন নাই। এ নীতি দুর্নীতি। এ দুর্নীতি মতে রাজনীতি সম্বন্ধে দেশের ও বিদেশের প্রজা [illegible] করিবার সম্ভাবনা নাই। এ দুর্নীতি দূর হইবার আমার প্রধান প্রতিবন্ধক এই, ইংলণ্ডের প্রজারা এ পার্লিয়ামেণ্টে সকল সময়ে তাহাদের প্রকৃত অবস্থা আনুকূল্য ভারতবাসির মনের ভাব ও [illegible] বুঝেন না। আমাদের উপায়বাদি ও ভারতবাসির অন্য সাধন, কুতর্কদির মধ্যে বহু ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ডবাসিরা আমাদের যে কারণ [illegible] বুঝিতে পারেন না, তাহার প্রধান কারণ এই, ইংলণ্ডের বিদেশ সম্বন্ধে [illegible] রাজনীতিজ্ঞ ও সংবাদপত্রের অধিকাংশ সংবাদ [illegible] ঔপনিবেশিক সংবাদ প্রেরণ করিয়া ইংলণ্ডবাসী [illegible] [illegible] এতদ্দেশীয় বিষয় সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন। তাহার প্রতি [illegible] করিতেছেন। তাহার প্রতি বিধান করিবা [illegible] কত চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে হয় নাই, এখনও হইতেছে না। বিলাতের সাধারণ মতে পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যাদি পরিচালিত হইয়া থাকে। পার্লিয়ামেণ্টের অধিকাংশের মতে, কার্য্য ভারত সম্বন্ধে হয়। সুতরাং আমাদের সমস্ত সংবাদ সংবাদ করিবার প্রয়োজন হইলে এক দিকে যেমন দেশীয় প্রজাগণের অন্যে দুই সম্প্রদায়ের ভাব [illegible] করিয়া দিয়া [illegible] রাজনৈতিক আন্দোলন তুলিয়া তৎসমস্ত পরিচালনের জন্য [illegible] করিতে হইবে, সেইরূপ বিলাতেও এই সকল বিষয়ে বোধ হয় আন্দোলন করিয়া বিলাতের লোকের মনে সেই [illegible] ভাবের সঞ্চারণা প্রতিপাদন করিতে হইবে। [illegible] তাহার কোন চেষ্টা করিতেছে না তাহাও [illegible] শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজি দুই তিন বার [illegible] বিলাতে [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] এবং [illegible] বিলাতবাসী [illegible] মনে ভারত [illegible] যে প্রভাব একেবারে [illegible] হয় নাই, তাহার মধ্যে। [illegible] [illegible] কিন্তু ভারতের বিষয়ে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] করিয়াছেন। তাহার [illegible] উপযুক্ত হইয়াছেন।

[illegible] আশা করা যায়, উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইয়া [illegible] উপকৃত হইবে।

ইহার [illegible] আছে। ইলিয়টের [illegible] বিশ্বাস করিতেন, [illegible] বাহুল্য [illegible] এই সংবাদে [illegible] ৩৫ বৎসর [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] ইহার উপর [illegible] ইহার [illegible] ৩৫ বৎসর [illegible] ইহার [illegible] ইহার [illegible] ইহার

[illegible] বর্ণনা হইতেছে, প্রবন্ধলেখক তাহার কিছু অংশ বর্জন করিয়াছেন।

উহার পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে ৫০৩২৯০০ বিঘা জমীতে ধানের চাষ হইয়া থাকে।

যে স্থানে গবর্ণমেণ্ট কাউন্সিল দেশীয় ভাষায় বক্তৃতা হইতে আবশ্যকীয় বিষয়গুলির সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য রেপ্টর নিযুক্ত করিয়াছেন। কোন কোন রাজা [illegible] জন্য প্রকাশ করাতে গবর্ণমেণ্ট [illegible] যে দুই সপ্তাহ সময় ৫ টাকা ৫ টাকা করিয়া দিবার নিয়ম করিয়াছেন। ইহাতে ৪ বারিষের একটী অধিবেশন হইয়া যাইবে। তাহাতে অধিক হইবার সম্ভব নাই। সভ্যদের বিদায়ের ভাতা সম্প্রদান করিতে হইবে।

ফৌজি সিপাহীর ভাতাটী কৃষকের আয়ের ন্যায় অনেক অংশে পুঁজিতেছে। এক দিকে বিদায় হইতেছে, অন্য দিকে আসা উঠিতেছে। সম্প্রতি কটকাক হইতে কর্মচারী আসিয়াছেন। ইহাঁরা ভারতবর্ষীয়দিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন। আমরা পক্ষপ্রচারের ফৌজি অনেকের দেখা দিবেন, পরে বিলাতিয়ে কর্মচারিদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন। এখানে কি নীতা দেখিয়া অপেক্ষক মনে আশঙ্কা হইবে?

কলিকাতায় একটী সংকীর্ণ বাজারের পথের উপরে বিচার উপলক্ষে হাইকোর্টের জজ অনরেবল মহিন সাহেব উভয়পক্ষের ব্যারিষ্টার প্রভৃতি ব্যবহারে চারি দর্শন করিয়া যার প্রকাশ করিয়াছেন, অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এটি হাইকোর্টের অধিবেশের সাক্ষে পূর্ণ বাত, আমরা এ সংবাদে সন্তুষ্ট

বলিয়া আশ্চর্য সমস্ত সুখ বিচ [illegible] হয় না।

যে দিন হাইকোর্টে ব্যবসায়িদিগের যে একটী বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে রাজপ্রতিনিধি ও উপদেশ সভ্যেরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় কৃতবিদ্যদের অভাবের, ব্যারিষ্টার উপদেষ্টার সংখ্যা পাশার, অনরেবল আমীর আলী, কৃষ্ণ রসময় সিংহ, অনরেবল দুর্গাচরণ সাহা, মৌলবি আবদুল লতিফ, এচ, এম, ভবানি, অনরেবল শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় এবং বাবু মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বড় লাট ও ছোট লাট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দেশীয় সভ্যদিগের মধ্যে কেবল বিদ্যাসাগরের বাবু মনোমোহন ঘোষ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উহাতে সংবাদপত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া কিছুক সাহেব এই বক্তৃতা করেন যে উহাতে দেশীয় উপলক্ষের উপাদকদের কেবল সাধারণের দেখানো হয় বলিয়া, দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ্য [illegible] উপলক্ষে বলিতে পারেন না।

[illegible] দেশীয় ব্যারিষ্টারদিগের ও ইহাতে সভ্য লওয়া হয় নাই।

সমস্ত আয়োজনের প্রতি বর্ষে ইংলিশ সভ্যদিগের ও বার্ষিক চাঁদা [illegible] পর্যন্ত উঠিয়াছে। এই বিষয়ে ইংরেজদের মধ্যে ঐক্য [illegible] হয়। এই বিষয়ে ইংরেজদের মধ্যে যেরূপ [illegible] পক্ষের এরূপ নাই।

১০ ই ফেব্রু রবি কুটবিহারের মহারাজ আলীপুরের দোকানেপাড়ায় বাসভবনে একটী ভোজ বিবেচ করিয়া আমোদের করিয়াছেন।

আমরা আমাদের মন্তিক প্রকাশ করিয়াছি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইনি প্রাচীনকালের সিপাহী পরলোকগত রাজার ভোজীপুত্র মিত্রের মধ্যম পুত্র।

লাটসাহেবের মুখ্য পরামর্শদাতা অনরেবল হরিমোহন ঘোষের মহাশয়ের পুত্র পরিমার [illegible] শ্রীযুক্ত ভূপীমোহন ঘোষের বাটীতে সমাগত ব্যক্তিদিগের সম্বর্ধনা হইয়া গিয়াছে। তিনি গবর্ণমেণ্ট যদি সমস্ত ও উপাধিতাগ অবলম্বন করেন, তাহাতে যে সব ব্যক্তিদিগের উপকার হে আর [illegible] থাকিবে না, এরূপ আমার প্রকাশের আর অবশ্যক হইবে না।

[illegible] বিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্যগণী ইলিবিহারী সাহেব মৃত্যুমার্থ বক্তৃতিমকারে একজন এ দেশীয় বিদ্যোৎসাহী লোকের [illegible] করিয়া, বিদায় পর পূর্ণে সরোষ প্রকাশ করেন। [illegible] তাহার জীবন অবলম্বনে [illegible] হইবার [illegible] তাহার [illegible] উচ্চ সাহেবের [illegible] এখনে [illegible] হইয়াছে। এ দেশীয়েরা কি সাহেবদিগের [illegible] অন্য [illegible]? [illegible] কি তাই বোধ হয়ের [illegible] [illegible] [illegible] দ্বারা এ অভ্যা [illegible] [illegible] না?

[illegible] [illegible] [illegible] বলিয়াই বোধ হয় অধ্যাপিকের [illegible] সভাপতিত্বে সভা [illegible] মহাশয়ের অভাবে [illegible] হয় নাই। [illegible] উহাদের [illegible] অভ্যর্থনা ও অভ্যর্থনা করেন নাই। তাহাদের সময়ে সময়ে একটী মহান অধিকার এই [illegible] "এখানে পক্ষপাতশূন্য" মত [illegible] [illegible] [illegible]" কিন্তু তাহা [illegible] [illegible] [illegible] হয় নাই। তিনি [illegible] [illegible] [illegible]

সংবাদদাতার পত্র।

* * * \

তখনই উপরিস্থিত বেহারারা তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে। সুতরাং সাহসী হইয়া অপেক্ষা করা ভিন্ন আর উপায় নাই।

এইরূপ ঘুরোঘুরি পাকের উপরে অনেক সময় বেশ সময়ক্ষেপ হইয়া থাকে, এজন্য পূর্ব্বে কিছু কম লোকের সমাগম হইয়াছিল, এজন্য পীতাম্বরী টৈকের মন ঈষৎ ভারাক্রান্ত হইয়াছে। ঘুরোঘুরি উপলক্ষে প্রায় অনেক অপরাধী টৈকদের বিলক্ষণ ধরা পড়ে। উপরোক্ত ব্যক্তিরা বলে, এবার তাহাতে কি মনে করে ছুটি পড়িয়াছে? যাহা হউক বিশ্বনাথের সাদের পুজো দেখিবেন। অনেক উপায়ে বেহারা অন্বেষণার্থে এ বেহারীর লোটে বেহারা আর ঘরে বিসয় করিয়া থাকে তাহার উপর পরিষ্কার সম্পূর্ণ দৃষ্টি পড়িলে ভালই। কিন্তু উহাদের মনের মধ্যে যে দুই একজন বাবু প্রকৃতির টৈকের আছেন, তাঁহাদের উপর হাকিম দৃষ্টি না পড়ে, তজ্জন্য আমরা কায়মনোবাক্যে বিশ্বনাথকে ডাকিয়া থাকি। তবে, আধুনিক টৈকের টৈকদীর আড়ার আবরণে বড়ই নবীনীভাবে অবস্থান করিয়াছে যে, উহাদের সাহায্য করাই বিস্তর দুষ্কর অনুযোজিত।

এবৎসর ঘুরোঘুরি পরিবর্ত্তনার্থ যেসব বাবু, যাহি [illegible] ছুটী সিবিল সার্জ্জন ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি কয়েকজন সাহেবের নবদ্বীপে শুভাগমন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনার্থ সবডিবিসনী উকীল বাবু রামতনু মুখোপাধ্যায় ও নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটীর [illegible] বাবু রজনি মুখোপাধ্যায় এবং অধিবাসিবর্গ্যেরা যথাসাধ্য উদ্যোগের চতুরে যোগাইয়াছিলেন। ৩৬ সাহেব পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের ইংরিজীর পাঠ টীকা প্রবণে বিদ্যারত্নের এবং সংস্কৃতালাপে সাহেবের নিকট "বাংগোয়েজের" কি মতে যাইবা বড় আমোদ করিয়া আসিয়াছেন। সাহেবগণের সমাগমে প্রায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

জোয়াড়ী পোষ্টআফিসের নব পোষ্টমাষ্টার পরেশনাথ বাবু জোড়াঘাট বেহারানাথ বাবুর [illegible] টাকার রসি অভাবে আফিসে আসিয়া বড়ই বিপন্ন হইয়াছিল। বেহারানাথবাবু ঘটি অভাবের কমীর হস্তে লইয়া বড় ৪ টা বেহারানি হইতে আফিস ও সব আফিস জোয়াড়ীতে ঐ টাকা পরাস্থানে পাঠান হইয়াছে কি না জানিতে বিয়াছিলেন, কিন্তু উহার আফিসের রসিদবহার পুস্তকে ঐ তিন পর্ব্ব টাকা প্রদান কোন বিবরণ না পাইয়া বাবার বাক্য ফিরা আসিয়াছেন। অদ্য [illegible] পোষ্ট, মুন্সীর ও কবিরাজার পোষ্টমাষ্টার বেহারানাথ বাবুর [illegible] আফিসে যেরূপ [illegible]

একটি পত্রে এতদ্বারা অবিলম্বে টাকা পাঠাইবার আদেশ করিয়াছেন। [illegible] সেবকদীনদীপে বিবাহ করার পরিচয় দিয়াছেন।

[illegible]

উদ্বিগ্নচিত্তে করুণ পত্রপাঠে প্রবৃত্ত।

প্রাণ সোমপ্রকাশ পত্র পড়িয়া অবাক হইয়া [illegible] উহা তন্মুহূর্ত্তে পর্যবসানের ইচ্ছা। [illegible] [illegible] [illegible]

বিজ্ঞাপন।

HARBLAN & CO.

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PRIS RUE VIVIENNE, 8 PARIS

বঙ্গদেশের সাধারণের নিকট ব্রিমর্ণী ফোস্কানির নিকট অধ্য পরিচয়ের অপেক্ষা নাই।

এই ঔষধ ব্যবহারে গাত্র, কাপি বসন্ত বা শিশুর শীতা আশুপ্রতীকারে আরোগ্য হয়। এই ঔষধের উপকারিতা পক্ষে দর্শনে সর্ব সাধারণ মুক্ত কিংবদন্তী উপরি উক্ত শীতায় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডোমীগণ ইহাদিগের প্রধান উপকার লাভ করিয়াছেন।

এই নিয়ম ব্যবহারে শীতির আধিক্য আদি ও রাত্রিতে যে ঘর্ম হয় তাহার নিবারণ হইয়া সঙ্গে সুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৈদ্যিক উপদেশ ঔষধের উপকারিতা সপ্রমাণ হয়। এই ঔষধের মূল্যের ফোস্কানি বিনিময় নিকট থাকে।

বাহিরে ঔষধদিবার এবং বিক্রয়ার্থ

বিশেষ ঔষধ।

ফরিদাবাদ ডিস্পেন্সরিতে ডিস্পেন্সর আমিন্স সাহেব ঔষধ প্রস্তুত ও সুলভে ডোজ ব্যবস্থা করেন। ডোজের ঔষধ ঔষধের সাথে বিনিময়ান্তরে পাঠান হয়। [illegible]

এই ঔষধ ব্রিমর্ণী ফোস্কানির নিকট অধ্য পরিচয়ের অপেক্ষা নাই। ইহা সহজে কীটদংশনের বিষম যন্ত্রণা ও ফোস্কা নিবারণ করে। ইহাদ্বারা রোগের অধিকতর বৃদ্ধি বন্ধ এবং অধিক ফোস্কা উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা ব্যবহারে অধিকাংশ রোগীর অধিক কষ্টকর রাত্রি সুখে কাটে এবং ঔষধ ব্যবহারে রোগের সা অধিক বৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহাদ্বারা ডাক্তারদিগের বিশেষ উপকারী। ইহাদ্বারা ডাক্তারদিগের বুঝিতে পারিবেন যে ঔষধদ্বারা তাহার আরোগ্য হয়।

ব্রিমর্ণী ফোস্কানির ইংরাজী সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে বাতগ্রস্ত বৃদ্ধির আর্থী, গলা ধুকধুকি, বক্ষঃস্থল, বাতগ্রস্ত ও কপোলের ব্যথা বিনা পীড়া ক্রমে সারি হইয়া থাকে।

ব্রিমর্ণী ফোস্কানির গরাণ।

এই ঔষধ ফোস্কানির পীড়া ও প্রাথমিক পীড়া বিনষ্ট করিয়া থাকে। এরূপ ঔষধপাতের ডাক্তার ইহার ব্যবহার করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

ব্রিমর্ণীর ঔষধ পূর্ব ফোস্কা-কলিজ নিয়মপীড়া বিনষ্ট করে না হয়। ঔষধদ্বারা ঔষধের আকৃতি পেটের এক ফোস্কা পীড়া বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

ঔষধবিক্রয়ার্থ-নিকট অধিকাংশ ব্যবহারে এক ফোস্কানি, দুই টাকা ছয় আনা, ফোস্কানি, বক্ষোপরিধারে এক ফোস্কানি মধ্যবয়স্ক ১ এক সময়, বোতাইয়ের এক ফোস্কানি, আরাকের ফেরি এক ফোস্কানি, বাতগ্রস্ত এক ফোস্কানি, মাইল এক ফোস্কানি, আলেকজন্দর ফোস্কানি, এক ফোস্কানি, মফঃস্বলের নিকট আনেন এক ফোস্কানি, ঘাসাদের বিষয় এক ফোস্কানি আছুতি, সকল বিবাদ ঔষধ পাওয়া যায়।

POST OFF SPECIFICS

BY

LALMOHUN GHOSE,

PART II.

Price Re. 1.

Apply to

Messrs. Thacker, Spink & Co.,

Messrs Newman & Co,

Messrs. R. C. Kabiri & Co.,

Messrs. Bathakrishna Christofer Ady & Co,

Cunningham Library.

People's Library,

Medical Library,

Sompraksah Depository,

AND

Other Principal Booksellers

IN

Calcutta.

AND AT

THE "INDIAN MIRROR" OFFICE,

PART I.

Price (cloth bound) Re 1 4

" (paper cover) Re 1 0

To be had of

MESSRS. THACKER SPINK & CO.,

Sole Agents.

Those wishing to purchase Part I and Part II, together, are requested to apply to Messrs THACKER SPINK & Co.

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ঈশ্বরচন্দ্রের ভূমিকায় 'আমা ভূতপূর্ব্ব মেসর্স শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নিম্ন লিখিত ৬ খানি গ্রন্থ ৩০ এ ফাল্গুন পর্যন্ত অতীব সুলভে বিক্রীত হইবে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ পত্র ঐ মাস অবধির সোমপ্রকাশে দেখুন।

পুস্তকের নাম	আদি মূল্য,	বর্ত্তমান মূল্য,	ডাক মাসুল
১। মহিষী ভিক্টোরিয়া ২য় খণ্ড	৫	২৷৷০	৵০
২। বীরবর	১	৷৷০	৵০
৩। যৌ যে যোগিনী	১	৷৷০	৵০
৪ পাষাণপ্রতিমা	১	৷৷০	৵০
৫। রাজকীলনী	১৷৷০	৸০	৵১০
৬। অগ্নিসংস্কার	৷৷০	৵০	১০

এই সমস্ত পুস্তক একত্র ক্রয় করিলে ডাক মাসুল লাগে না এই সমস্ত মূল্যসমূহ ৯৷৷০ টাকা হইতে আরম্ভ ১০৲ পর্যন্ত আনা যায় যেরূপ যাইবে। ৩ খানির কম লইলে অল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে এবং পুস্তকের মাসুল ডাক মাসুল লাগিবে। যাহারা না পাইলে পুস্তক বেনারিসেপ্টে যাইবে। মোল পুস্তক ফুরাইলে তাহা পুনর্মুদ্রিত হওয়ার আর সম্ভাবনা নাই।

যদি কি আমার নামে ছাপাইবেন এবং ঔষধের মূল্যের ৩ ভাগ ডাক মাশুল ও অতিরিক্ত পুস্তকের কথা লিখিয়ে কেহ বিমুখ হইবেন না।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র পুস্তকালয় } শ্রীকেদারনাথ
১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট } ভাদুড়ী

মিত্র এণ্ড কোং।

৪৩ ও ৪৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইক্ষু গুড় ও মধু দ্বারা এ প্রদেশীয়,

অপেক্ষ পুণালঙ্কৃত

সুরভি পুষ্প কেশর তৈল।

এই তৈল ব্যবহার করিলে—

ঘর্ম্মক্লেদ, মস্তকের দুর্গন্ধ ও বসাকৃতত্ব হইতে প্রস্তুত। ঘর্ম্মাক্ত মস্তক ক্লিন্ন হইলে এতদ্বারা সুশীতল হয়। মস্তকের কেশরোগ ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা কেশরোগিদের পূর্ণ হয়। মাথা ও শিরঃ পীড়া, নানা প্রকার ও বহুদিনস্থায়ী মস্তক জ্বালা, শিরঃ পীড়া এতদ্বারা দূরীকরণ নিবারণ করে, মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান হয়—মনের একাগ্রতা, বাগ্মিতা, স্মরণশক্তি বর্দ্ধিত করে, অসময়ে চুলের পক্কতা, অকালে নিদ্রা, অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগ প্রভৃতি দূর হয়।

মূল্য প্রতি ১ শিশি ১ টাকা ডাকে (১০ টী ১০ টাকা এবং পার্শ্বেল ৵০ আনা।

ট্রেড দেশী সালসা। মার্ক

ভেষজগুণ সাধারণ পৃথিবীতে কেবল মিত্র কোম্পানীর একমাত্র দেশী সালসা আছে। অন্য কোম্পানির প্রস্তুত সালসা "দেশী সালসা" নহে, যে কেহ উক্ত "দেশী সালসা" কথাই আমাদিগের ব্যবসার চিহ্ন।

দেশী সালসা এতদ্দেশীয় অনেকগুলি ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত, তাহা ইহার নামেই প্রকাশ। ইহা দ্বারা মানব দেহের যাবতীয় পুরাতন রোগ দূরীকৃত হইয়া শরীর গঠনের সম্পূর্ণ সুবন্দোবস্ত ও রক্তপরিষ্কার করে।

বিলাত ও অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল সালসা আইসে সে সমুদায় এদেশের জলবায়ু ও অন্যান্য সকলের শরীরে সমান উপযোগী হয় না। সালসায় এরূপ অনেকগুলি ঔষধই পাকে যে, তাহার মাত্রা ঠিক না করিলে রোগীর কোন উপকার হয় না। আমাদিগের সালসা ভিন্ন বয়স করিয়া প্রস্তুত। ১ বৎ সেবন করিয়া বয়স হইলে পরে ২ নং ও ১৫ বৎ হিন পর্য্যন্ত ৩ নং সেবন বিধি।

মূল্য প্রতি ১ শিশি ১ টাকা ডাকে (১০ টী ১০ টাকা এবং পার্শ্বেল ৵০ আনা।

ট্রেড দেশী সালসা। মার্ক

ভেষজগুণ সাধারণ পৃথিবীতে কেবল মিত্র কোম্পানীর একমাত্র দেশী সালসা আছে। অন্য কোম্পানির প্রস্তুত সালসা "দেশী সালসা" নহে, যে কেহ উক্ত "দেশী সালসা" কথাই আমাদিগের ব্যবসার চিহ্ন।

দেশী সালসা এতদ্দেশীয় অনেকগুলি ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত, তাহা ইহার নামেই প্রকাশ। ইহা দ্বারা মানব দেহের যাবতীয় পুরাতন রোগ দূরীকৃত হইয়া শরীর গঠনের সম্পূর্ণ সুবন্দোবস্ত ও রক্তপরিষ্কার করে।

বিলাত ও অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল সালসা আইসে সে সমুদায় এদেশের জলবায়ু ও অন্যান্য সকলের শরীরে সমান উপযোগী হয় না। সালসায় এরূপ অনেকগুলি ঔষধই পাকে যে, তাহার মাত্রা ঠিক না করিলে রোগীর কোন উপকার হয় না। আমাদিগের সালসা ভিন্ন বয়স করিয়া প্রস্তুত। ১ বৎ সেবন করিয়া বয়স হইলে পরে ২ নং ও ১৫ বৎ হিন পর্য্যন্ত ৩ নং সেবন বিধি।

এরূপ উপকারী ও সহজ মূল্যের [illegible] অন্যত্র পাইবেন না।

মূল্য প্রতি ছোট ১০, বড় ১৫০ ও ডাকমাশুল ৵০ আনা।

হেয়ার ডিস্‌লিউর।

(কেশ পরিবর্ত্তক।)

"কেশ পরিবর্ত্তক" নাম মাত্র, অন্যথা ইহাতে কোন কদর্য্য পদার্থ নাই। আপনি মূল্য না প্রেরণ করিলে, কেশ অকারণক বা মস্তকস্থ হইবে, ইহার নিয়মপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে আপনার কেশ দ্বিতীয় দিবস হইতে সপ্তাহান্তে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে এবং অতিক্ত শীঘ্রই বৃদ্ধিতা মারাত্মকের কেশরোগ আরোগ্য করিবে। মূল্য প্রতি ৩ আনা পিসি ১৷৷০, ডজন ৫ টাকা ও পার্শ্বেল ৵০ আনা।

কলেরা ড্রপস।

(বিসূচিকা বিনাশক।)

পরিষ্কার এবং পূর্ণমত ঔষধ ব্যবহার করিলে কলেরা পরিত্যাগ করে, তবে মিত্র কোম্পানীর "বিসূচিকা বিনাশক" ঠিক তদ্রূপ। অন্যান্য কলেরার ঔষধ সকলেরই ব্যবহার আছে। কিন্তু ঔষধে বিসূচিকা উদরাময়, অজীর্ণতা, অম্লরোগ, বায়ুপ্রধান প্রভৃতি, অজীর্ণ, বক্তপূর্ণ প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়। মূল্য সকলের সমান ইহা স্মরণ রাখা উচিত। মূল্য প্রতি ১ আনা পিসি ১, ডজন আনা পিসি ৵০ আনা ডজন ১০৷৷০ ও ডাক মাশুল এবং পার্শ্বেল ৵০ আনা।

অন্যান্য ঔষধ ও ঔষধালয়ের বিজ্ঞাপন এখানে, ডাক্তার ইংরাজ ও অন্যান্য ডাক্তারগণের, প্রশংসাপত্র যাবতীয় প্রকৃতি মিত্র কোম্পানীর ১২৯১ সালের—

[illegible] পত্রিকার

বিশেষ। ঐ পত্রিকা আবশ্যক হইলে তাহা আমার এতদ্বারা লিখিয়া পাঠাইবেন। অপরাপর বহুসংখ্যক প্রশংসাপত্র আমাদিগের আফিসে ডাক করিলে দেখিতে পাইবেন।

আমাদিগের আবিষ্কৃত ঔষধ ভিন্ন অন্যান্য সাধারণের নিকটে ও ঔষধালয়ে যেখানে ঔষধ আছে, চিকিৎসকদিগের চিকিৎসার্থে ঔষধাদি অকৃত্রিম এবং যথাযথ ঔষধ সকল মূল্য মূল্য ব্যবহার করিবে।

[illegible]

গত ১৮৭৪ সালের

পরিচয় দাতৃ। এই পরিচয় বিজ্ঞাপন ডাকযোগে ঐ সু বিজ্ঞাপন নীচে পাঠাইয়া দিবে। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ইং ৪৫ কলেজিটোলা কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

৩০ নং কলুটোলা কলিকাতা।

এতদ্দেশে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে একটী আয়ু র্বেদ শিক্ষার্থ বিদ্যালয় আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ের প্রথম স্থাপয়িতা চিকিৎসক শিরোমণি কবিবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় সেই অভাব দূরীকরণ মানসে ঔষধালয়ের সহিত একটী আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ব্যক্তি মাত্রেই বিনা বেতনে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন। ছাত্রদিগকে চিকিৎসাবিষয়ে বুৎপত্তি জন্মাইবার জন্য প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৩ ঘণ্টা সময় মহাশয় রোগীদিগের ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করেন। ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত করণ প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্থানে অমূলের মতের তৈল ঘৃত মোদক প্রভৃতি সকল প্রকার ঔষধ সর্ব্বদা প্রস্তুত পাওয়া যায় যে সকল বিশেষীয় ব্যক্তিরা চিকিৎসিত হইবার অভিপ্রায়ে নিজ নিজ রোগ বিবরণ আয়ুর্ব্বেদীয়কে লিখিয়া অগ্রিমকালে ঔষধ রোগশমনের অনুরোধে বিধি প্রদান পূর্ব্বক ডাকযোগে পাঠাইলে, ঔষধ প্রেরণ করা যায়।

অভ্রঘটিত স্বর্ণঘটিত স্বর্ণসিন্দুর

বা মকরধ্বজ।

শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যথাযথরূপে প্রস্তুত হইলে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধসমূহের মধ্যে মকরধ্বজ যেরূপ বলবীর্য্যকারক ও রসায়ন এরূপ ঔষধ অতি বিরল। অনুপান বিশেষে প্রয়োজিত হইলে অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য শুষ্কদর্শ বায়ুরোগ বোগাক্রান্ত বায়ুপ্রধান ধাতু শীঘ্র ধাতু দৌর্ব্বল্য হৃদি দুর্ব্বলতায় প্রায় মূলক পীড়া ও অজীর্ণাদি রোগে যা ছাপনের প্রথমাবস্থায় দৌর্ব্বল্য ও জটিল রোগসমূহ, সকল ঔষধ রোগের প্রধান নিবারিত হয়।

[illegible] আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ে বিনা অপর কোন স্থানীয় বা বার্ষিক পরিচয় দাতৃ ধাতু দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণের চিকিৎসা, দুর্ব্বলতার অবস্থা, প্রস্তুত রোগের হ্রাস, ইত্যাদি বিষয়ীয়ের "আয়ুর্ব্বেদ" নামে বিনামূল্যে [illegible] ডাকমাশুল ১০ আনা।

[illegal] [illegal] [illegal]

[illegal] [illegal] [illegal] [

[illegible] হইতে আরম্ভ। ইহা বিশেষরূপে উপকারে আসিবে। ইহা সকল ঋতুতেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা সেবনে অর্শরোগ, গর্ভবতী স্ত্রী, প্রসূতি, বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই ইহা নির্ভয়ে সেবন করিতে পারে।

ইহা ব্যবহারে শরীর হইতে পারদ, রক্ত ইত্যাদি সমস্ত দোষ বাহির হইয়া যায়। পারদের বা, সর্দ্দির বা, মাসি বা পরের বা মাসের ভিতরে বা, ঘামে বা, অন্যের দোষ বা কোন জাতীয় পিত্তা বিষ আছে, সেই জ্বালা, বুকধড়ফড়ানি, শরীরে ব্যথা ও বা অবকাশ, প্রস্রাবের সঙ্গে চুনকলা, পোকা, পড়া, কুষ্ঠোগলা বাহির, ঘাঁটে ব্যথা এবং অন্য সমস্ত রোগ ইহাতে শীঘ্র ও নিশ্চয় আরাম হয়। মূল্য ২০ তোলা বোতল ১, প্যাকিং ৷০ ডাকমাশুল ৷৵০।

নীলের তৈল।

ডাক্তারী উপায়ে নীল হইতে এখন তৈল। নখন ও মুখ রাঙ্গের যদি কিছু ঔষধ থাকে আমাদের নীল। নীলের তৈল আমরা বহু যত্নে ও বহু প্রস্তুত করিয়াছি। ঘোস, দাদ, চুলকনা, [illegible] পড় দাগ, বসন্ত, মুখ ফুলিয়া মুখ ঢাকিয়া যোগের সকল প্রকারেই উপকারী হয়। বড় বোতল ১ ছোট ২ প্যাকিং ৷০।

একশিরার মলম।

একশিরার রোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা দেশীয় উপকরণে প্রস্তুত এবং ইহাতে পারদ কিম্বা অন্যান্য দোষকর পদার্থের লেশমাত্র নাই। ইহা মালিশ করিলে প্রথম, সংশোধন, শীঘ্রারোগ্য আরাম হয়। ছোট ২ প্যাকিং ৷০।

অমৃতসুন্দর ঔষধালয়।

ইহা ব্যবহারে এক সপ্তাহ মধ্যে অম্লপিত্তজনিত সমস্ত পীড়া আরাম হয়। বুকজ্বালা, বমি বোধ, অরুচিতা, ঢেকুর তোলা, অম্লবমি, পেটে ব্যথা, অম্লাম্ল, পর্য্যায়ক্রমে ঊর্দ্ধগামের প্রবৃত্তি, গা ঘোলান, ইত্যাদির ইহা প্রধান। ইহা সেবনে উপকারে অল্পদিন মধ্যে আরাম হয়। বিলাতী ঔষধের ন্যায় ইহাতে মাথা ধরে। প্রতি ১৬ পুরিয়া ১৷০ ডাকমাশুল ৷৵০।

গারাণ্টীড বিশুদ্ধ তাঁবা।

ইহা ব্যবহারে পাণ্ডু বিবর্ণ, দুর্ব্বলতা, অম্ল, কুধা ও নিদ্রাভাব দূরীভূত, রক্ত পরিষ্কার, স্বরভঙ্গ, এবং স্ত্রীলোকের পেটে ব্যথা, বাত বেদনা, প্রস্রাবের জ্বালা, প্রভৃতি আরাম হয়। প্রতি শিশি ২ টাকা ৷৵০

[illegible] পীড়া সমস্ত পীড়া, [illegible] বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কবিরাজ [illegible] ৪৭ নং [illegible]।

যোগবাহী লাক্ষাক্ষা।

অল্পিত এলা ও মহারসের ও উৎকৃষ্ট সোনাদি ১০।

এই পরীক্ষিত ঔষধে, বাতব্যাধি পুরাতন অসাধ্য রোগ কিছু দিন সেবনে নিশ্চিত উপকার হয়। যদি সমস্ত ঔষধ করিয়া লওয়া অসিধের ইচ্ছা হয় ১, সহরের, ৫০ আনা পাঠাইলে ব্যবহার পত্র পাওয়া যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরত্ন
কাশী কবিরিয়ার রাজবাড়ী।

সটীক।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অর্থাৎ (১৮৮২ সালের ১০ আইন) এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন সংশোধক আইন অর্থাৎ ১৮৮৪ সালের ৩ আইন।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন এম এ, বি, এল কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

কোর্ট, মফঃস্বল আদালত, ম্যাজিষ্ট্রেসি প্রভৃতি সমস্ত সরকারী, মাজিষ্ট্রেসির অত্যন্ত সহায়ক।

মূল্য ৫৷০

চিৎপুরের ৩৭৯ নং বাটীস্থ সোমপ্রকাশ, পটল ডাঙ্গা মেডিকেল লাইব্রেরি, ও সেনের আশ্রমে, সংস্কৃত প্রিন্টিংহাউসে, ৮৮ নং বহুবাজারে সোমপ্রকাশ প্রিন্টিংহাউসে এবং সমস্ত সম্ভ্রান্ত কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকট পাওয়া যাইবেক।

উৎকৃষ্ট তাপসী।

(অর্থাৎ প্রস্রাবাধী বা পরিষ্কারক)।

শ্রীরজনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রণীত তাপসী: সংযোগ-বিয়োগী এবং ক্ষয়-বর্দ্ধনীর সংযোগেই সেব্য তাহা, মূত্র মূত্রথলী বিশেষ আলোচনা করা। ইহাতে স্ত্রীলোকের সকলের এবং পুরুষদিগের বিশেষ বিশেষ পারদর্শিতা, প্রস্রাবের মূল্য ও তাহার উপায়, আমাদের মূল্য ও সোমপ্রকাশ প্রিন্টিংহাউসে, আমাদের ও সোমপ্রকাশ প্রিন্টিংহাউসে, স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষার্থে [illegible]

[illegible]

[illegible] ঔষধালয়।

[illegible] ঔষধালয়ে [illegible] ঔষধ [illegible] ৷০।

[illegible] ঔষধালয়ে [illegible] ঔষধ [illegible] ঔষধ [illegible] ঔষধ

সোমপ্রকাশ

১ কল্প। "দ্বধর্ম্মতা রক্ষলিষ্ঠিনাম্ বার্ষিক সংস্কৃতী অভিসন্ধতী ন ঈীবতা। ১৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও ডাক সমেত ১ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৯১ সাল। ৬ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮৫। ১৬ ই ফেব্রুয়ারি। | অগ্রিম বার্ষিক ৩৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

৫ বিপনাব্দ। ৬ ই ফাল্গুন।

বিজ্ঞাপন

বর্ষের দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়দের নিকট সানুনয়ে অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন বিনয়ানুসারে স্ব স্ব দেয় মূল্য পেয়ণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চন্দড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ মোণার-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

যেসকল মফস্বলের গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের গ্রাহক সোম-প্রকাশের মূল্য শোধ দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৯, অপার সার্কুলার রোডে সোমপ্রকাশ প্রিন্টিংহাউসে গিয়া [illegible]

বার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডর কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অনুরোধ হইলে সোমপ্রকাশ পাঠের সহায়ার্থ কবিতা শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৩৷০ টাকা মোমপ্রকাশের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ ছাপাখানায় পুরাতন অঙ্কের বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। প্রয়োজনমত আমাদিগকে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পাক্ষি খবিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা।

এখন হইতে যে সকল অর্ডারখানির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, প্রথম দুইবার বিনা-মূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাসুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ প্রিন্টিংহাউসে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিদ্যোদয় বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাসুল /১০ লাগিবে।

যমন্ত পাগলিনী।

(অতি উৎকৃষ্ট সমাজ-কবিতা।)

পাগলিনী সমাজ লইয়া অনেক কবিতা করিয়াছে। তাহা ৮ ফর্ম্মা শেষ হইবে। প্রতি ফর্ম্মার ৵০ আনা। যাঁহারা ফাল্গুনের মধ্যে ৷০ জমা দিবেন, তাঁহারা সমস্ত পাইবেন

শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
৩৬ বাটীর ভুবিয়া ইং স্কুল
বেলা পুলিশ।

(১০ টাকা পুরস্কার) অনুদ্দিষ্ট বালক।

বেলা ২৪ পরগণার বরিষাঘাটের অন্তর্গত মূলা-পুর গ্রামের আশুতোষ ভট্টাচার্য্য নামক একটী বালক ইই ইংরাজী বেলঘোরে পলায়ন করিয়াছে। ইহার বয়স আন্দাজ ১৬ বৎসর। দেখিতে সুশ্রী, গৌরবর্ণ, চুল বড় বড়ী ও পাতলা, পুষ্টে কাল রঙ্গের গামে ১টী আঁচড়ের দাগ, মস্তকের বর্ণ উচ্চ ও বড়, কথার ঈষৎ জড়তা আছে, পিতার নাম শ্রীউমাচরণ ভট্টাচার্য্য। অনুদ্দিষ্ট হইবার সময় উহার পিতার কর্ম্মস্থান ২৪ পং অন্তর্গত বারাসতপুরে ছিল। এই বৎসর বাটীর পরীক্ষা দিবার কথা ছিল। বিবাহ হইয়াছে। যদি কোন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট সংবাদ দেন, উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শ্রীরামলাল ভট্টাচার্য্য

৫৫৮ নং সরকুলর।

রাজস্ব ও কৃষিকার্য্য (ডিপার্টমেণ্ট ও প্রদর্শনী) সম্পর্কীয় কার্য্যবিবরণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত সম্বিত ১৮৮৪ সালের ৫ নম্বর ৫ ও ৬ অক্টোবরের কার্য্যবিবরণ পাঠে উদ্ধৃত।

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীযুতীয় ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮২ সালের ৩১ জুলাইর ১০৫ নং পত্র,

ঐ ঐ বঙ্গ পক্ষে শ্রীশ্রীযুতীয় ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের প্রতি ১৮৮৩ সালের ৩০ এ মার্চের ১০৪ নং পত্র,

স্থানীয় সকল গবর্ণমেণ্টের ও শাসনকর্ত্তৃপক্ষের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের $\frac{১০৮}{১৮৮৪}$ নং সরকুলর,

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীযুতীয় ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সাল ৩৩ সেপ্টেম্বরের ১৩ নং পত্র,

স্থানীয় সকল গবর্ণমেণ্টের ও শাসনকর্ত্তৃপক্ষের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের $\frac{১৮৮}{১৮৮৪}$ নং সরকুলর,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের $\frac{১৮৮}{১৮৮৪}$ নং পত্র

পাঠ করা গেল।

সিদ্ধান্ত।

ভারতীয় অধিবাসীর অধীনে লণ্ডন নগরে, ১৮৮৬ সালে যে প্রদর্শনী হইবে তাহাতে যোগ দিবার জন্য মহারাজ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্স ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শ্রীশ্রীযুতীয় ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কথা তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। যুবরাজ নিজেই বলিয়াছেন যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জনিবাসীদের আনন্দবর্দ্ধন, শ্রীশ্রীযুতীয় অধীনস্থ উপনিবেশ ও ভারত রাজ্যের মধ্যে যে অধীন কৃষি শিল্পাদির উপায় চলিয়াছে তাহা, সম্পূর্ণরূপে উক্ত দ্বীপবাসীদিগের হৃদয়ঙ্গম করানই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।

২। এই ব্যাপারে সহায়তার জন্য ইতিপূর্ব্বেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। এরূপ সাহায্যের উৎপন্ন, শিল্পকার্য্য ও কারুকার্য্যের দ্রব্য সমূহ সম্পূর্ণ ও সুচারুরূপে প্রেরণ করিবার যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সমস্ত ভারতবর্ষীয় সাধারণ লোকে আনিতে পারে, ইহা ই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়।

৩। ১৮৮৬ সালের মে মাসের প্রারম্ভেই সুইস কেলেণ্ডার মতের স্থানে প্রদর্শনী খোলা হইবে। ১ বৎসরের ১ লা জানুয়ারির পূর্ব্বেই ভারতবর্ষীয় প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি ইংলণ্ডে পহুঁছান আবশ্যক।

৪। যাবৎ রাজকীয় কমিশনরদিগের বিষয়ে আরও উপদেশ না পাওয়া যায়, তাবৎ কি বিষয়ে ও প্রাপ্ত হওয়া যাইবে এবং কি পরিমাণ স্থান পাওয়া সম্ভব, ইহা জানান যাইতে পারে না। কিন্তু নীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা যেরূপ নির্দ্দেশ করেন সেই প্রকারে, যত সত্বর সম্ভব, তাহাদের জন্য প্রদর্শনীর্থ ( ) স্থান আপাততঃ নিরূপণ করা আবশ্যক। সুতরাং ১৮৮৫ সালের ১ লা মার্চ্চের পূর্ব্বে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যাইবে তাহাদিগকে এই বন্দোবস্তে গণনায় দেওয়া যাইবে না, যে পরিমাণ স্থানের ও ( )বশ্যক হয় তাহা সম্পূর্ণ পাইবার নিশ্চয় থাকিবে না এবং স্থানের মূল্যসম্বন্ধে যদি অসম্মতি হয় তাহা হইলে পরে দরখাস্ত ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে।

৫। প্রদর্শনী সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল চিঠিপত্র লিখিতে হইবে, তাহা রাজস্ব ও কৃষি আফিসের প্রদর্শনী সম্বন্ধীয় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

আজ্ঞা।—আজ্ঞা হইল যে, স্থানীয় সাইয়র প্রার্থনাপত্র যে ভাবে করিতে হইবে তাহা জানাইয়া

রাজস্ব।	মহারাজেন্দ্র।	সাধারণের অবগতি নিমিত্ত কাউন্সিল গেজেট
বোম্বাই।	ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশ।	সকলে প্রকাশ করিবার এবং দেশীয় ও ইং
মন্ত্রদেশ।	কুর্গ।	রেজী ভাষার সংবাদপত্রে প্রেরণ করিবার
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ	আসাম।	অনুরোধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের ও শাসন কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট এই
ও অযোধ্যা।	( )লাবাদের রেসিডেণ্ট সাহে-	নির্দ্ধারণের নকল পাঠান যায়।
পঞ্জাব।	বের বেয়ারের কমিশনর।	

আরো আজ্ঞা হইল যে, এই নির্দ্ধারণ ইংলণ্ডের পরিচালক সভায় প্রকাশিত হয়।

( ) উইলিয়ম [illegible]

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

ভারতীয়।

সঙ্গীত মুক্তাবলী।

অর্থাৎ

ভারতের জাতীয় সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ধর্ম্ম ও নানাবিষয়ক সংগীত সংগ্রহ।

প্রায় ১০০০ এক হাজার উৎকৃষ্ট সংগীত।

মূল্য ১৷৷০, ডাকমাশুল ৵০। কলিকাতা সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পুস্তকালয়ে ও মাতা ভগবান মুখোপাধ্যায় নিকট শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

১। জাতীয় সংগীত—ইতিপত্না, পৌরবা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনাসূচক। এবং জন্মভূমি, মাতৃভাষা, স্বরাজশাসন অভাব, স্বাধীনশাসন, লক্ষ্য বিপদ, বিপদ্বিমোচন, ইত্যাদি বিষয়ক।

২। সামাজিক সংগীত—অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি, বাল্যবিবাহ ও বৈধব্য, বহুবিবাহ ও অন্যান্য পাপ, সুরাপান, জাতিভেদ, স্বাধীনতা ও মুক্তির ও প্রেমাচার বিষয়ক।

৩। পৌরাণিক সংগীত—অর্থাৎ দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, আগমনী, উমাবিরহ দুঃখ, ধ্রুবপ্রহ্লাদচরিত্র, হরিশ্চন্দ্র ও মদালসোপাখ্যান, বাল্মিকী ও পদ্মলোচনোপাখ্যান, শ্রীমন্তসদাগর ও ব্রজবৃত্তান্ত।

৪। ঐতিহাসিক সংগীত—অর্থাৎ রাজেন্দ্রচোল বিক্রম ও বনবাস, পদ্মাবতী, সীতার বনবাস, অভিমন্যুবধ, পার্থপরাজয়, পৃথ্বীরাজ চরিত্র, রণদুর্গা দৌহিত্র, বাঘীকি, সাজাহিরে, সিপাহীবিদ্রোহ, নিয়া অইঢোলার পতন, রায়মোহন রায়, গুরুগোবিন্দ, ইত্যাদি বিষয়ক।

৫। দেবিবিষয়ক—অর্থাৎ ব্রহ্মসংগীত, রামপ্রসাদী, রামদুলালী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির শ্যামাবিষয়ক সংগীত। শিবের ও বৈষ্ণবাদিবিষয়ক ভজন ও গীতাদি এবং কালিদাস কবিরঞ্জন ভবানীর গান।

৬। আত্মবিষয়ক সংগীত—মুক্তাবলম্বনী, মৃত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ভাব বিলাপ, বিচ্ছেদ বিরহ গীতি, মুক্তাবলী, বিশ্ব প্রেমোচ্ছ্বাসের মুক্ত [illegible] ঈশ্বরীয় প্রেমোচ্ছ্বাস, প্রেমপরিপূর্ণ মুক্ত, ভক্তবৎসলের [illegible]

কি পরমেশ্বরের মনে এত দিনে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা হইল না?" "এখন অবশ্যই তাঁর আদিষ্টের বিধবা কন্যা, ভগিনী প্রভৃতিকে ব্রহ্মচর্য্যে রাখিয়া কুলরক্ষা করিবার অবশ্যই বাধিয়া হইয়াছে?" যে কারণে হউক, সমাজ আর ও বাধিবের। প্রস্তুত নাই, এ কথা আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি এবং এ জন্য সকলকে "সমাজের কুপ্রথা (বিবাহ বিষয়ক প্রভৃতি) এখন পাপাচরণ নিবারণ ও বন্ধনার" থাকিতে অনু

সম্প্রতি যে [illegible] হইয়াছে এ কথা আমরা কোন ক্রমেই অস্বীকার করিতে পারি না; এখন সাধু অসাধু সকল ব্যক্তিরই এক সমাজের অন্তর্গত বলিয়া আর পৃথকরূপে উচ্চসমাজ বলিয়া কিছু হইতেছে না, পূর্বে অপকৃষ্ট কার্য্যকারিরা অপকৃষ্ট সমাজ মধ্যে পরিগণিত হইত, এখন সমাজবন্ধনের বিশিষ্টতা প্রায়ই আর সে বিষয় নাই। এ সাধিরের সমাজ উচ্চ নহে, উহা নীচতা কপটতা প্রভৃতি অধর্ম্মাচারী কার্য্য করিলে হয়, তাহা চলিলে ও সকল পাপস্রোত চুকিয়া যায়, তখন কপট ধর্ম্ম ভূমি হয়ে এখনকার সমাজ হিন্দুসমাজ নহে বলিয়া নীচতাও অঙ্কিত হয়, সুতরাং এই ব্যয় বিলাসের অধিকার হিন্দুসমাজ প্রদান করে না। সম্প্রতি ভদ্রসমাজে "বিবাহ সভার অধিবেশন" আসে যে একটী সভার নির্দ্ধারিত হয়, এ সম্বন্ধে তাহাই যথেষ্ট হইবে—" পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে প্রদেশের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণ উপযুক্ত।"

অনেকে ও এখন "অ পরাধিনের বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতিকে ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থায় রাখিয়া কৃত ক র্য" হইতে পারেন না ইহার একমাত্র কারণ শিক্ষার দোষ বা সহানুভূতির অভাব। পূর্ব্বকালে যেরূপ সমাজ অধীন, সমাজশাসন নিরাবাধ ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সকলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বিত ছিল, তাঁহাদিগের উহা অবশ্য প্রতিপালনীয় ছিল। তখন যে সকল বিধবা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতেন, সমাজে তাঁহারা নিন্দিতা হইতেন পৌনর্ভব ব্রাহ্মণ অপাংক্তেয় হইতেন। এই ভয়ে ব্রহ্মচর্য্য প্রথা অব্যাহত থাকিত। এখন আর সে দিন নাই, কিন্তু আমি উপরেই বলিয়াছি, নাই বলিয়া ও কার্য্য ভাল চলিবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার যখন বিলাসীর ও বিলাসীর সংস্রবে ও পরাধীনতার আমাদের নানা দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহা কিছু ছিল তাহা. হইতে আর্য্য সমাজের কিছু স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষাপ্রণালী [illegible] "বিলাসী [illegible] সমাজের আধুনিক" আমোদপ্রিয় ও [illegible] [illegible] এখন আর

'ক" ব্রহ্মচর্য্য, আমোদপ্রিয়তা, স্বাধিনতাপ্রিয়তা এবং এ বে বিবাহব্যবস্থার দোষ বাহাইবার চেষ্টা" করিয়া "ব্রহ্মচর্য্যের অবশ্যক আবিধির কুফল যা" হইতে পারে তাহা অসম্ভব না। বস্তুতঃ নানা কারণে এখনকার পক্ষাবীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠিয়াছে এবং আর্য্য ও দেশীয় ভাবে শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ যখন সেদিকে দোলায়মান তখন যেরোক্ত ঔষধই উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং ইহাই আমাদের জন্য বায়ুর বিকার উপযোগী। শির:পীড়া হইলে, শিরঃ মুণ্ডন করিয়া ঔষধ প্রয়োগই আর্য্য চিকিৎসা, শিরশ্ছেদন বিলাতীয় ব্যবস্থা।

সোমপ্রকাশ।

৬ ই ফাল্গুন সোমবার।

মোটামোটি ধরিতে গেলে গত সপ্তাহে বাঙ্গালায় সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল ছিল। রাজধানী ভিন্ন আর কোথাও অসুখের প্রাদুর্ভাব ছিল না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের এই সময় অপেক্ষা এ বৎসর বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাবও অল্প। মেদিনীপুরে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে উহা নিবৃত্তপ্রায় হইয়াছে। সুখের বিষয় তথায় গত সপ্তাহে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব অনেকটা কম পড়িয়াছে। রাজধানী কলিকাতায় কেবলমাত্র বারাসত ও যশোহরে ওলাউঠার কথঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব ছিল। ঐ দুইটি জেলার স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমে ভাল হইতেছে। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা কম পড়িয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা ভিন্ন অন্য প্রায় সকল জেলারই স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল। ঢাকা জেলায় বসন্তরোগের কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। চট্টগ্রাম ও নওয়াখালির স্বাস্থ্যের অবস্থা পূর্ব্ব সপ্তাহের মতই আছে। ফরিদপুর বিভাগে, কেবল যশোহর জেলায় কিছু ওলাউঠার প্রকোপ দেখা দিয়াছে, অন্যান্য সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল। উড়িষ্যায় স্বাস্থ্যের অবস্থা বড় ভাল নহে। কটকে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব বেশী। পুরীতেও ওলাউঠার বেশ দৌরাত্ম্য আছে। বালেশ্বরের উত্তর বিভাগে জ্বরপ্রকোপ কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভূত আছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে সাঁওতাল পরগণায় বসন্তরোগের কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব ভিন্ন অপর সর্ব্বত্র সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল।

গত আমন ধান্যের অবস্থা বিলাত হইতে ভাল হইয়াছিল। সেই আমন ধান্যের অবস্থা এখন ভাল হইয়াছে। এই আমনই বেশীর ভাগ বাজারে পরিণত হইবে কি না, ব্যবসায়ীরা অবস্থার উপর তাহা নির্ভর করিতেছিল। ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল না হওয়াতে বড় বিলম্ব হইল। ঈশ্বরকৃপায় যে আশঙ্কা তথাপি নিবারিত হইয়াছে। গত সপ্তাহে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র রবি ও বাঙ্গালী গমের অবস্থা ভাল গিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের বৃষ্টিতে সর্ব্ব প্রকার রবি ও বাঙ্গালী গমের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। কেবল এই বৃষ্টিতে আলুর চাষের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ও অনিষ্ট বড় বেশী কতিমোর হইবে না।

বর্ত্তমানের অন্নকষ্টপীড়িত নরনারীদিগের সাহায্যার্থ সংবাদপত্রে যুক্তপ্রদেশ হইতে যেরূপ আবেদন বার পর নাই দুঃখী হইলাম। এই সকল দুঃখি লোকের যে কেবল অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রকষ্টও উপস্থিত হইয়াছে। সঙ্গে যা কিছু শীতবস্ত্র ও পরিধেয় বস্ত্রাদি ছিল, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অন্নের জন্য সেগুলি বিক্রয় করিয়া এখন অনেকে এই শীতকালে সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্র হইয়া গৃহাভ্যন্তরে অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছে; সুতরাং বিবস্ত্রতা নিবারণ করিবার পর্য্যাপ্ত বস্ত্র অনেকের নাই। কলিকাতার কতিপয় বিজ্ঞ সুহৃদ বিবস্ত্র হইয়া এই সময় দুঃখীর বস্ত্রকষ্ট নিবারণ জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। এ বিষয়ে আমাদিগের অধিক বলের আবশ্যকতা নাই। শিক্ষার্থী যুবকগণের উৎসাহ ও উদ্যমের উপরে নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়া আমরা বাস্তবিক আশ্বস্ত হইয়াছি। গত সপ্তাহে কলিকাতার ছাত্রগণ একটী সভা করিয়া বর্ত্তমানের দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীগণের দুঃখ নিবারণ বিষয়ে হৃদয়গতভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের সময় কলিকাতার ছাত্রগণ দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্য করিবার জন্য যেরূপ সভা করিয়া যে প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন। আশা করি এবারেও তাঁহারা দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের বিশেষ সাহায্য করিয়া যৌবনসুলভ সহৃদয়তা ও মহত্বের পরিচয় দিবেন।

কুক্ষণে ই রাজরাজ [illegible] আক্রান্তদীন খাসন ব্যাপারে-অস্ত্রোপচার করিয়াছিল। এত দিনে তাহার বিষময় ফল ফলিল। বারুদের ধোঁয়ায় দেহ পূর্ণ হইয়াছে। অন্তরস্থ এইরূপ, ইংরাজসেনাপতি গভর্ণর অকাতরে ভালবদনে পতিত হইয়াছেন। সমরের মৃত্যুর জন্য ইংলণ্ডের মন্ত্রিসম্প্রদায় সম্পূর্ণ দায়ী। আজ গভর্ণর [illegible] হইয়াছে। আজ সমর সমর

তৃতীয় সৈন্য সিমলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। কিন্তু কত পূর্ব্বে এই সৈন্যগুলি ঐ বিষয়ে পাঠাইলে হয় ও লরেন্স আজ জীবিত থাকিতেন। বাস্তবিক ইংরাজসেনাপতিদের বুদ্ধিচাতুর্য্য হইত না। কেবল মন্ত্রিসম্প্রদায়ের ঔদাসীন্য নতুবা পাঞ্জাব ইংরাজ অধিকার করিয়া পঞ্চনদে নিহত হইতেন।

মন্ত্রিসম্প্রদায় চয়ন ইহার প্রতিফল সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিবেন। এখন যদি ভোরিকে পরাস্ত করিয়া সৌদানে ইংরাজেরা বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে পারেন, তবেই লরেন্স প্রভৃতি বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের মন্ত্রিত্বকাল শেষ হইয়া আসিবে।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের নিকট ভারত বিশেষরূপে ঋণী। তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব হেতে ভারতের বহুৎ অনিষ্ট ঘটিবে। সেই হেতু সৌদানে সমরের দু সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

ভারত হইতে আর ও সিমলে সৈন্য প্রেরিত হইতেছে। ২৯শে ১৮৭৫ ও ১৭ নং পদাতিক সেনাদল ও ৯ নং অশ্বারোহী সেনাদল এবং বোম্বাই হইতে একদল পদাতি সৈন্য সকলই সিমলে যাত্রা করিবে। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও এই সেনাদল প্রেরণ করিবার সমুদয় ব্যয়ভার ভারতকে বহন করিতে হইবে। ইংলণ্ড সিমলকে বলে রাখিবার জন্য ভারতের অর্থ ব্যয় করিবেন ইহা যে কোন বিশুদ্ধ বুদ্ধির অনুমোদিত, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এই সকল অন্যায় কার্য্য হেতু ব্রিটীশ প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি দেশীয় লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে।

কলিকাতা হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন "গত কল্য রবিবার বহুবাজারের সাহিত্যসভায় একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক বিজ্ঞ গুণি ক্ষিত হিন্দু, একজন বিজ্ঞ মুসলমান, বহুসংখ্যক হিন্দুমুবক, কতকগুলি হিন্দু শিশু ও কতিপয় মুসলমান মুবক সভাস্থলে সমবেত হইয়াছিলেন। অমৃতবাজার হইতে অধিনায়ক সভায় পঠিত প্রবন্ধাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের উকীল ডাক্তার মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সোণার ছাত্রি ও রূপার কাটি হাতে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যই এই প্রবন্ধপাঠের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা অনেক পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুকরণ করিয়া আপনাদের মন আপনারা হরি করিয়াছি, আপনাদের পর ভাবিয়া পরকে (যাহারা আমাদিগকে অ সুচিত দৃষ্টা করে) আপনার ভাবিয়া আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছি। আমাদের আত্মসম্ভ্রম বোধ নাই, আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণ যে সমুদয় অশেষ হিতকর রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, সেইগুলি পরিহার করিতে আমরা মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করি না। বৈদেশিক বিদেশের রীতি নীতি আমাদের পক্ষে ইষ্টকর হইয়াছে। যেগুলি অ মা দের পক্ষে অনিষ্টকর, তাহার অনুকরণ করিতে পারিলে আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করি, অথচ বৈদেশিকদের উৎকৃষ্ট ভাবের অধিক দেখি অনুকরণ করি না। আমরা মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া শৈশব হইতেই বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করি দেশীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শ্লাঘা মনে করি, এই সকল কথা প্রবন্ধ মধ্যে বিশেষরূপে বিবৃত ছিল। এই সকলের উপর তীব্র কটাক্ষ করায় কাটি ছোঁয়াইতে হাস অর্থাৎ এই সকল দোষ ও কুসংস্কার একেবারে মুক্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয় ইহাই প্রবন্ধ রচয়িতার আন্তরিক ইচ্ছা। এবং আমাদের যে জাতিগত মহত্ত্ব আছে, যে একটু মৌলিকতা আছে, তাহাতে সোণার কাটি ছোঁয়াইতে চায়। অর্থাৎ ঐ মৌলিকতা, ঐ জাতিগত মহত্ত্ব যাহাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় এই তাঁহার অভিপ্রায় ইত্যাদি।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যত একটী আমন্ত্রণের সংবাদ সাধারণের গোচর করিয়াছেন, সাধারণের ব্যবহারার্থ ভারত সাগরে আর একখানি নূতন জাহাজ হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"সত রিপন নামক জাহাজ খুলনা হইতে ঘরিশাল পর্য্যন্ত একদিন অন্তর যাতায়ত করিতেছে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কুটিনা কোম্পানীর সহিত টক্কর দিয়া আমাদের চালাইতে পারা যাইবে কি না আমাদের সন্দেহ ছিল। কিন্তু ঘরিশাল ও খুলনা অঞ্চল নিবাসী লোকের স্বদেশের উপর এবং স্বদেশীয় অনুষ্ঠানের উপর যেরূপ আন্তরিক টান দেখিলাম তাহাতে চমৎকৃত হইয়াছি। একদিন দৈবঘটনাতঃ বাগেরহাটে সত রিপন পৌঁছিতে এক ঘণ্টা বিলম্ব হয়। সে দিন যাত্রীর ভিড়। কুটিনা কোম্পানীর জাহাজ সময় মত পৌঁছিলে যাত্রিগণের একপ্রাণীও তাহাতে না গিয়া সমস্তক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া সত রিপন জাহাজের প্রতীক্ষায় ঘাটে দণ্ডায়মান ছিলেন। সত রিপন পৌঁছিলে উৎসাহের সহিত তাঁহারা তাহাতে উঠিলেন। কেহ কেহ এরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে ফিরিয়া যাইবেন তথাপি কুটিনার জাহাজে

এরূপ জাতীয় অনুরাগ বোধ হয় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কল্পনায় গণিয়া বোধ হইত। আমু বাজেকরাট ডেন, খুলনা, পি রজপুর, বালোকাটি, এমনিটী ঘরিশাল সকল স্থানেরই লোক ঘরের কথা মনে করিয়া মাতৃভাষা করিতেছেন ও অনীম উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন।

এক্ষণে আমি তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তাহার মানক আর একখানি জাহাজ খুলনায় পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে আগামী সোমবার হইতে "ভারত" ও ভারত বন্ধু "রিপন" উভয়ে মিলিয়া প্রতি দিন তাঁহাদের কাজে নিযুক্ত থাকিবেন।"

এদেশীয় লোকের কার্য্যের প্রতি এদেশীয় লোকের যে এত অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতাম না, তাই এই সংবাদটী পাইয়া আমরা এত আহ্লাদিত হইলাম।

কলাসী ও চীনে এত দিন রীতিমত লড়াই চলিয়া আসিতেছিল। যে অগ্নি বৎসরাধিককাল প্রধূমিত হইতেছিল, তাহা যুদ্ধপোত সমূহ এক্ষণে একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এত দিন শান্তি সংস্থাপনের আশা ছিল, তাহা একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে রেয়টের একটী অতিরিক্ত সংবাদে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলাসী ও চীনের অসন্তোষ নিবন্ধন কলাসী গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধপোতসমূহ সজ্জিত করিয়া সমুদ্রে বাহির করিয়াছেন এবং চীন সমুদ্রে বাহির হইয়া প্রস্তুত নিশ্চিত ব্রিটীশ বাণিজ্যপোত আক্রমণ ও চলাচল বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সকল বিদেশীয় বাণিজ্য তরীর প্রতি বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া যাতায়াত করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহা হইতে কলাসী গবর্ণমেণ্ট যে বাস্তবিকই চীনের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

ব্রহ্মা করিদলের বিজ্ঞ পত্নী গবর্ণমেণ্ট সমীপে অর্পিত হইয়াছে। এই করিদলের তিন জন সভ্যের মধ্যে দুইজনমাত্র এই বিজ্ঞাপনীতে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং ইহাতে উভয়েই গবর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারিত সভ্য। মিউনিসিপাল করিদলগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত অপর সভ্য মহামতি কটন সাহেব বিজ্ঞাপনী ও রিপোর্টের সহিত কর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপনীতে অপর সাত জন স্বাক্ষর করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে মহা কটন সাহেবের মতের সহিত আমাদের মতের অনৈক্য আছে। কটন সাহেবের সহিত আমাদের মতের বিরোধ হইলে, তাহাতে আমাদের লজ্জিত হইবার কারণ নাই।

আমরা সবিশেষ জানি, ইহাঁর অন্তঃকরণ অতি উদার ও মহৎ। ইনি ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডীয় প্রজাদিগের প্রতি ব্যবহার করিলে, ইনি অদ্যাপি সর্ব্বত্র সর্ব্বজনের প্রিয়পাত্র থাকিতেন। ইনি ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডীয় প্রজাদিগের প্রতি ব্যবহার করিলে, ইনি অদ্যাপি সর্ব্বত্র সর্ব্বজনের প্রিয়পাত্র থাকিতেন। ইনি ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডীয় প্রজাদিগের প্রতি ব্যবহার করিলে, ইনি অদ্যাপি সর্ব্বত্র সর্ব্বজনের প্রিয়পাত্র থাকিতেন।

ইহাঁকে আমিলে পার্টিকেলটী বাহিরে রহে। যেখানে যেটীর নিকটে সমস্তের উপর অধিক বল যখন ইহাঁর নিক্ষেপ করিবামাত্রে তখন তাহাদের এ টকেলের আঘাত তাহাকে অধিক বলে সহ্য করা উচিত। আমরা আশা করি ইলবর্ট বাহাদুর দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার হাত যবনিকাপাত করিবার উপরে তীব্র ও কঠোর সম্পূর্ণ ন্যায়পর সমালোচনা যে পড়া বিশেষরূপ বন্ধ হইবেক না। এ বৃদ্ধ বয়সে এরূপ না হয় হইবা বড়ই একটা সভ্য, কিন্তু যে মুখ আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম দেখিতে সর্ব্বদাই এড়াইতে পারে না। বরঞ্চ বিপক্ষের যত ইচ্ছাপত্র ব্যক্তির পক্ষেও স্বাধীনতার প্রতিকূল ভোগ হইতে মুক্তিলাভ করা সহজ নহে।

ভারতবাসির যোগ্যতা ও উচ্চ অভিলাষ।

মানুষের এ বাসনা ও উচ্চ মনোবৃত্তি না হইলে কখন উচ্চ আশয় হয় না। যে ব্যক্তির হৃদয় অতি সঙ্কীর্ণ, বুদ্ধি মন্দ, কল্পনা ক্ষুদ্র, উচ্চ অভিলাষ কখন তাহার হৃদয়ে পদার্পণ করে না। সাধারণের বিদ্যালোচনা ও অভাবে বর্ত্তমান ভারতবাসির যোগ্যতা হীন, বুদ্ধি অমার্জ্জিত, মনের ভাব অনুন্নত ছিল, তখন তাঁহার হৃদয়ে উচ্চ অভিলাষ স্থান গ্রহণ করে নাই। সুতরাং ইউরোপীয়েরা একচেটিয়া ভাবে ভারতের সমুদায় রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ভারতবাসিরা উচ্চ আশা করেন নাই। কোন বিষয়ে তাঁহাদের উচ্চ অভিলাষও ছিল না। কিন্তু এখন উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে ভারতবাসির পূর্ব্ব ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন তাহার মন উন্নত, বুদ্ধি মার্জ্জিত ও ক্ষমতা প্রবল হইয়াছে। তাহে অনেকেই হৃদয়ে উচ্চ অভিলাষ পোষিতেছেন। বড় ছোটর বিষয়ে আমাদের মতের এখন ভারতবাসির উচ্চ অভিলাষ

অনেকে মনে করেন, ভারতবাসির এ উচ্চ অভিলাষ যোগ্য অনুরূপ ও প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। আমরা বলি, যে দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত হয়, প্রাপ্তি তাঁহাদিগকে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম করিয়াছে। সংসারেশ্বরী ইচ্ছাতে মহারাণী ভোহ করিয়া যখন ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন, তখন লর্ড লিটন বাহাদুর এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার দেখিয়া বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর রিভার্স টমসন বাহাদুর কলিকাতার বণিকসমাজের ভোজনকালে বলিয়াছেন, বঙ্গসমাজের একটী ক্ষুদ্র অংশের বিপথগামী উচ্চ অভিলাষ ও অতি ব্যস্ততা ব্যতীত ভারতের সহিত তাঁহার সহানুভূতি নাই।

লর্ড লিটনের কথা অসত্য, বলি না। তিনি ভারতবর্ষে নূতন আসিয়াছিলেন। ছয় মাসের জন্য বাহুল্য সহিত তাঁহার পরীক্ষা বাড়ে নির্দ্ধারিত হয় নাই। অতএব, তাঁহার বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করা অসঙ্গত ও অপোতমাল নয়। কিন্তু টমসন বাহাদুরের ত কা বুদ্ধি ও শক্তি পূর্ণ বয়। তিনি দীর্ঘকাল ভারতের কার্য করিয়াছেন। তিনি ভারতের পুরু অবস্থা দেখিয়া হয়, এখনও দেখিতেছেন। ভারতবাসির উন্নতি উৎসাহ বাহুল্যেরে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। যদি হিমালয় পর্ব্বতকে উড়াইয়া চালন করা, বড়বাগ্নি সমুদ্রের গতিরোধকরা এই সকল যেরূপ অসম্ভব কার্য্য বলা হয়, ভারতের সিংহাসনে উন্নতি ও উচ্চ অভিলাষ বন্ধ করাও সেইরূপ অসম্ভব কার্য্য বলা যাইতে পারে।

এই যে পরনী বলা হইয়াছিল "বিদ্যুতের সুপ্রসিদ্ধ লেখক চার্লস্ লাখবকে একবার কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "আপনি মানের আমিও মনে করিলে আপনার মত লিখিতে পারি" ন্যায় তদুত্তরে বলিয়া ছিলেন "তা আমি" কিন্তু আপনার মনেরই অভাব।" আমরা সেই মতের উত্তরে বলি, ভারতবাসির যখন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অভিলাষ হইয়াছে, তখন ভারতবাসির মনের অভাব নাই, তবে বাঙালিদের উপরে সেই উচ্চ অভিলাষ পূরণ করিবার ভার, সেই অভিলাষ পূরণ করা যাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, তাহাদিগেরই মনের অভাব। তাঁহারা মন করেন না বলিয়া ভারতবাসির উচ্চ অভিলাষ পরিপূরিত হয় না।

লর্ড লিটন বাহাদুর ও রিভর্স টমসন বাহাদুর ভ্রান্তি আবর্ত্তে পড়িয়া যে মত প্রকাশ করুন বা যে কার্য্যাচরণ করুন, তাহার প্রতিবাদার্থ আজ আমরা এ প্রস্তাব উত্থাপিত করি নাই। এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার কারণ এই, ভারতস্থ বা ইংলণ্ডস্থ যে সকল রাজপুরুষ ও দেশীয়দিগের যোগ্যতার বিষয় স্বচক্ষে দেখিতে পান না, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা এ দেশীয়দিগের হৃদয়স্থ উচ্চ অভিলাষকে হেয় করিয়া অনুবাদের চক্ষে এ দেশীয়দিগের যোগ্যতা দর্শন ও তদনুসারে কার্য্য করুন। যখন উচ্চ অভিলাষ তাঁহাদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে, তখন অনুরাগ করিয়া এইতে হইবে, তাঁহাদিগের যোগ্যতা ও হইয়াছে। আমরা উপরে বলিয়াছি, যোগ্যতা না জন্মিলে উচ্চ অভিলাষ হয় না। তাহারা যে উচ্চ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাদিগের হৃদয়ে কি কখন পরমেশ্বর যেরূপ উচ্চ অভিলাষ দেন? প্রত্যেক বুটেকে জিজ্ঞাসা কর কাহারই নিকটে এ অভিলাষের সদৃশ পাইবে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যিনি যিনি এ দেশীয় কুবিধা যোগ্যতাপ্রাপ্তিদলে যে উচ্চ অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপথগামী, বিপথগামী নয়, তাহার মূল যোগ্যতা আছে। যদি তাহার পূরণ করা না হয়, প্রজার বিরাগ জন্মিবে। প্রজা বিরাগ রাজ্যের শ্রেয়স্কর নহে।

লর্ড ডফরিন বাহাদুরের শাসননীতি।

লর্ড ডফরিন বাহাদুর যে নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতশাসন কার্য্যের তুরবাস করিয়া মহা আড়ম্বর করিয়া বাচালতা করিয়া আশা ব্যক্ত করেন গাই, কিন্তু যোগাই ছ পদ পদ করা অবধি তাঁহার মুখ হইতে যে সকিঞ্চিত বাক্যাবলি বহির্গত হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার করিয়া ভারতশাসননীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। "মহীর ২ ন. প্রকৃত্যা বিভক্তা বপ" মহৎ ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ বিভক্তাবী হন।

শাসনকার্য্য অনেক প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে। কোন শিক্ষাদাতা শুরুমহাশয় বালকের পক্ষে কঠোর চপেটাঘাত করিয়া তাহার শাসন করেন, কেহ বা পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত দ্বারা রক্তপাত করিয়া শাসন করেন কেহ বা মিষ্ট উপদেশ দিয়া ন্যায়পথগামী হইয়া শাসন করেন। বালক শিক্ষণীয়, শুরুমহাশয়ের প্রকার পরাধীন। যিনি যেরূপ শাসন করুন তাহাকে তাহাই মান্য করিতে হয়, কিন্তু সাধারণের জ্ঞান মানুষের স্বভাব ভিন্ন। শুরুমহাশয় যে প্রকার কার্য্য করিবেন, তাহা তাহার হৃদয় পলের ন্যায় ব্যক্ত হয়। উপযুক্ত শুরুমহাশয়ের প্রতি সে কখন অনুরক্ত হয় না। যিনি ন্যায়পথগামী হইয়া মিষ্ট উপদেশ দ্বারা শাসন করেন ছাত্রেরা তাঁহারই একান্ত অনুরক্ত ও বশ হইয়া উঠে।

আমরা উপরে যে শুরু শিষ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম, তাহার শাসন সম্বন্ধে তাহা অধিকাংশ খাটিতেছে। ভারতবাসিরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রজা। তাহারা তাঁহাদের একান্ত আয়ত্ত বটে। তাঁহার

উহা না পাইলে যে উপায় দ্বারা শাসন করিবেন, তাহা দিগকে আরও বাড়াইয়া লইতে হইবে। তাহারা শাসনের ভারগ্রহিতের ন্যায় তাহারা নিরূপায়, কিন্তু যে প্রকার রাজপুরুষ ন্যায়পথ অতিক্রম করিয়া যে দণ্ড প্রদানে কার্য্য করেন তাঁহার প্রতি তাহারা অনুকূল হয় না, প্রত্যুত ঘৃণার শব্দ নাই অপ্রদ্ধা করে। তাহারা যে ঘৃণা করে, রাজপুরুষেরা পদে পদে তাহার প্রমাণ পাইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট উহার কারণ অন্বেষণ করিয়া, মূল হইতে স্বাধীনতা

স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং তাঁহা যে প্রকার হয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতির অধিকার হয়, তাহাও দেওয়া হইবে। এই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, ইহা যে আদি আমার মনে উদিত হইয়াছে তাহা নয়, আমি ভারতেশ্বরীর নামে এই কথা বলিতেছি। যেমন ভারতেশ্বরীর নামে নয় পার্লিয়ামেণ্ট ও ইংলণ্ডের লোক দিগের নামে বলি তাহি। ইংলণ্ডের লোকেরা এই কিছু বিচার করিয়া যেমন ভারতে ইংরাজশাসন প্রচলিত নির্দ্দোষ ও অধ্যবসায় সহকারে চালিত হইবে যে

ভারতবাসী পালাই হইবে, দেশীয় ভাষাই হইবে আর খ্রিষ্টিয়ান প্রজাই হইবে ও ভাষা যে ধর্ম্ম ও অন্যান্য কথা প্রচারিবেন তাহা তাহা বিচার করিবে। নূতন কত শাসনপ্রণালী অবলম্বন হইবে বা পূর্ব্বপ্রচলিত কথা হইবে, আমি অল্পকথায় তাহার বিচার করিব। সেই অল্পকাল মধ্যে জমীদারদের কৃপায় অধম খ্রিষ্ট ধর্ম্মে কার্য্য সম্প্রদায়রূপে সম্পাদন করা আমার উচ্চ আশা। এই কার্য্যের সম্পাদনার্থ আমি সবল পরিশ্রম ও খাদ্যের অন্নে পরাঙ্মুখ হইব না।" ইত্যাদি।

তখনি বাবু দুর্গা যে অতিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে ইংরাজরা পরিচয় দিয়াছেন, তদনুসারে ও যা হয়, ভারতবাসীর এই মাত্র প্রার্থনা। তাঁহারা ইহার অধিক কিছু চান না।

গর্ডন পাশা।

গর্ডন পাশা নাই। সভ্য জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে হার যশোগৌরব বিস্তৃত হইয়াছিল, ইংলণ্ডবাসিগণ যাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন; ফরাসী, জর্ম্মণি, ইটালী, গ্রেস, রুস, ও চিন, তাতার চীন, সমগ্র সভ্য জগতের চক্ষু এক বৎসর কাল যাহার উপর অনিমেষ বিস্ফারিত ছিল, সুদানসমরে যিনি ইংলণ্ডের আশা, মেহিসকোচলণ্ডের ত্রাস, ও জগতের আশ্চর্য্য প্রশংসার পাত্র ছিলেন, সেই গর্ডন পাশা আর নাই। যাঁহার বীর দর্পে একদিন চীন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, আজিও যাঁহার নামে চীনবাসিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, সেই "চীনে গর্ডন" আর এ সংসারে নাই। যে দিন তাড়িতবেগে এই দুঃসংবাদ আমাদিগের ও প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত করিল, সে দিন আমরা ভারতবাসী, ইংরাজ গর্ডনের দোষ ও গুণ পরস্পর করিয়া অন্ধ হয় করিতে পারি নাই। যাঁহারা মুক্তকণ্ঠে নিজ দেশের নিন্দা করিয়া, আমাদিগকে, অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত লোকে, সকলে অন্ধবন্ধু বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এরূপ মহাত্মাদের। ঐ মুহূর্ত্তের জন্য ভারতবাসিগণ

হৃদয় যাহাদিগকে আপনার ঐকান্তিক আত্মীয় জ্ঞান করে, যাঁহারা সমুদয় পৃথিবীর কুটুম্ব, সমুদায় পৃথিবী যাঁহার স্নেহের কুটুম্ব, তাঁহাদের মত একজন আমাদের কে? বস্তুত এরূপ ত পাওয়া দুষ্কর। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ইংরাজ একটী কুটুম্ব হারা হইয়া অশ্রু বর্ষিতেছে।

গর্ডন সহংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার একজন সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ ২৮এ জানুয়ারি উলউইচ নগরে গর্ডন জন্মগ্রহণ করেন। শিশুবয়সের অবলম্বন করিবার জন্য যথারীতি শিক্ষিত হইয়া গর্ডন যৌবনের প্রারম্ভেই সৈনিকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষিপ্র অস্ত্রি অল্প দিন মধ্যেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন, এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ২১ বৎসর বয়সের সময় চীন দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে গর্ডন সেনাপতি হইয়া তথায় প্রেরিত হন। এইখানে গর্ডনের বীরত্বের আভা প্রথম প্রকাশিত হইয়া উঠে। এই সময় হইতেই তাঁহার যশোগৌরব জগৎময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। চীন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ৫ বৎসরকাল স্বদেশে অবস্থিতি করেন। এই সময়ে তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে গভীরতর আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। পর হইতে অনেক অনাথ বিপন্ন অসহায় বালককে কুড়াইয়া আনিয়া গর্ডন তাহাদিগকে শিক্ষিত করাইতেন। যে সকল অনাথ বালক সৈনিক শিক্ষা বা নাবিকের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হইত, তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন করিতেন। বস্তুপ্রচলনকল সাধারণতঃ যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহসহকারে দীন দুঃখীর সেবা করিয়া থাকেন, গর্ডন পাশার প্রতি সেইরূপ ও তদপেক্ষা ও অধিকতর আগ্রহে তাঁহার গৃহে অনাথ বালক সকলকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। এমন কি মৃত্যু হইতে বিপন্ন অনাথ বালকদিগকে অনেক অনেক কুড়াইয়া আনিয়া তিনি গৃহে তাহাদিগকে যৌত করিয়া রিয়াছেন। বহুসংখ্যক দাসদাসী থাকিতেও গৃহিণীর সঙ্গে তিনি গৃহকর্ম্ম করিতেই বেশী ভাল বাসিতেন। এজন্য তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহার স্বোপার্জ্জিত পৃথিবীর যাবতীয় আলোকিত গ্রন্থ বেরিয়া ইহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করাতে গর্ডন বলিয়াছিলেন যে তিনি যে সকল বালককে কুড়াইয়া, ঘোঁটা ঘুটিয়া-টুটিয়া তাঁহাদের গাত্রের মধ্যে নিযুক্ত করিয়া দিতেন, এই সকল আলোকিত দ্বারা তাহাদের ঘোলাটে চোখের আলো, তাহা ফুটিতে পারা যায়। তাঁহার একজন বন্ধু হইতে এখন ধারে বিদায়ে, ও সাধারণ পাঠ-

মহলের জন্য ডকবার্টের নিকট আবেদন করেন।

ডীনের বিয়ে যে নিষ্পন্ন হইলে ডীন ও তাহার সাহেবকে একাধিক টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। কিন্তু ডকন অর্থপিশাচ ছিলেন না। তিনি সহজে এই অর্থরাশি আপনি রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তিনি ডীনের অধীনস্থ সৈনিকগণকে এই অর্থরাশি দান করিয়া দিলেন। উহা হইতে তাঁহার প্রগাঢ় স্বদেশবাৎসল্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ডকন অনেকগুলি পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এ সমুদায় পদকই তিনি বহিব লোকের দৃষ্টি গোচরার্থ ঝুলাইয়া রাখিতেন। কেবলমাত্র একটী পদক ছিল। এটীকে তিনি বড় যত্ন করিতেন। এটী তাঁর অত্যন্তই প্রিয় বস্তু। কিন্তু চক্ষুর এই পদকটী অদৃশ্য হইয়া যায়। কোথায় গেল, কেহই তাহা ঠিক করিতে পারিল না। সহসা কিছুদিন পরে ম্যাঞ্চেষ্টার নগরের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ তাঁহার বিদ্যালয়ের দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার মধ্য একটী স্বর্ণপদক পাওয়া যায়। সেটী ডকন সাহেবের এই পদকটী। তিনি স্বহস্তে উহার উপরের ফোদিত লেখাগুলি ঘুচাইয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের গরিব লোক দলের সাহায্যার্থ তাহা ক্যানন এণ্ডারের নিকট গোপনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ডকন পাশা সম্বন্ধে লিখিবার ও জানিবার আরো অনেক বিষয় আছে; স্থানান্তরে তাহা বিবৃত করা যাইবে।

বীরবর গর্ডনের মৃত্যু উপলক্ষে।

বীরব ভারতভূমে কেন এ রোদন,
কেন হেরিতাপবালা আঁখিনীরে বহে ভাসি
অকালে কেন বা হল কালের তাড়না?
কেন আজি ব্রিটানিয়া বিষাদে ঘুমিল
অমিল দুখ পরে মনদের মেঘে ঘেরে
আঁধার লইয়া তারা দিগন্তে গোধিল?
নয়নে হেরামল আঁধার ভীষণ,
এত দিন ঘরে ঘরে যহিত যা আরী সকল
প্রলয়ের মূর্ত্তি আজি করিল ধারণ।
অবিরামে পাপ হত্যা নিরন্ত্রে নিধন,
ভরিয়া অনিল প্রাণ, উঠিল উল্লাস গান
প্রতিশোধ ইজিপ্টের মৃত্যুমহোৎসব।
দুর্ব্বল পরীক্ষে তারা হেরিল সকলে,
'প্রতিশোধ' 'প্রতিশোধ' 'আজিল ইংরাজ রোষ
হেরিয়া আঁধারে ঘোর হাসিল নিষ্ঠুরে,—

"ইংরাজের ধনভাণ্ড ডুবিবে সমরে
সঙ্কল্প হয়েছে যার ব্যর্থ হবে না আর
সমর ইংলণ্ড-ধ্বংস উদ্যম অন্তর।
আরবির অভিশাপ সাগর তাড়িয়া
ইজিপ্টে আসিয়া যায় দহিল কি ইংরাজ
অনিল কি শুধু মরু অন্তর ভেদিয়া?
অন্যায় সমরে পড়ি বীরেন্দ্র গর্ডন,
ভাবিলে কে কি উপায়? ভেবে বুক ফেটে যায়—
এই কি সে পাপীদের বৈরনির্য্যাতন।
না দেখিলে মৃত্যুকালে ব্রিটানিয়া মুখ,
মোদের জন্মভূমি ফেলিয়া চলিলে তুমি
সাধে কি ভাঙ্গিলে তব বাঁধিলে না বুক?
খোলাপাটি সেকেন্দরে ফেরিস্তা তখায়
তাই কি বিষের বায়ু মরুর অনীক কায়া
তুলিয়া ভাঙ্গিয়া খেলে মিলন আশায়?
বীরত্বের তপস্যা সেকে কি শিখিবে?
প্রিয় জগতের তায় ভূলে না ভাবিলে আর
এ বিরাগ অকস্মাৎ কেন হল চিত্ত?
গাও হে উল্লাস মন,নবীন সময়ে
গায়া জগতের সাথ মিটাও এ পরিবাদ
ভাসাও সমরস্রোতী জলীল সাগরে।
ভারতের রক্তনাদে কাঁপাও গগন,
বিলম্ব করো না আর শোধ এ কলঙ্ক ঘোর
ভাক হে বৃটিশজাতি বিষম ভৈরব।
হেরগীন! বিষাদের নয় এ সময়
আগে আনো প্রতিশোধ, শেষে করো দুরো কাঁদি।
এখন প্রতিজ্ঞাপাশে বাঁধ হে হৃদয়।
প্রতিশোধ এই কথা থাকে যেন মনে
জগতের চিতাকাশ সঘোনা সঘোনা আর
ভরিয়া গগনে চল সমর প্রকাশ।
সাধিতে স্বধাতি কর্ম আত্মবিসর্জ্জন
কে যেন বা এ সময়? কে চালে আপন প্রাণ
বিপক্ষের সঙ্গীনেতে উজলে ভুবন?
হেন ভক্ত নর যার মহতী ক্ষিতিতে,
ইতিহাসে মহাযত্নে যেন তারে রক্ষা করে
অনন্ত জীবন তার থাকে ধরাপরে।
হেরকার বীরকর, তব একবার
এ সময় হুঙ্কারে একবার হে মহত্ত্ব
ভাসের ভূবিত, পরা—আদি রবে আর।
তরঙ্গবাসীরা যেন থাকিতে পরাণে
কি ভয় ভবিষ্যবাণী স্বপনের শূন্য কাঁসি,
এ ভারত তব দিন থাকি নিকেতন।
ভারতের বিনে আর না রহ আশা পাবে
সিন্ধু হতে সিন্ধু পারে যেতে হবে সারে
বৃদ্ধ বীর্য্য সকলই পুড়াইয়া যাবে।

বিদ্যার সাউথহোডায়ন এসোসিয়েসন নাম পাইওয়ারি সম্বন্ধে বক্তব্যের সেক্টরটী সম্পর্কে নিকটে একখানি আবেদন করিয়াছেন। উক্ত পশ্চিম অঞ্চলে পাইওয়ারির প্রভাব ও কার্য্যের বিষয় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, আমরা বঙ্গবাসী তাহা বুঝিতে পারি না। কর্ম্মচারীর উত্তরে ঐ পাইওয়ারির প্রভু। এরূপ উচ্চতর কর্ম্মচারী বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। পাইওয়ারি বলিলে আমরা এই বুঝিয়া থাকি, সামান্য বিষয়কর্ম্মের লেখাপড়া যাহারা জানে, তাহারাই পাইওয়ারী। তাহারা শিক্ষিত লোক নহে। তাহাদিগের উপরে ভারতের ভার দেওয়া যায় এরূপ বোধ হয় না। আবেদন মধ্যে কথিপয় ইংরিজিই বোড প্রভৃতির নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। কেহ বা এ পদটী উঠাইয়া দিতে বলেন কেহ বা এতৎসম্বন্ধে বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করেন। আমরা সোজাসুজি বুঝিতে পারিতেছি এ পদটী উঠিয়া যাওয়াই ভাল। এ পদটী থাকাতে লোকদিগের কোন সুবিধা নাই; প্রত্যুত, তাহাদিগের উপর অত্যাচারই হইয়া থাকে। গ্রামের রেকর্ড প্রস্তুত করা ও জমী জরীপ করা ও স্বত্ব নির্ণয় করা এ সকল সামান্য লোকের কার্য্য নয়। আবেদনকারিরা যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, ডেপুটী কালেক্টার বা মুন্সেফ ভিন্ন অপর লোকের এ ভার সম্পন্ন করা ন্যায্যসঙ্গত নয়। ফলতঃ এ পদটী থাকাতে দেশের মঙ্গল দেখিতে পাই না। এ পদটী উঠিলে দেশেরই মঙ্গল দেখিতে পাই।

আমাদিগের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতার পত্র।

১৮ ই জানুয়ারি মাঘী কলহর বাগবাজার স্কুলের লিটরারি এণ্ড মিউজিকাল সোসাইটী নামক সভায় ভারতবর্ষে ব্রটিশ শাসন অথবা অন্য কোন রাজার শাসন প্রার্থনীয়? এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বসু একটী বক্তৃতা করেন। কৌন্সলি মিং সিমসন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বসুর বক্তৃতার বিষয়গুলি এস্থলে অনুবাদ করিয়া দিলাম। তিনি ভারতবর্ষে ফিরিবার পরেই সম্প্রতি এবং ইং ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত প্রভুত্ব স্থাপনাবধি ভারতবর্ষের রাজনীতি, বিদ্যাশিক্ষা এবং ক্রমোন্নতি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমাদের সভ্যতা বিষয়ে ভারত এখনে যতদূর স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন করেন। অতঃপর তিনি বলেন, ভারতবাসির প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারিদিগের বিজাতীয় ঘৃণা ও অসদ্ভাব দেখিয়াই ভারতবাসির অত্যন্ত মনস্তাপ জন্মিয়া থাকে। এ প্রকার অপ্রীতি ভাব ভারতের সময় আর নাই। যখন ভোজবর্ম্মণে

বিশেষ তাঁহারা বলেন আয়ত্তশাসন দিলে ও আয়ত্তশাসন দ্বারা যাহাতে শান্তির ভঙ্গ, তদ্বিষয়ে ঐ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বেশ চেষ্টিত হন। কৃষিয়ার ও বঙ্গদেশ আজ ২৭০ অক্ষরাদ্য আবশ্যকীয়ন্ত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সাহস দৈর্য্য প্রদিবে ক্রমশঃ সকল আশা বিফল হইবে। বক্তা এক ঘণ্টা ২০ মিনিট কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উৎসাহের সহিত করতালি দিয়াছিল ৷৷ এই বক্তৃতা মধ্যে তিনি একটী সার কথা বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের আয়ত্ত সম্বন্ধে পূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোক সকলের বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। সেই উদাসীনতা হেতু ভারতস্থ রাজপুরুষেরা যেরূপ স্বেচ্ছাচারী হইলেন তাঁহারাই তাহার উচ্চ সম্বাদের লাঘব করিয়াছেন। আমাদের অনেক দুঃখের কথা নিবেদন করা হইয়া গিয়াছে। তাহার একমাত্র হেতু ইংলণ্ডের ভারতবর্ষের প্রতি উদাসীন। তিনি শ্রোতৃগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তদ্বিষয়ে আপনারা যদি অধিকার করিবেন, আপনাদিগের সেই মতামতটী আপনাদিগের এই সকল দুঃখার্থে দর্শনে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইবে, আপনা হইতে দূরা করিবেন। এই কথায় মেঃ ব্রাইটের একমাত্র উদ্দেশ্য যে, আপনারা আপনা

ভারতের দুঃখ দূর করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ইহা ভিন্ন ভারতের আর কোন উপায় নাই। ভারতের দুঃখ দূর করিতে ইংলণ্ডের লোকদিগের বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতের দুঃখ দূর করিতে মনোযোগী হইলে ভারতের দুঃখ দূর হইবে। ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতের দুঃখ দূর করিতে মনোযোগী হইলে ভারতের দুঃখ দূর হইবে। ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতের দুঃখ দূর করিতে মনোযোগী হইলে ভারতের দুঃখ দূর হইবে।

ভারতের দুঃখ দূর করিতে ইংলণ্ডের লোকেরা

কোর্ট ৮ ই ফেব্রুয়ারি। গতকল্য এক দল বিদ্রোহী অশ্বারোহী সিপাহী সমভিব্যাহারে লইয়া সিলিম সৈন্যনিবেশকে আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

রোম ৬ ই ফেব্রুয়ারি। ইতালীয় সেনাপতি কিলা খাঁকে রাজধানী অধিকার করিয়াছে। মিশর গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই ফেব্রুয়ারি। ২২ জন সেনাপতি বিশেষ বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া গমন করিতেছে।

লণ্ডন ১০ ই ফেব্রুয়ারি। ১০, ১১, ও ৫৩ নং সেনাদল মিশর

লণ্ডন ১২ ই ফেব্রুয়ারি। ফার্ল কিচনর প্রেরণ নিমিত্ত যুদ্ধোপযোগী নূতন সৈন্যদল অধিনায়ক হইয়াছেন। ৯ম ও, ৯ম হুসর তাঁহার সেনাদলের এন্তর্গত হইয়াছে। সেনাপতি কিচনর ৮ই ফেব্রুয়ারি মিশরে উপস্থিত হইবেন। ১৩ নং সেনাদল মিশরে প্রেরণ নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছে।

প্যারে ১১ ই ফেব্রুয়ারি। ফরাসী মুদ্রাযন্ত্রসমূহ অধ্যক্ষদিগের নিকটস্থ হইয়াছে। ইহারা নিরপেক্ষ পথ অবলম্বন করিয়াছে।

রোম ১২ ই ফেব্রুয়ারি। ইতালিয়ান রাজদূত সেনাপতি কিচনরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। ৭ম ও ১৯ নং সেনাদল মিশরে প্রেরণ নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছে। ৩য় ও ৪র্থ হুসর মিশরে যাইবে। ৭ম ও ১৯ নং সেনাদল ১৫ই ফেব্রুয়ারি মিশরে উপস্থিত হইবে।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। ৭ম, ১১, ও ৫৩ নং সেনাদল মিশর অভিমুখে যাইতেছেন। যে সকল বিদ্রোহী এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ১৩ অনুমিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় জেণ্টলমেণ্ট মবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

মাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

[illegible] ফাল্গুন। [illegible]

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

৫ ই ফাল্গুন। নিম্নলিখিত মহাশয়েরা অনেরারি মাজিষ্ট্রেট ও জেলুরি কমিশনর হইবেন, যে ব, ১৮৫৯ সালের ১১, ১৮ ১৮৬০ সালের ১০ আইন দ্বারা অনুসারে নগরের বিচার করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

যে সকল ব্যক্তি অনেরারি মাজিষ্ট্রেটের ও জেলুরি কমিশনরের কার্য্য করিবেন তাহাদের নাম ও নিবাস।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ব্যক্তির দোষা পরে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এদেশে তাহাকে হাতের বাহুর ভূষণ পুরাবৃত্তবিৎ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কাবুলের আমীর এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন তোন চিঠি পত্র গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বা সরকারী ডাক ভিন্ন ভারতবর্ষ হইতে কাবুলে যাইতে বা তথা হইতে ভারতে আসিতে পারিবে না। সম্প্রতি এই অপরাধে এক ব্যক্তির পাঁচ শত টাকা অর্থ দণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই অপরাধে এই দণ্ড? এটী কি আমীরের অর্থোপার্জ্জনের একটী পন্থা হইল?

অন্তরবাস মধ্যে দুই খানি আহাজ যাতায়াত অন্যান্যে পালাপালি গমনাগমন করিতে পারে, এরূপ প্রশস্ত করিয়া পুরুষার খাল খনন করা হইবে। এই খাল খনন ৩১শে ৫ বৎসর সময় লাগিবে অনুমিত হইতেছে।

আমেরিকার ফিলা গা ম ষ্ট্রাসের একজন সংবাদ বিক্রেতা মাদ্রিদালয়ে পাঠশালী হইয়াছেন।

অনেক চেষ্টাপর পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে যে এ খন অনুসন্ধান করে সে তাহাতেই অনেক সময় ব্যয় করে। পুস্তকই বিদ্যালয়ের ধন। এ দেশের এক এজন পণ্ডিতের ঘরে এত পুথি আছে যে, তাহা বড় বড় লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় না।

ফাইকোর্টে এই নিয়ম হইয়াছে যে যাহারা আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহারা আসামে বুজেঁই ওকালতী পরীক্ষা দিতে পারিবে; কিন্তু পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে বিচারকদিগের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে হইবে।

কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বেহারাদের আমরা স্থানে আনন্দের সহিত ব্যক্তির বাটীতে ১৪ জন দুরাবেলা করিতেছিল। পুলিস উহা ধরিয়া ২৪ পরগণায় তাহাদের মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনয়ন করে। বিচারে মাজিষ্ট্রেটের তিন মাস কারাবাসের আদেশ এবং ১০ জনের ২০ ও তিন জনের ১০ টী করিয়া অর্থদণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই টাকার আদেশ যে ব্যক্তি এই দলকে বলাইয়া লেন,সেই পাইবে এবং অবশিষ্ট রিটিরিসিপারিটির হইবে। পাছে দুরা খেলা যাওয়ারী উঠিয়া যায়, এই ভয়ে কি আদালতে দুরাবেলার কঠোর দণ্ড দেখিয়াও বিরত হইতে পারেন নাই?

মাদ্রাজি নায়ক দলের একজন সওয়ার সহযাত্রী ও নিজ কন্যার সহিত ফোর্টসেণ্টজর্জে ট্রেণ পরিত্যাগের প্রস্তাব উত্থাপন করে। সওয়ারী ঐ কথায় উপেক্ষা প্রকাশ করায় ঐ ব্যক্তি ট্রেণের ভিতরে

[illegible] , সে সময় যাবত পাঠকগণকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি ইউরোপীয় ও দেশীয় [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই ডাক্তার [illegible] সময় [illegible] সময় [illegible] যথোচিত সম্মান ও অভ্যর্থনা, করিয়া ডাক্তার [illegible] ডাক্তার [illegible] পাঠক-গণ [illegible] করিয়াছিলেন। আমরি [illegible] সময় [illegible] উপস্থিত [illegible] পারিলাম না। কলতঃ অনু-

[illegible]

[illegible] যোগ্য [illegible] প্রকাশ পাইয়াছে।

সাতসমুদ্র এতখানি নৌকা যোগে কলিকাতা [illegible] সম্বন্ধে আমাদের। যখন নৌকা নিমতলাতে [illegible] উপস্থিত হয়, সে সময়ে [illegible] একটী ধনাঢ্য লোক নৌকা দিয়া [illegible] হয় না। এরূপ সময়ে উলুবেড়িয়া হইতে এক [illegible] আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত [illegible] এরূপ বিপদ্ধ দেখিয়া উপস্থিত [illegible] বিপদ্ধগ্রস্ত আরোহিদিগকে উদ্ধার

উক্ত ব্যক্তি সে [illegible] একখানি বাণিজ্য নৌকা লইয়া [illegible]। অনেক অর্থ [illegible] হাল ধরিয়া প্রত্যুষকাল [illegible]। এরূপ একজন [illegible] ও একজন বাঙ্গালি [illegible] ভাসিয়া গিয়াছে।

আমরা অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম যে ডুমুরদহ ষ্টেটমহাশয় সম্প্রতি বিনা ব্যয়ে [illegible] হইতে [illegible] সম্পাদক হইয়া ভারতবর্ষে [illegible] গিয়াছেন।

সময়ে সময়ে এক এক জন ইউরোপীয় মহাশয় এক একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহাদিগকে পরিচয় দেন তাহা স্মরণ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। কিছুদিন নায়ক একজন অধিবাসিনী ইউরোপীয় মহিলা সমাজচ্যুত কুলটা রমণীদিগের আশ্রয় দানার্থ একটী আশ্রম করিয়া ছেন। যে সকল স্ত্রীলোক প্রথমে ও গোপনে পতিত হইয়া সমাজচ্যুত হয়,পরিশেষে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহাদিগের রক্ষা করিয়া ও তাহাদের চরিত্রসংশোধন করাই এই আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য। ইদি কালকাতা অপর সাধারণ [illegible] ইউরোপীয় ভ্রষ্টা রমণীদিগের চরিত্র সংশোধনের আশ্রম করিয়াছেন,ঐরূপ দেশীয় রমণী-দিগের চরিত্র সংশোধন করার্থ আশ্রম নির্দ্মাণে উদ্যত হইয়াছেন।

নিজপ্রয়োজনে সম-

করা [illegible] দিবসে ও পড়িতে পারে। এই প্রেণিতে [illegible] অন্যান্য স্থানের [illegible] পুস্তক করা দেখা পড়া করিবে।

ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত আইনটী অনেক অংশে ডাক্তারদিগের অনুকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম যখনি ঐ বিদ্যার পরিবার [illegible] প্রস্তাব হয়, এক [illegible] সে ক্ষমতাটুকু প্রদান করিবে না এবং ছুরি সম্বন্ধে [illegible] নিয়ম করা হয়, তাহারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ডাক্তার [illegible] ডাক্তার [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার [illegible] ইসপাতালের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের ডাক্তারি সম্বন্ধে তদন্তিকারী সিটী [illegible] একটী চাকরী হইয়া গিয়াছে। তাহার [illegible] চন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই, এই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি [illegible] প্রাইভেট সেক্রেটরী গ্রিফিথ সাহেব মহাশয়ের [illegible] ডুমুর গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি পদে নিযোজিত হইয়াছেন।

১লা ফাল্গুনি বারাসাতের সন্নিকটস্থ ছোট আদালত গ্রামে "সোভ রিপন" নামে একটী [illegible] বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটী প্রতিজ্ঞা এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ৬০ জন ছাত্রী হইয়াছে।

ডাক্তার স্মিথ সাহেব অতিশয় পরিশ্রম করিয়া অনেক রমন করিতেছেন বলিয়া ইণ্ডিয়া [illegible] কতিপয় সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক ও অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হইয়া একখানি অভিনন্দন-পত্র ও একটী স্বর্ণ [illegible] উপহার দেন। এই সম্বন্ধে ডাক্তার স্মিথ বলিয়াছেন, ইংরাজমিশনের [illegible] উপর বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া উহাদের প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। সেই রূপ দেশীয়দিগেরও ইংরাজের উপর বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করা উচিত। ইংরাজেরাই বিদ্বেষ জন্মাইবার শিক্ষাদাতা, তাঁহারা যদি উহা পরিত্যাগ করেন, এ দেশীয়দিগের বিদ্বেষ আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

মহারাষ্ট্রীয় শিবজীর সময়ে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত ছিল, এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সে সকল মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গলাইয়া তদ্দ্বারা প্রচলিত মুদ্রা করিবার আদেশ দিয়াছেন। শিবজীর কীর্ত্তির লোপ হয়, ইহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ডাক্তার [illegible] প্রস্তাবে নিম্ন কলিকাতা অধিবাসীর [illegible] প্রোমোটারী পদে [illegible] হইয়াছেন। [illegible]

এক ব্যক্তি বাঙ্কটপুর হইতে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। "গত ৩০ এ জানুয়ারি শুক্রবার রাত্রিতে বেলা ৮৯ পরমধাম অযোধ্যাজী বাঙ্কটপুরের পোষ্ট অ পিসে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস রাত্রি ৮টার সময় কলিকাতা হইতে পোষ্টমাষ্টারবাবুর

ভোমার পোষ্ট আপিস রক্ষার্থে অতিরিক্ত বাইসেকেলের ইহাঁর নিকট ভোম ও পুলীসের মঞ্জুর টাকা দিবে। এই টেলিগ্রাম যেন পোষ্ট আপিসের প্রেসিডেন্ট অ ডিবিজনের সুপ রিটেণ্ডেণ্ট করিয়াছেন, এইরূপ ভ ব করা হয়। টেলিগ্রাম যখন পোষ্ট আপিসে পৌঁছিল, তখন পোষ্ট মাষ্টার অ পিসে উপস্থিত ছিলেন না। তাহার পরেই একজন চতুরবলধারী কাল সাহেব রাত্রি ৮৷০ টার ট্রেণে আসিয়া পোষ্ট আপীসে দিবা ই'ন্ডত হন। তখন ও মাষ্টার উপস্থিত ছিলেন না

ন করিতে আসিয়াছেন। উক্ত সাহেব মাষ্টার ঘটনা পোষ্টমাষ্টারকে বলিলেন যে তুমি পোষ্ট অ পীস ছাড়িয়া কোথা যাও, যে যার নাম উপর

ন,ইহাতে পোষ্টমাষ্টার উত্তর করিলেন,না,তৎক্ষণাৎ সেই টেলগ্রাম সে খানা সাহেবের বিশ্বাস জন্মে, তিনি তখন তাহার ১০৩ টাকা মঞ্জুর ছিল, সাহেবকে বলেন, সাহেবের বলীব বাং, তাহা অর্থ্যা ইহাপর আসিলেন। ও তাহার পর সাহেব সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ীতে করিকাতার প্রস্থান ক'রলেন। পরদিন পোষ্টমাষ্টার মুপরিটেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট ক'রলেন। তিনি এই বৃত্ত ন শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাঙ্কটপুরে আসিয়া তদারক করিয়া বেলা ৩ টার সময় ন কলিকাতায় পৌঁছিয়াই এক কলের উপর মনে হওয়াতে তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। ঐ ছদ্মবেশী সাহেবকে দেখিবা প্রকৃতি অনেকেই চিনিতে পারিয়াছে। মকদ্দমা এখন বিচারাধীনে আছে।

সমাচারপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে ২৯ এ জানুয়ারি দিবা বন হইবার সময় চাকা ষ্টেশনে একজন ইউ রোপীয়ের সমক্ষে দুইজন মুসলমান মুসলমানি আসলাহি বোঝাই করিতেছিল। ইউরোপীয় ভোম আহলে ক্রুদ্ধ হইয়া একজন মুসলিমকে নিজ পরাক্রমের মহিমা এক মুষ্ট্যাঘাত ও অপরকে মস্তকে এক পদাঘাত করে। সেই পদাঘাতেই মুসলি মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলশায়ী হয় ও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি বিষাদসাগরে আবার প্রাণবায়ু পঞ্চভূতে মিলাইয়া যায়।

অপর আঘাত এই:ইউরোপীয় আসামী হাজত অবরোধে বন্ধ হইয়াছিলেন। এমত সময়ে দুই-

এক চাকর পরস্পরে আলাপী হইল। উহার মধ্যে এক ব্যক্তি আসামী হাজত মধ্যে পলায়ন করিতেছে এবং উহাহিগকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া সমাধার ঘোষিত হইতে অবসর করিল না দেখিয়া আস নাকে অবধারিত ঘোষ করিয়া ভূত হইয়া এরূপ অপাঘাত করিল যে আসামী তৎক্ষণাৎ ঘোষিত হইতে পতিত হয় ও দুই ঘণ্টা পরে জীবনলীলা সম্বরণ করে। চা-কর এর মধ্যে পলাইয়া গেল। তদুপলক্ষে এ দুই বিষয়ের বিশেষরূপ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রকৃত বিষয় কি, ঘটনার প্রকৃত কারণই বা কি, আমার মূল অনুসন্ধান করিয়া লিখিতেছি। ভারতের অনেকানেক বলবৎ প্রহারকর্ত্তা ইউরোপীয়ের মারাত্মক প্রহার দ্বারা দেখিয়াছি। এ অপরাধে অপরলোকের কল প্রদর্শনই উচিত হয়। কিন্তু প্রহারকর্ত্তা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে যে তাহার মৃত্যু ঘটিবে তখন সেরূপ সম্ভব বোধ হয় না। যাহা হউক, এরূপে অপরাধে ঘটিলে কখনই বিচারে প্রাণ রক্ষা করিবেক? আসামী বালকের বিষয়ে বক্তব্য এই,

চা-করের গণস্থীত মনে এই অভিমান আছে,

পূর্ব্বাধম চীন

হারিত্ব দিয়া যায়। পরদিবস প্রাতে সবার মৃত্যু-বন্ধ দুই হইয়াছে।

আমরা অত্রাদের মর্ম্মিত প্রকাশ করি উচ্চি, রঙ্গপুরের বিখ্যাতনামা বাবু দামিক্যলাল রায় তাঁহার কন্যার বিবাহে উপলক্ষে মহাভারত প্রচারক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায়ের ইহাদি অনুবাদের উৎসাহ দানার্থ বলপক্ষ অনুবাদের ও মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

৩১ জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২১৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৯৮ এবং তাহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৫৫ জনের মৃত্যু হয়।

২৫ এ জানুয়ারি টেলিগ্রাফ বাবু ভূর্গাচরণ দত্ত তাহের বাটীতে একটী সাধারণ পাঠাগার সংস্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ছাইকোর্টের মুসফ ইণ্ডীয় পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী এম, এ, বি, এল, মহা পণ্ডিত আগমন প্রবন্ধ করেন। পুস্তকালয় সংস্থাপনের

উদ্দেশ্য বিষয় অতীব সুন্দর বর্ণনা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুর চাপদানির মকদ্দমার পর মকদ্দমার তদন্তীয় ডাক্তারি সেনস রক্ত বে, দি, রাজে মাংসের বিচারে অপরাধী ঈশ্বরচন্দ্র মুখির ৭ বৎসর কারাবাস হইয়া গিয়াছে।

জন ও টীনের সীমাসম্বন্ধে অনেকদিন কর্ণ ধরি আসিতেছে হইয়াছে। এইক উভয় বলের বিবা-দের কারণ হইবে মনে হয় না।

একজন বর্ষণ পণ্ডিত পৃথিবীর আয়ু চন্দ্রমা কেও সময় গ্রাম ও জীবের বাস আছে বলিয়া করিয়া বলিয়াছেন। এ ত যেন অনুমানের কথা, প্রত্যক্ষ হইবার উপায় কি কিছু হইতে পারে?

রাজকারের মহারাজ পীড়িত হইয়াছেন অবসর হইয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

সঙ্গীত মুক্তাবলী। * আমরা এই নূতন পুস্তক

পরিবর্ত্তনে বঙ্গীয় সমাজে যে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটি-য়াছে, তাহাতে আর কেবল প্রাচীনকালের আমা বা কুসংস্কারক সঙ্গীতে, অথবা নিছক নিছুট কবির উচ্চ ও বাঙ্গালীর মনীত কৃচি সন্তুষ্ট হয় না। আমের বিস্তার ও উন্নতিতে যেরূপ বাঙ্গালা ভাষা

যাছে। কিন্তু আই বাঙ্গলা কি প্রাচীন কবিতার ভাবাবলী আজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়ে? নূতন ভাবা ও কবিতার যেরূপ আদর আছে, যারা আজ প্রাচীন ভাষা ও কবিতারও সেইরূপ আদর আছে। সঙ্গীত বিষয়েও এই এক কথা। সাধারণবিষয়ক সঙ্গীতের মনোরঞ্জন ও সঙ্গীত ভাবে আজিকার সমুদয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণ গলিয়া যায়। বৈষ্ণব কবি বিষয়ে সঙ্গীতও আজকার দিনের সম্প্রদায়ের অনেকের মনোরঞ্জন করিতে দেখা গিয়া থাকে। বৈষ্ণবদের পদ ক'য়টা পুস্তকবদ্ধ হইয়া বহু বিক্রয়ে প্রচার হইয়াছে কিন্তু শাক্তবিষয়ক ও বৈষ্ণব-দিগের নূতন পদাবলী সাধারণের নিকট সমাদর পাইতেছে না। মহারাজ বাবু ঐ দুই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া সমাজের বাঙ্গালি গণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু

* সঙ্গীত মুক্তাবলী অর্থাৎ ভারতের জাতীয়, সাধারণ, দেশাত্মিক, ঐতিহাসিক ও নানা বিষয়ক গীত সংগ্রহ, শ্রীযুক্ত মহারাজ ৺ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

মক্কার।

প্রিবিকৌন্সিল (১)।
কলিকাতা হইকোর্টের রায়ের উপরে আপীল।

আবদুল গফুর (বাদী) আপিলকারী
মীর মহম্মদ আজম (জোবেদ এবং অন্য ব্যক্তি (প্রতিবাদী) আপিলের প্রত্যুত্তরী।

মুসলমানদিগের ব্যবহারানুসারে প্রকাশ্যরূপে ইহা হইতেছে যে।

১৩ ইাচিউট এলিজাবেথ চ্যাপ্টার ৫ (১)। এই ইাচিউট মকদ্দমে প্রতিপক্ষ কর্তৃক আর না কর্তৃক যে

অভিপ্রায় করা হয়, অথবা পুণ্যকার্য্যানুসারে যে সকল দেবোপাসনা হয়, তাহা রহিত করিবার জন্যে ঐ ইাচিউট দ্বারা আদেশবর্ষের আদালত যাহা প্রত্য

করা হয়, তদ্বিষয়ে আদালত যে নিষ্পত্তি করিবেন, তাহা সমর্থন করিবার।

যেখানে সে কার্য্য দ্বারা এইরূপ প্রমাণ হইতে যে

মহাজনদিগের নানারূপ ঋণ লাভের নিমিত্ত করিয়া নিজ সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টা করা হইয়া ছে, সেখানে এই নিয়ম করা হইয়াছে, ঐ দেবোপাসনা কলোপধায়ক হইতে না।

এতদ্ভিন্ন ডিক্রী হইতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এই ডিক্রীতে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে যে, ঐ পুত্রের মধ্যে একটি দেবোপাসনা করিয়া আমার ঐ ঐশ্বর্য্যের অধিকার নিজ সম্পত্তি পুরুষে দিয়া যায়। এই ডিক্রী হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ডিক্রী নানা প্রকার হয়, বিপক্ষেরা এই কথা বলে, মহাত্ম বিশেষ এক হইতে নিজ সম্পত্তি রক্ষা করিবার আপ

বিবাহ, তাহা ভাঙ্গা ও মৌলাসপুর কেপায় অবস্থিতি প্র বস্তিত। তাহা পূর্ব্বে আবদুল আলীর অধিক ছিল। ১৮৬৭ অব্দে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। উহার মৃত্যু স্ত্রী ইকবার উন্নিসা উত্তরাধিকারিণী ১৮৬৮ অব্দে ৫১৯১৩ টাকা স্ত্রীধন বলিয়া ডিক্রী আনে। ডিক্রীদারেরা ডিক্রীর কার্য্য করাইতে এই আপত্তি হইয়াছে। ডিক্রীদারেরা উক্ত গ্রামগুলি ক্রোক করিবার আবেদন করিলে আবদুল আলীর পোষ্য এই বলিয়া আপত্তি করে যে আবদুল আলী তাহার পুত্র তাহাদের আলীতে ১৮৪৯ অব্দের ৫ই আষ্টোবর দেবো আদা করিয়া ঐ গ্রামগুলি দিয়া যায়। এতদ্দেশকারী

(১) উচ্চতম বিচারালয়ের বিশেষ বিচারক।

এক একটি নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের অধিকার গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন। প্রতিনিধিগণ সেই নির্দ্ধারিত পাঠ্যের তালিকা পাঁচ এবং দশ বর্ষ গ্রামের শিক্ষা প্রণালী প্রতিমা ও বালিকাদিগের অভিভাবকদিগের মধ্যে বিতরণ করেন। বালিকা এবং বালিকা তত্ত্বাবধারকদিগের ন ন অভিপ্রায় ও আত্মীয় স্বজন তাহা আপন আপন গ্রামে লিখিত হইতে থাকেন। তৎপর সমা পরীক্ষা প্রদানের প্রায় ২।৩ মাস পূর্ব্বে একখানা তারের সেই প্রতিনিধিদিগের নিকট প্রেরণ করেন, ন ও বিষয়ে পরীক্ষার্থিনীদিগের নাম ধাম, বয়স ও

(পূর্ব্ব)

নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই আদেশানুসারে প্রতিনিধিদিগের থাকেন। প্রতিনিধি অথবা তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত পরীক্ষাকালে যে পরীক্ষার্থিনী জোবেদা অনুপস্থিত হইলে সেই প্রতিনিধি ও তত্ত্বাবধারককে তাহার প্রতিনিধি পাঠের প্রতিনিধিদিগে প্রতিনিধিদিগে প্রতিনিধি করিতে হয়। অনন্তর সেই পরীক্ষার উত্তীর্ণ পরীক্ষা দিবসে পরীক্ষা প্রেরণ করিয়া থাকে।" সকার পক্ষ বৎসর বয়স্কা ৪০২ জন বালিকা ও মহিলা পরীক্ষার্থিনী হইয়া আবেদন করিয়াছিলেন তাঁহা দের মধ্যে ১৯৪ জন অথবা, ৩৬ জন বিধবা ও ১৪৫

টি কুমারী জানা যায় নাই। আবেদনকারিণী ২৬০ জন পরীক্ষার্থিনী নীতিগত পরীক্ষা প্রদান করেন, এতদ্ব্যতীত আবেদন ব্যতীতও পরীক্ষা কালে ১ জন পরীক্ষা দেন। ইহাদের মধ্যে ১২৮ জন সধবা

সধবা, বিধবা কি কুমারী জানা যায় নাই। সধবার সর্ব্বোচ্চ বয়স ৩৩ ও সর্ব্বনিম্ন বয়স ৬ বৎসর বিধবার সর্ব্বোচ্চ বয়স ৫৮ ও সর্ব্বনিম্ন বয়স ১ বৎসর। কুমারীর সর্ব্বোচ্চ বয়স ১৩ ও সর্ব্বনিম্ন বয়স ৫ বৎসর। উত্তীর্ণা পরীক্ষার্থিনীদিগের মধ্যে আরব ১৫৭, ত খণ্ড ৫০, ফরাশ ১১ সিরা ১০, সাহা ৭, মুসলমান ৫, আর ৫ বর্ম্মা খণ্ড ২ পূর্ত্ত ২, ইউরোপীয় ২, ফ্রেঞ্চ ২, ডেনমার্ক ১, চীনদেশ ১, ইতালি ১, স্পেনীয়া ১।

আমরা সভ্যজগতের মহম্মদনিয়ে মহিলাদিগের সভার অনুষ্ঠানের জন্য ইহাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। এইরূপ সভাসমিতির সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, ততই মঙ্গলের কারণ।

---

১ মহম্মদনিয়ে সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ হইতে, ভারতবর্ষীয় মহম্মদনিয়ে এডুকেশনাল কনফারেন্সের ৮ম অধিবেশনে পঠিত।

কেবল প্রাচীন সঙ্গীতের আর আলোচনার নিমিত্ত বাঙ্গালীর সঙ্গীতজ্ঞতা নিবারিত হয় না। আধুনিক সঙ্গীতের বিষয়েও ইহাদিগকে উদাসীনতা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ, যাহা দ্বারা হৃদয়ে কোন বিশেষ ভাবের অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় সঙ্গীতের প্রতি আমাদের আদর জন্মিয়া থাকে। সম্প্রতি বাবু ঠাকুর এই সঙ্গীত পুস্তকে প্রাচীন সময়ের আমাদিগের বিষয়ের সঙ্গে কতকগুলি বিশুদ্ধ সঙ্গীত সমূহের সঙ্গে সঙ্গে অধুনার কতিপয় প্রচলিত সঙ্গীত সমূহের সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদিগের উহা দ্বারা বাঙ্গালার সঙ্গীত বিষয়ের অনেক উপকার সাধিত হইবে।

বিশেষ বিবরণ। সুস্বর সুতাল সঙ্গী

ন গ্রন্থ করিয়া তাঁহার পুস্তক ও সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা দ্বারা সুশিক্ষার দ্বারায় অনেক বাঙ্গালা সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ে সুরক্ষিত হইতে পারিবে। তবে এই পুস্তকে যাহা সঙ্গীত পারিবারিক গান, আধুনিককালের বিশুদ্ধ প্রবর্ত্তনীয়, প্রকৃতির সাহায্যে হইয়াছে। এই সকল কারণে আমরা এই নূতন সঙ্গীত পুস্তকখানির বড়ই আদর ও করিতেছি। ইহাতে সংগ্রহ, ৮৫ সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রাচীন সঙ্গীত ৩৯ টি, সাময়িক সঙ্গীত ৫০ টি, পৌরাণিক সঙ্গীত ১৩ টি, ঐতিহাসিক সঙ্গীত ১৪১ টি, ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত ২৯২, ও সাধারণবিষয়ক সঙ্গীত ৯১ টি। ইহাতে ১৫ সঙ্গীতের সংখ্যা ব্রাহ্ম সঙ্গীত ২১০ টি, সংখ্যা বিষয়ক সঙ্গীত ৪১ টি, এবং মাউলে সঙ্গীত ৭৫ টি। এতদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত যে পুস্তকে সন্নিবেশ করা হইয়াছে, তাহা যে বাঙ্গালী মাত্র করিবে তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

মহম্মদনিয়ে সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ। † "মহম্মদনিয়েবাসী সকলসাধারণের নৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক উন্নতি বিধান এবং বিশেষরূপে মহম্মদনিয়ের মহিলা স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন এই সভার উদ্দেশ্য।" কিন্তু সভা সৈশবাবস্থায় বহু আত্মীয় স্বজনের মনে কারণে অসন্তোষ হইবেন ভাবিয়া আপাততঃ সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেই সমস্তশক্তি প্রয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সভার কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে নিম্নোক্ত নিয়মিত হইয়াছে যে "সভা বৎসরের প্রথম ভাগে

† মহম্মদনিয়ে সাহিত্যসভার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ হইতে, ভারতবর্ষীয় মহম্মদনিয়ে এডুকেশনাল কনফারেন্সের ৮ম অধিবেশনে পঠিত।

আশিবছরের নিচে। ওয়ারেণ্ট আলী ১৮৫৩ অব্দের ১১ই মার্চ একখানি একরারনামা করেন, তাহার মধ্যে এ কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, আমূল ৬০ বৎসর বয়ঃ করিয়াছেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৫৫ বৎসর বয়স ছিল। তিনি তাহার পক্ষে করিতেন। ১৮৫৪ অব্দে ওয়ারেণ্ট আলীর ১৮ বৎসর বয়স হয়। তার পর ১৮৫৯ সালে এক রেহ আলী একরার নামা রহিত ক'রয়া রেজেষ্টারি অনুসারে কার্য্য করিবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করেন। তাহা রেজেষ্টার আফিসের কিছুদিবস হেফাজতে দরখাস্ত রক্ষিত হয়। হেফাজত হইতে, রেজেষ্টারি আফিস হইতে, পুস্তকে লিখিত হয় নাই; পুস্তকে লিখিত হয় নাই। অতএব উহা রেজেষ্টারি হয় নাই, এই কারণে আপীল হয়, এবং অনেক দরখাস্তের পর প্রিভিকৌন্সিল এই কারণে করিতেছেন উক্ত রেজেষ্টারি রেজেষ্টারি, করা-হইবার নিমিত্ত উহা ফেরা দেওয়া হইয়াছিল। এই নিমিত্ত উহা রেজেষ্টারি আপীল ডিসমিস করিয়া হয়। আপীলকারীকে খরচা দিতে হয়।

—১০—

১৮৮৪। ২৪ এ ডিসেম্বর।

বিচারপতি মাকডোনাল ও বিচারপতি কীন্ড।

ওয়ারেণ্ট এবং অন্য ব্যক্তি (বাদী)

আপীলকারী।

রেহমতি নফর এবং অন্য ব্যক্তি (প্রতিবাদী)

আপীলের প্রতিবাদী।

উইল—স্ত্রীধন বিষয়ের প্রোবেট,উইল রেজেষ্টারি করিবে বা রেজেষ্টারি হইবে না, এ কথা উইলে লিখিত হয় নাই।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিধবার প্রোবেট পাইবার স্বত্ব আছে। প্রোবেট রেজেষ্টারি হইবে না এমন কথা যদি উইলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত না থাকে তাহা হইলে ঐ স্বত্বের বিলোপ হইতে পারে না।

স্ত্রীধন প্রোবেটের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

মৃতব্যক্তি হরিধন নফর দুই বিধবা স্ত্রী ও কন্যা ও পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করে। তাহার জ্যেষ্ঠা বিধবা ওয়ারেণ্ট এবং তাহার কন্যা, হরিধনের কনিষ্ঠা বিধবা এবং তাহার নাবালকের নামে হরিধনের সম্পত্তি হইতে মাসিক ৮ টাকা করিয়া প্রোবেট পাইবার দরখাস্ত করে।

প্রতিবাদীরা এই কথা বলে, মৃত হরিধন উইল করিয়া গিয়াছে। উইলে ওয়ারেণ্টকে কোন প্রকার অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই। ওয়ারেণ্ট এবং তাহার কন্যার প্রোবেট পাইবার দরখাস্ত উইল

এই নিমিত্ত হরিধনের বিধবা স্ত্রী ও অন্য অন্য বাদিনীরা প্রোবেট পাইবার ডিক্রী চেয়। তিনি বলেন উইলে যদিও প্রোবেটের বিধান নাই কিন্তু যাহা-তে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা পাইতে পারে। তিনি ওয়ারেণ্টকে মাসিক ৩ টাকা এবং তাহার কন্যাকে মাসিক ১৫০ টাকা হিসাবে বিধবা আদেশ চেয়।

প্রতিবাদীরা তুর্কিটেণ্ট অনেক বিষয়ে আপীল করিল। তিনি নিম্নস্থ আদালতে, উইলে যাহাকে বিধবার প্রোবেটের বিধান নাই, অতএব সে তাহা পাইতে পারে না। কিন্তু কন্যা বিধবাকাল পর্য্যন্ত মাসিক ২ টাকার হিসাবে পাইবে।

বাদিনী ওয়ারেণ্ট হাইকোর্টে আপীল করিল। হাইকোর্ট উক্ত অনেক বিষয়ে আপীল ডিসমিস করিলেন উইলে যখন বাদিনী বিধবাকে প্রোবেট বিধান লিখিত হয় নাই তখন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সে প্রোবেট পাইতে পারিবে। তবে যে তাহার দেবর আছে তাহা তাহার প্রোবেট পাইবার উপায় করিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অতএব হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহার প্রোবেট পাইবার যে স্বত্ব আছে সে, সে স্বত্বশালী হইবে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া সব অনেকের রায় রহিত করিয়া মূলদেবের রায় বহাল করেন এবং বাদিনী বিধবাকে মাসিক ৩ টাকা করিয়া বিধবা আদেশ চেয়। তদ্ব্যতীত সব অন্য যে রায় দিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিলেন না। তাহার মাসিক ২ টাকা পক্ষের রহ আদেশ বলবৎ রহিল। বাদিনী যে পরিমাণে আপীল ডিক্রী পাইল সেই পরিমাণে খরচা প্রাপ্ত হইল।

—

১৮৮৪। ২৪ এ ডিসেম্বর।

বিচারপতি মাকডোনাল ও বিচারপতি কীন্ড।

উমাপ্রসাদ রায় ও অন্য অন্য ব্যক্তি (প্রতিবাদী)

আপীলকারী।

গিরিশচন্দ্র গুহ (বাদী) আপীলের

প্রতিবাদী।

হিন্দুশাস্ত্র—উত্তরাধিকার—উদ্ধার।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যদি তাহাকে উত্তরাধিকার হইতে উদ্ধৃত বলিয়া বর্জ্জিত করিতে হয়, তাহা হইলে এই প্রমাণ করিতে হইবে, যখন মৃত ব্যক্তি বর্তমান ছিল উত্তরাধিকারী হইবার সময় উপস্থিত হয় সে সময়ে সে পাগল ছিল।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যদি কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইবার সময় পাগল থাকে, তাহা হইলে সে উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া বাদীর অনুকূলে ডিক্রী দেন। প্রতিবাদীরা সব অনেকে আপীল করে, তিনিও আপীল ডিসমিস করিয়া দেন। হাই কোর্টে উহার আপীল হইলে প্রতিবাদীরা দেখে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যে ব্যক্তি জন্মাবধি পাগল না হয়, উত্তরাধিকারী হইবার সময়ে যদি পাগল হয়, তাহা হইলে সে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করেন, যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইবার সময় পাগল থাকে, সে বিষয়াধিকারী হইতে পারে না। বাবুক নাথ বসাক ও রাজেন্দ্র নাথ বসাকে যে মকদ্দমা হয়, তাহা ইহার নজীর। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা আপীল ডিসমিস করিয়া দেন। আপীলকারী খরচার দাবী হয়।

ভ্রমপ্রকারির পত্র।

কবিতা।

এই কবিতার কতকটা আমরা পূর্ব্বপত্রে প্রকাশ করিয়াছি, ছাপটির প্রাকৃতিক শোভা অতি-শয় চিত্তাকর্ষিণী দেখিয়া সাগরসঙ্গমে নীত হইয়াছে, ঐ মনোহারিণী ছবি দিবার কবিতাটী সংস্থাপিত। গৌরসাগরের উচ্চ অট্টালিকা হইতে যখন চারি দিকে নেত্রপাত করা যায়, প্রকৃতিকে বোধ হয়, তখন পরস্পরা যেন মালাকারে বেষ্টিত রহিয়াছে। এক দিকে

করাতে অনুমান হয়, যেন পরস্পরসংলগ্ন (আড়া কাল) বালুকাপূর্ণকাষ্ঠে শিরস্ত্রাণে অর্দ্ধচন্দ্র রচিয়াছে ও এক পার্শ্বে ব্রহ্ম এর উপবীতের ন্যায় এক রেখা মুক্ত মধ্যস্থানে বন্ধন করিয়াছে। প্রাচীন প্রাচীনতা দুই মাইলের অধিক হইবে,বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হয় ও গ্রীষ্মকালে শুষ্ক থাকে। একণে দুই তট ভগ্ন হইয়াছে। নদীর কিনারা দিয়া উত্তর দক্ষিণে সাধারণ পথ ছিল, তাহার উপর দিয়া গাড়ী চলিতে পারে, এমন অনেক পথ ছিল। ঐ পথের উপর দিয়া বর্ষাকালে নৌকা চলিত

কৃতকার্য্য হইবেন। [illegible] সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধানাদি সম্বন্ধে যে সুপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা শীঘ্র উঠিয়া যাইবে। আমরা আশা করি সভার কর্ত্তৃপক্ষ বিষয়ের বিচারপ্রণালীর ভার যাঁহার উপরিদর্শন সভাপতির সম্পূর্ণ অধীন হইবে। এরূপ হইলে প্রকৃত কার্য্য হইবে। আমরা আশা করি এই কার্য্যে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি উৎসাহিত করিবে। কিন্তু যাহারা সভার উন্নতি করিবে এই গুরু ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের ভারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সভ্য হইবেন এবং সময়ে সময়ে সেই সকল সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিবে। সভাসমিতির বড় গুরুতর কার্য্য। বিশেষতঃ গ্রন্থের বিষয় অন্যান্য একটী প্রধান পরিবর্ত্তন করা বড় সহজ নহে, তাহে কাজে সভাসম্পাদক অনেক উৎসাহী তাঁহাদিগকে অনেক দিন 'খাপ্পা' হোন করে হয়, কিন্তু সময়ে তাঁরা হৃদয়ের সাধু অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন।

এখানকার কালীপ্রসাদের অধিকাংশ হোগলকুড়ে কোম্পানী একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করিতেছেন। ঐ পুষ্করিণীতে ছয়শত জন লোক কার্য্য করিবে। তন্মধ্যে যাইতেছে সেই জন কোম্পানীর লোকেরা কার্য্য করিবেন। পুষ্করিণী খনন করিতে যে টাকার খরচ হইবে তিন হইয়াছে।

আজ কয়েক দিবস হইল মুন্সেফ পুলিসের সব ইন্সপেক্টর একজন চৌকিদারকে অপরাধ করা অপরাধে সামান্য প্রহার করিয়াছিলেন। পুলিস পুলিসকোর্টেই আসামীর সাক্ষ্যে সাহেব সেই সামান্য বিষয় লইয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন। শুনা গেল, সব ইন্সপেক্টর বাবু কে সমন্স করা হইয়াছে। আমরা বলিতে পারি এই সাহেবদিগের কমিটিতে প্রহার করা অন্যায় হইয়াছিল, কিন্তু এরূপ সামান্য সামান্য অপরাধে [illegible] সাহেব কোন অনুসন্ধান না করিয়া ইন্সপেক্টর বাবুকে ডাকাইয়া সমন্স করিলেন, ইহার অর্থ কি?

আজ কয়েক দিন হোগলকুড়ে কোম্পানীর নিযুক্ত ইউরোপীয় হোগলকুড়ে কর্ম্মচারী ও তাঁহাদিগের পাচক ব্রাহ্মণদিগের টিকা হয় নাই তাহাদিগের টিকা দিতেছেন, শুনিতে পাই এ বিষয়ে হোগলকুড়ে কোম্পানী যে বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় টিকাদারগণ যে রীতি পাইয়া আসিতেছেন, তাহা কোন কার্য্যেরই নহে। এক এক জনের ২।৩ বার টিকা দিয়াও টিকা উঠিতেছে না। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, যেন না বলপ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

১

[illegible] সৌরব ঘোষণাকারী [illegible] [illegible] [illegible]

বিজ্ঞাপন।

NARTAM & CO.

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PRIS RUE VIVIENNE. 8 PARIS.

[illegible] ...ফোস্পানির [illegible] ...ঔষধ [illegible] ...

...ঔষধ ব্যবহারে মাত্র, কাশি, বক্ষ, [illegible] ...ঔষধ [illegible] ...ঔষধ [illegible] ...

...ঔষধ বিক্রেতা [illegible] ...

...ঔষধ [illegible] ...

ম্যাগ্নেসিয়া ফ্যাস্পিনিলস এবং সিডেরাটি

বিশুদ্ধ ঔষধ।

...ঔষধ [illegible] ...ঔষধ [illegible] ...

...ঔষধ সেবন করিলে শরীরে রক্ত হয় ও বলা ...করে। ইহা মনুষ্য জীবনের বিশেষ উপকারী। ইহাদ্বারা রোগের আধিক্যতা হ্রাস হয় এবং আহার করিলে উত্তমরূপ পরিপাক হইয়া রোগকে দূর করে। ...রোগের আধিক্যতা কমিলেই অন্ন শারীর হ্রাস হয় এই ঔষধ ব্যবহার সেবন না করিলে উহারোগের আক্রমণ হইতে থাকে। যুবক, বৃদ্ধ ও যে সকল বালকের অতি কোমল উহা ভাষাবিশেষে বিশেষ উপকারী। উহাদ্বারা, চঞ্চলমতি বালকের দুর্বিষহ অসহ্য পাপে যে উদরাময় হয় তাহাও আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানী দুর্বিষহ কাশী, অম্বা পুনর্ভূদ, অরুচি, বাতরোগ ও অজীর্ণের আর বিন্দু পীড়া কখনো শরীর হইতে থাকে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির [illegible]

এই ঔষধসেবনে [illegible] ...বিষয়ে, [illegible] ...

...ফোস্পানি, [illegible] ...ফোস্পানি, [illegible] ...ফোস্পানি, [illegible]

অনুমতি অনুসারে ঔষধ সকল মূলত মূল্যে পাঠাইয়া দিই।

বিনা এক পয়সায়

সন ১২৯২ সালের

পঞ্জিকা লইয়া ঐ পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপন বাহাদের দ্রব্য বিজ্ঞাপন দিতে পাঠাইয়া দিব। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ৫৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

৩০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকৃতরূপে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে একটী আয়ু র্ব্বেদ শিক্ষার বিদ্যালয় আবশ্যক। অতএব ঔষধালয়ের প্রথম স্থাপয়িতা চিকিৎসক শিরোমণি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় সেই অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহার ঔষধালয়ের সহিত একটী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন সংকল্প করিয়াছেন।

যে কোন ব্যক্তি মাসিক ৩ টাকা করিয়া দিলে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন। তাহা দ্বারা চিকিৎসাবিষয়ে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদের মত ও তত্ত্ব, ঔষধ প্রস্তুত করণ প্রণালী

নিত্য ব্যবহার উপযোগি শীঘ্র ও নিশ্চয় আরাম হয়। মূল্য ২০ ফ্লাস বোতল ১, প্যাকিং ।০ শুল্ক ১০।০।

নীমের তৈল।

ডাক্তারী উপায়ে নীম হইতে প্রস্তুত তৈল। ঘরের কুট্‌ না পাইলে যদি কিছু পুরাণ খাঁটের তাহা হইলেও নীম। নীমের তৈল আমরা বহু বৎসর হইতে বহু রোগে প্রস্তুত করিয়াছি। ঘোস, দাদ, চুলকনা, ছুঁদি পচা ঘা, কুষ্ঠ, অস্থির কৃমি ইত্যাদি রোগের ঔষধ। ইহা ব্যতীত যত প্রকার ঘা আছে, ইহা সকল প্রকারেই উপকারী হয়। বড় বোতল ৪ ছোট ২ প্যাকিং ।০।

এক্‌সেল্সার মলম।

ইহা দেশীয় উপকরণে প্রস্তুত, এবং ইহাতে পারদ কিম্বা অন্যান্য রোগঘ্ন পদার্থের লেশমাত্র নাই ইহা ব্যবহার করিলে সে সকল গুণ, প্রীতিরোগও আরাম হয়। ছোটা ২ প্যাকিং ।০।

অক্সফুলের ঔষধালয়।

ইহা ব্যবহারে এক সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্যলক্ষণ পরম পীড়া আরাম হয়। মুখস্রাব, ঘাখা ব্যথা, অজীর্ণতা বমন, জ্বর, অম্লবমি, পেটে ব্যথা, ক্ষুধা-মন্দ, গর্ভাবস্থা ও স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রকার পীড়ার, ইহা এক ঔষধ ব্রহ্ম। ইহা দেশীয় উপকরণে প্রস্তুত করা যায়। বিলাতী ঔষধের নাম গন্ধ ইহাতে নাই। প্রতি ১৬ পুরিয়া ১।০ শুল্ক ১৩।

প্যারাগ্রিড মিক্‌শ্চার।

ইহা ব্যবহারে নাড়ি ধিরে যায়, মূত্র নির্গমন, দুর্গন্ধতা, জ্বালা, ক্ষুধা ও নিদ্রোকর্ষণ যন্ত্রণা, বস্তি ব্যথা যায়, অনেকাংশে অম্ল, এবং স্ত্রীলোকের পেটে ব্যথা, ঘন ঘন প্রস্রাবের আলা, প্রভৃতি আরাম হয়। প্রতি শিশি ২ প্যাকিং ।০

উক্ত পীড়া সকল নীম ঔষধ করিবার জন্য পিচকারী সহিত প্রথম, এবটী পিচকারী ও ঔষধ ১।

এঃ ঘোষ, কেমিষ্ট।

কলিকাতা ঠনঠনিয়া, বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ৪৭ নং বাটী।

যোগবাহী দালগুড়া।

অস্থির দন্তা ও সপ্তাহের ৩ টাকা প্যাকিং ।০।

এই পরীক্ষিত ঔষধে, দালগুড়ার পুরাতন অনেক রোগ তিন সপ্তাহ সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যিনি সেবন আরম্ভ করিয়া পত্র লিখিবেন তাঁহাকেই সেবনীয়, ও৹ আনা পাঠাইলে ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

শ্রীনগিরোদ্ধব সেন কবিরাজ।
কাশী আবিনিবাস হালিসহর।

সটীক।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অর্থাৎ ৫ (১৮৬২ সালের ১০ আইন) এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন সংশোধক আইন অর্থাৎ ১৮৬৮ সালের ৪ আইন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সেন এম এ, বি, এল কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা, বম্বে মাদ্রাজ, এলাহাবাদ প্রভৃতি হাইকোর্টের সমস্ত নজীর, সারকিউলার অর্ডর সন্নিবিষ্ট।

মূল্য ৩।০

চিৎপুরের পথ ডাক্তারখানার দোকানে, পটল ডাঙ্গা মেডিকেল লাইব্রেরিতে, [illegible] ডিসপেন্সারিতে এবং সকল কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ন ২২২ দোকানে পাওয়া যাইবেক।

ভাবপ্রকাশ।

(মূল ও অনুবাদ।)

সম্প্রতি এই সুবিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে মূল্য ১৸০ আনুমানিক /০।

এখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক। ইহা পুস্তক মাত্রেরই বিশেষ উপকারী। এই পুস্তকে স্নান, আহার, বিহার, নিদ্রা, ঔষধ প্রস্তুত এবং রোগ নির্ণয়, ঔষধ মূল ও ঔষধাদি প্রস্তুতকরণ প্রণালী প্রভৃতি কবিরাজদিগের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশে লিখিত আছে। পুস্তক সমুদায় পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। আপাততঃ তিন খণ্ড প্রচার হইয়াছে। মূল্য প্রথম খণ্ড ২, দ্বিতীয় খণ্ড ১৸০ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৸০।

World Book English to Bengali for Minor students, by N C Gangulee Price and 4—6 to be had at Somaprukash Depository

সোমপ্রকাশ ডিপজিটারী
১৯ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা } শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের

শ্রীযুক্ত বাবু রামবিহারী পাল—বিষ্ণুপুর। ১০
" মহারাজ যতীন্দ্র দেব—জয়াবেমরা ১০ /
" " গিরিজানাথ রায় চৌধুরী—ভবানীপুর ,
" " তারাবিলাস মিত্রোপাধ্যায়—বালিঘেরা ৭
" " কুঞ্জলাল তর্কপঞ্চানন—বর্দ্ধমান / ৭
" " অটবিহারী পাল—বাগবাজার ৩৭
" " যোগিন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল—ফিরোজপুর ৫
" " অন্নদাপ্রসাদ সেন—রাধাবল্লভ /
" " মহেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—শিমলা ৩৫
" " নবীনচন্দ্র গুহ ঠাকুর—রাজাপুর ৩।০
" ধারাইপুর স্কুলের ছাত্রগণ ৩৫
" " যোগীন্দ্রনাথ বসু ছাত্র—বাগবাজার ৫।
" " ছাত্রগণের পক্ষে সহকারী শিক্ষক—ধারাইপুর স্কুল ৯
" " শশিভূষণ রায় বালকের ছাত্র—কলমাগ্রাম স্কুল ৩৭
" " সম্বলকরায় বয় ছাত্র—৭ টাকা ৩৫

[illegible]

মফস্বলে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা সমস্ত পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অমনস্ত পক্ষে মাসিক নৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার বর্ত্তমান সোমপ্রকাশ ডাকঘর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নামে মোকাম ঘুরিয়া চিঠি যদি আসার, তাহার অভাব যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় যাহা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আনার আমরা মূল্য টাকই প্রেরণ ও মনে করিতে হইবে না। অন্য বিষয়ে লিখিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি সংখ্যা /০ ছয় আনা হারের পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

— এই পত্র কলিকাতার অধিকাংশ সোমপ্রকাশ ক্রয় করিয়া [illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] চক্রবর্ত্তীর বাড়ী [illegible]

সোমপ্রকাশ

২১ ভাগ। "ঘবনস্তা" ইত্যাদিভিস্তাব আর্য্যৈব ভাষা যবনানী তদ্ভবতী ন ভীষ্যতে।" ১৫ সংখ্যা।

অগ্রিম ব্যয়ের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৯১ সাল। ১৩ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮৫। ২৩ এ ফেব্রুয়ারি। | ৫ রিপনাব্দ। ১৩ ই ফাল্গুন। | অগ্রিম বাণ্মাসিক মূ০ আনমূল্য পত্রের ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়দের নিকট সানুনয়ে অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন নিয়মানুসারে স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপ সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঁদড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

যেসকল মফস্বলের গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে গিয়া রসিদ লইবেন। [illegible] ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডর কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শিশির বিক্রয় ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩৷০ টাকা মূল্যে [illegible] বিক্রয় করিতেছেন।

[illegible] পুরাতন অক্ষর ১৫০ রাশ প্রস্তুত আছে। প্রয়োজনগণ আমাদিগকে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনদাতার নাম ধরিয়া আমাদি

[illegible] স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপনের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম ছত্রবার প্রতি ৭ ছিঃ ৫ আনা, তাহার পর /০ আনা।

এখন হইতে যে সকল অক্ষরখানির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহার দুইবার বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশহার	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	৫০

নীতিসার।

১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	৩০
বিদ্যেশ্বর বিলাপ	।০	১০

তরখানি একত্র লইলে মাশুলাদি ডাক মাশুল /১০ সাঁপনে।

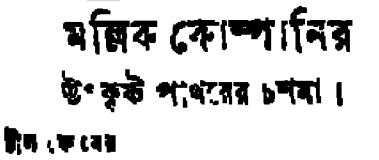

মল্লিক কোম্পানির

উৎকৃষ্ট পাথরের চশমা।

ষ্টীল ফ্রেমের	৩
রূপার ফ্রেমের	৮
সোণার ফ্রেমের	২৫
ষ্টীল ফ্রেমের কুইান	৩
ঐ অন্য সের দূরের ও ছয় চক্ষু আবরণী	৪

[illegible] এবং চশমা সংযোজিত হইয়াছে কি না ইহা ও সমাচার [illegible] আমাদিগের নিকট পাঠাইলে যাহা কিছু ত্রুটি [illegible] সংশোধন করিয়া পাঠান যাইবে।

১ম শ্রেণীর দোকান
২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট।

মল্লিক এণ্ড কোং।

সমস্যা পূরণ পেনী।

(অতি উৎকৃষ্ট সমাজ বন্ধন।)

পাঁচ পেনী সমাজ লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ইহা ৮ খণ্ডে শেষ হইবে। প্রতি খণ্ডের ৵০ আনা। যাঁহারা কার্ত্তিকের মধ্যে ৷০ আনা দিবেন, তাঁহারা সমস্ত পাইবেন।

শ্রীচন্দ্রনাথ ঘোষ
[illegible]
জেলা, খুলনা।

$\frac{১৮৮৯}{১৮৬৮}$ সং সনন্দ।

রাজস্ব ও কৃষিকার্য্য (টেলিগ্রাফিক ও প্রকাশ্য) সম্পর্কীয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিয়ম ১৮৫৪ সালের ২৭ এ অক্টোবরের কার্য্যবিবরণ হইতে উদ্ধৃত।

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের ১৮৮৪ সালের ৩১ জুলাইর ১০৫ নং পত্র,

ভারতীয় সকল গবর্ণমেণ্টের ও শাসনকর্ত্তৃপক্ষের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের $\frac{১৮৮৪}{১৩৯}$ সনন্দকারক,

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের প্রতি ১৮৮৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের ১৩ নং পত্র,

সমুদায়ের

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর হইতে $\frac{১৮৮৪}{১৮৮৫}$ পত্র

পাঠ করা গেল।

নিষ্পত্তি।

অমরা মহামান্য মুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শ্রীশ্রীমতীর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের দ্বারা তাহাকে সম্মান ও প্রকাশ করিয়াছেন। যুবরাজ এক্ষণে এদেশে আসিয়াছেন যে ভারতীয় প্রজাবর্গের আনন্দার্থে, শ্রীশ্রীমতীর অধীনস্থ উপনিবেশ ও ভারত রাজ্যের সীমার মধ্যে যে অসীম ভূমি সমাবেশ উপায় রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ঐক্য প্রজাবর্গদিগের হৃদয়ঙ্গম করাই প্রধর্শনীর উদ্দেশ।

২। এই ব্যাপারে সহায়তা করা ইতিপূর্ব্বেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষসমূহকে আহ্বান করা হইয়াছে। এক্ষণে যাহা তাহার উদ্দেশ্য, সিদ্ধিলাভ ও তাহাকার্য্যতার জন্য সমুদ্র সম্পূর্ণ ও সুচারুরূপে প্রধর্শন করিবার যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সমস্ত ভারতবর্ষীয় সাধারণ লোকে জানিতে পারে, ইহাই গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক।

৩। ১৮৮৬ সালের যে মাসের প্রথমভাগে সাউথ কেন্সিংটন নামক স্থানে প্রধর্শনী খোলা হইবে। ঐ বৎসরের ১ লা জানুয়ারির পূর্ব্বের ভারতবর্ষীয় প্রধর্শনীয় দ্রব্য ইংলণ্ডে পাঠান আবশ্যক।

৪। যাহাতে ভারতীয় কারখানাসমূহের বিষয়ে আরও উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহার কি নিয়মে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে এবং কি পরিমাণে তাহা লাভ করা সম্ভব, তাহা জানান যাইতে পারে না। কিন্তু স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা যেরূপ নির্দ্দেশ করেন সেই প্রকারে, যত সত্বর সম্ভব, তাহার জন্য প্রধর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের আবেদন প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং ১৮৮৫ সালের ১ লা মার্চ্চের পূর্ব্বে যে সকল দরখাস্ত পাওয়া যাইবে তাহা বিশেষ এই বন্দোবস্তের প্রমাণ দেওয়া যাইবে যে যে পরিমাণ স্থানের জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ পাইবার নিশ্চয় থাকিবে না এবং স্থানের মূল্যসম্বন্ধে যদি অসন্তোষ হয় তাহা হইলে পরে দরখাস্ত করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিবে।

৫। প্রধর্শনী ঘরে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত যে সকল চিঠিপত্র লিখিতে হইবে, তাহা রাজস্ব ও কৃষি আফিসের প্রধর্শনী শাখা হইতে ভারতীয় সচিব কার্য্যালয়ের নামে পাঠাইতে হইবে।

আজ্ঞা।—এ আজ্ঞা হইতে যে, তাহা পাইবার প্রার্থনাপত্র যে স্থানে করিতে হইবে তাহা জানাইয়া

আগ্রা ও	মধ্যপ্রদেশ।	ঐ বিভাগের অন্তর্গত নিম্নিখিত স্থানীয় সেক্রেটরী
অযোধ্যা।	ব্রহ্মদেশ।	সকলে প্রকাশ করিবার এবং দেশীয় ও ইং
বঙ্গদেশ।	কুর্গ।	রেজী ভাষার সংবাদপত্রে প্রেরণ করিবার
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ	আসাম।	অনুরোধ করিয়া পার্থিবিক স্থানীয় সকল
ও অযোধ্যা।	হায়দ্রাবাদের রেসিডেন্ট সাহেব	গবর্ণমেণ্টের ও শাসন কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট এই
পঞ্জাব।	বোম্বে প্রদেশের সেক্রেটরী।	নিষ্পত্তিপত্রের নকল পাঠান যায়।

আরো আজ্ঞা হইল যে, এই নিষ্পত্তিপত্র ইণ্ডিয়া গেজেটের পরিশিষ্ট পত্রে প্রকাশিত হয়।

(প্রভুর উদ্ধৃত করা।)

ই. বি. বক্কু,

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

Regr No 1300BJ—425—30-1-85

ভারতীয়।

সঙ্গীত মুক্তাবলী।

অর্থাৎ

ভারতের জাতীয় সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ধর্ম্ম ও মাসাবিষয়ক

সংগীত সংগ্রহ।

প্রায় ১০০০ এক হাজার উৎকৃষ্ট

সংগীত।

মূল্য ১৷৷ টাকা, ডাকমাশুল ৵০। কলিকাতা সোমপ্রকাশ সম্পাদক পুস্তকালয়ে ও ঢাকা জগন্নাথ স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

১। জাতীয় সঙ্গীত—উদ্বোধনা, শোভনা, বিদায়বিষয়ক, সমাধি বিষয়ক।

২। পৌরাণিক সংগীত—অর্থাৎ ব্রহ্মবন্দনা, স্তবের বিবাহ আগমনী, শুভসংবাদ, দুঃখ প্রকাশক পরমার্থ, হরিসঙ্কীর্ত্তন ও কলোপাখ্যান, সাধনী ও সতীর পাতিব্রত্য, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও প্রেমবিষয়ক।

৩। ঐতিহাসিক সংগীত—অর্থাৎ ঘটনার ভাবী বিষয়ক ও বিলাপ, সত্য সমর, বীরত্ব প্রকাশ, বীরত্ব বর্ণনা, শাক্য সিংহ, বিশ্বামিত্রযজ্ঞ, সিতা উদ্ধারের পরে, রামযোগের যাত্রা, শুকদেব বন্দ, ও কবি বিষয়ক সমাজ, চাতুরহরণ ইত্যাদি বিষয়ক।

৪। ধর্ম্ম বিষয়ক—অর্থাৎ ব্রহ্মসঙ্গীত, রামপ্রসাদী, রামদুলালী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির শ্যামা বিষয়ক সংগীত। বাউল ও বৈষ্ণবাদিবিষয়ক ভজন ও কীর্ত্তনাদি এবং কালাল ফকিরদিগের ফকীরের গান।

৫। মাসাবিষয়ক সংগীত—বুদ্ধাবতারস্তুতি, বুদ্ধ ভক্তিযোগের মনসুর বাবুর নিজানন্দ, ভিক্ষুর বিদায় গীতি, গুরুবাক্য, শিষ্য সেবোপদিয়ের বুদ্ধ উপদিষ্টির বোধ, কুকীর সেবোপদিয়ের, সেবকবাবুর বুদ্ধ, ধর্ম্মপ্রচারক ও অন্যান্য ভাবের অনেক গান।

ইহা বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দি, মহারাষ্ট্রী ও উড়িয়া ভাষাতেও এই প্রকার সংগ্রহ হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

একটী বাঙ্গালা বালিকা ইংরাজী প্রণালীতে পড়াইতে পারেন এমন একটী লোকের প্রয়োজন। উপযুক্ত ইংরাজী জানা চাকরের আবশ্যক, তিনি পরীক্ষায় পাশ হওয়া না হওয়া অধিক নাই। মাসিক বেতন ২০ টাকা এবং আহার ও একটী ঘর প্রাপ্ত হইবেন। উপযুক্তার্থী ব্যক্তিগণ এতদ্বারা অদ্য হইতে ৬ টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আবেদনপত্র লওয়া হইবে।

শ্রীকালা।

শ্রীযুক্ত [illegible] ম আদালতের

পক্ষসমর্থনকারী—কলুটোলার মেস

বাসিকা।

শিক্ষক আবশ্যক। মাসিক বেতন ১৫ টাকা। যাহারা সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাল পড়াইতে পারেন, তাঁহারা আবেদন করিবেন। কিন্তু স্বাস্থ্যকারীর ১৩টী অধিক ন আবেদন করিবেন। ভাই ১ নোট। শ্রীশ্রীনাথ সরকার।

সম্পাদক।

প্রেরিতপত্র।

বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে অন্যান্য আপত্তির খণ্ডন।

(গত প্রকাশিতের পর।)

গত ১২ এ পৌষের সোমপ্রকাশে "বিধবা বিবাহ" বিষয়ক প্রস্তাবের পাঠ সমাপ্ত হয়। তিনি ঐ প্রস্তাবে যে সকল অভ্যাপত্তি ও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় বলিয়াছেন, সে সকলের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ মতের ঐক্য আছে এবং ঐ ক্লেশগুলির নিবারণ না হইলে সমাজের মঙ্গলের আশা করা যায় না ইহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু অভিপ্রায়ের এক হওয়াতে উপায় বিধবাবিবাহের পুনর্ব্বিবাহ এবং উহাতেই সমাজের মঙ্গল হইবে, এ কথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। হয়ত বিধবা ভগ্নীর বা কন্যার ক্লেশ মোচন করিতে পরা কুমারী কন্যা বা কন্যার ক্লেশের কারণ সন্তান করিয়া দেওয়া হইবে; তিনি প্রস্তাবে বিধবার যে চিত্রটী দিয়াছেন, তাহা একান্তই নহে, সচরাচর, তদ বিশেষে বিধবা তাঁর আত্মা অন্তরে "হায়ি অপ্রাপ্তি" বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, এবং বিধবারা সংসারের অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে সে সকল ক্লেশ দূর হইবে, এ কথা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। বিধবা ভগ্নী বা কন্যার ক্লেশ দূর করিতে হইলে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে হইবে, এ কথা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। বিধবা ভগ্নী বা কন্যার ক্লেশ দূর করিতে হইলে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে হইবে, এ কথা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। বিধবা ভগ্নী বা কন্যার ক্লেশ দূর করিতে হইলে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে হইবে, এ কথা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না।

বিধবাবিবাহের পক্ষে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে সংশয় স্থল আছে। আমার স্ত্রীর ইহার বিপরীত চিত্রের আছে। আমরা বেদ ভাষ্য আলোচনা দ্বারা বিধবা অবিবাহিতা অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মসংযম সহিত ধর্ম্ম করিয়া থাকেন, এবং পিতা মাতা বিধবা কন্যার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা বাস করিয়া তাঁর অতি স্নেহের সহিত তাহাদিগকে অবশ্য এ সংবাদও আছে। কোন কোন স্থানে যেমন বিধবা অবিবাহিতা "নিয়মিত ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত জলা আছে" বোলাইতে হয়, এবং "যৌতাকুড়ানীর উচ্ছিষ্ট খাদ্য খাদ্য" বর্জ্জন করিতে হয়, আমার ভেমনি এরূপ অনেক বোধ হয় যে বিধবা ভগ্নীর সংসারের সর্ব্বে এমনি আধিপত্য যে "সমাজী ভাবিনী" হইয়া বসে এবং তাহার অত্যাচারের জ্বালায় গৃহকর্ত্তার প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় হইয়া থাকে। "বিধবা ভগ্নী" এক স্থলে দ'ন্যায়ছেন "স্নেহের জন্য সাধী স্ত্রীলতা রমণী রমণী হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের অনুরাগে স্নেহকুহকে একান্তিকী বিমর্জ্জন দিতে পারে না।" ছিঃ ছিঃ

ও ই তব উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ যাহা আছে ও ইহের বংশরেখাদের সঙ্গেই সঙ্গে কোন ক্রমেই যোগ পায় না। তিনি আর একস্থলে বলিয়াছেন, যে পুরুষগণ যার পুনর্ব্বিবাহ এত দূর হইলে "স্বামী বলোদের না হইলে তাহারা (স্ত্রীরা) স্বামিধ বিনী হইবে"

তিনি যদি আমি দিতেন

স্বামিনী,

ধ বিনী হইলে পারে ইহা বড় সমধ কথা (১)

গর্ভস্থ সন্তানের বা নবজাতপুত্রের মঙ্গল মুখ বিলোকন করা তাহার প্রোজন হইতে পারে, এবং যে মাতা "স্নেহকুহকে একান্তিকী বিমর্জ্জন দিতে পারে না" সে মাতা "স্নেহকুহকা" নিবারণ করা স্বামিঘাতিনী হইতে পারে না এ কথা তিনি বলেন তিনি "কুহকা, আত্মোদরিয়া, অসন্তিষ্টচরণা"

(১) অনুবাদে অধিক বিস্তার করিয়া [illegible] ভাবের অধিক বর্ণিত করাতে [illegible] হইতে হইতাকারী হইলে এ নিয়ম করা হোক, এবং স্ত্রী স্নেহের অন্য পতিবিনী হইলে যদিয়া স্বামীর স্ত্রী পতিঘাতিনী হইবে, এ নিয়ম করা হোক। বিবাহবিধান এতদিন হইলে সব এবে কি পুরুষী হইতে এরূপ অসঙ্গতি হইবে? সো—ন।

"কামমনী" রমণী হৃদয়ের ভাব কিছুমাত্র অবগত থাকে, তখন তিনি প্রকৃত কথা গোপন করিয়া সত্যের অবমাননা ক রন; ঐ ভাব দ্বারা কোন মতেই প্রশংসা নহে। আমি সমস্ত রমণীকুলের কথা

আলোচিত বেশে আছি এমন অনেক রমণী বর্ত্ত আছেন যাঁহারা কুলনারী, পতিসেবিকা, পতিপ্রাণা পতিমুক্ত জীবন্মৃতা ও ব্রহ্মচারিণী, যাঁহারা আর্য্যজাতির বুদ্ধোজ্জ্বলকারিণী ভারত তাঁহাদের গৌরবে যথার্থ গৌরবান্বিত স্বামী বা স্ত্রী মনোমত না হইলে পারে অতিই থাকে এরূপ বিবাহবিধান প্রচলিত আছে কুমারী কুলীনের সমাজের স্বামী বা স্ত্রী ত্যাগ বিধি (২) চলন আছে। সেখানে সমস্ত সমস্ত সমস্তারী এই বিধির আশ্রয় লইয়া মনোতীত সাধন করিতেছে তাই কুলা অন্তে সমস্ত সমস্ত স্থলে অল্পতঃ শত শত স্বামীর জীবনসঙ্গের ঘটিত আসিতেছে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয় সন্দেহ অবলম্বন করিয়া বলা যায় যে তথায় স্বাধিনতা একেবারে বিলয় নহে। এই কথাই আমি পক্ষান্তরে স্বাধিনতা

স্বাধিনতা,

বিধবাবিবাহের সাথে এ বিধির সাদৃশ্য। কেবল যে স্বাধিনতা নিবারণের উদ্দেশেই এ বিষয় প্রচলিত করা উচিত তাহা নহে, যদি প্রকৃত প্রস্তাবে রমণী কুলের (কেবল কতকগুলি বিধবাবালার নহে) উপকার সাধন ও মঙ্গল হয়, তাহা হইলে সমাজ হইতেছিলের মনে করা উচিত যে এরূপ অনেক পরিবারে, কুক্রিয়াবিত, পাষণ্ড স্বামী আছে তাহাদের হাতে

[illegible]মর্পণ হইতেছে

তা চির দৈবধাবস্থা

ভোগ করিতেছে অন্তর, এ কারণেও এ বিষয় প্রচলিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। বিধি যদিই বলুন না কেন "পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে" আলোকিত সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বাধিনতার স্বাধিনতার বিধি প্রচলন করিতেই হইবে, উহা ও কুক্রিয়াবিত বিবাহবিধানের মত নিষ্প্রয়োজন হইবে এই উহাই বিশেষত্ব কথা।

বিধবাবিবাহ দিয়া আমি কারি কি ব্যাপারটি ঘটিয়াছে। এ কার দ্বারা উহা ছিল তাহাই বলিতেছি-

(২ যত দিন পর্য্যন্ত এদেশে স্ত্রীলোক থাকিবে, যত দিন [illegible] পুরুষের পুত্র কন্যার বিবাহ সম্পাদিত হইবে, ততদিন স্বামী ও স্ত্রী পরিত্যাগ বিধি [illegible] সমাজ হইতে স্বামী স্ত্রী পরিত্যাগ ও স্ত্রীর স্বামি পরিত্যাগ [illegible] মূলে কুঠারাঘাত হইবে না। কিন্তু পুরুষের সেই অমূল্য পরিত্যাগ করা সঙ্গত হয় না। যখন স্ত্রী সমাজীত করিবার প্রথা এত দূর হইবে, তখন পরিত্যাগ বিধি [illegible] হইবে। সো—ন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] হইল, এক ব্যক্তি [illegible] যে, কলকাতার বিদ্যাবিলাসের বিরুদ্ধে কোন কোন " অর্বাচীন বালক, অর্দ্ধশিক্ষিত কুসংস্কার সমাজস্থ" ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অত্যন্ত একটী সভা হয়। সভাপতি বিদ্যা বিলাস পক্ষীয়দিগকে গালি দিতে আরম্ভ করিলে " কোথা হইতে প্রায় দুই শত ছাত্র (কৃষ্ণ, শ্বেত) আসিয়া প্রায় দ্বিতীয় বক্তৃতা আরম্ভ করিল।" সভা পতি পলাইলেন এবং অবশিষ্ট পণ্ডিত কয়জন, " পূর্ব্বদেশে কিঞ্চিৎ পুরস্কার " ঘোষণা করিলেন। এইরূপ কথিতাছে আমি কহিয়াছিলাম, এবার কয়েকজন নিঃস্বার্থ অর্দ্ধশিক্ষিত অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রচার " পুরস্কার " পাইলেন, পরীক্ষাস্থলে অনেক সু পণ্ডিত উদ্যমশীল যুবকও যে ঐরূপ " পুরস্কার " পাইবেন না, ইহা কে বলিতে পারে? এরূপ হইলে দেশের যত মঙ্গল হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিদ্যাবিলাস প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে কোন কোন সুসভ্য, সু পণ্ডিত, সমাজমান্য ব্রহ্ম হিন্দুসমাজ ও ব্রহ্ম পণ্ডিতের প্রতি যেরূপ অন্যায়রূপ দূষিত বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন তাহাতে যে দুই একজন " অর্দ্ধশিক্ষিত, কুসংস্কারসমাচ্ছন্ন " বঙ্গপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উৎপত্তির গালি দিবেন, ইহা আর বিচিত্র কথা কি? সংবাদদাতা বালকদিগের এ আচরণ আবার আস্কারাদাতাকে একান্ত কহিয়াছেন, ইহাই বিস্ময়ের কথা। বা বিধ! ইহা আমার প্রলাপের কথা। বালকেরা প্রশংসাযোগ্য নহে, তাহারা কঠিন দণ্ডযোগ্য। একে ত চঞ্চলমতি বালকগণের আচরণে অভিভাবকগণ ও শিক্ষকগণ সন্তুষ্ট নহেন, তাহাতে আবার ষ্টেনর ও র‍্যামরে সাহেবের অব তরিতে তাহারা উৎসাহান্বিত, এমন সময়ে যদি সমাজের পূজ্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে প্রহার করিয়া তাহারা দণ্ডিত না হয়, তবে তাহারা একেবারে প্রশ্রয় পাইয়া যাইবে এবং সমাজ কণ্টকের আগার হইয়া উঠিবে। কৃষ্ণনগরে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে কি এমন একজনও নাই যিনি এই সকল দুষ্ট বোয়াটে ছেলেদের শিক্ষা দেন? সকলেই কি বিদ্যাবিলাস লইয়া ব্যস্ত? তাঁহারা অবোধদিগের স্রোতে পড়িয়া এখন আসিতে পারিতেছেন না যে তাঁহারা কি করিতে কি করিতেছেন। যে যেমন অবাচকগণ, বিদ্যাদিত্য বা মনুজ, চঞ্চলমতি বালকে- দের সমাজগুরুর উদ্যত, তাহি না যে সে দেশের পরিণাম কি ভয়ঙ্কর!!! তা কৃষ্ণনগর! তা কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মণবংশধরগণ! তা নবদ্বীপ! তা পণ্ডিতগণ! ঘোষণা এক সময়ে এই ভূমণ্ডল ব্রহ্মবাক্যের মধ্যে হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানে অধিরূঢ় থাকিয়া হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের [illegible] করিয়াছিল, [illegible]

এখন সাধা আছে ঘোষণাদিগের উচিতেই এর উদ্যম। অত ধনিন সময়ে আরম্ভ হইয়ে চলিল ইহা বড় পরিতাপ ও লজ্জার কথা।

উপসংহারকালে আর একটী কথা বলিতে চইল। যে সকল বিদ্যা বরনী অবলার প্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণ ১ ম ও ২ য় শ্রেণীর আসন্ন না হইবে অর্থাৎ যাহারা বালিকাশিনী হইবে তাহারা সমাজভুক্ত হইবে। এ নিয়ম পূর্ব্বে প্রচলিত থাকায় সমাজে এরূপ পাপ স্রোত প্রবল ছিল না। পরীক্ষার ফলে অতি দীর্ঘ হইয়া গেল, কিন্তু কি করি, অনুরোধ বিষয় বোধে মূলের পুস্তিকা সকল কথা না বলিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। এখন সুধী দেশহিতৈষী মহোদয়গণ আমার কথা গুলির প্রতি বিশেষ সম্ভা- যোগ দিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করেন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

একান্ত বশম্বদ
আদ্যসন্তান
মুর্শিদাবাদ।

ঢাকাতে হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন।

সম্প্রতি ঢাকানগরী ধর্ম্মান্দোলনে আন্দোলিত। বিদ্যা বাগীশের অন্তর্ধান চাঁদনী নিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয় (১) ঢাকাতে আসি য়া হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া লোককে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। আজ অনেক হিন্দুসন্তান জাতীয়তার ভাবে বিভোর হইয়া—ধর্ম্মের নূতনশ্রী বলী সুধা সংস্পর্শে উন্মোষিত হইয়া একস্থানে আসিয়া উঠিয়াছে। বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও ব ক্তৃতা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। ইনি যে পণ্ডিতা প্রদর্শন,—বাগ্মিতা অসাধারণ, উপদেশ অত্যন্তদর্শী,—তাহা উদ্দীপনা- ময়ী ও মনুপ্রবিষ্টী। তাঁহার এখানে আগমন অবধি, এ পর্য্যন্ত এগারটী বক্তৃতা হইয়াছে। তিনটী পূর্ব্ব

(১) অধম কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশের বক্তৃতা শ্রবণান্তে ইহাঁর উর্ব্বরমস্তিষ্ক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হ ইয়াছে, এরূপ লোক অতি বিরল। বক্তৃতাকালে ইনি যে সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যার সমর্থন করেন, তাহাতে ইহাঁকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী বলিয়া ভ্রম হয়। ইনি যে যুক্তির ভাব দ্বারা আপনার বক্তব্য বিষয়কে অলঙ্কৃত করেন, তাহাতে শ্রোতৃবর্গ চমৎকৃত হয়। ইনি যে যুক্তিধারা বর্ষণ করেন, তাহাতে কুসংস্কার চিরনিমগ্ন বিলীন হয়। এরূপ অল্পে অল্পদিনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ বহুদর্শী বাগ্মিবর পণ্ডিত হিন্দুধর্ম্মের সহায় হইলে হিন্দুধর্ম্ম পুনরুদ্ধার হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। হিন্দুধর্ম্ম আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। ইহার নাম আত্মধর্ম্ম। কিন্তু এতদিনের মধ্যে কারণে ইহাতে কতকগুলি অসার্থ ভাব প্রবেশ করি য়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই, সভা ও যে কৃষ্ণদাস বেদান্ত বাগীশ মহাশয়কে ঢাকায় আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণ হিন্দুধর্ম্মকে পরিষ্কৃত করিয়া পুনরায় বিশুদ্ধ আকারে সংস্থাপন করিয়া দুলুন। সো—ম

ঢাকাতে হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন।

সম্প্রতি ঢাকানগরী ধর্ম্মান্দোলনে আন্দোলিত। বিদ্যা বাগীশের অন্তর্ধান চাঁদনী নিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয় (১) ঢাকাতে আসি য়া হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া লোককে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। আজ অনেক হিন্দুসন্তান জাতীয়তার ভাবে বিভোর হইয়া—ধর্ম্মের নূতনশ্রী বলী সুধা সংস্পর্শে উন্মোষিত হইয়া একস্থানে আসিয়া উঠিয়াছে। বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও ব ক্তৃতা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। ইনি যে পণ্ডিতা প্রদর্শন,—বাগ্মিতা অসাধারণ, উপদেশ অত্যন্তদর্শী,—তাহা উদ্দীপনা- ময়ী ও মনুপ্রবিষ্টী। তাঁহার এখানে আগমন অবধি, এ পর্য্যন্ত এগারটী বক্তৃতা হইয়াছে। তিনটী পূর্ব্ব

(১) অধম কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশের বক্তৃতা শ্রবণান্তে ইহাঁর উর্ব্বরমস্তিষ্ক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হ ইয়াছে, এরূপ লোক অতি বিরল। বক্তৃতাকালে ইনি যে সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যার সমর্থন করেন, তাহাতে ইহাঁকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী বলিয়া ভ্রম হয়। ইনি যে যুক্তির ভাব দ্বারা আপনার বক্তব্য বিষয়কে অলঙ্কৃত করেন, তাহাতে শ্রোতৃবর্গ চমৎকৃত হয়। ইনি যে যুক্তিধারা বর্ষণ করেন, তাহাতে কুসংস্কার চিরনিমগ্ন বিলীন হয়। এরূপ অল্পে অল্পদিনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ বহুদর্শী বাগ্মিবর পণ্ডিত হিন্দুধর্ম্মের সহায় হইলে হিন্দুধর্ম্ম পুনরুদ্ধার হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। হিন্দুধর্ম্ম আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। ইহার নাম আত্মধর্ম্ম। কিন্তু এতদিনের মধ্যে কারণে ইহাতে কতকগুলি অসার্থ ভাব প্রবেশ করি য়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই, সভা ও যে কৃষ্ণদাস বেদান্ত বাগীশ মহাশয়কে ঢাকায় আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণ হিন্দুধর্ম্মকে পরিষ্কৃত করিয়া পুনরায় বিশুদ্ধ আকারে সংস্থাপন করিয়া দুলুন। সো—ম

বঙ্গ বঙ্গভূমি মূলে, চারিটী প্রধানাংশে বিভক্তঃ ছিল, দুটী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সভার ও একটী ব্রাহ্মসমাজের মুখ- পত্র। তাঁহার প্রথম বিদ্যের বক্তৃতার বিষয়" ইংরাজী ভাষা।" এই বক্তৃতাতেই লোকে তাঁহাকে একজন অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া চিনিয়া লইয়া মান সম্ভ্রমে যোগ্যতর হইবার মতে, তাহা তিনি এমন সহজ ভাবে,—প্রাঞ্জলভাষায় বুঝাইয়া দেন যে, লোকে মোহিত—মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাহা শ্রবণ করে। তাঁহার প্রত্যেক বক্তৃতাতেই অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছে। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রসাদে পাণ্ডিত্যাভিমানে আজ ঢাকানগরীতে যে ধর্ম্মান্দোলন বিদ্যুদ্বিত হইয়াছে,—যে সুখ- দৃশ্য দেখা দিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার বক্তৃতাবলীর একত্রসমুদয় বহিগত, যেরূপ ধর্ম্মের শোভায় শোভিত হইয়াছিল, লোকের হৃদয়ে যে আনন্দপ্রবাহ বহিয়াছিল, তাহা সহজে বুঝিবার নয়। আমরা সেই সভাতে উপস্থিতে মূর্ত্তিমতী দেখিয়াছি। একদিকে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ধর্ম্মোপদেশিনী বক্তৃতা, অন্য দিকে শ্রোতৃমণ্ডলী ও শ্রীলোকের উদ্যুক্তদিকে উপস্থিত হয় যখন উদ্যুক্ত, বড়ই সুখপ্রদ, বড়ই ধর্ম্মীয়ভাবময়।

হিন্দুধর্ম্ম জগতের আদি ধর্ম,—জগতের সার ধর্ম, আজ সেই এমন মহিমাময় হিন্দুধর্ম্মের গৌরবীয় ধ্বজ পতাকা ভূমণ্ডলে উৎপুত্র [illegible] ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল।

আজ আমাদের আশার মন্দিরে আলোক দেখা দিয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর সর্ব্বশাস্ত্রবিদ মহাশয় ভারতের রাজধানীতে যে ধর্ম্মান্দোলন উত্তা- ইয়াছেন, যে ধর্ম্মপ্রদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে অনেকের মানসিক গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সেই আন্দোলনস্রোত ক্রমে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে। আজ সেই আন্দোলনে বঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া ঢাকায় হিন্দুসন্তানের এক অপূর্ব্ব পূর্ণভাবে উৎপুত্র হইয়া উঠিয়াছে।

রঙ্গপুর চৈতন্যলাইব্রেরী সভার বক্তৃতার উপ সংহারভাগে বেদান্তবাগীশ মহাশয় আধুনিক অবস্থা-

সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদের মুদ্রিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সেরূপ অসাম্প্রদায়িকী, উদারপ্রকৃতি ও সত্যানুরাগী এ পর্য্যন্ত কোন বক্তৃতায় শুনি নাই। সে ভাষা যেমন উদ্দীপক, বিশ্বিতচক্ষে তাকাইয়া শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে, শিক্ষাপ্রণালী আমাদের পক্ষে উপযোগিতা করে। তিনি বলিয়াছেন,—"হে নব্য সম্প্রদায়, আপনারা ভারতের সন্তান—সন্তানের সন্তান আপনারা ভারতের তরে জাগ্রত হউন, মহান ব্রত গ্রহণ করুন।—আপনারা ভারতের ভবিষ্যৎ আশা, ভারতের ভবিষ্যৎ আশা, ভারতের ভবিষ্যৎ আশা।"

নবীন সন্ন্যাসী। (১)

নবীন সন্ন্যাসী, রামপুরে আজি,
বিতরিল এই বিষাট সংবাদ।
শুনিয়া সংবাদ, ধায় নরনারী,
দেখিতে সন্ন্যাসী, ঘুচাতে প্রমাদ।
দেখে সন্ন্যাসীর, বয়স কেবল,
ষোড়শ বৎসর, কিশোর বয়স।
সুন্দর বদন, সুন্দর নয়ন,
সুন্দর ললাট, সুন্দর নাসিকা।
সুন্দর অধর, সুন্দর দশন,
সুন্দর কপোল, সুন্দর চিবুক।
সুন্দর গ্রীবা, সুন্দর বাহু,
সুন্দর হৃদয়, সুন্দর করতল।
সুন্দর অঙ্গুলী, সুন্দর নখর,
সুন্দর বক্ষঃ, সুন্দর উরু।
সুন্দর জানু, সুন্দর জঙ্ঘা,
সুন্দর চরণ, সুন্দর পাদতল।
সুন্দর গঠন, সুন্দর বরণ,
সুন্দর কেশ, সুন্দর বেশ,
সুন্দর ভূষণ, সুন্দর বসন,
সুন্দর সকল, সুন্দর সকলি।
সুন্দর ভাবনী, সুন্দর ভাবে,
সুন্দর ভাবিয়া, সুন্দর করে।
সুন্দর আসন, সুন্দর শয়ন,
সুন্দর ভোজন, সুন্দর পান।
সুন্দর ভূষণ, সুন্দর বসন,
সুন্দর গঠন, সুন্দর বরণ।
সুন্দর ভ

[illegible] ইহার [illegible] ইহার [illegible] ইহার [

আমরাও বারম্বার এই সম্বন্ধে নৈশ [illegible] বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছি, গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিবেন বলিয়া বারম্বার আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ হইল কই? অত্যাচার স্রোত প্রবল এবং উহা হইতে উত্তরোত্তর ঘোর বিপদ আশঙ্কা করিয়া [illegible] ঘটনা সমস্ত সংগ্রহ করিয়া [illegible] করিয়াছি। [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] কমিশনর সাহেব [illegible] কমিশনর সাহেব [illegible] কমিশনর সাহেব

[illegible] কলিকাতায় [illegible] এখানকার [illegible] ছেলের মাই [illegible] ছেলের [illegible] পাই [illegible], সেই [illegible] [illegible] [illegible]

অবশ্যই আট জন ইংরাজ সভ্যের মধ্যে ছয় জন সরকারী লোক, তাঁহারা সভাতেই বসেছিলেন অনুগ্রহ প্রার্থী। চারিজন এদেশীয় সভ্যের মধ্যেও একজন পেন্সনী মাজিষ্ট্রেট। তিনিও সরকারী লোক। আর দুই জন দুই রাজসরকারের দেওয়ান, একজনমাত্র এ কালীর কুলিক্ষিত স্বাধীনচেতা ব্যক্তি সভাস্থলে আছেন, তিনিও আবার সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মুখপাত্র। সাতজন সরকারী কর্ম্মচারীর সঙ্গে মফস্বিলের দুটি মাত্র রাজপুরুষের সভ্যাপনের যে মত আসুক হইবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

এই দাবের পক্ষসমর্থ সেকেলে সাহেব আমাদিগকে বারম্বার সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলেন এই কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে সেক্রেটারী সভাপতির স্বাধীনতার বিশেষ হানি করিতে পারিবেন। কেন না অনেকবার তিনি ও অন্য সেক্রেটরীগণ অনেক আবশ্যক সভার কার্য্য বিবরণে পক্ষের মতবিরুদ্ধে পক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। এখন কি সময়ে সময়ে বাদপক্ষের মত রক্ষা হয় নাই।

সেকেলে সাহেব তাঁহার সহযোগী সেক্রেটারী সভ্যগণ কোন কালে সময়ে স্বাধীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যে সময়ের স্বাধীনতা প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন, এ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। অতএব যাবৎ বঙ্গীয় আবশ্যক সভায় দুই তৃতীয় অংশ এদেশীয় সভ্যশ্রেণীভুক্ত যে না সভ্য প্রবেশ না করিবেন, তাবৎ সভার সম্পূর্ণ স্বাধীন কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই আমরা পূর্ব্বকার সোমপ্রকাশের এক প্রস্তাবে এ প্রস্তাব করিয়াছিলাম, বোধ হয় পাঠকগণ তাহা বিস্মৃত হন নাই। আমরা পুনরায় আজি আবার বলিতেছি, সভার আবশ্যক সভায় এদেশীয় সুশিক্ষিত দুই তৃতীয় অংশ সভ্য প্রবেশই সম্ভাবনার প্রকৃত মঙ্গলের দ্বার।

সাহেব রক্ষিণী না এতদ্দেশীয় সংহারিণী সভা ?

এতদ্ভিন্ন সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দিগের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। তাহার কারণ সাহেব এই বলেন যে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা প্রায়ই ইউরোপীয় অপরাধ করিয়াছিলে, তাহা তাহারাই ধরিতে পারেন। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এই কার্য্যে আপত্তি কেবল ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্ভাবিত আছে। এ সাহেব যদি সভা হয় তবে সভাতে একবার উহার গভীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করুন। এদেশের ইংরাজেরা বেপাইতেছেন যে এদেশের লোক যদি কখন তাঁহাদের বিরাগভাজন হয় তবে তাহার নিস্তার নাই। তবে সে আপত্তি একদিকে আর সকল ইংরাজ সমাজ আর এক দিকে। তাহাদের চৈত্র ঘটিবে সকল প্রকার উপায়ে রক্ষা করা হইবে। তাহারপর আদিম লেপ্চা যেন কখনও ইংরাজের বিরাগভাজন হইতে আবশ্যক হয়। অতএব ইংরাজদল ভিন্নদেশ এদেশিয়দের নামে এক ভয়ানক মিথ্যোপিত অভিযোগ করিয়াছেন। আবশ্যক এই সেই এই অস্ত্র ব্যবহৃত হইবে। এই সভা ভয়াকরের মকদ্দমা হতে লইয়াছেন। আবশ্যক মত আরও কত মকদ্দমা হতে লইবেন। ইংরাজেরা এই এক ঘুঘা বসিয়াছেন, যে এই সকল মকদ্দমার উচিত মত তদারক না করিলে বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের বাস করা দুষ্কর হইবে, যেন মফস্বলবাসি ইংরাজগণ হিংস্র জন্তু মধ্যবর্ত্তী মেষপালের ন্যায় সকলে নিতান্ত ভীত হইয়াছেন, যেন তাহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বদাই চক্রান্ত হইতেছে যেন দুষ্টপ্রকৃতি দেশীয় লোকদিগের এই বিরাট ইংরাজদিগকে বিনষ্ট করা ভিন্ন আর অন্য কর্ম্ম নাই। এ সব লোকদের কথা নয়, যে প্রবল, যে পরাক্রান্ত, যে উৎপীড়ক তাহারই ভয় চাই। কিন্তু এ লোক করিলে কি হইবে। এদেশীয়দিগকে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সকলেই অল্প বিস্তর ভীত হইবেন। ইংরাজদিগের মনে আশঙ্কা যে কবেই তাঁহাদের চিরসেবিত প্রভুত্ব এ পদ কবেই এদেশীয়দিগের হস্তে যাইবে। অতএব তাঁহারা বিদ্বিষয়ে সেই নকল প্রভুত্ব এ পদ রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত করিয়াছেন। যে উপায়অবলম্বিতে এই পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছে, যাহাতে এদেশীয়দিগের চক্ষু ফুটাইয়া দিতেছে; যাহাতে তাহাদের প্রাণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা প্রবল করিতেছে; যাহাতে তাহাদের হৃদয়ে একতা প্রবৃত্তি জাগ্রত করিতেছে, তাঁহারা সেই রাজনীতিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা যে গোপনে মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন তাহা নহে প্রকাশ্যভাবেও বলিতে লজ্জিত হইতেছেন না। একটী প্রস্তাবে যেন গাত্রদাহে তাঁহার হস্তে সেই উত্তপ্ত সাহেবই প্রকাশ্য সভায় চীৎকারিয়া বলিলেন যে এদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে সকল উচ্চ অধিকার লাভ করিবার আশা করেন তিনি সে সকলকে অতিরিক্ত আশা মনে করেন এবং তিনি তাহার পক্ষ নন। আর বলিতে বাকি কি? এই সভাস্থলেই ইংরাজেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে এখনও যদি তাঁহাদের সাধ্য হয় তাঁহারা বিধিমতে এ দেশীয় বিদ্বেষ বীজ উন্মূলিত করিবার পথে প্রতিবন্ধকতাচরণে অগ্রসর হইবেন।

ইহারা যদি পারিতেন তবে বঙ্গভাষা অন্য ভাষা বিনয় মেজিষ্ট্রেটের প্রভুত্ব বিনাশের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পর্য্যবসিত করিয়া অন্য বিষয় পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাপিত করিতেন। ইহাঁরা যে আপনাদের ক্ষেত্র বিস্তার করিবেন না তাহাও নয়। সম্প্রতি ফেডারেশন সম্বন্ধের যোড়নীর কুকুরে ইংরাজে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে ইহাতে যদি অকস্মাৎকোন মন্ত্রিগণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন তাহা হইলে ইহাঁরা পরম আনন্দিত হইবেন এবং সঙ্গে উহাঁদিগের যোগীতের সীমা পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য এখানে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন।

এই এসোসিয়েশন স্থাপিত হওয়া অবধি অনেক দেশের ইংরাজদিগের অত্যাচার অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমাদের চাপরাশ হইতে, জেলার ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের নিকট হইতে, জেলরের ডিমার প্রভৃতির আরোহিদিগের নিকট হইতে প্রত্যহই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, নীলপ্রকৃতির প্রভুত্বপ্রিয়, ইংরাজদের অত্যাচার বড় দিন অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। যাহারা বেঙ্গল ফুকা তাহাদের ত কথাই নাই, যাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন এরূপ অত্যাচারাধিক্যের পরে পরে অপমানিত হইতে হইতেছে।

যদি ইংরাজেরা এরূপ পক্ষ হইয়াও যদি একটী "ইউরোপ এসোসিয়েশন" ইংরাজরক্ষিণী সভা করিতে পারেন তাহা হইলে এদেশীয়দিগের কি একটী আত্মরক্ষিণী সভা থাকা কর্ত্তব্য নয়? অধিক এই সকল অত্যাচারীর অত্যাচার কিরূপে নিবারণ হইতে পারে? বলিতে কি যে দিন ইলবার্ট বিল সম্বন্ধীয় হইয়া গাঢ় হইল যে ছিন্ন ভিন্নিকাতার টাউনহলে এক মহাসভা করিয়া একটী একটী দেশীয়রক্ষিণী সভা স্থাপিত করা উচিত ছিল ভিন্ন তাহা হইল না। দেশের লোকের আক্রোশ কমিতেছে পরিবর্দ্ধিত হইল, আবার মান যাবেই মিশিয়া গেল। এখন বলিয়া ফলিতেছি আমুকের স্ত্রীকে আমুক ইংরাজ বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গেল, আমুক ইংরাজ আমুক চরিত্রবান্দিকে ধরিয়া করিল, আমুক ইংরাজ আমুক দেশীয় ভদ্রলোককে অপমান করিল। যাহারা অপমানিত বা উৎপীড়িত হইতেছে, ও যাহাদের অধিকাংশই গরিব তাঁহারা অপমানিত হওয়ার পরিবর্ত্তে প্রত্যাপকারিদের প্রতিকূল কোন উপায় করিতেছে না। যদি একটী "দেশীয়রক্ষিণী" সভা থাকিত তাঁহারা এই সকল উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিতে অধিকার, আইনজ্ঞ করিতে পারিতেন, উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে মকদ্দমার তদির তদারক পরিচালনা করিতে পারিতেন কিন্তু সে সকল [illegible]

হইবেক এবং সেনাপতি নিযুক্ত হইবেন। সাহায্যার্থ নিযুক্ত সৈন্যের পরিমাণে বিবাদিত হইবে। আমরা বিবেচনা করি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সৈন্যগণ ইংলণ্ডে যাইতে সম্মত হইবে এবং তাহাদিগকে পাঠাইবার ব্যয় সেই রাজ্যের উপর সন্নিবিষ্ট হইবে। দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকে ভূমিষ্ঠ এমন একটী কথা না উঠিলে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের "ইংলণ্ডরক্ষিণী" সভায় সন্নিবিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিগণিত হইবেন না, তাঁহাদিগকে পদে পদে সকল প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে ও বিবিধ প্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে।

লর্ড ক্লিপনের বিদায়ের সময় এদেশীয়গণ যেরূপ একতা দর্শাইয়াছেন, ও উপহারদিবের মূল নিয়ম যেরূপ করিয়া যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন দেখিয়া বুঝাইতে পারা যাইতেছে যে, ইহাঁরা এক হইলে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন, কিন্তু এই মহৎ উপদেশ পাইয়াও আমরা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছি না; আমরা স্বার্থ সংসিদ্ধির আশয়ে ঐক্য অবলম্বন করিতে পারি না।

নীচমনা ইংরাজগণ এ দেশীয়দিগকে চাপিয়া রাখিবার জন্য যতই চেষ্টা করুন না কেন, যে মহাজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাকে আর সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে পারিতেছেন না। এখন শীঘ্রদেশের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হইয়া যে মহা আকাঙ্ক্ষার অনুভব হইতেছে, যদি বুদ্ধিমানের সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার পথ খুলিয়া দেন, যার বস্তুত যে তাহাকে রূপণে আনিবার চেষ্টা করা তবেই ক্ষুণ্ণ রাজ্য করিতে পারিবে, আর তাহা না করিয়া যদি সর্ব্বসাধারণের যাহা সেই আকাঙ্ক্ষাকে পদাঘাত করেন, তবে নিশ্চিতে করিবেন যে দশা যখন হইবে অগ্নিপাতের সহিত সেই দশা সকল হইবে। ভারতের বিষয় রাজ্যভারে অন্ত হইয়া আবশ্যক ইঙ্গিতে এই সত্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিতেছেন না।

সংবেদনা করিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্যে এ দেশীয়দিগের যত দূর প্রাণ ব্যাকুল প্রযুক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমরা এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে নিবাচি যাহেবরক্ষিণী বা ইংলণ্ডরক্ষিণী সভা।

সুদান সমরে প্রেরিত ভারতীয় সৈন্যের ব্যয়ভার কে বহন করিবে?

কি সুদানের সমর, কি পীত সাগর অভিমুখে প্রেরিত সৈন্যের অভিমুখে ব্যয়ভার হইয়া [illegible]

সমর সৈন্যগণ উপায় অর্থাদির উপযোগিতার পরামর্শ করিয়া গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তির মূল নিয়ম যে অতিক্রম করিতে পারেন না এবং বন্দী হইতে হইতেছে হইয়াছেন। বীর সন্ন্যাস করার্থ তিনি জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, ও হাতে তাঁহার যশের, তাঁহার গৌরবের, অধিক কি সমগ্র ইংরাজজাতির মুখ উজ্জ্বল হইল সত্য কিন্তু ভারতের ও ভারতবাসীর কি লাভ হইল? একদা প্রধান রাজপুরুষ ভারতীয় সমর মন্ত্রীকে সৈন্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। মিশরে যেরূপ ভয়ানক ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের আশা যে সৈন্য প্রেরিত হইবে, তাহার বিলক্ষণ হইবে। এবার চীন সমরই তাহার দৃষ্টান্ত। রাজপুরুষ যাহাতে ভারতকে বলি করিতে বলিবেন এরূপ বিশ্বাস হয় [illegible] তিনি বলেন, ভারত-গবর্ণমেণ্ট যদি আপত্তি না করেন সন্দেহ নাই। আপাততঃ বলবৎ এই, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে যে ভারতবর্ষ হইতে ৮০০০ সৈন্য এবং ইংলণ্ড হইতে ১০০০০ সৈন্য সুদানে যাইবে। তাহা হইলে যদি যে সমরপথের সঙ্কিত বিজ্ঞ হইবেন, তাহা একরূপ নিশ্চিত, এ কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি একজন সাধারণ যোদ্ধপুরুষ, তাঁহার কার্য্যও অসাধারণ হইবে। তিনি কিসের কিসের বিরুদ্ধে কিরূপ সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন নাই। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে না পারুন, কিন্তু তিনি সমরে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সমুলে উন্মূলন যাইবার পথ তিনি স্বয়ংই প্রস্তুত করিতেছেন। ইহা জানিতে পারিয়াও তিনি যখন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন এতদ্বারা প্রকাশ ও উপলব্ধি হইতেছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইটালি আদি ইংরাজদিগের সহিত যোগ দিলেন এবং প্রয়োজন হইলে সাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। তবে কি যদি পূর্ব্বে জীবনটি থাকিয়া তাহাতে অধিকারের করিয়া বন্ধ হইবেন? যাহা হউক উপস্থিত প্রস্তাবে এ বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিবার প্রয়োজন নাই, তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলি ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টের উদাসীন্য দৃষ্টে এই বিপদ ঘটিয়া হইল, আরো যেন বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া অধিকতর বিপদ ঘটিয়া না হয়।

আমরা সকলের অকালে সমরকে মৃত্যুকে পতিত হইয়াছি। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষোদ্ধার হইলেই আমাদিগের মনে ব্যথা হয়। আমরা তাঁহাদিগের [illegible] হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের [illegible] এই জন্য সময়ের শেষ দেখিবার পূর্ব্বেই দুর্ব্বিষহ ব্যয়ভার তাঁহার শিরে পতিত হইবে, তাহার [illegible] উপস্থিত করিতে হইল। ব্রিটিশের রাজনীতি দেখিয়া আমাদিগের মনে বিশ্বাস হইয়াছে যদি তিনি এ সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তখনই ভারতবর্ষকে কতি স্বীকার করিতে হইত না। অর্ড-মান রাজপ্রতিনিধি এ সম্বন্ধে কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু বাক্য যদি হৃদয়ের ভাবের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি, তিনি ন্যায় পথেরই পথিক হইবেন, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিতেছি, এই ব্যয়ভার প্রদান লইয়াই আমাদিগের ভাবী রাজপ্রতিনিধির ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়কে লইয়া ঘোর কটিল হইয়া উঠিবে। ইংলণ্ডবাসীরা বলিবেন, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্যই মিশরে সৈন্য প্রেরিত হইতেছে, এদিকে ভারতবাসীরা বলিবেন, ইংলণ্ড স্বার্থের নিমিত্তই মিশরে সৈন্য প্রেরণ করাইয়াছেন। অতএব এ ব্যয়ভার তাঁহাদিগেরই বহন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ আবার একটা ঠেলে উঠিয়া কিছুদিন আমাদিগের মনের শান্তি ভঙ্গ করিবে। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, ইংলণ্ডের যে সমস্ত মহাত্মা ব্যক্তি এখানে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তাদি নির্দ্ধারণে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের অনেকেই ভারতের সিদ্ধান্তভঙ্গ করিবার পরামর্শ দিবেন, তাঁহাদিগের মতের পোষকতা না করিলে রাজপ্রতিনিধির তাঁহাদিগের ইচ্ছাধীন বিপরীত কার্য্য করা হইবে। তাহা হইলে ইংলণ্ড রাগিয়া উঠিবে, আর যদি অনুমোদন করেন তাহা হইলে ভারত উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্কট দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতেছি, ভারত যে অন্যায় ব্যয়ভার বহন করিয়াছে ও এখনও করিতেছে রাজপ্রতিনিধি তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করুন। সেই তালিকাটী ইংলণ্ডকে দেখাইয়া বলুন, সুদান ভারতের মঙ্গে আর অন্যায় ব্যয়ভার চাপান উচিত নয়। চাপাইলে ভোমর ভ করিয়া যাইবে, ও ভারের আর টাকাদিবার শক্তি থাকিবে না। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় চীন যুদ্ধের ব্যয়, আফগান যুদ্ধের ব্যয়, ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের ব্যয় এবং সিবলা শিবরে পরমাণবিক ব্যয়, এই তিন তালিকা মধ্যে ব্যয়েই পর্য্যাপ্ত হইবে।

বঙ্গদেশের খাজনাসংক্রান্ত আইন।

(রেন্টবিল।)

৩ নং।

উল্লিখিত আইনের পাণ্ডুলেখ্যের সংশোধনের

ছয় বর্ষ বা তদুর্দ্ধ বয়স্ক হয়, সেই বিদেশী কর্ম্মচারী [illegible] করিতে পারিবেন, আর ১৮৮২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখীয় রাজপ্রতিনিধির সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল। ২১ এ ফেব্রুয়ারি সদস্যবর্গের অতিরিক্ত অভিপ্রায় প্রকাশের নিমিত্ত উহা [illegible] অসময়ে [illegible] আমাদিগের [illegible] ৮৫৪ সালের ৯ আইনের কিছু বর্দ্ধিত সমালোচনা [illegible] এক বর্ষে উহার সমালোচনা [illegible] এই [illegible] ১৮৮৪ সালের ১৬ আইন [illegible] ১৮৮৫ সালের ১৩ আইন [illegible] ১৮৮৬ সালের ১৪ আইন [illegible] ১৮৮৭ সালের ১৫ আইন [illegible] ১৮৮৮ সালের ১৬ আইন [illegible] ১৮৮৯ সালের ১৭ আইন [illegible] ১৮৯০ সালের ১৮ আইন [illegible] ১৮৯১ সালের ১৯ আইন [illegible] ১৮৯২ সালের ২০ আইন [illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় সেণ্টলণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫। এচ, কক্ষ ডুরী লণ্ড

ডণ্ডুপ

ডুপ্তি ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ, এ ডনফিল্ড মহীয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১৪ ই ফেব্রুয়ারি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি এ আদেশ পর্য্যন্ত নওগাঁ সেব্রেটে ডাক্তার ডেভ আসিষ্টাণ্টের কার্য্য করিবেন।

মিয়াদি বাক্তিদের নিম্ন লিখিত পদে স্থায়ী হইলেন।

অতেক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, এম, গন ১ম শ্রেণীতে সি, আর, বাগচিগুপ্ত বে, সি, শ্রেণীতে, ডেপুটী কমিশনর এ, ডবলু বি,পাইয়ার ২য় শ্রেণীতে, মেজর সি, এচ গাস্টেট ৩য় শ্রেণীতে, সহকারী কমিশনর এল আর,পিরবিস ১ম শ্রেণী।

২য় শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

১৬ ই ফেব্রুয়ারি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পাঞ্চকীচরণ রায় (যিনি ছুটী লইয়া ছিলেন) বিষ্ণুদিনের জন্য রাজস্ব ও সদর হেড্‌ কার্য্য করিবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, বি, বিমল (যিনি ছুটী লইয়াছিলেন) ভাগলপুরের সদর হেড্‌ ও হইবেন।

ডবলু, ডি, প্রাইস ছুটী লওয়াতে ২ য় ফাবেশ পর্য্যন্ত মজঃফরপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, ই, ডাডি মহাশয়ের পরিবর্ত্তে মোতিহারির কার্য্য করিবেন।

মেহদুল আটি বিচার লওয়াতে মেদিনি ডেপুটী পূর্ণিয়া বাইকালের জেণ্টলমেণ্ট পদে নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার বিচুবিদের ডাকগ্রস্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ কাজেমের ক্ষমতা লাইলেন।

মঃ,ড পুর—সীতামারির সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিশ্বেশ্বরী প্রসাদিক বদলাবার—মজুফরপুরে বদলী হইলেন।

ঘারভঙ্গ জার—মজুফরপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু যদুনাথ সরকার মজঃফরপুরের সীতামারীতে বদলী হইলেন।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিচুবিদের জন্য চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় জেলার ২য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

বগুড়া—নাটোরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারাচন্দ্র সরকার কয়েক ঘণ্টার জন্য ক্ষমতা পাইলেন।

চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ আর, এচ টাইটলারের ডবলু এফ, মিলসের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ এচ মিলস ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেটের ১ম শ্রেণীর অবেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

নওগাঁ স্থানীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, ডবলু বাকার কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বিচারালয়ের বিজ্ঞাপ।

৪ ই ফেব্রুয়ারি। মৌলবী সাহব মকিমুদ্দীন চৌধুরী ছুটী লওয়াতে মৌলবী সাহব আবদুল আজিজ রাজসাহির কমিশনর কার্য্য করিবেন এবং সহকারী মাজিষ্ট্রেরা ঐ থাকিবেন।

প্রসন্নকুমার রায়ের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত ডাইরেক্টর ঐ প্রকার কার্য্য করিবেন এবং সহকারীরা আপনাপন

১২ ই ফেব্রুয়ারি। বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছুটী লওয়াতে জেলার প্রতিনিধি ১ম মুন্সেফ-দিগের কার্য্য বাবু হেমচন্দ্র বসু ২ য় আদেশ

পর ৬ মাসপুরের মুন্সফিনের জজের আদা করিবেন এবং ১০০ টাকা পর্যন্তের মকদ্দমা করিবার জন্য ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারি। ৺ বজ্রার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ইঁহার ঐ মফস্বলিসের ২৬০ আশ্বিন হইতে সাধারণের বিশেষ কার্য্য করিবার ক্ষমতা লাভ হয়।

চাকমাং — গিরিস ১ম মফস্বল বাবু পূর্ণচন্দ্র সিংহ কিছু দিন হইল ফরিদপুরে অ ডমন্যাল এজেন্ট কার্য্য করিতেন এবং সম্প্রতি বেঙ্গলগবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে চাকমাং পাঠাইলেন।

ঐ সকল মধুপুরের ডেপুটী ম জিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শশিভূষণ ঘোষ ২০০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারি। ঝিনুকের সহকারী ম জিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ ২০০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

৪ মফস্বল। আলীপুরের ৩য় মুন্সফ বাবু হরচন্দ্র ঘোষ ৩০০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিবেন।

মফস্বল। ঘাটাইলের ডেপুটী ম জিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছুটী লওয়াতে ২য় অ ডিশনাল জজের কার্য্য করিতে বাবু কালিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী রঙ্গপুরে মুন্সফ করিতেন এবং সম্প্রতি গাইবান্ধায় থাকিতেন।

বাবু হরনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ছুটী লওয়াতে ২য় আদালত পর্য্যন্ত হুগলীর প্রতিনিধি মুন্সফ বাবু কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় সওয়াল্লীর মুন্সফ করিতে গেলেন এবং সম্প্রতি হেডকোয়ার্টরে থাকিতেন।

মুর্শিদাবাদ লালবাগের মুন্সফ বাবু বিশ্বেশ্বর বসু কিছুদিনের জন্য ২য় সবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন এবং সম্প্রতি আলীপুরে থাকিবেন।

ঐ সকল মধুপুরের প্রেসিডিন্সি মুন্সেফ বাবু ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, এল, বি আদালত পর্য্যন্ত সাধারণের মুন্সফের কার্য্য করিবেন এবং সম্প্রতি আলিপুরে থাকিবেন।

মুর্শিদাবাদ লালবাগের মুন্সেফ বাবু অন্নদাপ্রসাদ বাগচি ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

মুর্শিদাবাদ আজিমগঞ্জের মুন্সেফ বাবু নিস্তারণ মুখোপাধ্যায় ছোট আদালতে জজের কার্য্য করিবেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

কোম্পানির কাগজের দর।

৪ টা সুদের কাগজ ৯৩—৯৫৲

১৮৭০ আশ্বিন ৪॥০ (১৮৮৫)

১৮৭৮। ৭৯ ঐ (১৮৯০) ৯৮৷৯৯৷০

১৮৭৯ ঐ (১৮৯০) ঐ

বিবিধ সংবাদ।

বাবু নিশানন্দ বসু ঘাটাল টাকা বেঙ্গলে মালদহের ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শিয়ন টৈলস ব্যাঙ্কপ্রতিনিধির যে নূতন বিলাস ভবন নির্ম্মিত হইতেছে তাহাতে লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ঐ নির্ম্মাণ পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত পাসাদটী ভগ্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়া নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

৫ই মে সোমবার হইতে ডেপুটী ও সহকারী মাজিষ্ট্রেট পুলিস কেস, বন্দিবিভাগ এবং চিকিৎসা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইবে।

কাশিমের আমীর বঙ্গবন্ধুকে কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

অনেকে পত্র দ্বারা বিনা বিজ্ঞাপনে ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য উৎসুক হন। আমরা তাঁহাদের জন্য কয়েকটী ঔষধের প্রণালী কলিকাতার ডাক্তারদিগের নিকট প্রকাশ করিলাম। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল মিত্র ৪১৩৩, অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী ৩৬০০, বিহারীলাল গুপ্ত ১৪৫০, ডাক্তার ছোট আদালতের জজ মহেন্দ্রনাথ বসু ১৫০০, ব্যারিষ্টর হিউ জজ ব্রজেন্দ্রকুমার শীল ১২০০, ডাক্তার সূর্য্যকুমার ১১২৫, বিদ্যাসাগরের ছোট আদালতের জজ মহানাথ ১০৯০, সব জজ শ্রীযুক্ত ভগবান চক্রবর্ত্তী ৩০০, সব জজ কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১০০০, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ১০০০, কলিকাতা মিউনিসিপাল আফিস চেয়ারম্যান শ্যামাচরণ মিত্র ১০০০, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ১০০০, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ১০০০ টাকা।

মুর্শিদাবাদের সংবাদের অন্যতম সংবাদদাতার কাগজের মধ্যে পাইয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। লোকের অনেকেই বিনাবেতনে কাগজে কাজে মুক্তহস্তে যখন, শিক্ষাবিস্তার উৎসাহ দান, দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি দিগকে অর্থ দান, টাকা দিয়া ডাক্তারিখানার ঔষধ ও যন্ত্রাদি পুস্তক দান এবং প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বপ্রথম ছাত্রকে পদক দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ঢাকার বিখ্যাত রথী শ্রীযুক্ত বাবু রসময়ীরঞ্জন বসাক ঢাকার মাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কলাবপুর হইতে বৈষ্ণবদিগের পর্য্যন্ত অনেক ভদ্র আবহমানের মহন্ত আর দিবেন বীকার করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, ঢাকা পৌরীন্দ্র যোগেন ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। একজন কবি কহিয়াছেন:—"যিনি কৃষ্ণকে কন্যা রূপে স্নেহ করিয়াছিলেন তুলসী।" কি কবির, কাহাকেই বা বলিব,হায় পৃথিবীতে নাই, বিদ্যাবিহনে দুঃখ আর কেহ জানে না।

ডাইরেক্টরের পদাভিষিক্ত জজ বাবু ভূতনাথ ঘোষের সম্মানার্থ ইঁহারা বেঙ্গল এসোসিয়েসনগৃহে উদ্যানে একটী সভা করিয়াছিলেন। এই সভায় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই ঐ সভা সম্বন্ধে ইংরাজ গুণগ্রাম কীর্ত্তন ছিল।

আমাদি পর জনৈক ভদ্রলোক লিখিতেছেন "সভাপতির কোন সম্বন্ধীয় বলিয়াছেন, তাহাতেও পাঁচ শত টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই ছোট লাটের বাটিক সভায় সাহেবের বক্তৃতা ইংরেজের ডেপুটিগণ আসর ও বাঙ্গালায় তাহাদের পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু সময় বলিতেছেন "আমরা বহুমূল্য জানি কথা টী ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। ও সভা জানি তাহাতেও তাহার ছোট লাটের বক্তৃতার জন্য তাঁহার উপর অন্যান্য ! হয় হইয়াছেন কিন্তু তাহাতেও ইহাঁদের মনে সংবাদ পেরেন করা হয় নাই। তাই ধনভাণ্ডার হইতে পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া বিলাতে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ হইয়াছে আমরা এরূপ শুনিয়াছি। তাহাতেও সহিত তাহার যথার্থতা বিষয়ে ইংরাজেরই অপমান হইতেছে।" ইত্যাদি।

আজকাল ক্রিকেট খেলায় খুব সকল স্থানেই ধুম হইতেছে। বহরমপুরের "প্রতীচ্যের" বলেন, সম্প্রতি স্থানীয় ক্রিকেট পার্টির সহিত স্থানীয় ক্রিকেট পার্টির প্রতিযোগিতা এক পর্ব্ব হইয়াছিল। শেষোক্ত পার্টি জয়লাভ করিয়াছেন।" নিম্নীত বঙ্গবাসীগণ আপনাদের দৈনিক ব্যয়ের সকার প্রয়াসী হইয়াছেন ও তজ্জন্য আড়ম্বর চেষ্টা করিতেছেন ইহা জানিলে মন অত্যন্ত পুলকিত হয়।

উক্ত পত্রে প্রকাশ " কলিকাতা মাদারের অধীন্ দ্বার সম্প্রদায়ের দ্বার যাত্রাদল একটী শিবপুর

অবস্থা ভাল। [illegible] ঘরের প্রথম আট বৎসর আছে। আর মুন্সেফ আছেন। [illegible] ছয় ঘণ্টা করিয়া অনেকক্ষণ অন্তঃপুরবাসিনের অধীনে আসন গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া যান। গবর্নমেণ্ট যে উহার অধীনে আছে। আমাদের [illegible] আমাকালী (মুন্সেফ মহাশয়ের নাম ধাম) প্রোবেই পাস। কি আমি কিসের জন্য

ছয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন করিয়া দান। [illegible] গবর্নমেণ্টের সঙ্গে আর সাক্ষাতের

ভদ্রতা শিক্ষা

অপন করিয়া বিবাদের অন্যায়াচরণের ভয় কোর্ট আর আছে। এক্ষণে [illegible] বেশ এই সকল কথা লইয়া আমাকালীতে [illegible] করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।—কালেক্টার (স্বাধীন)

নূন

খুনিতে

[illegible] সাহেব অসহেব সাহেবের বন্ধু। তাই তিনি [illegible] আর এই বৎসরের মার্চ মাসের ইংরাজি শিক্ষক [illegible] বেশের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া সেই কার্য্যে [illegible] সাহেবকে 'মনুক' করিবার জন্য [illegible] সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন।

কোর্ট অব ওয়ার্ড এক্ষণে সাধারণ বড় কিন্তু [illegible] করিয়া [illegible] ছাত্রের [illegible] আমাদের স্বদেশীয় সংবাদ দাতা নিম্নলিখিত [illegible] ঠাকুরদাসের [illegible] " আমি কাল এখানে পলায়িত অবস্থা মধ্য রাত, চাউল মোটা ১৬ সের টাকায় পাওয়া যায়। অত্যন্ত বিলক্ষণ মন্দা এক পয়সা করিয়া লোলকালুর মেয় বিক্রয় হইতেছে। অন্য বাবুর অবস্থা উত্তম। এক্ষণে 'বিলক্ষণ পীড়াগ্রস্ত হইতেছে। পীড়াদি নাই বলিলেই হয়।

এখানকার একটী মেথা সন্ধ্যাকালে [illegible] বাজারী চৌরায় সময় রাস্তা দিয়া [illegible] দর্শন করিতে যাইতেছিল। পথমধ্যে একটা মোটের মাথায় এক ছই লোক অকস্মাৎ তাহাকে ধরিয়া একটী ক্ষুদ্র গলির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তাহার উচ্চস্বরে চীৎকার করাতে এবং অত্যন্ত কান্না উপায় তাহার একটু বিলম্ব হয়। অনেক লোক আসিয়া পড়িল, বন্দুক প্রস্থান [illegible]। [illegible] পরে পুলিস কমিশনর মহাশয় [illegible] উপস্থিত হইলেন এবং বৃত্তান্ত শুনিয়া [illegible] করিলেন।

এখানে ছাল ছইতে [illegible] বন্দুকের [illegible] যে অনেক অস্ত্র আছে, সেই অস্ত্র গত ২৮ এ মাঘ এক ব্রাহ্মণের [illegible] [illegible] স্থানে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বোধ হয়, কোন [illegible] ঠাকুরদাসের [illegible] করিতেছে। [illegible] করিতে [illegible] করিতে [illegible] করিতে

কলিকাতা মুদাযন্ত্রবাসী বিখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত নন্দ প্রসাদ সেন কবিরাজ তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে অন্যূন ৩।৪ সহস্র কাঙ্গালিকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইয়া প্রত্যেক জনে ৵০ আনা করিয়া পয়সা দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া চমকিত হইলাম, বেহালি নিবাসী মকদ্দমার বেহালি মাহেব পদবী ফিলাস সাহেবের বাটী হইতে ওয়ারেণ্টের পেয়াদা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হাইকোর্টে আনীত হন। ফিরঙ্গপতি ভর্ত্সিয়ে বেতাইয়া বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু বেহালি তাহাতে সম্মতি না হওয়াতে তাঁহাকে ৫০ টাকার জন্য হেবেয়ারী আদালতে আবদ্ধ করিতে হইয়াছে। শ্রীবৎসাবলম্বী মন্ত্রণা এরূপ কাণ্ড হয়, এটী বড় লজ্জা ও দুঃখের বিষয়।

যোধাই থেকেই প্রকাশ করিয়াছেন মহারাজ আজ হইয়া আছেন। এক্ষণে মহারাজ এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন,যদি কোন ডাক্তার বৈদ্য, বা ডাক্তারী কে ন গন্ধ ও থাকিবে এই মারাত্মক রোগ হইতে মুক্ত করিয়া দাঁড়াবে, তিনি একবারের মধ্যে নিজ অন্তঃকরণপ্রসাদ দর্শাইয়া উহোর আফিসে মহারাজের সহিত সিক্ষাৎ করিবেন। মন্ত্রী আবেদনকারী হইবের সঙ্গে হইতে নির্ণয়াচন করিয়া উহোরে আনিয়ে এ রোগ বিবেন। মহারাজ ১৮ মাস চিকিৎসা রীত থাকিবেন। যিনি চিকিৎসক নিযুক্ত হইবেন, তিনি প্রত্যেহই ৬০০০ টাকার ও আরোগ্য করিতে পারিলে ১৮০০ টাকা ও টাকা পারিতোষিক পাইবেন। নিম্নলিখিত পথ্য রোগ বিবয়টিকা পরিহার ও ব্যবহারের আশ্রয় গ্রহণ ও যে রোগের প্রথম ও মুখ্য ঔষধ। ধনী লোকদিগের যে সকল অত্যাচার আছে, তাহা থাকিলে কোন চিকিৎসকই আরোগ্য করিতে পারিবেন না।

শুনা যাইতেছে,চীনেরা পুনরায় তাহো অবরোধ করিয়াছে।

গত রাত্রিতে চর্চ্চ ইল কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে বিষয়ে ইহাঁর কিরূপ সম্ভাব ছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার স্বামিদিগের সহিত তাঁহার বিশেষরূপে মিশা উচিত ছিল। সাহেবদিগের মাকা খাওয়া করিয়া তাহাতের বিষয়ে যদি তিনি কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, সে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেক ইউরোপীয়ের মত তাহতবাসির বিষয় দুরবস্থার পূর্ব। তিনি সপ্তাহ কলিকাতা পরিত্যাগ করাতে এদেশের লোকেরা সমুচিত অভ্যর্থনা করিতে পারেন নাই।

আমাদিগের রাণাঘাটস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া ছেন। "সম্প্রতি কলিকাতার মহাসমারোহ সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্য বংশে দত্ত শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্তের মহাশয়, আমাদিগের প্রধানকার সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন। পূর্ণ বাবু কৃতবিদ্য অমায়িক ও শান্তপ্রকৃতির লোক, আমরা অতএব করি সব ডেপুটী বাবু নাম বিচার প্রভৃতি দ্বারা প্রজাবর্গের যথেষ্ট আকর্ষণ করিবেন।

সম্প্রতি এই রাণাঘাট মহকুমিবিভাগের অধীন দেবগ্রামে বিসূচিকা রোগের আবির্ভাব হইয়া নূনাধিক ২৫।২৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। রোগ রোগেরিয়ার দেবগ্রাম পূর্ব্বেই জনমুদ্রাগ্রস্ত হইয়াছে। আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট নির্দ্দেশাভিলাষ সহকারে জানাইতেছি, যে যে গ্রামে ওলাউঠা রোগের আবির্ভাব হইয়াছে সেই সেই গ্রাম পরিদর্শন করিয়া তথায় কর্ত্তব্যবধারণ করেন।

আমাদিগের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতার পত্র।

১৫ ই জানুয়ারি। ফিনিয়েরেসের ডিমাবাটই যাত্রা পারলেমেণ্ট মহাসভা, লণ্ডন কেল্লা ও অরেইণ্টিয়ি-ইয়ল উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ তিন ভাবেই ডিমাবাটই বক্তৃতা প্রায় পঞ্চ করিয়া ফেলিয়াছে। ফিনিয়েরেসেরা অট্টালিকাগুলি একেবারে উড়াইয়া দিবার জন্য বড়যন্ত্র করিয়াছিল। লণ্ডনের লোকেরা এই বিষয় বড়যন্ত্রে অতিশয় উল্লাসিত হইয়াছিল। লণ্ডনের, পারিসের, ব্রাসলিসের, রিউইয়র্কের খবরের কাগজে এই বিষয় লয়া আন্দোলন চলিতেছে। পুলিস এই ষড়যন্ত্রসম্বন্ধিকে ধরিতে পারে নাই।

ফিনিসের লোকেরা সত্ত ফিনিসকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে। শত শত লোক রাস্তায় আসিয়া সত্ত ফিনিসকে অভিবাদন করিয়াছে। রোকামাদি এই উপলক্ষে বন্ধ হইয়াছিল। লোকেরা অতি সমারোহের সহিত বাতি সাজি সত্ত ফিনিসের গৃহ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রত্যুদ্গমনে সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল।

কিন্তু ফিনিসের দুর সত্ত ফিনিসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। রাজমন্ত্রী চাইলডার, ফটার ও পারলেমেণ্টের অন্যান্য সেবর এই ভোজে উপস্থিত ছিলেন। ভোজের শেষে সত্ত ফিনিস প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতায় আডমিরাল যুদ্ধ, রাজস্ব, লোকের সেলফ গবর্ণমেণ্ট, শিক্ষা, সিবিল সার্ভিস ও উলবার্ট 'দল উত্থাদি বিষয় ওলি অতি পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিলেন। সত্ত ফিনিসের বক্তৃতার পরে মিষ্টার ফটার ও মিষ্টার চাইলডারস সত্ত ফিনিসের রাজনৈতিকমতের সমর্থন করিলেন। সত্ত ফিনিস ম্যানচেষ্টার মিশাবেন চুক্ত ও মাসা ফ্রান্স হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন ও গ্রহণ করিয়াছেন।

মিষ্টার কে সেইদা একজন পারসি যুবক, সেদিন এডপেষ্টার হলে "ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ভিসের" উপর একটী বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। সত্ত ইউসফিল্ড ষ্টুয়ার্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিষ্টার সেইদা বলেন সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থি ছাত্রদিগের বয়স ১৯ হইতে ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত হওয়া উচিত। টাইমস প্রভৃতি কাগজে এই বিষয়ের আন্দোলন হইয়াছে। মিষ্টার আবদুল মাজিদ নামক একজন মুসলমান যুবক সেইদার পক্ষসমর্থন করিয়াছেন।

সেদিন মিষ্টার দাদাভোয়ের বোম্বাইস্থিত অনুপস্থিতা প্রযুক্ত প্রিন্সের দুর ভোজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

১৪ ই ডিসেম্বর মিষ্টার কৃষ্ণদাস দত্ত প্রীমসো নিমাবেন এসোসিয়েসনে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। মিষ্টার মিচেল, কাইঞ্জলর ম্যাকেঞ্জি, এবং আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি এইখানে উপস্থিত ছিলেন, মিষ্টার দত্ত বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে, সভার লোকেরা দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সম্মান করিয়া টুপি তুলিয়া মাথার উপরে ঘুরাইতে ঘুরাইতে আনন্দসূচক চীৎকার করিতে লাগিলেন। মিষ্টার দত্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র বক্তৃতা করেন, কারণ সভ ও আরো দুই তিন জন বক্তৃতা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। আপত সভাতে বক্তৃতার কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিবার ইচ্ছা রহিল।

১২ ই মিষ্টার কৃষ্ণদাস দত্ত বেথনল মিলাবেন এসোসিয়েসনে সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। পারলেমেণ্টের মেম্বর শ্রীযুক্ত কারমেল ম্যাকিণ্টস সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। মিষ্টার দত্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র বক্তৃতা করিবেন।

এ বৎসর মিলাণ্ডে শীতের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব হয় নাই। কিন্তু এখনও বলা যায় না। ফেব্রুয়ারি মাসেও ভয়ানক শীত হইতে পারে। যুবক যুবতীরা বরফের উপর নাচিতে না পাইয়া অসন্তোষ হইয়াছে। বরফ জমিয়া বরফ হয় আনন্দময়ী যুবতীরা যুবকদিগের সহিত বরফের উপর নৃত্য করিতে যায়। ইংরাজিতে "স্কেটিং" কহে। সেদিন লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী একস্থানে নাচিতে নাচিতে বরফ ভগ্ন হইয়া যায়। বরফজল হইয়া যাইবামাত্র ৩৪ জন যুবতী ও যুবক বরফের ভিতর পড়িয়া যায়, লোকে তাহাদিগের আপদ্ধার করিতে পারে নাই। অনেক বরফ ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে তুলাইল।

ই: -াবাসের বিষয় ও প্রয়োগিতের সভা শত্ত বিষয় ও বিষয়রূপ করিয়াছেন। সভ বিশেষ'বেষ' সাহেবেরা কি মনে ক ন?

এখ সকার লোকেরা আবণের অি ক
বি ধুবা। ইহা য মনের অভিপ্রেত ছ ব
অভিপ্রায় অব
ক্তিযোগ, ী আবাবাভিপ্রায়ের মন বচনের ঘনস্থ যুক্ত পাইতেছে। যব , ইহ
অন্যান্য বাক্ত উপাপন করেন, তাহা হইলে এখানকা লোকেরা তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করি

এবেশে এক সময়ে ইঙ্গরেজবিদ্বা বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভট্টাবলী নাটিকা প্রভৃতি যেবিব সময়ে লোকের ভোগবাঞ্ছা চরিতার্থ ও ধুবাজনে সাধিত, অনেকে বিশেষ অনুধাবন না করেন, কিন্তু

সেবিবল বলন ব্যবহার ও বহু ধনার ভেদ ই কর্ণধার আবিস্কার্ডিলেন যদ্বা সব ভোগ হয়। ন সমস্ত বিষয়ের এই ি সাই যদ্বা আছে। এ বিজ্ঞান,
আইন চিত্রকর্ম এ পাত্র ব্যবহারের বিদ্যা যেরূপ অনুশীলন ও ধুবাজনে সাধিত, অনেকে বিশেষ অনুধাবন না করেন, কিন্তু

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। বিজ্ঞানদর্পণ কৃতীয় ভ ম সংখ্যা (১)। এখানি মাসিক পত্র। প্রথমাং এখ মর মাস বিজ্ঞানদর্পণ দেখা হইয়াছে ব ট, কিন্তু ইহাতে উপন্যাস ও ব্যবসায়ের আবশ্যকতারি অন্য অন্য বিষয়ের আছে যেরূপ প্রণালীতে লিখিত হই থেকে ভরসা হইতে এতৎ ী পাঠ কর বিদ্যা ভারতবাসের মঙ্গল হবে। মূলকার বাবুদিগের যেরূপ হ ম করিবার একটী উত্তম উপায়ে হই হইল। যথা

যেম অবোধদের হইলে মনের কুসুমা আছে ম ম এবং সৈথা বিষয় আবশ্যক হয়, কিন্তু কুসংস্কার বিষয় যখন যে মনোযোগ, সেইখানেই এই বিষয়টীর বি ধব অস্তিত্ব দেখা হয়। চলা, চুরা সংসা দেখ, ভোজন ভোজনা ও সুখীবিবাস নিয়া এই সকল ব্যাক্ত মানব সকল সংসারিণী, এ সাই যেরূপ ও

অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। ইহাতে সৈথ ও সুখা ভাবের পরিচয়ে অধিক ভাল মনের" ইত্যাদি।

বিজ্ঞানদর্পণের বিষয় বস্তু সকল আমরা সকলকে আছে ভাল বলা যায়, তাহাই মঙ্গলের বিষয়। আমরা বিজ্ঞান দর্পণ প্রচারককে অনুরোধ করিতেছি তিনি উপন্যাসাদি হইবার অনেকের মনোযোগের না করিয়া বিজ্ঞান বিষয় লইয়া পত্রের অধিকা শ ভাব পূরণ করেন।

২। ভোজবাজী (২)। এখানি মাসিক পত্র।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর পাঁড়ে ইহার সম্পাদন করিতেন বিজ্ঞান পত্র মুদ্রিত হইতেছে। বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ডাক মূল্য ৪৷৷ আট আনা।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এই ইহার সম্পাদন করিতেন

প্রকাশিত মাসিক পত্র হইতে একটী বিষয় উদ্ধৃত করিয়া দিয়েছি, তাহা পাঠ করি সই পাঠকে বুঝ ই পারিবেন। যথা :—

ভোজা বক।

"আমাদের বন্ধু হইতে ধনক র স্থান ক (নাই টিক বলিতে) বক ভূমি ভোজা এবং এক ভাঁড় পায়স বানাইয়া তাহাতে অল্প মধু ভাল মিশ্রিত করিয়া একটী ভোজনের নিমিত্ত এক স্থানে পাঠাইয়া দিল। অনন্তর আর একটী ভোজন লইয়া তাহাতে একটী ছিদ্র পরিষার ভোজা এর পাত্রে রাখিয়া ঐ পূর্ণপাত্রস্থ করা জল আস্তে ২ ফেলাও, এই ছোট পাত্রে ঢালিয়া দিবে। কিন্তু

পরে। এরূপ দুধ প্রায় দুই ন দর্শ ও সাধী হইতে পারে।

। সৈন্ধব কুসুম (৩)। এখানি পদ্য পুস্তক। পদ্যগুলি মিত্র ও অমিত্র ছন্দে লিখিত পাঠ্য বিষয়। এ বিষয় লইয়া কবিত্বশক্তি খেলা করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ এ বয়স ছাত্রি বিশেষ পুরাণ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা গ্রন্থকারের নূতন উদ্যম দেখিলাম। কিন্তু নূতন নূতন বিষয় লইয়া নূতন নূতন রসনায় যোগ করিয়া কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করুন। কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

। মিটিওরোলজের বার্ষিক বিবরণ। ১৩,১৪ ১৮৮০।৮৪ ই মুদ্রাঙ্কে লিখিত হইয়াছে। বিদ্যালয়টি ক্রমেই উন্নতি হই যাইতে। উহার নবম বার্ষী

। বিল ঐ মুদ্র

ও বহু মূল্যবান্ যন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে। বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা।

যেম অবোধদের বালকদিগের মনোরঞ্জন করিয়া মুদ্রিতেছেন, তাহা বার্ষী সম্পাদক কমিটীর সভ্য, ও ছাত্রি গণ বড়ই এই অনুরঞ্জনপূর্ণ উদ্যম ও সাধিত হইয়াছে, সম্প- দকের ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের নামগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্ত এ, এম, বসু এম, এ সভাপতি।
" বাবু ভাবদত্ত লাহিড়ী।
" " শিবচন্দ্র দত্ত।
" " দুর্গাদাসের দাস।
" " ডাক্তর এম, এম, বসু।
শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।
" বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ।

ছাত্রের সভাপতির পাত্র। তাঁহাদের বন্ধু ও পরিশ্রমই সফল উদ্যমির মূল।

রিপোর্টটি ইংরাজীতে লিখিত।

৫। আবদ, (৪)। এখানি একখানি মাসিক আধুনিক বিষয়ক, বিষয়। চরিত্র ও মূল সম্বাদবলম্বন, বিশেষতঃ এই ভাষা

ভাষা ইহা। চরিত্রের সাহায্যের ভূমিকাদের সম্ভ করা হইয়া। আমরা এখানি উদ্যোগের বিশেষ ১ ১৮ চরিত্র সকল ও প্রণালী দেখা হইয়াছে ও ভাষা ও ব্যবস্থা চরিত্রের ভেদ কথা আবশ্যক দেখি ও পাইল না।

৬। বিদ্যাবাগীশ, দুই খণ্ড (৬)। এখানি বিদ্যার বিষয়

টীক ও যাহা ক অনুবাদ ও সাধক শ্রীযুক্ত অনঙ্গ, ভূষণ ছন্দ বহুসংখ্যক শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বিদ্যা ও ইহা প্রকাশ ক ও অনুবাদ।

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এই ইহার সম্পাদন করিতেন

(৪) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ইহার সম্পাদন করিতেন

(৫) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ইহার সম্পাদন করিতেন

(৬) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ইহার সম্পাদন করিতেন

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল গুপ্ত [illegible] সম্পাদিত [illegible] সংবাদ ও রঙ্গ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। [illegible] সম্পাদক ও মাসের ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা। বি, এল, ও ডি ডি এল, এম, এসের প্রণীত [illegible] ব্রাহ্মসমাজ মাসের যে বিষয়গুলিবিষয়ের সমালোচনা। ও ডাক্তার [illegible] সম্পাদক ৪৯, ৮ ম, আর এর প্রণীত [illegible] ই সম্বর মাসের [illegible] ম সমালোচনা। শ্রী ডাক্তার বাবু [illegible] সম্বর মাসের ১৫ সম্বর মজতাবাদ অর্থ [illegible] ই [illegible] ও [illegible] ব্রহ্ম এবং ইণ্ডিয়া [illegible] অন্তর [illegible] সম্পাদক।

এ সকল সমাজ ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে ও।

সংবাদদাতার পত্র।

ডায়াবাটি

[illegible] গ্রামে [illegible] অনেকদিন যাবৎ একটী মকদ্দমা চলিতেছে। সোইআকির [illegible] উপরে এক ব্যক্তি [illegible] করিয়া [illegible] করা হয়। কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে [illegible] হইয়া থাকিবেন। ক্রমে এ বিষয় সোইআই [illegible] কর্ণেলের হয়। তিনি পুলিসের উপর [illegible] ভার দেন। তথাকার [illegible] শ্রীযুক্ত সরাবাবু সোইবাবুদিগের প্রতি [illegible] সমন জারি পাইয়াছেন, সেইজন্য কারা অরিয়াছেন। তাহে তিনি আইনের বাধ্য। সোই আফিসের কর্ম্মচারিগণ সকলকে ছাড়িয়া এক [illegible] অপ্রাপ্ত বেতন—বালক উমেদার স্বরেন্দ্র [illegible] আপাততঃ [illegible] অর্পণ [illegible] করিয়াছেন। এই সুযোগ [illegible] বালক স্বরেন্দ্র বাইয়া বসের মহিত [illegible] আজ ৪ দিন হইতে রহিতেছে।

সোইএর [illegible] নিকটে [illegible] এই [illegible] অপ্রাপ্তবেতন [illegible] বালক [illegible] উপর [illegible] অবস্থান না হয়। সোই [illegible] সেরেস্তার [illegible] নহে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই, সমন যে একজন অপ্রাপ্ত বেতন উমেদার কর্ত্তৃক [illegible] হইবে তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। অথবা উহার ভিতর কোন নিগূঢ় কারণ আছে—অথবা উহার ভিতর স্থানীয় কোন [illegible] কর্ম্মচারীর গভীর চক্রান্ত আছে। কেন্দ্র [illegible] বালকটার [illegible] তাহার আবাস পর্যন্ত [illegible] আসিয়া [illegible] বলিয়াছিল "[illegible] হয়। এই কোন ব্যক্তি আমার [illegible] অনুসন্ধান করিতেছে [illegible] আমার সন্দেহে [illegible] আসিল।" আমরাও [illegible] সোইআফি-

[illegible] সের [illegible] পর অথবা কোন না কোন ব্যক্তি [illegible] অনেকের উপর অত্যাচার করিতেছে। সোইআর [illegible] অনেক [illegible] আমাদিগের [illegible] ধরা [illegible] সাহেবদিগের [illegible] অনেক [illegible] ইহার [illegible]

ইণ্ডিয়ান [illegible] ডাক্তার [illegible] ডাক্তার [illegible] ডাক্তার

পত্রিকায়

রেপুর। ঐ পত্রিকা আবশ্যক হইলে অই আপিসে একবারি ই'ংরাজি পাঠাইবেন। অপরাপর বহুসংখ্যক প্রশংসাপত্র আমাদিগের আপিসে দৃষ্ট করিলে যে পাইবেন।

ব্রহ্ম আমাদিগের আবিষ্কৃত ঔষধ ভিন্ন আমরা সোমপ্রকাশ বিলাতি ও অন্যান্য যেসব পেটেন্ট ঔষধ এবং ৺ রোগবিশেষের চিকিৎসার উপযোগী অন্যান্য এলোপ্যাথিক ঔষধ সকল মূলধন মূল্যে বিক্রয় করি।

বিজ্ঞাপন

সন ১২৬২ সালের

পঞ্জিকা বহুত। ঐ পঞ্জিকায় সমাপন চারি পৃষ্ঠ স্থ স্থ বিজ্ঞাপন লিখ পাঠাইয়া দিবা। বিজ্ঞাপন ইহার অত্যন্ত মূল্য। ৫৮-২ ফর্মাতে ইহার ৫ টাকা।

শ্রীযুক্ত ৺হরিশ্চন্দ্র সেন কবিরাজের

ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয়ের ঔষধ সকল।

বিষয়। অনুপান যি যবে প্রয়োজিত হইবে অজীর্ণ অর্শ অম্লপিত্ত শুক্লকৃষ্ণ বাতরোগ কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু বাতজ শূল জীর্ণজ্বর কৃমি মূত্রাঘাতের প্রায় সমস্ত পীড়া উৎকণ্ঠাদি অন্তে যা ই'ংরাজের প্রমেহের দৌর্ব্বল্য জীর্ণ কঠিন রোগসমূহ সকল ইহা সেবনে দ্বারায় বিনষ্ট হয়।—

অতিসার জ্বরাতন কিম্বা অপর কোন পাকাশয়িক বা মানসিক পরিশ্রম জন্য বায়ু দোষজন্য সন্তাপের দৌর্ব্বল্যতা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাসতা, চক্ষুর কোন এক ইন্দ্রিয় উত্তাদি যি পীড়া প্রকাশ হয় এবং বিস্তারণের উৎকাশির ইহা এক অদ্বিতীয় মহৌষধ। ৭ দু যার মূল্য ৪ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা।

এক ডাবর মূল্য ২৪ টাকা ডাক মাশুল চারি আনা

সুরবল্লী কবায়।

ইহা ব্যবহারে, সকল প্রকার বায়ু, রক্তপিত্ত উদরাধ্মান, কৃমি, অম্ল,সন্তাপাদি চর্ব্বির পরিপাক বিকৃতি ও বাতরোগ সকল নিশ্চয়ই নিবারিত হয়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা পাকাশয়িক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা ও বাতুকীলতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর সবল ও সুস্থ এবং স্নিগ্ধ কান্তিযুক্ত হয়। আসবাদির সহিত বিলাতি সারসা অপেক্ষা ইহা বিশেষ উপকারী। এই সারসা এরূপ বায়ুনাশক যে রোগীদিগের ইহা সেবনে বায়ুরুক্ষ মূত্রাশয় বিস্তারে ইহা সেবন করিলে

যারা শ্রম হইবে বিষয় প্রকাশ করিতে

মূল্য ২ টাকা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন—কবিরাজ।

OLD EYES MADE NEW !!

Spectacles and Surgical operations rendered useless

Throw away your rock Pebbles, Swans,

Bavaria, & Italian Crystals,

FOR THE CURE OF ALL

EYE DISEASES.

Dr CHASE'S JORDAN DROPS.

A soothing and strengthing "Eye-water," or lotion for the eyes, is guaranteed to cure permanently weak, congested or inflamed Eye, Inflammation of the Eyelids, watery and overworked Eyes, Intolerance of light, Obscurity of vision Cataract Eyes, Far and Short-sightedness Weakness of the retina and optic nerve &c and the worst diseases of the Eye.

It is Entirely a new scientific discovery, containing many of the most powerful restorative agents in the vegetable kingdom. Instead of cutting out the cataract and thus causing intense agony to the patient it can now be gradually washed out by mere a few days applications. By applying one Drop of Jordan in the Eye three daily the muscles are revitalized, and invigorated the circulation of the blood in the capillary vessels controlled the paralyzed nerves expanded the and cause of the difficulty speedily removed Its beneficial effects are experienced from the very first applications It subdues all pain and inflammation immediately Best of Oculists or Doctors that have failed in many cases D Chase's Jordan Drops has cured thou sefully Test and you will be satisfied

For Bottle Large	4	0	0
" Small	2	8	0
Cathartic Alterative	4	0	0

RECEIPT CERTIFICATE OF CURE.

CHRONIC OPHTHALMIA

The Lodge Mahratta, 24th January 1864.

A freemason was suffering from acute Chronic Ophthalmia. He was declared to be hopeless by the Medical officers of Eye-Infirmary after applying the Drops for a fortnight in accordance with the printed Directions which decidedly an improvement to the better, the oozing of water from the Eyes has ceased, the inflammation of the Eyelids disappeared and the excessive pain in the Eye-ball has been relieved.

(Sd) T RAJAROSA'L NAYKIN Freemason.

Wanted Live Agents in every City & Town

VAN ELLEN & Co

CALCUTTA

নতন সালসা। নতন সালসা।

প্রতি বৎসরে প্রায় ৫০,০০০ বোতল

বিক্রয় হইতেছে।

ইহাতে কোন প্রকার বোতলীয় বা বাজে পদার্থ নাই। ইহা ব্যবহার করিলে কখন অসুখ হইবে না। বিলাতী সকল রকম সারসাপেক্ষা এই সারসা উপকারী ও সুখকর। ইহা সকল ঋতুতে সেবন করা যাইতে পারে। ইহা পান করিলে, পরক্ষণেই মুখে একপ্রকার সুস্বাদ, সকলেই ইহা নিজে সেবন করিতে পারে

ইহা ব্যবহারে শরীর হইতে পারদঘটিত সমস্ত রোগ সমূলে নির্দ্মূল হইয়া যায়। পারদের দ্বারা যে সকল রোগ জন্মে, যথা ঘা, পারার ঘা, ফোস্কা, কাশে পুরাতন ঘা, কোষ্ঠ ও ত্বকের বিকৃতি, বাতরক্ত, অস্থিশূলা, সেই কঁপা, বুকেধড়ফড়ানি, শরীর কাঁপা, অকর্ম্মণ্যতা, সেই ফুলা, বৃষ্টেরোগ, পাণ্ডুরোগ, শরীরে দাদ, পাঁচড়া, শরীরে দাগ, পাঁটে বাথা এবং অন্যান্য যে কোন কারণে শরীর বিকৃত হইয়াছে শীঘ্র ও নিশ্চয় আরাম হয়। মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাশুল ১, পাঃ ৩। উজন ১৫।

নীলের তৈল।

ইহা ব্যবহারে নীল হইতে প্রস্তুত তৈল। বয়স ও কুষ্ঠ রোগের যদি কিছু ঔষধ থাকে তাহা হইলে নীল। নীলের তৈল আবার বহু কষ্টে ও বহু যত্নে প্রস্তুত করিয়াছি। ঘোর, দদ্রু, চুলকনা, ছুলপড়া যাহা, বরণ, কুষ্ঠ সহিত কুষ্ঠ ইত্যাদি যে সেই মনোযোগ। ইহা যাহা কখন প্রকার ঘা আছে ইহা সকল প্রকারেই উপকারী হয়। বড় বোতল ১ ছোট ২ পাঃ।

এক্‌জিমার মলম।

ইহা বহুদর্শী ঔষধবিৎ প্রস্তুত এবং ইহাতে পারদ কিম্বা অন্যান্য রোগদূষিত পদার্থের লেশমাত্র নাই। ইহা ব্যবহারে রোগ, যন্ত্রণা, প্রদাহ আরাম হয়। কোটা ২ পাঃ ।০।

কলমূলের ব্রহ্মাস্ত্র।

ইহা ব্যবহারে এক সপ্তাহ মধ্যে অন্ততঃ ৭ প্রকার দুষ্ট সমস্ত পীড়া আরাম হয়। বুকধড়ফড়ানি, মাথা ঘোরা, অকারণে ভয় করা, অজীর্ণতা, পেটে বাতা, মুখে অম্ল ও টক উঠা, কোষ্ঠবদ্ধ, পেটে বেদনা, কুধা মন্দ ও অজীর্ণতা, শ্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি ও বাতাধিক্য, ইত্যাদির ইহা ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা দেশীয় উপকরণে প্রস্তুত ও নিরাপদ। বিলাতী ঔষধের নাম গন্ধ ইহাতে নাই। প্রতি ১৬ পুরিয়া ১৲ উজন ১৬।

গ্যারাণ্টিড মিক্‌শ্চার।

ইহা ব্যবহারে সাদা বিন্দে বাত বিশেষ, দুর্ব্বলতা, আলস্য, কুধা ও নিদ্রাল্পতা ও অম্লরোগ, বক্ষে ব্যথা লাগা, অম্লোদ্গার ও অম্ল, এবং স্ত্রীলোকের পেটে বাথা, বহু প্রকার, কষ্টা বাত আলা, প্রভৃতি আরাম হয়। প্রতি শিশি ২ পাঃ ।০

উক্ত পীড়া সকল শীঘ্র উপশম করিবার জন্য পিচকারী একবার ঔষধ,একটী পিচকারী ও ঔষধ ১।

এঃ ঘোষ, কেমিষ্ট।
কলিকাতা চন্দ্রঠাকুরের, মেছুয়াবুর্জ্জার ষ্ট্রীট,
৪৭ নং বাটী।

যোগবাহা লালতৈল।

স্নিগ্ধ বর্ণা ও সপ্তাহের ও টাকা পাঃ ।০।

ই পরীক্ষিত ঔষধে, বালকগণের পুরাতন অসাধ্য রোগ তিন সপ্তাহ সেবনে নিশ্চয় উপকার। যিনি লবণ আগ করিয়া পথ্য করিবেন তাহারই সেবনীয়, ১০ আনা পাঠাইলে ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

শ্রীনন্দিযোগেন্দ্র সেন কবিরাজ
কাশী কার্ত্তিকিয়াহ ব্রাহ্মবাড়ী।

ভাবপ্রকাশ।

(মূল ও অনুবাদ।)

প্রতি এই সুবিখ্যাত অমূল্য প্রাচীন পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে মূল্য ১৸০ মাশুল /০।

এখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক। ইহা গৃহস্থ মাত্রেরই বিশেষ উপকারী। এই পুস্তকে স্নান, আহার, বিহার, নিদ্রা, মৈথুন প্রভৃতি এবং রোগ নির্ণয় ঔষধ মূল ও তৈলাদি প্রস্তুতকরণ প্রণালী

তৃতীয় খণ্ড ১৸০।

Word Book English to Bengali for Minor students by S. C. Ganguleo Price and 4—6 to be had at Somaprokash Depository

সোমপ্রকাশ ডিপজিটারী
৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা
} শ্রীহরশিচন্দ্র রায়।

সটীক।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অর্থাৎ (১৮৬২ সালের ১০ আইন) এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন সংশোধক আইন অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের ৩ আইন।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন এম এ, বি, এল কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা বম্বে, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ প্রভৃতি হাইকোর্টের সমস্ত প্রধান, সার্কিউলার অর্ডর সন্নিবিষ্ট।

মূল্য ৪৲০

ডিপজিটারিতে এবং সমস্ত কলিকাতা ডাকঘরে এই সটীক আইন পাওয়া যাইবেক।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে যে সমস্ত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত	বাবু বৈদ্যনাথ বিশ্বাস—বরাহনগর	১৷০
"	" মুকুন্দবিহারী রায়—পাবনা	১৷০
"	" রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার—বাগবাজার	২৷০
"	" প্রমথনাথ রায়—মুলযোড়	৭
"	" আশুতোষ দত্ত—বরাহনগর	৭
"	" অম্বিকাচরণ দে—চিনাবাজি	৫
"	" বৈদ্যনাথ ও তারিণীচরণ সিকদার—মাদরা	৬৷০
"	" ম ভক্ত ঘোষ—কলিকাতা ১ নং	৩৷০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

যেরূপ বার্ষিক
মূল্য পক্ষে । অগ্রিম
দেয় মাসিক ৸৹ দিবার
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতায় ৯৭ নং সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নামে মোহর করিয়া, মনি অর্ডার, কিম্বা অন্যরূপ যাহাতে টাকা পাইবার সুবিধা হয় তদ্রূপ সেই কথার দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আনার আনার মূল্যের টিকিট প্রেরণ করা গ্রহণ করা হইবে না। মূল্য বিশেষ বিশেষ কারণ ব্যতীত সোমপ্রকাশ প্রচার অধিক দিন হইলে অবশ্যই মূল্য পাঠাইয়া দেওয়া উচিত।

যাহারা বাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ।০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার ৯৭ নং সোমপ্রকাশ প্রেস হইতে শ্রীহরশিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সোমপ্রকাশ যন্ত্রে, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রকাশিত ও সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি হইতে প্রচারিত।

সাধপ্রকাশ।

২৯ খণ্ড। "ভবন্তেতা প্রকৃতিস্থিতয়ে আর্যস্য ভবন্তী অতিসন্ততী ন ঈবতা। ১৯ সংখ্যা।

১২৯২ সাল। ২০এ ফাল্গুন। ইং ১৮৮৫। ২ রা মার্চ্চ। { অগ্রিম ব্যয়াদিসহ ৪৯৲ অনগ্রহ পক্ষে
৫ বিপনাদ্দ। ২০ এ ফাল্গুন। { ডাকমাশুল সহিত ৫৲ টাকা ধার্য্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত টাকা। ষাণ্মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন বিজয়াদশমীর মধ্যে স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিজয়াদশমীতে আমাদিগের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব ও তাগাদা পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঁদড়িপোতা, কলিকাতার অধিক দোকান-দার ভাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

[illegible]

যার প্রয়োজন নাই। যদি অতঃ কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অনেকের কৃষ্ণনগর নামের অবশ্য বহির্গত শিক্ষক পণ্ডিত ও ভাগিনেয়দের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩৲ টাকা। মেসপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ ইংরাজীনবিশ পুরাতন অনেক বিদ্যার্থীর আছে। তাহাদিগকে সোমপ্রকাশ পাঠাইবার জন্য তাহাদিগের নাম পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে নিবেদন করিতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, দ্বিতীয় বার ৶ আনা।

এখন হইতে যে সকল কার্য্যালয় বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহাদিগের বিল্টী আসিবে, এবং দুইবার বিজ্ঞাপনের মূল্য পত্রাদির উত্তরে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ বিদ্যারত্ন প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিদ্যার্থিদিগের মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ১৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ বিদ্যালয়ে পাওয়া যায়।

	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০

বিদেশস্থ বিদ্যার্থী ৵০ ডাকমাশুল পাঠাইলে পুস্তকের সহিত পাইবেন।

মল্লিক কোম্পানির
উৎকৃষ্ট পাথরের চশমা।

উৎকৃষ্ট ফ্রেমের	১৲
রূপার ফ্রেমের	৮
সোণার ফ্রেমের	১৫
ষ্টীল ফ্রেমের ডবল	৩

এ সমাজের দুর্বল চক্ষুর চক্ষু আবশ্যক

মফঃস্বলে পাঠাইতে হইলে বয়স লিখিবেন অথবা এখন চশমা ব্যবহার হইয়াছে কি না ইত্যাদি সমাচার যে রূপ করিলে তা দু সেরেফ ভাবে পাঠাইবার, কি ব ব চশমা চক্ষে না লাগে তবে পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া যায়। সকল প্রকার চশমার মেরামত হইয়া থাকে

৯৯ নং মোয়াজো ষ্ট্রীট
চীনাবাজার কলিকাতা। } মল্লিক এণ্ড কোং।

বসন্ত-পাগলিনী।

(অতি উৎকৃষ্ট নবীন গ্রন্থ।)

পাগলিনী নবীন গ্রন্থ। অনেক ভাল্য আছে। উহা ৮ খণ্ডে শেষ হইবে। প্রতি খণ্ডের ৵০ আনা। যাঁহারা ৮ খণ্ডই লইবেন ৷৷০ আনা বিবেন, তাঁহারা সমস্ত পাইবেন।

শ্রীউমেশ—

১ নং সরকুলার।

১ ধর্ম ও কুবিভাগ (চিকিৎসা) ...

শিবনাথ লিখিত ১৮৮৪ সালের ... পর্যবেক্ষণ ...

ঐ বৎসরের পক্ষে শ্রীশ্রীযুতীয় ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮৪ সালের ৩১ জুলাইর ১০৫ নং পত্র,

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীযুতীয় ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৩০ আগষ্টের ১০৫ পত্র,

স্থানীয় সকল গবর্ণমেণ্টের ও শাসনকর্ত্তৃ ... প্রতি ১৮৮৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের ... নং সরকুলার,

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীযুতীয় ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ... সেপ্টেম্বরের ১৪নং পত্র,

স্থানীয় সকল গবর্ণমেণ্টের ও শাসনকর্ত্তৃগণের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর,... নং সরকুলার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের ... নং পত্র

পাঠ করা গেল।

নির্দ্ধারণ।

রাজকীয় করিশনের অধীনে, সপ্তম প্রদেশে, ১৮৮৬ সালে যে প্রশ্নাবলী ইংরেজীতে ছাপান হয়, তাহা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া ... গবর্ণমেণ্টকে প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শ্রীশ্রীযুতীয় ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের অনুমতি ক্রমে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ... ঐ শ্রেণীর ... শীলকমিশনের আবশ্যকীয়তে, শ্রীশ্রীযুতীয় অধীনস্থ ... ভারতবর্ষের সীমার মধ্যে যে সকল কৃষি শিল্পাদির উন্নতি হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে ... তদ্বিষয়ক তথ্যই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।

২। এই ব্যাপারে সহায়তার জন্য ইতিপূর্ব্বেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগকে ... জানান হইয়াছে। এক্ষণে সাহায্যের উৎপন্ন, শিল্পকার্য্য ও কারুকার্য্যাদির যথা সম্ভব সম্পূর্ণ ও ... প্রদর্শন করিবার যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকল ভারতবর্ষীয় লোকে ... পারে, ইহাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়।

৩। ১৮৮৬ সালের যে মাসের প্রারম্ভের সাউথ কেন্সিংটন ... প্রদর্শনী খোলা হইবে। ঐ বৎসরের ১ লা জানুয়ারির পূর্ব্বেই ভারতবর্ষীয় প্রদর্শনীয় দ্রব্যাদি ইংলণ্ডে পঁহুছান আবশ্যক।

৪। যাবৎ ভারতীয় কমিশনারদিগের নিকট অন্যান্য উপকরণ না পাওয়া যায়, তাবৎ কি নিয়মে তাহা গ্রাহ্য করা যাইবে এবং কি পরিমাণে স্থান পাওয়া সম্ভব, ইহা জানান যাইতে পারে না। কিন্তু ... যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের হেফাজত নিক্ষেপ করেন সেই টিকানায়, যত সত্বর সম্ভব, স্থানের জন্য প্রদর্শনীকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের আবেদনপত্র প্রেরণ করা আবশ্যক। সুতরাং ১৮৮৫ সালের ১ লা মার্চ্চের পূর্ব্বে যে সকল প্রবন্ধ পাওয়া যাইবে তাহাদিগকে এই অনুসন্ধানের প্রমাণস্থল বোধ করা যাইবে যে, যে পরিমাণ স্থানের জন্য প্রার্থনা হয় তাহা সম্পূর্ণ পাইবার নিশ্চয় থাকিবে না, এবং স্থানের মূল্যসম্বন্ধে যদি অসম্মতি হয় তাহা ...

৫। প্রদর্শনী সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল চিঠিপত্র লিখিতে হইবে তাহা রাজস্ব ও কৃষি আফিসের প্রদর্শনী শাখায় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নামে পাঠাইতে হইবে।

আমা।—আমা হইল যে, স্থান পাইবার যে পরিমাণ ... যে স্থানে বসিতে হইবে তাহা আমাইবা ...

আমাদের।	অনুমানের।	সাহায্যের অবশ্যকীয় বিষয়ে স্থানীয় কমিটী
যোগাই।	বিতীয় উদ্দেশের।	সকলে একত্র হইবার এবং যেমনই ...
সমুদয়।	কৃষি	যেরূপ স্থানের পরিমাণসম্বন্ধে ...
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা।	আসাম।	অনুরোধ করিয়া, সেক্রেটরিয়ট স্থানীয় সকল
পঞ্জাব।	ব্রহ্মদেশের ... যে ...	গবর্ণমেণ্টের ... স্থানের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট ...
		নির্দ্ধারণের সকল ...

... আমা হইল যে, এই নির্দ্ধারণ ইতিমধ্যে ... প্রতিনিধি ... প্রেরণের পরিমিত ... প্রকাশিত হয়।

(... উদ্ধৃত ...)

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ...

ভারতীয়

প্রাচীন মুক্তাবলী।

অর্থাৎ

ভারতীয় সামাজিক, পৌরাণিক,

ঐতিহাসিক ধর্ম্ম ও সামাধিবরক

সংগীত সংগ্রহ।

প্রায় ১০০০ এক হাজার ... সংকলিত

সংগীত।

মূল্য ১৷৷০, ডাকমাশুল ৵০। অভিলাষী সোমপ্রকাশ প্রকাশক পুস্তকালয়ে ও ঢাকা অনুসন্ধান যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

১। জাতীয় সংগীত—ঈশ্বরস্তব, দেশ চর্চ্চা, আত্মোন্নতি ও ভ্রাতৃভাবপ্রকাশ ... এবং জন্মভূমি, স্বদেশানুরাগ, মুসলমানের আইন, ভারতমাতার খেদ, ভারতের দুর্দ্দশা, বিলাতীবিলাস, ইত্যাদি বিষয়ক।

২। সামাজিক সংগীত—অর্থাৎ সাধারণিক রীতিবর্ণন, সামাধিবাদ ও ঐক্যবর্ণন, বাহ্যিকাচার ও আন্তরিক, ধর্ম্মনাশক, ভ্রান্তিনাশক, ভ্রান্তিবোধক, মাহিমা ও মুক্তিক ও ধর্ম্মসাধন বিষয়ক।

৩। পৌরাণিক সংগীত—অর্থাৎ মুকুন্দরাম, বিদ্যের বিবাহ, আগমনী, ভগবতীর দুঃখ, ভবভাবিনীর বেশ, অহিল্যার ও ভগবানের, সাবিত্রী ও সত্যবানের আখ্যান, শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠির ও ভক্তবৎসল।

৪। ঐতিহাসিক সংগীত—অর্থাৎ ভারতের প্রাচ্য বিদেশ ও অনুরাগ, সত্যানন্দ, গীতার অনুবাদ, অভিমন্যুবধ পাঠশালার, পৃথ্বীরাজ রাসো, ভারতের বীরত্ব বর্ণনা, আত্মবলিদান, শিখাগীতিবিয়োগ, নিদ্রা ভঙ্গোদয়ের গান, ভারতের দুঃখ, ভারতোদ্ধার, ভীষ্ম কবি, নিবাই সন্ন্যাস, ভারতদুঃখ ইত্যাদি বিষয়ক।

৫। রসাধিবরক—অর্থাৎ ভক্তসংগীত, ভাবপ্রকাশী, রসাত্মকারী ও বীরোদ্দীপক প্রভৃতি গানের নানা বিষয়ক ঐকতানিক ও ঐকতানিক এবং ভক্তি ও বীরোদ্দীপক এবং ভারতের অভিনয়ের বর্ণনের ...

৬। ... ভারতীয়—... ভারতের ... ভারতবাসীর ... বিষয়ক, ... ভারতের ... ভারতের ... ভারতের ...

বিজ্ঞাপন।

বরফ, বরফ, বরফ।

১৮৮৪ সালের।

ইণ্ডিয়ান আইস কোম্পানী লিমিটেড। আলীপুর পোলের নিকট টালির নালার কারখানা। অতঃপর এই কোম্পানী উপরি উক্ত ঠিকানায় কুষ্টিতে

বরফ বিক্রয় করিবেন। কিন্তু এখ সেরের ন্যূন কাহাকে বরফ একজনকে বিক্রয় করিবেন না। প্রাতঃকাল ৬ টা হইতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত বিক্রীত হইবে। সন্ধ্যা ৬ টা হইতে প্রাতঃকাল ৬ টা পর্যন্ত ১ এক টাকা মণ বিক্রয় হইবে। কলিকাতা সহরের মধ্যে ডেলিভরি দিবার

টেলিফোন নেম্বর ১৮ ১০২

ঐ ব্রাঞ্চে ১৪

২৩ ট্রাঙ্গরোড কলিকাতা ১৪ এ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫।

ভ ডিরেক্টরদিগের পক্ষ হইতে শ্রীরামকিঙ্কর ম্যানেজিং এজেন্ট।

প্রেরিতপত্র

পাঠক মহাশয়দিগের নিকট।

মহাশয়! আপনার সম্পাদিত ৬ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশের মোহরাঙ্কিত পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। সত্যের অপলাপ বিষয়ক জ্ঞানে এবং সাধারণ সমক্ষে মহাশয়কে অমূলক অপদস্থ হইতে দেখিয়া, আর এতদ্বিষয় মৌনী থাকা লেখনী ধারণ করিলাম। অনুগ্রহ ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া কাহারও নিন্দা করা আমার স্বভাব নহে। অসত্যের অভাবে সময় কখন ক্ষুণ্ণ করা দেখিতে পারিলাম না। যাহা লিখিলাম, বিনা ব্যয়ে তাহা আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় পার্শ্বদেশে প্রকাশ করিলে চিরোপকৃত হইব।

পণ্ডিত [illegible] সম্বন্ধে মন্তব্যসীতে আমিই কয়েকটী সংবাদ দিয়াছিলাম। পণ্ডিত কীর্ত্তিচন্দ্র যে যেরূপ উচ্চ শ্রেণীর সাধু লোক, তাঁহার জীবন [illegible] প্রত্যেক কার্য্য যেরূপ কৌতূহলজনক ও [illegible] সাধারণের মহৎ আদর্শস্থলে অনুকরণীয়, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে আমার সময়ে সময়ে বিস্তৃতরূপে লিখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বিস্তর লিখা ও অধিক প্রকাশে [illegible] একটি দুরবস্থা হইয়াছে, যে বিস্তারিত [illegible] সময় লিখিতে ভয় হয়। যাঁহারা সমস্ত পৃষ্ঠাময় বিস্তার দিয়া লিখা ও ছাপাই বলীকরণপূর্ব্বক ফেলিবার অসত্য লিখিয়া, পাঠকের প্রথম চৌম্য, বর্ণার দুর্লিখন পড়িবার অনুরোধে সত্য করিয়া অসারাংশে পরিত্যাগের চিন্তা করিয়া আমাদের কল্যাণের জন্য সাময়িকতার অমূল্য সময়ের অপব্যয় করিয়া দিয়াছেন, অ ও তাহা অসম্ভাবনীয় ও দুঃসাধ্য ভাবে বলিয়া অনেকে উপহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং বলিয়া উঠিয়াছেন পরীক্ষা দিতে যাও

উপহসিত হইতেছে

আপনার আমালপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পণ্ডিত কীর্ত্তিনাথ মুখের সম্বন্ধে বিক্রমপুর সম্বন্ধে খুব একটী

বিষয় উঠিয়া গি

গুলি সংবাদ আপনার হুকুমে সংযোগী বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়া পণ্ডিতজীর উপর স যাহাদের অশ্রদ্ধা ও সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়।"

আপনার সংবাদদাতা আখ্যাদেন, আমি তাঁহার নাম সম্পূর্ণরূপে বলপরায়ণ না হইতে পারি, কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যে সত্যের অপলাপ ও স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত কোন অলীক বিষয়ের লোকসমাজে জন্য আমি কীর্ত্তিনাথের সম্মুখানে বিষয় ৩ই নাই। আমি দুই মাসকাল নানা অনুসন্ধানে ও তাঁহার স্বাধ্য সকল প্রকাশ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিয়াছি, তিনি অনেক

তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর লোক। আপনার ভাই ম

কীর্ত্তিনাথ সম্বন্ধে বঙ্গবাসীতে যাহা লিখিত হইয়াছে,

তাঁহার বক্তৃতা ও কার্য্যের যে পুরস্কার, তাহা যথার্থ ভাবুকের হৃদয়ে মুদ্রাঙ্কিত আছে। আমা দের ন্যায় লোকের তাঁহার বিষয় অধিক বাড়াইয়া

হুকুমে এবং উহাতে প্রকাশিত সংবাদ সমস্ত আদ তাহা। আমা করি তিনি ক্ষমা করায় নিজের ম করিয়া বিস্তর যুক্তিসহকারে প্রমাণসহ তাহা পরিষ্কার করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। যদি ৎ বিধান হইল না বলিয়া কেবলমাত্র বিস্তর ভয়িয়া মনোযোগ অপহরণ করিতে চেষ্টা করা অতীব দুঃখের কার্য্য।

মুখের বঙ্গবাসীর | বশম্বদ

৮ই ফাল্গুন | শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়।

পুষ্পপুর (১)।

এখানি বাঙ্গালার উপন্যাস সাহিত্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় রচনা শ্রীমতী ষোড়শী বালা দাসী কর্ত্তৃক বিরচিত। পুষ্পপুর পদ্মময় গ্রন্থ এবং নানারঙ্গরসে রসিক বালিকাগণের উপযোগার্থ লেখা হইয়াছে। ইহাতে "বিধুশেখর" "প্রথম প্রেমের প্রার্থনা" "শিক্ষার ফল" "প্রাকৃতিক শিক্ষা" "বয়স্কাল পত্রে সোহাগ মিলনে উক্তি" "বিরলে বালা" "তরুণী" "সুখের বালক ন" "হারানের ধন" "মিলনের পরিণয়" "অ খ" "বাল্যই বালা" "সাধের বালিকা" "কাহিনী কলুষ" ভূমীর বালা প্রভৃতি ছ ছবিটী কবিতা আছে। কবিতাগুলির ভাব বেমন নূতন ও মিষ্ট, ভাষাও অনেক স্থলে তেমন উৎকৃষ্ট।

এবং অনেক স্থলেই অনায়াসলব্ধ না হইত, সেখিতার যে পদ্য লিখিবার একটু বিশেষ ক্ষমতা আছে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। পদ ও মধুরিমার বিষয়ে পুষ্পপুরকর্ত্রীর বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। ইহাতে দুই একটী সামান্য দোষের দৃষ্টি হইল। কিন্তু যে পুস্তকের পদগুলি উপরে ভাসমান হয় আর এক আধটী দোষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বিরক্ত হইতে কবির করিতে হয়, আমরা তাহাকে দোষ বলিয়া গণ্য করি না। এরূপ সামান্য দোষ হইতে বৃহৎ বৃহৎ বিষয়ের উৎপত্তি হয়, ষোড়শী বালার অল্প বয়স থাকিলে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সংসারের পক্ষে দুঃখের উৎসাহ পাইলে আমি তিনি "হেমবাবু" "নবীনবাবু" না হইলে একজন যে সুকবি হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। আমরা এই বালাকবিকে

করিতে প্রস্তুত আছি। তাহা করি প্রত্যেক পুস্ত ছয় আনা হইতে ইহার এক এক খণ্ড ষোড়শী বালার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ ক্রয় করিবে। হরিদাস বাবু গ্রন্থ ভিন্ন প্রকাশক। প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু রজনীলাল মুখো

"যে হইবালা বালক নয়, বালক যুবক নয়,—
তিনি ধন্য যৌবনকুলের অলঙ্কার। এই কুলের
তোরা কেহ নি ন্ত নাশিয়াছেন, ইহাতে পুরুষ
মানীর হাস নাই। পুষ্পগুলিতে অনেক কীট
বা জন্মিতে পারে, পাপড়িতে পাপড়ে কীট থাকিতে
পারে, কিন্তু যাঁহার মুকুর আছে, একবার তিনি
দেখিবেন, বালিকাকুলের কেমন ভাব কেমন
সরল পথ ধরিয়া মুটিয়া আছে হইয়াছে। এমন

(১) শ্রীমতী ষোড়শীবালা দাসী কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ডাকি আনা মাত্র। ৩৭ নং অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা।

যাহাতে অন্তরে ও বাহিরে প্রভু ভাব সকল আসে পায়। আপন আপন রুচি অনুসারে চলিলে তত দূর কর্ত্তব্য বিষয়ে একতা ও দৃঢ়তা জন্মিবে না। প্রাচীন আর্য্যেরা বহু সমাজবন্ধন দ্বারা জাতীয় একতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তাই ঐ সকল ভিন্ন দেশবাসী ও অন্য ভাষা সম্পন্নদের সমক্ষ হইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যদি আপন আপন ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে চলিতেন, তবেতো ঐক্যের মূলসূত্র হইত না। এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত আমাদের সংসর্গ হইয়াছে। এখন আমাদের বর্ত্তমান পরিচ্ছদের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক হইয়াছে। জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ বা করিলে যে সেই পরিবর্ত্ত সাধন করা যায় না তাহা নয়। যুক্তি চাপকান ধুতি সকল কাপড়ের একটী চাপকান ব্যবহার করা উচিত। উহাতেও এরূপ অনেক লোক আছেন তাঁহারা আমাদিগকে জাতীয় পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনী দেখিতে ভাল বাসেন। আমার ঐ দলে এরূপ লোকও অনেক আছেন সকল উপায়-নির্দ্ধারণে পাত্র আচ্ছাদন করিয়া দেখে দেখিতে ভাল

করিলে তাহাতেই অপ্রীতি জন্মিবে না পশ্চিম দেখে এই পরিবর্ত্ত প্রচলিত, ঘরের এই বস্তুগুলির পরিবর্ত্ত না করিলে মনেও একতা হইবে না। মনের একতা না হইলে কি মহৎ ভাবে সাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ছাপা হয় না অথচ সেই কোলাহল, সেই কোলাহলে একটু মন দিতে পারা যায় না। বাহিরের যন্ত্রণায় ভিতর পর্য্যন্ত পুড়িয়া যাইতে থাকে। অনেকগুলি কবিতা বেশ হইতে পারিত কিন্তু সে সময় সেখানে কবিত্ব হইতে পারে না। আমরা নিম্নে যে কয়টী কবিতা দিলাম তাহা কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করিয়া লইয়াছি। সোমপ্রকাশের পাঠকবর্গ ইহার সংশোধন করিয়া লইবেন।

এস তুমি সখী,
প্রাণের ভগিনী
এক সঙ্গে পরে
বিজয় মালা।
তুমি ও আমরা,
ভগ্নি ভ্রাতৃবর
আমার জীবন,
স্বর্গেতে সেতু।
কত মাস গেল,
কত মাস গেল,
না দেখি তোমায়
আমার মন।
তাহা সই
সজনী বলে
আমিও তেমন
হইয়া রয়।"
বিরলে বালা।
" কই সখি কথা —কও না যে কথা মম।
কি অসুখ মনে।—চিন্তা কি তুমার?
শুনিয়া ও কথা সুখে চিন্তায় ভুবিয়া,
ঝরিল দু নয়ন মুছি ও ভুমায়।
তারতী যা বলে পুন, সুধাংশু আমারে,
এক এক বিন্দু অশ্রু ফেলিছ;
যা হইলে চিন্তা দূর, অকূল ভাবিয়া
কেন যা চক্ষের বারি মুছিছ?
এমেতি কখন কারে — মধিলোভে কভু,
ভুলিয়ে দেখনা কিন্তু যে জন?
বিষাদ হইয়া কেন বিষাদ ভাবনা
চিন্তা পরিবারি রেখেছে আমি।
মধুর ভরেছে, কারণ ঘরেছে, বিষাদিত চিত্তে
করিল বালা,
আমি অভাগিনী, বিরহ বাসিনী, চিন্তা
জলধী তারের বালা।
বিষে পরিচিত, আমি এ ভুবন, সুখ দুঃখময়
এ ঘোষণা।
—এই মর্ম্মী মনে, এমেতি বিজনে, বলা কথা
—ই কথা।

ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমি ঢাকা নগরে ১৮৭৫ সালে ইংরাজী ভাষায় একটী সভা স্থাপন করি। তাহার নাম Dacca Literary Club. ঐ সভায় ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইত। ঐ সভার কার্য্য বিবরণ ও পঠিত প্রবন্ধ সকল ১৮৭৬ সালে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করি। ঐ পুস্তকের একখানি আমার নিকট আছে। ঐ পুস্তকে আমার একটী প্রবন্ধ আছে। ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ঢাকার তদানীন্তন সিবিল সর্জ্জন ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব আমাকে বিলাতে যাইতে পরামর্শ দেন। তাহার পরামর্শ অনুসারে আমি বিলাতে যাই। ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাকে বিলাতে যাইতে পরামর্শ দেন। তাহার পরামর্শ অনুসারে আমি বিলাতে যাই।

সোমপ্রকাশ।

২০ এ ফাল্গুন সোমবার

বাবু বিজয়কৃষ্ণ ঠাকুর সাধিকী পুস্তকালয়ে "বায় কাটি রূপায় কাটি" নাম দিয়া যে প্রবন্ধ

আমরা উহার একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার একস্থ ন খু নয়নমাত্র দেখিতে পাইলাম, এবং পাঠক এদেশীয় রাজদের অনুকরণপ্রিয়তা দেখিয়া

করেন, কিন্তু তাহা যে স্বজাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া এদেশীয় লোকের অনুকরণে খুঁত চাদর পরিধান না। তাঁহাদের এই বক্তব্য তীব্রশ্লেষাত্মক বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন "ই রাজদের এই যে একটী—রসনা ও নয়—কিন্তু—অ ফলক—মস্তাগ্র—মস্তক ঘনে

শিখিত

হইলে এতদ্দেশীয় আমাদের জাতির শ্রী কি হয়া যাইত,—কিন্তু তাহা আমরা শিক্ষা করিব না — ইংরাজদের নিকট হইতে আমরা পরিষার সাফ শিক্ষা করিব, চলিবার চঙ্ শিক্ষা করিব, কথা কহিবার ধরণ শিক্ষা করিব, টুপ হেলাইবার কেতা শিক্ষা করিব, পা আছাড়িয়া খিল খিলায় হাসী শিক্ষা করিব, পক্ষীর মত কোর্ত্তার ন্যায় মাচ্‌কাইয়া হাত ধরিয়া বক্তৃতা করিবার হাব-ভাব শিক্ষা করিব, এইরূপ যত কিছু শিখিবার আছে সমস্তই ধর্ত্তব্যের ও হয়া তার উইল সাহেবের প্রবন্ধ প্রবন্ধে আগামী ১ ফাল্গুনের নূতন এক আমাদের উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকিব।"

এই শেষোক্তের অনুকরণ প্রিয়তা কেহ কেহ যে এতদ্দেশীয়দিগের গুণ অনুসন্ধান ও অনুরাগ প্রভৃতি অনুকরণ বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন এরূপও, ইহাঁরা যে কখন স্বাধীন একতাবলম্বন করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। জাতীয় একতাবন্ধন নাশ করিতে গেলে তাঁহাদিগের সকল

ছিলেন আয়ারলণ্ডের ইংরাজদের ন হ' বলী সভা ও ক ক ত র ইংরাজদের ক্ষমতা স্বীকার ক র'ত চান না। আমাদের কলিকাতাস্থ সংবাদ দাতা একজন ইংরাজ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, আয়ারলণ্ডের সভার এ অভিপ্রায় সকলের নয়। আয়ারলণ্ডের সভা কলিকাতার সভাকে প্রবোধ করিয়া তাহার অনুরূপভাবে কার্য্য করেন, আমাদের কলিকাতাস্থ সংবাদদাতার এই ইচ্ছা। আমরা কলিকাতাস্থ সাধারণসভার স্বপক্ষসমর্থন করিয়াছি, স্ব স্ব প্রধান হইয়া কার্য্য করা অপেক্ষা সাধারণের মতের অধীন হইয়া কার্য্য করা যে শ্রেয়স্কর তাহা আমরা বলিয়াছি, কিন্তু আয়ারলণ্ডের সভার সহিত কলিকাতার সভার তুলনা করা যায় না। এদেশীয়দিগের ইংরাজদিগের সহিত সমান ক্ষমতা হইবে এমত আশা করা যায় না। ইংরাজেরা এদেশে রাজা, এদেশীয়েরা প্রজা, রাজা প্রজার সমান ক্ষমতা হইতে পারে না। ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া যে সমস্ত রাজকার্য্য করিতেছেন, তাহা এদেশীয়দিগের সাধ্যায়ত্ত নয়। এদেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা যে সমস্ত রাজকার্য্য করিতে শিক্ষা ও পটুতা করিয়াছেন, তাঁহারা সে সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে করিতে পারেন, কুত্রাপি অযোগ্য হইতে হয় না। এই সমুদয় আমাদের কলিকাতাস্থ সাধারণসভার মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়া সোম

[illegible]

[illegible] কলিকাতাস্থ অধ্যবসায়ী লিখিয়াছেন, কলিকাতার ইংরাজ-সমাজ সংরক্ষিণী সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। বৃত্তান্তপাঠে যে ইহা জানিতে পারা যায় যে সভার কার্য্য সাধন জন্য [illegible] সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা নহে। সভার বক্তৃতা পাঠে জানা যায় যে, ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের [illegible] ইংরাজ-সমাজ সংরক্ষিণী সভার সৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] সভার [illegible] ইহা জানিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের [illegible] ইংরাজ-সমাজ সংরক্ষিণী সভার সৃষ্টি হইয়াছে।

...লেন। সোমবার বাবু দুইখানি বহি কাগজের কি লিখিয়া দিলেন। সাহেব সোমবার বাবুর গলদেশে মালা দিবার সময় বলে ঠেকা দিলেন যে তিন চারি বার ঠেকা দিলেন। সোমবার বাবু মালা গলায় দিতে না দিতে সাহেব ও মেমের সঙ্গে পরামর্শের সহিত কলেজ ত্যাগ করিলেন। এ ব্যাপারের কি ঔষধ নাই?

ক লাভাইনের ইংলণ্ডের উপর ছোটলাটের মন্তব্য।

...ন পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে এক ব্যক্তি ...ন পত্রিকায় প্রোসেকিউশন জেলের ভূতপূর্ব

...ম বেকার অকাল পরিদর্শন বা গমন করেন, সেই সময়ে ইহা যে প্রকাশিত হয় পত্র তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং ঐ ঘটনার সম্যক অনুসন্ধানার্থ তিনি তদ্দণ্ডে নিযুক্ত করেন। যথা সময়ে কমিশন আপনার অনুসন্ধানের ফল গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে কমিশনের রিপোর্টের উপর যে টীকাটির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গাধিপ যথাসাধ্য কারাধ্যক্ষের দোষক্ষালন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই ভয়ঙ্কর অপরাধ করিবার কারাধ্যক্ষ সামান্য রূপে ক্ষতি হইয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি। ছোটলাটের পরিবর্ত্তে যীডন সাহেবের বিরুদ্ধে যে সমুদায় অভিযোগ করা হইয়াছিল, তাহার সব গুলি বিশেষ রূপ প্রমাণিত হয় নাই। এই প্রকার অনুসন্ধানে ...ন হয় যে আসামী করা যাইতে পারে না, কিন্তু যাহা কিছু প্রমাণ হইয়াছে তাহা ও যথেষ্ট করা। স্বাধীন ইংলণ্ড অথবা আমেরিকার এরূপ ঘটনা ঘটিলে দেশময় রাষ্ট্র হইলে কত হলস্থুল ...হইত, পরিণাম যাহাই হে হউক হইয়া দাঁড়াইত, ইহার সন্দেহ নাই। এ দেশীয় লোক, এখানকার শাসন প্রণালী ঠিক বুঝে। প্রবল পরাক্রান্ত রাজপুরুষ ...ন্তি করিলে কারাধ্যক্ষ এরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াও নিষ্কৃতি পাইলেন। তিনি যদি কারাধ্যক্ষ ...কে সহজে উপেক্ষা করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্ব লইতেন, তাহা হইলে কি কিছুমাত্র ত্রুটি পাইতেন; বন্দীদিগের দুরবস্থা আর্ত্তনাদের দ্বারা ...ছয় কিছুমাত্র বিদিত হয় নাই, অনুবাদের বিষয় ...সম্বন্ধে যীডন সাহেবের প্রতি কিছুমাত্র দোষারোপ নাই; অধিক কি তাহাই দিবের দুঃখ ও দুর্দ্দিন কথা বর্ণনা করিবেও তাঁহার অন্তর গলিয়া উঠে নাই, সহৃদয় পাঠক বল দেখি সামান্য ছিদ্র ...ন্তরে দুঃখ? সর্ব্ব বিষয়ে উপরে বুদ্ধিমান বাবরার হইতেছে, ইহাই মূল অপরাধ। আমরা বঙ্গাধিপকে জিজ্ঞাসা করি, অনুসন্ধানে কি ইহা সুপ্রমাণরূপে সপ্রমাণ হয় নাই? অধিক কি যীডন সাহেব স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে পুঙ্খানুপুঙ্খ হাতকড়ীর ব্যবস্থা তাঁহার নিজেরই আদিষ্ট। এখন আমাদের প্রশ্ন এই, ঘোর ধর্ম্মভীরু মুসলমান ব্যক্তি এই প্রকার কঠোর শাস্তিকে নিশ্চয় পৈশাচিক অত্যাচারের পরা কাষ্ঠা বলিয়া অস্বীকার করিবেন? যাহা হউক, বড় ছোটের বিচার ধর্ম্মভীরু ছোটলাট বাহাদুর অবলীলাক্রমে এই অত্যাচারটীকে "ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতার" অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। বর্ত্তমান সময়ে উক্তরূপ নৃশংস হাত কড়ি দেওয়া হয়, ইহা অস্বীকার করিবার অনুরোধিত নয়। এ প্রকার বন্দবেষ্টনীর করেদীদিগকে খোলা জায়গায় ভ্রমণ করিতে দেওয়া ছোটলাট বাহাদুর অন্যায় মনে করেন, তথাপি তিনি কেমন করিয়া যে যীডন সাহেবকে "ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতার" অভিযোগ হইতে মুক্ত করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ছোটলাট ভিন্ন অন্য কোন একজনে বলিলেও তাহাযোগ্য নিষ্ঠুরতা দাঁড়াইত যে খাড়ি প্রোসিকিউশন [illegible] করিয়াছেন, তাহা নিরাকরণ করিয়া দিতে পারেন না। অধীনস্থ কাহারও [illegible]

...সোমবার বাবু [illegible] ...ন, [illegible] ...ন, [illegible] ...ন,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

গভার ভিন এই কারণ প্রদর্শন করেন, প্রজার ক র্যবস্থাপক সভায় এই পাণ্ডুলেখটি উপস্থিত হয়, কিন্তু এ পাণ্ডুলেখে প্রজা রক্ষার ক পাণ্ড এই প্রকার উপায় অবলম্বিত হয় নাই।

বি শেষ বিস্তৃত পাণ্ডুলেখটির এই সমুদায় বিষয়ই প্রদ ত হয় নির্ণয় ক তাহার সম্ভ ই উপায় ধর্ম ত ধার ই ন ম সম্পাদনাদির ব্যবস্থাপনে ( ) বলু এত হইয়াছে। পার ক ল প্রতি পদেই মনে

( )

হীদারের অত্যাচারী ভাবিয়া প্রতি পদেই যেন । হার অভ্যাচ র নিবারণ চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে। । ত পাখার পৃষ্ঠদেশে যে চেক দাগিলক্ষ করা হইয়াছে তাহাতেও স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, মীদারের হস্ত হইতে প্রজা রক্ষা করা যেন পাণ্ডু-লখাটির মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু পাণ্ডুলেখের সম্পূর্ণতা ও সভাবিধের মঙ্গলের হেতু নিম্নলিখিত রূপে প্রমাণ হইয়াছে যে উদ্দেশসিদ্ধি হয় নাই।

অধিকন্তু সভা এই প্রস্তাব প্রতি পক্ষপাতী রা এতদ্বা মুদ্রাঙ্কনে প্রতিপন্ন হইতেছে। ক্ষপাতী হইলেও তাঁহারা উদ্দেশসিদ্ধি করিতে রেন নাই। অধিকাংশ স্থলে যোগদোষ বাধা া অধীন র ও প্রজা উভয়েরই অধিক সাধনের পথ

সেক্সপিয়র সাহেব বলেন, প্রজার হকার্থে ব্যবস্থা ক সভায় এ পাণ্ডুলেখের অবতারণা; কিন্তু আমরা নি, জমীদারদিগের এ কথা আমাদের সুবিধা রিয়া বিবাদ নিষ্পত্তিই প্রথম এ পাণ্ড মধ্যের অনু ন হয়। মূল পুস্তি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরেরা স্পষ্ট বাক্যে মীদারদিগকে এ আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু ল তার অন্যথা কি ঘটিয়া হইল? চাচক আকাঙ্ক্ষিত লিপালার্থ হইয়া মনের নিকটে কল চাহিল, ধেবা অমৃতময় বারিবর্ষণ না করিয়া চাতকের মুখে প্রদান করিলেন। ও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তপ্তক

এ চাতকদিগের আশয়ে পর্ব্বতের পশ্চাদ্দেশ আশ্রয় রিল উপর হইতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সশব্দে তাহার ক পড়িয়া গেল। তাহার মৃত্যুর সেইরূপ না ঘটিয়াছে। তাঁহারা আমাদের অন্ন া চেষ্টা বিফল ও বিফল হইয়া তাহার অন্বেষণ বিধে গেলেন কিন্তু উপযুক্ত আহার অন্ন হইতে ঞ্চিত হইয়া চলিলেন। যখন হোডসেন ও পর্ব্বলি ডসেন নির্দ্ধারিত হয়, তখনও গবর্ণমেণ্ট অ না করিলেন যে জমীদারদিগের খাজনা আদায়ের সুবিধা রিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সে আশা নিষ্ফল অধিক আশার ন্যায় অপূর্ণ রূপ রহিয়াছে।

" ত্বরন্তিমুখং পুণ্যা ফলেরঙ্গ" ভবিষ্যতি।
উদ্দণ্ডমেঘির্বোদ্ধুকঃ পন্থানং ন নবরবারতে।"

বুদ্ধের পুণ্য-বচন স্মরণ করুন, তবেই উদ্দেশ্য-সাধনে সমর্থ হইবে, এই আশায় বুদ্ধদেব প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, ফল সে রূপ হয় নাই, করিতেছে।

জমীদারদিগের অনুরোধে খাজনাসংক্রান্ত মোকদ্দমা সকল সদরআলা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা পাণ্ডুলেখটির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু তাঁহাদিগের খাজনা আদায়ের কোন সুবিধা দেখিতে পাইলাম না। ও ধারা বাকি পড়িলে এখন বাকি খাজনা আদায়ের যে পদ্ধতি আছে, তাহার র ত ন হইবে। সে ও লিপীকরণ ধারা, ধারা, ধারায়। লিপীকরণে যাহারা উপস্থিত থাকে, তাহ দের জোমাটা প দত্তধারা কিছু না কিছু লাভ হয়, কিন্তু জমীদারেরা প্রকার লিপীকরণ করিয়া শেষ অনেক স্থলে আদায় লুপ্তপ্রায় করেন। অ নক প্রকার বুদ্ধাঙ্কুর প্রদর্শন করে।

যদি সিলেক্ট কমিটি যদি জমীদারদিগের খাজনা আদায়ের সরাসরি বিচারের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলেও ঁহাদিগের কথঞ্চিৎ সুবিধা হইত, সিলেক্ট কমিটি সে পথেও যান নাই। কমন আইন করিয়া খাজনা আদায়ের যে এক প্রস্তাব পাণ্ডুলেখে দেখিলাম, তাহাও বিফলবাক্য। জমীদারদিগের পক্ষীয় যে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হো নাই। তাহা কিছু করিতে হয়, আদালতকে জানাইয়া করিতে হইবে। আদালতকে জানা ইয়া করিলে হইলে অনেক স্থলে ছেবলাদারদের সম্পূর্ণ ও পূর্ণ চীন আক্রমণে আক্রান্ত নিবিয়া খুন হইয়া যায় ব। আ দালতের হুকুম আসিতে আসিতে অনেক প্রজা পলা নইয়া প্রস্থান করিবে। বিলা খাজে কি আদালতের হুকুম বাহির হইবে?

এখন যার মুক্তির বিষয়টী পাঠক একবার বিবে চনা করিয়া দেখুন। প্রজাইবত্ব রেজিষ্টরী করিবার যে এক প্রস্তাব হইয়াছে, সেও পাষাণ-ভার। তাহা সম্পন্ন করিতে গেলে অনেক পুরুষের প্রাণ হইয়া যাইবে। যেখানে ন্যূনাধিক কোলকাত্তা এসোসিয়েশন সভা যথার্থ কথা বলিয়াছেন, বলপূর্ব্বক রেজি ষ্টরী করা এটি একটী মুখের কথা। ইহা করিবার সময়ে যে ব ধ হইবে, তাহাই বড় বিষয়। একবার ব্যয় করিলেই যে নিষ্কৃতি হইল, তাহা নয়, ইহার রক্ষণার্থ আবার অনেক লোকক্ষয় করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের এবং প্রজা ও জমীদারের উভয় পক্ষেরই বিস্তর ব্যয় পড়িবে, ইত্যাদি। এক হাঙ্গামার যে ক্ষয় করা হইয়াছে, তাহাতেও উৎসন্নযাইবার ন্যূ নাধিক্য করিবে; এক ব্যয় করিয়া কল ভোগ করিবার সময় পর্য্যন্তের মুক্তির প্রস্তাব হইতে।

অতএব এখন একটী নিষ্পত্তি করা আবশ্যক হই

আমাদের পরামর্শ।

পাণ্ডুলেখটি অনুসন্ধান করিলে, অনেকটী ফল, বিশেষ যত্নে উপস্থিত করিয়া উৎসন্নযাইবার উপায় আমাদিগের সহায়তা করিতেছেন। এই উপ- জমীদারদিগের একটী মহৎ উপকার করিবে। আমাদের ধারণা ছিল যে, ও ধারা দ্বারা জমীদারদিগের খাজনা আদায়ের সুবিধা হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ও ধারা দ্বারা জমীদারদিগের খাজনা আদায়ের সুবিধা হইবে না। ও ধারা দ্বারা জমীদারদিগের খাজনা আদায়ের সুবিধা হইবে না। ও ধারা দ্বারা জমীদারদিগের খাজনা আদায়ের সুবিধা হইবে না।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। বঙ্গ-দর্শন পূর্ণ পত্রিকা, পক্ষেই পত্রিকা ও আনন্দই পত্রিকা। শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই পত্রিকার সূচনা করিলেন। এ বিষয়ে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিলেন। যদি আর পরসায় পত্রিকা চাই, তিনি পাইবেন, আর আনা মূল্যের পত্রিকা আবশ্যক হইলেও না,চারি আনা মূল্যের পত্রিকা প্রার্থনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। বঙ্গ পত্রিকার মূল্য চারি আনা; পক্ষেটপত্রিকা আর আনা, আনন্দই পত্রিকা আর পয়সা। বঙ্গ পত্রিকা পল আউন্সের, পক্ষেটপত্রিকা দুই আউন্স। এই বিবিধ পক্ষেটপত্রিকার ভিতরে কত রকমের আনন্দের বিষয় আছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বড় বড় কবিতা ইস্কুলবিদ্যার্থীদের মনে বড় বেশিক্ষণ স্থান পাইবে বোধ হয় না, তাহাদের জন্য ছোট ছোট কবিতা বাবু হুর্গাচরণ রায়ের পত্রিকায় অনেক আছে, তাহার পত্রিকাই বিদ্যালয়ের উপযোগী বলিয়া আমাদের বোধ হয়।

২। ভিষিগ্‌বিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধ সংবাদ-বিবরণে অনেক নীরস বিষয় লিখিত হইয়াছে।

৩। আমরা বোধ করি প্রতি একটী ছোট ছোট পত্রে [illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted

বিবিধ সংবাদ।

প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ এক বিদ্যালয়ে ৬ মাস কাল অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবে না, এই নিয়ম হওয়ায় পরীক্ষা পরীক্ষা হইবে না, এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না। কিন্তু এখনে যে নিয়মের পরিবর্ত্তে এক বিদ্যালয়ে ৬ মাস কাল অধ্যয়ন করা আবশ্যক হইবে এমন নিয়ম হইয়াছে। ঐ নিয়মটি ও তাহার আর ২-৪ টি ছোটোখাটো রেজ্ঞা অনেক বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার অগ্রসর ও প্রতিকূলে বিপক্ষতা করিতে হইয়াছে। উক্ত অভিযোগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বন্ধ যায় পূর্ণ হয় নাই। তাহারা যখন পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তখন সকল যে কোন প্রকার ঘটনার প্রতি এ বৎসরের নিমিত্ত কৃপা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

ছোট মন কাহাকে যে অভিযোগন করিয়া বিদায় করে তাহা বলা যায় না। সম্প্রতি অন্তঃপুরের মাতৃগণ কর্ত্তৃক ঘার তাড়ায় যে পঁচ হাজার টাকা বায় হইবার কথা আছে তাহা না করিয়া সেই টাকা দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ প্রদত্ত হইত।

অনেক কলিকাতা নগরে ঔষধার কলাই করা হাঁড়ি ব্যবহার করেন; কিন্তু ইহাতে রান্নার সময়ে অগ্নির তাপে কলাই উঠিয়া যেমন তাহাতে যে সকল দ্রব্য রন্ধন হয় তাহা যেমন অস্বাস্থ্যকারী হয়, তেমনি উহা এবং রন্ধন করা দ্রব্য বিস্বাদ হইয়া উঠে। ইহা হইতে নানা রোগাক্রান্ত হইয়া পরিণামে মৃত্যু ঘটনা হয়। সম্প্রতি আমাদের একজন ইংরাজ সমাগতবাবু এই রূপে কলাই করা হাঁড়ি ব্যবহার করিয়া পীড়িত হইয়াছেন।

গত শুক্রবার বেলা ৮॥০ ঘটিকার সময় কলুটোলা স্ট্রীটস্থিত আকরে এক চড়া স্ত্রীলোক রাস্তার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে সহসাকালে ঠোকর খাইয়া পড়িয়া যায়, পতিত হয় তথা সেই স্থানেই তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সকটোলার নানাপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হইয়া, কিন্তু কুধার তাড়নায় তাহা অধিক হয় নাই এবং ঘটনাক্রমে ঐখানে আসিয়া পড়ায় সে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। অন্যান্যরা মৃতক দেহ হইতে পৃথক হইয়া গেলেন। সকলেরই ঐ অবস্থার ঐখানেই পুলিসে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আর কোন অবশ্য ঘটিয়া সকলেই বলিতেছে, উপস্থিত ঘটনায় মৃতস্ত্রীলোক যখন ঠোকর খাইয়া পড়িতে পারিতেছে না, তখন আমার কাহার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১৭ই [illegible] ১৯১৩।

[illegible] ১৯১৩ সালের [illegible] ১৯১৩ সালের [illegible] ১৯১৩ সালের [

...

...

...

আপীল আসিয়াছে। ৮ই সেপ্টেম্বর [illegible] ঐ আপিল আসিবে বলিয়া ১৫ই সেপ্টেম্বর [illegible] যদি আপিল আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ১৫ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৭ই ঐ মকদ্দমা [illegible] আপীল করিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। অতএব [illegible] আপীল আসিবার সম্ভাবনা নাই। [illegible] ১৫ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৫ই সেপ্টেম্বর আপীল আসিয়াছে বলিয়া

২১ এ ফেব্রুয়ারি। বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, বাবু বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, বাবু উমেশচন্দ্র বসু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র

প্রকার উপযোগী বিবিধ প্রকার সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ সহিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। বিশেষতঃ যে পরীক্ষার পাঠ্য অথবা, অনেক স্থলে উল্লেখ করা হয়। আমি ওষধালয়ের উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা প্রদান করি।

১২৯১ সালের পঞ্জিকা ও বিবিধ প্রকার বিষয় সহ এই ঔষধালয়ের ব্যবস্থাদির মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়।

সংগ্রহাদি কথায়।

ইহা সেবনে যকৃৎ, প্লীহাদোষ, পাকাশয়ের উপকরণ, পাণ্ডু, গুল্মরোগ, অম্লরোগ প্রভৃতির যন্ত্রণা এবং উহার দ্বারা শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

বৈদ্যরত্ন রত্নাবলী।

এ যুগোপযোগী চিকিৎসা গ্রন্থ সংস্কৃত মূল ও সংস্কৃত বঙ্গানুবাদ সহ দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত মূল্য ৩ ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।
কোন্নগরী বালাখানা, ৯ সংখ্যা।

HARBTAM & CO.

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PRIS RUE VIVIENNE. 8 PARIS

ফরাসীস্থ আরোগ্যকারক প্রিয়ন্ট কোম্পানির বিষয় অধ চাইলে,ফরাস ইট অব সাইন।

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্দ্দি, কাশি বন্ধ, ছুৎ পিত্তের শীত অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়। এই ঔষধ ব্যবহারে ইন্দ্রিয়বিকৃতি বর্দ্ধনে সর্ব্ব প্রকার দুষ্ট বিনষ্টকরণ উপরি উক্ত পীড়ায় এই ঔষধ সাক্ষাৎ ফল প্রদান করিবেন। রোগীগণ ইহাদ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিতেছেন।

এই বিষম ব্যবহারে পীড়িত ব্যক্তির আশা ও ভরসার শেষ অবস্থা হইতে তাহার বিষাদন হয় এবং অল্প সময়ে সুস্থ হওয়া যায়। বৈদ্যিক উন্নতি সম্পন্নে ঔষধ দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা হয়। এই ঔষধ পান করার সোয়াস্তি বিশেষ প্রকার।

ব্যাটিকো কাপসিকিনস এবং পিচকারি বিনায় ঔষধ।

দুর্বিষহ চিকিৎসকগণ প্রিয়ন্টের ব্যাটিকো সংযুক্ত ঔষধ উত্তম ও পুরাতন রোগে ব্যবস্থা করেন। কোনেরা নামক ঔষধের সাথে বিশেষিতকরণ হয়ে। উত্তম রোগে পিচকারি বিনায় ঔষধ এবং পুরাতন রোগে ক্যাপসিকিন ব্যবস্থা।

ডাক্তারের নিকট অথ সপ্তাহটা ডাকমাশুল অধ সাইন।

এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরে রক্ত বৃদ্ধি ও ধমনী বল করে। ইহা অতুল্য বীর্য্যের বিশেষ উপকারী। ইহাদ্বারা লেটের ঔর্দ্ধসমূহ দূর হয় এবং আহার অবিলম্বে সুস্বরূপ পরিপাক হইয়া শরীরে সুখ করে। বাতাদের অধিপত্য জনকেই অথ সাইন্ড্রাম হয় এই ঔষধ তাহাদ্বারা সেবন না করিলে উহাদোষের আক্রমণ হইতে থাকে। বৃদ্ধগণ, দুর্ব্বল ও যে সকল ব্যক্তিদের অন্ত কোষণ হয় তাহাদিগের বিশেষ উপকারী। ইহাদ্বারা গুরুপাক দ্রব্যের ভক্ষিত জীর্ণত্ব পাকে ও উদরাময় হয় তাহার আরোগ্য হয়।

প্রিয়ন্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানী কুষ্টিত কাশী, সর্দ্দি ঘুসঘুসে, বক্ষঃস্থল, ব্রাঙ্কাইটিস ও ফুসফুসের যন্ত্রণা বিশেষ পীড়া ক্রমে সারা হইয়া থাকে।

প্রিয়ন্ট কোম্পানির পত্র পা।

এই ঔষধ সেবনে সী ।পীড়া ও মাথাধরা পীড়া নিবারণ যাবজ্জীবন দূর হয়। পরম ভাগ্যবানের ডাক্তার উইক ইহার অদ্ভুত ঔষধ বর্ণ ন বিষয় প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রিয়ন্টের পরীক্ষা দূর্ণ সেবন করিলে শিরঃপীড়া কিছুতে যায় না হয়। ইহাদ্বারা উদরাময় প্রভৃতি পেটের যে কোন পীড়া হউক আরোগ্য হয়।

উপরিউক্ত ঔষধ সকল কলিকাতার ব্যাপারেই এণ্ড কোম্পানি, বিপণ টাক ষ্ট্রীট এণ্ড কোম্পানি, বাগ্বাজার এণ্ড কোম্পানি, মহীমচন্দ্র ষ্ট্রীট এণ্ড সন্স, কেদ উইল ষ্ট্রীট এণ্ড কোম্পানি, বাঙ্গালোর ব্যবসায় এণ্ড কোম্পানি, মাদ্রাজ এণ্ড কোম্পানি, বম্বে এণ্ড কোম্পানি, সাহেবের প্রেসার এণ্ড কোম্পানি, দ কুদের শিব আলেন এণ্ড কোম্পানি, আগ্রাগোরের হিমন এণ্ড কোম্পানি প্রভৃতি সকল বিখ্যাত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

মিত্র এণ্ড কোং।

ঔষধ বিক্রেতা ও সাধারণপ্রত্যয়ের সরবরাহকার ৫৪ ক, অপার্সিভিলষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উচ্চশ্রেণীর সংবাদপত্রে প্রশংসিত,

অশেষ গুণান্বিত

সুরভি পুষ্প কেশর তৈল।

মাহিকেল তৈল মতে—

সুরভি, সতীব, ভ্রাণ বলকৃত্রিম হইতে প্রস্তুত স্থানান্তরে মর্দ্দন করিলে শরীর এতদ্বারা সুরভিত হয়। শরীর কোমল ও সাধারণের ধারণ করিতে, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশিকে দীর্ঘ করে। ইহা ও শিরঃ ভক্ষণ করিয়া সন্তাপ ও বাতজ রোগ, শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন নিবারণ করে। প্রাতঃকাল বিকালের

ভক্ষণ—অম্লের কষ্টতা, বায়ুবিকার, অজীর্ণতা ও পেট ফাঁপিয়া, চিত্ত কণা, উদরাপ, ঘূর্ণন, অজীরণ, অকারণ বোধ-ভাব প্রভৃতি দূর হয়।

মূল্য প্রতি ১ শোষা সিসি ১ টাকা, ডজন (১২ টা ১০ টাকা এবং পার্সিং ৵০ আনা।

ট্রেড দেশী সালসা। মার্ক

ক্রেতাগণ সাবধান! পৃথিবীতে কেবল বিজ্ঞ কোম্পানীর একমাত্র দেশী সালসা আছে। অন্য কাহারও প্রস্তুত সালসা "দেশী সালসা" নহে, যে হেতু উক্ত "দেশী সালসা" কথায় আমাদিগের ব্যবসায় চিহ্ন।

দেশী সালসা রক্তশোধক অনেকগুলি ঔষধে প্রস্তুত, তাহা ইহার সেবেই প্রকাশ। ইহা দ্বারা যে-কোন রোগের যাবতীয় পুরাতন রোগ দূরীভূত হইয়া শরীর নূতনের সম্পূর্ণ সুস্থতাসম্পাদন ও রক্তপরিষ্কার করে।

বিলাত ও অন্যান্য হইতে যে সকল সালসা আইসে [illegible] শরীরে সহ্য উপযোগী নয় না। সালসায় এমন কতকগুলি ঔষধই পড়ে আছে যে, তাহার মাত্রা অধিক বৃদ্ধি না করিলে রোগীর কোন উপকার হয় না। আমাদিগের সালসা ভিন্ন প্রকার করিয়া প্রস্তুত; প্রথম ১ নং সেবন করিয়া সহ্য হইলে পর ২ নং ৪ মাসের ৪১ ভিন্ন পাঠাও ৩ নং সেবন বিধি।

এমন উপকারী ও অল্প মূল্যের "দেশী সালসা" আবার ব আবিষ্কৃত হয় নাই।

মূল্য প্রতি বোতল ১।০ ডজন ১৪৷০ ও প্যাকিং ।০ আনা।

হেয়ার রিনিউয়র।

(কেশ পরিবর্দ্ধক।)

"কেশ পরিবর্দ্ধক" তখন হবে, অথবা উহা ব কোন ঘৃণার্হ পদার্থ নাই। আপনি ঘৃণা না প্রকাশ করিয়া, কেশ অকালপক্ক বা নষ্টপ্রায় হইলে ইহার বিষয়পুস্তক ব্যবহার করিলে আপনার কেশ বিনষ্ট বিষয় হইতে সন্তোষলাভ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে এবং মস্তিষ্ক-শীতল রাখিয়া মনোরঞ্জনার কেশরোগ আরোগ্য করিবে। মূল্য প্রতি ৩ আনা বিনিময় ১৫, ডজন ১৫ টাকা ও পার্সিং ৵০ আনা।

[illegible]

([illegible])

[illegible] পরিমাণ [illegible] "বিজ্ঞ

পত্রিকার

[illegible]

সন ১২৯২ সালের

পত্রিকা বাহক দ্বারা ঐ পত্রিকার বিজ্ঞাপন বাবদ [illegible] পাঠাইয়া দিবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম [illegible]

OLD EYES MADE NEW !!

Spectacles and Eyeglass operations rendered

These glasses [illegible]

Ladies, Gentlemen,
Bengalee, & Italian Customs,
FOR THE CURE OF ALL
EYE DISEASES.

[illegible]

Is it Possible [illegible]

Mining [illegible] the [illegible]
[illegible] in the [illegible]
[illegible] out by [illegible] the [illegible] ointment, by
applying one Drop of Jordan in the Eye thrice
daily the dimness was [illegible], and invigorated
the circulation of the blood in the capillary vessels
controlled the nerve [illegible] expanded the soul
cause of the [illegible] restored. Its [illegible]
[illegible] effects are unprecedented, from the very first
application; it subdues all pain and inflammation
immediately. Behold! Doctors that have
failed in many cases Dr. Chase's Jordan Drops has
cured them successfully Test and you will be
satisfied.

For Bottle Large	...4	0	0
" Small	...2	8	0
Optharia Alterative	...4	0	0

RECENT CERTIFICATE OF CURES.

CHARMING OPTHALMIA.

Triplicane, Madras, 25th January 1884.

A friend of mine was suffering from acute Chronic Opthalmia, His case was declared to be hopeless even by the medical officers of Eye-Infirmary Madras. After applying the Drops for a fortnight in accordance with the printed Directions which accompanied the small Jordan, I find there is decidedly an improvement to the better, the oozing of water from the Eyes has ceased, the inflammation of the Eyes has disappeared, and the annoying pain in the Eye-Ball has been relieved.

(Sd.) P. RAJAGOPAUL NAYUDU, Peshcar.

Wanted 1,000 Agents in every City & Town

VAN ETTEN & Co

CALCUTTA.

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সেন কবিরাজের

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

নূতন সামগ্রী। নূতন আবিষ্কার।

প্রতি বৎসরে প্রায় ১০,০০০ বোতল

বিক্রয় হইতেছে।

ইহাতে কেশ প্রকৃত শোভনীয় যা যাবতীয় পদার্থ আছে। ইহা ব্যবহার মাত্র উপকার প্রত্যক্ষ। বিদেশীয় সাহেবেরা যে যে বিলাতী প্রস্তুত, তাহাতে তাহার সমস্তই আছে। ইহার গন্ধটি ইংলণ্ডীয় ফুলের ন্যায় উত্তম। ইহা বিলাতী উপায়ে প্রস্তুত। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যাইতে পারে। ইহা শোষ বালক, অষ্টবর্ষীয় স্ত্রী, প্রবীণ-প্রকৃতি সকলে, সকলেই ইহা মিশ্র ব্যবহার করিতে পারে।

ইহা ব্যবহার করিলে মস্তকের পাকুড়ুড়ির মূলের সমস্ত ঘাম শীঘ্রই নির্মূল হইয়া যায়। পাকা চুল কাল হয় না, মাথা ঘোরা বন্ধ হয়, চক্ষে জ্যোতি হয়, মাথা ধরা, সর্দ্দি, পুরাতন সর্দ্দি, মাথার পীড়া, চুলকুনা, খোস, পাঁচড়া, দাদ্‌ড়াবালা, বাত, গাঁটে ব্যথা এবং অন্যান্য যাবতীয় রোগাদি শীঘ্র ও নিশ্চয় আরাম হয়। মূল্য ১০ টাকা বোতল ১, প্যাকিং ।০ ডাকমাশুল ১৷৷০।

নীমের তৈল।

ত্বক ভাগী উপদংশ নীম হইতে প্রস্তুত তৈল। যখন ও কুষ্ঠ রোগ যদি কিছু ঔষধ খাইলে তাহা ভাল হইতে নীম। নীমের তৈল আমরা বহু ভাবে ও বহু ব্যক্তি প্রস্তুত করিয়াছি। খোস, দাদ, চুলকনা, দুষ্ট পচা ঘা, ব্রণ, কুষ্ঠ ঘটিত ক্ষত, ইত্যাদি রোগের মহৌষধ। ইহা গাত্রে ও বস্ত্রে প্রলেপ দিলে যাবে, ইহা সকল অবস্থাতেই উপকারী হয়। বড় বোতল ১ ছোট ২ প্যাকিং ।০।

একশিরার মলম।

একশিরার রোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা বাহ্যিক উপকরণে প্রস্তুত, এবং ইহাতে পারদ কিম্বা অন্যান্য রোগীয় পদার্থের লেশমাত্র নাই। ইহা মালিশ করিলে খোস, পাঁচড়া, চুলকানি আরাম হয়। ছোট ২ প্যাকিং ।০।

অক্ষয়মূলের ক্ষারাম্ল।

ইহা ব্যবহারে এক সপ্তাহ মধ্যে অন্ডকোষস্থিত সমস্ত পীড়া আরাম হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র, ধাতু ঘোলা, অকালিক স্বপ্নদোষ, অশ্বরোধ, পেটে ব্যথা, মূত্রাশয়, পক্কাশয়ের শ্লেষ্মাদি ও মলাদ্বার, উহাদের ইহা মহৌষধ। ইহা রোগীর উপকরণে প্রস্তুত ও ৩ মাস ব্যবহার্য্য। ঔষধের সঙ্গে পথ্য ইহাতে দেওয়া হয়। প্রতি ১৩ পুরিয়া ১৷৷০ ডাকমাশুল ১০।

মহাশঙ্খ।

ইহা ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, বায়ুগোলা, হৃদ্‌রোগ, হৃৎকম্প, শিরঃপীড়া, মস্তকঘূর্ণন, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, মৃগী, হিষ্টিরিয়া, উন্মাদ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, প্রদর, অনিদ্রা, অকালে বার্দ্ধক্য, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, ধাতুর পাতলা ভাব, ধাতুর জলবৎ ভাব, ধাতুর শুষ্কতা, ধাতুর অস্বাভাবিক উষ্ণতা, ধাতুর অস্বাভাবিক শীতলতা, ধাতুর অস্বাভাবিক পীতবর্ণ, ধাতুর অস্বাভাবিক রক্তবর্ণ, ধাতুর অস্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ, ধাতুর অস্বাভাবিক নীলবর্ণ, ধাতুর অস্বাভাবিক হরিদ্রাবর্ণ, ধাতুর অস্বাভাবিক শ্বেত

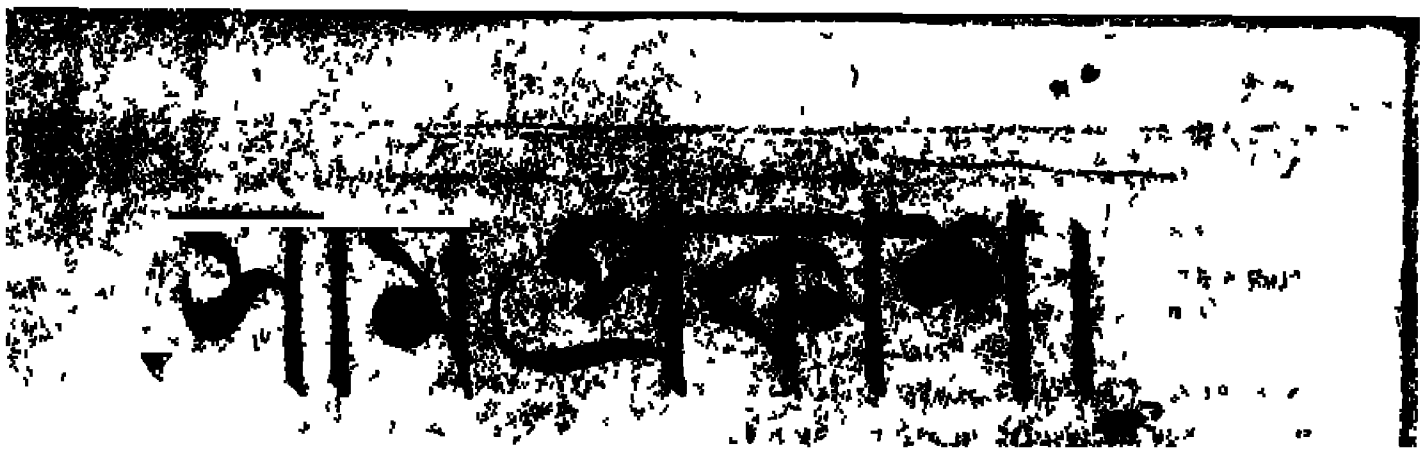

২য় খণ্ড। ৭ম সংখ্যা। সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। ১৭ সংখ্যা।

বার্ষিক অগ্রিম ডাকমাশুল সমেত ১০ টাকা। বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৯১ সাল। ৫ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮৫। ১৭ই মার্চ্চ।

৫ বিজ্ঞাপন। ২৭ ও ফাল্গুন।

বার্ষিক অগ্রিম ডাকমাশুল সমেত ১৫০ পনের আনা। বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়ের নিকট সানুনয়ে অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন নিয়মানুসারে ৭ ই চৈত্রের মধ্যে মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জরুরী কার্য্য হওয়াতে সমস্ত মুদ্রণ ও অন্য সময়ের মধ্যে কার্য্য সুসম্পন্নরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিদ্যারত্নকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও অন্যান্য পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঁদড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

যেসকল মফস্বলের গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং মফস্বলে গ্রাহক হইলে সোমপ্রকাশের মূল্য অগ্রে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ২১ নং অপার সার্কুলার রোড সোমপ্রকাশ বিদ্যারত্নকারে দিয়া যাইবেন। [illegible]

বার প্রয়োজন নাই। ঐ সকল মফস্বলের কার্য্যালয়ের টিকানায় পাঠাইবেন।

অনুরোধ [illegible] যাহার যাহার নিকট বিজ্ঞাপন পত্রিকা ও চাহিয়াছিলেন তাহা যাহার মফস্বলে পাঠান [illegible]

সোমপ্রকাশের মূল্যাদিসম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞাপন আছে। প্রতিসপ্তাহে সেই বিজ্ঞাপনের পরিবর্ত্তে নূতন বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

যাঁহারা বিজ্ঞাপনকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের সংখ্যা গণিয়া বিজ্ঞাপনের পরিমাণ মত পাঠাইয়া দিবেন। [illegible] টাকার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার অর্দ্ধেক ১০ আনা।

এখন হইতে যে সকল গ্রাহকদিগের বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা মূল্যের সহিত পাঠাইলে হইবে। বিজ্ঞাপন ঐ নিয়মানুসারে মূল্য গণনা করা যাইবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ২১ নং অপার সার্কুলার রোড সোমপ্রকাশ বিদ্যারত্নালয়ে পাওয়া যায়।

উপক্রমণিকা,	মূল্য	ডাকমাশুল
১ম ভাগ	৵০	১০
২য় ভাগ	৵০	১০

বিদ্যারত্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নিকট মাশুল লওয়া যাইবে।

ব্যাকরণ।		
১ম ভাগ	৵০	১০
২য় ভাগ	৵০	১০
৩য় ভাগ	৵০	১০
বিদ্যারত্ন বিবরণ	১৷	১০

উপক্রমণিকা অবধি সাহিত্যপর্য্যন্ত ডাকমাশুল ১৷৷০ আনিবে।

মল্লিক কোম্পানির

উৎকৃষ্ট পাথরের চশমা।

টাল ফ্রেমের	৬
রূপার ফ্রেমের	৮
সোণার ফ্রেমের	১২
টাল ফ্রেমের ফটাল	৩
ঐ ফ্রেমের ঘুরান চক্ষের চতু আবরণী	৯

মফস্বলে পাঠাইতে হইলে ডাক মাশুলের অবশ্য এবং চশমা মাপমত হইয়াছে কি না ইহাতি মনোযোগ করিলে তাহা পেওয়ন ডাকে পাঠান যায়, কি কি চশমা চক্ষে না লাগে,তাহা পুনরায় লিখিয়া দেওয়া যায়। এরূপ প্রকার চশমায় চক্ষের ভাল থাকে।

৩৭ নং সোণালো মেস টীবাবাজার কলিকাতা। } মল্লিক এণ্ড কোং।

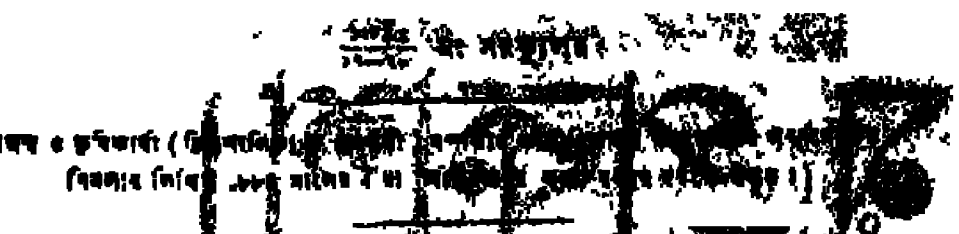

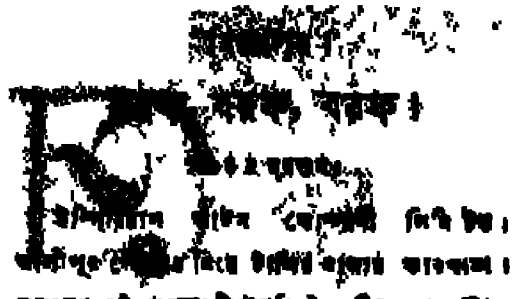

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি

বাহাদুরের অনুরোধানুসারে মহাশয়

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজের

আদি আয়ুর্বেদ ঔষধালয়।

১২৬৬ সাল ৩ অগ্রহায়ণ, ৪ নং কলুটোলা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্বেদের মতে সাধারণ ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রস্তুত করা হয়। সকল ধাতুর ঔষধোপযোগী বিবিধ প্রকার সংস্কৃত মূল ও তাহার সহ মিশাই সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ পাইবে। বিশেষ রোগীদিগের পীড়ার অবস্থা অবগত করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা লইলে ঔষধ আদি তাহাদের উপযোগী করিয়া পাঠান হইবে।

১২৬৫ সালের পঞ্জিকা ও বিবিধ আয়ুর্বেদ বিষয় পত্র এক ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্য বিজ্ঞাপন পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়।

ডাক্তারি কুমার।

ইহা দ্বারা বাত, প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, উদরাময়, শূলবেদনা, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, কলেরা প্রভৃতি রোগের [illegible]

[illegible] ঔষধালয়।

[illegible] ১২৬৬ সাল [illegible] ৪ নং কলুটোলা।

[illegible] ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ [illegible] ডাক্তার [illegible] ঔষধালয়ের [illegible] ঔষধালয়ের [illegible] ঔষধালয়ের

প্রেরিতপত্র।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বাবুর [illegible] বিবাহ [illegible] বিবাহ [illegible] বিবাহ

[illegible]

[illegible] ।

[illegible] ভারতবাসীর [illegible] ভারতবাসীর [illegible] ভারতবাসীর [

আমরা দেখাইতে চাহিয়াছি, বিবাহ, [illegible] ঈশ্বরের [illegible] ঈশ্বরের [illegible] বিবাহ [illegible] বিবাহ [illegible] বিবাহ

এক তৃতীয়াংশ আর উক্ত সভার অন্তর্নিবিষ্ট আর কাল তুলনা করে যে বিশেষ বৃদ্ধি দেখা যায়, সেই বিশেষ ঐ শিক্ষাবিভাগের প্রথম পরাক্রম বৃদ্ধিগত পরিচয় হয়, ও ঐ উক্ত সভাভুক্ত বিদ্যার অর্থাৎ ব পরে ও.ব 'ঘণ্টার ব্যয় ও ব্যয় ও তথা ব্যয়ের বৃদ্ধি পরিবার সমন্ধ করিয়াছেন। তদ্বারা ঐক্য সকল যে আর যে পর প্রাই মুক্ত ও অতীত পৌরবের পু ক্ষয় ১ বিদ্যার তথা অর্জিত হইয়াছেন, তাহা ও অনুমান সন্দেহ নাই। অন্যেপ্রেমিক আমাদি পাশ ও 'মন্ত্রোক্ত পুরাণবাসিদিগের নিকট নিকটে স নথ বিষ্ণুকে অনুপাদ্য এক সঙ্গেই ইহাদের হইবার যত্নবান্বিত। ঐ-পর্ব ঐ ঐক্য হইয়া যে ক ঐ সভায় আর প্রতিষ্ঠানের সমর্থ ঐ ঐ ঐ ঐক্য ঐক্য প্রকাশের, ঐ ঐ ঐ ঐ ঐক্য ঐক্য ঐক্য

বঙ্গদেশীয় পাকস্থালীসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য।

(প্রথম প্রস্তাব পঠনার্থ।)

বাঙ্গালাদেশের যে আইনের প্রতীকার ও প্রচার উচ্চতরেই মতির মুক্তাফলের মতো। উচ্চতরের সভ্যগণ ও আমরা অতি মুক্তাফলের বিবেচনা করিয়া আন্দোলনকারকের কুটীরে ধরা দিতেছি। এরূপ আশা করিতে গেলে পরিশেষে কাঁদিয়া কাটিয়া সারা হইতে হয়, এজন্য আমরা সে আশা করি না, এজন্য আমরা সে আশা করি না, এজন্য আমরা সে আশা করি না।

এক্ষণে সেই বিষয় যে সভ্যমহাশয়ের সম্মুখে যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহা পূর্ণীত হইলে আমাদিগের ভারতবাসী ভগিনীদিগের পর-প্রার্থিতে আনন্দিত হইবে; তাঁহারা যে পরিশ্রমের উপযোগী বিশ্রাম পাইবেন। উপরোক্ত যে আইনের কোন অসাধারণ উপকারসাধন করিয়াছেন তাহা নহে, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভাল, ইহাঁদের মন উদার, ইহাঁদের ধর্মভাব আছে একটু জাগ্রত আছে, তাহাতেই আমরা ইহাঁদের বিচারাধীন; তাহাতেই এই প্রস্তাব করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

বঙ্গদেশীয় পাকস্থালীসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য।

(প্রথম প্রস্তাব পঠনার্থ।)

বাঙ্গালাদেশের যে আইনের প্রতীকার ও প্রচার উচ্চতরেই মতির মুক্তাফলের মতো। উচ্চতরের সভ্যগণ ও আমরা অতি মুক্তাফলের বিবেচনা করিয়া আন্দোলনকারকের কুটীরে ধরা দিতেছি। এরূপ আশা করিতে গেলে পরিশেষে কাঁদিয়া কাটিয়া সারা হইতে হয়, এজন্য আমরা সে আশা করি না, এজন্য আমরা সে আশা করি না, এজন্য আমরা সে আশা করি না।

এক্ষণে সেই বিষয় যে সভ্যমহাশয়ের সম্মুখে যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহা পূর্ণীত হইলে আমাদিগের ভারতবাসী ভগিনীদিগের পর-প্রার্থিতে আনন্দিত হইবে; তাঁহারা যে পরিশ্রমের উপযোগী বিশ্রাম পাইবেন। উপরোক্ত যে আইনের কোন অসাধারণ উপকারসাধন করিয়াছেন তাহা নহে, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভাল, ইহাঁদের মন উদার, ইহাঁদের ধর্মভাব আছে একটু জাগ্রত আছে, তাহাতেই আমরা ইহাঁদের বিচারাধীন; তাহাতেই এই প্রস্তাব করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

বঙ্গদেশীয় পাকস্থালীসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য।

(প্রথম প্রস্তাব পঠনার্থ।)

বাঙ্গালাদেশের যে আইনের প্রতীকার ও প্রচার উচ্চতরেই মতির মুক্তাফলের মতো। উচ্চতরের সভ্যগণ ও আমরা অতি মুক্তাফলের বিবেচনা করিয়া আন্দোলনকারকের কুটীরে ধরা দিতেছি। এরূপ আশা করিতে গেলে পরিশেষে কাঁদিয়া কাটিয়া সারা হইতে হয়, এজন্য আমরা সে আশা করি না, এজন্য আমরা সে আশা করি না, এজন্য আমরা সে আশা করি না।

এক্ষণে সেই বিষয় যে সভ্যমহাশয়ের সম্মুখে যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহা পূর্ণীত হইলে আমাদিগের ভারতবাসী ভগিনীদিগের পর-প্রার্থিতে আনন্দিত হইবে; তাঁহারা যে পরিশ্রমের উপযোগী বিশ্রাম পাইবেন। উপরোক্ত যে আইনের কোন অসাধারণ উপকারসাধন করিয়াছেন তাহা নহে, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভাল, ইহাঁদের মন উদার, ইহাঁদের ধর্মভাব আছে একটু জাগ্রত আছে, তাহাতেই আমরা ইহাঁদের বিচারাধীন; তাহাতেই এই প্রস্তাব করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible]

ভারতসরকার বৃদ্ধদের আয়করমুক্তি

আমি ব্রহ্মবন্ধু, [illegible] ডিসপিউটর, [illegible] ডিসপিউটর, [illegible] ডিসপিউটর

[redacted]

[illegible]

আমাদের একটী বালক বন্ধু ও প্রতিবেশী উইলো-পীর তর্কিত হইয়াছে। পক্ষপাতিতা এ সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এ আলিপুরী-কলিকাতা অবশ্য যুক্তিসঙ্গিত মতবাদী উপাসনা করা। আমাদের মত যোগাযোগে উপনিষদ ঈশোপনিষদ যুক্ত বাদ [illegible] মতে মত [illegible] মতের সঙ্গে আমাদের প্রকাশ করে। মত সাধের আবেদন [illegible] আলিপুরী কি ভাবসমন্বয়ে আলোক করিয়াছেন। সাধের

[illegible]

[illegible] কলিকাতা [illegible] কলিকাতা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ৮০ টাকা অবধি একটী অতি সৌন্দর্য্যময় ঘড়ি পাওয়া যাইতেছে। অধিক ঘড়ির কথা কি বলিব, সময় পাঁচসিকে হইতে [illegible] ঘড়ি পাওয়া যাইতেছে। [illegible] ঘড়ি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা একবার চীনেবাজারে গমন করিবেন। [illegible] ঘড়ি ক্রয় করিয়া আনিবেন।

[

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় সেণ্টরল্ গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ ফেব্রুয়ারি। বাবু কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায় ডিপুটিদের ৩য় শ্রেণীর ছুটি হোমিওপাথিক জন্য ৪র্থ শ্রেণীর সব ডেপুটি কলেক্টরের কার্য্য করিবেন।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। শ্যাম মোহন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ৮ মাসের ছুটিতে যে, আর, ফ্রান্সোয়ার অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত অথবা ২ য় মে এর অধিক মুন্সেফ ডিক্রুজ ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

২৭ এ ফেব্রুয়ারি। মুর্শিদাবাদের ডিক্রুজ ও সেসন জজ ডি, এম সার্জ্জনের জন্য এক মাসের অনুপস্থিতকাল পর্য্যন্ত অথবা ২ রা মার্চ্চের অধিক অনুপস্থিত ডিক্রুজ ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন ভবানী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এফ, ডব্লু হাজরত মুর্শিদাবাদ ডিক্রুজ ও সেসন[৪] জজ কার্য্য করিবেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হরনারায়ণ সিংহ রাজসাহীর পারমেণ্ট আসিষ্ট ও অতিরিক্তের কার্য্য করিবেন।

১৮ এ ফেব্রুয়ারি। ২৪ পরগণার প্রথম মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি ক

ডেপুটি কালেক্টর ও ডি, ডিগবী পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর (দ্বিতীয় ছুটি অইয়াছেন) মুর্শিদাবাদ ডিক্রুজ ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন। পুলিসের ডেপুটি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সিং (দ্বিতীয় ছুটি অইয়াছিলেন) ১৮ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এবং উক্ত বিভাগের সমর পর্য্যন্ত থাকিবেন।

২ রা মার্চ্চ। ৮ স্থানে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ৮ ডেপুটি ক

হইবেন। ভবানী ও মীরাপুরের প্রতি ৭ দিন অন্তর মাজিষ্ট্রেট ও

ডিক্রুজ হইবেন। সরকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এণ্ড মুন্সেফ ডে, আর, ডিক্রুজিয়ের জন্য মীরাপুরের স্থান শূন্য হইলেন এবং ২ রা অক্টোবর পর্য্যন্ত ১ ম শ্রেণীর কলেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। পটিয়ার ডিক্রুজের স্থানাপন্ন ডেপুটি মা জিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী সাদত হোসেন কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

৩ রা মার্চ্চ। এ, অবধি দুই মাসপর্য্যন্ত ১ ম শ্রেণীর সাব্‌ডিভিসনের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, মোল্স হেমিল্টন সেসনের জুরিদের সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন। মেদিনীপুরের ডেপুটি কলিক্টর এ ডব্লু, সি, পার্কিন্স ডিক্রুজিয়ের ডিক্রুজ ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু হরনারায়ণ সিংহ ১৫ দিন অনুপস্থিত থাকিবেন।

৪ র্থ মার্চ্চ। ৪ স্থানে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি ক

ডেপুটি কালেক্টর ও ডি, ডিগবী পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর (দ্বিতীয় ছুটি অইয়াছিলেন) মুর্শিদাবাদ ডিক্রুজ ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন। পুলিসের ডেপুটি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সিং (দ্বিতীয় ছুটি অইয়াছিলেন) ১৮ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এবং উক্ত বিভাগের সমর পর্য্যন্ত থাকিবেন।

৫ ম মার্চ্চ। ৮ স্থানে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি ক

হইবেন। ভবানী ও মীরাপুরের প্রতি ৭ দিন অন্তর মাজিষ্ট্রেট ও

ডিক্রুজ হইবেন। সরকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এণ্ড মুন্সেফ ডে, আর, ডিক্রুজিয়ের জন্য মীরাপুরের স্থান শূন্য হইলেন এবং ২ রা অক্টোবর পর্য্যন্ত ১ ম শ্রেণীর কলেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। পটিয়ার ডিক্রুজের স্থানাপন্ন ডেপুটি মা জিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী সাদত হোসেন কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ডেপুটি কালেক্টর ও ডি, ডিগবী পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর (দ্বিতীয় ছুটি অইয়াছিলেন) মুর্শিদাবাদ ডিক্রুজ ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন। পুলিসের ডেপুটি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সিং (দ্বিতীয় ছুটি অইয়াছিলেন) ১৮ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এবং উক্ত বিভাগের সমর পর্য্যন্ত থাকিবেন।

৬ ষ্ঠ মার্চ্চ। ৮ স্থানে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি ক

হইবেন। ভবানী ও মীরাপুরের প্রতি ৭ দিন অন্তর মাজিষ্ট্রেট ও

ডিক্রুজ হইবেন। সরকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এণ্ড মুন্সেফ ডে, আর, ডিক্রুজিয়ের জন্য মীরাপুরের স্থান শূন্য হইলেন এবং ২ রা অক্টোবর পর্য্যন্ত ১ ম শ্রেণীর কলেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। পটিয়ার ডিক্রুজের স্থানাপন্ন ডেপুটি মা জিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী সাদত হোসেন কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বিচারসম্বন্ধীয় বিভাগ।

২৮ এ ফেব্রুয়ারি। পটিয়ার কিন্তু বেঙ্গল আর্ম্মস আক্টের ৪ ধারার ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী সাদত হোসেন ডিক্রুজিয়ের ক্ষমতা পাইবেন। ডি, ডব্লু, ফারারার ১৮ এ মার্চ্চ ও ডেপুটি কালেক্টর ও ডি, ডিগবী পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ১৮ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১ ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৯ ম মার্চ্চ। মুরপুর—শীলপরাজিত ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মে, ডি, ব্রাডলে (দ্বিতীয় ছুটি অইয়াছেন) ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। ছুটীর ২ য় মাসের জন্য বিশেষ ক্ষমতা বিশিষ্ট ডিক্রুজিয়ের ক্ষমতা মৌলবী সাদত হোসেন ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

নজীর।

১৮৬৪। ১৮ ই মে।

বিচারপতি সর্ জিফ্রে মার্শ ও বিচারপতি বিকারগুলি।

রামরতন বসু (বাদী) বনাম রাজীবলোচনী।

হরনাথ বসু (আপিলকারী) বনাম রাজীবলোচনী।

অবস্থাপন্নের পুত্রের—বিবাহের পূর্ব্বে—অবস্থা—ব্যয় করার ক্ষমতা—দুরস্থ [illegible]

আইন (১৮৭২ । ৯ আইন) [illegible] প্রকারে—কুবিনতি ৯ম আইনের ৫৭৫ ধারায়।

কলেক্টরি আইনের ২৫৩ ধারায় ১৯৩ ধারার প্রয়োগ—ক্ষতিপূরণ—

কলেক্টরি আইনের ২৫৩ ধারায় ১৯৩ ধারার প্রয়োগ হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করা হয় যে, আপত্তি করিয়া যে কারবার হয়, তাহাতে যদি এক ব্যক্তি আপনার অংশ অপরকে দেয়, সেই অংশদান কার্য্যের বিরুদ্ধে কার্য্য হয়, কিন্তু অংশদাতৃগণের কারবার বন্ধ করিবার বিষয়ে ঐ অংশ দান কোন বাধা হইতে পারে না। যদি অন্যান্য অংশী ঐ অংশ দিবার বিষয়ে মত না দেয়, [illegible] দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আপত্তি হিসাবে ৯ ধারা খাটিতে পারে না। তবে যে অংশী তাহাকে আপনার অংশ বিক্রয় করিয়াছে তাহার অধিকারী বলিয়া সে অংশ ছাড়িয়া দিতে পারে। এমত স্থলে কলেক্টরি আইনের ২৫৩ ধারা খাটিবে।

এই মকদ্দমার বাদী মেসর্স [illegible] প্রতিবাদী বাবু [illegible] এবং পাথুরিয়াঘাটা ৯ নম্বর ১৩ নম্বর [illegible] ১৩ নম্বর প্রতিবাদী) উক্ত ৩ জন মকদ্দমার অংশী ঐ কারবার চালান।

১৮৮০। ১২ ই মার্চ্চ [illegible] বাবু [illegible] ৩ নম্বর প্রতিবাদী ১ নম্বর প্রতিবাদী [illegible] ৫ নম্বর প্রতিবাদী [illegible] ৪ নম্বর প্রতিবাদী [illegible] ২ নম্বর প্রতিবাদী [illegible] ৬ নম্বর প্রতিবাদী [illegible] ৭ নম্বর প্রতিবাদী [illegible] ৮ নম্বর প্রতিবাদী [illegible] ৯ নম্বর প্রতিবাদী [illegible] ১০ নম্বর প্রতিবাদী [illegible] ১১ নম্বর প্রতিবাদী [illegible] ১২ নম্বর প্রতিবাদী [illegible] ১৩ নম্বর প্রতিবাদী [illegible] ১৪ নম্বর প্রতিবাদী [illegible] ১৫ নম্বর প্রতিবাদী [illegible]

[illegible] ক [illegible]। [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

আমাদিগের নিকটস্থ [illegible] পিত্ত আমাদের
সাধারণের বিদিত ও [illegible] দেখিয়া, সেইটী
ঔষধ [illegible] ও কবিরাজদিগের চিকিৎসায়, উপকারী
অথবা [illegible] অনেকানেক ঔষধ ব্যবহার করিয়া
সফলতা [illegible] ব্যবহার করি।

বিজ্ঞাপন।

সন ১২৭২ সালের

পঞ্জিকা বহুল। ইহাতে ৫ বিভাগে যাবতীয়
ব্রত পার্ব্বণ পঞ্জিকা দেওয়া গিয়াছে। বিজ্ঞাপনের
হার অতি সুলভ। এক নং ৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

OLD EYES MADE NEW!

By spectacles and Surgical operations rendered
useless.

Throw away your rock Pebble, Barnes
Barnes & Bruce's Universal,
FOR RELIEF OF ALL
EYE DISEASES
Or CHANDU'S ROYAL EYE DROPS.

A much cheaper and more agreeable Eye-water,' or lotion for the eyes than spectacles. It cures permanently weak, congested or inflamed Eyes, Inflammation of the Eyelids watery and [illegible] weakened Eyes, Intolerance of light, Obscurity of vision, Cataract Films, Film and Short-sightedness, whatever the retina and optic nerve do and the worst case of the Eye.

It is natural, a most natural discovery, containing many of the most powerful restorative agents in the vegetable kingdom instead of cutting out the cataract and thus causing intense pain to the patient it can now be gradually weaned out by means of few days application. By applying one Drop of London in the Eye thrice daily the pupil is restored, and the arrested blood circulation of the blood in the capillary vessels controlled the paralysed nerves expanded and the cause of the difficulty speedily removed. Its beneficial effects are experienced from the very first applications. It subdues all pain and inflammation immediately. Bent at Cochin or Deuteritis have failed in many cases the Chandu's London Drops have cured them successfully. Test and you will be convinced.

[illegible] the Large [illegible] 4 0 0
[illegible] 2 8 0
[illegible] Alternative 1 4 0

RECENT CHARITABLE CURES.

CHRONIC OPTHALMIA.

Tindigul, Madras, 8th January 1864.

A friend of mine was suffering from chronic Opthalmia. His case was declared to be hopeless even by the medical officers of Eye-Infirmary Madras. After applying the Drops for a fortnight in accordance with the printed Directions which accompanied the small London, I find there is decidedly an improvement to the better the coming of water from the Eyes has ceased the inflammation of the Eyes has disappeared and the excessive pain in the eye-ball has been relieved

Ed.) T RAJAGOPAUL NAYUDU, PLEADER

Wanted 1,000 Agents in every City & Town

VAN FITTEN & Co

CALCUTTA

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

ভারতবর্ষীয় মাদুরকিক

বিজ্ঞাপন ও ঔষধালয়।

৩৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] মাদুরকিক [illegible] ঔষধালয়। [illegible]
কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয়
[illegible] ঔষধালয় [illegible]
[illegible] ঔষধালয় [illegible]
[illegible] ঔষধালয় [illegible]
[illegible] ঔষধালয় [illegible]

যকৃৎপত্তলিকারিত্ব স্বর্ণঘটিত স্বর্ণসিন্দুর
বা মকরধ্বজ।

[illegible] ঔষধালয়ে [illegible]
[illegible] ঔষধালয়ে [illegible]
[illegible] ঔষধালয়ে [illegible]
[illegible] ঔষধালয়ে [illegible]

পরে

[illegible] ঔষধালয়ে [illegible]
[illegible] ঔষধালয়ে [illegible]
[illegible] ঔষধালয়ে [illegible]
[illegible] ঔষধালয়ে [illegible]

ঔষধালয়ে ইহা ব্যতীত আরও অনেক ঔষধ আছে, তাহা
আবশ্যক হইলে পত্র লিখিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন—কবিরাজ।

নূতন সালসা। নূতন সালসা।

প্রতি সংসরে ১৫ হাজার বোতল

বিক্রয় হইতেছে।

ইহাতে কোন প্রকার হে দোষ এ পর্য্যন্ত দেখা
যায় নাই। ইহা খেলে মাত্র উপকার হয়। যাহারা
সালসা খেয়ে মনোমত ফল পায় নাই তাহারা একবার
আসিয়া [illegible] ইহা খাইয়া [illegible]

[illegible] বোতল [illegible]
[illegible] বোতল [illegible]
[illegible] বোতল [illegible]
[illegible] বোতল [illegible]

ঔষধালয়ে ইহা ব্যতীত আরও অনেক ঔষধ আছে, তাহা
আবশ্যক হইলে পত্র লিখিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন—কবিরাজ।

অর্শকণ্ডূ ... পাই কাশ, বহেরাদা, শঠীতে কালী সরকার, প্রসাদের নীল কুসুমের তেল, ... কুরোগলা ঘাস পাঁচটি মাথা ... ক্ষত-... ও ... ইত্যাদি পীড়া ... ক্ষত আরোগ্য ... ... পারিবে। মূল্য ১৸০।

নিম্নর তেল।

... ঈশানের নিম ... প্রধান তৈল। ... ...

সোমপ্রকাশ

১৯ শ ভাগ। "ধর্ম্মকথা, মনুষ্যহিতার্থে সাধ্যিক অনুষ্ঠানী ঘটিলেখনী ও বীক্ষণ।" ১৮ সংখ্যা।

এক খানির মূল্য ১/ এক আনা। ১২৭১ সাল। ৪ ঠা চৈত্র। ইং ১৮৮৪। ১৬ ই মার্চ্চ। অগ্রিম বাষ্পাসিক মূল্য ৩৷৷০ তিন টাকা সাড়ে সাত আনা মাত্র

ডাক। বার্ষিক মূল্য ৫৷৷০ সাড়ে পাঁচ টাকা। ৫ বিপণবাদ। ৬ ঠা চৈত্র।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়ের নিকট সানুনয়ে অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন নিয়মানুসারে স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানা প্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সত্বর মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঁদড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

যেসকল মফস্বলের গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সত্বরের গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে গিয়া মূল্য দিবেন। যদি কাহাকে ডিপজিটারিতে পাঠাই-বার প্রয়োজন নাই। যদি অন্যান্য কার্য্যের সহিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অনুরোধ ইতিমধ্যে পত্রের মূল্যাদি বাকি পড়িয়া থাকিবে এ তাহাদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৩৷০ টাকা সোমপ্রকাশের দেয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ ডাকঘরের পুরাতন অফার বাকি প্রস্তুত আছে। গ্রাহকেরা আমাদিগকে পত্র লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনদাতাদিগের সাধারণকে জানাইতেছি, যাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের সংখ্যা পত্রিকা বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বারের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৵ আনা।

এখন হইতে যে সকল কলমবাজির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, প্রথম দুইবার বিনা-মূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৵১০
২ য় ভাগ	৵০	৵১০

নীতিসার।

১ ম ভাগ	৵০	৵১০
২ য় ভাগ	৵০	৵১০
৩ য় ভাগ	১/০	১৷৷০
বিদেশের বিদ্যালয়	১০	১৷৷০

একখানি একত্র লইলে মাসুলের জন্য মাসুল ৵১০ লাগিবে।

মল্লিক কোম্পানির

উৎকৃষ্ট পাথরের চশমা।

ঢিল ফোকাস	৩
রুপার ফোকাস	৮
সোণার ফোকাস	১৫
ঢিল ফোকাস ফ্রেম	৩

ঠ সোণার ফ্রেম চক্ষু আবরণী ৫৷৷

মফস্বলে পাঠাইতে হইলে বয়স লইবেন অথবা চক্ষুর অবস্থা লিখিয়া পাঠাইবেন কিন্তু চশমা ভাঙ্গিলে বা হারাইলে আর পাঠান যাইবে না। কারণ চক্ষুর অবস্থা ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কখন কখন চশমার ১৷৷০ দেড় টাকা হইয়া থাকে।

৩১ নং সোর লো লেন টীলবাজার কলিকাতা } মল্লিক এণ্ড কোং।

[illegible] নং সমন্বয়াধ্যয়।

[illegible]

ভাগবতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীযুতীয় ৫৪৩ সেপ্টেম্বরী সন্ধিসবের ১৮৮৪ সালের ১১ জুলাই [illegible] এর পত্র,

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীযুতীয় ৫৪৩ সেপ্টেম্বরী সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৩০ আগষ্টের [illegible] পত্র,

স্থানীয় সমন্ত সরকারের ও শাসনকর্তৃপক্ষের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের [illegible] সমন্বয়াধ্যয়,

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীযুতীয় ৫৪৩ সেপ্টেম্বরী সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের [illegible] সমন্বয়াধ্যয়,

এতদ্বেশের সরকারের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর [illegible] এর পত্র

পাঠ করা গেল।

বিবেচনা।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধীনে, অন্তত সমন্বয়, ১৮৮৬ সালে যে আইনটী হইবে তাহাতে কোন বিষয় লিখা যাইবে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় সরকারের [illegible] হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সরকারের শ্রীশ্রীযুতীয় ৫৪৩ সেপ্টেম্বরী সাহেবের দ্বারা তাহাতে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বোধ হইতেছে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এ সম্বন্ধীয়ে, শ্রীশ্রীযুতীয় অধীনস্থ উপনিবেশ ও ভারতবর্ষ প্রভৃতির সীমার মধ্যে যে স্থানীয় কৃষি বিহারির উপায় করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে উক্ত দীপপুঞ্জদিগের হস্তগত করাই প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য।

২। এই আপাতে সরকারের মত ইতিপূর্বেই স্থানীয় সরকারের ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহকে জানান হইয়াছে। এক্ষণ সাধারণের উৎপন্ন, বিক্রয়ের ও ব্যবসাবাণিজ্যের সুখ সমন্ত সম্পূর্ণ ও স্বচ্ছন্দরূপে প্রবর্তন করিবার যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সমন্ত ভারতবর্ষীয় সাধারণ লোকে জানিতে পারে, ইহাই সরকারের অভিপ্রায়।

৩। ১৮৮৬ সালের যে সংশোধন এ বর্তমান আইন রেজিষ্টরের সম্মুখে স্থাপন করিলে প্রস্তাবিত হইবে। ঐ সংবৎসরের ১ লা জানুয়ারির পূর্বেই ভারতবর্ষীয় প্রস্তাবিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা নাই।

৪। যে সকল রাজকীয় কর্মচারিগণের নিকট এ বিষয় উপস্থিত করা যাইবে, তাহারা কি নিয়মে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে এবং কি পরিমাণ ও কোন পরিমাণ সম্ভব তাহা জানিতে পারে না। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরা যেরূপ বিবেচনা করেন সেই প্রকারে, যত সত্বর সম্ভব, তাহাদের [illegible] বিষয়ের আপাতত হওয়ার জন্য বাঞ্ছনীয়। সুতরাং ১৮৮৫ সালের ১ লা মার্চের পূর্বে যে সকল প্রস্তাব পাওয়া যাইবে তাহাদিগকে এই বর্ষের [illegible] করা যাইবে যে যে পরিমাণ ফলের জন্য প্রস্তাব হয় তাহা সম্পূর্ণ পাইবার নিশ্চয় পাওয়া যাইবে না এবং ফলের মূল্যনিরূপণে যদি অসম্মতি হয় তাহা হইলে সেই প্রস্তাব [illegible] লইয়া যাইতে পারিবে।

৫। প্রস্তাবিত সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় সরকারের নিকট যে সকল চিঠিপত্র লিখিত হইবে, তাহা [illegible] ও কৃষি আর ফলের প্রস্তাবিত পাঠাইবার ভারতবর্ষীয় কার্যকারকের নামে পাঠাইতে হইবে।

আজ্ঞা।—অত্র ইহা যে, সমন পাঠাইবার প্রার্থনাপত্র যে স্থানে [illegible] হইবে তাহা জানাইয়া

[illegible]	[illegible]	সাধারণের অবগতি নিমিত্ত স্থানীয় [illegible]
[illegible]	[illegible]	সকল প্রকাশ করিবার জন্য [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
উক্ত পশ্চিম প্রদেশ	[illegible]	[illegible]
ও অযোধ্যা।	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

আরও আজ্ঞা হইল যে, এই বিজ্ঞাপন ইঙ্গিলা গেজেটের পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়।

([illegible])

ভারতবর্ষীয় সরকারের [illegible]।

[illegible]

[illegible] 1000[illegible] - 425—20-1-86

[illegible]

বরফ, বরফ।

[illegible]

ইণ্ডিয়ান [illegible] কোম্পানী লিমিটেড।

আমাদের এই কোম্পানী [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্ব যোগ জ্যোতিষতন্ত্রসার সংগ্রহ।

যে সমস্ত, জ্যোতিষশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রবিষয়িণী বাসিকপত্রিকা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] মাত্র।

[illegible]

[illegible] এক খণ্ড [illegible] প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার [illegible] পেজী। প্রতিখণ্ড ৩ তিন ফর্ম্মা করিয়া [illegible] হইয়া থাকে।

আজ কাল আমাদের বেদ, সংহিতা, তন্ত্র, পুরাণ যোগ, জ্যোতিষ, তন্ত্র, চিকিৎসা প্রভৃতি আর্য্য শাস্ত্রাবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে উদ্যম করিতেছেন। ইহা বেশ মনে হয়ী একটী সেক্ষ বাতীত, প্রায় সকলেরই উদ্যম সংকল্প এই শেষ হইতেছে। কেহ কেহ সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশকল্পে সাধারণের [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছেন। এই [illegible] অসুবিধা দূর ও সময় থাকিতে যাহাতে সাধারণ এই শুভসময় গ্রহণ ও পাঠ করিয়া ফলন ভোগ করিতে পারেন, আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে তাহা নিষ্পন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি।

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত অনায়াসে হইতে যাহাতে সময়মত গ্রন্থ পাইতে ও অসময়ে তাহার মূল্য হইতে পারিবেন। এ পাঠকগণ কেবল যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত আমরা এ রেজেষ্টরী করিয়া [illegible] হইবেন। এই তিন শাস্ত্রের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয়ই সন্নিবেশিত ও লিখিত হইতেছে। সংস্কৃত মূল ভাষায় সরল ও সাধারণের অবোধ্য [illegible] যোগশিক্ষা, বাণিজ্য, চিকিৎসা, [illegible], বস্তু [illegible] আদি প্রকাশ হইতেছে।

যোগশাস্ত্র,—যোগীদিগের ব্যতীত আর কাহার [illegible] কোন কালে [illegible] হইয়া না। এই যোগ বিদ্যা ও আর যে অবশ্য, এই দুই প্রকার যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। শিবসংহিতা, [illegible] হংসপরমহংসিতা, যোগতত্ত্বসংহিতা, [illegible] সংহিতা, [illegible] যোগসার, যোগচূড়ামণি, [illegible] যোগশিক্ষা, [illegible] যোগবাশিষ্ঠ, [illegible] প্রভৃতি [illegible] প্রকাশিত হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

...আর কি না সাক্ষীকে...জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে, আর যে সকল...সাক্ষীর জবানবন্দি লইবার সময়...কথায় বিশ্বাস হইলে আসামী খালাস হইতে পারে। সময়ে সময়ে সাক্ষী প্রতিপক্ষ-কৌঁসুলি...করিয়া দিতে পারেন, সময়ে সময়ে সাক্ষী প্রতিপক্ষ কৌঁসুলি (যাহা কি আসিষ্টাণ্ট সাক্ষী) দোষ করান? সাক্ষী কি প্রতিপক্ষ ও অন্যায়ী হইতে পারে। সাহেব ম্যাজিষ্ট্রর এই সকল বিষয়ে বিশেষ বুঝি আছে বোধ হয়। তিনি যে সকল আসামীর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সকল আসামীর সাক্ষী কিছু ভাল বা মন্দ বোধ করিয়াছেন, তাহা যদি সত্য সত্য কোন সম্ভ্রান্ত বা ভদ্রলোকের জানিতে ইচ্ছা করিত তাহা হইলে "ইংলণ্ডে যাহা কিছু নিয়ম প্রচলিত" আইনবেত্তাদিগের অনুসরণে এখন ফরমা করিয়া দেওয়া যায়। একবার সাহেবের সাক্ষী লইয়া ২। ৪ দিন বিচার যাইতে না হয়, তাহাদের সাক্ষিদিগের দুই বিবরণে সাহেবের সাক্ষি হয়, তাহাই যথেষ্ট। মনে করুন একটী মকদ্দমায় ১০ টী সাক্ষী আছে, তাহা তাহাদের প্রত্যেকের জোবানী আবশ্যকমতে লিখিয়া তাহাদিগকে আদালতে উপস্থিত করিল, মকদ্দমার কার্য্য বন্ধ। ১০ টী হইতে ৫ টী পর্য্যন্ত আর কিছু হয় উঠানে বসিয়া থাকিবে হইল, আর ...করা হইবে। সব ঠিক হয়া সময়ে তাহারা উপস্থিত হইল কিন্তু সে দিবস ৫। ৬ টী পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিল, তু মল ১৪ দিন পরে দিন পাওয়া। আবার ৩ ৪ বা পাঁচ দিন পরে সকল কর্ম্ম ফেলিয়া সেয়া কুঁসিল একজন সাক্ষী নাই, সে ব্যক্তি সাই বলিয়া তাহার নামে ওয়ারেণ্ট হইল, আর ৫ ৭ দিন পরে ধরিয়া হাজির হইতে হইবে। এইরূপে এক পক্ষের মধ্যে উভয় পক্ষের বাদীপ্রতিবাদী সকল সাক্ষী আদালতে হাজির করিয়া পরে ...সাহেব ম্যাজিষ্ট্রর নিকট মুখোমুখি জবানবন্দি লইবার জন্য প্রার্থনা করিলে সাহেব বলেন, আমার সময় নাই, আমার অন্য কার্য্য আছে, আমি ...তাহাকে বাদীর উকীল ...পীয় কার্য্য শেষ করিয়া ...সাহেব বাহাদুর ...

...ফুরণ হয় তাহা...করিতে পারি না। ...সাহেব ম্যাজিষ্ট্রর...তৃতীয় দিবসে বসিবেন, তৃতীয় দিবসে তাহার সময় পূর্ণ হইবে না, তখন চতুর্থ দিবসে বসিবেন, তাহাতে দোষ কি? তাহার সময় পূর্ণ হইবে না, তখন চতুর্থ দিবসে বসিবেন, তাহাতে দোষ কি? সাহেব ম্যাজিষ্ট্রর নিজে কার্য্য করিতে পারেন না। তাহার সেরেস্তাদার কিম্বা মুহুরি কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা সাহেবের সময় বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে। সাহেব ম্যাজিষ্ট্রর সাহেব বাহাদুর সেরেস্তাদার মুহুরিদিগের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিবেন কেন? তাহারা সাহেবের সময় বুঝিয়া কার্য্য করিবে না কেন?

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

...ছেন, অর্থাৎ এখন য ন ক্ষ মার্কের পরি... পর আ ক্রমোদ, অতি ধীরভাবে ক্রমশ আ একারে আসিয়াছেন, তাহাতে ইংরাজ হাতের আ য় ঈদৃশ পরিবর্তন হ ও সা। আকবরাদিকালে ভারতবর্ষ এত ই সংসারিক রোগ যথাস্থানে বর্তমানে। অক্ষেত্রানের আমীর যে বিষে ভুঁকিতেন, সেই বিষেরই মল ভূক্ত হইবে। আমীরের সহিত ক্রিশ্চিয়ানদিগের তুলনা থাকিলে ৫ পক্ষে তাহার আক্রমণ সফল হইবে না। ক্রাইস্টধর্মাবলম্বিদিগের বহুপূর্ব কালের জন্যই ভূতপূর্ব ঘটনা আমাদের শোনাইবার উদ্দেশ্য সাধন করা হয়, তাহাতে কিন্তু বিপরীত ফল ফলিয়াছে। বর্তমান আমীর আবদুল রহমান ইংরাজের কৃপায় সিংহাসনারূঢ় হইয়া ইংরাজের সহিত মৈত্রী বন্ধনার্থ ব্যগ্র হইতে পারেন, কিন্তু আফগানজাতি ইংরাজদিগের অথবা অন্যজাতির সম্বন্ধে ভুলিতে পারে নাই। তাহারা চির স্বাধীনতা প্রিয়, ইংরাজ তাহাদের সেই স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের বিদ্বেষভাজন হইয়াছেন। অতএব আবদুল রহমানকে মস্তই করিবার জন্য ইংরাজরাজ যাহা কিছু করিবেন, তাহাতেই যে ফলোপধায়ী হইবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। যদি হউক, বর্তমান ইংরাজ পরিবেষ্টনে আফগানের আমীর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে যে অনুমতি দিয়াছেন, উহা দ্বারা ফলরাজের প্রতি এতদূর অবজ্ঞা ও অন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই বিষয়টীর আলোচনা করাই আমাদের আজিকার এ প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

রুশিয়া যে সহজে ভারত আক্রমণ করিতে সক্ষম হইবেন, আমাদিগের সে ধারণা নাই। আক্রমণ করিলেও য, তিনি ভারত আপন অধিকারে অবশ্য য় রিতে পারিবেন, সে সম্ভাবনা অল্প। তবে দুর্বল শত্রুকে প্রবলতর শত্রুকে উত্তাক্ত করিবার অনেক আছে। অতএব রুশ ভারতের সীমান্তে থ কিয়া সময়ে সময় ইংরেজরাজকে উত্তাক্ত করিতে পারিবেন। উহাতেও যদি সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, আর রুশ ও ইংরাজ বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন, রুশ তুর্কিস্থান হইতে ভারতের দিকে বল প্রসারণ করিয়া ভারতীয় ইংরাজরাজকে ব্যস্ত করিয়া তুলিবেন এবং ভারতের প্রজাবর্গকে নানা উপায়ে ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিবেন। রুশের সাহায্যে এই সকল অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

আফগানিস্থানের সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ হইবার তথা ইংরাজরাজের বর্তমান চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। রুশরাজ ইচ্ছাপূর্বক ইংরাজরাজের অবমাননা করিতে ও তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে অবশ্য করিয়াছেন। আপোষে আফগানিস্থানের সীমা বিষয়ের কু ঈমাংসা হওয়াতে রুশরাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আফগানিস্থানের সীমা সংক্রান্ত কমিশন বসিয়াছে। ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, আমীরের সঙ্গে ইংরাজের যে সকল বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছে, তাহা রুশরাজের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ হইয়াছে। এই সময়ে আমীরকে ভারতবর্ষে আনিয়া তাঁহার সহিত পুনর্বার মৈত্রীভাবে দৃঢ়তর করিবার প্রস্তাব করিয়া রাজপ্রতিনিধি আপনার স্থিরপ্রজ্ঞতার সঙ্গে বৈষয়িক দূরদর্শিতার প্রমাণ প্রদান করিবেন।

রুশ যে ভয় করিতেছেন, তাহাতে ইংরাজ রাজের সন্দেহই বলবান হইয়া উঠিয়াছে। আফগানের সিভিল সার্ভেণ্টরি সেক্রেটরি লিখিতেছেন—

"সিকন্দরপুরের বক্তৃতাসভার অতি সত্বরে লোক। সভা আসিয়া, অভ্যর্থনিত্রার এবং করিয়া পর্যন্ত তাঁহাদের আচরণ সন্দেহ। তাঁহারা ইংরাজরাজের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত এবং সভা আসিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে তাঁহারা যে অনুরূপ সংবাদ পান, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীতরূপ। তাঁহারা সন্দেহ যে, সম্রাট পরাজিত হইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভীতিপ্রদ। তথায় তাঁহাদের পূর্বপক্ষ সম্বন্ধের সকলই সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত হইতেছে। তাঁহারা সম্প্রতি এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, রুশ আফগানিস্থানের সীমান্তে ক্রমাগত সৈন্য সমাবেশ করিতেছেন। রুশ ও আফগান সেক্রেটরিদিগের বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মনে রুশের ভয় ও বিদ্বেষ যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রুশ ভয় ও বিদ্বেষ [illegible] ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মনে [illegible] ইংরাজ রাজপুরুষদিগের [illegible] ইংরাজ রাজপুরুষদিগের [illegible] ইংরাজ রাজপুরুষদিগের

...ঙ্গলের দ্বারা ... ...

বিষয়টেন,ফ্রান্স ইংলেন্ডের সঙ্গে যুদ্ধে... এবং অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহারা (অস্ট্রিয়ানরা) ইহার বাধা দেয়। গবর্নমেন্টের ঐ কার্য অন্যায় হয় করিয়াছেন। দুইবার ফ্রান্সের এই প্রকার শত্রুতার দুইবার আক্রমণকারীকে দুর্বলতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে যে দুইবার সরীর এই প্রকারের প্রস্তাবকে স্বাগত করিয়া যুদ্ধের বাহ নির্দেশ করা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে। অন্য কথা কি অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সেই এই প্রকার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার ক্রটি করেন নাই। অধিকে আর ও প্রিন্স বিসমার্ক ইংলন্ডের উপর সকলই দুর্বল করিতেছেন। তিনি উদারনৈতিক দলের বিরোধী। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পরিবর্তে তাঁহার চক্ষু খুলিয়া যাইবার অনেক কারণও ঘটিয়াছে। এ সময় ফরাসি ইংলন্ডের সম্মিলনের সম্ভাবনা ভঙ্গাইয়া 'অবাধ ব্যবসা এবং সংরক্ষণ' সম্বন্ধে ইউরোপের সমস্যাগুলি বর্ধনে বক্ষিত করিবার একটি কিউবুদ্ধি বিষয়াকে সর্বদাই চেষ্টা পাইয়া থাকেন। বিদেশ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যাহাকে বর্তমান মন্ত্রিসভাকে বিপন্ন ও অপদস্থ করা, তাহারা অবশ্য ব্যবসাদের বেশ দ্বারা অন্তর্দেশীয়ে ঘোষণে ঐতিহাসিক ক্রটি করেন নাই এবং সফলমনোরথও হইয়া ছিলেন।

ইটালী ইংলন্ডের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। ইংলন্ডের সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইংলন্ড ইটালীর সাহায্য পাইয়া উল্লাসিত হইয়াছেন। এই সম্মিলনে বিসমার্ক আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়া যে হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। তদ্ভিন্ন আবার সম্প্রতি তাঁহার নিকটে আর এক অপরাধে অপরাধী। বিসমার্ক এরূপ এক সাধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে ইউরোপে যদি কোন ব্যক্তি ইউরোপের কোন গবর্নমেন্টের অবশ্যক বাক্য মুখে বলে অথবা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহা সে হস্তক্ষণাৎ সেই গবর্নমেন্টের হস্তে প্রদান করিতে হইবে। সেই গবর্নমেন্ট তাঁহাকে যেমনইচ্ছা শাস্তি প্রদান করিবেন।

এ প্রকার অদ্ভুত ও অসঙ্গত সন্ধির প্রস্তাবে বর্তমান মন্ত্রিসভা যে অসম্মতি প্রকাশ করিবেন, তাহা আশ্চর্যজনক নহে। কিন্তু সম্প্রতি যা দেখিয়াছে বিসমার্কের বিদ্বেষবহ্নি আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এই প্রকারে ইংলন্ডের ইউরোপীয় সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিয়া বর্তমান মন্ত্রিসভাকে অধিকতর বিপদাপন্ন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইটালী সভায় যোগদান করিলেন না। সুতরাং অষ্ট্রিয়-ফ্রান্স-ইটালীর প্রতি ইংলন্ডের সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইংলন্ড ইটালীর সাহায্য পাইবে। উল্লাসিত হইয়াছেন। এই সম্মিলনে বিসমার্ক আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়া যে হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। তদ্ভিন্ন আবার সম্প্রতি তাঁহার নিকটে আর এক অপরাধে অপরাধী। বিসমার্ক এরূপ এক সাধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে ইউরোপে যদি কোন ব্যক্তি ইউরোপের কোন গবর্নমেন্টের অবশ্যক বাক্য মুখে বলে অথবা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহা সে হস্তক্ষণাৎ সেই গবর্নমেন্টের হস্তে প্রদান করিতে হইবে। সেই গবর্নমেন্ট তাঁহাকে যেমনইচ্ছা শাস্তি প্রদান করিবেন।

এ প্রকার অদ্ভুত ও অসঙ্গত সন্ধির প্রস্তাবে বর্তমান মন্ত্রিসভা যে অসম্মতি প্রকাশ করিবেন, তাহা আশ্চর্যজনক নহে। কিন্তু সম্প্রতি যা দেখিয়াছে বিসমার্কের বিদ্বেষবহ্নি আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এই প্রকারে ইংলন্ডের ইউরোপীয় সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিয়া বর্তমান মন্ত্রিসভাকে অধিকতর বিপদাপন্ন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইটালী সভায় যোগদান করিলেন না। সুতরাং অষ্ট্রিয়-ফ্রান্স-ইটালীর প্রতি ইংলন্ডের সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইংলন্ড ইটালীর সাহায্য পাইবে। উল্লাসিত হইয়াছেন। এই সম্মিলনে বিসমার্ক আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়া যে হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। তদ্ভিন্ন আবার সম্প্রতি তাঁহার নিকটে আর এক অপরাধে অপরাধী। বিসমার্ক এরূপ এক সাধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে ইউরোপে যদি কোন ব্যক্তি ইউরোপের কোন গবর্নমেন্টের অবশ্যক বাক্য মুখে বলে অথবা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহা সে হস্তক্ষণাৎ সেই গবর্নমেন্টের হস্তে প্রদান করিতে হইবে। সেই গবর্নমেন্ট তাঁহাকে যেমনইচ্ছা শাস্তি প্রদান করিবেন।

এ প্রকার অদ্ভুত ও অসঙ্গত সন্ধির প্রস্তাবে বর্তমান মন্ত্রিসভা যে অসম্মতি প্রকাশ করিবেন, তাহা আশ্চর্যজনক নহে। কিন্তু সম্প্রতি যা দেখিয়াছে বিসমার্কের বিদ্বেষবহ্নি আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এই প্রকারে ইংলন্ডের ইউরোপীয় সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিয়া বর্তমান মন্ত্রিসভাকে অধিকতর বিপদাপন্ন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইটালী সভায় যোগদান করিলেন না। সুতরাং অষ্ট্রিয়-ফ্রান্স-ইটালীর প্রতি ইংলন্ডের সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইংলন্ড ইটালীর সাহায্য পাইবে। উল্লাসিত হইয়াছেন। এই সম্মিলনে বিসমার্ক আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়া যে হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। তদ্ভিন্ন আবার সম্প্রতি তাঁহার নিকটে আর এক অপরাধে অপরাধী। বিসমার্ক এরূপ এক সাধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে ইউরোপে যদি কোন ব্যক্তি ইউরোপের কোন গবর্নমেন্টের অবশ্যক বাক্য মুখে বলে অথবা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহা সে হস্তক্ষণাৎ সেই গবর্নমেন্টের হস্তে প্রদান করিতে হইবে। সেই গবর্নমেন্ট তাঁহাকে যেমনইচ্ছা শাস্তি প্রদান করিবেন।

চীন ও কয়াসী।

" তিমিলিঙ্গিলোহপাতি
কশ্চিল্লোহপাতিমি নব ।"

অতি প্রাচীনকালে কবিগণের প্রতি প্রবল অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন সময় ছিল, যখন রাজা ও রাজপুরুষগণ কবিদিগকে আপনাদের স্তুতিবাদ করিবার জন্য নিযুক্ত করিতেন। কবিরা যাহা লিখিতেন, তাহাই তাঁহাদের নিকট বেদবাক্য বলিয়া গৃহীত হইত। কবিরা যাহা বলিতেন, তাহাই লোকে বিশ্বাস করিত। কবিরা যাহা লিখিতেন, তাহাই লোকে পড়িত। কবিরা যাহা বলিতেন, তাহাই লোকে শুনিত। কবিরা যাহা লিখিতেন, তাহাই লোকে মুখস্থ করিত। কবিরা যাহা বলিতেন, তাহাই লোকে আবৃত্তি করিত। কবিরা যাহা লিখিতেন, তাহাই লোকে গাহিত। কবিরা যাহা বলিতেন, তাহাই লোকে নকল করিত। কবিরা যাহা লিখিতেন, তাহাই লোকে অনুবাদ করিত। কবিরা যাহা বলিতেন, তাহাই লোকে ব্যাখ্যা করিত। কবিরা যাহা লিখিতেন, তাহাই লোকে টীকা করিত। কবিরা যাহা বলিতেন, তাহাই লোকে ভাষ্য করিত। কবিরা যাহা লিখিতেন, তাহাই লোকে সংস্কৃত করিত। কবিরা যাহা বলিতেন, তাহাই লোকে প্রাকৃত করিত। কবিরা যাহা লিখিতেন, তাহাই লোকে অপভ্রংশ করিত। কবিরা যাহা বলিতেন, তাহাই লোকে দেশী ভাষায় করিত। কবিরা যাহা লিখিতেন, তাহাই লোকে বিদেশী ভাষায় করিত। কবিরা যাহা বলিতেন, তাহাই লোকে মৃত ভাষায় করিত। কবিরা যাহা লিখিতেন, তাহাই লোকে জীবন্ত ভাষায় করিত। কবিরা যাহা বলিতেন, তাহাই লোকে ভাষা করিত। কবিরা যাহা লিখিতেন, তাহাই লোকে ভাষান্তর করিত। কবিরা যাহা বলিতেন, তাহাই লোকে রূপান্তর করিত। কবিরা যাহা লিখিতেন, তাহাই লোকে রূপান্তরিত করিত। কবিরা যাহা বলিতেন, তাহাই লোকে রূপান্তরিত

ইউরোপীয় সমাচার।

১৭ই ফাল্গুন ইংলণ্ডের ষ্টীমর ও লেপ্ চাপোনার আসিয়াছে।

লণ্ডন ৭ই মার্চ্চ। বিগত বিষয়ক এইরূপ হইয়াছে যে ২৫ এ ফাল্গুন পার্লিমেণ্টে [illegible] হইয়াছে। কিন্তু ১৭ই তারিখে কারণ প্রদর্শন করিবেন। সভা প্রায়োজন বলের ইংলণ্ডের মন্ত্রণা সাহস সম্বন্ধে থাকা আছে এ সম্বন্ধে।

ফ্রান্সের বলের [illegible] মধ্যে ১৫ই হইতে ২ টি [illegible] ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে সন্ধি হইয়াছে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের মধ্যে [illegible] হইয়াছে।

ফেব্রুয়ারি ৭ই মার্চ্চ। সেন পতি [illegible] সেনাপতিকে পাঠাইয়াছেন।

—৫ লক্ষ [illegible] হইবার

[illegible] ১ লক্ষ [illegible] ১ লক্ষ।

[illegible] ১ লক্ষ [illegible] ১ লক্ষ।

লণ্ডন ৮ই মার্চ্চ। অদ্য পার্লিমেণ্টের বিষয় সভায় [illegible] হইয়াছে।

ফ্রান্স পর্ব্বতের যে [illegible] পর্ব্বতের [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ই মার্চ্চ। বিগত পর্ব্বতের [illegible] পর্ব্বতের [illegible] এই কথা [illegible] যে, [illegible] পর্ব্বতের [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে।

ইহাতিবিগত বলের [illegible] পর্ব্বতের [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] হয় নাই।

[illegible] ১৪ই [illegible] হইয়াছে।

[illegible] হইয়াছে।

[illegible] ৮ই মার্চ্চ [illegible] [illegible] ২ দিন [illegible] [illegible] ১৫ই [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ৯ই মার্চ্চ, [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ৯ই মার্চ্চ। [illegible] [illegible] [illegible]

...ভাগলপুর ডিভিসনের কমিশনর মিঃ ডব্লিউ ডব্লিউ হর্ন সাহেব ...

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় সেণ্টলমেণ্ট গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

বিজ্ঞাপন।

(রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ)

১৮৭৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি গবর্ণমেণ্ট যে আদেশ প্রচার করেন, তদনুসারে বঙ্গদেশীয় সেণ্টলমেণ্ট অফিসরদিগের কার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সেই নিয়মগুলি সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। সেটলমেণ্ট অফিসর জমীদার ও প্রজার মধ্যে যে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নিজের থাকিবে। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সকল বিবাদ নিষ্পত্তির ভার অন্য কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

২। সেটলমেণ্ট অফিসর যে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নিজের থাকিবে। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সকল বিবাদ নিষ্পত্তির ভার অন্য কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

৩। সেটলমেণ্ট অফিসর যে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নিজের থাকিবে। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সকল বিবাদ নিষ্পত্তির ভার অন্য কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

৪। সেটলমেণ্ট অফিসর যে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নিজের থাকিবে। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সকল বিবাদ নিষ্পত্তির ভার অন্য কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

৫। সেটলমেণ্ট অফিসর যে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নিজের থাকিবে। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সকল বিবাদ নিষ্পত্তির ভার অন্য কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

৬। সেটলমেণ্ট অফিসর যে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নিজের থাকিবে। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সকল বিবাদ নিষ্পত্তির ভার অন্য কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

৭। সেটলমেণ্ট অফিসর যে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নিজের থাকিবে। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সকল বিবাদ নিষ্পত্তির ভার অন্য কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

৮। সেটলমেণ্ট অফিসর যে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নিজের থাকিবে। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সকল বিবাদ নিষ্পত্তির ভার অন্য কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

৯। সেটলমেণ্ট অফিসর যে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নিজের থাকিবে। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সকল বিবাদ নিষ্পত্তির ভার অন্য কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

১০। সেটলমেণ্ট অফিসর যে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নিজের থাকিবে। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সকল বিবাদ নিষ্পত্তির ভার অন্য কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

ভ্রমণকারীর পত্র।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভ্রমণকারী সাহেব ও তাঁহার সঙ্গীরা প্রথম এক সপ্তাহের পথ ঘোড়ার ডাকে আসিয়াছিলেন। ঘোড়ার ডাকে আসিতে হইলে, তাঁহাদিগকে প্রতি স্টেশনে ঘোড়া বদল করিতে হয়। ঘোড়া বদল করিবার সময় তাঁহারা ঘোড়ার গাড়ীতে বসিয়া থাকেন না। তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়ান। ঘোড়া বদল করিবার সময় তাঁহারা যে সকল কথা বার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া পাঠাইবার জন্য আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁহারা সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত কথাগুলি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১ই মার্চ্চ। আমরা ডাকের গাড়ীতে আসিতেছি। আমাদের সঙ্গে ডাকের গাড়ী আসিতেছে। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়।

১০ই মার্চ্চ। আমরা ডাকের গাড়ীতে আসিতেছি। আমাদের সঙ্গে ডাকের গাড়ী আসিতেছে। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়।

১১ই মার্চ্চ। আমরা ডাকের গাড়ীতে আসিতেছি। আমাদের সঙ্গে ডাকের গাড়ী আসিতেছে। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়।

১২ই মার্চ্চ। আমরা ডাকের গাড়ীতে আসিতেছি। আমাদের সঙ্গে ডাকের গাড়ী আসিতেছে। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়।

১৩ই মার্চ্চ। আমরা ডাকের গাড়ীতে আসিতেছি। আমাদের সঙ্গে ডাকের গাড়ী আসিতেছে। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়।

১৪ই মার্চ্চ। আমরা ডাকের গাড়ীতে আসিতেছি। আমাদের সঙ্গে ডাকের গাড়ী আসিতেছে। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়।

১৫ই মার্চ্চ। আমরা ডাকের গাড়ীতে আসিতেছি। আমাদের সঙ্গে ডাকের গাড়ী আসিতেছে। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়। ডাকের গাড়ীতে আসিতে বড় কষ্ট হয়।

এবারকার নকল বেশীর ভাগেই প্রকাশিত থাকে। বোধ হয় এই জন্য উপরোক্ত আবেদন সকল ও সুস্থ ভাবে বিবেচিত পাওয়া যায়, পরস্পরের মধ্যে পীড়া দূর হয়, তখন আর মকদ্দমা হয় না। কিন্তু তদারকীর হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

উক্তির যে প্রমাণার্থ এই সকল কথা ও প্রস্তাবিত্বের ঘটনা পূর্ব পত্রে, প্রকাশ করিয়াছি, আমরা বিস্তৃত বিবরণ, যে কারণে এই পরিবর্তন, তাহা জানিতে পারি নাই, কমিশনরদিগের মনের পরিবর্তন, কিম্বা আইন পরিবর্তন করিতে পারেন। এ সকল কোন প্রশ্নের উত্তরাদুসারে কৃতাকৃতি নির্ণয় করিতে পারে না। এ বিষয়ের সহিত কলিকাতা আদালতের এক জাতীয় বাদির সম্বন্ধে যে কারণ আছে তাহা ইতি পূর্বে অনেকবার ও বিস্তর করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। কলিকাতার বাদী ৮ মাইলমধ্যে বসতি করিলে আদালতের উক্ত ঘর দুই ক্রোশ করিয়া আসিবার সময় প্রত্যেক ক্রোশের উক্ত ঘর দুই ক্রোশ ছাড়িয়া করিলেন এমত সুস্থির হয়, আমাদের তাহার বিশেষ না, এই সকল তাঁহার নিকট হইতে কিন্তু সত্য টাকা অবশ্য আদায় করা হয়, কিন্তু সাক্ষীর উক্ত ঘর ক্রোশে কিন্তু চারি আনা টাকার অধিক খরচ হয় নাই। কেবল কি আদালতের আরো একটুকু ভয় আছে, সকল আদালতে মনে নাই, তবে বোধ হইতে পারে, কোন আদালত প্রকাশ করিতেছে।

কটকে পীড়ার বেশীর ভাগ বিষয়ে আর বড় বেশী উল্লেখ নাই

সংবাদদাতার পত্র।

আমাদের বালাসোর সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে "আমরা গত কল্য সন্ধ্যাকালে ধলাপাট ইংরাজবিদ্যালয়ের অধীন বেতনভোগী প্রধান শিক্ষক ৺ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মীয়দিগের নিকট এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, তিনি ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বাস্তবিক ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তাঁহার আর এক দোষ ছিল, তিনি কাহারও নিকট কিছু চাহিতে পারিতেন না, যে কিছু দিত তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গ যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার বয়স ৮ মাইলমধ্যে বসতি করিলে আসিবার সময় প্রত্যেক ক্রোশের উক্ত ঘর দুই ক্রোশ ছাড়িয়া করিলেন এমত সুস্থির হয়, আমাদের তাহার বিশেষ না, এই সকল তাঁহার নিকট হইতে কিন্তু সত্য টাকা অবশ্য আদায় করা হয়, কিন্তু সাক্ষীর উক্ত ঘর ক্রোশে কিন্তু চারি আনা টাকার অধিক খরচ হয় নাই। কেবল কি আদালতের আরো একটুকু ভয় আছে, সকল আদালতে মনে নাই, তবে বোধ হইতে পারে, কোন আদালত প্রকাশ করিতেছে।

কটকে পীড়ার বেশীর ভাগ বিষয়ে আর বড় বেশী উল্লেখ নাই

সংবাদদাতার পত্র।

আমাদের বালাসোর সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে "আমরা গত কল্য সন্ধ্যাকালে ধলাপাট ইংরাজবিদ্যালয়ের অধীন বেতনভোগী প্রধান শিক্ষক ৺ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মীয়দিগের নিকট এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, তিনি ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বাস্তবিক ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তাঁহার আর এক দোষ ছিল, তিনি কাহারও নিকট কিছু চাহিতে পারিতেন না, যে কিছু দিত তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গ যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার বয়স

[illegible]

[illegible] এবারকার [illegible] ৪ ঠা ফাল্গুন বরীয়া জেলায় সাহেব মাজিষ্ট্রেট ও জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ রায়, শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ সাহিড়ী এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রায় চৌধুরি, শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়দিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রথম, বক্তব্য এই যে, গত ১০ ই ফাল্গুন বরীয়া জেলায় অকস্মাৎ ভোলাহাট নদীর অতুল জলে গ্রামের গ্রামের ভাসিয়া গিয়াছে। [illegible] "ঘরিয়া" দ্বারা উপযুক্তরূপে কিন্তু বাস আমরা করি। [illegible] ঘরের ভাসিয়া গিয়াছে। [illegible] ৫০ [illegible] ৩০০

[illegible] দোষের [illegible]

[illegible] ৯। [illegible]

[illegible] ১০। কুড়ুল কুড়ুলবাগে একটী কুণ্ড আছে। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮০ হাত, প্রশস্ত প্রায় ২৮০ হাত। ইহা অতি বিস্তৃত কুণ্ড।

১১। [illegible] একটী কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ড [illegible] উহার দৈর্ঘ্য আন্দাজ ১০০ হাত, প্রশস্ত প্রায় ৯০ । ১২ হাত। ঐ ১০০ হাতের মধ্যে পশ্চিম ধারে [illegible]। উহার জল ঠিক। আর ঐ ১০০ হাতের মধ্যে পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বমান একটী কুণ্ড আছে। উহার জল ঠিক নহে। [illegible]

১২। আর একটী মন্দিরে দেখিলাম মহাপ্রভুর ২ খানি কুড়ুলচিহ্ন আছে। মন্দিরের মধ্যেটী প্রায় ৪০ । ৫০ হাত উচ্চ হইবে। শিখরাদির মাপ লেওয়া হয় নাই। প্রায় সকল দোষের পরিচয় পাওয়া যাইতে। [illegible] জানা যাইতে পারে।

| বিজ্ঞাপন |

ধনন্তরাহার তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, শিরঃপীড়া দূর হয়। মস্তিষ্ক শীতল হয়, মোড়া পক্ক ও উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হয়। চক্ষের জ্যোতি ও শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয়। চুলের অকালে পরিপক্কতা দূর করে। রাত্রে মাখিলে চুলকনা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ জন্মে না। স্নান করিলে সৌরভ নষ্ট হয় না। মূল্য অর্দ্ধ পোয়া শিশি ।৵০ একপোয়া শিশি ৷৵০ দেড়পোয়া বোতল ১৷০ তিনপোয়া বোতল ২ টাকা।

অধিক লইলে আলাহিদা বন্দোবস্ত।

পেঁ। / আনা। পত্র লিখিলেই মূল্য পাঠাইব, সেই অঞ্চলে ৫ আনা লাগিবে।

ডাঃ, সি, চক্রবর্ত্তী | [illegible]

ভারতসন্তানগণের অমরকীর্ত্তি

[illegible] উপকৃত

[illegible]

...ন্ত্রণা ও মূত্রের আধিক্য। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PRIS RUE VIVIENNE PARIS. 8

ইহা একটী অতি উপকারজনক ক্রিমের ফোস্ফারিন সিরুপ এবং ফাইটোফসফাইট অব লাইম।

এই ঔষধ ব্যবহারে স্নায়ু, ধমনি, শিরা, এবং পিত্তের পীড়া আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়। এই ঔষধের উপকারিতাশক্তি বর্ণনে সময় যাবে। দুটি বিশেষরূপ উপরি উক্ত পীড়ায় এই ঔষধ সেবন করিলে যা হয়। ফোসীফর ইলেক্ট্রিসিটী প্রকৃত উপকার দর্শাইতে পারেন।

এই সিরুপ ব্যবহারে পীড়িত ব্যক্তির ধমনি ও শিরাতে যে বল হয় তাহার বিবরণ দেওয়া যায় সহজে মূত্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতে উত্তেজিত বর্ণনে ঔষধের উপকারিতা সপ্রমাণ হয়। এই ঔষধ সাদা বর্ণের ফোস্ফারিন পিণ্ডের ন্যায় থাকে।

ম্যাটিকো ক্যাম্পরিউলস এবং পিচকারি বিশেষ ঔষধ।

সুবিধার্থে ঐ ঔষধসকল ক্রিমটীন ম্যাটি আকার ঔষধ রূপে ও পুরাতন রোগে ব্যবহার করেন। ফোস্ফরস ব্যাপক ঔষধের ন্যায় বিস্ফোরকাত্মক নহে। অল্প রোগে পিচকারি বিশেষ ঔষধ এবং পুরাতন রোগে ক্যাম্পরিউলস ব্যবস্থা।

ডাক্তারের সিরুপ অব লাক্টো ফসফেট, ইহা ঔষধ নহে।

এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরে রক্ত হয় ও বলাধান করে। ইহা মনুষ্য জীবনের বিশেষ উপকারী। উপাদান দ্রব্যের অধিকমূল্য হওয়ায় এবং ঔষধ প্রস্তুত করণে উচ্চমূল্য পরিশ্রম হইয়া থাকে মূল্য কম। ব্যবহারের অধিকাংশ ডাক্তারই এই ঔষধ তাহারা সেবন না করিলে উপকারের সম্ভাবনা হইতে থাকে। দুর্বল, রুগ্ন ও ক্ষীণ সকল ব্যক্তির জন্য ইহা তাহাদিগের বিশেষ উপকারী। উপাদান দ্রব্যের মূল্য অধিক হওয়ায় ঔষধের মূল্য অধিক হইয়াছে।

ফ্রিমটী ফোস্ফারিন ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানী দূষিত কাশী, কফ পুনঃপুনি, অরুচি, মাতলেম ও অজীর্ণের ন্যায় বিবিধ পীড়া অল্পে শান্তি হইয়া থাকে।

ফ্রিমটী ফোস্ফারিন মলমা।

...ঔষধ। মূল্য প্রতি ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵৹ আনা।

ফ্রিমটী ফোস্ফারিন ফেরেটেড ওয়াইন। ইহা ফোস্ফারিন সিরুপ অব হাইপোফসফাইট অব লাইম এবং ফেরাম ক্যাম্পরিউলস এর সংযোগে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা সেবনে যে শ্রেষ্ঠ বীর্য্য হয় তাহা আরোগ্য হয়।

ফ্রিমটী ফোস্ফারিন ফেরেটেড ওয়াইন, সমস্ত ফসফাইড, ফ্রিমটী ফোস্ফারিন, ফ্রিমটী ফোস্ফারিন, ফ্রিমটী ফোস্ফারিন

[illegible]

(বিজ্ঞাপন দেখুন।)

পাঠক এবং গ্রাহক যদি একখানি চিঠিতে পরিচয় দাতার নাম ধাম লেখা করেন, তাহা হইলে "তোপাননীর" বিশ্বাস চিকিৎসা বিষয়ে " সুখ সাধন। তাহাতেও এরূপ অনেকেই ঔষধ আমাদিগে আবিষ্কার করা নাই। কেহ কেহবা বিজ্ঞাপিত ঔষধাবলি আনিয়া, ব্যবহার, পরমানন্দে প্রকাশ করিয়াছেন, যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং পরিচয় প্রদান করিতে আমরা বাধ্য নহি। যদি কেহ ১ আনা বিশ্বাস ১, ডাক মাশুল ৵০ আনা অগ্রিম প্রেরণ করেন তাহা হইলে এবং পাঠাইতে পারি। আমাদিগের ঔষধ সকল ব্যবহার করিয়া যাহারা উপকার পাইয়াছেন, তাহাদিগের নিকট হইতে যে সকল প্রশংসা পত্র পাইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

পত্রিকার

ভেদুয়া। ঐ পত্রিকা ঔষধালয় হইতে অর্দ্ধ আনায় একখানি ছাপা পাঠাইবেন। আমাদের বহুদিবাবধি প্রশংসাপত্র আমাদিগের আশিনে ঔষধ ও প্রশংসা পত্র পাঠাইবেন।

[illegible] আমি পত্র আনিয়া ঔষধ বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছি ও অনেকে ঔষধ লইয়াছেন ও লইতেছেন। ঔষধ সেবনে চক্ষুরোগ আরোগ্য হইতেছে। ঔষধ সকল খুবই ভাল। ইতি ৫ই ফাল্গুন ১২৩১ সাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible]

ঐ

সন ১২৩২ সালের

পঞ্জিকা প্রস্তুত। ঐ পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপন দাতাগণ স্ব স্ব বিজ্ঞাপন শীঘ্র পাঠাইবেন। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। এই এক পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপন।

OLD EYES MADE NEW !!

Spectacles and Surgical operations rendered useless.

Throw away your rock, Pebble, Swim, Havelock, & Italian Crystals,

FOR THE CURE OF ALL EYE DISEASES,

Dr CHARLES JORDAN DROPS.

A [illegible] and strengthening "Eye-water" [illegible] to cure partial [illegible] Inflamed Eye, Indistinct [illegible] Incipient [illegible] Eye, Dimness of Sight, Cataract, Myopy, Fog and Mist before the eyes, Weakness, Dimness, Pain and Mistiness of the Eye.

It is Entirely a new scientific discovery, combining many of the most powerful restorative agents in the vegetable kingdom. Instead of cutting out the cataract and thus opening fallacious agency to the patient it can now be gradually absorbed out by mere a few days application. By applying one Drop of Jordan in the Eye thrice daily the muscles are revitalised, and invigorated the circulation of the blood in the capillary vessels controlled the paralysed nerves expanded and the cause of the difficulty speedily removed. Its beneficial effects are experienced from the very first application. It subdues all pain and inflammation immediately. Best of Doctors or Doctors that have failed in many cases Dr. Chase's Jordan Drops has cured them successfully Test and you will be satisfied.

Per Bottle, Large	...	4	0 0
" Small		2	8 0
Cathartic Alterative		4	0 0

RECENT GRATIFICATE OF CURES

CHRONIC OPTHALMIA.

Medical, Madras, 24 January 1854.

A friend of mine was suffering from acute Chronic Ophthalmia. His case was declared to be hopeless even by the medical officers of Eye-Infirmary Madras. After applying the Drops for a fortnight in accordance with the printed Directions which accompanied the small Jordan I find there is decidedly an improvement to the better, the secretion of water from the Eyes has ceased, the inflammation of the Eyes has disappeared and the excessive pain in the Eye-Ball has been relieved.

(Sd.) T RAJAGOPAUL NAYNDU, Pleader.

Wanted 1,000 Agents in every City & Town

VAN ETTEN & Co.

CALCUTTA.

শ্রীযুক্ত [illegible] কবিরাজের

[illegible]

বিজ্ঞাপন ও ঔষধালয়।

[illegible] কলিকাতা।

আমাদের আয়ুর্বেদের ঔষধি অধিক হইলে একটী অতিরিক্ত বিদ্যালয় বিদ্যালয় আবশ্যক। যে যে রোগে ঔষধ দ্বারা এবং আপনিও চিকিৎসক দ্বারা [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] এর কবিরাজ [illegible]

পাঠকবর্গের বিশ্বাসের অধিক অধিকারের অনুরোধ— অধিক আর কি, আমরা ইহা অধিক এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিতে পারিলাম না, তাহা দ্বারা চিকিৎসাবিষয়ে সুবিধা ও সুবিধা হইবার আশা করা যায়। আমাদিগের রোগীদিগের ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা প্রতি হইল, তুল, ঔষধি প্রভৃতি ঔষধ সকল ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি। এই স্থানে অনুরোধ করিতে হইল যে রোগের প্রকৃতি লক্ষণ ঔষধ সকল ব্যবহার করিতে পারিলে সকল বিষয়ের ব্যবস্থা দিবার সুবিধা হইবে। ঔষধালয়ের আয়ুর্বেদোক্ত বিধি ঔষধাদি পূর্বক ডাকবিলের মধ্যে ঔষধ প্রেরণ করা যায়।

বহুগুণশালিনী স্বর্ণঘটিত স্বর্ণসিন্দুর

বা অমৃতপ্রভা।

আয়ুর্বেদ, বিধি অনুসারে অমায়িকরূপ প্রস্তুত করিলে, আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মহাযোগবাহী মহাকাল, এরূপ ঔষধ অতি বিরল। অনুপান বিশেষে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ আশু নষ্ট করিবার ক্ষমতা, ইহার কোষাগারে আছে। কোষাগারের বিশেষ গুণাগুণ বৈদ্যগণের ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা প্রতি হইল, তুল, ঔষধি প্রভৃতি ঔষধ সকল ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি। এই স্থানে অনুরোধ করিতে হইল যে রোগের প্রকৃতি লক্ষণ ঔষধ সকল ব্যবহার করিতে পারিলে সকল বিষয়ের ব্যবস্থা দিবার সুবিধা হইবে। ঔষধালয়ের আয়ুর্বেদোক্ত বিধি ঔষধাদি পূর্বক ডাকবিলের মধ্যে ঔষধ প্রেরণ করা যায়।

ব্যবহার।

ইহা ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, [illegible] উদরাময়, বক্ত কৃমি শুক্র, [illegible] প্রস্রাব, স্বপ্নদোষ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নিশ্চয়ই নিরাময় হয়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা ও ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি দূরীকৃত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট এবং ত্বক উজ্জ্বল হয়। আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা ইহা বিশেষ উপকারী। এই সাধনা প্রকৃত শারীরিক প্রয়োগবিশেষে প্রমাণ হইয়াছে যে, ইহা সময় ও সকল ঋতুতেই বালক বৃদ্ধ যুবিষ্ঠাগণ নির্ব্বিঘ্নে ইহা সেবন করিতে

নূতন সালসা। নূতন সা

প্রতি বৎসর প্রায় ৯,০০০ বোতল

বিক্রয় হইতেছে।

[illegible] রোগ আরোগ্য হয় না, [illegible] নাই। [illegible] ইহা [illegible] ইহা [illegible] ইহা

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। "ধর্ম্মতঃ প্রজাপ্রতিপালনাং রাজকরো বর্দ্ধনীয়ো নাতিলঘুনী ন ক্ষীয়না।" ১১ সংখ্যা।

১২৯১ সাল। ১১ ই চৈত্র। ইং ১৮৮৫। ২৩ এ মার্চ্চ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মফস্বল সহর ১ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

৫ বিশ্বনাথ। ১১ ই চৈত্র।

অগ্রিম বার্ষিক ৫৷০, ডাকমাশুল সহ ৬ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়দিগের নিকট সানুনয়ে অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন নিয়মানুসারে স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সত্বর মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশের মূল্যাদি-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঁদড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণার পুর ডাকঘর জেলা ২৪ পরগণা।

যেসকল মফস্বলের গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের গ্রাহক সোম-প্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং অপার সার্কুলার রোড সোমপ্রকাশ, ডিপজিটারিতে দিলে রসিদ লইবেন। রসিদ সহকারে ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। যদি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অনুসন্ধান করিলে পাঠের সহায়তার জন্য চরিত্র নির্ণয়ক পত্রিকা ও তাহাদিগের মূল্য ডাক মাশুল সমেত আনা টাকা মোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ ছাপাখানায় পুরাতন অনেক কাগজ আছে। প্রয়োজনমত আমাদিগকে পত্র লিখিলে বিশেষ সুবিধা, জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনদাতাদিগের নিকট অতিরিক্ত কিছু চাহিতেছি না, কিন্তু সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার পূর্ব্বে ইহাতে যেরূপ চলন আছে তাহা জানিয়া লইবেন। প্রথম বিজ্ঞাপন প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা।

এখন হইতে যে সকল অপরিচিত বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, প্রথম বারের বিজ্ঞাপন মূল্য অগ্রিম গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পর বিজ্ঞাপনের মূল্য সংগৃহীত হইবে।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং অপার সার্কুলার রোড সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

ইতিহাসমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৫০
২ য় ভাগ	৵০	৫০
৩ য় ভাগ	৵০	৫০
বিদেশীয় বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে মফস্বলে ডাক মাশুল ৵১০ হইবে।

মল্লিক কোম্পানির

উৎকৃষ্ট পাথরের চশমা।

টীল ফ্রেমের	৬
রূপার ফ্রেমের	৮
গোল্ড ফ্রেমের	২৪
টীল ফ্রেমের ফ্রীল	৩
ঐ খেলানের ঘুরন বক্সের চক্ষু আবরণী	৫৪

মফস্বলে পাঠাইতে হইলে মূল্য পত্রাদির সহিত চশমা আবশ্যক হইয়াছে কি না ইহাদি সমাচার স্ব স্ব অক্ষিতে আন্দাজ লেখা সহজ ভাবে পাঠাইলে কাজ, কিন্তু ঘর চশমা চক্ষে না লাগে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া যায়। সকল প্রকার চশমার মেরামত করিয়া থাকে।

৩৭ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, চীনাবাজার কলিকাতা। } মল্লিক এণ্ড কোং

[illegible] বিনোদলাল সেন কবিরাজের
অমৃত আয়ুর্বেদ ঔষধালয়।

১৩৬ নং চৌরঙ্গী বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে সকল প্রকার সালসা, বাত নাশক ঔষধ, টনিক ও মৃত প্রভৃতি এবং আয়ুর্বেদ শিক্ষার উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ সমূহ মূল ও তাহার বঙ্গানুবাদ সহিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। বিশেষজ্ঞ মহাশয়দিগের পরীক্ষার জন্য অর্ডার অনুসারে ঔষধ সকল ভি: পি: যোগে প্রেরিত হয়। আমি ঔষধালয়ে উপস্থিত থাকিয়া সকলের [illegible]

১২৯২ সালের পঞ্জিকা ও বিবিধ ঔষধের বিবরণ সহ এই ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্য নিরূপণ পত্র বিনা মূল্যে বিতরিত হয়।

সারিবারি কথায়।

ইহা সকলে কত, রক্তপিত্ত, পাণ্ডুরোগ উদর ও পীলহ, প্লীহজ্বর, অর্শরোগ, অজীর্ণ প্রভৃতির মহৌষধ এবং ইহার দ্বারা শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল ৵৷০ আনা।

চৈতন্য রত্নাবলী।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার গ্রন্থ সমূহ মূল ও সানুবাদ মহাদরে সহ বিবিধ মাসুলাদি পরিমাণের মূল্য ও প্রাপ্তি মাশুল।০ আনা।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

চৌরঙ্গী বালাখানা, কলিকাতা।

উত্তম ঔষধি।

বসন্ত-প্যারালিনী।

অমৃত মহাগন্ধযুক্ত। লাগাবে মুখে মুখে সব ভাল হয় পারালিনীর মুখে তারা সমস্তই বন্ধ হয়ে যায়। মূল্য ১৲ টাকা ডাকমাশুল ৵৷০ আনা। ভি: পি: যোগে পাঠাইবার ইচ্ছা করিলে ডাকমাশুল ৵৷০ আনা অধিক লাগিবে।

প্রস্তুতকারক
শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়
৩৬ নং চৌরঙ্গী বালাখানা, কলিকাতা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রেরিতপত্র।

সেই সম্বন্ধের অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে একথার অর্থ কি, তাহার বিচার আমাদের নিজ নিজ বুদ্ধির অনুযায়ী। কেন না যোগোপনিষদ অনুসারে আত্মা এই বিচারের অনেক বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে। সে সম্বন্ধে ঐ সিদ্ধান্ত এই—

ঐ যার প্রথমটি সম্বন্ধে,—যত্ন তাঁহার মতে আমা যেরূপ। তিনি বলেন "আত্মের মতে যে ঈশ্বর মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে আত্মাদের জীবিকার জন্য সংকল্পমাত্রে দুগ্ধ, অন্নাদি প্রভৃতির উপযোগিতা করিয়া দিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁহার উপাসনার আবশ্যকতা।" এ মত তাঁহার নিজস্ব কত প্রবল যুক্তি আছে বলিতে পারি না। আমরা ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের (১) সুযোগ সম্প্রতি পাইয়াছি। ঈশ্বর যদি ঐরূপে আমাদের জীবিকার জন্য ঐ সমস্ত বস্তু প্রদান করিতেন, তবে তিনি প্রকৃত কৃতজ্ঞতার পাত্র হইতেন। কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রকরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, তিনি ঐরূপে কোন বস্তু ঐ সমস্ত কার্যে সৃষ্টি করেন নাই এবং সে সমস্তের আমাদিগকে প্রদান করেন নাই। বিশেষতঃ যখন জীবাত্মা রক্ষা করিয়া তাঁহার (ঈশ্বরের) বিশেষতঃ উদ্দেশ্য আমাদের জন্যই যখন তিনি আমাদিগকে ঐ সকল বিষয়ের ভোগ আপনি পরিবারে হইতেছে হইতে পারে, কিন্তু অন্তরাত্মা যে পূর্ণ কৃতজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হইয়া সর্বই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, এ তর্কের ও নই প্রতীয় সংশয় নিরস্ত। এ সংশয়ের মীমাংসা সুদূর পরাহত, আমাদের বুদ্ধির অতীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিতীয় সংশয়ের আর এ বলেন "ঈশ্বরের প্রীতি ও তাঁহার নিমিত্ত ঈশ্বরোপাসনার আবশ্যকতা।" এইরূপ মানা যুক্ত মানা মত এবং আমের উপর হইয়া আমরা ঈশ্বরে কল্পনারোপে সাকার, নিত্য আর, সর্বজ্ঞত্বসর্বশক্তিমান্ গুণের সমারোপ করিয়া কল্পনায় আমরা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রীতি ও তাঁহার জন্য ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। অবশ্য "যাহাকে আমরা যদি নির্বিশেষ ভাবুকী" এ কথা সত্য, বিচার ও এ যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলে অতীই ফলপ্রাপ্তির কোন সংশয় না থাকিতে পারে, (ঈশ্বরের স্বরূপ এই গ্রন্থে অনেকের ও তাঁহার প্রীতি কৃতজ্ঞতা সাকার আমরা উল্লেখ করিয়াছেন) কিন্তু সুস্বরূপ বিচার

(১) এই সম্বন্ধে নিজের কথাই কতক না বলা ভাল তা নয় হইত, কথাটা বলতে সকলে কি ভাবা যেত। তবে মনে হয়েছে যে বাঁধানো করিয়ে দেয়া সেই কাজের পরের একটা কোথায় ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছি। যা প্রয়োজন, বিচার উপস্থিত [illegible] বিচার করিবার। কিন্তু যখন সম্বন্ধে যুক্তি-

করিয়া [illegible] ঈশ্বরের [illegible] ঈশ্বরের [illegible] ঈশ্বরের

সোমপ্রকাশ

১১ ই চৈত্র সোমবার

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ইহা [illegible] সম্পূর্ণ বিবেচনাধীন। ইউনিয়ন কমিটীর [illegible] সংখ্যা যেরূপ আছে [illegible] করিয়া দিলেন [illegible] কমিটীর [illegible] হইবে না। ইউনিয়ন কমিটীর সভ্যগণ সকল পরিবর্ত্তনশীল কমিশনের-কার্য্যের মীমাংসা করিবার [illegible] করিয়া 'হাবেল', তাহা ছোট আদালত [illegible]। সাধারণতঃ দেওয়ানী পরিবর্ত্তন [illegible] করিবার [illegible] ইউনিয়ন কমিটীর সভ্যগণ কর্ত্তৃকই নির্ব্বাচিত হইবার [illegible] কমিটী গঠনের [illegible]

২৫ পরগণা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঢাকা, ফরিদপুর বাখরগঞ্জ, পাবনা, পাটনা এবং রংপুর-প্রভৃতি, সরকারী জিলা ভিন্ন অন্যান্য জিলাগুলির অবস্থা দেখা হইয়াছে। তথায় প্রত্যেক ইউনিয়ন কমিটীর সভ্যসংখ্যা কত হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত হইবে। [illegible] ইউনিয়ন কমিটীর সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে কি ভাবে হইবে তাহা নির্দ্ধারিত হইবে কি? ইহাতে প্রজার অধিকার কি অনেকটা সঙ্কোচিত করা হয় নাই? তৃতীয় তপশিলে আমরা বিদ্যুৎ ও বয়নমন্দিরের নাম দেখিয়া অধিকতর সুখী হইলাম। সেখানে আত্মশাসনের ফল ফলিতে হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, আশা করি আমরা ও বয়নমন্দিরবাসীরা এ সময়ে নীরব থাকিবেন না। নীচেই বোর্ডের আয়ের সম উপাদান করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার যোগ্য করুন। গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিবেন বলিয়া বোধ হয়। এজন্য সবিশেষ বিবেচনার সহিত আমরা বড়ই নিরাশ হইয়াছি। উক্ত বিলের ২২ এবং ২৫ ধারা বলিতেছে যে "এই আইন প্রচারের ছিটীই বোর্ডের সভ্যসংখ্যা মনোনীত করিবেন, তবে তিনি ইচ্ছা করিলে এলাকাভুক্ত সকল নির্ব্বাচনের সভ্যগণ এবার করিতে পারেন। স্থানীয় বোর্ডের সভাপতি ঐরূপ সভ্যগণ মনোনীত করিবেন। মনোনয় ইচ্ছা করিলে মেজিষ্ট্রেট, গবর্ণমেণ্টের [illegible] মনোনীত করিয়া [illegible]

[illegible] ইহাতে [illegible] ইউনিয়ন কমিটীর [illegible] সংখ্যা [illegible] হইবে।

হিসাবানুসারে স্থির হইয়া আসিতেছে সেই পরিমাণ কোন যুক্তি বিবাহিতাগণের উপরি আসিয়া যাই সেলা কিম্বা এজেন্সী বা মেজারির মাইনে হই পাইলে স্বামীর রোজের সমান হইতে পারে যে কাল রোজের সমান হইতে পারে সুতরাং এ দাবা আবশ্যক তাহার সমান রেল এখন বেশী হই থাকে। ৫ টাকা রোজমেল ২০ টাকা লাইসেন্স ইহা এখন স্বামিক এক হাজার টাকা আয় এমন বেশী বলিয়া ধর ধরিতেছে। সমাপ্তি পরস্পরের ভাবটা নিবারণের রোজমমূহের অন্তে দিলে কি ক্ষতি হয় না যে এক্ষণে, সমর্থকার অধিক ঐক রোজসকল সংগঠিত হইয়াছে, তাহাতে এই অসমতাটুকু রেখা নিতান্ত উচিত বোধ হইতেছে। বর্তমান পদ্ধতিমতে সমস্ত মাস নিজে কেবল সমুদ্রপথিক পরস্পর করিতে পারেন অথবা যেন ক্রমাগত সমান্তর অর্থাৎ অবসরমত রেখিয়া সমাপ্ত করিলে সমর্থনটি পরস্পর করিতে পারেন। তাহাও সমীচীন হয় নাই।

যে রাজ্যের রাজোচিত শিক্ষা, চিকিৎসা, পূর্ত কার্য, এই অনেকটি বিষয়ের ভার সমাজ ও সমাজ-তন্ত্রের তার ভিন্নটি নামের হাতে রেখা হইয়াছে। তন্ত্র ও ভাবিল টাকা করিলে অনায়াস আরোহ করি রেল করিতে পারেন। মেণ্টনাল্ট সমর্থ হয় উপর এতটা অবসর রেখা কি ভাল হইয়াছে? আমা, ডাক্তারী টাকা, আর সমস্যা ও দুর্ভিক্ষ পার্টি এই অনেক বিষয়ের ক ন কর্ম লোকাল রেল সমর্থনেন্টের অনুমতি পাইলে করিতে পারেন। লোক ন লোক ও ইট নহন করিবে উচ্চতম রেলের আরোহ পাইবা কিন্তু বিভাগে এই সকল ক ন করিতে পারিবেন। আমাদের ন ৫ সম্বন্ধে কি সমস্ত আরোহ চলা করিয়া আমাদি সব সমস্যা প্রকাশ করিব ও বাসনা রহিল।

হিরাটে ব্রিটিশ সৈন্যের অবস্থান প্রস্তাব।

লাট কেলসাউলি অনুচিত লাভ কাবুলরাজ বিমুক্ত হইয়া ব্রিটিশ্বন্ধু রবলিয়েছে 'বিশ্বপুরুষে স্বাধীন সৈন্যক সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া যে অন্যায় করিলা পরম ই নীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার অবশ্য ফল, ফলিয়াছে। ফলস্বরূপ ব্রহ্মদেশ ইংরাজকে অধিকতর ব্যতিব্যস্ত করে মিত্র যুদ্ধ নূতন বিপদক্ষেত্রে উদ্ভিত হইতে হইয়াছে। অত ঘটি ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নিক- বিদ্রোহ ন্যায় একটি সংগ্রাম এবং রণকুশল জাতি ইংরাজের বন্ধুভাবে অবস্থান করিয়া ছিল, তাহা হইলে উপরোক্ত যে-কারণের পরিমাণে করিয়া যাইত এবারে, কিন্তু [illegible] ।

কোন কালেই হীন ছিলেন না। একদিন [illegible] বিদ্রোহ তরঙ্গের বেগ রোধিয়া [illegible] আফগানস্থিতের ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্তাদি এবং বেগ বর্গের ব্যবস্থাটি বিস্তারের কথা সাহেব সেনাপতির গোচরে অর্পণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আর সে দিন নাই। কালের কঠোর আঘাতে ও বিষয়ি মেজির বিস্তারণ পরিবর্তনে আজ তাহারা পূর্বতন গৌরব মণ্ডিত, পূর্বতন বীরত্ব বিভব হইতে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট বিচ্যুত, সুতরাং এক্ষণে তাহাদিগের নিকট হইতে ইংরাজের বিশেষ কলোপধায়ী কোন সাহায্য পাইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই আজ ভারত গবর্নমেণ্ট আফগানিস্থানের শাসনকর্তার সহিত সদ্ভাবস্থাপনের আবশ্যক হইবার জন্য এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কেবল ব্যতি ব্যস্ত হইলেই ত আর কার্যসিদ্ধি হয় না। আমরা বোধ করি না যে, আফগানগণ বন্ধু- ভাবে ইংরাজকে আশ্রয়দান করিতে সম্মত হইবেন। ইংরাজের অন্যান্য সমরপ্রভাবে তাহাদিগের আশিতে অধিতে মস্তাতে মস্তাতে যে প্রতিহিংসা- নল প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা নিবিয়া যাইবে। বিদেশী ও বিধর্মির অত্যাচারে অবসন্নবাসী তাই বহুর শোণিতে যে ধাতুভূমি অভিষিক্ত হইয়াছিল, সে ভুলা ভুলিয়া যাইবে। অবশ্য বীর ও কঠোরপ্রকৃতি আফগান যে তাহাদের সেই জাতীয় অবমাননার কথা বিস্মৃত সাগরে বিসর্জন দিতে পারিয়াছে এমন বোধ হয় না। ফলতঃ তাহাদের প্রতি বিদেশীয় এখনও প্রতিকূল অবস্থায় রহিয়াছে বলি- য়াই আমাদের ধারণা। এরূপ ধারণা যে অমূলক অথবা ভ্রমিক নহে তাহা বাঁহারা সীমান্ত কমিশনের রেজেণ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণর ও তাঁর সভ্য আমাদের কথাবার্তার পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন।

মাননীয় কাবুলরাজ যাহাতে তাহাদের প্রধান অথবা ও আমার সমাধীন থাকা যায় ও ইংরেজ পারে তজ্জন্য তাহার গবর্ণমেণ্ট আমীরকে অনুরোধ করেন; কিন্তু পাছে ইংরাজের আশ্রিতভাবে আফগানের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষবশতঃ প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া উঠে, এই ভয়ে আমীর তাহাতে সম্মত হইতেছেন না বলিয়া শুনা যায়। কাবেই সীমান্ত কমিশনকে পারস্য ও আফগান রাজ্যের সীমান্তরেখা নির্দেশ করিবার জন্য এতদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। কেবল তাহা নহে সম্প্রতি রাজদূত এতদূর অনুরাগী ব্রিটিশ কমিশনের সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত আমীর কর্তৃক আদিষ্ট হন, কিন্তু যাহাতে ইংরাজকৃত কোন অসন্তোষজনক প্রমাণ আফগান সমক্ষে প্রকাশ না করেন তজ্জন্য উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। কেবল সীমান্ত কমিশনের দৃষ্টান্তে ইহা- [illegible]

[illegible] সিমলা গবর্ণমেণ্ট আমাদের সমস্ত সৈন্য সংক্রান্ত করাই ব্রিটিশ রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার আবশ্যক উদ্দেশ্য। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে সফলমনোরথ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। আমীরাধিপ্রায় সাহসী আফগান যে সীমা রাজ্যে বিজাতীয় বিধর্মী সৈনিকের অধিষ্ঠান সীমাজ্ঞান সহ্য করে, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ ইংরাজের প্রতি এ কথা বলা আবশ্যক, কখনও সীমাসংরক্ষণে এরূপ অপূর্ব যত্ন দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। যে আমীর সীমান্ত কমিশনের সীমা রাজ্যের মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট স্থানে যাইতে এক মণি বিলম্ব না, সে এ সীমা কি কখনও বিনাই ইংরাজ সৈন্যের অবস্থানে অনুমতি প্রদান করিতে পারেন? সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর অনুমতি [illegible]

তৃতীয় শ্রেণীর সৈন্য ও সৈন্য	৯০০৬
বিশ্বাসী সৈন্য	১৯৮৮৭৪
ইংরাজীয় সৈন্য	১৯৪ ৪
ইংরাজীয় সৈন্য	৪৪৭৯০১
ভারতে বিদ্রোহিত-ইংরাজ সৈন্য	৮৮৮৪১
মোট	৯ ৮৮৪১
ঐ মতে শ্রেণীর সৈন্য	১৯৭৪০৭
মোট ঐ ফৌজদারী ও ইংরাজী	৭৪৪৪৮৮

ফৌজীয় সৈন্যাবস্থার পরিমাণ নিম্ন তালিকা দৃষ্টে বুঝিতে পারা যাইবে। যথা—

শান্তির সময়ে।

বিদ্রোহিত সৈন্য অশ্বারী	৪১১১৪৮
বিদ্রোহী	৪৪৬২৫
ত্রিশেষ সৈন্য	১৮৮৪৫
স্থায়ীয় সৈন্য	৪২১৪৮
শিক্ষক সৈন্য	১০৮৮
কলাক সৈন্য	৪১২.৮
অশিক্ষিত সৈন্য	৪৭৭৯

যুদ্ধের সময়ে।

বিদ্রোহ সৈন্যসংখ্যা	২১১২৫ + ১৪৪২১১
বিদ্রোহ	৭৭৮৭ + ৫৪৪৪৮০
ত্রিশেষ সৈন্য	৪৪৫১ + ৩১১৮৭৭
স্থায়ীয় সৈন্য	১৪৩৭ + ১১০৭৭৪
শিক্ষক সৈন্য	১১+২৫৯
কলাক সৈন্য	৩৩১ + ৯১১৪৮
অশিক্ষিত সৈন্য	১৪৩৭ ১১৮৮

মোট	৪১২১৮৩
ইংরাজের ঔপনিবেশের সংখ্যা	২৯৮
ফৌজের সমবেশোপের সংখ্যা	৮৮

এক্ষণে আমরা যেরূপ উচ্চ হারের সৈন্যসংখ্যা সংক্ষেপে দেখাইলাম। কিন্তু আপাতী আমরা বিশেষ করিয়া এই তালিকার সমালোচনা করা যাইবে।

১৮৮৫। ৮৬ অব্দের আয় ব্যয়।

বৃত্তান্ত।

১৮৮৫।৮৬ সালের সম্ভাবিত আয় ব্যয়ের বিষয় এক প্রস্তাবিত হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবে [illegible] অনুসারে সমবেশোপের আয় [illegible] বিশেষরূপে ইংরাজীয় সভ্যেরা অবগত—

আয় [illegible] ৭৭৪৮৮০০ পাউণ্ড।

[illegible] ৭৭৮৮৮০০

উদ্বৃত্ত [illegible]

[illegible] ভারতের ব্যয় ভারতীয় রাজস্বের উপর ধার্য্য হইবে। পরন্তু আয়ের উপর ধার্য্য ভারতীয় রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে। বিদ্রোহের আক্রমণের সৈন্যব্যয়ের আয় হ্রাস বৃদ্ধি করা হইবে। কমিশনার মনোযোগ পূর্ব্ব হইবে। সুতরাং আমরা আয় ও উপনিবেশের উপকারের জন্য উদ্বৃত্ত নীতি পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকে নির্ব্বাচিত সভ্যদের অনুরোধ করিয়াছি। ভারতের সুনা বন্ধ পার আর সুনা করিবার প্রয়োজন নাই। সার পিটারকে সভ্যবর্গ মন্তব্যদ্বারে ভারতে প্রত্যা বর্ত্তন করিতে আদেশ করা হইবে। সভা ঘটে ঐক্য পর্যবেক্ষণ ইংরাজসম্বন্ধেটের অনুরোধ করা করিয়া ছেন এবং পীত সৈন্য আর অধিক অগ্রসর হইবে না এ কথাও জ্ঞাপন করিয়াছেন, কিন্তু এখনও সীমা নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং কে বলিতে পারে যে এই সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দুই জাতির মনোমালিন্য না ঘটিবে? অনর্থক বিবাদ ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজনতা কি? সমস্যার মিটিয়া আসিলে মনের কিছু হানি হইলেও হইতে পারে কিন্তু অনেক সুবিধা হইবে। অনর্থক কষ্ট অনর্থক অর্থব্যয় হইবে না। আসিবার সময় আমেক অপরিজ্ঞাত দেশের অবস্থাও জানিয়া আসিতে পারিবেন। এ কথাগুলিতে ইংরাজের প্রতি বন্ধুতার ভাব বৃদ্ধি কিছুমাত্র অনুচিত হইয়া থাকে, তাহার বৃদ্ধি হইবে ব্রাহ্মণদিগকে এ ভাব সমর্থনের হইলে ব্রাহ্মণপ্রতিনিধি অবশ্য তাঁহার অকার্য্যের ক্রটী করিবেন না। ইহাতে বন্ধুতা দূর হইবারই কথা। সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইলে হইবে না। কর বদি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে অন্ত সহজ সীমা নির্দ্দেশ পর আমার পরি প্রতিকর্ষ হইবে না। কুমরা এ লাহলা, এ অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন কি? বলিতে পারি ইংরাজ যদি ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা পাইবার জন্য প্রকৃতরূপ চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে অধিক লাভ হইবার এবং কাহাকে ভয় করিবার কোন কারণ থাকিত না। তাই বলিয়া আমরা ব্রহ্মদেশকে অনন্তকাল ভারতে রাখিতে বলিতেছি না, পরন্তু সীমান্ত প্রদেশ সমরকুশল সৈন্যশ্রেণী স্থাপন করিবার পরামর্শ দিতেছি, কিন্তু আফগান রাজ্য একরূপ অধিকার করিয়া কিরাটে সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়ার কোন প্রয়োজন পরামর্শ দিতে পারি না। ইহাতে লাভ কিছুই হইবে না, পরন্তু অনেক ক্ষতি যে হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভারত সমবেশোপের যদি আমাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে, তবে তাহার ব্যয় বৃদ্ধি হইলে বিশেষ আমরা দুঃখিত নহি।

ব্রহ্ম ও ইংরাজ।

ব্রহ্মের ব্রহ্ম ও ইংরাজের বিবাদের সত্য বলা যুদ্ধি পাইতেছে। ইংরাজেরা একবার আশা হইয়াছিল যে লক্ষ্মণরাজ বিনা বিবাদে এই দুই রাজ্যের শোষ মিটিয়া যাইবে। কিন্তু সে আশায় গুড়বালি পড়িয়া গিয়াছে। এখন কেবলমাত্র শান্তি আশা আছে। ইংরাজপ্রতিনিধি মহামতি ব্রাডউইন সাহেবের বিবাদিত মধ্যস্থতা লোক। তিনি সময়ে কোন অবাধ সময়ে প্রযুক্ত হইবেন না। সুতরাং ইংরাজরাজের যে দুর্দশা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার অনুচর-বর্গের বর্ণনীয়তা তাহার মূল কারণ। সুদান যুদ্ধের আরম্ভপত্রে তাঁহারা দেখিতে পান নাই। তাহে পূর্ব্ববর্তী মন্ত্রিবর্গের যে ভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং বিলাতের যে সকল ধনী লোক মিল হইয়া কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের অনুরোধেই মন্ত্রি-মণ্ডলকে আফগান টিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সময়ে প্রযুক্ত হইতে হইয়াছিল। তাহাতেই সুদানে বর্ত্তমান মন্ত্রি সমাজ বিশেষ কৃতকার্য্য সভ্যতাস্থ কাজ করিতে পারেন নাই। আফগান ও মিশরেও তাঁহারা সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। ফলের রাজারা স্বাধীন আফগানরাজ এবং ফলের রাজ্যবিস্তারে প্রথা আমিরা বলিয়াদের কুহকে সকল এই উভয় বিষয়ই বর্ত্তমান ই গ্লাড মন্ত্রিসভা সভা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাহাতেই তাঁহারা কোন প্রকারে ফলের মর্ম্ম বিবাদ করিতে চাহেন না। রক্ষণশীলগণ আজ পক্ষে থাকিলে, রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার শাসনকাল হইলে, বহুদিন পূর্ব্বেই ব্রহ্ম ও ইংরাজে মহাসমর বাধিয়া উঠিত।

মহামতি গ্লাডষ্টোন সাহেবের শান্তিপ্রিয়তার যদি ব্রহ্ম ও ইংরাজে আফগান সীমান্তে কিন্তুবিধ যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, সাধারণ তন্ত্র মন্ত্রিসভা দায়ী হইবে না। মহামতি লর্ড, অমল, সেনাপতিগণই এই যুদ্ধের প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত হইবেন। কিন্তু তাহার দোষেই হউক, যে কারণেই হউক, ব্রহ্ম ইংরাজে যুদ্ধ বাধিবার যে বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সময়ে ব্রহ্ম ও ইংরাজের বলের তুলনা করিয়া দেখিতে অনেকেরই ইচ্ছা হইবে। আমরা এই তুলনা করিবার জন্য আর এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভকালে ইংরাজের সৈন্য সংখ্যা এইরূপ ছিল। যথা—

বিলাতে ও উপনিবেশে বর্ত্তমান ব্রিটিশীয় সৈন্যসংখ্যা

ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ সৈন্য

নজীর।

১৮৮৪। ৭ ই মে।

বিচারপতি মিত্র ও বিচারপতি বরিস।

গোপীনাথ ঘোষ (আসামীর প্রতিনিধি)

বনাম

ভগবৎ প্রসাদ এবং অন্য ব্যক্তি (বাদী)

আপীলের প্রতিবাদী।

আমিনাদার মকদ্দমা—বেনামীদার—তাহাদী বিরুদ্ধ অধিকার—এরিয়ল মকদ্দমার শেষ বিচার অধিকার উপযুক্ত আদালত—১৮৮২ ৫ ১৪ আইন—১৮৭৭। ১৫ আইন। ই সিভিল ১২০, ১৩১, ১৪৪ আর্টিকেল।

এরেন্স বিবাদী এবং প্রতিপন্ন যায়, যদি বিপক্ষীয় প্রমাণ এরূপ হয় তাহা হইলে এই অনুমান করিয়া লইতে হইবে, বিবাদীয়-দেওয়ানজারী এবং তাহা প্রকৃত ক্রয়কারী অধিকারীর সম্পূর্ণ মতানুসারে উপস্থিত করিয়াছে। উপরন্তু এরূপ বলা যে বিবাদে ক্রয় হয়, তাহা প্রকৃত ক্রয়কারী অধিকারীর বিরুদ্ধে কুল ডিক্রিজারি বিবাদের মান্য হইবে। দেওয়ানজারী বিধি ৪ ধারার ৩ হইতে, আপীলের বহু ও টাকার বহু বলিয়া এবং টাকার বহু

[illegible]

[illegible] আসামীর [illegible] ১৮৮৩ সালের ১৯ আইনের ১৩ ধারায় [

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ই মার্চ্চ। ফ্রান্স সাম্রাজ্য ভবন সভার অধিবেশনে পরিষদের সভ্য টেমিস্টী, রেমেত ও ১৮৫৭ সালে যুদ্ধবাদ সভ্য পদ পাইয়াছেন। আপাততঃ তিনি পদাতি সেনা সম্বন্ধেই উপদেষ্টা হইবেন।

ফ্রান্সের সম্রাট যখন সভার অধিবেশনের বক্তৃতাতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পরস্পর পরস্পরের অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া উল্লেখ করিলেন তখন সভাস্থ সকলে করতালি দিয়া তাহার সম্মান করিয়াছিলেন।

লণ্ডন ১৩ই মার্চ্চ। ফ্রান্স সাম্রাজ্যে ভবন সভার অধিবেশনে সম্রাট যখন বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হন তখন সভাস্থ সকলে তাঁহার সম্মান করিয়াছিলেন। এবং সম্রাটও তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

লণ্ডন ১৩ই মার্চ্চ। ফ্রান্স সাম্রাজ্যে ভবন সভার অধিবেশনে সম্রাট বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইলে

...করিবার জন্য ... ৫ টাকা ...

১। কোন ব্যক্তি ঘোড়া বা ... ছাড়া ... ১০ টাকা অর্থদণ্ড হইবে।

২। কোন ব্যক্তি ঘোড়া বা ... ১০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে ...

৩। কোন ব্যক্তি ঘোড়া বা ... ১০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে ...

৪। কোন ব্যক্তি ... ১০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে ...

৫। কোন ব্যক্তি ... ৫ টাকা অর্থদণ্ড হইতে ...

৬। ঘোড়ার গাড়ীর ... ১০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে ...

৭। কোন ব্যক্তি ... ১০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে ...

৮। কোন ব্যক্তি ... ১০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে ...

৯। কোন ব্যক্তি ... ১০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে ...

১০। কোন ব্যক্তির ... ১০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে ...

১১। কোন ব্যক্তি ... ১০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে ...

১২। কোন ব্যক্তি ... ১০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে ...

কোলকাতা মেডিকেল ...

...

বিবিধ সংবাদ

...

...

...

...

...

...

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বরোগজ্যোতিষকল্পসারসংগ্রহ।

(যোগশত্ব জ্যোতিষার্ণব ভগবদ্বিদ্যা বাঁশরিক পঞ্চানন।)

৮০। অক্ষরাদির দ্বারা এইরূপে প্রতিরোগীর [illegible] এক এক করিয়া প্রচারিত হইতেছে। ইহার আকার ডবল আটপেজী। প্রতি খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লিখিত

[illegible] হইতে সাবধান করিয়া সংক্ষেপ মত, ছাপার সকল ও সাধারণের অনায়াসে যোগ্যতা টাকা মোট, বয় ডাক আদি গঙ্গক ব্যক্তিগণ অগ্রিম মনি[illegible] নিম্নলিখিতরূপে পাইতে

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৶০
প্রতি খণ্ড নগদ " ।৵০

ঠিকানা
[illegible]

প্রকাশক
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল দাস বাবু।

[illegible], আমরা বিশেষ ভাবে নিম্নের প্রস্তাব
[illegible] এরূপ ক্ষেত্রে এ ব্যক্তি যে, তাঁহারা
[illegible] ঔষধ করিবার এক একটি
[illegible] প্রস্তুত করিয়া পরের উপর
[illegible] ব্যবহারের সুবিধার্থে আমরা
[illegible] তাহার পরীক্ষা
[illegible] যে সকল

ঔষধালয় ও বিক্রয় হইতেছে, তাহার তালিকাভুক্ত করিয়া রাখিব। সাধারণ অভিজ্ঞতায় ঔষধ বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে যে [illegible] ঔষধ ব্যবহার আমাদের ঔষধের পরীক্ষা না করা পর্য্যন্ত ঔষধ কাহাকে [illegible] করিবে না। পরীক্ষা যে সকল ঔষধ আমাদের [illegible] করে, তাহা অন্যান্য বালিকাগণকে [illegible] ৬ টী সার্টিফিকেট দিয়া ঔষধ গৃহীত [illegible]

[illegible] ঔষধালয়ের [illegible]
[illegible] ।

[illegible] ঔষধালয়ের [illegible]
[illegible] ।

[illegible] ঔষধালয়ের [illegible]
[illegible] ।

আর, সি, চক্রবর্ত্তী। [illegible]

উপঢৌকন।

ভারতসন্তানগণের অমরকীর্ত্তি.

আদি ব্রাহ্মসমাজ, সংস্কৃত প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স ইণ্ডিয়ান ঔষধালয়ের [illegible] ঔষধালয়ের সকল ঔষধের মূল্য [illegible] ঔষধালয়ের [illegible] পর্য্যন্ত মূল্য হ্রাস। মূল্য পত্র আন।

বিজ্ঞাপন।

Wanted

a Head master for [illegible] M.C.E Government aided School salary Rs 25 per men[illegible] and free quarters [illegible] Committee should submit their applications with copies of testimonials [illegible] also state their age Candidates who are already in service, must bill with their applications a Certificate from their immediate superior showing that [illegible] permission to apply preference will be given to those who have either been passed or prepared in F A, examination and experience [illegible] Mooba is only two miles from [illegible] very healthy

মিত্র এণ্ড কোং।

ঔষধ বিক্রেতা

[illegible] সংরক্ষণ ও প্রস্তুত,

[illegible]

[illegible] পুষ্প কেশর তৈল।

[illegible] মতে—

[illegible] [illegible] [illegible] [

"চক্ষুর চমৎকার সাধনের ঔষধি"

"চক্ষুদান ঔষধালয়" স্থাপনকারী ডাক্তার জে, জর্দ্দন কর্ত্তৃক বিরচিত।

এই ঔষধালয়ের নামানুসারে ইহার নাম "জর্দ্দনী ঔষধ" হইয়াছে। "জর্দ্দনী ঔষধ" ব্যবহার করিলে চক্ষুর যাবতীয় পুরাতন রোগ দূরীভূত হইয়া পরিণামে চক্ষুর সম্পূর্ণ সুস্থতাসম্পাদন ও প্রকাশিত করে।

বিলাত ও আমাদের দেশের যে সকল লোক আমাদের এই ঔষধের ব্যবহার করিয়াছেন তাহারা সকলেই একবাক্যে ইহার গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা ব্যবহার করিলে কোনও প্রকার উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই। ইহা ব্যবহার করিলে কোনও প্রকার উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ বহুসংখ্যক সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা দেওয়া গেল না। আমাদের ঔষধ ব্যবহার করিলে যে কোনও প্রকার উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ বহুসংখ্যক সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা দেওয়া গেল না। আমাদের ঔষধ ১ নং হইতে ৯ নং পর্য্যন্ত ৯ প্রকার আছে। ঔষধ ১ নং হইতে ৮ নং পর্য্যন্ত ৮ প্রকার ঔষধ ৮ নং ও ৯ নং ঔষধ ৯ প্রকার পর্য্যন্ত ও নং ঔষধ বিনা।

এরূপ উপকার দেখিয়া অনেক ব্যক্তি "জর্দ্দনী সাধনা" আমাদের নিকট হইতে লইয়াছেন।

মূল্য প্রতি বোতল ১ টাকা ১০ আনা ও প্যাকিং ৵০ আনা।

—•—

ঔষধের বিবরণ।

(কেস নাম্বর ১)

"চক্ষুর পরিবর্ত্তন" কলম নহে, অথবা ইহাতে কোন ঘৃণিত পদার্থ নাই। আপনি বৃদ্ধ বা প্রবীণ হউন, কেশ অকালপক্ক বা সময়পক্ক হউক তাহার বিবরণমূলক আবশ্যক করিলে আপনার কেশ যেরূপ অবস্থা হইতে লালবর্ণে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে তাহা লিখিয়া বিনামূল্যে আমাদিগকে জানাইবেন। মূল্য প্রতি ৪ ড্রাম শিশি ১৷৷০, ঐরূপ ১৪ টাকা ৷৷ প্যাকিং ৵০ আনা।

—

চক্ষুরোগ ও দৃষ্টি।

(বিনামূল্যে বিতরণ।)

পরিশ্রম অথবা পুরাতন রোগ বশতঃ চক্ষুর পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়া থাকিলে, তাহার নিমিত্ত আমাদের "বিনামূল্যে চক্ষু বিতরণ" প্রথা অবলম্বন করিয়াছি। ঐরূপ ঔষধের প্রয়োজন হইলে, আমাদিগকে পত্র লিখিবেন। আমাদের ঔষধালয়ে, আমাদের নিকটে, প্রত্যহ অনেক লোক আসিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছেন, তন্মধ্যে পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

পুনঃ যাহা উপরে চক্ষুর পরিবর্ত্তন করিতে ৯, তাহা ভিন্ন ৵০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে ১৷৷০ আনা মূল্যের ঔষধ বিনামূল্যে পাঠান।

—

পরিচয়।

মহাশয়, ঔষধালয় সম্বন্ধে, ঔষধের গুণাগুণ, ব্যবহার, ঔষধের ও চক্ষুরোগ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের বিবরণ জানিবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

—

পরিচয়।

মহাশয়! এই পরিচয় আপনার হইতে অর্থ আমার একবারি ঔষধই লাগিবেন। অনন্তর ঔষধালয় চক্ষুরোগের আমাদিগের আশ্রমে কত অধিক রোগিকে আরোগ্য করিয়াছে।

আমাদিগের আশ্রমে ঔষধ বিনা আমরা সাধারণের বিশ্বাসি ও অন্যান্য রোগের চক্ষুরোগী ঔষধ এবং চিকিৎসাবিদ্যার অধিকারের ঔষধালয় অন্যান্য অনেকানেক ঔষধ সকল সুলভ মূল্যে সরবরাহ করি।

—

বিনা ব্যয়ে রোগের

পরিচয় পাইবার

পরিচয় পাইবার জন্য এই পরিচয় বিজ্ঞাপন আপনার স্ব স্ব বিশ্বাসের পত্র লিখিয়া দিবেন। বিজ্ঞাপনের মূল্য কিছু লাগিবে না। ৫৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

—•—

OLD EYES MADE NEW !!

Spectacles and Surgical operations rendered useless.

Throw away your rock Bebbles, Burnt,

Brazil & Italian Crystals,

FOR THE CURE OF ALL

EYE DISEASES.

Dr. CHASE'S JORDAN DROPS.

A soothing and strengthing "Eye-water," or lotion for the eyes, is guaranteed to cure permanently weak, congested or inflamed Eye, Inflammation of the lids watery and overworked Eyes, Intolerance of light, Obscurity of vision, Cataract Eyes, Far and Short-sightedness, weakness of the optics and optic nerve &c. and the wonderful cure of the Eye.

It is Entirely a [illegible] discovery, containing [illegible] the most powerful restorative agent [illegible] the vegetable kingdom. Instead of gas [illegible] the Eyeballs, and then

applying one Drop of Jordan in the Eye, [illegible] daily the question are performed, and [illegible] the circulation of the blood in the capillary vessels controlled the paralysed nerves expanded and the cause of the difficulty quickly removed. Its beneficial effects are experienced from the very first applications; it enlightens the pale and inflamed eyes immediately. Most all Oculists or Doctors that have failed in many cases Dr. Chase's Jordan Drops has cured them successfully. Test and you will be satisfied.

Per Bottle Large 4 0 0

" " Small 2 0 0

" " Catharic Alterative ...4 0 0

RECENT CERTIFICATE OF CURES.

ORBUNIO OPTHALMIA.

Vizagapatam, Madras, 25th January 1884.

A friend of mine was suffering from violent Orbunio Opthalmia. His case was declared to be hopeless even by the medical officers of Bys-Infirmary Madras After applying the Drops for a fortnight in accordance with the printed Directions which accompanied the small Jordan. I find there is decidedly an improvement in the better, the oozing of water from the Eyes has ceased, the inflammation of the Eyes has disappeared and the circulation path in the Eye-Ball has been relieved.

(Sd.) T RAJAGOPAUL NAYUDU, Merchant.

Wanted 1,000 Agents in every City & Town

VAN ETTEN & Co.

CALCUTTA.

—

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয় ও ঔষধালয়

৫৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] ঔষধি করিলে [illegible] করিবেন। [illegible] এই সকল বিদ্যালয় আবশ্যক। [illegible] ঔষধালয়ের প্রধান পরিচালক চিকিৎসক শিরোমণি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় [illegible] এবং তাঁহার ঔষধালয়ের [illegible] একটী [illegible] এই বিদ্যালয় [illegible]

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমধর্মাক্রান্ত সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য [illegible]

- [illegible]
- [illegible]—[illegible] ৸৹
- [illegible]—[illegible] ৸৹
- [illegible]—[illegible] ৸৹
- [illegible]—[illegible] ৸৹
- [illegible]—[illegible] ৸৹
- [illegible]—[illegible] ৸৹
- [illegible]—[illegible] ৸৹
- [illegible]—[illegible] ৸৹
- [illegible]—[illegible] ৸৹
- [illegible]—[illegible] ৸৹

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমধর্মাক্রান্ত সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য [illegible] ধার্য্য হইয়াছে। [illegible] ৩৷ টাকা এবং বাঙ্গালিদের ৪৷৹ টাকা [illegible] পত্রে [illegible] ৩৷ টাকা। [illegible] ৪৷৹ টাকা [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

সাম্যপ্রকাশ।

১২৯১ সাল। ১৮ ই চৈত্র। ইং ১৮৮৫। ৩০ এ মার্চ্চ।

৫ বিদ্যাসাগর। ১৮ ই চৈত্র।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়ের নিকট সাম্যপ্রকাশের অনুরোধ এই, তাঁহারা দেয় বিজ্ঞাপনমূল্যের ... পত্র লেখা বন্ধ করিয়া আমাদিগকে ...

... মূল্য ... সময়ের ... চালান ...

... পাঠাইবার ঠিকানা।

... ঠাকুরদাসের লোচন করা ... পুস্তকের মূল্যাদি ... ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

... পোষ্টাফিসের, কলিকাতার মধ্যে সোনার ... ঠিকানায়, বেলা ২৪ পরগণা।

... ঠাকুরদাসের ... ঠিকানায় ... ঠিকানায় ...

... বায় প্রয়োজন নাই। যদি অর্থ ... সত্বর ঠিকানায় পাঠাইবেন।

... ঠাকুরদাস ... পরিচয় ... বিজ্ঞাপন ... ঠিকানা ... পাঠাইবেন।

... ঠাকুরদাস ... পুস্তক ... ঠিকানায় ...

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনদাতা মাত্রকেই জানাইতেছি, যাঁহারা বোধোদয়ে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা শেষপরিচ্ছেদের সংখ্যা গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিবসের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা।

প্রথম বারে যে সকল অর্থাভাবে বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে প্রথম ছইবার বিনামূল্যে প্রকাশিত হইবে। তাহার পর বিজ্ঞাপনের মূল্য ধরা যাইবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস বিদ্যারত্নের [illegible] নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ... ঠাকুরদাস ... পাঠাইবেন।

... ১ম ভাগ ...

... ২য় ভাগ ...

... ৩য় ভাগ ...

... বিদ্যাসাগর বিদ্যারত্ন ...

... পাঠাইবে ...

মফিক বোধোদয়ের

উৎকৃষ্ট পাথরের ছাপা।

... বোধোদয় ...

... বোধোদয় ...

... বোধোদয় ...

... বোধোদয় ...

... বোধোদয় ...

... পাঠাইবে ... ছাপা ...

... ছাপা ... মফিক ... বোধোদয় ...

... বোধোদয় ... ঠিকানায় ...

মফিক বোধোদয়

সোমপ্রকাশ।

[illegible] নং সমাচার।

[illegible]

ভারতবর্ষের পক্ষে ইষ্টইণ্ডিয়া [illegible] ১৮৮৪ সালের [illegible] সালের ৩৯ আইনের ১৩৮ ধারা,

ভারতবর্ষের পক্ষে ইষ্টইণ্ডিয়া [illegible] ১৮৮৪ সালের ৩৯ আইনের ১৩৮ ধারা,

ভারতীয় সকল গবর্ণমেণ্টের ও শাসনকর্তৃগণের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর [illegible] ধারা,

[illegible] পক্ষে ইষ্টইণ্ডিয়া [illegible] সালের প্রতি ১৮৮৪ সালের [illegible] ১৩ ধারা,

ভারতীয় সকল গবর্ণমেণ্টের ও শাসনকর্তৃগণের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর [illegible] ধারা

অনুসারে,

গবর্ণমেণ্টের গবর্ণমেণ্টের প্রতি ১৮৮৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের [illegible] নং পত্র

পাঠ করা গেল।

নির্দ্ধারণ।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার, অদ্য প্রকাশ্য, ১৮৮৬ সালের [illegible] ইণ্ডিয়ান [illegible] বিষয় তথা অন্যান্য বিষয় [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিবেদন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইষ্টইণ্ডিয়া [illegible] সালের ধারা-অনুসারে নিবেদন করিয়াছেন। [illegible] নিবেদন বিবেচনার্থে ব্যবস্থাপক সভার [illegible], ইষ্টইণ্ডিয়া [illegible] উপনিবেশ ও ভারতবর্ষের [illegible] যে [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] ও [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

এই [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গের [illegible] করা হইয়াছে। এক্ষণে সাম্রাজ্যের উৎপন্ন, বিদেশের [illegible] সম্পূর্ণ ও [illegible] যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সমস্ত ভারতবর্ষীয় সাধারণ লোকে [illegible], ইহাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়।

৩। ১৮৮৬ সালের যে মাসের প্রথমেই পাউণ্ড ষ্টার্লিং টাকা [illegible] ঐ বৎসরের ১ লা জানুয়ারি [illegible] ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের [illegible] পড়িবে আরম্ভ।

৪। [illegible] ভারতীয় ব্যবস্থাপকগণের নিকট আমরা [illegible] না পাওয়া যায়, তাবৎ কি বিষয়ে আর [illegible] হইবে এবং কি পরিমাণে আর পাওয়া সম্ভব, [illegible] বলিতে পারে না। কিন্তু স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা যেরূপ নির্দ্দেশ করেন সেই প্রকারেই, [illegible] সম্ভব, [illegible] অন্যান্য প্রজাদিগের [illegible] করা যাইবে। সুতরাং ১৮৮৫ সালের ১ লা মার্চের পূর্ব্বে যে সকল [illegible] পাওয়া যাইবে তাহাদিগকে এই সঙ্কোচনের [illegible] যে, যে পরিমাণ [illegible] করা হইবার [illegible] সম্পূর্ণ পাইবার নিশ্চয় বলিতে না এবং [illegible] মূল্যসম্বন্ধে যদি অসন্তুষ্টি হয় তাহা হইলে পরে [illegible] ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে।

৫। প্রজাদিগের [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল চিঠিপত্র লিখিতে হইবে, তাহা [illegible] পত্রিকের প্রজাদিগের পাঠাইয়া [illegible] কার্য্যালয়ের নামে লিখিতে হইবে।

[illegible] হইল যে, [illegible] পাইবার প্রার্থনাপত্র যে স্থানে করিতে হইবে তাহা তালিকা

[illegible]।	[illegible]।	[illegible]
[illegible]।	[illegible]।	[illegible]
[illegible]।	[illegible]।	[illegible]
[illegible]	[illegible]।	[illegible]
[illegible]	[illegible]।	[illegible]
[illegible]।	[illegible]।	[illegible]

[illegible] আরো আজ্ঞা হইল যে, এই বিজ্ঞাপন [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible]

[illegible]

[illegible] আয়ুর্বেদ ঔষধালয়।

১৯৯ নং [illegible] বাগবাজার, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্বেদীয় মতের [illegible] রোগীদিগের [illegible] ও [illegible] ঔষধ [illegible] এবং আয়ুর্বেদীয় শিক্ষার উপযোগী [illegible] মূল্যে [illegible] যাইতে পারে। বিদেশস্থ রোগীদিগের সুবিধার জন্য [illegible] ঔষধালয়ে [illegible] অথবা [illegible] আমি ঔষধালয়ে [illegible] পাঠাইয়া [illegible] করি।

১২৯২ সালের পঞ্জিকা ও [illegible] ঔষধালয় [illegible] এই ঔষধালয়ের ঔষধাদির মূল্য [illegible] বিনা মূল্যে বিতরিত হয়।

পারিবারিক কথায়।

ইহা [illegible] বাত, [illegible], পায়রোগের [illegible] পীহা, [illegible], অর্শঃরোগ, [illegible] [illegible] [illegible] এবং ইহার দ্বারা [illegible] পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়।

১ [illegible] মূল্য ১৷৷ আনা [illegible]।

বৈদ্যরত্ন [illegible]

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক

[illegible]

[illegible] আনা।

শ্রীবিনোদলাল [illegible]

ফৌজদারী [illegible], 1, কলি

উত্তম ঔষধ।

[illegible]-পাগলিনী।

অদ্ভুত [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাগলিনীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। মূল্য ১৷ [illegible] আনার [illegible] মূল্য পাঠাইলেই [illegible] [illegible]

[illegible]

শ্রীবীরাচার [illegible]

[illegible] সোমপ্রকাশ [illegible]

[illegible]

[illegible]

? এবং এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদিগের আবেদন বিশেষ আদরণীয় হইবে। যাঁহারা উক্ত পরীক্ষায় (এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবেন) তাঁহারা ইংরাজী গণিত ও বিজ্ঞানে বিশেষ অধিকার দেখাইবেন। ইহা ব্যতীত তাঁহাদিগকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় একখানি করিয়া পত্র লিখিতে হইবে। ঐ পত্রে তাঁহাদিগের হস্তাক্ষর ও বানান শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ইহা ব্যতীত তাঁহাদিগকে ডাক্তার সাহেবের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিতে হইবে। ঐ বক্তৃতার বিষয় তাঁহারা স্বয়ং মনোনীত করিবেন। যাঁহারা উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগের নাম ও বাসস্থান আগামী ১৫ই তারিখের মধ্যে ডাক্তার সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে। ঐ তারিখের পর কোন আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। ১৬ই তারিখে ডাক্তার সাহেব উক্ত পরীক্ষার্থীদিগের নাম ও বাসস্থান প্রকাশ করিবেন। ঐ দিবস হইতে ১৫ দিবসের মধ্যে তাঁহারা পরীক্ষা দিবেন। পরীক্ষার দিবস ও স্থান পরে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু।
সেক্রেটরি
বঙ্গীয় সাহিত্য সভা।

প্রেরিতপত্র।

বঙ্গদেশীয় মেডিকেল সমাজের বিশেষ আবেদন।

আমরা নিম্নলিখিত আবেদনপত্রটী মেডিকেল সোসাইটীপুরের অধিবাসিগণ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়াছি যে, ডাক্তারি বিভাগের কর্ম্মিগণের বাসার জন্য মেডিকেল কলেজে দুইটী মেসে বিস্তর করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে অনেক ছাত্র নিতান্ত অসুবিধায় পড়িবেন। এই জন্য আমরা এই আবেদনপত্র প্রকাশ করিলাম। ইহা পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ছাত্রদিগের কিরূপ অসুবিধা ঘটিবে।

আবেদন।

আমরা নিম্নলিখিত ছাত্রবৃন্দ মেডিকেল সোসাইটীপুরের অধিবাসিগণ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়াছি যে, ডাক্তারি বিভাগের কর্ম্মিগণের বাসার জন্য মেডিকেল কলেজে দুইটী মেসে বিস্তর করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ছাত্রদিগের কিরূপ অসুবিধা ঘটিবে।

ডাক্তার সাহেবের কার্য্য বাহুল্যের মধ্যে কমিসনর সাহেব তাঁহার রিপোর্টে মেডিকেল কলেজের কার্য্যের বিশেষ নক্সা করিয়াছেন। রাজধানীর ও অন্য মুদ্রা ষ্টেটের মেডিকেল কলেজের কার্য্যই অধিক। প্রত্যহ ৭৮ জন রোগী ও তাঁহাদের সহিত্যিকে অনেকগুলি লোক হাসপাতালে আসিলে এবং উক্ত ষ্টেটের মেডিকেল কলেজের ছাত্র ঐ রোগীদিগের চিকিৎসা করিলে মেডিকেল কলেজের কার্য্য অনেক বাড়িয়া যায়। ঐ কার্য্যের অনেকের অধিক করিয়া থাকেন

মেডিকেল সিমিতির মেডিকেল কলেজের কার্য্য কমিসনর সাহেবের কার্য্য বাহুল্যের একটী কারণ ১ নম্বর ৫ম আবেদন দেখুন। রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন। এই মেসদ্বয়ে ৪০ জন রোগের স্থান হইলে ছাত্রদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়, তাহা হইলে মেডিকেল কলেজের কার্য্য অনেক কমিয়া যায়। এই মেসদ্বয় হইলে কি সাধারণ সকল ষ্টেটেই অনেক অসুবিধা। উক্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কিছিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে অল্প কয়েক দিবস নিযুক্ত থাকিলে

বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের
সুরভি ঔষধালয়ের
যোড়াই
বড়ার ও ক ভেলা ঘৃতনী।
ব্রাঞ্চ
কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ
৭১ নং ভবনের ষ্ট্রীট।

বাবু কে পালিত প্রভৃতি
ঔষধালয়ের যাবতীয়
চিকিৎসক এবং অন্যান্য
মহোদয়গণ।
শ্রীযোগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
এণ্ড কোং।
শ্রীবিশ্বনাথ বসু।

উপকারী।

ভারতসন্তানগণের অমরকীর্ত্তি

আদি ব্রাহ্মসমাজ, সাহেব বিশপিটরি, সোমপ্রকাশ প্রিন্টিংইউ, হীরালালের পুস্তকালয়, ভবানীপুর সাউথ সুবরবন স্কুল এবং কলিকাতার দক্ষিণ কোণস্থিত সমস্ত স্কুলে আছে। মূল্য ৵৫ আনা।

সুশ্রুত সংহিতা।

(যাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই

ইংরাজীর সমধীক অধীনতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ সাহায্যে বাঙ্গালা কবিরাজ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ কবিরত্ন ও শ্রীযুক্ত উমাচরণ কবিভূষণের সম্পাদকত্বে উক্ত সংহিতাখানি মাসিক ১৫ পৃষ্ঠা ৮ পেজি ফর্ম্মায় ৩ কলমে ৭৬ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হইতেছে, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তার মধ্যে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল ৸৵০, নমুনা প্রত্যেক মূল্য ৵০ আনা। অধিকাংশ ২৬ নম্বর শ্যামবাজার, শ্রীশশীভূষণ বেদরত্নের নিকট।

কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন।

* মাইনর-স্কুলের অন্তর্গত শ্রেণীপুর গবর্ণমেণ্ট সাধারণের জন্য ইংরাজী স্কুলের জন্য একটী শিক্ষক [illegible]

হেইা করিলে এই বিভাগের কার্য্য অনেক কমিয়া যায়। অনেক লোকে এরূপ বলে যে, অপীলারগণের মধ্যে ১।০ কি ২ জন তাহাদের দেয় টাকা দেয় নাই ডক্রজন, সকল অপীলারের উপর লাট কিকেট জারি হইলে অনেক কার্য্যের ও খরচ বৃদ্ধি হয় এবং যাহারা বিবাদে তাহাদিগকেও পুনরায় দায়গ্রস্ত হইতে হয়।

৩। কমিশনর সাহেব তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে মেদিনীপুরকে দুই ভাগ করিলে যে মেদিনীপুর ও কাঁথি এই দুটী জেলা হইবে তাহার মধ্যে মেদিনীপুর আয়তনে বর্দ্ধিত অনেক বড় কিন্তু কার্য্য সম্বন্ধে দুটী জেলা তুল্য হইবে। ইহা বেথাইবার জন্য তিনি রাজস্ব আদির একটী তালিকা দিয়াছেন। মেদিনীপুরের রাজস্বের পরিমাণ ১২০৯২৮০ এবং দ্বিতীয়ের রাজস্ব ১১৯০৯৪৯ টাকা, সুতরাং দ্বিতীয়ের রাজস্ব ৮৭৯৯২ টাকা অধিক। এই মাত্রায় অধিক হওয়ায় জয়েন্ট্‌-হাকিম কার্য্য অধিক হইবে না। মাজেষ্ট্রা ১১ পরগণা বহি অন্যান্যের কার্য্য দেখিয়া এই ছোট মালিকগণের সম্পর্কেই আসিয়া থাকেন তবে উহার ৮ জন মালিকের রাজস্বের ৮ খানি চালান হইবে। ঐরূপ কলাক্টর ছোট ১০ পরগণা আরও মালিকগণের মধ্যে দেখিলে ২ জন মালিকের ২ খানি চালান। কমিশনর ৭ পরগণার ছোট, তাহার একজন মালিকের ১ খানি চালান। তমোলুক ছোটের ৪ জন মালিকের ৪ খানি চালান। এইরূপ দ্বিতীয় ২৯ টী পরগণার রাজস্বের ১৫ ও ২৫ জনের ১৫ খানি চালান। উঁহাদিগের পরগণা সমূহের দেওয়ানী আদালতের কার্য্যের প্রায় ১০০ ৫৭ ভাগ ও নাথ রাজের ছোট দশ বাবত প্রায় ২০০ একুনে ৩০০ খানি চালান হইবে। ৩০০ কেন না হয় চালান উহা অপেক্ষা ৫০০ হইবে। উক্ত ২৯ টী পরগণার রাজস্বের পরিমাণ অন্যান্য অধিক। বাকী অল্প সংখ্যক পরগণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলাতে বিভক্ত। এই সকল পরগণার চালানের সংখ্যা অধিক হবে কিন্তু রাজস্ব অতি অল্প তজ্জন্য দ্বিতীয় একটী পৃথক জেলা হইলে তথাকার কার্য্যে উহার কার্য্য বিভাগ হয় হইবে।

৪। মাজিষ্ট্রেটী সেরেস্তার কার্য্যানুসারে কমিশনর সাহেবের জেলা বিভাগের প্রস্তাবের আলোচনা আবশ্যক। কমিশনর সাহেব এই জেলাকে একবার ১৮ টী আদালতী ছোটের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু প্রকারান্তরে ১৯ টী করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাবের পূর্ব্বে ঐ জেলায় প্রধান কমিশনর ছোট আদালতের সাহেবের হাত হইতে গিয়াছে। তাহা সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের ছোটের সংখ্যানুসারে বলিতে হইবে। এখন যে সকল [illegible]

ঐ ছোটের সাহেবের হাত হইতে যাইবে। সুতরাং আদালতী ছোটের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম। সম্প্রতি যে সকল ছোট হইয়াছে তন্মধ্যে প্রকারান্তরে মূতন জেলার ৩ টী মাত্র ছোট পড়িবে। জেলাবিভাগ-প্রস্তাবে মেদিনীপুরী ছোট যা তদ্রূপ অন্যান্য বিষয় দ্বারা অনেক বেশী কমের কম হয় তাহা বিবেচনা করা উচিত নহে। দ্বিতীয় পৃথক জেলা হইলে মেদিনীপুরের আদালতী সেরেস্তার কার্য্যের বিশেষ লাঘব হইবে।

৫। মেদিনীপুর জেলার পাকবন্দের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বোধ হয় আর ২। ১ বৎসরের মধ্যে উক্ত কার্য্য আর থাকিবে না উহা সম্পূর্ণ কার্য্যবন্ধে এক একটী গুদাম আছে।

৬। সন ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের বিধায় অনেক মোট আদির কার্য্য এখন অনেক কমিয়াছে। কারণ যে সকল মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রায় সমুদয় নিষ্পন্ন হইয়াছে।

৭। ন মাফিক কার্য্য কিছুই নাই। তবে যে সকল মোকদ্দমা ডিক্রী হইয়াছিল তাহার প্রায় সমুদয় ডিক্রী হইয়া থাকে। তাহার সংখ্যা বিভাগ করা।

৮। পরগণার কত কুঠিতে কমিশনারের সময় সময় বাস সেরেস্তার মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অনেক কমিয়াছে।

৯। কেবল সংক্রান্ত কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে এবং প্রস্তাবিত মূতন জেলায় তাহার কোন কার্য্যই হইবে না। সুতরাং দ্বিতীয় পৃথক জেলা হইলে কেবল সংক্রান্ত কার্য্যের কোন অংশে লাঘব হইবে না।

১০। প্রায় দশ বৎসরের অধিক হইল মেদিনীপুরে প্রকৃত ডক্টরেটি নাই এবং ছুরি ও ডাকাতি আদি অনেক কমিয়াছে। বিশেষ সকলের বাড়ীও পুলিস সাহেবকে এই সকল মকদ্দমার তদারক ও করে হয় না। এখানে একজন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার দুইজন সহকারী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আছেন। ইহাদের মধ্যে ২৫ টী থানা ও ৪০ টী আউট পোষ্টের পরিদর্শনের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। আবশ্যক হইলে কখন কখনই উক্ত সহকারীর মধ্যে ১ জন সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টী কার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন এবং পূর্ব্বোক্ত ডাইরেক্টরী রিপোর্ট দিবেন।

১১। প্রায় ১৯ বৎসর [illegible] এখানে যে সকল [illegible]

কয়েক মাস হয় ১৯৭৭ সালের আইন ও চৌকীদারী পুনরায় সুললিত সামঞ্জস্য করিবার যে প্রস্তাব হয়, সেই প্রস্তাব মিঃ প্রাইস সিবের মিঃ ফিলিমন সাহেব ঘোর বিপক্ষতায় (মিঃ প্রাইস সাহেব মেদিনীপুর হইতে বদলী হইয়াছিলেন) করিয়া এক্ষণে মেদিনীপুরের সামিল সাবিব ও ছমন্ত বন্দোবস্তেই রিপোর্ট করায় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মত দিয়াছিলেন।

১২। এই জেলা দুইভাগে বিভক্ত হইলে মেদিনীপুর বিভাগের অধিবাসী জমীদারগণের অনেক বে জমীদারগণের মেদিনীপুর ও কাঁথি দুই বিভাগে জমীদারী আছে তাঁহাদের বর্ত্তমান একজন কর্ত্তা স্থানীয় থাকা ও এক খরচে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে কিন্তু মেদিনীপুর ও কাঁথী দুই বিভাগে দুই জন মোক্তার রাখিয়া অধিক খরচায় খরচ করিতে হইবে। সে যেরূপ কাঁথী খরচ জেলা হইলেও সেরূপ স্থানী কার্য্য সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। জজ ও আপীল আদালত এখন যেরূপ মেদিনীপুরে আছে সেইরূপই থাকিবে।

১৩। দ্বিতীয় জেলা হইলে কাঁথীতে সদর ষ্টেসন হইবে তমলুক এবং তমলুক প্রভৃতি থানের অধিবাসিগণের বিশেষ সুবিধা হইবে। তমলুক হইতে মেদিনীপুর ৩৬ মাইল কিন্তু কাঁথী ৪৪ মাইল সুতরাং তমলুকের অধিবাসিগণকে কাঁথী যাইতে হইলে অনেক দূর যাইতে হইবে। তমলুক হইতে মেদিনীপুরে যে রাস্তা আছে তাহা উত্তম কিন্তু কাঁথীর রাস্তার অবস্থা (বিশেষতঃ বর্ষাকালে) অতীব শোচনীয়।

১৪। কাঁথী সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বিধায় সমুদ্র হইতে ঝড় উঠিয়া সময়ে সময়ে ইহা ভূবিয়া যায় অনেক ক্ষতি হয়। ১৮৬৪ ও ১৮৬৫ সালে (ঐ ১২৭০ ও ১২৭১) যে প্রবল ঝড় হয় সেই সময়ে কাঁথী বিভাগের অনেক গৃহ গো ও মনুষ্যাদি নষ্ট হইয়াছিল এমন কি সমুদ্রগর্ভী কাছারী ঘর হইতে অনেক কাগজপত্র ভাসিয়া গিয়াছিল। পুনরায় ১৮৬৫ সালে আশ্বিন ১২৭২ সালে ঘোর ঝটিকা সমুদ্রের প্রবল প্রাবনে কাঁথী ও তন্নিকটস্থ নিম্নস্থানের অনেক গ্রামের গৃহ গো মনুষ্যাদি নষ্ট হইয়াছিল। আমরা অবগত আছি যে এই কারণে ১৮৬৬ সালে দ্বিতীয় মেদিনীপুরের সার্কিল হয়। এই কারণে কাঁথী প্রভৃতি মূতন জেলায় ঐরূপ [illegible] তমলুক প্রভৃতি যে স্থানে জেলার [illegible] কাঁথীকেও [illegible]

সোমপ্রকাশ।

১৮ ই চৈত্র সোমবার

বর্ষ শেষ হইতে চলিল, তুর্ভাবেরও প্রবলরূপ বিকাশ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শেষের সপ্তাহই প্রথম বিকাশের অত্যাচারে লোকের মনে প্রকার অসুখের উৎপত্তি হইতেছে। এ বৎসর শীতকে যে রকের ন যাবন যাহোক অবশ্য এরূপ ভাবই ছিল। কিন্তু ফাল্গুনের সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত ওলাউঠা প্রভৃতি রোগ নিয়া লোকের মনকে আল উপস্থিত ক রিয়াছে। য জলা বিভাগের সর্বত্রই এই তিনের মধ্যে হয় টি রোগের মধ্যে কোন না কোন রোগের তুই একবার হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন স্থানে প্রবলরূপের সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে।

গত সপ্তাহে সর্বশুদ্ধ [illegible] রোগ [illegible]। ফরিদপুরী বিভাগে, [illegible] ও [illegible] [illegible]

বিভাগে রোগসংখ্যা কমিয়াছে। ও অন্যান্য বিভাগের অবস্থার ন্যায় ছাপা ছাল ছিল। ঢাকা বিভাগে পাবনা জিলায় কিছু বসন্ত রোগের আধিক্য ছাড়া ... অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল, এই দুই বিভাগে রোগসংখ্যা পাইয়া ও তুলনায় কিছু কমিয়াছে দুই হইয়াছে। উক্তরূপ বিভাগের সর্বত্রই আরোগ্য অবস্থা ভাল। রোহিলখণ্ড বিভাগের সর্বত্রই আরোগ্য অবস্থা ভাল।

গত জানুয়ারি মাসে সর্বশুদ্ধ বঙ্গদেশ বিভাগে ১০৮৭৩৪ রোগের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব মাসের মৃত্যু সংখ্যা এ মাসের মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা বেশী ছিল। কিন্তু পূর্ব বৎসরে জানুয়ারি মাসের যেই মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা গত জানুয়ারি মাসের যেই মৃত্যু সংখ্যা বেশী।

বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সর্বশুদ্ধ ১৮ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাবু সুধীরচন্দ্র অবস্থ ও বাবু অ ক্ষয়কুমার গুপ্ত মাত্র ছয়জনে কার্যতঃ পরীক্ষার্থী হইয়াছিলেন। এই ছয়জনের মধ্যে ইহারা দুইজনেই প্রথম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় অনেক উক্ত বাবুর মূলত উপাধিধারী হইয়াছিলেন; কিন্তু সকলে হইতে সংখ্যাধারা অপেক্ষা ভাল ও বিদ্যার অধিক পরিচয় দিয়াছেন যে বলা আমরা বার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি।

পূর্ববঙ্গ সুবিখ্যাত মালুয়ার পরিবারের অন্যতম চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে সাধারণে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন নির্দোষ কর্তৃপক্ষগণের মালুয়ারকে সাহায্যদান করা সম্ভব অথবা উৎপীড়ন করিবার জন্য কারাগারে রাখা হইয়াছিল, তাঁহাদের এই অসাধু চেষ্টা সকলে ধরিয়া দেখিয়া সকলের বাহিবাহবা বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। বিচারপতি মাননীয় উইলকিন্স সাহেব ও মাননীয় বাবু ভগবানচন্দ্র বোস, এই মকদ্দমার যেরূপ সুবিবেচনা সহকারে প্রায় একমাস কাটাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের সুখ্যাতি দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বিচারপতি যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible]

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, নানা স্থানেই এই সকল অনুষ্ঠানের প্রতিবিধানের সঙ্কল্প জন্মিয়াছে। উপযুক্ত অবলম্বন হইলেই [illegible] দেশীয় সম্ভ্রান্তসম্প্রদায়ী সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে। অযোধ্যায় সম্প্রতি ঐরূপ আর একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র ঐরূপ আত্মসম্ভ্রমিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে, ও কলিকাতার আবেদনের একটি বৃহৎ প্রতিনিধি সভা হইতে অনুষ্ঠানসম্বন্ধে দেশপুরুষেরা আর দেশীয় বিষয়ের উপর অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

এই ত গেল নগরে শিক্ষিত বাবুদলের অবস্থা। [illegible] শ্রেণীর অধিবাসীর জন্য কিন্তু এ পর্য্যন্ত মনোযোগ অতি অল্পই হইয়াছে। আমরা অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের সর্ব্বপ্রধান রাজধানী কলিকাতা এ বিষয়ে কি করিতেছেন? কলিকাতাবাসিগণ শিক্ষিত বাবুকুলের প্রশংসা করিয়া ও তৎপ্রবর্ত্তিত নীতির গুণ ঘোষণা করিয়া যত বক্তৃতা করিয়াছেন, তেমনই কাজ করেন নাই। আমাদের উদ্যম ও উৎসাহ অপরাপর বিষয়ে যেরূপ মফঃস্বলের প্রায় পথপ্রদর্শক হইয়া থাকে এ বিষয়ের বেলাতেই সেইরূপ মফঃস্বলেই সর্ব্বাগ্রে হইতেছে, এমন কথা আর কি আছে।

মহীয়ান রাজেন্দ্রসমাগমে [illegible] শ্রীযুক্ত পণ্ডিত [illegible] মহীয়ান্ রাজপুরুষদিগের [illegible] সেই সকল কথা আমরা [illegible] শ্রীযুক্ত পণ্ডিত [illegible] মহীয়ান্ রাজপুরুষদিগের [illegible] সেই সকল কথা আমরা [illegible]

[illegible] বাহাদুরের [illegible] ৫০ হাজার টাকার অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। আরো সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের সর্ব্বপ্রধান রাজধানী কলিকাতা এ বিষয়ে কি করিতেছেন? কলিকাতাবাসিগণ [illegible] বাহাদুরের প্রশংসা করিয়া ও তৎপ্রবর্ত্তিত নীতির গুণ ঘোষণা করিয়া যত বক্তৃতা করিয়াছেন, তেমনই কাজ করেন নাই। আমাদের উদ্যম ও উৎসাহ অপরাপর বিষয়ে যেরূপ মফঃস্বলের প্রায় পথপ্রদর্শক হইয়া থাকে এ বিষয়ের বেলাতেই সেইরূপ মফঃস্বলেই সর্ব্বাগ্রে হইতেছে, এমন কথা আর কি আছে।

[illegible] শ্রেণীর অধিবাসীদিগের [illegible] সেই সকল কথা আমরা [illegible] শ্রীযুক্ত পণ্ডিত [illegible] মহীয়ান্ রাজপুরুষদিগের [illegible] সেই সকল কথা আমরা [illegible]

[illegible] বাহাদুরের [illegible] ৫০ হাজার টাকার অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। আরো সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের সর্ব্বপ্রধান রাজধানী কলিকাতা এ বিষয়ে কি করিতেছেন? কলিকাতাবাসিগণ [illegible] বাহাদুরের প্রশংসা করিয়া ও তৎপ্রবর্ত্তিত নীতির গুণ ঘোষণা করিয়া যত বক্তৃতা করিয়াছেন, তেমনই কাজ করেন নাই। আমাদের উদ্যম ও উৎসাহ অপরাপর বিষয়ে যেরূপ মফঃস্বলের প্রায় পথপ্রদর্শক হইয়া থাকে এ বিষয়ের বেলাতেই সেইরূপ মফঃস্বলেই সর্ব্বাগ্রে হইতেছে, এমন কথা আর কি আছে।

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "প্রথম শাসন কর্ত্তা সমবেশে আপনাদিগের প্রতিনিধি করিবার যে স্বত্ব পূর্ণমাত্রায় ইহা আছে এবং এতৎসম্বন্ধে টেট সেক্রেটারীর লিখিত আমরা অনেক কথাই বলিতে পারি। স্থানীয় ইলেক্টরমণ্ডলীর সহিত বিলাত মাজিষ্ট্রেটের যোগসূত্র না থাকিলে ইহাদিগের এতদ্দেশীয় ও ইংরেজ ইউরোপীয়দের সাধারণ নির্ব্বাচন সোকীজ যোগাড় উপায় ইহাদিগের ওকালতনামা করিবার ভার দেওয়াই অন্যায় [illegible] অন্তরায় ছিল; কিন্তু টেট সেক্রেটারী [illegible] রীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এবং মাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ জিলা-কমিটীর ওকালতনামে স্থানীয় ভোটদমূহ স্থাপন করা সম্বন্ধের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত হইবে কি না এ বিষয়ে বিচার করিবার জন্য লাট সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন। সেবকও মাজিষ্ট্রেটকে ডিক্টেটর করিবার টেট সেক্রেটারীর ইচ্ছা।" অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে ইংরেজ বহুমূল্য টেট সেক্রেটারীর অভিপ্রেত বিষয়ের কার্য্য করিবেন না। তাঁহার এ আবদার ভারত সচিব সিভিলিয়ানমণ্ডলে পরিপূর্ণ। অতএব দেখা যাইতেছে ভারতবাসীর ন্যায্য আশা ও ন্যায্য অধিকার পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

ইংরেজ - ইউরোপীয়ান সম্প্রদায়ের সেবা তোষামোদ সাহেবের [illegible] এদেশে বড় দেখা যায় না। [illegible] ইউরোপ প্রবাসীদের সমবেত সংস্থাতে যাহা [illegible] পাঠ করিয়া কার্য্যের শেষ পরিচয়ের দাবি [illegible]। তিনি উক্ত পরিচয়ে আপনাকে ভারতবাসী বলিয়া, তাহার অধিকে বিশ্বাস করিয়া হয় নাই। এদেশীয়দের সহিত সমভাবে মিলিত হইয়া রাজভক্তির উচ্ছ্বাস চেষ্টা করা যে উচিত তাহা তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যখন কল ব্যবসায়ীদের রাজদ্বারে সমাগম, তখন সকল ভারতবাসীর সমবায় বিবাদে বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া ব্রিটিশ প্রেম গীত পাঠপূর্ব্বক সভাস্থান হইবার আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়াছেন। এদেশীয়েরা যে এতদ সম্বন্ধীয় এতাবৎ পক্ষপাতী এ কথাও তিনি স্পষ্টাক্ষরে করিয়াছেন। যখন ইউরোপিয়ান সম্প্রদায়ের কি সোসাইটী সাহেবের মুখাপেক্ষা করিলে ভাল হয় না?

এতদ্দেশীয়ে ইউরোপীয়দিগের সেবা তোষামোদ স্বভাবসিদ্ধ, অন্য দেশে তাহারাই যে এরূপ করিয়া থাকে তাহা নহে। এইজন্য বলি, একটী সমিতিতে [illegible] হইয়াছে। এতদ্দেশীয় মুষ্টিমেয় [illegible] সভায় সুবিধা পাইবে না। যদি একেবারে স্বতন্ত্রভাবে [illegible] করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে আমাদিগের [illegible] সে পরিচালনের উপযুক্ত হয়, তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। সিবিলের একজন [illegible] সভার সভ্যদিগের জন্য আসন হয়, কিন্তু যৌথ বিধি অনুসারে সভার ভোট দ্বারে [illegible] সভায় করিতে সাহস হয় নাই। তাঁহার এই অপরাধে এক দল ইংরাজদিগের আক্রোশ হইয়াছে। এ সংবাদটী যদি সত্য হয় বড় দুঃখের বিষয়।

বর্দ্ধমানের কমিশনর বাহাদুর মেদিনীপুর জেলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে মেদিনীপুরবাসিগণের যে অসুবিধা ঘটে ও অধিক ঘটে না, বিস্তারিত রূপে তাহার বর্ণন করিয়া তাঁহারা তাহার কর্ত্তৃপক্ষের গোচর ও করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবে তাহা বর্ণন করিবেন। অস্মদাদি এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমরা স্থানেশীয় প্রতিনিধিগণ সকলে বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহাদের কমিশনর সাহেবের মেদিনীপুর বিভাগকে বিভক্ত করিবার যে যে সুবিধা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহারা আরও যে যে সুবিধা প্রদর্শন করিতেছেন, উভয়ের বলাবল বিচার করিয়া তাঁহা করা কর্ত্তব্য। বিচারে যদি প্রতীত হয়, প্রদর্শনেই বা প্রদর্শনের কর্ত্তাবিধিদিগের সাধারণ ধারণা সুবিধা, লোকসাধারণ অসুবিধার বিষয় অবগত নয়, তাহা হইলে আমরা অধিক বলিয়া বিরক্তিকর হইবে। কাজে [illegible] কমিশনর সাহেব বলিয়াছেন, এই সুবিধা হইলেই সম্ভবপর। সেই প্রকারই যদি অসুবিধা হয়, তবে তাহার বিচার করা উচিত হয় না। [illegible] বিষয়ের পরিবর্ত্তন [illegible]। আমাদের অনুবিধা যাহা [illegible] তাহা। আমাদের [illegible] বলে [illegible] হইবে। [illegible] সুবিধা হইলে হইবে। [illegible] তাহাতে অনেক সুবিধা, আমরা [illegible] পড়ে। বিশেষতঃ মেদিনীপুর [illegible] বিভক্ত হইবার নহে। এই আমরা [illegible] যে সুবিধা প্রদর্শন করিয়াছেন। [illegible] তাহাতে [illegible] পরিচালনার [illegible] এই [illegible]

[illegible] সাহেবের; [illegible] বিবেচনা, তবে

[illegible] যে [illegible] পরিচয় [illegible] হয়। [illegible] এই [illegible] বিভাগের [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইবার [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible]

যেরূপ প্রস্তুতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে উভয় পক্ষের অনেক আশঙ্কা হইতেছে। যদি কিছু দিন বিলম্ব হয়, তাহা হইলে বোধ হয় উভয় পক্ষের সৈন্য বলের অনেক বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। এ সময়ে তালুকদার পার্শ্ববর্তীদের পক্ষে যুদ্ধসজ্জা অনুকূল করিয়া তোলা উচিত। নদীর স্রোতের সম্মুখে পড়িলে যেরূপ তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া যায়, আফগানদের গতিও সেইরূপ রুদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। তবে এ সময়ে আফগানদিগের হিংসাবৃত্তি দমন করিবার বিশেষ চেষ্টা পাওয়া আবশ্যক। আফগানেরা যেরূপ রাজের উপর মহাই অত্যাচার করিয়াছে, সেদিকে ইংরাজের যেন সর্বদা দৃষ্টি থাকে।

এই প্রস্তাবটীর লিখন শেষ হইলে জানা গেল, একজন জমরুদ উড়িয়াছে, যে সৈন্য কতিপয়ের মুণ্ড লক্ষ করিয়াছেন। "অনাগতং অনবস্থিতং" ব'লে ইহার কিছু মূল্য থাকে মূল আর মূলবতী নয়।

রুশ ও ইংরাজের সৈন্যবল।

গত বারে আমরা রুশ ও ইংরাজের আপেক্ষিক সৈন্যবলের পরিমাণের মূল আভাস পাঠকদিগকে জানাইয়াছি। গত বারে যে তালিকা দেওয়া হইয়াছিল, এবারে তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আপাততঃ রুশরাজের সৈন্যসংখ্যা ইংরাজরাজ অপেক্ষা অনেক অধিক দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণাধিপতি যে পক্ষের অবলম্বনে সর্বদা তাঁহার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য পালন করিয়া থাকেন। বলবান মেষপালী ভাল। মেষপালী যাহাকে সর্বদাই আপনার বশবর্তী করিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং রুশের এই সমুদয় সৈন্যসংখ্যার অধিকাংশ মেষের আত্মরক্ষার ন্যায় রক্ষার জন্য নিযুক্ত হয়। খাদ্যের গন্ধে যেরূপ মেষ যে দিকে পশু থাকে, তাহারা সেইদিকেই এই অর্থে নিযুক্ত থাকিতে হয়। সুতরাং কোন বৈদেশিক সমরকর্তৃ রুশরাজের প্রকৃত পক্ষে কত সৈন্য তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সেনার কতক অংশ রাজধানী রক্ষার্থ নিযুক্ত থাকিতে হয়।

ইংলণ্ডের প্রায় সমস্ত সৈন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত হইতে পারে। যেরূপ আয়ার্লণ্ডীয় বিদ্রোহের সময় না রাজ্যরক্ষার্থ পূর্ণ সৈন্যই মনের। সুতরাং আপাত রুশের সৈন্যসংখ্যা ইংরাজ অপেক্ষা যত অধিক হউক না কেন, প্রকৃত পক্ষে বিশেষ অধিক বোধ হয় না।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী কাগজপত্র হইতে যতদূর জানা যায়, তাহাতে রুশরাজ ইংলণ্ডের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক।

এখন ভারত রাজ্যে কতজন যুদ্ধ সেনা একত্র করিতে পারেন এবং ইংরাজরাজই বা কত একত্র করিতে পারেন, এবারে তাহার কিছু বিচার করা যাউক।

অনাদ্য সৈন্যই রুশরাজের ভারতরাজ্যে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বিষয়ে প্রধান সহায়। গত বারে প্রকাশিত তালিকায় তুরাণ সৈন্যের যোই সংখ্যা লেখা গেছে। এতদ্ব্যতীত যে সেনা রহিয়াছে, তাহাও যুদ্ধকালে অল্পাধিক পরিমাণে তাহার আসিবে। মোটামোটি হিসাব করিয়া দেখিলে বলা যাইতে পারে যে তাহার একত্র ৭ লক্ষ সেনা একত্র করিতে পারেন।

ইংরাজরাজের সাহায্যার্থ ভারতবর্ষে এত লক্ষ লোকের মধ্যে কত লক্ষ সেনা প্রকৃত যুদ্ধ বিদ্যায় দেখা যাইতে পারে। কতদূরীয় যুদ্ধের সময় এদেশীয় রাজগণের সেনাগণকে ও ইংরাজরাজ ইচ্ছা করিলে পাইতে পারেন সুতরাং হিসাবে দেখা ইংরাজরাজেরও ভারত রাজ্যে রুশরাজের সহিত যুদ্ধে প্রায় দুই লক্ষ সেনা সংগৃহীত হইতে পারে।

এখন প্রশ্ন এই, সমগ্র ভারতবর্ষে যেসকল সৈন্য ইংরাজরাজ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত সমগ্র সৈন্যবল একত্র করিতে পারিবেন কি না? রুশীয় সেনাপতি ও রাজনীতিজ্ঞগণ ভারতের প্রতি সন্দেহ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে সর্বদাই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইংরাজরাজ প্রকৃত বন্ধুর হস্তে সমগ্র ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রান্তে বিলম্বচিত্তে রুশের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভে প্রস্তুত হইতে পারিবেন কি না? ভারতে রুশ-ইংরাজ সমরের সম্ভাবিত ফলাফল আলোচনার ইহাই প্রধান প্রশ্ন। যেরূপ লোকের ভরসাই রাজকীয় আছে কি না? ভারতবাসিগণ ইংরাজরাজের প্রতি এত দূর অনুরক্ত কি না, যে তাহারা এখন রাজার পাইয়াও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করা ছাড়িবে না। তাহা হইলে ইংরাজের আর এক শত্রু বৃদ্ধি হইবে। ইংরাজরাজ আর এক শত্রু বৃদ্ধি করিতে সাহস করিবেন কি না?

যদি বলা যায়, ভারতবাসীরা বিদেশ অনুরক্ত হইয়াছে, তাহারা ইংরাজের বন্ধু, তাহা হইলেও ভারতে ইংরাজের বিপদ উপস্থিত হইলে তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবে না। [illegible]

পরাস্ত করিতে পারিবেন, [illegible] সহায় হইলে রুশরাজের [illegible] পারিবেন, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এরূপ বলবান্ বোধ হইতেছে। আফগানেরা যে ইংরাজদিগের সহায়তা করিবে, তাহার কিছু লক্ষণ দেখা যায় নাই।

গবর্ণমেণ্টের আয়।

[illegible] আমাদিগের [illegible] ও দেশ যে বিষয়ে [illegible] করিতেছেন, আমরা সে বারে তাহা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি। প্রথমের পূর্বাংশ এ বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।

প্রথমেই একটা কথা বলিয়া রাখি। [illegible] যেরূপ রাজকীয় আয় ব্যয়ের বিস্তারিত [illegible] অনেকেই বুঝিতে পারেন না। ইহার [illegible] কারণ পরিচালনা। এদেশে রাজকর্মচারী সম্বন্ধে বলে, আমরা আমার কাগজপত্রাদি [illegible] প্রায়ই নিযুক্ত হই না। ইংরাজরাজ গবর্ণমেণ্ট এই সকল উচ্চ কার্যে ভারতবাসিদিগকে নিযুক্ত করিতে সাহস পান না। এই জন্যই আমরা বার বিষয়ক জটিল আয়ব্যয়ের বিষয় সহজে [illegible] করিতে সক্ষম হই না। এই [illegible] যদি আমাদের [illegible] আলোচনা করিবার অনুকূল [illegible] দেন। ইহার দ্বিতীয় কারণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট [illegible] বিশ্বাসের দোষ। যে কারণে যে বিষয়ে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের রাজস্বের হিসাব সাধারণ অর্থনীতিবিশারদেরাই সহজে বুঝিতে পারেন না। অন্য কথা

যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ের একটী প্রধান উপায়। মোটামোটি হিসাবে বোধ যুদ্ধের সময়ই সরকারের ঠিক আয় [illegible] সময়ের ব্যয়, অপরাপর সময়ের মত [illegible] মূল্য বলা যায় না। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যয়ের তুলনায়ের তালিকা করিলে দেখা যায় যে, ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ ভিন্ন এই কয়েকবৎসরের মধ্যে [illegible] তুলনার সুবিধা দৃষ্ট হয়। এই সময়ে এক বার [illegible] ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তুলনায় [illegible] সেনাদলের সংখ্যা কিঞ্চিৎ [illegible] তুলনায় [illegible] রাজধানী [illegible] ভারতের [illegible] ভারতীয় [illegible]

[illegible] ৫৬

[illegible] ৫৬

[illegible] ৫৬

প্রিমরোজ কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই বিলাতের ব্যবসায়ে ইংলণ্ডীয় সুবিজ্ঞ অভিজ্ঞ সুদক্ষ, অভিজ্ঞ, ব্যবসায়ে ও অংশীদার মহাশয়দিগের পরীক্ষা করে আমি ইহার পরিচালনা করিতেছি।

প্রিমরোজ কোম্পানির গরাণা।

এই কোম্পানির সিগারেট ও সাধারণ সিগারেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা খুব ভাল। প্রত্যেক তামাকওয়ালার ব্যবসায়ে উচিত। ইহার অনুরূপ অন্য কোন সিগারেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা নাই।

প্রিমরোজ কোম্পানির সরাণা সুবিধা করিলে বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে। ইহাতে উৎসাহের অভাব হইবে না।

ইহার উচ্চ মূল্য অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণ এক কোম্পানি, দ্বিতীয় কোম্পানি, তৃতীয় কোম্পানি, চতুর্থ কোম্পানি, পঞ্চম কোম্পানি, ষষ্ঠ কোম্পানি, সপ্তম কোম্পানি, অষ্টম কোম্পানি, নবম কোম্পানি, দশম কোম্পানি, একাদশ কোম্পানি, দ্বাদশ কোম্পানি, ত্রয়োদশ কোম্পানি, চতুর্দশ কোম্পানি, পঞ্চদশ কোম্পানি, ষোড়শ কোম্পানি, সপ্তদশ কোম্পানি, অষ্টাদশ কোম্পানি, ঊনবিংশ কোম্পানি, বিংশ কোম্পানি, একবিংশ কোম্পানি, দ্বাবিংশ কোম্পানি, ত্রয়োবিংশ কোম্পানি, চতুর্বিংশ কোম্পানি, পঞ্চবিংশ কোম্পানি, ষড়বিংশ কোম্পানি, সপ্তবিংশ কোম্পানি, অষ্টবিংশ কোম্পানি, ঊনত্রিংশ কোম্পানি, ত্রিংশ কোম্পানি, একত্রিংশ কোম্পানি, দ্বাত্রিংশ কোম্পানি, ত্রয়স্ত্রিংশ কোম্পানি, চতুস্ত্রিংশ কোম্পানি, পঞ্চত্রিংশ কোম্পানি, ষড়ত্রিংশ কোম্পানি, সপ্তত্রিংশ কোম্পানি, অষ্টত্রিংশ কোম্পানি, ঊনচত্বারিংশ কোম্পানি, চত্বারিংশ কোম্পানি, একচত্বারিংশ কোম্পানি, দ্বাচত্বারিংশ কোম্পানি, ত্রয়শ্চত্বারিংশ কোম্পানি, চতুশ্চত্বারিংশ কোম্পানি, পঞ্চচত্বারিংশ কোম্পানি, ষড়চত্বারিংশ কোম্পানি, সপ্তচত্বারিংশ কোম্পানি, অষ্টচত্বারিংশ কোম্পানি, ঊনপঞ্চাশ কোম্পানি, পঞ্চাশ কোম্পানি, একপঞ্চাশ কোম্পানি, দ্বিপঞ্চাশ কোম্পানি, ত্রিপঞ্চাশ কোম্পানি, চতুষ্পঞ্চাশ কোম্পানি, পঞ্চপঞ্চাশ কোম্পানি, ষড়পঞ্চাশ কোম্পানি, সপ্তপঞ্চাশ কোম্পানি, অষ্টপঞ্চাশ কোম্পানি, ঊনষষ্টি কোম্পানি, ষষ্টি কোম্পানি, একষষ্টি কোম্পানি, দ্বিষষ্টি কোম্পানি, ত্রিষষ্টি কোম্পানি, চতুঃষষ্টি কোম্পানি, পঞ্চষষ্টি কোম্পানি, ষড়ষষ্টি কোম্পানি, সপ্তষষ্টি কোম্পানি, অষ্টষষ্টি কোম্পানি, ঊনসপ্ততি কোম্পানি, সপ্ততি কোম্পানি, একসপ্ততি কোম্পানি, দ্বিসপ্ততি কোম্পানি, ত্রিসপ্ততি কোম্পানি, চতুঃসপ্ততি কোম্পানি, পঞ্চসপ্ততি কোম্পানি, ষড়সপ্ততি কোম্পানি, সপ্তসপ্ততি কোম্পানি, অষ্টসপ্ততি কোম্পানি, ঊনাশীতি কোম্পানি, অশীতি কোম্পানি, একাশীতি কোম্পানি, দ্বাশীতি কোম্পানি, ত্রয়শীতি কোম্পানি, চতুরশীতি কোম্পানি, পঞ্চাশীতি কোম্পানি, ষড়শীতি কোম্পানি, সপ্তাশীতি কোম্পানি, অষ্টাশীতি কোম্পানি, ঊননবতি কোম্পানি, নবতি কোম্পানি, একনবতি কোম্পানি, দ্বিনবতি কোম্পানি, ত্রিনবতি কোম্পানি, চতুর্নবতি কোম্পানি, পঞ্চনবতি কোম্পানি, ষড়নবতি কোম্পানি, সপ্তনবতি কোম্পানি, অষ্টনবতি কোম্পানি, ঊনশত কোম্পানি, শত কোম্পানি, একশত কোম্পানি, দ্বিশত কোম্পানি, ত্রিশত কোম্পানি, চতুঃশত কোম্পানি, পঞ্চশত কোম্পানি, ষড়শত কোম্পানি, সপ্তশত কোম্পানি, অষ্টশত কোম্পানি, ঊননবশত কোম্পানি, নবশত কোম্পানি, একনবশত কোম্পানি, দ্বিনবশত কোম্পানি, ত্রিনবশত কোম্পানি, চতুর্নবশত কোম্পানি, পঞ্চনবশত কোম্পানি, ষড়নবশত কোম্পানি, সপ্তনবশত কোম্পানি, অষ্টনবশত কোম্পানি, ঊনসহস্র কোম্পানি, সহস্র কোম্পানি, একসহস্র কোম্পানি, দ্বিসহস্র কোম্পানি, ত্রিসহস্র কোম্পানি, চতুঃসহস্র কোম্পানি, পঞ্চসহস্র কোম্পানি, ষড়সহস্র কোম্পানি, সপ্তসহস্র কোম্পানি, অষ্টসহস্র কোম্পানি, ঊননবসহস্র কোম্পানি, নবসহস্র কোম্পানি, একনবসহস্র কোম্পানি, দ্বিনবসহস্র কোম্পানি, ত্রিনবসহস্র কোম্পানি, চতুর্নবসহস্র কোম্পানি, পঞ্চনবসহস্র কোম্পানি, ষড়নবসহস্র কোম্পানি, সপ্তনবসহস্র কোম্পানি, অষ্টনবসহস্র কোম্পানি, ঊনদশসহস্র কোম্পানি, দশসহস্র কোম্পানি, একাদশসহস্র কোম্পানি, দ্বাদশসহস্র কোম্পানি, ত্রয়োদশসহস্র কোম্পানি, চতুর্দশসহস্র কোম্পানি, পঞ্চদশসহস্র কোম্পানি, ষোড়শসহস্র কোম্পানি, সপ্তদশসহস্র কোম্পানি, অষ্টাদশসহস্র কোম্পানি, ঊনবিংশসহস্র কোম্পানি, বিংশসহস্র কোম্পানি, একবিংশসহস্র কোম্পানি, দ্বাবিংশসহস্র কোম্পানি, ত্রয়োবিংশসহস্র কোম্পানি, চতুর্বিংশসহস্র কোম্পানি, পঞ্চবিংশসহস্র কোম্পানি, ষড়বিংশসহস্র কোম্পানি, সপ্তবিংশসহস্র কোম্পানি, অষ্টবিংশসহস্র কোম্পানি, ঊনত্রিংশসহস্র কোম্পানি, ত্রিংশসহস্র কোম্পানি, একত্রিংশসহস্র কোম্পানি, দ্বাত্রিংশসহস্র কোম্পানি, ত্রয়স্ত্রিংশসহস্র কোম্পানি, চতুস্ত্রিংশসহস্র কোম্পানি, পঞ্চত্রিংশসহস্র কোম্পানি, ষড়ত্রিংশসহস্র কোম্পানি, সপ্তত্রিংশসহস্র কোম্পানি, অষ্টত্রিংশসহস্র কোম্পানি, ঊনচত্বারিংশসহস্র কোম্পানি, চত্বারিংশসহস্র কোম্পানি, একচত্বারিংশসহস্র কোম্পানি, দ্বাচত্বারিংশসহস্র কোম্পানি, ত্রয়শ্চত্বারিংশসহস্র কোম্পানি, চতুশ্চত্বারিংশসহস্র কোম্পানি, পঞ্চচত্বারিংশসহস্র কোম্পানি, ষড়চত্বারিংশসহস্র কোম্পানি, সপ্তচত্বারিংশসহস্র কোম্পানি, অষ্টচত্বারিংশসহস্র কোম্পানি, ঊনপঞ্চাশসহস্র কোম্পানি, পঞ্চাশসহস্র কোম্পানি, একপঞ্চাশসহস্র কোম্পানি, দ্বিপঞ্চাশসহস্র কোম্পানি, ত্রিপঞ্চাশসহস্র কোম্পানি, চতুষ্পঞ্চাশসহস্র কোম্পানি, পঞ্চপঞ্চাশসহস্র কোম্পানি, ষড়পঞ্চাশসহস্র কোম্পানি, সপ্তপঞ্চাশসহস্র কোম্পানি, অষ্টপঞ্চাশসহস্র কোম্পানি, ঊনষষ্টিসহস্র কোম্পানি, ষষ্টিসহস্র কোম্পানি, একষষ্টিসহস্র কোম্পানি, দ্বিষষ্টিসহস্র কোম্পানি, ত্রিষষ্টিসহস্র কোম্পানি, চতুঃষষ্টিসহস্র কোম্পানি, পঞ্চষষ্টিসহস্র কোম্পানি, ষড়ষষ্টিসহস্র কোম্পানি, সপ্তষষ্টিসহস্র কোম্পানি, অষ্টষষ্টিসহস্র কোম্পানি, ঊনসপ্ততিসহস্র কোম্পানি, সপ্ততিসহস্র কোম্পানি, একসপ্ততিসহস্র কোম্পানি, দ্বিসপ্ততিসহস্র কোম্পানি, ত্রিসপ্ততিসহস্র কোম্পানি, চতুঃসপ্ততিসহস্র কোম্পানি, পঞ্চসপ্ততিসহস্র কোম্পানি, ষড়সপ্ততিসহস্র কোম্পানি, সপ্তসপ্ততিসহস্র কোম্পানি, অষ্টসপ্ততিসহস্র কোম্পানি, ঊনাশীতিসহস্র কোম্পানি, অশীতিসহস্র কোম্পানি, একাশীতিসহস্র কোম্পানি, দ্বাশীতিসহস্র কোম্পানি, ত্রয়শীতিসহস্র কোম্পানি, চতুরশীতিসহস্র কোম্পানি, পঞ্চাশীতিসহস্র কোম্পানি, ষড়শীতিসহস্র কোম্পানি, সপ্তাশীতিসহস্র কোম্পানি, অষ্টাশীতিসহস্র কোম্পানি, ঊননবতিসহস্র কোম্পানি, নবতিসহস্র কোম্পানি, একনবতিসহস্র কোম্পানি, দ্বিনবতিসহস্র কোম্পানি, ত্রিনবতিসহস্র কোম্পানি, চতুর্নবতিসহস্র কোম্পানি, পঞ্চনবতিসহস্র কোম্পানি, ষড়নবতিসহস্র কোম্পানি, সপ্তনবতিসহস্র কোম্পানি, অষ্টনবতিসহস্র কোম্পানি, ঊনশতসহস্র কোম্পানি, শতসহস্র কোম্পানি, একশতসহস্র কোম্পানি, দ্বিশতসহস্র কোম্পানি, ত্রিশতসহস্র কোম্পানি, চতুঃশতসহস্র কোম্পানি, পঞ্চশতসহস্র কোম্পানি, ষড়শতসহস্র কোম্পানি, সপ্তশতসহস্র কোম্পানি, অষ্টশতসহস্র কোম্পানি, ঊননবশতসহস্র কোম্পানি, নবশতসহস্র কোম্পানি, একনবশতসহস্র কোম্পানি, দ্বিনবশতসহস্র কোম্পানি, ত্রিনবশতসহস্র কোম্পানি, চতুর্নবশতসহস্র কোম্পানি, পঞ্চনবশতসহস্র কোম্পানি, ষড়নবশতসহস্র কোম্পানি, সপ্তনবশতসহস্র কোম্পানি, অষ্টনবশতসহস্র কোম্পানি, ঊনলক্ষ কোম্পানি, লক্ষ কোম্পানি, একলক্ষ কোম্পানি, দ্বিলক্ষ কোম্পানি, ত্রিলক্ষ কোম্পানি, চতুঃলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চলক্ষ কোম্পানি, ষড়লক্ষ কোম্পানি, সপ্তলক্ষ কোম্পানি, অষ্টলক্ষ কোম্পানি, ঊননবলক্ষ কোম্পানি, নবলক্ষ কোম্পানি, একনবলক্ষ কোম্পানি, দ্বিনবলক্ষ কোম্পানি, ত্রিনবলক্ষ কোম্পানি, চতুর্নবলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চনবলক্ষ কোম্পানি, ষড়নবলক্ষ কোম্পানি, সপ্তনবলক্ষ কোম্পানি, অষ্টনবলক্ষ কোম্পানি, ঊনদশলক্ষ কোম্পানি, দশলক্ষ কোম্পানি, একাদশলক্ষ কোম্পানি, দ্বাদশলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়োদশলক্ষ কোম্পানি, চতুর্দশলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চদশলক্ষ কোম্পানি, ষোড়শলক্ষ কোম্পানি, সপ্তদশলক্ষ কোম্পানি, অষ্টাদশলক্ষ কোম্পানি, ঊনবিংশলক্ষ কোম্পানি, বিংশলক্ষ কোম্পানি, একবিংশলক্ষ কোম্পানি, দ্বাবিংশলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়োবিংশলক্ষ কোম্পানি, চতুর্বিংশলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চবিংশলক্ষ কোম্পানি, ষড়বিংশলক্ষ কোম্পানি, সপ্তবিংশলক্ষ কোম্পানি, অষ্টবিংশলক্ষ কোম্পানি, ঊনত্রিংশলক্ষ কোম্পানি, ত্রিংশলক্ষ কোম্পানি, একত্রিংশলক্ষ কোম্পানি, দ্বাত্রিংশলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়স্ত্রিংশলক্ষ কোম্পানি, চতুস্ত্রিংশলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চত্রিংশলক্ষ কোম্পানি, ষড়ত্রিংশলক্ষ কোম্পানি, সপ্তত্রিংশলক্ষ কোম্পানি, অষ্টত্রিংশলক্ষ কোম্পানি, ঊনচত্বারিংশলক্ষ কোম্পানি, চত্বারিংশলক্ষ কোম্পানি, একচত্বারিংশলক্ষ কোম্পানি, দ্বাচত্বারিংশলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়শ্চত্বারিংশলক্ষ কোম্পানি, চতুশ্চত্বারিংশলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চচত্বারিংশলক্ষ কোম্পানি, ষড়চত্বারিংশলক্ষ কোম্পানি, সপ্তচত্বারিংশলক্ষ কোম্পানি, অষ্টচত্বারিংশলক্ষ কোম্পানি, ঊনপঞ্চাশলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চাশলক্ষ কোম্পানি, একপঞ্চাশলক্ষ কোম্পানি, দ্বিপঞ্চাশলক্ষ কোম্পানি, ত্রিপঞ্চাশলক্ষ কোম্পানি, চতুষ্পঞ্চাশলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চপঞ্চাশলক্ষ কোম্পানি, ষড়পঞ্চাশলক্ষ কোম্পানি, সপ্তপঞ্চাশলক্ষ কোম্পানি, অষ্টপঞ্চাশলক্ষ কোম্পানি, ঊনষষ্টিলক্ষ কোম্পানি, ষষ্টিলক্ষ কোম্পানি, একষষ্টিলক্ষ কোম্পানি, দ্বিষষ্টিলক্ষ কোম্পানি, ত্রিষষ্টিলক্ষ কোম্পানি, চতুঃষষ্টিলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চষষ্টিলক্ষ কোম্পানি, ষড়ষষ্টিলক্ষ কোম্পানি, সপ্তষষ্টিলক্ষ কোম্পানি, অষ্টষষ্টিলক্ষ কোম্পানি, ঊনসপ্ততিলক্ষ কোম্পানি, সপ্ততিলক্ষ কোম্পানি, একসপ্ততিলক্ষ কোম্পানি, দ্বিসপ্ততিলক্ষ কোম্পানি, ত্রিসপ্ততিলক্ষ কোম্পানি, চতুঃসপ্ততিলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চসপ্ততিলক্ষ কোম্পানি, ষড়সপ্ততিলক্ষ কোম্পানি, সপ্তসপ্ততিলক্ষ কোম্পানি, অষ্টসপ্ততিলক্ষ কোম্পানি, ঊনাশীতিলক্ষ কোম্পানি, অশীতিলক্ষ কোম্পানি, একাশীতিলক্ষ কোম্পানি, দ্বাশীতিলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়শীতিলক্ষ কোম্পানি, চতুরশীতিলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চাশীতিলক্ষ কোম্পানি, ষড়শীতিলক্ষ কোম্পানি, সপ্তাশীতিলক্ষ কোম্পানি, অষ্টাশীতিলক্ষ কোম্পানি, ঊননবতিলক্ষ কোম্পানি, নবতিলক্ষ কোম্পানি, একনবতিলক্ষ কোম্পানি, দ্বিনবতিলক্ষ কোম্পানি, ত্রিনবতিলক্ষ কোম্পানি, চতুর্নবতিলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চনবতিলক্ষ কোম্পানি, ষড়নবতিলক্ষ কোম্পানি, সপ্তনবতিলক্ষ কোম্পানি, অষ্টনবতিলক্ষ কোম্পানি, ঊনশতলক্ষ কোম্পানি, শতলক্ষ কোম্পানি, একশতলক্ষ কোম্পানি, দ্বিশতলক্ষ কোম্পানি, ত্রিশতলক্ষ কোম্পানি, চতুঃশতলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চশতলক্ষ কোম্পানি, ষড়শতলক্ষ কোম্পানি, সপ্তশতলক্ষ কোম্পানি, অষ্টশতলক্ষ কোম্পানি, ঊননবশতলক্ষ কোম্পানি, নবশতলক্ষ কোম্পানি, একনবশতলক্ষ কোম্পানি, দ্বিনবশতলক্ষ কোম্পানি, ত্রিনবশতলক্ষ কোম্পানি, চতুর্নবশতলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চনবশতলক্ষ কোম্পানি, ষড়নবশতলক্ষ কোম্পানি, সপ্তনবশতলক্ষ কোম্পানি, অষ্টনবশতলক্ষ কোম্পানি, ঊনসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সহস্রলক্ষ কোম্পানি, একসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দ্বিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চতুঃসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষড়সহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্তসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অষ্টসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ঊননবসহস্রলক্ষ কোম্পানি, নবসহস্রলক্ষ কোম্পানি, একনবসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দ্বিনবসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রিনবসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চতুর্নবসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চনবসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষড়নবসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্তনবসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অষ্টনবসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ঊনদশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, একাদশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দ্বাদশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়োদশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চতুর্দশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চদশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষোড়শসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্তদশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অষ্টাদশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ঊনবিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, বিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, একবিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দ্বাবিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়োবিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চতুর্বিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চবিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষড়বিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্তবিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অষ্টবিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ঊনত্রিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, একত্রিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দ্বাত্রিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়স্ত্রিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চতুস্ত্রিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চত্রিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষড়ত্রিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্তত্রিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অষ্টত্রিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ঊনচত্বারিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চত্বারিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, একচত্বারিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দ্বাচত্বারিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়শ্চত্বারিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চতুশ্চত্বারিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চচত্বারিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষড়চত্বারিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্তচত্বারিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অষ্টচত্বারিংশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ঊনপঞ্চাশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চাশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, একপঞ্চাশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দ্বিপঞ্চাশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রিপঞ্চাশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চতুষ্পঞ্চাশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চপঞ্চাশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষড়পঞ্চাশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্তপঞ্চাশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অষ্টপঞ্চাশসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ঊনষষ্টিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষষ্টিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, একষষ্টিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দ্বিষষ্টিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রিষষ্টিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চতুঃষষ্টিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চষষ্টিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষড়ষষ্টিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্তষষ্টিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অষ্টষষ্টিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ঊনসপ্ততিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্ততিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, একসপ্ততিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দ্বিসপ্ততিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রিসপ্ততিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চতুঃসপ্ততিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চসপ্ততিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষড়সপ্ততিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্তসপ্ততিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অষ্টসপ্ততিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ঊনাশীতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অশীতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, একাশীতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দ্বাশীতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়শীতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চতুরশীতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চাশীতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষড়শীতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্তাশীতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অষ্টাশীতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ঊননবতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, নবতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, একনবতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দ্বিনবতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রিনবতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চতুর্নবতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চনবতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষড়নবতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্তনবতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অষ্টনবতিসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ঊনশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, শতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, একশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দ্বিশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রিশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চতুঃশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষড়শতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্তশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অষ্টশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ঊননবশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, নবশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, একনবশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, দ্বিনবশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ত্রিনবশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, চতুর্নবশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চনবশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ষড়নবশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, সপ্তনবশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, অষ্টনবশতসহস্রলক্ষ কোম্পানি, ঊনলক্ষলক্ষ কোম্পানি, লক্ষলক্ষ কোম্পানি, একলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুঃলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়লক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊননবলক্ষলক্ষ কোম্পানি, নবলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একনবলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বিনবলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রিনবলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুর্নবলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চনবলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়নবলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তনবলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টনবলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊনদশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একাদশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বাদশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়োদশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুর্দশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চদশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষোড়শলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তদশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টাদশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊনবিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, বিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একবিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বাবিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়োবিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুর্বিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চবিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়বিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তবিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টবিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊনত্রিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একত্রিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বাত্রিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়স্ত্রিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুস্ত্রিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চত্রিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়ত্রিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তত্রিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টত্রিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊনচত্বারিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চত্বারিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একচত্বারিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বাচত্বারিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়শ্চত্বারিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুশ্চত্বারিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চচত্বারিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়চত্বারিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তচত্বারিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টচত্বারিংশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊনপঞ্চাশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চাশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একপঞ্চাশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বিপঞ্চাশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রিপঞ্চাশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুষ্পঞ্চাশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চপঞ্চাশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়পঞ্চাশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তপঞ্চাশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টপঞ্চাশলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊনষষ্টিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষষ্টিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একষষ্টিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বিষষ্টিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রিষষ্টিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুঃষষ্টিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চষষ্টিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়ষষ্টিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তষষ্টিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টষষ্টিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊনসপ্ততিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্ততিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একসপ্ততিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বিসপ্ততিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রিসপ্ততিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুঃসপ্ততিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চসপ্ততিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়সপ্ততিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তসপ্ততিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টসপ্ততিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊনাশীতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অশীতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একাশীতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বাশীতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রয়শীতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুরশীতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চাশীতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়শীতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তাশীতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টাশীতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊননবতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, নবতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একনবতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বিনবতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রিনবতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুর্নবতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চনবতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়নবতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তনবতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টনবতিলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊনশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, শতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বিশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রিশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুঃশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়শতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊননবশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, নবশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একনবশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বিনবশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রিনবশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুর্নবশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চনবশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়নবশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তনবশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টনবশতলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊনসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বিসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রিসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুঃসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়সহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ঊননবসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, নবসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, একনবসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, দ্বিনবসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ত্রিনবসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, চতুর্নবসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, পঞ্চনবসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, ষড়নবসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, সপ্তনবসহস্রলক্ষলক্ষ কোম্পানি, অষ্টনবসহস্রলক্ষলক্ষ কোম

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর-

...র আদেশানুসারে

বিজ্ঞাপন।

...ার ৩ ন,বাবর ।কাশ।

এতদ্দ্বারা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ... তারিখে ... সাহেব ... এবং ... সাহেব ... নিযুক্ত হইয়া ... সাহেব ... সাহেব ... বাবু ... ও ... বাবু ... হইলেন।

১৮ এপ্রেল। ... ...